Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamurti

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ কৃষ্ণচন্দ্রস্মৃতিতীর্থেন প্রবর্ত্তিতম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্

(দশমস্কন্ধে ২৯শ—৩৩শ অধ্যায়ে
শ্রীশ্রীরাসলীলা)

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামিকৃতয়া ভাগবতভাবার্থদীপিকয়া টীকয়া শ্রীজীবগোস্বামিকৃতয়া
লঘুবৈষ্ণবতোষণী টিপ্পন্যা চ সমেতম্

—০:*:০—

নিত্যধামগত শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য-

প্রভুপাদ-শ্রীল-রাধাবিনোদ-গোস্বামিনা-

তথা

প্রভুপাদ-রাধারমণ-গোস্বামিনা

অন্বয়ানুবাদৈঃ শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীব্যাখ্যাদিভিঃ সমলঙ্কৃতম্ ।

—০*০—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যাপক

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামি-শাস্ত্রী এম-এ, পি-আর-এস

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

—(:*:)—

মহেশ লাইব্রেরী ।
পুস্তক-বিক্রেতা ।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২

হরিহর লাইব্রেরী
২৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

: প্রকাশক :
শ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ
হরিহর লাইব্রেরী
২৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

: অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান :
মহেশ লাইব্রেরী : ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার : ৩৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে
পুনর্মুদ্রিত
১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

: মুদ্রাকর :
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস,
ভাগবত প্রেস
২৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

[প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবতদশমস্কন্ধস্য সূচীপত্রম্

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী ২৯—৩৩ অধ্যায়ঃ

—ঃ০ঃ—

ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্লোকসংখ্যা—৪৮

বিষয়	পত্রাঙ্ক
শরৎকুসুমসৌরভে আমোদিত রাত্রির শোভাদর্শনে পুলকিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগোপীগণের প্রতি পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত রাসাভিনয়ে অভিলাষ	১৬৪১
শরৎসূর্য্যতাপজনিত গ্লানির উপশমনার্থ পূর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের সেবাবাসনায় পূর্ণ শশধরের উদয়	১৭৩৩
শরৎশশধরের সুশীতল জ্যোৎস্নাদর্শনে আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণমনোহর বংশীধ্বনি	১৭৩৮
বংশীনাদ শ্রবণে কৃষ্ণার্পিত-হৃদয়া গোপীগণের গৃহধর্ম্মবিস্মৃতি ও দোলিত কর্ণকুণ্ডল শোভিত অবস্থায় দ্রুতপদে তৎসমীপে আগমন	১৭৪৭
কৃষ্ণদর্শনে সমুৎসুক অবলা গোপবালাগণের গোদোহন করিতে করিতে তাহা পরিত্যাগ করিয়া, কাহারও বা দুগ্ধ জ্বাল দিতে দিতে দুগ্ধপাত্র চুল্লিকার উপর রাখিয়াই বিভ্রান্তভাবে কৃষ্ণনিকটে আগমন	১৭৫৩
কেহ পতি পুত্রের অন্নাদি পরিবেশন, কেহ শিশুকে স্তন্যদান, কেহ পতিশুশ্রূষা, এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসমীপে তাঁহাদের আগমন	১৭৫৪
কোন কোন গোপীর গৃহলেপন, গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া কৃষ্ণের নিকটে গমন	১৭৫৪
পতি, পিতা ও বন্ধুজন সেই সকল গোপীগণকে বাধা দিলেও গোবিন্দের বেণুগীতে আত্মহারা হইয়া তাহাতে তাঁহাদের অপরাঙ্মুখতা	১৭৫৫
পতিসেবানিরত অন্তঃপুরস্থিত, বাহিরে আসিতে অসমর্থ গোপীর নয়ন মুদ্রিত করিয়া কৃষ্ণধ্যান	১৭৭০
দুঃসহ কৃষ্ণবিরহতাপে সর্ব্বঅশুভের প্রশমন এবং ধ্যানযোগে কৃষ্ণালিঙ্গনলাভে সর্ব্ববিধ বন্ধনের অবসান	১৭৭২
পরীক্ষিতের প্রশ্ন—কৃষ্ণে ব্রহ্মজ্ঞানব্যতীত গুণাসক্তগোপীগণের গুণপ্রবাহের উপশম কারণ জিজ্ঞাসা	১৮১১
শ্রীশুকদেবের উত্তর—পূর্ব্বে সপ্তমস্কন্ধে কথিত কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালাদির মুক্তি-কথাপ্রসঙ্গে মানবগণের মুক্তির জন্য ভগবানের সগুণে অবতরণ	১৮১২
ভগবানে কাম; ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, একাত্মবোধ, সৌহার্দ্দ্য স্থাপনে মানবের মুক্তি	১৮১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পত্রাঙ্ক
শুকদেব কর্ত্তৃক উপদেশ-পরম্পরায় পরীক্ষিতের বিস্ময়াপনোদন	১৮১৪
কৃষ্ণসমীপাগত গোপীগণের প্রতি বিবিধ বাক্যভঙ্গির দ্বারা তাঁহাদের মনোহরণ	১৮২৩
ভগবানের উক্তি—স্বাগত প্রশ্ন, ব্রজের কুশল জিজ্ঞাসা সহকারে গোপীগণের আগমন কারণ প্রশ্ন	১৮২৯
গভীর রাত্রে কৃষ্ণোদ্দেশে ঘোরবনে সমাগত গোপীগণকে গৃহে প্রত্যাগমনের উপদেশ	১৮৪১
রাত্রিকালে রমণীগণের গৃহ পরিত্যাগে তাঁহাদের অদর্শনে তদীয় পিতা, মাতা, ভ্রাতা, প্রভৃতির উৎকণ্ঠার কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রত্যাবৃত্ত করিবার চেষ্টা	১৮৪৯
"বৃন্দাবন শোভা সন্দর্শনে আসিয়া থাক, দেখিয়াছ, এখন চলিয়া যাও" ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান বাক্যে কৃষ্ণের গোপী সম্ভাষণ	১৮৫৭
"চলিয়া যাও, বিলম্ব করিও না, গৃহে গিয়া পতিসেবা, গোদোহন ও বৎসগণের দুগ্ধপান প্রভৃতি করাও" ইত্যাদি কৃষ্ণের গোপীগণের প্রতি উপেক্ষাভঙ্গী	১৮৬৩
"অথবা আমার প্রতি স্নেহবশতঃ সাক্ষাতের আশা পোষণ করিয়া থাক, ভাল, তাহাও ত হইয়াছে, আমাকে ত এইরূপ সকলে ভালবাসে" ইত্যাদি বাক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বাস প্রদান চেষ্টা	১৮৭৪
"পতিব্রতা নারীগণের স্বামিশুশ্রূষা, সন্তান-জননীদিগের পুত্রাদি পালন ও শশ্রূ শ্বশুরাদির সেবা অকৃত্রিম ধর্ম্ম" ইত্যাদি বাক্যে গোপীগণের প্রতি কর্ত্তব্য প্রদর্শনচ্ছলে ভগবানের ভালবাসার পরিচয়	১৮৮১
বিবিধ উপদেশ প্রদর্শনে পতিভক্তির গৌরব কথন	১৯৯০
কুলনারীর উপপতি সেবার বহু দোষ প্রদর্শন	১৮৯৭
"বিরহে আকর্ষণের আধিক্য" বুঝাইয়া গোপীগণের প্রতি ভগবানের গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার উপদেশ	১৯১২
গোবিন্দের মুখে প্রত্যাখ্যান সূচক অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে গোপীগণের বিষাদ	১৯২৫
উদ্বিগ্না গোপীদিগের চরণাঙ্গুলি দ্বারা ভূ-বিলিখন, কজ্জলাক্ত নয়নজলে বক্ষ বিপ্লাবন বিষয়ক বিম্বাধরের বৈবর্ণ্য প্রভৃতি দুঃখভাব প্রকাশ	১৯৩০
কৃষ্ণের উপেক্ষা বাক্যে ক্ষুব্ধ বেদনায় কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজনারীদিগের ক্ষেদোক্তি	১৯৩৫
কৃষ্ণসেবাধিকার প্রার্থনায় সর্ব্বত্যাগিনী গোপীগণের কাতরোক্তি	১৯৩৯
কৃষ্ণোপদেশের সত্যতা স্বীকারপূর্ব্বক গোপীদিগের স্ব স্ব অভীষ্ট জ্ঞাপন	১৯৫৪
নিজ নিজ পতি পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াও কৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির আশায় গোপীগণের আগমনে আগ্রহ প্রকাশ	১৯৬৭
কৃষ্ণচরণাশ্রয় ছাড়িয়া গোপীদিগের গৃহ গমনে অনিচ্ছা	১৯৭৫
কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যানে অসহমানা গোপীগণের প্রাণ পরিত্যাগের সংকল্প	১৯৮১
সর্ব্বস্ব ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণপদাশ্রয়কারিণী গোপীগণের তদীয় চরণে সেবাধিকার প্রার্থনা	১৯৯৩
কৃষ্ণহৃদয়া ব্রজনারীগণের কৃষ্ণপদে দাস্য প্রার্থনা	১৯৯৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কৃষ্ণের অলকাবৃতমুখকমল, কুণ্ডলবিলম্বিতকর্ণযুগল, সুধাহসিত অধরোষ্ঠ, বরাভয়যুক্ত করদ্বয় প্রভৃতির শোভাদর্শনে সমাকৃষ্টা গোপীগণের তদীয় পাদপদ্মে আত্মপ্রদান বাসনা	২০০১
কৃষ্ণের ত্রৈলোক্য বিমোহন কল বেণুগীত এবং গো মৃগ তরুলতা প্রভৃতির পুলকপ্রদ রূপদর্শনে আত্মবিস্মৃত গোপীগণের পতি পুত্রাদির শুশ্রূষায় বিস্মৃতি	২০০৭
মদনদবানলদগ্ধ ব্রজনারীগণের হৃদয় সন্তাপ প্রশমনার্থ কৃষ্ণকরকমলের স্পর্শ প্রার্থনা	২০১৫
গোপীগণের বিলাপ শ্রবণে সহাস্যআস্য সদয় যোগেশ্বর হরির রাসরমণ প্রবৃত্তি	২০২১
প্রণয়কোপ ও বিরহবেদনার অবসানে রাসক্রীড়ার মিলনের পূর্ণানন্দ প্রকাশ	২০২৭
ব্রজবনিতাগণের শত শত যূথের কৃষ্ণগুণগান ও শ্রীকৃষ্ণ পরিহিত বৈজয়ন্তী মালার শোভায় বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব শোভাবর্দ্ধন	২০২৮
তথায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কোন গোপীকে গাঢ় আলিঙ্গন, কাহারও কেশপাশ, উরু, নীবী ও স্তনাদি স্পর্শন, কাহারও অঙ্গে নাখাগ্রপাত, কাহারও সঙ্গে বিবিধ ক্রীড়া; কাহারও প্রতি কটাক্ষপাত এবং কাহারও সহিত মধুর হাস্য সহকারে কামোদ্দীপন পূর্ব্বক ক্রীড়ানন্দবর্দ্ধন	২০২৯
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সাদর স্নেহ লব্ধমানা গোপীগণের প্রত্যেকেরই যেন জগতের সর্ব্বললনাগরীয়সী বলিয়া গৌরব বোধ	২০৪০
গোপীগণের অভিমান দর্শনে তৎপ্রশমনার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তথায় অন্তর্ধান	২০৪১

ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্লোকসংখ্যা—৪৪

অকস্মাৎ কৃষ্ণ অদর্শনে গজযূথপতির অদর্শনে করিণীগণের ন্যায় ব্রজাঙ্গনাগণের বিরহ ক্ষেদ	২০৫৬
শ্রীকৃষ্ণতন্ময় গোপীগণের মনে পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর গমন ভঙ্গি, সানুরাগ হাস্য এবং বিবিধ বিরহ বিভ্রমাদির অনুস্মরণে ও অনুকরণে পরস্পর "আমিই কৃষ্ণ, আমিই কৃষ্ণ" ইত্যাকার বোধ	২০৫৭
কোনও গোপীযূথের মুখে উন্মাদিনীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ গুণগান, বন হইতে বনান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক কৃষ্ণান্বেষণ এবং তদীয় গমন ও অবস্থান স্থানের প্রশ্ন	২০৫৮
উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ভ্রাম্যমাণ গোপীগণের কুরুবক, অশোক, নাগ, সুন্নাগ, চম্পক, ও গোবিন্দচরণপ্রিয়া কল্যাণী তুলসীর প্রতি প্রশ্ন	২০৬৬
"আম্র, পিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্রাতক, কদম্ব, নীপ এবং যমুনা উপকূলস্থিত স্বার্থপর অপর তরুরাজি বিরহ কাতর আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনপ্রার্থীর পথ বলিয়া দাও	২০৬৭
"আহা! ক্ষিতি কি সুতপস্যা করিয়াছে—আজ যাহার বক্ষে পদার্পণ করিয়া স্পর্শোৎসবে তাহাকে পুলকিত করিতেছেন—যাহার স্পর্শ ও ব্যবহার এবং গাত্রে গাঢ় আলিঙ্গন লাভ করিয়া যে পৃথিবীপৃষ্ঠ ধন্য হইয়াছিলেন ইত্যাদি গোপীক্ষেদ	২০৬৮
"অহো! হরিণীগণ! কৃষ্ণের কুন্দকুসুম মালার গন্ধে এইস্থান আমোদিত, মনে হয়—তিনি এইস্থানেই আছেন, তোমরা তাঁহাকে দেখিয়াছ কি?	২০৬৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
"হে তরুগণ! কৃষ্ণ নিজ প্রিয়ার স্কন্ধদেশে বামবাহু স্থাপন ও দক্ষিণ করে লীলাকমল ধারণ করিয়া এই পথে গিয়াছেন, দেখিয়াছ কি ?	২০৭০
"হে তরুলতাজাল! কৃষ্ণ কুসুম চয়ন করিতে করিতে এইপথে গিয়াছেন, দেখিয়াছ কি ?	২০৭১
কৃষ্ণান্বেষণ তৎপর উন্মত্ত প্রলাপকারিণী গোপীগণের কৃষ্ণলীলার অনুকরণ	২০৭৪
কেহ পূতনা হইয়া কোন গোপীকে কৃষ্ণ সাজাইয়া তাহার মুখে স্তন দান, কাহারও পদাঘাতে শকট ভঞ্জন, কেহ দৈত্য হইয়া অপর কৃষ্ণরূপিণী গোপিকা হরণ এবং কৃষ্ণ বেশী অপর গোপীদ্বয়ের পরস্পর চরণ ও জানু আকর্ষণ	২০৭৫
কোন গোপী কৃষ্ণ, কেহ বলরাম, কেহ কেহ গোপগোপী, কেহ গোবৎস হইয়া গোষ্ঠলীলার অনুকরণ, বকাসুর হইয়া গোপবালকগণকে গ্রাস করিতে উদ্যতা কোন গোপীর তাহার বধচেষ্টা, কৃষ্ণের ন্যায় বাঁশীর স্বরে গোগণের আহ্বান, বংশীধ্বনির ন্যায় উচ্চধ্বনি প্রভৃতি বিচিত্র লীলা	২০৭৬
কাহারও অপরের হস্তে নির্ভর করিয়া চলন, কাহারও 'আমি কৃষ্ণ, দেখ আমার কিরূপ ললিত গতি, কাহারও গোবর্দ্ধন ধারণাদিবিষয়ক বাতবর্ষা ভয় হইতে অপর গোপীগণের পরিত্রাণের আশা প্রদান, কাহারও কালিয় দমন লীলা প্রকটন	২০৭৭
কোথাও নয়ন মুদ্রিত করিয়া গোপীগণের দাবানল প্রবেশ, কোথাও উদূখলে কৃষ্ণের বন্ধন, বালক কৃষ্ণরূপী গোপীর কাতরতা	২০৭৮
এইভাবের লীলানুকরণে গোপীগণের বন ভ্রমণ এবং পথচলিতে কৃষ্ণপদের ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশাদি চিহ্ন অনুসরণে সেইদিকে গোপীগণের গমন	২১১০-১১
শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ বজ্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত পদচিহ্নের প্রতিকৃতি	২১২৬
কৃষ্ণপদচিহ্নের পার্শ্বের অপরা কামিনীর পদচিহ্নদর্শনে গোপীগণের বিস্ময় প্রকাশ	২১২৭
রহস্যময়ী রাধিকার পদচিহ্নের প্রতিকৃতি	২১৩১
গোপীগণ মুখে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার শোভাসহ গৌরব বর্ণন	২১৩২-৩৪
পরস্পর সঙ্গত সপত্নীর প্রতি ঈর্ষ্যাপ্রকাশের ন্যায় গোপীগণের কৃষ্ণান্বেষণ	২০৪৮-৪৯
পথ চলনে অসমর্থা কৃষ্ণপ্রেমগর্ব্বিতা রাধিকাকে স্কন্ধে বহনের ইঙ্গিত দিয়া কৃষ্ণের সহসা অন্তর্ধান	২১৫০
দর্পহারী কৃষ্ণের অদর্শনে রাধিকার বিলাপ	২১৫১-৬৭
কৃষ্ণান্বেষণকারিণী গোপীগণের বনপথ মধ্যে প্রিয়বিরহাতুরা মূর্চ্ছিতা সখীর সহিত সাক্ষাৎকার	২১৬৮
গোপীগণ কর্তৃক মূর্চ্ছিতা সখীর শুশ্রূষা, নয়নপ্রান্তে জলদান ও তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে বিস্ময় বোধ	২১৬৯
শ্রীকৃষ্ণবিরহচিত্তা গোপীগণের যমুনাপুলিনে তদীয় আগমন আশায় নিরন্তর কৃষ্ণগুণগান	২১৭০

একত্রিংশ অধ্যায়ে শ্লোকসংখ্যা—১৯

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তদীয় জাতি, জন্ম, ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি গুণাবলীর অনুসরণ পূর্ব্বক গোপীগণের বিবিধ বিলাপ—	২১৮১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পত্রাঙ্ক
"শরতের প্রফুল্ল কমলতুল্য কমনীয়নয়ন কান্তের বিরহ কি মাদৃশ বিনা মূল্যে ক্রীতদাসীগণের বধসাধনে উদ্যত নহে !	২১৮৭
"কালিয় হ্রদের বিষজল ও মহাসর্পরূপধারী আঘাসুরের কবল ইন্দ্রকৃত প্রবল বর্ষণ, বজ্রপাত, বৃষব্যোমাদি অসুরের উৎপাত হইতে ব্রজবাসীর জীবন রক্ষা করিয়াছ !	২১৯০
"তুমি কেবল গোপালনন্দন নহ, অখিল লোকের অন্তরাত্মা—ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্ব রক্ষার জন্য যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ !	২১৯৪
"বৃষ্ণিবর ! সংসার বন্ধন ভয়ে ভীত আমাদের মস্তকে তোমার কমলকর বিন্যস্ত কর !	২১৯৭
"তোমার বদনকমলের দর্শন দানে ব্রজজনের দুঃখ ও গর্ব্ব হরণ করিয়া মনোরথ পূর্ণ কর।	২১৯৯
প্রণতজনের পাপহারী, নৃত্যচ্ছলে ফণিফণায় অর্পিত ও গোচারণ কালে ধীরবিক্ষিপ্ত শোভমান পদদ্বয় বিরহতাপদগ্ধ মাদৃশ গোপীজনের বক্ষে অর্পণ কর।	২২০১
"হে কমললোচন। মধুর মনোহর অথচ সাধুসহজাত বাক্যে ও অধর সীধুদানে মাদৃশ দাসীদিগকে আপ্যায়িত কর,	২২০৭
"তপ্তজীবনের তাপহর, সুধীসম্মত, পাপনাশন শ্রবণ মঙ্গল শ্রীপ্রদ—তোমার কথা যিনি শ্রবণ করান তিনি বরেণ্য দাতা,	২২০৮
"তোমার মধুর হাস্য, সপ্রেম অবলোকন, মিলন সঙ্কেতযুক্ত অঙ্গভঙ্গী, বংশীনাদ আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়াছে,	২২১২
"গোচারণকালে তোমার চরণকমলে কণ্টকবেধের কথাস্মরণে আমাদের মন অত্যন্ত ব্যথিত হয়,	২২১৪
"দিবাবসানে গোষ্ঠবিহার হইতে প্রত্যাবৃত্ত তোমার নীল কুন্তলাবৃত মুখের উপর পতিত ঘন ধূলিজালে প্রবর্দ্ধিত বদনশোভা আমাদের মদনতাপ উদ্দীপিত করে,	২২১৭
"প্রণতজনের কামপূরক, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূজিত, বিশ্বের ভূষণ, ধ্যানকারী ভক্তের বিপদ হরণ তোমার শান্তিপ্রদ পাদপদ্ম আমাদের স্তনের উপর বিন্যস্ত কর,	২২১৯
"প্রেমবিষয়ক রসভোগেচ্ছাবর্দ্ধক, শোক নাশক, সুন্দর বেণুবাদক, ভবদীয় অধরামৃত ব্যতীত অপর অমৃতানুরাগবিস্মারক তোমার অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর,	২২২৬
"দিবসে বনবিচরণ কালে তোমার অদর্শনে ক্ষণার্দ্ধমাত্র কাল যুগের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া ধারণা হয়, তোমার কুঞ্চিত কেশ শোভিত শ্রীমুখ দর্শনের বাধা চক্ষুর আবরণ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা নিশ্চয়ই সৃষ্টিকার্য্যে জড়বৎ,	২২৩০
"আমরা পতি, পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধব বর্জ্জন করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত কিন্তু তুমি এমনই ধূর্ত্ত যে, এই নিশীথে আমাদিগকে ত্যাগ করিতেছ !	২২৩১
"নির্জ্জনে সম্ভাষণ, তোমার দর্শনে কামোদ্দীপন, সহাস্যানন, সপ্রেম কটাক্ষ, অতিশয় ঐশ্বর্য্য ও কান্তি দর্শনে আমাদের তোমার প্রতি অতি স্পৃহা হয়,	২২৩৫
"বৃন্দাবনবাসীর দুঃখনাশ ও বিশ্বের মঙ্গলবিধান জন্য তোমার অবতার, তোমার প্রতি স্পৃহায় আমাদের হৃদয় মগ্ন। স্বজন সন্তাপনাশক মহৌষধ আমাদের উপর প্রয়োগ কর।	২২৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পত্রাঙ্ক
"তোমার যে পরম কোমল চরণকমল আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে ধীরে ধীরে ধারণ করিতাম, আজ সেই চরণে রজনীযোগে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, উহা কি তীক্ষ্ণধার শিলাদির আঘাতে ব্যথিত হইতেছে না ? এই ভাবিয়া আমাদের চিত্ত অস্থির হইতেছে।	২২৪২
দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্লোকসংখ্যা—২২	
বিবিধ বিচিত্র বিলাপকারিণী কৃষ্ণদর্শন-মানসা ব্রজগোপীগণের করুণ রোদন	২২৪৭
রোদনপরায়ণা গোপীগণের মধ্যে অকস্মাৎ সহাস্য বদন পীতাম্বর কৃষ্ণের আবির্ভাব	২২৪৯
গতপ্রাণা জীবগণের সদ্যঃপ্রাণপ্রাপ্তির ন্যায় কৃষ্ণদর্শনে অবলা গোপীগণের আনন্দাতিশয্য	২২৫৫
কোন গোপীর কৃষ্ণকর গ্রহণ, কাহারও কৃষ্ণস্কন্ধে হস্তার্পণ প্রভৃতি প্রণয় প্রকাশ	২২৫৭
কোন গোপীর কৃষ্ণচর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ, কাহারও কৃষ্ণকর আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় স্তনে বিন্যাস	২২৫৯
কৃষ্ণদর্শনে বিরহ কোপনা কোন নারীর দন্তে দন্ত দংশন সহকৃত ভ্রুকুটী কুটিল নয়নে কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ	২২৬১
কোন নারীর অনিমেষ নয়নে কৃষ্ণমুখকমল মধুপান	২২৬৩
কোন গোপীর নেত্রচ্ছিদ্র দ্বারা কৃষ্ণদর্শনান্তে নয়ন মুদ্রণ পূর্ব্বক যোগীর ন্যায় আনন্দ অনুভব	২২৬৬
কৃষ্ণদর্শনে পরমপ্রীতা গোপীগণের প্রাক্তদর্শনে আনন্দলাভতুল্য আনন্দপ্রীতি	২২৭৫
বিগত-বিরহবেদনা গোপীগণ পরিবেষ্টিতা শ্রীকৃষ্ণের শক্তিযুক্ত পুরুষের ন্যায় প্রতিভা প্রকাশ	১২৭৮
গোপীগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের প্রফুল্ল কুন্দমন্দার কুসুমের সুরভিগন্ধিত শারদ শশধরের বিশদ আলোকে আলোকিত বালুকাময় যমুনাপুলিনে প্রবেশ	২২৮৫
পরব্রহ্ম দর্শনানন্দে আনন্দময় শ্রুতিগণের ন্যায় কৃষ্ণদর্শনামোদিনী গোপীগণের তদীয় উপবেশনোদ্দেশে স্ব স্ব উত্তরীয় প্রদান	২২৯০
ঈশ্বর উদ্দেশ্যে যোগিগণ প্রদত্ত আসনের ন্যায় গোপীগণ বিন্যস্ত উত্তরীয় আসনে উপবিষ্ট কৃষ্ণের সমধিক কান্তি বৃদ্ধি	২৩০১
ঈষৎ প্রণয়কোপ কটাক্ষে বিক্ষিপ্ত ভ্রূযুগল গোপীগণের কৃষ্ণস্তুতিসহকৃত উক্তি	২৩১১
কোন্ ভক্ত কি ভাবে ভগবানের ভজনা করে, কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের তদ্বিষয়ক প্রশ্ন	২৩১৯
গোপীগণ প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণের ভজন বিষয়ক সদুত্তর	২৩২৩-৩৭
ভক্তের ভজনানুরক্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপ্রতি ভগবানের ব্যবহার	২৩৩৮
প্রেমাসূয়া পরায়ণা গোপীগণের প্রতি কৃষ্ণের সান্তনা	২৩৪৬
গোপীগণের প্রতি কৃষ্ণের 'তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না' এই উক্তি।	২৩৫৩
ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্লোকসংখ্যা—৩৯	
শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুর বাক্য শ্রবণে গোপীগণের হৃদয়জাত বিরহতাপ পরিত্যাগ	৩৩৬৭
গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলারম্ভ	১৩৭৩
গোপীদলের দুইটীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ হইয়া তাহাদের সমভাবে কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক রাসবিলাস	২৩৮০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পত্রাঙ্ক
রাস দর্শনার্থ স্বর্গবাসী দেবগণের বিমানারোহণে অন্তরীক্ষে অবস্থান	২৩৮০
অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি, সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বগণের কৃষ্ণের যশোগান	২৩৯৩
রাসমণ্ডলে গোপীমণ্ডলীর বলয় নূপুর, কিঙ্কিণীর তুমুল শব্দ	২৩৯৭
স্বর্ণবর্ণ মণিশ্রেণীর মধ্যে ইন্দ্রনীলমণির শোভার ন্যায় গোপিগণ মধ্যে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের শোভা	২৪০০
গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডলকান্তি প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের মেঘমণ্ডলে বিদ্যুৎ বিস্ফুরণবৎ শোভা	২৪০০
রতিপ্রিয়া রক্তকণ্ঠী কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণের মধুর কণ্ঠে উচ্চগীতি	২৪১০
গোপীগণের মধুর গীতে সমস্বরে কৃষ্ণকর্ত্তৃক সাধুবাদ	২৪১৩
রাসশ্রান্তা গোপীগণের স্ব স্ব পার্শ্বস্থ কৃষ্ণের স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ	২৪১৭
নৃত্যকালীন বিক্ষিপ্ত কর্ণকুণ্ডলা কোন গোপীর কৃষ্ণাঙ্গে মিলনে তদীয় মুখে চর্চ্চিত তাম্বুল প্রদান	২৪২৮
নূপুর ধ্বনি রঞ্জিত চরণ, নৃত্যগীত পরায়ণা কোন কোন পরিশ্রান্তা গোপী কর্ত্তৃক কৃষ্ণকরগ্রহণপূর্ব্বক স্বস্ব স্তনে বিন্যাস	২৪৩৩
গোপীগণের বাহু দ্বারা কৃষ্ণের কণ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক বিহার বিলাস	২৪৩৬
অলিকূলের মধুর গুঞ্জনে মুখরিত, গোপীগণের অলঙ্কার ধ্বনি শব্দিত রাসমণ্ডলে নৃত্যপরায়ণা রমণীগণের কেশে করবীবদ্ধ পুষ্পমালা স্খলন	২৪৪২
প্রতিবিম্ব বিভ্রমে নিজছায়ার সহিত ক্রীড়াকারী বালকের মত কৃষ্ণের গোপীগণসহ রাসক্রীড়া	২৪৪৫
কৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গে প্রমোদিত ও আকুলেন্দ্রিয় গোপীগণের কেশ কুচপট্টিকা ও বসন ভূষণ বিপর্য্যয় ও সাবধানতায় অনবধানতা	২৪৫৬
গোপী-কৃষ্ণ ক্রীড়াদর্শনে অমর নারীগণের কামপীড়া এবং সগণ—শশধরেরও মোহ	২৪৬১
যত গোপী তত কৃষ্ণ হইয়া আত্মারাম ভগবানের তাহাদের সহিত রাসরতিবিলাস	২৪৬৭
রতিবিহার পরিশ্রান্তা গোপিকাগণের বদনে কৃষ্ণের মুখস্পর্শ ও হস্তমার্জ্জন	২৪৭২
কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি প্রেম প্রদর্শনে সমুৎসুক গোপীগণের বিবিধ হাবভাবযুক্ত ভঙ্গী ও কটাক্ষ নিক্ষেপাদিতে কৃষ্ণের মান বর্দ্ধন	২৪৭৪
শৈলসেতু বিদারণে শ্রান্ত গজপতির করিণীযূথের সহিত জলপ্রবেশের ন্যায় নৃত্যগীতমানা গোপীগণসহ ক্রীড়ণার্থ যমুনা জল প্রবেশ ও যুবতী গোপীগণের মধুর হাস্য, কৃষ্ণাঙ্গে জল সেচন, প্রেমকটাক্ষ প্রভৃতি লীলাবিলাসে বিলসিত কৃষ্ণমস্তকে সুরনারীগণের পুষ্পবর্ষণ	২৪৮৫
যমুনা পুলিনের জল স্থল পুষ্পগন্ধামোদিত বন উপবন প্রভৃতি রম্যস্থানে প্রমদাগণের সহিত ভ্রমণ	২৪৮৬
শারদ জ্যোৎস্না শোভিত রজনীতে শরৎকালোচিত কাব্যকথার অবতারণা করিতে করিতে সংযমিত সৌরত শ্রীকৃষ্ণের গোপাঙ্গনাদিগের সহিত শৃঙ্গাররসের অভিনয়	২৪৯৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
পরীক্ষিতের পরমহংসাচার্য্য শুকদেবের নিকটে আপ্তকাম কৃষ্ণের নিন্দিত পরদার পরিবাদের প্রশ্ন	২৫০০-৩২
শুকদেবের উত্তর—সাধনাসম্পন্ন তেজীয়ানের সর্ব্ববিষয়ে দোষাভাব	২৫৩৬
ইন্দ্রিয়জয়ী মহা পুরুষের বাক্যেই প্রামাণ্য আচার ক্বচিৎ গ্রাহ্য ও ক্বচিৎ অগ্রাহ্য	২৫৪২
অহংভাব বর্জ্জিত মহাত্মার পুণ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ও পাপাচরণের নিন্দাভাব	২৫৪৫
সর্ব্বজীবের নিয়ামক ভগবানের অদোষস্পর্শতা	২৫৪৫
আপ্তকাম ভগবান্ ও যোগসিদ্ধদেহ মুণিগণের ভববন্ধনাভাব	২৫৪৮
সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী লীলাবিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব	২৫৫৭
কৃষ্ণলীলার শ্রবণ মননে ভক্তিলাভ	২৫৭১
কৃষ্ণমায়ার মোহিত ব্রজবাসিগণের তৎপ্রতি ঈর্য্যা অসূয়া পরিত্যাগ	২৫৮১
রাসকেলীর নিশাবসানে ব্রহ্মামুহূর্ত্তে কৃষ্ণাদেশে গোপীগণের স্বস্ব গৃহে গমন	২৫৯৭
ভগবান্ কৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণে সংসারী নরগণের কামব্যাধিনাশ ও অচিরে ভগবদ্ ভক্তিলাভ	২৬০৪

শ্রীশ্রীরাসসূচী সমাপ্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

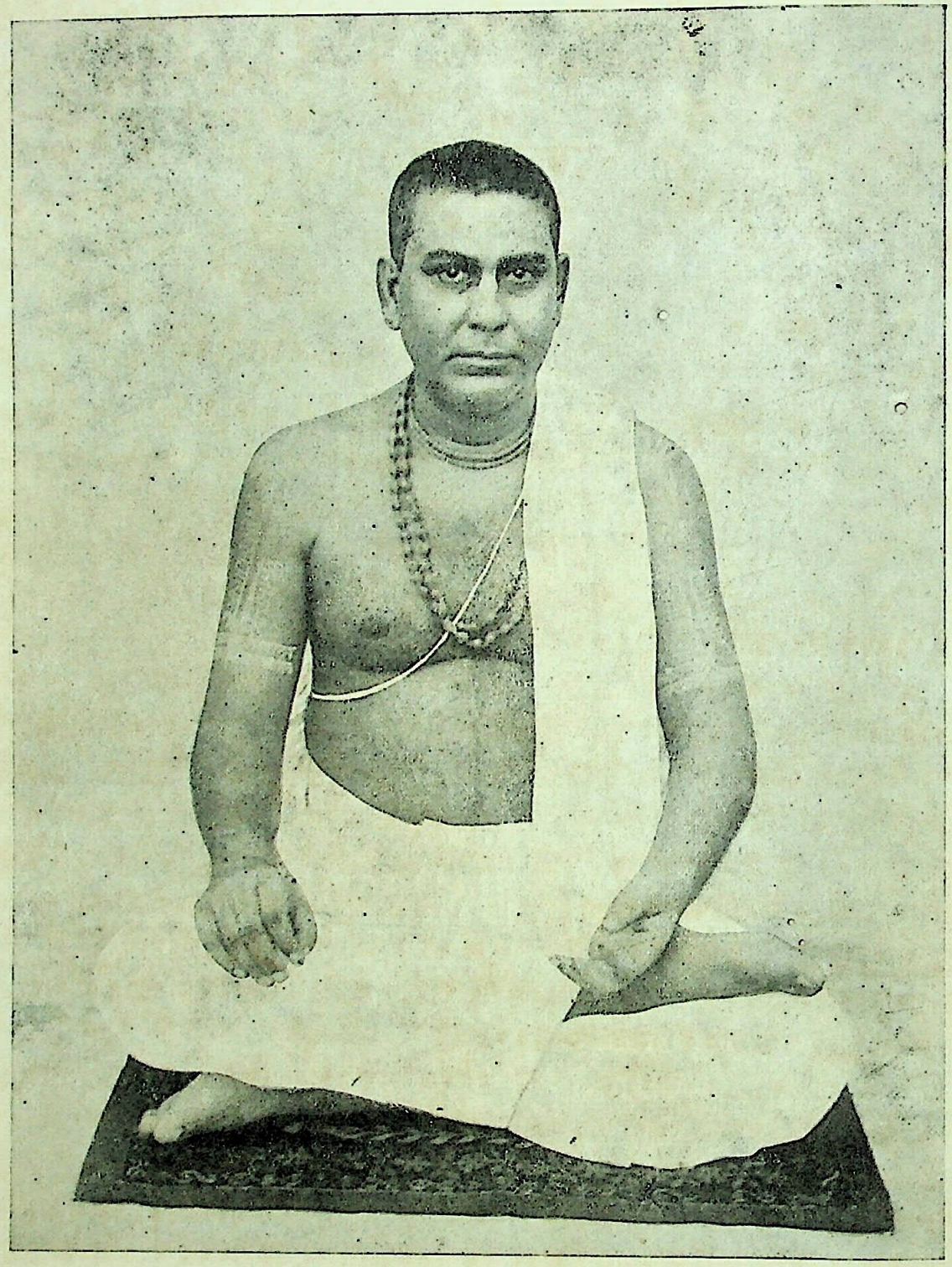

প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমঃ স্কন্ধঃ।

—০:*:০—

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—(*)—

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ১॥

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদিষড়্‌বিধমহৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ (শারদ্যঃ শরৎকালীনাশ্চ, তা উৎফুল্লমল্লিকা যাসু তাস্তদ্বিধাঃ শারদীয়প্রফুল্লমল্লিকাদিকুসুমাবলীপরিশোভিতা ইত্যর্থঃ) তাঃ ("ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ" ইতি গোপকুমারীষু প্রতিশ্রুতাঃ) রাত্রীঃ বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) যোগমায়াং (নিজাচিন্ত্যমহাশক্তিং) উপাশ্রিতঃ (উপ আধিক্যেন আশ্রিতঃ প্রকটীকৃতঃ সন্) রন্তুং (গোপরমণীভিঃ সহ বিহর্ত্তুং) মনশ্চক্রে (সঙ্কল্পং কৃতবান্)॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীবাদরায়ণি বলিলেন—ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদিষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মল্লিকাদি বিবিধ শারদীয় কুসুমবিকাশে পরিশোভিত রজনী দেখিয়া নিজ অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রকাশ করিলেন এবং গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—উনত্রিংশে তু রাসার্থমুক্তিপ্রত্যুক্তয়ো হরেঃ। গোপীভীরাসসংরম্ভে তস্য চান্তর্দ্ধিকৌতুকম্॥ ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা। জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥০॥ নন্বু বিপরীতমিদম্? পরদারবিনোদের কন্দর্পজেতৃত্বপ্রতীতেঃ। মৈবম্। যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ, আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ, আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ। তস্মাদ্রাসক্রীড়াবিড়ম্বনং কামবিজয়খ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বম্। কিঞ্চ শৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ। তা রাত্রীঃ। যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপা ইতি প্রতিশ্রুতা ইত্যর্থঃ॥ ১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নমঃ শ্রীরাসরসিকেভ্যঃ। অত্র টীকায়াং রাসসংরম্ভ ইতি তস্মিন্নিমিত্তে রাসারম্ভসম্বন্ধিনং মানং বীক্ষ্যেত্যর্থঃ। কন্দর্পজেতৃত্বপ্রতীতেরিতি কন্দর্পকর্ত্তৃকস্যৈব জেতৃত্বস্য প্রত্যয়াদিত্যর্থঃ। অথ মূলে শ্রীবাদরায়ণিরুবাচেতি বক্ষ্যমাণমহামহিম্নঃ প্রসঙ্গস্যাস্য বলাত্তদিদং লম্ভয়তি বদরিকাশ্রমে মহাতপশ্চরণাৎ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ। তচ্চ তপঃ শ্রীকৃষ্ণোপাসনলক্ষণমেব সর্ব্বজ্ঞস্য তস্য পরমোত্তমে তস্মিন্নেব ব্যবসায়ৌচিত্যাৎ। তস্য চ তাদৃশস্তপঃফলরূপপুত্র ইতি সর্ব্বজ্ঞত্বশ্রীভগবৎপ্রেমরসময়ত্বাদিকং তত্রাধিকং যদ্যপি স্ফূরতি তথাপি তন্নামনিরুক্তের্মাহাত্ম্যপর্য্যবসানমত্রৈব জাতং; ততস্তাদৃশভক্তেরেবৈতচ্ছ্রোতব্যমিতি ব্যঞ্জিতম্। শ্রীশুক উবাচেতি পাঠে তু পরমোজ্জ্বলরসস্বাভাব্যেন পরমকোমলালাপাত দর্শিতা। ততস্তাদৃশচিত্ততয়ৈব শ্রোতব্যমিদমিতি ব্যঞ্জিতম্। তথাহি সর্ব্বাতিশয়িপ্রেমবতীনাং শ্রীব্রজসুন্দরীণাং মনোরথপরিপূরণমেব প্রিয়মাত্রসুখার্থং সর্ব্বং কুর্ব্বতঃ শ্রীভগবতো মুখ্যতমপ্রয়োজনমিতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শয়ংস্তদেব তস্য সর্ব্বাতিশায়িমুখ্য সুখমিতি চ প্রকটয়ংস্তত্র চ সঙ্কান্নন্মথমন্মথ ইতি ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধদিতি গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিতি দৃষ্ট্যা সর্ব্বাত্মারামৈরপি দুর্ল্লভানাং ভগবদ্রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দানাং বৈশিষ্ট্যেনানুভবাৎ তদীয়রসস্যাধরামৃতস্য তু সর্ব্বথৈবানুত্রাসম্ভবাৎ, প্রেমবিশেষবিস্তারসুসিদ্ধ্যা তদ্যোগ্যাভিস্তাভিঃ সহ রাসক্রীড়াং পঞ্চেন্দ্রিয়তুল্যপ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈর্বর্ণয়তি। তত্র, পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈরিত্যাদিনা গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দদর্শন ইত্যাদিনা ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলমিত্যাদিনা হেমন্তে প্রথমে মাসীত্যাদিনা চ তাসাং তস্য চ নবরাগং বিশিষ্য স্বেন বর্ণিতচরং শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজেত্যাদিনা প্রহসিতং প্রিয়ং প্রেমেত্যাদিনা, রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়মিত্যাদিনা চ তাভিঃ স্বয়ং বর্ণয়িষ্যমাণঞ্চ। স্মৃত্বাতিবিশিষ্টতয়া বর্ণয়িতব্যত্বেন নবসঙ্গমং স্মরন্নাহ ভগবানপীতি। অপিশব্দেন তাসাং পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণিতং নবরাগং স্মারয়তি। পূর্ব্বেণ বাক্যেন তু সঙ্গমস্যাস্য নবত্বমেবাবগময়তি। এতাবন্তং কালং তা অনুরাগচপলচিত্ততয়া রন্তুং মনঃ কুর্ব্বত্য এবাসন্; ভগবাংস্তু জাতানুরাগত্বেঽপি ধৈর্য্যেণ সময়বিশেষং প্রতীক্ষমাণো ন চক্রে সম্প্রতি তাঃ কৈশোরমধ্যপ্রাপ্তাঃ সর্ব্বসুখপ্রদতয়া সর্ব্বমঙ্গলতা প্রকটিতবেণুশিক্ষাদিবিশেষতয়া চ বিলক্ষণাঃ কুমারীষু চ ময়েমা রংস্যথ ক্ষপা ইতি প্রতিশ্রুতা রাত্রীর্বীক্ষ্য তত্রাপি রাকারাত্রেরাগমনারম্ভে দীপ্তানুরাগত্বেন গলিতধৈর্য্যতয়া তচ্চক্র এবেতি প্রতিপত্তেঃ। শ্লেষেণাত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যাদিবৎ ভগবান্ সর্ব্বার্থপরিপূর্ণোঽপি তা রাত্রীর্বীক্ষ্য উদ্দীপনত্বেনানুভূয়েতি কৈমুত্যেনালম্বনরূপাণাং তাসাং প্রেমমহিমা দর্শিতঃ। ততএব ব্যক্তসর্ব্বার্থং তস্য কৈশোরমপি মানিতং জাতমিতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিতং— সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ। রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিত ইতি। হরিবংশে চ—যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ। কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভির্মুমোদ হ ইতি। অত্র কালবিদিত্যস্য ব্যাখ্যানং তা রাত্রীর্বীক্ষ্যেতি। সহ তাভির্মুমোদ হ ইত্যস্য সূচকং রন্তুং মনশ্চক্রে ইতি। আত্মনেপদনির্দ্দেশঃ খল্বয়ং স্বার্থক্রিয়তাং বোধয়তি স্বরিতঞিতো কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে ইতি বিশেষবিধ্যাশ্রয়ণাৎ। তদেবং তা ইত্যনেন স্বস্যাপি চমৎকারকরং কালবৈশিষ্ট্যং ব্যজ্য তদুজ্জ্বলিতাং শ্রীবৃন্দাবনশোভামপি দর্শয়তি শরদেতি। শরদা হেতুনা উচ্চৈঃ ফুল্লা মল্লিকা যাষু তাঃ। পরস্পরযোগাপ্রসিদ্ধেরনেনাস্যাঃ শরদো মল্লিকানাঞ্চাপূর্ব্বত্বং ব্যঞ্জিতং তেন চ সর্ব্বাণ্যেব পুষ্পাণি লক্ষ্যন্তে ইত্যালম্বনকালদেশানাং শ্রীকৃষ্ণায় প্রেমময়পরমসুখপ্রদত্বং দর্শিতম্। যস্মাৎ হ্লাদিনীশক্তিবিলাসলক্ষণতৎপ্রেমবিশেষময্যেবৈষা রিরংসা নতু প্রাকৃতকামময়ীতি তেষাং কন্দর্পদর্পহেতি ব্যাখ্যানমপি যুক্তমেব তথা নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীত্যপি। স্বয়মেব চ বক্ষ্যতে—দ্বাত্রিংশে বিরহালাপবিক্লিন্নহৃদয়ো হরিঃ। তত্রাবির্ভূয় গোপীস্তাঃ সান্ত্বয়ামাস মানয়ন্ স্বপ্রেমামৃতকল্লোলবিহ্বলীকৃতচেতসঃ। সদয়ং নন্দয়ন্ গোপীরুদগতো নন্দনন্দন ইতি। শ্রীমুনীন্দ্রেণাপীদমেব বক্ষ্যতে। বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চেত্যাদৌ। তত্র দুর্ঘটঘটনাং সমাদধদাহ—যোগমায়া পরখ্যাচিন্ত্যশক্তিঃ তামুপসামীপ্যেনাশ্রিতঃ। যত্র যত্র বিহরতি তত্র তত্রৈব সূর্য্যঃ স্বদীধিতিমিব সদা প্রাপ্ত ইতি স্বাভাবিকতাদৃশশক্তিত্বং ব্যঞ্জিতম্। তেন চ দুর্ঘটতত্তল্লীলা চ স্যেৎস্যতীতি ভাবঃ। শ্লেষেণ যোগঃ সংযোগঃ তদর্থং মায়া কৃপা, মায়া দন্তে কৃপয়াঞ্চেতি বিশ্বঃ। তামুপ আধিক্যেনাশ্রিতঃ। কিঞ্চ। তা বীক্ষ্য ক্রমেণ রাকাপর্য্যন্তমধিকং মনোরথং চক্র ইত্যর্থত্বে লব্ধে বিশেষোঽয়মপি জ্ঞেয়ঃ। তস্যাং রাকায়াং সায়াং গৃহমাগতো ভোজনাদিকং বিধায় মাতুঃ স্থানাৎ শয্যাগৃহচন্দ্রশালিকা দ্বারমাগতঃ সন্ সদ্যঃ সম্পাদ্যত্বেন নিশ্চিতবানিত্যর্থঃ॥ ১॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার জন্মলীলা, পূতনামোক্ষাদি বাল্যলীলা এবং গোচারণাদি পৌগণ্ডলীলা বর্ণনা করিলেন। তাহার পর তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুর কৈশোরলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া এই অধ্যায় হইতে সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অধ্যায়ের আরম্ভে "শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ" বলিয়া শ্রীরাসলীলার বক্তা শ্রীশুকদেবের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে—

"অন্যত্র দশভির্ব্বর্ষৈর্যৎপুণ্যমুপলভ্যতে। মনুজৈরেকরাত্রস্য বাসাদ্ বদরিকাশ্রমে॥" (পদ্মপুরাণং)

'অন্যান্য পুণ্যক্ষেত্রে দশ বৎসর বাস করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, বদরিকাশ্রমে একরাত্রি মাত্র বাস করিতে পারিলেই মানবগণ অনায়াসে সেই পুণ্য লাভ করিতে পারে।' এই প্রকার বহুতর শাস্ত্র-প্রমাণ সমালোচনা করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণাবতার ব্যাসদেব হিমালয় শিখরস্থিত বদরিকাশ্রমের মহামাহাত্ম্য অবগত হইয়াছেন এবং সেই স্থানই শ্রীনারায়ণ ঋষির তপস্যাক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সেই জন্য তিনি পৃথিবীস্থ সর্ব্ববিধ পুণ্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া এই পরম নির্জ্জন এবং পরম পবিত্র বদরিকাশ্রমেই বাস করিয়াছেন ও শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ ভজন-প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীনারায়ণাবতার মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমে অবস্থান করিয়া অনবরত শ্রীগোবিন্দপদার-বিন্দধ্যান প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিয়াছেন বলিয়া তিনি "বাদরায়ণ" নামেও প্রসিদ্ধ আছেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধে দেখা যায় যে—নৈমিষারণ্যবাসী সৌনকাদি ঋষিগণ সূত-সম্বর্দ্ধনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"যানি বেদবিদাংশ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।" সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতেও স্থানে স্থানে ব্যাসদেবের "বাদরায়ণ" নাম উল্লিখিত আছে। ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমে অবস্থানকালেই শ্রীভগবানের অপার কৃপায় পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া-ছিলেন বলিয়া শ্রীশুকদেব "বাদরায়ণি" নামে প্রসিদ্ধ। বাদরায়ণি (শুকদেব) বাদরায়ণের (শ্রীব্যাসদেবের) শ্রীগোবিন্দারাধনারূপ মহাতপঃফলসম্ভূত পুত্র বলিয়া তিনি স্বভাবতঃই শ্রীগোবিন্দ-প্রেমপূর্ণহৃদয় এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলারসতত্ত্বজ্ঞ-শিরোমণি। সুতরাং পরম রহস্যপূর্ণ এবং শ্রীগোবিন্দ-প্রেমরসময় রাসলীলা বর্ণনায় একমাত্র তাঁহারই মুখ্য অধিকার।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি তাঁহার বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকায় "বাদরায়ণি" শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "তেনোক্তত্বাদস্যাখ্যানস্য সর্ব্বথা যথাসাধনসাধ্যত্বং প্রৌঢ়ানুরাগসত্ত্বঞ্চাভিপ্রেতং, ততো ভক্ত্যৈবৈতচ্ছ্রোতব্যমিতি ভাবঃ।"

পরমহংসচূড়ামণি বাদরায়ণনন্দন শ্রীবাদরায়ণি এই পরমরসময় রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং ইহা কোন প্রকার ভাবময় উপাখ্যান নহে, কিংবা কোনও প্রাকৃত রস বর্ণনা নহে। ইহা ভক্তিসাধনার পরমসাধ্য এবং পরমানুরাগের উচ্ছ্বাস। অতএব এই পরম মধুর লীলার বক্তার কথা মনে করিয়া ভক্তিপূতচিত্তে ইহা শ্রবণ করা উচিত।

আজন্মতত্ত্বধ্যানরত পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব, মুমূর্ষু পরীক্ষিতের নিকট কোন প্রকার প্রাকৃত কামক্রীড়ার কথা বর্ণনা করিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার পরমানুগ্রহের দান গ্রহণে বঞ্চিত হওয়া, কিংবা তিনি কোনও প্রহেলিকা বর্ণনা করিয়াছেন মনে করিয়া এই লীলা-কথার কোন প্রকার অর্থান্তর কল্পনা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে হয় না।

রাসলীলার প্রারম্ভে রাসলীলার বক্তা ব্যাসনন্দনের "বাদরায়ণি" নামেই পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বত্রই শ্রীশুকদেব নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—"ব্যাস! ত্বদীয়তনয়ঃ শুকবন্মনোজ্ঞং ব্রূতে বচো ভবতু তচ্ছুক এব নাম্না।" হে ব্যাস! তোমার এই পুত্র, শুক পক্ষীর ন্যায় মধুরভাষী, অতএব ইহার শুক নামেই প্রসিদ্ধি হইবে। শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশে এবং ইচ্ছায় ব্যাসনন্দন সর্ব্বত্রই "শুক" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনিই শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুর লীলাকথাসমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া ব্রহ্মশাপগ্রস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ পরীক্ষিতকে কৃতার্থ করিয়াছেন এবং ইঁহারই মুখোচ্চারিত শ্রীমদ্ভাগবত-কথায় অদ্যাপি জগৎ কৃতার্থ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বত্রই "শ্রীশুক উবাচ" বলিয়া ইঁহার উক্তি ঘোষিত আছে। কেবলমাত্র শ্রীরাসলীলার প্রারম্ভে এবং অন্যান্য দুই এক স্থানে "বাদরায়ণিরুবাচ" বলিয়া ইঁহার উক্তির আরম্ভ দেখা যায়। কোন কোনও হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকে শ্রীরাসলীলার প্রারম্ভে "শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ" এই পাঠের পরিবর্ত্তে "শ্রীশুক উবাচ" পাঠও দেখা যায়। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভৃতি টীকাকারগণ "শ্রীশুক উবাচ" পাঠেরও ব্যাখ্যা মাধুর্য্য প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

শুকপক্ষী যেমন মধুর কোমলালাপে শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শ্রীশুকদেবও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর কোমল ভাষায় শ্রীভগবানের লীলাকথালাপ করিয়া শ্রোতৃভক্তবৃন্দের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চার করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার মুখোচ্চারিত পরম মধুর রাসলীলাকথায় হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেরই যে হৃদয় বিগলিত হইবে ও তাহাতে শ্রীভগবানের এই পরম মধুর লীলার মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া যাইবে তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীশুকদেবের এই পরম নিগূঢ় রাসলীলা বর্ণনার ভঙ্গী দেখিলে মনে হয় যে—শ্রীবৃন্দাবন নিকুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দের পরম আদরে লালিত পালিত এবং পরমপ্রিয় দক্ষ ও বিচক্ষণ নামক যে দুইটি শুকপক্ষী আছে, তাহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের সর্ব্ববিধ নিগূঢ় লীলা দর্শন করিয়া ললিতাদি সখীবৃন্দের নিকট বর্ণনা করে এবং প্রত্যহ নিশান্তে রাসরসালসাঙ্গ শ্রীরাধাগোবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ করে। তাহারাই এবার বুঝি ভাগ্যবান্ ভক্তগণের নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর লীলাকাহিনী ঘোষণা করিবার জন্য এবং জগতের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য শ্রীশুকদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট রাসলীলাকথা বর্ণনা করিয়া জগৎ কৃতার্থ করিতেছে।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তাঁহার কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থে শ্রীভাগবতার্থতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেবের সহিত শ্রীবৃন্দাবন-নিকুঞ্জস্থ শুকের তুলনা করিয়াছেন—

বৃন্দেঙ্গিতজ্ঞঃ স বিচক্ষণঃ শুকঃ, শুকো যথা ভাগবতার্থকোবিদঃ।
দক্ষঃ প্রবোধে জগতাং প্রভোরতি, প্রেমাস্পদত্বানুপমঃ সমভ্যধাৎ॥

ভাগবতার্থতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব যেমন জগতের মায়ানিদ্রাভঞ্জনে অতি দক্ষ এবং বিচক্ষণ, সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জপালিত দক্ষ ও বিচক্ষণ নামক দুইটি শুকও জগৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঞ্জনে অতি দক্ষ এবং বিচক্ষণ। শ্রীবৃন্দাবনের বনদেবতা বৃন্দাদেবীর ইঙ্গিত জানিয়া নিশান্তকালে বৃন্দাবননিকুঞ্জপালিত দক্ষ ও বিচক্ষণ নামক শুকদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঞ্জনের জন্য অনুপম প্রেমময় বাক্যাবলী উচ্চারণ করিতে লাগিল।

যাহা হউক, শ্রীভগবানের পরমমধুর রাসলীলার বক্তাকে "বাদরায়ণি" কিংবা "শুক" এই দুই নামের যে কোনও নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহাতেই তাঁহার মহামহিমা ঘোষিত হয় সন্দেহ নাই। এই জন্যই বৈষ্ণবতোষণীকার "শ্রীশুক উবাচ" এই পাঠের ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—"অতস্তাদৃশ-চিত্ততয়ৈব শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ।" শ্রীভগবানের পরমমধুর রাসলীলা কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ এবং রসাস্বাদন করিতে হইলে "তাদৃশ চিত্তে" অর্থাৎ শ্রীশুকদেবের ন্যায় পরমকোমল ও ভাবপ্রবণচিত্তে এবং শ্রীশুকদেবের স্বরূপ পরিচয় ও মহামহিমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শ্রবণ করা উচিত। যাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণভাবপূর্ণ, তাঁহারা যদি শ্রীভগবানের পরম নিগূঢ় এবং পরম মধুর রাসলীলাকথা শ্রবণে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তাঁহারা কিছুতেই এই লীলার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, বরং তাঁহারা এই পরমোদার এবং ভুবনপাবনী লীলাকে অশ্লীল মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন; কিংবা "রূপক" "প্রক্ষিপ্ত" প্রভৃতি বলিয়া রূপান্তর সৃষ্টি করিবেন ও অবজ্ঞা করিবেন; অথবা আধ্যাত্মিকাদি ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়া শিব গড়িতে বানর গড়িয়া বসিবেন। পিত্তদোষদূষিত রসনায় মিশ্রীর মিষ্টতা অনুভব হয় না বলিয়া মিশ্রীর তিক্ততা প্রমাণের চেষ্টা করা কিংবা মিশ্রী পরিত্যাগ করিয়া অপক্ক তিন্তিড়ী আস্বাদন করা অপেক্ষা পিত্তদোষ নিবারণ করিতে চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অতএব বহির্ম্মুখতা দোষে শ্রীভগবানের লীলাকথার মাধুর্য্যাস্বাদন হয় না বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বার্ত্তায় রত হওয়া অপেক্ষা বহির্ম্মুখতা-দোষের প্রতিকার করাই সমীচীন।

যাঁহারা অটল শ্রদ্ধাপূত সুকোমলচিত্তে শ্রীভগবানের মধুর লীলাকথার মর্ম্ম গ্রহণের জন্য আগ্রহান্বিত এবং শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইয়া লীলাকথা শ্রবণে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই শ্রীভগবানের মধুর লীলাকথার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে এবং রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হন। এই জন্যই ভক্তচূড়ামণি শ্রীপাদ নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁহার প্রার্থনা গীতিকায় গাহিয়াছেন—"কব হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি"।

শ্রীভগবানের এই পরমমধুর রাসলীলা কথা শ্রবণ করিতে হইলে সকলেরই মনে রাখা উচিত যে—অগণিত রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি প্রভৃতি পরিবেষ্টিত গঙ্গাতীরস্থ সভাক্ষেত্রে উপবিষ্ট হইয়া আজন্ম সংসারবিরাগী পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, আসন্নমৃত্যু পরীক্ষিতের কল্যাণার্থ যে মহাবাণী ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা কখনও প্রাকৃত নরনারীর আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক উদ্দাম কামক্রীড়াকাহিনী নহে, কিংবা প্রহেলিকাময় রূপক বর্ণনা নহে অথবা শ্রীভগবানের লীলারসবিমুখ শুষ্কজ্ঞানী কিংবা জ্ঞানধ্বজিগণের স্বেচ্ছাপরিকল্পিত আধ্যাত্মিকাদি পরিকল্পনা মাত্র নহে। ইহা সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ প্রেমময় ভগবানের প্রেমময়ী লীলা এবং প্রেমবান্ ভক্তগণের প্রাণের বস্তু। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ" প্রভৃতি রাসলীলার শেষশ্লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে—যদি কেহ শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে এই পরমমধুর লীলাকথা শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি লাভ হয় এবং কামাদি হৃদ্রোগের অপগম হয়। অতএব বিশ্বস্ত হৃদয়ে শ্রীভগবানের এই মধুর লীলাকথা শ্রবণ করিয়া বিবিধ বিষয়বাসনা-বিক্ষুব্ধ হতাশ হৃদয়কে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, শ্রীভগবানের অপার কৃপায় যদি কেহ নিরপেক্ষ ভাবে ও সরল চিত্তে তাঁহার পরম মধুর রাসলীলাকথা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি বাদরায়ণিপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম শ্লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারিবেন যে "ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে" "ভগবান্ও রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" ইহাই তাহার মূল প্রতিপাদ্য এবং শ্লোকের অন্যান্য অংশ মূল প্রতিপাদ্যেরই সমর্থন এবং উহার উৎকর্ষজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। "ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে" এই প্রতিপাদ্যাংশটুকু দেখিতে অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে রাসলীলার সমস্ত সিদ্ধান্তই অন্তর্নিহিত আছে এবং ইহাতে কত যে আপত্তি, সংশয়, মতবাদ ও আধুনিক পরিকল্পনা হইতে পারে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সুতরাং ইহা বুঝিতে হইলে বিবিধ ভোগবাসনাবাসিত হৃদয়ের সাপেক্ষ চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্তে বা সমালোচনায় বিশ্বাস না করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের ভগবদ্ভাবভাবিত হৃদয়ের নিরপেক্ষ ভাবনার অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য।

অচিন্ত্য-অনন্ত-লীলা-রস-বারিধি শ্রীভগবানের পরম বিচিত্র রমণলীলাময় রাসপঞ্চাধ্যায়ীর ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ রাসমণ্ডলমণ্ডিত শ্রীভগবানের জয় ঘোষণা করিয়াছেন ও তাহাতেই এই রমণলীলার তাৎপর্য্য এবং তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু সমালোচনা করিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা। জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥

কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মদনের প্রভাবে ব্রহ্মাদি দেবগণকে পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে কুপথে পরিচালিত হইতে হইয়াছে একথা ইতিহাস পুরাণাদিতে চিরপ্রসিদ্ধ। ব্রহ্মাদি দেবগণকে পর্য্যন্ত এইভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া মদনের এতই গর্ব্ব বৃদ্ধি হইল যে, তিনি মনে করিলেন যে একমাত্র আমিই ত্রিলোকবিজয়ী।

অহল্যায়ৈ জারঃ সুরপতিরভূদাত্মতনয়াং, প্রজানাথোঽযাসীদভজত গুরোরিন্দুরবলাম্।
ইতি প্রায়ঃ কো বা ন পদমপথেঽধার্য্যত ময়া, শ্রমো মদ্বাণানাং ক ইহ ভুবনোন্মাথবিধিষু॥

(গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তপ্রাচীনশ্লোকঃ)

মদনের উন্মাদনায় দেবরাজ ইন্দ্র, গৌতমপত্নী অহল্যাতে উপগত হইয়াছিলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিজকন্যা-গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং চন্দ্র, দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারার সহিত বিহারে রত হইয়াছিলেন। এই জন্য মদন স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন যে জগতে এমন কে আছে যে আমার প্রভাবে অপথে পদক্ষেপ করে নাই? অতএব ত্রিভুবন দলন করিতে হইলে আমার সম্মোহনাদি পঞ্চবাণের কতটুকু পরিশ্রম হয়?

জগতে যত প্রকার ভোগ আছে একমাত্র স্ত্রীমূর্ত্তিই তাহার প্রধান উপকরণ। কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মদন, এই স্ত্রীমূর্ত্তি দ্বারাই তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; সুতরাং মনে হয় স্ত্রীমূর্ত্তিই যেন মদনের ত্রিভুবন দলন-কর্ম্মের সেনানী। মদন এই স্ত্রীমূর্ত্তিতে এতই মোহ এবং মহাপ্রভাব সঞ্চিত রাখিয়াছেন যে ভোগাসক্ত ব্যক্তিমাত্রেই কেহ বা ধর্ম্মতঃ কেহ অধর্ম্মতঃ, কেহ বা প্রত্যক্ষে, কেহ বা পরোক্ষে, কেহ বা নিকটে, কেহ বা দূরে, কেহ বা প্রকাশ্যে কেহ বা গোপনে, এই স্ত্রীমূর্ত্তিতে আসক্ত এবং সঙ্গত হইয়া নিজ নিজ ভোগাকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। কেহ যদি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক কিংবা লোকদৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য স্ত্রীমূর্ত্তি বর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তাঁহার এমনই বেশ ধারণ করিতে হয় যে যাহা দেখিলেই মনে হয়, তিনি বিশেষভাবে মদনের দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন—

স্ত্রীমুদ্রাং ঋষকেতনস্য বিলসৎসর্ব্বার্থসম্পৎকরীং, যে মূঢ়াঃ প্রবিহায় যান্তি কুধিয়ো মিথ্যাফলান্বেষিণঃ॥
তে তেনৈব নিহত্য নির্দ্দয়তরং নগ্নীকৃতা মুণ্ডিতাঃ, কেচিৎ পঞ্চশিখীকৃতাশ্চ জটিলাঃ কাপালিকাশ্চাপরে॥

(প্রাচীনশ্লোকঃ)

স্ত্রীমুদ্রাই মদনের সর্ব্ববিধ সম্পদের আকর। মদন এই স্ত্রীমুদ্রা দ্বারাই ত্রিজগৎ বশীভূত ও বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহারা মূঢ়তা ও কুবুদ্ধি বশতঃ কেবলমাত্র মর্কট-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া জাগতিক খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতি তুচ্ছ ফলাকাঙ্ক্ষায় স্ত্রীমুদ্রা পরিত্যাগ করে, তাহারা মদনশরে জর্জ্জরিত হয় এবং কেহ বা নগ্ন, কেহ বা মুণ্ডিত, কেহ বা শঙ্খশিখাধারী, কেহ বা জটাধারী ও কেহ বা কাপালিক বেশে ভস্মাস্থিধারী হইয়া নানাস্থানে বিচরণ করিয়া থাকে।

যাহা হউক, এই প্রকার বিবিধ কারণে কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মদন, ত্রিলোকবিজয়-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করেন যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পশুপক্ষি প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবগণ পর্য্যন্ত সকলেই আমার ক্রীড়া-পুত্তলিকা এবং ত্রিজগতে এমন কেহই নাই যে, সে আমার প্রভাব খণ্ডন করিতে পারে। যদিও আমি একবার হর-কোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছিলাম বলিয়া কেহ মনে করে যে "হর আমার গর্ব্ব হরণ করিয়াছেন," কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে আমার কিছুমাত্র গর্ব্বহরণ হয় নাই, প্রত্যুত হরকোপানলে আমার দেহ দগ্ধ হওয়ায় আমি অনঙ্গ হইয়াছি ও তাহাতে আমার প্রভাব কোটিগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমার পঞ্চশর প্রহারে শঙ্কর কামার্ত্ত না হইলেও তিনি আমার পঞ্চশরকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, আমার পঞ্চশরে তাঁহাকে ধ্যানভ্রষ্ট এবং ক্রোধার্ত্ত হইতে হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং কেবলমাত্র হরই আমার গর্ব্ব হরণ করেন নাই, আমার পঞ্চশরের প্রভাবে হরেরও যোগীশ্বরত্ব গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একমাত্র গোলোকপতি হরি ব্যতীত আর সকলেই আমার পঞ্চশর প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া আমার মহাপ্রভাবের বিজয়কাহিনী ঘোষণা করিতেছেন। গোলোকপতি হরি যদি একবার ভূলোকে আসিতেন তাহা হইলে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইত যে, তিনি আমার পঞ্চশর প্রহার উপেক্ষা করিতে পারেন কি না। যদিও তিনি মৎস্য কুর্ম্মাদিরূপে সময়ে সময়ে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি ভূলোকের সহিত কোনও বিশেষ সম্বন্ধ বা ব্যবহার করেন নাই, কিংবা বেশী দিন ভূলোকে অবস্থান করেন নাই। যখন তিনি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন সীতা-বিরহে তাঁহার ব্যাকুলতা দেখা গিয়াছিল, তাহাতে তিনি যে একেবারে আমার প্রভাবমুক্তই ছিলেন তাহাও বলা যায় না। যাহা হইক, আর একবার যদি গোলোকপতিকে ভূলোকে পাইতাম, তাহা হইলে আমার পঞ্চশরের প্রভাব পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইত।

মদন এই প্রকারে ত্রিলোকবিজয়গর্ব্বে স্ফীত হইয়া গোলোকপতির ভূলোকে আগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর যথাসময় দ্বাপরের শেষভাগে গোলোকপতি ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া গো-গোপ-গোপীসহ ব্রজে বিবিধ বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই মধুর বাল্যবিহার মদনের মনঃপুত হইল না, কেননা বালকের উপর মদনের কোন প্রভাবই কার্য্যকরী হয় না বলিয়া মদন, বাল্যলীলাবিলাসী শিশু হরির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেন না বরং তিনি মনে করিলেন "বোধ হয় আমার ভয়েই তিনি আমার অধিকারের বহির্ভূত বালকদেহে বাল্যলীলারসে মত্ত আছেন।" তাহার পর দেখিতে দেখিতে যখন ভূলোকবিহারী গোলোকপতি তাঁহার বাল্যলীলার অবসানে কৈশোর-লীলা প্রকাশ করিলেন এবং রমণীমনোমোহন নবকিশোর মূর্ত্তিতে বৃন্দাবনের বনে বনে মধুর মুরলী বাদন করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে নিত্য নব নব মিলনবাসনা জাগিতে লাগিল, তখন মদন মনে করিতে লাগিলেন যে 'এইবার হরি! আমি হারি কি তুমি হার!'

তাহার পর যখন কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা শত শত গোপকুমারীর বসন হরণ করিয়া ব্রজপতিকুমার কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত বিবিধ হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন, তখন মদন একবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দেখিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না; গোপকুমারীগণের বসনহারী হরি গোপকুমারীগণের বসন প্রত্যর্পণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে আগামী পূর্ণিমায় তোমাদের মনোরথ পূরণ হইবে। মদন মনে করিলেন যে এবারও হরি বাল্যলীলার আবরণ দিয়া বালিকাগণের সহিত হাস্য পরিহাস করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিলেন, দেখা যাক—আগামী পূর্ণিমায় কি হয়। তাহার পর যখন অসংখ্য যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ পতিপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া যমুনাতীরস্থ অশোক বনে আসিয়া কৃষ্ণচরণে দেহ মন প্রাণ জীবন যৌবন সমর্পণে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনও একবার মদন তাঁহার প্রভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। শ্রীকৃষ্ণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণকে নিজ নিজ পতি সকাশে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতেও মদন মনে করিলেন যে—অসংখ্য গোপ-বালকগণ এবং অগ্রজ বলদেব সঙ্গে ছিলেন বলিয়া এবারও আমার প্রভাব পরীক্ষার সুযোগ হইল না। এইবার এক-বার গোপনে রমণী সঙ্গে যেদিন হরি তোমাকে পাইব, সেইদিন দেখাইব আমার পঞ্চশরের কি অখণ্ডনীয় প্রভাব!

তাহার পর যেদিন শরৎ-পূর্ণিমা তিথির সমাগমে বৃন্দাবনের নির্ম্মল গগনে পূর্ণ শশধর সমুদিত হইয়া তাঁহার শুভ্র কিরণচ্ছটায় গোষ্ঠ, প্রান্তর, বনভূমি ও যমুনাবক্ষঃ প্রভৃতি আলোকিত করিয়া অগণিত তারকামণ্ডলীর মধ্য হইতে কি যেন এক অভিনব ভাবের দৃষ্টিতে ব্রজভূমির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং নবসমুদিত শশ-ধরের কোমল কিরণপাতে বিবিধ বিটপীলতাদির বিকসিত কুসুমনিচয় আরও সমুজ্জ্বল হইয়া বনভূমির শোভাবর্দ্ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিল, তখন ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণীগণের সহিত মিলনরসাস্বাদন করিবার জন্য যমুনাতীরভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও গোপরমণীগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য মোহন মুরলীনাদ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ব্রজমণ্ডলের সমস্ত গোপরমণী এবং গোপকুমারীগণ উন্মাদিনীর ন্যায় যমুনাতীরে আসিয়া ঘনমণ্ডলাকারে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং অন্তরের লালসা মাখা স্থির কুটিলদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের বদনপানে চাহিয়া নিজ নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মদন মনে করিলেন যে আজই আমার পঞ্চশরের প্রভাব পরীক্ষার উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ এক একটি সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যবতী রমণীরূপের মোহেই আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন, কৃষ্ণ কি শতকোটি গোপরমণীর অসমোর্দ্ধরূপমাধুরীতেও আত্মহারা হইবেন না? এই কথা মনে করিয়া মদন যখন শতকোটি গোপীমণ্ডলমণ্ডিত গোপীনাথকে পঞ্চশরে বিদ্ধ করিবার জন্য ফুল ধনুতে জ্যা-রোপন ও তাহাতে সংমোহনাদি পঞ্চশর যোজনা করিয়া লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য সেই গোপীমণ্ডলমণ্ডিত নবকিশোর নটবর শ্যামসুন্দরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনই তাঁহার হৃদয়ে কি যেন এক অভিনব ভাবের প্রবাহ বহিয়া গেল। তিনি বিবশ এবং মূর্চ্ছিতপ্রায় কলেবরে ভূমিতে পড়িয়া আক্ষেপ করিতে করিতে বিধাতাকে বলিতে লাগিলেন, হে বিধাতঃ। তুমি আমাকে পুরুষ দেহ দিয়া কেন এ জীবনের মত বঞ্চনা করিয়াছ! হায়! আমি যদি রমণী দেহ পাইতাম তাহা হইলে এই রমণীমোহন শ্যামসুন্দরের চরণে চিরতরে বিক্রীত হইয়া থাকিতাম ও দেহ মনঃ প্রাণ জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতাম।

গোপীমণ্ডলমণ্ডিত শ্যামসুন্দরের মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া ও তাঁহার লাবণ্যচ্ছটায় আত্মহারা হইয়া ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণেরও মোহ সম্পাদনকারী মদন এইরূপে নিজেই মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অনন্তলীলা এবং অনন্তমূর্ত্তি থাকিলেও একমাত্র গোপীমণ্ডলমণ্ডিত মূর্ত্তিকেই মদনমোহন বলা যাইতে পারে।

চড়ি গোপীর মনোরথে মনমথের মনমথে
নাম ধরে মদনমোহন॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

অনন্তলীলাবারিধি শ্রীকৃষ্ণের এই গোপরমণীগণের সহিত রমণলীলাই মদনমোহন লীলা। এই জন্যই টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ এই লীলাকথা ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই গোপীমণ্ডলমণ্ডিত মদনমোহনের জয় ঘোষণা করিয়াছেন এবং নানাভাবে মদনপরাভূত জগৎকে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, যদি কেহ বিবিধ কামনা বাসনার শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে এই গোপীমণ্ডলমণ্ডিত মদনমোহনের চরণে শরণাগত হও এবং নিরন্তর শ্রদ্ধাপূত সরল হৃদয়ে তাঁহার এই মদনমোহন লীলা স্মরণে রত হও। যত দিন পর্য্যন্ত মদনমোহনের চরণে শরণাগতি এবং তাঁহার এই মধুরলীলার মধুর স্মৃতি হৃদয়ে না জাগিবে, ততদিন কিছুতেই মদনের মোহ কাটিবে না, কামনাবাসনা ছুটিবে না, কিংবা অতৃপ্ত ভোগবাসনার বিরতি হইবে না। তাই বলিতেছি, কোটিমন্মথমন্মথ গোপী-মণ্ডলমণ্ডিত মদনমোহনের জয় হউক!

শ্রীভগবান্, শতকোটি গোপরমণীগণসহ রাসলীলায় বিবিধ বিহার করিয়াছিলেন বলিয়া আপাততঃ মনে হয় যে, এ লীলায় তিনি নিশ্চয়ই মদন কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন; কেননা মদন-পরাভব ব্যতীত কেহই শিষ্টজন-বিগর্হিত পরদার রমণে রত হইতে পারে না; সুতরাং রাসমণ্ডলবিহারী হরিকে মদনমোহন না বলিয়া, মদনমোহিত বলাই উচিত। ইহাতে বক্তব্য এই যে—শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভাবে রাসলীলা বর্ণিত আছে, তাহা যদি স্থানে স্থানে একটু লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে আর কিছুতেই এ প্রকার অজ্ঞজনোচিত সন্দেহদৃষ্টি হইবার অবসর থাকে না। রাসলীলার প্রারম্ভেই বর্ণিত আছে যে—"যোগমায়ামুপাশ্রিতো ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে" শ্রীভগবান্ যোগমায়া (অচিন্ত্যমহাশক্তি) প্রকাশ করিয়া গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাতে স্পষ্টই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানা যায় যে, আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে এ লীলার প্রকৃত তত্ত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব হইলেও শ্রীভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাঁহার সর্ব্ববিধ অচিন্ত্য লীলারই সমাধান করিতে পারেন। সুতরাং আমাদের যুক্তিতে ও বুদ্ধিতে আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবানের রমণ কিংবা শতকোটি গোপরমণীসহ বিবিধ বিহারে রত ভগবানের কাম-গন্ধহীনতার সামঞ্জস্য না হইলেও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে সকলই সম্ভব হয় মনে করিয়া আমাদের এই পরমমধুর লীলার মাধুর্য্যাস্বাদনে রত হওয়াই কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্ শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি যে "আত্মারাম" তাহা "আত্মা-রামোঽপ্যরীরমৎ" এই শ্লোকাংশ সমালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। "আত্মনি আ রমতে" এই ব্যুৎপত্তিলভ্য আত্মারাম শব্দ সমালোচনা করিলে জানা যায় যে, সাধারণ জীবের কোন প্রকার আনন্দ উপভোগ করিতে হইলেই শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ করিতে হয়। বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ ব্যতীত কোন প্রকার আনন্দ উপভোগ হইতে পারে, ইহা সাধারণ জীবের ধারণাতেও আসে না। কিন্তু যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহাদের আনন্দ ভোগ করিতে হইলে কোন প্রকার বাহ্য বস্তুর প্রয়োজন হয় না; তাঁহারা সচ্চিদানন্দময় আত্মস্বরূপানন্দেই সর্ব্বদা পরিপূর্ণ এবং আনন্দিত। এমন কি এই সমস্ত আত্মারামগণের কোন প্রকার কার্য্যও দেখা যায় না কিংবা কোন কার্য্যেই তাঁহাদের প্রয়োজন থাকে না।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

যাঁহাদের কেবলমাত্র আত্মাতেই প্রীতি এবং যাঁহারা আত্মস্বরূপানন্দেই সর্ব্বদা তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট, তাঁহাদের কোন প্রকার কার্য্যেরই প্রয়োজন থাকে না; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সাধনপ্রভাবে আমাদের মত মানবগণ পর্য্যন্ত আত্মারামতা লাভ করিয়া সর্ব্ববিধ বিষয়সম্বন্ধমুক্ত এবং আত্মস্বরূপানন্দে পরিপূর্ণ হইতে পারে। অতএব অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডপতি আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবানের যে কোন প্রকার বিষয়সম্বন্ধ কিংবা কর্ম্মাধীনতা নাই তাহা ত বলাই বাহুল্য।

রাসলীলায় শ্রীভগবান্ শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি সাধারণ জীবের মত বিষয়ারাম কিংবা দেহারাম নহেন, তিনি আত্মারাম। সুতরাং তাঁহার এই রমণে বিষয়সম্বন্ধ কিংবা দেহেন্দ্রিয়প্রীতির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি দেহেন্দ্রিয় বিষয়াদির সহিত বাধ্যবাধকতাশূন্য পরমস্বতন্ত্র আনন্দঘনবিগ্রহ হইয়াও গোপীগণের সহিত রমণ করিয়াছেন; অতএব ইহাতে যে তাঁহার কামাধীনতা নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

রাসলীলা বর্ণনে আরও দেখা যায় যে শ্রীভগবান্, গোপরমণীগণের সহিত বিবিধ প্রকারে রমণ করিতেছেন বটে, কিন্তু তিনি "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ"। সুরত অর্থাৎ পুরুষ রমণীর মিলনবিশেষে যে সমস্ত আন্তরিক ও বাহ্য ভাব-বিশেষের প্রকাশ হয়, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ অর্থাৎ বশীভূত রাখিয়া আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবান্ গোপ-রমণীগণের সহিত রমণ করিয়াছেন।

বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ যখন গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন তিনি "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ।" যে মন্মথের প্রভাবে জগতের জীবগণ বিবিধ কামভোগে আসক্ত হইয়া থাকে শ্রীভগবান্ সেই মন্মথেরও মন্মথ। মন্মথ তাঁহারই সঞ্চারিত শক্তিপ্রভাবে জগতের জীবের মন মথন করিতে অর্থাৎ বিষয়ভোগবাসনায় লিপ্ত করিতে সমর্থ হন। সুতরাং অগ্নিশক্তিতে উত্তপ্ত লৌহ, কাষ্ঠাদি দাহ করিতে সমর্থ হইলেও তাহাতে যেমন অগ্নিদাহ হওয়া সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ শ্রীভগবানের শক্তিতে শক্তিমান্ মন্মথ জগতের মন মথন করিতে সমর্থ হইলেও তিনি শ্রীভগবানের মন মথন করিতে সমর্থ নহেন। অতএব শ্রীভগবান্ শতকোটি গোপরমণী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহ বিবিধ বিহারে রত হইলেও তিনি মদনমোহিত নহেন, তিনি মদনমোহন। তাই বলিতেছি, গোপীমণ্ডলমণ্ডিত মদনমোহনের জয় হউক!

"আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ" "সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" প্রভৃতি শ্লোকাংশ সমালোচনায় শতকোটি গোপরমণীগণসহ রাসক্রীড়াপরায়ণ শ্রীভগবানের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, তাঁহার গোপরমণীগণের সহিত বিহারের কোনই প্রয়োজন নাই। কেননা, আত্মারামের রমণের জন্য কোন প্রকার বাহ্য উপকরণের প্রয়োজন নাই কিংবা যাঁহার মদনাবেশ নাই তাঁহারও রমণীবিলাসের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই আত্মারাম ও সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ শ্রীভগবান্ কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য অসংখ্য পরবধূর সহিত রমণ করিয়া এই শিষ্টজনবিগর্হিত কার্য্যের অবসর প্রদান করিলেন?

এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ বলেন শ্রীভগবান্ সাত বৎসর বয়সে রাসলীলা করিয়াছেন এবং গোপীগণের বয়সও পাঁচ ছয় বৎসরের অধিক নহে, সুতরাং ইহা বালক-বালিকার খেলা ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু তাঁহারা যদি "বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবিস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ" প্রভৃতি শ্লোকটির দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, রাসক্রীড়া বালক বালিকার ধূলা খেলা নহে, ইহাতে বাহুপ্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন প্রভৃতি নানাবিধ কিশোরকিশোরীর ব্যবহারও আছে। কেহ বা গোপী-সহ গোপীনাথের এই মধুর মিলনকে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু অসংখ্য জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন কি ভাবে সংঘটিত হইতে পারে এবং এককালীন অসংখ্য জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার এই ভাবে মিলন ন্যায়বৈশেষিকাদি কোন্ দর্শনের সিদ্ধান্ত সম্মত ও শঙ্করাচার্য্যাদি কোন্ আচার্য্যের মতানুমোদিত তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেহ বা রাসলীলাকে রূপক বর্ণনা করিয়া, কেহ বা আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা করিয়া একটা অভিনব ভাবের প্রবাহ সঞ্চার করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। যাঁহারা একটু বেশী বুদ্ধিমান্, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতাদি বর্ণিত এই লীলাটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। যাহা হউক এই প্রকার যত মতই শুনা যাউক না কেন, ইহা শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি কোনও টীকাকারের সম্মত নহে কিংবা এই সমস্ত মতবাদিগণের গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ কোনও মতও দেখা যায় না। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে বর্ণিত রাসলীলা কথা শ্রবণে যদি কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহা মোচনের জন্য শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি শাস্ত্রার্থদর্শি টীকাকারগণের আশ্রয় গ্রহণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবানের শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"তস্মাদ্রাসক্রীড়াবিড়ম্বনং কামজয়খ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্।"

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ী সমালোচনায় রাসবিহারী ভগবানের পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি "সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ" তিনি "আত্মারাম" প্রভৃতি। সুতরাং যিনি মন্মথের মন্মথ, তাঁহার কামাসক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে এবং যিনি আত্মারাম তাঁহারও রমণের জন্য গোপীগণের সহিত মিলনের কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপি তিনি শতকোটি গোপরমণীসহ রাসক্রীড়া করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় যে তিনি এই লীলায় কামবিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীভগবানের কামবিজয় ঘোষণার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তিনি তাঁহার ভুবনমোহন রূপে মদনকে মোহিত করিয়া জগতের জীবগণের নিকট নিজের পৌরুষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং জগতের জীবের নিকট হইতে প্রশংসাবাক্য শ্রবণের জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কামবিজয় ঘোষণার উদ্দেশ্য এই যে, জগতের সর্ব্বজীবই সর্ব্বদা কোন না কোন কামে অভিভূত হইয়া বিবিধ কাম্যবস্তু ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া জীবনযাপন করিতেছে। এমন কহারও শক্তি নাই যে—কেহ সর্ব্বতোভাবে কামজয় করিয়া নিষ্কাম জীবন যাপন করিতে পারে। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি দেবতাগণ এবং পরাশর, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ পর্য্যন্তও সময়ে সময়ে কামের তাড়না ভোগ করিয়া কামের দুর্জ্জয়তাই খ্যাপন করিয়াছেন। যাঁহারা ভোগকামনা পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদেরও মোক্ষকামনা কিংবা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির কামনা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে, সুতরাং কামের হাতে কাহারও নিস্তার নাই। আত্মশক্তিতে কামজয় করিতে অক্ষম হইয়া কেহ যদি কাহারও শরণাগত হইতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনিও শরণীয়রূপে কোনও কামজয়ীর উদ্দেশ পাইবেন না, এমন কি কামজয়ের দৃষ্টান্ত খুঁজিলেও কুত্রাপি পাইবেন না। তাই কামহত জীবগণের কামজয়ের উপায় প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ সাক্ষান্মন্মথমন্মথরূপে রাসস্থলে অবতীর্ণ হইয়া শতকোটী গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিলেন এবং জগৎকে দেখাইয়া দিলেন যে অজেয় কামকে যদি কেহ জয় করিতে চাহেন তাহা হইলে তাহার সাক্ষান্মন্মথমন্মথ রাসবিহারীর চরণে শরণাগতিই একমাত্র গতি। এইজন্য পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবও রাসক্রীড়া বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ-বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

কেহ যদি শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে ব্রজবধূগণের সহিত ব্রজরাজনন্দনের পরম মধুর বিহারলীলাকথা শ্রবণ কিংবা কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ কামব্যাধি বিনিষ্ট হয় এবং সে শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দে অচলাভক্তি লাভ করে। সুতরাং শ্রীভগবানের রাসলীলাকথা যে কামজয়ের সিদ্ধমন্ত্র তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলার দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে—ইহাতে গোপীসহ গোপীনাথের শৃঙ্গাররসে মিলন বর্ণনা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্গাররস বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। নানাবিধ রসশাস্ত্রে শৃঙ্গারাদি রসের লক্ষণ এবং কোনও প্রাকৃত নায়ক নায়িকার কামক্রীড়া বর্ণনা করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত গোপীসহ গোপীনাথের প্রেমময়ী লীলাকথাকেও সেই জাতীয় বর্ণনা মনে করিলে, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রাকৃত রসশাস্ত্র নহে কিংবা প্রাকৃত নায়ক নায়িকার রসবর্ণনা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহা মুখ্যতম ভক্তিশাস্ত্র এবং সর্ব্ববেদান্তের সার। এই শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পরম অনির্ব্বচনীয় রসের সন্ধান পাইলে আর কোন রসেই কাহারও আগ্রহ থাকে না।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাৎ স্পৃহা ক্বচিৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্যখ্যাপন প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তের সারভূত, কেননা সাধারণ বেদান্তশাস্ত্রে কেবলমাত্র সংসারনিবৃত্তিরই উপায় সম্বন্ধেই নানাভাবে সমালোচনা দেখা যায়, কিন্তু সংসারনিবৃত্তির পর কি ভাবে শ্রীগোবিন্দের চরণসেবাধিকার লাভ হয়, তাহা একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে। সে জন্য শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার। এই সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভগবানের যে মধুর লীলারসের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ হইলে আর অন্য কোনপ্রকার রসাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা, গোপীসহ গোপীনাথের শৃঙ্গাররসে মিলন হইলেও যাঁহারা কেবলমাত্র শৃঙ্গার রসই গ্রহণ করিয়া প্রবৃত্তির পথে পরিচালিত হইবেন কিংবা রসগ্রহণের অক্ষমতা বশতঃ নীরসভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের এই অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত কৃপার দানে বঞ্চিত থাকিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের পরম মধুর শৃঙ্গাররসাস্বাদন লীলা বর্ণনাচ্ছলে জগৎকে এক পরমোজ্জ্বল নিবৃত্তি পথের উদ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। অতএব মায়িক হৃদয়ের সর্ব্বতোমুখী অদম্য প্রবৃত্তি এবং নীরস হৃদয়ের বিশুষ্ক নিবৃত্তি ভুলিয়া গিয়া যাঁহারা স্বভাবসরস প্রেমপরিপ্লুত হৃদয়ের শ্রীগোবিন্দ সেবাপ্রবৃত্তি এবং সেবাভিনিবেশ বশতঃ মায়িক সম্বন্ধ নিবৃত্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লালসা লইয়া অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাঁহারাই এই লীলার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। এই জন্য টীকাকার শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন—

"কিঞ্চ শৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ"

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা শৃঙ্গার কথা বটে, কিন্তু ইহাতে প্রবৃত্তির লেশগন্ধও নাই। ইহাতে শৃঙ্গার-কথাচ্ছলে নিবৃত্তির পূর্ণমাত্রা জ্য প্রতিষ্ঠিত। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সহিত রমণেচ্ছা, গোপীগণকে নিজ-নিকটে আনয়নের জন্য বংশীবাদন, গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া যমুনাপুলিনে বিবিধ বিহার প্রভৃতি সমস্তই আপাততঃ প্রবৃত্তির ছবি বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু ইহার বাহ্যাবরণ উন্মোচন করিলেই দেখা যায় যে ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতা, যোগেশ্বরত্ব এবং ভক্তবাঞ্ছাপূরণলালসা ও গোপীগণের পরমপ্রেম, সর্ব্বত্যাগ এবং কৃষ্ণসেবাকাঙ্খা প্রভৃতি শত শত নিবৃত্তির কাঞ্চন প্রতিমা সুপ্রতিষ্ঠিত। জগতে প্রায় সর্ব্বত্রই নিবৃত্তির আবরণে প্রবৃত্তির তাণ্ডব নৃত্য দেখা যায়, জাগতিক নিবৃত্তি প্রায়ই প্রবৃত্তিরই পোষক হইয়া থাকে, নিবৃত্তির সাজে সাজিয়া জগতে যে কত শত শত নর নারী তাহাদের অন্তরের অদম্য প্রবৃত্তি সার্থক করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সাধারণের কথা দূরে থাক, সর্ব্বত্যাগী যোগী, ঋষি, ন্যাসী, ধ্যানী, জ্ঞানী, এবং তপস্বিগণ পর্য্যন্তও সিদ্ধিলাভের প্রবৃত্তি লইয়া নিবৃত্তির আসনে বসিয়া জীবনযাপন করিতেছেন। কিন্তু রাসলীলা ইহার ঠিক বিপরীত, ইহাতে প্রবৃত্তির আবরণে নিবৃত্তির নন্দনকানন পরিশোভিত। রাসলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্তির ছলে নিবৃত্তির পথই প্রদর্শিত। প্রবৃত্তিপ্রিয় জীব যদি নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হইতেও চায়, তাহা হইলে তাহা তাহার পক্ষে নিবৃত্তির অভিনয় ব্যতীত আর কিছুই হয় না। তাই পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ প্রবৃত্তির সাজে এমনই নিবৃত্তির লীলা করিয়াছেন যে তাহাতে মনোনিবেশ করিলে বিবিধ প্রবৃত্তিকোলাহলময় সংসারে আবদ্ধ জীবও দেখিতে দেখিতে তাহার অজ্ঞাতসারে নিত্য নিরাময় নিবৃত্তিরাজ্যে উপস্থিত হইতে পারে। এইজন্য পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব এই লীলা বর্ণনার অবসানে বলিয়াছেন—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীভগবান্ নরজগতের জীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন। আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই মধুর লীলাকথা শ্রবণ করিয়া ইহাই জীবনের সার-সর্ব্বস্বরূপে অবলম্বন করা উচিত।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা শৃঙ্গার কথা হইলেও ইহা পরানিবৃত্তির সমুচ্চ সৌধ শিখরে সমারোহণ করিবার সুগম শৈলী। অনন্তমধুর লীলাময় শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইয়া যদি কেহ তাঁহার এই পরমমধুর লীলাকথা সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি ইহার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পরানিবৃত্তির সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন এবং চির জীবনের মত প্রবৃত্তির কথা বিস্মৃত হইবেন।

রাসলীলায় শ্রীভগবান্ প্রবৃত্তির আবরণে যে পরানিবৃত্তির খেলা খেলিয়াছেন তাহার অধিকাংশ তত্ত্বই "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি রাসলীলার প্রথম শ্লোকগর্ভে লুক্কায়িত আছে, সেজন্য বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এই শ্লোকের প্রত্যেক পদপদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করা উচিত।

ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন (ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে) ইহাই এই শ্লোকের মূল প্রতিপাদ্য। সুতরাং ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমেই "ভগবান্" এবং "রমণ" সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে "ভগবৎ" শব্দের অর্থ বিচার প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে—

যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমক্ষয়ম্। অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্। ব্যাপ্যব্যাপং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্॥
তদেতদ্ ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ। বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণং)

বেদবচনে যে—অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অক্ষয়, অনির্দ্দেশ্য, প্রাকৃত রূপহীন, প্রাকৃত করচরণাদিবর্জ্জিত, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বগত, নিত্য, সর্ব্বকারণ, অকারণ, সর্ব্বব্যাপী, পরমমহৎ এবং সর্ব্বপ্রকাশক বস্তুর উদ্দেশ পাওয়া যায়, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাই প্রতক্ষ করিয়া থাকেন। সেই বস্তুই ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পরতত্ত্ব এবং স্বপ্রকাশ। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের এই বস্তুই সর্ব্বদা ধ্যান করা উচিত। পরমাত্মার এতাদৃশ স্বরূপই ভগবৎ শব্দবাচ্য এবং সেই আদ্য ও অক্ষরস্বরূপ বস্তুর "ভগবৎ" শব্দই বাচক।

এইরূপে ভগবৎ শব্দবাচ্য পরমাত্মবস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশের পর শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবৎ শব্দের অর্থ নির্দ্দেশে দেখা যায় যে—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণং)

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়্বিধ মহাশক্তির নাম ভগ। হেয় গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণসম্বন্ধবিহীন, পরিপূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ ভগবৎ শব্দের বাচ্য।

ইহাতে জানা যায় যে ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্বিধ মহাশক্তি সমন্বিত সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহই শ্রীভগবান্। তাঁহার মধ্যে সর্ব্ববশীকারিত্ব শক্তির নাম ঐশ্বর্য্য। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যশক্তিতে প্রাকৃত অপ্রাকৃত সর্ব্ববিধ বস্তুই তাঁহার অধীন, তিনি যে কোনও বস্তু দ্বারা যে কোনও কার্য্য করিতে পারেন। জগতে এমন কোনও বস্তু নাই যে তাহা তাঁহার অধীনতা ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে কিছু করিতে সমর্থ হয়। ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা হইতে আরম্ভ করিয়া সুমেরু-পর্য্যন্ত, জলবিন্দু হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত, শ্বাসবায়ু হইতে প্রলয় ঝঞ্ঝাবাত পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত অচেতন কিংবা চেতন সর্ব্ববিধ বস্তুই তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তিতে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত।

শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তির নাম বীর্য্য। জগতেও দেখা যায় যে—মণি, মন্ত্র ও মহৌষধাদি দ্বারা বিবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করা যায়, কিন্তু কোন প্রকার যুক্তি তর্কাদি দ্বারা সে কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ধারণা হয় না। চন্দ্রকান্তমণি নিকটে থাকিলে অগ্নির দাহিকা শক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। মন্ত্রপ্রয়োগে অস্ত্রস্তম্ভন, অগ্নিস্তম্ভন, ব্যাধিসঞ্চার, ব্যাধিবিনাশ, বশীকরণ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য সাধিত হয়, মহৌষধ দ্বারা নানাবিধ ব্যাধিনাশ, সর্পাদি তাড়ণ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য সাধিত হয়, কিন্তু কোন প্রকার যুক্তি তর্কাদি দ্বারা এই সমস্ত কার্য্য সংঘটনের কোনও বিশেষ কারণ দেখান যায় না। যদিও সম্প্রতি কালপ্রভাবে মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া প্রায়ই দেখা যায় না এবং চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতি কবির কল্পনায় পরিণত হইয়া গিয়াছে, তথাপি মহৌষধের শক্তি অদ্যাপি বিশ্বাস না করিয়া গতি নাই। বৈদ্যশাস্ত্রে দেখা যায় যে এমন অনেক বৃক্ষলতাদি আছে যাহার পত্র, ফল, মূল, রস প্রভৃতি হইতে বিভিন্ন প্রকার গুণোৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা—

পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং নাড়ী তস্য কফাপহা। ফলং তস্য ত্রিদোষঘ্নং মূলং তস্য বিরেচনম্॥

পটোলের পত্রে পিত্ত নাশ হয়, ডাঁটায় কফ নাশ হয়, ফলে ত্রিদোষ নাশ হয় এবং মূলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। যদ্যপি পটোল বৃক্ষের পত্র, নাড়ী, ফল ও মূলে একই ভূমির রস সঞ্চার হইয়া থাকে, তথাপি তাহাতে পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রাপ্তিতে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকা যায় না।

মণিমন্ত্রমহৌষধাদিতে এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তি দেখিয়া এই সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে ধারণা করা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। শ্রীভগবানের লীলাকথা সমালোচনা করিলে এই প্রকার কত যে অচিন্ত্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শ্রীকৃষ্ণলীলায় পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার অচিন্ত্য মহাশক্তির পরিচায়ক। যাঁহারা শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, তাঁহারা এই সমস্ত লীলা সম্বন্ধে "রূপক" প্রভৃতি নানাবিধ অসৎ সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হন না বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের অপার কৃপা ও মহাসৌভাগ্যবশতঃ যাঁহাদের শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা এই সমস্ত লীলাকথা সমালোচনা করিয়া পরমানন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হইবেন সন্দেহ নাই।

অনন্ত-কল্যাণগুণমহোদধি শ্রীভগবানের কায়িক, বাচিক এবং মানসিক সর্ব্ববিধ লীলাই জগতের পরম কল্যাণকর। তাঁহার কোন লীলা আপাততঃ কাহারও পক্ষে অহিতকর মনে হইলেও তাহা পরিণামে তাহার পরম কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ পূতনা, অঘাসুর প্রভৃতিকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া আপাততঃ মনে হয়, তিনি তাহাদের উপর দণ্ডবিধান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের চিরদিনের মত সংসারমুক্তি হওয়ায় পরম কল্যাণই সংঘটিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। শ্রীভগবানের কায়িক ও মানসিক সর্ব্ববিধ লীলার এইরূপ সুখ্যাতিই তাঁহার যশঃ।

শ্রীভগবানের ধাম, পার্ষদ, লীলা, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই সর্ব্ববিধ মহাসম্পদে পরিপূর্ণ। তাঁহার এই মহা সম্পদই শ্রী। শ্রীভগবানের সর্ব্বজ্ঞতা ও স্বপ্রকাশতা জ্ঞান নামে অভিহিত এবং তাঁহার সর্ব্ববিধ মায়িক বস্তুতে অনাশক্তিই বৈরাগ্য।

পূর্ব্বকথিত ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির নাম "ভগ"; সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহে এই ষড়্‌বিধ মহাশক্তির নিত্য অবস্থান বলিয়া তাঁহাকে 'ভগবান্' বলা হয়। ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ এক হইয়াও অনন্তরূপে অনন্তলীলা করিয়া থাকেন। সেজন্য শ্রুতি বলেন—"একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।" শ্রীভগবান্ এক হইয়াও বহুরূপে লীলা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দেখা যায়—

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ। একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥
ঈশ্বর স্বরূপে হয় অনন্ত বিভেদ। অনন্ত রূপে একরূপ নাহি কোনও ভেদ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

"একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যেও পরতত্ত্বের একত্বই জানিতে পারা যায়। যাহা হউক, এই একই পরতত্ত্বের সাধন ভেদে অনুভূতির তারতম্যের কথাও শাস্ত্রে অপ্রসিদ্ধ নহে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদ রহিত (অদ্বয়) সচ্চিদানন্দ বস্তুকেই তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ "পরতত্ত্ব" বলিয়া থাকেন। এই পরতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই তিন রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

পরতত্ত্বের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ আবির্ভাবের স্বরূপগত পার্থক্য না থাকিলেও আবির্ভাবগত তারতম্য বশতঃ ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপে আবির্ভাবে ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির অভিব্যক্তি হয় না; একমাত্র শ্রীভগবানেই ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির পূর্ণাভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষে প্রকাশে। সূর্য্য যৈছে লোক দৃষ্ট্যে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

সুতরাং ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন শ্রীভগবান্ ব্রহ্ম ও পরমাত্মার সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম কিংবা পরমাত্মা পরতত্ত্বের লীলাবিগ্রহ নহে, তাহা জ্ঞানী ও যোগিগণের জ্ঞান ও যোগসাধন লভ্য সচ্চিদানন্দ সত্তা মাত্র। কাজেই "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই বাক্যে ব্রহ্ম কিংবা পরমাত্মা সম্বন্ধীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন প্রকার ধারণা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলায় "ভগবান্" "কৃষ্ণ" "গোবিন্দ" প্রভৃতি নামেই রাসবিহারীর পরতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, ব্রহ্ম কিংবা পরমাত্মা বলিয়া কুত্রাপি তাঁহার নামোল্লেখ দেখা যায় না, বরং প্রসঙ্গতঃ মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নে দেখা যায় যে—

"কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে" (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত বলিয়াই জানেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করেন নাই। তাহার পর শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলা বর্ণনা শেষ করিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহদেহভাক্॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

গোপীগণ, গোপীগণের পতিগণ এবং সর্ব্ববিধ জীবগণের অন্তরে যিনি অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করেন, তিনিই লীলাবিগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া গোপীগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত বিবিধ বিহারাদি করিতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে ব্রহ্ম কিংবা পরমাত্মার সহিত রাসক্রীড়ার নায়ক ভগবানের স্বরূপতঃ কোনও ভেদ না থাকিলেও ব্রহ্ম কিংবা পরমাত্মস্বরূপে এ লীলা সঙ্ঘটিত হয় নাই। এ লীলায় ব্রহ্ম কিংবা পরমাত্মারূপে তাঁহার আবির্ভাব হয় নাই অথবা গোপীগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম কিংবা পরমাত্মারূপে অনুভব করেন নাই। সুতরাং এ লীলার সহিত ব্রহ্ম কিংবা পরমাত্মার কোনই সম্বন্ধ নাই। ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানই এই লীলার নায়ক। 'ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন' (ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে) এই শ্লোকাংশ হইতে যাঁহারা "ব্রহ্ম কিংবা পরমাত্মার সহিত জীবচৈতন্যের মিলন" এই অদ্ভুত অর্থ গ্রহণ করেন তাঁহারা এই লীলার কত দূর তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহারাই জানেন।

যাহা হউক, ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ কেবলমাত্র রাসলীলাই করেন এমন নহে, তিনি অনন্তলীলামহোদধি। তবে শ্রীমদ্ভাগবতের এই অংশে তাঁহার রাসলীলাই বর্ণিত আছে। শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ এক হইলেও (একমেবাদ্বিতীয়ং) তাঁহার লীলার অনন্ততার সহিত মূর্ত্তিরও অনন্ততা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, নারায়ণাদি অনন্ত মূর্ত্তিতে তিনি অনন্তলীলা করিয়া থাকেন। রাসলীলা তাঁহার অনন্তলীলার অন্যতম এবং নবকিশোরনটবর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিও তাঁহার অনন্ত মূর্ত্তির অন্যতম। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার সহিত যেমন ভগবানের স্বরূপভেদ না থাকিলেও আবির্ভাবভেদ আছে, সেইরূপ মৎস্য কূর্ম্মাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভেদ না থাকিলেও লীলাভেদবশতঃ আকৃতিভেদ আছে।

অনন্তপ্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ। আকার বস্ত্র বর্ণভেদ নাম বিভেদ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন প্রকরণেই রাসলীলা বর্ণিত আছে এবং "যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণের তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ" এইভাবে রাসলীলার সৌষ্ঠব প্রদর্শিত আছে। সুতরাং ইহাও ধারণা রাখা উচিত যে শ্রীভগবান্ মৎস্য, কূর্ম্মাদি অনন্ত আকৃতিতে অনন্তলীলা করিলেও তিনি কৃষ্ণরূপেই রাসলীলা করিয়াছেন। রাসলীলা হইতে কেহ বা চৌষট্টিযোগিনীসহ মা কালীর নৃত্য, কেহ ব ভূত প্রেত প্রমথাদির সহিত মহাদেবের নৃত্য, কেহ বা হনুমান্ জাম্ববান প্রভৃতির সহিত রাবণবধের পর জয়োল্লাসে রামচন্দ্রের নৃত্য প্রভৃতি প্রতিপাদন করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা কিংবা এইরূপ প্রচার যে কতখানি বিচারসহ তাহা সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত মূর্ত্তিই একই ভগবানের প্রকাশভেদ মাত্র।

মণির্যথা বিভাগেন, নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥ (নারদপঞ্চরাত্রম্)

একই বৈদূর্য্যমণি যেমন নীলপীতাদি বর্ণ-বিশিষ্ট রূপে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নয়নগোচর হইয়া থাকে, সেইরূপ একই শ্রীভগবান্ বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন ভাবনায় বিভিন্ন লীলা-সমন্বিত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীভগবানের স্বরূপ কিংবা লীলাদির তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, মনে রাখা উচিত যে তাহা সাগর ভূধরাদি জড় বস্তুর স্বরূপের মত ধরা বাঁধা কোন একটি কিছু নহে—তাহা সাধকের সাধনা, প্রেমিকের প্রেম, কিংবা লীলাময়ের লীলাবৈচিত্রেরই অনুরূপ অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব "ভগবান রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" (ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে) এই শ্লোকাংশ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভগবান্‌কে কোনও ব্যক্তিবিশেষ মনে করিয়া তাঁহার রমণলীলার তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে গেলে কিছুতেই প্রকৃত বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে না।

শ্রীভগবানের যে কোনও লীলার তাৎপর্য্যানুসন্ধানে কিংবা রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে ধারণা রাখা উচিত যে সচ্চিদানন্দসিন্ধু শ্রীভগবান্ নিরন্তর অনন্তলীলাতরঙ্গে তরঙ্গায়িত। তাহার মধ্যে যিনি যে তরঙ্গে ডুবিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে তাহারই অনুসন্ধান রাখা কর্ত্তব্য। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদি সমস্ত মূর্ত্তিই শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলাবিগ্রহ; এই সমস্ত মূর্ত্তির স্বরূপতঃ কোনও ভেদ না থাকিলেও ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি শক্তিপ্রকাশের তারতম্য বশতঃ অংশ পূর্ণাদি বিভিন্ন পরিচয়ে এই সমস্ত মূর্ত্তির কথা নানা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

"শক্তের্ব্যক্তিস্তথাব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্" (লঘুভাগবতামৃতম্)

শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি অনন্তমূর্ত্তিতে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ কিংবা তারতম্য না থাকিলেও শ্রীভগবান্ সেই সেই মূর্ত্তিতে যে সমস্ত লীলা করেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি শক্তি প্রকাশের কিছু তারতম্য থাকায় শাস্ত্রে শ্রীভগবানের অনন্তমূর্ত্তির মধ্যে অংশ পূর্ণাদি তারতম্য নির্দ্দেশ পরিলক্ষিত হয়। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধেও শ্রীভগবানের অবতার কথা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার সমূহ, শ্রীভগবানের পুরুষাবতারের অংশ ও কলা রূপে আবির্ভূত, কিন্তু শ্রীভগবানের কৃষ্ণমূর্ত্তি "স্বয়ং" অর্থাৎ পরিপূর্ণ। ইহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবান্ যখন মৎস্য কূর্ম্মাদিরূপে লীলা করেন, তখন তাঁহার পরিপূর্ণ রূপে ঐশ্বর্য্যাদি মহাশক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে লীলা করেন তখন তিনি তাঁহার সর্ব্বশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ "স্বয়ং ভগবান্" রূপে প্রসিদ্ধ। জগতেও দেখা যায় যে কেহ যদি কোনও স্বল্পভারবিশিষ্ট বস্তু উত্তোলন করে তাহা হইলে তাহার দেহের সমস্ত বলপ্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না, তাহাতে তাহার দৈহিক বলের আংশিক প্রয়োগই যথেষ্ট, কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি কখনও কোনও গুরুভার বিশিষ্ট বস্তু উত্তোলন কিংবা বহন করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহার দৈহিক বলের সমগ্র প্রয়োগ করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। শ্রীভগবান্ অনন্তলীলাময় হইলেও তাঁহার সকল লীলায় সকল শক্তিপ্রকাশের প্রয়োজন হয় না। এইরূপে শ্রীভগবানের ব্রহ্মপরমাত্মাদি আবির্ভাব এবং মৎস্য কূর্ম্মাদি অনন্তমূর্ত্তির স্বরূপগত অভেদ এবং লীলাগত ও প্রকাশগত ভেদ বা বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লীলা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই তাঁহার পরমনিগূঢ় লীলার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

"শ্রীভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" (ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে) এই শ্লোকাংশের যদি নিরপেক্ষ সমালোচনা করা যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতের লীলাপ্রকরণ ও শ্রীভগবানের অনন্তমূর্ত্তির অংশপূর্ণাদি তারতম্য বিবেচনা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তত্ত্ব গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে যিনি জ্ঞানীর জ্ঞান সাধনে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অনুভূত হন, যিনি যোগীর যোগসাধনে পরমাত্মারূপে অভিব্যক্ত হন, যিনি ভক্তের ভক্তিসাধনে ভগবৎরূপে প্রকাশিত হন, যিনি মৎস্য কূর্ম্মাদি অনন্তমূর্ত্তিতে অনন্তলীলা করিয়া থাকেন, সেই ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতেইচ্ছা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্লোকস্থ "ভগবান্" শব্দের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এখানকার "ভগবান্" পদবাচ্য বলিয়া মনে হয়। যদিও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞান ও যোগসাধনার সিদ্ধিদশায় জ্ঞানী ও যোগীর নির্ম্মল ও নিশ্চল চিত্তবৃত্তিতে ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, নারায়ণাদি বিবিধ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বিবিধ লীলারসাস্বাদন করেন, তথাপি সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলা তাঁহার কৃষ্ণমূর্ত্তিতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং এই লীলা তাঁহার এই মূর্ত্তিরই নিজস্ব। শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি সমস্ত মূর্ত্তিই ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিসম্পন্ন হইলেও তাঁহার কৃষ্ণমূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ শক্তির যেমন পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয়, সেরূপ আর অন্য কোন মূর্ত্তিতেই হয় না।

সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্য বিলাস। ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহার অধিক উল্লাস॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীকৃষ্ণলীলা সমালোচনায় স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, এই লীলাতেই তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির পূর্ণবিকাশ হইয়াছে। শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি সমস্ত মূর্ত্তিতেই ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বশীকারিত্ব শক্তির বিকাশ থাকিলেও তাহাতে সর্ব্ববশীকারিত্ব শক্তির কোনই ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, কেননা শ্রীভগবান্ তাঁহার মৎস্য কূর্ম্মাদি লীলায় সকলকেই নিজবশে রাখিয়া লীলা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে কাহারও বশীভূত হন নাই। অতএব সেই সেই লীলায় তাঁহার আত্মব্যতীত সর্ব্ববশীকারিত্ব শক্তির বিকাশ থাকিলেও আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্ববশীকারিত্ব শক্তির বিকাশ নাই। শ্রীভগবান্ একমাত্র কৃষ্ণলীলাতেই মা যশোদার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া দামোদর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন এবং এই লীলাতেই তিনি খেলায় হারিয়া গোপবালককে কাঁধে করিয়াছেন এবং মানিনী শ্রীরাধার চরণে ধরিয়া সাধিয়াছেন; সুতরাং শ্রীভগবানের এই প্রকার আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্ববশীকারিত্ব শক্তির আর কোন লীলাতেই প্রকাশ হয় নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, কাহাকেও বশে রাখা অপেক্ষা কাহারও বশে থাকাই কঠিন কার্য্য। কেননা শক্তিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই হীনশক্তি ব্যক্তিগণকে নিজবশে রাখিতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং শক্তিমান্ হইয়া একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহই কোনও শক্তিহীন ব্যক্তির বশে থাকিতে পারেন না। এই জন্যই ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে কৃষ্ণকে পরম ঈশ্বর বলা হইয়াছে—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ"। (ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীভগবানের মৎস্য-কূর্ম্মাদি সমস্ত অবতারই ঈশ্বর, কিন্তু কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর; কেননা তিনি নিজেকেও অপরের বশে রাখিতে সমর্থ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত আছে যে—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীকৃষ্ণলীলায় যেমন পরিপূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্য বিকাশ দেখা যায়, সেইরূপ এই লীলায় তাঁহার বীর্য্য অর্থাৎ অচিন্ত্য মহাশক্তিরও পূর্ণবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণলীলায় যেমন পূতনা নাম্নী রাক্ষসী বধ আছে, সেইরূপ রামলীলাতেও তাড়কা রাক্ষসী বধ আছে, কিন্তু এই দুই রাক্ষসী বধে অনেক পার্থক্য; কেননা শ্রীরামচন্দ্র, বিশ্বামিত্রের নিকট মহাপ্রভাবময় অস্ত্রশিক্ষা করিয়া সেই ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন অস্ত্র প্রহারে তাড়কা রাক্ষসীর বিনাশসাধন করিয়াছেন। কিন্তু পূতনা বধ করিতে শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রশিক্ষাদির প্রয়োজন হয় নাই, তিনি স্তন্যপায়ী বালকমূর্ত্তিতে স্তন্যপান করিতে করিতেই ঘোরাকৃতি পূতনা রাক্ষসীর প্রাণসংহার করিয়াছেন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণাদি সর্ব্ববিধ লীলাই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবৈভবেরই পূর্ণ নিদর্শন। শ্রীভগবান্ কূর্ম্ম মূর্ত্তিতেও মন্দর পর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি শত যোজন বিস্তৃত পৃষ্ঠের উপর মন্দর পর্ব্বত স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণলীলায় শ্রীভগবান্ সাত বৎসর বয়স্ক বালকমূর্ত্তির বামকরতলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে স্থাপন করিয়া সাতদিন অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং পর্ব্বতনিম্নে সমস্ত ব্রজমণ্ডলস্থ গো-গোপ-গোপীগণকে স্থান দিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব কৃষ্ণলীলার ন্যায় কোন লীলাতেই শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ অচিন্ত্যশক্তির বিকাশ দেখা যায় না। এইরূপ যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য শক্তিও কৃষ্ণলীলাতেই পূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের সকল লীলারই যশঃ অর্থাৎ সদ্‌গুণ খ্যাতি পুরাণ ইতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু কৃষ্ণলীলার মত তাহা কোনও লীলাতেই পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীভগবান্ রাম নৃসিংহাদি সমস্ত লীলাতেই অসুর বিনাশ করিয়াছেন, কিন্তু কোন লীলাতেই তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন নাই, কেবল কৃষ্ণলীলায়ই তিনি অসুরগণকে মুক্তি প্রদান করিয়া হতারিগতি-দায়কত্ব যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে—

মৈত্রেয় উবাচ—হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুনা। অবাপানিহতো ভোগান্ অপ্রাপ্যানমরৈরপি॥

নালভৎ তত্র চৈবেহ সাযুজ্যং স কথং পুনঃ। সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতে হরৌ॥

পরাশর উবাচ—দৈত্যেশ্বরস্য বধায়াখিললোকোৎপত্তিস্থিতিবিনাশকারিণা অপূর্ব্বতনুগ্রহণং কুর্ব্বতা নৃসিংহ-রূপমাবিষ্কৃতম্। তত্র হিরণ্যকশিপোর্বিষ্ণুরয়মিত্যেতৎ ন মনস্যভূৎ। নিরতিশয়পুণ্যজাতসমুদ্ভূতমেতৎ সত্ত্বমিতি রজোদ্রেকপ্রেরিতৈকাগ্রমতিস্তদ্ভাবনাযোগাৎ ততোঽবাপ্তবধহৈতুকীং নিরতিশয়ামেবাখিলত্রৈলোক্যাধিক্যধারিণীং দশাননত্বে ভোগসম্পদমবাপ।

নাতস্তস্মিন্ননাদিনিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগবত্যনালম্বনীকৃতে মনসস্তল্লয়ঃ।

দশাননত্বেঽপ্যনঙ্গপরাধীনতয়া জানকীসমাসক্তচেতসো দাশরথিরূপধারিণস্তদ্রূপদর্শনমেবাসীৎ। নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তির্বিপক্ষতোঽন্তঃকরণে মানুষবুদ্ধিরের কেবলমস্যাভূৎ। পুনরপ্যচ্যুতবিনিপাতনমাত্রফলং অখিলভূমণ্ডলশ্লাঘ্যং চেদিরাজকুলে জন্ম অব্যাহতঐশ্বর্য্যং শিশুপালত্বে চাবাপ।

তত্র ত্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্। ততশ্চ তৎকারণকৃতানাং তেষামশেষাণামেবাচ্যুতনাম্নামন-বরতানেকজন্মসম্বন্ধি তদ্বিদ্বেষানুবন্ধিচিত্তো বিনিন্দনসন্তর্জ্জনাদিষুচ্চারণমকরোৎ। তচ্চ রূপমুৎফুল্লপদ্মদলামলাক্ষ-মত্যুজ্জ্বলপীতবস্ত্রধার্য্যমলকিরীটকেয়ূরকটকোপশোভিতমুদারপীবরচতুর্ব্বাহুশঙ্খচক্রগদাপদ্মধরমতিপ্ররূঢ়বৈরভাবাদটন-ভোজনস্নানাসনশয়নাদিষশেষাবস্থান্তরেষু নৈবাপষযাবস্যাত্মচেতসঃ।

ততস্তমেবাক্রোশেষুচ্চারয়ন্ তমেব হৃদয়েনাবধারয়ন্ আত্মবিনাশায় ভগবদস্তচক্রাংশুমালোজ্জ্বলং অক্ষয়তেজঃ-স্বরূপং পরব্রহ্মভূতং অপগতদ্বেষাদিদোষো ভগবন্তমদ্রাক্ষীৎ।

তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশুব্যাপাদিতস্তৎস্মরণদগ্ধাখিলাঘসঞ্চয়ো ভগবতা তেনান্তমুপনীতস্তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ।

এতচ্চ তবাখিলং ময়াভিহিতম্। অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাদিদুর্লভং ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণম্)

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, মৈত্রেয় ঋষি পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৈকুণ্ঠপার্ষদ জয় ও বিজয়, সনক সনাতনাদির শাপে অসুরদেহ লাভ করিয়া রাবণ, কুম্ভকর্ণ, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়া দেবদুর্লভ ভোগসম্পদ্ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা সাযুজ্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারা যখন শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তখন তাহারা কৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া সাযুজ্য লাভ করিয়াছিল, ইহার কারণ কি?

মৈত্রেয় ঋষির এই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর বলিলেন—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা শ্রীভগবান্ পরমাদ্ভুত নৃসিংহমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া হিরণ্যকশিপুর ভগবান্ বলিয়া ধারণা হয় নাই। হিরণ্যকশিপু সেই পরমাদ্ভুত নৃসিংহমূর্ত্তি দেখিয়া মনে করিয়াছিল যে—এই অদ্ভুত জীব নিশ্চয়ই জন্মান্তরে মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল; সেই জন্য এইরূপ মহাপরাক্রমশালী হইয়া জন্মগ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছে। হিরণ্যকশিপু রজোগুণাক্রান্ত চিত্তে নৃসিংহের পরাক্রমমাত্র ভাবনা করিতে করিতে তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছিল এবং জন্মান্তরে রাবণ হইয়া জন্মগ্রহণ এবং ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। অতএব হিরণ্যকশিপুর অনাদিনিধন শ্রীভগবানে চিত্ত প্রবিষ্ট না হওয়ায় তাহার সংসার-নিবৃত্তি হয় নাই।

নৃসিংহহস্তে নিহত হিরণ্যকশিপু পরজন্মে রাবণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং সেবারও সে কামপরাধীন এবং জানকীসমাসক্তচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু সে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ধারণা করিতে পারে নাই এবং মৃত্যুকালেও তাহার শ্রীরামচন্দ্রে মনুষ্যবুদ্ধিই ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় রাবণ শিশুপালরূপে চেদিরাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শিশুপাল তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত দ্বেষবশতঃ নিরন্তর কৃষ্ণ নিন্দা করিত। কিন্তু কৃষ্ণ নামে শ্রীভগবানের সর্ব্ববিধ নামের শক্তি বিদ্যমান থাকায় শিশুপালের নিন্দাচ্ছলে কৃষ্ণনাম করিয়া নিরন্তর শ্রীভগবানের সর্ব্ববিধ নামগ্রহণ করা হইত। শুধু তাহাই নহে, শিশুপাল নিরন্তর সেই প্রফুল্লপদ্মদলায়তলোচন, পীতবসনধারী, কিরীটকেয়ুরবলয়াদিপরিশোভিত, চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হরির মূর্ত্তি চিন্তা করিত। প্রবলবৈরভাব বশতঃ তাহার শয়ন, ভোজন, বচন, ভ্রমণাদি কোন সময়েই শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ এবং রূপচিন্তার বিরাম ছিল না।

এইরূপে নিরন্তর কৃষ্ণনামোচ্চারণ এবং তাঁহার রূপচিন্তায় শিশুপালের সর্ব্ববিধ দোষ ক্ষালিত হইয়া যাওয়ায় কৃষ্ণচক্রে প্রাণান্ত হইবামাত্র শিশুপাল তাঁহাতে বিলীন হইয়া গিয়াছিল।

এই প্রকারে হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও শিশুপালের নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণহস্তে নিধনবার্ত্তা বর্ণনা করিয়া পরাশর ঋষি বলিলেন—হে মৈত্রেয়! তোমার প্রশ্নানুসারে শিশুপালের মুক্তিবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম। শ্রীভগবানের কৃষ্ণমূর্ত্তি স্মরণ ও কৃষ্ণ নামোচ্চারণে যখন অসুরেরও সুরদুর্লভ গতি লাভ হয়, তখন প্রেমবান্ ভক্তের যে কি গতি লাভ হইতে পারে তাহা আর কি বলিব!

এই বিষ্ণুপুরাণীয় প্রক্রিয়া সমালোচনায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবানের সর্ব্ববিধ মূর্ত্তিই ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিসম্পন্ন হইলেও একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতেই তাহার পূর্ণবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীভগবান্ তাঁহার সর্ব্ববিধ লীলাতেই যশঃশক্তি প্রকাশ করিলেও শ্রীকৃষ্ণলীলাতেই তাহার পূর্ণপ্রকাশ করিয়াছেন, এই জন্য এই লীলায় হত শিশুপালাদি অসুরগণও চিরতরে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি সমস্ত মূর্ত্তিই "শ্রী" অর্থাৎ সর্ব্বসম্পৎ পরিপূর্ণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণলীলাতেই তাঁহার পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণলীলায় পরিব্যক্ত সম্পদের কথা ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত আছে যে—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি চ তদাস্বাদ্যমপি চ॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীভগবান্ যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীবৃন্দাবনে লীলা করেন, তখন তাঁহার যে বৈভব প্রকাশ হয়, তাহা আর কি বলিব! এই লীলায় মহালক্ষ্মীগণ তাঁহার কান্তা এবং স্বয়ং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কান্ত। শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষ কল্পদ্রুম, ভূমি চিন্তামণিগণসংবৃত, অমৃত সেখানকার জল, গান সেখানকার কথা, নৃত্য সেখানকার গমন এবং জগন্মোহিনী বংশী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখী; সেখানকার চন্দ্র সূর্য্যাদি এবং রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শাদি সমস্তই সচ্চিদানন্দময়। সুতরাং শ্রীভগবান্ তাঁহার কৃষ্ণলীলা ব্যতীত অন্য কোন লীলাতেই এরূপ অনির্ব্বচনীয় সম্পৎ প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীভগবানের "শ্রী" শক্তি ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির অন্তর্গত। "শ্রী" শক্তির যদি কেহ অঙ্গশোভা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে তাহাও শ্রীকৃষ্ণরূপেই পরিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীভগবান্ তাঁহার বিবিধ বিচিত্র-লীলা প্রকাশচ্ছলে সেই সেই লীলার উপযুক্ত যে যে মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই সর্ব্বমনোরম। যদিও প্রহ্লাদাদি ভক্তের দৃষ্টিতে অত্যুগ্র নৃসিংহমূর্ত্তিও মনোরম বলিয়া মনে হইত, তথাপি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির মত সুরাসুর-চমৎকারিণী এবং আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্ববিস্মাপনী মূর্ত্তি আর নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে এই মূর্ত্তির বিশেষত্ব বর্ণিত আছে যে—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপকিয়ং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীভগবানের শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি নরলীলার অনুরূপ, চিচ্ছক্তিবৈভব প্রকাশের জন্য গৃহীত, আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্ববিস্মাপক সৌভাগ্যসম্পদের পরমাস্পদ এবং ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও বর্ণিত আছে যে—সন্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি ষড়্গুণৈঃ।
ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্)

শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্বিধ মহাশক্তিপরিপূর্ণ অনন্তমূর্ত্তিতে আমি অনন্তলীলা করিয়া থাকি; কিন্তু আমার গোপরূপের (কৃষ্ণরূপের) সহিত কোন রূপেরই তুলনা হয় না।

পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে—চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ।
গোপাললীলা তত্রাপি সর্ব্বতোঽতিমনোহরা॥ (পদ্মপুরাণম্)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে রূপেই লীলা করুন না কেন তাহা সমস্তই পরমাদ্ভুত এবং পরম মনোহর। তাহার মধ্যে তাঁহার গোপলীলা যেমন মনোরম এবং পরমাদ্ভুত এমন আর কোন লীলাই নহে।

এই প্রকার নানাবিধ শাস্ত্র বচনে জানা যায় যে, শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি সমস্ত মূর্ত্তিই ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্বিধ মহাশক্তি পরিপূর্ণ হইলেও কৃষ্ণমূর্ত্তিতেই তাহার পূর্ণতার বিকাশ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ এবং শ্রী এই চতুর্ব্বিধ মহাশক্তির যেমন পূর্ণবিকাশ পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই দ্বিবিধ শক্তিরও পূর্ণবিকাশ দেখা যায়।

শ্রীভগবানের সর্ব্বজ্ঞতা, স্বপ্রকাশতা ও স্বপ্রয়োজনীয়তাকেই তাঁহার জ্ঞানশক্তি বলা যাইতে পারে। জ্ঞান বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি তাহা কোনও বস্তুবিশেষ বিষয়ক চিত্তবৃত্তিমাত্র। কিন্তু "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের স্বরূপভূত জ্ঞানশক্তি কোনও বস্তুবিশেষ বিষয়ক চিত্তবৃত্তিমাত্র নহে। যখন কোনও বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই, তখনও শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বরূপভূত জ্ঞানশক্তিতে জ্ঞানময়রূপেই অবস্থিত থাকেন। জীবের ঘটপটাদি জ্ঞান ঘটপটাদি বস্তুবিশেষ সাপেক্ষ, কিন্তু শ্রীভগবানের স্বরূপভূত জ্ঞান, কোনও বস্তু-বিশেষ সাপেক্ষ নহে, সেই জন্যই তাঁহাকে অতীত, অনাগত, নষ্ট, ব্যবহিত প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানশালী বলিয়া "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" প্রভৃতি শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন। ঘটপটাদি বস্তুকে আমাদের চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রকাশ করিয়া থাকে বলিয়া সেগুলি স্বপ্রকাশ নহে, কিন্তু "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত সচ্চিদা-নন্দময় শ্রীভগবান্ ঘটপটাদির ন্যায় পরতঃ প্রকাশ্য বস্তু নহেন, তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁহার স্বপ্রকাশতা শক্তিও জ্ঞান-শক্তিরূপে অভিহিত। আমরা জগতে যে কোন বস্তুকেই প্রয়োজন বলিয়া মনে করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে বস্তু আমাদের প্রয়োজনীয় নহে, সেই সমস্ত বস্তু পাইলে আমাদের কোন প্রকার ভোগ কিংবা কার্য্যসিদ্ধি হয় বলিয়া সেগুলি আমাদের প্রয়োজননির্ব্বাহক। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ স্বয়ংই সর্ব্বজীবের প্রয়োজন, তাঁহার এই স্বপ্রয়োজনীয়তা শক্তিকেও জ্ঞানশক্তি বলা যাইতে পারে। ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্বিধ মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের জ্ঞানশক্তিও ষড়্বিধ মহাশক্তির অন্যতম। শ্রীভগবানের ব্রহ্ম পরমাত্মাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে আবির্ভাবে এই সমস্ত শক্তি ব্যক্ত হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার লীলাবিগ্রহে এই সমস্ত শক্তি সুব্যক্ত এবং লীলায় সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের মৎস্য কুর্ম্মাদি সর্ব্ববিধ লীলাবিগ্রহেই এই সমস্ত শক্তির অভিব্যক্তি হইলেও কৃষ্ণলীলায় তাহার পূর্ণবিকাশ হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের সমস্ত মূর্ত্তিই সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি-সম্পন্ন হইলেও, কৃষ্ণলীলায় শ্রীভগবানের মুগ্ধ গোপবালকোচিত অজ্ঞতার অন্তরালে যে পরিপূর্ণ সর্ব্বজ্ঞতার বিকাশ দেখা যায় তাহা বড়ই মনোরম। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজলীলায় ছয় দিনের শিশু, তখন তিনি যশোদার সূতিকাগারে সুকোমল শয্যায় উত্তানশায়ী হইয়া মা যশোদার বাৎসল্য রসাস্বাদনে মত্ত ছিলেন, কিন্তু যেমনি পূতনা রাক্ষসী সেখানে উপস্থিত হইল, তখনই সেই মুগ্ধবালকোচিত অজ্ঞতার অন্তরাল হইতে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞতার বিকাশ হইল—

"বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ"। (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

যশোদা কর্ত্তৃক পরমাদরে লালিত উত্তানশায়ী শিশু হরি, মুগ্ধবাল্যলীলারসসিন্ধুতে নিমগ্ন থাকিলেও তিনি চরাচরের অন্তর্য্যামী। কাজেই তাঁহার পক্ষে বালঘাতিনী পূতনার আগমন বৃত্তান্ত অজ্ঞাত রহিল না, তিনি তখন তাদৃশ দুর্জ্জনের মুখ দর্শনে অনিচ্ছুক হইয়া বাল্যভাবে নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

মুগ্ধগোপবালকরূপী সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের লীলানুরূপ অজ্ঞতার অন্তরালে যে মহাসর্ব্বজ্ঞতা অন্তর্নিহিত আছে তাহা তাঁহার বহুতর লীলাতেই পরিদৃষ্ট হয়। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা যখন কৃষ্ণের বাল্যলীলা-মাধুর্য্যাস্বাদনের লোভে তাঁহার গোপবালক ও গোবৎসগণকে মায়ামুগ্ধ করিয়া স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বজ্ঞতাশক্তির পূর্ণ নিকেতন স্বয়ং ভগবান্ ব্রজরাজনন্দন, মুগ্ধ গোপশিশুর ন্যায় কিছুক্ষণ বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, তন্ন তন্ন করিয়া বনভূমির সর্ব্বত্র বৃক্ষতলে গুল্মাদির আড়ালে নিকুঞ্জ মধ্যে ও পর্ব্বতের গহ্বরে তাঁহার পরমপ্রিয় গোপবালকগণ ও গোবৎসগণকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু তাহার পর—

"সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগামহ॥" (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

যেমনি তাঁহার গোপবালকোচিত মুগ্ধতার অন্তরাল হইতে পূর্ণসর্ব্বজ্ঞতার বিকাশ হইল, অমনি তিনি সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি প্রভাবে সহসা জানিতে পারিলেন যে, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা তাঁহারই বাল্যলীলা-মাধুর্য্যাস্বাদনের লোভে তাঁহার পরম-প্রিয় গোপবালক ও গোবৎসগণকে মায়ামুগ্ধ করিয়া স্থানান্তরিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় এইরূপ যে কত শত শত অজ্ঞতাসংবৃত সর্ব্বজ্ঞতার দৃষ্টান্ত আছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দিগ্‌দর্শনের ন্যায় দুই একটি প্রদর্শিত হইল। যদিও শ্রীভগবানের মৎস্য কুর্ম্মাদি সমস্ত লীলাতেই সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি কৃষ্ণলীলার মুগ্ধতাসম্পুটিত সর্ব্বজ্ঞতা বড়ই মধুর, বড়ই মনোরম। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে যেমন আলোকমালার মাধুর্য্য প্রকাশ পায়, সূর্য্যকিরণসমুদ্ভাসিত মধ্যাহ্নকালে তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। শ্রীভগবানের মৎস্য কুর্ম্মাদি মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞতা সমুদ্ভাসিত হইয়া অবতীর্ণ হন; কাজেই সে লীলায় সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশ পাইলেও তাহার মাধুর্য্য বিকাশ হয় না। তাই কৃষ্ণলীলার মুগ্ধতার অন্তরাল হইতে প্রকাশিত সর্ব্বজ্ঞতা ভক্তগণের চিত্তাকর্ষণ করে এবং বড়ই মধুর ও অপার অসীম বলিয়া মনে হয়।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীভগবান্ বালক ভাবে যাহা করেন, তাহা অন্য লীলায় সমধিক শক্তি প্রকাশেও নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীভগবানের প্রতি নারদবাক্য দেখা যায়—

যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা। তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ! নব্যয়া বাললীলয়া॥
সার্দ্ধং মিত্রৈর্হরে! ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি। সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে খস্থিতাস্তদা॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্)

হে কৃষ্ণ! চক্রধারী নারায়ণ, চক্র দ্বারাও যে সমস্ত অসুরগণকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি অভিনব বাল্যলীলা করিতে করিতে অনায়াসে সেই সমস্ত (অঘাসুরাদি) অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছেন। গোপবালকগণের সহিত বাল্যলীলা করিতে করিতে যদি আপনি ভ্রূভঙ্গী করেন, তাহা হইলে আকাশমার্গ-স্থিত ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণ ভয়ে কম্পান্বিত হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্ কৃষ্ণলীলায় বাল্যভাবের আবরণে সমাবৃত হইয়াও স্বপ্রকাশ এবং এ লীলায় তাঁহার অসুরবধাদি ঐশ্বর্য্য প্রকাশও পরমাদ্ভুত। বিশেষতঃ শিশুপালের মুক্তিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে বিষ্ণুপুরাণীয় প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে হিরণ্য-কশিপু ও রাবণ, নৃসিংহ ও রামচন্দ্রকে দেখিয়া মৃত্যুকালেও ভগবান্ বলিয়া ধারণা করিতে পারে নাই, কিন্তু মুগ্ধ নরলীলা সমাবৃত কৃষ্ণকে শিশুপাল প্রথমতঃ সামান্য মানব বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করিলেও মৃত্যুকালে তাহার ঈশ্বরদৃষ্টি হইয়াছিল ও তাহাতে তাহার ভববন্ধনমুক্তি হইয়াছিল। ইহাও শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিপূর্ণ স্বপ্রকাশতারই পরিচায়ক। কৃষ্ণলীলায় আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায় এই যে, এ লীলায় সকলেই তাঁহাকেই চায়, কেহই তাঁহার নিকট ভুক্তি মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি কিছুই চায় না। ব্রজের গোপগোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ব্রজের গো-গোপগোপী প্রভৃতি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য লালায়িত, তাহারা কেহই শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিছুই চায় না, বরং তাহাদের যাহা আছে, তাহাও তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে দান করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। এমন কি ব্রজের পশু পক্ষী বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিছুই চায় না, তাহারাও তাহাদের যাহা কিছু আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণকে দান করিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। গবাদিপশুগণ অমৃত-বিনিন্দিত দুগ্ধধারায় স্তনকলস পরিপূর্ণ করিয়া কৃষ্ণকে দান করিবার জন্য সর্ব্বদাই হাম্বারবে ইঙ্গিত করে যে, হে কৃষ্ণ! তোমারই জন্য আমরা আমাদের বৎসগণকে বঞ্চনা করিয়া দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, তুমি দোহন করিয়া লইয়া যাও! ময়ূরাদি পক্ষিগণ তাহাদের সুরঞ্জিত পাখাগুলি কৃষ্ণের চূড়া সাজাইবার জন্য সঞ্চিত রাখে, শুক কোকিলাদি পক্ষিগণ মধুর কোমলালাপে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণানন্দ বর্দ্ধন করে, বৃক্ষলতাদি ফলেফুলে পরিপূর্ণ হইয়া কৃষ্ণের আগমনাকাঙ্ক্ষায় উচ্চশিরে তাঁহার আগমন পথের দিকে চাহিয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই মনে করে যে, কৃষ্ণ কখন আসিয়া আমাদের ফলফুল উপভোগ করিবেন। ব্রজের গোপকুমারীগণও কৃষ্ণকেই পতিরূপে পাইবার জন্য কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাতেই জানিতে পারা যায় যে, ব্রজলীলায় কৃষ্ণেই সকলের প্রয়োজন, তাঁহার সেবা পাইবার জন্যই সেখানে সকলেই লালায়িত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণের স্বপ্রয়োজনীয়তা শক্তিতে কৃষ্ণ স্বয়ংই সকলের প্রয়োজনীয় হইয়া পড়েন। অন্যান্য লীলায় দেখা যায় যে, সকলেই ভগবানের নিকট "ধনং দেহি যশোদেহি" প্রভৃতি নানাবিধ প্রার্থনা জানায়, কিন্তু কৃষ্ণের নিকট কাহারও এতাদৃশ কোনও প্রার্থনা জানাইতে ইচ্ছা হয় না, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ হইলে তাঁহার সেবাধিকার পাইবার জন্যই সকলের লালসা হয়। কেহ যদি অন্য কোন কামনা প্রেরিত হইয়াও কৃষ্ণভজন করে, তাহারও ক্রমশঃ সে কামনা নিবৃত্তি হইয়া কৃষ্ণসেবার কামনা প্রবল হইয়া উঠে—

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে। কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥
অন্যকামী করে যদি কৃষ্ণের সেবন। না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

অতএব দেখা যাইতেছে যে কৃষ্ণলীলায় সর্ব্বজ্ঞতা, স্বপ্রকাশতা ও স্বপ্রয়োজনীয়তা এই ত্রিবিধ জ্ঞানশক্তিরই পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির অন্যতম বৈরাগ্যশক্তি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, তাঁহার মায়িক বস্তুতে অনাশক্তির নামই বৈরাগ্য। শ্রীভগবানের বৈরাগ্যশক্তি, বিষয়াসক্তিশূন্য সাধকের বৈরাগ্যের ন্যায় সাধনলব্ধ বস্তু নহে, ইহা তাঁহার স্বাভাবিক নির্লিপ্ততা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি নচাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥
ভূতভৃন্নচভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

এই গীতাবচনে দেখা যায় যে, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট নিজ স্বরূপ পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! সর্ব্বভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তাহাতে অবস্থিত নহি। সর্ব্বভূত আমাতে অবস্থিত হইয়াও আমার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে তাহারা আমাতে অবস্থিত নহে অর্থাৎ তাহাদের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই। আমি সর্ব্বভূতের ধারণ ও পালনকর্ত্তা অথচ আমি ভূতস্থ নহি, অর্থাৎ তাহাদের সহিত আমি সংশ্লিষ্ট নহি। শ্রীভগবানের এইরূপ মায়িক বস্তুর সহিত নির্লিপ্ততাই তাঁহার বৈরাগ্যশক্তি। শ্রীভগবানের সমস্ত মূর্ত্তিই এইরূপ নির্লিপ্ত হইলেও তাঁহাদের সহিত প্রাকৃত বস্তুর কথঞ্চিৎ সম্বন্ধাভাস দেখা যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত; সুতরাং পরিপূর্ণ বৈরাগ্যশক্তির তাঁহাতেই পূর্ণ বিকাশ—

এ সবার দর্শনাগ্নে আছে মায়া গন্ধ। তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীভগবান্ তাঁহার পুরুষাবতারে প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করেন এবং তাহা হইতে বিশ্বসৃষ্টি হইয়া থাকে। যদিও তাঁহার সহিত প্রকৃতির কোনই সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাঁহার অন্ততঃ ঈক্ষণ সম্বন্ধও আছে। ভূভারহরণার্থ অবতীর্ণ শ্রীভগবানের মূর্ত্তিতে ভূভারহরণকার্য্যের সহিত বাধ্যবাধকতা না থাকিলেও এই সমস্ত কার্য্যে তাঁহাদের সহিত জগতের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধগন্ধ থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মায়া কিংবা মায়িক জগতের সম্বন্ধগন্ধও নাই। তাঁহার প্রপঞ্চানুকরণে প্রপঞ্চাতীত লীলা দেখিয়া অজ্ঞগণ তাঁহাকে মায়া সংশ্লিষ্ট বলিয়াই মনে করে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে মায়াসম্বন্ধগন্ধলেশবিহীন। এই জন্য ব্রহ্মা তাঁহার স্তুতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

হে ভগবন্! আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও আপনার চরণে একান্ত প্রপন্ন প্রেমবান্ ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য প্রপঞ্চানুকরণে অপ্রাপঞ্চিকলীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণলীলা পরিপূর্ণ বৈরাগ্যশক্তির ক্রীড়াভূমি। গূঢ় উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া স্থূলভাবে কৃষ্ণলীলা সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গো-গোপগোপীর সহিত প্রেমসম্বন্ধে বদ্ধ এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের প্রেমবশীভূত হইয়া লীলা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহাদের ছাড়িয়া মথুরায় গেলেন এবং আর ভুলিয়াও কোন দিন সেদিকে আসিলেন না। যুধিষ্ঠিরাদির সহিত দেখা করিবার জন্য তিনি কাম্যবনে আসিয়াছেন, কিন্তু তথা হইতে অনতিদূরবর্ত্তি বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহার বিরহে চিরদুঃখিত ব্রজবাসিগণের সহিত তিনি দেখা করেন নাই। তাহার পর দ্বারকালীলাতেও তিনি অসংখ্য পুত্র-পৌত্র আত্মীয়মিত্র বান্ধবগণের সহিত লীলা করিতে করিতে হঠাৎ একদিন ব্রহ্মশাপচ্ছলে যদুকুল ধ্বংস করিয়া দিলেন। শ্রীভগবানের এই সমস্ত লীলাতেও আপাততঃ মনে হয় যে, তাঁহার কিছুতেই আসক্তি নাই। অনাসক্তির পরিপূর্ণতা দেখাইবার জন্য আসক্তির মহাসৌধ গঠন করিয়া তিনি অকস্মাৎ ফুৎকারে উড়াইয়া দেন।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণলীলা সমালোচনা করিলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়্‌বিধ মহাশক্তির কত শত শত ইঙ্গিত যে পাওয়া যায় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শ্রীকৃষ্ণলীলায় এই ষড়্‌বিধ মহাশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় বলিয়া "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা ঘোষিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্লোকে এই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই এক অনন্যসাধারণ পরমমধুর লীলা বর্ণনের উপক্রম প্রকাশ হইয়াছে।

শ্রীভগবানের এই লীলা, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গর্গসংহিতা প্রভৃতি বিবিধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে এবং সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন প্রসঙ্গেই এই লীলা বর্ণিত আছে। সুতরাং ইহা যে শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারের লীলা নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কোনও উপনিষদে ব্রহ্ম-বিচার প্রসঙ্গে কিংবা যোগশাস্ত্রে পরমাত্মসাক্ষাৎকারপ্রসঙ্গে অথবা ষট্-চক্রাদি বর্ণন প্রসঙ্গে রাসলীলা বর্ণিত নাই; সুতরাং এই লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদি প্রকাশ করিতে গিয়া ব্রহ্মসাযুজ্য, নির্ব্বিকল্পসমাধিযোগে পরমাত্মসাক্ষাৎকার কিংবা ষট্চক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তির সহস্রারস্থিত পরম শিবের সহিত মিলনাদির ভঙ্গী দেখান বাতুল চেষ্টা ব্যতীত কিছুই নহে। অতএব এই সমস্ত ব্যর্থচেষ্টা কিংবা ব্যর্থচিন্তায় দুর্লভ মানব জীবনের অপব্যবহার না করিয়া লীলাময় শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইয়া শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথে বিচিত্র লীলাময় শ্রীভগবানের লীলামাধুর্য্যাস্বাদনের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলা বর্ণনার প্রারম্ভে "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" (ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে) না বলিয়া যদি পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব "শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" (শ্রীকৃষ্ণোঽপি রন্তুং মনশ্চক্রে) বলিতেন, তাহা হইলে সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিত এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা কিংবা শিব, নারায়ণ, রামচন্দ্র, চৌষট্টি যোগিনী পরিবেষ্টিত আদ্যাশক্তি প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া কেহ "ভগবান্" শব্দের যাদৃচ্ছিক অপব্যবহার করিতে পারিত না কিংবা ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়া কেহ এই সহজবোধ্য মধুরলীলাকে দুর্ব্বোধ্য করিতেও পারিত না। কিন্তু শ্রীশুকদেব বোধ হয় পরবর্ত্তিকালের এই সমস্ত আধ্যাত্মিক মনীষিবৃন্দের কথা চিন্তা না করিয়াই শব্দার্থগৌরব এবং লীলার গূঢ়তা প্রসারের জন্য "কৃষ্ণ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" না বলিয়া "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই কথা বলিয়াছেন। সূর্য্য উদিত হইতেছেন না বলিয়া "অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনাং" (যিনি কমলিনীকরের মুকুলিত ভাব দূর করেন তিনি উদিত হইতেছেন) বলিলে আলঙ্কারিকগণের মতে শব্দার্থের বিশেষ সৌষ্ঠব প্রকাশ এবং সরসতাসম্পাদন হয়। "শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" একথা না বলিয়া যিনি ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্বিধ মহাশক্তিসম্পন্ন, তিনি রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন (ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে) এ কথাতেও শ্রীশুকদেবের বচনভঙ্গীর বিশেষ পারিপাট্য এবং মাধুর্য্য প্রকাশ হইয়াছে।

বিশেষতঃ, "শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" একথা বলিলে ব্রজরাজনন্দন, যশোদাস্তনন্ধয় কিংবা সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এই মাত্র অর্থই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইত, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্বিধ মহাশক্তির কথা সকলের মনে পড়িলেও অজ্ঞ, বহির্মুখ ও নিন্দুক-গণের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিত। শ্রীভগবানের নরলীলা বিগ্রহের স্বরূপ এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি গ্রহণ করা ভজনবিমুখ মূঢ় ব্যক্তিগণের পক্ষে বড়ই দুর্ঘট। এই জন্য শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

আমিই সর্ব্বভূত মহেশ্বর এই তত্ত্ব না জানিয়া মূঢ়গণ আমার নরলীলাময় বিগ্রহকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে "কৃষ্ণ" বলিতে কৃষ্ণতত্ত্বাভিজ্ঞ এবং তাঁহার চরণভজনপরায়ণ ভক্তগণের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যনিকেতন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া ধারণা হইলেও, ভজনবিমুখ মূঢ়গণ তাঁহাকে সামান্য মানব, আদর্শ পুরুষ, না হয় মহামানব নামক কি যেন এক কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না। সেই জন্য ত্রিকালদর্শী পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব "ভগবান্" বলিয়া এই সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূঢ়গণকে উপদেশ দিয়াছেন যে—যিনি রাসলীলা করিয়াছিলেন, তিনি আমার মত মানুষ নহেন, তোমার মত আদর্শ পুরুষ নহেন কিংবা তথাকথিত মার্জ্জিত ধারণাশালী ব্যক্তিগণের পরিকল্পিত মহামানব নহেন, তিনি ভগবান্। ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তি তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ্, অযাচিত করুণা ও ভক্তবাৎসল্য তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ মহাগুণ, সর্ব্বজীবের তিনিই নিয়ন্তা, তোমার আমার মত অসংখ্য জীবসমন্বিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার ভ্রূভঙ্গির খেলা, এবং সর্ব্ববিধ জড় বস্তু ও জড়বুদ্ধির অতীত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দে তাঁহার মূর্ত্তি গড়া। তোমার আমার মত কোটি কোটি জীবের নিন্দা কিংবা প্রশংসায় তাঁহার কিছু যায় আসে না, তথাপি তিনি স্বভাবসিদ্ধ করুণায় মায়াবদ্ধ জীবের মোহ-শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যুগে যুগে বিবিধ লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সূর্য্যের উদয়ে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু, দস্যুতস্করাদি কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি এবং পেচকাদি অন্ধকারপ্রিয় জীবের বড়ই অসুবিধা হয় এবং সেজন্য তাহারা মনের সাধে সূর্য্যদেবের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে; কিন্তু সেজন্য জগতের চক্ষুঃ, সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্মাদিপ্রকাশক এবং শস্যাদি সম্পাদনে জগতের পরম হিতকর দিবাকর কখনও তাঁহার কল্যাণকর কর বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। তরুকোটরে লুক্কায়িত পেচকাদি, বনান্তরালে বিলীন ব্যাঘ্রাদি এবং প্রকাশ্য দিবালোকে অগত্যা চৌর্য্যাদি হইতে বিরত দস্যু তস্করাদির প্রচুর নিন্দাবাদে বিচলিত না হইয়া যেমন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মপরায়ণ সজ্জনগণ সূর্য্যের উদয় হইলেই "নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্" বলিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করে এবং "ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং" বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচরণসেবনপরায়ণ ভক্তগণও মূঢ়, কুতার্কিক এবং নিন্দুকগণের অযথা অজ্ঞানকল্পিত নিন্দাবাদে অথবা লীলার কদর্থ কল্পনায় বিচলিত না হইয়া অবশ্যই "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" বলিয়া তাঁহার চরণে চিরপ্রণত হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলারসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব, সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীরাসলীলাবর্ণনারম্ভে রাসরসিক শ্রীভগবানের "কৃষ্ণ" নামোল্লেখ না করিয়া "ভগবান্" বলিয়া তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বলিয়া বহির্ম্মুখগণের নানাবিধ কদর্থ কল্পনা করার সুযোগ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রীভগবানের চরণে চিরশরণাগত ভক্তগণের পক্ষে রাসলীলার তত্ত্ব, মহত্ত্ব এবং সুসিদ্ধান্ত জানিবারও অনেক সুযোগ হইয়াছে। কেননা "শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" একথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন যে—যিনি স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, তিনিই রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু রমণ কার্য্যে তাঁহার ভগবত্তার প্রয়োজন আছে কি না এবং রমণের সহিত তাঁহার ভগবত্তার সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা ধারণা করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না। ব্যবহার জগতেও দেখা যায় যে 'রাম বহুজনাকীর্ণ সভাস্থলে বসিয়া আছে' এইকথা শুনিলে যাহাদের রামের সহিত পরিচয় আছে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে রাম একজন সঙ্গীতাভিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি পরম সদাশয়, পরোপকারী, উদারচেতা ইত্যাদি। কিন্তু সভায় বসিয়া থাকা কার্য্যের সহিত তাঁহার এই সমস্ত গুণের কোন সম্বন্ধ আছে কি? কিংবা যাহাদের এই সমস্ত গুণ নাই তাহারা কি সভায় বসিয়া থাকিতে পারে না? কিন্তু যদি শুনা যায় যে, একজন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি বহুজনাকীর্ণ সভায় বসিয়া আছে, তাহা হইলে সেই সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির সহিত যাহাদের পরিচয়, তাহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে এই সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের চিরপরিচিত রাম এবং সে নিশ্চয়ই সঙ্গীতালাপে সভাস্থ জনগণের মনোরঞ্জন করিতেছে কিংবা করিবে। যাহাদের সহিত রামের কোনও পরিচয় নাই, তাহারা "রাম বহুজনাকীর্ণ সভায় বসিয়া আছে" এই কথা শুনিলে "রাম নামক কোনও ব্যক্তি সভায় বসিয়া আছে" ইহা ছাড়া আর কিছুই ধারণা করিতে পারিবে না। শ্রীশুকদেবও যদি রাসলীলা বর্ণনারম্ভে "শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই কথা বলিতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিহীন বহির্ম্মুখগণ, শ্রীকৃষ্ণ নামক একজন মানুষ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন—ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশী কিছুই ধারণা করিতে পারিত না। শ্রীকৃষ্ণভজনশীল বিজ্ঞগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং ঐশ্বর্য্যাদির কথা ধারণা করিতে পারিলেও রমণক্রিয়ায় তাঁহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই কথা বলায় তাঁহার রমণ, সাধারণ জীবের ন্যায় স্ত্রীবিলাস মাত্রই নহে এবং তাহার সঙ্গে তাঁহার ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্বিধ মহাশক্তির সম্বন্ধ আছে, ইহা স্পষ্টই ধারণা করিতে পারা যায়। অবশ্যই বহির্মুখ ব্যক্তিগণ ইহাতেও নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না, কিংবা কদর্থ কল্পনায় বিরত হন না, কিন্তু রাসলীলাবর্ণনারম্ভে "ভগবান্" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় দেওয়ায় তাঁহার চরণসেবনপরায়ণ ভক্তগণের এই লীলার তত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

"ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই কথায় সকলের ধারণা হওয়া উচিত যে—এ রমণ, সাধারণ জীবের রমণ নহে, ইহা ভগবানের রমণ ; সুতরাং এই রমণে নিশ্চয়ই কোন বিশেষত্ব আছে। কেবলমাত্র ক্রিয়াপদ শ্রবণেই সে সম্বন্ধে কাহারও যথাযথ ধারণা আসে না কিংবা ক্রিয়াপদ শ্রবণ মাত্রেই যাহার ক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা হইয়া যায়, তাহাকে এক বিরাট্ মুর্খ ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। কেননা ক্রিয়ায় যতক্ষণ কর্ত্তৃসংযোগ না হয়, ততক্ষণ ক্রিয়ার সাধারণ অর্থজ্ঞান হইতে পারে বটে, কিন্তু সে ক্রিয়া সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা হয় না। "গমন করিতেছে" এই ক্রিয়াপদ মাত্র শ্রবণে গমন সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা হইতে পারে, কিন্তু সে গমন কি প্রকার তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। "নারায়ণবাহন পক্ষিরাজ গরুড় গমন করিতেছেন" বলিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি নিমিষে শত যোজন পথ অতিক্রম করিতেছেন ; কিন্তু "পিপীলিকা গমন করিতেছে" বলিলে কাহারও সে ধারণা হয় না ; তাহাতে ধারণা হয় যে—সে মৃদু মৃদু চরণ সঞ্চালনে গমন করিতেছে। এই প্রকার সর্ব্ববিধ ক্রিয়াপদেই কর্ত্তৃসংযোগ হইলে তবে সেই ক্রিয়ার প্রকৃত অর্থের ধারণা হয়। ভোজনক্রিয়া এক হইলেও যেমন হস্তীর ভোজনে এবং পিপীলিকার ভোজনে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, সেইরূপ রমণ ক্রিয়া যাহাই হউক না কেন, জীবের রমণ এবং ভগবানের রমণে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। কাজেই রাসলীলা বর্ণনারম্ভে শ্রীশুকদেব, "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞগণ নিশ্চয়ই ধারণা করিতে পারিবেন যে—এ রমণ জীবের ন্যায় নহে, ইহাতে বিশেষ কোনও বিশেষত্ব আছে। অদূরদর্শী এবং বিজ্ঞতাভিমানী অজ্ঞগণ "রমণ" শব্দ শ্রবণ মাত্রেই তাহার কর্ত্তার কথা মনে না করিয়াই ধারণা করে যে, "ইহা অতীব অশ্লীল কার্য্য ;" কেহ বা এই রমণ ক্রিয়াকে একটু মার্জ্জিত এবং তাঁহাদের মত ভদ্রলোকের সুখসেব্য করিবার জন্য গভীর চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়েন এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত করেন যে—ইহা রূপকচ্ছলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন বর্ণনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেহ বা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আট বৎসর বয়সে তাঁহা অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং ইহা একটি বাল্যক্রীড়া মাত্র। এই প্রকার কত স্থানে কত মনীষীর নিকট কত প্রকার কুসিদ্ধান্তই যে শুনিতে পাওয়া যায় তাহার আর ইয়ত্তা নাই, কিন্তু কেহই মনে করেন না যে—"ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন"—সুতরাং ইহা কামক্রীড়া নহে, কিংবা ইহাকে সুরুচিসম্পন্ন করিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই।

"ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" (ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে) এই কথা শুনিয়া যাঁহাদের কেবলমাত্র রমণের কথাই মনে পড়িবে, তাঁহারা কেবল মাত্র রমণই বুঝিবেন, কিন্তু ভগবানের রমণ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনই ধারণা আসিবে না। যাঁহারা ভগবান্ বাদ দিয়া কেবলমাত্র রমণই বোঝেন তাঁহারাই এসম্বন্ধে নানা প্রকার কুধারণা পোষণ করেন এবং বিবিধ প্রকার ব্যাখ্যাদি কল্পনা করিয়া তাঁহাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যাঁহারা বহুজন্মার্জ্জিত সৌভাগ্যের ফলে কেবলমাত্র রমণ না বুঝিয়া "ভগবানের রমণ" বোঝেন, তাঁহাদের আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাকৃত রমণের কথা মনে আসে না, প্রত্যুত ভগবানের অপাকৃত রমণের তত্ত্ব এবং রসাস্বাদন করিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই লীলার কথা শ্রবণে যাঁহাদের কোনপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ সন্দেহের মূল কারণই শ্রীভগবানের রমণ না বুঝিয়া প্রাকৃত রমণের কথা মনে করা। তাঁহারা তাঁহাদের নিজ রমণের কথা মনে করিয়াই বলিয়া থাকেন যে "এ লীলা অতি অশ্লীল" ইহা নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত অথবা নিশ্চয়ই ইহার কোন প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। কেহ বা সত্য সত্যই একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছড়াইয়া প্রকৃত তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়েন। যাঁহারা শ্রীভগবানের অপার কৃপায় প্রথম হইতেই "ভগবানের রমণ" ধারণা করিতে পারেন, তাঁহাদের মনে হয় যে—শ্রীভগবান্ ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন, অতএব তাঁহার রমণের সহিত নিশ্চয়ই ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদির সম্বন্ধ আছে এবং তাহাতে এই রমণ কোনও অপ্রাকৃত পরমোপাদেয় রূপে জগতের জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির কথা মনে করিলে সকলেরই ধারণা হওয়া উচিত যে—যাঁহার এতাদৃশ মহাশক্তি থাকে, তাঁহার কখনও প্রাকৃত জীবের মত রমণ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে না। শ্রীভগবানের সর্ব্ববশীকারিত্ব শক্তির নাম ঐশ্বর্য্য, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং তাহা পুর্ব্বে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে। যাঁহার সর্ব্ববশীকারিত্ব শক্তি আছে তাঁহার কি মন ও ইন্দ্রিয়বশীকরণের শক্তি নাই যে, তিনি রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়া গোপরমণীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িবেন? বিশেষতঃ "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়ং" প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে জানা যায় যে—শ্রীভগবানের ঈক্ষণ মাত্রেই প্রকৃতি হইতে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং গীতায়ও শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা)

হে অর্জ্জুন! আমার সঙ্কল্প মাত্রে নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতি হইতে পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং আমার নিয়মানুসারে বিবিধ ভাবে জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। শ্রীভগবানের এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের কথা মনে হইলে কি তাঁহার রমণকে কাহারও প্রাকৃত রমণ বলিয়া মনে হইতে পারে? অতএব "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই কথা শুনিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই মনে হওয়া উচিত যে—যাঁহার সঙ্কল্প মাত্রে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি লয়াদি সংঘটিত হয়, যিনি স্বয়ং আত্মারাম এবং সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ, তাঁহার রমণের প্রয়োজন কি? কিন্তু তাঁহারও যখন রমণেচ্ছার কথা শুনা যাইতেছে, তখন এ রমণের নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য এবং বিশেষত্ব আছে।

আরও একটি বিশেষ কথা এই যে যাঁহারা শ্রীভগবানের ব্রহ্মমোহন লীলা সম্বন্ধে কিছু ধারণা রাখেন, তাঁহারা জানেন যে—ব্রহ্মা যখন বৃন্দাবনবিহারী গোচারণপরায়ণ ভগবানের লীলামাধুর্য্যাস্বাদনের জন্য তাঁহার গোবৎস ও গোপবালকগণকে মায়ামুগ্ধ করিয়া স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, তখন শ্রীভগবান্ নিজেই অসংখ্য গোপবালক এবং অসংখ্য গোবৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া এক বৎসরকাল সেই সব আত্মরূপী গোপবালক এবং গোবৎসগণের সহিত গোষ্ঠক্রীড়া করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ ইচ্ছা করিলে নিজেই শত-কোটী গোপরমণীর মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়া করিতেও অসমর্থ নহেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রকার ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন গোপরমণীগণকে যমুনাতীরে লইয়া আসিয়া তাঁহাদের সহিত বিবিধ বিহার করিলেন? অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীভগবানের গোপরমণীগণের সহিত রমণের এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যে, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর এবং শ্রীভগবান্ নিজেই শতকোটী গোপরমণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে রমণ করিলে শ্রীভগবানের মনোবাসনা পূর্ণ হয় না এবং সে বিশেষত্বের উপলব্ধি হয় না। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে শ্রীভগবানের বীর্য্য, যশঃ, শ্রী প্রভৃতি অনন্যসাধারণ মহাশক্তির কথা মনে করিলেও ধারণা হওয়া উচিত যে এতাদৃশ মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের প্রাকৃত কামক্রীড়াত্মক রমণের কোনই প্রয়োজন নাই।

শ্রীভগবানের দামবন্ধন লীলার কথা মনে করিলেই জানা যায় যে, তাঁহার বীর্য্য অর্থাৎ অচিন্ত্য মহাশক্তির কি অনির্ব্বচনীয় মহাপ্রভাব! সে লীলায় বাৎসল্যপ্রেমবতী মা যশোদা, বামহস্তমুষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার কিঙ্কিনীদামনিবদ্ধ কটির ঊর্দ্ধদেশে এবং ব্যাঘ্রনখগ্রথিত মণিময় হারবেষ্টিত বক্ষঃস্থলের অধোদেশে রজ্জু দ্বারা বেষ্টন করিয়া বন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ গৃহস্থিত সমস্ত রজ্জু একত্রিত করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে মা যশোদার বামহস্তমুষ্টিনিবদ্ধ শ্রীভগবানের বালক বিগ্রহ যুগবৎ বিভুতা এবং মধ্যমত্ব প্রকাশ করিয়া "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত অচিন্ত্য মহাশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। অসংখ্য রজ্জু সংযোগেও শ্রীকৃষ্ণের উদর বেষ্টন করিতে না পারা কিছুই আশ্চর্য্য নহে, কেননা তিনি বিভু। কিন্তু তাঁহার সেই বিভু-বিগ্রহই হার কাঞ্চী প্রভৃতি আভরণে বেষ্টিত রাখা অতীব বিস্ময়কর এবং ততোধিক বিস্ময়কর, একই সময়ে একই বিগ্রহের হার, কাঞ্চী প্রভৃতি আভরণে বেষ্টিত হওয়া এবং সুদীর্ঘ রজ্জুতে বেষ্টিত না হওয়া। কাজেই ইহাতে অচিন্ত্যমহাশক্তি স্বীকার না করিয়া আর গত্যন্তর নাই। এতাদৃশ অচিন্ত্য মহাশক্তিনিকেতন শ্রীভগবানের গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করা এবং সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য বিবিধ চেষ্টা করা অসম্ভব নহে কি? শ্রীমদ্ভাগবতে—যে কৃষ্ণের এতাদৃশ বিস্ময়াবহ দামবন্ধন লীলা, ব্রহ্মমোহন লীলা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি সমন্বিত বহুতর লীলা বর্ণিত আছে, "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" বলিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণেরই রাসলীলাও শ্রীমদ্ভাগবতেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার এই রমণ যে জীবের ন্যায় কামক্রীড়া নহে এবং ইহাতে নিশ্চয়ই কোনও নিগূঢ় তত্ত্ব আছে তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই মনে হওয়া উচিত।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই চতুর্ব্বিধ মহাশক্তির কথা ইতঃপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, তাহাতেই সকলের ধারণা করা উচিত—তাদৃশ মহাশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রমণ প্রাকৃত কামক্রীড়া মাত্র নহে, কিংবা "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই কথা শ্রবণমাত্রেই আমাদের মত রমণ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কিংবা কোন প্রকার অযথা মতামত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। পুতনা রাক্ষসীকে মাতৃগতি প্রদান, অঘাসুরাদিকে মুক্তি প্রদান, নানাবিধ বিপজ্জাল হইতে ব্রজবাসিগণের রক্ষা বিধান প্রভৃতি যাঁহার অনন্ত যশে ত্রিজগৎ পরিপূরিত এবং অজ-ভব-শেষ-সনক নারদাদি ভক্ত মুখে যাঁহার সুযশঃ নিত্য পরিগীত, সেই অনন্ত যশোধাম উত্তমঃশ্লোক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সর্ব্বথা অপযশস্কর পরবধূরমণবাঞ্ছার উদয় হওয়া কোনপ্রকারেই সম্ভবপর হইতে পারে না। কাজেই সকলেরই ধারণা করা উচিত যে, শ্রীভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহা প্রাকৃত কামবিলাস মাত্র নহে। যাঁহার বৃন্দাবনবৈভব দর্শনে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন, যিনি স্বতঃপূর্ণ এবং পরমানন্দঘনবিগ্রহ—"যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতবচনে জানা যায় যে—সর্ব্বসম্পদাধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী পর্য্যন্ত যাঁহার চরণধূলিকণিকা স্পর্শাধিকার পাওয়ার জন্য তীব্র তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে প্রাকৃত রমণাসক্ত হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, স্বপ্রকাশ এবং সকলেরই প্রয়োজনীভূত আনন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি, তিনি কোন্ প্রয়োজনে প্রাকৃত রমণাসক্ত হইবেন? যিনি প্রাপঞ্চিক বস্তু কিংবা কোনপ্রকার প্রাপঞ্চিক ভাবে সর্ব্বথা অনাসক্ত, তাঁহার যে প্রাকৃত রমণেচ্ছা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয় না, তাহা সকলেরই বিশেষভাবে ধারণা রাখা উচিত। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া রমণ শব্দে প্রাকৃত রমণ ধারণা করিয়াই প্রাকৃত জীবের মনে নানাবিধ সংশয়ের উদয় হয় এবং সেজন্য কেহ বা শ্রীভগবানের এই পরমানির্ব্বচনীয় ও পরমোদার লীলাকথা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হয়, কেহ অশ্লীল প্রভৃতি নানাবিধ কুকথা বলিয়া নিজের কুরুচির পরিচয় প্রদান করে, কেহ বা নানাবিধ আধ্যাত্মিকাদি অপব্যাখ্যা কল্পনা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব হইতে দূরদূরান্তরে সরিয়া পড়ে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলা বর্ণনারম্ভে "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই কথা বলিয়া ভগবানের রমণ যে প্রাকৃত কামক্রীড়া মাত্র নহে তাহা বিশেষ রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই কথায় ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তি প্রকাশ করিয়া রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অথবা তিনি যে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, সে রমণ সাধারণ শক্তিতে নির্ব্বাহ হয় না, সেজন্য তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

যাঁহারা "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম শ্লোকাংশ মাত্র শুনিয়াই রাসলীলা সমালোচনা শেষ করেন কিংবা এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা করিয়া আধ্যাত্মিকতা, রূপক বর্ণনা প্রভৃতি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন, তাঁহারা এই লীলায় কি ভাবে কোথায় শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির পূর্ণবিকাশ হইয়াছে তাহা ধারণা করিতে না পারিলেও, যাঁহারা রাসপঞ্চাধ্যায়ীর আদ্যন্ত সমালোচনা করেন, তাঁহারা জানিতে পারেন যে, শ্রীভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেই পূর্ব্বগগনে পূর্ণ শশধরের উদয় হয়, বনভূমিতে বসন্ত ঋতুর সমাগম হয়, নানাবিধ কুসুম বিকাশে বনভূমি আলোকিত হয়, মৃদুমন্দ মলয় পবন প্রবাহিত হয়, ইত্যাদি নানভাবে বৃন্দাবনের দেশকালাদি শ্রীভগবানের রমণেচ্ছারই অনুকুল মূর্ত্তি ধারণ করে। সুতরাং ইহা যে রাসরসিক শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার পর শ্রীভগবান্, প্রেমবতী গোপরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য মোহনমুরলী রব করিলেন এবং সে রবে চৌরাশীক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিপূরিত হইয়া গেল, কিন্তু একমাত্র প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ব্যতীত এ রব আর কাহারও কর্ণগোচর হইল না। ইহাতেও শ্রীভগবানের অচিন্ত্যমহাশক্তিরই (বীর্য্য) পরিচয় পাওয়া গেল। গোপরমণীগণের সহিত শ্রীভগবানের এই রমণময়ী রাসলীলায় ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমাধীনতারূপ অনন্যসাধারণ যশের কিরূপ অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানগোচর না হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, শ্রীভগবান্ যখন শতকোটি গোপরমণী পরিবেষ্টিত হইয়া রাসমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন, তখন "জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদযশোঽমলং" তুম্বুরু প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্য্য গন্ধর্ব্ব-শ্রেষ্ঠগণ, সস্ত্রীক গগনমার্গে আগমন করিয়া শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য এবং প্রেমাধীনতার বিমল যশঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহা ছাড়াও রাসোল্লাসতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে রাসক্রীড়ারত শ্রীভগবানের উপাসনা পদ্ধতি এবং অনেক পরমার্থলিপ্সু সাধকগণের এই লীলা ধ্যান প্রসঙ্গে কালাতিপাতের বৃত্তান্তে জানা যায় যে শ্রীভগবান্ এই লীলায় তাঁহার পরিপূর্ণ যশঃশক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্, গোপরমণীগণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইয়া যে শোভা ও সম্পদ (শ্রী) প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার অন্য কোন লীলাতেই প্রকাশ হয় নাই। গোপরমণীগণের সহিত রমমাণ ভগবানের অঙ্গশোভার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় "ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ" ঊর্দ্ধ, মধ্য এবং অধঃ এই ত্রিলোকে যত কিছু সৌন্দর্য্য আছে তাহা সমস্তই গোপরমণীগণের সহিত রমমাণ ভগবানের শ্রীবিগ্রহে প্রকাশ পাইয়াছে। "তত্রাতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ । মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥" এই শ্লোকেও দেখা যায় যে—গোপীমণ্ডলমণ্ডিত শ্রীভগবান্ অতি শোভা ধারণ করিয়াছিলেন । যদিও ত্রিজগতে তাহার উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তথাপি দিগ্‌দর্শনের জন্য বলা যাইতে পারে যেন—অগণিত হেমমণিবিজড়িত দিব্যাতিদিব্য মরকত মণি। এই লীলায় শ্রীভগবানের সম্পদের কথা আর কি বলিব—এই লীলায় শ্রীভগবান্ যখন গোপরমণীগণের সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হন, তখন ছয় ঋতু যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া লীলাময়ের সেবা করে । দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি, গন্ধর্ব্বগণের গীতবাদ্যাদি, যমুনাপুলিনের অনন্যসাধারণ শোভা প্রভৃতি সমস্তই এই লীলার মহাসম্পদ্ । এই লীলায় শ্রীভগবানের সর্ব্বজ্ঞতা স্বপ্রকাশতা প্রভৃতি জ্ঞানশক্তিরও অনুপম বিকাশ হয় । এই লীলায় শ্রীভগবান্ সমস্ত গোপীগণের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া "কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ" যতগুলি গোপী রাসস্থলীতে উপস্থিত ছিলেন, শ্রীভগবান্ তত মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করেন । শ্রীভগবানের এই লীলায় প্রকাশিত বৈরাগ্যশক্তির কথা "সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ" প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্টই বর্ণিত আছে যে—শ্রীভগবান্ শতকোটী গোপরমণীগণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইয়া সুরত সম্বন্ধীয় হাভভাবাদি প্রকাশ না করিয়াই তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন । এই লীলায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কতভাবে তাঁহার ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই । (এখানে তাহার দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল । লীলা ব্যাখ্যার সময় যথাযথ বিস্তৃত ভাবে তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি মহাশক্তির বিষয় সমালোচন করা হইবে ।)

শ্রীভগবানের অপার কৃপায় তাঁহার এই পরম মধুর লীলা সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইল তাহাতে জানা গেল যে, ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির পূর্ণবিকাশ করিয়া রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন । কিন্তু এই পর্য্যন্ত আলোচনাতেই "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" (ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে) এই কথাটির সম্পূর্ণরূপে আলোচনা হইল না । কেননা—শ্রীভগবান্ তাঁহার ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির পূর্ণবিকাশ করিয়া যে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন তাহা প্রাকৃত কামক্রীড়া নহে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে । সুতরাং এ রমণের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং শ্রীভগবান্ আত্মারাম, পূর্ণকাম এবং আনন্দস্বরূপ হইয়াও কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন তাহা জানিতে না পারিলে "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই পরমাশ্চর্য্য কথাটি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না । কাজেই ভগবানের রমণ কি এবং তিনি কেনই বা রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এ সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন ।

"রমণ" শব্দটি ক্রীড়ার্থবাচক "রম" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং এই শব্দটি শ্রবণ মাত্রেই প্রায় সকলেই অবিচারে স্ত্রীবিলাস অথবা কামক্রীড়া অর্থ বুঝিয়া থাকেন । রমণ শব্দের অর্থ যে কামক্রীড়া হয় না তাহা বলা যায় না, কিন্তু কামক্রীড়া মাত্রই রমণ শব্দের চূড়ান্ত অর্থ কিংবা অর্থের শেষ নহে । কেননা পদ্মপুরাণে শ্রীরামশতনাম স্তোত্রে দেখা যায় যে—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি । ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ (পদ্মপুরাণং)

যোগিগণ, যে অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দতত্ত্বে রমণ করেন, রাম শব্দে সেই পরব্রহ্মই অভিহিত হইয়া থাকেন । রমণ শব্দের অর্থ যদি কামক্রীড়া মাত্রই হয় তাহা হইলে রাম শব্দের অর্থ সামঞ্জস্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে । কেননা "যোগিগণ সচ্চিদানন্দতত্ত্বের সহিত কামক্রীড়া করেন" এ অর্থ কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না । শ্রীভগবানের রাসলীলা বর্ণনায় "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ" "শ্রীভগবান্ আত্মারাম হইয়াও গোপীগণের সহিত রমণ করিলেন" এইরূপ উক্তি দেখা যায় । শ্রীশুকদেবাদিও শ্রীমদ্ভাগবতে "আত্মারাম" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন । এই সমস্ত স্থলেও রমণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দের কামক্রীড়া অর্থ করিলে সামঞ্জস্য রক্ষা করা অসম্ভব। "আত্মায় রমণ করেন" অর্থাৎ কামক্রীড়া করেন বলিয়া শ্রীভগবান্ ও শ্রীশুকদেবাদি পরমহংসগণ আত্মারাম বলিয়া প্রসিদ্ধ—একথা বলিলে বোধ হয় কোন বিজ্ঞব্যক্তিই অনুমোদন করিতে পারিবেন না।

অতএব "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই কথা শ্রবণ মাত্রেই "ভগবান্ কামক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই প্রকার অর্থ ধারণা করা কতদূর সঙ্গত তাহা সহজেই বিবেচ্য। যাহা হউক, "ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে" "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ" "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" "রাম" প্রভৃতি অনেক স্থলেই "রমণ" শব্দের ব্যবহার আছে; এই সমস্ত স্থলে রমণ শব্দের কামক্রীড়া অর্থ করিলে কিছুতেই সামঞ্জস্য হয় না; সুতরাং রমণ শব্দের প্রকৃত অর্থের অনুসন্ধান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে—রমণ শব্দ কামক্রীড়া অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং আত্মারামাদিপদে কামক্রীড়া ব্যতীত অন্য কোনও অর্থেও ব্যবহৃত হয়, সুতরাং রমণ শব্দের "আনন্দাস্বাদন" ব্যাখ্যা করিলে বোধ হয় সর্ব্বত্রই সামঞ্জস্য হইয়া যায়। কেননা তাহাতে আত্মারাম বল্লিতে যাঁহারা আত্মস্বরূপানন্দাস্বাদন করেন এই অর্থ পাওয়া যায়। বিষয়ভোগজনিত আনন্দাস্বাদনই কামক্রীড়া এবং তাহা বিষয়াসক্ত জীবের রমণ এবং আত্মস্বরূপানন্দাস্বাদনই আত্মারামতা এবং তাহাই বিষয় সম্বন্ধবিহীন মুক্তজীবগণের এবং শ্রীভগবানের রমণ। অতএব "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" "যোগিগণ সচ্চিদানন্দতত্ত্বে রমণ করেন" "আত্মারামগণ আত্মায় রমণ করেন" প্রভৃতি শুনিয়া তাঁহারা কামক্রীড়া করেন এই অর্থ না বুঝিয়া তাঁহারা আত্মস্বরূপানন্দাস্বাদন করেন এই অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন।

আনন্দাস্বাদন সম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপ স্পর্শাদি বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেই বিষয়ের অনুকুলতা বশতঃ সুখ ও দুঃখের অনুভূতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ রূপাদি বিষয় যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুকুল হয়, তাহা হইলে আনন্দ এবং প্রতিকূল হইলে দুঃখের অনুভূতি হইয়া থাকে।

"মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

এই গীতাবাক্যেও দেখা যায় যে—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে শীতোষ্ণাদি অনুকূল কিংবা প্রতিকূল ভাবের অনুভুতি এবং তদনন্তর যথাযোগ্য সুখদুঃখাদির অনুভূতি হইয়া থাকে! (অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি। এই গীতাবাক্যে ইন্দ্রিয়ারাম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।)

বহির্দৃষ্টিপরায়ণ জীবগণ এই ভাবেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ করিয়া আনন্দাস্বাদন করে বলিয়া তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়ারাম কিংবা বিষয়ারাম বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হইলে আনন্দানুভূতি হয় কেন, এই বিচারে প্রবৃত্ত হইলে তৈত্তিরীয়োপনিষদে দেখা যায়—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" আনন্দ বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়াই জানিবে অর্থাৎ ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ! "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি বচনেও জানা যায় যে—যদি আকাশবৎ অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ না থাকিত তাহা হইলে জগতের জীব, কোন্ বস্তু অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিত? অতএব দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বব্যাপী পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, রূপরসাদি সর্ব্ববিধ বিষয়ে অবস্থিত আছেন এবং বহির্দৃষ্টি জীবগণ মূলস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর অনুসন্ধান না করিয়া রূপরসাদি বিষয় হইতে তাঁহারই স্বরূপানন্দের অংশকণিকা গ্রহণ করিয়া তাহাদের আনন্দ পিপাসা পূরণ করিতে চেষ্টা করে। মধুচক্র হইতে ক্ষরিত হইয়া ভূমিতে পতিত মধু আস্বাদন করিলে যেমন মধুর মিষ্টতার সহিত ধূলিকণার আস্বাদও গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ আনন্দচক্র শ্রীভগবান্ হইতে জগতে প্রসারিত আনন্দ উপভোগ করিতে গিয়াও বহির্মুখ জীবগণ আনন্দের সহিত জাগতিক দুঃখও উপভোগ করিয়া থাকে। এইজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দুঃখ মিশ্রিত বিষয়ানন্দ উপভোগে বিরত হইয়া ব্রহ্মানন্দাস্বাদনের জন্য লালায়িত হন এবং সাধনানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্ববিধ বিষয়নিবৃত্তি করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরাবিল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা বিষয়সম্বন্ধহীন নিরাবিল ব্রহ্মানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া আর কোন প্রকার বিষয় সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, তাঁহারাই আত্মারাম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যাহা হউক, এই প্রকার সমালোচনায় জানা যায় যে, আত্মারাম কিংবা বিষয়ারাম--সকলেই "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" প্রভৃতি শ্রুতি-প্রমাণসিদ্ধ আনন্দই উপভোগ করিয়া থাকেন। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" এই বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বচনে জানা যায় যে পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দ সর্ব্বজগতে প্রসারিত এবং জীবগণ কেহ বা বিষয়সম্বন্ধে এবং কেহ বা আত্মসম্বন্ধে সেই আনন্দই উপভোগ করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ারাম এবং আত্মারামগণ বিষয়ে এবং আত্মায় রমণ করেন, কিন্তু এ রমণের অর্থ কামক্রীড়া নহে, আনন্দাস্বাদনই এই রমণের অর্থ। সুতরাং "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই বাক্যেও "ভগবান্ কামক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই অর্থ না করিয়া "ভগবান্ আনন্দাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই অর্থ করিলেই সর্ব্ববিধ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। যে ভগবানের চরণ ধ্যান করিয়া নারদ সনকাদি আত্মারামগণ কামমুক্ত হইয়া গিয়াছেন, সেই ভগবান্ যে স্বয়ং কামক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। রমণ শব্দ শ্রবণমাত্রেই অজ্ঞগণের কামক্রীড়া ভ্রম হইতে পারে বলিয়াই সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীশুকদেব "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" বলিয়া রাসলীলা বর্ণনার উপক্রম করিয়াছেন।

পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে কামক্রীড়া যে রমণ নহে তাহা বলিতে চাহি না, কিন্তু রমণ মাত্রেই কামক্রীড়া নহে। বিষয়ারাম ব্যক্তিগণ বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার বিষয়ানন্দাস্বাদন করিয়া থাকে, কামক্রীড়া অথবা স্ত্রীবিলাস সেই সমস্ত বিষয়ানন্দাস্বাদনেরই অন্যতম। কিন্তু তাই বলিয়া আত্মারামগণের আত্মায় রমণ কিংবা ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্বিধ মহাশক্তিনিকেতন শ্রীভগবানের রমণ কামক্রীড়া নামক বিষয়ানন্দাস্বাদন নহে; ইহা সর্ব্ববিধ বিষয়সম্বন্ধ বিহীন আত্মানন্দেরই আস্বাদন। তবে এখানে এ সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে—অপূর্ণ জীব সর্ব্বদাই নিজের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য ব্যগ্র, কাজেই তাহারা পূর্ণানন্দাস্বাদনের জন্য লালায়িত হইয়া সর্ব্বদাই তাহার অনুসন্ধানে রত থাকে। তাহার মধ্যে অজ্ঞ জীব বিষয় সম্বন্ধেই তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ পাইবে এই ভ্রমে বিষয় রসে মত্ত হয় এবং বিজ্ঞ জীব বিষয়ভোগে পূর্ণানন্দের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না ইহা জানিয়া সর্ব্ববিধ বিষয়-সম্বন্ধ বিহীন আত্মানন্দের অনুসন্ধানে রত হয় এবং আনন্দসাগরে ডুবিয়া আত্মারাম হইয়া যায়। কিন্তু যিনি স্বভাবতঃ পরমানন্দস্বরূপ এবং স্বতঃতৃপ্ত ও স্বতঃপূর্ণ তাঁহার আনন্দাস্বাদনের জন্য ব্যগ্র হইবার কারণ কি? কাজেই রমণ শব্দের অর্থ আনন্দাস্বাদন হইলেও "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এ কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কেননা তিনি যে আনন্দাস্বাদনের ইচ্ছা করিলেন, সেই আনন্দই তিনি। সুতরাং তাঁহাকে আস্বাদন করিবার জন্য জীবগণ ব্যগ্র হইতে পারে বটে কিন্তু তাঁহার ব্যগ্র হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না।

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" "এষহ্যেবানন্দয়াতি।" প্রভৃতি তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ বচনে জানা যায় যে সর্ব্বমূলস্বরূপ পরব্রহ্ম রসস্বরূপ এবং তাঁহাকে রসস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে জীবগণ আনন্দভোগ করিতে পারে এবং তিনিই জীবজগৎকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনিই সর্ব্ববিধ আনন্দের মূলকেন্দ্র বলিয়া জগতের জীব তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র হইতে পারে; কিন্তু সর্ব্ববিধ আনন্দের মূলকেন্দ্রস্বরূপ শ্রীভগবান্ কোন প্রয়োজনে কি প্রকারে আনন্দভোগ করেন তাহা আপাততঃ ধারণা করা কঠিন।

ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ বচনে এবং "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বচনে জানা যায় যে—পরব্রহ্ম, জ্ঞান এবং আনন্দস্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তিনি যে কেবল জ্ঞানস্বরূপ তাহাই নহে, তিনি জ্ঞাতাও বটেন। কেননা "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" "অয়মাত্মা সর্ব্বানুভূঃ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে--তিনি সর্ব্বজ্ঞ। অতএব তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্, তাহা শ্রুতিবাক্যে প্রসিদ্ধই আছে। "নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টা" "নান্যতোঽস্তি বিজ্ঞাতা" প্রভৃতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বচনে স্পষ্টরূপেই জানা যায় যে, একমাত্র তিনিই দ্রষ্টা এবং তিনিই বিজ্ঞাতা। অতএব যিনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বজ্ঞ, তিনি যে আনন্দস্বরূপ হইয়াও আনন্দভোক্তা হইবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

"তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আনন্দময়ঃ" এই তৈত্তিরীয়োপনিষদ্বচনে পরব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের প্রথমাধ্যায়স্থ আনন্দময়াধিকরণে পরব্রহ্মকেই আনন্দময়রূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রাচুর্য্যার্থে বিহিত ময়ট্প্রত্যয়ান্ত আনন্দময় শব্দের "আনন্দপ্রচুর" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ও "তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ" এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—

ইতশ্চ প্রচুর্য্যার্থে ময়ট্। যস্মাদানন্দহেতুত্বং ব্রহ্মণো ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ—"এষহ্যেবানন্দয়তি"। যো হ্যন্যানান্দয়তি স প্রচুরানন্দ ইতি প্রসিদ্ধং ভবতি। যথা লোকে যোঽন্যেষাং ধনিকত্বমাপাদয়তি স প্রচুরধন ইতি গম্যতে তদ্বৎ। তস্মাৎ প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়টঃ সম্ভবাদানন্দময়ঃ পর এবাত্মা॥ (শাঙ্করভাষ্যং)

"আনন্দময়" শব্দস্থ "ময়ট্" প্রত্যয় যে প্রাচুর্য্যার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই যে—"এষহ্যেবানন্দয়তি" এই শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে পরব্রহ্মই সর্ব্বজীবকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি অন্যকে আনন্দ দান করেন, তিনি স্বয়ং যে "প্রচুরানন্দময়" তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই এবং ইহা সর্ব্বপ্রমানসিদ্ধ। জগতেও দেখা যায় যে যিনি অন্যকে ধনী করিতে পারেন, তিনি যে প্রচুর ধনশালী তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। অতএব "অন্যোঽন্তর আনন্দময়" এই শ্রুতিবাক্যস্থ "আনন্দময়" শব্দটি প্রাচুর্য্যার্থে বিহিত "ময়ট" প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন এবং এই আনন্দময় শব্দের অর্থ সাধারণ জীব নহে, একমাত্র পরব্রহ্মই আনন্দময়রূপে শ্রুতিতে প্রতিপাদিত।

এই প্রকার বিবিধ শ্রুতিবাক্যে এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দের সমালোচনায় জানা যায় যে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্মেতিব্যজানাৎ" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম আনন্দময় এবং অন্যের আনন্দদাতা। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে "এষহ্যেবানন্দয়তি" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত আনন্দদাতা পরব্রহ্ম, আনন্দপিপাসু জীবগণকে কি নিজের স্বরূপানন্দই দান করেন? কিংবা জীবগণকে দান করিবার জন্য তাঁহার ভাণ্ডারে অন্য কোন প্রকার আনন্দ সঞ্চিত আছে? জীবগণ যে আনন্দ ভোগ করে তাহা দুঃখমিশ্রিত বলিয়া আপাততঃ সন্দেহ হইতে পারে যে, নিরাবিল পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপানন্দ কখনও দুঃখমিশ্রিত হইতে পারে না, অতএব এ আনন্দ পরব্রহ্মের স্বরূপানন্দ হইতে পৃথক। কিন্তু সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপানন্দ ব্যতীত অন্যপ্রকার আনন্দ কোথায় পাইলেন এবং স্বরূপানন্দ সঞ্চিত রাখিয়া দিয়া অন্য সংস্করণের আনন্দ কেনই বা দান করিলেন তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া বোধ হয় সহজ নহে। জগতেও দেখা যায়, কোনও প্রচুর ধনশালী ব্যক্তি যদি দরিদ্রকে ধন দান করেন তাহা হইলে তিনি নিজ ভাণ্ডারের ধন মজুত রাখিয়া অন্য স্থান হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া দান করেন না। তবে সর্ব্বজীবই দুঃখমিশ্রিত আনন্দ ভোগ করে বলিয়া এ আনন্দ পরব্রহ্মের স্বরূপানন্দ হইতে পৃথক বলিয়াই আপততঃ মনে হওয়া অসম্ভব নহে। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে জগতে দেখা যায় পিপাসু গর্দ্দভের পিপাসা নিবারণ করিবার জন্য স্বচ্ছ সরোবর তাহার স্বচ্ছ জলই দান করিয়া থাকে কিন্তু গর্দ্দভ তাহার স্বভাববশতঃ সেই স্বচ্ছ জলই কর্দ্দমমিশ্রিত করিয়া পান করিয়া থাকে। গর্দ্দভের কর্দ্দমমিশ্রিত জল পান দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে "স্বচ্ছ সরোবর গর্দ্দভকে স্বচ্ছ জল দান না করিয়া অন্য স্থান হইতে কর্দ্দমময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জল সংগ্রহ করিয়া তাহাই দান করিয়াছে" তাহা হইলে যেমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয়, সেইরূপ জগতেয় জীবগণকেও দুঃখমিশ্রিত আনন্দভোগ করিতে দেখিয়া তাহাকে পরব্রহ্মের স্বরূপানন্দ হইতে পৃথক মনে করিলে তাহা ভ্রান্ত ধারণা ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। জীবগণ তাহাদের অনাদি জন্মসঞ্চিত বহির্মুখতা স্বভাব বশতঃ সেই নিরাবিল পরমানন্দই বিষয় মিশ্রিত করিয়া ভোগ করে বলিয়া তাহা দুঃখযুক্ত হইয়া যায়, কিন্তু "এষহ্যেবানন্দয়তি প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত সর্ব্বানন্দপ্রদ পরব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপানন্দই সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, এই প্রকারে শ্রুতিবাক্য এবং শ্রুতিতত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যগণের মতামত সমালোচনায় স্পষ্টই জানা যায় যে "বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত পরব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ হইয়াও বিজ্ঞাতা এবং আনন্দস্বরূপ হইয়াও আনন্দদাতা। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে—জীবগণ যদি রসস্বরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপানন্দ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা আনন্দী হয় অর্থাৎ আনন্দাস্বাদন করিতে পারে। অতএব পরব্রহ্মের স্বরূপানন্দ গ্রহণই যে জীবগণের আনন্দাস্বাদন, তাহাতে বোধ হয় আর কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ নিজ স্বরূপানন্দ বিতরণকেই যদি পরব্রহ্মের আনন্দাস্বাদন বলা যায়, তাহা হইলেও বোধ হয় কোনপ্রকার অসামঞ্জস্য হয় বলিয়া মনে হয় না। কেননা স্বরূপানন্দ বিতরণ যদি পরব্রহ্মের সুখহেতু না হয় তাহা হইলে তাঁহার তাহাতে প্রয়োজন কি? কিংবা তাহাতে প্রবৃত্তিই বা হইবে কেন? যদি কাহারও মনে হয় যে পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ পরমানন্দস্বরূপ, সুতরাং তাঁহার কোন প্রয়োজনবুদ্ধি কিংবা কোন প্রকার কার্য্যের প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব নহে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, এই নির্ব্বিশেষ নিষ্প্রয়োজন এবং প্রবৃত্তিবিহীন পরব্রহ্মের বিবিধ প্রকার সঙ্কল্প এবং প্রবৃত্তির কথা বহু শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়ং" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিলেন এবং বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে সেই সর্ব্বকারণকারণ পরব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করেন এবং অন্তর্য্যামিরূপে তাহাতে প্রবেশ করেন। জগতে দেখা যায় সামান্য ঘটপটাদি প্রস্তুত করিতে হইলেও তাহাতে কর্ত্তার প্রয়োজনীয়তাবুদ্ধি এবং কার্য্যপ্রবৃত্তি ব্যতীত তাহা কিছুতেই সংঘটিত হইতে পারে না, কিন্তু জগৎকারণ পরব্রহ্ম কি বিনা প্রয়োজনে এবং বিনা প্রবৃত্তিতেই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার অগণিত জীব ও তাহাদের ভোগ্য বস্তু প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন? অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সমস্ত কার্য্যে তাঁহার জীবের ন্যায় তুচ্ছ প্রয়োজন না থাকিলেও নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ প্রয়োজন আছে। অপূর্ণ জীব স্বভাবতঃই নানাবিধ অভাবগ্রস্ত বলিয়া তাহা পূরণের জন্যই সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে এবং তাহার সর্ব্ববিধ কার্য্যেরই একমাত্র অভাব পূরণই প্রয়োজন; কিন্তু স্বতঃপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত, শ্রীভগবানের কোন প্রকার অভাবপূরণের প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহার স্বভাবেই এমন কোনও বিশেষত্ব আছে যে, সে জন্য তিনি অপূর্ণ জীবকে সর্ব্বদা নানাভাবে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাহাদের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য বিবিধ সৃষ্টি এবং লীলাদি করিয়া থাকেন। স্বরূপানন্দ বিতরণ করিয়া অপূর্ণের পূর্ণতা সম্পাদনই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ইহাই তাঁহার আনন্দাস্বাদন।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত পরব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষ, নিরঞ্জন, নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ প্রভৃতি যাহাই হউন না কেন এবং সেই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া বহির্মুখশিরোমণিগণ শ্রীভগবানের পরম করুণার প্রস্রবণ স্বরূপ লীলাবলীকে রূপক ও আধ্যাত্মিকতার স্রোতে যতই ভাসাইয়া দিতে চেষ্টা করুন না কেন, বেদ পুরাণ ইতিহাসাদি নানাশাস্ত্রে শ্রীভগবানের নানাবিধ কার্য্যের কথা যে নানাস্থানে আলোচিত হইয়াছে তাহা আর কাহারও লোপ করিবার সাধ্য নাই।

"স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। স ইমাল্লোঁকানসৃজত॥" প্রভৃতি ঐতরেয়োপনিষদ্বচনে দেখা যায় যে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবান্ জগতের উপাদান ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন যে আমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিব। তাহার পর তিনি এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব রচনা করিলেন। গীতাতেও দেখা যায় যে—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশসাধন এবং সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" প্রভৃতি বাক্যে তাঁহার নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও তিনিই যে বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্ট বিশ্বে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশসাধন এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কার্য্য করেন তাহাও বেদাদি শাস্ত্রেরই উক্তি এবং প্রসিদ্ধি। শ্রীভগবানের বিশ্বসৃষ্টি এবং সৃষ্ট বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণাদি কার্য্য অজ্ঞানকল্পিত কিংবা মিথ্যা প্রভৃতি যাহাই কিছু বলা হউক না কেন, তাহা যে আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় অলীক নহে এবং তাঁহার জীবের ন্যায় কোনপ্রকার আত্মপ্রয়োজন না থাকিলেও তিনি যে বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি করিয়া থাকেন তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে।

বেদান্তদর্শন দ্বিতীয়াধ্যায় প্রথমপাদের "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে পরব্রহ্মের প্রয়োজনবত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন—

"চেতনা হি লোকে বুদ্ধিপূর্ব্বকারী পুরুষঃ প্রবর্ত্তমানো ন মন্দোপক্রমামপি তাবৎ প্রবৃত্তিমাত্মপ্রয়োজনানুযোগিনীমারভমানো দৃষ্টঃ। কিমুত গুরুতরসংরম্ভম্। গুরুতরসংরম্ভা চেয়ং প্রবৃত্তির্যদুচ্চাবচপ্রপঞ্চং জগদ্বিষং বিরচয়িতব্যম্। যদীয়মপি প্রবৃত্তিশ্চেতনস্য পরমাত্মন আত্মপ্রয়োজনাপযোগিনী পরিকল্পেত, পরিতৃপ্ত্যত্বং পরমাত্মনঃ শ্রুয়মাণং বাধ্যেত। প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোঽপি স্যাৎ। অথ চেতনোঽপি সন্নুন্মত্তো বুদ্ধ্যপরাধাদন্তরেণৈব প্রয়োজনং প্রবর্ত্তমানো দৃষ্টস্তথাপরমাত্মাপি প্রবর্ত্তয়িষ্যতে ইত্যুচ্যেত। তথাসতি সর্ব্বজ্ঞত্বং পরমাত্মনঃ শ্রুয়মাণং বাধ্যেত। (শাঙ্করভাষ্যম্)

জগতে দেখা যায় যে চেতন এবং বুদ্ধিপূর্ব্বককার্য্যকারী ব্যক্তিগণ কোনপ্রকার সামান্য কার্য্যে রত হইলেও তাহাতে তাহাদের আত্মপ্রয়োজনানুরূপ প্রবৃত্তি থাকে। কোনও একটি গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে তাহাতে যে বিশেষভাবে আত্মপ্রয়োজন এবং তদনুরূপ প্রবৃত্তি হইবে তাহাত বলাই বাহুল্য। শ্রীভগবান্ যে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহাতে ছোট বড় অসংখ্য জীব ও তাহাদের বিবিধ ভাল মন্দ ভোগ্য বস্তু সৃষ্টি করেন, তাহা যে একটি গুরুতর কার্য্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীভগবানের এই জগৎসৃষ্টির প্রবৃত্তিতে কি কিছুমাত্র আত্মপ্রয়োজন নাই? যদি তাঁহার জগৎসৃষ্টিতে কোনই প্রয়োজন না থাকে, তবে কেন তিনি এই বিচিত্র বিশাল ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিলেন? যদি তাঁহার এই কার্য্যে কোন প্রকার প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে "শ্রীভগবান্ নিত্যতৃপ্ত নিরঞ্জন" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য মিথ্যা হইয়া পড়ে। যদি কেহ মনে করেন যে জগতে অনেক উন্মত্ত লোক দেখা যায়, তাহাদের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তাহারা বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং শ্রীভগবান্ সেই ভাবেই এই বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবান্ উন্মত্তের ন্যায় বিনা প্রয়োজনে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন একথা বলা যায় না—কেননা "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" প্রভৃতি শ্রুতিতে জানা যায় যে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি উন্মত্ত বা অজ্ঞ নহেন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের এই সমালোচনায় ধারণা হয় যে—শ্রীভগবানের বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেরই নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রয়োজন কি তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন। কেননা তাঁহার যদি কোনও প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে নিত্যতৃপ্ত আপ্তকাম প্রভৃতি বলা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে তাঁহার বিশ্বসৃষ্টির প্রবৃত্তির কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সমস্ত সার্ব্বজনীন সন্দেহ দূর করিবার জন্য বেদান্তদর্শন দ্বিতীয়াধ্যায় প্রথম পাদস্থিত "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং" সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য, শ্রীপাদ মাধ্বাচার্য্য, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ সমালোচনা করিয়াছেন—

যথা লোকে কস্যচিদাপ্তৈষণস্য রাজ্ঞো রাজামাত্যস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি। যথা চোচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়োঽনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং স্বভাবাদেব সম্ভবন্তি। এমবীশ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্যকিঞ্চিৎপ্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি। নহীশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমাণং ন্যায়তঃ শ্রুতিতো বা সম্ভবতি। ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে। যদ্যপ্যস্মাকমিয়ং জগদ্বিশ্বরচনা গুরুতরসংরম্ভেবাভাতি তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলৈব কেবলেয়ং অপরিমিতশক্তিত্বাৎ। যদি নাম লোকে লীলাস্বপি কিঞ্চিৎসূক্ষ্মং প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষ্যেত তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎপ্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে, আপ্তকামশ্রুতেঃ। নাপ্যপ্রবৃত্তিরুন্মত্তপ্রবৃত্তির্বা, সৃষ্টিশ্রুতেঃ, সর্ব্বজ্ঞশ্রুতেশ্চ॥" (শাঙ্করভাষ্যং)

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং" এই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—যেমন জগতে দেখা যায়, কোনও রাজা কিংবা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও নানা প্রকার ক্রীড়াবিহারাদি করিয়া থাকেন এবং কোন প্রকার বাহ্য প্রয়োজন দেখা না গেলেও স্বভাবতঃই সকলের নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ু সঞ্চারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবানের কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি স্বভাবতঃই জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি লীলা করিয়া থাকেন। যদিও কাহারও মনে হয় যে রাজা কিংবা রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতির ক্রীড়াদিতে কিছু নিগূঢ় প্রয়োজন (সুখাপেক্ষা) আছে, তাহা হইলেও সে দৃষ্টান্তে অনন্তলীলাময় শ্রীভগবানের লীলায় আত্মসুখাপেক্ষা প্রভৃতি কোন প্রকার প্রয়োজন সম্ভাবনা করা উচিত নহে, কেননা, শ্রীভগবান্ "আপ্তকাম" অর্থাৎ তাঁহার কোনই প্রয়োজনসাধনাপেক্ষা নাই বলিয়াই সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি। "কোন প্রকার প্রয়োজন না থাকিলে কাহারও কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, যদি হয় তাহা হইলে তাহাকে উন্মত্ত বলা উচিত" এ প্রকার সুসিদ্ধান্ত করাও উচিত বলিয়া মনে হয় না, কেননা "স ইমাল্লোঁকানসৃজত" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে তিনিই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সর্ব্ববিধ বস্তুরই সর্ব্ববিধ অবস্থার পরিজ্ঞাতা; সুতরাং উন্মত্ত ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তাঁহাকে উন্মত্ত বলিতে সাহসী হইবে না এবং বিবিধ কামনা বাসনার দাস ব্যতীত কেহই তাঁহাকে প্রয়োজনাধীন বলিতে পারিবে না।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য এ সম্বন্ধে তাঁহার ভাষ্যে আলোচনা করিয়াছেন যে—

অবাপ্তসর্ব্বকামস্য পরিপূর্ণস্য স্বসঙ্কল্পবিকার্য্যবিবিধবিচিত্র চিদচিন্মিশ্রজগৎসর্গে লীলৈব কেবলা প্রয়োজনং লোকবৎ। যথা লোকে সপ্তদ্বীপাং মেদিনীমধিতিষ্ঠতঃ সম্পূর্ণশৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রমস্যাপি মহারাজস্য কেবললীলৈকপ্রয়োজনাঃ কন্দুকাদ্যারম্ভা দৃশ্যন্তে, তথৈব পরস্যাপি ব্রহ্মণঃ স্বসঙ্কল্পমাত্রাবকল্পজগজ্জন্মস্থিতিধ্বংসাদের্লীলৈব প্রয়োজনমিতি নিরবদ্যম্॥

(বেদান্তদর্শনে রামানুজভাষ্যং)

স্বসঙ্কল্পমাত্রেই বিবিধ বিচিত্র চিৎজড়মিশ্রিত জগৎসৃষ্টিকার্য্যে আপ্তকাম ও সর্ব্বথা পরিপূর্ণ শ্রীভগবানের লীলা ব্যতীত অন্য কোনই প্রয়োজন থাকা সম্ভবপর নহে। যেমন জগতে দেখা যায়—শৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রমশালী সপ্তদ্বীপা মেদিনীর অধিপতি মহারাজাও কেবলমাত্র ক্রীড়ার জন্যই কন্দুকাদি (ভাঁটা) প্রস্তুত করান এবং তাহা গ্রহণ করেন, সেইরূপ শ্রীভগবানেরও সঙ্কল্পমাত্রেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি ও ধ্বংসকার্য্যে একমাত্র লীলাই প্রয়োজন, এবং এই সিদ্ধান্তেই সর্ব্ববিধ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপাদ মাধ্বাচার্য্য এ সম্বন্ধে তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—

যথা লোকে মত্তস্য সুখোদ্রেকাদেব নৃত্যগানাদিলীলা নতু প্রয়োজনাপেক্ষয়া। এবমেবেশ্বরস্য। (মাধ্বভাষ্যং)

যেমন উন্মত্ত ব্যক্তির কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও, সে আনন্দোচ্ছ্বাসে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবানের কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি লীলা বশতঃ জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের মত এই যে—

তত্রোচ্যতে—পরস্যৈতদ্রচনাদি লোকপ্রসিদ্ধনৃপেত্যাদি ক্রীড়ামাত্রমিব যুজ্যতে।

(বেদান্তপারিজাতসৌরভনামকনিম্বার্কভাষ্যং)

নৃপতিগণ ক্রীড়ার জন্য বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। পরমেশ্বরও এইরূপ লীলার্থেই বিশ্বরচনাদি করিয়া থাকেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

পরিপূর্ণস্যাপি বিচিত্রসৃষ্টৌ লীলৈব কেবলা, নতু সা ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বিকা; অত্র দৃষ্টান্তো লোকেতি। লোকস্য সুখোন্মত্তস্য যথা সুখোদ্রেকাৎ ফলনিরপেক্ষা নৃত্যাদিলীলা দৃশ্যতে, তথেশ্বরস্য। তস্মাৎ স্বরূপানন্দস্বাভাবিক্যেব লীলা। "দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা" ইতি মাণ্ডুকশ্রুতেঃ। সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষা তু। কুরুতে কেবলানন্দং যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্॥ পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ। মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমু তস্যাখিলাত্মনঃ॥ ইতি স্মরণাচ্চ। (শ্রীগোবিন্দভাষ্যং)

শ্রীভগবান্ সর্ব্বথা পরিপূর্ণ; সুতরাং তিনি সর্ব্ববিধ প্রয়োজনরহিত। তথাপি যে তাঁহার বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টির প্রবৃত্তি হয় তাহা তাঁহার লীলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেননা তাঁহার কোন প্রকার ফলাভিসন্ধি থাকা সম্ভবপর নহে। যেমন জগতে দেখা যায়, আনন্দমত্ত ব্যক্তিগণ আনন্দাতিশয্য বশতঃ নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের কোন প্রকার ফলাভিসন্ধি নাই, সেইরূপ আনন্দময় শ্রীভগবানেরও কোন প্রকার ফলাভিসন্ধি না থাকিলেও তিনি জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের এই সমস্ত লীলা তাঁহার স্বরূপভূত আনন্দেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম; ইহাতে তাঁহার কোন প্রকার ফলাভিসন্ধি থাকা সম্ভবপর নহে। মণ্ডুক শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে—বিবিধ লীলাপরায়ণ (দেব) শ্রীগোবিন্দের নানাবিধ লীলা করাই স্বভাব; তিনি স্বভাবতঃই আপ্তকাম, সুতরাং ইহাতে কোন প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা থাকা সম্ভবপর নহে।

নারায়ণসংহিতায় বর্ণিত আছে যে—শ্রীভগবান্ তাঁহার কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি লীলা করেন না। আনন্দোন্মত্ত ব্যক্তির নৃত্যগীতাদির ন্যায় তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস বশতঃই এই সমস্ত লীলা সংঘটিত হইয়া থাকে। যাঁহার চরণারবিন্দসেবাপরায়ণ ভক্তগণ পর্য্যন্তও আপ্তকাম এবং সংসারমুক্ত হইয়া যান, সেই অখিলাত্মা শ্রীভগবান্ যে প্রয়োজনশূন্য এবং আপ্তকাম হইবেন, ইহাতে আর সংশয় কি?

এই সমস্ত আলোচনায় দেখা যায় যে—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাদিবিহীন মনীষিবৃন্দ নিরপেক্ষভাবে শ্রীভগবানের লীলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া নানাবিধ যুক্তি এবং শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে—শ্রীভগবানের কোন প্রকার নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি কেবলমাত্র আনন্দোচ্ছ্বাস বশতঃই বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যবৃন্দ যে মহারাজের ক্রীড়া, মত্তের নর্ত্তন প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীভগবানের বিনা প্রয়োজনে জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দিগ্ধচিত্ত কুতার্কিকগণ একেবারে সন্দেহমুক্ত কিংবা নিরস্ত হইবেন বলিয়া মনে হয় না, কেননা—তাঁহারা বলিতে পারেন যে, মহারাজের ক্রীড়ায় সুখাপেক্ষা আছে এবং মত্তগণ বিকৃত মস্তিষ্কে কি করে তাহার কোনই স্থিরতা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সমস্ত দৃষ্টান্তে যদি জগৎস্রষ্টাকে বুঝিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার মহারাজের ক্রীড়ার ন্যায় কিছু আন্তরিক সুখাপেক্ষা আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিংবা তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক ও যথেচ্ছাচারী বলিতে হয়। ইহাতে বক্তব্য এই যে, দৃষ্টান্ত দ্বারা কোনও তত্ত্ব বুঝিতে কিংবা বুঝাইতে হইলে সর্ব্বাংশে তুল্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, কাজেই আংশিকভাবে দৃষ্টান্তের সাম্যগ্রহণ করা ব্যতীত গতি নাই। "চাঁদের মত মুখ" বলিলে "চাঁদ দেখিয়া যেমন আনন্দ হয়, মুখ দেখিলেও সেই প্রকার আনন্দ হয়" এই অংশমাত্রে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু "চাঁদের মত মুখ" বলিলে কোনও কুতার্কিক যদি চাঁদের দৃষ্টান্তে মুখকেও গোলাকৃতি, গগনাচারী, ক্ষয়বৃদ্ধিযুক্ত প্রভৃতি মনে করেন তাহা হইলে তাহাতে তাঁহার বাতুলতা ব্যতীত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হয় না। "মহারাজের ক্রীড়ার কোনও প্রয়োজন নাই" বলিলে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার ইহাতে রাজকার্য্যের ন্যায় ধনবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি প্রভৃতি প্রয়োজন নাই এবং "মর্ত্তের নর্ত্তন" বলিলেও উন্মাদের নৃত্য না বুঝিয়া আনন্দে আত্মহারা ব্যক্তির আনন্দোচ্ছ্বাসে নৃত্য বুঝিতে হইবে। নাভিস্থিত কস্তূরীর গন্ধে মত্ত হইয়া কস্তূরিকা মৃগ যেমন কোন প্রকার প্রয়োজনের অনুসন্ধান না করিয়াই লম্ফোল্লম্ফনে রত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানও তাঁহার স্বরূপভূত পরমানন্দের উল্লাসে মত্ত হইয়া কোন প্রকার প্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়াই বিবিধ বিচিত্র লীলায় রত হন। জীবগণ আনন্দোচ্ছ্বাসে রত হইলেও তাহারা অপূর্ণ বলিয়া তাহাদের আনন্দ গ্রহণের গূঢ় আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দময় শ্রীভগবান্ আনন্দোচ্ছ্বাসে রত হইলে তাঁহার আনন্দগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না, কাজেই স্বরূপানন্দবিতরণই যে তাঁহার আনন্দাস্বাদন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপভূত আনন্দ যেমন নিত্য, সত্য এবং অপরিসীম, সেইরূপ তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাসও নিত্য, সত্য এবং অপরিসীম। সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, অগাধত্ব, তরঙ্গ, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি যেমন স্বাভাবিক, নিত্য, এবং সত্য, সেইরূপ অপার আনন্দসিন্ধু শ্রীভগবানের বিবিধ লীলার তরঙ্গ, স্বরূপানন্দের উচ্ছ্বাস প্রভৃতি সমস্তই সত্য, স্বাভাবিক এবং অপরিসীম। "এষ হ্যেবানন্দয়তি" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত সর্ব্বানন্দপ্রদাতা শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দের কণিকামাত্র লাভ করিয়াই জগতের জীবগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায় এবং বিবিধ প্রকার আনন্দব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করে। ইহাতেই বিবেচনা করা উচিত যে অফুরন্ত আনন্দসিন্ধু শ্রীভগবানের অফুরন্ত আনন্দের কি অফুরন্ত উচ্ছ্বাস এবং অফুরন্ত অনন্ত লীলাতরঙ্গের প্রকাশ হইতে পারে। আনন্দের স্বভাব সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে—আনন্দ কখনও তাহার নিজ আধারে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, সে তাহার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসবশতঃ আধার প্লাবিত করিয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে এবং আপন মনে আপন খেলায় মাতিয়া যায়। অতএব আনন্দসিন্ধু শ্রীভগবানের কোন প্রকার লীলাতেই কাহারও সন্দিহান হওয়া উচিত নহে কিংবা তাঁহার প্রয়োজন বুদ্ধির অনুসন্ধানে রত হওয়া উচিত নহে। আনন্দসিন্ধু ভগবান্, তাঁহার আনন্দলীলার তরঙ্গে নাচিয়া নিরানন্দ জগতে আনন্দ প্রবাহ সঞ্চার করুন এবং আনন্দপিপাসু জীবগণ সেই আনন্দে মাতিয়া তাহাদের নিরানন্দ জীবন সার্থক করুক ইহাই সকলের আন্তরিক প্রার্থনা হওয়া উচিত এবং এই প্রার্থনা লইয়া সকলেরই তাঁহার আনন্দলীলাস্রোতে ভাসমান হওয়া উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ দ্বিতীয়াধ্যায়ে দেখা যায়—ব্রহ্মাদি দেবগণ, দেবকীগর্ভজাত শ্রীভগবানের স্তুতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"নতেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।" (শ্রীমদ্ভাগবতং)

হে ভগবন্! আপনি স্বভাবতঃ জন্মরহিত হইয়াও যে যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করেন তাহা আপনার লীলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেননা ইহাতে আপনার কোনও প্রয়োজনসিদ্ধি হয় একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না, যেহেতু আপনি আপ্তকাম এবং সর্ব্বকারণকারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" (ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে) এই রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম শ্লোকাংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীভগবানের রমণ কি এবং তাঁহার রমণের উদ্দেশ্য কি এই জটিল রহস্যের মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা অতি সুবিস্তৃতভাবে নানা কথা আলোচনা করিলাম। এখন আশা করি আর আমরা শ্রীভগবানের রমণকে কামক্রীড়া এবং এই রমণের উদ্দেশ্য তাঁহার কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধি বলিয়া মনে করিব না। বিষয়াসক্ত জীবগণ বিষয়সম্বন্ধ ব্যতীত আনন্দাস্বাদন করিতে পারে না, কাজেই তাহারা নানাবিধ বিষয় পাইবার জন্য লালায়িত হয় এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাযোগ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ করিয়া আনন্দাস্বাদন করিয়া থাকে। স্ত্রীবিলাস কিংবা কামক্রীড়া বিষয়াসক্ত জীবেরই বিবিধ বিষয়ভোগের অন্যতম এবং তাহা তাহাদের পক্ষেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। যাঁহারা বিষয়সম্বন্ধমুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপানন্দাস্বাদন করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের আনন্দাস্বাদনের জন্য বিষয় সম্বন্ধের প্রয়োজন থাকে না। শ্রীভগবান্ স্বভাবতঃই সর্ব্ববিধ বিষয়সম্বন্ধবিহীন আনন্দঘনবিগ্রহ; সুতরাং তাঁহার যে আনন্দাস্বাদনের জন্য কোনপ্রকার বিষয়সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীভগবান্ স্বতঃপূর্ণ এবং আপ্তকাম; সুতরাং তাঁহার কোন কার্য্যেই কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। যাহার কোনও অভাব থাকে তাহারই সেই অভাব পূরণের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয় এবং সে সেই উদ্দেশ্যে নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। স্বতঃপূর্ণ ভগবানের কোন অভাব থাকা সম্ভব নহে, অতএব তাঁহার সর্ব্ববিধ কার্য্যই লীলা মাত্র। কোনও কার্য্যেই তাঁহার কোন প্রকার আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

রমণ ও তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা হইয়াছে তাহার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে—রমণ শব্দের অর্থ আনন্দাস্বাদন এবং তাহা জীব ও ঈশ্বর এই উভয়েরই হইতে পারে। তাহার মধ্যে বিষয়াসক্ত ও অনাসক্ত এই দ্বিবিধ জীবের আনন্দাস্বাদন বিষয়ভোগে এবং আত্মসাক্ষাৎকারে, আর ঈশ্বরের আনন্দাস্বাদন স্বরূপানন্দ বিতরণে। জীবের আনন্দাস্বাদনের উদ্দেশ্য দুঃখনিবৃত্তি এবং ভগবানের আনন্দাস্বাদনের উদ্দেশ্য তাঁহার স্বাভাবিক লীলা। অতএব এই সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়া যদি "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই বাক্যের অর্থ করা যায় তাহা হইলে শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বাভাবিক লীলা বশতঃ স্বরূপানন্দ বিতরণ করিয়া তাহা আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন, এই অর্থই পাওয়া যাইবে। শ্রীভগবানের এই স্বরূপানন্দ বিতরণ করিয়া আস্বাদন করা সম্বন্ধে যদি একটু আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা হইলে জানা যাইবে যে সূর্য্য যেমন সর্ব্বদাই তাঁহার কিরণ বিতরণ করেন, সেইরূপ আনন্দময় শ্রীভগবান্ও সর্ব্বত্রই তাঁহার স্বরূপানন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" এই বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বচনে স্পষ্টই জানা যায় যে আনন্দময় ভগবানের স্বরূপানন্দকণিকাই সর্ব্বজীব উপভোগ করিয়া থাকে। সূর্য্য সর্ব্বত্রই সমভাবে কিরণ বিতরণ করিলেও যেমন তাহা সর্ব্বত্রই সমান ভাবে প্রকাশ পায় না, সেইরূপ শ্রীভগবান্ও সর্ব্বত্র সমান ভাবে স্বরূপানন্দ বিতরণ করিলেও তাহার সর্ব্বত্র সমান ভাবে অভিব্যক্তি দেখা যায় না। সূর্য্যকিরণসম্পাতে সূর্য্যকান্তমণির যে বিশেষত্ব প্রকাশ পায় তাহা আর কুত্রাপি দেখা যায় না। সূর্য্যকিরণে স্বচ্ছ তৈজসপত্রাদিরও চাকচিক্য দেখা যায়, কিন্তু মৃত্তিকাভাণ্ডের কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ উত্তাপই লাভ হয়, কিন্তু তৈজসপত্রের ন্যায় চাকচিক্য কিংবা সূর্য্যকান্তমণির ন্যায় উজ্জ্বলতা প্রভৃতি কিছুই দেখা যায় না। শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দেও প্রেমবান্ ভক্তগণের বিবিধ প্রেমবিকার এবং সেবারসাস্বাদনাদি লাভ হয়, অনাসক্ত জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখনিবৃত্তি এবং আত্মারামতা লাভ হয় এবং বিষয়াসক্ত জীবের কিঞ্চিৎ বিষয়ানন্দোপভোগ হয়। সূর্য্যের সর্ব্বত্র কিরণসম্পাতে কোনপ্রকার পক্ষপাত না থাকিলেও যেমন সূর্য্যকান্তমণি প্রভৃতি দেখিলে পক্ষপাতের মত মনে হয়, সেইরূপ আনন্দময় শ্রীভগবানেরও আনন্দবিতরণে পক্ষপাত না থাকিলেও প্রেমবান্ ভক্ত, অনাসক্ত জীব এবং বিষয়াসক্ত জীবের আনন্দোপভোগের তারতম্য দেখিলে মনে হয় যেন শ্রীভগবানের আনন্দ বিতরণে পক্ষপাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। শ্রীভগবানের যে আনন্দ বিতরণে পক্ষপাত নাই তাহা তিনি নিজ মুখেই অঙ্গীকার করিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

হে অর্জ্জুন! যে আমাকে যেমন ভাবে ভজন করে আমি সেই ভাবেই তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া থাকি। সর্ব্বজীবই কেহ বা প্রত্যক্ষে কেহ বা পরোক্ষে আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে। জগতে দেখা যায় যে—গঙ্গায় জল আনিতে গেলে যাহার যেমন পাত্র, সে সেই পরিমাণই জল আনিতে সমর্থ হয়। যাহার পাত্র ছোট সে অল্প জল পায় এবং যাহার পাত্র বড় সে বেশী জল পায় বলিয়া গঙ্গার কোনও পক্ষপাত নাই। ভগবান্ সর্ব্বত্র সম হইলেও এবং তিনি সর্ব্বত্রই তাঁহার স্বরূপানন্দ বিতরণ করিলেও বিষয়াসক্ত জীবগণ, নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে সেই আনন্দের ক্ষুদ্রকণিকামাত্র গ্রহণ করিতে পারে। অনাসক্ত জীবগণ সর্ব্ববিধ বিষয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং তাঁহার অফুরন্ত স্বরূপানন্দসিন্ধুতে বিলীন হইয়া যায় এবং প্রেমবান্ ভক্তগণ বিবিধ প্রেমসেবাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়া নিজ নিজ বাসনানুরূপ সেবাধিকার পাইয়া সেই আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

"ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" (ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে) এই শ্লোকাংশে শ্রীভগবানের আনন্দ বিতরণ লীলাই প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিষয়াসক্ত জীবগণকে কি ভাবে তিনি আনন্দ বিতরণ করেন কিংবা অনাসক্ত জীবগণকে কি ভাবে আনন্দ বিতরণ করেন তাহা এখানকার প্রতিপাদ্য নহে। আনন্দময় ভগবান্ প্রেমবান্ ভক্তের প্রেমাধীন হইয়া কিরূপে তাহাদের আনন্দ বিতরণ করিয়া স্বরূপানন্দাস্বাদন করেন তাহাই এখানকার প্রতিপাদ্য।

ইতঃপূর্ব্বে বহুপ্রকার শাস্ত্রযুক্তি প্রভৃতির অবতারণা করিয়া সমালোচিত হইয়াছে যে রমণ শব্দের অর্থ স্ত্রীবিলাস বা কামক্রীড়া নহে—রমণ শব্দের মুখ্য অর্থ আনন্দাস্বাদন। আনন্দ শ্রীভগবানের স্বরূপ; সুতরাং জীবগণ শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দাস্বাদন করে এবং শ্রীভগবান্ নিজে নিজেরই স্বরূপানন্দাস্বাদন করিয়া থাকেন। জীবগণের আনন্দাস্বাদন শ্রীভগবৎস্বরূপানন্দের গ্রহণে এবং শ্রীভগবানের আনন্দাস্বাদন স্বরূপানন্দের বিতরণে; যদ্যপি শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্রই তাঁহার স্বরূপানন্দ বিতরণ করেন তথাপি বিষয়াসক্ত জীবগণ বিষয় সম্বন্ধে সেই আনন্দ গ্রহণ করে বলিয়া পূর্ণ রূপে সেই আনন্দের আস্বাদন পায় না। প্রচুর পরিমাণে নিম্বরসমিশ্রিত করিয়া শর্করা ভোজন করিলে যেমন পূর্ণ-রূপে শর্করার আস্বাদন পাওয়া যায় না, সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে বিষয় সম্বন্ধ মিশ্রিত করিয়া আনন্দাস্বাদন করে বলিয়া বিষয়াসক্ত জীবগণও পূর্ণরূপে আনন্দের আস্বাদন পায় না। অনাসক্ত জীবগণ, বিষয়সম্বন্ধমাত্রই দুঃখহেতু মনে করিয়া সর্ব্ববিধ বিষয়সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অনুসন্ধানে রত হন এবং ব্রহ্মানন্দের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যান; সুতরাং তাঁহাদের বিষয়সম্বন্ধ না থাকিলেও পূর্ণরূপে শ্রীভগবৎস্বরূপানন্দের আস্বাদন হয় না। একমাত্র প্রেমবান্ ভক্তগণই তাঁহাদের প্রেমানুরূপ সম্বন্ধে শ্রীভগবানকে "আপনার" করিয়া লইতে পারেন এবং স্ব স্ব প্রেমানুরূপ ভাবে শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দাস্বাদন করিতে পারেন। এইজন্য শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

হে উদ্ধব! প্রেমভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করিতে পারে সেরূপ অষ্টাঙ্গযোগ, আত্মানাত্মবিবেক, বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেদপাঠ, তপস্যা প্রভৃতি কিছুতেই আমাকে বশীভূত করিতে পারে না।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তি পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—সর্ব্বজীবের আত্মাস্বরূপ হইলেও আমি আমার ভক্তগণের পরমপ্রিয়। তাহাদের ভক্তিতে আমি নিরন্তর তাহাদের বশীভূত থাকি। ভক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাহাত্ম্য আর কি বলিব! আমাতে ভক্তি থাকিলে শ্বপাক (চণ্ডাল বিশেষ) পর্য্যন্ত সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া যায়। গীতাতেও দেখা যায় যে—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, তাহা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, যজ্ঞ প্রভৃতি কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাদের একনিষ্ঠ ভক্তি থাকে, তাহারাই আমাকে এই রূপে দেখিতে, জানিতে এবং আস্বাদন করিতে পারে।

এই প্রকার নানাবিধ শাস্ত্র বচনে সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে—শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতে সম এবং সর্ব্বত্র সমভাবে স্বরূপানন্দ বিতরণ-পরায়ণ হইলেও তাঁহার প্রেমবান্ ভক্তের সহিত এমন কোন সম্বন্ধ-বিশেষ আছে, যাহাতে প্রেমবান্ ভক্তগণ পরিপূর্ণরূপে তাঁহার স্বরূপানন্দাস্বাদন করিতে পারে এবং তিনিও তাহাদেরই বশীভূত হইয়া যান। শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতে সম হইলেও তাঁহার যে ভক্তের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

হে অর্জ্জুন! আমি সর্ব্বভূতে সম; আমার কেহ প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নাই। কিন্তু তাহার মধ্যে যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার সেবন করে, তাহারা আমাতেই একনিষ্ঠতা লাভ করে এবং আমিও সর্ব্বদা তাহাদের মনোবাসনা পূরণ করিবার জন্য তাহাদের নিকটে অবস্থান করিয়া থাকি। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়, শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

সাধুগণ আমার হৃদয়স্বরূপ এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়স্বরূপ। তাহারাও আমি ছাড়া আর কিছু জানে না, আমিও তাহাদের ছাড়া আর কিছুই জানি না। অতএব সর্ব্বভূতে সম শ্রীভগবানের যে ভক্তপক্ষপাত আছে তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সূর্য্যকান্তমণিতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে অধিকতর উজ্জ্বলতা প্রকাশ হয় এবং তাহাতে নিকটস্থ বস্তু দগ্ধ হইয়া যায়। যদিও সূর্য্যকিরণ জগতের সর্ব্বত্রই পতিত হয়, তথাপি সূর্য্যকান্তমণিতে তাহার যে বিশেষত্ব প্রকাশ হয়, তাহা আর কুত্রাপি হয় না। এই প্রকার শ্রীভগবান্ও সর্ব্বভূতে সম হইলেও ভক্তের সহিত তাঁহার যে লীলা ও প্রেমাধীনতা প্রভৃতি বিশেষত্বের অভিব্যক্তি হয়, তাহা আর কুত্রাপি হয় না। জগতে দেখা যায় যে, দানশীল ব্যক্তিগণ গ্রাহক পাইলেই আনন্দিত হন এবং তাঁহাদের দত্ত বস্তু গ্রহণ করিয়া গ্রাহকগণ যদি তাহা সুচারুরূপে ভোগ করিতে পারে তাহা হইলে তাঁহাদের আর আনন্দের অবধি থাকে না। আনন্দদানশীল শ্রীভগবান্ও আনন্দের গ্রাহক পাইলে বড়ই আনন্দিত হন, কিন্তু বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার দত্ত আনন্দে বিষয় মিশ্রিত করিয়া ভোগ করে এবং অনাসক্ত আত্মারামগণ তাঁহার স্বরূপানন্দসিন্ধুতে বিলীন হইয়া যায় বলিয়া তাহারা সুচারুরূপে আনন্দাস্বাদন করিতে পারে না। কিন্তু একমাত্র প্রেমবান্ ভক্তগণই তাঁহার স্বরূপানন্দ গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে আস্বাদন করিতে পারেন বলিয়া শ্রীভগবান্ তাহাতে সমধিক আনন্দিত হন। এইজন্য প্রেমবান্ ভক্তগণের বাসনানুরূপ আনন্দবিতরণই শ্রীভগবানের আনন্দাস্বাদন এবং তাহাই এখানে তাঁহার রমণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের রমণকে স্ত্রীবিলাস কিংবা কামক্রীড়ামাত্র অর্থ না করিয়া যদি তাঁহার স্বরূপানন্দ বিতরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দাস্বাদন অর্থ করা যায়, তাহা হইলে "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই বাক্যের আনন্দময় শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রেমবান্ ভক্তগণের বাসনানুরূপ আনন্দ বিতরণ করিয়া স্বরূপানন্দাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন, এই অর্থই পাওয়া যাইবে এবং পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণে তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় "ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে" এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

সর্ব্বাতিশায়িপ্রেমবতীনাং ব্রজসুন্দরীণাং মনোরথপরিপূরণমেব প্রিয়মাত্রসুখার্থং সর্ব্বং কুর্ব্বতঃ শ্রীভগবতো মুখ্যতরপ্রয়োজনং ইতি দর্শয়ন্, তদেব চ তস্য সর্ব্বাতিশায়িসুখমিতি চ প্রকটয়ন্ * * * তদ্‌যোগ্যাভিস্তাভিঃ সহ রাসক্রীড়াং পঞ্চেন্দ্রিয়তুল্যৈঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈর্ব্বর্ণয়তি॥

শ্রীভগবান্ তাঁহার যে কোনও প্রিয়জনের (ভক্তের) আনন্দবর্দ্ধনার্থ যে কোনও কার্য্য করিয়া থাকেন, অতএব পরম প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণের মনোরথপূরণই শ্রীভগবানের মুখ্যতর প্রয়োজন এবং তাহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দাস্বাদন। এই পরমতত্ত্ব প্রকাশের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চেন্দ্রিয়তুল্য পাঁচটি অধ্যায়ে ক্রীড়াযোগ্যা গোপরমণীগণের সহিত শ্রীভগবানের রাসক্রীড়া বর্ণিত হইতেছে।

ইহাতে বক্তব্য এই যে—শ্রীভগবানকে যাহারা ভালবাসে, তাহারাই ভগবানের প্রিয় এবং ভগবান্‌ও তাহাদের প্রিয়। "ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ" এই গীতাবচনে স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীভগবান্ ভক্তিমানকেই তাঁহার প্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণকেই পরিত্রাণ করেন এবং দুষ্কৃতগণকে বিনাশ করেন, তাহা "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ইত্যাদি গীতাবচনে সুস্পষ্ট রূপেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয়জনের জন্য যে সর্ব্ববিধ কার্য্যই করিয়া থাকেন তাহা "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ" এই পদ্মপুরাণ বচনে অসন্দিগ্ধ রূপেই জানা যায়। যাহা হউক, শ্রীভগবানের যেখানে যতই প্রিয়জন থাকুক না কেন, তাহার মধ্যে ব্রজের গোপরমণীগণের মত তাঁহার প্রিয় আর কুত্রাপি কেহ নাই। শ্রীভগবান্ আদিপুরাণে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি পর্য্যুপাসতে। তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্।
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্। জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥

(আদিপুরাণং)

হে অর্জ্জুন! গোপীগণ তাহাদের নিজদেহও আমার সেবার উপকরণ বলিয়া মনে করে এবং সেই জন্য তাহারা নিজ দেহকে ভালবাসে ও নানাবিধ বসন ভূষণাদি দ্বারা দেহ সজ্জিত করে। অতএব তাহাদের মত আমার প্রেমপাত্র আর ত্রিজগতে নাই। গোপীগণ আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস এবং আমার মনোগত ভাব প্রভৃতি সমস্তই জানে। তাহারা ব্যতীত ত্রিজগতে আর কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার মাহাত্ম্য প্রভৃতি অবগত নহে।

"শ্রীভগবানের যেখানেই যত প্রিয়ব্যক্তি থাকুন না কেন, গোপীগণের মত তাঁহার প্রিয় ত্রিজগতে কেহ নাই" এই কথার যদি প্রকৃত তত্ত্ব সমালোচনা করিতে হয় তাহা হইলে—প্রেম, তাহার শ্রেণীবিভাগ এবং তাহার তারতম্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা ব্যতীত উপায় নাই। প্রেম বলিতে সাধারণতঃ ভালবাসাই মনে হয়, কিন্তু ভালবাসা বলিলেই প্রেমের প্রকৃত অর্থ ধারণা হয় বলিয়া মনে হয় না। কেননা—ভালবাসা, বিষয়াসক্ত বহির্ম্মুখ জীবেরও আছে, কৃষ্ণভক্তেরও আছে। তাহার মধ্যে বহির্ম্মুখের ভালবাসা স্ত্রী পুত্র পরিজন বিষয় বৈভবাদিতে এবং কৃষ্ণভক্তের ভালবাসা একমাত্র কৃষ্ণে। নিজের সুখাকাঙ্ক্ষাই বহির্ম্মুখের ভালবাসার মূল কারণ, কিন্তু কৃষ্ণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত কখনও আত্মসুখাপেক্ষায় কৃষ্ণকে ভালবাসে না, তাহাদের কৃষ্ণের সুখবিধানই একমাত্র লক্ষ্য থাকে। সুতরাং স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়নিষ্ঠ এবং কৃষ্ণনিষ্ঠ ভেদে ভালবাসাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়নিষ্ঠ ভালবাসার নাম কাম এবং কৃষ্ণনিষ্ঠ ভালবাসার নাম প্রেম—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

নারদপঞ্চরাত্রেও প্রেমের লক্ষণ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে—

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা"

অন্য কোনও বস্তুতে মমতা না থাকিয়া যদি একমাত্র কৃষ্ণেই কাহারও মমতা থাকে, তাহা হইলে সেই কৃষ্ণ-নিষ্ঠ মমতাকে প্রেম বলা যায়। একটু বিবেচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে—সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবান্ ব্যতীত এমন কোনও বস্তু নাই যে—একমাত্র তাহাকেই ভালবাসা যাইতে পারে। কেননা—যে যাহাকেই ভালবাসুক না কেন, কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই তাহার সর্ব্ববিধ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি কিংবা অভাব পূরণ হয় না।

স্ত্রীপুত্রাদিকে ভালবাসিলে তাহাদের দ্বারা অর্থের অভাব পূরণ হয় না, অর্থ পাইলেও তাহা দ্বারা স্ত্রীপুত্রাদির অভাব পূরণ হয় না। এই প্রকারে দেখা যায় যে, জগতের বহির্মুখ জীবগণ তাহাদের বিবিধ অভাব পূরণের জন্য বিবিধ বস্তুকে ও বিবিধ ব্যক্তিকে ভালবাসে, কিন্তু কিছুতেই কেহ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, কিন্তু একমাত্র শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিলেই জীবের সর্ব্ববিধ অভাব পূরণ হইয়া যায় এবং সেইজন্য ভালবাসাও একমাত্র ভগবান্‌কে পাইলেই চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে। এই জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্ব্ববিধ বিষয়ের মমতা ভুলিয়া একমাত্র শ্রীভগবানেই মমতা সমর্পণ করেন এবং তাহাতেই চিরকৃতার্থ হইয়া যান। গীতাতেও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

হে অর্জ্জুন! তুমি নিরন্তর আমাকে ভাবনা কর, আমার সেবা কর, আমার জন্যই সর্ব্ববিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর এবং আমার চরণে নত হও। তুমি আমার পরম প্রিয়, আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এইরূপে নিরন্তর আমার সম্বন্ধ লইয়া থাকিলে তুমি আমাকেই পাইবে।

অজ্ঞ জীব নিরন্তর বিষয়চিন্তা, বিষয়সেবা, বিষয় কার্য্য এবং বিষয়ের দাসত্ব করিয়া বিবিধ বিষয় প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন প্রকার দুঃখনিবৃত্তি হয় না। কাজেই বিজ্ঞগণ, স্ত্রীপুত্রপরিজন বিষয় বৈভবাদিতে ছড়ান মমতা কুড়াইয়া আনিয়া ভগবানে সমর্পণ করেন এবং তাঁহাকে পাইয়া সর্ব্ববিধ দুঃখমুক্ত হইয়া যান।

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাং হি বিদ্যতে। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিবিমুক্তাস্তে ন সংশয়ঃ॥ (পদ্মপুরাণম্)

ভগবদ্ভক্তগণের কখনও কর্ম্মাধীন জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তাঁহারা শ্রীভগবদ্ভজনবলে জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধি বিবর্জ্জিত হইয়া যান।

অতএব দেখা যাইতেছে যে—যাঁহারা ভগবানে ভালবাসা সমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহাদেরই ভালবাসা একনিষ্ঠতা প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহারাই সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইতে পারেন।

ভগবানে ভালবাসা সমর্পণ সম্বন্ধে বিচার করিলে মনে হয় যে, জীব মাত্রেই "অহং মমভাব" (আমি আমার) বুদ্ধি সম্পন্ন। কিন্তু বহির্মুখ জীব প্রকৃত আমাকে 'আমি' বলিয়া জানে না এবং প্রকৃত "আমার"কে আমার বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। তাহারা সকলেই জড়দেহকে 'আমি' বলিয়া বোঝে এবং স্ত্রীপুত্র বিত্তাদি জড় বস্তুকে 'আমার' বলিয়া বোঝে। তাহাদের এই দেহে অহং বুদ্ধির নাম 'অজ্ঞান' এবং দেহের অনুকূল এবং সুখকর স্ত্রীপুত্র বিত্তাদিতে মমতা বুদ্ধির নাম "কাম।" অজ্ঞান ও কামে অভিভূত জীব, নিরন্তর নানাবিধ দুঃখ দৈন্যাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পীড়ন ভোগ করে এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হয়। এই প্রকার পাশব জীবন যাপন করিতে করিতে যদি কখনও কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য বশতঃ তাহাদের প্রকৃত 'আমি ও আমার' বস্তুকে জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহারা শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশে সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে তাহার সিদ্ধিদশায় সর্ব্বমূলস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান্‌কেই 'আমি আমার' বলিয়া ধারণা করিতে পারে এবং সর্ব্ববিধ দুঃখমুক্ত হইয়া পরমানন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হয়। "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায় যে সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণই সকল আত্মার আত্মা ও সকল আমির আমিত্ব তাঁহারই প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥

এই শ্রুতি বচনে জানা যায় যে, সর্ব্বভূতের আত্মা এক শ্রীভগবান্‌ই সর্ব্বভূতে ব্যবস্থিত। অসংখ্য জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে যেমন জলপাত্রে দৃষ্টিপাত করিলে বহু দেখা যায় এবং গগনে দৃষ্টিপাত করিলে একই দেখা যায়, সেইরূপ যাহাদের দেহে দৃষ্টি, তাহারা 'আমির' অনন্ততা এবং যাহাদের সর্ব্বমূলস্বরূপ শ্রীভগবানে দৃষ্টি, তাহারা 'আমির' একত্ব উপলব্ধি করিতে পারে।

অনন্তস্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে। তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" এই গীতাবাক্যেও জানা যায় যে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"সমস্ত জীবই আমারই অংশ।" যাহাদের অংশীর দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা অংশের অসংখ্যতা ব্যতীত কখনই মূলের একত্ব ধারণা করিতে পারে না। শ্রীভগবানেরই অংশ স্বরূপ জীবগণ, ভগবান্‌কে ভুলিয়া দেহকেই আমি বলিয়া ধারণা করে এবং নিরন্তর নানাভাবে মায়াপরাভূত হইয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করে।

মায়াহত বর্হিমুখ জীবগণ, কেবলমাত্র দেহকে "আমি" বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করিয়াই নিরস্ত হয় না, তাহারা দেহের সুখকর এবং অনুকূল বলিয়া স্ত্রী পুত্র বিত্তাদিতে মমতা বুদ্ধি পোষণ করে এবং সেজন্যও নানাবিধ দুঃখদৈন্যাদি ভোগ করে। কিন্তু যাঁহারা জন্মান্তরীণ সৌভাগ্যবশতঃ সাধনানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারা জ্ঞানযোগে সর্ব্বমূলস্বরূপ সকল আত্মার আত্মা শ্রীভগবানে অহংভাব সমর্পণ করিয়া দেহে অহংবুদ্ধিজনিত মহাদুঃখ হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করেন। আবার যাঁহারা ভক্তিযোগের সাধনায় রত হইতে পারেন, তাঁহারা স্ত্রীপুত্র বিত্তাদিতে প্রসারিত মমতারাশি সর্ব্বমূলস্বরূপ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া স্ত্রী পুত্র বিত্তাদিতে মমতাজনিত দুঃখসমুদ্র পার হইয়া প্রেমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে পারেন। কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য জীব, দেহে অহংবুদ্ধি এবং স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতা বুদ্ধিই তাহাদের জীবনের সম্বলরূপে অবলম্বন করিয়া নিরন্তর নানাবিধ দুঃখদৈন্যাদি ভোগ করিয়া থাকে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢাঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—মায়াহতবুদ্ধি, আসুরভাবসম্পন্ন, দুষ্কৃতিপরায়ণ, মূঢ় নরাধমগণ কখনও আমার শরণাগত হইতে পারে না।

যাহা হউক, বর্হিমুখ জীবগণের অনাদি জন্মের অভ্যস্ত, দেহে অহংবুদ্ধি এবং স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতাবুদ্ধি, ভগবানে সমর্পণ করা যে মহাসৌভাগ্যের ফল, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এ সৌভাগ্য লাভ যে সকলের ভাগ্যে সম্ভবপর হয় না, তাহাও গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কোনও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আমার স্বরূপ জানিবার জন্য সাধনানুষ্ঠানে রত হয় এবং এইরূপ সহস্র সহস্র সাধকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমার তত্ত্ব জানিতে পারে। শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুজন্মব্যাপী সাধনার সিদ্ধিদশায় "শ্রীভগবান্ বাসুদেবই সর্ব্বাত্মক" এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমার শরণাপন্ন হয়। এতাদৃশ মহাত্মা জগতে দুর্লভ।

এই সমস্ত শাস্ত্র বচনে জানা যায়, দেহে অহংবুদ্ধি সম্পন্ন জীবগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান্ই শ্রীভগবানের সর্ব্বাত্মকতা অনুভব করিয়া তাঁহাতে অহংভাব সমর্পণ করিতে পারেন এবং "ব্রহ্মৈবাহং" কিংবা "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই প্রকার অনুভূতিতে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইতে পারেন। সুতরাং ইহা অতি দুর্লভ তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ করিয়া শ্রীভগবানকে "আমার" বলিয়া ভালবাসিতে পারেন, তাদৃশ প্রেমবান্ ভক্তের সংখ্যা আরও অল্প।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

দেহে অহংবুদ্ধি বিহীন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানসম্পন্ন সিদ্ধগণের মধ্যেও শ্রীনারায়ণসেবনপরায়ণ, প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি অতি দুর্লভ। অসংখ্য মুক্ত পুরুষের মধ্যেও এতাদৃশ ভাগ্যবান্ একজনও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক মুখে বেদ মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটিজ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত। কোটিমুক্ত মধ্যে সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

অতএব দেখা যাইতেছে যে—শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ করিয়া তাঁহাকেই "আমার" বলিয়া ধারণা পোষণ করা অতীব দুর্লভ। যাহারা দেহ দৈহিকাদিতে অহং মম ভাবের পীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া নির্লিপ্ত আত্মস্বরূপ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সাধনানুষ্ঠানে রত হন, তাঁহাদের জাগতিক বিষয়ভোগ কামনা না থাকিলেও বিষয়সম্বন্ধ জনিত মহাদুঃখের পীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আন্তরিক কামনা থাকে। এই কামনাকেই শাস্ত্রকারগণ মুক্তিকামনা বলিয়া থাকেন। যাঁহাদের এই প্রকার মুক্তিকামনাও থাকে, তাঁহারাও শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ করিতে সমর্থ হন না। যাঁহাদের ঐহিক কিংবা পারত্রিক ভোগ কামনা, অনিমাদি সিদ্ধিকামনা, কিংবা বিবিধ দুঃখ দৈন্যাদিময় সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের কামনা থাকে, তাঁহারা শতসহস্র চেষ্টা করিলেও শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রেমরসসাগরে ভাসিতে পারেন না।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং)

যতদিন পর্য্যন্ত ভোগাকাঙ্খা এবং মুক্তিস্পৃহারূপ পিশাচী জীবহৃদয়ে জগরূক থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহারা ভক্তিসুখের আস্বাদন পায় না।

ভুক্তিমুক্তি আদি বাঞ্ছা মনে যদি হয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীভগবানের গুণলীলাদি শ্রবণে যাঁহার চিত্ত শ্রীভগবানের গুণে মুগ্ধ হইয়া যায় এবং কোন প্রকার বিবেচনা না করিয়া তাঁহারই সেবাপ্রাপ্তির জন্য যাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, একমাত্র তাঁহারই শ্রীভগবানে সর্ব্ববিধ মমতা সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রেমরসে বিভোর হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়। এতাদৃশ ভাগ্যবানের ভুক্তি মুক্তি কিংবা সিদ্ধিলাভের কামনা থাকে না, কিংবা দেহদৈহিকাদিতে আবেশজনিত মহাদুঃখের দিকেও দৃষ্টি পড়ে না। এতাদৃশ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন—

কিয়ে মানুষ পশু পাখী জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥ (বিদ্যাপতি)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পীড়ন ভোগ করে এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হয়। এই প্রকার পাশব জীবন যাপন করিতে করিতে যদি কখনও কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য বশতঃ তাহাদের প্রকৃত 'আমি ও আমার' বস্তুকে জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহারা শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশে সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে তাহার সিদ্ধিদশায় সর্ব্বমূলস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান্‌কেই 'আমি আমার' বলিয়া ধারণা করিতে পারে এবং সর্ব্ববিধ দুঃখমুক্ত হইয়া পরমানন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হয়। "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায় যে সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণই সকল আত্মার আত্মা ও সকল আমির আমিত্ব তাঁহারই প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥

এই শ্রুতি বচনে জানা যায় যে, সর্ব্বভূতের আত্মা এক শ্রীভগবান্‌ই সর্ব্বভূতে ব্যবস্থিত। অসংখ্য জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে যেমন জলপাত্রে দৃষ্টিপাত করিলে বহু দেখা যায় এবং গগনে দৃষ্টিপাত করিলে একই দেখা যায়, সেইরূপ যাহাদের দেহে দৃষ্টি, তাহারা 'আমির' অনন্ততা এবং যাহাদের সর্ব্বমূলস্বরূপ শ্রীভগবানে দৃষ্টি, তাহারা 'আমির' একত্ব উপলব্ধি করিতে পারে।

অনন্তস্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে। তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" এই গীতাবাক্যেও জানা যায় যে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"সমস্ত জীবই আমারই অংশ।" যাহাদের অংশীর দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা অংশের অসংখ্যতা ব্যতীত কখনই মূলের একত্ব ধারণা করিতে পারে না। শ্রীভগবানেরই অংশ স্বরূপ জীবগণ, ভগবান্‌কে ভুলিয়া দেহকেই আমি বলিয়া ধারণা করে এবং নিরন্তর নানাভাবে মায়াপরাভূত হইয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করে।

মায়াহত বর্হিমুখ জীবগণ, কেবলমাত্র দেহকে "আমি" বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করিয়াই নিরস্ত হয় না, তাহারা দেহের সুখকর এবং অনুকুল বলিয়া স্ত্রী পুত্র বিত্তাদিতে মমতা বুদ্ধি পোষণ করে এবং সেজন্যও নানাবিধ দুঃখদৈন্যাদি ভোগ করে। কিন্তু যাঁহারা জন্মান্তরীণ সৌভাগ্যবশতঃ সাধনানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারা জ্ঞানযোগে সর্ব্বমূলস্বরূপ সকল আত্মার আত্মা শ্রীভগবানে অহংভাব সমর্পণ করিয়া দেহে অহংবুদ্ধিজনিত মহাদুঃখ হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করেন। আবার যাঁহারা ভক্তিযোগের সাধনায় রত হইতে পারেন, তাঁহারা স্ত্রীপুত্র বিত্তাদিতে প্রসারিত মমতারাশি সর্ব্বমূলস্বরূপ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া স্ত্রী পুত্র বিত্তাদিতে মমতাজনিত দুঃখসমুদ্র পার হইয়া প্রেমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে পারেন। কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য জীব, দেহে অহংবুদ্ধি এবং স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতা বুদ্ধিই তাহাদের জীবনের সম্বলরূপে অবলম্বন করিয়া নিরন্তর নানাবিধ দুঃখদৈন্যাদি ভোগ করিয়া থাকে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢাঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা)

শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—মায়াহতবুদ্ধি, আসুরভাবসম্পন্ন, দুষ্কৃতিপরায়ণ, মূঢ় নরাধমগণ কখনও আমার শরণাগত হইতে পারে না।

যাহা হউক, বর্হিমুখ জীবগণের অনাদি জন্মের অভ্যস্ত, দেহে অহংবুদ্ধি এবং স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতাবুদ্ধি, ভগবানে সমর্পণ করা যে মহাসৌভাগ্যের ফল, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এ সৌভাগ্য লাভ যে সকলের ভাগ্যে সম্ভবপর হয় না, তাহাও গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কোনও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আমার স্বরূপ জানিবার জন্য সাধনানুষ্ঠানে রত হয় এবং এইরূপ সহস্র সহস্র সাধকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমার তত্ত্ব জানিতে পারে। শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুজন্মব্যাপী সাধনার সিদ্ধিদশায় "শ্রীভগবান্ বাসুদেবই সর্ব্বাত্মক" এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমার শরণাপন্ন হয়। এতাদৃশ মহাত্মা জগতে দুর্লভ।

এই সমস্ত শাস্ত্র বচনে জানা যায়, দেহে অহংবুদ্ধি সম্পন্ন জীবগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান্ই শ্রীভগবানের সর্ব্বাত্মকতা অনুভব করিয়া তাঁহাতে অহংভাব সমর্পণ করিতে পারেন এবং "ব্রহ্মৈবাহং" কিংবা "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই প্রকার অনুভূতিতে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইতে পারেন। সুতরাং ইহা অতি দুর্লভ তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ করিয়া শ্রীভগবানকে "আমার" বলিয়া ভালবাসিতে পারেন, তাদৃশ প্রেমবান্ ভক্তের সংখ্যা আরও অল্প।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

দেহে অহংবুদ্ধি বিহীন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানসম্পন্ন সিদ্ধগণের মধ্যেও শ্রীনারায়ণসেবনপরায়ণ, প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি অতি দুর্লভ। অসংখ্য মুক্ত পুরুষের মধ্যেও এতাদৃশ ভাগ্যবান্ একজনও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক মুখে বেদ মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটিজ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত। কোটিমুক্ত মধ্যে সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

অতএব দেখা যাইতেছে যে—শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ করিয়া তাঁহাকেই "আমার" বলিয়া ধারণা পোষণ করা অতীব দুর্লভ। যাহারা দেহ দৈহিকাদিতে অহং মম ভাবের পীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া নির্লিপ্ত আত্মস্বরূপ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সাধনানুষ্ঠানে রত হন, তাঁহাদের জাগতিক বিষয়ভোগ কামনা না থাকিলেও বিষয়সম্বন্ধ জনিত মহাদুঃখের পীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আন্তরিক কামনা থাকে। এই কামনাকেই শাস্ত্রকারগণ মুক্তিকামনা বলিয়া থাকেন। যাঁহাদের এই প্রকার মুক্তিকামনাও থাকে, তাঁহারাও শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ করিতে সমর্থ হন না। যাঁহাদের ঐহিক কিংবা পারত্রিক ভোগ কামনা, অনিমাদি সিদ্ধিকামনা, কিংবা বিবিধ দুঃখ দৈন্যাদিময় সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের কামনা থাকে, তাঁহারা শতসহস্র চেষ্টা করিলেও শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রেমরসসাগরে ভাসিতে পারেন না।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং)

যতদিন পর্য্যন্ত ভোগাকাঙ্খা এবং মুক্তিস্পৃহারূপ পিশাচী জীবহৃদয়ে জগরূক থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহারা ভক্তিসুখের আস্বাদন পায় না।

ভুক্তিমুক্তি আদি বাঞ্ছা মনে যদি হয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীভগবানের গুণলীলাদি শ্রবণে যাঁহার চিত্ত শ্রীভগবানের গুণে মুগ্ধ হইয়া যায় এবং কোন প্রকার বিবেচনা না করিয়া তাঁহারই সেবাপ্রাপ্তির জন্য যাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, একমাত্র তাঁহারই শ্রীভগবানে সর্ব্ববিধ মমতা সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রেমরসে বিভোর হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়। এতাদৃশ ভাগ্যবানের ভুক্তি মুক্তি কিংবা সিদ্ধিলাভের কামনা থাকে না, কিংবা দেহদৈহিকাদিতে আবেশজনিত মহাদুঃখের দিকেও দৃষ্টি পড়ে না। এতাদৃশ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন—

কিয়ে মানুষ পশু পাখী জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥ (বিদ্যাপতি)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতাদৃশ নিষ্কাম ভক্তের মনোগত ভাব এই যে—নিজ কর্ম্মফলে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি যে কোনও জন্মই ধারণ করিতে হউক না কেন, এবং তাহাতে যে কোনও প্রকার দুঃখই ভোগ করিতে হউক না কেন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই ; কিন্তু আমার যেন নিরন্তর শ্রীগোবিন্দচরণসেবনপ্রসঙ্গে কালাতিপাত হয়। এইরূপ নিষ্কাম ভাবে শ্রীভগবানের চরণসেবনাকাঙ্খাই শাস্ত্রে শুদ্ধাভক্তি বা নির্গুণাভক্তি বলিয়া অভিহিত। এই ভক্তিতে সালোক্যসামীপ্যাদি মুক্তি কামনা, অনিমাদি সিদ্ধি প্রাপ্তির কামনা, কিংবা ঐহিক ও পারলৌকিক কোন প্রকার ভোগবাসনা থাকে না, অথবা কোনরূপ দুঃখদৈন্যাদি হইতে পরিত্রাণপ্রাপ্তির কামনাও থাকে না। এই ভক্তিতে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের চরণসেবন কামনাই সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক থাকে এবং সর্ব্বদা তাহাই প্রাপ্তির কামনায় শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণলীলাদি কথার শ্রবণ কীর্ত্তনাদিই জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেব, তাঁহার জননী দেবহূতিকে বলিয়াছেন—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন—যেমন গঙ্গাধারা হিমালয় পর্ব্বত গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন বিবেচনা না করিয়া এবং অপথ বিপথাদির ধারণা না রাখিয়া তীব্রবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ যদি কাহারও আমার গুণলীলাদি বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রেই ভুক্তিমুক্তি প্রভৃতি প্রাপ্তির সঙ্কল্প না করিয়া এবং নিজের দুঃখদৈন্যাদির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবলমাত্র আমার সেবাপ্রাপ্তির জন্যই চিত্ত ব্যাকুল হয়, তাহা হইলে তাহাকেই নিষ্কাম ভক্ত বলা হয় এবং নির্গুণ ভক্তিযোগের ইহাই স্বরূপ লক্ষণ। শ্রীভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হইবার যদি কোনও হেতু না থাকে অর্থাৎ ভুক্তিমুক্তি প্রভৃতি প্রাপ্তি কামনায় শ্রীভগবানের সেবানুষ্ঠান না হয় এবং কোন প্রকার দুঃখদৈন্যাদির পীড়নে কিংবা অন্য যে কোনও কারণেই হউক কিছুতেই শ্রীভগবানের সেবায় বাধা না পড়ে, তাহা হইলে জানিতে হইবে, সেই সাধকের ভাগ্য বশতঃ শুদ্ধাভক্তি কিংবা নির্গুণা ভক্তি লাভ হইয়াছে। এই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তগণ, সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তি পাইলেও শ্রীভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না।

শ্রীভগবানের অপার কৃপায় এবং বহু জন্ম সঞ্চিত কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য বশতঃ যাঁহারা এই শুদ্ধা ভক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ করিয়া প্রেমবান্ ভক্তগোষ্ঠিতে পরিগণিত হইতে পারেন। শ্রীভগবানে একনিষ্ঠ মমতা কিংবা আত্মহারা মমতাই যে শাস্ত্রে "প্রেম" নামে অভিহিত তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শুদ্ধভক্তিরই পরিণতাবস্থায় সাধকগণ এই "প্রেম" লাভ করিয়া নিজবাসনানুরূপ ভগবৎসেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন।

শুদ্ধভক্তি হইতে হয় প্রেমের উৎপন্ন। অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণের সেবন ॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হইতে প্রেম হয়। পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

পূর্ব্বপ্রদর্শিত "অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা" এই নারদপঞ্চরাত্রবচনে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে—স্ত্রী পুত্র বিত্তাদিতে মমতাবিহীন কৃষ্ণনিষ্ঠ মমতাই শাস্ত্রে প্রেম নামে অভিহিত এবং "মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায় যে—শ্রীভগবানের গুণলীলাদি শ্রবণ মাত্রেই ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া যদি শ্রীভগবানের সেবাপ্রাপ্তির জন্যই লালসা জন্মে, তাহা হইলে তাহাকে শুদ্ধাভক্তি কিংবা নির্গুণাভক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা যায়। এই সমস্ত নির্গুণভক্তিমান্ ব্যক্তিগণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি যাজন করিলে ক্রমশঃ শ্রীভগবানে পূর্ণ মমতা লাভ করিয়া প্রেমবান্ ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন।

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম হয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের প্রীতি কামনায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসাধনে স্ত্রী, পুত্র পরিজন বিষয় বৈভব দেহগেহাদিতে নিবদ্ধ মমতা শিথিল হইয়া যায় এবং শ্রীভগবানে ক্রমশঃ পূর্ণ মমতা লাভ হয়। এই প্রকার অন্যনিরপেক্ষ কৃষ্ণনিষ্ঠ মমতারই নাম প্রেম। কিন্তু মমতার বিশেষত্ব এবং তারতম্য বশতঃ একই প্রেম নানা ভক্তের নিকট নানা মূর্ত্তি ধারণ করে এবং নানা ভাবে ও নানা নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভক্ত ভেদে রতি পঞ্চপরকার। শান্ত রতি দাস্য রতি সখ্য রতি আর॥
বাৎসল্য রতি মধুর রতি এ পঞ্চ বিভেদ। রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম। কৃষ্ণভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

এই পঞ্চপ্রকার রতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে—যাঁহারা স্ত্রীপুত্র বিত্তাদিতে মমতাশূন্য হইয়া পূর্ণ কৃষ্ণনিষ্ঠার আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান, তাঁহাদের সেই স্ত্রীপুত্র বিত্তাদিতে মমতাবিহীন কৃষ্ণনিষ্ঠাকেই শান্ত রতি বলা যাইতে পারে। জ্ঞানযোগের সাধনায় যাঁহাদের ব্রহ্মভাব লাভ হয়, তাঁহাদেরও স্ত্রীপুত্র বিত্তাদিতে মমতা থাকে না এবং তাঁহাদেরও কৃষ্ণসেবাধিকার থাকে না এবং তাঁহারাও সর্ব্বমূলস্বরূপ পরব্রহ্মে অহংভাব সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মভূত হইয়া নির্ব্বিশেষ আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যান; কিন্তু তাঁহারা শান্ত ভক্তের ন্যায় কৃষ্ণনিষ্ঠাজনিত পরমানন্দের অধিকারী হন না। সুতরাং ব্রহ্মভূত এবং শান্তভক্ত এই দুইএর তারতম্য সমালোচনা করিলে মনে হয় যে, ব্রহ্মভূত ব্রহ্মানন্দস্বরূপতা লাভ করিয়া সেই আনন্দসিন্ধুতে বিলীন হইয়া যান এবং শান্তভক্ত কৃষ্ণনিষ্ঠতা অবলম্বন করিয়া সেই আনন্দসমুদ্রে সুখসন্তরণ করেন। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" এবং "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" এই দুই শ্রুতিবাক্যের সমালোচনায় স্পষ্টই জানা যায় যে—যাঁহারা ব্রহ্মরূপে অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক সচ্চিদানন্দস্বরূপে পরতত্ত্বের আস্বাদন পান, তাঁহারা সেই সর্ব্বাত্মক বস্তুতে আত্ম-স্বরূপের দ্বৈত ভাব ডুবাইয়া দিয়া সেই সর্ব্বাত্মক বস্তুরই স্বরূপান্তর্গত হইয়া যান এবং তাহাতে তাঁহাদের নিজের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু যাঁহারা সেই সর্ব্বাত্মক বস্তুকে রসরূপে অর্থাৎ প্রিয় রূপে, আস্বাদ্য রূপে, মম ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন—তাঁহারা সেই সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বপ্রিয় এবং সর্ব্ববিধ মমতাস্পদ বস্তুর মূলস্বরূপ সচ্চিদানন্দের আস্বাদ পাইয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া যান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—ব্রহ্মভূত—ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ এবং শান্ত ভক্ত ঐ আনন্দের ভোক্তা। শান্ত ভক্তগণের কেবলমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠাজনিত আনন্দেরই ভোগ হয়, কিন্তু তাঁহাদের কৃষ্ণসেবানন্দের আস্বাদন করা সম্ভবপর হয় না। মমতার আনন্দে এবং সেই মমতাস্পদ বস্তুর ভোগের আনন্দে কিছু তারতম্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। জগতেও দেখা যায় যে—কেহ যদি কোনও কারণে হঠাৎ প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ করেন তখন তাঁহার সেই সেই বস্তুতে "আমার" বুদ্ধি হয় এবং তিনি সেই আনন্দে বিভোর হইয়া যান; তাহার পর তিনি যখন সেই সমস্ত ধনসম্পদাদি ভোগ করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার আরও অধিকতর আনন্দাস্বাদন হয়। এই রূপ যাঁহারা শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তি যাজন করিতে করিতে সর্ব্বমূলস্বরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানকে আমার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারা কেবলমাত্র সেই মমতার আনন্দই আস্বাদন করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সেবাধিকার পান, তখন তাঁহারা সেই মমতাস্পদ বস্তুকে ভোগ করিতে পারেন এবং তাদৃশ পরমানন্দের অধিকারী হন। জগতেও দেখা যায় যে—সকল বস্তুর ভোগ একই প্রকারে সম্পন্ন হয় না। যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নাদির ভোগ ভোজনে, বস্ত্রাদির ভোগ পরিধানে, মুকুটাদির ভোগ মস্তকাবরণে—ইত্যাদি। এই প্রকার সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের ভোগ কেবলমাত্র সেবায়। সুতরাং যাঁহারা যে ভাবে ভগবানের সেবা করিতে পারেন তাঁহারা সেই ভাবেই শ্রীভগবান্‌কে ভোগ করিতে পারেন। সেবার তারতম্যে ভোগেরও যে কিছু কিছু তারতম্য হয় তাহাও একেবারে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে বড় এবং নিজেকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে করিয়া সঙ্কুচিত চিত্তে আজ্ঞা পালনাদি সেবা করেন, তাঁহাদিগকে দাসভক্ত বলা হয়। দাসভক্তগণ শ্রীভগবানের সেবাধিকার পাইয়া শান্তভক্ত হইতে অধিকতর আনন্দভোগের অধিকারী হন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের সেবায় সঙ্কোচভাব থাকে বলিয়া তাঁহারা পরিপূর্ণরূপে শ্রীভগবানের সেবা করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। হনুমান প্রভৃতি দাস ভক্তগণ নানা ভাবে শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালন ও পরিচর্য্যাদি করিয়া বিবিধ প্রকারে শ্রীভগবানের প্রীতি বিধান করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা কখনও ভগবান্‌কে কোনও আজ্ঞা করেন নাই কিংবা ভগবানের কোন পরিচর্য্যা গ্রহণ করেন নাই। শ্রীরামায়ণে দেখা যায় যে—ভক্তশ্রেষ্ঠ বীরাগ্রণী হনুমান্ শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দুই স্কন্ধে ধারণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে হনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষভাবে পরিচর্য্যা ও প্রীতিবিধান করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিবিধানের জন্য হনুমান কখনও শ্রীরামচন্দ্রের স্কন্ধে আরোহণ করেন নাই, কিংবা শ্রীরামচন্দ্রের কোন লীলাতেই কখনও ইহার প্রয়োজন হয় নাই। কেননা শ্রীরামচন্দ্র প্রভু এবং হনুমান্ তাঁহার দাস। কাজেই প্রভু ও দাসের উচ্চ নীচ ভাব অক্ষুন্ন রাখিয়াই হনুমানের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সর্ব্ববিধ লীলা সংঘটিত হইয়াছে।

দাসভক্তগণ কায়মনোবাক্যে নিরন্তর শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা এবং আজ্ঞাপালন-সেবারসসমুদ্রে নিমগ্ন থাকেন বটে, কিন্তু দাসোচিত সঙ্কোচবশতঃ এবং দাসভক্তের সর্ব্ববিধ সেবাধিকার নাই বলিয়া তাঁহাদের পূর্ণরূপে সেবারসাস্বাদন হয় না। কাজেই দাস্যরসের সেবা অপেক্ষা সখ্যরসের সেবাতেই সঙ্কোচবিহীনচিত্তে পরিপূর্ণ আনন্দাস্বাদন ঘটিয়া থাকে। "উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানাং পরাজিতঃ" এই শ্রীমদ্ভাগবতবচনে জানা যায় যে—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীদাম নামক গোপবালকের নিকট পরাজিত হইয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়াছেন ও শ্রীদামও সখ্যভারাক্রান্তচিত্তে সেই বিশ্বপতির স্কন্ধে উঠিয়া পরমানন্দরসাস্বাদন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—সখ্যরসময় ভক্তগণের সেবাধিকার দাসভক্তগণের সেবাধিকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। দাসভক্তগণ শ্রীভগবান্‌কে প্রভু এবং নিজেকে তাঁহার দাস মনে করিয়া যথাযোগ্য সেবা করিয়া থাকেন এবং এই পর্য্যন্তই তাঁহাদের সেবাধিকার। কাজেই তাঁহারা সখ্যভাবের সমবুদ্ধিতে সেবা করিবার সুযোগ পান না। সখ্যরসময় ভক্তগণ তাঁহাদের সখ্যরসাক্রান্তচিত্তে শ্রীভগবানের প্রভুত্বের ধারণা করিতে পারেন না, তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে নিজের সহিত সম মনে করিয়া অসঙ্কোচে তাঁহার সেবা করিতে পারিলেও তাঁহাদের কখনও শ্রীভগবানে হীনবুদ্ধি হয়না। কিন্তু বাৎসল্যরসময় ভক্তগণ শ্রীভগবানকে নিজ অপেক্ষা হীন মনে করিয়া তদুচিত সেবায় শ্রীভগবানের প্রীতি বর্দ্ধন করেন এবং নিজেও সেই সেবানন্দসাগরে ভাসমান হন। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গই বাৎসল্য প্রেমের আধার, তাঁহারা শ্রীভগবানকে পুত্রবুদ্ধিতে লালনপালনাদি করেন, এবং 'অবোধ বালক নিজ প্রয়োজনীয় স্নান, ভোজন, শয়ন প্রভৃতিতেও অনভিজ্ঞ সুতরাং তাহার এইসমস্ত কার্য্য আমরা না করিয়া দিলে তাহার নিজের করিবার সাধ্য নাই' এইপ্রকার হীনবুদ্ধিতে ক্ষুদ্রজ্ঞানে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীভগবানকে ধারণা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার সৎশিক্ষাদি লাভের জন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে তর্জ্জন, তাড়ন ও শাসনাদি করিতেও কুণ্ঠিত হন না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধনলীলা, বাৎসল্য-প্রেমবতী মা যশোদার পরিপূর্ণ বাৎসল্য প্রেমের সমুজ্জ্বল নিদর্শন। এই লীলায় বালক ভগবান্ নবনীত চৌর্য্য এবং দধিভাণ্ড ভঞ্জনাপরাধে যশোদার নিকট নানা ভাবে তর্জ্জন ভর্ৎসনাদি ভোগ করিয়া অবশেষে মা যশোদা কর্ত্তৃক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজ্জু দ্বারা উদূখলে নিবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রকার হীন বুদ্ধিতে সেবা করিবার অধিকার, দাসভক্ত কিংবা সখ্য-রসময়ভক্তগণের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। শ্রীভগবান্‌কে হীনবুদ্ধিতে সেবা করিলে যে কি আনন্দ হয়, তাহা দাসভক্ত কিংবা সখ্যরসময় ভক্তগণের কল্পনারও অতীত। তাঁহাদের প্রেমের অনুরূপ ধারণায় কিছুতেই শ্রীভগবানকে হীন, অক্ষম, কিংবা নিজ প্রয়োজনীয় স্নান ভোজনাদি কার্য্যেও অসমর্থ বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই বাৎসল্য-প্রেমের সেবা, দাস্য ও সখ্য প্রেমের সেবা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মধুর রসের সেবা ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই রসের ভক্তগণ অবাধে শ্রীভগবানের সর্ব্ববিধ সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই রসে ভগবানের যাদৃশ সেবা হয় তাহা আর কোন রসেই সম্ভবপর হয় না। শ্রীভগবানের সহিত নানা ভাবে বিলাস বিহারাদি একমাত্র মধুর রসেই সম্ভব হইতে পারে। বাৎসল্য রসের ভক্তগণ শ্রীভগবানকে পুত্রজ্ঞানে সেবা করেন, কিন্তু মধুর রসের ভক্তগণ শ্রীভগবানকে প্রাণবল্লভ বলিয়া ধারণা করেন এবং সেই ভাবে ভাবিত হইয়া নিজাঙ্গ দ্বারা বিলাস বিহারাদি করিয়া শ্রীভগবানের প্রীতি বর্দ্ধন করেন। সুতরাং এই রসের ভক্তগণের প্রেমসেবাই সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ, অবাধ এবং শ্রেষ্ঠ। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চভূতের মধ্যে যেমন ব্যোমেই সর্ব্বভূতের গুণ প্রকাশ হয়, সেইরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই পঞ্চরসের মধ্যে মধুররসেই সকল রসের গুণ প্রকাশ হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। দুই তিন গণনে পঞ্চ বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

দেহদৈহিকাদিতে অহং মম ভাবপূর্ণ বহির্মুখ জীবের অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া যদি মধুর রসময় ভক্তের প্রেমসেবা পর্য্যন্ত সমালোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে—বহির্মুখ জীবগণ দেহকে "আমি" এবং স্ত্রীপুত্র বিত্তাদিকে "আমার" বলিয়া বুঝিয়া এবং নিরন্তর তাহাদের সেবাতেই রত থাকিয়া বিবিধ বৈষয়িক সুখ দুঃখ এবং তজ্জনিত হর্ষবিষাদে জর্জ্জরিত হইয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে। তাঁহার মধ্যে যাঁহারা কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবশতঃ জ্ঞানযোগাদির সাধনানুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বমূলস্বরূপ পরব্রহ্মকে "আমি" বলিয়া ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারা বৈষয়িক সুখদুঃখের অতীত হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান এবং চিরতরে "আমি আমার" ভুলিয়া নির্ব্বিশেষে সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই অবস্থান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের গুণলীলাদি শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে পারেন, তাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদির মমতা ভুলিয়া শ্রীভগবানের মমতারসেই ডুবিয়া যান। শ্রীভগবান্‌কে 'আমি' বলিয়া ধারণা করিয়া ব্রহ্মভূত যোগিগণ যেমন নির্ব্বিশেষত্ব প্রাপ্ত হন, শ্রীভগবানে মমতাপন্ন ভক্তগণ সেরূপ নির্ব্বিশেষত্ব প্রাপ্ত না হইলেও তাঁহারা মমতার আনন্দে আত্মহারা হইয়া শ্রীভগবানের সেবানন্দ আস্বাদন করিবার সুযোগ পান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—শ্রীভগবানে অহংবুদ্ধি রূপ ব্রহ্মভাবে কোন প্রকার বিষয় সম্বন্ধ কিংবা বৈষয়িক সুখদুঃখের পীড়ন না থাকিলেও তাহাতে সচ্চিদানন্দেরও আস্বাদন নাই। ব্রহ্মভাব—অনুভূতিবিহীন সচ্চিদানন্দ স্বরূপতা মাত্র। কিন্তু শ্রীভগবানে মমতা-সমর্পণ-রূপ শান্ত ভাবে বৈষয়িক সুখদুঃখাদির পীড়ন ত নাইই, তদুপরি সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ-রূপ পরমানন্দের আস্বাদন আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, বহির্মুখভাব অপেক্ষা ব্রহ্মভাব এবং তদপেক্ষা শান্তভাব শ্রেষ্ঠ। বহির্মুখভাবে বিবিধ বিষয়-তৃষ্ণা, ব্রহ্মভাবে বিষয়ে বিতৃষ্ণা এবং শান্তভাবে বিষয়ে বিতৃষ্ণা এবং কৃষ্ণনিষ্ঠা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মভাব অপেক্ষা শান্তভাবের কৃষ্ণনিষ্ঠায়ই বিশেষত্ব এবং তাহাই শান্ত ভক্তগণের পরমানন্দরসের অফুরন্ত প্রস্রবণ।

শান্তরসের বিষয়বিতৃষ্ণা এবং কৃষ্ণনিষ্ঠা দাস্যরসে পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে, তদুপরি তাহাতে কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি হয়। সখ্যরসে শান্ত ও দাস্য এই দ্বিবিধ রসের গুণ—বিষয় বিতৃষ্ণা, কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণসেবা বিদ্যমান থাকিয়া তদুপরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসঙ্কোচ লাভ হয়। (সখ্যরসের ভক্তগণ যেমন অসঙ্কোচে কৃষ্ণসেবা করিতে পারেন, দাসভক্তগণ তাহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারেন না।) বাৎসল্যরসে সখ্যরসের যাবতীয় গুণ বিদ্যমান থাকিয়া তদুপরি হীনজ্ঞানে সেবাধিকার অধিক থাকে। মধুর রসে শান্ত দাস্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধরসের বিষয়বিতৃষ্ণা, কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ, হীনজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গুণের উপর নিজাঙ্গ দ্বারা বিলাস বিহারাদি পর্য্যন্ত সেবাধিকার লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং এই রসেই পরিপূর্ণ রূপে কৃষ্ণসেবা-রসাস্বাদন হইয়া থাকে।

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে। এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

এই প্রেমে পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণসেবানন্দের আস্বাদন হয় বলিয়া এই প্রেমই "মধুররস" "আদিরস" "উজ্জ্বলরস" প্রভৃতি নানা নামে নানা শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদিও দাস্য সখ্যাদিরসের ভক্তগণও নিজ নিজ ভাবে কৃষ্ণ-সেবানন্দাস্বাদন করিয়া থাকেন এবং কেহই নিজভাবের অপূর্ণতা অনুভব করিতে পারেন না, তথাপি পূর্ব্বোক্তভাবে বিচার করিলে স্পষ্টরূপেই ধারণা হয় যে—সর্ব্বাপেক্ষা মধুররসই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই পূর্ণরূপে কৃষ্ণসেবানন্দাস্বাদন হইয়া থাকে।

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার। চারিভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে॥
তটস্থ হইয়া চিত্তে বিচার যদি করি। সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

এই সমস্ত শাস্ত্র বচনে এবং বিবিধ পুরাণ ইতিহাসাদিতে শ্রীভগবানের যে সমস্ত লীলা বর্ণিত আছে তাহা সমালোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে শ্রীভগবানের যে সমস্ত ভক্তগণ মধুর রসে শ্রীভগবানের সেবা করেন তাঁহাদেরই অধিকতর সেবানন্দাস্বাদন হইয়া থাকে। কেন না এই রসেই সর্ব্বপ্রকারে শ্রীভগবানের সেবা করা যায়। এই রসের ভক্তগণ সকলেই শ্রীভগবানের প্রেয়সী এবং তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবান্‌কে "প্রাণবল্লভ" বলিয়া ধারণা করেন। দাস্যরসের ভক্তগণ শ্রীভগবান্‌কে প্রভু বলিয়া এবং নিজেকে দাস কিংবা দাসী বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। সখ্যরস সজাতীয়তা সাপেক্ষ, কাজেই সে রসে শ্রীভগবানের পুরুষ মূর্ত্তির ভক্তগণ সখা এবং স্ত্রীমূর্ত্তির ভক্তগণ সখী। বাৎসল্যরসে শ্রীভগবানে পুত্রজ্ঞান হয় এবং এই রসের ভক্তগণ নিজেকে যথাযোগ্য পিতা কিংবা মাতা বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। মধুররসের ভক্তগণ সকলেই স্ত্রীদেহধারী। স্ত্রীদেহ ব্যতীত মধুররসে শ্রীভগবানের সেবা হয় না। মধুররসের নামান্তর শৃঙ্গাররস। রসশাস্ত্রে এই মধুররস কিংবা শৃঙ্গাররসের লক্ষণ দেখা যায়—

শৃঙ্গন্তু মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ। উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার উচ্যতে॥

মদনাবেশজনিত চিত্তের উদ্‌ভ্রান্ততা ও ব্যাকুলতার নাম শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গের আবির্ভাববশতঃ ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি সমন্বিত উত্তমপ্রকৃতির (শ্রেষ্ঠ রমণীর) সহিত বিলাস বিহারাদি বশতঃ যে আনন্দাস্বাদন হয় তাহাই রসশাস্ত্রে শৃঙ্গাররস বলিয়া অভিহিত। (যদিও শ্রীভগবানের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য তাঁহার সহিত বিলাস বিহারাদির জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইলে সে ব্যাকুলতার সহিত প্রাকৃত কাম কিংবা প্রাকৃত কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মদনের কোনও সম্বন্ধ নাই, তথাপি কোটিমন্মথমন্মথ শ্রীভগবান্‌ই সাক্ষাৎ মন্মথরূপে সেই ভক্তগণের মন মথন করেন বলিয়া তাঁহার সহিত এই রসের লীলা এবং তদুচিত সেবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়স্থিত "তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ। পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রকাশের সময়ে এই তত্ত্বের বিস্তৃতরূপে সমালোচনা করা হইবে।)

অতএব দেখা যাইতেছে যে—যে সমস্ত উত্তমা রমণীগণ, শ্রীভগবানে পূর্ণ মমতাবশতঃ বিলাস-বিহারাদি স্ত্রী-ভাবের দ্বারা শ্রীভগবানের আনন্দবর্দ্ধন করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়েন, শ্রীভগবান্‌ও প্রেমাধীনতা স্বভাববশতঃ তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবাগ্রহণের জন্য ব্যাকুল হন এবং তাঁহাদের অভিলষিত সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। যাঁহারা এই ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহারা শ্রীভগবানের "কান্তা" নামে অভিহিত। বলা বাহুল্য, শ্রীভগবান্‌ও তাঁহাদের কান্তা হইয়া তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" এই গীতাবচনে স্পষ্টই জানা যায় যে—যে ভক্ত যে ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিতে আগ্রহান্বিত হন, শ্রীভগবান্ সেই ভাবেই সেই ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। যদি একমাত্র ব্রহ্মভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাবেই শ্রীভগবানকে পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ কখনই "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" বলিয়া তাঁহার ভক্তচূড়ামণি অর্জ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেন না। বিশেষতঃ "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত নির্লিপ্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের পক্ষে যদি প্রভু হইয়া দাসের সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহার কান্ত হইয়া কান্তার সেবা গ্রহণ করাও অসম্ভব নহে। জ্ঞানিশ্রেষ্টগণ যদি বলেন যে, নিত্য-নিরঞ্জন নিরাকার নির্লিপ্ত পরব্রহ্মকে—প্রভু, সখা, পুত্র কিংবা কান্তা যাহাই মনে করা যাউক না কেন, সমস্তই অজ্ঞানেরই রূপান্তর মাত্র, তাহা হইলে আমরা অগত্যা বলিতে বাধ্য হইব যে—শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে ও রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস গ্রন্থে এই নিত্য নিরঞ্জন পরব্রহ্মের যে সমস্ত লীলা বর্ণিত আছে তাহাতে দেখা যায় যে—তিনি তাঁহার দাস সখা প্রভৃতি ভক্তগণের প্রেমের অধিন হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানিশ্রেষ্ঠগণ কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিবেন না। সর্ব্বজনবিদিদিত এবং সর্ব্বজনসমাদৃত গীতা শাস্ত্রে দেখা যায় যে, যিনি অর্জ্জুনকে "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তিনিই অর্জ্জুনের সখ্যপ্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার রথে সারথি হইয়াছেন এবং "সনপোরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত" অর্জ্জুনের এই আদেশে উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জ্ঞানযোগে তাঁহাকে নির্লিপ্ত করা অপেক্ষা এইরূপ প্রেমে তাঁহাকে সারথি করিয়া লওয়া কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। ইহা যদি অজ্ঞান হয়, তাহা হইলে এ অজ্ঞান জ্ঞান অপেক্ষা যে কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, যাঁহারা কান্তাভাবে মধুর রসে আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রেম এবং তাঁহাদের সেবাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা ইতঃপূর্ব্বে নানাভাবে বিচারিত হইয়াছে। এই সমস্ত কান্তাগণের যদি শ্রেণীবিভাগ করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে—

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি বিবিধ প্রকার। এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর।
ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়া রুক্মিণী, সীতা প্রভৃতিকে মহিষীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা কান্তাভক্ত হইলেও মহিষীশ্রেণীভুক্ত। অনন্ত বৈকুণ্ঠাদিধামে শ্রীভগবান্ নারায়ণাদি রূপে লীলা করেন এবং লক্ষ্মীগণ কান্তারূপে তাঁহার সেবা করেন; আর ব্রজলীলায় অগণিত গোপরমণীগণ কান্তারূপে শ্রীভগবানের সেবা করেন। এই তিন শ্রেণীর কান্তাগণের মধ্যে পার্থক্য এই যে মহিষীগণকে শ্রীভগবান্ বিবাহ বিধিতে গ্রহণ করেন, লক্ষ্মীগণ অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবানের সেবা করেন এবং গোপীগণ পরবধূ হইয়াও নিজ পতি পরিত্যাগ করিয়া জগৎপতি শ্রীভগবানের সেবা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরসশাস্ত্রকারগণের ভাষায় বলিতে হইলে—মহিষীগণ বিবাহ বিধিতে স্বীকৃত স্বকীয়া কান্তা, লক্ষ্মীগণ বিবাহ বিধিতে স্বীকৃত না হইলেও অনাদিকাল হইতে স্বকীয়া কান্তা এবং গোপীগণ পরকীয়া। এই ত্রিবিধ কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে পরকীয়া গোপরমণীগণের প্রেমই সর্ব্বোচ্চ এবং ইঁহাদের কৃষ্ণসেবারসাস্বাদনই পরিপূর্ণ এবং অতুলনীয়। এই জন্যই গোপীগণকেই কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি বলা যাইতে পারে—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল তাঁর প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস আস্বাদ কারণ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

"তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ" প্রভৃতি অগ্রিম শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পরকীয়া ভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা করা হইবে এবং "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা হইবে। সেজন্য এখানে আর এ সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। তবে এই পর্য্যন্ত সমালোচনায় সম্ভবতঃ আমরা ধারণা করিতে পারিব যে বিষয়াসক্ত বহির্ম্মুখ জীবগণ অপেক্ষা বিষয়াসক্তি পরিত্যাগের জন্য যাঁহারা সাধানানুষ্ঠানে রত হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বিষয়াসক্তিবিহীন তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন সিদ্ধগণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা কৃষ্ণনিষ্ঠাপরায়ণ শান্ত ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা কৃষ্ণসেবাপরায়ণ দাস্য-সখ্যাদি রসের ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা মধুররসে কৃষ্ণসেবাপরায়ণ কৃষ্ণকান্তাগণ শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যেও গোপীগণ যে ভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে পারেন এবং তাঁহাদের যেরূপ কৃষ্ণে আসক্তি তাহার আর কুত্রাপি তুলনা নাই। "নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি পর্য্যুপাসতে। তাভ্যঃ পরং ন মে কিঞ্চিৎ নিগূঢ়প্রেমভাজনং" প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রদর্শিত আদিপুরাণবচনে গোপী-প্রেমেরই পরম শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বিশেষ রূপে ধারণা হয়।

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম শ্লোকে আমরা শ্রীভগবানের যে রমণ লীলার উদ্দেশ্য পাইতেছি, সে রমণে একমাত্র গোপীগণই অবলম্বন। গোপীগণের সহিত রমণ করিয়াই শ্রীভগবান্ এই লীলার রসাস্বাদন করিয়াছেন এবং গোপীজনবল্লভ রূপে পুরাণতন্ত্রাদিতে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ যদি কোন প্রকার আধ্যাত্মিকাদি ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়া গোপী শব্দের অর্থ, জীবাত্মা প্রভৃতি বুঝিতে কিংবা বুঝাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি যে পরম মধুর লীলারসে বঞ্চিত হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। গৌতমীয়তন্ত্রে দশাক্ষর এবং অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গোপী শব্দের ব্যাখ্যা দেখা যায় যে—

গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাৎ জনস্তত্ত্বসমূহকঃ। ইত্যাদি—

ইহাতে গোপী শব্দে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণময়ী, প্রকৃতি এবং জন শব্দে সেই প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত মহতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব সমূহের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং শ্রীভগবানের ঈক্ষণ প্রভাবে গোপী অর্থাৎ মূল প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি হয় বলিয়া তাঁহাকে গোপীজনের বল্লভ বলা যায় বটে কিন্তু ইহার পরেই গৌতমীয়-তন্ত্রে বর্ণিত আছে যে,—

"অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা"

পূর্ব্ব ব্যাখ্যার কোন প্রকার অস্বরস কিংবা অসামঞ্জস্য না হইলে কখনই ব্যাখ্যান্তরের প্রকাশ হয় না। কাজেই গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণ সহ রাসাদিলীলায় সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না বলিয়াই দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অবতারণা করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, অনন্তলীলাময় শ্রীভগবানের লীলাকথা সমালোচনা করিতে হইলে তাঁহার লীলাপার্ষদগণ সম্বন্ধে কিছু ধারণা রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ যে সমস্ত ভক্তগণের সহিত লীলা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত ভক্তগণকে পার্ষদ বলা হয়। শ্রীভগবান্ অনাদিকাল হইতেই তাঁহার পার্ষদ ও ভক্তগণের সহিত নিত্য লীলাবিলাস করিয়া থাকেন এবং জগতের জীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য তাঁহার সেই নিত্যলীলা মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা জগতে অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি যে সমস্ত শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার নিত্যধামেরই প্রাপঞ্চিক প্রকাশ মাত্র—

যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পূর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণলীলার্থমাদৃতাঃ॥ (পদ্মপুরাণং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দার্শনিকগণের মতে যেমন সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, সেইরূপ বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে শ্রীভগবানের লীলাপ্রবাহও অনাদি। কিন্তু লীলাপ্রবাহের অনাদিত্ব স্থাপন করিবার জন্য বৈষ্ণব দার্শনিকগণ আধুনিক আধ্যাত্মিকতাবাদিগণের মত কোন প্রকার অভিনব মনীষার উদ্ভাবন করেন নাই। তাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং তাহার অবিরোধি যুক্তি দ্বারা লীলাময়ের অনাদি লীলাপ্রবাহ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" এই সর্ব্বসম্প্রদায়সম্মত শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে—সর্ব্বমূলস্বরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি বিবিধ শক্তি আছে এবং তাহা স্বাভাবিকী ও পরা অর্থাৎ চিৎস্বরূপা। ইহাতে জানা যাইতেছে যে পরব্রহ্মের শক্তি সাময়িকী কিংবা আগন্তুকী নহে কিংবা তাহা জীবের দর্শনশক্তি শ্রবণশক্তির মত জড় পদার্থ নহে। পরব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি হইতেই অনন্তলীলার প্রকাশ হয়, ইহাতেও কাহারও কিছু আপত্তি করিবার নাই। অতএব যাঁহাতে নিত্য স্বভাবিকী চিৎস্বরূপ ক্রিয়াশক্তি অথবা লীলাশক্তি অবস্থিত থাকে, তাঁহাকে কদাপি ক্রিয়াহীন কিংবা লীলাহীন মনে করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তিশালী শ্রীভগবানের যদি কখনও ক্রিয়াহীন হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি থাকা সত্ত্বেও কখনও কখনও অজ্ঞ হওয়াও বোধ হয় অসম্ভব হয় না। কাজেই নিত্য লীলাময় শ্রীভগবান্‌কে লীলাহীন সচ্চিদানন্দস্বরূপমাত্র ধারণা না করিয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহার নিত্যলীলার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া অপার করুণার প্রস্রবনস্বরূপ লীলারসে ডুবিয়া থাকাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সরমো বালকৈর্বৃতঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সদা ক্রীড়তি কংসহা॥ (স্কন্দপুরাণম্)

এই স্কন্দপুরাণ বচনে জানা যায় যে—কংসহারী হরি গোপবালক এবং গোবৎসগণ পরিবৃত হইতে নিরন্তর বৃন্দাবনান্তরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। "মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ" "পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবত বচনে এবং এইরূপ অসংখ্য অন্যান্য পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা প্রভৃতির বচনে শ্রীভগবানের নিত্যলীলারই উদ্দেশ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ "সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" প্রভৃতি শ্রুতি-বচনে যে বিশ্বপতি পরব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টি কার্য্য পর্য্যন্ত পূর্ব্বানুসারে বিহিত হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়, তাঁহার কৃষ্ণরামাদি অবতারের লীলা কি আকস্মিকী কিংবা অভিনব হইতে পারে? গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে শ্রীভগবানের লীলার নিত্যতা সম্বন্ধে অত্যধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিংবা যুক্তির অবতারণা করা না হইলেও পূর্ব্বপ্রদর্শিত দিগ্‌দর্শনানুসারে সুধীগণ বুঝিয়া লইবেন যে, অনন্ত লীলাময় শ্রীভগবানের লীলার নিত্যতা সম্বন্ধে নানাশাস্ত্রে নানা প্রমাণ আছে এবং তাহার অবিরোধে বহুতর যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে।

অনন্তলীলাময় শ্রীভগবানের লীলার নিত্যতা স্বীকার করিতে হইলেই তাঁহার লীলাপার্ষদগণের নিত্যতা অবশ্য স্বীকার্য্য। "স একাকী নারমত" এই মাধ্বাচার্য্য প্রদর্শিত শ্রুতি বচনে জানা যায় যে শ্রীভগবান্ কদাপি একাকী লীলা করেন না; তাঁহার অনন্ত লীলার অনন্ত পরিকর আছেন এবং তিনি অনাদিকাল হইতেই এই সমস্ত লীলাপরিকরগণ সহ অনন্ত লীলা করিয়া থাকেন। "একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত শ্রীভগবান্ এক হইলেও তিনিই অনাদিকাল হইতে অনন্তরূপে অবস্থিত, তাহা "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি" এই শ্রুতিবাক্যেই জানিতে পারা যায়। "স মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে জগতের উপাদানস্বরূপ মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ন্তা শ্রীভগবান্ মায়াদ্বারা এই বিশ্ব রচনা করিয়া থাকেন। তিনি যখন বিশ্ব রচনা করিতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁহারই বহিরঙ্গা শক্তিমায়া, তাঁহারই ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিপ্রেরিত হইয়া বিশ্বরূপে পরিণত হয়; সুতরাং অনন্ত শক্তিময় শ্রীভগবান্ এইরূপে তাঁহার স্বরূপশক্তিকেও ধামপার্ষদাদিরূপে প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতেই বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন ইহাতেও কোনই আপত্তির কারণ থাকা উচিত নহে। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ আত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা ইদমগ্র আসীৎ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, পরিদৃশ্যমান ক্ষণভঙ্গুর জড়জগৎ অগ্রে বা সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার মূলকারণস্বরূপ সৎ বা আত্মারূপেই অবস্থিত ছিল। যেমন ব্যবহার জগতে দেখা যায় যে, কোনও মৃৎপাত্রকে বলা যাইতে পারে যে ইহা পূর্ব্বে মৃত্তিকাই ছিল, সেইরূপ জগৎকেও বলা যাইতে পারে যে, ইহা পূর্ব্বে সৎ, আত্মা কিংবা ব্রহ্মই ছিল। কিন্তু সেই জগৎকারণ সৎ, আত্মা কিংবা ব্রহ্ম যে তৎকালে লীলাবিহীন ছিলেন, ইহা শ্রুতি-বাক্যে পাওয়া যায় না, কিংবা ধারণা করা উচিৎ নহে। শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধে শ্রীভগবান্ যখন তাঁহার নাভি কমলসমুদ্ভূত ব্রহ্মার নিকট নিজস্বরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তখন বলিয়াছেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি এই লীলাময় বিগ্রহে এই ধামে পার্ষদগণসহ অবস্থিত ছিলাম, সে সময়ে পরিদৃশ্যমান কার্য্যকারণাত্মক জগতের কোনই অস্তিত্ব ছিল না। জগৎসৃষ্টির পরও আধাররূপে আমিই থাকি এবং জগৎ নাশের পরও তাহার নাশাধিষ্ঠানরূপে একমাত্র আমারই অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। এই প্রকার নানাবিধ শাস্ত্রপ্রমাণে অনন্ত লীলাময় ভগবান্ এবং তাঁহার ধামপার্ষদ ও লীলাদির চির নিত্যতার উপলব্ধি হয়। শ্রীভগবানের লীলা নিত্য হইলেও তাহা সর্ব্বদা জগতে প্রকাশ থাকে না। সে জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ লীলার প্রকট ও অপ্রকট এই দুই ভেদ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সা দ্বিবিধোচ্যতে॥ (শ্রীলঘুভাগবতামৃতং)

শ্রীভগবানের লীলা, যখন তাঁহার কৃপায় জগতের জীবের দৃষ্টিগোচর হয় তখন প্রকট লীলা বলা হয়, এবং যখন শ্রীভগবানের লীলা জগতের জীবের দৃষ্টিগোচর হয় না তখন অপ্রকট লীলা বলা হয়। সূর্য্য সর্ব্বদাই গগনমণ্ডলে অবস্থিত থাকিলেও যেমন পৃথিবীর পরিবর্ত্তনানুসারে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় এবং কখনও অদৃশ্য থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই তাঁহার নিত্যধামে নিত্যপার্ষদগণসহ নিত্যলীলাপরায়ণ হইলেও শ্রীভগবানের কৃপায় কখনও তাঁহার লীলা জগতের দৃশ্য হয় এবং কখনও বা অদৃশ্য থাকে। শ্রীভগবানের লীলা সর্ব্বদা জগতের দৃশ্য না হইলেও সর্ব্বজগতের অতীত গোলোক বৈকুণ্ঠাদি ধামে তাহা নিত্য বিরাজিত।

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ॥
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

আনন্দচিন্ময়রসস্বরূপ প্রেমে প্রতিভাবিত নিজশক্তিবৃন্দ সহ যিনি প্রপঞ্চাতীত গোলোকধামে নিত্যলীলা-বিলাস করিয়া থাকেন, সেই সকল আত্মার আত্মা আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি—এই ব্রহ্মসংহিতা বচনে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নিজ পার্ষদগণসহ গোলোকে অবস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়।

গোলোক গোকুল ধাম বিভু কৃষ্ণ সম। কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বচনেও জানা যায় যে, শ্রীভগবান্ জড় জগতের অতীত সচ্চিদানন্দ ধামে নিত্যলীলা-রসাস্বাদন করেন এবং তাঁহার ইচ্ছায় কোন কোনও সময়ে তাঁহার ধামপার্ষদ লীলা এবং লীলাবিগ্রহের ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হয় ও সেই সময়ে ব্রহ্মাণ্ডস্থিত ভাগ্যবান্ জীবগণ সেই লীলাসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হন।

শ্রীভগবানের লীলার নিত্যতা এবং প্রপঞ্চাতীতধামে তাঁহার লীলাপার্ষদগণ সহ নিত্য অবস্থিতি সম্বন্ধে বহুতর শাস্ত্র যুক্তি থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে তাহার দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল। আশা করি ইহাতেই সুধীভক্তবৃন্দ শ্রীভগবানের নিত্যলীলা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিবেন এবং ইহাতে আমরা, রাসলীলা সম্বন্ধে যাহা বিশেষ আলোচ্য, তাহারও মীমাংসা করিতে পারিব। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রপ্রমাণে এবং শাস্ত্রীয়যুক্তিবলে শ্রীভগবানের লীলার নিত্যতা স্বীকার করিলে তাঁহার লীলাপার্ষদগণের নিত্যতা অবধারিত হইবে। শ্রীভগবান্‌কে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুর এই পঞ্চ রসেই আস্বাদন করা যায় এবং এই পঞ্চ রসেরই নিত্যপার্ষদগণ অনাদিকাল হইতেই প্রপঞ্চাতীতধামে নিজ নিজ ভাবানুসারে শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দাস্বাদন এবং সেবানন্দাস্বাদন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই পঞ্চরসের নিত্যপার্ষদগণের নামোল্লেখ দেখা যায়—

শান্তভক্ত নব যোগেন্দ্র সনকাদি আর। দাস্য ভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন। বাৎসল্য ভক্ত পিতামাতা যত গুরুজন॥
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে যত গোপীগণ। মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যপার্ষদগণসহ নিত্যধামে যে সমস্ত নিত্যলীলা রসাস্বাদন করেন, সেই লীলাই তাঁহার কৃপায় ও ইচ্ছায় মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া থাকে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের যে রাসলীলার কথা জানিতে পাই, তাহাও শ্রীভগবানের নিত্যলীলার প্রকট প্রকাশ। শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গসহ শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রপঞ্চাতীতধামে অনাদিকাল হইতেই এই লীলারসাস্বাদন করিয়া থাকেন। "গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা" এই ব্রহ্মযামল বচনে জানা যায় যে,—শ্রীভগবান্ সর্ব্বগোপী-মুখ্যা শ্রীরাধিকাসহ গোলোকধামে নিত্য বিহার করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়াও আদি পুরাণে দেখা যায়, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

অত্রৈবাহং পুমানেকঃ কেবলোঽগম্য ঈশ্বরঃ। স্ত্রী দ্বিতীয়া তু রাধৈব তস্যাঃ সখ্যঃ স্ত্রিয়োঽপরাঃ॥ (আদিপুরাণং)

আমার নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে সকলের অগম্য, সর্ব্বনিয়ন্তা এবং অদ্বয় স্বরূপ একমাত্র আমিই পুরুষ এবং আমারই দ্বিতীয় বিগ্রহ স্বরূপ শ্রীরাধা এবং তাঁহার সখীগণ রমণী। ইহাতে জানা যায় যে "একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব স্বরূপ শ্রীভগবান্ অনাদিকাল হইতেই রাধা ও কৃষ্ণ এই রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া লীলারসাস্বাদন করিয়া থাকেন।

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি অগ্নিজ্বালা চয় নাহি কোন ভেদ॥
তৈছে রাধা কৃষ্ণ দোঁহে একই স্বরূপ। লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও অনাদিকাল হইতে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া লীলা-রসাস্বাদন করেন। শ্রীরাধিকা একই মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে রাসদিলীলা রসাস্বাদন করাইতে পারেন না বলিয়া তিনিই আবার ললিতাবিশাখাদি অনন্তমূর্ত্তি প্রকাশ করেন এবং সেই বহুমূর্ত্তিতে বিবিধ লীলা করিয়া আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করেন অবতার। শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥
আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে। কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীভগবান্ তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার কায়ব্যূহরূপা ললিতাদি গোপরমণীগণসহ অনাদিকাল হইতে গোলোকে রাসক্রীড়াদি বিবিধ লীলা রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে জগতের জীবগণকে এই লীলা-রসে অভিষিক্ত করিবার জন্য ও ব্রহ্মাণ্ডগত সাধক ভক্তগণকে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট করাইবার জন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার এই নিত্যলীলা জগতে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সূর্য্য সর্ব্বদাই গগনে বিরাজিত থাকিলেও যেমন পৃথিবীতে প্রকাশ কালে তাহার উদয় দেখা যায়, সেইরূপ শ্রীভগবান্ নিত্যলীলারসাবিষ্ট থাকিলেও তাঁহার লীলা যখন জগতে প্রকাশ হয় তখন সেই লীলার প্রথমারম্ভ দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রীভগবানের নিত্যলীলার প্রথমারম্ভ নাই। শ্রীভগবানের অনাদিসিদ্ধ রাসলীলা কি ভাবে জগতে প্রকাশ হইয়াছিল তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—কাজেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে শ্রীশুকদেব বর্ণনা করিয়াছেন—"ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে" (ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন)। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ শাস্ত্রবচন সমালোচনা করিলে জানা যায় যে—এই রমণ যদিও তাঁহার অনাদিসিদ্ধ, তথাপি জগতে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার প্রথমারম্ভের অভিনয় আরম্ভ হইল—শ্রীভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

"ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে" (ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন) এই পঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম শ্লোকাংশ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তি তর্কের অবতারণা করিলে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে—ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্বিধ মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার কায়ব্যূহরূপা অসংখ্য গোপরমণীগণসহ প্রপঞ্চাতীতধামে অনাদিকাল হইতেই বিবিধ লীলা বিহারে রত আছেন, সম্প্রতি তিনি তাঁহার এই পরম করুণার লীলারসে জগৎকে আপ্যায়িত করিবার জন্য জগতে এই লীলা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সাধক ভক্তগণের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া বিবিধ লীলা করেন। এই সমস্ত লীলা শ্রবণ করিয়া সকলেরই তৎপর অর্থাৎ এই লীলাকথা শ্রবণাদিপর হওয়া কর্ত্তব্য।

"ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" (ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে) এই কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীভগবান্, তাঁহার রমণ, রমণের হেতু, রমণের তাৎপর্য্য প্রভৃতি বহুতর তত্ত্বের অবতারণা করিয়া যথাসাধ্য তাহার প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহাতে স্ত্রীবিলাস মাত্রই যে রমণ শব্দের অর্থ নহে এবং স্বরূপানন্দ বিতরণই যে শ্রীভগবানের আনন্দাস্বাদন এবং আনন্দাস্বাদনই যে রমণ শব্দের অবিসংবাদিত অর্থ—ইত্যাদি প্রকার বিবিধ আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্রই তাঁহার স্বরূপানন্দ বিতরণ করিলেও একমাত্র প্রেমবান্ ভক্তগণই সে আনন্দ গ্রহণ এবং আস্বাদন করিতে পারেন এবং সর্ব্ববিধ প্রেমবান্ ভক্তের মধ্যে মধুর রসের ভক্তগণই প্রধান এবং তাহার মধ্যেও একমাত্র গোপীগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই সমস্ত তত্ত্ব ইতঃপূর্ব্বে নানাভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রযুক্তি ও সিদ্ধান্তানুসারে "ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে" এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা করিলে—ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্বিধ মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া মনে হয়।

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের অপূর্ণ জীবের মত এমন কোনও প্রয়োজন নাই যে তিনি সেজন্য আনন্দাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তিনি সর্ব্বাতিশায়ি প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের বাসনানুরূপ সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূরণ করিলেন এবং এই ভাবে আনন্দ বিতরণ করিয়াই স্বরূপানন্দের আস্বাদন করিলেন। দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ব সমর্পণ করিয়া যেমন নিজের মুখই নিজে দেখিতে হয়, সেইরূপ শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রেমবান্ ভক্তের ভাবদর্পণে নিজেরই আনন্দস্বরূপের প্রতিবিম্ব সমর্পণ করিয়া তাহাই নিজে গ্রহণ করিলেন। ইহাই তাঁহার আনন্দাস্বাদন এবং ইহাই তাঁহার রমণ।

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতস্থিত রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রথমে "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্রীভগবানের যে রমণেচ্ছার কথা জানা যায় সে রমণ কি প্রকার তাহা বুঝিবার জন্য আমাদের কোন প্রকার প্রয়াস পাইতে হইবে না, কেননা রাসপঞ্চাধ্যায়ীর অন্তবর্ত্তী অধ্যায়েই তাহা স্পষ্ট এবং বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে—

"তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ" "রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ" ইত্যাদি।

ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে—শ্রীভগবান রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়া পরিশেষে গোপরমণীগণের সহিত রাস-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রীড়া করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীভগবানের এই রমণ—জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন, ব্রহ্মসাযুজ্য, শিবতাণ্ডব কিংবা চতুঃষষ্টি যোগিনীবর্গের সহিত রণরঙ্গিণী আদ্যাশক্তির রণতাণ্ডব নহে, ইহা "রাসক্রীড়া।" অতএব "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্লোকটি সমালোচনা করিয়াই যদি কেহ শ্রীভগবানের রমণের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি নানা কথাই বলিতে পারেন, কিন্তু "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া দুই এক অধ্যায় অগ্রসর হইলে স্পষ্টই দেখা যায় যে—শ্রীভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন বটে, কিন্তু পরমাত্মারূপে জীবাত্মার সহিত নহে, ব্রহ্মরূপে অজ্ঞানের সহিত নহে, শিবরূপে শিবপার্ষদগণের সহিত নহে, আদ্যাশক্তিরূপে যোগিনীগণের সহিত নহে, কিংবা পুরুষরূপে প্রকৃতির সহিত নহে। শ্রীভগবান্ নবকিশোর নটবর দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দররূপে তাঁহারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং সে রমণ "রাসক্রীড়া" ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

অবশ্য "রাস বলিলেই বিপুল মনীষিগণের মনীষা কুণ্ঠিত হইবে না, তাঁহারা "রাস" শব্দ হইতে নানাবিধ তত্ত্বের আবিষ্কার কিংবা উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিবেন। কেহ বা বলিতে পারেন—"রসো বৈ সঃ" প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যে জানা যায় যে রস শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম, অতএব "রসস্যায়ং রাসঃ" অর্থাৎ পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ-বিশেষই রাস। কেহ বা বলিতে পারেন "রসানাং সমূহো রাসঃ"; অতএব সকল রসের সমাবেশ সমন্বিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ অথবা তজ্জাতীয় কিছুই রাস শব্দের অর্থ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রাস শব্দটি এমন কোনও অপ্রসিদ্ধ এবং আধুনিক পরিকল্পিত যৌগিক শব্দ নহে যে তাহার ইচ্ছানুরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। রাস শব্দটি সঙ্গীত শাস্ত্রে চিরপ্রসিদ্ধ আছে এবং তাহার অর্থ নৃত্য বিশেষ। অতএব প্রসিদ্ধ শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থ কল্পনা করিয়া অসীম মনীষার পরিচয় প্রদান করা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ শব্দের প্রসিদ্ধি অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার বৃহৎক্রমসন্দর্ভ টীকায় লিখিয়াছেন—

অথ ব্রহ্মেন্দ্রাগ্নিবরুণাদীনাং দর্পং শময়িত্বা কন্দর্পস্য দর্পং শময়িতুং যুগপদনেকরমণীকদম্বসম্বলিতং রাসাখ্যং লাস্যমারিপ্সুর্ভগবানেকদা স্বযোগবৈভবং প্রাদুশ্চকার, তত্র রাসস্য লক্ষণং যথা -

নর্ত্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ। যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্ বৈ হল্লীশকং বিদুঃ॥

তদেবেদং তালবদ্ধগতিভেদেন ভূয়সা। রাসঃ স্যান্ন সাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া গো-গোপগোপীসহ বিবিধ বিচিত্র লীলারসাস্বাদন প্রসঙ্গে ব্রহ্মমোহন লীলায় ব্রহ্মার, গোবর্দ্ধনধারণ লীলায় ইন্দ্রের, দাবাগ্নিমোক্ষণ লীলায় অগ্নির এবং নন্দমোক্ষণ লীলায় বরুণের দর্প খণ্ডন করিয়া পরিশেষে সর্ব্বজগতের চিত্তবিক্ষেপকারক দুর্ব্বার মদনের দর্প খণ্ডন করিবার জন্য অগণিত ব্রজরমণীমণ্ডল সম্বলিত রাসনৃত্য করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাহাতে তিনি তাঁহার অচিন্ত্য মহাশক্তিবৈভব প্রকাশ করিলেন। রাসের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে—

মণ্ডলাকারে নৃত্যপরায়ণা অসংখ্য নর্ত্তকীর মধ্যে যদি কোনও নট নৃত্য করে, তাহা হইলে সে নৃত্যকে "হল্লীশক" নৃত্য বলে। সেই হল্লীশকনৃত্য যদি বিবিধ তালবদ্ধ এবং বিবিধ গতিসমন্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে "রাসনৃত্য" বলা হয়। এই রাসনৃত্য স্বর্গের দেবতাগণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না, পৃথিবীস্থ কোনও ব্যক্তির কথা ত বহু দূরে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে কোনও নৃত্য বিশেষের নাম "রাস" এবং ইহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। শ্রীভগবান্ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ রামনারায়ণাদি অনন্ত মূর্ত্তিতেই অনন্ত লীলা করেন বটে, কিন্তু কোনও মূর্ত্তিতেই তিনি একাধিক প্রেয়সীর সহিত সম্বন্ধ রাখেন নাই, সুতরাং সে মূর্ত্তিতে রাসনৃত্যের কল্পনা কিংবা সম্ভাবনা করা সমীচীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখা যায় যে—আদ্যাশক্তি মহামায়া, কৌমারী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, ব্রাহ্মী প্রভৃতি অগণিত শক্তি মূর্ত্তির সহিত মিলিত হইয়া শুম্ভ দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিদি যে সেখানে সকলের সহিত মণ্ডলাকারে নৃত্য করিয়াছিলেন তাহা বেদব্যাস প্রণীত মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত নাই। কেহ যদি যোগবলে কিংবা কল্পনাবলে আদ্যাশক্তির এতাদৃশ নৃত্যের অস্তিত্ব সমর্থন করিতেও সমর্থ হন, তাহা হইলেও তাহাকে রাসনৃত্য বলা যায় না, কেননা অসংখ্য নর্ত্তকীমণ্ডলে কোনও নট যদি তাললয়াদি সহকারে নৃত্য করেন, তাহা হইলে সেই নৃত্যের নামই রাসনৃত্য; কিন্তু সকলেই যদি নর্ত্তকী কিংবা নট হয় তাহা হইলে তাহাকে রাসনৃত্য বলা যায় না। রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনন্ত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন কল্পনা করিয়া এক অভিনব মনীষার পরিচয় প্রদান করা যায় বটে, কিন্তু তাহাও রাসনৃত্যের লক্ষণানুরূপ হয় না। এইরূপে কোনও যোগিরাজ যদি রাসলীলার যৌগিক ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি সহস্রারস্থিত পরম শিবের সহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির মিলন কল্পনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রাস নৃত্যের লক্ষণানুসারে তাহাকেও রাসনৃত্য বলিয়া স্বীকার করা বড় দুর্ঘট হইয়া পড়ে। সুতরাং অগত্যা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে, একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অগণিত গোপরমণীবৃন্দের সহিত এই রাসনৃত্য করিয়া থাকেন এবং এই লীলা একমাত্র তাঁহারই নিজস্ব এবং বিশেষত্ব। এই লীলার এমনই মাধুর্য্য যে, শ্রীভগবান্ নিজেও এই লীলামাধুর্য্যে আত্মহারা হইয়া যান—

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥ (আদিপুরাণম্)

আদিপুরাণে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যদিও আমি নানামূর্ত্তিতে নানাপ্রকার মনোহর লীলা করিয়া থাকি, তথাপি রাসলীলার কথা মনে পড়িলে আমার মন যে কেমন হইয়া যায়, তাহা আমিও ধারণা করিতে পারি না। অতএব পরম মধুর লীলার অন্যার্থ কল্পনা না করিয়া যাহাতে এই লীলারই অনুপম মাধুরী আস্বাদন করা যায়, সেই জন্য সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। এই লীলায় শ্রীভগবানের যে মাধুর্য্য প্রকাশ হয় তাহা আর কোনও লীলাতেই হয় না। "তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ। মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা" এই শ্রীমদ্ভাগবত-বচনে রাসস্থলীতে গোপীমণ্ডলমণ্ডিত শ্রীভগবানের যে মাধুর্য্য বর্ণনা আছে তাহাতে জানা যানা যে, গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ শ্রীভগবান্ অগণিত হেমমণি-বিজড়িত সমুজ্জ্বল নীলকান্তমণির ন্যায় অতুলনীয় শোভা ধারণ করিলেন। ইহা ব্যতীতও "ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ" প্রভৃতি শ্লোকেও রাসমণ্ডলস্থ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই ত্রিলোকের সর্ব্ববিধ শোভা সম্পদের একমাত্র পরমাধার রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহাদি অনন্ত মূর্ত্তি থাকিলেও কোনও মূর্ত্তিই এই লীলার অনুরূপ নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসনৃত্য বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত আছে যে, "কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ। জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা।" রাসনৃত্যে পরিশ্রান্তা কোনও গোপী নিজ পার্শ্বস্থিত ভগবানের স্কন্ধদেশে বাহুলতা অর্পণ করিলেন। শ্রীভগবান্ও গোপীগণের এই প্রেমব্যবহারের প্রতিদান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই—

তাসামতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ তাঁহার পরম সুখকর করপল্লব দ্বারা রাসনৃত্যে পরিশ্রান্তা গোপীগণের বদন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই লীলায় শ্রীভগবান্ তাঁহার অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া স্নিগ্ধ শান্ত মনোহর মূর্ত্তিতে ও গোপীগণের প্রেমের অনুরূপ ভাবেই তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন এবং গোপীগণও ভগবানের স্বরূপ ঐশ্বর্য্যাদি ভুলিয়া কেবল মাত্র তাঁহার মাধুর্য্য রসে ডুবিয়া তাঁহার সহিত বিবিধ প্রেম-ব্যবহার করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা সমালোচনা করিলে এই প্রকারে গোপীগণের পরমপ্রেম এবং শ্রীভগবানের পূর্ণ প্রেমাধীনতার কথা কত ভাবে যে জানিতে পারা যায় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ব্রহ্মমোহন, কালিয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ, বরুণলোকে গমন প্রভৃতি লীলায় যে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ পরমৈশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণেরই রাসলীলায় গোপীগণের সহিত ব্যবহারের কথা সমালোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ব্রহ্মা ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির স্তুতিতে যে শ্রীকৃষ্ণকে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি বলিয়া জানিতে পারা যায়, রাসলীলায় সেই শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সহিত রমণেচ্ছা, বংশীনাদে গোপীগণকে বনে আনয়ন, তাহাদের সহিত বিবিধ শৃঙ্গার-রসোচিত বিহার প্রভৃতির কথা শুনিয়া তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, রাসলীলায় যে সমস্ত বিস্ময়াবহ ব্যাপারের সমাবেশ আছে, তাহার সামঞ্জস্য করা একেবারেই অসম্ভব। রাসলীলার আদ্যন্তেই বিস্ময়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হইলেও তাহার শেষাংশে প্রত্যক্ষ ভাবে একটি ঘটনা জানা যায় যে—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মান্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমণ্ডলের সমস্ত গোপরমণীগণকে যমুনাতীরে আনয়ন করিয়া তাহাদের সহিত রাসক্রীড়ারঙ্গে রজনী যাপন করিলেন, কিন্তু ব্রজবাসী গোপগণ ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের উপর কোন প্রকার দোষদৃষ্টি করিলেন না, কারণ তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া নিজ নিজ পত্নীকে নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। ইহাতে বিবেচ্য এই যে—ব্রহ্মমোহনলীলায় দেখা যায়, ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং গোবৎসগণকে মায়ামুগ্ধ করিয়া স্থানান্তরিত করিলেন, তখন কৃষ্ণ অসংখ্য গোপবালক এবং গোবৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত গোষ্ঠক্রীড়া করিয়াছিলেন। অতএব তিনি ইচ্ছা করিলে অসংখ্য গোপরমণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাসক্রীড়া করিতেও অসমর্থ নহেন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু তথাপি তিনি গোপবধূগণকে বংশীনাদে আকর্ষণ করিয়া বনে আনিলেন এবং গোপবধূগণের পতিগণকে নিজ মায়ায় মোহিত করিলেন ইহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—কৃষ্ণের কেবলমাত্র রাসক্রীড়া করাই উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার উদ্দেশ্য একমাত্র তাঁহার ভক্তগণের মনোরথ পূরণ। ব্রহ্মমোহন-লীলায় যে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য গোপবালক ও গোবৎসের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহার ভক্তমনোরথ পূরণ করাই মুখ্য উদ্দেশ ছিল। কেননা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য গোপবালক এবং গোবৎসমূর্ত্তি ধারণ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে—

ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্ত্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্য চ। উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতং)

শ্রীকৃষ্ণ, যখন জানিতে পারিলেন যে—ব্রহ্মা তাঁহার গোবৎস এবং গোপবালকগণকে মায়ামুগ্ধ করিয়া স্থানান্তরিত করিয়াছেন, তখন তিনি ব্রজের বাৎসল্যপ্রেমাধার জননীবৃন্দের এবং ব্রহ্মার আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য নিজেই অসংখ্য গোপবালক এবং গোবৎসমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বনিয়ন্তা এবং স্বেচ্ছায় অনন্তব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা; সুতরাং তাঁহার পক্ষে অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করা কিছু কঠিন হইল না। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য গোপবালক এবং গোবৎসমূর্ত্তি ধারণ কেবল মাত্র গোষ্ঠক্রীড়ার জন্যই নহে, ব্রজের জননী-বৃন্দ এবং ব্রহ্মার আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার অসংখ্য গোপবালক এবং গোবৎসমূর্ত্তি ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণ যে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন তাহাতেও প্রেমবতী গোপরমণীগণের মনোরথ পূরণই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কাজেই তিনি বংশীরবে গোপরমণীগণকেই যমুনাতীরে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সহিতই রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। গোপরমণীগণের মনোবাসনা পূরণ করিবার জন্য তাঁহার যে যে শক্তি প্রকাশ করা প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া সেই সেই শক্তিই প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বাসনানুরূপ লীলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির কথা পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই ষড়্‌বিধ মহাশক্তির অসাধ্য যে কিছুই নাই তাহাও পূর্ব্বে নানা ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু রাসলীলায় এমনই কোন কোন দুর্ঘটনার সমাবেশ আছে যে তাহা ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তি প্রকাশেও সামঞ্জস্য হয় না। যেমন—"ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত আছে যে—শ্রীভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাঁহার রমণেচ্ছা মাত্রেই গোপরমণীগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন না, তিনি রমণেচ্ছায়, চঞ্চলচিত্ত হইয়া ও যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া যখন বংশীনাদ করিলেন, তখন সেই বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া গোপ-রমণীগণ শ্রীভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথাসময়ে শ্রীভগবান্ তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়া করিলেন। যে সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছামাত্রেই প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হওয়ায় তাহা হইতে মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে জগৎ সৃষ্টি হয়, সেই ভগবানের রমণেচ্ছা মাত্রেই রমণ ক্রিয়া সম্পাদন না হওয়া বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। কিন্তু একটু বিবেচনা করিলে মনে হয় যে—এ লীলার ইহাই মাধুর্য্য। ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন শ্রীভগবান্, গোপীগণের পরম প্রেমে আত্মহারা হইয়া নিজের সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া গোপরমণীগণের বাসনানুরূপ লীলাতেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ যদি নিজের ভগবত্তার কথা মনে রাখিয়া সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া লীলা করিতেন, তাহা হইলে এ লীলার এত মাধুর্য্য প্রকাশ হইত না। কিন্তু তিনি নিজের সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিয়া গোপীগণের প্রেমাধীন হইয়া লীলা করিয়াছেন বলিয়াই এই লীলা, সর্ব্বলীলামুকুটমণি বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ এবং সমাদৃত। এই লীলায় গোপীগণ অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ প্রাণবল্লভ বলিয়া ধারণা করেন এবং শৃঙ্গাররসোচিত বিবিধ বিহারে তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিতে চেষ্টা করেন। প্রেমাধীন ভগবান্‌ও নিজের ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদির কথা ভুলিয়া গোপীজনবল্লভ রূপেই তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—এ লীলায় গোপীগণ শ্রীভগবানের স্বরূপ কিংবা ঐশ্বর্য্যাদির অনুসন্ধান রাখেন না এবং ভগবান্‌ও তাঁহার নিজ স্বরূপ কিংবা ঐশ্বর্য্যাদির অনুসন্ধান রাখেন না। এ লীলায় গোপীগণ প্রেমে আত্মহারা এবং ভগবান্‌ও প্রেমাধীনতায় আত্মহারা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে—শ্রীভগবান্ আত্মহারা হইলেও লীলায় যখন যাহা প্রয়োজন হইয়াছে তাহার কিছুই অভাব হয় নাই এবং গোপীগণ আত্মহারা হইলেও তাঁহাদের শ্রীভগবানের নিকট আগমন এবং নিভৃত যমুনা পুলিনে রাসক্রীড়ারঙ্গে রজনী যাপন প্রভৃতি কিছুরই অসামঞ্জস্য হয় নাই। শ্রীভগবান্ যখন, প্রেমবতী গোপরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য বংশীনাদ করিলেন, তখন সেই বংশীনাদে চৌরাশী-ক্রোশ ব্রজমণ্ডল প্রতিনাদিত হইল, কিন্তু একমাত্র গোপীগণ ছাড়া তাহা কাহারও কর্ণগোচর হইল না। গোপী-প্রেমে আত্মহারা ভগবান্ গোপীগণের সহিত ক্রীড়াবিহারাদি করিবার জন্য যাহাই কিছু করুন না কেন, তাহার কিছুতেই কোনও অসামঞ্জস্য হয় নাই। কৃষ্ণের বংশীনাদে আত্মহারা গোপীগণ যখন কৃষ্ণের নিকট যাইবার জন্য দ্রুতগতিতে নিজ নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, তখন তাঁহাদের পতি-পিতা-ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু গোপীগণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া বংশীনাদ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু গোপীগণের পিতা ভ্রাতা ও পতিগণ গোপীগণের সঙ্গে সঙ্গে বনভূমিতে গমন না করিয়া সকলেই নিজ নিজ গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং গোপীগণের অকস্মাৎ গৃহত্যাগ সম্বন্ধে তাঁহাদের আর কোন কথাই মনে হয় নাই। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া সম্পাদনের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাহা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই, তিনি গোপীগণের প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাঁহাদের সহিত মিলনরসাস্বাদনের ব্যগ্রতা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের যে শক্তিপ্রভাবে তাঁহার সঙ্কল্প কিংবা অনুসন্ধান ব্যতীত সর্ব্ববিধ লীলার সামঞ্জস্য হইয়া যায়, রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের সেই অচিন্ত্যমহাশক্তির বিকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল। এই শক্তির নাম যোগমায়া এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্পাদনের জন্য বিবিধ অঘটন ঘটনা করাই এই শক্তির কার্য্য।

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, "ভগবানপি তা রাত্রিঃ" প্রভৃতি শ্লোকে কেবলমাত্র "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই কথা বলিয়াই তাঁহার বক্তব্য শেষ না করিয়া "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই বিশেষণ দ্বারা শ্রীভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিরূপা যোগমায়ার উল্লেখ করিয়া এই লীলায় তাঁহার সমধিক প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা দেখাইয়াছেন। কেরলমাত্র "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" (ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে) এই কথায় শ্রীভগবানের এই পরম মধুর রমণ লীলারম্ভের বক্তব্য শেষ হয় না বলিয়াই শ্রীশুকদেব "যোগমায়া-মুপাশ্রিতো ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে" বলিয়া তাঁহার বক্তব্যের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। ইহাতে বক্তব্য এই যে, ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন শ্রীভগবান্ তাঁহার যোগমায়া শক্তির পূর্ণবিকাশ করিয়া গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীভগবান্ যদি কেবলমাত্র তাঁহার ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তি প্রকাশ করিয়াই গোপীগণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই লীলা সর্ব্বতোভাবে মাধুর্য্যময় হইতে পারিত না এবং তিনি গোপীপ্রেমে আত্মহারা হইতে পারিতেন না। যোগমায়াশক্তির বিকাশ হওয়ায় গোপীপ্রেমে আত্মহারা ভগবান্ যখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাহার সামঞ্জস্য হইয়া গিয়াছে। শ্রীভগবানের বংশীনাদে চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল প্রতিনাদিত হওয়া সত্ত্বেও কেবল গোপীগণেরই তাহা শ্রবণ, বংশীনাদে আকৃষ্টা গোপীগণের অবাধে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া শক্তিপ্রভাবেই সংঘটিত হইয়াছে। এই সমস্ত অঘটন ঘটনা করিবার জন্য যদি শ্রীভগবানের মনোনিবেশ কিংবা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহার আত্মহারা হইয়া গোপীগণের প্রেমরসাস্বাদন করা সম্ভবপর হইত না। জগতেও দেখা যায় যে, কোনও গৃহস্বামী যদি তাঁহার গৃহে অনুষ্ঠিত কোনও মহোৎসবের আনন্দাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার মহোৎসবঘটিত সমস্ত কার্য্যের জন্য কোনও কার্য্যকুশল ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। তাহা না করিয়া যদি গৃহস্বামী স্বয়ংই তাঁহার গৃহে অনুষ্ঠিত মহোৎসবের সর্ব্ববিধ সামঞ্জস্য করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার আর মহোৎসবের আনন্দাস্বাদন করা সম্ভবপর হয় না। শ্রীভগবান্‌ও যদি তাঁহার পরম মধুর রাসক্রীড়া মহোৎসবের সর্ব্ববিধ অঘটন ঘটনা করিবার জন্য ব্যাপৃত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার আর এ লীলার মাধুর্য্যাস্বাদন করা সম্ভবপর হয় না। কাজেই তিনি অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়া শক্তির উপর সর্ব্ববিধ অঘটন ঘটনার ভার সমর্পণ করিয়া নিজে গোপীপ্রেমে আত্মহারা হইয়া পরম মধুর রাসলীলারসাস্বাদন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের প্রারম্ভে যেখানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকথা বর্ণিত আছে, সেখানে দেখা যায় যে—দৈত্যভারাক্রান্তা পৃথিবীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মা যখন ক্ষীরোদ সাগরতীরে গমন করিয়া ক্ষীরোদশায়ি নারায়ণের স্তুতি করেন, তখন ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ ব্রহ্মাকে দৈববাণীতে আদেশ করিয়াছিলেন—

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ। আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সংভবিষ্যতি॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

এবার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং তাঁহার যে পরমৈশ্বর্য্যশালিনী মায়াপ্রভাবে সর্ব্ব জগৎ মোহিত থাকে সেই মায়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্ববিধ লীলার সামঞ্জস্য বিধান করিবেন। তাহার পর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার অগ্রজ বলরামকে দেবকীজঠর হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীগর্ভে স্থাপন করিবার জন্য যোগমায়াকে আদেশ করিয়াছিলেন—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্। যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ।
গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোগোপীভিরলঙ্কৃতম্॥ ইত্যাদি (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পরমভক্ত যাদবগণ কংস কর্ত্তৃক নানাভাবে নিপীড়িত হইতেছেন, তখন তিনি অচিরাৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের দুঃখমোচন করিবেন বলিয়া তাঁহার নিজশক্তি যোগমায়াকে ব্রজে যাইতে আদেশ করিলেন ; সুতরাং দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রারম্ভেই তাঁহার যোগমায়াশক্তির বহুবিধ কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। তাহার পর তাঁহার পরম মধুর লীলায় যেমন যেমন প্রয়োজন হইয়াছে সেই সেই ভাবেই তাঁহার যোগমায়াশক্তির কার্য্য প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ব্রজলীলায় বাৎসল্য ও সখ্য রসাস্বাদনের পর যখন প্রেমবতী গোপরমণীগণের মধুর রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি তাঁহার যোগমায়া-শক্তির পূর্ণ বিকাশ করেন। "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্লোকে "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই বিশেষণে শ্রীভগবানের এই অচিন্ত্য মহাশক্তিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শ্রীভগবান্ তাঁহার রাসলীলায় সর্ব্ববিধ অঘটন সংঘটন করিবার জন্য যে অচিন্ত্য মহাশক্তিস্বরূপা যোগমায়াশক্তি প্রকাশ করিলেন, তাহার তত্ত্ব সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে নানা কথাই মনে আসে। গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ইতিহাস পুরাণাদি সমালোচনা করিলে মায়া এবং যোগমায়া এই দ্বিবিধ মায়ার উদ্দেশ পাওয়া যায়। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" এবং "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"॥ এই দুইটি গীতাবচনে যোগমায়া এবং মায়া এই দ্বিতীয় মায়ার উল্লেখ দেখা যায় এবং এই দ্বিবিধ মায়ার কার্য্যপরিচয়েরও কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়। তাহার মধ্যে যোগমায়ার পরিচয়ে জানা গেল যে—শ্রীভগবান্ যোগময়াসমাবৃত বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানিতে পারে না। কিন্তু মায়ার পরিচয়ে জানা যায়, মায়া ত্রিগুণময়ী এবং দুরত্যয়া, একমাত্র শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত ব্যক্তিই এই মায়াসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় যে, ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশে শ্রীভগবানের ধ্যানে রত হইয়া শ্রীভগবান্, এবং মায়াকে দর্শন করিয়াছিলেন —

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্। যয়া সংমোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে। (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীব্যাসদেব পূর্ণপুরুষ (স্বয়ং ভগবান্) এবং তাঁহাতে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন। জগতের জীবগণ এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অতীত হইয়াও এই মায়াপ্রভাবে ত্রিগুণাত্মক দেহগেহাদির অভিমানে বদ্ধ হয় এবং বিবিধ দুঃখ দৈন্যাদি ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন —

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতির্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদা বা বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥

হে অপরিচ্ছিন্ন! ষড়ৈশ্বর্য্যশালীন! পরাত্মন্! যোগেশ্বর! ত্রিলোকে কাহারও পক্ষে আপনার লীলার তত্ত্ব জানা সম্ভবপর নহে। কেননা আপনি কবে, কোথায়, কি প্রকারে যোগমায়াশক্তি বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করেন তাহা কাহারও জ্ঞানগম্য হইতে পারে না। গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে এই ভাবে নানাস্থানে মায়া ও যোগমায়ার পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরস্পর কিছু বিভিন্নতাও দেখা যায়। এই বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে মায়ার কার্য্য কেবলমাত্র কৃষ্ণভজনবিমুখ জীবে এবং যোগমায়ার কার্য্য শ্রীভগবানের লীলায়।

বেদান্ত শাস্ত্রেও ঈশ্বরোপাধি এবং জীবোপাধি ভেদে মায়ার দ্বিবিধ ভেদ নির্দ্দেশ দেখা যায়—

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে। মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥ (পঞ্চদশী)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা এবং মলিন সত্ত্বপ্রধানা ভেদে মায়া ও অবিদ্যা এই দ্বিবিধ নামে মায়ার প্রসিদ্ধি দেখা যায়। তাহার মধ্যে মায়াপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য মায়াকে স্ববশে রাখিয়া জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন এবং জীবগণ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া বিবিধ সংসারদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যেও মায়ার দ্বিবিধ কার্য্যের উল্লেখ দেখা যায়—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥ (মার্কেণ্ডেয়পুরাণং)

সেই সনাতনী মহামায়াই বিদ্যারূপে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করেন ও অবিদ্যারূপে সংসারবন্ধনে বদ্ধ করেন।

নারদপঞ্চরাত্রেও এই প্রকার মায়ার দ্বিবিধ কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়—

জানাত্যেকা পরাকান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥
অন্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ॥

(নারদপঞ্চরাত্রং)

শ্রীভগবানের চিন্ময়ীশক্তি দুর্গা "একা" "অনংশা" প্রভৃতি নামে নানা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধা। ইনি সর্ব্বশক্তিবরীয়সী, শ্রীভগবানের লীলাতত্ত্বজ্ঞা এবং মহাবিষ্ণুস্বরূপা। ইহার তত্ত্ব জানিতে পারিলে পরাৎপর দেবদেব শ্রীভগবানের চরণপ্রাপ্তি সুলভ হয়। ইহার কৃপা ব্যতীত কাহারও শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। ইনি প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা এবং গোকুলাধিষ্ঠাত্রী। প্রপঞ্চাধিকারিণী মহামায়া ইহারই আবরিকা শক্তি, ইনিই শ্রীকৃষ্ণবহির্মুখ জীবগণকে দেহগেহাদির মমতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

নারদপঞ্চরাত্রের এই সমস্ত শ্লোকে স্পষ্টই জানা যায় যে—শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি দুর্গাই শ্রীভগবানের লীলাসম্পাদনকারিণী। সুতরাং লীলাসৌষ্ঠব সাধন করিবার জন্য যখন যাহাকে মোহিত করা প্রয়োজন হয় তাহা ইনিই করিয়া থাকেন। বহির্মুখ জীবের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। তাহারা ইঁহারই আবরিকা শক্তি মহামায়ার প্রভাবে দেহগেহাদিতে আবদ্ধ হইয়া বিবিধ সংসারযাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও মায়া এবং যোগমায়া এই দ্বিবিধ নামের উল্লেখ দেখা যায়—"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।" "যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি।" ইত্যাদি। অতএব পূর্ব্বপ্রদর্শিত সর্ব্বশাস্ত্রেই মায়ার দ্বিবিধ নাম এবং দ্বিবিধ কার্য্যের উল্লেখ দেখা যায়। মার্কেণ্ডেয়পুরাণ দেবীমহাত্ম্যে একই মহামায়া নামের উল্লেখ থাকিলেও তাঁহারই বিদ্যারূপে মোক্ষ প্রদান এবং অবিদ্যারূপে সংসার বন্ধনে বন্ধন করার কথা আছে, সুতরাং সেখানে নামভেদ না থাকিলেও কার্য্যভেদের কথা আছে। গীতা ও ভাগবত প্রভৃতিতে নামভেদ এবং কার্য্যভেদ উভয়ই পরিদৃষ্ট হয়। উপনিষদে "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" "অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে" প্রভৃতি বচনে মায়ার জগৎসৃষ্টি, জীবমোহন প্রভৃতি কার্য্যেরই উল্লেখ দেখা যায়। যাহা হউক, বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্নভাবে মায়ার নামোল্লেখ এবং কার্য্যাদির পরিচয় পাওয়া গেলেও নিরপেক্ষভাবে মায়ার কার্য্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে মনে হয় যে—একমাত্র মোহ সম্পাদন কিংবা অন্যথা বুদ্ধি উৎপাদনই মায়ার কার্য্য এবং এই কার্য্যের কথাই "মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ" "যয়া সংমোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং" "যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ" প্রভৃতি মার্কণ্ডেয়পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও নারদপঞ্চরাত্রের বচনে স্পষ্ট রূপেই জানিতে পারা যায়। শ্রীভগবানের মায়ায় সর্ব্ব জগৎ মুগ্ধ হইলেও যাঁহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত তাঁহারা ভগবৎকৃপায় মায়ামুক্ত হইতে পারেন তাহা "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" এই গীতাবচনে এবং "সৈষা প্রসন্না বরদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে" এই মার্কণ্ডেয়পুরাণ বচনে জানিতে পারা যায়। সুতরাং যাঁহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত নহেন সেই সমস্ত বহির্মুখ জীবগণই সর্ব্বদা মায়াপাশে বদ্ধ থাকেন ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবানের লীলাকথা সমালোচনায় জানিতে পারা যায় যে- যাঁহারা শ্রীভগবানের চরণে একান্ত শরণাগত এবং যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের সেবা কার্য্যেই নিরত থাকেন, তাঁহারাও শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত হন।—

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ অষ্টমাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ লীলা বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত আছে যে—শ্রীকৃষ্ণ একদিন বাল্যলীলাবেশে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে বাৎসল্যপ্রেমবতী মা যশোদা, মৃত্তিকা ভক্ষণে কৃষ্ণের কোনও ব্যাধি হইতে পারে এই আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং এই জন্য তাঁহাকে নানাবিধ ভর্ৎসনাদি করিয়া যখন তাঁহার মুখে মৃত্তিকা আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য মুখব্যাদান করিতে বলিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিলে মা যশোদা তাঁহার মুখবিবরে অনন্তব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং নানাভাবে এই আশ্চর্য্য দর্শনের হেতুসন্ধান করিয়াও যখন কিছুতেই প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি শ্রীনারায়ণ-চরণে প্রার্থনা জানাইলেন যে—যাঁহার মায়ায় আমার পতি পুত্র বিত্তাদিতে মমতাবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি আমার এই মমতার বন্ধন মোচন করুন। মা যশোদার এই প্রকার ভাবের উদয় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ, বৈষ্ণবী-মায়া বিস্তার করিলেন—

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ। বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

মা যশোদাকে এইরূপ পতিপুত্রাদিতে মমতাপাশমুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতে দেখিয়া সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, বৈষ্ণবীমায়া বিস্তার করিলেন এবং তাহাতে মা যশোদার পুত্রস্নেহ শত শত গুণে বর্দ্ধিত হইল। তখন তিনি পূর্ব্বদৃষ্ট সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়া অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্তন পান করাইতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানের এই লীলায় দেখা যাইতেছে যে- তাঁহার একান্ত ভক্ত এবং নিরন্তর তাঁহার সেবাকার্য্যেই নিযুক্ত মা যশোদাকেও তিনি বৈষ্ণবীমায়ায় মুগ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ব্রহ্মমোহনলীলায় দেখা যায় যে—কৃষ্ণ যখন নিজেই অসংখ্য গোপবালক এবং গোবৎসরূপ ধারণ করিয়া গোষ্ঠক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন একদিন শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় মূর্ত্তি মূলসংকর্ষণ শ্রীবলরাম দেখিলেন যে—ব্রজবাসী গো এবং গোপগণ কৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ বৎস এবং পুত্রগণকে নানাভাবে লালন করিতে লাগিল। শ্রীবলরাম তখন মনে করিলেন যে—এই সমস্ত ব্রজবাসী গো এবং গোপগণ একান্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ হইয়াও আজ বহির্মুখ জীবের ন্যায় কৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ পুত্রলালনে নিরত হইল কেন? ইহারা কি কোন প্রকার মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছে? কিন্তু কৃষ্ণভক্তগণের ত মায়ায় মুগ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া ঘোর অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

তবে কি আমিই কোন প্রকার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এই সমস্ত কৃষ্ণভক্তগণকে মায়ামুগ্ধ বলিয়া ধারণা করিতেছি? আমি যদি মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকি, তাহা হইলে ত্রিজগতে এমন কোন্ মায়া আছে যে—সে আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে? তবে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাকে মায়ামুগ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর কিছু বলিবার নাই, কেননা কৃষ্ণমায়ায় মুগ্ধ না হইয়া কাহারও গতি নাই।

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যতাসুরী। প্রায়ো মায়াস্ত মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

শ্রীভগবানের এই সমস্ত লীলা সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে—তাঁহার মায়ায় তাঁহার চরণে একান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরণাগত এবং নিরন্তর তাঁহার সেবাপরায়ণ ভক্তগণেরও মোহ জন্মিয়া থাকে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে শ্রীভগবানের মায়ায় তাঁহার চরণাশ্রিত এবং চরণসেবনবিমুখ উভয়েই মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং মায়ার উন্মুখমোহিনী এবং বিমুখমোহিনী এই উভয় শক্তিই আছে, অথবা মায়ার উন্মুখমোহিনী এবং বিমুখমোহিনী এই দ্বিবিধ বৃত্তি আছে—কিংবা শ্রীভগবানের উন্মুখমোহিনী এবং বিমুখমোহিনী এই দ্বিবিধ মায়া আছে। মায়ার এই ভাবে দ্বিবিধ ভেদ স্বীকার না করিলে "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" এই গীতাবচন ব্যর্থ হইয়া যায়। কেননা শ্রীভগবান্ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে—তাঁহার শরণাগত ব্যক্তি মায়াশক্তি উত্তীর্ণ হইয়া যায়, অথচ শ্রীভগবানের লীলায় দেখা যায় যে—তাঁহার পার্ষদগণ তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন। সুতরাং "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" এই গীতাবচনে বুঝিতে হইবে যে—শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইলে বিমুখমোহিনী মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। সে কারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥

* * * * * * *

তাতে কৃষ্ণ ভজে সেবে গুরুর চরণ। মায়া জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

এই সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বচনে জানা যায় যে—যাহারা কৃষ্ণবহির্মুখ তাহারাই নানা ভাবে মায়াপরাহত হয় এবং কৃষ্ণচরণভজনে তাহাদের মায়ামুক্তি হইয়া যায়। কিন্তু শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত এবং সেবাপরায়ণ ভক্তগণের সহিত এই বিমুখমোহিনী মায়ার কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত ভক্তগণ যে ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবানের উন্মুখমোহিনী মায়া তাঁহাদের সেই ভাবে মুগ্ধ করিয়া সেই সেই সেবা সম্পাদন করিয়া থাকেন। যেমন ব্রজের গোপগোপীগণ কেহ বা সখ্যে কেহ বা বাৎসল্যে কেহ বা মধুর রসে শ্রীভগবানের সহিত প্রেমসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কেহ বা শ্রীভগবানকে সখা, কেহ বা পুত্র, কেহ বা প্রাণবল্লভ বলিয়া ধারণা করেন এবং সেই সেই ভাবে শ্রীভগবানের সহিত বিবিধ ব্যবহার করেন; কিন্তু তাঁহারা যদি মায়ামুগ্ধ না হইয়া শ্রীভগবানকে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তাদৃশ প্রেমব্যবহার কিংবা শ্রীভগবানের তাদৃশ লীলা করা সম্ভবপর হয় না! কাজেই শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রেমবান্ ভক্তগণের প্রেমানুরূপ সেবা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে মায়ায় মুগ্ধ করেন এবং তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। শ্রীভগবানের মায়ায় তাঁহার চরণাশ্রিত এবং বহির্মুখ এই উভয়েরই মোহন হয় বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তমোহিনীমায়াকে অন্তরঙ্গা মায়া এবং বহির্মুখমোহিনী মায়াকে বহিরঙ্গা মায়া বলিয়া থাকেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণেও "সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী" এই বচনে মহামায়ার এই দ্বিবিধ কার্য্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে—মহামায়া বিদ্যারূপে ভক্তগণের সংসারবন্ধন মোচন করেন এবং অবিদ্যারূপে বহির্মুখগণকে সংসারবন্ধনে বদ্ধ করেন। অতএব বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রদর্শিত অন্তরঙ্গা মায়া এবং বহিরঙ্গা মায়ার কথাই মার্কণ্ডেয়পুরাণে নামান্তরে এবং ভাবান্তরে বর্ণিত আছে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত সমালোচনায় জানা গেল যে—শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তগণকে অন্তরঙ্গা মায়ায় মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদের প্রেমানুরূপ লীলা করেন এবং তাহাতে তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়; কিন্তু রাসলীলা সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে এ লীলায় শ্রীভগবান্ কেবলমাত্র তাঁহার ভক্তগণকে মায়ামুগ্ধ করিয়াই লীলার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে পারেন নাই, এই লীলায় তাঁহার নিজেরও মায়ামুগ্ধ হইতে হইয়াছে। এ লীলায় তাঁহার মায়ামুগ্ধ হওয়া সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দুঁহার রূপ গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন।
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীভগবানের যে রাসলীলা বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায় যে—ব্রজের গোপীগণ শ্রীভগবান্‌কে জগৎপতি, কিংবা নিজ পতি বলিয়া ধারণা না করিয়া উপপতি বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলেন। "তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ" এই শ্রীশুকদেব বাক্যে জানা যায়—গোপীগণ শ্রীভগবানে উপপতিবুদ্ধিই পোষণ করিতেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে "মতৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ" প্রভৃতি শ্রীভগবানের বাক্যেও জানা যায় যে গোপীগণের এই ধারণা শ্রীভগবানের অগোচর নহে। সুতরাং গোপীগণ যে শ্রীভগবানকে উপপতি বলিয়া জানিতেন তাহাতে কোনই আপত্তি করিবার উপায় নাই। "পতিসুতান্বয়াভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ" প্রভৃতি গোপীগণের বাক্যেও জানা যায় যে—গোপীগণ শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন—আমরা পতি পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি। শ্রীভগবান্‌ও গোপীগণকে তাঁহার নিকটে উপস্থিত দেখিয়া "জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ" বলিয়া তাঁহাদিগকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। অতএব শ্রীভগবান্‌ও যে গোপীগণকে পরবধূ বলিয়াই জানিতেন তাহাও এই শ্লোকে বেশ বুঝিতে পারা যায়। শ্রীভগবান্ যদি গোপীগণকে পরবধূ বলিয়া ধারণা না করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিভৃত যমুনাপুলিনে গভীর রজনীতে রাসক্রীড়া না করিয়া যে কোনও সময়ে নিজ গৃহাঙ্গনেই রাসক্রীড়া করিতে পারিতেন; কিংবা তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে কোনও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া যখন তখন যেখানে সেখানে রাসক্রীড়া করিতে পারিতেন এবং তাহা কেহ জানিতে পারিত না। কিন্তু শ্রীভগবান্ তাহা না করিয়া গোপীগণের প্রেমানুরূপ ভাবে গোপীগণকে পরবধূ মনে করিয়া নিজে সর্ব্বজগৎপতি এবং সর্ব্বান্তরাত্মা হইয়াও উপপতির মত অতি গোপনে নিভৃত যমুনাপুলিনে তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে—শ্রীভগবানের সহিত বিবিধ মধুররসোচিত লীলাবিহারাদি করিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিবার জন্য কেবলমাত্র গোপীগণই শ্রীভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হন নাই, শ্রীভগবান্‌ও গোপীগণের প্রেমোচিত সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূরণ করিবার জন্য নিজেও নিজ মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীভগবানের এই ভাবে নিজমায়ায় নিজের মুগ্ধ হওয়া দেখিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে—বহির্মুখ জীবগণকে মোহন করিবার জন্য যেমন শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়া এবং ভক্তগণকে মোহন করিবার জন্য অন্তরঙ্গা মায়ার অধিকার জানা যায়, সেইরূপ শ্রীভগবানের এই ভাবে নিজ মায়ায় মুগ্ধ হওয়া দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহার অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা মায়া ব্যতীত আরও একটি এমন অভিনব মায়া আছে যে—সে মায়ায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যান। "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্লোকে "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" বিশেষণে যে যোগমায়ার নাম পাওয়া যায়, সেই যোগমায়াই শ্রীভগবানের সেই অভিনব মায়া। এই মায়ায় মোহিত হইয়া গোপীগণ সর্ব্বজগৎপতি ভগবান্‌কে উপপতি বলিয়া ধারণা করেন এবং শ্রীভগবান্‌ও গোপীগণের প্রেমের অনুরূপে স্বয়ং সর্ব্বাত্মক হইয়াও গোপীগণকে পরবধূ বলিয়া ধারণা করেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যোগময়াকে শ্রীভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি বলিয়াছেন। কিন্তু একটু বিবেচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীভগবানের লীলায় কিছুই অঘটন নাই, কেননা, শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিতে সাধিত হইতে পারে না, এমন কোন ঘটনাই নাই। তবে শ্রীভগবানের লীলায় সমস্ত ঘটনাই আমাদের শক্তিতে অঘটন বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিতে কিছুই অঘটন নহে। কিন্তু যাঁহার মায়ায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভক্ত এবং অভক্ত সকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার নিজ মায়ায় নিজে মুগ্ধ হওয়া প্রকৃতপক্ষে অঘটন। শ্রীভগবান্ তাঁহার ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি মহাশক্তি দ্বারা সকল প্রকার অঘটনই ঘটাইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তিনি নিজে মুগ্ধ হইতে পারেন না। রাসলীলায় যদি তিনি নিজে মুগ্ধ না হন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বজগৎপতি হইয়াও তাঁহারই স্বরূপশক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি গোপরমণীগণের উপপতি সাজিয়া লীলা করিতে পারেন না; সুতরাং এ লীলায় তিনি এমনই কোন অঘটনঘটনপটিয়সী শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে—তিনি নিজেও মুগ্ধ হইয়া গোপরমণীগণকে পরবধূ বলিয়া ধারণা করিয়া নিভৃত যমুনাপুলিনে তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়ারসাস্বাদন করিয়াছেন। রাসলীলায় শ্রীভগবানের এইভাবে আত্মমোহন দেখিয়া মনে হয় যে, শ্রীভগবানের মায়ার উন্মুখমোহন, বিমুখমোহন এবং আত্মমোহন এই ত্রিবিধ কার্য্য আছে। যদিও রাসলীলা ব্যতীত অন্য কোন লীলায় বিশেষভাবে শ্রীভগবানের আত্মমোহন দেখা যায় না, তথাপি একমাত্র রাসলীলা সম্পাদনের জন্যই তাঁহার মায়ার এতাদৃশ আত্মমোহিনী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া গতি নাই। "ভগবানপি তা রাত্রিঃ" প্রভৃতি শ্লোকের "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই অংশের এইভাবে সমালোচনা করিলে মনে হয় "ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অঘটনঘটনপটিয়সী আত্মমোহিনী যোগমায়া শক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তিস্বরূপা ব্রজরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন"। ইহাই "ভগবানপি তা রাত্রিঃ" প্রভৃতি শ্লোকের অবিসংবাদিনী ব্যাখ্যা।

শ্রীভগবান্ নিজমায়ায় নিজেও মুগ্ধ হইয়া যান শুনিয়া আপাততঃ অসামঞ্জস্য বোধ হইতে পারে কিংবা কেহ কেহ বলিতে পারেন যে "ইহা একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরই অভিনব ব্যাখ্যা"। তাহাতে বক্তব্য এই যে—শ্রীভগবান্ যে নিজ মায়ায় নিজেও মুগ্ধ হন তাহা একেবারে অপ্রসিদ্ধ কিংবা অভিনব ব্যাপার নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে দেখা যায় যে—মহাপ্রলয়ে শেষশায়ী নারায়ণ যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া শেষশয্যায় শায়িত ছিলেন। কিন্তু যে যোগনিদ্রা চিৎস্বরূপ ভগবানকে নিদ্রায় অচেতন করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনিও সেই ভগবানেরই শক্তিবিশেষ। কেননা মার্কণ্ডেয় পুরাণ দেবীমাহাত্ম্যে ব্রহ্মাদি দেবগণকৃত যোগনিদ্রাস্তুতিতে দেখা যায়—

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্। নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥

(মার্কণ্ডেয়পুরাণং)

ব্রহ্মা সেই বিশ্বেশ্বরী, জগজ্জননী, স্থিতিসংহারকারিণী ভগবতী বিষ্ণুনিদ্রার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং শেষশায়ী নারায়ণ, যে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন তাহা তাঁহারই শক্তিবিশেষ। অতএব ইহা অসঙ্কোচে স্বীকার করা যাইতে পারে যে—মহাপ্রলয়ে যিনি নিজশক্তি যোগনিদ্রায় নিজেই নিদ্রিত হইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে রাসলীলায় নিজশক্তি যোগমায়ায় নিজেই মুগ্ধ হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। মার্কণ্ডেয়পুরাণ দেবীমাহাত্ম্যেও মায়ার ত্রিবিধ কার্য্যেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়; কেননা—"সা বিদ্যা পরমা মুক্তেঃ" প্রভৃতি শ্লোকে তাঁহার বিদ্যারূপে মুক্তি প্রদান এবং অবিদ্যারূপে বহির্মুখ জীবগণকে সংসারবন্ধনে বদ্ধ করার কথা আছে এবং যোগনিদ্রারূপে শেষ শায়ী নারায়ণকে নিদ্রিত রাখার কথা আছে। কাজেই ভগবানের মায়ার বিমুখমোহিনী, উন্মুখমোহিনী এবং আত্ম-মোহিনী এই ত্রিবিধ শক্তির কথা মার্কণ্ডেয়পুরাণেও স্বীকৃত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মায়ার এই ত্রিবিধ কার্য্যভেদে ত্রিবিধ নাম ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে নামও তাঁহাদের কল্পিত নহে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে যদিও প্রথমতঃ একমাত্র "মহামায়া" নামেরই উল্লেখ দেখা যায়, তথাপি পরি-শেষে তাঁহার ত্রিবিধ কার্য্যপ্রদর্শনচ্ছলে বিদ্যা, অবিদ্যা ও যোগনিদ্রা এই ত্রিবিধ নামেরও উল্লেখ করিতে হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার্কণ্ডেয়পুরাণে প্রদর্শিত চিৎস্বরূপ ভগবানের যোগনিদ্রায় অচেতন হওয়াও অঘটনের মধ্যেই পরিগণিত, কেননা শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিতে বিবিধ অদ্ভুত কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে চিৎস্বরূপ ভগবান্ অচেতন হইতে পারেন না। যাহা হউক, সর্ব্বাশ্চর্য্যময় শ্রীভগবানের লীলাও সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ী, কাজেই তাঁহার কিছুতেই বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই! কেবল তাঁহার অচিন্ত্যমহাশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিসমন্বিত ভুবনপাবনী লীলাকথা শ্রবণপরায়ণ হওয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্ তাঁহার যোগমায়াশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া রাসক্রীড়া করেন এবং যোগনিদ্রা শক্তিতে অচেতন থাকেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে—যোগমায়া কিংবা যোগনিদ্রাই শ্রেষ্ঠ এবং ভগবান্ তাহা হইতে কিছু ন্যূন, কেননা যোগমায়া এবং যোগনিদ্রার এতই শক্তি যে তিনি ভগবান্‌কে মুগ্ধ ও নিদ্রিত করিয়া রাখেন। ইহাতে বক্তব্য এই যে—বিবিধ ভেদভ্রান্ত জীবের পক্ষে নানাবিধ ভেদকল্পনা এবং ছোট বড় ভাল মন্দ প্রভৃতি বিচার করা অসম্ভব নহে, কিন্তু শক্তি এবং শক্তিমান্ যে তত্ত্বতঃ অভিন্ন তাহা সমস্ত দার্শনিকগণেরই সম্মত। কিন্তু কাহারও শক্তিরূপে এবং কাহারও শক্তিমান্‌রূপে অনুভূতি হওয়া বিচিত্র নহে। জগতেও দেখা যায় যে—প্রজ্বলিত অগ্নির সন্নিহিত স্থানে উপস্থিত হইয়া কেহ বা বলেন "এখানে বড়ই গরম" আবার কেহ বা বলেন "এখানে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি রহিয়াছে"; অতএব একই অগ্নির কাহারও বা শক্তিরূপে এবং কাহারও বা শক্তিমান্ রূপে অনুভব হইয়া থাকে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ সর্ব্বমূলস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কেও কাহারও শক্তিরূপে কাহারও শক্তিমান্ রূপে ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে এবং সেইজন্যই অনন্তশক্তিনিকেতন শ্রীভগবানের শক্তিরূপে এবং শক্তিমান্‌রূপে উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু অনাদিবহির্মুখতা এবং তজ্জনিত বিবিধ ভেদভ্রান্তিবশতঃ শক্তিরূপে ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ, শক্তি বড় এবং ভগবান্ ছোট বলিয়া নিজের ভেদভ্রমের পরিচয় প্রদান করেন এবং শক্তিমান্‌রূপে ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ ভগবান্ বড় এবং শক্তি ছোট বলিয়া নিজস্বভাবের পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু উপাসনা করিতে করিতে যখন ভেদভ্রমের বিরাম হইবে তখন সকলেই ধারণা করিতে পারিবেন যে—

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি অগ্নিজ্বালা চয় নাহি কোন ভেদ॥
তৈছে রাধা কৃষ্ণ দোঁহে একই স্বরূপ। লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর ভাগবতসন্দর্ভ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণপূজা পদ্ধতিতে দুর্গাপূজারও ব্যবস্থা আছে, সে জন্য কাহারও কোনও ভ্রান্তি কিংবা সন্দেহ হইতে পারে বলিয়া তিনি "যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ" এই গৌতমীয় কল্পের বচন উদ্ধৃত করিয়া চিচ্ছক্তিরূপা দুর্গা এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বতঃ অভেদ স্থাপন করিয়াছেন। বিশেষতঃ যাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কৃষ্ণমন্ত্র জপ করেন, তাঁহাদের ঋষ্যাদি-ন্যাস করিবার সময়ে কৃষ্ণমন্ত্রে অধিষ্ঠাত্রি দেবতারূপে প্রত্যহ দুর্গার স্মরণ এবং হৃদয়ে ন্যাস করিতে হয়। যাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধি পদ্ধতি না জানিয়া অমানুষিক প্রেমে আত্মহারা হইয়া কেবলমাত্র লম্ফোল্লম্ফনেই রত থাকেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

এই প্রকার নানাবিধ শাস্ত্রপ্রমাণ ও শাস্ত্রীয় যুক্তিতে জানা যায় যে—শক্তি ও শক্তিমানের তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই, কিন্তু শক্তিমান্ ও শক্তির আধার-আধেয় ভাবে একটু মুখ্যগৌণ ভাব স্বীকার না করিয়া গতি নাই কেননা শক্তিই শক্তিমানের আশ্রিত থাকেন এবং শক্তিমাত্রেই শক্তিমানের সেবা করিয়া থাকেন। আমাদের দর্শনশক্তি শ্রবণশক্তি প্রভৃতি শক্তিবর্গ যেমন দৃশ্য ও শ্রাব্য বস্তু দেখাইয়া ও শুনাইয়া আমাদের সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবানের অনন্তশক্তি তাঁহার অনন্ত কার্য্য সাধন করিয়া তাঁহারই সেবা করিয়া থাকেন। জগতে দর্শনশক্তিহীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণশক্তিহীন, গমনশক্তিহীন, বচনশক্তিহীন প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি দেখা যায়, কিন্তু কুত্রাপি ব্যক্তিহীন দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি দেখা যায় না। মণিমন্ত্র ও মহৌষধে অগ্নির দাহিকাশক্তি স্তব্ধ হয় দার্শনিক সমাজে প্রচলিত এ সিদ্ধান্ত আছে, কিন্তু অগ্নিহীন দাহিকাশক্তির অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত কেহই স্বীকার করেন নাই। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের তত্ত্বতঃ ভেদ না থাকিলেও এই প্রকার একটু মুখ্যগৌণ ভাব স্বীকার না করিয়া গতি নাই। উপনিষদে "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" প্রভৃতি বাক্যে একমাত্র ব্রহ্মকেই মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে" বলিয়া তাঁহারই অনন্তশক্তির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে; কিন্তু কোন স্থানেই "শক্তিরেবেদং সর্ব্বং" বলিয়া শক্তির মুখ্যত্ব প্রদর্শিত হয় নাই; অতএব শ্রীভগবানের শক্তি যোগমায়া ভগবান্‌কে মুগ্ধ করিলেন কিংবা ভগবানের শক্তি যোগনিদ্রা ভগবান্‌কে নিদ্রিত করিলেন বলিয়া "শক্তিই বড় শক্তিই বড়" বলিয়া লাফালাফি করা উচিত নহে। "শক্তি না থাকিলে শক্তিমান্, শক্তিহীন জড় পদার্থ হইয়া যান" এই কথা বলিয়া কোন কোনও শক্তিবাদিগণ শক্তির শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে শক্তি না থাকিলে শক্তিমান্ জড় পদার্থ হইলেও তাঁহার অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু শক্তিমান্ না থাকিলে শক্তির অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতএব শক্তি এবং শক্তিমান্ তত্ত্বতঃ অভিন্ন এবং শক্তিই শক্তিমানের আশ্রিত এই সিদ্ধান্তই সর্ব্বদা মনে রাখিয়া অনন্ত-শক্তিমান্ শ্রীভগবানের লীলারসসিন্ধুতে অবগাহন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

কোনও রাজা রাজকার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া কিংবা স্বেচ্ছাবশতঃ যদি তাঁহার কোনও দাসীকে পদসম্বাহন প্রভৃতি দ্বারা নিদ্রাকর্ষণ করিয়া দিতে এবং প্রত্যুষে জাগাইয়া দিতে আদেশ করেন এবং তাঁহার আদেশে যদি সেই দাসী পদসম্বাহনাদি দ্বারা রাজাকে নিদ্রিত করিয়া প্রত্যুষে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দেয়, তাহা হইলে দাসী রাজাকে নিদ্রিত ও জাগ্রত করিল বলিয়া কি রাজা অপেক্ষা বড় কিংবা রাজার নিয়ন্ত্রী হইতে পারে? এইরূপ শ্রীভগবানেরই শক্তি যোগমায়া এবং যোগনিদ্রা শ্রীভগবানের ইঙ্গিতে তাঁহাকে লীলারসাস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহাকে মুগ্ধ এবং নিদ্রিত করেন বলিয়া তাঁহার প্রাধান্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হওয়া উচিত নহে। অনন্তশক্তিনিকেতন শ্রীভগবান্ তাঁহার কোন্ শক্তি প্রকাশ করিয়া কখন কোন্ লীলা করেন তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। তাঁহার সকল লীলাই পরম রমণীয় এবং জীবের ভববন্ধন মোচনের একমাত্র উপায়। তাহার মধ্যে রাসলীলায় তিনি অঘটন-ঘটনপটিয়সী যোগমায়া শক্তি প্রকাশ করিয়া যে মাধুর্য্য বর্ষণ করিয়াছেন তাহার আর তুলনা নাই। অতএব বিবিধ নিরর্থক চিন্তায় কালক্ষেপ না করিয়া লীলাময়ের লীলা-মাধুর্য্যাস্বাদনে রত হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য।

"যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই শ্লোকাংশ দেখিলে আপাততঃ মনে হয় যে—শ্রীভগবান্ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ইহাতে—শ্রীভগবানের যোগমায়াকে আশ্রয় করা কাহাকে বলে? জগতে যেমন কোনও অক্ষম ব্যক্তি তাহার কোন কার্য্য সাধনের জন্য কোনও সক্ষম ব্যক্তিকে আশ্রয় করে সেইরূপ কি? যোগমায়া শ্রীভগবানের শক্তি; সুতরাং যোগমায়াই ভগবানের আশ্রিত, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে কি ভাবে আশ্রয় করিবেন, ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন মনে আসা অসম্ভব নহে। কিন্তু "যোগমায়াং উপাশ্রিতঃ প্রকটীকৃতঃ ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে" "শ্রীভগবান্ তাঁহার যোগমায়াশক্তি প্রকাশ করিয়া রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" ইহাই এখানকার বক্তব্য। সূর্য্য যেমন তাঁহার কিরণমালা প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বগগনে উদিত হন এবং যে যে দিকে সূর্য্যের গতি, সেই সেই দিকেই তাঁহার কিরণমালা প্রকাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার যোগমায়াশক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁহার এই রমণ-লীলায় যখন যে ভাবে প্রয়োজন হইয়াছে তখন সেই ভাবেই এই অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্যমহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে। এই জন্যই "যোগমায়াং আশ্রিতঃ' না বলিয়া 'উপাশ্রিতঃ' বলা হইয়াছে। এখানে 'উপাশ্রিত' শব্দের অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণরূপে প্রকাশ করা। "যশ্চক্ষুরাশ্রিত্য স্থিতঃ" এই শ্রুতি বাক্যেও আশ্রিত শব্দের "প্রকাশ্য" এই অর্থ দেখা যায়। সুতরাং "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" বলিতে 'প্রকটীকৃতঃ' অর্থ অভিনব নহে।

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্লোকে "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই বিশেষণে জানা গেল যে—শ্রীভগবান্ তাঁহার ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তি প্রকাশে রাসলীলার মাধুর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না বলিয়া তিনি অঘটন-ঘটনপটীয়সী যোগমায়াশক্তি প্রকাশ করিয়া আত্মহারা হইলেন, এবং গোপীগণের প্রেমবাসনানুরূপ লীলা করিয়া তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার পরম মধুর রাসলীলা সম্পাদন করিবার জন্য অঘটনঘটন-পটীয়সী অচিন্ত্যমহাশক্তি ছাড়া আরও কিছু বিশেষত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের সেই সমস্ত বিশেষত্ব একমাত্র "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই বিশেষণ বাক্যের সমালোচনাতেই জানা যাইতে পারে।

"ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে" (ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন) এই কথার তাৎপর্য্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা ইতঃপূর্ব্বে বহুবিধ সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু শ্রীভগবান্ স্বভাবতঃ অনন্তমূর্ত্তিধারী এবং অনন্ত লীলাময়, সুতরাং তিনি রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন বলিলেই সকলেরই মনে প্রশ্ন আসা উচিত যে—তিনি কোন্ মূর্ত্তিতে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন? কাজেই অনন্তরূপধারী অনন্তলীলাময়ের "ভগবান্" এই সাধারণ নামে পরিচয় না লইয়া তাঁহার কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত। "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই বিশেষণটীই তাঁহার বিশেষ পরিচয়। "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" বিশেষণের সমালোচনা করিলেই শ্রীভগবানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। সে জন্য আমরা যোগমায়ার "অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্যমহাশক্তি" অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের বিশেষ পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহাতে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে—আত্মমোহিনী যোগমায়াশক্তি প্রকাশ করিয়া এই ভাবে আত্মহারা হইয়া শ্রীভগবান্ আর কোনও মূর্ত্তিতেই লীলা করেন নাই। জগৎপতি ভগবান্ কোনও লীলাতেই উপপতি সাজেন নাই কিংবা কোনও মূর্ত্তিতেই তিনি অগণিত প্রেমবতী প্রেয়সীবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া রাসনৃত্যে স্বরূপানন্দ বিতরণ করেন নাই। অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্যমহাশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে একমাত্র কৃষ্ণমূর্ত্তিতেই শ্রীভগবানের এতাদৃশ লীলারসাস্বাদন করা সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রীভগবান্ তাঁহার মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহাদি মূর্ত্তিতে অসুরমারণ ভূভারহরণ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাদি লীলা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মমোহিনী যোগমায়াশক্তি প্রকাশের কোনও প্রয়োজন হয় নাই, তাঁহার ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি শক্তি প্রকাশেই সেই সেই লীলার সামঞ্জস্য হইয়া গিয়াছে। সেই সেই লীলায় শ্রীভগবানের আত্ম-বিস্মৃত হইতে হয় নাই কিংবা সেই সেই লীলায় পার্ষদগণের প্রেমানুরূপ সেবা গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীভগবানের আত্মবিস্মৃত হওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। শ্রীভগবান্ মৎস্যমূর্ত্তিতে প্রলয়পয়োধিজলে বেদ রক্ষা করিয়াছেন, কূর্ম্মমূর্ত্তিতে পৃষ্ঠের উপর মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছেন, বরাহমূর্ত্তিতে জলমগ্ন পৃথিবীকে দন্তাগ্রে ধারণ করিয়াছেন, নৃসিংহমূর্ত্তিতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণ করিয়াছেন—ইত্যাদি ভাবে যদি শ্রীভগবানের সমস্ত লীলা সমালোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি শক্তি প্রকাশেই সেই সেই লীলা সঙ্ঘটিত হইয়াছে এবং শ্রীভগবান্ আত্মবিস্মৃত হইলে তাঁহার সেই সেই লীলা সম্পাদন হয় না। কিন্তু ভগবানের রাস-লীলার এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে—তাহাতে তাঁহার আত্মবিস্মৃত না হইলে চলিবে না। তিনি যদি মৎস্য কূর্ম্মাদি মূর্ত্তির লীলার মত ঈশ্বরাভিনিবেশে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ব্রজরমণীগণের পরমপ্রেমের অনুরূপ ভাবে লীলা হয় না, কাজেই তাঁহার কেবলমাত্র এই লীলাতেই অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্যমহাশক্তি প্রকাশ করিয়া নিজমায়ায় নিজে মুগ্ধ হইয়া ব্রজরমণীগণের প্রেমানুরূপভাবে ভাবিত হইয়া, প্রেমানুরূপ সাজে সজ্জিত হইয়া, প্রেমানুরূপ লীলায় লীলায়িত হইয়া অভিনব খেলা খেলিতে হইয়াছে। শ্রীভগবানের অনন্তমূর্ত্তি থাকিলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র এই মূর্ত্তিই সর্ব্বমনোহর, অনন্তলীলা থাকিলেও এই লীলাই আত্মপরচমৎকারিণী এবং অনন্তভাব থাকিলেও এই ভাবই ভাবের অবধি। শ্রীভগবানের এই মূর্ত্তি, এই খেলা এবং এই ভাব তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্য-মহাশক্তি যোগমায়ারই অভিনব কৃষ্ণসেবাচাতুর্য্য।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপুঃ তাহার স্বরূপ।
দ্বিভুজ মুরলীধর, নব কিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ রতন, ভক্তজনের প্রাণধন, প্রকট কৈলা নিত্য লীলা হৈতে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীভগবান্ তাঁহার পরম মধুর রাসলীলায় যেমন অচিন্ত্যমহাশক্তিরূপা যোগমায়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপ আরও অনেক বিশেষত্ব তাঁহার এই লীলায় প্রকাশ পাইয়াছে। সে সমস্ত বিশেষত্বের পরিচয় আমরা যোগমায়া শব্দের নানাবিধ অর্থ সমালোচনা করিলেই ধারণা করিতে পারিব।

"মায়াদম্ভে কৃপায়াঞ্চ" এই বিশ্বপ্রকাশ অভিধান-বচনানুসারে 'মায়া' শব্দের 'কৃপা' অর্থ গ্রহণ করিয়া "যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ" এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করিলে দেখা যায় যে, "যোগে আত্মনা সহ মিলনে যা মায়া কৃপা তামুপাশ্রিতো ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে"। শ্রীভগবান্ গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এমন কৃপাবিশেষ প্রকাশ করিলেন যে, তাহাতে তাঁহার সহিত গোপীগণের অবাধ মিলন সংঘটিত হইতে পারে। শ্রীভগবানের সহিত মিলনের একমাত্র কারণই তাঁহার কৃপা। তাঁহার কৃপা ব্যতীত আত্মশক্তিতে কেহই তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারে না। যদিও শ্রীভগবানের কৃপা বিতরণে কোন প্রকার পক্ষপাত নাই, তথাপি ভক্তের আকুল উৎকণ্ঠা ব্যতীত তাঁহার কৃপার প্রকাশ হয় না। শ্রীভগবানের অন্য কোন লীলায়ই পার্ষদগণের ব্রজরমণীগণের মত শ্রীভগবানের সহিত মিলনের তাদৃশ উৎকট উৎকণ্ঠা না থাকায় শ্রীভগবানের কোন লীলাতেই এতাদৃশ কৃপার বিকাশ হয় নাই। ইক্ষুদণ্ড স্বভাবতঃ রসপূর্ণ হইলেও যে যত পেষণ করিতে পারে, তাহার নিকট সেই পরিমাণে রসনির্গম হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ও স্বভাবতঃ কৃপাপূর্ণ হইলেও যে ভক্তের যেমন সেবাকাঙ্ক্ষা থাকে, সেই ভক্তের নিকট সেইরূপই কৃপা প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রজরমণীগণের মত সর্ব্বত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবার আকাঙ্ক্ষা ত্রিজগতে আর কাহারও নাই, কাজেই শ্রীভগবানের অন্য কুত্রাপি এমন কৃপার বিকাশ দেখা যায় না। শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার সহিত মিলিত হইতে কিংবা তাঁহার সেবা করিতে পারে না। শ্রীভগবান্ অবাঙ্মনসগোচর হইয়াও কেবলমাত্র তাঁহার কৃপাতেই তিনি ভক্তগণের দৃশ্য, বাচ্য, ভাব্য ও সেব্য হইয়া থাকেন।

নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং বিভুম্॥ (নারায়ণাধ্যাত্মং)

শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইয়াও নিজ কৃপায় তাঁহার ভক্তগণের দৃশ্য হইয়া থাকেন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মতত্ত্বকে জ্ঞানগম্য করিতে পারে না।

ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বুদ্ধিতে ধারণা করিয়াছিলেন এবং সেই ভাবেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ও বিহার সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা ব্যতীত কিছুতেই এই লোকবেদবিদ্বিষ্টভাবে মিলন সঙ্ঘটন হওয়া সম্ভবপর হয় না। শ্রীভগবান্ তাঁহার বহুবিধ লীলায় বহুবিধ ভাবে তাঁহার ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি রাসক্রীড়ায় যে ভাবে গোপরমণীগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সে ভাবে তাঁহার কোন লীলাতেই কোন ভক্তের সহিতই মিলন হয় নাই। এই লীলায় তাঁহার এমনই কৃপাশক্তির বিকাশ হইয়াছিল যে তাঁহার পরবধূরমণকার্য্যেও কোন আপত্তি হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, সন্ন্যাসিশিরোমণি কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যখন গোদাবরী নদীতীরে রায় রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, তখন রায় রামানন্দ তাঁহাকে বলিলেন—

কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ। কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদ ভয়। মোর দরশন তোমা বেদে নিষেধয়॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি, তাঁহার অনন্ত শক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান্ সর্ব্বেশ্বর হইলেও এই শক্তির অধীন হইয়া যান এবং নানাভাবে ভক্তের মনোবাসনা পূরণ করেন। ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের পরমপ্রেম বশতঃ ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি সর্ব্বত্যাগ করিয়া অবাধে শ্রীভগবানের সেবা করিবার জন্য যখন উৎকণ্ঠার চরমসীমায় উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীভগবানের পূর্ণকৃপাশক্তির বিকাশ হইয়া শ্রীভগবান্‌কে তাঁহাদের প্রেমসেবাগ্রহণের অনুরূপ ভাবে সাজাইয়া দিল এবং সেই ভাবেই গোপীসহ গোপীনাথের মিলন সংঘটন হইয়া সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলা সম্পাদিত হইল। "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই বাক্যে শ্রীভগবানের এই নিরবধি করুণারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শ্রীভগবান্ রাসলীলায় গোপীগণের সহিত তাঁহার যোগ সংঘটনের জন্য যেমন অপার কৃপা প্রকাশ করিলেন, তেমনই গোপীগণের পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, বান্ধব, গৃহ, স্বজন প্রভৃতির সঙ্গে অযোগের জন্যও কৃপা প্রকাশ করিলেন। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মরূপে সর্ব্বত্র এবং অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বজীবহৃদয়ে অবস্থিত আছেন; সুতরাং সকলের সহিত সর্ব্বদাই তাঁহার যোগ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্ত্রী, পুত্র, পরিজন বিষয়বৈভব দেহগেহাদির সহিত অযোগ না থাকায় কাহারও এই যোগের অনুভূতি হয় না। জগতের সাধক ভক্তগণ যখন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্ত্যানুষ্ঠানে কিংবা শ্রীভগবানের ধ্যানে রত হন, তখনও তাঁহারা দৈহিক, সাংসারিক ও বৈষয়িক কর্ম্মের তাড়নায় নিবিষ্টভাবে সাধনানুষ্ঠান লইয়াই থাকিতে পারেন না। সেই জন্য সকলেরই নিয়মমত দুই এক দণ্ড শ্রীভগবৎসেবা করিয়াই আবার বিষয়সাগরে ঝম্প প্রদান করিতে হয়। কিন্তু যদি তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র, বিত্তাদির সহিত অযোগ থাকিত, তাহা হইলে সাধনকালে শ্রীভগবানের সহিত যোগের কোনও বাধা ঘটিতে পারিত না। দেহ দৈহিকাদি বিষয়ের সহিত অযোগ না থাকায় কাহারও শ্রীভগবানের সহিত যোগস্ফূর্ত্তি হয় না কিংবা স্থায়িত্ব লাভ হয় না। ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি ভক্তগণের জীবনী সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহের সহিত যোগসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সম্পূর্ণভাবে বিষয়ের সহিত অযোগ না থাকায় তাঁহাদের আবার শ্রীভগবানের চরণ ছাড়িয়া রাজকার্য্যে রত হইতে হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীভগবানের সহিত যোগ যেমন শ্রীভগবানেরই কৃপাসাধ্য, সেইরূপ স্ত্রী, পুত্র, বিত্তাদি বিষয়ের সহিত অযোগও তাঁহারই কৃপাসাধ্য। রাসলীলায় শ্রীভগবান্ তাঁহার সহিত যোগ এবং তিনি ভিন্ন অন্য সমস্ত বস্তুর সহিত অযোগ সংঘটন হইতে পারে, এতাদৃশ কৃপা-প্রকাশ করিয়া গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুতরাং রাসলীলায় শ্রীভগবান্ "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এবং "অযোগমায়ামুপাশ্রিতঃ"। শ্রীভগবানের অযোগমায়ার এমনই প্রভাব যে, শ্রীভগবান্ যখন গোপীগণের প্রেম পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়া পতিপুত্রাদির সেবায় রত হইতে বলিলেন, তখন তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে বলিলেন—

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে কৃষ্ণ! তুমি পরম ধার্ম্মিক, সেই জন্য আমাদের উপদেশ দিতেছ যে—পতি, পুত্র, আত্মীয় প্রভৃতির সেবা করাই স্ত্রীগণের পরম ধর্ম্ম। কিন্তু ইহাতে আমরা বলিতে চাই যে—তোমার এই উপদেশ তোমাতেই থাকুক। তুমিই আমাদের পরমপ্রেষ্ঠ, পরমবান্ধব এবং জীবন সর্ব্বস্ব। ইহাতে গোপীগণের বক্তব্য এই যে – হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের কোটি কোটি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, আমরা তোমার সেবা করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব। তোমার সেবা ছাড়িয়া আমাদের ক্ষণমাত্রও অন্য কোনও কর্ম্ম করিবার শক্তি নাই। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে—এই সমস্ত প্রেমবতী গোপীগণের সহিত রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীভগবান্ পূর্ণরূপে তাঁহার যোগমায়া এবং অযোগমায়া প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ প্রেমবতী গোপরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া কত ভাবে যে কৃপাপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যোগমায়া এবং অযোগমায়া শব্দের আলোচনা করিয়া ইতঃপূর্ব্বে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, শ্রীভগবান্ তাঁহার সহিত যোগ এবং তিনি ভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থের সহিত অযোগ সংঘটন হওয়ায় উপযুক্ত কৃপা প্রকাশ কয়িয়া গোপরমণীগণের প্রেমসেবা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া "অযোগমায়ামুপাশ্রিতঃ এই" ভাবেও শ্রীভগবানের কৃপার এক অভিনব মাহাত্ম্য জানিতে পারা যায়। "অয়োবৎ গচ্ছতীতি অয়োগা" এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলে জানা যায় যে অয়ঃ অর্থাৎ লৌহের ন্যায় যাহার গতি, তাহাকে অয়োগা বলা হয়। শ্রীভগবানের মায়া অর্থাৎ কৃপা অয়োগা। লৌহ যেমন অয়স্কান্তমণির দিকে স্বভাবতঃই ধাবিত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের কৃপাও স্বভাবতঃই প্রেমবান্ ভক্তের দিকে ধাবিত হয়। শ্রীভগবানের কৃপা যেন লৌহ আর ভক্তের প্রেম যেন অয়স্কান্তমণি। অয়স্কান্তমণির যেমন লৌহকে আহ্বান করিতে হয় না, সে যেমন তাহার স্বভাব বশতঃই অয়স্কান্তমণির দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ প্রেমেরও কৃপাকে আহ্বান করিতে হয় না, কৃপা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই প্রেমবান্ ভক্তের দিকে ধাবিত হয়। জগতে দেখা যায় যে, লৌহ যদি পরিমানে অধিক হয়, তাহা হইলে অল্পপরিমাণ অয়স্কান্তমণি তাহাক আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু লৌহ অপেক্ষা অয়স্কান্তমণির পরিমাণ অধিক হইলে আর লৌহের স্থির থাকা সম্ভবপর হয় না, সে ছুটিয়া গিয়া অয়স্কান্তমণিতে সংলগ্ন হয়। শ্রীভগবানের কৃপার পরিমাণ এতই অধিক যে যৎকিঞ্চিৎ প্রেম তাহাকে চালিত করিতে পারে না, কিন্তু ব্রজরমণীগণের প্রেমের কথা কি বলিব! সে প্রেমের পরিমাণ এতই প্রচুর যে তাহা শ্রীভগবানের কোটি কোটি সুমেরু পর্ব্বত অপেক্ষাও বৃহত্তর কৃপারাশিকে বিচলিত করিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তাই ভগবান্ এই পরম মধুর রাসলীলায় "অযোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" হইয়া ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

শ্রীভগবান্ তাঁহার পরমমধুর রাসলীলায় কত ভাবে যে কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। "যঃ অগমায়াং উপাশ্রিতঃ" এই ভাবে পদচ্ছেদ করিলে শ্রীভগবানের কৃপার আরও কিছু অভিনব মাহাত্ম্য জ্ঞান হয়। "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" (ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে) এই কথায় প্রশ্ন হইতে পারে যে অনন্তরূপ-ধারী ভগবান্ কোন্ রূপে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, "যঃ অগমায়াঃ উপাশ্রিতঃ (যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ) স ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে"—অনন্ত মূর্ত্তিধারী ভগবান্ যে মূর্ত্তিতে অগমায়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মূর্ত্তিতে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অগমায়া শব্দের অর্থ নিশ্চলা কৃপা। (ন গচ্ছতি ন চলতি ইতি অগা নিশ্চলা সা চাসৌ মায়া কৃপা চেতি অগমায়া, তাং উপাশ্রিতঃ আধিক্যেন প্রকটীকৃতঃ)। অপার করুণাময় শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করা কোনও ভাগ্যবানের ভাগ্যে কখনও সম্ভবপর হইলেও সে কৃপা সকলের নিকট স্থায়িভাবে অবস্থান করিতে পারে না। ভক্তিনিষ্ঠ কর্ম্মযোগাদির অনুষ্ঠানে শ্রীভগবৎকৃপায় ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা চিরদিনের জন্য নহে, পুণ্যক্ষয়ে আবার যথাপূর্ব্ব অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। যোগী জ্ঞানী প্রভৃতি সকলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবৎকৃপায় সংসার মুক্ত হইয়া যান, কিন্তু তাঁহারা এ কৃপা ভোগ করিতে পারেন না, কেননা সংসারমুক্তির পরেই তাঁহারা শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ-সিন্ধুতে বিন্দুবৎ বিলীন হইয়া যান। শ্রীভগবানের কৃপায় যদি কেহ তাঁহার সেবাধিকার প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহারই প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবৎকৃপা ভোগ করা হয়। শ্রীভগবান্ তাঁহার কৃষ্ণ-লীলায় যাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই অগমায়াই (নিশ্চলা কৃপা) লাভ করিয়াছে। শ্রীভগবান্ যে নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি হিরণ্যকশিপুর উপর অপার কৃপাবর্ষণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কৃপাকে অগমায়া বলা যাইতে পারে না; কেননা হিরণ্যকশিপুর শ্রীভগবানের হস্তে নিধনপ্রাপ্তি হইলেও আবার তাহার আসুর ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারে দেখা যায় যে, তিনি পূতনা রাক্ষসীকেও জননী-গতি প্রদান করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণাবতারে তিনি যেরূপ অগমায়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আর কোন অবতারেই করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ অগমায়া লইয়াই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার ভাণ্ডারে যেন অগমায়া ছাড়া আর কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত লীলাতেই অগমায়া বিতরণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু রাসলীলায় যেন তিনি অগমায়ায় ভাণ্ডারদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই জন্য তিনি রাসলীলায় "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং" প্রভৃতি শ্লোকে গোপীগণকে বলিয়াছেন যে, আমি ব্রহ্মার পরমায়ুকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিলেও তোমাদের প্রেমের প্রতিদান দিতে পারিব না, তোমাদের প্রেমে আমার চিরদিনের জন্য তোমাদের নিকট ঋণী থাকিতে হইবে। গোপীগণকে কৃপা করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার কৃপার ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়াও আবার কৃপার ঋণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এতাদৃশ অগমায়ার আর কুত্রাপি প্রকাশ হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোপীপ্রেমমাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে,—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে। তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ স্বমুখ বচনে॥
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে,—"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজা" মিতি। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীকৃষ্ণলীলায় প্রকাশিত অগমায়ার যদি প্রকারান্তরে অর্থাস্বাদন করা যায় তাহা হইলে জানা যায় যে—"অগেষু স্থাবরেষু বৃক্ষলতাদিস্বপি যা মায়া কৃপা সা অগমায়া; তামুপাশ্রিতো ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে।" শ্রীভগবান্ তাঁহার সমস্ত লীলাতেই কৃপাসম্ভার লইয়া অবতীর্ণ হন, কিন্তু কৃষ্ণলীলায় তিনি বৃক্ষলতাদিকে পর্য্যন্তও কৃপাদানে কৃতার্থ করেন। শ্রীকৃষ্ণলীলার এই অযাচিত কৃপাবর্ষণের কথা মনে করিয়া লীলাশুক বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—

সন্ত্যবতারাঃ সহস্রশঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

পদ্মনাভ শ্রীভগবানের সহস্র সহস্র অবতার আছেন এবং সমস্ত অবতারই সর্ব্ববিধ মহাশক্তি পূর্ণ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিনা শ্রীভগবানের এমন কোন্ অবতার আছে যে, তিনি বৃক্ষলতাদিকে পর্য্যন্ত প্রেমরসসিক্ত করিয়াছেন?

রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর গোপীগণ যখন তাঁহাকে বনে বনে খুঁজিয়া বেড়াইতে ছিলেন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণস্পর্শজনিত প্রেমানন্দে পুলকিত বৃক্ষলতাদি দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

পৃচ্ছতেমা লতা বাহুমপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ। নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

দেখ দেখ সখি! এই বৃক্ষশাখালম্বিনী লতা, নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকরজস্পর্শের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, সেই জন্যই এইরূপ পুলকিত হইয়া পবনান্দোলনে নৃত্য করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপে বৃক্ষলতাদির উপরেও কৃপাপ্রকাশ দেখিলে মনে হয়—বৃক্ষলতাদি স্থাবর প্রাণিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে পারে না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই পুষ্পচয়নাদিচ্ছলে তাহাদের তলে তলে ভ্রমণ করেন এবং কৃপারস সেচনে তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন। দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণ করিয়া এবং বনভূমিতে সমাগত কৃষ্ণের অঙ্গসংস্পৃষ্ট বায়ুর স্পর্শ পাইয়া বৃন্দাবনের বনভূমিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃক্ষলতাদি প্রেমে পুলকিত এবং আমূল শাখাগ্র ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া অবস্থান করে; কিন্তু তাহাদের চরণ নাই যে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে বনভূমিতে বিচরণ করিবে, সেই জন্যই "অগমায়ামুপাশ্রিতঃ" শ্রীভগবান্ তাহাদের নিকট গমন করেন এবং করুণামাখা করস্পর্শে তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। শ্রীভগবান্ এই প্রকার অগমায়া প্রকাশ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বহুতর লীলা করেন এবং জগতে ঘোষণা করেন যে, যাহাদের অন্তরে প্রকৃত সেবাকাঙ্ক্ষা আছে তাহারা যদি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে না পারে, তাহা হইলে তিনিই তাহাদের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন। রাসলীলায় ভগবান্ পূর্ণরূপে অগমায়ার প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা পূর্ব্বকল্পে কৃষ্ণলীলা দর্শন করিয়া এবং গোপীসহ শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাকথা শ্রবণ করিয়া যাঁহারা গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রাপ্তির জন্য লালসান্বিত হইয়া রাগানুগা ভক্তিমার্গে সাধনানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলাসময়ে গোপীদেহ ধারণ করিয়া বাৎসল্যবতী গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার সময়ে অগমায়া প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে নিত্যলীলায় প্রবেশ করাইয়াছেন।

জ্ঞানী, যোগী ও কর্ম্মিগণের সাধনফললাভের সহিত রাগানুগা ভক্তিসাধকগণের সাধনফললাভের কিছু তারতম্য আছে। কেননা জ্ঞানিগণ, জ্ঞান সাধনায় সিদ্ধি দশায় ব্রহ্মভাব লাভ করেন এবং সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মস্বরূপে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের সাযুজ্য লাভের জন্য স্থানান্তরে গমন করিতে হয় না। তাঁহারা তাঁহাদের জীবন্মুক্ত সাধন দেহ লইয়া যেখানে থাকেন, প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়ান্তে দেহপাত হইলে তাঁহারা সেই স্থানেই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হইয়া যান। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সংপ্রলীয়ন্তে" এই শ্রুতিবচনে জানা যায় যে, ব্রহ্মভূত যোগীগণের সূক্ষ্ম দেহের উৎক্রামণ হয় না, তাঁহারা সাধনপ্রভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ বিনষ্ট করিয়া পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান। যোগিগণও তাঁহাদের হৃদয়স্থ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য সম্পাদন করিয়া সেইখানেই বিলীন হইয়া যান। কর্ম্মিগণ নিজ নিজ কর্ম্মফলে দেবতির্য্যগাদি বিবিধ দেহ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থান করেন। কিন্তু যাঁহারা গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রাপ্তির লালসায় রাগানুগা ভক্তিসাধন করেন, তাঁহাদের পরব্রহ্মে বিলীন হইলে কিংবা দেবতির্য্যগাদি দেহ ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থান করিলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না কিংবা মনোবাসনা পূরণ হয় না। তাঁহাদের গোপীদেহে শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তিই চিরদিনের অভিষ্ঠ এবং সাধনার সাধ্য। গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গলাভ করিতে না পারিলে কিছুতেই গোপীদেহে কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। নিজ কর্ম্মফলে যাহারা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোন স্থানে জন্ম লাভ করে, ব্রহ্মাণ্ডাধিকারিণী মায়া তাহাদের সেই স্থানে জন্ম লাভের ব্যবস্থা করিয়া দেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ধাম ব্রহ্মাণ্ড হইতে অনেক দূরে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং মায়াসমুদ্রের পর কারণার্ণব, তাহার পর সিদ্ধলোক, তাহার পর পরব্যোম, সেখানে অনন্ত বৈকুণ্ঠের স্থিতি, তাহার পরে "সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম। গোলোক শ্বেতদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন নাম।" কাজেই এই স্থানে গমন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যাঁহারা গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভের লোভ বশতঃ রাগানুগা ভক্তিসাধন করেন, তাঁহাদের সাধনার সিদ্ধি দশায় সেবাপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা বুকে লইয়া ব্রহ্মাণ্ডেই অবস্থান করিতে হয়। গোলোকে গিয়া গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত, কেননা ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এবং নিম্নে পাতাল পর্য্যন্ত গমনাগমনের জন্য কর্ম্মফল ও মায়ার সাহায্য পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে গিয়া কারণার্ণব, সিদ্ধলোক প্রভৃতি পার হইয়া গোলোকে গমনের জন্য কাহারও সাহায্য পাওয়া যায় না। একমাত্র ভগবৎ কৃপাই সেখানে যাওয়ার সহায়। কাজেই শ্রীভগবান্ যখন তাঁহার লীলা প্রকট করেন, সেই সময়ে তাঁহার সেবাপ্রাপ্তির জন্য সমুৎকণ্ঠিত সাধকগণ যোগমায়ার সাহায্যে প্রকটলীলায় গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গমহিমায় ভাব পরিপক্ক হইলে রাসলীলায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হয়। শ্রীকৃষ্ণ যদি অগমায়া প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য সমুৎকণ্ঠিত অথচ প্রপঞ্চাতীত গোলোকধামে গমনের শক্তিবিহীন (অগ) সাধক ভক্তগণের কিছুতেই মনোবাসনা পূর্ণ হইতে পারে না। জগতেও দেখা যায় যে, সমুদ্র পারে গমন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সমুদ্র কূলে অবস্থিত ব্যক্তি কখনও সন্তরণাদি দ্বারা সমুদ্র পার হইতে পারে না। সমুদ্রযান (জাহাজ) যদি নিজে আসিয়া কূলে দাঁড়ায় তাহা হইলে যাহারা পারে যাইবার জন্য কূলে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারা সমুদ্রযানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমুদ্রপারে যাইতে পারে। যাহারা ভবসমুদ্রের পারে যাইবার জন্য কূলে দাঁড়াইয়া আছে, তাহারাও যদি শ্রীকৃষ্ণের লীলা-তরণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহারা ভবসমুদ্রের পারে যাইতে সমর্থ হয় না। কাজেই শ্রীভগবানের প্রপঞ্চাতীত ধামপার্ষদ ও লীলাদির প্রপঞ্চে প্রকাশ করা অগমায়ারই কার্য্য। শ্রীভগবান্ যদি এই সমস্ত গতিবিহীনের (অগ) উপর কৃপা প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে আর ইহাদের কোনই গতি নাই। রাসলীলায় শ্রীভগবান্ অসংখ্য সাধনসিদ্ধ গোপীগণকে নিত্যলীলায় প্রবেশ করাইয়া থাকেন। কাজেই এই লীলায় তাঁহার পূর্ণরূপে অগমায়ার প্রকাশ।

অপারকরুণাধারাধর শ্রীভগবান্ নিরন্তর তাঁহার করুণাধারায় বিশ্ব প্লাবিত করিলেও সে কৃপাধারা ধারণ করিবার শক্তি অনেকেরই নাই। কোনও দয়ালু ও পরমোদার ব্যক্তি অকাতরে ধন দান করিতে পারেন, কিন্তু দরিদ্র গ্রাহক সে ধন লইয়া রাখিবে কোথায়? তাহার জীর্ণ পর্ণকুটীরে যদি সে সেই ধনরাজি রক্ষা করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা দস্যুতস্করাদি-কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া যায়। সুতরাং দাতার দান পাইলেও গ্রাহকের পক্ষে তাহা রক্ষা করা বড়ই কঠিন। শ্রীভগবানের অযাচিত কৃপায় অনেকেই অনেক সময়ে অনেক সৌভাগ্যলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা রক্ষা করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সংসারাসক্ত জীব হয়ত কোন সময়ে শ্রীভগবানের কৃপায় সাধনানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি লাভ করে, কিন্তু সে তাহার দুর্ভগ্যবশতঃ প্রকৃত সাধকের সঙ্গ না পাইয়া ধর্ম্মধ্বজী সিদ্ধ-পুরুষের হাতে পড়ে এবং প্রকৃত সাধন পথ হইতে দূরদূরান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। কেহ হয়ত সাধন পথে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সেবানামাপরাধাদির প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে বিতাড়িত হইয়া সংসার সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়। কেহ বা শ্রীভগবৎ কৃপায় সাধনপ্রবৃত্তি লাভ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতেই অনর্থবশতঃ লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদির দাসানুদাস হইয়া পড়ে। এই প্রকারে নানাস্থানে শ্রীভগবানের কৃপার প্রথম বিকাশ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার শেষ রক্ষা করা বড়ই কঠিন। কিন্তু শ্রীভগবান্ রাসলীলায় যে কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব চমৎকার। এ কৃপা যে পাইয়াছে তাহার আর কোনদিনই কৃপায় বঞ্চিত হইতে হয় নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলায় যে কৃপা বিতরিত হইয়াছে, সেই কৃপারই এমন কোনও শক্তি বিশেষ আছে যে, সে কৃপাই কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কৃপাগ্রহণ ও কৃপারক্ষার যোগ্য করিয়া দিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকে। "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই বাক্য হইতে শ্রীভগবানের কৃপার এতাদৃশ মাহাত্ম্যেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "যোগঃ ঐশ্বর্য্যং তদ্‌যুক্তা যা মায়া কৃপা, তাং উপাশ্রিতো ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে"। যোগ শব্দের অর্থ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য, তাঁহার ঐশ্বর্য্যযুক্ত কৃপার নাম যোগমায়া। কৃষ্ণলীলায় এই ঐশ্বর্য্যযুক্ত কৃপার (যোগমায়ার) বিকাশ নানাভাবে দেখা যায়। পূতনা রাক্ষসীকে জননীগতি প্রদান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে কোন লীলাকথার সমালোচনা করা যাউক না কেন, সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে তিনি যাহাকেই কৃপা করিয়াছেন, তাহাকেই এমন ভাবে ঐশ্বর্য্যশক্তির সাহায্য করিয়াছেন যে, তাহার কৃপা গ্রহণের পক্ষে কোন প্রকার অযোগ্যতা প্রকাশ পায় নাই কিংবা কোনও অসুবিধা হয় নাই। রাসলীলায় এই ঐশ্বর্য্যযুক্ত কৃপার (যোগমায়ার) পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। রাসলীলার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল ঐশ্বর্য্যযুক্ত কৃপারই খেলা। শ্রীভগবান্ যখন অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণের উপর কৃপা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে নিজ নিজ গৃহ হইতে বনভূমিতে আনয়ন করিবার জন্য বংশীনাদ করিলেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ যদি ব্রজ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমণীগণের উপর কৃপা প্রকাশ করিয়া কেবল বংশীনাদমাত্রই করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃষ্ণের নিকট আগমন করা সম্ভবপর হইত না। শ্রীভগবান্ কৃপার সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার বংশীনাদ একমাত্র গোপীগণেরই শ্রবণগোচর হইয়াছিল। গোপীগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতিরও যদি এই বংশীনাদ কর্ণগোচর হইত, তাহা হইলে তাহারাও বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণনিকটে আসিয়া পড়িতেন। তাহার পর গোপীগণ যখন বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় কৃষ্ণনিকটে আগমন করেন. তখন তাঁহাদের পতি প্রভৃতির বহুতর বারণও তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে নাই। পরিশেষে গোপীগণ যখন রাসস্থলীতে কৃষ্ণের সহিত রাসনৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সকলেই কৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বশঃতই কৃষ্ণমূর্ত্তি অনন্ত প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া সমস্ত গোপীগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া গেল। "কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ" এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনে স্পষ্টই জানা যায় যে, রাসস্থলীতে যতগুলি গোপী সমবেত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসনৃত্য করিয়া তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই সমস্তই তাঁহার ঐশ্বর্য্যযুক্ত কৃপার (যোগমায়ার) পূর্ণ বিকাশ।

"যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" শ্রীভগবান্ রাসক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নানাভাবে যোগমায়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত সমালোচনা করিয়া আমরা যোগমায়া শব্দ হইতে শ্রীভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্যমহাশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধপ্রকারে তাহা সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যোগমায়া শব্দ সমালোচনা করিলে ইহা ছাড়া শ্রীভগবানের আরও কিছু লীলাবৈভব জানা যাইতে পারে—"যোগে আত্মনা সহ মিলনে যা মায়া যজ্ঞপত্ন্যাদিবিব বঞ্চনা তামুপাশ্রিতোঽপি ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে"এইভাবে যদি "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" ভগবানের যোগমায়ার তত্ত্ব সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা হইলে জানা যায় যে, গোপীগণ তাঁহাদের সর্ব্বাতিশায়ি পরমপ্রেমবলে শ্রীভগবানের সহিত রাসক্রীড়ায় মিলিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের সহিত মিলনে সৌভাগ্য লাভ করা বড়ই দুর্ঘট এবং তাহা মহা মহা ভাগ্যবানের ভাগ্যেও সংঘটিত হয় কিনা সন্দেহ। শ্রীভগবানের এমনই মায়া যে, তীব্র সাধনানুষ্ঠান করিয়াও কেহ তাঁহার সহিত মিলনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। জপ, যোগ, ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যাদি তীব্র সাধনানুষ্ঠান করিয়া অনেকেই শ্রীভগবানের নিকটস্থ হয়, কিন্তু শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া সকলেই ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতি পাইয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হইয়া আর শ্রীভগবানের সহিত মিলন কিংবা তাঁহার সেবাদি লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা বিধি ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়াই কৃতার্থ হইয়া যান, কাজেই তাঁহাদের পক্ষেও শ্রীভগবানের সহিত মিলনাদি লাভ করা সম্ভবপর হয় না। এই সমস্ত সাধকগণ তীব্র সাধনানুষ্ঠান করিলেও ইঁহাদের কৃষ্ণমাধুর্য্যে লোভ না থাকায় কৃষ্ণের স্বরূপ এবং ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াই ইহারা কৃতকৃতার্থ হইয়া যান! কাজেই আর ইঁহাদের মিলনমাধুর্য্য কিংবা সেবানন্দ প্রাপ্তি হয় না। যাঁহারা রাগমার্গে কৃষ্ণভজন করেন এবং কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনই যাঁহাদের চরম লক্ষ্য, সেই সমস্ত ভক্তগণেরই কৃষ্ণের সহিত মিলনাদি লাভের সম্ভাবনা থাকে।

কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান, বিধি ভক্তি জপধ্যান, ইহা হইতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে, তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাধনানুষ্ঠানে রত হইয়াও অধিকাংশ সাধকই শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলনমাধুর্য্যের আস্বাদন পান না। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়, শ্রীভগবান্ যখন কংসকারাগারে আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহার চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী মূর্ত্তি দেখিয়া বাসুদেব এবং দেবকী বহুতর স্তুতি মিনতি করিলেন, তাহার পর শ্রীভগবান্ তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের সাধনানুষ্ঠানের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পরিশেষে বলিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন বব্রাথেঽপবর্গং মে মোহিতো দেবমায়য়া ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

'তোমরা দীর্ঘকাল তীব্র তপস্যায় অতিবাহিত করার পর আমাকে সাক্ষাদ্দর্শন করিয়াও দেবমায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমার নিকট অপবর্গ প্রার্থনা করিতে পার নাই।' শ্রীভগবান্ এইরূপে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া অধিকাংশ সাধককেই তাঁহার মাধুর্য্যরসাস্বাদনে বঞ্চিত করেন। যে সমস্ত ভক্তগণ কিছুতেই তাঁহার চরণ ছাড়িতে চায় না, একমাত্র তাহারাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনরসাস্বাদন করিতে পারে। ভুক্তি মুক্তি কিংবা সিদ্ধিপ্রাপ্তির প্রলোভনে যাহারা ভুলিয়া যায়, তাহাদের ভাগ্যে আর কদাপি কৃষ্ণের সহিত মিলনের সৌভাগ্যলাভ হয় না। বহুতর পরীক্ষায় ভক্তের ঐকান্তিকতার প্রমাণ না পাইলে কৃষ্ণ কিছুতেই ভক্তকে আত্মবশীকারের সিদ্ধৌষধিরূপ পরমপ্রেম প্রদান করেন না।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু নাহি দেন প্রেম রাখেন লুকাইয়া ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

জগতেও দেখা যায় যে—যদি কোনও বালক তাহার মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিবার জন্য রোদন করে, তাহা হইলে মাতা আসিয়া প্রথমতঃ বিবিধ প্রকার ক্রীড়া সামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি দিয়া বালককে ভুলাইতে চেষ্টা করেন। তাহাতে যদি বালক ভুলিয়া যায় তাহা হইলে মাতা তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করেন না। কিন্তু কোনও বালক যদি ক্রীড়াসামগ্রী প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র মাতৃক্রোড়ে আরোহণের জন্য রোদন করিতে থাকে, তাহা হইলে মাতা আর সে বালককে উপেক্ষা করিতে পারেন না। তিনি তখন তাঁহার সর্ব্ববিধ গৃহকার্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই বালককে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ও প্রথমতঃ তাঁহার ভক্তগণকে ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি দিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই মহাপ্রলোভন উপেক্ষা করা বড়ই কঠিন। এই পরীক্ষায় সকলকেই পরাজিত হইতে হয়। সাধনানুষ্ঠানের আরম্ভ হইতেই মহাপরীক্ষার আরম্ভ দেখা যায়। জ্ঞানযোগে "আমিই ব্রহ্ম" এই অভিমানে শ্রীভগবানের বিগ্রহাদিতে উপেক্ষা, অষ্টাঙ্গযোগে বিবিধপ্রকার সিদ্ধি এবং ভক্তিযোগে বিবিধ লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাদি উপস্থিত হইলে সাধন দশাতেই সাধককে দূরে সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়া থাকে। তাহার পর সিদ্ধিদশা উপস্থিত হইলে ত কথাই নাই। যে-সমস্ত একান্ত ভক্ত সর্ব্ববিধ সুখ সমৃদ্ধির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মহাদুঃখকে জীবনের সারসর্ব্বস্বরূপে অবলম্বন করিতে পারেন, এবং সর্ব্বদাই কৃষ্ণসেবার জন্য সমুৎকণ্ঠিত থাকিতে পারেন, তাহাদিগকে কৃষ্ণ কিছুতেই উপেক্ষা করিতে না পারিয়া নিজ সঙ্গ ও সেবাধিকার দানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম ॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজন করয়ে কত তাড়ন ভর্ৎসন ॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

যাহারা এই ভাবে সর্ব্বত্যাগ করিয়া, সর্ব্ববিধ দুঃখদৈন্যাদি অগ্রাহ্য করিয়া, একমাত্র কৃষ্ণসেবাই জীবনের সারসর্ব্বস্বরূপে অবলম্বন করিতে পারে, তাহারাই কৃষ্ণমায়ামুক্ত হইতে পারে এবং কৃষ্ণের সঙ্গসুখ এবং সেবাসুখাস্বাদন করিতে পারে। অন্যের কথা দূরে থাক, কৃষ্ণের প্রকট লীলার পার্ষদ পরমানুরাগিণী যজ্ঞপত্নীগণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণমায়ায় মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণচরণ নিকটে উপস্থিত হইয়াও তাঁহার সঙ্গসুখ এবং সেবাসুখ লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণানুরাগিণী যজ্ঞপত্নীগণ পতিপুত্রাদি ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির লালসাতেই কৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণমায়ার মহাপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে নিজগৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন; তখন তাঁহারা বলিলেন যে, হে কৃষ্ণ! আমরা পতি পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি বলিয়া আমাদের পতিগণ আর আমাদের গ্রহণ করিবেন না। তাহাতে কৃষ্ণ যোগমায়া (নিজের সহিত মিলনে বঞ্চনা) প্রকাশ করিয়া বলিলেন—আমি তোমাদের বর প্রদান করিতেছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা নিজগৃহে গমনমাত্রেই তোমাদের পতিগণ তোমাদিগকে পরমাদরে গ্রহণ করিবেন। যজ্ঞপত্নীগণ আর কোনও আপত্তি করিলেন না, তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণসঙ্গ ও কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে কৃষ্ণচরণ চিন্তা করিতে করিতে নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন। এই প্রকার ছোট বড় প্রায় সকলেই কৃষ্ণের যোগমায়ার মহা বঞ্চনায় পড়িয়া কৃষ্ণসঙ্গ ও কৃষ্ণসেবালাভের অনধিকারী হইয়া পড়েন, কিন্তু পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের নিকট এই যোগমায়া (কৃষ্ণের সহিত মিলনে বঞ্চনা) পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রজরমণীগণও যখন বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনও কৃষ্ণের যোগমায়া (মিলনে বঞ্চনা) একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে ব্রজ-রমণীগণ ফিরিয়া যান, কিন্তু ব্রজরমণীগণের গাঢ় অনুরাগের নিকট যোগমায়ার চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে নাই। ব্রজরমণীগণকে যখন কৃষ্ণ নিজগৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, তখন তাঁহারা বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার চরণপ্রান্ত ছাড়িয়া আমাদের আর একপদও যাইবার শক্তি নাই। তুমি যদি আমাদিগকে তোমার চরণসেবাধিকার প্রদান না কর, তাহা হইলে আমরা তোমার চরণ চিন্তা করিতে করিতে তোমার চরণপ্রান্তে জীবন বিসর্জ্জন করিব। আমরা মরণকালেও যদি তোমার চরণচিন্তা করিতে পারি তাহা হইলে অন্ততঃ জন্মান্তরেও তোমার প্রেয়সী হইয়া তোমার চরণসেবার অধিকার পাইব। এই গাঢ় অনুরাগ, এই ঐকান্তিকতা, এই উৎকট সেবাকাঙ্ক্ষা, কৃষ্ণের যোগমায়ার দর্প চূর্ণ করিয়া দিল। ব্রজরমণীগণ "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" কৃষ্ণকে এই পরম প্রেমবলে বশীভূত করিয়া তাঁহার সহিত রাসক্রীড়ায় রত হইলেন। "যোগমায়ামুপাশ্রিতোঽপি ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে" এইভাবে যদি শ্লোকার্থের আস্বাদন করা যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণের এই প্রকার আত্মসঙ্গসুখদানে বঞ্চনা এবং গোপীগণের পরম প্রেমের মহাবৈভবের তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। যদিও শ্রীকৃষ্ণ আত্মসঙ্গসুখদানে সকলকেই যজ্ঞপত্নী প্রভৃতির মত বঞ্চনা করিয়া থাকেন, তথাপি গোপীগণের পরমপ্রেমে বশীভূত হইয়া তিনি তাঁহাদের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, ইহাই এস্থলের প্রতিপাদ্য।

রাসলীলায় "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" কৃষ্ণের যোগমায়ার তত্ত্বানুসন্ধানে রত হইলে এই প্রকার বহুতর তত্ত্ব এবং লীলা বৈভবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" ভগবান্ রাসলীলায় কত ভাবে যে যোগমায়ার বৈভব প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। "যোগায় শ্রীকৃষ্ণেন সহ মিলনায় মায়ঃ শব্দো যস্যাঃ সা যোগমায়া।" শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সংঘটন করিবার জন্য যিনি ধ্বনি করেন তাঁহার নাম যোগমায়া। এই ভাবে যদি যোগমায়ার তত্ত্ব ও অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীকে যোগমায়া বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর রবই কৃষ্ণের সহিত মিলনের আকর্ষণ মন্ত্র। এই বংশীরবে শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া আসে, বন মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণরত ধেনুগণ হাম্বারবে ঊর্দ্ধপুচ্ছে কৃষ্ণের নিকট আসিয়া মিলিত হয়, সমুদ্রগামিনী যমুনা বিপরীত গতিতে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ে এবং ব্রজবধূগণ গৃহকর্ম্ম এবং কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণের নিকট আগমন করে। সুতরাং কৃষ্ণের বংশীরবই কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণপার্ষদগণের মিলন সংঘটন করাইয়া থাকে। বিশেষতঃ গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের মিলন সংঘটনে বংশীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দূতী। সেইজন্য কৃষ্ণের যখন গোপীগণের সহিত মিলন বাসনা হয়, তখন কৃষ্ণ বংশীকেই প্রধান সহায়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতি পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

এই ব্রহ্মসংহিতা বচনে জানা জায় যে, শ্রীকৃষ্ণের কান্তাগণ স্বয়ং লক্ষ্মী, তাঁহাদের কান্ত স্বয়ং ভগবান্ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষগণ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিময়ী, জল অমৃত, কথা গান, গমন নৃত্য, বংশী প্রিয় সখী, এবং চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল এবং শব্দস্পর্শাদি ভোগ্য বস্তু সমস্তই সচ্চিদানন্দময়। অতএব শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বংশী সাধারণ বংশীর ন্যায় বাদ্যযন্ত্র মাত্রই নহে, শ্রীকৃষ্ণের বংশী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের মিলন সংঘটনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'দূতী'। পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ নিরন্তর কৃষ্ণের সহিত মিলন লালসায় সমুৎকণ্ঠিত হইলেও তাঁহাদের ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান ও ভয়াদির কঠিন নিগড় উন্মোচন করিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনোৎকণ্ঠা এবং ধৈর্য্য লজ্জাদির বন্ধন উভয়ই সমবলসম্পন্ন, কাজেই কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারে না। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব তাঁহাদের কর্ণগোচর হয়, তখন আর তাঁহাদের ধৈর্য্য লজ্জাদির বন্ধন থাকিতে পারে না, তাই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে পারেন। সুতরাং কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের মিলন সংঘটনে একমাত্র বংশীই কৃষ্ণের পরম সহায়। কৃষ্ণ যদি কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া গোপীগণের সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কৃষ্ণের সে মিলনলীলা ঐশ্বর্য্যময়ী হইয়া পড়ে। কৃষ্ণ যদি নিজের সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া গোপীগণের প্রেমে আত্মহারা হইয়া গোপীগণের সহিত মধুর মিলন রসাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার বংশীদূতীর সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত আর গতি নাই। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ বংশীর সাহায্যে গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন।

শ্রীভগবানের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও নারায়ণাদি অনন্ত মূর্ত্তি আছেন এবং সেই সমস্ত মূর্ত্তি জগতে আবির্ভূত হইয়া বিবিধ লীলা করিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণমূর্ত্তি ব্যতীত আর কোন মূর্ত্তিই "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" (বংশীধারী) নহেন। শ্রীভগবান্ সমস্ত মূর্ত্তিতেই শঙ্খ, চক্র, ধনুঃ, বাণ, শূল ও খড়্গ প্রভৃতি আয়ুধ ধারণ করিয়া লীলা করিয়া থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণমূর্ত্তিতে কোনই আয়ুধ নাই। এই মূর্ত্তিতে বংশী ধারণ করিয়া বনে বনে, কুঞ্জে কুঞ্জে, যমুনা পুলিনে, গোবর্দ্ধন তটে, সরসীতীরে সুখে বিচরণ করিয়া শ্রীভগবান্ কেবল মাত্র পরমানন্দ রসাস্বাদন ও বিতরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার যে সমস্ত মূর্ত্তিতে শঙ্খ, চক্র শূল খড়্গ, ধনুর্ব্বাণাদি আয়ুধ ধারণ করেন, সে সমস্ত মূর্ত্তির অসুর ভয় না থাকিলেও অন্ততঃ অসুরমারণের সঙ্কল্প আছে এবং দুর্দ্দান্ত অসুরগণ উপস্থিত হইলে তাঁহার আয়ুধ সাহায্যেই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণলীলায় বনে বনে পরমানন্দে বাঁশী বাজাইয়া বেড়ান এবং গোপবালক ও গোপরমণীগণের ক্রীড়াবিহারাদি দেখিয়া মনে হয়, এ লীলায় শ্রীভগবান্ একমাত্র পরমানন্দ-রসাস্বাদন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যই মনে স্থান দেন না কিংবা অসুরাদিতে ভ্রূক্ষেপও করেন না। এ লীলাতেও পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, বকাসুর, অঘাসুর, ধেনুকাসুর, কেশিদৈত্য প্রভৃতি বহুতর প্রবল পরাক্রান্ত অসুর আসিয়া গোকুলে এবং বৃন্দাবনে বহুতর উৎপাৎ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বাল্যক্রীড়ারসমত্ত কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়ার কোনই বাধা হয় নাই, তিনি বাল্যলীলা করিতে করিতে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। তিনি ছয়দিন মাত্র বয়সে স্তনচূষণ করিতে করিতে পূতনা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছেন, ক্রন্দনচ্ছলে হস্তপদ ক্ষেপণ করিতে করিতে শকটাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, একবৎসর বয়সে বালকের মত গলা জড়াইয়া ধরিয়া তৃণাবর্ত্তকে বধ করিয়াছেন, গোষ্ঠক্রীড়া করিতে করিতে বকাসুর বৎসাসুরাদিকে বধ করিয়াছেন। এই প্রকারে কোনও অসুর বধ করিতেই তাঁহার আয়ুধ ধারণ করিতে হয় নাই, সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিতে হয় নাই, অনন্ত মূর্ত্তি কিংবা উগ্রমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে হয় নাই কিংবা দুই চারি হাজার বৎসর যুদ্ধ করিতেও হয় নাই। তিনি যে লীলারসে মত্ত থাকেন, সেই লীলা করিতে করিতেই অসুর সংহার হইয়া যায়। এই জন্যই নারদ ঋষি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা। তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ! নব্যয়া বাললীলয়া॥
সার্দ্ধং মিত্রৈর্হরে ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি। সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে খস্থিতাস্তদা॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং)

হে কৃষ্ণ! চক্রধারী নারায়ণ চক্র ধারণ করিয়াও যে সমস্ত অসুরগণকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন, আপনি অভিনব বাল্যলীলা করিতে করিতেই তাহাদিগকে (অঘাসুর প্রভৃতিকে) বিনাশ করিয়াছেন। আপনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণলীলার অপরিসীম মাহাত্মের কথা আর কি বলিব! আপনি শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণের সহিত গোষ্ঠ-ক্রীড়া করিতে করিতে বাল্যলীলাভিনিবেশ বশতঃও যদি ভ্রুভঙ্গ করেন, তাহা হইলে আকাশস্থিত ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ মহাভয়ে কম্পিত হইয়া পড়েন!

অতএব দেখা যাইতেছে, বংশীধারী (যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ) কৃষ্ণের লীলা বড়ই অদ্ভুত! বড়ই মনোরম! শ্রীভগবানের যতই মূর্ত্তি কিংবা যতই লীলা থাকুক না কেন, এই বংশীধারী মূর্ত্তির প্রেমময়ী লীলার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের এই মূর্ত্তি এবং এই লীলা কেবলমাত্র ব্রজেই প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় এবং দ্বারকায় লীলা করেন, তখনও তাঁহার এই বেণুমাধুর্য্যের এবং লীলামাধুর্য্যের প্রকাশ হয় না। তাঁহার এই মূর্ত্তি এবং এই লীলা একমাত্র ব্রজেরই সম্পদ।

চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে। ঐশ্বর্য্যক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ॥ (লঘুভাগবতামৃতং)

শ্রীভগবানের মাধুর্য্যসম্পুটিত ঐশ্বর্য্য, গোপগোপীগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বিবিধ প্রেমময়ী লীলা, সর্ব্বভূত-মনোহর বেণুবাদন এবং আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীমূর্ত্তি কেবলমাত্র ব্রজধামেই অবস্থিত থাকেন এবং প্রকট-লীলায় তাহা ব্রজেই প্রকাশ হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তির এবং এই লীলার কুত্রাপি তুলনা নাই।

"ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে" (ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন) এই কথা বলিলে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অনন্তমূর্ত্তিধারী ভগবান্ কোন্ মূর্ত্তিতে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন? তাহার উত্তরে বলা যায় যে—"যোগমায়া-মুপাশ্রিতো ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে।" তাঁহার অনন্তমূর্ত্তির মধ্যে যে মূর্ত্তি বংশীধারী, তিনি সেই মূর্ত্তিতে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীভগবানের বংশীধারী মূর্ত্তি ব্যতীত কোনও আয়ুধধারী মূর্ত্তিতে এই পরমরমণীয় রমণলীলা (রাসক্রীড়া) হওয়া সম্ভবপর নহে। এই লীলায় প্রেমমত্ত গোপীগণ রাসনৃত্যে প্রেমালাস্যশিথিল বাহুলতা দ্বারা কৃষ্ণের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াছেন, কৃষ্ণও পীত বসন দ্বারা তাঁহাদের শ্রমজলসিক্ত বদন মার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের গণ্ডে গণ্ড স্থাপন করিয়া চর্ব্বিত তাম্বুল অর্পণ করিয়াছেন, বনবিহার, নৃত্যগীত ও যমুনাবিহারাদি করিয়াছেন, কাজেই একমাত্র বংশীধারী মূর্ত্তিই এই লীলার অনুরূপ। এই জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সংঘটন হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীকে যোগমায়া বলা হয় এবং এই যোগমায়াই (বংশী) গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার প্রধান সহায়। অপার ধৈর্য্যলজ্জাদিশালিনী অন্তঃপুরচারিণী গোপকুলকামিনীগণের ধৈর্য্যলজ্জাদির বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই যোগমায়াই (বংশী) কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের যোগসংঘটন করিয়া থাকেন। এই বংশীরূপা যোগমায়া যে কেবল-মাত্র গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যোগই সংঘটন করেন তাহা নহে—ইনি গোপীগণের সহিত তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, স্বজন, লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কুল, শীল, লজ্জা, ধৈর্য্য প্রভৃতির সঙ্গে অযোগও সংঘটন করিয়া থাকেন, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের বংশীকে অযোগমায়াও বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণবপদকর্ত্তা জগদানন্দ গাহিয়াছেন—

লজ্জাশীল মোহাগার, গুরু গৌরব সিংহদ্বার, ধরম কপাট ছিল তায়।
বংশীরব বজ্রাঘাতে, পড়ি গেল অকস্মাতে, সমভূমি করিল আমায়॥

যাহা হউক, রাসরসিক শ্রীভগবান্ তাঁহার সহিত যোগ এবং তিনি ভিন্ন যাবতীয় বস্তুর সহিত অযোগ সম্পাদনকারিণী স্থাবরজঙ্গমবিমোহিনী বংশীকে (যোগমায়াকে) অবলম্বন করিয়া প্রেমবতী গোপরমণীগণের সহিত রাসনৃত্য করিতে ইচ্ছা করিলেন, ইহাই এখানকার প্রতিপাদ্য।

"যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ" ভগবানের যোগমায়া যে কতভাবে তাঁহার পরমরমণীয় রাসলীলার সহায়তা করিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই যোগমায়া শব্দের অন্তরালে কত অর্থই যে অন্তর্নিহিত আছে তাহা একমাত্র "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" ভগবানের কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কাহারও ধারণা করিবার সাধ্য নাই। যোগমায়া শব্দ সমালোচনা করিলে রাসচক্রের মধ্যকীলক, রাসনৃত্যের প্রধানা নায়িকা, রাসবিহারীর হৃদয়বিহারিণী, কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা রাধিকারও নানাবিধ তত্ত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টতঃ তাঁহার নামোল্লেখ নাই, তথাপি একমাত্র তিনিই রাসক্রীড়ার প্রধান অবলম্বন। তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ পুরাণ তন্ত্রাদিতে যে সমস্ত আলোচনা আছে তাহা "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ" প্রভৃতি ত্রিংশদধ্যায়স্থিত শ্লোক ব্যাখ্যার সময় বিশদরূপে বর্ণিত হইবে। এখানে যোগমায়া শব্দ হইতে তাঁহার যে তত্ত্বের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব—

যোগস্য সম্ভোগস্য মায়ঃ মানং পর্য্যাপ্তির্যত্র সা যোগমায়া শ্রীরাধা।

অথবা—যোগস্য মা লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিরিতি যাবৎ তাং যাতি প্রাপ্নোতীতি যোগমায়া শ্রীরাধা॥

মধুর রসে মিলনরসাস্বাদনের নাম সম্ভোগ। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মিলনরসাস্বাদন হয় তাহা তাঁহার কোনও লীলায় কিংবা কোনও মূর্ত্তিতে কোনও প্রেয়সীর সঙ্গে সম্ভবপর হয় না। ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, শ্রীভগবানের প্রেয়সীগণ, লক্ষ্মী, মহিষী ও গোপী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার মধ্যে লক্ষ্মীগণ শ্রীভগবানের নারায়ণ মূর্ত্তির প্রেয়সী, মহিষীগণ শ্রীরামচন্দ্র, দ্বারকানাথ কৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রীভগবানের মহারাজলীলাবিগ্রহের প্রেয়সী এবং গোপীগণ ব্রজবিহারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী। শ্রীভগবানের এই ত্রিবিধ প্রেয়সীবর্গই শ্রীভগবানকে নিজ কান্ত বলিয়া ধারণা করেন এবং মধুর ভাবে তাঁহার বিবিধ সেবা করেন। তাহার মধ্যে লক্ষ্মীগণ অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবানের কান্তা এবং তাঁহাদের মধুরভাবে সেবাতেও ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি আছে, সেই জন্য লক্ষ্মীগণ নারায়ণ-বক্ষোবিলাসিনী হইলেও তাঁহারা ঈশ্বর জ্ঞানে শ্রীনারায়ণের চরণ-সেবনপরায়ণা। ইঁহাদের সহিত শ্রীনারায়ণ বিগ্রহের মিলনের আদি ও অবসান নাই। সেইজন্য ইঁহাদের প্রেম-সেবায় মিলনোৎকণ্ঠা এবং বিরহাস্বাদনও নাই। কাজেই ইঁহাদের মিলনসুখানুভূতিও অপূর্ণ। মহিষীগণের বিবাহ-বিধি অনুসারে শ্রীভগবানের শ্রীরামচন্দ্রাদি লীলাবিগ্রহের সহিত মিলন হয় এবং তাঁহারা আজীবন পতিবুদ্ধিতে শ্রীভগবানের সেই সেই লীলাবিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রথম মিলন সংঘটনের জন্য মিলনোৎকণ্ঠা থাকিলেও পত্নীরূপে অঙ্গীকৃত হওয়ার পর আর ইঁহাদের মিলন ও যথোচিত সেবাপ্রাপ্তির কোনও বাধা থাকে না কিংবা সেজন্য কোনও উৎকণ্ঠা থাকে না। শ্রীভগবানের শ্রীরামচন্দ্রাদি লীলাবিগ্রহের সহিত বিবাহবিধিতে মিলিত হওয়ার পর হইতেই মহিষীরূপা প্রেয়সীগণ নিরুদ্বেগে ও নিশ্চিন্তভাবে পতিবুদ্ধিতে শ্রীভগবানের সেবাধিকার পাইলেও তাঁহাদের উৎকণ্ঠাবিহীন নির্বাধ সেবাকে পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। কেননা—

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

বিরহ ব্যতীত কদাপি সম্ভোগের পুষ্টি সাধন হয় না। যেখানে নিরন্তর মিলন, কিন্তু বিরহের কোনই সম্ভাবনা নাই, সেখানে মিলনের সুখানুভূতি হয় না। অতি ক্ষুধায় অন্ন পাইলে যেমন তাহার মাধুর্য্যাস্বাদন হয় অক্ষুদায় কদাপি সেরূপ হয় না। বিরহের পর যেমন মিলনের মাধুর্য্যাস্বাদন হয়, চিরমিলনে কিংবা অবাধমিলনে তাহা কদাপি সম্ভবপর হয় না। লক্ষ্মীগণ শ্রীভগবানের প্রেয়সী হইলেও তাঁহারা কদাপি বিরহের বার্ত্তাও অবগত নহেন, তাঁহারা অনাদি কাল হইতে চিরমিলনরসসিন্ধুতে নিমগ্না, কাজেই তাঁহাদের মিলন পূর্ণসুখাবহ নহে। মহিষীগণও বিবাহ বিধিতে অঙ্গীকৃত হওয়ার পর হইতে নিরুদ্বেগে অবাধমিলনসুখসমুদ্রে নিমগ্না থাকেন, কাজেই তাঁহাদেরও মিলন-সুখের তাদৃশ অনুভূতি নাই। কিন্তু ব্রজের গোপীগণ সকলেই পরবধূ, কাজেই তাঁহাদের পর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ কৃষ্ণের সহিত অবাধে ও নিরুদ্বেগে মিলন হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই বিরহ-বেদনা এবং মিলনোৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ থাকে। তাঁহাদের যদি কোনও সুযোগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে অনির্ব্বচনীয় সুখ আস্বাদন করেন, তাহার সহিত লক্ষ্মীগণের চির মিলন এবং মহিষীগণের অবাধ মিলনের আনন্দের তুলনাই হয় না।

শ্রীভগবানের লক্ষ্মী ও মহিষীগণের সহিত স্বকীয়া কান্তাভাবে এবং গোপীগণের সহিত পরকীয়া কান্তাভাবে সম্বন্ধ ও লীলারসাস্বাদন হইয়া থাকে। স্বকীয়াভাবে উৎকণ্ঠাবিহীন চিরমিলনে কিংবা অবাধমিলনে সম্ভোগসুখের পরিপুষ্টি হয় না, কিন্তু পরকীয়াভাবের নিত্য নব নব উৎকণ্ঠাময় মিলনে সম্ভোগসুখের পূর্ণ পরিপুষ্টি হইয়া থাকে।

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল তাঁর প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস আস্বাদ কারণ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা সমালোচনায় জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া ব্রজের সমস্ত গোপীগণই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও শ্রীকৃষ্ণের সহিত পতিভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। "তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্টই জানা যায় যে সমস্ত গোপীগণেরই শ্রীকৃষ্ণে জারভাবময় প্রেম ছিল এবং তাঁহারা সেই উৎকণ্ঠাতেই সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলী হইতে অন্তর্দ্ধান লীলা দেখিলে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধাকে লইয়াই নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ" প্রভৃতি শ্লোকে গোপীগণ এই শ্রীরাধিকারই সৌভাগ্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীরাধিকার প্রেমে এমন কোনও বিশেষত্ব আছে যে, সে জন্য তাঁহার সহিত লীলাবিলাসেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণানন্দাস্বাদন হইয়া থাকে এবং তাঁহার সহিত মিলনই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র অভিপ্রেত। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বর্ণিত আছে যে—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ড নামক সরোবরও তাঁহার সেইরূপ প্রিয়। সমস্ত গোপীগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে সর্ব্বগোপীপ্রধানা শ্রীরাধিকা ও চন্দ্রাবলীর তারতম্য বিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিগরীয়সী॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

শ্রীরাধিকা ও চন্দ্রাবলী উভয়েই যূথেশ্বরী এবং সর্ব্বপ্রধানা হইলেও এই দুই জনের মধ্যে শ্রীরাধিকাই শ্রেষ্ঠা; কেননা ইনি মহাভাবস্বরূপা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক বহুবিধ গুণসমন্বিতা।

সুতরাং শ্রীরাধিকার সহিত মিলন রসাস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অভিপ্রেত এবং শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ বিলাসই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম সম্ভোগ। "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্লোকস্থিত "যোগমায়া" শব্দের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীরাধিকা অর্থ করিয়া তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ সম্ভোগের কথা আলোচনা করিলে মনে হয় যে—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত মিলনরসাস্বাদন করিবার জন্যই অসংখ্য গোপীবর্গ সমন্বিত রাসক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

রাধাসহ ক্রীড়ারস আস্বাদ কারণ। আর সব গোপী হয় রসোপকরণ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং তাঁহারই সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণরূপে মিলন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রসাস্বাদন হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহাকে "যোগমায়া" বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" অর্থাৎ "সর্ব্বপ্রিয়াবলীমুখ্যাং শ্রীরাধিকাং মনসি চিন্তিতঃ সন্ (শ্রীরাধিকার সহিত মিলন রসাস্বাদনের সংকল্প করিয়া) রন্তুং মনশ্চক্রে"—রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলার টীকাকারগণ নানাভাবে ব্যুৎপত্তি করিয়া যোগমায়া শব্দের "রাধা" অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন ও তাঁহাকেই রাসলীলার মূলস্তম্ভ রূপে স্থাপন করিয়াছেন ; আমরা তাহার দুই এক রকম উল্লেখ করিয়া কিঞ্চিৎ রস আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিলাম। শ্রীরাধিকা সম্বন্ধে অন্যান্য যাহা বিশেষ আছে, তাহা "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ" প্রভৃতি অগ্রিম শ্লোকে বিবৃত হইবে। এখন আমরা "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্লোকের অন্যান্য বিশেষ জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এই পর্য্যন্ত সমালোচনায় আমরা "ভগবানপি তা রাত্রিঃ" প্রভৃতি শ্লোকের "যোগমায়ামুপাশ্রিতো ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে" এই অংশমাত্রের আলেচনা করিতে পারিয়াছি। ইহাতেও ইহার সর্ব্ববিধ বক্তব্য শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, অনন্তলীলাময় শ্রীভগবানের অপার কৃপায় তাঁহার লীলাতত্ত্বের যতটুকু ব্যক্ত হইয়াছে, আমাদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। যাঁহাদের আরও কিছু বিশেষ জিজ্ঞাস্য থাকে, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাদি অনুসন্ধান করিবেন।

অচিন্ত্য অনন্ত মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর রাসলীলাকথা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব "ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে" এই ভাষায় শ্রীভগবানের রমণেচ্ছা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যদি "রন্তুং মনশ্চক্রে" না বলিয়া "রিরংসামাস" কিংবা "রন্তুমিয়েষ" এই কথা বলিতেন তাহা হইলে অল্প কথায় তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ হইত। "মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা" "যিনি মিতভাষী এবং কোন প্রকার অসার কথা বলেন না তিনিই প্রকৃত বাগ্মি" এই প্রাচীনবাক্য স্মরণ করিলে মনে হয় যে—অল্প কথায় বক্তব্য প্রকাশ করা সম্ভবপর হইলে কখনও অধিক কথা বলা উচিত নহে। বিশেষতঃ পরমহংস শিরোমণি শুকদেব কখনও কোনও ব্যর্থ কথা বলিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। কিন্তু এখানে তিনি "রিরংসামাস" কিংবা "রন্তুমিয়েষ" না বলিয়া "রন্তুং মনশ্চক্রে" বলিয়াছেন দেখিয়া মনে হয় যে ইহাতে নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ তাৎপর্য্য আছে।

শ্রীশুকদেব যদি "ভগবানপি রিরংসামাস" কিংবা "রন্তুমিয়েষ" বলিতেন তাহা হইলে জানা যাইত যে, অখণ্ড ইচ্ছাশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার মত কোনও বস্তুবিশেষ-বিষয়ক মনোবৃত্তি কিনা তাহা জানিতে পারা যাইত না। আমাদের দেখা, শুনা, ইচ্ছা করা, গমন করা প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীভগবানের দেখা, শুনা, ইচ্ছা করা এবং গমন করা প্রভৃতির বিশেষ পার্থক্য আছে। আমরা চক্ষুঃ দ্বারা কোনও বস্তুবিশেষ দেখি, কর্ণ দ্বারা কোনও শব্দবিশেষ শুনি, মন দ্বারা কোনও অভীষ্টবিষয়ক ইচ্ছা করি এবং পদ দ্বারা কোনও স্থানবিশেষে গমন করি। কিন্তু শ্রীভগবান্ সর্ব্বদ্রষ্টা ; তিনি সবই দেখেন, কিন্তু চক্ষুঃ দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুবিশেষ দেখেন না। তিনি সবই শুনেন, কিন্তু কর্ণ দ্বারা কোনও নির্দ্দিষ্ট শব্দবিশেষ শুনেন না। তিনি ইচ্ছাময়, কিন্তু তাঁহার কোনও নির্দ্দিষ্ট অভীষ্ট বিষয় নাই, কিংবা তাঁহার মন দিয়া ইচ্ছা করিতে হয় না। তিনি সর্ব্বগত, কিন্তু পদ দ্বারা কোনও স্থানবিশেষে গমন করেন না। শ্রীভগবানের এই প্রকার চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়াধীনতাবিহীন এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবিহীন দর্শনশ্রবণাদির কথা উপনিষদ্বচনে জানিতে পারা যায়—

"অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি।

তাঁহার হস্ত পদ নাই, কিন্তু তিনি গমন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার চক্ষুঃ নাই, কিন্তু তিনি সবই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়া থাকেন এবং কর্ণ না থাকা সত্ত্বেও সবই শ্রবণ করিয়া থাকেন। ইহাতে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে—সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই সর্ব্ববিষয় দর্শনশ্রবণাদি করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তিনি আমাদের মত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় দর্শনশ্রবণাদি করেন না। পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের রাসলীলাকথা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি "ভগবান্ রিরংসামাস" কিংবা "রন্তুমিয়েষ" বলিতেন তাহা হইলে মনঃসম্বন্ধশূন্য এবং কোনও অভিষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধশূন্য সর্ব্বতোমুখী ইচ্ছার কথা জানা যাইত, কিন্তু তিনি যে গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিবেন বলিয়া মন দ্বারা তাহাই ইচ্ছা করিয়াছেন, এ কথা কাহারও ধারণা হইত না। "ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে" বলায় স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে—এ ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়িণী ইচ্ছা নহে—এ ইচ্ছা তাঁহার ভক্তাধীনতা-পরিভাবিত অন্তঃকরণের ভক্তমনোরথ পরিপূর্ণকারিণী বৃত্তিরই পূর্ণ বিকাশ। ভগবান্ তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ক ইচ্ছাময় হইলেও ভক্তাধীনতা গুণবশতঃ মনদ্বারা ভক্তের অভীষ্ট পূরণের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাঁহার সাধারণভাবে দর্শন, শ্রবণ, গমন, ইচ্ছা প্রভৃতির জন্য চক্ষুঃ কর্ণ পদ মন প্রভৃতির সঙ্গে কিংবা কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় বিশেষের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলেও তিনি যখন ভক্তাধীনতা গুণ প্রকাশ করিয়া ভক্তের মনোরথ পূরণের জন্য লীলা করেন, তখন তিনি চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, পদ দ্বারা গমন এবং মন দ্বারা ইচ্ছা করিয়া থাকেন।

ব্রজরাজনন্দনের স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাও শ্রীভগবানের এতাদৃশ গুণেরই উল্লেখ করিয়াছেন—

প্রপঞ্চং নিস্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

হে ভগবন্! আপনি প্রপঞ্চের অতীত হইয়াও প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চের অনুকরণে নানাবিধ লীলা করিয়া থাকেন এবং তাহাতে আপনার চরণে চিরশরণাগত ও আপনার বিবিধ সেবার জন্য সমুৎকণ্ঠিত ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন হয়।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

এই গীতা বচনে জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ জন্মরহিত হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন এবং সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বকারণকারণ হইয়াও নন্দগোপ, বসুদেব, দশরথ প্রভৃতিকে পিতা বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের পুত্ররূপে লীলা করেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি ব্রজলীলায় বালকের মত বিবিধ চাপল্য প্রকাশ করেন, ক্ষুধিত হইয়া রোদন করেন, গোপবালকগণের সহিত গোষ্ঠক্রীড়া করেন, নবনীতলুব্ধ হইয়া নবনীত চুরি করেন, সেজন্য মা যশোদার নিকটে নানাভাবে ভর্ৎসিত হন—ইত্যাদি প্রকার যে সমস্ত লীলা শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে বর্ণিত আছে, তাহা তাঁহার ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ প্রপঞ্চানুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উপনিষদাদিতে শ্রীভগবানের যে স্বরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" "অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা" "অবাঙ্মনস-গোচরঃ" প্রভৃতি নির্ব্বিশেষ ভাবেই ধারণা করিতে হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত লীলাকথা সমালোচনা করিলে তাঁহাকে "অশব্দমস্পর্শং" প্রভৃতিভাবে কিছুতেই ধারণা করা যায় না। কাজেই শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চাতীত এবং সর্ব্ববিধ প্রাপঞ্চিক ভাব বিবর্জ্জিত হইয়াও ভক্তজনের মনোরথ পরিপূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্ববিধ প্রাপঞ্চিক ভাবের অনুকরণ করিয়াই লীলা করিয়া থাকেন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

শ্রীভগবান্ অসীম হইয়াও সীমাবদ্ধ জগতে অবতীর্ণ হন, নিষ্ক্রিয় হইয়াও বিবিধ লীলা করেন, নির্ব্বিকার হইয়াও ভক্তরক্ষার জন্য ব্যগ্র হন, অরূপ হইয়াও জগন্মোহন শ্যামসুন্দরাদিরূপে আবির্ভূত হন। কাজেই তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, তিনি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অচিন্ত্যমহাশক্তিপ্রভাবে এমনই লীলা করিয়া থাকেন যে তাহা আলোচনা করিলে তাঁহার স্বরূপ ভুলিয়া যাইতে হয় এবং লীলামাধুর্য্যসিন্ধুতে ডুবিয়া যাইতে হয়।

"শ্রীভগবান্" শব্দের সমালোচনা করিলে মনে হয় যে, তাঁহার মন দ্বারা ইচ্ছা করিতে হয় না কিংবা তিনি কোনও বস্তুবিশেষ কিংবা ব্যক্তি-বিশেষের জন্য কোনপ্রকার চিন্তা বা ইচ্ছা করেন না। কিন্তু রাসলীলায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি মন দ্বারা প্রেমবতী গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করেন। "ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে" বলিয়া পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানের প্রপঞ্চানুকরণ লীলারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবান্ প্রেমবতী গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাঁহার এ ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছাশক্তিতেই নিষ্পন্ন হয় নাই, এ ইচ্ছা তিনি মনদ্বারা করিয়াছেন। যদি কেহ "অমনাঃ অপ্রানঃ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত হন, তাহা হইলে তিনি মনে করিবেন যে— শ্রীভগবান্ যে শক্তিতে অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন, সেই শক্তিতে অমনা হইয়াও তিনি মন দ্বারা ইচ্ছা করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের এই রমনেচ্ছা কেবলমাত্র প্রেমবতী গোপরমণীগণের মনোরথ পূরণের জন্যই নহে, ইহাতে তাঁহারও আকাঙ্খা আছে। যদি প্রেমবতী গোপরমণীগণের সহিত রমণে শ্রীভগবানের কোনও প্রয়োজন না থাকিত, ইহা যদি তাঁহার রমণেচ্ছার অভিনয়মাত্রই হইত, তাহা হইলে পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশুকদেব "রন্তুং মনশ্চক্রে" না বলিয়া "রন্তুং মনশ্চকার" বলিতেন। কেননা ব্যাকরণের নিয়ম এই যে— কর্ত্তা যদি ক্রিয়ার ফল-ভাগী হন, তাহা হইলে আত্মনেপদ প্রয়োগ হয়, কর্ত্তা ফলভাগী না হইলে আত্মনেপদের পরিবর্ত্তে ক্রিয়ার পরস্মৈপদ প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন পুরোহিত যজমানের জন্য পূজাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু পুরোহিত তাহার ফল-ভাগী নহেন, সে জন্য সংকল্প বাক্যস্থিত ক্রিয়ার পরস্মৈপদ প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু যজমান যদি স্বয়ং পূজাদি করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সংকল্প বাক্যে আত্মনেপদ প্রয়োগ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের রাসক্রীড়ারূপ মহাযজ্ঞেও শ্রীভগবান্ কেবলমাত্র পুরোহিতের ন্যায় ফলাকাঙ্খাশূন্য কর্ম্মকর্ত্তাই নহেন, তিনি এই মহাযজ্ঞে যজমানের ন্যায় ফলভাগী হইয়া সংকল্প করিয়াছেন। সেই জন্য পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব "রন্তুং মনশ্চক্রে" বলিয়া রাসযজ্ঞের সংকল্পবাক্যে আত্মনেপদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব "ভগবান্ রন্তুং মনশ্চকার" না বলিয়া "ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে" বলিয়া শ্রীভগবানের রমণেচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে "অপি" শব্দে জানা যাইতেছে যে, ভগবান্ও রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাতে প্রতীতি হয় যে, কেবলমাত্র ভগবানই রমণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই, গোপরমণীগণও শ্রীভগবানের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। গোপরমণীগণের মধ্যে যাঁহারা কুমারী, তাঁহারা এক বৎসর পূর্ব্বে কাত্যায়ণী ব্রতের সময় হইতেই শ্রীভগবানের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়া কাত্যায়ণী ব্রতের শেষদিনে শ্রীভগবানের নিকট প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন যে আগামী পূর্ণিমায় তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু একবৎসরের মধ্যেও তাঁহাদের ভাগ্যে আগামী পূর্ণিমার দর্শন লাভ ঘটে নাই, তাই তাঁহারা প্রতি পূর্ণিমাতেই "আজ বুঝি কৃষ্ণ আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন" এই আশায় বুক বাঁধিতেন এবং পূর্ণিমাচন্দ্রের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নিরাশা সাগরে ডুবিয়া যাইতেন। শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপবধূগণও এক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যখন শরৎকালীন বনবিহারের সময় মোহনমুরলী নাদ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই কৃষ্ণচরণে দেহ মনঃ প্রাণ জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু আজ এতদিন পরে গোপীগণের মনোবাসনা পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের নির্জ্জনে অশ্রুপাত এবং হৃদয়ের তীব্র মিলনাকাঙ্খা-বহ্নিসন্তপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্বাসে আজ আপ্তকাম, পূর্ণকাম, নির্ব্বিকার, নিরীহ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানেরও হৃদয় বিগলিত হইয়া পরমানুরাগিণী এবং মিলনাকাঙ্ক্ষিণী গোপরমণীগণের ভাবের অনুরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া গেল। তাই আজ তিনিও গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে ভগবান্ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁহার ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির সমালোচনায় যে স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে, এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মঃ" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" প্রভৃতি শত শত শ্রুতিবাক্যে শ্রীভগবানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার রমণেচ্ছা হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না। কিন্তু রাসারম্ভে তাঁহার রমণেচ্ছা এবং শরৎপূর্ণিমা রজনী প্রভৃতির শোভা দেখিয়া তাঁহার ভাবোদ্দীপন ও বংশীনাদ করিয়া গোপরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন প্রভৃতির কথা মনে হইলে অগত্যা স্বীকার করিতে হয় যে, গোপরমণীগণের প্রেমের এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে, তাহার আকর্ষণে আত্মারাম-শিরোমণি ভগবানেরও রমণেচ্ছা হইয়াছে, নির্ব্বিকার ভগবানেরও ভাববিকার প্রকাশ পাইয়াছে, নিরীহ ভগবানেরও গোপীগণের সহিত মিলন সংঘটনের চেষ্টা করিতে হইয়াছে এবং পূর্ণকাম ভগবানেরও সকাম হইতে হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধে দেখা যায় যে, নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি ঋষিগণ সূতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে শ্রীশুকদেব আত্মারাম হইয়াও ব্যাসদেবের নিকট ভাগবতকথা শ্রবণ এবং মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলেন কেন? তাহার উত্তরে ভাগবতবক্তা সূত মহাশয় বলিয়াছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

আত্মস্বরূপানন্দাস্বাদনে বিভোর আত্মারাম মুনিগণ সর্ব্ববিধ বিধিনিষেধের অতীত হইয়াও অহৈতুকী ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের চরণ ভজন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কোনপ্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও ইঁহারা কেন যে শ্রীভগবদ্ভজন করেন, তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে বলিতে হয় "ইত্থম্ভূতোগুণো হরিঃ।" আত্মারামগণেরও মনোহারী হরির এমনই কোনও বিচিত্র গুণ আছে যে, সেজন্য আত্মারামগণর কোন প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহারা হরিভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই প্রকার শ্রীভগবানও নিত্যতৃপ্ত, আপ্তকাম, নির্ব্বিকার, নিরীহ, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ হইয়াও কেন যে গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করেন তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ও শ্রীভগবানের স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির আলোচনা করিলে কিছুই ধারণা হইবে না। শ্রীভগবানের এতাদৃশ রমণেচ্ছার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে তাহার কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া অগত্যা বলিতে হইবে "ইত্থম্ভূতপ্রেমাণো হি ব্রজদেব্যঃ"—ব্রজরমণীগণের প্রেমের এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে, কিংবা সে প্রেমে এমনই কিছু গুণ আছে যে যাঁহার অনির্ব্বচনীয় গুণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মারামগণ পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তিযাজনে প্রবৃত্ত হন, সেই আত্মারামগণাকর্ষী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ব্রজরমণীগণের সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমের কোনও অনির্ব্বচনীয় গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে যে স্থানে শ্রীভগবানের রমণ বর্ণিত আছে, সে স্থানে উক্ত আছে যে—"আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ" শ্রীভগবান্ আত্মারাম হইয়াও প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিলেন। শ্রীভগবানের আত্মারামতা প্রভৃতি গুণের অনুসন্ধান করিয়া যাঁহারা শ্রীভগবানের এই পরম মধুর রমণলীলার তত্ত্ব গ্রহণে অক্ষম হইয়া এই রমণকে মিথ্যা, মায়িক, কল্পিত, কিংবা কোন প্রকার অভিনব আধ্যাত্মিকতার গর্ত্তে নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা কোন দিনই শ্রীভগবানের এই পরমানুগ্রহের দান গ্রহণ করিতে পারেন না, কিংবা প্রেমের অচিন্ত্যপ্রভাব সম্বন্ধে কোনই ধারণা করিতে পারেন না। যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বলোকমহেশ্বর শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমাধীনতা গুণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসন্ধান এবং প্রেমের অচিন্ত্য বৈভবের ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীভগবানের এই পরম মধুর লীলা-বলীর তত্ত্ব ধারণা করিতে পারেন এবং এই সমস্ত লীলাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ যে অযাচিত করুণা বিতরণ করেন তাহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। শ্রীভগবান্ মহাতপা দুর্ব্বাসা ঋষির নিকট তাঁহার ভক্তাধীনতার কথা বলিয়াছেন যে—

অহং ভক্তপরাধিনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

ভক্তচূড়ামণি অম্বরীষ রাজার অনিষ্ঠসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া যখন দুর্ব্বাসা ঋষি বিষ্ণুচক্রতাড়িত হন ও প্রাণ-ভয়ে ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া বিষ্ণুর চরণে পতিত হইয়া নিজপ্রাণ রক্ষার জন্য কাতর প্রার্থনা করেন, তখন বিষ্ণু দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছিলেন—হে ব্রাহ্মণ! আমি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও ভক্তপরাধীন। আমার চরণে সেবাকাঙ্খাপরায়ণ নিষ্কাম ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন, আমি সর্ব্বভূতে সম হইলেও আমার ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বেশ্বর হইলেও নানাশাস্ত্রে তাঁহার এই প্রকার ভক্তাধীনতার অসংখ্য পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তাধীন ভগবানের ভক্তমনোরথ পরিপূরণের জন্য নানাবিধ লীলাই প্রকাশ হইয়া থাকে। কাজেই সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমাধীন হইয়া তাঁহাদের মনোরথ পূরণের জন্য আত্মারামগণাকর্ষী শ্রীভগবানেরও যে রমণেচ্ছা হইবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

যাহা হউক, অনন্ত লীলাময় শ্রীভগবানের অপার কৃপায় আমরা তাঁহার বিচিত্র প্রেমাধীনতাময় রমণলীলার তত্ত্বাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" শ্লোকের "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে" এই অংশের আলোচনা করিয়া যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও পরমতত্ত্বের উদ্দেশ পাইলাম তাহার সারকথা এই যে—ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়ার পূর্ণ বিকাশ করিয়া তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ (রাসক্রীড়া) করিতে ইচ্ছা করিলেন।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিকেতন এবং সর্ব্বদা পূর্ণকাম হইলেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমাধীনতা গুণবশতঃ শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই তাঁহার প্রেমবান ভক্তগণের প্রেমসঙ্কল্প পূরণের জন্য ব্যগ্র এবং চেষ্টিত থাকেন। কাজেই তাঁহার পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশের এমন কোনও প্রতিবন্ধক থাকা সম্ভবপর নহে যে, তিনি এতদিন সেই জন্য রমণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই, কিংবা কোনও প্রতিবন্ধকতার অপগম হইলে তিনি রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা দেখিলে মনে হয় যে—কোনও সময় বিশেষে এবং কোনও কারণ বশতঃই যেন শ্রীভগবানের রমণেচ্ছা হইয়াছিল। কেননা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে—"শারদোৎফুল্লমল্লিকাস্তা রাত্রীবীক্ষ্য ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে"—শরৎকালীন প্রফুল্ল মল্লিকাদির শোভায় পরিশোভিত রজনী দেখিয়া শ্রীভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাতে বক্তব্য এই যে—শ্রীভগবান্ স্বজন-প্রেমবিবর্দ্ধনচতুর, কাজেই ভক্তমনোরথ পূরণের জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র এবং চেষ্টিত থাকিলেও তিনি তাঁহার চরণাশ্রিত ভক্তগণের সেবাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধনের জন্য কিছুদিন ধৈর্য্য বশতঃ অন্তরের ব্যগ্রতা আবৃত করিয়া নিশ্চেষ্টবৎ অবস্থান করেন। তাহাতে মনে হয় যেন তাঁহার ভক্তমনোরথ পূরণের কোনই চেষ্টা নাই। তাহাতে তাঁহার ভক্তগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহার সেবাকাঙ্খায় অধীর হইয়া পড়েন। এইভাবে ভক্তগণের সেবাকাঙ্ক্ষা যখন একেবারে চরমসীমায় উপস্থিত হয়, তখন শ্রীভগবান্ তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধে বর্ণিত আছে যে—দেবর্ষি নারদ তাঁহার পূর্ব্বজন্মে যখন সনক সনন্দনাদির নিকটে পঞ্চম বৎসর বয়সে কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া নির্জ্জন বনে গমন ও নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তায় রত হইলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন শ্রীভগবান্ একবার মাত্র তাঁহাকে দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নারদ ঋষি সেই অনিন্দ্যসুন্দর মনোরম মূর্ত্তিখানি দেখিয়া প্রেমানন্দে আত্মহারা হইলেন, কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ সেই মনোহর রূপের অন্তর্দ্ধান হওয়ায় তিনি একেবারে মহাবিষাদসাগরে ডুবিয়া গেলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বনে বনে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নারদের এই আর্ত্তি ও ব্যগ্রতা দেখিয়া শ্রীভগবান্ দৈববাণীতে আদেশ করিলেন—

সকৃদ্ যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কাময়তেঽনঘ। মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতং)

—আমাকে দর্শন করিবার জন্য তোমার উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া, আমি তোমাকে একবার দর্শন দিলাম। যাহাদের আমাকে দেখিবার উৎকণ্ঠা হয়, তাহাদের ক্রমশঃ সর্ব্ববিধ কামনাবাসনা দূর হইয়া যায়।

শ্রীভগবানের স্বভাবই এই যে, তিনি তাঁহার প্রেমবান্ ভক্তগণের সেবা গ্রহণের জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হইলেও তাঁহাদের সেবাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধনের জন্য কিছুদিন ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নির্লিপ্তের ন্যায় অবস্থান করেন। তাহার পর প্রেমবান্ ভক্তগণের তীব্র সেবাকাঙ্ক্ষার অদম্য প্রেরণা বশতঃ যখন শ্রীভগবানের ধৈর্য্য বিগলিত হইয়া যায়, তখন তিনি আর ক্ষণকালমাত্রও বিলম্ব করিতে পারেন না, তৎক্ষণাৎ যে কোন প্রকারে প্রেমবান্ ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের প্রেমানুরূপ সেবাগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন!

শ্রীভগবানের রাসলীলা প্রসঙ্গে গোপীগণের সহিত রমণেচ্ছা প্রকাশও ঠিক এই ভাবেই হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজবধূগণের বাল্যভাবের অপগম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আজন্মসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতি মধুরভাবে মিলনাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হওয়ায়, তাঁহারা পরবধূ হইলেও কুলশীলাদির বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্ব্বদাই সমুৎকণ্ঠিত থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহাদের মনোগত ভাব জানিতে পারিলেও অসীম ধৈর্য্যের আবরণে মিলনাকাঙ্ক্ষা গোপন করিয়া রাখিতেন। ইহা ছাড়া ব্রজে যে সমস্ত অল্পবয়স্কা গোপকুমারী ছিলেন, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করেন এবং ব্রতের শেষদিন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিভৃত যমুনাতীরে সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেদিন তাঁহাদের মনোবাসনা পূরণ না করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন—আগামী পূর্ণিমায় তোমাদের মনোবাসনা পূরণ করিব। ব্রজবধূ ও ব্রজকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের মনোবাসনা পূরণের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেও কেবলমাত্র স্বজন-প্রেমবিবর্দ্ধনচতুরতা-স্বভাব বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ এতদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু শরৎপূর্ণিমা রজনীর আগমনে আর তিনি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। শরৎপূর্ণিমার রজনী এবং তৎকালীন শ্রীবৃন্দাবনশোভা যেন নিত্যলীলাময় শ্রীভগবানের গোপীগণের সহিত মিলনলীলার উদ্দীপনরূপে পরিণত হইল। শরৎপূর্ণিমা রজনী দেখিয়া ব্রজরাজনন্দনের সেই কাত্যায়নীব্রতানুষ্ঠানপরায়ণা ব্রজকুমারীদের কথা মনে হইল এবং তিনি যে আগামী পূর্ণিমায় তাঁহাদের মনোরথ পূরণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহাও মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমিও বিবিধ পুষ্পপ্রসূনাদিতে নিজাঙ্গ পরিশোভিত করিয়া এমনই মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিল যে, তাহা দেখিয়া সর্ব্বমনোহর ব্রজরাজনন্দনের মনও প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্লোকস্থ "শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ তা রাত্রীর্বীক্ষ্য" এই অংশের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীভগবানের গোপীগণের সহিত নিত্যমিলন এবং অনাদিঅনন্ত মিলনেচ্ছার এই ভাবে নব উদ্দীপনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যে-রাত্রি দর্শনে শ্রীভগবানের নিত্য মিলনের নব উদ্দীপনা জাগিয়াছিল সেই অভিনব রাত্রির সঙ্গে প্রাকৃত জগতের নিত্য গতায়াতশীল চতুঃপ্রহর-ব্যাপিনী রাত্রির যে বিশেষ পার্থক্য আছে তাহাও "তা রাত্রীঃ" এই বহুবচন দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেননা—শ্রীভগবান্ যে রাত্রি দেখিয়া প্রেমবতী গোপরমণীগণের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়া প্রসঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, সে রাত্রিকে শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মরাত্রি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ। অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপাঃ স্বগৃহং ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

শ্রীভগবান্ গোপরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরাত্রির অবসান হইয়া গেলে, শ্রীভগবানের আদেশে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ অনিচ্ছা সহকারে স্বগৃহে গমন করিলেন। ইহাতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যে রাত্রিতে গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, সে রাত্রি নরলোকের চতুঃপ্রহরব্যাপিণী রাত্রি নহে, সে রাত্রি, সহস্র-চতুর্যুগ পরিমিত ব্রহ্মরাত্রি। সুতরাং যে রাত্রি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই রাত্রির সঙ্গে শ্রীভগবানের লীলাশক্তিপ্রভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রাত্রির যোজনা হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীশুকদেব "তাঃ রাত্রীঃ" এই ভাবে বহুবচন প্রয়োগ করিয়া সেই রাত্রির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাবে সেই অসংখ্য-রাত্রিসমন্বিত সুদীর্ঘ রাত্রি সকলেরই চতুঃপ্রহরব্যাপিণী রাত্রি বলিয়াই মনে হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে রাত্রি সাধারণ এক রাত্রি নহে—ইহাই "তাঃ রাত্রীঃ" এই বহুবচনের প্রতিপাদ্য। অথবা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজকুমারীগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে "আগামী পূর্ণিমা রজনীতে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।" তাহার পর অনেক পূর্ণিমা রজনী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কোন রজনীতে ব্রজকুমারীগণের মনোবাসনা পূরণ হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজকুমারীগণের কথা বিস্মৃত হন নাই, প্রতি পূর্ণিমাতেই তিনি তাঁহাদের কথা মনে করিতেন এবং তাঁহাদের মনোবাসনা পূরণের জন্য ব্যগ্র হইতেন। "তা রাত্রীঃ" এই বহুবচনে ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ পর পর বহু পূর্ণিমা রজনী দেখিয়া পরিশেষে শরৎপূর্ণিমা রজনীতে গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বহু পূর্ণিমা রজনীতেই গোপীগণের সহিত মিলনের সংকল্প করিয়াছিলেন বলিয়া "তাঃ রাত্রীঃ" এই বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিংবা যে পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন, সেই পূর্ণিমার আরম্ভ হইতেই অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রথম হইতেই দিন দিন চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সহিত মিলনোৎকণ্ঠাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমার দিন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং সেইদিন তিনি গোপীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য পূর্ণ উদ্যমে যত্নবান হন। সুতরাং "তাঃ রাত্রীঃ" অর্থাৎ শুক্লপক্ষের রজনী সমূহ দর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ণিমার দিন গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, ইহাই এখানকার বহুবচনের প্রতিপাদ্য।

"তা রাত্রীর্বীক্ষ" এই অংশের অর্থ, সেই সমস্ত রাত্রি দেখিয়া। কিন্তু রাত্রি দিন প্রভৃতি কোনও কালই দৃশ্য পদার্থ নহে; সুতরাং রাত্রি দেখা সম্ভবপর নহে। এই জন্য তোষণীকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বীক্ষ্য উদ্দীপনত্বেন অনুভূয়"। শ্রীকৃষ্ণ, শরৎ পূর্ণিমা রজনীকে তাঁহার গোপীগণের সহিত মিলনেচ্ছার উদ্দীপনরূপে অনুভব করিলেন, অর্থাৎ সেই রাত্রি তাঁহার মিলনে উদ্দীপন করিল। কিংবা শ্লোকস্থ রাত্রি শব্দের "রাত্র্যধিষ্ঠাত্রীদেবতা" অর্থ গ্রহণ করিয়াও সামঞ্জস্য করা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ লীলা ও লীলাবিগ্রহ প্রকট করেন তখনই শরৎপূর্ণিমা রজনীতেই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ রাসলীলার প্রথম প্রকাশ হইয়া থাকে। কাজেই সেই দিনে রাত্র্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ মিলিত হইয়া তাঁহাদের অধিষ্ঠিত অসংখ্য রাত্রি যোজনা করিয়া শরৎপূর্ণিমা রাত্রিকে এক সুদীর্ঘ মহারাত্রিতে পরিণত করিয়া সেই রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসনৃত্য করিবেন বলিয়া করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইলেন এবং প্রার্থনা জানাইলেন যে, "হে রাসবিহারিন্! ব্রহ্মাণ্ডে চতুঃপ্রহরব্যাপিণী রাত্রি আপনার রাসক্রীড়ার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া আমরা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাত্রি যোজন করিয়া ব্রহ্মরাত্রিরূপে পরিণত করিয়াছি, এখন আপনি রাসক্রীড়া প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন এবং ব্রহ্মাণ্ড ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণকে ধন্য করুন'। অতএব শ্রীকৃষ্ণ, রাত্র্যধিষ্ঠাত্রী দেবগণকে দেখিয়া গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, ইহাই "তা রাত্রীর্বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে" এই অংশের অর্থ।

যে রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, সেই রাত্রিতে শ্রীবৃন্দাবনভূমি অভিনব সাজে সজ্জিত হইল। জগতে দেখা যায়, যেমন কোনও রাজা তাঁহার রাজ্যে কোনও ক্রীড়াবিহারাদি করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনার্থ প্রজাগণ রাজ্য শোভিত করে, সেইরূপ অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণও যখন বৃন্দাবনে রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন বৃন্দাবনভূমিও অভিনব সাজে সজ্জিত হইল। সে সময়ে শরৎকালীন মল্লিকাদি কুসুমাবলীর বিকাশ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্ম বসন্তাদি ঋতুতেও যে সমস্ত কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, তাহাও বৃন্দাবনেশ্বরের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ বৃন্দাবনভূমি সজ্জিত করিবার জন্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়াবাসনা উদ্দীপন করিবার জন্যই যেন শরৎপূর্ণিমা রজনী এবং যাবতীয় বৃক্ষলতাদি দৃঢ় সংকল্প করিয়া তাহাদের ভাণ্ডারের যাহা কিছু মনোমুগ্ধকর শোভা সম্পদ্ ছিল, তাহা বৃন্দাবনে ছড়াইয়া দিয়া বৃন্দাবনেশ্বরের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্রীরাসলীলার প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রভু সীতানাথের অপার করুণায় নাতিবিস্তৃতভাবে যাহা কিছু আলোচনা করা হইল তাহার সারসংগ্রহ এই যে, ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির পূর্ণনিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজরানন্দন, শরৎকালীন মল্লিকাদি কুসুমে পরিশোভিত রজনী দেখিয়া স্বীয় অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীরাধিকাদি গোপরমণীগণের মনোরথ পরিপূরণ করিবার জন্য তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়া (রমণ) করিতে ইচ্ছা করিলেন।

শ্রীভগবানের এইভাবে রাসক্রীড়ারম্ভ সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা এই যে—

শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ হইলেও যেমন তিনি যশোদানন্দনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং বাল্য পৌগণ্ড প্রভৃতি বয়সোচিত আকৃতি প্রকাশ করেন, সেইরূপ তিনি নিত্যলীলাময় হইলেও তাঁহার লীলা জগতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইয়া থাকে। সে জন্য তাঁহার প্রকটলীলা সমালোচনা করিলে মনে হয়, যেন তাঁহার লীলা এই-ই প্রথম আরম্ভ হইল। সূর্য্য যেমন সূর্য্যালোকে নিত্য সমুদিত থাকিলেও পৃথিবীতে তাঁহার উদয়, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ ও অস্ত দেখা যায়, সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার নিত্যধাম গোলোকে নিত্যলীলাপরায়ণ হইলেও ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার জন্মাদিক্রমে আবির্ভাব, ক্রমশঃ লীলাবিকাশ ও পরিশেষে তিরোভাব দেখা যায়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দনরূপে ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার আট বৎসর বয়সে রাসলীলা প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁহার লীলাপ্রকাশের ক্রম সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এক বৎসর বয়সে তৃণাবর্ত্ত বধ করিয়াছেন, তিন বৎসর বয়সে কার্ত্তিক মাসে দামোদর লীলা এবং যমলার্জ্জুন ভঞ্জন করিয়াছেন ও তাহার কিছুদিন পরে গোকুল হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন। বৃন্দাবন গমনের দুই তিন মাস পরে শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ সহ গোবৎস-চারণারম্ভ ও বৎসাসুর বকাসুরাদি বধ করেন। তাহার পর তিন বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে চতুর্থ বৎসরের আরম্ভেই শরৎকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোবৎসাদি হরণ, পঞ্চম বৎসারারম্ভে কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতে গোচারণারম্ভ এবং গ্রীষ্মকালে কালিয়দমন লীলা। ষষ্ঠ বৎসরে শ্রীসুদাম সুবলাদি গোপবালকগণ সহ পরমানন্দে গোচারণ গোষ্ঠক্রীড়া প্রভৃতি। সপ্তম বৎসরে ধেনুক বধ এবং গোপরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রথম অনুরাগ প্রকাশ। অষ্টম বৎসরের আশ্বিন মাসে বেণুগীত প্রসঙ্গে গোপরমণীগণের পূর্ব্বরাগ। কার্ত্তিক মাসে শুক্লপ্রতিপদে গোবর্দ্ধনযাগ, তৃতীয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে নবমী পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন ধারণ, একাদশীতে ইন্দ্র ও সুরভি কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও গোবিন্দাভিষেক, দ্বাদশীতে বরুণলোকে গমন এবং পূর্ণিমায় ব্রজবাসিগণের ব্রহ্মহ্রদাবগাহনের পর গোলোক দর্শন। সেই বৎসরই অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় গোপকুমারীগণের কাত্যায়নী পূজা ও বস্ত্রহরণ এবং গ্রীষ্মকালে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের উপর কৃপা প্রকাশ। নবম বৎসরের আরম্ভে আশ্বিন পূর্ণিমায় রাসলীলারম্ভ। শ্রীভগবান্ শরৎপূর্ণিমায় প্রথম রাসলীলারম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি নানাস্থানে শরৎপূর্ণিমায় রাসলীলা পর্ব্বানুষ্ঠান হইয়া থাকে। আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাস প্রাচীনমতে শরৎ ঋতু বলিয়া প্রসিদ্ধ; সুতরাং আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাসের পূর্ণিমাকে শরৎপূর্ণিমা বলা হয়। সে জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাসের পূর্ণিমাতেই রাসপর্ব্বানুষ্ঠান হইয়া থাকে। শ্রীধাম শান্তিপুরে এবং বঙ্গ দেশের অন্যান্য স্থানে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতেই রাসপর্ব্বানুষ্ঠানের প্রচলন দেখা যায়।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রদর্শিত লীলাক্রমানুসারে জানা যায় যে, শ্রীভগবান্ কিঞ্চিদধিক আট বৎসর বয়সে প্রথম রাসলীলারম্ভ করেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং আশ্বিনপূর্ণিমায় প্রথম রাসলীলারম্ভ; সুতরাং সে সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স আট বৎসর এক মাস তেইশ দিন। শ্রীভগবানের লীলাবৈভব এবং অচিন্ত্যশক্তিতে বিশ্বাসবিহীন বহির্ম্মুখগণ চিরকালই শ্রীভগবানের লীলায় সন্দিহান হইয়া বিবিধ কূট তর্কের অবতারণা করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং নিশ্চয়ই বলিবেন যে, আট বৎসর বয়সে রাসক্রীড়ার ন্যায় স্ত্রীবিলাস করা কখনও সম্ভবপর নহে। ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে যিনি ছয়দিন মাত্র বয়সে পূতনাবধ, এক বৎসর বয়সে তৃণাবর্ত্ত বধ এবং সাত বৎসর বয়সে গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি অসংখ্য লীলা করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আট বৎসর বয়সে রাসক্রীড়া করাও অসম্ভব নহে। যদি বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাও অসম্ভব কিংবা রূপক, তাহা হইলে তাঁহাদের অনুরোধ করি, তাঁহারা শ্রীভগবানের কোন লীলা যেন বুঝিতে চেষ্টা না করেন, কেননা শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহাদের বহির্ম্মুখতা দোষের অপগম না হইলে তাঁহারা কিছুতেই শ্রীভগবানের কোন লীলাই ধারণা করিতে পারিবেন না। প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত ধারণায় যদি শ্রীভগবানের জন্ম ও লীলাদির ধারণা করা যাইত, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনের নিকট তাঁহার জন্মকর্ম্মাদির কথা বলিয়া পরিশেষে "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" প্রভৃতি শ্লোকে তাঁহার জন্মকর্ম্মাদির অলৌকিকত্ব স্থাপন করিতেন না। কোনও অলৌকিক তত্ত্ব বুঝিতে গেলে লৌকিক ধারণা ভুলিয়া গিয়া শাস্ত্রানুসারে অলৌকিকতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

"একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ" এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায় যে শ্রীভগবান্ তাঁহার একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকাল পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়া ব্রজবাসি গোপগোপীগণের প্রেমাধীন হইয়া বিবিধ লীলা করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার রাসক্রীড়াদি সর্ব্ববিধ লীলাই যে একাদশ বৎসরের মধ্যে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবানের যে সমস্ত মূর্ত্তি জগতে আবির্ভূত হইয়া জগতের জীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন, সে সমস্ত মূর্ত্তি আমাদের প্রাকৃত দেহের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক নহে এবং শুক্রশোণিতসংযোগে তাহার উৎপত্তি হয় নাই। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ জগতে প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিবিধ লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন; সুতরাং আমাদের প্রাকৃত দেহের যে বয়সে যে কার্য্য করা অসম্ভব, তাহা সচ্চিদানন্দবিগ্রহে কোনও প্রকারে অসম্ভব নহে। প্রাকৃত দেহের উৎপত্তিকাল গণনা করিয়া তাহার বয়স নির্ণয় করা হয়, কিন্তু শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দবিগ্রহের উৎপত্তি হয় না; কাজেই তাঁহার আবির্ভাবকাল গণনা করিয়াই বয়স নির্ণয় করিতে হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আট বৎসর বয়স বলিলে বুঝিতে হইবে যে, আট বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দবিগ্রহের আবির্ভাব হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার বয়স যতই হউক না কেন, তিনি "অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্"—তাঁহার যে কোনও বয়সে যে কোনও লীলা করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে॥ ১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—তদা (যদা ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে তদৈব তৎপ্রীতয়ে) দীর্ঘদর্শনঃ (দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য সঃ দীর্ঘকালং প্রোষ্য সমাগত ইত্যর্থঃ) প্রিয়ঃ (রমণঃ) প্রিয়ায়াঃ (স্বরমণ্যাঃ) ইব প্রাচ্যাঃ (পূর্ব্বস্যাঃ) ককুভঃ (দিশঃ) মুখং শন্তমৈঃ (সুখকরৈঃ রশ্মিভিঃ) অরুণেন (উদয়রাগেণ) বিলিম্পন্ (অরুণীকুর্ব্বন্ তথা) চর্ষণীনাং (জগজ্জনানাং) শুচঃ (শরদর্কসন্তাপান্) মৃজন্ (অপনয়ন্) সঃ (শারদঃ) উড়ুরাজঃ (উড়ুনাং তারকাণাং রাজা তারকাপতিশ্চন্দ্রঃ) উদগাৎ (উদিতো বভূব)॥ ২

মূলানুবাদ।—যখন শ্রীভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন তখনই—দীর্ঘকাল পরে সমাগত প্রিয় যেমন কুঙ্কুমরাগে প্রিয়া-মুখ লেপন করেন, সেইরূপ পূর্ব্ব দিগ্বধূর মুখখানি বিমল কিরণ ও উদয় রাগে লিপ্ত করিয়া এবং জগৎবাসীর শরৎসূর্য্যতাপজনিত গ্লানি অপনোদন করিয়া শারদ পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলেন॥ ২

শ্রীধরটীকা।—তদা তস্মিন্নেব ক্ষণে তৎপ্রীতয়ে উড়ুরাজশ্চন্দ্র উদগাদুদিতঃ। কিং কুর্ব্বন্? দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য স প্রিয়ঃ স্বপ্রিয়ায়া মুখমরুণেন কুঙ্কুমেন যথা বিলিম্পতি তথা প্রাচ্যাঃ ককুভো দিশো মুখং শন্তমৈঃ সুখতমৈঃ করৈঃ রশ্মিভিররুণেন উদয়রাগেণ বিলিম্পন্ অরুণীকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। স প্রসিদ্ধ উড়ুরাজঃ। তথা চর্ষণীনাং জনানাং শুচস্তাপগ্লানীর্মৃজন্ অপনয়ন্॥ ২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং নিজরিরংসয়া চন্দ্রমপি প্রাচী দিশা সহ প্রিয়ঃ প্রিয়য়েব রন্তুমুদ্যতং মন্যমানস্য শ্রীভগবতো ভাবমভিব্যঞ্জয়ন্ তাসাং রাত্রীণামুত্তমাঙ্গনারূপায়ামস্যামভিব্যক্তসর্ব্বমঙ্গলসূচকমন্যদপ্যাহ তদেতি। উড়ুনাং রাজেতি তা অপি তৎপরিবারত্বেন উদগুরিতি ধ্বনিতম্। রশ্মিভিররুণেন ইতি করণদ্বয়ম্; উভয়েষামপি সাধকতমত্বাৎ। রশ্মিধৃতেন রাগেণেত্যর্থঃ। বিশেষেণ লিম্পন্ ইতি পূর্ণচন্দ্রাভিপ্রায়েণৈব। ততো রাকৈবেয়ং তিথিঃ। পূর্ণত্বং চ তস্য তিথ্যন্তরে শ্রীভগবদিচ্ছাপেক্ষয়া তদেত্যুক্তিস্বারস্যাৎ কিংবা উৎফুল্লমল্লিকা রাত্রীর্বীক্ষ্যেতিবত্তস্যাপ্যুদ্দীপনত্বেন সহজোদ্গমৌচিত্যাৎ। রাকেশকররঞ্জিতমিতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ তত্তিথাবেব তাৎপর্য্যাৎ। স ইতি তা ইতিবৎ। ন কেবলমেবমমুনা প্রাচী দিশ এব তাপোঽপহৃতঃ, কিন্তু সর্ব্বেষাং জনানামপীত্যাহ চর্ষণীনাম্ ইতি। শুচঃ শরদর্কজসন্তাপদুঃখানি। যদ্বা মনোদুঃখানি। ভগবতঃ সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়পরমশক্তিরূপাণাং তাসাং অনুল্লাসোল্লাসাভ্যাং স্বতএব সর্ব্বেষাং তত্তদ্ভাবাৎ, শ্রীকৃষ্ণজন্মদিনাদিবৎ। প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইবেতি সরাগত্বসাধুত্বানন্যত্বাদিনান্যোন্যরুচিবিশেষো দর্শিতঃ। অতএব তৎপরিজনানাং শোকাশ্রূণি মার্জয়ন্ যথাঽসৌ পরমসুখকরেণ করেণ লিম্পতি তথেতি ব্যঞ্জিতম্। দীর্ঘদর্শন ইত্যনেন পরোৎকণ্ঠাং চ সূচিতম্। এবং সর্ব্বমিদং শ্রীভগবতো রিরংসাবির্ভাবনমেবোক্তম্॥ ২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—"ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি পূর্ব্ব-শ্লোক সমালোচনায় জানা গিয়াছে যে, শ্রীভগবান্ অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু জীবের ইচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছার প্রভূত বৈলক্ষণ্য আছে, কাজেই "শ্রীভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" এই কথা শুনিয়া "আমরা যেমন কোনও ইষ্ট বিষয়ে ইচ্ছা করিয়া থাকি" শ্রীভগবান্ও তাহাই করিলেন এরূপ ধারণা করা উচিত নহে। জীবমাত্রেই জাগতিক সর্ব্ববিধ বস্তুকে ইষ্ট এবং অনিষ্ট এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, ইষ্ট বস্তুতে ইচ্ছা এবং অনিষ্ট বস্তুতে দ্বেষ করিয়া থাকে। কাজেই সকলেরই কোনও বস্তুবিশেষে ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিবশতঃ ইচ্ছা এবং কোনও বস্তুবিশেষে অনিষ্টসাধনতাবুদ্ধিবশতঃ দ্বেষ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের কোনও বস্তু ইষ্ট কিংবা অনিষ্ট নাই, তিনি ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধির অতীত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সুতরাং তাঁহার গোপীগণের সহিত রমণেচ্ছা যে জীবের কোনও ইচ্ছা বিশেষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিপ্রসূত কিংবা কোনও নির্দ্দিষ্ট ইষ্টবস্তুবিষয়ক নহে, তাহা স্পষ্টই ধারণা হয়। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

আমি সর্ব্বভূতে সম; সুতরাং আমার কেহ প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নাই। কিন্তু যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার সেবা করে, তাহারা নিরন্তর আমার অনুগত থাকে এবং আমিও তাহাদের মনোরথ পূরণের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকি। ইহাতে জানা যায় যে, শ্রীভগবানের ইষ্টানিষ্ট ভেদবুদ্ধি না থাকিলেও তাঁহার চরণে একান্ত শরণাগত ভক্তগণ, ঐকান্তিক অনুরাগ বশতঃ তাঁহাকে নিজপক্ষপাতী করিয়া লয় এবং তাহাদের মনোরথ পূরণের জন্য ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিপ্রসূত ইচ্ছাবিহীন এবং সর্ব্বভূতে সম ভগবানেরও ইচ্ছা হইয়া থাকে! ব্রজরমণীগণের সহিত শ্রীভগবানের রমণেচ্ছাও আমাদের মত ইষ্টবস্তুবিশেষবিষয়ক এবং ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিপ্রসূত না হইলেও ইহা ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানের কৃপা-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। ব্রজবধূগণের সহিত রমণবাসনা ব্রজরাজনন্দনের পক্ষে অজ্ঞ-লোকদৃষ্টিতে নিন্দিত বলিয়া মনে হইলেও তাঁহার অদম্য কৃপাশক্তির প্রেরণায় তাঁহার নিকট পরম কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। শ্রীপাদ রায় রামানন্দ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন—

তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম্ম। স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

অতএব শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং ঐশ্বর্য্যাদির কথা মনে করিলে তাঁহার এই লীলা আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার কৃপাশক্তিবৈভব সমালোচনা করিলে আর কিছুরই অসামঞ্জস্য বোধ হয় না। যাহা হউক, সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার একান্ত অনুগত এবং পরমানুরক্ত ব্রজরমণীগণের মনোবাসনা পূরণ করিবার জন্য যখন তাঁহাদের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই তাঁহার অলঙ্ঘ্য ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে দেশকালপাত্র প্রভৃতি যাহা কিছু তাঁহার রমণলীলায় প্রয়োজনীয়, তাহা সমস্তই তাঁহার রমণের উপযুক্ত ভাবে গঠিত হইয়া গেল। জগতের জীবগণও সর্ব্বদাই নানাপ্রকার ইচ্ছা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের সমস্ত ইচ্ছাই যে কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা বলা যায় না। দেশ, কাল ও পাত্র যদি অনুকূল না হয় তাহা হইলে কখনই কাহারও কোন ইচ্ছা ফলবতী হয় না। জগতে এমনও অনেক দেখা যায় যে—হয়ত, কেহ কোনও সদনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সে সময়ে বর্ষাকাল এবং সে স্থানের অধিবাসিগণ সদনুষ্ঠানের বিরোধী, কাজেই কাল ও দেশের প্রতিকূলতা বশতঃ তাঁহার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। কেহ যদি কোনও দুর্জ্জনের সহিত মিত্রতা করেন, তাহা হইলে দুর্জ্জন, মিত্রতার পাত্র নহে বলিয়া পাত্রদোষে তাঁহার বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্রেচ্ছ, তিনি যখন যে ইচ্ছা করেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইয়া যায় এবং দেশকালপাত্র অনুকূল না থাকিলেও তাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই অনুকূল হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ যখন রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন তখনও তাঁহার অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছাপ্রভাবে শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমি (দেশ), শরৎ ঋতু (কাল), এবং গোপরমণীগণ (পাত্র) তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল ভাবে পরিণত হইল। পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাবর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া "তদোড়ুরাজঃ" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীভগবানের রমণেচ্ছা প্রভাবে কি ভাবে দেশ, কাল ও পাত্র তাঁহার রমণের উপযোগী হইয়াছিল তাহাই পরিস্ফুট করিয়াছেন—

"তদা উড়ুরাজঃ উদগাৎ" (সেই সময়ে তারকাপতি উদিত হইলেন) ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য। "সেই সময়ে তারকাপতি উদিত হইলেন" এই কথা বলিলেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় "কোন্ সময়ে"? তাহার উত্তরে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে "যদা ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে তদা উড়ুরাজঃ উদগাৎ" যে সময়ে শ্রীভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, সেই সময়ে তারকাপতি উদিত হইলেন। মাধবাচার্য্য কৃত কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থে দেখা যায়,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রমণের ইচ্ছা কানু করিল যখন। হরিষে তারকাপতি উদিত তখন॥"

অতএব গগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের রমণেচ্ছা হয় নাই, কৃষ্ণচন্দ্রের রমণেচ্ছারই বিশেষভাবে উদ্দীপন এবং আনুকূল্য করিবার জন্যই গগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, স্বচ্ছন্দলীল, স্বতন্ত্রেচ্ছ ভগবানের দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া কিংবা কোন প্রকার স্বার্থাভিসন্ধি করিয়া কোনও ইচ্ছার উদয় হয় না। তাঁহার চরণে একান্ত শরণাগত এবং অনুগত ভক্তগণের যখন তাঁহার সেবা ও আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য পরিপূর্ণ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়, তখনই তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া মনোরথ পূরণ করিবার জন্য শ্রীভগবানের ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার অলঙ্ঘ্য ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্ব্বজগৎ তাঁহার ইচ্ছার অনুরূপ ভাবে পরিণত হইয়া যায়। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মনোরথ পরিপূরণ করিবার জন্য যখন শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছার উদয় হইল, তখন তিনি বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই যে—সে সময় রমণের উপযুক্ত কি না, যে স্থানে রমণ করিবেন সে স্থানে রমণ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে কি না কিংবা যে সমস্ত ব্রজরমণীগণের সহিত তিনি রমণ করিবেন, তাঁহাদের সহিত রমণ করা সম্ভবপর কিনা। কিন্তু অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণের প্রবল সেবাকাঙ্ক্ষা বশতঃ শ্রীভগবানের যেমন তাঁহাদের মনোরথ পূরণ করিবার জন্য রমণেচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বগগনে পূর্ণ শশধর উদিত হইয়া শুভ্র জ্যোৎস্নায় বনভূমি উদ্ভাসিত করিল এবং গগনপ্রান্ত হইতে কৃষ্ণচন্দ্রের দিকে ইঙ্গিতে জানাইল যে, হে কৃষ্ণচন্দ্র! তোমারই রাসক্রীড়ার জন্য যমুনা-তীরভূমি আলোকিত করিলাম, তুমি আসিয়া তোমার স্বচ্ছন্দবিহার আরম্ভ কর।

যদ্যপি প্রতি পূর্ণিমা তিথিতেই সায়ংকালে পূর্ব্বগগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়া থাকে, তথাপি যেদিন কৃষ্ণচন্দ্রের গোপীগণের সহিত রমণেচ্ছা প্রকাশ হইল, সেদিনকার পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রত্যেকটী ভঙ্গি যেন কৃষ্ণচন্দ্রের মনে এক অভিনব ভাবের উদ্দীপন করিতে লাগিল। সেদিনকার পূর্ণচন্দ্র অগণিত তারকাবলী পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বগগন-প্রান্তে উদিত হইয়া যেন কৃষ্ণচন্দ্রকে অগণিত গোপিকাবলী পরিবেষ্টিত হইয়া রাসস্থলীতে উদিত হইতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। সেদিনকার চন্দ্রের উদয়কালীন কোমল রশ্মি এবং অরুণরাগে পূর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত এবং সুরঞ্জিত দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মনে হইল—যেন কোনও প্রোষিত নায়ক দীর্ঘকাল পরে তাহার বিরহসন্তপ্তা এবং মানবিধুরা নায়িকার মনোরঞ্জন করিবার জন্য নিজ করে কুঙ্কুম লইয়া পরমাদরে তাহার মুখমণ্ডলে লেপন করিতেছে। সায়ংকালে গগনতটে প্রথম সমুদিত শারদ শশধরের স্নিগ্ধ শীতল কিরণ সম্পাতে শরৎকালীন সূর্য্যের প্রখর কিরণসন্তপ্ত জন-নিকরের তাপশান্তি এবং প্রসন্নতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে হইল যে তাঁহার বিরহতাপতপ্ত গোপীনিকরও যদি তাঁহার নিকটে আসিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদেরও এইরূপ তাঁহার অঙ্গকান্তিতেই সর্ব্ববিধ মনোবেদনা দূর হইয়া যাইবে।

শারদ শশধরের পূর্ব্বগগনে উদয় দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মনে হইল যেন তাঁহার গোপীগণের সহিত মিলন গগনচন্দ্রের একান্ত প্রার্থনীয়, তাই তিনি গগনপ্রান্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছেন যে—হে কৃষ্ণচন্দ্র! গোপীগণ পরবধূ বলিয়া তুমি তাহাদের সহিত মিলিত হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিও না; কেননা একমাত্র অনুরাগই মিলনের হেতু; তাহাতে নিজবধূ কিংবা পরবধূ বলিয়া কোন প্রকার বিচারবুদ্ধি কাহারও হৃদয়ে স্থান পায় না এবং এ কার্য্য দূষণীয় কিংবা নির্দ্দোষ তাহাও কেহ ধারণা করিতে পারে না। অনুরাগের এমনই প্রবল শক্তি যে তাহাতে পুরুষ ও রমণী আত্মহারা হইয়া এবং সর্ব্ববিধ বিচারবুদ্ধি ভুলিয়া গিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে। এই দেখ, আমি তারকাপতি হইয়াও পূর্ব্বদিগ্‌বধূর অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্র যে পূর্ব্বদিকের পতি তাহা কাহারও অবদিত নাই। কিন্তু পূর্ব্বদিকের অনুরাগ আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তাহার সহিত মিলন সংঘটন করাইয়াছে। আমি তোমার বংশের আদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ, অতএব বয়সে অতি বৃদ্ধ, তাহাতে অসংখ্য তারকারাজি আমার পত্নী এবং তাহারা আমার নিত্যসঙ্গিনী; আমি জগতে দ্বিজরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং জগতের তমোনাশ করিয়া থাকি, কিন্তু আমি পূর্ব্বদিকের অনুরাগের কথা ভুলিতে না পারিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়াছি। তুমি আমারই বংশজাত, বয়সে নবীন, অবিবাহিত এবং অনুপনীত হইয়াও অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইতে কেন দ্বিধা বোধ করিতেছ?

যাহা হউক, পরমানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের সেবাকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য যখন সত্যসংকল্পশিরোমণি শ্রীব্রজরাজনন্দনের রমণেচ্ছা হইল, তখন তাঁহার ইচ্ছার অনুকূলভাবে গগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল এবং তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমি সমুদ্ভাসিত হইয়া রমণের উপযুক্ত স্থানরূপে প্রকাশিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে গগনচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মনেও নানাভাবে রমণের ভাবই উদ্দীপিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে ব্রজরাজনন্দনের বলবতী রমণ বাসনা ফলবতী করিবার জন্য যাহা কিছু সামগ্রীর প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা সমস্তই একত্রীভূত হইয়া তাঁহার রমণলীলা সম্পাদনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। "তদোড়ুরাজঃ" প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনা করিলে নানাভাবে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবান্ রমণেচ্ছা করিলে কি ভাবে দেশ, কাল ও পাত্রের স্বাভাবিক প্রতিকূলতার অবসান হইয়া রমণের অনুকূলতা প্রকাশ হইয়াছিল।

শ্রীভগবান্ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন শরৎকাল, কিন্তু তাঁহার রমণেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই তখন ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছিল। "তদোড়ুরাজঃ" প্রভৃতি শ্লোকটি প্রকারান্তরে আলোচনা করিলে বসন্ত ঋতু সমাগমের ভঙ্গিও জানা যাইতে পারে।

(যদা ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে) তদা ককুভঃ (কাৎ স্বর্গাদপি কুঃ পৃথিবীঃ বিকসিতকুসুমাদিশোভয়া ভাতি অনেনেতি তথা) প্রিয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়ত্বেন প্রসিদ্ধঃ, সুখসেব্যত্বাৎ বনবিহারাদিশীলানাং পরমপ্রিয়শ্চ) দীর্ঘদর্শনঃ (বর্ত্তমানশরৎসময়াৎ দীর্ঘকালান্তরে সম্ভাবিতং দর্শনং যস্য তথা) শন্তমৈঃ (সুখকরৈঃ) করৈঃ (মলয়মারুতাদিকৈরুদ্দীপনবিভাবৈঃ) চর্ষণীনাং (প্রিয়েণ সহ রন্তুং গন্তমুদ্যতানাং বিরহিণীনাং) শুচঃ (প্রিয়াসঙ্গতিরূপং দুঃখজালং) মৃজন্ (অপনয়ন্ তথা) প্রাচ্যাঃ (প্রকর্ষেণ পূজ্যায়াঃ) প্রিয়ায়াঃ (শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ায়াঃ ব্রজভুবঃ মুখং মুখ্যং শ্রীবৃন্দাবনভূভাগং) অরুণেন (কিংশুকাদিশোণবর্ণকুসুমজালেন) বিলিম্পন্ (অরুণীকুর্ব্বন্) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) উড়ুরাজঃ (উড়ুসদৃশেষু ঋতুষু রাজতে ইতি ঋতুরাজো বসন্তঃ) উদগাৎ (প্রাদুর্বভূব।)

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সঙ্গে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন শরৎকাল; সুতরাং বসন্ত ঋতুর তখন পৃথিবীতে আসিতে দীর্ঘকাল বিলম্ব ছিল (দীর্ঘদর্শন), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা মাত্রেই তাঁহার পরম প্রিয় এবং সর্ব্বজীবের সুখসেব্য বসন্তঋতু তৎক্ষণাৎ শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়া বিবিধ কুসুম শোভায় এমন করিয়া বনভূমি সুসজ্জিত করিল যে, তাহা দেখিলে মনে হয় যে, সন্তান-পারিজাত হরিচন্দনাদি দেবকুসুম পরিশোভিত নন্দনকাননও তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। বসন্তাগমনের সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত-সহচর মলয়-মারুত বসন্তজাত কুসুমগন্ধ বহন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং শুকপিকাদি কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের কূজন ও মধুপান মত্ত ভ্রমরকূলের গুন্‌গুন্ শব্দে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রিয়সঙ্গমলালসান্বিতা বিরহিণী বনিতাগণের হৃদয়ে বসন্তাগমনের সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব উদ্দীপনার আবির্ভাব হইয়া যেন প্রিয়বিরহতাপ দহনের কথঞ্চিৎ উপশম হইল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় ব্রজভূমির মুখ্যকেন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন-ভূভাগ আনন্দমুখরিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা পূরণ করিবার জন্য ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হইল।

শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় এবং বনভূমিতে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হওয়ায় দেশ ও কাল, রমণের উপযোগী হইল বটে, কিন্তু রমণের পাত্র শ্রীকৃষ্ণ কিংবা গোপীগণ কেহই রমণের উপযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহেন। কেননা শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর মাত্র এবং গোপীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা। অতএব তাঁহাদের সেই বালক বালিকাদেহে রাসক্রীড়ার ন্যায় মহারমণ সম্পাদন হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কাজেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ শৃঙ্গার-রসের আবির্ভাব হইল ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ কৈশোরভাব ও কৈশোর বয়সোচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শোভায় বিভূষিত হইলেন।

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য-অনন্তশক্তি-নিকেতন স্বয়ং ভগবান্ এবং গোপীগণও তাঁহারই হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি, সুতরাং তাঁহারা যে কোনও সময়ে যে কোনও মূর্ত্তি ধারণ এবং যে কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তথাপি মহাপ্রেমরসময় ব্রজলীলায় তাঁহারা এমনই মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া প্রেমরসাস্বাদন করেন যে, তাঁহাদের কোন সময়েই নিজ নিজ স্বরূপৈশ্বর্য্যাদির অনুসন্ধান থাকে না। ব্রজলীলার এই-ই বিশেষত্ব যে, এ লীলায় স্বয়ং ভগবান্ ব্রজরাজনন্দন এবং তাঁহার নিত্যপার্ষদ ব্রজবাসিগণের আত্মানুসন্ধান কিংবা বাহ্যানুসন্ধান থাকে না। তাঁহারা প্রেমমুগ্ধ হইয়া সর্ব্বদাই প্রেমময় লীলা রসাস্বাদনে মত্ত থাকেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কোনও ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না। তাঁহাদের যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা তাঁহাদের মুগ্ধতার অন্তরালস্থিত অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তখনই তাহার সামঞ্জস্য হইয়া যায় এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত বস্তু ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণও তাঁহাদের ইঙ্গিত জানিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট লীলার সহায়তা করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তৎক্ষণাৎ শৃঙ্গাররসের আবির্ভাবে তাঁহাদের বালক বালিকা দেহে কৈশোর শোভা এব কৈশোরোচিত কার্য্যক্ষমতা প্রকাশ হইয়া গেল। পদ্মপুরাণে দেখা যায় যে,—

বাল্যেঽপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কৈশোরং রূপমাস্থিতঃ। রেমে বিহারৈর্বিবিধৈঃ প্রিয়য়া সহ রাধয়া॥

প্রকট লীলানুসারে শ্রীকৃষ্ণ যখন বালক, তখনও তিনি কৈশোরভাব ও কৈশোর শোভায় বিভূষিত হইয়া তাঁহার পরম প্রিয়া শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ বিহার করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাল্যভাবাবিষ্ট হইয়া বাল্যদেহে বাল্যলীলারত থাকিলেও তাঁহার যখন ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা হইল, তখন আর তাঁহার বাল্যভাব কিংবা বালক দেহ থাকিল না, কিংবা ব্রজরমণীগণেরও তখন বালিকা দেহ থাকিল না। শৃঙ্গাররসের আবির্ভাবে তাঁহাদের বালক বালিকা দেহই কিশোর কিশোরীরূপে পরিণত হইল।

"বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ" প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশুকদেব যে ভাবে গোপীগণের দেহ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ বিলাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ বয়সে বালক বালিকা হইলেও রাসবিহারের সময় তাঁহাদের দেহে ও দৈহিক ব্যবহারে বাল্যভাবের লেশমাত্রও ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর এবং গোপীগণ তাঁহার চেয়ে ন্যূনবয়স্কা বলিয়া যদি কেহ রাসক্রীড়াকে বাল্যক্রীড়া বলিয়া ধারণা করেন তাহা হইলে তিনি এই অপ্রাকৃত উজ্জ্বল রসাস্বাদন হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া যাইবেন। সুতরাং শৃঙ্গাররসের আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের বালক বালিকা দেহই কিশোরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহাই এখানকার প্রকৃত সিদ্ধান্ত। শৃঙ্গাররসের আবির্ভাবে বালক দেহে কি ভাবে কিশোরত্বের বিকাশ হয় তাহা আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে ধারণা করা সম্ভবপর নহে; কেননা আমরা শৃঙ্গারাদি কোন রসেরই পূর্ণতার বিকাশ দেখি নাই। কিন্তু ক্রোধাদি বশতঃ দেহের বৈলক্ষণ্য দেখিলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যদি অন্তরে কোনও ভাবের পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহা হইলে তাহাতে দেহের বৈলক্ষণ্য ঘটা অসম্ভব নহে। যাহা হউক, "তদোড়ুরাজঃ" প্রভৃতি শ্লোক কি ভাবে ব্যাখ্যা করিলে শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব জানা যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥ ৩

(যদা ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে তদা ককুভঃ কং সুখং তদ্রূপতয়া কৌ পার্থিবদেহেঽপি ভাতীতি তথা) প্রিয়ঃ (সর্ব্বমনোরমঃ) দীর্ঘদর্শনঃ (দীর্ঘং দীর্ঘকালীনং দর্শনং অতৃপ্ততয়া নায়কনায়িকায়া অনিমিষমন্যোন্যাবলোকনং যস্মাৎ সঃ) উড়ুরাজঃ (উড়ুসদৃশৈঃ বিবিধহাবভাবভঙ্গিকটাক্ষাদিভিঃ রাজতে ইতি শৃঙ্গাররসঃ) প্রাচ্যাঃ (শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গপূজ্যায়াঃ) প্রিয়ায়াঃ (শ্রীরাধায়াঃ) মুখং অরুণেন (সম্ভাবিতসন্নিহিতশ্রীকৃষ্ণসমাগমজনিতোৎসাহজনিতারুণ্যেন) লিম্পন্ (অরুণীকুর্ব্বন্ তথা) শন্তমৈঃ (সুখকরৈঃ) করৈঃ (কৃষ্ণচরিতকেলিকৌতুকাদ্যুদ্দীপনবিভাবৈঃ) চর্ষণীনাং (শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দাস্বাদনায় গন্তমুদ্যতানাং গোপীবর্গাণাং) শুচঃ (শ্রীকৃষ্ণাসঙ্গতিজনিতবিষাদান্) মৃজন্ (অপনয়ন্) উদগাৎ (আবির্বভূব)।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর এবং শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীবর্গ তদপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা; সুতরাং তাঁহাদের মনে শৃঙ্গাররসোচিত ভাব বিকাশের তখনও দীর্ঘকাল বিলম্ব ছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছামাত্রেই সর্ব্বমনোরম এবং প্রাকৃত দেহেরও আনন্দপ্রদ শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব হইল ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকার মুখমণ্ডল শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভাবনাজনিত উৎসাহে অরুণিত হইল এবং অন্যান্য গোপীবর্গের ও শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ কেলিকৌতুকাদি দর্শনে সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান হইল।

স্বতন্ত্রেচ্ছ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা প্রকাশ হইলেই দেশ কাল ও পাত্র রমণোপযোগী করিবার জন্য এইভাবে গগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল, বনভূমিতে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইল এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের বালক বালিকাদেহে কৈশোর শোভা এবং কৈশোর বয়সোচিত ভাবভঙ্গী ও ব্যবহারশক্তির আবির্ভাব হইল। "তদোড়ুরাজঃ" প্রভৃতি শ্লোকটি যদি এই ভাবে সমালোচনা করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় আর শ্রীকৃষ্ণের আট বৎসর বয়সে প্রকাশিত রাসক্রীড়াকে বাল্যক্রীড়ায় পর্য্যবসিত করিতে হইবে না কিংবা পরম মধুর শৃঙ্গাররসময়ী লীলারও কোন প্রকার অধুনাতন পরিকল্পিত মনীষা-প্রসূত আধ্যাত্মিকাদি ব্যাখ্যা-ভঙ্গি প্রকাশের কৌশল প্রদর্শন করিতে হইবে না॥ ২

অন্বয়ঃ।—অখণ্ডমণ্ডলং (ন খণ্ডং মণ্ডলং যস্যেতি ষোড়শকলমিত্যর্থঃ) রমাননাভং (রমা লক্ষ্মীঃ তস্যা আননস্যাভেবাভা যস্যেতি লক্ষ্মীবদনাভমিত্যর্থঃ) নবকুঙ্কুমারুণং (প্রথমসমুদিতত্বেন নবকুঙ্কুমপিণ্ডবদরুণবর্ণং) কুমুদ্বন্তং (কুমুৎ কুমুদং বিকসনীয়ত্বেন বিদ্যতে যস্য তং চন্দ্রং) দৃষ্ট্বা (বিলোক্য তথা) তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং (তস্য চন্দ্রস্য কোমলগোভিঃ মৃদুলরশ্মিভিঃ অঞ্জিতং ব্রক্ষিতং) বনং (শ্রীবৃন্দাবনঞ্চ দৃষ্ট্বা) বামদৃশাং (সুন্দরনয়নীনাং ব্রজরমণীনাং) মনোহরং (মনোমুগ্ধকরং) কলং (মধুরাস্ফুটরবং) জগৌ (গীতবান্ শ্রীকৃষ্ণো বেণুনেতি শেষঃ)॥ ৩

মূলানুবাদ।—নবকুঙ্কুমপিণ্ডবৎ অরুণবর্ণ এবং লক্ষ্মীবদনের ন্যায় আনন্দজনক পূর্ণচন্দ্রকে গগনে সমুদিত দেখিয়া এবং তাহার মৃদুল রশ্মিসম্পাতে বনভূমি উদ্ভাসিত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ, গোপরমণীগণের মনোমুগ্ধকর বংশীনাদ করিলেন॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—কুমুৎ কুমুদং বিকসনীয়ং বিদ্যতে যস্য তৎ কুমুদ্বন্তম্। ন খণ্ডং মণ্ডলং যস্য তম্। রমায়া আননস্যাভেব আভা যস্য তম্। নবকুঙ্কুমমিবারুণম্ এবংবিধং চন্দ্রং দৃষ্ট্বা। তথা বনঞ্চ তস্য কোমলৈর্গোভী রশ্মিভীরঞ্জিতং দৃষ্ট্বা কলং মধুরং জগৌ অগায়ত। কথং? বামদৃশাং বামা মনোহরা দৃশো যাসাং তাসাং মনোহরং যথা॥ ৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততশ্চ তং দৃষ্ট্বা ভাববিশেষাবির্ভাবেন বনমাগত্য তচ্চ তদ্রশ্মিভী রঞ্জিতং দৃষ্ট্বা তত্র যমুনাতীরভাগং অদ্যাপি রাসৌলীতি প্রসিদ্ধব্রজস্থাপিতগ্রামচত্বরমাগত্য চাকর্ষণবেণুনা কিমপি গীতমগায়দিতি পূর্ব্ববত্তস্যাং রাত্রৌ প্রকটিতবেণুশিক্ষাবিশেষত্বমপ্যাহ—দৃষ্টেতি। তঞ্চ রমাননাভং রময়ন্তীতি রমাণাং পরমরমারূপাণামেব তাসাং তৎপ্রেয়সীনাং মধ্যে পরমপ্রেয়সী যা রাধা যৎপ্রাপ্ত্যর্থমেব বেণুশিক্ষাবিশেষং প্রকটয়িতুং নূনমেতাবন্তং কালং তাসামপি সঙ্গমে শিথিলোঽভূৎ, তস্যা যৎ আননং তদাভং দৃষ্ট্বা তত্তয়া বিতর্ক্য তেন তৎ স্মৃত্বা বা স্বপ্রকাশনায় কলং জগাবিত্যন্বয়ঃ। বিতর্কাদ্যুপপাদনায় সাম্যেন বিশেষণানি—কুমুৎ কুমুদং। তথাচ বিশ্বঃ—"কুমুদেঽপি কুমুৎ প্রোক্ত" মিতি। তদ্বন্তমিতি। স্বপ্রকাশনায় কুমুদানি চ তদানীং বিকসিতানীতি ধ্বন্যর্থঃ। অত্র বিশেষণৈরেব বিশেষ্যশ্চন্দ্রো লভ্যতে। "অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনা"মিতিবৎ। আননস্য পক্ষে কোঃ পৃথিব্যা মুৎ কর্ত্তব্যত্বেন বিদ্যতে যস্য তদিতি বিশেষ্যবশাৎ লিঙ্গপরিণামেন জ্ঞেয়ং, পরমরমারূপত্বাত্তস্যাঃ। অখণ্ডমণ্ডলং ষোড়শকলম্। পক্ষে যথাবৎপরিমাণসম্বলিতং মণ্ডলমবয়ববৃন্দং যত্র। নবকুঙ্কুমপিণ্ডবদরুণম্। পক্ষে নবকুঙ্কুমরাগেণারুণম্। এবং কালস্য রতিযোগ্যতাং প্রদর্শ্য স্থানস্যাপি দর্শয়তি—বনঞ্চেতি। তস্য প্রথমোদয়েনাল্পমাত্রপ্রকাশবদ্ভির্গোভীরঞ্জিতং দীর্ঘত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। এবং ভাবোদ্দীপনমেব দর্শিতম্। কলং মধুরাস্ফুটং ধ্বনিং জগৌ বেণুনেতি জ্ঞেয়ং, "কাস্ত্র্যঙ্গতে কলপদামৃতবেণুগীতে"ত্যাদিবক্ষ্যমাণাৎ। তত্র মধুরত্বং মনোহরণায় অস্ফুটত্বং সর্ব্বাসামপি তাসাং স্বস্বনামময়ত্বাদিভ্রমায়। অন্যেষাং বেণুবাদ্যমিদমিতি বিশেষানবধারণায় চ। নন্বু, মধুরত্বেন কথং সর্ব্বেষামেবাকর্ষণং নাভূৎ? তত্রাহ—বামদৃশাং তাদৃশভাববতীনামেব মনোহরং যথা স্যাত্তথেতি আদিরসমাত্রোদ্দীপনং রাগবিশেষং জগাবিত্যর্থঃ। বক্ষ্যতে চ অনঙ্গবর্দ্ধনমিতি। স চ নূনং মধ্যমাদিনামা। যত উক্তং মৌড়রাগভেদে—"মধ্যমাদির্ম্মগ্রহান্তো মধ্যমগ্রামরাগজঃ। অয়ং সায়ং তু গাতব্যঃ শৃঙ্গারে ঋ-ধ-বর্জ্জিতঃ" ইতি। মেতি মধ্যমঃ, ঋধেতি ঋষভঃ ধৈবতৌ স্বরৌ "গ্রহঃ স্বরস ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ" ইতি। পূর্ব্বং তু "ইতি বেণুরবং রাজন্! সর্ব্বভূতমনোহরম্" ইতি সামান্যবিষয়কত্বাৎ স্বভাবানুসারেণ তাসাং মোহনমাত্রং জাতম্, অধুনা তু রসবিশেষোদ্দীপনত্বাদাকর্ষণমিতি তত্র তত্র বংশ্যা অপি বৈশিষ্ট্যমস্তি, যথোক্তম্—"অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদিবিবরাষ্টকম্। ততোঽঙ্গুলান্তরে যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলম্॥ শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সা তু বংশিকা। নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ॥ দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধ্রয়োঃ। মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সম্মোহনীতি চ॥ ভবেৎ সূর্য্যান্তরা সা চেৎ তত আকর্ষণী মতা। আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিন্দ্রান্তরা যদি॥ গোপানাং বল্লভা সেয়ং বংশুলীতি চ বিশ্রুতা। ক্রমাৎ মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধা চ সা" ইতি। অতো দ্বাদশাঙ্গুলান্তরে তারমুখরন্ধ্রা হৈমীয়ং জ্ঞেয়া। এবং গানবৈশিষ্ট্যমপি জ্ঞেয়ম্। বামদৃশামিতি শ্লেষেণ স্বস্মিন্ কুটিলমেব পশ্যন্তীনাং তাসাং মনোরূপমূলাকৃষ্ট্যা দৃষ্ট্যাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃন্দমেবাকৃষ্টমিবেত্যর্থঃ। অত্র শ্লেষেণ কামবীজং জগাবিতি রহস্যং, যতো বামদৃক্ সম্বন্ধি যৎ তৎসহিতং কলমিতি প্রথমাক্ষরত্রয়ং ব্যঞ্জিতং, কীদৃশং? মনোহরং, মনঃ শব্দেন তদধিষ্ঠাতা চন্দ্র উচ্যতে স চ তদাকারত্বেন লবকঃ তং আকর্ষতীতি তৎসম্বলিতমিত্যর্থঃ। নাদযুক্তত্বং তু বেণুনাদস্বাভাব্যাদেবেতি ভাবঃ। "তদুক্তং কলাত্মমায়া লবকাত্মমূর্ত্তিঃ কলক্বণদ্বেণুনিনাদরম্যঃ" ইতি॥ ৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমসেবোৎকণ্ঠার যখন চরম পরিণতি উপস্থিত হইল, তখন ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমসেবা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছা পূরণের জন্য দেশ কাল ও পাত্র, রমণের উপযুক্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রমণারম্ভের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। শ্রীভগবান্ তখন দেশ ও কালের অবস্থা দেখিয়া ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের সহিত রমণারম্ভ করিতে ইচ্ছুক হইলেন ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক বংশীনাদ করিলেন। "দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তং" প্রভৃতি শ্লোকটি সমালোচনা করিলে শ্রীভগবানের এই পরম মধুর লীলারই ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কুমুদ্বন্তং দৃষ্ট্বা কলং জগৌ" (কুমুদ্বানকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণুনাদ করিলেন) ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য। "কুমুদ্বৎ" শব্দের অর্থানুসন্ধান করিলে মনে হয় যে—কুমুদ্ অর্থাৎ কুমুদ নামক জলজপুষ্প বিশেষ যাহার উদয়ে বিকশিত হয় তাহার নাম কুমুদ্বান্ চন্দ্র। সুতরাং "পূর্ব্বগগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রেয়সী-বর্গকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য মোহন বেণুনাদ করিলেন" ইহাই "কুমুদ্বন্তং দৃষ্ট্বা কলং জগৌ" এই শ্লোকাংশের অর্থ। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব গগনে চন্দ্র দর্শন এবং বেণুগান সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন লীলার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যাবলী সমালোচনা করিলে জানা যায় যে—তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে গোদোহন ও স্নানাদির পর শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণসহ পরমানন্দে ভোজন করেন ও তদন্তে অসংখ্য ধেনুপাল লইয়া শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ সহ গোষ্ঠে গমন করেন। সেখানে গোচারণ ও নানা ভাবে গোষ্ঠ ক্রীড়াদি করিয়া অপরাহ্ণে আবার নিজ গৃহে ফিরিয়া আসেন। বাৎসল্যপ্রেমবতী মা যশোদা, দীর্ঘকাল অদর্শনের পর অপরাহ্ণে নিজ পুত্র কোলে পাইয়া পরমানন্দসাগরে ভাসমান হন এবং তাঁহার অঙ্গমার্জ্জনাদি করিয়া তাঁহাকে উষ্ণোদকে স্নান করান এবং বিচিত্র বসন ভূষণাদিতে সুশোভিত করিয়া খণ্ডলড্ডুক পায়স পিষ্টকাদি ভোজন করান। তাহার পর ব্রজরাজনন্দন যখন গোষ্ঠ ক্রীড়ার পরিশ্রমে অলসাঙ্গ হইয়া মা যশোদার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়েন, তখন মা যশোদা তাঁহাকে তাঁহার শয্যাগৃহে পর্য্যঙ্কোপরি স্থাপন করিয়া নিঃশব্দে দ্বার রোধ করিয়া মৃদুপদসঞ্চারে গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

যেদিন ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজরানন্দন, প্রেমবতী গোপরমণীগণের প্রেমসেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূরণ করিবার জন্য তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন, সেদিনও তিনি প্রতিদিনের ন্যায় অপরাহ্ণে গোচারণ করিয়া নিজ গৃহে আসিয়া মা যশোদা কর্ত্তৃক লালিত পালিত ও আদৃত হইয়া ভোজনান্তে শয্যাগৃহে একাকী শয়ন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে যখন পূর্ব্ব গগনে পূর্ণ শশধর সমুদিত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের শয্যাগৃহের পূর্ব্বাদিকস্থিত মুক্ত বাতায়ন পথে নিজকর সঞ্চার করিয়া ধীরে ধীরে অগণিত তারকাবলী বেষ্টিত হইয়া গগনপটে নিজ শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মৃদুলরশ্মিসম্পাতে বনভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতে লাগিল, তখন কৃষ্ণচন্দ্র একবার নয়ন মেলিয়া গগনচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং চন্দ্রোদয়ের ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্দীপন হইল; তখন তিনি নিজ গৃহ হইতে যমুনা তীরস্থ "রাসৌলী" নামক স্থানে আসিয়া প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য মোহন বেণুনাদ করিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র যখন গগনচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন গগনচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের মনে এক অভিনব ভাবের উদ্দীপনা প্রকাশ করিলেন। গগনচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই কৃষ্ণচন্দ্রের মনে হইল যে গগনচন্দ্র "রমানভাব" অর্থাৎ রমানন সদৃশ। প্রতি পূর্ণিমাতেই কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ণচন্দ্র দর্শন হয়, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার কোন দিনই পূর্ণ-চন্দ্রকে "রমাননাভ" বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু আজ রাসক্রীড়া সম্পাদনের জন্য রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণের মনে অভিনব ভাবের উদ্দীপনা হওয়ায় তিনি সেই ভাবেই গগনচন্দ্রকে দেখিলেন, তাই তাঁহার আজ গগনচন্দ্র দেখিয়া রমাননের কথা মনে পড়িয়া গেল। কাজেই তিনি আজ রমার সহিত রমণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং রমাকে আকর্ষণ করিবার জন্যই মোহন বেণুনাদ করিলেন।

"রমা" শব্দে সাধারণতঃ নারায়ণপ্রেয়সী লক্ষ্মীর কথাই সকলের মনে হয়, কিন্তু রমা শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ সমালোচনা করিলে মনে হয় "ভগবতা সহ রমতে তং রময়তি বা যা সৈব রমা"। যিনি শ্রীভগবানের সহিত রমণ করেন কিংবা যিনি অসাধারণ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীভগবান্‌কে আকর্ষণ করিয়া বিবিধ বিহারে প্রবৃত্ত করান, তিনিই রমা। লক্ষ্মীও শ্রীভগবানের নারায়ণ বিগ্রহের সহিত রমণ করেন বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে রমা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ব্রজরমণীগণ যেমন শ্রীভগবানের কৃষ্ণবিগ্রহের সহিত রমণ করেন, সেরূপ অসঙ্কোচে রমণ আর ত্রিজগতে কোনও রমণীই শ্রীভগবানের কোনও মূর্ত্তির সহিত করিতে সমর্থ হন না। সেজন্য "রমা" শব্দের মুখ্যার্থে একমাত্র ব্রজের প্রেমবতী গোপীগণকেই বলা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রেয়সীমুখ্যা শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহিত "মাদন" নামক মহাভাবে রমণ করেন, তেমন আর কুত্রাপি সম্ভব হয় না, সেজন্য "রমা" শব্দের মুখ্যতম অর্থ একমাত্র শ্রীরাধা।

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

এই ব্রহ্মসংহিতা বচনে দেখা যায় যে—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তবপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—যিনি চিন্তামণিগণ নির্ম্মিত গৃহাবলী সুশোভিত এবং অগণিত কল্পবৃক্ষ-পরিবৃত শ্রীবৃন্দাবনে অগণিত সুরভি পালন করেন এবং সহস্র লক্ষ্মীগণ কর্ত্তৃক পরমাদরে পরিসেবিত হন, আমি সেই আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের চরণ ভজন করি। ইহাতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মা গোপীগণকেই "লক্ষ্মী" শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীরাধিকার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ (গৌতমীয়তন্ত্রং)

ইহাতেও জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী রাধিকা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী। সুতরাং রমা শব্দে শ্রীরাধিকা বুঝিলে অসঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ রাসক্রীড়ায় শ্রীভগবান্ শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গের সহিতই বিবিধ বিলাস করিয়া থাকেন, কাজেই তাঁহার এই লীলায় তাঁহাদের কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। যাহা হউক, ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যখন গগনচন্দ্রকে "রমাননাভ" বলিয়া মনে হইল, তখন তিনি দেখিলেন যে—তাঁহার পরমপ্রেয়সী শ্রীরাধিকার বদন-সাদৃশ্য সম্পূর্ণ-রূপেই গগনচন্দ্রে পরিস্ফুট। কেননা রাধাবদন যেমন অখণ্ডমণ্ডল অর্থাৎ যথাযথ অবয়ব সন্নিবেশে পরিপূর্ণ, সেইরূপ গগনচন্দ্রও অখণ্ডমণ্ডল অর্থাৎ ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ। রাধাবদন নবকুঙ্কুম রাগে সুরঞ্জিত, গগনচন্দ্রও উদয়কালীন অরুণচ্ছটায় আরক্তিম এবং রাধাবদন যেমন কুমুদ্বৎ অর্থাৎ পৃথিবীর আনন্দবর্দ্ধক (কু—পৃথিবী—মুদ্-আনন্দ) সেইরূপ গগনচন্দ্রও কুমুদ্বৎ অর্থাৎ কুমুদ নামক জলজ কুসুম বিকাশপরায়ণ। গগনচন্দ্রের রশ্মিসম্পাতে যেমন বনভূমি আলোকিত, সেইরূপ শ্রীরাধিকার অঙ্গকান্তিচ্ছটাতেও বনভূমি উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক আজ গগনচন্দ্র সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়ে শ্রীরাধিকার বদনচ্ছবি অঙ্কন করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বগগনে সমুদিত হইতে লাগিলেন; সেজন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং নিজগৃহ হইতে বনভূমিতে আগমন করিয়া মোহন বেণুনাদ করিলেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজরাজনন্দন যখন প্রেমবতী গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা পূরণের জন্য পূর্ব্বগগনে পূর্ণ শশধর সমুদিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমি উদ্ভাসিত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মনে শ্রীরাধিকাদি গোপরমণীগণের কথা উদ্দীপন করিয়া দিলেন, ঋতুরাজ বসন্ত আগমন করিয়া বনভূমি সুশোভিত করিলেন এবং শৃঙ্গার রসের আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের কৈশোর ভাব প্রকাশ হইল। "দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তং" প্রভৃতি শ্লোকটি আলোচনা করিলে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণচন্দ্র, বসন্ত ঋতু এবং শৃঙ্গার রসের আবির্ভাব দেখিয়া গোপরমণীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য মোহন বেণুনাদ করিলেন। "দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তং" প্রভৃতি শ্লোকে চন্দ্রপক্ষে যে অর্থাস্বাদন হয় তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বসন্ত ঋতু ও শৃঙ্গাররস পক্ষে অর্থাস্বাদনের প্রণালী নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

অখণ্ডমণ্ডলং (সমস্ত বনগত পুষ্পপল্লবাদিবিকাসেন ন খণ্ডং মণ্ডলং যস্য তং) নবকুঙ্কুমারুণং (শোণকুসুমাদি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকাসেন নবকুঙ্কুমবদরুণবর্ণং, অথবা নবকুং কুমারুণমিতি পদদ্বয়ং তেন নবা বিলক্ষণবর্ণা কুঃ পৃথিবী যস্মিন্ তং কোঃ পৃথিব্যাঃ মা শোভা অরুণা বিবিধকুসুমবিকাশেনারুণবর্ণা যস্মিন্ তং ইত্যর্থঃ) রমাননাভং (রমাননস্যাভেব কুসুমাদিবিকাসেনাভা যস্মিন্ তং) কুমুদ্বন্তং (কোঃ পৃথিব্যাঃ তত্রত্যজীবনিকরাণাঞ্চ আনন্দবর্দ্ধকং ঋতুরাজং বসন্তং দৃষ্ট্বা) তৎকোমলগোভিঃ (তৎসম্বন্ধিনীভিঃ কোমলাভিঃ শ্রুতিসুখকরাভিঃ গোভিঃ কোকিলভ্রমরাদিরবৈঃ) অঞ্জিতং (ব্যাপ্তং) বনং চ (শ্রীবৃন্দাবনঞ্চ) দৃষ্ট্বা বামদৃশাং (সুন্দরনয়নীনাং ব্রজরমণীনাং) মনোহরং (চিত্তাকর্ষকং) কলং (মধুরাস্ফুটরবং) জগৌ (গীতবান্ বেণুনা শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ)।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন রমণের স্থান ও কালকে রমণযোগ্য ও সুখসেব্য করিবার জন্য ঋতুরাজ বসন্তের আগমন হইল ও তাহাতে বনভূমির সর্ব্বত্রই বিবিধ পুষ্প পল্লবাদির বিকাস হওয়ায় বনভূমি সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করিল (অখণ্ডমণ্ডলং)। কিংশুকাদি অরুণবর্ণ পুষ্পবিকাশে বনভূমি অরুণাভ হইয়া রমাননের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর আনন্দবর্দ্ধক (কুমুদ্বন্তং) বসন্ত ঋতুর আগমন দেখিয়া এবং শুক কোকিলাদি বসন্তকালীন বিহগ-কাকলীতে বনভূমি মুখরিত দেখিয়া, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের চিত্তাকর্ষক বেণুনাদ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স আট বৎসর এবং ব্রজ-রমণীগণ সকলেই তদপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা—ইহা পূর্ব্বে নানাভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আট বৎসর বয়স্ক বালকের কিংবা তদপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা বালিকার দেহ দ্বারা রাসক্রীড়ার ন্যায় মহারণ সম্পাদিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু স্বতন্ত্রেচ্ছ শ্রীভগবানের যখন রমণেচ্ছা প্রকাশ হইল, তখন শৃঙ্গার রসের আবির্ভাব হইয়া তাঁহাদের বালক বালিকা দেহেই কৈশোর-বয়সোচিত পূর্ণতার বিকাশ করিয়া দিল। "দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তং" প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনা করিলে এই শৃঙ্গাররসাবির্ভাবের ভঙ্গিও জানিতে পারা যায়—

অখণ্ডমণ্ডলং (প্রাকৃতশৃঙ্গারবৎ ন খণ্ডং মণ্ডলং যস্য, শৃঙ্গাররসোচিতহাবভাবাদিভিঃ সর্ব্বথা পরিপূর্ণমিত্যর্থঃ) রমাননাভং (রমাণাং গোপরমণীনাং আননেষু আভা সম্যক্ প্রকাশো যস্য) নবকুঙ্কুমারুণং (নবকুঙ্কুমবদরুণো মুখরাগঃ অনুরাগো বা যত্র তং) কুমুদ্বন্তং (কুষু প্রাকৃতদেহেষ্বপি আনন্দাতিশয়প্রকাশকং শৃঙ্গাররসং দৃষ্ট্বা) বনং (শ্রীবৃন্দাবনঞ্চ) তৎকোমলগোভিঃ (শৃঙ্গাররসোচিতকথালাপৈঃ) অঞ্জিতং (ব্যাপ্তং দৃষ্ট্বা) বামদৃশাং (স্বস্মিন্ কুটিলদৃষ্টিমতীনাং ব্রজরমণীনাং) মনোহরং (চিত্তাকর্ষকং) কলং (মধুরাস্ফুটরবং) জগৌ (গীতবান্ বেণুনা শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ)॥

শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা প্রকাশ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের বালক বালিকা দেহ রমণোপযোগী করিবার জন্য শৃঙ্গার রসের আবির্ভাব হইল। শৃঙ্গার রসের আবির্ভাবে মনুষ্য পশু পক্ষি প্রভৃতির প্রাকৃত দেহেই এক অভিনব আনন্দ ও ভাবের উদ্রেক দেখা যায়, কাজেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের অপ্রাকৃত পরমানন্দঘনবিগ্রহে সেই রসের আবির্ভাবে কি যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাস হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। প্রাকৃত দেহে শৃঙ্গারাদি কোন রসই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, কেননা প্রাকৃত দেহ স্বভাবতঃই অপূর্ণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের অপ্রাকৃত দেহে যখন শৃঙ্গার রসের আবির্ভাব হইল, তখন তাহা পরিপূর্ণরূপেই আত্মপ্রকাশ করিল। শৃঙ্গার রসের আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মুখে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দদীপ্তি প্রকাশ পাইল এবং ব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্রই যেন নানাবিধ শৃঙ্গাররসোচিত কোমলালাপে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং উৎকণ্ঠিতচিত্তে ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহাদের চিত্তাকর্ষক বেণুনাদ করিলেন।

"তদোড়ুরাজঃ" প্রভৃতি পূর্ব্বশ্লোক ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে "উড়ুরাজ" শব্দের চন্দ্র, বসন্তঋতু ও শৃঙ্গাররস এই ত্রিবিধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ গ্রহণ করিয়া জানা গিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য পূর্ণচন্দ্র, বসন্ত ঋতু এবং শৃঙ্গার রসের আবির্ভাবে দেশ, কাল ও পাত্রের রমণোপযোগিতা সম্পাদিত হইয়াছিল। "দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তং" প্রভৃতি শ্লোকে জানা গেল যে, পূর্ণচন্দ্র, বসন্ত ঋতু এবং শৃঙ্গার রসের আবির্ভাবে দেশ, কাল ও পাত্রের রমণোপযোগিতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবতী গোপরমণীগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাসক্রীড়া সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন।

প্রেমবতী গোপরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ, যখন নিজ গৃহ হইতে যমুনাতীরস্থ "রাসোলী" নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পূর্ব্বগগনে সমুদিত পূর্ণচন্দ্র, বনভূমিতে প্রকাশিত বসন্ত ঋতু এবং তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত শৃঙ্গাররসের উদ্দীপনা তাঁহাকে আরও অধিকতররূপে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পূর্ণচন্দ্র পরিসেবিত শারদযামিনী, এই বিবিধ কুসুমাবলী পরিশোভিত অরণ্যানী এবং আমার এই উদ্দাম মিলন-বাসনা সফল করিতে হইলে অনুরাগিণী গোপরমণীগণের এইস্থানে আগমন ব্যতীত আর কোনই উপায় নাই। কিন্তু হায়! গোপরমণীগণ সকলেই কুলবধূ এবং সকলেই দূরদূরান্তরস্থিত নিজ নিজ গৃহে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত। তাহাদের এখন এ স্থানে আগমন কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ আমি যে তাহাদের সহিত মিলনোৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া এই নিভৃত যমুনাতীরস্থ কাননভূমিতে তাহাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছি, এ সংবাদই বা তাহাদের নিকট কে জানাইবে? এই প্রকার বিবিধ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, পরিশেষে স্থির করিলেন যে, একমাত্র আমার বংশী ব্যতীত অন্য কেহই এ কার্য্যের দূতী হওয়ার উপযুক্ত নহে, অতএব আমার বংশীকেই গোপরমণীগণের সহিত মিলন কার্য্যের দৌত্যভার অর্পণ করা যাউক। এই কথা মনে করিয়া তিনি তাঁহার চিরসঙ্গী বংশীকে মধুর অধরে স্থাপন করিয়া তাহাতে ফুৎকার করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মধুর অস্ফুট রবে ব্রজভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

শ্রীভগবানের অনন্তমূর্ত্তির মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির বিশেষত্বই বংশী এবং বংশীনাদ। বিবিধ পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদনতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং বংশীধারিরূপেই তাঁহার ধ্যান দেখা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদের মাধুর্য্য ও বিশেষত্ব ধারণা করিতে না পারিয়া বহুতর মনীষিবৃন্দ ইহাকে অনাহতনাদে পর্য্যবসিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং গোপীবৃন্দ, বৃন্দাবন, রাসক্রীড়া, যমুনাপুলিন, কেলিকদম্ব, বিলাসনিকুঞ্জ প্রভৃতিকেও অভিনব আধ্যাত্মিকতার ছাঁচে ঢালিয়া এক কিম্ভূতকিমাকার সৃষ্টি করিয়া এই মাংস-মূত্রপুরীষাস্থি নির্ম্মিত জীবকলেবরের মধ্যেই তাহার স্থিতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত লীলারসতত্ত্বজ্ঞগণের বিচলিত হওয়া উচিত নহে, কিংবা সেই আধুনিক পরিকল্পিত মনীষায় বিশ্বাস করিয়া সনাতন সরণী হইতে বিচ্যুত হওয়া উচিত নহে। জগতেও দেখা যায় যে, কোনও বালকের হাতে যদি একটি সুদর্শন পুত্তলিকা দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে তাহার ব্যবহার না জানিয়া এবং বিশেষত্ব না বুঝিয়া তাহাকে বিকৃত ও ভগ্ন করিয়া ফেলে। শ্রীভগবানের এই সমস্ত সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি এবং তাঁহার অপ্রাকৃত মনোহর লীলা-বলীও ভক্তিহীন অজ্ঞের হাতে পড়িলে নানাভাবে বিকৃত হইয়া যায়। কাজেই যাঁহারা শ্রীভগবানের পরম মধুর লীলারসসিন্ধুতে অবগাহন করিতে চান, তাঁহারা কদাপি ভক্তিহীনের মরুমরীচিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই, ব্যাস-শুকাদি লীলারসতত্ত্বজ্ঞ মনীষিবৃন্দের প্রদর্শিত লীলাসিদ্ধান্তের দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ একবিংশাধ্যায়ে যমুনার জলস্তম্ভন, পশুপক্ষি প্রভৃতির স্তব্ধীভাব, আকাশগামিনী দেবীগণের স্মরবৈচিত্ত্য, স্থাবর জঙ্গমাদির স্বভাববৈপরীত্য প্রভৃতি কত যে শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদের মহাপ্রভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণিত আছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন—

বেণোরেষ কলস্বনস্তরুলতাব্যাজস্তুণে দোহদং, সন্ধ্যাগর্জ্জভরঃ পিকদ্বিজকুহুস্বাধ্যায়পারায়ণে।
আভীরেন্দুমুখী স্মরানলশিখোৎসেকে সলীলানিলো, রাধা ধৈর্য্যধরাধরোদ্ভিবিধৌ দম্ভোলিরুন্মীলতি॥

শ্রীকৃষ্ণের বেণুর মধুরাস্ফুট রবে শ্রীবৃন্দাবনের তরুলতাদি অঙ্কুরিত, পুষ্পিত এবং ফলিত হয়, সুতরাং তাহা যেন তরুলতাদির পক্ষে দোহদ (পুষ্পফলাদি প্রকাশের প্রক্রিয়া বিশেষ)। শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে কোকিলদ্বিজের কুহুস্বাধ্যায় পারায়ণ (কুহুতানরূপ বেদপাঠ) বন্ধ হইয়া যায়, অতএব তাহা যেন সন্ধ্যাগর্জ্জন। (শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, প্রাতঃ সন্ধ্যা প্রভৃতি সন্ধিকালে মেঘ গর্জ্জন হইলে শাস্ত্রপাঠ করিতে নাই। "সন্ধ্যায়াং গর্জ্জিতে মেঘে শাস্ত্রচিন্তাং করোতি যঃ। চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যা যশোবলং"।) শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে গোপরমণীগণের অন্তরে সুগুপ্তভাবে অবস্থিত কামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সুতরাং তাহা যেন খরপবনসঞ্চার। শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে মহাভাববতী ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদি মহাগুণশালিনী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার ধৈর্য্যপর্ব্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, অতএব তাহা যেন বজ্রাঘাত। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবের কত প্রভাব যে কত শাস্ত্রে কত ভাবে বর্ণিত আছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবকে অনাহত নাদ প্রভৃতি কল্পনা করিলে এই সমস্ত মাধুর্য্যাস্বাদনে বঞ্চিত হইতে হইবে। তন্ত্রে যে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান দেখা যায়' তাহাতেও "কলবেণুবাদনপরং" বলয়াই বর্ণিত আছে। যাঁহারা বেণুরবাদির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা বোধ হয় তাঁহারা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে দেখাইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ যখন অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য যমুনাতীরভূভাগ হইতে মোহন বেণুনাদ করিলেন, তখন সেই বেণুনাদমাধুর্য্যে সমস্ত ব্রজভূমি যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবসিন্ধুতে ভাসমান হইল। শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ মধুর এবং অস্ফুট, কাজেই তাহার মাধুর্য্যে সকলেরই চিত্তাকর্ষণ হইল এবং সকলেরই মনে হইল যে ঐ আমারই নাম ধরিয়া মোহনিয়ার মোহন বাঁশী বাজিতেছে। কিন্তু এই বেণুনাদের আশ্চর্য্য বিশেষত্ব এই যে. ইহা কেবল অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণেরই কর্ণগোচর হইয়াছিল। মাতৃস্থানীয়া গোপীগণ, পিতৃস্থানীয় গোপগণ, শ্রীদাম সুবলাদি বন্ধুবর্গ, গোমহিষাদি পশুগণ কিংবা অন্য কেহই শ্রীকৃষ্ণের এই পরম মধুর বেণুনাদ শ্রবণগোচর করিতে পারে নাই। শ্লোকস্থ "বামদৃশাং মনোহরং" এই অংশে স্পষ্টই জানা যায় যে— অনুরাগিনী ব্রজরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিবার জন্য ব্রজরাজনন্দন যে বেণুনাদ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রজরমণীগণেরই মনোহরণ করিয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে (২১) বেণুগীত বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে—"ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরং"; কিন্তু রাসপ্রসঙ্গে বেণুগীতের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে "বামদৃশাং মনোহরং"। ইহাতে মনে হয় যে—শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালে বনবিহার করিতে করিতে যে বেণুনাদ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণে স্থাবর জঙ্গমাদি সকলের চিত্তেই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সঞ্চার হইয়াছিল; আর রাসপ্রসঙ্গে রাসবিহারী যে বেণুনাদ করিলেন, তাহাতে রাসনায়িকা ব্রজরমণীগণের চিত্তাকর্ষণ হইয়াছিল ও তাঁহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া বেণুবাদনতৎপর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ রাসপ্রসঙ্গে যে বেণুনাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রজরমণীগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য অভিসন্ধিপূর্ব্বক আদিরসোদ্দীপক রাগবিশেষ গান করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাঁহার লীলাশক্তির অচিন্ত্য প্রভাব বশতঃ তাহা একমাত্র ব্রজরমণীগণ ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই।

বৈষ্ণবতোষণীকার সমালোচনা করিয়াছেন—"আদীরসোদ্দীপকং রাগবিশেষং জগাবিত্যর্থঃ। বক্ষতে চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনঙ্গবর্দ্ধনমিতি। স চ নূনং মধ্যমাদিনামা। যত উক্তং মৌউর রাগভেদে—মধ্যমাদির্মগ্রহান্তো মধ্যমগ্রাম-রাগজঃ। অয়ং সায়ং তু গাতব্যঃ শৃঙ্গারে ঋধবর্জ্জিতঃ।"

শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদে কেবলমাত্র ব্রজরমণীগণেরই চিত্তাকর্ষণ হওয়ায় মনে হয় যে, তিনি বেণুনাদে কোনপ্রকার আদিরসোদ্দীপক রাগবিশেষ আলাপ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী শ্লোকেও দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদে ব্রজ-রমণীগণের অনঙ্গবর্দ্ধন (কামোদ্দীপন) হইয়াছিল। সঙ্গীত শাস্ত্রে মৌউর রাগভেদ বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে, মধ্যম স্বরাদি কোনও রাগবিশেষ শৃঙ্গাররস প্রসঙ্গে সায়ংকালে গান করিতে হয় এবং তাহাতে ঋষভ এবং ধৈবত স্বর বর্জ্জনীয়।

বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীকৃষ্ণের বংশী সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা দেখা যায়। যদিও আজকাল প্রাচীন সঙ্গীত-পদ্ধতি বিলুপ্তপ্রায় বলিয়া এ সমস্ত বাদ্যযন্ত্রাদি সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ ধারণা করিতে পারিব না, তথাপি অন্ততঃ প্রাচীন রাগরাগিণী ও বাদ্যযন্ত্রাদির নামাদি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় থাকিলেও আমাদের মনে প্রাচীন ভাবের অস্ফুট ইঙ্গিতরেখাপাত হইতে পারে মনে করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

তত্র তত্র বংশ্যা অপি বৈশিষ্ট্যমস্তি। যথোক্তং—

অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদি বিবরাষ্টকম্। ততোঽঙ্গুলান্তরে যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলম্।
শিরোবেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সা তু বংশিকা॥
নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ। দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধ্রয়োঃ।
মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সম্মোহিনীতি চ॥
ভবেৎ সূর্য্যান্তরা সা চেৎ তত আকর্ষিণী মতা। আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিন্দ্রান্তরা যদি।
গোপানাং বল্লভা সেয়ং বংশুলীতি চ বিশ্রুতা। ক্রমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধা চ সা॥ ইতি
অতো দ্বাদশাঙ্গুলান্তরে তারমুখরন্ধ্রা হৈমীয়ং জ্ঞেয়া। এবং গানবৈশিষ্ট্যমপি জ্ঞেয়ং।

শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ, গোপীগণের চিত্তাকর্ষণ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের জন্য বংশীরও পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে; সে সম্বন্ধে প্রাচীনগণের নিকট জানা যায় যে—অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত তার প্রভৃতি অষ্টছিদ্র সমন্বিত এবং তাহার এক অঙ্গুল পরে এক অঙ্গুল পরিমিত মুখরন্ধ্রযুক্ত বংশীর নাম বংশিকা। ইহার শিরোভাগ চারি অঙ্গুল এবং পুচ্ছভাগ তিন অঙ্গুল পরিমিত হইয়া থাকে। বংশী যদি সপ্তদশাঙ্গুল পরিমিত হয় এবং তাহাতে নয়টি ছিদ্র থাকে ও তার ছিদ্র ও মুখরন্ধ্রে দশাঙ্গুল পরিমিত ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম মহানন্দা এবং এই বংশীকেই সংমোহিনী বংশী বলা হইয়া থাকে। যদি বংশীর তারচ্ছিদ্র ও মুখরন্ধ্রে দ্বাদশাঙ্গুল ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আকর্ষিণী এবং চতুর্দ্দশাঙ্গুল ব্যবধান থাকিলে তাহাকে আনন্দিনী বলা হইয়া থাকে। এই আনন্দিনী বংশী শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক গোপগণের অত্যন্ত প্রিয় এবং ইহা বংশুলী নামেও বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত বংশী মণিময়ী (হীরক পদ্মরাগাদি মণিখচিত), হৈমী (সুবর্ণ নির্ম্মিত) এবং বৈণবী (সরল বংশ নির্ম্মিত) ভেদে ত্রিবিধ। ইহাতে জানা যায় যে—প্রথমোক্ত বংশিকা মণিময়ী, মহানন্দা, সংমোহিনী এবং আকর্ষিণী হৈমী এবং আনন্দিনী বা বংশুলী বৈণবী। শ্রীকৃষ্ণ রাস প্রসঙ্গে গোপরমণীগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য সুবর্ণনির্ম্মিত আকর্ষিণী বংশীবাদন করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কোন কোনও লীলাগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বৈণবী বংশীর (বাঁশের বাঁশী) উল্লেখ দেখা যায়। বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলীতেও অনেক স্থানে বৈণবী বংশীর বর্ণনা দেখা যায়; কিন্তু তাহা প্রায়ই গোচারণপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দিনী বংশীই বৈণবী এবং তাহা শ্রীদাম-সুবলাদি গোপবালকগণের অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ প্রসঙ্গে এই বংশীই ব্যবহার করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ একবিংশাধ্যায়ে বেণুগীত বর্ণন প্রসঙ্গে "ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরং" বলিয়া এই বৈণবী বংশীনাদের কথাই বর্ণিত আছে। বৈণবী বংশীনাদ শ্রবণে ব্রজের গোপগোপী পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা নদী পর্ব্বত প্রভৃতি সকলেই আনন্দবিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসপ্রসঙ্গে ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে আকর্ষণ করিবার জন্য সুবর্ণ নির্ম্মিত আকর্ষিণী বংশীনাদ করিতেন, তখন তাহা একমাত্র ব্রজরমণীগণেরই শ্রবণগোচর হইত এবং তাঁহারা অনঙ্গবিবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেন।

বৈষ্ণবতোষণীকার শ্রীকৃষ্ণের এই বেণুনাদ হইতে এক অভিনব রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন—"অত্র শ্লেষেণ কামবীজং জগাবিতি রহস্যং। যতো বামদৃক্ সম্বন্ধি যত্তৎ সহিতং কলমিতি প্রথমাক্ষরত্রয়ং ব্যঞ্জিতং। কীদৃশং? মনোহরং, মনঃশব্দেন তদধিষ্ঠাতা চন্দ্র উচ্যতে, স চ তদাকারত্বেন লবকঃ, তং হরতীতি আকর্ষতীতি তৎসম্বলিত-মিত্যর্থঃ। নাদযুক্তত্বন্তু বেণুনাদস্বাভাব্যাদেবেতি ভাবঃ।"

"জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং" এই শ্লোকাংশ আলোচনা করিলে আপাততঃ জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য বেণুনাদ করিলেন ও তাহার মধুরাস্ফুট (কল) রবে গোপ-রমণীগণের চিত্তাকর্ষণ হইল। কিন্তু ইহার শ্লেষার্থ সমালোচনা করিলে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ, গোপরমণীগণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহাদের চিত্তভূমিতে বেণুনাদ দ্বারা কামবীজ ছড়াইয়া দিলেন। "জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং" এই শ্লোকাংশে কি ভাবে কামবীজের অনুসন্ধান পাওয়া যায়, তাহা বৈষ্ণবতোষণীকার দেখাইয়াছেন যে, বামদৃশ্ শব্দের অর্থ "ঈকার" "আং" অব্দের অর্থ "অকার রহিত"। সুতরাং "ঈকারযুক্ত ও অকার রহিত কল" বলিলে কামবীজেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহাতে মনঃ অর্থাৎ মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রের যোগ হইলে এবং নাদ যোগ করিলে সর্ব্বাংশেই কামবীজের আকার ধারণ করে। আমরাও এখানে, কামবীজের ইঙ্গিত মাত্রই প্রকাশ করিলাম। যাঁহারা শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়া কামবীজের উপাসনা পাইয়াছেন, তাঁহারা এই ইঙ্গিতেই ধারণা করিতে পারিবেন। যাঁহারা উপাসনা করেন না কিংবা উপাসনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, তাঁহারা যদি এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হইতে কামবীজের ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে না পারেন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

বঙ্গদেশে প্রচলিত বহুতর অপসাম্প্রদায়িক মত আছে। এই মতের মহাপুরুষগণ, তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন অথচ বিজ্ঞতাভিমানী শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বংশীনাদে গোপীগণকে কামবীজ প্রদান করিয়া প্রথমতঃ শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিলেন, তাহার পর তিনি তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়া করিলেন। অবৈষ্ণবের সহিত রাসক্রীড়া করা কর্ত্তব্য নয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ইত্যাদি। যাঁহাদের কিছুমাত্র যত্ব ণত্ব জ্ঞান আছে, তাঁহারা কিছুতেই এই অপসিদ্ধান্তে কর্ণপাত করিবেন না, তথাপি অধিকাংশ স্থলে গোপনে গোপনে এই প্রকার মতেরই প্রসার দেখিয়া সে বিষয়ে একটু ইঙ্গিত করা হইল। গুরুই কৃষ্ণ, কিংবা গুরুই ভগবান্ একথা অনেক আধুনিক শিক্ষিত এবং কোন কোনও মহাপুরুষের দলভুক্ত লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের বংশী-নাদে কামবীজ উচ্চারিত হইয়া গোপীগণের শিষ্যত্বপ্রাপ্তির কথা তাঁহাদের পক্ষে খুব বড় প্রমাণ। যাহা হউক, এ সমস্ত অবান্তর কথার বিস্তৃত সমালোচনায় কোনই প্রয়োজন নাই। তবে এ কথা ধ্রুব সত্য যে শ্রীকৃষ্ণ গোপী-গণক শিষ্য করিবার জন্য বংশীনাদে কামবীজ উপদেশ করেন নাই। "জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং" প্রভৃতি শ্লোকাংশ হইতে শ্লেষার্থে কামবীজ প্রদর্শন করার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে গোপীগণের হৃদয়ে কামবীজ রোপিত হইয়াছিল এবং তাহাতে গোপীগণ সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য পূজ্যপাদ কাশ্মীরিক কেশব ভট্ট তাঁহার ক্রমদীপিকা নামক আগম নিবন্ধের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪

কলাত্তমায়া লবকাত্তমূর্ত্তিঃ কলঙ্কণদ্বেণুনিনাদরম্যঃ।
শ্রিতো হৃদি ব্যাকুলয়ংস্ত্রিলোকীশ্রিয়েঽস্তু গোপীজনবল্লভো বঃ ॥

এই গ্রন্থের টীকাকার বিদ্যাবিনোদ শ্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, "কলাত্তমায়া লবকাত্তমূর্ত্তিঃ" এই অংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "অথবা সম্মোহনমন্ত্ররূপকং কামবীজং সকলগোপালমন্ত্রাণাং বীজরূপমুদ্ধরতি কলেতি। কশ্চ লশ্চ কলৌ তাভ্যামাত্তৌ গৃহীতৌ সম্বদ্ধৌ মায়ালবকৌ চতুর্থস্বরানুস্বারৌ, তাভ্যামাত্তা স্বীকৃতা বীজরূপা মূর্ত্তির্যেন স তথোক্তঃ।"

"কলাত্তমায়া লবকাত্তমূর্ত্তিঃ" এই শ্লোকাংশের সমালোচনায় সকল গোপালমন্ত্রের বীজ স্বরূপ কামবীজেরও উদ্দেশ পাওয়া যায়—ককার এবং লকারের সহিত আত্ত অর্থাৎ সম্বদ্ধ মায়া এবং লবক অর্থাৎ ঈকার ও অনুস্বারই কামবীজ। শ্রীভগবান্ এইরূপেই তাঁহার বীজরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী টীকায় "কলাত্তমায়া লবকাত্তমূর্ত্তিঃ" এই শ্লোকাংশের উল্লেখ করিয়াছেন এবং "জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং" এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকাংশ হইতে যে কামবীজের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহার প্রাচীন সম্মতি প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—তৎ (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং শ্রীকৃষ্ণবেণূদ্গতং) অনঙ্গবর্দ্ধনং (কামবর্দ্ধনং) গীতং নিশম্য (শ্রুত্বা) কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ (সর্ব্বচিত্তাকর্ষকশ্রীব্রজরাজনন্দনে সমাকৃষ্টচিত্তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণানুরাগবত্যো ব্রজরমণ্যঃ) অন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ (স্বস্বযূথে মিথঃ সখ্যবত্যোঽপি পরস্পরমজ্ঞাপিতগমনপ্রযত্নাঃ) জবলোলকুণ্ডলাঃ (দ্রুতগমনবেগেন সমান্দোলিতকুণ্ডলাশ্চ সত্যঃ) যত্র (যস্মিন্নেব স্থানবিশেষে) সঃ (তাসাং চিত্তাকর্ষকঃ) কান্তঃ (রমণঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে তত্রৈব) আজগ্মুঃ (আগতবত্যঃ) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের অনঙ্গবর্দ্ধন বেণুগান শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণাকৃষ্টচিত্তা ব্রজরমণীগণ সকলের অলক্ষিতমার্গে দ্রুতগমনবেগে কুণ্ডল দুলাইতে দুলাইতে যেখানে তাঁহাদের কান্ত আছেন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—অসাপত্ন্যায় অন্যোন্যমলক্ষিতো ন জ্ঞাপিত উদ্যমো যাভিস্তাঃ স কান্তো যত্র তত্র গীতধ্বনিমার্গেণ জগ্মুঃ। জবেন বেগেন লোলানি কুণ্ডলানি যাসাং তাঃ ॥ ৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অন্যে (তু) চ তদ্গীতং ন শ্রুতবন্তঃ কিন্তু তেন তা এব চাকৃষ্টা ইতি তস্য শক্তিবিশেষং দ্যোতয়ন্নাহ—নিশম্যেতি। তৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকারং শ্রীকৃষ্ণবেণূদ্গতম্। অনঙ্গং শ্রীভগবদ্বিষয়ং কামং প্রাগ্ বর্ত্তমানমেবাধুনা বর্দ্ধয়তীতি তথা তৎ। যদ্যপি বামদৃশাং মনোহরমিত্যনেনানঙ্গবর্দ্ধনত্বমায়াতমেব তথাপীষমুক্তিস্তদতিশয়বিবক্ষয়া। অনঙ্গশব্দপ্রয়োগশ্চ পূর্ব্বং বীজাঙ্কুররূপেণৈব স্থিতঃ সম্প্রতি তু পল্লবিত ইত্যর্থং বোধয়তি। এতেন তদ্গানস্যামৃতসেকত্বমপ্যুৎপ্রেক্ষতে সদ্যস্তথাভাবাৎ। ব্রজস্য স্ত্রিয়স্তদ্বিশেষাঃ প্রকরণবলাৎ। অত এব কৃষ্ণেন পরমাকর্ষকেণ পূর্ব্বমেব গৃহীতম্ আকৃষ্টং মানসং মনস্তদীয়াশেষং বা যাসাং তাঃ, বিশেষতশ্চেদীনাং গীতং শ্রুত্বা আজগ্মুঃ। অন্যোঽন্যালক্ষিতত্বে হেতুস্তৈর্ব্ব্যাখ্যাতঃ। যদ্বা, স্বস্বযূথে মিথঃ সখ্যবতীনামপি তাসাং তত্র হেতুঃ "কৃষ্ণেতি"। তদানীং কৃষ্ণাকৃষ্টচিত্তত্বেন বিচারাপগমাদিতি ভাবঃ। অত এব জবেনেতি। "আজগ্মুরিতি" শ্রীবাদরায়ণেঃ শ্রীকৃষ্ণান্তিকে সদৈব স্বস্থিতিস্ফূর্ত্তেঃ, কিংবা তাসাং তদ্গমনবার্ত্তয়া ভাববিশেষোদয়েন তাসামিব স্বস্যাপি তত্র গমনস্ফূর্ত্ত্যা সাক্ষাদিব শ্রীকৃষ্ণান্তিকতায়াঃ স্ফূরণাৎ। অগ্রে তু যযুরিতি চলনার্থকমেব। স ইতি তাদৃশতৎস্মরণোৎকণ্ঠাবচনং, পরমমোহনরূপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণবেণুভাবৈঃ প্রাচীনৈস্তদানীন্তনৈশ্চ তাসামস্মাকং চ মুহুরত্যর্থমভীপ্সিত ইত্যর্থঃ। কান্তো রমণো যত্রেতি তত্রৈব পরমসুখময়স্থান ইত্যর্থঃ। তস্য বেণুনাদস্য পরমাকর্ষণবিদ্যারূপত্বাদন্যত্র ভ্রমণাদিকমপি নাসীদিতি ভাবঃ॥ ৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য যখন শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরস্থ রাসৌলী নামক স্থান হইতে আকর্ষিণী বংশীতে আদিরসোদ্দীপক রাগ আলাপ করিলেন, তখন সমস্ত ব্রজভূমিতে যেন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের প্রবাহ বহিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের এই বংশীরব অনঙ্গবর্দ্ধন, কিন্তু অনঙ্গজনন নহে। কাজেই যাহাদের অনঙ্গ ছিল, বংশীরবে তাহাদেরই অনঙ্গবর্দ্ধন হইল। অনঙ্গ শব্দের "কাম" অর্থই সর্ব্বজন-বিদিত এবং স্ত্রীপুরুষের মিলনেচ্ছা বিশেষকেই সকলে কাম শব্দে বুঝিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ যখন শ্রীবৃন্দাবনে গো-গোপগোপী সহ লীলা প্রকট করেন, তখন নন্দ যশোদাদি গোপগোপীগণ বাৎসল্যভাবে, শ্রীদাম সুবলাদি গোপ-বালকগণ সখ্যভাবে এবং শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপরমণীগণ মধুরভাবে তাঁহার সহিত লীলা করেন ও সেই সেই ভাবেই তাঁহাদের সহিত শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ এবং ভালবাসা দেখা যায়। অতএব নন্দ যশোদাদি গোপগোপীগণ এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভালবাসা থাকিলেও সে ভালবাসা অনঙ্গ (কাম) নহে। একমাত্র গোপরমণীগণের ভালবাসাকেই অনঙ্গ (কাম) বলা যাইতে পারে, কেননা—ব্রজলীলায় একমাত্র তাঁহারাই শ্রীভগবানের সহিত বিবিধভাবে স্ত্রীপুরুষোচিত ক্রীড়া বিহারাদি করিয়াছেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে দেখা যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অনঙ্গবর্দ্ধন বেণুনাদে তাঁহাদেরই হৃদয়ে চিরগুপ্ত অনঙ্গের বৃদ্ধি হইয়াছিল, ইহাই স্বীকার করা উচিত। জগতেও দেখা যায় যে, শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যে যদি গুপ্তভাবে অগ্নিকণিকা থাকে, তাহা হইলে তাহাতে বংশপর্ব্ব কিংবা তৎসদৃশ কোনও বস্তুর (নল) সাহায্যে ফূৎকার-বায়ু প্রদান করিলে তাহা কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া বাহিরে প্রকাশ পায় ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। গোপীগণের হৃদয়স্থিত অনঙ্গবহ্নিকণিকাও ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান ভয়াদি শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল বলিয়া সহসা কাহারও অনুভবগোচর হইত না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীতে ফুৎকার করিলেন, তখন তাহা ধৈর্য্য লজ্জাদি ইন্ধন দগ্ধ করিয়া বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। শুষ্ক কাষ্ঠের অন্তরালে বহ্নি-কণিকা না থকিলে তাহাতে শত সহস্র ফূৎকার দিলেও অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না। যাহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে অনঙ্গ নাই, শ্রীকৃষ্ণের শত সহস্র বংশীনাদেও তাহাদের কোনপ্রকার বিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। হৃদয়ে অনঙ্গবহ্নি না থাকার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদের বিশেষত্ব না বুঝিয়া অনেকেরই "অনাহতনাদ" প্রভৃতি অদ্ভুত আধ্যাত্মিক কিংবা যৌগিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া শিষ্যগণকে বুঝাইতে হয় কিংবা মনকে প্রবোধ দিতে হয়। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়ে এই অনঙ্গবহ্নি আছে, তাঁহাদের যাহাই কিছু বুঝান যাউক না কেন, বহ্নি নিজেই ক্রমশঃ ইন্ধন দগ্ধ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং বংশীনাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেয়।

গোপীগণের কাম, স্ত্রী-পুরুষ মিলনবিষয়ক হইলেও তাহা একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনবিষয়ক বলিয়া সাধারণ কামের সহিত তাহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মান-মখিলাত্মনাং" এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ সকল আত্মার আত্মা। (আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্।) সুতরাং যেমন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রভার নিকট প্রদীপ-প্রভার কোনও কার্য্যকারিতা থাকে না, সেইরূপ আত্মার আত্মা কৃষ্ণের সহিত মিলনেও আত্মার কোনও পৃথক্ বাঞ্ছা থাকে না। কৃষ্ণের সহিত মিলনে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা থাকে না বলিয়াই সে মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রেম নামে অভিহিত। জাগতিক মিলনে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই একমাত্র হেতু বলিয়া এই মিলনাকাঙ্ক্ষাকেই কাম বলা হইয়া থাকে।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে গোপীগণের যে অনঙ্গ (কাম) বর্দ্ধন হইয়াছিল, তাহা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক প্রাকৃত কাম নহে; তাহা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-লেশগন্ধসম্বন্ধরহিত কৃষ্ণবিষয়ক কাম অর্থাৎ প্রেম। অতএব "শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে গোপীগণের অনঙ্গবর্দ্ধন হইয়াছিল" ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, গোপীগণের নিত্যসিদ্ধ প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যদিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা গোপীগণের হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরূক, তথাপি বংশীনাদ শ্রবণের পূর্ব্বে তাহা ধৈর্য্য লজ্জাদির আবরণে আবৃত ছিল, কিন্তু বংশীনাদ শ্রবণের পর আর সে আবরণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের বাধা জন্মাইতে পারিল না, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণমাত্রেই ধৈর্য্য লজ্জাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং" "কামাদ্ গোপ্যঃ" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের বহুতর শ্লোকে এবং অন্যান্য শাস্ত্রেরও বহুতর শ্লোকে গোপীগণের কামের কথাই জানা যায়; কিন্তু তাহা জীবের মত প্রাকৃত কাম না বুঝিয়া অপ্রাকৃত প্রেম বুঝাই সমীচীন। কেননা গোপীগণের প্রেমই নানাশাস্ত্রে কাম নামে অভিহিত হইয়াছে।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং। ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ (গৌতমীয়তন্ত্রঃ)

গোপীগণের প্রেমই কাম নামে সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদ্ধবাদি নিষ্কাম ভক্তগণ গোপীগণের এই কামসিন্ধুর এক কণিকা পাইবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ সপ্তচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে (৪৭) বর্ণিত আছে যে উদ্ধব মহাশয়, গোপীগণের প্রেমের কিছু ইঙ্গিত জানিয়াই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

আসামহোচরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

যে সমস্ত গোপীগণ পতি পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ এবং লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্বত্যাগ করিয়া সর্ব্ববেদবেদ্য শ্রীগোবিন্দচরণসেবনে রত হইয়াছেন, আমি যেন সেই সমস্ত গোপীগণের চরণরেণুস্পৃষ্ট গুল্মলতাদি হইয়াও শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি নানাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের যে সমস্ত বিলাস বিহারাদির বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে তাহা কামক্রীড়া বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাতে গোপীগণের আত্মসুখতাৎপর্য্য না থাকায় তাহা কামক্রীড়া নহে, তাহা পরমপ্রেমেরই উচ্চতম বিলাস।

কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য প্রেম হয় মহাবল॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম। লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ সুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, নিজ পরিজন। স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ। কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র প্রেমের সম্বন্ধ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

জগতেও দেখা যায় যে, ধনিগৃহে স্বর্ণ রৌপ্যাদি মূল্যবান্ ধাতু সমূহ ভোজনপাত্র, পানপাত্রাদিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু দরিদ্রগৃহে স্বর্ণ রৌপ্যাদি খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না, দরিদ্রগণ পিতল কাঁসা প্রভৃতি অল্প মূল্যের ধাতু দ্বারাই অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া তাহাই পরম যত্নে ব্যবহার করিয়া থাকে; অতএব ধনিগৃহে স্বর্ণ রৌপ্যাদি বহুমূল্য ধাতু সমূহ, পিতল কাঁসার ন্যায় ব্যবহৃত হয় এবং দরিদ্র গৃহে পিতল কাঁসা প্রভৃতি অল্প মূল্যের ধাতুই স্বর্ণ রৌপ্যাদির ন্যায় ব্যবহৃত হয়। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধনবিহীন বহির্মুখের নিকট কামই প্রেমের ন্যায় ব্যবহৃত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমধনে মহাধনী শ্রীকৃষ্ণপার্ষদগণের নিকট প্রেমই কামের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ অনঙ্গবর্দ্ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেও আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক প্রাকৃত কামবর্দ্ধক নহে, তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক আনন্দচিন্ময়রসস্বরূপ পরম প্রেমবর্দ্ধক। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের হৃদয়ে এই অনঙ্গ অনাদিকাল হইতেই অবস্থিত ছিল; শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরমপ্রেমরসময় রাসক্রীড়ার উপকরণরূপে পরিণত হইল। এই অনঙ্গের এই প্রকার বর্দ্ধনেই গোপীগণ, কোটি কোটি অনঙ্গমোহন ব্রজরাজনন্দনের সহিত রাসরঙ্গানন্দাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদজীবগোস্বামী শ্লোকস্থ "অনঙ্গবর্দ্ধনং" পদ হইতে এক অনন্যসাধারণ অভিনব ধারণা প্রদান করিয়াছেন—

"অঙ্গং কামকলা, অঙ্গী প্রেমা, অতঃ ন অঙ্গবর্দ্ধনং, অঙ্গিবর্দ্ধনং প্রেমবর্দ্ধনমিতি যাবৎ"। ইহাতে বক্তব্য এই যে—স্ত্রী-পুরুষ মিলনে যে আলিঙ্গন চুম্বনাদি বাহ্য ব্যবহার প্রকাশ হয় তাহার নাম কামকলা এবং ইহাই স্ত্রীপুরুষের পরস্পর ভালবাসার অঙ্গ। আর অন্তরস্থ ভালবাসাই এই সমস্ত অঙ্গের অঙ্গী। যেমন আমাদের হস্তপদাদি অঙ্গ এবং হস্তপদাদি বিশিষ্ট দেহ অঙ্গী, সেইরূপ বাহ্য ব্যবহার ভালবাসার অঙ্গ এবং ভালবাসা অঙ্গী। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় ভালবাসারই এই অঙ্গ-অঙ্গী ভেদ আছে। সর্ব্বত্রই ভালবাসা অঙ্গী এবং তাহার বাহ্য ব্যবহার অঙ্গ হইয়া থাকে। দাস্যভাবে—দাসের প্রভুর উপর যে সম্ভ্রমযুক্ত ভালবাসা তাহাই অঙ্গী এবং আজ্ঞাপালনাদি বাহ্যব্যবহার তাহার অঙ্গ। সখ্যভাবে—সখার উপর সখার যে ভালবাসা তাহাই অঙ্গী এবং করমর্দ্দন, কুশলপ্রশ্ন, বিশ্রম্ভালাপ প্রভৃতি তাহার অঙ্গ। বাৎসল্যভাবে—পিতামাতার পুত্রের উপর যে ভালবাসা তাহাই অঙ্গী এবং লালন, পালন, তর্জ্জন, তাড়ন, ক্রোড়ে ধারণ, মুখচুম্বন, মস্তকাঘ্রাণ প্রভৃতি তাহার অঙ্গ। জাগতিক ভালবাসামাত্রেই আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক; কাজেই তাহাতে অঙ্গ প্রবল এবং অঙ্গী দুর্ব্বল। জাগতিক ভালবাসায় বাহ্যব্যবহারেরই অধিকতর আড়ম্বর দেখা যায়, কিন্তু অন্তরে তাদৃশ প্রীতি থাকে কিনা সন্দেহ। জাগতিক ভালবাসায় দাস প্রভু, দুই সখা, পিতা পুত্র এবং স্ত্রী পুরুষের প্রথমতঃ বাহ্যব্যবহারই প্রকাশ পায় ও সেই বাহ্যব্যবহারের ন্যূনাধিক্য বশতঃই ভালবাসারও ন্যূনাধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাহ্য ব্যবহারের ত্রুটী হইলে জাগতিক ভালবাসার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই জন্য জাগতিক ভালবাসায় বাহ্যব্যবহারের উপরেই সকলের তীব্রদৃষ্টি থাকে। কিন্তু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারহিত অপ্রাকৃত ভালবাসায় বাহ্যব্যবহারের কোনই অপেক্ষা থাকে না কিংবা বাহ্যব্যবহার সে ভালবাসার মূল নহে। তাহাতে প্রথমে প্রীতিসঞ্চার হয় এবং তাহার পর প্রীতি বশতঃ যথাযোগ্য বাহ্যব্যবহার প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রাকৃত ভালবাসায় বাহ্যব্যবহারে প্রীতি ও অপ্রাকৃত ভালবাসায় প্রীতিতে বাহ্যব্যবহার। সুতরাং এই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভালবাসায় অনেক পার্থক্য।

অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

গোপীগণের কৃষ্ণপ্রীতি প্রাকৃত ভালবাসা অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক কাম নহে, তাহা পরমপ্রেমের চরম আদর্শ ও উচ্চ পরিণতি। কাজেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে কোনপ্রকার বাহ্যব্যবহারের কথা মনে হইল না, তাঁহাদের অন্তরস্থ প্রেমসিন্ধুই শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কেননা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ পরমপ্রেমবতী গোপীগণের অঙ্গবর্দ্ধন নহে, অনঙ্গবর্দ্ধন। কোনও ক্ষেত্রের অন্তর্নিহিত অঙ্কুর যেমন অমৃত বর্ষণ হইলে তৎক্ষণাৎ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, সেইরূপ গোপীগণের অন্তর্নিহিত প্রেমাঙ্কুরও শ্রীকৃষ্ণের বংশীগানামৃতসেকে তৎক্ষণাৎ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃই সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দঘনবিগ্রহ, কাজেই গোপীগণের চিত্তবৃত্তি চিরদিনই তাঁহাতে আকৃষ্ট ছিল, তাঁহাদের ধৃতি, স্মৃতি, লজ্জা বিবেকাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণেই সমর্পিত, কিন্তু কেবলমাত্র কুল শীল মান ধর্ম্মাদির অনুরোধে তাঁহারা শূন্য দেহ লইয়া গৃহে অবস্থান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের মোহন বংশীনাদে তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহও আর গৃহে থাকিতে পারিল না, বংশীনাদ শ্রবণমাত্রেই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদের দেহও শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে উপস্থিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ সকলেই পরস্পর সখ্যভাববতী হইলেও শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে গমন কালে আর কেহ কাহারও অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কেননা, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে তাঁহাদের মনোহরণ হওয়ায় তাঁহাদের তখন আর কোন প্রকার মনোবৃত্তিরই উদয় হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। মন যতক্ষণ দেহে থাকে ততক্ষণই স্মৃতি ধৈর্য্য প্রভৃতি মনোবৃত্তির প্রকাশ হয়, কিন্তু মন যদি দেহসম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে আর মনোবৃত্তি কোথা হইতে আসিবে? শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বংশীনাদে তাঁহারা এমনই আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, তখন তাঁহাদের কাহারও সহিত কোন প্রকার ভালবাসা কিংবা সম্বন্ধাদির কথা মনে পড়িবার সম্ভাবনা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যাইবার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা "শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আছেন" "কোন্ পথে গেলে তাঁহ'র নিকটে যাওয়া যাইবে" ইত্যাদি প্রকার কোনরূপ বিচারই করিতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণমাত্রেই উন্মাদিনীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে উদ্দেশ্যবিহীন দৃষ্টি সঞ্চার করিতে করিতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। গমনকালে তাঁহাদের কর্ণের দোদুল্যমান কুণ্ডল দেখিলে মনে হয়—তাঁহাদের কর্ণনিম্নবিন্যস্ত কুণ্ডল যেন কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট বংশীনাদামৃতের অনুসন্ধান জানে, তাই সে দুলিয়া দুলিয়া পথ দেখাইতে দেখাইতে যাইতেছে এবং গোপীগণ তাহারই ইঙ্গিতে দ্রুতগতিতে তাঁহাদের কান্তের অনুসন্ধানে যাইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে আকৃষ্টা শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী গোপরমণীগণের দ্রুতগতিতে শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমনভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় যে—

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্।
অনেকজন্মার্জ্জিতপাপসঞ্চয়ং হরত্যশেষং শ্রুতমাত্র এব॥ (বামনপুরাণম্)

এই বামনপুরাণ বচনে জানা যায় যে—জগতে নারায়ণ নামক একজন প্রসিদ্ধ চোর আছেন, তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রেই অনেক জন্মসঞ্চিত পাপরাশি অপহৃত হইয়া যায়। ইহা ছাড়াও "হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ" এই স্কন্দপুরাণ বচনেও জানা যায় যে—হরিস্মরণে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণেরও পাপ হরণ হইয়া থাকে। এই সমস্ত শাস্ত্র-বচনে জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ এই ভাবে সর্ব্বজীবের পাপ হরণ করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে "শ্রেষ্ঠ চোর" বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ তিনি শ্রীবৃন্দাবনলীলায় নবনীতহরণ, গোপকুমারীগণের বসনহরণ প্রভৃতি লীলা করিয়া বিশেষ ভাবেই তাঁহার "হরি" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। রাসলীলায় বংশী বাদন করিয়া গোপ-রমণীগণের মনোহরণ করাও তাঁহার চির প্রসিদ্ধ স্বভাবেরই পরিচায়ক। এ লীলায় তিনি চৌর-চক্রবর্ত্তী (চোরের সর্দ্দার) হইয়া যমুনাতীরস্থ নিভৃত প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার অধীনস্থ চৌরপ্রবর বংশীনাদকে ব্রহ্মাণ্ডের নানা স্থানে চুরি করিতে পাঠাইয়াছেন। বংশীরব, বংশী-ছিদ্র হইতে নির্গত হইয়া চুরির সুযোগ অনুসন্ধানে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র বিচরণ করে (ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ। বিদগ্ধমাধব-নাটকং) কিন্তু কোনও স্থানেই প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না।

ব্রহ্মাণ্ডে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট যোনিজাত জীবের সংখ্যাই অধিক এবং তাহাদের সকলেরই দেহাগার সুদৃঢ় অজ্ঞান-কপাটে নিরুদ্ধ। দেবতা, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জীবগণেরও অধিকারানুরূপ কর্ম্মফল ভোগবন্ধনে দেহাগার রুদ্ধ। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক মনুষ্যগণের মধ্যেও নাস্তিক, পাষণ্ড প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক এবং তাহাদের দেহাগার সুদৃঢ় বহির্মুখতার কপাটে আবদ্ধ। যাঁহারা বেদনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রাধ্যাপক কিংবা শাস্ত্রপ্রচারক আছেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশেরই শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই এবং শাস্ত্রীয় আচারানুষ্ঠানাদির সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই। কাজেই তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহাগারও অবিশ্বাস ও অনাচারের কপাটে আবদ্ধ। যাঁহারা শাস্ত্রবিশ্বাসী ও শাস্ত্রাচাররত, তাঁহাদেরও অধিকাংশ জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, তপস্যা প্রভৃতি সাধন সম্পন্ন, সুতরাং তাঁহাদের দেহাগারও ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতির বাসনা-কপাটে আবদ্ধ। এই প্রকারে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া বেড়াইলেও কৃষ্ণের বংশীরব প্রবেশ করিতে পারে এমন কোনও দেহাগার দেখা যায় কিনা সন্দেহ। কোটি কোটি সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ খুঁজিলে যদি দুই একজন কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যায়, তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের কপাটে দেহাগার এমনই আবদ্ধ যে—তাহাতে পরম মধুর বংশীরবের প্রবেশাধিকার নাই। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কাহারও দেহাগারের কপাট খোলা পাইলেন না বলিয়া আবার বৃন্দাবনেই ফিরিয়া আসিলেন ও সেখানেও সর্ব্বত্র খুঁজিয়া দেখিলেন যে—সেখানেও প্রায়ই সকলেরই দেহাগার বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতির দৃঢ় কপাটে আবদ্ধ, কেবলমাত্র অন্তঃপুরবাসিনী শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের কর্ণদ্বার মাত্র শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য উন্মুক্ত আছে। তাহা দেখিয়া বংশীরব আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া ব্রজরমণীগণের উন্মুক্ত কর্ণদ্বারে প্রবেশ করিল ও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভাবিত মনোরত্ন অপহরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিবার জন্য যমুনাতীরের দিকে অগ্রসর হইল।

কোনও গৃহস্থের নিভৃত ভাণ্ডারে পরম যত্নে সুরক্ষিত সর্ব্বসম্পদের সারবস্তু অপহৃত হইলে, সেই গৃহস্থের যেমন সর্ব্ববিধ বিচার-বুদ্ধির অপগম হইয়া যায় ও সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উন্মাদের ন্যায় হৃত বস্তুর অন্বেষণে বহির্গত হয়—সেইরূপ গোপরমণীগণও তাঁহাদের হৃদয়কোষাগারে পরম যত্নে সুরক্ষিত সারসম্পদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভাবিত মনো-রত্নের এইরূপ আকস্মিক অপহরণ দেখিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং কুল শীল ধর্ম্ম লজ্জাদির অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং হৃতরত্নের অন্বেষণ করিবার জন্য দ্রুত-গতিতে তাঁহাদের মনোরত্ন লইয়া পলায়নপর বংশীরবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

ব্রজরমণীগণের বংশীরবের অনুসরণে দ্রুত গমন কালে কর্ণস্থিত কুণ্ডলের দোলন দেখিয়া মনে হয় যে—তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়-কোষাগারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভাবিত মনোরত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্বদাই সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ রাখিতেন। যাহাদের কোষাগারে কোনও বহুমূল্য বস্তু থাকে, তাহারা সর্ব্বত্রই এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের কোষাগার ধনশূন্য, তাহাদের সর্ব্বদ্বার উন্মুক্ত থাকিলেও কোনও আপত্তি নাই। যাহাদের হৃদয়-কোষাগারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমহারত্ন থাকে, তাহাদের চক্ষু, কর্ণ, রসনা প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারই রুদ্ধ থাকে; কিন্তু যাহাদের হৃদয়কোষাগার প্রেমরত্নবিহীন, তাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারই সর্ব্বদা উন্মুক্ত। দর্শনে, শ্রবণে, ভোজনে, বচনে, গমনে, গ্রহণে সর্ব্ববিধ কার্য্যেই তাহারা সর্ব্বদার জন্যই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াই রাখে। ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের হৃদয়কোষাগারে কৃষ্ণপ্রেম-মহারত্ন ন্যস্ত রাখিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বদাই সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া নির্জ্জন গৃহকোণে অবস্থান করিতেন এবং কেবলমাত্র সজাতীয়বাসনাবিশিষ্ট সখীগণের মুখে কৃষ্ণের রূপগুণাদির কথা শুনিবার জন্য কর্ণদ্বার খুলিয়া রাখিতেন। কিন্তু হৃদয়কোষাগারে কৃষ্ণপ্রেম-মহারত্ন আছে বলিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত-চিত্তে কর্ণদ্বার খুলিতেন না, দুই কুণ্ডলকে দুই কর্ণদ্বারে প্রহরী রাখিতেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব যখন ব্রজরমণীগণের উন্মুক্ত কর্ণদ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের মহারত্ন অপহরণ করিয়া নির্গত হইয়া গেল, তখন তাঁহারা কর্ণদ্বারের প্রহরিরূপে অবস্থিত কুণ্ডলকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং কোন্ পথে তাঁহাদের মহারত্নাপহারক বংশীরব-তস্কর গমন করিয়াছে—তাহার পথ নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন। সেই জন্য কুণ্ডল যেন দ্রুতবেগে দুলিয়া দুলিয়া "ঐ যায়" "ঐ যায়" বলিয়া তাঁহাদের চিত্তহারকের পথ প্রদর্শন করিতে লাগিল ও তাঁহারাও দ্রুতবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বে যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মনোরত্ন হরণে তাঁহারা এতই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে—মনোরত্নের অন্বেষণে যাইবার সময় তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥ ৫

নিজ নিজ সখীগণের কথা স্মরণ করিতে কিংবা কেহ কাহারও গমনোদ্যোগ ও গতিভঙ্গি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, গঙ্গাতীরে বসিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট গোপরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন, সুতরাং "গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করিলেন" ইহাই তাঁহার বলা উচিত ছিল কিন্তু তিনি তাহা না বলিয়া "গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন করিলেন" (আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ) এই কথা বলিলেন। ইহাতে মনে হয় যে—পরম মধুর রাসলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশুকদেব এমনই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন যে—তাঁহার মনে হইতেছে—তিনিও যেন গোপীদেহে গোপীনাথের নিকটে উপস্থিত আছেন ও গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন দর্শন করিতেছেন। তিনি যদি তখন গঙ্গাতীরেই থাকিতেন, তাহা হইলে গোপীগণের যমুনা তীরে গমনকে আগমন বলিতে পারিতেন না। ইহাতে জগতের সাধক ভক্তগণেরও শিক্ষা হওয়া উচিত যে—তাঁহারা যেন রাসলীলা কথা সমালোচনার সময় স্ত্রী পুত্র পরিজন বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত গৃহকারাগারে বসিয়া গোপীদের কৃষ্ণনিকটে গমনের কথা মনে না করেন। তাঁহারাও যেন ভাবযোগ্য দেহে শ্রীকৃষ্ণনিকটে অবস্থান করিয়া গোপীগণের আগমন ভাবনা করেন। প্রাকৃত জগতের সহিত নানাবিধ কামনা বাসনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া অপ্রাকৃত প্রেমরসময় লীলা আলোচনা করিতে গিয়াই সকলের নানাবিধ অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা প্রভৃতির জালে জড়িত হইয়া পড়িতে হয় ও নানাবিধ কদর্থ কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু যদি কেহ গোপীভাবে ভাবিত হইয়া গোপীর অনুগত হইয়া গোপীনাথের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতে পারেন এবং সেখান হইতে এই লীলার রসাস্বাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনিই ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে কৃতার্থ হইতে পারিবেন ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—সমুৎসুকাঃ (শ্রীকৃষ্ণেন সহ মিলনার্থং সদৈব ব্যগ্রচিত্তাঃ) কাশ্চিৎ (কাশ্চন গোপরমণ্যঃ) দুহন্ত্যঃ (গা দোহয়ন্ত্যএব) দোহং হিত্বা (গোদোহনং পরিত্যজ্য) অভিযযুঃ (শ্রীকৃষ্ণসমীপং গতবত্যঃ) পয়ঃ (স্থালীস্থং দুগ্ধং) অধিশ্রিত্য (চুল্যামধ্যারোহ্য তৎ ক্বাথমপ্রতীক্ষমাণাঃ কাশ্চিৎ যযুঃ) অপরাঃ (কাশ্চিৎ গোপরমণ্যঃ) সংযাবং (গোধূমকণান্নং) অনুদ্বাস্য (পক্কমপি চুল্যা অনবতার্য্য শ্রীকৃষ্ণান্তিকং যযুঃ)॥ ৫

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীবাদন করেন, সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত গোপীগণের মধ্যে কেহ কেহ গোদোহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ কর্ণগোচর হওয়ামাত্র তাঁহারা গোদোহন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গমন করিলেন। এইরূপ যাঁহারা চুল্লীতে দুগ্ধপাত্র স্থাপন করিয়া দুগ্ধাবর্ত্তন করিতেছিলেন এবং যাঁহারা গোধূম-কণান্ন পাক করিতেছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে চুল্লীস্থিত পাত্র চুল্লীতেই রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গমন করিলেন ॥ ৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং তৎপ্রাপ্তিমুক্তাপি পরমমোহনতদ্গীতেনাবেগান্নিজদেহদৈহিকাদ্যপেক্ষয়া আত্মকর্ম্মলোকধর্ম্মাদিকং পরিত্যজ্য চলিতানাং শ্লোকত্রয্যা বিশেষপ্রতিপত্তয়ে পুনঃ প্রস্থানোদ্যমমেব বর্ণয়ন্ তত্রাদৌ কাসাঞ্চিৎ স্বজাতিকর্ম্মপরিত্যাগমাহ—দুহন্ত্য ইতি। যুগ্মকমিদম্। দুহন্ত্যো গাঃ, অন্তর্ভূতণ্যর্থত্বাৎ দোহয়ন্ত্য ইত্যর্থঃ। অভিযযুঃ বেণুগীতাভিমুখং যযুঃ। কাশ্চিদিত্যাদিকং বহুষু যূথেষু কাসাঞ্চিদেকক্রিয়াসজ্ঘট্টনাৎ "বনিতাশতযূথপঃ" ইত্যগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ। দোহং দোহনং দুগ্ধং বা। তথাভিযানে হেতুঃ সমুৎসুকাঃ, কালবিলম্বসহনাদ্যসমর্থাঃ। এষ হেতুরগ্রেঽপি সর্ব্বত্রানুবর্ত্ত্যঃ। অপরা ইত্যস্য পূর্ব্বেণ পরেণাপ্যন্বয়ঃ এবমগ্রেঽপি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, পয়শ্চুল্যামধিশ্রিত্য অনুদ্বাস্য পক্কমপি ততোঽনবতার্য্য, সংযাবং চ অধিশ্রিত্যাঽনুদ্বাস্যেতি॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥ ৬
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—পরিবেশয়ন্ত্যঃ (ভোজনরতান্ বন্ধুভৃত্যাদীন্ অন্নাদিপরিবেশনং কুর্ব্বত্যঃ কাশ্চিৎ) তৎ (পরিবেশনং) হিত্বা (পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণনিকটং যযুরিতি শেষঃ) (কাশ্চিদ্বা) শিশূন্ (ভগিনীযাতৃপুত্রাদীন্) পয়ঃ (গবাদিদুগ্ধং) পায়য়ন্ত্যঃ (তৎপরিত্যজ্যৈব শ্রীকৃষ্ণনিকটং যযুঃ) কাশ্চিৎ (কাশ্চন গোপরমণ্যঃ) পতীন্ শুশ্রূষন্তঃ (স্নানার্থং উষ্ণোদকপ্রদানাদিনা সেবয়ন্তঃ তৎপরিত্যজ্যৈব শ্রীকৃষ্ণনিকটং যযুঃ) অশ্নন্ত্যঃ (ভুঞ্জানাঃ কাশ্চিদ্বা) ভোজনং অপাস্য (পরিত্যজ্যৈব শ্রীকৃষ্ণনিকটং যযুঃ) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—তৎকালে কোন কোনও গোপী, বন্ধু ভৃত্যদিগকে পরিবেশন করিতেছিলেন, কেহ কেহ নিজ নিজ ভগিনীপুত্র, যাতৃপুত্র প্রভৃতিকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, কেহ কেহ গোষ্ঠ হইতে সমাগত স্বস্ব পতিকে স্নানার্থ উষ্ণোদকাদি প্রদান করিতেছিলেন, কেহকেহ বা ভোজন করিতেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদশ্রবণে আর কাহারও কোনও কর্ম্ম করিবার শক্তি রহিল না, সকলেই স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গমন করিলেন ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—শ্রীকৃষ্ণসূচকশব্দশ্রবণেন তৎপ্রবণচিত্তানাং তৎক্ষণমেব ত্রৈবর্গিককর্ম্মনিবৃত্তিং দ্যোতয়ন্ত্য ইব অর্দ্ধাবসিতং কর্ম্ম বিহায় যযুঃ। তদাহ দুহন্ত্য ইতি। পয়ঃ স্থালীস্থং চুল্ল্যামধিশ্রিত্য তৎকাথমপ্রতীক্ষমাণাঃ কাশ্চিদ্-যযুঃ। সংযাবং গোধূমকণান্নং পক্কমনুদ্বাস্য অনুত্তার্য্য ॥ ৫।৬ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং কাসাঞ্চিৎ সায়ন্তনমুখ্যকর্ম্মত্রয়পরিত্যাগমুক্ত্বা তত্রৈব কাসাঞ্চিল্লোকধর্ম্ম-ত্যাগং পাদত্রয্যা বদন্ তত্রাদৌ কাসাঞ্চিৎ সামান্যবন্ধুভৃত্যাদিপরিত্যাগমাহ—পরীতি পাদেন। পরিবেষয়ন্ত্যঃ বন্ধুভৃত্যাদিভ্য ইতি শেষঃ। তৎ পরিবেষণং হিত্বা যযুরিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। অতিস্নিগ্ধপরিত্যাগমপি কাসাঞ্চিদাহ—পায়য়ন্ত্য ইতি পাদেন। হিত্বেত্যনুবর্ত্ততে। বক্ষ্যমাণানুসারেণ ভ্রাতৃপুত্রাদীন্ হিত্বা অন্যথা রসাভাসাপত্তেঃ। এবং লোকপরিত্যাগমুক্ত্বা ধর্ম্মপরিত্যাগমাহ—শুশ্রূষন্ত্যঃ শুশ্রূষমাণাঃ, স্নানাদ্যুষ্ণোদকার্পণাদিনা সেবমানাঃ। কাসাঞ্চি-দ্দেহাপেক্ষাত্যাগমপ্যাহ—অশ্নন্ত্যো ভুঞ্জানাঃ। অনেন তৎপ্রেমাবিষ্টেষু দৈহিকশুদ্ধ্যশুদ্ধিবিচারো নাস্তীতি গম্যতে ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—অন্যাঃ (কাশ্চন গোপরমণ্যঃ) লিম্পন্ত্যঃ (অঙ্গরাগং কুর্ব্বত্যঃ লেপনাদিকমপাস্যৈব শ্রীকৃষ্ণনিকটং যযুঃ) প্রমৃজন্ত্যঃ (অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বত্যঃ কাশ্চিৎ গোপরমণ্যঃ তদ্ধিত্বৈব শ্রীকৃষ্ণনিকটং যযুঃ) কাশ্চ (কাশ্চিৎ গোপরমণ্যঃ) লোচনে (নয়নে) অঞ্জন্ত্যঃ (অঞ্জনরেখাক্তে কুর্ব্বত্যঃ তৎপরিত্যজ্যৈব শ্রীকৃষ্ণনিকটং গতবত্যঃ) কাশ্চিৎ (দেহাবয়ববিশেষাণামপ্যনুসন্ধানরহিতাঃ কাশ্চন গোপরমণ্যঃ) ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ (স্থানতঃ স্বরূপতশ্চ ঊর্দ্ধাধো-ধারণেন বিপর্য্যয়ং প্রাপ্তানি বস্ত্রাণি আভরণানি চ যাসাং তথাবিধাঃ সত্যঃ) কৃষ্ণান্তিকং (স্বচিত্তাকর্ষকশ্রীনন্দনন্দন-সমীপং) যযুঃ (গতবত্যঃ) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—তৎকালে কোন কোনও গোপী নিজ নিজ অঙ্গরাগ করিতেছিলেন, কেহ কেহ অঙ্গমার্জ্জন করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা নয়নে অঞ্জন প্রদান করিতেছিলেন, বংশীনাদ শুনিয়া সকলেই সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গমন করিলেন। কোন কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া এমনই আত্মহারা হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহারা বসন ভূষণাদি পরিধানে প্রবৃত্ত হইয়া "কোন্ অঙ্গের বসন কোন্ অঙ্গে পরিধান করিলেন তাহার স্থিরতা নাই" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিলেন ॥ ৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—অন্যাঃ প্রমৃজন্তঃ অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদি কুর্ব্বত্যঃ। কাশ্চ কাশ্চিৎ॥ কৃষ্ণতুষ্ট্যর্থং কর্ম্ম তদাসক্তমনসামন্যথা কৃতমপি ফলত্যেবেতি দ্যোতয়ন্নাহ ব্যত্যস্তেতি। স্থানতঃ স্বরূপতশ্চোর্দ্ধাধোধারণেন বিপর্য্যয়ং প্রাপ্তানি বস্ত্রাভরণানি যাসাং তাঃ॥ ৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—কাসাঞ্চিচ্চাহরহস্তৎপ্রত্যাশয়া বিরহেঽপি—"অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশ" ইতি গীতগোবিন্দরীত্যা শ্রীভগবৎপ্রেমবিলসিতস্যাপি নিজাঙ্গবেশস্য পরমোৎকণ্ঠয়া পরিত্যাগমাহ লিম্পন্ত্য ইত্যাদিনা। লিম্পন্ত্যঃ অঙ্গরাগং কুর্ব্বত্যঃ লেপনাদিকমপ্যপাস্তেতি জ্ঞেয়ম্। অন্যা ইত্যস্য লিম্পন্ত্য ইতি পদদ্বয়েনান্বয়ঃ। তত্রৈব হেতুং দর্শয়ন্ কিং বক্তব্যং দৈহিকদেহাদ্যপেক্ষা পরিত্যক্তেতি কাসাঞ্চিদ্দেহাবয়ববিশেষাননুসন্ধানমপি জাতমিতি ব্যনক্তি ব্যত্যস্তেতি। পূর্ব্বোক্তসর্ব্বত্যাগানুভাবকস্যৌৎসুক্যস্য বিভ্রমাখ্যোঽয়মনুভাবঃ। যথোক্তং—"বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ। বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ" ইতি। অনেন তদ্বিধানাং প্রেম যথা ভগবতোঽপেক্ষিতং ন তথা বেশাদি, ইতি গম্যতে। কিন্তু পশ্চাত্তেনৈব পরিহিতস্য স্বয়ং তথাবং পরিধাপিতমিতি জ্ঞেয়ম্। এবং দোহনাদীনামবশ্যাপেক্ষ্যত্বেন যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যম্। তদেবং সর্ব্বা অপি কৃষ্ণস্যান্তিকং প্রতিযযুঃ প্রস্থিতবত্যঃ॥ ৭॥

অন্বয়ঃ।—গোবিন্দাপহৃতাত্মানঃ (গোবিন্দেন শ্রীকৃষ্ণেন অপহৃতাঃ স্ববশীকৃতাঃ আত্মানঃ দেহেন্দ্রিয়াদয়ো যাসাং তাঃ অতএব) মোহিতাঃ (হতবিবেকাঃ) তাঃ (সর্ব্বা এব শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণ্যো ব্রজরমণ্যঃ) পতিভিঃ (স্বস্বভর্তৃভিঃ) পিতৃভিঃ (জনকপিতৃব্যাদিভিঃ) ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ (ভ্রাতৃভিরাত্মীয়বর্গৈশ্চ) বার্য্যমাণাঃ (কন্নু রাত্রৌ গমিষ্যসীতি পুনঃ পুনঃ নিষিধ্যমানা অপি) ন ন্যবর্ত্তন্ত (নৈব স্বস্বগৃহে প্রত্যাবৃত্তা বভূবুঃ প্রত্যুত শ্রীকৃষ্ণান্তিকমেব যযুঃ)॥ ৮

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ-শ্রবণে গোপীগণ এমনই আত্মহারা এবং বিবেকহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ শত সহস্র নিষেধ করিয়াও তাঁহাদের গতি রোধ করিতে পারেন নাই॥৮

শ্রীধরটীকা।—ন চ কৃষ্ণাকৃষ্টমনসাং বিঘ্নাঃ প্রভবন্তীত্যাহ তা বার্য্যমাণা ইতি॥ ৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অধুনা স্বীয়ৈর্বলাৎকারিতবাহ্যানুসন্ধানানাং অপি তাসাং কুলবধূস্বাভাবিকত্বেন পরমদুস্তজস্য লজ্জাদেরপি ত্যাগমাহ তা ইতি। সর্ব্বা অপি তাঃ পত্যাদিভিঃ কন্নু রাত্রৌ বহির্গম্যত ইত্যাদি-নির্ব্বন্ধেন মুহুর্ব্বার্য্যমাণা অপি ন ন্যবর্ত্তন্ত কিন্তু যযুরেবেত্যর্থঃ। কুতঃ মোহিতাঃ হতবিবেকাঃ, তৎ কুতঃ গোবিন্দেনাপহৃত আত্মা চিত্তং যাসাং তাঃ, অয়ং পত্যাদীনামপি শৈথিল্যে হেতুর্জ্ঞেয়ঃ, তদ্ভক্তিমাত্রস্য সর্ব্ববিঘ্নাপহারিপ্রভাবত্বাৎ। তত্তদন্তিকবর্ত্তিভিঃ পতিভিঃ কাশ্চিৎ পিত্রাদিভিশ্চ কাশ্চন। তত্র পিত্রাদিভিরবিবাহিতাঃ স্ববাসিন্যশ্চ। "রক্ষেৎ কন্যাং পিতা প্রৌঢ়াং পতিঃ পুত্রস্তু বার্দ্ধকে। অভাবে জ্ঞাতয়স্ত্বেবং ন স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিৎ স্ত্রিয়ঃ" ইতি স্মৃতেঃ॥ ৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংস চূড়ামণি শ্রীশুকদেব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজরাজনন্দনের সর্ব্বলীলা মুকুটমণি শ্রীরাসলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীভগবানের রমণেচ্ছামাত্রেই দেশ কালাদির অনুকূলতা এবং অনুরাগিণী গোপরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য শ্রীভগবানের বংশীনাদ বর্ণনা করিয়াই অনুরাগিণী গোপরমণী-গণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন কথা বর্ণনা করিলেন। কিন্তু গোপরমণীগণ কি ভাবে সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবাবেশ বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাই তিনি একটু ভাবাবেগ সম্বরণ করিয়া আবার গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমনবৃত্তান্ত ও তৎপ্রসঙ্গে গোপীগণের সর্ব্বত্যাগের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপরমণীগণ কেহ বা স্বজাতি ধর্ম্ম, কেহ বা গৃহকর্ম্ম, কেহ বা স্বজনস্নেহাদি, কেহ বা রমণীগণের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম পতিশুশ্রূষাদি, কেহ বা দেহধর্ম্ম ভোজনাদি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত গোপীগণের স্বজাতি ধর্ম্ম প্রভৃতি ত্যাগের কথা শুনিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমনের পূর্ব্বে তাঁহাদের এই সমস্ত ধর্ম্মাদি অক্ষুণ্ণরূপেই বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে তাঁহাদের সেই সমস্ত ধর্ম্মাদির বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত গোপীগণের হৃদয় সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি লালসায় ব্যাকুল হইলেও ইঁহাদের বাহ্যব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণসেবা ভিন্ন স্বজাতি ধর্ম্মাদির আভাস দেখিয়া মনে হয়, ইঁহারা সকলেই সাধনসিদ্ধা এবং এইবারই ইঁহাদের প্রথম শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সংঘটন হইল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত সমালোচনা করিলে এই সমস্ত সাধনসিদ্ধা গোপীগণের সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায়—

নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা ভেদে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ দ্বিবিধ। শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীবর্গ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভ করিবার জন্য কোন প্রকার সাধনানুষ্ঠান করিতে হয় নাই, ইঁহারা অনাদিকাল হইতেই বিবিধ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা করিয়া আসিতেছেন।

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি অগ্নি জ্বালা চয় নাহি কোন ভেদ॥
তৈছে রাধাকৃষ্ণ দোঁহে একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বচনে এবং "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা" প্রভৃতি গৌতমীয়তন্ত্র বচনে জানা যায় যে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণই রাধা ও কৃষ্ণ এই দুই রূপে অনাদি কাল হইতে বিবিধ লীলারসাস্বাদন করিয়া আসিতেছেন। ললিতাদি সখীগণও শ্রীরাধিকারই কায়ব্যূহস্বরূপ। এই সমস্ত নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয়। জগতের কোনও ভাগ্যবান্ জীবের যদি এই সমস্ত নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের রাগাত্মিকা ভক্তি ও তাহাতে কৃষ্ণসেবার কথা শাস্ত্রাদিতে শুনিয়া সেই ভাব প্রাপ্তির জন্য লালসা হয়, তাহা হইলে তিনি যথাশাস্ত্র সাধনানুষ্ঠান করিলে সিদ্ধিদশায় গোপীদেহ প্রাপ্ত হন এবং যথাযোগ্য কৃষ্ণসেবা পাইয়া কৃতার্থ হন।

রাগময়ী ভক্তির রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোনও ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন। বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন।
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

এই প্রকার সাধনভক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে রাগানুগাভক্তি নামে পরিচিত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ও সাধনপদ্ধতি জানিতে হইলে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই রাগানুগা সাধনভক্তি যাজন করেন, তাঁহাদের ক্রমশঃ অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, আসক্তি প্রভৃতি লাভের পর, প্রেম লাভ হয় ও যে ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট থাকে, সেই ব্রহ্মাণ্ডে গোপীগর্ভে জন্ম লাভ হয়। তাহার পর নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গ বশতঃ ক্রমশঃ তাঁহাদের প্রেম বৃদ্ধি হইয়া স্নেহ মান প্রণয়াদি ক্রমে মহাভাবে পরিণত হইলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যখন প্রথমতঃ গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের সেই সাধনসিদ্ধ গোপীদেহে কিঞ্চিৎ প্রাকৃতাংশের আভাস থাকে বলিয়া তাঁহাদের কিছুকিছু স্বজাতিধর্ম্ম, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতিও করিতে হয়। তাহার পর যখন শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গপ্রভাবে তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ভাব অপগতপ্রায় হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণমাত্রেই তাঁহাদের সর্ব্ববিধ কর্ম্মবন্ধনের অবসান হইয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইয়া যথাভিলষিত সেবাধিকার প্রাপ্ত হন।

"দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি শ্লোকে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাতীরে মোহন বংশীনাদ করিলেন, তখন কতকগুলি গোপী গোদোহন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। গোপালন গোদোহনাদি গোপ জাতির স্বজাতি-ধর্ম্ম, সুতরাং এই সমস্ত গোপীগণ তাঁহাদের স্বজাতি-ধর্ম্মেই নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই-ই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির বাধক। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ভজন ও শ্রীকৃষ্ণকৃপাবলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীত হইতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীত হওয়াই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্তির চিহ্ন। যিনি যতদূর ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হইয়াছেন, তিনি ততটুকু কৃষ্ণকৃপা পাইয়াছেন। যাহা হউক, এই সমস্ত সাধনসিদ্ধা গোপরমণীগণ কৃষ্ণকৃপায় সাধকদেহে তীব্র সাধনানুষ্ঠান করিয়া প্রেমলাভ করিয়াছেন এবং গোপীদেহে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয় নাই বলিয়া একটু স্বজাতি ধর্ম্মের বন্ধন আছে, তাই তাঁহারা গোদোহন কার্য্যে রত ছিলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য এই সমস্ত গোপীগণ সর্ব্বদাই সমুৎসুক হইয়া রহিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহে পলকে প্রলয় গণিতেছেন, তথাপি কি যেন একটু প্রাকৃত ভাবলেশাভাস আছে বলিয়া ইঁহারা স্বজাতিধর্ম্ম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গোদোহনাদি কার্য্য করিতেন এবং অন্তরে সর্ব্বদাই শ্রীগোবিন্দ চিন্তা করিতেন। এই ভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া যখন ইঁহাদের উৎকণ্ঠা চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনই শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুনাদ ইঁহাদের কর্ণগোচর হইল। তখন সেই শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী গোপ-রমণীগণ আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের গোদোহন কার্য্য স্থগিত হইয়া গেল, আর উন্মাদিনীর মত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ও স্খলিত চরণে বংশীরবের অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তির উদ্দেশে ধাবিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য মোহন বেণু বাজাইতেছিলেন, তখন ব্রজের কতকগুলি গোপরমণী চুল্লীতে দুগ্ধ আবর্ত্তন ও সংযাব পাক করিতেছিলেন। (টীকাকারগণ সংযাব শব্দের গোধূমকণান্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় সুজি ও দুগ্ধ সংযোগে পায়সান্নের মত কোন দ্রব্যকেই তাঁহারা সংযাব বলিয়াছেন।) পাকাদি গৃহকর্ম্ম, রমণীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, কাজেই ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের আত্মীয়াদির ভোজনের জন্য তাহা প্রত্যহই পরম যত্নে করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহাদের মনঃ প্রাণ শ্রীকৃষ্ণচরণেই সমর্পিত এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই সমুৎকণ্ঠিত, তথাপি তাঁহাদের বাহ্যব্যবহারে তখনও গৃহকর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু যেমন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব কর্ণগোচর হইল, অমনই তাঁহাদের সমস্ত গৃহকর্ম্মের অবসান হইয়া গেল,তাঁহাদের আবর্ত্তমান দুগ্ধ ও অর্দ্ধপক্ক সংযাব চুল্লীর উপরেই থাকিল, তাঁহারা চুল্লী হইতে নামাইয়া রাখিবারও অবসর পাইলেন না, বংশীনাদ যেন তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্ম ভুলাইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় করিয়া দিল, তাঁহারা একবার চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ও বংশীরব অনুসরণ করিয়া বংশীধারীর উদ্দেশে ধাবিত হইলেন।

যমুনাতীরে যখন মোহন বাঁশী বাজিতেছিল, তখন ব্রজের কতকগুলি গোপরমণীর আত্মীয় ও ভৃত্যবর্গ ভোজন করিতেছিল এবং গোপরমণীগণ তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতেছিলেন। এইরূপে আত্মীয়গণকে ভোজন করান গোপরমণীগণের গৃহকর্ম্ম ও তাঁহারা প্রত্যহই এইরূপে পরম যত্নে এই কার্য্য করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত গোপরমণীগণের মত ইঁহাদের গোদোহন কিংবা পাকাদি করিতে হয় না, কিন্তু ইঁহারা প্রত্যহই ইঁহাদের শ্বশ্রূ প্রভৃতি দ্বারা পক্ক অন্ন পরিবেশন করিয়া আত্মীয়গণকে ভোজন করাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব কর্ণগোচর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবামাত্র ইহাদের এই কর্ম্মেরও অবসান হইয়া গেল এবং বংশীরব লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগমনে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া যমুনাতীরাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

কতকগুলি গোপরমণী এই সময়ে শিশুগণকে দুগ্ধপান করাইতেছিলেন। এই সমস্ত গোপরমণীগণের গো-দোহনাদি স্বজাতি ধর্ম্ম কিংবা রন্ধন ও পরিবেশনাদি গৃহকর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয় না। ইঁহারা স্নেহবশতঃ নিজ নিজ ভগিনীপুত্র, সপত্নীপুত্র, যাতৃপুত্র প্রভৃতিকে লালন পালন করিয়া থাকেন। একার্য্য তাঁহাদের গৃহকর্ম্ম না হইলেও রমণী-স্বভাবসুলভ স্নেহবশতঃ তাঁহারা কখনই ইহাতে বিরত হইতেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব কর্ণগোচর হইবামাত্র তাঁহাদের এই শিশুগণের উপর ভালবাসাও অন্তর্হিত হইল, তাঁহারা রোরুদ্যমান শিশুগণকে পরিত্যাগ করিয়া "ঐ কোন্ বনে আমার নাম ধরিয়া বাঁশী বাজে" বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বংশীরবের অনুসরণে ধাবিত হইলেন। এই সমস্ত গোপীগণ যে সকল শিশুকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, তাহারা এই গোপী-গণের গর্ভজাত বলিয়া মনে হয় না এবং গোপীগণও ইহাদিগকে স্তনদুগ্ধ পান করাইতেছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কেননা, "গোপীগণ নিজ গর্ভজাত সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করাইতেছিলেন" ইহাই যদি পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুক-দেবের বক্তব্য হইত, তাহা হইলে তিনি "পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ" এই প্রকার সন্দেহোৎপাদক বচন না বলিয়া স্পষ্টভাবে "পায়য়ন্ত্যঃ সুতান্ স্তনং" (পুত্রগণকে স্তন পান করাইতেছিলেন) এই কথাই বলিতে পারিতেন। বিশেষতঃ রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়া রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া এই প্রকার বয়োধিকা ও গলিতযৌবনা গোপরমণীগণকে গ্রহণ করিয়া রসশাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। যদি কেহ মনে করেন যে, শ্রীভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, সুতরাং তাঁহার বয়োধিকা নায়িকার সহিত রাসক্রীড়া করিতেও কোনই আপত্তি নাই—তাহাতে বক্তব্য এই যে, যাঁহার কৃপায় ও ইচ্ছায় এই সমস্ত সাধনসিদ্ধা গোপীগণ সাধকাবস্থায় তীব্র সাধনানুষ্ঠান করিবার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং সিদ্ধিদশায় ব্রজে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা হওয়াও কিছুই বিচিত্র ছিল না। জগতে কোনও ব্যক্তির যদি কোনও পরস্ত্রীতে আসক্তি হয়, তাহা হইলে সে বয়োধিকা হইলেও রূপযৌবনাদির মোহে এবং ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব বশতঃ অগত্যা তাহার তাহাতেই উপগত হইতে হয়। কিন্তু অখিলব্রহ্মাণ্ডনিয়ন্তা শ্রীভগবানের এমন কি দায় পড়িয়াছিল যে সে জন্য তিনি অগত্যা বয়োধিকা নায়িকাকেও রাসক্রীড়ায় যোগদান করিবার অধিকার দিয়াছিলেন? শ্রীভগবান্ যাহাকে কৃপাপূর্ব্বক সেবাধিকার প্রদান করেন, তাহার তিনি কোনই ত্রুটী রাখেন না। তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সেই সেবার উপযুক্ত করিয়াই তাহাকে সেবাধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং "শিশুগণকে দুগ্ধপান করাইতে ছিলেন" শুনিয়াই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণকে পুত্রবতী মনে করা উচিত নহে। রাসলীলা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে শ্রীভগবান্ গোপীগণকে বলিয়াছেন, "মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরো জ্ঞাতয়শ্চ বঃ। বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসং" (হে গোপীগণ! তোমাদের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণ তোমাদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আত্মীয়গণকে এইভাবে দুঃখ দেওয়া উচিত নহে।) ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রাসক্রীড়ায় কতকগুলি পুত্রবতী গোপীও যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীপাদ জীব গোস্বামী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বিবাহিতা গোপীগণকে পরিহাস করিয়া এই কথা বলিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে রাস-নায়িকা গোপীগণের মধ্যে কেহই পুত্রবতী ছিলেন না। "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং" প্রভৃতি গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে দেখা যায় যে, গোপরাজ নন্দ শ্রীরাধিকাকে বলিলেন "কৃষ্ণ অতি ভীরু স্বভাব; এই মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারাবৃত বনপথে সে একাকী যাইতে পারিবে না, অতএব হে রাধে! তুমি ইহাকে সঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া যাও" ইহাতে অনেকেরই ধারণা যে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অনেক বয়োধিকা বলিয়াই গোপরাজ নন্দ তাঁহাকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ ধারণার কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায়সঙ্গত যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না, কেন না, যাহাদের একাকী যাইতে ভয় হয়, তাহারা কিঞ্চিৎ ন্যূনবয়স্ক কাহারও সঙ্গ পাইলেও কথাবার্ত্তায় নির্ভয়ে যাইতে পারে বলিয়াই মনে হয় এবং অনেক স্থানে তাহা দেখাও যায়। অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব কবির পদে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণের টীকায় রাসনায়িকা গোপীগণের মধ্যে কেহ কেহ পুত্রবতী ছিলেন বলিয়া ধারণা হয় এবং গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়োধিকা হইলেও তাঁহাদের আপত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহাতে আধুনিক কুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মনে বড়ই আনন্দ হয় এবং তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহাই সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এ মত পোষণ করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত বহুতর যুক্তিতর্ক দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে, রাসনায়িকা গোপিকাগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা ; সুতরাং যাঁহাদের এই সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদাঙ্কানুসরণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহারা তাঁহাদের ধারণাই শিরোধার্য্য করিবেন।

সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাতীরে আকর্ষণ-বেণু বাদন করিতেছিলেন, তখন ব্রজে কতকগুলি ব্রজরমণী পতিশুশ্রূষায় রত ছিলেন। তাঁহাদের পতিগণ সেই সময় গোষ্ঠ হইতে আসিয়া গোদোহন ও গোশালায় গোগণকে বন্ধন করিয়া স্নানাদি করিবার জন্য অন্তঃপুরে আসিয়াছেন এবং ব্রজরমণীগণ তাঁহাদিগকে স্নানের জন্য ঈষদুষ্ণ জল প্রদান করিতেছিলেন। এই সমস্ত গোপীগণের কেবলমাত্র পতিশুশ্রূষা ব্যতীত অন্য কোনও গৃহকর্ম্মাদি করিতে হইত না। ইঁহারা রূপে গুণে ও সুস্বভাবে পতি এবং পতিগৃহস্থিত সকলেরই অত্যন্ত প্রীতিভাজন ও সর্ব্বদাই সহাস্য বদনে পতি প্রভৃতি সকলেরই সেবানিরতা। ইঁহাদের এই পতিসেবাকার্য্য রমণীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব কর্ণগোচর হইল, তখন ইহাদের সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের বন্ধনও ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে পতিসেবারতা পতিব্রতা রমণীর পতিসেবারূপ মহাধর্ম্ম বিলুপ্ত হইল শুনিয়া আপাততঃ অসামঞ্জস্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে শ্রীকৃষ্ণ জগৎপতি। "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাং। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্" এই শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ত্রয়স্ত্রিংশদধ্যায় (৩৩) বচনে দেখা যায় যে, শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন, যিনি গোপী ও তাঁহাদের পতিবর্গের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত, তিনিই লীলাবিগ্রহে গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছেন। সুতরাং সকল পতির পতিত্ব যাঁহার চরণে বাঁধা, তাঁহার জন্য পতিসেবা পরিত্যাগ করা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এই জগৎপতির সেবাধিকার পাইবার জন্যই পতিব্রতা রমণীগণের নারায়ণ বুদ্ধিতে জাগতিক পতির সেবা করিতে হয়। যাঁহার সেবা পাইবার জন্য পতিসেবা করিতে হয়, তাঁহারই সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ উপস্থিত হইলে কি আর পতিসেবার বন্ধন থাকে? বিদেশস্থ পতির প্রতিমূর্ত্তি-সেবানিরতা পতিব্রতা রমণী যদি গৃহদ্বারে পতির ডাক শুনিতে পায়, তখন কি আর সে প্রতিমূর্ত্তির সেবা লইয়া বসিয়া থাকিতে পারে? পতির আগমনের ইঙ্গিতমাত্রেই পতিব্রতা রমণী প্রতিমূর্ত্তির সেবা ফেলিয়া দিয়া পতি সকাশে উপস্থিত হইয়া থাকে। জাগতিক পতি জগৎপতিরই প্রতিমূর্ত্তি-বিশেষ ; যাহারা জগৎপতির দর্শন পায় না, কিংবা ডাক শুনিতে পায় না, তাহারাই জগৎপতির প্রতিমূর্ত্তিস্থানীয় জাগতিক পতির সেবায় রত থাকে, কিন্তু জগৎপতির ডাক শুনিলে আর তাহাদের সে আগ্রহ থাকে না। ব্রজ-রমণীগণের পতিসেবাত্যাগও ঠিক এই রকম। গোপরমণীগণের দৃষ্টান্তে কোনও অল্পবুদ্ধি রমণী যদি গুরু কিংবা কোনও মহাপুরুষকে কৃষ্ণ মনে করিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য পতিসেবা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যে গতি হইবে তাহা তাঁহারা ইহলোকেই নববয়সের অবসানে জানিতে পারিবেন। কিন্তু গোপরমণীগণের সেরূপ কোনও আশঙ্কা নাই, কেন না, গোপরমণীগণের কৃষ্ণ কোনও মহাপুরুষ নহেন, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি সচ্চিদা-নন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্। যাহা হউক, পতিসেবারতা গোপরমণীগণ যখন জগৎপতির বাঁশীর ডাক শুনিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইলেন, তখন তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত ও বিবশ হইয়া উঠিল, তাঁহারা চকিতনেত্রে একবার চারিদিকে চাহিলেন, হাতের জলপাত্র স্খলিত হইয়া পড়িল ও উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহারা বংশীরবের অনুসরণে বংশীধারীর উদ্দেশে গমন করিলেন।

সমস্ত ব্রজভূমিকে আনন্দ মুখরিত ও সরস মধুর-ধ্বনিপ্রতিনাদিত করিয়া যখন যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণু বাজিতেছিল, তখন ব্রজের অন্তঃপুরের গৃহকোণে কতকগুলি গোপী ভোজন করিতেছিলেন। কিন্তু হায়! ভজনের টান পড়িলে কাহারও কি ভোজনের কথা মনে থাকে? বাঁশীর ডাকে গোপীর ভোজন স্থগিত হইয়া গেল, অর্দ্ধচর্ব্বিত ভোজ্যের গ্রাস মুখে এবং হাতের গ্রাস হাতে করিয়াই গোপী তখন চকিতের ন্যায় উঠিয়া পড়িলেন এবং "ঐ কোন্ বনে আমার নাম ধরিয়া মোহনিয়ার মোহন বাঁশী বাজে" বলিয়া স্খলিত চরণে দ্রুতগমনে যমুনা-তীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

এই সমস্ত গোপীগণের গোদোহনাদি স্বজাতি ধর্ম্ম, পাক-পরিবেশনাদি গৃহকর্ম্ম, শিশু পালনাদি স্নেহ-ব্যবহার কিংবা পতিসেবনাদি রমণীগণের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র স্নান ভোজনাদি দেহধর্ম্মের কিঞ্চিৎ আভাস ছিল। তাহাতেও তাঁহাদের প্রকৃত অভিনিবেশ ছিল বলিয়া মনে হয় না। পরিণত বয়সে চক্ষুরোগাক্রান্ত অন্ধ ব্যক্তি যেমন পূর্ব্বকালীন দর্শনের স্মৃতি লইয়া কোনক্রমে চলা ফেরা করে, সেইরূপ তাঁহারাও পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ কোনক্রমে দেহধর্ম্ম রক্ষা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে ইঁহাদের এই দেহাবেশের আভাসও দূর হইয়া গেল, ইঁহারা কৃষ্ণাবেশে বিভোর হইয়া কৃষ্ণ সকাশে গমন করিলেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনায় যে সমস্ত গোপীগণের বৃত্তান্ত জানা গেল, ইঁহারা সকলেই সাধনসিদ্ধা এবং ইঁহাদের এই বারই শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রথম মিলন সংঘটন হইল। ইহা ছাড়া ব্রজে যে সমস্ত গোপী আছেন, তাঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধা এবং যাঁহারা সাধনসিদ্ধা আছেন তাঁহাদেরও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ও সেবাধিকার লাভ হইয়াছে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কৃত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে সাধনসিদ্ধা গোপীগণের প্রাচীনা ও আধুনিকী এই দুই ভেদ দেখা যায়। তাহার মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীনা এবং যাঁহাদের সাধনানুষ্ঠানের পর সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া প্রথম সেবাধিকার প্রাপ্তি হয়, তাঁহারা আধুনিকী।

প্রাচীনাশ্চ নবাশ্চ স্যুরযৌথিক্যস্ততো দ্বিধা। নিত্যপ্রিয়াভিঃ সালোক্যং প্রাচীনাশ্চিরমাগতাঃ।
ব্রজে জাতা নবাস্ত্বেতা মর্ত্ত্যামর্ত্ত্যাদিযোনিতঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

সাধনসিদ্ধ গোপীগণ, যৌথিকী ও অযৌথিকী ভেদে দ্বিবিধ। যাঁহারা একত্র অনেকে মিলিত হইয়া সাধনে রত হইয়া সিদ্ধিদশায় সকলেই একসঙ্গে ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা যৌথিকী। দণ্ডকারণ্যবাসি মুনিগণ এবং সত্য-লোক বাসিনী বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এই যৌথিকী শ্রেণীভুক্ত। যাঁহারা গোপীভাবে লুব্ধ হইয়া একাকীই সাধনে রত হন এবং সিদ্ধিদশায় ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা অযৌথিকী। অযৌথিকী সাধনসিদ্ধা গোপীগণ প্রচীনা ও নবীনা ভেদে দ্বিবিধ। যাঁহারা বহুদিন পূর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সহিত একত্র বাস ও শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীনা এবং যাঁহারা মানুষ্য কিংবা দেবতা গন্ধর্ব্বাদি দেহে সাধনানুষ্ঠান করিয়া, এইবারই ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা নবীনা।

"দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি কয়েকটী শ্লোকে যে সমস্ত গোপীর কথা জানা গেল, তাঁহারা সকলেই সাধনসিদ্ধা এবং নবীনা। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে ইঁহাদের গোদোহন, দুগ্ধাবর্ত্তন, পরিবেশন প্রভৃতি কর্ম্মের অবসান হইল এবং ইঁহারা তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিলেন। ইঁহাদের গোদোহনাদি কর্ম্মের তারতম্য বিচার করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির উপযুক্ত প্রেম-পরিপাকেরও কিছু তারতম্য জানা যায়। শ্রীশুকদেব, এই সমস্ত গোপীর যে যে কর্ম্মত্যাগের কথা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে—তাঁহারা যথাক্রমে গোদোহন, রন্ধন, পরিবেশন শিশুপালন, পতিসেবন ও ভোজন এই ছয় প্রকার কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন। এই সমস্ত গোপীগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সাধকদেহে গোপীভাব প্রাপ্তির লালসায় রাগানুগা ভক্তি যাজন করিয়া ক্রমশঃ অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবভূমিকা অতিক্রম করিয়া প্রেমলাভ করিতেই কৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার সাহায্যে প্রকটলীলায় গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রেমের যাদৃশ পরিণতিতে শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভ হয়, তাঁহাদের তাদৃশ প্রেম-পরিণতি লাভ না হওয়ায় ব্রজে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই ও গোদোহনাদি কর্ম্মের সহিত বাধ্যবাধকতাও তাঁহাদের আছে। জগতেও দেখা যায় যে কোনও আমগাছের দুই চারিটি আম পাকিলেই বাগানের মালী সেই গাছের সমস্ত আম পাড়িয়া যাহার বাগান তাহার বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেয়। তাহার পর তিনি সেই সমস্ত আম নিজগৃহে রাখিয়া যখন সুপক্ক হয়, তখন ভোজন করিয়া থাকেন। গাছের আম যখন পাড়িয়া আনা হয় তখন তাহাতে কিছু অম্ল রস থাকে, দিন কতক ঘরে থাকিলে তবে তাহা সুপক্ক হয়। এই প্রকার সাধক ভক্তও সাধনার পরিপাকে প্রেমলাভ করিলেই যোগমায়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তখনই তাহাকে নিজভোগে লাগান না; কেননা কিছুদিন নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গ এবং সেবাকাঙ্ক্ষার তাপ না লাগিলে সাধনসিদ্ধ পার্ষদগণের প্রেম কখনও প্রেমময় শ্রীভগবানের সুখসেব্য হয় না। গাছে পাকা আম যেমন গৃহে থাকিয়া সুপক্ক না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে কিছু অম্লরস থাকে, সেইরূপ সাধনে পাকা পার্ষদও কিছুদিন ব্রজে থাকিয়া সুপক্ক না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের কিছু কিছু কর্ম্মবাধ্যতা থাকে। সেইজন্য সাধনসিদ্ধ গোপীগণেরও গোদোহনাদি কর্ম্মের সহিত বাধ্যবাধকতা ছিল। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় এবং নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গ প্রভাবে তাঁহারা যখন সেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্য হইলেন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদের আকর্ষণে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে উপস্থিত হইলেন।

জগতের সাধক ভক্তগণের যেমন সাধনাবেশ-তারতম্য বশতঃ কর্ম্মবন্ধনের তারতম্য দেখা যায়, সেইরূপ ব্রজের সাধনসিদ্ধা গোপীগণেরও প্রেমপরিপাকের তারতম্য বশতঃ কর্ম্মবন্ধনের তারতম্য থাকে। জগতের সাধক ভক্তগণের কাহারও স্ত্রীপুত্রাদি ভরণ পোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জনাদি করিতে হয়, কাহারও বা পৈত্রিক কিংবা পূর্ব্ব সঞ্চিত অর্থ থাকায় উপার্জ্জন করিতে হয় না বটে কিন্তু তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়; কাহারও বা সে প্রয়োজন নাই, কিন্তু দেহ অসুস্থ বলিয়া কিছু দৈহিক কর্ম্ম করিতে হয়, কাহারও বা পূজা প্রতিষ্ঠাদির মোহে পড়িয়া কোনও কর্ম্ম করিতে হয়, কাহারও বা সৎকর্ম্মের মোহে পড়িয়া কোনও মহদারম্ভে লিপ্ত থাকিতে হয়, কাহারও বা সিদ্ধপুরুষ হইয়া গিয়া জীবোদ্ধার কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, কাহারও বা "নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন" করিতে গিয়া একটা বিরাট আয়োজন করিতে হয়, এইরূপ নানাবিধ কর্ম্মের বন্ধনে সাধক ভক্তগণের সাধনানুষ্ঠানের তারতম্য দেখা যায়। ব্রজের সাধনসিদ্ধা গোপীগণেরও পূর্ব্বোক্ত গোদোহনাদি ছয় প্রকার কর্ম্মবন্ধনের সমালোচনা করিলেও এইপ্রকার তারতম্য বুঝিতে পারা যায়। ব্রজের কতকগুলি সাধনসিদ্ধ গোপীর গোদোহনাদি দীর্ঘসময়সাপেক্ষ ও ক্লেশসাধ্য কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হইত। কতকগুলি গোপীর গোদোহনাদি করিবার প্রয়োজন ছিল না, তাঁহাদের দাসদাসীগণই সে কার্য্য করিত, কিন্তু তাঁহাদের রন্ধনাদি করিতে হইত। কতকগুলি গোপীর আত্মীয় কিংবা ভৃত্যাদিদ্বারা রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ হইত বটে কিন্তু তাঁহাদের পরিবেশন ও পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা আত্মীয়গণকে ভোজন করাইতে হইত। কতকগুলি গোপীর জ্যেষ্ঠাভগিনী, মাতা, কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠা সপত্নীগণই আত্মীয়গণের ভোজনকার্য্য সমাধা করিতেন কিন্তু তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভৃতির শিশুগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত। কতকগুলি গোপীর তাহাও প্রয়োজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইত না, কিন্তু স্ব স্ব পতিগণের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ তাঁহাদের কিছু কিছু সেবা করিতে হইত। কতকগুলি গোপীর তাহাও করিতে হইত না কিন্তু তাঁহারা বয়সে বালিকা এবং খুব ভালবাসার পাত্র বলিয়া, তাঁহাদের শ্বশ্রূ ননান্দা (শ্বাশুরী ননদ) প্রভৃতি যত্নপূর্ব্বক বহু অনুরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজনাদি করাইতেন এবং তাঁহাদের সেই কর্ম্মের সহিত বাধ্যবাধকতা ছিল। সাধক ভক্তগণের যেমন সাধন-তারতম্যবশতঃ প্রাকৃত কর্ম্মবাধ্যতার তারতম্য দেখা যায়, সেইরূপ সাধনসিদ্ধা গোপীগণেরও প্রেমপরিপাকের তারতম্য বশতঃ এইরূপ স্বজাতি ধর্ম্ম, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি কর্ম্ম ও তাহার সহিত বাধ্যবাধকতা ছিল। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তির প্রবল উৎকণ্ঠায় যখন এই সমস্ত কর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া আসিল, তখনই যমুনা তীরে মোহনবাঁশী বাজিল এবং তাঁহারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তির লালসায় ধাবিত হইলেন। জগতের সাধক ভক্তগণেরও যখন সাধনাবেশ বর্দ্ধিত হয় এবং সাধনানুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কর্ম্ম অত্যন্ত ভারবোধ হয়, তখন কৃষ্ণকৃপায় সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অবসান হইয়া যায় এবং নিরন্তর সাধনানুষ্ঠান করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমলাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদগণও যখন জগতে সাধনবিহীন জীবগণকে সাধন শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাধনানুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের যথাযোগ্য রাজকার্য্যাদিও করিতে হইত, কিন্তু পরিশেষে—

সাড়ে সাত প্রহর যায় ভক্তির সাধনে। চারিদণ্ড বিশ্রাম, তাহাও নহে কোন দিনে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

এইভাবে নিরন্তর সাধনানুষ্ঠান-নিষ্ঠা প্রকাশ হইয়াছিল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে—সাধক ভক্তগণের সাধনাভিনিবেশ বর্দ্ধিত হইলে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় সাধনানুষ্ঠান ব্যতীত অন্য সর্ব্ববিধ কর্ম্মেরই অবসান হইয়া যায় এবং সিদ্ধ ভক্তগণের সেবাভিনিবেশ বর্দ্ধিত হইলে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অবসান হইয়া যায়। সাধনাভিনিবিষ্ট সাধক ভক্ত এবং সেবাভিনিবিষ্ট সিদ্ধ ভক্ত একমাত্র সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান ও কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কোন প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মের বন্ধনেই বদ্ধ থাকেন না। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার মনঃশিক্ষা শ্লোকে বলিয়াছেন—

নোধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণগদিতং কিল কুরু। ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু॥ (স্তবাবলী)

ওরে অবোধ মনঃ। বেদপুরাণাদিশাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম কিংবা সেই সমস্ত শাস্ত্রনিষিদ্ধ অধর্ম্ম—কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল মাত্র নিরন্তর ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবায় আত্মনিয়োগ কর।

কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত উৎকট সাধনাভিনিবেশ না আসে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধক ভক্তের ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠানের অবসান হয় না। সাধক-জগতে লক্ষ্য করিলে প্রায়ই দেখা যায় যে সাধক ভক্তগণ বড় বড় কর্ম্মানুষ্ঠান এবং সেই সুযোগে গোপনে বড় বড় অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দুর্লভ মানব জীবন ব্যর্থ করিতেছেন, কিন্তু কাহারও ভাগ্যে "সাড়ে সাত প্রহর যায় ভক্তির সাধনে" এই মহাসুযোগ লাভ হইতেছে না।

সিদ্ধ ভক্তগণের যতদিন পর্য্যন্ত উৎকট সেবাভিনিবেশ ও সেবাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম-বন্ধন থাকে, কিন্তু তাঁহাদের কেবলমাত্র ধর্ম্মাভিনিবেশ ব্যতীত কোন প্রকার অধর্ম্মাভিনিবেশ থাকা সম্ভবপর নহে। (বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ। নিষিদ্ধ পাপাচারে কভু নহে মন॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং) কাজেই তাঁহারা নানাবিধ ধর্ম্মের বন্ধনে বদ্ধ থাকেন। তাহার পর যখন তাঁহাদের সেবাকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া তাঁহারা সেবাপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকৃপায় বংশীনাদের আকর্ষণে তাঁহাদের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত সাধনসিদ্ধা গোপীগণেরও, গৃহকর্ম্ম, শিশুপালন, পতিসেবন প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্মের বন্ধন ছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তাঁহাদের সেবাকাঙ্ক্ষা বলবতী হইলে কৃষ্ণের অপার কৃপায় তাঁহাদের সে বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন।

সাধনসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীনা অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার পাইয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার কর্ম্মই করিতে হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া রাসাদি বিলাসেশ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন, কিন্তু স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী বিরহেও সর্ব্বদা নিজের অঙ্গমার্জ্জন, অলঙ্কার পরিধানাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। এই প্রকার বিরহাবস্থাতেও অঙ্গাভরণাদি করার কথা কবিবর জয়দেব গাহিয়াছেন—

অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি, প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।
ইত্যাকল্প বিকল্প তল্পরচনা সংকল্প লীলাশত,-ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুসৈষা নিশাং নেষ্যতি॥

(শ্রীগীতগোবিন্দং)

শ্রীরাধিকার কোনও সখী, শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—অনুরাগিণী শ্রীরাধিকা তোমার সহিত মিলনের প্রত্যাশায় তোমার অদর্শনেও নানাভাবে অঙ্গাভরণ করিয়া থাকেন, বাতাসে বৃক্ষপত্র সঞ্চালিত হইলে তোমার আগমন সম্ভাবনা করেন, তোমার জন্য শয্যা রচনা করেন এবং নিরন্তর তোমাকেই ধ্যান করেন। বিরহিণী শ্রীরাধিকা এইপ্রকার অঙ্গাভরণ (আকল্প) পত্রশব্দে তোমার আগমন সম্ভাবনা (বিকল্প), শয্যারচনা এবং তোমার সহিত নানাবিধ প্রেমবিলাস-সংকল্প-রত থাকিয়াও তোমার বিরহে রাত্রি যাপন করিতে অক্ষম হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাতীরে মোহন বংশীবাদন করিতেছিলেন, তখন কতকগুলি অনুরাগিণী ব্রজরমণী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের প্রত্যাশায় প্রতিদিনের মত চন্দন, অগুরু মৃগমদ প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গলেপন করিতেছিলেন, কতকগুলি গোপরমণী সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন (চূর্ণদ্রব্যবিশেষ) দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন করিতেছিলেন এবং কতকগুলি গোপরমণী নয়নে অঞ্জন রেখা রচনা করিতেছিলেন। কিন্তু বংশীনাদ কর্ণগোচর হইবামাত্র তাঁহাদের এসমস্ত কর্ম্মেরও অবসান হইয়া গেল। তাঁহাদের যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, তিনি সেই অবস্থাতেই যমুনাতীরাভীমুখে ধাবমান হইলেন। যাঁহারা অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিতেছিলেন, তাঁহাদের কোনও অঙ্গে চন্দন লেপন করা হইয়াছে, কোনও অঙ্গে বা বাকি আছে, এই অবস্থায় বামকরে চন্দনাদির পাত্র লইয়াই উন্মাদিনীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা অঙ্গ মার্জ্জন করিতেছিলেন, তাঁহারা অঙ্গমার্জ্জন সম্পন্ন না হইতেই অর্দ্ধমার্জ্জিত অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা নয়নে কজ্জল প্রদান করিতে ছিলেন, তাঁহারা এক নয়নে কজ্জল দিয়া দর্পণে কজ্জলাক্ত নয়ন দেখিয়া কৃষ্ণের অঙ্গের বর্ণস্ফূর্ত্তি বশতঃ ভাবাবেশে অবস্থান করিতেছিলেন, কেহবা একনয়নে কজ্জল রেখাপাত করিয়া আর এক নয়নে পরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মেরই প্রতিবাদী হইল, তাঁহারা সেই অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপরমণীগণের এই সমস্ত অঙ্গ মার্জ্জনাদি কার্য্যও আত্মসেবা নহে, ইহাও তাঁহাদের কৃষ্ণ-সেবারই অঙ্গবিশেষ। কেননা ইঁহারা কোনপ্রকার আত্মপ্রীতির বশীভূত হইয়া কিংবা লোকের কাছে নিজ দেহের সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য অঙ্গ মার্জ্জনাদি করিতেন না। ইঁহাদের কোন প্রকার জাত্যাভিনিবেশ না থাকিলেও তাঁহাদের সুসজ্জিত দেহ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন হইবে বলিয়াই তাঁহারা অঙ্গ মার্জ্জনাদি করিয়া থাকেন।

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত। সেহত কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈনু মুই কৃষ্ণে সমর্পণ। তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগ সাধন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ। এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

একমাত্র প্রকট লীলার পার্ষদ ব্যতীত এ প্রকার প্রেমব্যবহার সম্ভবপর হয় না। পরিপূর্ণ ভাবে বাহ্যাভিনিবেশ, বিবিধ জন সম্ভাষণ, ভোগাকাঙ্ক্ষা, আত্মসুখাপেক্ষা প্রভৃতি থাকিতে কাহারও এভাবের অভিব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর হয় না। অধিক কথা কি—পূর্ব্বোক্ত যে সমস্ত সাধনসিদ্ধা গোপীগণ গোদোহনাদি কর্ম্ম করিতেন তাঁহাদেরও কোন দিন এভাবের অভিব্যক্তি হয় নাই। জগতে সাধক দেহে এইভাবের অনুকরণ করিতে গেলে তাহা নাটকাভিনয়েরই রূপান্তর মাত্র হইয়া থাকে। সাধক দেহে নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনানুষ্ঠান এবং অন্তরে গোপীসহ গোপীনাথের এই সমস্ত লীলা চিন্তা করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

বাহ্য আন্তর ইহার দুইত সাধন। বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ (চৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে কতকগুলি গোপীর এক অভাবনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল! তাঁহাদের নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধারণা পর্য্যন্ত বংশীনাদে বিলুপ্ত হইয়া গেল—"ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ"। বংশীনাদ শ্রবণে তাঁহাদের বংশীধারীর নিকট যাইবার জন্য এমনই আবেগ উপস্থিত হইল যে তাঁহারা বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি পরিধান করিতে গিয়া কোন্ অঙ্গের বস্ত্র কোন্ অঙ্গে এবং কোন্ অঙ্গের আভরণ কোন্ অঙ্গে ধারণ করিলেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা উত্তরীয় বসনকে অন্তরীয় এবং অন্তরীয় বসনকে উত্তরীয় করিলেন। নয়নের কজ্জল চরণে দিলেন চরণের আলতা নয়নে দিলেন, গলার হার কটিতে ধারণ করিলেন, কটির কিঙ্কিণী গলদেশে ধারণ করিলেন, এইভাবে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণসকাশে গমন করিলেন।

বৈষ্ণবপদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী শ্রীরাধিকার এই ভাব বর্ণিত আছে—

রাই সাজে বাঁশী বাজে না পড়িল উল। কি করিতে কি না করে সব হইল ভুল॥
মুকুরে আঁচরে রাই বাঁধে কেশ ভার। পায়ে বাঁধে ফুলের মালা না করে বিচার॥
করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়। গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥
চরণে কাজল পরে নয়নে আলতা। হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা। নাসার উপরে করে বেণীর রচনা॥
বংশী বদনে কহে যাঙ বলিহারী। শ্যাম অনুরাগের বালাই লইয়া মরি॥ (পদকল্পতরু)

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের অবস্থা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া "দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকে তাঁহাদের নানাবিধ কর্ম্মত্যাগের কথা বলিয়াছেন ও পরিশেষ "ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ" এই শ্লোকে কতকগুলি গোপরমণীর নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বিস্মৃতির কথা বলিয়াছেন। ইহাতে জানা যায় যে ব্রজের সমস্ত গোপীরই বংশীনাদ শ্রবণে এই প্রকার অভাবনীয় ভাববিকার প্রকাশ পায় নাই এবং যাঁহাদের এই অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রেমেও কিছু অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের নাম কিংবা তাঁহাদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সমালোচলা না থাকিলেও—"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা" এই গৌতমীয়-তন্ত্র বচনে এবং "রুক্মিণী দ্বারবত্যাস্তু রাধাবৃন্দাবনে বনে" এই পদ্মপুরাণ বচনে ও এইপ্রকার নানাবিধ শাস্ত্রবচনে শ্রীকৃষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীরাধিকারই বিশেষত্ব জানা যায় এবং সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণলীলাগানে, দোল, রাস, ঝুলনাদি পর্ব্বানুষ্ঠানে এবং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহসেবনে একমাত্র শ্রীরাধিকাকেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করা হয়। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ, শতকোটি গোপীসঙ্গে বিবিধ বিলাস করিলেও একমাত্র শ্রীরাধিকাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার সর্ব্বপ্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহাদের নানাবিধ লীলাগ্রন্থে, রসগ্রন্থে এবং সিদ্ধান্ত-গ্রন্থে নানাভাবে শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্যই বর্ণনা করিয়াছেন। "ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ" প্রভৃতি শ্লোকেও শ্রীরাধিকা এবং তাঁহারই সখী ও পরিচারিকাবর্গেরই বংশীনাদ শ্রবণে নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিস্মৃতির কথা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম ক্রমশঃ স্নেহমানাদিরূপে পরিপক্ক হইয়া মহাভাবে পরিণত হয়, এই মহাভাবের মোদন ও মাদন এই দ্বিবিধ ভেদ আছে, তাহার মধ্যে মোদন নামক মহাভাব শ্রীরাধিকার সখী মঞ্জরীগণ ব্যতীত অন্য কোনও গোপীর দেখা যায় না এবং মাদন নামক মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধিকারই প্রেমসম্পদের সার।

রাধিকা যূথ এবাসৌ মোদনো নহি সর্ব্বতঃ। যঃ শ্রীমান্ হ্লাদিনী শক্তেঃ সুবিলাসঃ প্রিয়ো বরঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

মোদন নামক মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধিকার যূথেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, ব্রজের সমস্ত গোপীরই মোদন নামক মহাভাব নাই। এই মোদন নামক মহাভাব হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠ বিলাস এবং শ্রীকৃষ্ণে পরম প্রিয়। মদন নামক মহাভাব সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—

সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনী সারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

মাদন নামক মহাভাব, মোদনমোহনাদি সর্ব্ববিধ ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম এবং ইহাতে সর্ব্ববিধ ভাবেরই প্রকাশ হইয়া থাকে, ও এই ভাব হ্লাদিনী মহাশক্তির সারভূত। একমাত্র কৃষ্ণময়ী রাধিকা ব্যতীত অন্য কোনও কৃষ্ণপ্রেয়সীরই এই ভাব বিকাশের সম্ভাবনা নাই।

"ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে যে নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিস্মৃতির কথা জানা যায় তাহা মাদন নামক মহাভাববতী রাধিকা এবং মোদন নামক মহাভাববতী তাঁহার সখী মঞ্জরীগণেরই পক্ষেই সম্ভবপর হইতে পারে। পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেবও শ্রীকৃষ্ণবংশীনাদ শ্রবণে গোপরমণীগণের ভাবাবেশ বর্ণনা করিতে গিয়া সর্ব্বশেষে সর্ব্ববিলক্ষণ ভাবে "ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে এই সমস্ত মাদন ও মোদন নামক মহাভাববতী গোপরমণী-গণের কথাই বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রা এবং উদ্ভ্রান্তা গোপরমণীগণের এইপ্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিস্মৃতিকে রসশাস্ত্রে "বিভ্রম" নামক অলঙ্কার বলে। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে অনুভাব প্রকরণে বর্ণিত আছে যে—

অনুভাবাস্ত্বলঙ্কারাস্তথৈবোদ্ভাস্বরাভিধাঃ। বাচিকাশ্চেতি বিদ্বদ্ভিস্ত্রিধামী পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

অন্তরস্থ ভাবের বাহ্য চিহ্নের নাম "অনুভাব"। এই অনুভাব—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর এবং বাচিক ভেদে ত্রিবিধ। মহা-ভাবচরমোৎকর্ষশালিনী শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সখীবৃন্দের কৃষ্ণভাবে আক্রান্ত চিত্তের বাহ্য বিক্ষেপ বশতঃ যে, হাব, ভাব, হেলা, লীলা, বিলাস, বিভ্রম প্রভৃতি বিংশতি প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির চেষ্টা প্রকাশ পায়, তাহাই "অলঙ্কার" নামে প্রসিদ্ধ। (শ্রীপাদ রায় রামানন্দও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীরাধিকার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-"কিল কিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাব ভূষণে ভূষিত" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং) শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে কিংবা বংশীনাদাদি শ্রবণে অঙ্গের উত্তরীয় এবং কটির বসনাদি শিথিল হওয়াকে "উদ্ভাস্বর" বলে এবং আলাপাদি দ্বাদশ প্রকারকে বাচিক অনুভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে গোপীগণের যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিস্মৃতি এবং বস্ত্রঅলঙ্কারাদির স্থান বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল তাহা বিভ্রম নামক অলঙ্কার।

বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ। বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার সুযোগ বা সম্ভাবনা ঘটিলে মদনাবেশজনিত ব্যস্ততায় ও ব্যগ্রতায় যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিস্মৃতি বশতঃ হার মাল্যাদি অলঙ্কার ধারণের স্থানবৈপরীত্য ঘটিয়া যায়, তাহাকে "বিভ্রম" নামক অলঙ্কার বলা হয়। মহাভাববতী শ্রীরাধিকার এই বিভ্রমাদি বিংশতি প্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত হইবার জন্য কোন-প্রকার প্রয়াস পাইতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের সম্ভাবনালেশমাত্রের উদয়েই তাঁহার এই সমস্ত ভাব-ভূষণ সমূহ স্বভাবতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে। শ্রীরাধিকার এই বিভ্রমালঙ্কার সম্বন্ধে বিদগ্ধমাধব নাটকে বর্ণিত আছে—

ধম্মিল্লোপরি নীলরত্নখচিতো হারস্ত্বয়ারোপিতো, বিন্যস্তঃ কুচকুম্ভয়োঃ কুবলয়শ্রেণীকৃতো গর্ভকঃ।
অঙ্গে চর্চ্চিতমঞ্জুলং বিনিহিতা কস্তূরিকা নেত্রয়োঃ, কংসারেরভিসারসম্ভ্রমভরান্মন্যে জগদ্বিস্মৃতং॥

(বিদগ্ধমাধবনাটকং)

ললিতা শ্রীরাধিকাকে বলিলেন—তুমি ধম্মিল্লে (কেশপাশে—খোঁপায়) নীলমণি রচিত হার অর্পণ করিয়াছ, নীলপদ্ম রচিত গর্ভক (কেশে ধারণোপযোগি মাল্য) দ্বারা বক্ষঃস্থল শোভিত করিয়াছ, অঙ্গে কজ্জল লেপন করিয়াছ এবং নয়নে কস্তূরী লেপন করিয়াছ। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতেছি যে—তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিবার ব্যস্ততায় জগৎ ভুলিয়া গিয়াছ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্যে বর্ণিত আছে যে, মধ্যাহ্ন-লীলায় শ্রীরাধিকা যখন সূর্য্য-পূজাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত, তখন তাঁহার সখীগণ কাননাভিসারের বেশভূষায় তাঁহাকে সুসজ্জিত করিতে ছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ বনভূমি হইতে মোহনবংশীনাদ করিলেন। বংশীনাদ শুনিয়া শ্রীরাধিকা ব্যস্তসমস্ত হইয়া সখী-গণকে বেশ পরিধান করাইতে বারণ করিলেন এবং স্বয়ং তাড়াতাড়ি বেশ পরিধান করিলেন—

কাননাভিসরণোচিতাংশুকাকল্পবেষপরিধাপনোন্মুখীঃ। সা সখীরপি বিলম্বশঙ্কয়াক্ষিপ্য বেষমকৃত স্বয়ং তনোঃ॥
গোস্তনাখ্যমণিহারবেষ্টনৈর্দ্রাঙনিতম্বমকরোদলঙ্কৃতং। কণ্ঠমন্বধিত কিঙ্কিণীং স্রজং মূর্দ্ধ্নি বেণীশিখরে ললাটিকাং॥
লোচনে মৃগমদদ্রবাঙ্কিতে ভালমঞ্জন বিশেষকার্চ্চিতং। হন্ত যাবকরসেন নির্ম্মমে স্থাসকং তনুমনূদিতত্বরা॥

(শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতমহাকাব্যং)

সখীগণ শ্রীরাধিকাকে কাননাভিসারোপযোগী বেশভূষায় সুসজ্জিত করিতে ছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হইবে মনে করিয়া শ্রীরাধিকা সখীগণকে বেশভূষাদি পরাইতে বারণ করিলেন এবং স্বয়ংই বেশভূষা পরিধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণানুরাগিণী কৃষ্ণমিলনব্যগ্রা শ্রীরাধিকার স্বয়ং বেশভূষা পরিধান কি বিচিত্র! তিনি গোস্তন নামক মণিহার কণ্ঠে ধারণ না করিয়া তাহা দ্বারা নিতম্বদেশ অলঙ্কৃত করিলেন। কটির কিঙ্কিণী কণ্ঠে ধারণ করিলেন, মস্তকে মাল্য ধারণ করিলেন, বেণীশিখরে (সংযত কেশ কলাপের অগ্রভাগে) ললাটিকা (সিঁথি) ধারণ করিলেন, লোচনে মৃগমদলেপন করিলেন এবং ললাটে অঞ্জনের তিলক ধারণ করিলেন ও যাবকরস (আলতা) দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করিলেন।

অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য নানাবিধ বসন ভূষণে সুসজ্জিত হন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বসন ভূষণাদি পরিধান জনিত সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহাদের প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র আস্বাদনীয় বস্তু। তাঁহাদের প্রেমরসাস্বাদনের জন্যই আপ্তকাম ভগবানের রাসক্রীড়ার অবতারণা। কাজেই যে সমস্ত গোপীগণ অঙ্গমার্জ্জনাদি করিতে করিতে বংশীনাদ শ্রবণ করিয়া অমার্জ্জিত কিংবা অর্দ্ধমার্জ্জিত অঙ্গে কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন ও যাঁহারা অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিতে করিতে তাহার অসমাপ্ত অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন, কিংবা যাঁহারা একনয়নে কজ্জল দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করিলেন, তাঁহাদের এই প্রকার বিকৃত বেশ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রুষ্ট হইলেন না, বরং তাঁহাদের প্রেমাবেশ দেখিয়া তিনি তুষ্টই হইলেন। শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ যে—নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিস্মৃত হইয়া বিপর্য্যস্তভাবে বসন ভূষণাদি পরিধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের এই অনির্ব্বচনীয় প্রেমাবেশ দেখিয়া প্রেমময় ভগবান্ যে কি আনন্দ উপভোগ করিলেন তাহা বর্ণনাতীত। ইঁহারা বিপর্য্যস্ত বসন ভূষণে বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে ইঁহাদের বসন ভূষণাদি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া প্রেমাধীনতার পূর্ণ পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ যখন কৃষ্ণের মোহন বেণুনাদ শ্রবণে আত্মহারা ও সর্ব্ববিধ কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইয়া কৃষ্ণানুরাগের প্রবলস্রোতে ভাসিতে ভাসিত দ্রুতগতিতে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—এই সমস্ত কুলরমণীগণ হঠাৎ তাহাদের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় উদভ্রান্ত-দৃষ্টিতে ও দ্রুতগতিতে কোথায় যাইতেছে? ইহারা ত কোনদিনই এরূপ যথেচ্ছ ভাবে অঙ্গনের বাহিরে যায় না। আজ ইহাদের হঠাৎ এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন? (পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণের মোহনবেণু-নাদ সেদিন কেবল অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণেরই কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাঁহাদের পতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ তাঁহাদের নিকটে থাকিলেও সে বেণুনাদ শুনিতে পান নাই। এই বেণুর তানের সহিত যাঁহাদের হৃদয় বীণা একই সুরে বাঁধা, তাঁহাদের হৃদয়েই এই বেণুনাদ ঝঙ্কারিত হইয়াছিল। ব্রজের সমস্ত নরনারীই কৃষ্ণকে ভালবাসেন, কিন্তু এ সুরে কাহারও হৃদয়তন্ত্রী বাঁধা নহে, কাজেই এ সুর কেবল ব্রজরমণীগণেরই হৃদয়ে বাজিয়াছিল।) এই কথা মনে করিয়া কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ সসম্ভ্রমে দ্রুতগতিতে ব্রজরমণীগণের গন্তব্যপথের অগ্রে উপস্থিত হইয়া দুই বাহু প্রসারণ করিয়া ব্রজরমণীগণের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, তোমরা এই রাত্রিকালে কোথায় যাইতেছ? তোমাদের কি কুল ধর্ম্মের ভয় নাই? হঠাৎ তোমাদের এ প্রকার স্বেচ্ছাচার গতির কারণই বা কি? তাঁহারা পুনঃ পুনঃ এই প্রকার নানা কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণ-বেণুনাদামৃত-পরিপূর্ণ কর্ণবিবরে তাহার একটি অক্ষরও প্রবেশ করিল না। অধিক কথা আর কি বলিব, তাঁহাদের অন্তশ্চিন্তিত কৃষ্ণরূপমাধুর্য্যময় দৃষ্টিপথে পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের মূর্ত্তিও প্রকাশ হইল কি না সন্দেহ। তাঁহারা যেমন চলিতেছিলেন তেমনই চলিতে লাগিলেন; খরস্রোতা নদী যখন পর্ব্বত-গুহা হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন তাহার অগ্রে শুষ্ক তৃণাদির বাধা যেমন অকিঞ্চিৎকর হয়, সেইরূপ কৃষ্ণ-সমুদ্রাভিমুখে গমনোদ্যতা ব্রজরমণীগণের অগ্রেও তাঁহাদের পতি প্রভৃতির বাধা তুচ্ছাতিতুচ্ছ হইয়া গেল।

এই সমস্ত ব্রজরমণীগণের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিতা, তাঁহাদের পতিগণ আসিয়া নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান ও হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক পথরোধ করিয়া গমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। "রাস্ত্রি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনে জানা যায় যে—পত্নী স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া কোনও পাপকার্য্যে লিপ্ত হইলে তাহার পতিরও পাপভাগী হইতে হয়। কাজেই ব্রজরমণীগণের পতিগণ, ব্রজরমণীগণকে স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় রাত্রিতে অঙ্গনের বাহিরে যাইতে দেখিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের গমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ অবিবাহিতা, তাঁহাদের পিতৃগণও কন্যার কোন প্রকার দোষ স্পর্শে পাপভাগী হইবার ভয়ে বিবিধ ভীতি প্রদর্শন বাক্যে ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাদের গমনে বাধাপ্রদান করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পিতৃহীনা তাঁহাদের ভ্রাতৃগণ আসিয়া পাছে স্বেচ্ছাচারিণী ভগিনীর দুষ্কীর্ত্তিতে নিন্দাভাগী হইতে হয় বলিয়া নানাভাবে তাঁহাদের গমনে বাধা দিতে লাগিলেন। যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ অবিবাহিত, অথচ পিতা কিংবা ভ্রাতা নাই, তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ আসিয়া নিজ কুলের কলঙ্ক হইবে মনে করিয়া বিবিধ চেষ্টা যত্নে তাঁহাদের গমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রক্ষেৎ কন্যাং পিতা প্রৌঢ়াং পতিঃ পুত্রস্তু বার্দ্ধকে। অভাবে জ্ঞাতয়স্ত্বেবং ন স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিৎ স্ত্রিয়ঃ॥"

এই শাস্ত্রবচনেও জানা যায় যে, অবিবাহিতা কন্যাকে পিতা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, বিবাহিতা কন্যাকে পতি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, পরিণত বয়সে পুত্র তাহার মাতাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, পিতা পতি কিংবা পুত্রহীনা রমণীগণকে আত্মীয়বর্গ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। স্বতন্ত্রতা কখনও স্ত্রীগণের পক্ষে হিতকর হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বেচ্ছাচারিণী রমণী যেমন স্বেচ্ছাচারদোষভাগিনী হয়, সেইরূপ তাহাদের স্বেচ্ছাচারে বাধা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সংযত না করিলেও তাহার পিতা, পতি, ভ্রাতা এবং আত্মীয়বর্গও অপালন দোষে লিপ্ত হয়। ব্রজরমণীগণের পিতা, পতি, ভ্রাতা এবং আত্মীয়বর্গ কেহই ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট ছিলেন না, কাজেই তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম-রক্ষার্থে এবং নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। "গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ"।

ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমনে কোনও স্বেচ্ছাচার কিংবা স্বাধীনতা নাই, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদিগকে বংশীনাদ-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, কাজেই সে টানের প্রতিকূলে দাঁড়াইবার শক্তি কাহারও নাই। খরস্রোতা নদীপ্রবাহে পতিত বেগবতী তরণীকে যদি তটস্থ ব্যক্তিগণ "দাঁড়াও দাঁড়াও" বলিয়া অনুরোধ করে, কিংবা সেই নৌকার আরোহিগণ নৌকা রাখিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে কি কোনও ফলোদয় হয়? প্রবলতর কৃষ্ণানুরাগের প্রবাহে পতিত ব্রজরমণীগণের দেহ-তরণীর স্বৈরগতি দেখিয়া তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয় প্রভৃতি তটস্থগণ যতই "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" করুন না কেন, সে তরণীর আর স্থগিত হওয়ার কোনই উপায় নাই। এমন কি—সে তরণীর আরোহিণী ব্রজরমণীগণেরও আর তাহা ধরিয়া রাকিবার সাধ্য নাই।

ব্রজরমণীগণ আজন্ম কৃষ্ণানুরাগিণী হইলেও তাঁহাদের ধৈর্য্য লজ্জা কুল শীল মান ভয়াদি বন্ধন এতই প্রবল ছিল যে, তাঁহারা নিরন্তর গৃহকোণে বসিয়া কৃষ্ণবিরহানলে দগ্ধ হইতেন, কিন্তু কোন দিনই তাঁহাদের কোনপ্রকার চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই কিংবা তাঁহাদের আচার ব্যবহার ও কথায় বার্ত্তায় তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা কিংবা আত্মীয়বর্গ কোনও দিন ঘুণাক্ষরেও কৃষ্ণানুরাগের কোনও চিহ্ন বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে তাঁহারা এমনই আত্মহারা হইয়া পড়িলেন যে—তাঁহাদের ধৃতি, স্মৃতি, লজ্জাবিবেকাদির চিহ্নমাত্রও থাকিল না, তাঁহারা কুলবতী রমণী হইয়াও অবাধে কুলের বাহির হইয়া পড়িলেন।

ব্রজরমণীর মত সাধ্বীশিরোমণিগণের পক্ষে এই প্রকার কুলধর্ম্মাদিত্যাগের কারণানুসন্ধান করিতে গেলে একমাত্র ইহাই পাওয়া যায় যে—গোবিন্দ তাঁহাদের আত্মা অপহরণ করিয়াছিলেন। (গোবিন্দাপহৃতাত্মানঃ) "আত্মা দেহে ধৃতৌ যত্নে স্বভাবে পরমাত্মনি" এই অভিধান বচনে জানা যায় যে—আত্মা শব্দের দেহ, স্বভাব, জীবাত্মা প্রভৃতি নানা প্রকার অর্থ আছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে তাঁহাদের দেহ, স্বভাব ও জীবাত্মা এই তিনই অপহৃত হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম পরমাত্মা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভগবৎ প্রকাশেরই মূলস্বরূপ। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" এই গীতাবাক্যে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত প্রতিমা। "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং" এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ সকল আত্মার আত্মা—অর্থাৎ পরমাত্মা। সুতরাং গোবিন্দ শব্দের যে ভাবেই অর্থ করা যাউক না কেন, তাহা কৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয়। গো শব্দের অর্থ বেদ, সুতরাং গোবিন্দ শব্দের অর্থ বেদ-বেদ্য ব্রহ্ম। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" এই গীতা বচনেও এই অর্থ ই স্পষ্টীকৃত। অর্থান্তরে গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়; সুতরাং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা বলিয়াও শ্রীকৃষ্ণের নাম গোবিন্দ। গোচারণ লীলাপরায়ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ত গোবিন্দ নামে প্রসিদ্ধ আছেনই। সুতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ প্রকাশের মূলস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের আত্মা, ইন্দ্রিয় ও দেহ এই তিনই আকর্ষণ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ জ্ঞানযোগিগণের সিদ্ধিদশায়, তাঁহাদের আত্মা ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। অষ্টাঙ্গযোগ-সাধক যোগিগণের চিত্ত নির্ব্বিকল্পক সমাধিযোগে পরমাত্মনিষ্ঠ হইয়া যায়। ভক্তিযাজনতৎপর ভক্তগণ সাধক-দেহের অবসানে সিদ্ধদেহ লাভ এবং যথাযোগ্য ভগবৎসেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হন। কিন্তু পরম প্রেমবতী ব্রজরমণী-গণের মত কেহই আত্মা, চিত্ত ও দেহ এই তিনই একসঙ্গে ব্রহ্ম, পরমাত্মা কিংবা ভগবানে সমর্পণ করিতে পারেন না এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা ভগবানও কাহারও আত্মা, চিত্ত ও দেহ এই তিনই একসঙ্গে আকর্ষণ করেন না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ প্রকাশেরই মূলস্বরূপ। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সাধনার সিদ্ধি-দশায় জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তগণের নিকট তিনিই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ প্রকাশে প্রকাশিত হন—

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

সুতরাং তাঁহার সেবাকাঙ্ক্ষায় পরম ব্যাকুলা গোপরমণীগণের তাঁহার কৃপাকর্ষণে দেহ মনঃ আত্মা এই তিনই যুগপৎ আকৃষ্ট হইবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? যাহা হউক, সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে যখন অনুরাগিণী গোপরমণীগণের দেহ মনঃ ও আত্মা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছিল, তখন তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ আসিয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী গোপরমণীগণের আত্মা ও মনের গতি অনুধাবন করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের দেহের অলৌকিক গতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বিচার করিয়াছেন যে—এই সমস্ত সাধ্বীশিরোমণি গোপরমণীগণ কখনও গৃহকোণ হইতে স্বচ্ছন্দে অঙ্গনেও বিচরণ করে না, কিন্তু আজ এই রাত্রিকালে উদ্ভ্রান্তদৃষ্টিতে ও স্খলিতচরণে দ্রুতবেগে কোথায় যাইতেছে? ইহাদের কি কোনপ্রকার গ্রহাবেশ হইয়াছে? এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিয়া তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণানুরাগিণী দ্রুত-গামিনী গোপরমণীগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দুইবাহু প্রসারণ করিয়া পথরোধ করিলেন ও পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—তোমরা সাধ্বীশিরোমণি হইয়াও আজ কুল শীল লজ্জা বিবেকাদি বিসর্জ্জন দিয়া রজনী যোগে একাকিনী কোথায় যাইতেছ? তোমাদের অকস্মাৎ এই ভাবান্তরেরই বা কারণ কি? কিন্তু হায়! কাহার কথা কে শুনে? সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বিনী কি কাহারও বাধা মানে? যাহাদের দেহ মনঃ প্রাণ জীবন যৌবনাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে আকৃষ্ট, তাহাদের কি কোনও বাধা হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণই তাহাদের সর্ব্ববিধ বিঘ্নরাশি বিদূরিত করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণনিকটে লইয়া গেল, এবং তাঁহাদের পতি পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের প্রদত্ত বাধা তাঁহাদের উৎকণ্ঠা ও দ্রুতগমনের বেগ বৃদ্ধি করিবারই উপরকণরূপে পরিণত হইল। মৃদুগতি ক্ষীণজলধারাও যদি সম্মুখে বাধা পায়, তাহা হইলে তাহার গতিবেগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী গোপরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমনবেগের এই বাধায় কি পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীকৃষ্ণ যখন—অনুরাগিণী গোপরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য মোহন-বেণুনাদ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রভাবে একমাত্র গোপরমণীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও তাহা কর্ণগোচর হয় নাই। গোপরমণীগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ তখন অনুরাগিণী গোপরমণীগণের নিকট থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিতে পান নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রভাবে গোপরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমনও তাঁহাদের দর্শন এবং অনুভূতির বহির্ভূত থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর শ্রীকৃষ্ণ, অনুরাগিণী গোপরমণীগণের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের জন্যই এই ভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাবশতঃই গোপরমণীগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ গোপরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই অন্তঃপ্রেরণায় তাঁহাদের গমনে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের বাধাপ্রদানে গোপরমণী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিদ্‌গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ। কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ ৯

গণের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধন হইলেই আবার শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই গোপরমণীগণের পতি পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ, গোপরমণীগণের গমনে বাধাপ্রাদনে নিরস্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং গোপরমণীগণ অবাধে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন।

গোপরমণীগণের পরম প্রেম ও সেবাকাঙ্ক্ষা জনিত শ্রীকৃষ্ণকৃপায় গোপরমণীগণের পতি পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ তাঁহাদের গমনে বাধা না দিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কোনপ্রকার নিরানন্দের কারণ হইল না, কেননা পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময়ী লীলায় কাহারও কোনপ্রকার নিরানন্দের সম্ভাবনা নাই। যে পরমানন্দময়ী লীলার কথামাত্র শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া আজ পর্য্যন্ত নিরানন্দময় জগতে পরমানন্দের প্রবাহ চলিতেছে, সেই লীলার প্রকট সময়ে সেই লীলাভূমিতে কি কাহারও নিরানন্দের সম্ভাবনা হইতে পারে? স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে গোপরমণীগণের পতি পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ গোপরমণীগণের গমনে বাধাপ্রদান করিলে যখন গোপরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমনোৎকণ্ঠা চরম দশায় উপনীত হইল, তখন গোপরণীগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের দৃষ্টিগোচর হইল যে—গোপরমণীগণ তাঁহাদের বাধাপ্রদানে নিরস্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কাজেই তখন গোপরমণীগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ সানন্দচিত্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং গোপরমণীগণ দ্রুত গমনে কোথায় যাইতেছিলেন তাহা জানিবার বাসনা পর্য্যন্ত কাহারও মনে আসিল না, এমন কি গোপরমণীগণের সেই স্বচ্ছন্দগতির স্মৃতি পর্য্যন্ত সকলের হৃদয় হইতে চিরতরে তিরোহিত হইয়া গেল।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ত্রয়স্ত্রিংশদধ্যায়ে (৩৩ অধ্যায়) বর্ণিত আছে যে—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন অনুরাগিণী গোপরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়ায় রত ছিলেন, তখন গোপরমণীগণের পতি, পিতা ভ্রাতা কিংবা আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেহই শ্রীকৃষ্ণের উপর কোন প্রকার দোষদৃষ্টি করিতে পারেন নাই, কেন না শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়ার মহাপ্রভাবে সকলেই নিজ নিজ পত্নী প্রভৃতিকে নিজ নিজ নিকটেই অবস্থিত বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী গোপরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদের পতি পিতা ও আত্মীয়বর্গ আসিয়া তাঁহাদের গমনে বাধা প্রদান করিলে কৃষ্ণশক্তি যোগমায়া, মায়াকল্পিত গোপী সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। তাহাতে গোপরমণীগণের পতি পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ মোহিত হইয়া নিজ নিজ পত্নী কন্যা প্রভৃতিকে গৃহে ফিরিয়া আসিতে দেখিলেন ও কৃষ্ণানুরাগিণী গোপরমণীগণ অবাধে কৃষ্ণনিকটে গমন করিলেন। ইহার পর হইতে সকলেই যোগমায়ায় মুগ্ধ হইয়া নিজ নিজ পত্নী কন্যা প্রভৃতিকে নিজ নিজ নিকটেই দেখিতে পাইতেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উপর তাঁহাদের কোনও দোষদৃষ্টি হওয়া দূরের কথা, তাঁহার এই পরম মনোহর লীলার কোন তত্ত্বই কোন দিন তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ ॥ ৫—৮

অন্বয়ঃ।—অন্তর্গৃহগতাঃ (পতিশুশ্রূষণার্থং গৃহমধ্যস্থিতাঃ) অলব্ধবিনির্গমাঃ (পত্যাদিভিঃ সাগ্রহদ্বারনিরোধাৎ ন লব্ধঃ বিশেষেণ কেনাপি প্রকারেণ নির্গমঃ গৃহাদ্বহির্গমনং যাভিস্তথাবিধাঃ) কাশ্চিৎ (বংশীরবশ্রবণেন শ্রীকৃষ্ণনিকটে গন্তমুদ্যতাঃ কাশ্চন) গোপ্যঃ (শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণ্যো গোপরমণ্যঃ) তদ্ভাবনাযুক্তাঃ (অলব্ধনির্গমত্বাদেব তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ এব সমুৎকণ্ঠিতচিত্তাঃ) মীলিতলোচনাঃ (দুঃখবিশেষেণ ধ্যানাবেশেন চ মুদ্রিতনেত্রাঃ সত্যঃ) কৃষ্ণং (তমেব নিজচিত্তাকর্ষকং শ্রীব্রজরাজনন্দনং) দধ্যুঃ (ধ্যাতবত্যঃ) ॥ ৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলানুবাদ ।—গৃহমধ্যে পতিসেবনরতা কতকগুলি গোপরমণী, কোনক্রমেই গৃহমধ্য হইতে বহির্নির্গত হইতে না পারিয়া, উৎকণ্ঠিতচিত্তে নয়ন মুদ্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৯

শ্রীধরটীকা । - ন লব্ধো নির্গমো যাভিস্তাঃ। প্রাগপি তদ্ভাবনাযুক্তাস্তদা নিতরাং দধ্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—যদি চ তাস্তাদৃশবিঘ্নেন বারিতা অভবিষ্যন্ তর্হি সদ্য এব দশমীদশামিব দশামগমিষ্যন্নিতি তাসাং সর্ব্বাসামেব ভাববিশেষং দৃষ্টান্তেন প্রদর্শয়ন্ তাসাং প্রস্থিতবতীনামেব মধ্যে কাসাঞ্চিদবস্থাবিশেষমাহ অন্তরিতি ত্রিভিঃ। অয়মর্থঃ—শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজপ্রেয়স্তস্তাবৎ দ্বিবিধাঃ নিত্যসিদ্ধাঃ সাধনসিদ্ধাশ্চ। তত্রৈকাসাং নিত্যসিদ্ধাত্বমষ্টাদশাক্ষরাদৌ তাভির্বিশিষ্টত্বেনৈব তদারাধনবিধানাদ্ব্যক্তং। তচ্ছ্রুতীনাং তদারাধনানাং চানাদ্যনন্তভাবিতত্বাৎ। অতো ব্রহ্মসংহিতায়াং—"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষি"তি। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিরিতি। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইত্যেতা এব তদীয়লক্ষ্মীত্বেনোক্তাঃ। তত্র চ শ্রীরাধিকায়া বৈশিষ্ট্যং বৃহদ্গৌতমীয়ে—"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরে"তি। অতএব ঋক্পরিশিষ্টে চ পরস্পরমব্যভিচারিত্বং প্রোক্তং—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা—"ইতি। অতো মাৎস্যাদৌ "রুক্মিণী দ্বারবত্যাস্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে" ইতি শক্তিত্বসাধারণ্যেনানয়োর্গণনেঽপি বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ম্। অথাবরাসাং সাধনসিদ্ধত্বং যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে—"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং। তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥" ইতি। গোকুল ইত্যস্য হরিং সংপ্রাপ্যেত্যনেনাপ্যন্বয়াৎ। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইতি ন্যায়াচ্চ। মহর্ষয়ঃ পূর্ব্বং তাদৃশভাবেন শ্রীকৃষ্ণোপাসকা ইত্যর্থঃ। অতো রামং দৃষ্ট্বা ইতি সারূপ্যেণ জাতস্বোপাসনাসংস্কারাঃ হরিং স্বোপাস্যং শ্রীকৃষ্ণমেবোপভোক্তুং ঐচ্ছন্ লজ্জয়া তু সাক্ষান্ন বৃতবন্তঃ। ততশ্চ কল্পবৃক্ষস্তেবাবদতোঽপি শ্রীরামস্য প্রসাদাত্তেষামিষ্টসিদ্ধির্জাতা ইত্যাহ তে সর্ব্বে ইতি। গোকুলে গর্ভতঃ স্ত্রীত্বমাপন্না গোকুল এব সমুদ্ভূতা গোকুল এব চ হরিং শ্রীকৃষ্ণং কামেন স্ববাসনানুসারেণ সম্প্রাপ্য তস্মিন্নন্তর্গৃহ এব স্বয়মাবির্ভূতং লব্ধা ততস্তদনন্তরং এব ভবার্ণবান্মুক্তা ইতি। ন চ বক্তব্যং গোকুলজাতানাং প্রাপঞ্চিকদেহাদিত্বং ন সম্ভবতীতি অবতারলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ। শ্রীদেবকীদেব্যামপি ষড়্গর্ভসংজ্ঞকানাং জন্ম শ্রূয়তে ইতি। কদাচিৎ শ্রুতয়ো গোপ্যো জাতা ইতি বৃহদ্বামনপুরাণপ্রসিদ্ধিঃ। অতএব তথা ব্যাখ্যাস্যতে—স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ইতি। গায়ত্রী চ তাসু জাতেতি পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে যথা ব্রহ্মণা গোপকন্যারূপায়া গায়ত্র্যা উদ্বাহে গোপেষু শ্রীবিষ্ণুবচনং— ময়া জ্ঞাতা ততঃ কন্যা দত্তা চৈষা বিরিঞ্চয়ে। যুষ্মাকঞ্চ কুলে চাহং দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে। অবতারং করিষ্যামি মৎকান্তা তু ভবিষ্যতীতি। অতস্তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয় ইত্যত্রাপি তথা ব্যাখ্যতং। অতএব তাসাং চতুর্বিধত্বমুক্তং পাদ্মে—"গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ। দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চনে"তি। অত্র গোপকন্যকা এব নিত্যাঃ ; ন মানুষ্যঃ কথঞ্চনেতি প্রাকৃতমানুষতা নিষেধাৎ। আসুচ পদ্মোত্তরখণ্ডনির্দ্দিষ্টানাং অন্তর্গৃহগতা ইত্যুক্তানামপ্যেকত্বং মুক্তত্বসাদৃশ্যেন লভ্যতে। এতা এব শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদিতি প্রোক্তা জ্ঞেয়াঃ। আসাং দোহনাদিপৃথক্কর্ম্মানুক্তেঃ অন্তর্গৃহগতত্বস্য পতিশুশ্রূষায়ামেব তাৎপর্য্যাচ্চ। তথাচ সতি যাঃ কাশ্চিদ্গোকুলে সমুদ্ভূতাঃ সাধনবশাৎ সিদ্ধপূর্ণভাবাঃ নতু সিদ্ধদেহাঃ নিতরামন্যা ইব নিত্যসিদ্ধাঃ পতিশুশ্রূষণার্থমন্তর্গৃহগতা গৃহমধ্যস্থিতা এব পত্যাদিভিঃ সাগ্রহদ্বারাদিনিরোধান্নলব্ধো বিশেষেণ কেনাপি প্রকারেণ নির্গমো যাভিস্তাঃ। অত্র তাসাং সাক্ষাৎগোবিন্দসঙ্গমে তাদৃশদেহস্থিতেরেব বিঘ্নত্বাৎ পূর্ব্ববত্তদুক্তেঃ পতিশৈথিল্যবিধানাদাবপ্রবৃত্তিরিতি জ্ঞেয়ং। অলব্ধনির্গমত্বাদেব তদ্ভাবনাযুক্তাঃ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে সমুৎকণ্ঠিতচিত্তাঃ সত্যঃ কৃষ্ণং নিজচিত্তাকর্ষকং তমেব দধ্যুর্ধ্যাতবত্যঃ। তত্রানুভাবমাহ। দুঃখবিশেষেণ ধ্যানাবেশেন চ মুদ্রিতনেত্রাঃ। যদ্বা মীলিতং অন্তর্হিতং লোচনমন্যাশেষজ্ঞানং যাসাং তাঃ ॥ ৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ। ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ ১০
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধূতাশুভাঃ (দুঃসহঃ—সর্ব্বথৈব সোঢ়ুমশক্যো যঃ প্রেষ্ঠবিরহঃ প্রেষ্ঠস্য কোটিকোটিপ্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহঃ মিলনাপ্রাপ্তিজনিতো দুঃখবিশেষঃ তেন যঃ তীব্রতাপঃ কোটিকোটিব্রহ্মাণ্ডস্থদাবানলবাড়বানলকালকূটাদিভ্যোঽপি তীব্রতমো জ্বালাবিশেষঃ তেন ধূতানি গতানি অশুভানি যাসাং তাঃ) ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ (ধ্যানেন প্রাপ্তস্য অচ্যুতস্য ভক্তেষু চ্যুতিরহিতত্বেন প্রসিদ্ধস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আশ্লেষেণ অন্তরালিঙ্গনেন যা নির্বৃতিঃ কোটিকোটিগুণিতব্রহ্মানন্দস্যুৎকারকারক আনন্দবিশেষঃ তয়া ক্ষীণানি মঙ্গলানি যাসাং তাঃ) তমেব পরমাত্মানং (অখিলাত্মনামাত্মানং পরমপ্রেমাস্পদং শ্রীকৃষ্ণং) জারবুদ্ধ্যাপি (অতিনিকৃষ্টপরপুরুষজ্ঞানেনাপি) সঙ্গতাঃ (ধ্যানতঃ প্রাপ্তাঃ অন্তর্গৃহগতা গোপ্যঃ) প্রক্ষীণবন্ধনাঃ (নিবৃত্ত-সর্ব্ববন্ধনাঃ সত্যঃ) সদ্যঃ (তৎক্ষণাদেব) গুণময়ং (শ্রীকৃষ্ণবিরহপ্রচুরং) দেহং (পতিভূক্তকলেবরং) জহুঃ (পরিতত্যজুঃ)॥ ১০।১১

মূলানুবাদ।—এই সমস্ত গোপীগণের দুঃসহ শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপে সর্ব্ববিধ অশুভ দূর হইয়া গেল এবং ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণমিলনপ্রাপ্তিজনিত পরমানন্দে সর্ব্ববিধ মঙ্গলের অবসান হইয়া গেল। তখন তাঁহারা ধ্যানযোগে উপপতি বুদ্ধিতে সেই পরমাত্মাকে পাইয়া সর্ব্ববিধ বন্ধন-মুক্ত হইয়া গেলেন ও তৎক্ষণাৎ গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন॥ ১০।১১

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ তদানীমেব তং পরমাত্মানং কৃষ্ণং ধ্যানতঃ প্রাপ্তাঃ সত্যো গুণময়ং দেহং জহুরিত্যাহ শ্লোকদ্বয়েন। দুঃসহেতি। নন্বু কথং জহুঃ পরাত্মেতি জ্ঞানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ জারবুদ্ধ্যাপীতি। নহি বস্তুশক্তি-র্বুদ্ধিমপেক্ষতে অন্যথা মত্বাপি পীতামৃতবদিতি ভাবঃ। নন্বু তদপি প্রারব্ধকর্ম্মবন্ধনে সতি কথং জহুস্তত্রাহ সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনা ইতি। নন্বু কথং ভোগমন্তরেণ প্রারব্ধং কর্ম্ম ক্ষীণং? ভোগেনৈব সদ্যঃ ক্ষীণমিত্যাহ দুঃসহেতি। দুঃসহো যঃ প্রেষ্ঠবিরহস্তেন যঃ তীব্রস্তাপস্তেন ধুতানি গতানি অশুভানি যাসাম্। তদপ্রাপ্তিপরমদুঃখভোগেন পাপং ক্ষীণমিত্যর্থঃ। তথা ধ্যানেন প্রাপ্তা অচ্যুতস্য আশ্লেষেণ যা নির্বৃতিঃ পরমসুখভোগস্তয়া ক্ষীণং মঙ্গলং পুণ্যবন্ধনং যাসাং তাঃ। অতো ধ্যানেন পরমাত্মপ্রাপ্তেস্তৎকালসুখদুঃখাভ্যাং নিঃশেষকর্ম্মক্ষয়াদ্‌গুণময়ং দেহং জহুরিতি॥ ১০।১১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততশ্চ সদ্য এব শ্রীকৃষ্ণেন সহ সংযোগং প্রাপ্তা ইত্যাহ দুঃসহেতি যুগ্মকেন। তত্রোৎকণ্ঠাপরিণামং দুঃসহেত্যর্দ্ধেন ধ্যানপরিণামং ধ্যানেত্যর্দ্ধেনাহ—উৎকণ্ঠয়া দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহঃ বিপ্রলম্ভাখ্যো ভাবঃ তেন তীব্রতাপস্তেন ধুতাশুভাঃ, ধ্যানেন হেতুনা প্রাপ্তা যাচ্যুতস্য নিজভক্তেষু চ্যুতিরহিতত্বেন প্রসিদ্ধস্যাশ্লেষ-নির্বৃতিস্তয়া ক্ষীণমঙ্গলাঃ। অত্র দুঃসহশব্দেন তীব্রশব্দেন চ দুঃখস্য পরাকাষ্ঠা দর্শিতা। অচ্যুতশব্দেন নির্বৃতিশব্দেন চ সুখস্য। অশুভং ভগবন্নিত্যসংযোগপ্রাপ্তি প্রাচীনদশায়াং দুঃখজনিকা তদ্বিরহস্ফূর্ত্তিঃ। মঙ্গলঞ্চ তদ্দশায়ামেব সুখজনিকা প্রাপ্তব্যতৎসংযোগস্ফূর্ত্তিঃ। যাবতীভ্যাং তাভ্যাং বৃত্তিভ্যাং এব প্রৌঢ়ভাবঃ সাধকঃ সিধ্যতি তাবত্যোশ্চ তয়োঃ শনৈর্ভোগ্যয়োরপি সম্প্রতি যুগপদেব ভোগো জাতঃ ইতি ধুতত্বং ক্ষীণত্বঞ্চোক্তম্॥ ১০॥ অতস্তত্রৈব তং শ্রীকৃষ্ণমেব সঙ্গতা মিলিতাঃ। তথাচ বাসনাভাষ্যধৃতং মার্কণ্ডেয়বচনং—তদানীমেব তাঃ প্রাপ্তাঃ শ্রীমন্তং ভক্তবৎসলং। ধ্যানতঃ পরমানন্দং কৃষ্ণং গোকুলনায়িকা ইতি। তয়োঃ শব্দয়োঃ পাপপুণ্যপর্য্যায়ত্বাভাবাৎ, তয়োঃ স্বস্বপ্রতি-নিয়তফলদাতৃত্বাৎ, পাপস্য তু সুতরাং ভগবদ্বিরহময়প্রেমস্ফোরকত্বাভাবাৎ, ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ইতি পাদ্মকার্ত্তিকমাহাত্ম্যানুসারেণ তাসাং সুতরাং তৎপ্রারব্ধজন্মত্বাভাবাৎ, কিন্তু "গুরুপুত্রমিহানীতং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি ন্যায়েন প্রারব্ধরক্ষণারক্ষণয়োঃ স্বপ্রেমবর্দ্ধনবিদগ্ধশ্রীভগবদিচ্ছৈকময়ত্বাৎ নান্যথা ব্যাখ্যাতং। নন্থ কিং জারত্বেন সঙ্গতা? নেত্যাহ তাদৃশরাগোৎসুক্যেন সোপানীকৃতয়া জারবুদ্ধ্যাপি। পরমাত্মানং সর্ব্বাংশিপরমস্বরূপত্বেন সর্ব্বেষামপি স্বভাবত এব যদুপপত্যাদিশব্দবৎ পালকত্বেনাপি পতিত্বে সিদ্ধে ভাববিশেষধারিণীনাং তাসাং রমণত্বেনাপি পতিরসাবিতি পতিরূপমেবেত্যর্থঃ। রমণত্বালাভেনৈব জারবুদ্ধ্যাপি তস্মিন্ সঙ্গম্যমানে রমণত্বলিপ্সায়াঃ প্রগল্‌ভত্বাজ্জারত্বস্য তস্মিন্ সর্ব্বাংশিন্যসম্ভবাৎ। জিঘাংসয়াপি হরয় ইত্যাদিবজ্জারবুদ্ধ্যাপীতি হেয়তয়ৈব নির্দ্দেশাৎ প্রাচীনস্য পত্যুর্দেহস্য চ ত্যাগাদিতি ভাবঃ। তথাহি—"পটোলমূলে রমণং স্যাত্তথা রমণঃ প্রিয়" ইতি বিশ্বপ্রকাশকোষাৎ। "ধবঃ প্রিয়ঃ পতির্ভর্ত্তা জারস্তূপপতিঃ সমা"বিত্যমরকোষাচ্চ, রমণপত্যাদিশব্দবাচ্যজারাদিশব্দবাচ্যয়োর্নৈকত্বং মন্তব্যং; কিন্তু পূর্ব্বস্য স্বামিত্বাদুত্তরস্য চোপপতিত্বাৎ বিরুদ্ধবস্তুত্বমেব। তত্রাপি সভ্যশব্দান্তরমপ্রযুজ্য প্রযুক্তস্যাসভ্যশব্দস্য জারশব্দস্য জিঘৎসাশব্দস্যেব নিন্দাতাৎপর্য্যত্বমেব প্রতীয়তে। "জারঃ পাপপতি"রিতি ত্রিকাণ্ডশেষাদিকোষাল্লোকাচ্চ। কিন্তু যেন রাগেণ জারভাবময়নিন্দ্যং লোকধর্ম্মমর্য্যাদাতিক্রমমপি তাঃ কৃতবত্যস্তং সূচয়িত্বা তস্যৈব প্রশস্তত্বং দর্শ্যতে। চেষ্টাবিশেষসাম্যাৎ কামতয়া ব্যপদিষ্টত্বেঽপি প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যেণ প্রেমৈকরূপত্বঞ্চ। তথাচ বক্ষ্যতে—"যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু—" ইত্যাদি। অতএবোক্তং তাদৃশৈরপি—"আসামহো চরণরেণু" ইত্যাদৌ "যা দুস্ত্যজং স্বজনে"ত্যাদি এতাঃ পরং ইত্যাদৌ "বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চে"তি। এবং হেয়াংশপরিত্যাগপূর্ব্বকমহাপ্রেমরসনীয়শ্রীকৃষ্ণলক্ষণপরমপুরুষার্থশিরোমণিপ্রাপ্তির্দর্শিতা। তত্রানুষঙ্গিকং ফলমাহ—গুণময়ঞ্চ দেহং জহুরিতি। যতঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ। এবং সচ্চিদানন্দদেহপ্রাপ্তিরপি সূচিতা। এতদুক্তং ভবতি—অপিরত্র জারবুদ্ধের্হেয়ত্বং জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ্যসদ্গতিমিত্যত্র জিঘাংসায়া ইব ব্যনক্তি গর্হাবচনেন তত্তচ্ছব্দেনান্বয়াৎ। অত্র হেতুঃ পরমাত্মানমিতি। নহি পরমাত্মা তাদৃশনিন্দ্যশব্দবাচ্যো ভবিতুমর্হতি তত্রচ হেতুঃ হরয়ে ইতি। হরিশব্দোঽত্র কারুণ্যাদিমহাগুণৈঃ; সর্ব্বমনোহরতাপরঃ নহ্যেবম্ভূতো জিঘাংস্যো ভবিতুমর্হতি। তত্তদনর্হত্বেঽপি সা সাচ কথঞ্চিজ্জাতা চেত্তর্হি পরমাত্মত্বাদ্ধরিত্বাচ্চ সর্ব্বহিতকারিত্বেনাসৌ পরিত্যাজয়েদেবাযোগ্যাংশং তস্যামিবামূষু। পুনশ্চ তস্যা ভক্ত্যাভাসদ্বেষং স্তনদানমাত্রত্বেন ভক্তিং মত্বা তদুপলক্ষিতাং ধাত্রীগতিং দদৌ এব অমুষু দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহেত্যাদি পদ্যোক্তমহাভক্তিবিশেষেণান্তঃসঙ্গমমনুভবংস্তদুচিতনিজপ্রেয়সীগতিং কথং ন দদ্যাদিতি। সঙ্গতিশ্চেয়ং। পূর্ব্বোক্তগোলোকাখ্যে গোকুলপ্রকাশাবিশেষ এব জ্ঞেয়ঃ; অতএবোদ্ধবদ্বারা শ্রীভগবতা সন্দিষ্টং। যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ। অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়েতি। রাসশ্চায়ং তদ্দিনগত এব জ্ঞেয়ঃ, তস্যৈব বিবক্ষিতত্বাৎ। তস্মিন্নপি প্রকাশে গোপলীলত্বেন দিনান্তরেঽপি তৎসম্ভবাৎ। কিন্ত্বত্র নাস্থয়ন্ খলু কৃষ্ণায় ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ তৎপত্যাদিষু দুঃখাদ্যনুৎপত্তয়ে তন্মায়য়ৈব ত্যক্তানাং দেহানামন্তর্দ্ধাপনং তৎসদৃশীনামন্যাসাং স্ফোরণঞ্চ গম্যতে। এবং তাবৎকালমেব তদ্রহস্যং লব্ধরাসাঃ শ্রীভগবৎপ্রেয়স্যেঽপি নাজানন্। যাবদুদ্ধবদ্বারাযথার্থানুভাবকপ্রভাবং যা ময়েত্যাদি সন্দেশং নাশৃণ্বন্নিতি চ। অথবা তাসাং মুরলীবাদ্যানুসরণেন তদন্তিকগতৌ কিমাশ্চর্য্যং, যতঃ কাশ্চিন্নিরুদ্ধ্যমানা অপ্যন্তর্গৃহ এব তং প্রাপ্তা ইত্যাহ অন্তরিতি। তাদৃশতীব্রতাপেন ধুতং শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া খণ্ডিতং অশুভং বিরহরূপং যাসাং তাঃ। তেন জগতামপি ধুতমশুভং যাভিস্তা ইতি বা। মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতীতিবৎ। তথা তাদৃশনির্ব্বৃত্যা অক্ষীণং ক্ষীণতাবিরুদ্ধং পুষ্টং মঙ্গলং নিজতাদৃশতৎসংযোগরূপং যাসাং তাঃ। তয়া পুষ্টং জগতামপি মঙ্গলং যাভিস্তা ইতি বা পূর্ব্ববৎ গুণময়ং বিরহভাবময়ং দেহং আবেশমিত্যর্থঃ। তথা তৃতীয়ে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মণো দর্শিতং। অন্যৎ সমানং। সঙ্গতিস্তস্মিন্নন্তর্গৃহগতা এব তস্য প্রাকট্যাৎ। অন্তর্গৃহগতা ইত্যন্বয়াৎ। অতএব সদ্যঃপ্রক্ষীণং বন্ধনং সর্ব্বতৎসঙ্গবিরোধো যাসাং তাঃ। এবমলব্ধরাসাঃ ইতি তস্যামেব রাত্রৌ জ্ঞেয়ং পূর্ব্বহেতোরেব॥ ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপরমণীগণকে নিজনিকটে আনয়ন করিবার জন্য বংশীনাদ করেন, তখন গোপরমণীগণ কেহ বা গো-দোহন, কেহ বা রন্ধন, কেহ বা পরিবেশন, কেহ বা শিশুগণের লালন পালন, কেহ বা পতিসেবন, কেহ বা ভোজন, কেহ বা অঙ্গ মার্জ্জন, কেহ বা বসন ভূষনাদি পরিধান ইত্যাদি প্রকার বিবিধ কর্য্যে রত ছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণগোচর হইবামাত্রই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণনিকটে যাইবার জন্য এমনই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইল যে—তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সর্ব্ববিধ কার্য্য-বন্ধনের অবসান হইয়া গেল এবং ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়, ধর্ম্ম, বিবেক প্রভৃতি যাহা কিছু তাঁহাদের কুলরমণীস্বভাবসুলভ সদ্‌গুণ ছিল তাহা সমস্তই শুষ্কতৃণের ন্যায় সেই উৎকণ্ঠার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গেল। কাজেই তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের শত শত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এবং সাগ্রহ বাধা প্রদানও তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। তাঁহাদের উৎকট শ্রীকৃষ্ণানুরাগই সর্ব্ববিধ বাধা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে লইয়া গেল। যাঁহাদের এইপ্রকার গাঢ় অনুরাগ থাকে, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির কোনপ্রকার বাধাই থাকিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই অনুরাগের কথা বর্ণিত আছে—

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজন করয়ে কত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

সাধক ভক্তগণের সাধনানুষ্ঠানে এবং সিদ্ধ ভক্তগণের কৃষ্ণসেবনে বিবিধ প্রকার বিঘ্নই সংঘটিত হইয়া থাকে; কিন্তু সাধক ভক্তগণের উৎকট সাধননিষ্ঠা এবং সিদ্ধ ভক্তগণের গাঢ় অনুরাগই কৃষ্ণকৃপা সহযোগে সর্ব্ববিধ বিঘ্ন অপসারিত করিয়া দেয়। সাধক ভক্তগণের যদি উৎকট সাধননিষ্ঠা না থাকে এবং সিদ্ধ ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগ না থাকে, তাহা হইলে সাধনানুষ্ঠানে এবং শ্রীকৃষ্ণসেবনে বাধা পড়িয়া যায়।

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলিং দদতঃ স্বভাগান্ ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী গোপরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণানুরাগ একেবারে চরমদশায় উপনীত হইয়াছিল, কাজেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমনকালে নানাবিধ অপরিহার্য্য বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমনের কোনই বাধা হয় নাই। কিন্তু কতকগুলি গোপরমণীর শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তিযোগ্যতার কিছু ত্রুটি থাকায় তাঁহারা সে দিন সে দেহে শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। যদিও শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহারাও উন্মাদিনীর ন্যায় সর্ব্বত্যাগ করিয়া নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের এমনই অপরিহার্য্য বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল যে—তাঁহারা সেই বাধা উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করিতে সক্ষম হইলেন না—"অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ"।

এই সমস্ত গোপীগণ, অন্তঃপুরস্থিত নিভৃত রুদ্ধগৃহে নিজ নিজ পতিসেবনে রত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে ইঁহাদের পতিসেবন কর্ম্ম স্তগিত হইয়া গেল এবং ইঁহারা চকিত নয়নে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া স্খলিত গতিতে গৃহদ্বারসমীপে আগমন করিয়া বাহিরে যাওয়ার জন্য রুদ্ধদ্বারের অর্গল মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পতিগণ আসিয়া দ্বারসমীপে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং "ক্বনু রাত্রৌ গমিষ্যসি"—"এই রাত্রিকালে হঠাৎ গৃহদ্বার উন্মোচন করিয়া কোথায় যাইতেছ?" বলিয়া দুই বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাদের গমনে বাধা প্রদান করিলেন। অবলা গোপবালাগণ তাঁহাদের বলিষ্ঠ পতিগণের বাধা অতিক্রম করিয়া কিছুতেই গৃহ হইতে নির্গত হইতে পারিলেন না। এই সমস্ত গোপরমণীগণ কৃষ্ণানুরাগিণী এবং সর্ব্বদাই কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শালিনী হইয়াও কৃষ্ণনিকটে গমন করিতে বাধা পাইলেন কেন—তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নানা ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকায় আলোচনা করিয়াছেন যে—

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপরমণীগণ নিত্যসিদ্ধা এবং সাধনসিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার সহচরীবর্গ প্রভৃতিকে নিত্যসিদ্ধা বলা যায়। কেননা—গৌতমীয় তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রসাধনায় শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গ সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা পদ্ধতি দেখা যায়। এই সমস্ত গোপীগণ নিত্যসিদ্ধা না হইলে অনাদিসিদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রে অনাদিকাল হইতে ইঁহাদের আরাধনা পদ্ধতি প্রচলিত থাকা সম্ভবপর হইত না। ইহা ছাড়াও ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে দেখা যায়—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভিরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মীসহস্রশত সম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ—ইত্যাদ্যাঃ।

যিনি অগণিত চিন্তামণিগণবিনির্ম্মিত ভবনরাজি পরিশোভিত ও লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিত শ্রীবৃন্দাবনে কোটি কোটি কামধেনু চারণ করেন এবং সহস্র সহস্র লক্ষ্মীগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর সসম্ভ্রমে পরিসেবিত হন—আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দের চরণ ভজনা করি।

যে অখিল আত্মার আত্মা শ্রীগোবিন্দ আনন্দচিন্ময় রস (প্রেম) প্রতিভাবিত নিজকলা (স্বীয় হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি) স্বরূপ গোপীগণের সহিত নিরন্তর গোলোকে বিরাজিত, আমি তাঁহার চরণ ভজনা করি।

শ্রীবৃন্দাবনে পরম পুরুষ শ্রীগোবিন্দ কান্ত এবং লক্ষ্মীগণ তাঁহার কান্তা।

ইহাতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে—নিত্যসিদ্ধা গোপীগণই অনাদিসিদ্ধ এবং তাঁহারাই ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে "লক্ষ্মী" "কলা" "শ্রী" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥
(গৌতমীয় তন্ত্র)

এই গৌতমীয়তন্ত্র বচনে—"কৃষ্ণময়ী" "পরদেবতা" "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী" প্রভৃতি শব্দে শ্রীরাধিকার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে একমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বকান্তার শিরোমণি। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা" এই ঋক্-পরিশিষ্ট বচনেও জানা যায় যে—শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর কেহ কাহারও সঙ্গ ত্যাগ করেন না। যাহা হউক, এই প্রকার নানাবিধ শাস্ত্রবচনে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সহচরীবর্গ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ প্রেয়সী তাহা স্পষ্টই জানিতে পারা যায়।

ইহা ছাড়া পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে যে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের কথা জানা যায়, তাঁহারাই সাধনসিদ্ধা এবং ঐ সমস্ত শাস্ত্রে তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্তও জানা যায়—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। রামং দৃষ্ট্বা হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং।
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥ (পদ্মপুরাণং)

পুরাকালে দণ্ডকারণ্যে কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণোপাসক মহর্ষি ছিলেন। রামচন্দ্র, পিতৃসত্য পালনার্থে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া সেই সমস্ত মহর্ষিগণের নিজোপাস্য শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মাধুর্য্যোপভোগ করিবার জন্য প্রবল বাসনা হয়। যদিও তাঁহারা লজ্জা বশতঃ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কোনও বর প্রার্থনা করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই, তথাপি বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তাঁহারা রাগভক্তি সাধনানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করিয়া গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ বাসনানুসারে শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত হন।

ইহা ছাড়া বামন পুরাণে কতকগুলি গোপীর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানা যায়, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীগণের মত তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির লালসা জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণনিকটে তাহাই প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকৃপায় তাঁহারা গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত হন।

কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্যসংশয়ঃ॥

যথা ত্বল্লোকবাসিন্যো কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা॥ (বামনপুরাণং)

ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে কৃষ্ণ! তোমার কোটি কন্দর্প বিনিন্দিত অঙ্গকান্তি দেখিয়া আমাদের চিত্ত মদনবিক্ষুব্ধ হয় এবং কামিনী-ভাবে তোমার সেবা করিবার লালসা হয়। তোমার ধাম (শ্রীবৃন্দাবন) বাসিনী গোপীকাগণ যেমন তোমাকে প্রাণবল্লভ জ্ঞানে মধুরভাবে তোমার সেবা করে, আমাদেরও সেইরূপ তোমার সেবা করিবার জন্য প্রবল বাসনা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ প্রথমাধ্যায়ে দেখা যায় যে—ব্রহ্মা যখন দৈত্যভারাক্রান্তা পৃথিবীর দুঃখ দূর করিবার জন্য ক্ষীরোদ সাগর তীরে গমন করিয়া ক্ষীরোদশায়ি নারায়ণের উপাসনা করেন, তখন ক্ষীরোদশায়ি নারায়ণ আকাশ বাণীতে শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানাইয়া বলেন—

বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তুমরস্ত্রিয়ঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার প্রিয়াবর্গের সেবার জন্যে (অথবা তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য) দেবকন্যাগণও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হউন।

পদ্মপুরাণ, বামন পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের এই সমস্ত বচন দেখিলে জানা যায় যে—দণ্ডকারণ্যবাসি মহর্ষিগণ, ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং স্বর্গবাসিনী দেবকন্যাগণও গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব সাধনসিদ্ধা গোপীগণকে ঋষিপূর্ব্বা, শ্রুতিপূর্ব্বা ও দেবীপূর্ব্বা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পদ্মপুরাণেও এই তিন শ্রেণীর সাধনসিদ্ধা গোপীর কথাই জানা যায়—

গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা দেবকন্যকাঃ। গোপকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কদাচন॥ (পদ্মপুরাণং)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ, শ্রুতি, ঋষি, দেবকন্যা ও গোপকন্যা এই চতুর্ব্বিধা; ইঁহাদের মধ্যে কেহই সামান্য রমণী মাত্র নহেন। এই চতুর্ব্বিধ গোপীগণের মধ্যে গোপকন্যাগণ নিত্যসিদ্ধা, কেননা কোনও শাস্ত্রে ইঁহাদের কোনও পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত কিংবা সাধনবৃত্তান্ত জানিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ গৌতমীয়তন্ত্রাদিতে অনাদিকাল হইতে গোপীবৃন্দসমন্বিতরূপেই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাবিধি দেখা যায়, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সমস্ত নিত্যসিদ্ধ গোপকন্যা ব্যতীত সমস্ত গোপীই সাধনসিদ্ধা এবং পদ্মপুরাণাদিতে ইঁহাদের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত ও সাধনকথা জানিতে পারা যায়।

"অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি শ্লোকে যে সমস্ত গোপীর কথা পাওয়া যায়, তাঁহারা অন্তঃপুরস্থ গৃহমধ্যে নিজ নিজ পতি সেবনে রত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে তাঁহারা পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পতিগণ আসিয়া দ্বাররোধ করিলেন বলিয়া তাঁহাদের আর শ্রীকৃষ্ণনিকটে যাওয়া হইল না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে—ইঁহারা সকলেই সাধনসিদ্ধা এবং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয় নাই বলিয়া ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করা ঘটিল না।

সাধনসিদ্ধা গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তি সম্বন্ধে "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি রাসলীলার প্রথম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোক ব্যাখ্যায় কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অতীব জটিল বলিয়া আবার কিছু আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাপ্রাপ্তি বড়ই দুর্লভ, এমন কি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব ধারণা করা পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুরূহ, সেইজন্য অনেকেরই ধারণা যে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তগণও শ্রীকৃষ্ণসেবার ফলে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিবেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে প্রেমসেবার স্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্যাদি সর্ব্ববিধ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমসেবা প্রাপ্তির জন্যই লালায়িত হইয়া থাকেন—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

নারায়ণাবতার কপিলদেব তাঁহার জননী দেবহূতিকে বলিয়াছেন—আমার সেবাপ্রাপ্তির লালসাযুক্ত ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। এমন কি, সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তি তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না।

সুতরাং যাঁহারা প্রেমসেবার মর্ম্ম অবগত আছেন, সেই সমস্ত মহা ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই প্রেমসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হন। একমাত্র শুদ্ধভক্তি যাজনই এই প্রেমসেবা প্রাপ্তির উপায়। যদি কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্য কোন প্রকার লালসা থাকে, তাহা হইলে ভক্তিযাজন করিলেও প্রেমলাভ হয় না।

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা মনে যদি হয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

যাহা হউক, যে সমস্ত সাধক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির লালসায় শুদ্ধভক্তি যাজন করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ সাধন পরিপাকে প্রেমলাভ করেন এবং নিজ নিজ বাসনানুরূপ সেবাপ্রাপ্তির উপযুক্ত দেহ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধামে জন্মগ্রহণ করেন, এবং যথাসময়ে সেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হন। পূর্ব্বোক্ত দণ্ডকারণ্যবাসি মহর্ষিগণ, ব্রহ্মলোক-বাসিনী শ্রুত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, এবং স্বর্গবাসিনী দেবকন্যাগণ, পূর্ব্বকল্পে গোপীসহ গোপীনাথের পরম মধুর লীলা দর্শন করিয়া ও কেহ কেহবা সেই মধুর লীলাকথা শ্রবণ করিয়া গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য লালসান্বিত হইয়াছিলেন এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত সর্ব্ববিধ কামনা বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া শুদ্ধভক্তি যাজন করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা যখন শুদ্ধভক্তি যাজনপ্রভাবে প্রেমলাভ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপায় তাঁহারই মহাশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলাভূমিতে গোপীদেহে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের আনুগত্য বশতঃ মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমপরিপাকে শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার পাইয়াছেন। এই সমস্ত সাধনসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে যাঁহারা মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমপরিপাক লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই তাঁহাদের পতিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া ছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া পতিসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিতে উদ্যত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিতে সক্ষম হন নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকায় ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিতে গিয়া বাধা প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে—

"তথাচ সতি যাঃ কাশ্চিৎ গোকুলে সমুদ্ভূতাঃ সাধনবশাৎ সিদ্ধপূর্ণভাবা নতু সিদ্ধদেহা নিতরামন্যা ইব নিত্য সিদ্ধাঃ পতিশুশ্রূষণার্থমন্তর্গৃহং গতা এব পত্যাদিভিঃ সাগ্রহদ্বারনিরোধাৎ ন লব্ধো বিশেষেণ কেনাপি প্রকারেণ নির্গমো যাভিস্তাঃ।" (বৈষ্ণবতোষণী)

অতএব দেখা যাইতেছে—যে সমস্ত গোপীগণ, সাধনবশতঃ গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যাহাদের ভাবসিদ্ধি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য বলবতী লালসা আছে অথচ দেহ কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির যোগ্য নহে, সেই সমস্ত সিদ্ধভাবা অথচ অসিদ্ধদেহা গোপীগণ, তাঁহাদের পতিসেবার জন্য গৃহ-মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার পর তাঁহাদের যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণগোচর হইল, তখন তাঁহারা পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সেবার জন্য কৃষ্ণনিকটে যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের পতিগণ আসিয়া দ্বাররোধ করিলেন বলিয়া তাঁহারা কোন ক্রমেই গৃহের বাহির হইতে পারিলেন না।

সাধক ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তি সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত এই যে—অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবগণ, অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণসেবাবিমুখ হইয়া দেহগেহাদির সেবায় রত থাকে এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক, মোহ, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি বিবিধ সংসার দুঃখ ভোগ করে।

সেই জীবগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার। এক নিত্য মুক্ত একের নিত্য সংসার।
নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ। কৃষ্ণের পার্ষদ ভুঞ্জে কৃষ্ণ সেবা সুখ।
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। সে কারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুখ। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

নিত্যমুক্ত জীবগণ কোন দিনই সংসার দুঃখ ভোগ করেন নাই, কিংবা কোন দিনই করিবেন না। নিত্য-মুক্ত জীবগণ অনাদিকাল হইতেই পার্ষদ দেহে কৃষ্ণের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের কোন দিনই দেহ-গেহাদিতে অভিনিবেশ ছিল না বা হইবে না। নিত্যবদ্ধ জীবগণ কোনদিনই কৃষ্ণসেবা করে নাই, তাহারা অনাদি-কাল হইতেই দেহগেহাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া নিরন্তর তাহারই সেবায় কালাতিপাত করিয়া থাকে। এইরূপে তাহাদের কত কোটি কোটি জন্ম অতিবাহিত হইয়াছে ও হইবে তাহার কোনই ইয়ত্তা নাই।

এই প্রকারে অনাদিকাল হইতে সংসারপ্রবাহে ভাসমান এবং বিবিধ দুঃখ দৈন্যাদিতে চালিত বহির্ম্মুখ জীবগণ, কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবশে শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপায় শ্রদ্ধালাভ করে ও তখন তাহাদের শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তির জন্য কিঞ্চিৎ লালসার প্রকাশ হয়।—

সংসার ভ্রমিতে কোনও ভাগ্যে কেহ তরে। নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিৎ তরতি কশ্চন॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

সংসারপ্রবাহে পতিত বহির্ম্মুখ জীবগণ কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবশে ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যখন শ্রীকৃষ্ণভজনে শ্রদ্ধালাভ করে ও শ্রীকৃষ্ণভজনের কর্ত্তব্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তখন শ্রীকৃষ্ণভজনপরায়ণ ব্যক্তির সঙ্গলাভ হইলে তাহাদেরও শ্রীকৃষ্ণভজন করিবার শক্তিলাভ হয়। তাহার পর ক্রমশঃ কৃষ্ণভজন করিতে করিতে দেহ গেহাদির আসক্তি দূর হয় ও শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমলাভ হয়।

সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল প্রেম পায় সংসার যায় ক্ষয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

সাধক ভক্তগণের প্রেমলাভের ক্রম সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবতঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

অনাদিবহির্ম্মুখ জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মফলে দেব মনুষ্যাদি নানা যোনি বিচরণ করিতে করিতে যখন কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবশে শ্রীকৃষ্ণভজনে বিশ্বাস ও তাহার কর্ত্তব্যতাবুদ্ধি (শ্রদ্ধা) লাভ করে, তখন, কোনও শ্রীকৃষ্ণভজনপরায়ণ ব্যক্তির সঙ্গ মহিমায় তাহারও শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রবৃত্তি হয় ও যথাযোগ্য সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করে। যতদিন এইপ্রকার সৎসঙ্গ লাভ না হয় ততদিন শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরও সাধনভক্তিযাজনের প্রবৃত্তি হয় না।

মহৎ কৃপা বিনে কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

দাস্য, মাখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি যে ভাবের সেবাবাসনাবিশিষ্ট সৎসঙ্গ লাভ হয়, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকার সেবাপ্রাপ্তিরই আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং তাহা প্রাপ্তির জন্যই তাঁহারা সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের অবিরোধে সাধনানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। (পূর্ব্বোক্ত দণ্ডকারণ্যবাসি মহর্ষিগণের শ্রীসীতাদেবী সহ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া, ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের ব্রহ্মার নিকট গোপীসহ গোপীনাথের লীলাকথা শ্রবণ করিয়া এবং স্বর্গবাসিনী দেবীগণের আকাশস্থিত ব্যোমযান হইতে গোপীসহ গোপীনাথের লীলা দর্শন করিয়া সেই ভাবপ্রাপ্তির লালসা হইয়াছিল এবং তাঁহারা গোপীভাব প্রাপ্তির জন্যই সাধনানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কাহারও যদি দাস্য সখ্যাদি ভাবের লীলাদর্শন বা ভক্তসঙ্গ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির লোভ জন্মে, তাঁহাদের দাস্য সখ্যাদি ভাবেই কৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাঁহাদের সাধুবেশধারী অসাধুর সহিত সঙ্গ হয়, তাঁহারা কোন ভাবই লাভ করিতে পারেন না, প্রত্যুতঃ সেই সাধুকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সেবা করিয়া দুর্লভ মানব জন্ম ব্যর্থ করেন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। কিন্তু কোন শাস্ত্রেই এমন দেখা যায় না যে – সাধুসঙ্গে সাধুদের কৃষ্ণজ্ঞান হয় এবং কৃষ্ণসেবার প্রয়োজন থাকে না।) সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ অনর্থ নিবৃত্তি হয়, নিরন্তর কৃষ্ণ ভজন করিবার অধিকার জন্মে ও রুচি, আসক্তি এবং ভাব লাভের পর প্রেমলাভ হয়।

সাধক দেহে প্রেমলাভ করা অতীব দুর্লভ। সাধক ভক্তগণ, সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে যখন প্রেমের পূর্ব্বাবস্থা রতি বা ভাব লাভ করেন, সেই সময়ে কৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার প্রেরণায় যে ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণলীলা প্রকট থাকেন সেই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের গোপীগর্ভে জন্ম হয় এবং নিত্যসিদ্ধা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের সঙ্গ বশতঃ তাঁহাদের রতি গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণত হয় ও ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া মহাভাবে পরিণত হয়।

"তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে" এই পূর্ব্ব প্রদর্শিত পদ্মপুরাণ বচনে জানা গিয়াছে যে দণ্ডকারণ্য-বাসি মহর্ষিগণ তীব্র সাধনা করিয়া সাধক দেহের অবসানে সিদ্ধদেহে (গোপীদেহে) গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং স্বর্গবাসিনী দেবীগণও যে এইভাবেই তীব্র সাধনা করিয়া তাঁহাদের দেবীদেহের অবসানে, গোপীদেহ পাইয়াছেন ও গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। অদ্যাপি যে সমস্ত ভাগ্যবান্ সাধকগণের গোপীভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাপ্রাপ্তির লালসা হইয়াছে কিংবা হইবে, তাঁহাদেরও এইভাবেই তীব্র সাধনানুষ্ঠান করিরা সাধক দেহের অবসানে গোপীদেহ প্রাপ্তি এবং গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মলাভ হইবে। পূজ্যপাদ শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহার প্রার্থনা গীতিকায় গাহিয়াছেন "কবে বৃষভানু পুরে, আহিরীগোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব"। একমাত্র গোপী দেহই রাসাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রাপ্তির উপযুক্ত। যতদিন পর্য্যন্ত এই দেহলাভ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত মনে মনে এই দেহ কল্পনা করিয়া নিরন্তর ব্রজে কৃষ্ণ সেবা ভাবনা করিতে হয় ও বাহ্য সাধকদেহে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়। বাহ্য সাধকদেহের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবার কোনই সম্বন্ধ নাই। এই জন্য কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—

বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন। বাহ্য সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন।
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। নিরন্তর করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

এই প্রকার বাহ্যদেহে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান এবং অন্তশ্চিন্তিত গোপীদেহে ব্রজে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা চিন্তা করিতে করিতে যখন দেহ দৈহিকাদিতে অহং মমতা কাটিয়া গিয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়, তখন সেই সাধক ভক্তকে "জাতরতি সাধক" বলা হয়। সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যেমন পূর্ব্ব গগন নির্ম্মল ও অরুণিত হয়, সেইরূপ জাতরতি সাধকের হৃদয়ও সর্ব্ববিধ প্রাকৃত কামনা বাসনা শূন্য ও শ্রীকৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয়। সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে অরুণোদয়কালে পূর্ব্বগগন নির্ম্মল হইলেও যেমন অল্পাবশিষ্ট রাত্রি থাকে, সেইরূপ জাতরতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধকের হৃদয়ও প্রেমোদয়ের পূর্ব্বাবস্থায় (রতি বা ভাবোদয় কালে) সর্ব্ববিধ কামনা বাসনা শূন্য হইলেও তখনও জাতরতি সাধকের দেহাদিতে অল্পাবশিষ্ট প্রাকৃতাংশ থাকে। এই অল্পাবশিষ্ট প্রাকৃতাংশ লইয়া জাতরতি সাধকগণ কৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার প্রেরণায় গোপীদেহে গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন ও সিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গ বশতঃ তাঁহাদের ক্রমশঃ প্রেম, স্নেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব লাভ হয়, প্রাকৃতাংশের অপগম হয় ও শ্রীকৃষ্ণ সেবা-প্রাপ্তির জন্য তীব্রাতিতীব্র আকাঙ্ক্ষা লাভ হয়। তাহার পর তাঁহাদের যথাসময়ে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হয়। জগতের অনেক সাধকই যখন কোনও অপরাধ বশতঃ সাধনভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাদের ভ্রম বশতঃ মনে হয় যে তাঁহারা তাঁহাদের সাধক দেহেই প্রেম লাভ করিয়াছেন, এমন কি মহাভাব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণসেবা করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহারা যেন এই "অন্তর্গৃহগতা" গোপীদের কথা মনে করেন। যাহা হউক— কিঞ্চিৎ প্রাকৃতাংশ থাকা সত্ত্বেও অপ্রাকৃত গোকুলধামে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করা অসম্ভব বলিয়াই আপাততঃ মনে হইতে পারে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ইহার মীমাংসা করিয়াছেন যে—

"ন চ বক্তব্যং গোকুলজাতানাং প্রাকৃতদেহাদিত্বং ন সম্ভবতীতি, অবতারলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রিতত্বাৎ। শ্রীদেবকীদেব্যামপি ষড়গর্ভসংজ্ঞকানাং জন্ম শ্রূয়তে ইতি।" (বৈষ্ণবতোষণী)

"গোকুলে গোপীগর্ভজাত সাধনসিদ্ধা গোপীগণের দেহে প্রাকৃতাংশ থাকা সম্ভবপর নহে" এই প্রকার অপ-সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে, কেননা শ্রীভগবান্ যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন, তখন তাঁহার প্রপঞ্চাতীত লীলায় কিঞ্চিৎ প্রপঞ্চাংশের মিশ্রণ থাকে। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণজননী দেবকীদেবীর অপ্রাকৃত গর্ভেই প্রাকৃত ষড়্গর্ভের (কংস হস্তে নিহত দেবকীপুত্রগণের) জন্ম হইয়াছিল।

সাধনসিদ্ধা গোপীগণ এই প্রকার প্রাকৃতাংশ মিশ্রিত দেহ লইয়াই গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পর নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির তীব্র উৎকণ্ঠায় ক্রমশঃ তাঁহাদের দেহের প্রাকৃতাংশ তিরোহিত হইলে তাঁহারা অপ্রাকৃত সেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হন।

"অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি শ্লোকে যে সমস্ত পতিসেবনরতা এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে গমনোৎসুকা হইয়াও পতি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা গোপরমণীগণের কথা জানা যায়—পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি অনুসারে মনে হয় যে, তাঁহারা সকলেই সাধনসিদ্ধা এবং তাঁহাদের দেহে অল্পাবশিষ্ট প্রাকৃতাংশ ছিল বলিয়াই তাঁহারা সেই দেহ দ্বারা নিজ নিজ পতিসেবা কার্য্যে রত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের প্রাকৃতাংশ মিশ্রিত দেহ তাঁহাদের পতিগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহাদের অন্তর কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষা ও কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ হইলেও তাঁহাদের বাহ্যদেহ প্রাকৃতাংশযুক্ত এবং পতিভুক্ত বলিয়া তাহা সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবার অযোগ্য, কাজেই সেই দেহই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমনের প্রতিবন্ধক হইয়া পড়িল। অপ্রাকৃত পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কোন প্রকার প্রাকৃত বস্তু কিংবা প্রাকৃত ভাবের সম্বন্ধ নাই। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতাংশের অপগম না হয় ততদিন সেই দেহে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভ হয় না। সাধকভক্তগণও যখন শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপায় সাধনভক্তিযাজনের অধিকার পান, তখন তাঁহাদের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিতে অপ্রাকৃতের আবেশ হয় এবং তাহা দ্বারা তাঁহারা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। সাধক দেহের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দেখিলে অজ্ঞজনের মনে হয় যেন সাধকের যথাবস্থিত দেহে এবং তাঁহারই কোনও ক্ষমতা বশতঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপায় সকলেরই অলক্ষ্যে সাধকের যথাবস্থিত দেহেই অপ্রাকৃতের আবেশ হয় এবং তাহা দ্বারাই অপ্রাকৃত সাধনভক্তির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদরূপগোস্বামী, তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণনাম এবং সর্ব্ববিধ সাধনভক্তির অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ। (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ) অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি অপ্রাকৃত বস্তু, উহা কখনও প্রাকৃত রসনায় উচ্চারণ কিংবা প্রাকৃত কর্ণে শ্রবণ করা যায় না। "যখন ভাগ্যবান্ সাধকভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপায় তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য উৎসুক হন, তখন অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাদি স্বয়ংই তাঁহাদের জিহ্বাদিতে স্ফুরিত হইয়া থাকে"। অতএব শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়া যদি কেহ নিজেরই কোনও কৃতিত্ব বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাহা তাঁহার বিষম ভ্রান্তি এবং দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। যাহা হউক, সাধক ভক্তগণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহারা যত যত সাধন পথে অগ্রসর হইয়া নিরন্তর সাধনানুষ্ঠানে লিপ্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের ততই দেহেন্দ্রিয়াদির প্রাকৃতাংশের অপগম হইতে থাকে। এই ভাবে নিরন্তর সাধনভক্তি যাজন করিতে করিতে তাঁহারা যখন রতি (প্রেমের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা) লাভ করেন, তখন আর তাঁহাদের পক্ষে সাধকদেহ ধারণ করা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা পোষণ করা সম্ভবপর হয় না। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়া সেই সমস্ত জাতরতি-সাধকভক্তগণকে, যে ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট থাকেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত গোকুলভূমিতে গোপীগর্ভে স্থাপন করেন এবং তাঁহারা যথাসময়ে গোপীদেহে গোপীগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া গোপরাজনন্দনের সাক্ষাৎসেবার যোগ্যতা লাভ করেন। এই ভাবে গোপীদেহ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদের দেহে অল্পাবশিষ্ট প্রাকৃতাংশ থাকে। সেইজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎসেবাধিকার পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অল্পাবশিষ্ট প্রাকৃতাংশের অপগম না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা পতিসেবনাদি কার্য্যে রত থাকেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত হন না। "অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি শ্লোকে যে সমস্ত গোপীগণের কথা জানা যায়, তাঁহারা সকলেই এই জাতীয়। ইঁহারা সাধকদেহে নিরন্তর সাধনভক্তি যাজন করিয়া যখন রতিলাভ করিয়াছেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার আনুকূল্যে গোপীদেহে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দেহে অল্পাবশিষ্ট প্রাকৃতাংশ থাকায় ইঁহারা সেই প্রাকৃতাংশ মিশ্রিত দেহ দ্বারা পতিসেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াও প্রাকৃতাংশ মিশ্রিত পতিভুক্তদেহে শ্রীকৃষ্ণনিকটে যাইতে পারিলেন না। ইঁহাদের প্রাকৃতাংশমিশ্রিত পতিভুক্ত দেহই ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্তরায় হইল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-টীকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই সমস্ত গোপীগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন যে—

অত্রেদং তত্ত্বং—গোপালোপাসকা ঋষয়স্তে শ্রীরামমূর্ত্তিমাধুরীদর্শনাদ্রাগময়ভক্তের্নিষ্ঠারুচ্যাসক্তিরত্যঙ্কুর-ভূমিকারূঢ়াঃ সম্যগপরিপক্বকষায়া অপি শ্রীযোগমায়য়া দেব্যা গোকুলমানীয় গোপীগর্ভে জনিতাঃ কন্যকা বভূবুঃ। তাসামেব মধ্যে কাশ্চিন্নিত্যসিদ্ধগোপীসঙ্গভূম্না বয়ঃসন্ধিদশামারভ্যৈব লব্ধপূর্ব্বানুরাগাঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাঃ দগ্ধ সম্যক্‌কষায়াঃ প্রেমস্নেহাদিভূমিকা আরূঢ়াঃ গোপৈর্ব্যূঢ়াঃ অপি যোগমায়য়ৈব তদঙ্গসঙ্গদোষরহিতাশ্চিন্ময়দেহীভূতাঃ প্রেষ্ঠমভিসশ্রুঃ। কাশ্চিত্তু নিত্যসিদ্ধগোপীসঙ্গভাগ্যাভাবাদলব্ধপ্রেমত্বাদদগ্ধকষায়া গোপৈর্ব্যূঢ়া গোপোপভুক্তা অপত্যবত্যো বভূবুঃ। তাঃ খলু তদনন্তরমেব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গভূম্না কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্পৃহোদ্রেকাৎ পূর্ব্বরাগ-বত্যস্তাসাং কৃপাপাত্রীভবন্ত্যোঽপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাযোগ্যদেহত্বেন যোগমায়য়া সাহায্যাকরণাৎ পতিভির্বারিতাঃ কৃষ্ণমভিসর্ত্তুমক্ষমাঃ মহাবিপদ্‌গ্রস্তাঃ পতিভ্রাতৃপিত্রাদীন্ স্বপ্রাণবৈরিত্বেন পশ্যন্তো মরণদশায়ামুপাস্থিতায়াং যথান্যা মাত্রাদি স্ববন্ধুজনং স্মরন্তি তথৈব সপ্রাণবন্ধুং শ্রীকৃষ্ণং সস্মরুঃ।

(শ্রীপাদবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতিকর্ত্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা যে সমস্ত গোপীগণের কথা "অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি শ্লোকে জানা যায়—তাঁহাদের স্বরূপালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মনে হয় যে—দণ্ডকারণ্যবাসী গোপালোপাসক ঋষিগণ, শ্রীরামমূর্ত্তি-মাধুরী দর্শন করিয়া নিজোপাস্য শ্রীগোপালদেবের মাধুর্য্যাস্বাদনের জন্য লুব্ধ হন এবং রাগভক্তি যাজন করিতে করিতে ক্রমশঃ নিষ্ঠা, আসক্তি, রুচি ও রত্যঙ্কুর লাভ করেন। যদিও সে অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে প্রাকৃতাংশের অপগম হয় না, তথাপি শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়া তাঁহাদিগকে গোকুলে আনিয়া গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। ("তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে"। পদ্মপুরাণং) তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীরাধিকাদি নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গমহিমায় তাঁহাদের বাল্য-ভাবের অবসানকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা বলবতী হওয়ায় তাঁহারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিতেন এবং নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনবিলাসাসি কল্পনা করিয়া নিরন্তর সেই পরমানন্দরসসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। এই ভাবে তাঁহাদের হৃদয়ের সর্ব্ববিধ কষায় (আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা প্রভৃতি মলিনতার আভাস) দূরীভূত হইলে তাঁহাদের সাধক দেহের তীব্র সাধনলব্ধ ভাব, ক্রমশঃ প্রেমস্নেহাদিক্রমে মহাভাবে পরিণত হইয়াছিল। তাহার পর তাঁহাদের গোকুলের গোপগণের সহিত বিবাহ সংঘটন হইলেও শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার অচিন্ত্য-প্রভাবে ও অপূর্ব্ব কৌশলে তাঁহাদের কোনদিনই নিজ নিজ পতির সহিত দর্শন মিলন কিংবা আলাপাদি করিতে হয় নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণচিন্তাতেই কালাতিপাত করিতেন এবং তাঁহাদের পতিগণও শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে নিজ নিজ পত্নীগণকে সর্ব্বদা নিজনিকটে অবস্থিত ও গৃহকর্ম্মে রত বলিয়াই মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে দেখা যায়—

মায়াকল্পিততাদৃক্স্ত্রীশীলনেনানুস্থয়িভিঃ। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়া, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিভাবিত ও সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় সমুৎকণ্ঠিতচিত্ত গোপীবর্গকে গোপনে রাখিয়া তাঁহাদের এক একটি মায়াকল্পিত মূর্ত্তি সৃজন করিয়া তাঁহাদের পতিগৃহে স্থাপন করিয়াছিলেন। কাজেই ব্রজরমণীগণের পতিগণ সর্ব্বদাই নিজ নিজ পত্নীগণকে নিজগৃহেই অবস্থিত দেখিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের উপর কোন প্রকার দোষবুদ্ধি করিতেন না। শ্রীমদ্ভাগবতেও "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতা-স্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥" এই শ্লোকে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণমায়ামোহিত ব্রজবাসি গোপগণ তাঁহাদের নিজ নিজ পত্নীগণকে নিজ নিজ গৃহেই অবস্থিত দেখিতেন বলিয়া তাঁহাদের কদাপি শ্রীকৃষ্ণের উপর কোনপ্রকার দোষবুদ্ধি হয় নাই।

যাহা হউক, এই সমস্ত গোপীগণ সম্পূর্ণরূপে পতি প্রভৃতির সম্বন্ধশূন্য এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণধ্যানরত বলিয়া ইঁহাদের কোন প্রকার প্রাকৃতভাব কিংবা দেহাদিতে প্রাকৃতাংশ ছিল না; সুতরাং ইঁহারা সাধনলভ্য চিন্ময়-দেহে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য সমুৎসুক ছিলেন। ইঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে গমন করিবার জন্য উন্মাদিনীর ন্যায় ধাবিত হইলেন, তখন ইঁহাদের পতি প্রভৃতির শত শত বারণও ইঁহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়া ইঁহাদের সর্ব্ববিধ বাধা দূর করিয়া ইঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সহিত মিলিত করিয়া গোপীনাথের চরণপ্রান্তে উপনীত করিয়াছিলেন।

সাধনসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে কতকগুলি গোপী, পূর্ব্বজন্মে তাঁহাদের সাধকদেহে তীব্রসাধনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণে রতিলাভের পর শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার অনুগ্রহে গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গ ও আনুগত্য না পাওয়ায় বিবাহের পর পতিগৃহে গমন করিয়াছিলেন এবং যথাসময়ে তাঁহারা পুত্রবতী হইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা যখন নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গ ও আনুগত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বশতঃ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন, তখন তাঁহাদের পতিভুক্ত দেহে আর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গলাভের সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণনিকটে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, তখন তাঁহাদের পতিগণ আসিয়া দ্বাররোধ করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার সাহায্য না পাওয়ায় তাঁহাদের গমনে বাধা পড়িয়া গেল।

"অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি শ্লোকে যে সমস্ত গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমনে বাধা প্রাপ্তির কথা জানা যায়, তাঁহারাই এই প্রকার পতিভুক্তদেহা, অপত্যবতী সাধনসিদ্ধা গোপী বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর সিদ্ধান্তে তাহাই সুব্যক্ত দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলিয়াছেন—

"অপত্যবত্যস্ত অধিকারাভাবাৎ তদ্বপুর্হিত্বা বপুরন্তরেণ সদ্য এব তত্র গতা ইতি দর্শয়ন্নাহ—অন্তর্গৃহগতাঃ ইতি ত্রিভিঃ।" (বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ টীকা)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের মধ্যে যাঁহারা পুত্রবতী ছিলেন, তাঁহাদের পতিভুক্তদেহে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ—সঙ্গলাভের অধিকার না থাকায়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিতে পারেন নাই। তাহার পর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার না পাওয়ার জন্য তীব্র মনোবেদনায় তাঁহাদের সেই পতিভুক্তদেহ পরিত্যাগ করেন এবং দেহান্তরে শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত হন। "অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি তিনটি শ্লোকে এই তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে।

"অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ যাহা অলোচনা করিয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত লইয়া এই পর্য্যন্ত আলোচনা করা হইল। ইহাতে যাহা সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল তাহার সার কথা এই যে—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধ। সাধনসিদ্ধাগণের মধ্যে যাঁহারা বাল্যকাল হইতে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গ ও আনুগত্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির অনুরূপ প্রেম-পরিপাক লাভ হয় নাই; কাজেই তাঁহারা বিবাহের পর পতিগৃহে গমন করিয়া পতিসেবাদি কার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন এবং যথাসময়ে তাঁহাদের সন্তানাদিও হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসক্রীড়া করিবার জন্য বংশীনাদে গোপীগণকে আহ্বান করিলেন, তখন এই সমস্ত, পতিভুক্তদেহা, পুত্রবতী সাধনসিদ্ধা গোপীগণই গৃহমধ্যে পতিকর্ত্তৃক নিরুদ্ধা হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা গোপী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত গোপীগণের দেহ, মন প্রভৃতি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবানিষ্ঠ ছিল বলিয়া তাহাতে প্রাকৃতাংশের লেশমাত্রও ছিল না, কাজেই তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় প্রভৃতি কেহই তাঁহাদের সেই চিন্ময়দেহে শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমনে বাধা প্রদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু যে সমস্ত গোপীগণের দেহে প্রাকৃতাংশ থাকায়, তাহাতে তাঁহাদের পতিসঙ্গ প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত দেহই তাঁহাদের পতিগণ অবরোধ করিয়াছিলেন; অতএব "অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনা করিয়া স্পষ্টই জানা যায় যে—শ্রীরাধিকাদি নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ কিংবা তাঁহাদের সঙ্গ এবং আনুগত্যপ্রাপ্ত সধনসিদ্ধা গোপীগণ গৃহে অবরুদ্ধ হন নাই। সাধনসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে যাঁহারা নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গ ও আনুগত্য লাভ করিতে পারেন নাই, এইরূপ কতকগুলি পতিভুক্তদেহা পুত্রবতী গোপীই তাঁহাদের পতিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন, ইহাই "অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি শ্লোকের প্রতিপাদ্য এবং সিদ্ধান্ত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকৃত লঘুতোষণী টীকা সমালোচনায় মনে হয় যে—দেবীপূর্ব্বা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতিপূর্ব্বা ও ঋষিপূর্ব্বা এই ত্রিবিধ সাধনসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে কেবল ঋষিপূর্ব্বা গোপীগণই তাঁহাদের পতিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন।

"আসু চ পাদ্মোত্তরখণ্ডনির্দ্দিষ্টানাং অন্তর্গৃহগতানামপ্যেকত্বং মুক্তত্বসাদৃশ্যেন লভ্যতে। যত এব "শুশ্রূষন্তঃ পতীন্ কাশ্চিৎ" ইতি প্রোক্তাঃ জ্ঞেয়াঃ। আসাং দোহনাদি পৃথক্‌কর্ম্মানুক্তেঃ, অন্তর্গৃহগতত্বস্য পতিশুশ্রূষায়ামেব তাৎপর্য্যাচ্চ। এতাসাং সাধকত্বঞ্চ দেহত্যাগশ্রবণাৎ পাদ্মোত্তরখণ্ডাচ্চ কল্প্যতে।" (লঘুতোষণী টীকা)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের মধ্যে পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে "পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ" প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকে যে সমস্ত ঋষিপূর্ব্বা সাধনসিদ্ধা গোপীগণের উদ্দেশ পাওয়া যায়, তাঁহাদের কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে "অন্তর্গৃগতাঃ কাশ্চিৎ" শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেননা—পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ শ্রীরামমূর্ত্তিমাধুরী দর্শন করিয়া নিজোপাস্য কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন করিবার জন্য লালসান্বিত হন এবং তীব্র সাধন করিয়া গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং তদনন্তর "হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ" নিজ বাসনানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া বিরহদুঃখসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও "অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি শ্লোকে যে সমস্ত গোপীগণের কথা জানা যায়, তাঁহাদের শেষ দশা বর্ণিত আছে যে—"জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃপ্রক্ষীণবন্ধনাঃ" গৃহমধ্যে আবদ্ধ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করেন এবং সর্ব্ববিধ বন্ধনমুক্ত হইয়া যান। পদ্মপুরাণে "ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ" এবং শ্রীমদ্ভাগবতে "জহুর্গুণময়ং দেহং" প্রভৃতি শ্লোকে কতকগুলি গোপীর একই ভাবে বন্ধন মুক্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে বলিয়া দুই গ্রন্থে একই গোপীর কথা বর্ণিত আছে বলিয়াই মনে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে আত্মহারা গোপীগণের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে "শুশ্রূষন্তঃ পতীন্ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি শ্লোকেও এই সমস্ত গোপীগণের কথাই বর্ণিত আছে। কেননা এই সমস্ত গোপীগণের পতিসেবন ব্যতীত গোদোহনাদি অন্য কোনও গৃহকার্য্যের উল্লেখ দেখা যায় না। "অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি শ্লোকে যে সমস্ত গোপীগণের কথা জানা যায়, তাঁহারাও পতিসেবনের জন্যই গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে এই সমস্ত গোপীগণ, সাধনসিদ্ধা বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও "জহুর্গুণময়ং দেহং" প্রভৃতি শ্লোকে ইঁহাদের দেহত্যাগের কথায় স্পষ্টই জানা যায় যে, ইঁহারা সাধনসিদ্ধা ছিলেন। কেননা নিত্যসিদ্ধাগণের নিত্য দেহত্যাগ করা সম্ভবপর নহে। পদ্মপুরাণেও ইঁহাদের সাধনের কথা "পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে" প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে।

যাহা হউক, এই সমস্ত অন্তর্গৃহগতা গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে যাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও গৃহের বাহির হইতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদের মনে হইল যে, হায়! আমরা এতদিন পরম যত্নে যাঁহাদের সেবা করিয়াছি, সেই পতিগণই আমাদের সঙ্গে প্রাণঘাতক মহাশত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিলেন এবং আমরা যে দেহকে নিজের মনে করিয়াছি, অন্নপানাদি দ্বারা পোষণ করিয়াছি, সেই দেহই আমাদের পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমনে প্রতিবন্ধক হইল। আমাদের যদি বিবাহ না হইত, তাহা হইলে এই সমস্ত বলিষ্ঠ গোপগণ আমাদের পতি হইতেন না কিংবা শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমনে বাধা প্রদান করিতেন না এবং আমাদের যদি দেহ না থাকিত তাহা হইলেও আমাদের পতিগণ আমাদের ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না। অতএব আমাদের পরম ভক্তিভাজন পতি ও পরমাদরের দেহই আমাদের শ্রীকৃষ্ণসেবায় বাধা প্রদান করিল। অতএব এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণসেবাবাধকগণের সহিত সম্বন্ধ রাখা আমাদের পক্ষে কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আমাদের পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য প্রভৃতি পরমপূজ্য আত্মীয়গণ, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া এই সমস্ত পতিগণের হস্তেই আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পিতা আমাদের দেহের জনক এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যান্য আত্মীয়বর্গও দেহেরই পালক, কিন্তু আমাদের আত্মা ও মনঃপ্রাণাদির সহিত তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই; সুতরাং তাঁহাদের উৎপাদিত ও পালিত দেহই তাঁহারা আমাদের পতির হস্তে সম্প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহারাও আমাদের দেহেরই পতি; সুতরাং তাঁহারা কেবলমাত্র আমাদের দেহেরই অধিকারী, কিন্তু আত্মা বা মনঃপ্রাণাদিতে তাঁহাদের কোনই অধিকার নাই। আমরা আমাদের আত্মা ও মনঃপ্রাণ শিশুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়াছি। আমাদের আত্মা ও মনঃপ্রাণাদিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই অধিকার; অতএব আমরা আমাদের পতিকরে সমর্পিত দেহ পতির নিকট রাখিয়া আত্মা ও মনঃপ্রাণাদি লইয়া ব্রজপতিকুমারের নিকট গমন করি,—এই কথা মনে করিয়া সেই সমস্ত অন্তর্গৃহগতা ও পতিগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা গোপীগণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া ব্রজরাজনন্দনের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহারা তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হা প্রাণৈকবন্ধো! হা বৃন্দাবনকলানিধে! আমরা এ জন্মে আর তোমার সেবাধিকার পাইলাম না। আমাদের এবারকার দেহ পতির অধিকারভুক্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া পতিকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া গেল। আমরা যেন জন্মান্তরে তোমারই প্রেয়সী হইয়া তোমার চরণসেবার অধিকার লাভ করিতে পারি। আমরা চিরদিনের জন্য তোমার চরণরেণুপূত গোকুলভূমি হইতে বিদায় লইয়া চলিলাম। কিন্তু হায়! অন্তকালে একবার তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করিতে পারিলাম না। এ নয়নে নিরন্তর পতি প্রভৃতি নানাজনের বদন দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় এ নয়ন আর তোমার বদন দর্শনের অধিকার পাইল না। কিন্তু নাথ! আমাদের মন ত কোনদিনই তুমি ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে নাই, তাই বলিতেছি, আমাদের এই আসন্ন সময়ে তুমি একবার আমাদের মনে উদয় হও। এই কথা মনে করিয়া সেই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ গৃহপ্রাঙ্গণে উপবিষ্টা হইয়া মুদ্রিত নয়নে তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন।

জগতে দেখা যায় যে—কাহারও যদি কোনও বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে আর্ত্তস্বরে তাহার পিতা, মাতা প্রভৃতি পরমাত্মীয়বর্গকে আহ্বান করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী গোপরমণীগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির বাধা ঘটার ন্যায় মহাবিপদ আর নাই। কেননা—ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্ট প্রাপ্তিকেই বিপদ বলা হইয়া থাকে। বহির্মুখ জীবের স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বিষয়বৈভবাদি বস্তুই ইষ্ট; সুতরাং তাহারা তাহারই বিয়োগে কিংবা বিয়োগাশঙ্কায় বিপন্ন হয় এবং তাহাই তাহাদের অনিষ্ট। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী গোপরমণীগণের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবাই ইষ্ট, সাধারণ জীবের ন্যায় স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বিষয় বৈভবাদি বস্তুর সঙ্গে তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই; অতএব তাহা তাঁহাদের পক্ষে ইষ্ট নহে কিংবা তাহার বিয়োগে তাঁহাদের কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির নিরাশাই তাঁহাদের পক্ষে প্রাণান্তকর মহাবিপদ বলিয়া মনে হইল, এবং মহাবিপদে তাঁহারা তাঁহাদের একমাত্র পরমাত্মীয় শ্রীকৃষ্ণকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের পতি, ভ্রাতা ও স্বজনবর্গকে কোনদিনই আত্মীয় বলিয়া মনে হয় নাই। তাঁহারা দেহ দৈহিকাদি সমস্ত অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই জীবনের সার সর্ব্বস্বরূপে অবলম্বন করিয়াছেন এবং বিপদে সম্পদে তাঁহাদের কেবলমাত্র তাঁহারই কথা মনে উদিত হইয়া থাকে, তাই তাঁহারা এই মহাবিপদে তাঁহাদের পরমাত্মীয় প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণকেই তীব্র ধ্যানযোগে হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিয়া অশ্রুব্যাপ্ত মুদ্রিত নয়নে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় গৃহপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ যখন অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলী দিয়া সেই আসন্ন মহাবিপদে তাঁহাদের পরমবান্ধব শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন, তখন ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া সেই রুদ্ধ গৃহমধ্যে তাঁহাদের রুদ্ধ হৃদয়মন্দির আলোকিত করিয়া আবির্ভূত হইলেন।

তদানীমেব তাঃ প্রাপ্তাঃ শ্রীমন্তং ভক্তবৎসলং। ধ্যানতঃ পরমানন্দং কৃষ্ণং গোকুলনায়িকাঃ॥

(বাসনাভাষ্যধৃতং মার্কণ্ডেয়বচনং)

গোকুল-রমণীগণ যখন কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া অন্তিমকালে একবার তাঁহাদের পরমপ্রিয় গোবিন্দমুখারবিন্দ দর্শনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন, তখনই তাঁহারা সেই পরমরমণীয় ভক্তবৎসল পরমানন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের হৃদয়মন্দিরে দর্শন পাইলেন।

গোপীগণের এই অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয়, এই সময়ে তাঁহাদের বাহ্যদেহ পতিগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া শতকোটি বিরহ-বৃশ্চিকদংশন জ্বালায় অভিভূত হইলেও তাঁহাদের অন্তর কোটিকোটিগুণিত ব্রহ্মানন্দ-তিরস্কারী শ্রীকৃষ্ণমিলনামৃত ধারায় অভিষিক্ত। তাঁহারা এই অবস্থায় দুঃখ ও সুখের চরমানুভব দশায় উপনীত। এত দুঃখ ও এত সুখ কেহ কদাপি কল্পনা করিতেও সমর্থ হইবেন না। বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধমাধবনাটকে পৌর্ণমাসীবাক্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অনুভূতি বর্ণনা করিয়াছেন—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো, নিস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমাসুন্দরিনন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে, জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমেব বক্রমধুরাস্তেরেব বিক্রান্তয়ঃ।

(বিদগ্ধমাধবনাটকং)

যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আছে, তাঁহাদের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণবিরহের মহাদুঃখ ও শ্রীকৃষ্ণমিলনের পরমানন্দসাগরে ভাসমান থাকিতে হয়। সে দুঃখ ও সে আনন্দের তুলনা অনুসন্ধান করিলে কুত্রাপি পাওয়া যাইবে না। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহদুঃখের সহিত তুলনা করিলে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে যত দাবানল, বাড়বানল, কালকূট, হলাহল প্রভৃতি সদ্যঃ প্রাণহর বস্তু আছে, তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যায়। তাহারা সকলে মিলিয়া বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখসিন্ধুর একবিন্দুরও সমান হইতে পারে কিনা সন্দেহ। আবার যদি শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে স্বর্গের অমৃত ত অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু বলিয়া বোধ হয়; কোটীকোটীগুণিত ব্রহ্মানন্দও সে আনন্দের সমতুল হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দসিন্ধুর তুলনায় এ সমস্ত আনন্দকে বিন্দু বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইয়া যায়। যাঁহাদের মনে এই প্রেম স্থান পাইয়াছে, তাঁহারাই ইহার অতুলনীয় বক্রতা ও মাধুর্য্যের কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপবাক্যে এই প্রেমের পরিচয় জানা যায়—

এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

জাগতিক সুখ দুঃখের সহিত শ্রীকৃষ্ণমিলন ও বিরহের সুখ দুঃখের কোনই সাদৃশ্য নাই; কাজেই জাগতিক কোন প্রকার সুখদুঃখ দ্বারা এই অতুলনীয় সুখদুঃখের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। জাগতিক সুখভোগকালে দুঃখের অনুভূতি থাকে না, এবং দুঃখভোগকালে সুখেরও অনুভূতি থাকে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবান্ ভক্তগণ যুগপৎ তাঁহাদের পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের মিলন সুখ ও বিরহ দুঃখের অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যখন বাহ্যদেহে ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হয়, তখন অন্তরে শ্রীকৃষ্ণবিরহের তীব্র তাপ অনুভূত হয় এবং যখন বাহ্যদেহে ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ হয়, তখন অন্তরে অফুরন্ত মিলনানন্দের অনুভব হইয়া থাকে। কাজেই এ সুখ দুঃখের সহিত জাগতিক কোনও সুখ দুঃখেরই তুলনা হয় না। বিশেষতঃ জাগতিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখের অবসানে যখন সুখের আরম্ভ হয় কিংবা সুখের অবসানে দুঃখের আরম্ভ হয়, তখনই নূতন নূতন সেই সমস্ত সুখ দুঃখের কিঞ্চিৎ অনুভূতি হইয়া থাকে। তাহার পর যখন অভ্যাস বশতঃ সে সমস্ত সুখ দুঃখ নিত্য অনুভূত হইয়া পুরাতনত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার অনুভব থাকে না। ভিক্ষুক যদি রাজসিংহাসনে অরোহণ করে, কিংবা রাজা যদি রাজ্য হারাইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে প্রথম প্রথম কিছুদিন সেই সুখ দুঃখের অনুভব হইয়া পরিশেষে তাহা অভ্যাসগত ও পুরাতন হইয়া যায় ও তাহার কোনও বিশেষানুভূতি থাকে না। অধিক আর কি বলিব, জগতের জীবগণ যখন প্রবল শীতের শৈত্য ও জড়তার অবসানে বসন্ত ঋতুর সুখসেব্য নাতিশীতোষ্ণ মলয় পবন স্পর্শে সুখানুভব করে, তখন আর তাহাদের শীতকালের প্রবল শৈত্য ও জড়তার কথা মনেই আসে না। এমন কি, প্রবল সংসার দুঃখের অবসানে যখন তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণের ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হয়, তখনও তাঁহাদের আর সংসার-দুঃখের অনুভূতি থাকে না। কাজেই তুচ্ছ বিষয়সুখ হইতে পরম মহান্ ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত যত প্রকার আনন্দ আছে, তাহার কিছুই কাহারও অনুভবে আসে না। অন্ধকার ব্যতীত যেমন আলোকের অনুভূতি থাকে না, সেইরূপ দুঃখ ব্যতীতও কদাপি সুখের অনুভব থাকে না। বিষয়ানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ আনন্দ এবং ক্ষুদ্রকণ্টক-বেধ কিংবা পিপীলিকা দংশনাদি ক্ষুদ্র দুঃখ হইতে আরম্ভ করিয়া তীব্রাতিতীব্র নরক যন্ত্রণা পর্য্যন্ত যত কিছু দুঃখের কথা নানা শাস্ত্রে জানা যায়, তাহা সমস্তই কেবলই সুখ কিংবা কেবলই দুঃখ। কাজেই সে সমস্ত সুখ দুঃখ প্রথমারম্ভে যৎকিঞ্চিৎ অনুভবগোচর হইয়াই অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুভব হারাইয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দ নিত্য নূতন, তাহাতে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দ ও বাহিরে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখ, কিংবা অন্তরে শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখ ও বাহিরে মিলনানন্দ থাকায় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মান ভাবে অসমোর্দ্ধ সুখদুঃখের অনুভূতি হইয়া থাকে।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রকটলীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর পুরীধামে গম্ভীরামধ্যে অবস্থান করিয়া বিরহিণী রাধিকার ভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দাস্বাদন করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে কিছু আস্বাদন করাইয়াছেন—

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে নিজভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষজ্বালা হয় অন্তরে আনন্দ ময় কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজমণীগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াও নিজ নিজ পতির বারণে বাধা পাইয়া গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া গেলেন, তাঁহাদেরও প্রবল কৃষ্ণবিরহে বাহিরে অনন্ত বিষজ্বালা ও অন্তরে ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দের অবিরল প্রবাহ অনুভব হওয়ায় তাঁহারা যুগপৎ অপার অগাধ দুঃখ ও সুখসিন্ধুর অতলতলে নিমগ্ন হইয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের পতিগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন, তাঁহারা এইরূপে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণমিলনজনিত ব্রহ্মানন্দ-তিরস্কারী পরমানন্দ এবং বাহ্যদেহে শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত কোটি-কোটিগুণিত কালকূট হলাহলের তীব্রতাগর্ব্বখর্ব্বকারী মহাদুঃখ ভোগ করিতে করিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে—"দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধূতাশুভাঃ", প্রভৃতি দুইটি শ্লোকে ইঁহাদের দেহত্যাগ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণ এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামি প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণ এই শ্লোক দুইটি লইয়া নানাপ্রকার সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজরমণীগণের দেহত্যাগ ও পরবর্ত্তিকালে শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকারপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিবিধ সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধূতাশুভাঃ" প্রভৃতি দুইটি শ্লোক সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে—অন্তর্গৃহে পতিকর্ত্তৃক অবরুদ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহের তীব্র তাপে সর্ব্ববিধ অশুভ খণ্ডন হইয়া গিয়াছিল, এবং ধ্যানপ্রাপ্ত অচ্যুতের (শ্রীকৃষ্ণের) আলিঙ্গনানন্দে তাঁহাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত জারবুদ্ধিতে সঙ্গত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ সর্ব্ববিধ বন্ধন প্রক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা তাঁহাদের গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দুইটি শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য ধারণা করিতে হইলে এই প্রকার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় না। শ্লোকস্থ অশুভ এবং মঙ্গল শব্দের অর্থ কি? গোপরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণে জারবুদ্ধি কিরূপ? তাঁহাদের পরিত্যক্ত দেহে গুণময় বিশেষণের তাৎপর্য্য কি? তাঁহাদের যে বন্ধন প্রক্ষীণ হইয়াছিল, সেই বন্ধন কিরূপ এবং তাহার প্রক্ষীণতাই বা কি? এবং দেহান্তে তাঁহাদের কোন্ ধামে কি ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইয়াছিল এবং তাঁহাদের পরিত্যক্ত দেহগুলি তাঁহাদের পতিগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল কিনা? এই প্রকার বিস্তৃত সমালোচনা ব্যতীত এই দুইটি শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য ধারণা করা যায় বলিয়া মনে হয় না।

প্রাচীন টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ এই দুই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—কিঞ্চ, তদানীমেব তাঃ পরমাত্মানং কৃষ্ণং ধ্যানতঃ প্রাপ্তাঃ সত্যো গুণময়ং দেহং জহুরিত্যাহ শ্লোকদ্বয়েন—দুঃসহেতি। নন্থ কথং জহুঃ? পরমাত্মেতি জ্ঞানাভাবাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—জারবুদ্ধ্যাপীতি। ন হি বস্তুশক্তির্বুদ্ধিবৃত্তিমপেক্ষতে। অন্যথা মত্বা পীতামৃতবৎ। নন্থ তথাপি প্রারব্ধকর্ম্মবন্ধনে সতি কথং জহুঃ? তত্রাহ সদ্যঃপ্রক্ষীণবন্ধনা ইতি। নন্থ কথং ভোগমন্তরেণ প্রারব্ধং কর্ম্মক্ষীণং? ভোগেনৈব সদ্যঃক্ষীণমিত্যাহ দুঃসহেতি॥ (শ্রীধরস্বামিটীকা)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ যখন তাঁহাদের পতি কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইলেন, তখন তাঁহারা ধ্যান-যোগে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন—"দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ" প্রভৃতি দুইটি শ্লোকে এই কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে যে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া জানিতেন না, যথাপি তাঁহাদের গুণময় দেহত্যাগ হইল কেন? (পরমাত্মজ্ঞান ব্যতীত গুণমুক্তির দ্বিতীয় উপায় নাই, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।) তাহাতে বক্তব্য এই যে—ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া না জানিলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে জার (উপপতি) বলিয়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহাদের "কৃষ্ণ জ্ঞান ছিল না" এ কথা বলা যায় না। যদি কেহ বিষজ্ঞানে অমৃত পান করে, তাহা হইলে তাহার কি অমরত্ব লাভ হয় না? কোনও বস্তুবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান থাক বা না থাক, সে বস্তু কদাপি তাহার শক্তি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না? রাজসূয় যজ্ঞস্থলে কুরুরাজ দুর্য্যোধন জলকে স্থলবুদ্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কি কাপড় ভিজে নাই? এখনও যদি কেহ মণিবুদ্ধিতে কিংবা অন্য কোনও ভ্রান্তবুদ্ধিতে অগ্নিকণায় হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহার কি হস্ত দগ্ধ হয় না? যে শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার জন্য কত যোগীন্দ্র মুনিন্দ্রগণ নির্জ্জন বনে তীব্রধ্যানে কত শত শত বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন, যে শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিলে জীবের সর্ব্ববিধ বন্ধন মোচন হইয়া যায় এবং অমৃতত্ব লাভ হয়, ব্রজরমণীগণ পরমপ্রেমে অন্ধ হইয়া তাঁহার স্বরূপানুসন্ধান করিতে না পারিলেও জারবুদ্ধিতে তাঁহারই চরণে দেহ মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলিয়া ধারণা করিতেন বলিয়া সেই জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ কি সত্যসত্যই উপপতি হইয়া গিয়াছেন? অমৃতকে বিষ মনে করিলে অমৃত কি সত্য সত্যই বিষ হইয়া যায়? অগ্নিকণাকে হীরকখণ্ড মনে করিলে কি অগ্নিকণা সত্য সত্যই হীরক খণ্ড হইয়া যায়? সুতরাং প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের প্রেমের ধারণায় অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলিয়া বুঝিলেও বস্তুশক্তি প্রভাবে ব্রজরমণীগণের অমৃতত্বই লাভ হইয়াছিল। এখানে ইহাও বিবেচ্য যে—ব্রজ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমণীগণ জগৎপতিকে উপপতি জ্ঞান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উপপতিকে জগৎপতি জ্ঞান করেন নাই। কাজেই তাঁহারা উপপতিবুদ্ধিতেও জগৎপতির কৃপাশক্তিই লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা উপপতিকে জগৎপতি জ্ঞান করেন বা করিবেন, তাঁহারাও জগৎপতিবুদ্ধিতেই উপপতি হইতে যাহা প্রাপ্য তাহাই পাইয়া থাকেন বা পাইবেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যেও জানা যায় যে—সর্ব্বাত্মক পরব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে প্রতিভাত, কিন্তু তাই বলিয়া জগৎ ব্রহ্ম নহে—ব্রহ্ম জগৎ। কাজেই যাঁহারা জগৎকে ব্রহ্ম মনে করেন, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ হইতে যাহা প্রাপ্য তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যের বিপরীতার্থ ধারণায় যাঁহারা সর্পব্যাঘ্রাদিকেও ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করেন, তাহাদের সাযুজ্য লাভের পরিবর্ত্তে অকাল মৃত্যুকেই বরণ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মকে জগৎ জ্ঞান করেন, তাঁহারা জগৎজ্ঞানেও ব্রহ্ম হইতে যাহা প্রাপ্য তাহাই পাইয়া থাকেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মবুদ্ধি না থাকিলেও তাঁহাদের উপপতিবুদ্ধিতেই পরমাত্মনিষ্ঠায় গুণময় দেহের নিবৃত্তি হওয়া অযৌক্তিক কিংবা আশ্চর্য্যজনক হয় নাই। ইহাতেও সন্দেহ হইতে পারে যে—ব্রজরমণীগণের উপপতিবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞান হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত গুণময়দেহনিবৃত্তি কি ভাবে সম্ভবপর হইল? তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণধ্যানপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইয়া গিয়াছিল। "মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" এই শাস্ত্রবচনানুসারে যদি সন্দেহ হয় যে, শতকোটি কল্পকাল অতীত হইয়া গেলেও ভোগ ব্যতীত কদাপি প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হয় না; সুতরাং ব্রজরমণীগণের সদ্যঃ সদ্যঃ প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় কিরূপে সম্ভবপর হইল? তাহাতে বক্তব্য এই যে,—সুখ ও দুঃখ এই দুই প্রকারই কর্ম্মফল হইয়া থাকে। ব্রজরমণীগণের বাহ্যদেহে শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখ এবং অন্তরে শ্রীকৃষ্ণমিলন-সুখভোগ হওয়ায় সর্ব্ববিধ সুখ ও দুঃখেরই ভোগ হইয়া গিয়াছিল। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখ ভোগ হয় তাঁহাদেরও আর অন্য কোন প্রকার দুঃখভোগই অবশিষ্ট থাকে না এবং যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দ ভোগ হয়, তাঁহাদেরও আর কোন প্রকার সুখভোগ অবশিষ্ট থাকে না। কেননা যত প্রকার দুঃখ আছে, তাহা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণবিরহ ও মিলনরূপ দুঃখ ও সুখের অন্তর্ভুক্ত। যাঁহাদের লক্ষ মুদ্রা লাভ বা ক্ষতি হয় তাঁহাদের দুই চারি মুদ্রা লাভ বা ক্ষতির সুখ দুঃখের আর পৃথক্ ভোগ থাকে না। সমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন ব্যক্তির আর শিশিরণাসম্পাতজনিত ক্ষুদ্র দুঃখের পৃথক্ অনুভূতি থাকে না, কিংবা ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে আর ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দের তুচ্ছ অনুভূতি কার্য্যকরী হয় না। কাজেই ব্রজরমণীগণের দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহজনিত তীব্রতাপ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনজনিত পরমানন্দভোগই সর্ব্ববিধ ভোগের অবসান করিয়া গুণময় দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদানের হেতু হইয়াছিল।

শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যায় স্পষ্টই জানা যায় যে—গৃহমধ্যে পতিকর্ত্তৃক অবরুদ্ধা গোপীগণের গুণময়দেহ এবং প্রারব্ধকর্ম্মের বন্ধন ছিল। শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দে তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্মবন্ধনের অবসান হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মবুদ্ধি না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে জারবুদ্ধি বশতঃই তাঁহাদের বস্তুশক্তি প্রভাবে গুণময়দেহ নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর বৃহৎক্রমসন্দর্ভ টীকাতেও ঠিক এই ভাবেরই ইঙ্গিত দেখা যায়—

দুঃসহেন প্রেষ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহেণ যস্তীব্রতাপস্তেন ধূতানি অশুভানি যাসাং তেনাশুভকর্ম্মক্ষয়ঃ। ধ্যানেন প্রাপ্তো যঃ অচ্যুতস্যাশ্লেষঃ তৎকৃতয়া নিবৃত্ত্যা ক্ষীণানি মঙ্গলানি শুভকর্ম্মাণি যাসাং তাস্তথা। অনেন শুভকর্ম্মক্ষয়ঃ। যাবদ্দুঃখক্ষয় একেন শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখেন জাত ইতি তদ্বিরহস্য দুঃখত্বাধিক্যং এবং যাবৎ সুখক্ষয় একেন কৃষ্ণস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানানন্দেন জাত ইতি তদ্ধ্যানানন্দস্য সর্ব্বসুখাতিরিক্তত্বং ব্যজ্যং। তথা তদা শুভাশুভকর্ম্মক্ষয়ে তদারব্ধদেহপাত উপসন্নে যদভূৎ তদাহ তমেবেতি॥ (বৃহৎক্রমসন্দর্ভটীকা)

গৃহমধ্যে পতিকর্ত্তৃক অবরুদ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণনিকটে যাইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহাদের দুঃসহ বিরহতাপ উপস্থিত হইল ও তাহাতে তাঁহাদের সর্ব্ববিধ অশুভকর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেল; এবং ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গন লাভ করিয়া তাঁহাদের সর্ব্ববিধ শুভকর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেল। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখ ভোগেই সর্ব্ববিধ দুঃখভোগের অবসান হইল গেল; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখ অন্যান্য সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে অনেকগুণে অধিক এবং তাঁহাদের ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দ ভোগে সর্ব্ববিধ সুখভোগের অবসান হইয়া গেল বলিয়া ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দও অন্যান্য সর্ব্ববিধ আনন্দ হইতে অতীব শ্রেষ্ঠতর ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের এইভাবে সর্ব্ববিধ শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের আর শুভাশুভ কর্ম্মারব্ধ দেহ ধারণ করা কোনপ্রকারেই সম্ভবপর হয় নাই, তখন তাঁহারা যে ভাবে কর্ম্মারব্ধ গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা "তমেব পরমাত্মানং" প্রভৃতি পরবর্ত্তি শ্লোকে বর্ণিত আছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর এই ব্যাখ্যায় প্রারব্ধকর্ম্মের নামোল্লেখ না থাকিলেও ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখে সর্ব্ববিধ অশুভ কর্ম্মক্ষয় এবং ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দ ভোগে সর্ব্ববিধ শুভকর্ম্মক্ষয় ও শুভাশুভ কর্ম্মারব্ধ দেহপাতের কথায় জানা যায় যে,—পূর্ব্বোক্ত শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যার সহিত এই ব্যাখ্যার বিশেষ কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

ইহা ছাড়া শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীপাদ সুদর্শন সূরি ও শ্রীপাদ বীররাঘবাচার্য্য, শ্রীমন্মাধ্ব সম্প্রদায়সিদ্ধান্তধুরন্ধর শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজ তীর্থ, শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামিসিদ্ধান্তনির্ব্বাহকাচার্য্য শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য এবং শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীপাদ শুকদেব প্রভৃতি টীকাকারগণও গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা গোপরমণীগণের প্রারব্ধ কর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহ দুঃখ ও অন্তরে শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দে তাহার ক্ষয় স্বীকার করিয়াছেন। এই সমস্ত টীকাকারগণের মতে "দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ" প্রভৃতি শ্লোকস্থ অশুভ শব্দের অর্থ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে অবশ্যভোগ্য দুঃখ এবং মঙ্গল শব্দের অর্থ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে অবশ্যভোগ্য সুখ। শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি সমস্ত টীকাকারগণের ব্যাখ্যানুসারে অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধা গোপীগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানা যায় যে, এই সমস্ত গোপীগণ পূর্ব্বজন্মে তীব্র সাধনানুষ্ঠান করিয়া গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দুশ্ছেদ্য প্রারব্ধ কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন না হওয়ায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার পর যখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিরহের তীব্রতাপ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনের পরমানন্দ ভোগ হইল, তখন তাঁহাদের সর্ব্ববিধ দুঃখ ও সুখের অবসান হইয়া গেল। সুতরাং তখন আর তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে অবশ্যভোগ্য সুখ দুঃখও কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিল না। এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য তাঁহার সুবোধিনী টীকায় বলিয়াছেন—

কোটিব্রহ্মকল্পেষু কুম্ভীপাকাদিনরকেষু যাবৎদুঃখং ভবেৎ তাবৎ দুঃখং ভগবদ্বিরহে ক্ষণমাত্রেণ জাতং ততঃ সর্ব্বপাপফলভোগঃ সমাপ্তঃ। কোটিব্রহ্মকল্পেষু স্বর্গাদিলোকেষু যাবৎ সুখমনুভূয়তে তাবৎ ভগবদাশ্লেষে ক্ষণমাত্রেণৈবানুভূতং অতঃ পুণ্যক্ষয়োঽপি জাতঃ। (শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যকৃত সুবোধিনীটীকা)।

কোটিকোটি ব্রহ্মকল্প পরিমিতকাল কুম্ভীপাক নরকাদি ভোগে যে দুঃখ হয়, শ্রীকৃষ্ণবিরহে ক্ষণকাল মধ্যেই সেই পরিমাণ দুঃখ ভোগ হইয়া যায়; সুতরাং অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে ক্ষণকাল মধ্যেই ধারণাতীত ও কল্পনাতীত দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাদের আর কোন প্রকার দুঃখভোগই অবশিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল না। কোটিকোটি ব্রহ্মকল্প-পরিমিতকাল স্বর্গাদিলোকে বাস করিলে যে সুখভোগ হয়, শ্রীকৃষ্ণমিলনে ক্ষণকাল মধ্যেই সেই পরিমাণ সুখভোগ হইয়া যায়, সুতরাং অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণ যখন ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের মিলনানন্দ ভোগ করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহাদের ক্ষণকাল মধ্যেই ধারণাতীত ও কল্পনাতীত আনন্দসিন্ধুর আস্বাদন হইয়া গিয়াছিল; কাজেই তাঁহাদের কোন প্রকার দুঃখ ও সুখ ভোগই অবশিষ্ট ছিল না।

যাহা হউক, এই সমস্ত টীকাকারগণের মতে তীব্রসাধনপ্রভাবে গোপীদেহ লাভ করিয়াও অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণ প্রারব্ধ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, ইহা স্পষ্টই জানিতে পারা যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীটীকা, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর লঘুতোষণী টীকা এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সারার্থদর্শিনীটীকা সমালোচনা করিলে অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণের প্রারব্ধ কর্ম্মের বন্ধন ছিল বলিয়া মনে হয় না।

তয়োঃ শব্দয়োঃ পাপপুণ্যপর্য্যায়ত্বাভাবাৎ তয়োঃ স্বস্বপ্রতিনিয়তফলদাতৃত্বাৎ পাপস্য তু সুতরাং ভগবদ্বিরহময়-প্রেমস্ফোরকত্বাভাবাৎ "ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে" ইতি পাদ্মোত্তরকার্ত্তিকমাহাত্ম্যানুসারেণ সুতরাং তৎপ্রারব্ধজন্মত্বাভাবাৎ। কিন্তু "গুরুপুত্রমিহানীতং" ইতি ন্যায়েন প্রারব্ধরক্ষণারক্ষণয়োঃ স্বপ্রেমবর্দ্ধনবিদগ্ধ-শ্রীভগবদিচ্ছৈকময়ত্বাৎ নান্যথা ব্যাখ্যাতং" (শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকৃত লঘুতোষণীটীকা)

"দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ" প্রভৃতি শ্লোকস্থ "অশুভ" এবং "মঙ্গল" শব্দের পাপ ও পুণ্য এই অর্থই যে হইবে তাহা বলা যায় না। কেন না, এই দুই শব্দ পাপ ও পুণ্যের পর্য্যায়ভুক্ত নহে। বিশেষতঃ পাপ ও পুণ্যের ফলে যে কোনও দুঃখ, কিংবা যে কোনও সুখের ভোগ হয় না। যে পাপের ফলে যে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে এবং যে পুণ্যের ফলে যে সুখ ভোগ করিতে হইবে তাহা বেদ পুরাণদি শাস্ত্রে ধরাবাঁধাই আছে। যেমন "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" এই শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে স্বর্গসুখই ভোগ হইয়া থাকে। যে কোনও সুখভোগ দ্বারা কখনও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত পুণ্যফলের নিষ্কৃতি হয় না। এইরূপ বিবিধ শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্মের "কুম্ভীপাকেষু পচ্যতে" প্রভৃতি ফলশ্রুতি দেখা যায়, তাহারও যে কোনও দুঃখভোগ দ্বারা পরিশোধের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায় না। আরও বিশেষ বিবেচনার কথা এই যে,—এমন কোনও পাপ এ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই কিংবা হইবে না যাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখ ভোগ হইতে পারে। কেননা, শ্রীকৃষ্ণবিরহ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেরই অন্তর্গত। যাহার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম নাই, তাহার কদাপি শ্রীকৃষ্ণবিরহ হয় না। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেই মিলনবিরহময়। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আছে, তাঁহারাই কখনও শ্রীকৃষ্ণবিরহ এবং কখনও শ্রীকৃষ্ণমিলন উপভোগ করিয়া থাকেন। "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে" এই রসশাস্ত্রবচনে জানা যায় যে, বিরহদুঃখ ব্যতীত কদাপি মিলনানন্দের পুষ্টিবিধান হয় না। কাজেই পরিপূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দের উপভোগের জন্যই শ্রীকৃষ্ণবিরহের আবির্ভাব, ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং এমন কোনও পাপের কথাই কোনও শাস্ত্রে নাই যে,—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভ করিয়া তাঁহার বিরহদুঃখ ভোগ করিতে হয়। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকায় দেখা যায়—"বিরহেঽপি প্রেমবিশেষোদয়েনানন্দবিশেষঃ স্যাদিতি ভাগবতামৃতে বিবৃতমেবাস্তি" "শ্রীকৃষ্ণ-বিরহেও প্রেমবিশেষ বশতঃ আনন্দবিশেষের অনুভব হইয়া থাকে, ইহা ভাগবতামৃতগ্রন্থে বিবৃত আছে"। অতএব শ্রীকৃষ্ণবিরহে যে কেবলমাত্র দুঃখই ভোগ হইয়া থাকে তাহাও বলা যায় না; এবং কোনও পাপের ফলে তাহার ভোগও হইতে পারে না।

"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে" এই পদ্মপুরাণবচনে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণভক্তচূড়ামণিগণের কোনও প্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কেননা "জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিবিমুক্তাস্তে ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংশয়ঃ"। শ্রীকৃষ্ণভক্তচূড়ামণিগণ শ্রীকৃষ্ণভজনপ্রভাবে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি বিমুক্ত হইয়া যান, ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ যে প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ অবশিষ্ট রাখিয়া গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না কিংবা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসম্মত বলিয়াও ধারণা হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে পঞ্চচত্বারিংশৎ (৪৫) অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি মুনির নিকট বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিতে প্রস্তুত হইলে সান্দীপনি মুনি তাঁহার মৃতপুত্র আনয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন যমালয়ে গিয়া যমকে আদেশ করিলেন,—

গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্ম্মনিবন্ধনং। আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

হে মহারাজ! (ধর্ম্মরাজ!) তুমি আমার গুরুপুত্রের কর্ম্মফলানুসারে তাহাকে তোমার আলয়ে লইয়া আসিয়াছ। আমার আদেশে তুমি এখনই তাহাকে আমার নিকট আনিয়া দাও।

শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশে ধর্ম্মরাজ তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের গুরুপুত্রকে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণহস্তে সমর্পণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি মুনির নিকট গিয়া তাঁহার প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা দান করিলেন।

অতএব স্বতন্ত্রশিরোমণি সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার চরণাশ্রিত এবং সেবাকাঙ্ক্ষা-নিরত ভক্তগণের প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে। শ্রীভগবান্ স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর বলিয়া কি ভাবে কাহার প্রেমবর্দ্ধনের জন্য কি লীলা করেন তাহা কেহই ধারণা করিতে পারে না। কর্ম্মবন্ধন থাকিলে যদি কোনও ভক্তের প্রেমবর্দ্ধন হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ তাহাকে কিছুদিন কর্ম্মবন্ধনেই বদ্ধ রাখেন। কাহারও যদি কর্ম্মমুক্তিতে প্রেমবর্দ্ধন হয়, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন। শ্রীভগবানের ভক্তচূড়ামণিগণের কর্ম্মবন্ধনের সহিত কোনই বাধ্যবাধকতা নাই। তাঁহাদের সর্ব্ববিধ বাধ্যবাধকতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণসেবনের সঙ্গে। এই সেবাধিকার প্রাপ্তির সাহায্যের জন্য, শ্রীভগবান্ কখন কোন্ ভক্তকে কি অবস্থায় উপনীত করেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের পতিকর্ত্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের যদি এই প্রকার অবরোধ না হইত তাহা হইলে কখনই তাঁহারা তাঁহাদের পতিভুক্তদেহ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতেন না। কাজেই শ্রীভগবানের কৃপা ও ভক্তবাৎসল্যের শক্তিতেই ব্রজরমণীগণের গৃহমধ্যে অবরোধ সংঘটিত হইয়াছিল ও তীব্রবিরহতাপ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত মিলনানন্দের অনুভূতি হইয়াছিল। তাঁহাদের কোনও কার্য্য কিংবা কোনও অবস্থাবিশেষের সহিত প্রারব্ধ কর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী তাঁহার সারার্থদর্শিনীটীকায় বলিয়াছেন—

ভগবদ্বিরহসংযোগোত্থসুখদুঃখাভ্যাং প্রারব্ধপাপপুণ্যানি নষ্টানি তেষাং স্বফলভোগৈকনাশ্যত্বাদিতি ব্যাখ্যা তু বৈষ্ণবানাং মতে ন যুজ্যতে। ভগবদ্বিরহসংযোগয়োঃ পাপপুণ্যফলত্বাভাবাৎ। তাদৃশানাং প্রারব্ধনাশস্তু ভজন-দশায়ামেব অনর্থনিবৃত্তিভূমিকারূঢ়ানামিত্যাহুঃ॥ (শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনীটীকা)।

"গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণনিকটে যাইতে না পারিয়া তীব্র শ্রীকৃষ্ণ-বিরহদুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া শ্রীকৃষ্ণমিলনের পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মহাদুঃখ ও মহাসুখ ভোগে প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত পাপ পুণ্যের অবসান হইয়া গিয়াছিল। প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত দুঃখ ও সুখ কিছুতেই খণ্ডন হয় না, একমাত্র ভোগই সেই দুঃখ ও সুখের নিবৃত্তি-হেতু। কাজেই [ব্রজরমণীগণের প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত দুঃখ ও সুখভোগের অবসান হয় নাই বলিয়াই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখ ও ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনসুখই তাঁহাদের সর্ব্ববিধ প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান করিয়া দিয়াছিল।" এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া ব্রজরমণীগণের প্রারব্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মক্ষয় এবং গুণময়দেহ নিবৃত্তির সামঞ্জস্য করা যায় এবং অনেক টীকাকারগণই তাহাই করিয়াছেন ; কিন্তু এই প্রকার ব্যাখ্যা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসম্মত নহে। কেননা শ্রীভগবানের বিরহদুঃখ এবং তাঁহার সহিত মিলনের আনন্দ কোন প্রকার পাপ পুণ্যের ফল নহে। বেদ পুরাণাদি অনন্ত শাস্ত্রে এমন কোনও পাপ পুণ্যের উল্লেখ নাই যে, তাহার ফলে শ্রীভগবানের সহিত বিরহ ও মিলন হইতে পারে। বিশেষতঃ সাধকভক্তগণ যখন সাধনভক্তি যাজন করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন প্রথমতঃ শ্রীভগবানের অপার করুণায় ভক্তিযাজনে শ্রদ্ধা ও তাহার পর ভজনপরায়ণ ভক্তগণের সঙ্গ বশতঃ ভজনক্রিয়ানুষ্ঠান করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়। তাহার পর অপরাধশূন্য হইয়া এবং লাভ পূজাপ্রতিষ্ঠাদি অন্তরায় উপেক্ষা করিয়া কায়মনোবাক্যে নিষ্কামভাবে শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ ভজন করিতে করিতে সাধকভক্তের সর্ব্ববিধ অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া যায় ও তাহাতে প্রারব্ধকর্ম্ম প্রভৃতি যত কিছু শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমলাভের প্রতিবন্ধক থাকে, তাহা সমস্তই তিরোহিত হইয়া যায়। গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণ যখন তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষি ছিলেন, সেই সময়েই যখন শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকারপ্রাপ্তির লালসায় রাগমার্গানুমোদিত সাধনভক্তি যাজন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন অনর্থনিবৃত্তি ভূমিকায় উপস্থিত হইলেই তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্ম প্রভৃতি যাহা কিছু অন্তরায় ছিল তাহা সমস্তই দূর হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর তাঁহারা ক্রমশঃ সাধনপরিপাকে নিষ্ঠা, আসক্তি, রুচি এই তিন স্তর অতিক্রম করিয়া যখন রতিলাভ করেন সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তাঁহাদের গোকুলে গোপীগর্ভে জন্ম হয়। কাজেই এই সমস্ত সাধনসিদ্ধা গোপীগণের কদাপি প্রারব্ধ কর্ম্মফলভোগ অবশিষ্ট থাকা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নানাবিধ শাস্ত্রবাক্য এবং যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তির অচিন্ত্যশক্তি বশতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তের সর্ব্ববিধ কর্ম্মফল খণ্ডন হইয়া যায়।

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতং)

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—যেমন প্রজ্বলিত বহ্নিজ্বালায় কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ ভক্তিপ্রভাবেও সর্ব্ববিধ পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে—ভক্তির অখণ্ডনীয় প্রভাবের নিকট কর্ম্মের বন্ধন কিছুই নহে। যদিও এই সমস্ত শাস্ত্রবচন দেখিয়াও কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন কিংবা করিয়া থাকেন যে—ভক্তিপ্রভাবে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মফল খণ্ডন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রারব্ধ কর্ম্ম খণ্ডন হয় না। কেননা ভোগ ব্যতীত কিছুতেই প্রারব্ধ কর্ম্মফল খণ্ডন হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহাতে বক্তব্য এই যে—শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে ইহাও বলিয়াছেন—

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ। (শ্রীমদ্ভাগবতং)

শ্বপাক (কুক্কুরভক্ষক চণ্ডালবিশেষ) পর্য্যন্ত ভক্তিপ্রভাবে সম্ভব অর্থাৎ যে পাপ বশতঃ শ্বপাক-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়—ভক্তিপ্রভাবে সেই মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। ইহা ছাড়াও—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বনাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

যে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে, যাঁহার চরণে প্রণতিতে ও যাঁহার চরণ স্মরণে—শ্বাদ (কুক্কুরভক্ষক চণ্ডালবিশেষ) পর্য্যন্ত সদ্যঃ যজ্ঞানুষ্ঠানের যোগ্যতা লাভ করে, সেই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব।

এই সমস্ত শাস্ত্রবচনে স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণভক্তের প্রারব্ধ কর্ম্মফলও বিনষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন যে—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা। সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

শুদ্ধা ভক্তি সর্ব্ববিধ ক্লেশহারিণী, সর্ব্বমঙ্গলপ্রদা, মোক্ষানন্দতিরস্কারিণী, সুদুর্লভা, সচ্চিদানন্দস্বরূপা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। তাঁহার মধ্যে পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা এই তিনের নাম ক্লেশ। পাপও আবার অপ্রারব্ধ এবং প্রারব্ধভেদে দ্বিবিধ; সুতরাং ক্লেশঘ্নী ভক্তির প্রভাবে শুদ্ধভক্তের অপ্রারব্ধ এবং প্রারব্ধ এই দ্বিবিধ পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীভগবানের যে চতুঃষষ্টি (৬৪) গুণ বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে "অবিচিন্ত্যমহাশক্তি" এই গুণের উল্লেখ আছে এবং তাহার পরিচয় বর্ণিত আছে যে—

দিব্যসর্গাদি কর্তৃত্বং ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহনং। ভক্তপ্রারব্ধহারিত্বং ত্রিধাবিচিন্ত্যশক্তিতা॥ (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

অপ্রাকৃতসৃষ্টিসামর্থ্য, ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহনসামর্থ্য এবং চরণাশ্রিত ভক্তের প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় করিবার শক্তি—এই তিন রূপে শ্রীভগবানের অবিচিন্ত্য মহাশক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে শ্রীভগবানের ভক্তপ্রারব্ধহারিত্ব গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত "গুরুপুত্রমিহানীতং" প্রভৃতি শ্লোক উল্লেখ করিয়া দেখান হইয়াছে যে, সান্দীপনি মুনির পুত্র নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য যমালয়ে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তপ্রারব্ধহারী শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগের অবসান না হইতেই তাঁহাকে যমালয় হইতে আনিয়া গুরুদক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। সুতরাং কর্ম্ম,জ্ঞান কিংবা যোগসাধনার ফলে প্রারব্ধ কর্ম্মফল খণ্ডন হওয়া সম্ভব না হইলেও অবিচিন্ত্যশক্তিনিকেতন শ্রীভগবানের ইচ্ছায় এবং শুদ্ধাভক্তিপ্রভাবে ভক্তের প্রারব্ধ কর্ম্মফলের অবসান হওয়া অসম্ভব নহে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রদর্শিত এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য এবং যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে অবিচিন্ত মহাশক্তিনিকেতন শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি এবং ভক্তির অচিন্ত্য বৈভবের নিকট প্রারব্ধ কর্ম্মফলের অচ্ছেদ্য বন্ধনও অকিঞ্চিৎকর। শুদ্ধাভক্তি যাজন করিতে করিতে যখন অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া যায়, সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণভক্তের প্রারব্ধ, সঞ্চিত এবং ক্রিয়মাণ এই ত্রিবিধ কর্ম্মবন্ধনই ছিন্ন হইয়া যায়। যে সমস্ত সাধকভক্তগণ সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে রতিলাভ করিয়াছেন. তাঁহাদের সঙ্গে প্রারব্ধ প্রভৃতি ত্রিবিধ কর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই। যাঁহারা রতিলাভের পর পার্ষদদেহ পাইয়া প্রকটলীলাভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। যে সমস্ত গেপীগণের কথা লইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মাদি সম্বন্ধে এত আলোচনা হইল, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি ছিলেন, তাঁহারা গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যে সাধনভক্তিযাজন করিবার সময়েই অনর্থ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইয়া তাহার পর ক্রমশঃ রতি লাভ করিয়াছেন এবং যথাসময়ে গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে যাইতে পারিলেন না বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখ ভোগ করিলেন, তাহা তাহাদের প্রারব্ধকর্ম্মের ফল নহে, তাহা কেবলমাত্র স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর শ্রীব্রজরাজনন্দনেরই চাতুরী এবং প্রেমেরই বক্রমধুর গতিভঙ্গি।

ভক্তি এবং ভক্তিবেদ্য শ্রীভগবানের প্রারব্ধ কর্ম্মফল খণ্ডন করিবার মহাশক্তির কথা নানাশাস্ত্রে আলোচিত এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসম্মত হইলেও শ্রীপাদজীবগোস্বামি প্রভৃতি বৈষ্ণব টীকাকারগণ "দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ" প্রভৃতি শ্লোকের টীকায় গোপীগণের প্রারব্ধ কর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহ ও ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দে তাহার অবসানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কেন, তাহা শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী তাঁহার টীকায় আলোচনা করিয়াছেন—

গোপীনাং প্রাপ্যমতিরহস্যং বস্তু বহিরঙ্গলোকেভ্যো গোপয়ন্ তান্ প্রতি বাহ্যমর্থং, অন্তরঙ্গান্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞান্ প্রতি তু স্বাভীপ্সিতমাভ্যন্তরমেবার্থং জ্ঞাপয়ংস্তন্ত্রেণাহ—দুঃসহেতি। তত্র বহির্মুখান্ প্রতি তাভ্যঃ কৃষ্ণো-মোক্ষং দদাবিত্যাহ। (শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনীটীকা)।

পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব যখন গঙ্গাতীরে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন, সে সময়ে সে স্থানে বহুতর শ্রীকৃষ্ণভক্তচূড়ামণি উপস্থিত ছিলেন এবং অসংখ্য যোগী, ঋষি, ন্যাসী, তপস্বী, ধ্যানী, জ্ঞানী ও মুনিগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীভগবানের রাসাদি লীলাকথা এবং রাসাদি লীলায় গোপীগণের প্রেম-সেবার কথায় একমাত্র প্রেমবান্ ভক্তেরই অধিকার। যোগী জ্ঞানী প্রভৃতি মহানুভবগণ শ্রীভগবানের পরমাত্মা ও ব্রহ্মস্বরূপের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেও শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহের মাধুর্য্য এবং প্রেমবান্ পার্ষদগণের প্রেমসেবা পরিপাটীতে তাঁহাদের বুদ্ধি প্রবেশ করে না।

চর্ম্ম চক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ। জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

যোগী জ্ঞানী প্রভৃতি মহানুভবগণের যোগ জ্ঞানাদি সাধনপূতবুদ্ধিতে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপমাত্রেরই অনুভব হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে শ্রীভগবানের লীলাবৈভবের অনুভূতি হয় না। কাজেই শ্রীভগবানের লীলা-মাধুর্য্যানুভবের পক্ষে একমাত্র প্রেমভক্তিই অন্তরঙ্গ এবং যোগজ্ঞানাদি সর্ব্ববিধ সাধনই তাহাতে বহিরঙ্গ। পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব, শ্রীভগবানের প্রেমময়ীলীলা ও তাহার সিদ্ধান্ত বর্ণনার সময় এমন ভাবে তাহা প্রকাশ করেন যে—কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ ভক্তগণই তাহার প্রকৃত মর্ম্ম ধারণা করেন এবং বহিরঙ্গগণ তাঁহাদের বহিরঙ্গ ধারণার অনুরূপ ভাবে অর্থ গ্রহণ করেন। "দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ" প্রভৃতি দুইটি শ্লোকও এমন ভাবে বর্ণিত আছে যে—তাহা শুনিলে আপাততঃ মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণবিরহে এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দে গোপীগণের প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইয়া গেল ও তাহাতে তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্মারব্ধ দেহ বন্ধনমুক্ত হইয়া গেল। কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্তবিজ্ঞ অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ইহাতেই তাঁহাদের অভীপ্সিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখে গোপীগণের কি প্রকার অশুভ ক্ষয় হইল এবং শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দে তাঁহাদের কি প্রকার মঙ্গল ক্ষয় হইল। গোপী-গণের গুণময় দেহ ত্যাগ সম্বন্ধেও এইরূপ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ ভাবানুসারে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকৃত বৃহৎক্রমসন্দর্ভটীকা এবং শ্রীপাদ বীররাঘবাচার্য্য, শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজতীর্থ এবং শ্রীপাদ শুকদেব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব টীকাকারগণের ব্যাখ্যাতেও যে গোপীগণের প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় এবং তজ্জনিত দেহ নিবৃত্তির কথা জানা যায়, তাহাও এই আপাত প্রতীত অর্থেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকৃপা এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রভাবে সাধন দশাতেই প্রারব্ধ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্ম্মের বন্ধন মুক্তির পর রতিলাভ করিয়া গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধনসিদ্ধা গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনে কি হইয়াছিল এবং তাঁহাদের গুণময় দেহ ত্যাগ কিরূপ—তাহা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুসারে ধারণা করিতে পারিলেই বোধ হয় প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণভক্তির অচিন্ত্যপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত ভক্তের প্রারব্ধকর্ম্মবন্ধন মুক্তি হওয়া কিছুই কঠিন নহে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে শাস্ত্রপ্রমাণ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রদর্শিত যুক্তিদ্বারা দেখান হইয়াছে; সুতরাং যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন তাঁহাদের কোন প্রকার প্রারব্ধকর্ম্মের বন্ধন ছিল না, ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে নিঃসন্দিগ্ধ। এখন আলোচ্য এই যে, "দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ" প্রভৃতি শ্লোকে প্রদর্শিত অশুভ ও মঙ্গল শব্দের অর্থ কি? গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণের দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহে অশুভ ধৃত হইয়াছিল এবং ধ্যানপ্রাপ্ত অচ্যুতালিঙ্গনে মঙ্গল ক্ষীণ হইয়াছিল, ইহাই "দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ" প্রভৃতি শ্লোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাশ্রুত অর্থ। সাধারণ সিদ্ধান্তানুসারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণবিরহ এবং মিলনানন্দে তাঁহাদের প্রারব্ধকর্ম্মজনিত দুঃখ ও সুখের অবসান হইয়াছিল। কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সিদ্ধান্তানুসারে যদি তাঁহাদের প্রারব্ধকর্ম্ম অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের অশুভ এবং মঙ্গল কি? এবং তাহা ধূত ও ক্ষীণ হইলই বা কি ভাবে?

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ "দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ" প্রভৃতি শ্লোকে নানা কথাই বলিয়াছেন এবং অশুভ ও মঙ্গল শব্দের নানা প্রকার অর্থ করিয়া তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত দেখাইয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু আলোচনা করা হইতেছে—

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার লঘুবৈষ্ণবতোষণীটীকায় বলিয়াছেন—

অশুভং ভগবন্নিত্যসংযোগপ্রাপ্তিপ্রাচীনদশায়াং দুঃখজনিকা তদ্বিরহস্ফূর্ত্তিঃ। মঙ্গলঞ্চ তদ্দশায়ামেব সুখজনিকা প্রাপ্তব্যতৎসংযোগস্ফূর্ত্তিঃ। যাবতীভ্যাং তাভ্যাং বৃত্তিভ্যামেব প্রৌঢ়ভাবঃ সাধকঃ সিধ্যতি, তাবতোশ্চ তয়োঃ শনৈর্ভোগ্যয়োরপি সম্প্রতি যুগপদেব ভোগো জাত ইতি ধূতত্বং ক্ষীণত্বং চোক্তম্॥

(শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকৃত লঘুবৈষ্ণবতোষণী)

সাধনভক্তি যাজন করিতে করিতে যখন সাধকভক্তের অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া যায়, তখন তাঁহার প্রারব্ধ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্ম্মফলের অবসান হইয়া যায় ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সাধকভক্তের আর সাধারণ জীবের ন্যায় শুভাশুভ বুদ্ধি থাকে না। সাধারণ জীবের স্ত্রী পুত্র পরিজন বিষয়বৈভবাদি ইষ্টবস্তুই শুভ এবং এই সমস্ত ইষ্ট প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিলেই অশুভবুদ্ধি হইয়া থাকে; যে সমস্ত সাধকভক্তের সাধনভক্তি যাজন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া যায়, তাঁহাদের আর এতাদৃশ শুভাশুভের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। তাহার পর ভক্তসাধক যখন ক্রমশঃ নিষ্ঠা, আসক্তি ও রুচি লাভের পর শ্রীগোবিন্দচরণে রতি লাভ করেন, তখন তাঁহাদের এক অভিনব শুভাশুভের আরম্ভ হয়। এই সমস্ত জাতরতি সাধকভক্তগণ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির জন্য এতই উৎকণ্ঠিত হন যে ইঁহাদের সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখের অনুভূতি হয় এবং সময়ে সময়ে ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবার কল্পনা করিয়া তাহাই চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যান এবং শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দ সাগরে ভাসমান হন। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন ধনাভাবজনিত দুঃখ ভোগ করে এবং সময়ে সময়ে কল্পনাপ্রভাবে ধনসুখ ভোগ করে, সেইরূপ জাতরতি সাধকভক্তগণও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন ও সাক্ষাৎসেবাপ্রাপ্তির অভাবে অভাবনীয় দুঃখ ভোগ করেন এবং সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণসেবা চিন্তা করিতে করিতে সাক্ষাৎপ্রাপ্তির আনন্দ উপভোগ করেন। এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণবিরহ ও শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দ ভোগ করিতে করিতে জাতরতি সাধকগণ ক্রমশঃ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হন ও যথাসময়ে সাক্ষাৎসেবাধিকার লভ করিয়া কৃতার্থ হন।

যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে যখন দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি ছিলেন, তখন প্রথমতঃ তাঁহারা সীতাসহ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সেই ভাবে (মধুর ভাবে) শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার পাইবার জন্য লালসান্বিত হন। তাহার পর তাঁহারা রাগভক্তি যাজন করিতে করিতে রতিলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার সাহায্যে গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার পাইবার জন্য নিরন্তর প্রবল সমুৎকণ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণবিরহ ও সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ সেবা কল্পনা করিয়া তন্ময়ভাবে সেই মিলনানন্দ ভোগ করিতেন। এই ভাবে কিছুকাল উৎকণ্ঠাজনিত শ্রীকৃষ্ণবিরহ এবং কল্পনাপ্রসূত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দ ভোগ করিতে করিতে ইঁহারা যথসময়ে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভ করিতেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে যখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াও পতিগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে যাইতে পারিলেন না, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের প্রবলরূপে শ্রীকৃষ্ণবিরহ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দের স্ফূর্ত্তি হইল ও তাহাতে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকারপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভের জন্য বহুকালে যে পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণবিরহ দুঃখ ও মিলনানন্দ ভোগ করিতে হইত, তাহা তৎক্ষণাৎ ভোগ হইয়া গেল। কাজেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখরূপ অশুভ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দরূপ মঙ্গলের অবসান হওয়ায় তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হইল। অতএব "দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ" প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত—ব্রজরমণীগণের অশুভ ও মঙ্গল ক্ষয় বলিতে প্রারব্ধকর্ম্মজনিত দুঃখ ও সুখের অবসান নহে, কেননা, জাতরতি সাধকভক্তের প্রারব্ধকর্ম্মবন্ধন থাকে না। শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকারপ্রাপ্তির বাধাই তাঁহাদের অশুভ এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকারপ্রাপ্তিই তাঁহাদের মঙ্গল। জাতরতি সাধকভক্তগণ, প্রবল সমুৎকণ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণবিরহ এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা ধ্যান করিতে করিতে ও কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণমিলনের আনন্দ ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রেমলাভ করেন ও যথাসময়ে সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্তির পূর্ব্বে এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণবিরহই তাঁহাদের অশুভ বা দুঃখ এবং এই প্রকার কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণমিলনই তাঁহাদের সুখ বা মঙ্গল। গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা সাধনসিদ্ধা ব্রজরমণীগণের এই প্রকার অশুভ এবং মঙ্গলের ক্ষণকাল মধ্যেই অবসান হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় বলিয়াছেন—

তদানীং স্বপ্রেষ্ঠবিরহসংযোগোত্থানি দুঃখসুখান্যপরিমিতানি প্রাপ্য লব্ধমনোরথা এব তাঃ ক্রমেণ বভূবুরিত্যাহ—দুঃসহেন প্রেষ্ঠবিরহেণ যত্তীব্রতাপস্তেন ধূতানি কম্পিতীকৃতানি অশুভানি যাভিস্তাঃ; যাসাং প্রেষ্ঠবিরহতাপস্য তীব্রতাং বীক্ষ্য কোটিব্রহ্মাণ্ডস্থবাড়বানলমহাকালকূটাদিরূপাণি পরঃসহস্রাণ্যপি অশুভানি স্বতীব্রতাহঙ্কারং পরিত্যজ্য স্বপরাজয়বুদ্ধ্যা চকম্পিরে ইত্যর্থঃ।

যে সমস্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে যাইতে পারিলেন না, তাঁহাদের তৎকালে শ্রীকৃষ্ণবিরহ ও ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনে অপরিমিত দুঃখ ও সুখের আবির্ভাব হইল। পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের যে মহাদুঃখ ভোগ হইয়াছিল, সে দুঃখের কথা আর কি বলিব! কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বাড়বানল, মহাকালকূট প্রভৃতি যে সমস্ত মহাদুঃখপ্রদ বস্তু আছে, তাহারাও ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখ দেখিয়া পরাজিত ও কম্পিত হইয়া উঠিল এবং তাহারা বুঝিল যে, শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখের তীব্রতার তুলনায় তাহাদের তীব্রতা অতি তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর।

অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণের তৎকালে ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনে যে আনন্দ ভোগ হইয়াছিল তাহাও এইরূপ অতুলনীয়—

ধ্যানেন প্রাপ্তঃ স্ফূর্ত্ত্যা আগতো যোঽচ্যুতস্তেন তদৈব তস্য প্রেমপূর্ণচিন্ময়স্য তাদৃশস্বভাবাভিমানবতো দেহস্য যঃ আশ্লেষঃ তেন যা নির্বৃতিস্তয়া ক্ষীণানি কৃশীভূতানি মঙ্গলানি প্রাকৃতাপ্রাকৃতানি যাভিস্তাঃ। যাসাং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তপ্রেষ্ঠাশ্লেষোত্থসুখং বীক্ষ্য কোটিব্রহ্মাণ্ডগতবিষয়সুখনির্বিষয়ব্রহ্মানুভবসুখসহস্রাণি মঙ্গলশব্দবাচ্যানি ক্ষীণানি যদপেক্ষয়া নিকৃষ্টান্যেব বভূবুরিত্যর্থঃ।

(শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনীটীকা)।

অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকারপ্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আসন্ন মৃত্যুকালে একবার শ্রীগোবিন্দমুখারবিন্দ দর্শনের আশায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন, তখন তাঁহারা হৃদয়মধ্যে সেই অচ্যুতকে দর্শন করিলেন। (বিরহকালেও ভক্তহৃদয় হইতে চ্যুত হন না বলিয়া শ্রীভগবানের নাম অচ্যুত)। ব্রজরমণীগণ কেবলমাত্র যে অচ্যুতকে দর্শন করিলেন তাহা নহে, তাঁহারা সেই প্রেমপূর্ণ চিন্ময় দেহেও তাঁহাদের বাসনানুরূপ স্বভাব ও অভিনিবেশ সমন্বিত পরমপ্রেষ্ঠ অচ্যুতের আলিঙ্গনসুখও অনুভব করিলেন। অচ্যুতের এই অন্তরালিঙ্গনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজরমণীগণের যে কি প্রকার আনন্দের অনুভূতি হইল তাহা কি বলিব! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগত বিষয়সুখ এবং কোটিগুণিত নির্বিষয় ব্রহ্মানন্দও তাহার নিকট অতি ক্ষীণ! অতি তুচ্ছ!

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকায় "দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপেনৈব ধূতাশুভাঃ ধূতং বিনাশিতং জগতামেব অশুভং তাপত্রয়ং যাভিঃ। তাদৃক্ তাপবিশেষস্য শ্রীভগবদীয়গাঢ়প্রেমোদ্রেকময়ত্বাৎ জগত্তাপত্রয়নাশকত্বং। তথা ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা অক্ষীণং পুষ্টং বৃদ্ধিমেব গতং জগতাং মঙ্গলং যাভ্যঃ। তাদৃগ্ধ্যানস্য জগতামভ্যুদয়কারিত্বাৎ মঙ্গলবৃদ্ধিকারিত্বং।

(বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণের দুঃসহ শ্রীকৃষ্ণবিরহের তীব্রতাপে জগতের ত্রিতাপ জ্বালার শান্তি হইয়াছিল। তাঁহাদের এই বিরহতাপ, কোনও প্রাকৃত দুঃখ-বিশেষ নহে, ইহা গাঢ় ভগবৎপ্রেমেরই সমধিক উচ্ছলিত অবস্থা। যেমন সমুদ্র উচ্ছলিত হইলে জগৎ ডুবিয়া যায় এবং তাপ শান্তি হয়, সেইরূপ ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুর উচ্ছলনেও জগতের তাপ শান্তি হইয়াছে সন্দেহ নাই। আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপই জগতের সকল অশুভের মূল। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তিই এই অশুভ বিনাশের কারণ। "মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি" এই শাস্ত্রবচনে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণভক্ত তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তিপ্রভাবে জগৎ পবিত্র করেন। ব্রজরমণীগণের এতাদৃশ ঐকান্তিক ভক্তিতে জগতের তাপ শান্তি হওয়া কিছুই কঠিন নহে। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহ তাপে যেমন জগতের ত্রিতাপ শান্তি হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণধ্যানজনিত মিলনানন্দেও জগতের সর্ব্ববিধ মঙ্গল অক্ষীণ (পরিপুষ্ট) হইয়াছে। প্রেমবান্ ভক্তের এতাদৃশ ঐকান্তিক ধ্যান জগতের সর্ব্ববিধ কল্যাণের হেতু হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়াও নানাভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ—গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণের দুঃসহ শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপ ও ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ও তাহাতে কি ভাবে অশুভ ধূত হইয়াছে এবং মঙ্গল ক্ষীণ হইয়াছে তাহাও বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে এখানে দুই একটি মাত্রের উল্লেখ করিয়া দিগ্‌দর্শন করান হইল। যাঁহাদের বিশেষভাবে সর্ব্ববিধ ব্যাখ্যা সমালোচনা করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহারা বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, লঘুবৈষ্ণবতোষণী, বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ, সারার্থদর্শিনী ও বৈষ্ণবানন্দিনী এই ছয় প্রকার গৌড়ীয়বৈষ্ণব টীকা দেখিবেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুসরণ করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবেও যাহা সমালোচনা করা হইল তাহাও নিতান্ত অল্প নহে এবং তাহাতে জানা গেল যে—গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা সাধনসিদ্ধা গোপীগণের কোনরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মবন্ধন ছিল না এবং "দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ" প্রভৃতি শ্লোকস্থ অশুভ ও মঙ্গল শব্দের অর্থ পাপ ও পুণ্য নহে। আরও বিবেচ্য এই যে ব্রজরমণীগণের দুঃসহ শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপে এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনে পাপ ও পুণ্য ক্ষয় হইয়াছিল, ইহাই যদি শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবের বক্তব্য হইত, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় পাপ ও পুণ্য এই দুই প্রসিদ্ধ শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অশুভ ও মঙ্গল এই সন্দিগ্ধার্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করিতেন না। যাহা হউক গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রদর্শিত যুক্তি ও শাস্ত্রবাক্য সমালোচনায় "দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ" প্রভৃতি শ্লোকে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী সাধনসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াও পতিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাৎকালিক তীব্র বিরহতাপ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দে সদ্যঃ সদ্যই শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। যদিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মে সাধন দশাতেই অনর্থ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্ম্মবন্ধনের অবসান হইয়া গিয়াছিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার পাইতে হইলে যতখানি ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার প্রয়োজন হয়, তাহা পরিপূর্ণ না হওয়ায় তাঁহারা গোপীদেহ পাইয়াও গোপীনাথের সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদের আহ্বান শুনিয়াও শ্রীকৃষ্ণনিকটে যাওয়া ঘটিল না, তখন তাঁহাদের ক্রমশঃ বর্দ্ধমান ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা দেখিতে দেখিতে পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত হইয়া গেল এবং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভের যোগ্য হইলেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনায় জানা যায় যে, গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণ দুঃসহ শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপ ও ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দ প্রভাবে সর্ব্ববিধ অশুভ ও মঙ্গল অতিক্রম করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিলেন। তাহার পর তাঁহাদের কি ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকারপ্রাপ্তি হইল, তাহা "তমেব পরমাত্মানং" প্রভৃতি শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে। এই শ্লোক আলোচনায় জানা যায় যে—পূর্ব্ব বর্ণিত ব্রজরমণীগণ জারবুদ্ধিতে সেই পরমাত্মার সহিত সঙ্গত হইলেন এবং গুণময়দেহ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের জারবুদ্ধি কিরূপ? শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গতিই বা কি এবং কবে, কোথায়, কি ভাবে তাহা লাভ হইল? এবং তাঁহাদের গুণময় দেহত্যাগই বা কি? এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত সমালোচনা না করিলে ইহাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না এবং অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা দূরীভূত হয় না। যে সমস্ত মহামনীষিগণ রাসাদি লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কিংবা রূপককল্পনা করিতে ভালবাসেন অথবা যাঁহাদের মতে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহস্রারস্থ পরমশিবের সহিত যোজনাই রাসলীলা, তাঁহাদের মতে জারবুদ্ধি শব্দের অর্থ কি? এবং সে অর্থে রাসপঞ্চাধ্যায়ীর সমস্ত শ্লোকের সহিত কি ভাবে সঙ্গতি হয়, তাহা আমাদের ধারণাতীত। কেননা এই সমস্ত মহা মনীষিগণের লিখিত কোন টীকাদি নাই কিংবা কোনও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বিজ্ঞব্যক্তির নিকট তাঁহারা সেই পরমনিগূঢ় ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন না। যদি বা কাহারও কোনও বঙ্গভাষায় সমালোচনা থাকে তাহাও শিষ্ট সমাজে প্রচলিত নাই। কাজেই আমারা সে সম্বন্ধে নির্ব্বাক্। আমরা পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুসরণে, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের টীকাদি সমালোচনায় যাহা পাওয়া যায় তাহাই অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রাচীন টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী জারবুদ্ধি শব্দের উপপতিবুদ্ধিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সমালোচনা করেন নাই। শ্রীনিম্বার্কসিদ্ধান্তপ্রচারকাচার্য্য শ্রীপাদ শুকদেব তাঁহার সিদ্ধান্তপ্রদীপ টীকায় বলিয়াছেন—

মুখ্যপতিবুদ্ধ্যা সঙ্গতানাং "যৎপত্যপত্যসুহৃদাং" ইত্যাদিষু কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতয়া নির্দ্দিশ্যমানানাং গোপীনাং কৃতার্থতায়াং কঃ সংশয়ঃ ইতি সূচয়ন জারবুদ্ধ্যাপি ভগবন্তং সঙ্গতানাং কাসাঞ্চিৎ ইত্থং ধ্যানপরাণাং পুণ্যাপুণ্যরূপ-প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়পূর্ব্বকং ভগবৎপ্রাপ্তিলক্ষণং মোক্ষমাহ দুঃসহেতি দ্বাভ্যাম্।

(শ্রীশুকদেবকৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপ টীকা)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের মধ্যে কতকগুলি ব্রজরমণীর "যৎপত্যপত্যসুহৃদাং" প্রভৃতি অগ্রিম শ্লোকস্থ বচনে জানা যায় যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন যে—"প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা" তুমিই সর্ব্বজীবের পরমপ্রিয়, বন্ধু এবং আত্মা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই সমস্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন; ইহারা যে কৃতার্থ হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে সমস্ত গোপীগণের এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান ছিল না, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র উপপতি বলিয়াই জানিতেন, তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখ ও ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দে সর্ব্ববিধ পাপপুণ্যরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেল এবং ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ হইল। "দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ" প্রভৃতি শ্লোকে এই তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

এই সিদ্ধান্তে জানা যায় যে, ব্রজরমণীগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন এবং কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের কোনও তত্ত্ব জানিতেন না, কেবলমাত্র উপপতি বুদ্ধিতে তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তাঁহাদের এই উপপতিবুদ্ধিতে ভালবাসাতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন গোপীগণ অপেক্ষা নিম্নস্তরের।

শ্রীপাদ বীর রাঘবাচার্য্য, শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজতীর্থ প্রভৃতি রামানুজ ও মাধ্বসম্প্রদায়মতনিষ্ঠ আচার্য্যগণও তাঁহাদের টীকায় গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত উপপতি ভাবে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন কোনও গোপীর কথা জানা যায় না, কিংবা উপপতিভাবযুক্ত ও উপপতি ভাবহীন গোপীগণের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কি না তাহাও জানা যায় না।

একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণই উপপতি ভাব লইয়া তাঁহাদের নানাগ্রন্থে এবং টীকায় বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণে উপপতি ভাবযুক্ত গোপীগণকেই প্রেমরাজ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন।

অতএব মধুর রস কহি তার নাম। স্বকীয় পরকীয় ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল তাঁর ভাব সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস আস্বাদ কারণ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকার লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন—

করগ্রহবিধিং প্রাপ্তা পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ।
রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)।

যে সমস্ত নায়িকাগণ, বিবাহবিধি অনুসারে পতিকরে সমর্পিতা, পতির আদেশপালনতৎপরা এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে অবিচলিতা, তাঁহাদের স্বকীয়া নায়িকা বলে। যে সমস্ত নায়িকাগণ ইহকাল ও পরকালের অপেক্ষা বিহীন উৎকট ভালবাসা বশতঃ কোনও পুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং যথাধর্ম্ম বিবাহবিধির অপেক্ষা রাখেন না, সেই সমস্ত নায়িকাকে পরকীয়া বলে। শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভাবে রাসলীলা বর্ণিত আছে তাহাতে রাসবিহারিণী গোকুলরমণীগণের মধ্যে স্বকীয়া নায়িকা আছে কি না সন্দেহ। গোকুলরমণীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত রাসাদি লীলা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মনে মনে সঙ্কল্প এবং তাঁহাদের গোপনে নিজনিকটে আনয়ন করিবার জন্য নিভৃত যমুনা তীরে গিয়া বংশীবাদন করিবার প্রয়োজন হইত না। কিংবা সে বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমনপরায়ণা গোপাঙ্গনাগণকে পিতা, ভ্রাতা আত্মীয় প্রভৃতি কেহই বারণ করিতেন না। বিশেষতঃ "শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিৎ" প্রভৃতি শ্লোকে কতকগুলি গোপীর পতিসেবনের কথা স্পষ্টই জানিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার নিকটে সমাগতা গোপীগণের প্রেম পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, তখনও "শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ" (তোমরা নিজ নিজ গৃহে গিয়া পতিসেবন কার্য্যে রত হও) "জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ" (কুলরমণীগণের উপপতি সহ বিলাসবিহারাদি ইহলোকে পরলোকে অতি বিগর্হিত) তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সমস্ত কথায় মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণনিকটে সমাগতা ব্রজরমণীগণের মধ্যে কেহ তাঁহার বিবাহিতা পত্নী ছিলেন না। "কৃত্বা তাবন্তমাত্মানাং যাবতীর্গোপযোষিতঃ" প্রভৃতি যে সমস্ত শ্লোকে গোপীসহ গোপীনাথের রাসনৃত্য বর্ণিত আছে, তাহাতেও দেখা যায় যে, রাসমণ্ডলে যে সমস্ত গোপবধূ উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসনৃত্য করিয়াছিলেন। "নাস্থয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ" এই শ্লোকেও জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণমায়ায় মোহিত ব্রজবাসিগণ নিজ নিজ পত্নীগণকে নিজনিকটেই অবস্থিত দেখিয়াছিলেন, সেজন্য কেহই শ্রীকৃষ্ণের উপর কোনও কুধারণা করিতে পারেন নাই। সুতরাং গোপী ও গোপীনাথের স্বরূপ যাহাই হইক কিংবা গোলোকস্থ লীলায় তাঁহারা যে ভাবেই বিহারাদি করুন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভূলোকে প্রকাশিত রাসলীলায় গোপী সহ গোপীনাথের বিবাহবন্ধন ছিল বলিয়া মনে করা যায় না।

"স্বিগ্ধন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বঃ" এই শ্লোকে ব্রজরমণীগণকে কৃষ্ণবধূ বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যদি কেহ ব্রজরমণীগণকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা হয না। কেননা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলার বহু স্থানে স্পষ্ট ভাষায় ব্রজরমণীগণকে পরবধূ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। গোপরমণীগণের মধ্যে কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী এবং কতকগুলি পরবধূ ছিল, এই কথা বলিয়া যদি কেহ গোপরমণীগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, তাহা হইলেও সন্তোষজনক সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা মহারাজ পরিক্ষীৎ শ্রীশুকদেব-মুখে শ্রীরাসলীলা কথা শুনিয়া সন্দিহানচিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥

স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনং॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

জগন্নিয়ন্তা শ্রীভগবান্ ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম্মপ্রশমন করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু সেই ধর্ম্মমর্য্যাদাপালক শ্রীভগবান্ পররমণী বিলাস করিয়া কেন স্বয়ং অধর্ম্মাচরণ করিলেন?

গোপরমণীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিত পত্নী হইতেন, তাহা হইলে পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে "তেজীয়সাং ন দোষায়" বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতেন না এবং পরবর্ত্তী শ্লোকেও "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাং। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহদেহভাক্" "গোপীগণ, তাঁহাদের পতিগণ এবং সর্ব্ববিধ জীবেরই যিনি অন্তর্য্যামী, তিনিই লীলাবিগ্রহে গোপীগণের সহিত রমণ করিতেছেন" এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন না। সুতরাং গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী, কিংবা তাঁহাদের মধ্যে হয়ত অতি অল্প সংখ্যক গোপী পরবধূ ছিলেন—এই সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভাবে রাসলীলা বর্ণিত আছে তাহা শুনিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপী-বর্গকে পরবধূ বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল এবং পরবধূরমণলীলা শ্রীভগবানের পক্ষে দোষাবহ মনে করিয়াই তিনি শ্রীশুকদেবের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার উত্তরে তিনি গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী বলেন নাই কিংবা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞ-শিরোমণিও তাহা বলেন নাই। মহারাজ পরীক্ষিতের সংশয়াপনোদনের জন্য শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, যে—এই পরবধূরমণলীলায় শ্রীভগবানের কোনও দোষ হয় নাই, কেননা তিনি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। কিন্তু তিনি কুত্রাপি এ কথা বলেন নাই যে—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্; সুতরাং গোপীগণের তাঁহার সহিত রমণে কোনও দোষ হয় নাই, অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীগণের ব্রহ্মজ্ঞানে কিংবা পরমাত্মধ্যানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন দোষাবহ নহে। শ্রীশুকদেবের এই প্রকার সিদ্ধান্ত স্থাপনেই মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ সভায় উপবিষ্ট দেবর্ষি মহর্ষিগণের শ্রীকৃষ্ণের এই পরবধূরমণলীলার তত্ত্ব ধারণা হইয়াছিল, কাজেই তাঁহারা কোনপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কিংবা রূপক কল্পনা শুনিবার জন্য শ্রীশুকদেবের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। ইহার পরে যদি শ্রীশুকদেব গোপনে কিংবা স্বপ্নাদেশে কোনও মহাপুরুষের নিকট কোনও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কিংবা রূপক কল্পনার কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও তাহার টীকাকারগণের জ্ঞানবহির্ভূত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড পঞ্চদশাধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে এক দিন ব্রহ্মা শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া বরলাভ করিয়াছিলেন এবং সেই নিভৃত বনমধ্যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মন্ত্রপাঠাদি পূর্ব্বক শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণকরে সমর্পণ করিয়াছিলেন—

প্রণম্য চ পুনঃ কৃষ্ণং সমর্প্য রাধিকাং বিধিঃ। কন্যকাঞ্চ যথা তাতো ভক্ত্যা তস্থৌ হরেঃ পুরঃ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ সানন্দপুলকোদ্গমাঃ। দুন্দুভিং বাদয়ামাসুরানকং মুরজাদিকং॥
পারিজাত প্রসূনানাং পুষ্পবৃষ্টিং চকারহ। জগুর্গন্ধর্ব্বপ্রবরা ননৃতুশ্চাপ্সরো গণাঃ॥
তুষ্টাব শ্রীহরিং ব্রহ্মা তমুবাচহ সস্মিতঃ। যুবয়োশ্চরণাম্ভোজে ভক্তিং মে দেহি দক্ষিণাং॥
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ হরিঃ স্বয়ং। মদীয়চরণাম্ভোজে সুদৃঢ়া ভক্তিরস্তু তে॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং)

ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণাম করিয়া পিতা যেমন কন্যা সম্প্রদান করেন, সেইরূপে শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণকরে সমর্পণ করিলেন এবং ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সময়ে দেবগণ পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া পুলকিতশরীরে দুন্দুভি আনক ও মুরজ বাদ্য করিতে লাগিলেন এবং পারিজাত কুসুম বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তখন শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন—আমার এই কার্য্যের দক্ষিণা স্বরূপ আপনাদের চরণকমলে ভক্তিদান করুন। ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—আমাদের চরণে তোমার সুদৃঢ় ভক্তি হউক।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই ভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের গোপনে বিবাহ বর্ণনা আছে। কিন্তু এই বিবাহের কথা ব্রজের অন্য কেহই জানে না এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন দুগ্ধপোষ্য শিশু সেই সময়ে এই বিবাহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহাও দেখা যায় যে, বিবাহের পর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ বিহারাদি করিয়া পরিশেষে আবার শিশুমূর্ত্তি ধারণ করিলেন—

বেশং বিধাতুং কৃষ্ণস্য যদা রাধা সমুদ্যতা। বভূব শিশুরূপং স কৈশোরং ত্যক্তবিগ্রহং॥
দদর্শ বালকং রাধা রুদন্তং পীড়িতং ক্ষুধা। যাদৃশং প্রদদৌ নন্দো ভীরুং তাদৃশমচ্যুতং॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং)।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাসাদির পরে শ্রীরাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণের বেশ রচনা করিতে উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, কৈশোররূপ পরিত্যাগ করিয়া শিশুরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীরাধিকা তখন সবিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, বালক কৃষ্ণ ক্ষুধিত হইয়া রোদন করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে গোপরাজ নন্দ যে প্রকার ভয়বিহ্বল ও ক্ষুধাতুর বালককে শ্রীরাধিকার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, শ্রীরাধিকা তখন শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক সেইরূপেই দর্শন করিলেন।

গোপরাজ নন্দের শ্রীরাধিকাকরে শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিবার বৃত্তান্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেই বর্ণিত আছে যে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপরাজ নন্দ একদিন বালক কৃষ্ণকে লইয়া গোচারণ করিতে গিয়া ভাণ্ডীর বনে বটবৃক্ষমূলে বসিয়া ছিলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণমায়ায় গগন মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং দেখিতে দেখিতে ঘোর গর্জ্জন ও ঝঞ্ঝাবাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। নন্দ তখন একাকী বালক কৃষ্ণ ও গোগণকে রক্ষা করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং মহাভয়ে রোদনপরায়ণ শিশুকৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া বটবৃক্ষ-মূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্রীরাধিকা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং নন্দ তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন ও তাঁহার নিকট বালক কৃষ্ণকে প্রদান করিলেন—

উবাচ তাং সাশ্রুনেত্রো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ। জানামি ত্বাং গর্গমুখাৎ পদ্মাধিকপ্রিয়াং হরেঃ॥
জানামি বিষ্ণোরংশা ত্বং পরাং নির্গুণমচ্যুতাং। তথাপি মানবোঽহঞ্চ মোহিতো বিষ্ণুমায়য়া॥
গৃহাণ প্রাণনাথঞ্চ গচ্ছ ভদ্রে যথাসুখং। পশ্চাদ্দাস্যসি মৎপুত্রং কৃত্বা পূর্ণং মনোরথং॥
ইত্যুক্ত্বা স দদৌ তস্যৈ রুদন্তং বালকং ভিয়া। জগ্রাহ বালকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং)।

গোপরাজ নন্দ শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া ভক্তিনম্র কন্ধরে ও সজল নয়নে তাঁহাকে বলিলেন—আমি মুনিবর গর্গের মুখে তোমার তত্ত্ব শুনিয়াছি, তুমি লক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়া। আমি যদিও তোমাকে বিষ্ণুর অংশজাতা অচ্যুতা, নির্গুণা ও পরাপ্রকৃতি বলিয়া জানি, তথাপি মানব বলিয়া আমি বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়াছি। হে ভদ্রে! তুমি এখন তোমার প্রাণনাথকে লইয়া যথাসুখে গমন কর। তাহার পর তুমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমার পুত্রকে আবার আমার নিকট প্রত্যর্পণ করিও। এই কথা বলিয়া নন্দ সেই রোদনপরায়ণ শিশুকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার করে সমর্পণ করিলেন এবং শ্রীরাধিকাও সানন্দহাস্য বদনে সেই বালক পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। ইহার পরে শ্রীরাধিকা নন্দকে বরদান করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তখন কৈশোররূপ ধারণ করিয়া শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই নির্জ্জন বনপ্রদেশে ব্রহ্মা আসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ সম্পাদন করিলেন।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের রীতিতেই গর্গসংহিতাগ্রন্থেও শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণিত আছে। ভাষা ও শ্লোকের ছন্দোবন্ধনের পার্থক্য থাকিলেও বর্ণিত বিষয়ের অর্থ ও রীতি একই প্রকার বলিয়া তাহা প্রদর্শিত হইল না। এই দুই গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণনা দেখা গেলেও শ্রীমদ্ভাগবতের কোন টীকাকারই তাহা গ্রহণ করেন নাই বা উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা দেখিলে গোপীসহ গোপী-নাথের বিবাহসম্বন্ধ আছে বলিয়া কোন প্রকারেই ধারণা করা যায় না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও গর্গসংহিতায় বর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহব্যাপার সমালোচনা করিলে তাহা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলারই অন্তর্গত বলিতে হয়। কেননা উভয় গ্রন্থেই নন্দক্রোড়ে প্রতিপালিত শিশুকৃষ্ণই কৈশোররূপে শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং সেই সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের বিবাহ সংঘটন করিয়াছেন, ইহাই বর্ণিত আছে। উক্ত দুই গ্রন্থের বর্ণনায় শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অনেক বয়োধিকা বলিয়া মনে হয় এবং তাহাতে গোপরাজ নন্দ শ্রীরাধিকার অনেক স্তব করিয়াছেন বলিয়াও উল্লিখিত আছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের কোন লীলাগ্রন্থ কিংবা গীত প্রবন্ধাদিতে গোপরাজ নন্দের স্তুতিপ্রণতিযোগ্য শ্রীরাধিকার উল্লেখ দেখা যায় না। কেবলমাত্র বৈষ্ণব কবি সুরদাস বর্ণিত কোন কোনও গীতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়োধিকা গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবার্ত্তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং" প্রভৃতি প্রথম শ্লোকের যথাশ্রুতার্থে শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়োধিকা বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হয়। জয়দেবকৃত উক্ত শ্লোকটি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও গর্গসংহিতায় বর্ণিত নন্দক্রোড়স্থ শিশুকৃষ্ণের মেঘাড়ম্বর দেখিয়া ভয় এবং নন্দ কর্ত্তৃক শ্রীরাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ বৃত্তান্তের ঠিক অনুরূপ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও গর্গসংহিতায় বর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহব্যাপার যদি প্রমাণরূপে গ্রহণও করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুসারেই স্বীকার করিতে হইবে যে সেই বিবাহব্যাপার শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ, শ্রীরাধিকার পিতা বৃষভানু, কিংবা ব্রজের কোনও গোপগোপীগণ জানিতেন না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ পতি হইলেও শ্রীরাধিকা সকলের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন; কাজেই সে মিলন উপপতির সহিত মিলনেরই অনুরূপ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে কতকগুলি গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের পতিভাবের ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে পতিবুদ্ধি থাকিলেও বিবাহ বৃত্তান্ত পিতা মাতা ও আত্মীয়বর্গের অজ্ঞাত বলিয়া তাঁহারা উপপতির সহিত মিলনের ন্যায় অতি গোপনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন—

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ। ইতি সঙ্কল্পমাচেরুর্যা গোকুলকুমারিকাঃ।
তাস্বেব কিয়তীনাঞ্চ পতিভাবো হরাবভূৎ। মূলমাধবমাহাত্ম্যে শ্রূয়তে তত এব হি।
রুক্মিণ্যুদ্বাহতঃ পূর্ব্বং তাসাং পরিণয়োৎসবঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

"নন্দগোপসুতং দেবী পতিং মে কুরু তে নমঃ" এই মন্ত্রে যাঁহারা কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ব্রজকুমারীগণের পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য বলবতী লালসা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্রজকুমারী শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন। প্রাচীন পরম্পরাক্রমে শুনিতে পাওয়া যায় যে "মূলমাধবমাহাত্ম্য" নামক গ্রন্থে রুক্মিণীর সহিত বিবাহের পূর্ব্বে এই সমস্ত ব্রজকুমারীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল।

গান্ধর্ব্বরীত্যা স্বীকারাৎ স্বীয়াত্বমিহ বস্তুতঃ। অব্যক্তত্বাৎ বিবাহস্য সুষ্ঠু প্রচ্ছন্নকামতা॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত ব্রজকুমারীগণকে গান্ধর্ব্বরীতি অনুসারে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাদিগকে স্বকীয় নায়িকা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এই বিবাহব্যাপার গোপনে নির্ব্বাহ হইয়াছিল বলিয়া ইঁহাদের প্রচ্ছন্নভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইত। কাজেই ইঁহারা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে পতি বলিয়া জানিলেও পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের জ্ঞাতসারে স্বচ্ছন্দভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারিতেন না বলিয়া ইঁহাদের উপপতির সহিত মিলনের ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে হইত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পূ গ্রন্থের উত্তরখণ্ড পঞ্চত্রিংশৎ (৩৫) পূরণে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা প্রভৃতি সমস্ত ব্রজরমণীর বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সে বিবাহ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলার পূর্ব্বে সংঘটিত হয় নাই। "একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ" এই শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয়স্কন্ধ বচনে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বৎসর বয়সেই রাসাদি সর্ব্ববিধ ব্রজলীলা সমাপন করিয়া মথুরা গমন করেন। সেখানে কংসবধাদি করিয়া তিনি দীর্ঘকাল দ্বারকায় বাস করেন। তাহার পর তিনি যখন দন্তবক্র বধ করিবার জন্য মথুরামণ্ডলে আগমন করেন, তখন তিনি দন্তবক্র বধান্তে শ্রীবৃন্দাবনে যান। (শ্রীকৃষ্ণের দন্তবক্র বধান্তে শ্রীবৃন্দাবনে অগমনের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত নাই। পদ্মপুরাণের বর্ণনানুসারে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাহা গোপালচম্পূ গ্রন্থে বর্ণণা করিয়াছেন। মথুরা হইতে গোবর্দ্ধন গমনের পথে অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণের দন্তবক্র বধের স্থানে, দন্তবক্রহা (প্রচলিতভাষায় দতিয়া) নামক গ্রাম আছে ও একটি কুণ্ড আছে।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন আবার শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপতপ্ত ব্রজবাসী নরনারীগণ বর্ষাগমে নিদাঘতপ্ত তরুলতার ন্যায় নবজীবন লাভ করিলেন এবং পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইলেন। সেই সময়ে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি শতকোটি ব্রজরমণীর পিতা ও আত্মীয়বর্গের মনে হইল যে, আমরা এতদিন কৃষ্ণবিরহে বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায় ছিলাম, কাজেই শ্রীরাধিকা প্রভৃতি কন্যাগণ বয়স্থা হইলেও তাহাদের বিবাহের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যাহা হউক, এখন ব্রজের জীবন কৃষ্ণ আবার ব্রজে আসিয়াছেন, এখন আর কলবিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণানুরাগিণী কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজকন্যাগণকে কৃষ্ণকরে সমর্পণ করাই উচিত। এই কথা মনে করিয়া সমস্ত ব্রজবাসিগণ মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজ নিজ কন্যার বিবাহ সম্পাদন করিলেন। শ্রীরাধিকার পিতা বৃষভানু নিজ জামাতা শ্রীকৃষ্ণকে বহু যৌতুকাদি প্রদান করেন এবং নানা ভাবে মহা মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান করেন একথা অদ্যাপি ব্রজমণ্ডলে বর্ষানগ্রামে কিম্বদন্তী শুনা যায় এবং সেখানকার অধিবাসিগণ অদ্যাপি শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই সম্বন্ধই মনন করিয়া থাকেন। শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গের যে অভিমন্যু (প্রচলিত ভষায় আয়ান গোপ) প্রভৃতি গোপগণের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনে আগমনের পর ব্রজবাসী নরনারীগণের মন হইতে শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবন ও তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানে বহু বৈষ্ণব এবং ব্রজবাসী আছেন, যাঁহারা শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত অভিমন্যু গোপ প্রভৃতির বিবাহের কথা স্বীকার করেন না; এমন কি, কাহারও মুখে একথা শুনিলেও তাঁহারা রুষ্ট হন। ইহাতে মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় ইঁহাদের মনে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার পূর্ব্বকথা স্থান পায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনন্ত এবং তাঁহার প্রেমবান্ পার্ষদ ভক্তগণের ভাবও অনন্ত, কাজেই কোন ভক্তেরই মনে তাঁহার সমগ্রলীলা এবং সমস্ত পার্ষদগণের সর্ব্বকালের ভাব স্থান পাওয়া সম্ভবপর নহে। শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপায় তাঁহার যে ভক্তের মনে যে লীলা ও যে ভাবের প্রকাশ হয়, তিনি তাহাতেই ডুবিয়া যান, কাজেই অন্য লীলা বা অন্য ভাবের সহিত তাহার সামঞ্জস্য হওয়া বড়ই কঠিন। কাজেই যিনি যে ভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা ভাবনা করেন, তাঁহার অন্য কোনও ভাব সমন্বিত ভক্তের সহিত নিজ ভাবের আদান প্রদান বা সমন্বয় করিবার চেষ্টা না করিয়া নিজ ভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা ভাবনা করাই হিতকর। বর্ত্তমান কালের কথা দূরে থাক, যে কালে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনে আগমনের পর ব্রজবাসী গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজ নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন যদি কেহ তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের কন্যাগণের পূর্ব্ববিবাহের কথা উত্থাপন করিত, তাহা হইলে তাঁহারাও তাহা কখনও স্বীকার করিতেন না, প্রত্যুত সে কথায় তাঁহাদের কন্যাগণের চরিত্রে দোষারোপ হইয়াছে বলিয়া তাঁহারাও রুষ্ট হইতেন; সুতরাং দন্তবক্র বধান্তে শ্রীবৃন্দাবনে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত বিবাহ হওয়ার পর ব্রজবাসিগণের যে ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, সেইভাবে ভাবিত কোনও ব্রজবাসী কিংবা সেই ভাবের সাধক কোনও বৈষ্ণবের ভাব দেখিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্ব ভাবে ভাবিত ব্রজবাসিগণের কিংবা সেই ভাবের সাধক বৈষ্ণবগণের বিচলিত হওয়ার কোনই কারণ নাই। "নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। নিজ নিজ ভাবে করে ভক্তির সাধনে॥" কাজেই সকলেই স্ব-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ব্রজভাব আস্বাদন করিতে যত্নবান্ হউন। স্বভাব ছাড়িলে ব্রজভাবের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না এবং অভাবের তাড়নায় নিষ্পেষিত হইতে হয়। ভাব না থাকিলে কিংবা ভাব ছাড়িলে ভাবের ঠাকুর এমন ভাবে লুকাইবেন যে—কোন ভাবেই আর তাঁহাকে ভাবিতে পারা যাইবে না।

যাহা হউক, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও গর্গসংহিতায় যে ভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে কৈশোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীরাধিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এ লীলা তাঁহার অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যেরই অভিনয় মাত্র। তাঁহার এই বিবাহবার্ত্তা ব্রজের কোনও গোপগোপীই জানিতেন না; সুতরাং তাঁহারা কেহই বলিবেন না যে, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধিকার পক্ষেও এই অতি সুগোপ্য বিবাহসম্বন্ধ লইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে অসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কাজেই এই সুগোপ্য বিবাহ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার পতি হইলেও মিলনের সময় উপপতির সহিত মিলনের ন্যায় গোপনেই তাহা নির্ব্বাহ করা ছাড়া অন্য গতি নাই। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের আট বৎসর বয়সের সময় অনুষ্ঠিত রাসক্রীড়ার সহিত সে বিবাহের কোনই সম্বন্ধ নাই। রাসক্রীড়ার সময় শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকাই ছিলেন; সুতরাং এই সমস্ত সুগুপ্ত বিবাহ সম্বন্ধের অস্পষ্ট সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত জারভাবময় পরম মধুর রাসলীলাসিদ্ধান্ত বিকৃত করা উচিত বলিয়া মনে করা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতের নানা স্থানে গোপীসহ গোপীনাথের জারভাবময় সম্বন্ধের কথা বর্ণিত আছে এবং তাঁহাদের জারভাবময় সম্বন্ধই তাঁহাদের প্রেমকে ত্রিজগতে অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। গোপীগণ তাঁহাদের জারভাবময় পরমপ্রেমবলে শ্রীভগবানের যে কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাহা পতিব্রতা-শিরোমণি লক্ষ্মীরও কোন দিন প্রাপ্তি-সম্ভাবনা ঘটে নাই।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাং॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন যখন রাসক্রীড়া করেন, সেই সময়ে নিজ ভুজদণ্ড দ্বারা ব্রজরমণীগণের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের এই প্রকার কৃপা লাভ করা অন্যান্য বৈকুণ্ঠবাসিনী রমণীগণের পক্ষে সুদূর পরাহত, এমন কি সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ-বক্ষঃস্থলবাসিনী পতিব্রতা-শিরোমণি লক্ষ্মী পর্য্যন্ত কদাপি এইরূপ কৃপা লাভ করিতে পারেন নাই।

সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্যপ্রবর, অশেষ লৌকিক ও পারমার্থিক জ্ঞানসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলার পার্ষদ ও বান্ধবশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধব মহাশয়, ব্রজরমণীগণের এই জারভাবময় শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দেখিয়াই চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং এই জারভাবময় প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের চরণধূলিকণিকা প্রাপ্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক লাভ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন—

আসামহোচরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ দুস্ত্যজ স্বজন (পতি পুত্রাদি) ও আর্য্যপথ (বেদানুমোদিত ধর্ম্মপথ-পাতিব্রত্যাদি) পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববেদের অন্বেষণীয় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিয়াছেন, আমি যেন সেই সমস্ত ব্রজরমণীগণের চরণরেণুস্পৃষ্ট গুল্মলতাদির মধ্যে যে কোনও জন্ম লাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ী সমালোচনাতেও মনে হয় যে, শ্রীভগবানও জারভাবময় প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমেই অধিকতর মুগ্ধ এবং বশীভূত। শ্রীকৃষ্ণে পতিভাবময় প্রেমবতী রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণও বোধ হয় কখনও জারভাবময় প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মত সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। রাসে অন্তর্দ্ধানের পর যখন গোপরমণীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বলিয়াছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ! আমি যদি ব্রহ্মার পরমায়ু পরিমিত কালও তোমাদের অধীন হইয়া থাকি, তাহা হইলেও তোমরা যে অচ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিষ্কাম প্রেমবশতঃ আমার সহিত নির্দ্দোষ মিলনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলিত হইয়াছ, এই পরমপ্রেমের অপরিশোধ্য ঋণের নিষ্কৃতি হইবে না। ইহাতে দেখা যায় যে—শ্রীভগবান্ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" "যে যে ভাবে আমায় ভজন করিবে আমি সেই ভাবেই তাহার মনোরথ পরিপূরণ করিব" বলিয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক ঘোষণা করিলেও জারভাবময় প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সেই পরম বিচিত্র প্রেমের নিকট তাঁহার আর কোন স্পর্দ্ধাই রাখিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে। অতএব ঋণী হন কহে ভাগবতে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের পতিভাবময় প্রেমও শ্রীভগবান্‌কে ঋণী করিতে পারে নাই; কিন্তু ব্রজরমণীগণের জারভাবময় প্রেম শ্রীভগবানকে চিরদিনের জন্য ঋণী করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—পতিভাবময় প্রেম অপেক্ষা জারভাবময় প্রেমে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যে, শ্রীভগবান্ অখিল ব্রহ্মাণ্ডনিয়ন্তা হইয়াও এই প্রেমের অধীন হইয়া পড়েন। সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ জয়দেব গীতিকা—"দেহি পদপল্লবমুদারং" এই জারভাবময় প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত লীলাবিশেষেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সমালোচনায় জানা যায় যে—গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ জারভাবময় প্রেমের বিশেষত্ব আস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীরাধিকাদি নিত্য-প্রেয়সীগণসহ ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং জগৎকে এই প্রেমের বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দুঁহার রূপ গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত গোপীগণের সহিত রাসাদি লীলা রসাস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধিকাদি নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ, তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি এবং তাঁহারই স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণও যেমন অনাদিসিদ্ধ সচ্চিদানন্দঘনদিগ্রহ, তাঁহারাও সেইরূপ আনাদিসিদ্ধ প্রেমঘনবিগ্রহ। তাহার পর পূর্ব্ব প্রদর্শিত পদ্মপুরাণ বচনে যে সমস্ত দেবীপূর্ব্বা, শ্রুতিপূর্ব্বা ও ঋষিপূর্ব্ব গোপীগণের কথা জানা যায় এবং এখনও যাঁহারা গোপীভাবে লুব্ধ হইয়া রাগানুগা ভক্তি যাজন করিয়া গোপীদেহ লাভ করিয়াছেন ও করিবেন, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপায় ও ইচ্ছানুসারে তাঁহার সেবাধিকার পাইবেন সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা প্রেয়সীগণের পতিভাবময় প্রেম ও জারভাবময় প্রেম দুইই লাভ হইতে পারে। কিন্তু প্রকট লীলায় দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সী গোপীগণকে জারভাবময় প্রেমেই বিভাবিত করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসাদি লীলা রসাস্বাদন করিয়াছেন। ইহাতে সকলেরই ধারণা করা উচিত যে—জারভাবময় প্রেমে নিশ্চয়ই কোনও বিশেষত্ব আছে; নচেৎ অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বতন্ত্র-লীলাবিলাসী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সীবর্গকে সেইভাবে ভাবিত করিবেন কেন?

ভরত মুনি প্রভৃতি প্রাচীন রসশাস্ত্রকারগণ প্রাকৃত নায়ক নায়িকার প্রাকৃত রস বর্ণনায় জারভাবময় সম্বন্ধকে অতি নিকৃষ্টরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং কোনও নাটকাদিতে বর্ণিত মুখ্য নায়িকায় ইহার স্থান দেন নাই; এমন কি জারভাবময় সম্বন্ধকে ইঁহারা প্রকৃত ভালবাসা বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। অমরসিংহ প্রভৃতি অভিধানকারগণও জার ও উপপতি এই দুই শব্দকে একার্থবাচক বলিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীরাধিকাদি ব্রজবিলাসিনীগণকে এই শিষ্টজনবিগর্হিত জারভাবেই ভাবিত করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসাদি লীলা রসাস্বাদন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥
নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া তদ্‌গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

জারভাবময় সম্বন্ধ যে শিষ্ট সামাজে নিকৃষ্ট স্থান পাইয়াছে তাহা প্রাকৃত নায়িকা সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য। অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে জগৎপতি হইয়াও গোপীগণের উপপতি সাজিয়া লীলা করিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রকারই দোষাবসর নাই, কেননা তিনি কেবলমাত্র রসনির্য্যাস আস্বাদনের জন্যই নিজের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর ঘনীভূত মূর্ত্তি ব্রজরমণীগণকে পরবধূভাবে ভাবিত করিয়া লীলা করিয়াছেন। প্রাচীন কবিগণ যে তাঁহাদের কাব্যে বর্ণিত মুখ্যরসে পরোঢ়া নায়িকাকে মুখ্যস্থান প্রদান করেন নাই, তাহাও গোপ-রমণী ব্যতীত অন্য নায়িকা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। কেননা রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীব্রজরাজনন্দন রসাস্বাদন-চাতুর্য্য প্রদর্শনের জন্যই গোকুলনায়িকাগণকে জারভাবময় প্রেমে বিভাবিত করিয়াছিলেন।

অখিল রসামৃতমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অনন্যসাধারণ লীলা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, শ্রীভগবান্ একমাত্র ব্রজলীলা ব্যতীত আর কোন লীলাতেই জারভাবময় সম্বন্ধে লীলারসাস্বাদন করেন নাই, কিংবা একমাত্র ব্রজপ্রেয়সী ব্যতীত শ্রীভগবানের আর কোনও মূর্ত্তির কোনও প্রেয়সীরই এই পরম অনির্ব্বচনীয় জারভাবময় প্রেম দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ মূর্ত্তির প্রেয়সী লক্ষ্মী, শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তির প্রেয়সী সীতা, শ্রীশঙ্কর মূর্ত্তির প্রেয়সী পার্ব্বতী, এমন কি তাঁহার দ্বারকালীলার প্রেয়সী রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণেরও জারভাবময় প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই মূর্ত্তির সঙ্গে সম্বন্ধ দেখা যায় না। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজলীলায় নবকিশোর নটবর মূর্ত্তিতে তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করেন, তখনই তাঁহার প্রেয়সীবর্গের জারভাবময় প্রেমের কথা জানা যায়। শ্রীভগবান্ অন্য মূর্ত্তিতে অন্য ধামে যে সমস্ত লীলা করেন, তাহাতে তাঁহার প্রেয়সীবর্গের জারভাবময় প্রেমের প্রয়োজনই হয় না এবং শ্রীভগবানেরও সেই সমস্ত লীলায় পূর্ণরূপে প্রেমাধীনতা এবং মাধুর্য্যের প্রকাশ দেখা যয় না। ব্রজলীলায় শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বজনপ্রেমবশতাময়ী লীলা এবং অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই সে লীলায় পার্ষদগণেরও প্রেমের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজলীলার পার্ষদগণের স্বরূপ সমালোচনা করিলে জানা যায় যে—তাঁহারা কেহই শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহেন, শ্রীকৃষ্ণই লীলারসাস্বাদনের জন্যই এক হইয়াও অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এবং নিজের সঙ্গেই নিজে লীলা করিয়াছেন।

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি অগ্নি জ্বালাচয় নাহি কোন ভেদ।
তৈছে রাধা কৃষ্ণ দুঁহে একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

"তজ্জ্যোতিঃ সমভূদ্দ্বেধা রাধামাধবরূপকং॥" এই সম্মোহনতন্ত্র বচনেও জানা যায় যে, সেই স্বপ্রকাশ পরমা-নন্দ বস্তুই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা" এই গৌতমীয়তন্ত্রবচনেও শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপা বলিয়াই জানা যায়; সুতরাং শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তি হইলেও বিভিন্ন স্বরূপ নহেন। পদ্মপুরাণাদি গ্রন্থে যে শ্রীরাধিকার ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীবৃন্দের নাম জানা যায়, তাঁহারাও শ্রীরাধিকারই মূর্ত্তিভেদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহস্বরূপ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীকৃষ্ণ অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি ও সর্ব্বনিয়ন্তা, তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীরাধিকাদি ব্রজরমণীগণ যে তাঁহারই ইচ্ছায় জারভাবময় প্রেমে ভাবিত হইয়াছেন, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। জগতের কোনও পুরুষ ও রমণী যদি পরস্পরের প্রতি পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া মিলিত হন, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ইচ্ছানুসারে পতি-ভাবময় কিংবা জারভাবময় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারে না। তাহাদের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, অগত্যা সেই সম্বন্ধেই মিলিত হওয়া ব্যতীত আর কোনই উপায় নাই। কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের কোন কর্ম্মই করিতে হয় না। যাঁহার ইচ্ছানুসারে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রভৃতির শৃঙ্খলা ও সুবিধান সংঘটিত হইয়া থাকে, তাঁহার কি কখনও রমণের জন্য অগত্যা পরবধূ-সম্বন্ধের প্রয়োজন হয়? যাঁহার ইচ্ছানুসারে লক্ষ্মী প্রভৃতি প্রেয়সীগণ নিত্য দাম্পত্যপ্রেমে অনাদি কাল হইতে তাঁহার নারায়ণ মূর্ত্তির সেবা করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছানুসারে ব্রজরমণীগণ কি তাঁহার সহিত দাম্পত্যভাব পাইতে পারিতেন না? দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ, স্বর্গবাসিনী দেবীগণ এবং ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলারসাস্বাদন করিবার জন্য তীব্রসাধনা করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় ব্রজে গোপীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যথাসময়ে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন কি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত দাম্পত্যভাব লাভ করিতে পারিতেন না? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ এবং দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি প্রভৃতি সাধনসিদ্ধা গোপীগণকে দাম্পত্যভাব না দিয়া জারভাবে ভাবিত করিয়া এক অভিনব লীলারসাস্বাদন করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে দাম্পত্য ভাবময় প্রেম অপেক্ষা জারভাবময় প্রেমে এমন কোনও বিশেষত্ব আছে যে তাহা আস্বাদন করিবার জন্য স্বতন্ত্রেচ্ছ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যপ্রেয়সীগণকে এবং কৃপাসিদ্ধ গোপীগণকে জারভাবময় প্রেমেই বিভাবিত করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসাদি লীলা করিয়াছেন এবং প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিয়াছেন।

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যাখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

এই ব্রহ্মসংহিতা বচনে জানা যায় যে অখিলাত্মা আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দ প্রপঞ্চাতীত গোলোক ধামে প্রেমরস-পরিভাবিত নিজশক্তিবর্গ (গোপীগণ) সহ নিত্যলীলাবিলাস করেন। কিন্তু সেখানকার লীলায় পরকীয়া ভাব নাই, সেখানকার লীলার আদি বা আরম্ভ নাই, সেখানে মিলনোৎকণ্ঠারহিত নিত্য সংযোগ। সে জন্য রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই নিজশক্তিবর্গকে পরকীয়া ভাবে ভাবিত করিয়া মিলন-বিরহময় রসনির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য ভূলোকে অবতীর্ণ হন।

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

পিপাসা ব্যতীত যেমন জলপানের মাধুর্য্যাস্বাদান হয় না, সেইরূপ উৎকণ্ঠা ব্যতীতও মিলনসুখের আস্বাদন হয় না। দাম্পত্য ভাবে পুরুষ ও রমণীর মিলনে তাদৃশ উৎকণ্ঠা প্রকাশ হয় না, কেননা, তাহারা পরস্পর পরস্পরের পক্ষে অতি সুলভ। কিন্তু জারভাবময় মিলনে পুরুষ ও রমণী কেহ কাহারও পক্ষে সুলভ নহে এবং তাহাদের মিলনে বহু বাধা ও লোকভয়, ধর্ম্মভয় প্রভৃতি আছে। কাজেই সে মিলনের উৎকণ্ঠা অতি তীব্র। জাগতিক পুরুষ ও রমণীগণ যদি এই ভাবে মিলনরসাস্বাদন করিতে যায়, তাহা হইলে তাহারা অধর্ম্মে জড়িত হয়। বিশেষতঃ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক জাগতিক মিলনে প্রেমের সম্বন্ধগন্ধও নাই। তাই এ মিলন প্রাকৃত জগতে অতি দোষাবহ। কিন্তু অখিল ব্রহ্মাণ্ডনিয়ন্তা আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই মিলনে দোষাংশের কোনই সম্ভাবনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই, কেবলমাত্র উৎকণ্ঠা বৃদ্ধিতে পরম প্রেমরসাস্বাদনই ইহার উচ্ছেশ্য। জগতের পরপুরুষ ও পররমণী প্রকৃত পক্ষেই পর। কাজেই সে মিলন দোষাবহ। কিন্তু পরাৎপর শ্রীভগবানের পক্ষে কেহই পর নহে, তিনি সকলেরই আপন। তিনি সর্ব্বাত্মা এবং সর্ব্বজীব-হৃদয়াধিষ্ঠিত অন্তর্য্যামী। বিশেষতঃ গোপীগণ তাঁহারই মূর্ত্তিভেদ, কাজেই তাঁহাদের সহিত মিলন পরকীয়া ভাবে সংঘটিত হইলেও তত্ত্ববিচারে তাহা এক অভিনব লীলারসাস্বাদন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বামতা দুর্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধং॥ (উজ্জ্বলনীলমণিধৃতরুদ্রবচনং)

স্ত্রীগণের বামাতা, দুর্লভত্ব এবং নিবারণা এই তিনটি মদনের মহাস্ত্র। স্ত্রীগণের এই সমস্ত ভাব দ্বারাই মদন ত্রিজগৎ মোহিত করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহিতা পত্নীর পক্ষে পতির সহিত রসব্যবহারে বামতা প্রশংসনীয় নহে। কেননা সর্ব্বতোভাবে পতির মনোরঞ্জন করাই পতিব্রতা রমণীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। পতি পত্নীর মিলনে কেহই কাহারও পক্ষে দুর্লভ নহে এবং তাহাতে লোকতঃ কিংবা ধর্ম্মতঃ কোনও নিষেধ (নিবারণা) নাই। কাজেই সে মিলনে ক্ষুধা পিপাসা বিহীন ব্যক্তির অন্ন জলাদি গ্রহণের ন্যায় কোনও বিশেষ আস্বাদন নাই। কাজেই রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই নিত্যপ্রেয়সীগণকে পরকীয়া ভাবে ভাবিত করিয়া তাঁহাদের বামতা, দুর্লভত্ব এবং নিবারণার অন্তরাল হইতে সমুচ্ছলিত উৎকণ্ঠার চরমদশায় তাঁহাদের সহিত মিলন-রসাস্বাদন করেন।

যত্র নিষেধবিশেষঃ সুদুর্লভত্বঞ্চ যন্মৃগাক্ষীণাং। তত্রৈব নাগরাণাং নির্ভরমাসজ্জতে হৃদয়ং॥

(বিষ্ণুগুপ্তসংহিতা)

যে রমণীর সহিত মিলনে লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ নিষেধ আছে এবং যে রমণীর সহিত মিলন হওয়া অতীব দুর্ঘট, সেই রমণীতেই স্ত্রীকামুক ব্যক্তির চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মহাকর্ষণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া জগতে কত কত বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্য্যন্ত পরবধূমিলনে রত হইয়া লোকনিন্দা এবং নরকের দ্বার উন্মোচন করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি পাপ পুণ্যের বিচার না করিয়া কেবলমাত্র হৃদয়ের আকর্ষণ লইয়া তুলনা করা যায়, তাহা হইলে সত্য সত্যই স্বকীয়া ভাব অপেক্ষা পরকীয়া ভাবের মিলনকেই শ্রেষ্ঠাসন দিতে হইবে সন্দেহ নাই। জগতে যাঁহারা ধর্ম্ম এবং লোকনিন্দাভীরু, তাঁহারা এই শিষ্টবিগর্হিত কার্য্যে মনোনিবেশ করেন না বটে। কিন্তু শ্রীভগবানের পক্ষে ইহাতে কেবলমাত্র রসাস্বাদনচাতুর্য্য ব্যতীত আর কোনই প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং আত্মারাম; সুতরাং তাঁহার রমণের জন্য জগতের জীবের মত কোনও রমণীর সহিত মিলনের কোনও প্রয়োজন নাই এবং তিনি যে সমস্ত রমণীর সঙ্গে রমণ করিয়াছেন তাঁহারাও তাঁহারই রূপান্তরিত বিগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কাজেই স্বকীয়া কিংবা পরকীয়া যে কোন ভাবেই তাঁহাদের ভাবিত করা হউক না কেন, তাহাতে লীলা-রসাস্বাদন ব্যতীত আর কিছুই বলিবার নাই।

শ্রীভগবান্ যদি তাঁহার নিত্যপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণকে পরকীয়া ভাবে ভাবিত না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রেম ত্রিজগতে অতুলনীয় হইতে পারিত না, কিংবা সে প্রেম "মহাভাব" আখ্যা লাভ করিতে পারিত না। যে প্রেমে প্রিয়তমের প্রেমসেবার জন্য সর্ব্ববিধ দুঃখে সুখ জ্ঞান হয়, সেই প্রেমই মহাভাব পদবাচ্য। ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য লজ্জা ও কুলধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীবর্গ কিংবা নারায়ণপ্রেয়সী লক্ষ্মীগণের প্রেমে কুলধর্ম্ম ত্যাগের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য অনায়াসে কুলধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রেমে ঋণী হইয়াছেন, উদ্ধবাদি বিজ্ঞগণ তাঁহাদের চরণধূলিকণিকা প্রার্থনা করিয়াছেন ও শ্রীশুকদেবাদি পরমহংস-শিরোমণিগণও পরমাদরে তাহাই অগণিত ব্রহ্মর্ষি মহর্ষিগণ পরিবেষ্টিত গঙ্গাতীরে মুমূর্ষু পরীক্ষিতের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাজোবাচ।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে। গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥ ১২

কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত সমালোচনায় আমাদের ধারণা হওয়া উচিত যে—ব্রজরমণীগণ জার-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেও অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের জার নহেন এবং তাঁহাদের জার-ভাব একমাত্র পরম প্রেমেরই পরিচায়ক। ৯—১১

অন্বয়ঃ।—মুনে (হে শ্রীকৃষ্ণলীলামননপরায়ণ!) কৃষ্ণং (শ্রীব্রজরাজনন্দনং) পরং (কেবলং) কান্তং (কন্দর্পকোটিমনোহরং আত্মকোটিপ্রেষ্ঠং) বিদুঃ (জানন্তি ব্রজরমণ্য ইতি শেষঃ।) ব্রহ্মতয়া (সর্ব্বাত্মকনির্গুণ-সচ্চিদানন্দস্বরূপতয়া) নতু (ব্রজরমণ্যো শ্রীকৃষ্ণং নৈব জানন্তি) গুণধিয়াং (শ্রীকৃষ্ণস্য সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যবৈদগ্ধ্যানু-রাগাদিষ্বেব ধীর্যাসাং) তাসাং (ব্রহ্মস্বরূপমজানতাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীনাং) কথং (কেন প্রকারেণ কয়া যুক্ত্যা বা) গুণ-প্রবাহোপরমঃ (পূর্ব্বোক্ত গুণময়দেহনিবৃত্তি সংঘটিতঃ?)॥ ১২

মূলানুবাদ।—পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে মুনে! ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র কান্ত বলিয়াই জানিতেন; তাঁহাদের কোনদিনই শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্মবুদ্ধি ছিল না। কিন্তু তথাপি সেই গুণাসক্ত ব্রজরমণীগণের কি প্রকারে গুণময় দেহের নিবৃত্তি হইল?॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—ননু যথা পতিপুত্রাদীনাং বস্তুতো ব্রহ্মত্বেঽপি ন তদ্ভজনান্মোক্ষস্তথাবুদ্ধ্যভাবাৎ এবং কৃষ্ণেঽপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যভাবেন তৎসঙ্গতিঃ কথং মোক্ষহেতুরিতি শঙ্কতে কৃষ্ণং বিদুরিতি। পরং কেবলং কান্তং কমনীয়ম্॥ ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—পরি সর্ব্বতোভাবেন ঈক্ষতে সর্ব্বেষাং ভাবং জানাতীতি পরীক্ষিদিত্যস্যায়ং ভাবঃ—যদ্যপি স্বয়ং তত্তন্মাহাত্ম্যং জানাত্যেব তথাপ্যন্তর্মুখসন্দিহানানাং সন্দেহনিরাসার্থমর্থবিশেষেণ সন্দেহবিশেষঃ প্রপঞ্চিতঃ। বহির্মুখসন্দিহানানাঞ্চ সন্দেহান্তরনিরাসার্থং ব্রহ্মজ্ঞানবাদ ইব সন্দেহঃ প্রপঞ্চিতঃ। রাজোবাচেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অত্রাপি সর্ব্বভাববৈচক্ষণ্য এব রাজশব্দস্য তাৎপর্য্যাৎ। তথৈবার্থঃ শ্রীমুনীন্দ্রেণাপি তথৈব প্রতিবক্ষ্যতে ইতি। তত্র বহির্মুখরীতি-কোঽর্থঃ প্রসিদ্ধ এব। অন্তর্মুখ-রীত্যা তু অয়মর্থঃ। ননু গুণময়ং দেহং জহুরিত্যুক্তং; তত্র গুণশব্দেন সত্ত্বাদিত্রয়মুচ্যতে ময়ট্প্রত্যয়েন বিকারঃ। ততশ্চ হেয়স্য দেহস্য স্বতস্তন্ময়ত্বপ্রাপ্তেঃ কিং তন্নির্দ্দেশেন? তস্মাৎ পূর্ব্বেণ মানসসাদ্গুণ্য-পরম্পরা উত্তরেণ তু প্রাচুর্য্যং বাচ্যং। তত্রেদং পৃচ্ছামঃ। কৃষ্ণং বিদুরিতি। যদি চ প্রাপ্তরাসানামন্যাসাং নিস্ত্রৈগুণ্যদেহতাসূচনার্থমাসামেব বা প্রাপ্তব্যদেহস্য তৎসূচনার্থমত্র গুণময়মিতি বিশিষ্যতে তদপি তাদৃশস্য দেহস্যোপলক্ষণত্বেন মানসগুণপ্রবাহস্যাপি তাদৃশত্বেন লব্ধিঃ স্যাৎ তত্রাপি পৃচ্ছাম ইত্যাহ কৃষ্ণং বিদুরিতি। অর্থশ্চায়ং। কৃষ্ণং পরং কেবলং কান্তং সর্ব্বাশ্চর্য্যগুণমনোহরতয়া পরমং শ্রেষ্ঠং বিদুঃ নতু ব্রহ্মতয়া নির্গুণতদাবির্ভাববিশেষতয়া। তর্হি তাসাং গুণধিয়াং ব্রহ্মনিষ্ঠায়া অপি ত্যাজকতয়া প্রসিদ্ধেষু তদীয়তাদৃশগুণেষু ধীরন্তঃকরণং যাসাং তথাভূতানাং তদেকনিষ্ঠত্বেন তদ্গূনৈকানুবন্ধতৎপ্রেমবৃত্তিগুণত্বাদপ্রাকৃতগুণানামিত্যর্থঃ। ততো দেহস্য তু তাসামসিদ্ধত্বাদ্ভবতু নামোপরমঃ কথমবিচ্ছিদ্যতাদৃশগুণপরম্পরায়া উপরমঃ-স্যাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মোপাসকেষ্বিব ন তৎস্বরূপমাত্রাবির্ভাবঃ কিন্তু গুণৈরপি সহ তদাবির্ভাবঃ। ততো ব্রহ্মোপাসকেষু যে গুণাস্তে প্রাকৃতসত্ত্বময়া এবেতি তেষামেব গুণপ্রবাহো-পরমঃ সম্ভবতি নাবির্ভূতভগবদ্গুণানাং তদ্বিধানামিতি বাক্যার্থঃ। শ্লেষেণ চ ইদং পৃচ্ছতি। কৃষ্ণং পরং কেবলং কান্ততয়া বিদুঃ নতু ব্রহ্মতয়া ব্যাপকতয়া তর্হি যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইতি ন্যায়েন তাসু ব্যাপকতাগুণস্যাপ্রকাশাদন্তর্গৃহে প্রাকট্যাভাবেন কথং বিরহাভাবো গুণপ্রবাহোপরমশ্চ গুণধিয়াং সুন্দরোঽয়ং বিদগ্ধোঽয়মিতিমাত্রবুদ্ধীনাং। মুনে হে সর্ব্বজ্ঞ॥ ১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশুক উবাচ।

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥১৩
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ। অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—এতৎ (অত্র বক্তব্যমুত্তরং) তে (তুভ্যং) পুরস্তাৎ (সপ্তমস্কন্ধে) উক্তং (কথিতমেব।) হৃষীকেশং (সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিপ্রদত্বেন পরমোপকারিণমন্তর্য্যামিনং শ্রীকৃষ্ণং) দ্বিষন্নপি (সর্ব্বদা শত্রুত্বেন জানন্ তত্ত্বং ব্যবহরন্নপি) চৈদ্যঃ (শিশুপালঃ) যথাসিদ্ধিং (স্বাভীষ্টাং পার্ষদগতিং) গতঃ (প্রাপ্তঃ।) অধোক্ষজপ্রিয়াঃ (শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্যো ব্রজরমণ্যঃ) কিমুত (পরমপ্রেম্না শ্রীকৃষ্ণং সেবমানাঃ সিদ্ধিং গতা ইতি কিমুত বক্তব্যং)॥ ১৩

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই (সপ্তমস্কন্ধে) বলিয়াছি। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিয়াও ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া গুণময় দেহ মুক্ত হইবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—পরিহরতি উক্তমিতি। অয়ং ভাবঃ। জীবেষ্বাবৃতং ব্রহ্মত্বং কৃষ্ণস্য তু হৃষীকেশত্বাদনাবৃতম্ অতো ন তত্র বুদ্ধ্যপেক্ষেতি॥ ১৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—শ্রীযুক্তঃ শুকঃ ইতি পরীক্ষিদ্বচনস্য বহির্মুখপ্রতারণবুভুৎসুসন্দেহনিরসনার্থাং প্রবৃত্তিমবগত্যাপি তদ্ব্যাজেন বহির্মুখান্ ভর্ৎসয়ন্নিব কিঞ্চিৎ সামর্থ্যেনাব্যক্তবচনত্বাত্তথৈবাহ উক্তং পুরস্তাদিতি সিদ্ধিমভীষ্টাং গতিং পুনঃ পার্ষদতাং বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাং। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদাবিতি সপ্তমাৎ। ততস্তস্য দ্বেষেঽপি জাতে লীনতয়া স্থিতৈরপি পুনঃ স্বগুণৈরেব সহ তৎপ্রাপ্তিরিতি সুতরামেবাধোক্ষজপ্রীতিবিষয়াশ্রয়াণাং তাসাং বর্দ্ধিষ্ণুপ্রেমতয়া প্রকটৈস্তৈরেব সহ তৎপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। ময়া তু গুণময়ং দেহং ইতি স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপান্তর্বহির্দেহপ্রাপ্ত্যা সমূলপ্রাকৃতিপ্রাকৃতসদ্গুণৈঃ সৌন্দর্য্যাদিভিঃ সম্বলিতমপীত্যেব বিবক্ষিতং দেহস্যৈব বিশেষণত্বাদিত্যর্থঃ। প্রশ্নস্য শ্লেষত্বে দ্বিতীয়ার্থে ত্বয়মুত্তরস্যার্থঃ—যে যথা মামিত্যত্র তান্ প্রত্যেবান্যান্ গুণান্ ন প্রকাশয়ামি স্বতস্তু মম সর্ব্বেঽপি সন্ত্যেবেতি বিবক্ষিতং। অতস্তাদৃশভক্ত্যাবেশাত্তস্যানুসন্ধানাভাবেঽপি তত্তচ্ছক্তয় এব স্বাবসরে তান্ প্রকাশয়ন্তি। অন্যথা দূরতো ভজতাং কেবলতন্মাধুর্য্যনিষ্ঠানাং তদপ্রাপ্তিরেব স্যাৎ। তত্র কৈমুত্যেন দৃষ্টান্তং শৃণ্বিত্যাহ—দ্বিষন্নপীতি। অন্যথা তত্রাপ্যন্তে ন মোক্ষাদিদায়কমৈশ্বর্য্যং প্রকাশেতেতি ভাবঃ। তত্তৎপ্রকাশে নামদ্বয়েন হেতুমাহ হৃষীকেশমিতি অধোক্ষজেতি চ। উভয়নামনিরুক্ত্যা তজ্জ্ঞানাপেক্ষতয়ৈব তেষাং সিদ্ধয়ে তদ্গুণবিশেষঃ প্রকাশিত ইতি দর্শিতম্॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—নৃপ (হে রাজন্) নৃণাং (জীবমাত্রাণাং) নিঃশ্রেয়সার্থায় (সর্ব্বসাধনফলপ্রদানার্থং) অব্যয়স্য (জন্মাদিবিকাররহিতস্য) অপ্রমেয়স্য (অপরিচ্ছিন্নস্য) নির্গুণস্য (মায়াগুণাতীতস্য) গুণাত্মনঃ (মায়াগুণানাং নিয়ন্তুঃ) ভগবতঃ (স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) ব্যক্তিঃ (আবির্ভাবঃ ভবতি। অন্যথা ভ্রূবিজৃম্ভমাত্রেণ ব্রহ্মাণ্ডকোটিসৃষ্টিসংহারসমর্থস্য তস্য ভূভারহরণমাত্রার্থং ব্যক্তেরনুপপত্তির্দুর্ব্বারেবেত্যর্থঃ)॥ ১৪

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! জগতের জীবগণের সাধনোচিত ফল প্রদান করিবার জন্যই সেই অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ ও গুণনিয়ন্তা শ্রীভগবানের জগতে আবির্ভাব হইয়া থাকে॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—নন্বু দেহী কথমনাবৃতঃ স্যাদত আহ নৃণামিতি। গুণাত্মনো গুণনিয়ন্তুঃ ভগবত এবংরূপা অভিব্যক্তিরতো ন দেহিসাদৃশ্যমত্র বক্তুং যুজ্যত ইতি ভাবঃ॥ ১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেবং তদ্ধ্যানপ্রভাব উক্তঃ। তত্র ভগবদ্ব্যক্তিসময়ে তু ভগবৎপার্শ্বদস্যাগন্তুকং দৈত্যভাবস্য চৈদ্যস্য তথা তাদৃশশ্রীভগবৎপ্রেমবতীনাং তাসাং তত্তৎসম্পাদানায় ভগবতঃ সাহায্যমপ্যস্তি কৈমুত্যেন কারণমিত্যাহ—নৃণামিতি। নৃণাং জীবমাত্রাণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় সর্ব্বসাধনফলায় তত্তদ্‌যোগ্যতাসম্পৎপূর্ব্বক-স্বলীলানন্দপ্রাপ্তিরূপায়। তং সাধয়িতুমেবেত্যর্থঃ। ব্যক্তিঃ প্রাকট্যং। তদর্থাবধারণার্থমাহ ভগবত ইতি। অন্যথা ভ্রূবিজৃম্ভমাত্রেণ ব্রহ্মাণ্ডকোটিসংহারসমর্থস্য ভূভারহরণমাত্রার্থং ব্যক্তেরনুপপত্তিরিত্যর্থঃ। হে নৃপেতি যথা নৃণাং ক্ষেমার্থমেব ইতস্ততো ভবাদৃশস্য রাজ্ঞো গমনমিতি ভাবঃ। ভগবত্ত্বমেবাহ অব্যয়স্যেত্যাদিভিশ্চতুর্ভির্বিশেষণৈঃ। নিত্যং নানাপ্রকারৈর্নানাভক্তেভ্য আত্মদানাদিনাপি ন ব্যেতীত্যব্যয়ঃ তস্য কুতঃ অপ্রমেয়স্যাপরিচ্ছিন্নস্য ইত্যর্থঃ। তৎ কুতঃ? নির্গুণস্য মায়াগুণাতীতস্য। তচ্চ কুতঃ? মায়াগুণানামাত্মনঃ প্রবর্ত্তকস্য। যদ্বা নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় এব ব্যক্তিমাত্রং জন্ম। অন্যথা তু কথঞ্চিন্ন সম্ভবেদিত্যাহ—অব্যয়স্য জন্মাদিবিকাররহিতস্য। কিঞ্চাপ্রমেয়স্য তদর্থত্বে হেতুর্গুণাত্মন ইতি নিজকারুণ্যাদ্যশেষগুণানাং সুপ্তানামিব চেতয়িতুঃ প্রকটনপরস্য ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানং। শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্ অয়ং ভাব ইত্যাদৌ টীকায়াং বহির্মুখসন্দেহনিরাসার্থস্তেষাময়মভিপ্রায়ঃ। ননু ব্রহ্মণি কামাদিকমপি চেদর্থকরং তর্হি জীবেষ্বপি চিৎসামান্যেনৈক্যাৎ ব্রহ্মত্বমস্তীতি পত্যাদিষ্বপি তাদৃশং স্যাত্তত্রাহ জীবেষ্বিতি। আবৃতত্বে হেতুর্বক্ষ্যমাণবৈপরীত্যরীত্যা হৃষীকাধীনজ্ঞানত্বমেব জ্ঞেয়ং। তত্র স্বস্মিন্নাবৃতত্বং বহির্বিক্ষেপাৎ পরেষু উপাধিমাত্রগ্রহণাৎ হৃষীকেশত্বাদিতি পূর্ব্ববন্ন হৃষীকবশস্তদুদয়ঃ। অতঃ স্বপ্রকাশতাময় এব। ততশ্চানাবৃতমেব ব্রহ্মত্বং ইতি স্থিতে কামাদিনা কেনাপি তত্র প্রবৃত্তির্ভবতু বস্ত্বনুভবস্তু ভবত্যেবেত্যর্থঃ। ননু দেহীতি পত্যাদিবদ্দেহিত্বেন প্রতীয়মান ইত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তমাহ ভগবত এবেতি। তত্তদ্বিশেষণবৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থঃ। এবং রূপা অনাবৃতব্রহ্মরূপা। ন দেহিসাদৃশ্যং কুতো দেহিত্বমিত্যর্থঃ। তদ্বিগ্রহস্যৈব স্বরূপশক্তিসিদ্ধবৈচিত্রিকপরমতত্ত্বৈকরূপত্বাৎ। তচ্চ বিদ্বদনুভবসেবিততত্তচ্ছাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ। যথাচ ব্যাখ্যাতং নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমিত্যাদিষ্বিতি ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—হরৌ (সর্ব্বদোষহরে শ্রীভবগতি) কামং (গোপ্যাদীনামিব প্রেমময়ং কুব্জাদীনামিব রিরংসাময়ং বা ভাববিশেষং) ক্রোধং (শিশুপালাদীনামিব দ্বেষং) ভয়ং (কংসাদীনামিব অয়ং মে প্রাণহর ইতি ভীতিং) স্নেহং (বৃষ্ণিপাণ্ডবাদীনামিব আত্মীয়বুদ্ধ্যা প্রীতিবিশেষং) ঐক্যং (আত্মারামাণামিব সর্ব্বাত্মকতাবুদ্ধ্যা স্বেন সহৈক্যমননং) সৌহৃদং (ক্রথকৌশিক্যাদীনামিব ভক্তিবিশেষং) এব চ (অপি বা) নিত্যং (সদৈব যে) বিদধতঃ (কুর্ব্বাণা বর্ত্তন্তে) তে হি (নিশ্চিতমেব) তন্ময়তাং (যথাযোগ্যতত্তদ্ভাবসমুচিতাং স্ফূর্ত্তিং তৎস্বরূপতাঞ্চ) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—কাম, ক্রোধ, ভয় স্নেহ, ঐক্য, সৌহৃদ প্রভৃতি যে কোনও ভাবেই যে শ্রীভগবান্‌কে ভাবনা করুক না কেন, সে সেই ভাবেই তাঁহাতে তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—অতো যথাকথঞ্চিৎ তদাসক্তির্মুক্তিকারণমিত্যাহ—কামমিতি। ঐক্যং সম্বন্ধম্। সৌহৃদং ভক্তিম্ ॥ ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অস্তু তাবদ্ভগবদ্ব্যক্তিসময়গতানাং বার্ত্তা কিন্তু সর্ব্বদাতনানাং অপীয়ং রীতিরিত্যাহ কামমিতি। অত্র কামং দ্বিবিধং। শ্রীগোপ্যাদীনামিব প্রেমময়ং, সৈরিন্ধ্র্যাদীনামিব রিরংসাময়ঞ্চ। ক্রোধং দ্বেষং চৈদ্যাদীনামির। ভয়ং কংসাদীনামিব। স্নেহং বৃষ্ণিপাণ্ডবানামিব, শ্রীমদ্ব্রজবাসিনামিব বা। ঐক্যমাত্মারামাণামিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে। যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৬

সৌহৃদং ক্রথকৌশিক্যাদীনামিব। তত্র ভয়দ্বেষৌ তু নানুমতৌ। যঃ খলু কল্যাণগুণমপ্যাত্মানাং ভীষণং মন্যতে গূঢ়ং দ্বিষতোঽপি তস্য ভীতস্য, তথা মৎসরাদিনা সাক্ষাদপি দ্বিষতো ধৃষ্টস্য ভদ্রায় কল্পতে তস্মিন্ কঃ পরমপামরস্তচ্চ তঞ্চ কুর্য্যাৎ। কিন্তু স্নেহং সৌহৃদমেব বা সর্ব্বেঽপি কুর্য্যুরিতি হি তাৎপর্য্যং। তদিত্থমেবোক্তং শ্রীনারদেন। তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদিতি। কেনাপীতি তত্র যোগেনেত্যর্থঃ। অতস্তত্রৈব তদুক্তং। যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিরিতি। তত্র চ শাস্ত্রজ্ঞাঃগৌরবময়ভক্তিযোগমতিক্রম্য ভাবমার্গে হেয়স্যাপি তস্য তন্ময়তাকারিত্বায় প্রাবল্যং দৃশ্যতে ইতি ব্যজ্য স্নেহসৌহৃদে এবানুমতে তদিত্থমেবোক্তং দ্বিষন্নপীতি। তদ্বদৈক্যঞ্চ নানুমতং তত্র তাদৃশতদ্গুণাস্ফূর্ত্তেরিতি এবশব্দঃ একৈকতঃ কৃতার্থীভাবায়। পাঠান্তরে যে বিদধতে তে হি নিশ্চিতং তন্ময়তাং তত্তদ্ভাবসমুচিতাবির্ভাবং তদেকস্ফূর্ত্তিং চেতি। বেতি চ পাঠঃ সমানার্থঃ। কিন্তু ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতামিতি শ্রীভগবদ্বাক্যাৎ, যোগিভির্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে ক্বচিৎ। দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দ্দন ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাৎ। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত ইতি শ্রীগীতাতশ্চ যদ্যপি দ্বেষ্টৃপ্রভৃতিভিস্তস্য যাথার্থ্যং নানুভূয়তে কিন্ত্বন্যথৈবেতি তথাপি তৎপ্রভাবাৎ পরম্পরয়াপ্যুত্তরকালে যাথার্থ্যং স্ফুরতীতি ক্রোধভয়ে অপ্যত্র গণিতে। কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়া ইত্যনেন কামস্য প্রিয়ত্বাতিশয়াদুৎকর্ষিত ইতি বিবেচনীয়ং। চেতি বেতি পাঠঃ সমানার্থঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—ভবতা (গর্ভাদারভ্যৈব তন্মহিমাভিজ্ঞেন ভবতা) ভগবতি (অশেষৈশ্বর্য্যনিকেতনে) অজে (জীববজ্জন্মরাহিত্যেঽপি ভক্তবাৎসল্যাৎ স্বেচ্ছয়ৈব স্বয়মাবির্ভবতি) যোগেশ্বরেশ্বরে (যোগঃ—দুর্ঘটঘটনাসামর্থ্যং তস্যেশ্বরাঃ শিবসনকাদয়ঃ তেষামপীশ্বরে পরমাধ্যে) কৃষ্ণে (নরাকৃতিপরব্রহ্মণি স্বয়ং ভগবতি শ্রীব্রজরাজনন্দনে) এবং (ঈদৃশঃ) বিস্ময়ঃ (তল্লীলায়াং তৎকৃপায়াং তৎসামর্থ্যে বা কথমেতদ্ঘটেতেতি পরমাশ্চর্য্যবুদ্ধিঃ) ন চ কার্য্যঃ (কদাপি নৈব বিধেয়ঃ) যতঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) এতৎ (চরাচরাত্মকং সর্ব্বমেব জগৎ) বিমুচ্যতে (অশেষসাধনরহিতমপি তদিচ্ছামাত্রেণ তদীয়যৎকিঞ্চিৎসম্বন্ধাভাসমাত্রেণাপি সংসারবন্ধনাৎ বিমুক্তো ভবতি) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—হে মহারাজ! তুমি মাতৃগর্ভ হইতেই শ্রীভগবানের মহিমার পরিচয় পাইয়াছ; অতএব তোমার সেই অচিন্ত্যশক্তিনিকেতন, জন্মরহিত হইয়াও ভক্তবাৎসল্যে আবির্ভূত যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলা কিংবা মহিমার কথা শুনিয়া অসম্ভব-বুদ্ধি পোষণ করা কিংবা আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া উচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের গুণময়দেহ নিবৃত্তি হওয়া ত সামান্য কথা, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে ক্ষণকালের মধ্যে সর্ব্বজগৎ গুণবন্ধন মুক্ত হইয়া যাইতে পারে ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—ন চ ভগবতোঽয়মতিভার ইত্যাহ নচৈবমিতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদেতৎ স্থাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে ॥ ১৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ন চেতি অন্যেন ক্রিয়তাং নাম ভবতা গর্ভাদারভ্য তন্মহিমাভিজ্ঞেন ন কার্য্য এবেত্যর্থঃ। অতএব ভবতেতি গৌরবেণোক্তং নতু ত্বয়েতি। বিস্ময়াকরণে হেতুবিশেষঃ—ভগবতি অশেষৈশ্বর্য্যযুক্তে। নন্বু কথং তর্হি দেবকীগর্ভতো জন্ম তত্রাহ অজে। জীববন্ন জায়তে কিন্তু স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তবাৎসল্যাদিনা স্বয়মাবির্ভবতীত্যর্থঃ। ভগবত্ত্বাদেব যোগেশ্বরেশ্বরে। তত্রাপি কৃষ্ণে সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণাবির্ভাব ইত্যর্থঃ ॥ ১৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে ব্রজরমণীগণের সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন এবং কতকগুলি অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীর শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরহদুঃখ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দে সর্ব্ববিধ ভোক্তব্য দুঃখ সুখের অবসানে গুণময় দেহ পরিত্যাগের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। এই অভূতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট একটি প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইলেন। যদিও এই পরমমধুর লীলাবর্ণনারত শ্রীশুকদেবের নিকট কোনও প্রশ্ন করিয়া তাঁহার আবেশ ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে, তথাপি শ্রোতৃবৃন্দের মনোগত ভাব বুঝিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রকাশ্য গঙ্গাতীরভূভাগে প্রায়োপবেশন করিয়া পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে কাহারও গমনে কিংবা শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণে কোনও বাধা ছিল না। কাজেই সেখানে যেমন ভক্তচূড়ামণি রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষিগণ উপস্থিত ছিলেন, সেইরূপ যোগী, জ্ঞানী, ধ্যানী, ন্যাসী, ঋষি, তপস্বী, কর্ম্মী, ভোগী প্রভৃতি বহুতর হরিভক্তিবিমুখ ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। যাঁহারা শ্রীভগবদ্ভক্তির অচিন্ত্যমাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন এবং শ্রীভগবৎকৃপায় ও ইচ্ছায় সকলই সম্ভব হইতে পারে এই ধারণা হইতে কদাপি বিচ্যুত না হইয়া সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত থাকিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীভগবদ্ভক্ত বলা যায় এবং যাঁহাদের ভক্তিমাহাত্ম্যে বিশ্বাস নাই বলিয়া যোগ জ্ঞানাদির সাহায্যে সংসারমুক্তি ও সর্ব্বার্থসাধনের জন্য একান্ত আগ্রহ, তাঁহাদিগকে অভক্ত কিংবা বহির্মুখ বলা যায়। মহারাজ পরীক্ষিতের গঙ্গাতীরস্থ সভায় যেমন বহুতর ভক্তসমাবেশ হইয়াছিল, সেইরূপ অভক্তসমাবেশেরও কিছু ন্যূনতা ছিল না। সেইজন্য সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীশুকদেব এমন ভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, তাহাতে ভক্তচূড়ামণিগণ তাঁহাদের অন্তরের ভাবানুরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন এবং অভক্ত বহির্মুখগণ ভক্তিসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাঁহাদের বহির্মুখ ধারণায় কোনও বাধা হয় নাই। কিন্তু পরমরসময়ী রাসলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশুকদেব এমনই প্রেমে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার তখন আর পূর্ব্ববৎ জ্ঞানবাদের আবরণে ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার শক্তি ছিল না। তাই তিনি প্রকাশ্য ভাবেই বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, "তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥" এইকথা শুনিয়া শ্রীভগবানের কৃপাশক্তির অচিন্ত্যপ্রভাব এবং ভক্তিমাহাত্ম্যে বিশ্বাসবিহীন বহির্মুখগণের চিত্তে বহুতর সন্দেহের উদয় হইল। তাঁহাদের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, অজ্ঞান বশতঃ জীবের সংসার বন্ধন এবং একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই তাহা নিবৃত্তির কারণ। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাও বড় সহজ কথা নহে। জপ, যোগ, ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যাদি বহুতর সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে বহু জন্মের পর কাহারও ভাগ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা হইতে পারে। (বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ এই গীতাবাক্যে জানা যায় যে, বহুতর সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তাহা সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে—"সুদুর্লভ") ব্রজরমণীগণের জপ, যোগ, ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যাদি কোন সাধনাই ছিল না কিংবা পূর্ব্বজন্মের সাধনলব্ধ ব্রহ্মজ্ঞানও ছিল না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র প্রাণবল্লভ বলিয়াই জানিতেন, কাজেই তাঁহাদের পক্ষে মুক্তিলাভ করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, এই সমস্ত ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মবুদ্ধি ছিল না, তাঁহারা জারবুদ্ধিতেই শ্রীকৃষ্ণে সঙ্গত হইয়াছিলেন এবং দুঃসহ শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ গুণময়দেহের অবসান হইয়া গিয়াছিল। এইকথা শুনিয়া বহির্মুখগণ কিছুতেই ধারণা করিতে পারিলেন না যে, শ্রীকৃষ্ণভক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণের ব্রহ্মজ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও কি ভাবে মুক্তি লাভ হইল। তাই তাঁহারা সন্দেহাকুলিতচিত্তে বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে শ্রীশুকদেবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণকৃপা ও ভক্তিবৈভবের তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন যে সমস্ত ভক্তচূড়ামণিগণ শ্রীশুকদেবের মুখে ব্রজরমণীগণের এ প্রকার গুণময় দেহ নিবৃত্তির কথা শুনিলেন, তাঁহারাও সন্দেহ-মুক্ত হইতে পারিলেন না—কেননা, তাঁহারা জানেন যে, যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণচরণসেবনের জন্য তীব্র লালসা থাকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের কদাপি দেহনিবৃত্তি হয় না। তাঁহারা ভক্তি যাজন করিতে আরম্ভ করিলেই তাঁহাদের প্রাকৃতদেহে অপ্রাকৃতের আবেশ হয় এবং ক্রমশঃ প্রাকৃতাংশের অপগম হইলে তাঁহারা অপ্রাকৃতদেহে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবাধিকার লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারা কদাপি যোগী, জ্ঞানী প্রভৃতির ন্যায় দেহশূন্য কিংবা সাযুজ্যপ্রাপ্ত হন না। "নৈকান্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ" এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনে ও "সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য" এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বচনে স্পষ্টই জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণভক্তের কদাপি দেহনিবৃত্তি প্রার্থনীয় নহে; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তির উপযুক্ত দেহ লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত। কিন্তু শ্রীশুকদেবের মুখে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের দেহনিবৃত্তির কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তচূড়ামণিগণ হতাশ চিত্তে বিষণ্ণ বদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ স্বভাবতঃই সর্ব্বচিত্তজ্ঞ। বৈষ্ণবতোষণী টীকায় পরীক্ষিৎ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানা যায় যে "পরি সর্ব্বতোভাবেন ঈক্ষতে সর্ব্বেষাং ভাবং জানাতীতি পরীক্ষিৎ"। তিনি শ্রীশুকদেবের নিকট ব্রজরমণীগণের গুণময়দেহ নিবৃত্তির কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবৈভব এবং ভক্তিমাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দিহান হন নাই; প্রত্যুত তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। কিন্তু তিনি এই পরমাশ্চর্য্য কথা শুনিয়া একবার সভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন যে, ব্রজরমণীগণের এই প্রকার গুণময়দেহ নিবৃত্তির কথা শুনিয়া ভক্ত এবং অভক্ত উভয়ের চিত্তেই বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সে জন্য তিনি তাঁহাদের সন্দেহাপনোদন করিবার জন্য এমন ভঙ্গি করিয়া প্রশ্ন করিলেন, যাহাতে ভক্ত এবং অভক্ত উভয়েরই মনোভাব ব্যক্ত হইতে পারে। মহারাজ পরীক্ষিৎ মনে করিলেন যে, পরমরসময়ী রাসলীলা কথার আরম্ভেই যদি সভাস্থ ভক্ত এবং অভক্ত উভয়েই সন্দিগ্ধচিত্তে অবস্থান করেন, তাহা হইলে এই কথার প্রকৃত রসাস্বাদন করা যাইবে না, তাই তিনি শ্রীশুকদেবের আবেশ ভঙ্গ করিয়াই প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে। গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং॥

হে মুনে! আপনি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণলীলামননরসে নিমগ্ন; কাজেই শ্রীকৃষ্ণলীলার গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার যেমন অভিজ্ঞতা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। যাঁহারা মুখে মুখে শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা জানেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন না, কিংবা সে সমস্ত লীলা স্মরণ করেন না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা বর্ণনা করিলেও তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের সন্দেহ দূর হয় না। কেননা বক্তা স্বয়ং যদি সন্দেহমুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণভজনরত না হন, তাহা হইলে তাঁহার মুখ-নির্গত লীলাকথা কি কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে? সে কথা কর্ণদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া আবার কর্ণদ্বারেই নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু হে মুনে! আপনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের লীলা মননরত, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে—অন্তর্গৃহগতা ব্রজরমণীগণের গুণময়দেহ নিবৃত্তির কথা শুনিয়া আমরা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব ধারণা করিতে পারিতেছি না, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের অজ্ঞতানিবন্ধন ব্যর্থ সন্দেহ দূর করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকৃত তত্ত্ব ধারণা করাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

হে পরমহংস-শিরোমণে! আপনি যে বলিলেন "অন্তর্গৃহগতা গোপীগণ গুণময়দেহ পরিত্যাগ করিলেন" (জহুর্গুণময়ং দেহং) তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে গুণময় শব্দের অর্থ কি? দেহে গুণময় বিশেষণ প্রয়োগেরই বা সার্থকতা কি? গুণ শব্দের অর্থ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ এবং তাহাতে বিকারার্থে ময়ট্ যোগে যদি গুণময় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ বিশেষণের কোনও সার্থকতা থাকে না। কেন না হেয় দেহ অর্থাৎ যে দেহ কর্ম্মফল ভোগান্তে এবং যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার সিদ্ধিদশায় পরিত্যাগ করিতে হয়, সে দেহ গুণময়ই হইয়া থাকে; সুতরাং সুতপ্ত অগ্নি বলিলে যেমন ব্যর্থ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, সেইরূপ গুণময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ বলিলেও ব্যর্থ বিশেষণই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। যদি বলেন—গুণ শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি মানসিক সদ্‌গুণ এবং প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় প্রয়োগে গুণময় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে গুণময় শব্দের শ্রীকৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষা-প্রচুর দেহ—এই অর্থ হয়। কিন্তু তাদৃশ দেহ কখনও পরিত্যাজ্য হইতে পারে না, কেননা যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষা থাকে, তাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির আশাতেও জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির উপযুক্ত দেহই কামনা করিয়া থাকেন। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষা নাই এবং সত্ত্ব রজঃ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া নিরন্তর জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতি সংসারতাপ ভোগে জর্জ্জরিত হইতেছেন, তাঁহারাই সেই গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিবার জন্য জ্ঞানযোগে ব্রহ্মোপাসনা করেন এবং যথাসময়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় ও প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইলে দেহসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিদেহকৈবল্য লাভ করেন। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষা জাগরূক হয়, তাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহাদের পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যান করেন এবং সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্তির উপযুক্ত দেহলাভ করিবার জন্যই লালায়িত হন। ব্রজের গোপীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষাযুক্ত এবং সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের পরমমনোহর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ্য প্রভৃতিতে চিন্তারত; তাঁহারা স্বপ্নেও কোনদিন ব্রহ্মভাবনা করেন নাই, কিংবা বিদেহকৈবল্যলাভের জন্য লালায়িত হন নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, ব্রজরমণীগণের সেই শ্রীকৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণময় দেহ ব্রহ্মভাবনা ব্যতিরেকে কেন পরিত্যক্ত হইল?

বিশেষতঃ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" এই গীতাবাক্যে জানা যায় শ্রীভগবানকে যে যে ভাবে ভাবনা করে, শ্রীভগবান্ সেই ভাবেই তাহাদের মনোবাসনা পূরণ করিয়া থাকেন। ব্রজরমণীগণ শ্রীভগবানকে কোন দিনই ব্রহ্মভাবে অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ স্বরূপে ভাবনা করেন নাই, কাজেই তাঁহাদের নিকট শ্রীভগবানের ব্যাপকতা গুণ প্রকাশ হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং তাঁহাদের সেই রুদ্ধগৃহমধ্যে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দস্বরূপ সম্বন্ধে কোন দিনই ধারণা ছিল না, তাঁহারা কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদিতেই আকৃষ্ট ছিলেন; কাজেই তাঁহাদের এই ভাবে গুণময়দেহ নিবৃত্তি হইল কেন, তাহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না।

নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি অনন্ত কল্যাণগুণ-ধ্যানপরায়ণা গোপীগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাকাঙ্ক্ষাদি অশেষ গুণযুক্ত দেহ ত্যাগ করা কদাপি সম্ভবপর নহে—ইহাই ভক্তগণের সন্দেহের হেতু এবং শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনা গোপীগণের পক্ষে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ। বলিয়া রোদন করিতে করিতে যোগী জ্ঞানী প্রভৃতির সুদুর্লভ দেহসম্বন্ধ মুক্তি লাভ করা সর্ব্বথা অসম্ভব; ইহাই বহির্ম্মুখগণের সন্দেহের হেতু। গঙ্গাতীরস্থ ভক্ত ও বহির্ম্মুখগণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াই মহারাজ পরীক্ষিৎ এই ভাবে "কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং" প্রভৃতি শ্লোকে একই কথায় ভক্ত এবং অভক্ত এই উভয়ের সন্দেহই শ্রীশুকদেবের নিকট জ্ঞাপন করিলেন॥

সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের ভাব বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণকৃপার অচিন্ত্য বৈভবে বিশ্বাসবিহীন বহির্ম্মুখগণকে তিরস্কারপূর্ব্বক ভক্তিসিদ্ধান্তবুভুৎসু ভক্তগণের সন্দেহ দূর করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণকৃপাবৈভবের তত্ত্ব জানাইবার জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে মহারাজ! আমি যে ইতঃপূর্ব্বে (সপ্তমস্কন্ধে) শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালের পুনরায় পার্ষদদেহ প্রাপ্তির কথা বলিয়াছি তাহা কি তোমার মনে নাই? বৈকুণ্ঠের দ্বাররক্ষক জয়, বিজয়—সনক সনন্দনাদি মুনিগণের অভিশাপে আসুর ভাবপ্রাপ্ত হইয়া তিনবার ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমবার হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, দ্বিতীয়বার রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং তৃতীয়বার শিশুপাল ও দন্তবক্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেক বারেই আসুরভাব বশতঃ শ্রীভগবানে দ্বেষবুদ্ধি পোষণ করিতেন। তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাবতার সময়ে শিশুপালরূপে অবতীর্ণ হইয়া আজন্ম শ্রীকৃষ্ণের উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করিত এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনিন্দা এবং শ্রীকৃষ্ণকে অপমানিত লাঞ্ছিত ও পরাভূত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিত। এই কার্য্যই যেন তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তাহার পর যেদিন সে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভায় পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজন্যবর্গের সমীপে নানাভাবে মুক্তকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণনিন্দা করিতে লাগিল, সেই দিন শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রাঘাতে তাহার জীবনান্ত হইল। কিন্তু তাহার পর আর তাহার ভূলোকে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই, কিংবা তাহার আসুরভাবের লেশও ছিল না।

বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাং। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতং)

শিশুপাল ও দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রবল বিদ্বেষভাব বশতঃ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের দোষ ও ছিদ্রানুসন্ধান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও লীলাদি চিন্তা করিত। যদিও তাহারা সর্ব্বজীবের পরমমিত্র শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুভাবেই চিন্তা করিয়াছিল, তথাপি এই প্রকার নিরন্তর চিন্তাপ্রভাবেই তাহারা আসুরভাব-বন্ধন মুক্ত হইয়া পুনরায় নারায়ণ-পার্ষদরূপে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল।

নিরন্তর দ্বেষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে শিশুপাল প্রভৃতির আসুরভাবাপন্ন চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল ও তন্ময়তা লাভ করিয়াছিল। তাহার পর সেই তন্ময়তার ফলেই তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠপতির সেবাধিকার লাভ হইয়াছিল।

কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতং)

কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ কিংবা ভক্তি—ইহার যে কোনও ভাবে শ্রীভগবানে চিত্ত আবিষ্ট হইলেই তন্ময়তা প্রভাবে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপাদির অবসান হইয়া যায় এবং যথাযোগ্য ভাবে শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যাঁহাদের দ্বেষ কিংবা ভয়াদি বশতঃ শ্রীভগবানে চিত্ত আবিষ্ট হয়, তাঁহাদের তন্ময়তা লাভ হইলেই দ্বেষ ভয়াদি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা শ্রীভগবানে বিলীন হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের কোন প্রকার সেবাকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহাদের চিন্তাবেশ বশতঃ তন্ময়তা লাভ হইলে সেবাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয় এবং যথাযোগ্য সেবাধিকার লাভ হয়। ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদি সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা না থাকিলেও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তাঁহারা সেই ভাবেই নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে চিত্তাবেশ বশতঃ তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের তন্ময়তা বশতঃ সর্ব্ববিধ বাধা বিঘ্ন দূর হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভ করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যজনক নহে। আরও বিশেষ বিবেচ্য এই যে—যাঁহাকে দ্বেষ করিয়া এবং নিরন্তর শত্রুরূপে ভাবনা করিয়া শিশুপালাদি কৃতার্থ হইয়াছে, তাঁহাকে ভালবাসিয়া ও নিরন্তর নিজ প্রাণবল্লভরূপে ভাবনা করিয়া ব্রজরমণীগণের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। ব্রজরমণীগণ জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণায় ভ্রান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের ভালবাসায় কিছুমাত্র ভ্রান্তি ছিল না। শিশুপাল প্রভৃতি অসুরগণও তাহাদের আসুরিক ধারণায় সর্ব্বজীবের অকৃত্রিম মিত্র শ্রীভগবানকে শত্রু বলিয়াই বুঝিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি কাহারও শত্রু নহেন। সেইরূপ ব্রজরমণীগণও তাঁহাদের প্রেমের ধারণায় জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলিয়া ধারণা করিলেও তিনি কাহারও উপপতি নহেন। কিন্তু পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ কাহাকেও বঞ্চিত করেন না। যে তাঁহাকে যে ভাবেই ভাবনা করুক না কেন, তীব্র ভাবনায় তন্ময়তা লাভ হইলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি তাহার ভাবনার দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া আত্মদান করিয়া থাকেন। শিশুপাল প্রভৃতি পূর্ব্বজন্মে শ্রীনারায়ণের পার্ষদ ছিল এবং সনক সনন্দনাদির অভিশাপ বশতঃ আগন্তুক আসুরভাবে ভাবিত হইয়া নিজ প্রভুকেই শত্রু বলিয়া মনে করিত। তাহাদের সেই নিন্দিত ভাবনাও শ্রীভগবান্ উপেক্ষা করেন নাই। তিনি তাহাদের আগন্তুক আসুরভাবের আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাদের স্বভাবানুরূপ সেবাধিকার দিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণ পূর্ব্বজন্মে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি ছিলেন এবং তাঁহাদের সেই সময় হইতেই শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তীব্র সাধনার অবসানে গোপীদেহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রেমান্ধতা বশতঃ জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি ভাবনা করিয়া সেই ভাবেই তাঁহার সেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলিয়া ধারণা করিলেও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতেই তীব্র দৃষ্টি ছিল, কেবলমাত্র ঔপপত্যই তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। কাজেই তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভ করা তাঁহাদের প্রেমেরই অনুরূপই হইয়াছে।

ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্মজ্ঞান ছিল না বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানবিহীনা ছিলেন না। যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মাবুদ্ধিতে অন্তরে সাক্ষাৎ করিয়া কৃতার্থ হন, জ্ঞানিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম ধারণা করিয়া সাযুজ্য লাভ করেন, ভক্তগণ যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া আরাধনা করিয়া সালোক্যাদি লাভে করেন, ব্রজরমণীগণ তাঁহাকেই উপপতি বলিয়া ধারণা করিয়াই প্রেয়সীরূপে তাঁহার সেবাধিকার লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। ব্রজরমণীগণের ব্রহ্মজ্ঞান না থাকিলেও তাঁহাদের গুণময়দেহ নিবৃত্তির পক্ষে কোনই বাধা হয় নাই; কেননা, তাঁহারা যাঁহাকে উপপতি বলিয়া বুঝিতেন সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের জ্ঞানগম্য ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রতিমা। (ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং। শ্রীমদ্ভগবদগীতা) এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, বস্তুশক্তি বুদ্ধিবৃত্তির অপেক্ষা করে না। বিষভ্রমে অমৃত পান করিলে কাহারও মরণ হয় না; প্রত্যুত অমরত্বই লাভ হইয়া থাকে। ব্রজরমণীগণ উপপতিবুদ্ধিতে জগৎপতিকেই ভালবাসিতেন; কাজেই তাঁহাদের যোগী জ্ঞানী প্রভৃতির ন্যায় সাযুজ্য লাভ না হইয়া কোটি কোটি গুণিত ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও দুর্লভতম সেবানন্দেরই অধিকার লাভ হইয়াছিল।

এ বিষয়ে সাধারণতঃ সন্দেহ হইতে পারে যে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতি বচনে জানা যায় যে, পরিদৃশ্যমান জগতের যে কোনও বস্তু কিংবা যে কোনও ব্যক্তিই ব্রহ্ম; সুতরাং বিষয়াসক্ত জীবগণ যে, স্ত্রীপুত্রাদির সেবা করে, তাহারাও প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম; কিন্তু অনাদি অজ্ঞানবশতঃ তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি না হইয়া স্ত্রীপুত্রাদিবুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সেবা করিয়া বস্তুশক্তি প্রভাবে অজ্ঞ জীবেরও মোক্ষ লাভ হয় না কেন? ইহা শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার ভাবার্থদীপিকা টীকায় আলোচনা করিয়াছেন—

"জীবেষ্বাবৃতং ব্রহ্মত্বং, কৃষ্ণস্য তু হৃষীকেশত্বাৎ অনাবৃতমতো ন তত্র বুদ্ধ্যপেক্ষেতি"। (শ্রীধরস্বামিটীকা)

স্ত্রীপুত্রাদি জীবেও ব্রহ্মত্ব আছে এবং তাহারা সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু নহে এ কথা সত্য; কিন্তু তাহাতে মায়ার আবরণে ব্রহ্মস্বরূপ সমাবৃত। কাজেই মায়ার আবরণ অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা হইতে ব্রহ্মবস্তুর ক্রিয়া প্রকাশ হয় না। যেমন জগতেও দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠে যেখানে জীবগণ বাস করে সেখানে জল আছে, কিন্তু তাহা মৃত্তিকার আবরণে আবৃত বলিয়া মৃত্তিকা খনন ব্যতীত কাহারও পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু নদী তড়াগাদি অনাবৃত জলাশয়ে মৃত্তিকা খনন ব্যতীতই স্নান পানাদি সিদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নরজগতে অবতীর্ণ হইলেও তিনি অমর দুর্লভ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্য্যামী; কাজেই তাঁহার স্বরূপ ধারণা না থাকিলেও সেই অনাবৃত ব্রহ্মবস্তুর প্রসঙ্গমাত্রেই সকলেরই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের গুণময়দেহ নিবৃত্তির কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনই কারণ নাই। কেননা শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণসেবাধিকারপ্রাপ্তির জন্য সমুৎকণ্ঠিত ভক্তগণকে কৃতার্থ করিবার জন্যই যুগে যুগে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নচেৎ যাঁহার ভ্রূভঙ্গিমাত্রেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সংসাধিত হয়, তাঁহার পক্ষে দুই একজন অসুর বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হওয়া কিংবা অসুরগণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহাদির অনুষ্ঠান করা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না।

মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্নোমি দানবান্ বলান্। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥

(স্কন্দপুরাণং)

এই স্কন্দপুরাণীয় শ্রীভগবদ্বচনে জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ ভ্রূভঙ্গিমাত্রেই হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ কুম্ভকর্ণাদি সমস্ত দানববল সংহার করিতে পারেন। মহাপ্রলয়ে যাঁহার ইচ্ছামাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিলয় হইয়া যায়, তাঁহার পক্ষে রাবণ বধাদির জন্য বানর সৈন্য সংগ্রহ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন প্রভৃতি মহাড়ম্বরে ব্যাপৃত হওয়া কি সম্ভবপর? কিন্তু দেখা যায় যে, তিনি মৎস্য কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, কৃষ্ণাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বহুতর আয়োজনসাধ্য বিবিধ ব্যাপার করিয়া অসুরমারণ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। গীতাতেও শ্রীভগবান্ তাঁহার আবির্ভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ সাধন এবং বিলুপ্তপ্রায় ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন এই ত্রিবিধ কার্য্য করিবার জন্য আমি যুগে যুগে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। কিন্তু "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়ং" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য সমালোচনায় যাঁহার ঈক্ষণমাত্রে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনার কথা জানা যায়, তাঁহার অসুরমারণাদি কার্য্যের জন্য আবির্ভূত হওয়ার সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহার চরণসেবাধিকার পাইবার জন্য সমুৎকণ্ঠিত ভক্তগণের মনোবাসনা পূরণের জন্য তাঁহার জগতে আবির্ভাব কিছুমাত্র বিস্ময়াবহ নহে। কেননা ভক্তবৎসল ভগবানের পক্ষে ভক্তবাৎসল্য বশতঃ সর্ব্ববিধ কার্য্য করাই সম্ভবপর এবং সমীচীন।

শ্রীভগবান্ অব্যয় অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভাববিকার রহিত হইয়াও জন্মানুকরণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন, তিনি অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্নরূপেই লীলা করেন, সে জন্য তাঁহার ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণগুণে অবিশ্বাসী অসুর প্রভৃতি জীবগণ তাঁহার লীলাসম্বন্ধে কোনও ধারণা করিতে পারে না এবং নানাপ্রকার অসৎ সমালোচনা করে। কিন্তু তাঁহার ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, সেই সমস্ত ভক্তচূড়ামণিগণ অপার করুণার লীলা দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান।

শ্রীভগবান্ সত্ত্বাদি ত্রিগুণের অতীত বলিয়া বেদপুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই তিনি নির্গুণ বলিয়া অভিহিত, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কারুণ্য, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অপ্রাকৃত গুণবিহীন নহেন।

"গুণৈঃ স্বরূপ ভূতৈশ্চ গুণ্যসৌ হরিরুচ্যতে। ন বিষ্ণো র্ন চ মুক্তানাং সন্তিবৈ প্রাকৃতাগুণাঃ॥" (স্কন্দপুরাণং)

শ্রীভগবান্ সত্ত্বাদি ত্রিগুণের অতীত বলিয়া তিনি নির্গুণ এবং কারুণ্য ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অপ্রাকৃত গুণমহোদধি বলিয়া সগুণ। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণের (মুক্ত) কদাপি প্রাকৃত গুণসম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কারুণ্যাদি গুণবিহীন নহেন। প্রাকৃতজীবের দয়া প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ প্রাকৃত সত্ত্বগুণেরই বিকার বিশেষ, কিন্তু শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণের সহিত প্রাকৃত সত্ত্বগুণের কোনই সম্বন্ধ নাই। ভক্তবাৎসল্যাদি অনন্তগুণরাজি তাঁহার নির্দ্দোষ সচ্চিদানন্দ স্বরূপেরই অন্তর্গত। এই সমস্ত গুণের প্রেরণাতেই তিনি নির্গুণ হইয়াও গুণময় জগতে অবতীর্ণ হন এবং সাধকভক্তগণের সাধনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহারা ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতি কামনা করিয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের সাধনফল-প্রদান করিবার জন্য শ্রীভগবানের জগতে আবির্ভূত হইবার প্রয়োজন নাই। সাধন পূর্ণ হইলে শ্রীভগবানের ইচ্ছামাত্রেই তাঁহাদের সাধনফল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা প্রেমভাবিত হৃদয়ের অদম্য উৎকণ্ঠা বশতঃ সখ্য বাৎসল্য মধুরাদি ভাবের প্রেরণায় ব্যাকুল হইয়া সেই সেই ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিবার জন্য লালায়িত হন, তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদের ভাবানুরূপ ভাব ও মূর্ত্তি লইয়া শ্রীভগবানের মরজগতে আবির্ভূত হইতে হয়। শ্রীভগবানের আবির্ভাবে তাঁহার ভক্তগণের সর্ব্ববিধ মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় এবং তাঁহাদের ভাবের অনুরূপ ভাবেই শ্রীভগবানের সেবাধিকার লাভ হয়; সুতরাং শ্রীভগবৎসেবাধিকারপ্রাপ্তিতে যেমন ভক্তগণের সাধনানুষ্ঠান ও তীব্র সেবাকাঙ্ক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, সেইরূপ শ্রীভগবানের কৃপানুমোদনও তাহাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীভগবানের কৃপানুমোদন ব্যতীত ভক্তগণের শত সহস্র সাধনানুষ্ঠান এবং সেবাকাঙ্ক্ষাতেও শ্রীভগবৎসেবাধিকার লাভ হয় না। ভক্তের যখন শ্রীভগবৎসেবাধিকার লাভ করিবার জন্য তীব্র সমুৎকণ্ঠা হয়, তখন ভগবৎকৃপানুমোদনে সর্ব্ববিধ অপূর্ণতা দূর হয় এবং সেবাধিকারপ্রাপ্তিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সামঞ্জস্য হইয়া যায়। ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য তীব্র সমুৎকণ্ঠা থাকিলেও তাঁহাদের গুণময়দেহই শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমনের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, তাঁহাদের দেহই পতিগণ কর্ত্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত গুণময়দেহ নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকৃপানুমোদনে সকলই সম্ভবপর হইতে পারে। কজেই গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্মবুদ্ধি না থাকিলেও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য তীব্র সমুৎকণ্ঠায় তাঁহাদের সেবাগ্রহণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন কৃপানুমোদন করিলেন, তখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবার অযোগ্য গুণময়দেহের নিবৃত্তি হইয়া গেল। তাঁহাদের গুণময়দেহের নিবৃত্তি হইয়া গেল বলিয়া তাঁহারা যে দেহশূন্য হইয়া গেলেন তাহা নহে; তাঁহারা প্রেমময়দেহে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাধিকার লাভ করিলেন। যাঁহাদের সেবাকাঙ্ক্ষা বশতঃ শ্রীভগবান্ সেবাগ্রহণের জন্য কৃপানুমোদন করেন, তাঁহাদের শ্রীভগবৎসেবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা শ্রীভগবান্ই কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। নচেৎ প্রাপঞ্চিক সাধকভক্ত কখনই প্রপঞ্চে থাকিয়া অপ্রাপঞ্চিক সেবোপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। জগতেও দেখা যায় যে, কোনও দরিদ্র ব্যক্তি যদি রাজসেবা পইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, তাহা হইলে রাজা যখন তাহার যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া তাহাকে সেবাধিকার প্রদান করেন তখন তাহার সেই সেবায় যাহা কিছু উপকরণের এবং পরিচ্ছদাদির প্রয়োজন, তাহা রাজাই তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন। নচেৎ সেই দরিদ্রের সাধ্যও নাই যে রাজার দ্বাররক্ষকাদি হইয়া রাজসেবা করিতে হইলে যে সমস্ত পরিচ্ছদাদির প্রয়োজন হয় কিংবা অস্ত্র শস্ত্রাদির প্রয়োজন হয় তাহা সে নিজগৃহে হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিতে পারে। রাজসেবাধিকারপ্রাপ্ত দরিদ্র যেমন তাহার জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রাজদত্ত বহুমূল্য পারিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজসেবায় নিযুক্ত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের কৃপানুমোদনে সেবাধিকারপ্রাপ্ত ভক্তগণও তাঁহাদের প্রাক্তন জীর্ণ গুণময়দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপানুমোদনলব্ধ প্রেমময়দেহে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। সাধন সময়ে সমস্ত সাধকভক্তেরই প্রাপঞ্চিকদেহে এবং প্রাপঞ্চিকভাবে অপ্রাপঞ্চিকদেহ এবং ভাবের কল্পনা লইয়া সাধনানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার পর যখন শ্রীকৃষ্ণের কৃপানুমোদন লাভ হয়, তখন সাধকভক্তের প্রাপঞ্চিক দেহ ও ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং অপ্রাপঞ্চিক দেহে ও ভাবে অপ্রাপঞ্চিক সেবাধিকার লাভ হয়। সাধকভক্তগণকে এইরূপে কৃতার্থ করিবার জন্যই শ্রীভগবান্ তাঁহার অপ্রাপঞ্চিক লীলা এবং লীলাবিগ্রহ প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়া থাকেন। "নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ" ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদ্রগামী অর্ণবযান, তীরে না লাগিলে কদাপি তীরস্থ ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিতে পারে না। শ্রীভগবান্‌ও যদি তাঁহার লীলাতরণী ব্রহ্মাণ্ডের তটে সংলগ্ন না করেন, তাহা হইলে কদাপি ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সাধক-ভক্তগণ তাহা আশ্রয় করিতে পারেন না। এই জন্য পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ যুগে যুগে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত লীলা ও লীলাবিগ্রহ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ করেন এবং নানা ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণকে কৃতার্থ করেন। শিশুপাল প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণার সাহায্যে তাহাদের আজন্ম শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষজনিত অপরাধের অবসান হইয়া গিয়াছিল এবং যথাযোগ্য ভাবে বৈকুণ্ঠধামে গতি হইয়াছিল। যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহবেদনায় কাতর হইয়া গুণময়দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্মবুদ্ধি না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার সময়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদি সংঘটন হওয়ায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি এবং সেবাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কাজেই তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের অপারকরুণার সাহায্যেই সর্ব্ববিধ মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছিল।

যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও লীলাবিগ্রহ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকেন, সে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদি-প্রভাবে ভক্ত এবং অভক্ত উভয়েই যথাযোগ্য ভাবে অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা লাভ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকৃপায় কৃতার্থ হন। কিন্তু যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকট না থাকেন, তখনও ভক্ত এবং অভক্তগণ অদৃশ্য কৃষ্ণেই ভক্তি ও দ্বেষভাব পোষণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যান। জগতের জীবের চিত্তবৃত্তি যে কোনও ভাবে শ্রীভগবানের সম্বন্ধ পাইলেই পরিমার্জ্জিত এবং বিষয়সম্বন্ধবিহীন হইয়া যায়। এই জন্যই দেবর্ষি নারদ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তাই জীবের সংসারমুক্তির কারণ, অতএব যে কোনও উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনো-নিবেশ করাই সকলেরই কর্ত্তব্য। যে কোন প্রকারে স্পর্শমণির স্পর্শ পাইলেই যেমন লৌহ সুবর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ যে কোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ পাইলেই চিত্তের বিষয়াবেশজনিত মলিনতা দূর হইয়া যায় এবং শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা লাভ হয়। ব্রজরমণীগণের মত প্রেমময় কাম অথবা মথুরাবাসিনী কুব্জার ন্যায় রিরংসাময় কাম, শিশুপালাদির ন্যায় দ্বেষ, কংসাদির ন্যায় ভয়, যাদবপাণ্ডবাদির ন্যায় আত্মীয়বুদ্ধি, আত্মারাম মুনিগণের ন্যায় স্বরূপতাদাত্ম্যমনন কিংবা ক্রথ কৌশিকাদি ভক্তচূড়ামণিগণের ন্যায় সৌহৃদ, ইহার যে কোন ভাবেই যদি কাহারও চিত্তবৃত্তি শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে ক্রমশঃ চিত্তবৃত্তি পরিশুদ্ধ হইয়া তন্ময়তা লাভ করে। কাজেই প্রাণবল্লভবুদ্ধিতে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণভাবনারতা ব্রজরমণীগণের চিত্তবৃত্তি যে শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তাঁহাদের গুণময় দেহনিবৃত্তি ও প্রেমময়দেহে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল ইহাতে আর সন্দেহ কি?

পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব এই ভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিয়া পরিশেষে বলিলেন—হে মহারাজ! শ্রীভগবানের অপার কৃপাবৈভবে সকলের বিশ্বাস হয় না। কেননা কৃপায় বিশ্বাস করা বহু জন্মের তীব্র সাধনার ফল।

জন্মান্তরসহস্রেষু তপোযোগ-সমাধিভিঃ। নরাণাং ক্ষীণপাপানাং হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥ (পদ্মপুরাণম্)

সহস্র সহস্র জন্মে তপস্যা, যোগ ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা যাহাদের সর্ব্ববিধ পাপবাসনা ক্ষয় হইয়া যায়, তাহাদেরই শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ হয় ও তাহাতে শ্রীভগবানের কৃপাবৈভবে বিশ্বাস জন্মে। সুতরাং শ্রীভগবানের কৃপাবৈভবে বিশ্বাস থাকা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু তুমি মাতৃগর্ভ হইতেই তাঁহার কৃপাবৈভব অনুভব করিতেছ বলিয়া তোমাকে বলিতেছি যে, তোমার পক্ষে শ্রীভগবানের কৃপাবৈভবে সন্দিহান হওয়া কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ। অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্ ॥১৭

রূপেই উচিত নহে কিংবা সম্ভবপর নহে। কত কত যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণের কথায় জানা যায় যে, তাঁহাদের বর প্রদানে ও অভিশাপে কত কত অসম্ভব কার্য্য সম্ভবপর হইয়া যায়। সনকাদি যোগেশ্বরগণের ত কথাই নাই, তাঁহাদের অভিশাপে বৈকুণ্ঠপার্ষদ জয় ও বিজয় পর্য্যন্ত অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সনকাদি যোগেশ্বরগণেরও আরাধ্য; সুতরাং তাঁহার ইচ্ছায় কিংবা তাঁহার কৃপায় ব্রজরমণীগণের গুণময় দেহ নিবৃত্তি হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। তাঁহার ইচ্ছা ও কৃপা হইলে অনন্তব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবসমূহ যুগপৎ সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারে॥ ১২—১৬

অন্বয়ঃ।—বদতাং (নিখিলবাগ্‌বৈদগ্ধীবিদাং) শ্রেষ্ঠঃ (বরিষ্ঠঃ) ভগবান্ (স্বাভাবিকজ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি-শালী শ্রীকৃষ্ণঃ) তাঃ (বেণুনাদাকৃষ্টাঃ পরমপ্রেমবিহ্বলাঃ) ব্রজযোষিতঃ (ব্রজরমণীবৃন্দাঃ) অন্তিকং (নিজ-নিকটং) আয়াতাঃ (প্রাপ্তাঃ) দৃষ্ট্বা বাচঃ পেশৈঃ (বিবিধবাগ্‌বিলাসৈঃ) বিমোহয়ন্ (তাঃ পরমবৈকল্যং প্রাপয়ন্) অবদৎ (উবাচ)॥ ১৬

মূলানুবাদ।—সকল বাগ্মিগণপূজ্যচরণ শ্রীব্রজরাজনন্দন, বেণুনাদাকৃষ্ট ব্রজরমণীগণকে নিজনিকটে উপস্থিত দেখিয়া বিবিধ বাক্যভঙ্গি দ্বারা তাঁহাদিগকে বিমুগ্ধ করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—প্রস্তুতমাহ তা দৃষ্ট্বেতি। বাচঃ পেশৈর্বাগ্বিলাসৈঃ॥ ১৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অতঃ পরমরসময়রাসলীলাপ্রসঙ্গেঽস্মিন্নন্তরায়ানৌচিত্যেঽপি সর্ব্বেষামেকচিত্ততাপাদ-নার্থমেবেদৃশঃ প্রশ্নো ভবতা কৃতঃ। ময়াপি ভবদনুরোধেনৈব সিদ্ধান্তপ্রক্রিয়েয়ং ব্যঞ্জিতেতি বঞ্জয়ন্ পুনর-প্রার্থিতোঽপি স্বয়মুৎকণ্ঠয়া সহসা প্রস্তুতমেবাহ—তাঃ বেণুগীতাকৃষ্টাঃ পরমবিহ্বলাঃ। তদেব দর্শয়তি। ব্রজস্থ যোষিতঃ ব্রজ এব স্থাতুং যোগ্যাঃ নহি বহির্বনমাগন্তুমিত্যর্থঃ। তত্রাপি নিজান্তিকমেবায়াতাঃ প্রাপ্তাঃ নতু লজ্জাদিনা দূরতঃ স্থিতা দৃষ্ট্বা অবদৎ। বাচঃ পেশৈর্বাগ্বিলাসৈঃ। তে চ দ্বিবিধাঃ। শাব্দিকা আর্থিকাশ্চ। পূর্ব্বে তু সুললিতবর্ণবিন্যাসসুগমসুভগসমুচ্চারণস্মিতবলিতশ্রীমুখলোচনচিল্লীচালনবিশেষাদয়ঃ। উত্তরে রসাভাবালঙ্কারবস্তুরূপাঃ। এতেঽপি চতুর্ব্বিধা। উপেক্ষাভঙ্গিময়াঃ প্রার্থনা ভঙ্গিময়াঃ তদ্‌যুগলার্থসন্ধাপনময়াঃ বাস্তবার্থময়াশ্চ। তথাচ সতি বিমোহয়ন্নিতি হৃতচিত্তা হৃতবিবেকাশ্চ কুর্ব্বন্নিত্যর্থো যথাযথমূহ্যঃ। তত্র পূর্ব্বত্বং শাব্দিকপ্রার্থনাময়বাস্তবার্থময়েষু উত্তরোত্তরত্বং চান্যয়োঃ। তত্রচ শাব্দিকাঃ স্বভাবেন বিশেষতস্তু ভাবেন। আর্থিকেষূপেক্ষাময়াঃ স্বস্মিন্নুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থ-মেব নতূপেক্ষার্থং কৃতাঃ। রন্তুং মনশ্চক্রে জগৌ কলং বামদৃশামিত্যুক্তত্বাৎ। অতএবৈতৎ পক্ষে বাক্‌পেশমাত্রতো নতু তাৎপর্য্যত ইত্যর্থঃ। এবং মনস্যন্যদ্বচস্যন্যদিত্যবহিত্থয়া তাসামুৎকণ্ঠয়া বিষন্নতাসম্পাদনং তেন চ বিবেকহরণমিতি। তত্রাপি প্রার্থনাময়া নিজোৎসুক্যমাত্রহেতুকাঃ। তদ্‌যুগলার্থসন্ধাপনন্তু নর্ম্মকৌতুকার্থমিতি। তথা বচনে যোগ্যতাং কৈমুত্যেনাহ—বদতাং শ্রেষ্ঠঃ নিখিলবাগ্বৈদগ্ধীবিদাং বরিষ্ঠঃ। যতো ভগবান্ স্বাভাবিক তাদৃশজ্ঞানাদিভিঃ সর্ব্বাতিশায়ী। যদ্বা। সর্ব্বত্রান্তর্ভূতোঽপি শব্দো দ্রষ্টব্যঃ। তথাহি। ব্রজযোষিতঃ সহজনিজপ্রেমপরত্বেন প্রসিদ্ধা অপি তত্রাপি তাস্তাদৃশং প্রেমবিকারং প্রাপ্তা অপি তত্রাপি তদানীং নিজান্তিকমায়াতা অপি সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা অপি স্বয়ঞ্চ ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞত্বেন তাসাং ভাবাভিজ্ঞোঽপি বাচঃ পেশৈঃ কপটবাক্যৈর্বিমোহয়ন্ পরমবৈকল্যং প্রাপয়ন্নবদৎ। কিমর্থং বদতাং নর্ম্মোক্তিচতুরাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ নর্ম্মবিশেষার্থমিত্যর্থঃ॥১৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব, পরম প্রেমানন্দাবেশে পরম রসময়ী শ্রীরাসলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিতের "কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং" প্রভৃতি প্রশ্নে প্রথমতঃ কিছু বিচলিত হইয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। কিন্তু তিনি মহারাজ পরীক্ষিতের মনোভাব বুঝিয়া এবং সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দের নিঃসন্দিগ্ধতা এবং ঐকান্তিকতা ব্যতীত কথা স্ফূর্ত্তি হয় না এবং কথায় রসাস্বাদন হয় না বলিয়া, সংক্ষেপে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন এবং তাহাতে অন্তর্গৃহগতা ব্রজরমণীগণের গুণময়দেহ নিবৃত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিলেন ও তৎপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানের কৃপাবৈভব প্রভৃতি বর্ণনা করিলেন। তাহার পর তিনি আর অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত না করিয়া কিংবা মহারাজ পরীক্ষিতকে অন্য কোনও প্রশ্ন করিবার অবসার না দিয়া পূর্ব্ববর্ণিত রাসলীলাকথা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পরমমোহনবেণুনাদসমাকৃষ্টা কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ যখন দলে দলে যমুনাতীরস্থ রাসৌলী নামক স্থানে শ্রীকৃষ্ণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের অতুলনীয় প্রেম এবং ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি পরিত্যাগভঙ্গি দেখিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং মনে মনে ব্রজরমণীগণের প্রেমের কথা ভাবনা করিয়া বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে-সমস্ত লজ্জাশীলবতী ব্রজরমণীগণ কদাপি অন্তঃপুরের বাহিরে যান না, আজ তাঁহারা প্রেমাবেশে এমনই আত্মহারা হইয়াছেন যে, অনায়াসে নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কুলবতী রমণীগণের পক্ষে কুলধর্ম্ম ত্যাগ করা প্রাণত্যাগ অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে কষ্টকর এবং অসহনীয়, কিন্তু ব্রজরমণীগণ যে শ্রীকৃষ্ণনিকটে আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কুলধর্ম্ম ত্যাগজনিত ক্লেশের লেশও আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং তাঁহাদের ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তাঁহারা এখন যে আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন, তাহা বোধ হয় তাঁহারা আর কোন দিনই আস্বাদন করেন নাই। কুলধর্ম্ম রক্ষা অপেক্ষা ত্যাগ করাই যেন তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর আনন্দপ্রদ হইয়াছে।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের এই প্রকার প্রেমব্যবহার দেখিয়া প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণের যেন আরও প্রেম-লিপ্সা বর্দ্ধিত হইল, তিনি তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের হৃদয়-সম্পুটে না জানি আরও কত প্রেমরত্নরাজি বিরাজিত আছে। যদিও এই সমস্ত ব্রজরমণীগণ চিরদিনই আমার সহিত এই ব্রজেই বাস করিতেছে, কিন্তু তাঁহাদের প্রেমের এই মহাগাম্ভীর্য্য এতদিন ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারি নাই। ধৈর্য্যলজ্জাদির কঠিন কবাটে তাঁহাদের হৃদয়দ্বার এমনই অবরুদ্ধ যে, তাঁহাদের কোনও কথায় তাঁহাদের প্রেমভাব জানা ত দূরের কথা—কোনও আকার কিংবা ইঙ্গিতাদিতেও তাহা কোন দিন বুঝিতে পারা যায় নাই। আজ আমার বংশীনাদে তাঁহাদের হৃদয়কবাটদ্বার একটু উদ্ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে যে, তাঁহারা আমার জন্য হাসিতে হাসিতে কুলধর্ম্মাদি ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু না জানি ইঁহারা আরও কত প্রেমভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন যে, তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না কিংবা পারিব না। ইঁহাদের হৃদয়কবাট যদি একবার উন্মুক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে ইঁহাদের হৃদয়ের গভীর অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত সমস্ত প্রেমভাব আমার বুদ্ধিগোচর হইতে পারে। কিন্তু ইঁহাদের সুদৃঢ় হৃদয়কপাট কি উপায়ে উদ্ঘাটিত করা যায়? এই প্রকার নানা চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন যে—আমার বংশীনাদে যখন ইঁহাদের হৃদয়কবাট একটু উন্মুক্ত হইয়াছে, তখন আমার বাক্যপ্রয়োগে বোধ হয় আরও উন্মুক্ত হইতে পারে। সুতরাং এখন ইঁহাদের সহিত ভঙ্গিপূর্ব্বক বাক্যালাপ করিয়া দেখা যাক্ যে—ইঁহাদের হৃদয়স্থ প্রেমভাব ব্যক্ত হয় কি না।

যদিও সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই সর্ব্ববিধ মনোভাব বুঝিতে পারেন, তথাপি প্রেম-বতী ব্রজরমণীগণের প্রেমভাবিত হৃদয়ের বার্ত্তা তিনি সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি দ্বারা জানিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেজন্য তিনি মনে করিলেন যে, এই সমস্ত পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমভাবিত হৃদয়ের বার্ত্তা ইঁহাদেরই মুখে ব্যক্ত করিয়া কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিতে হইবে। কিন্তু ধৈর্য্যলজ্জাদির সুদৃঢ় কপাটসমাবৃত হৃদয়ের বার্ত্তা কি উপায়ে ইঁহাদের মুখে ব্যক্ত হইতে পারে? এই কথা মনে করিয়া তিনি এমন ভাবে বাক্যভঙ্গি প্রকাশ করিলেন যেন সেই বাক্যবজ্রাঘাতে ব্রজরমণীগণের হৃদয়কপাট চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের সুগুপ্ত প্রেমের কথা তাঁহাদের মুখে ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীভগবান্ যদি সর্ব্বজ্ঞতা শক্তিপ্রভাবে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই পরমপ্রেমের বার্ত্তা তিনি ছাড়া আর কেহ জানিতে পারিত না। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যভঙ্গি-প্রয়োগকৌশলে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমের বার্ত্তা তাঁহাদের মুখে ব্যক্ত হওয়ায় আজ পর্য্যন্ত তাহা জগতের ভাগ্যবান্ ভক্তগণের কর্ণগোচর হইতেছে। সুতরাং প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত এই ভাবে কথোপকথন ও তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ের বার্ত্তা প্রকাশ করা অপারকরুণাময় শ্রীভগবানের অযাচিত করুণারই নিদর্শন। যাহা হউক, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে নিজনিকটে সমাগত দেখিয়া রসিকেন্দ্রচূড়ামণি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন যে, যদি কোনও উপায়ে ইঁহাদের মনের কথা ইঁহাদেরই মুখে ব্যক্ত করা যায়, তাহা হইলে আমার নানাবিধ মনোবাসনা পূরণ হইবে। আমি যদি বাক্যপ্রয়োগকৌশলে ইহাদের সহিত মিলনের ঔদাসীন্য প্রকাশ করি এবং তাহাতে ইহাদের প্রীতি-হ্রাস না হয়, তাহা হইলে সকলেই জানিতে পারিবে যে শুদ্ধপ্রীতি কাহাকে বলে। পরস্পর আসক্তি ও সদ্ব্যবহারে সর্ব্বত্রই ভালবাসার ছড়াছাড়ি দেখা যায়, কিন্তু তাহাকে শুদ্ধভালবাসা বলা যায় না, তাহা বণিকের ক্রয়বিক্রয়ের রূপান্তর মাত্র। অনাসক্তি প্রদর্শনে এবং অসদ্ব্যবহারেও যাহারা ভালবাসা রাখিতে পারে, তাহাদের ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা এবং পরম বিশুদ্ধ। ("সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনো বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে"। এই উজ্জ্বলনীলমণি প্রোক্ত প্রেমলক্ষণে জানা যায় যে, প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হওয়ার বহুতর কারণ থাকা সত্ত্বেও যদি প্রীতির বন্ধন অবিকৃত ভাবেই থাকে, তাহা হইলে তাহাকে প্রেম বলা যায়। ইহার দৃষ্টান্তরূপে পদ্যাবলী গ্রন্থে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকা বলিয়াছেন—"আশ্লিষ্য বা পাদ-রতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথাতথায়ং বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ"। আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত, তিনি আমাকে আলিঙ্গনই করুন কিংবা চরণে বিদলিতই করুন কিংবা দর্শন না দিয়া মর্ম্মযাতনা প্রদানই করুন, সেই লম্পটশিরোমণির যাহাতে সুখ হয়, তিনি তাহাই করুন, কিন্তু আমার প্রাণবল্লভ একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেহই নহে। ব্রজরমণীগণের এই অচ্ছেদ্য প্রীতির মাহাত্ম্য সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীভগবান্ অন্তরে অন্তরে জানেন, কিন্তু অন্য কেহ এই প্রেমের বার্ত্তা কি প্রকারে জানিবে? সেইজন্য পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ বিবিধ বাক্যপ্রয়োগকৌশলে ব্রজরমণীগণের অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।)

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ আরও মনে করিলেন যে—নায়ক নায়িকার মিলনে নায়কের দাক্ষিণ্য এবং নায়িকার বাম্য ইহাই সর্ব্বত্র প্রচলিত, কিন্তু আজ আমি ইহার বৈপরীত্য আস্বাদন করিব। আমি নায়িকার মত বাম্য অবলম্বন করিয়া মিলনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিব, তাহাতে প্রেমবিহ্বলা ব্রজরমণীগণ মিলনে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে। নায়িকাগণের স্বভাবই এই যে তাহাদের মনের কথা কখনও ব্যক্ত হয় না। তাহারা অবহিত্থা (ভাব গোপন) অবলম্বনে সর্ব্বদাই মনের কথা গুপ্ত রাখে। তাঁহারা পরমপ্রিয় প্রাণবল্লভকেও কখনও মুখে বলিতে পারে না যে—"আমি তোমাকে বড়ই ভালবাসি"। আজ আমি বাক্যভঙ্গি দ্বারা প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে বিবশ করিয়া তাঁহাদের স্বভাবসুলভ অবহিত্থা দূর করিব এবং মনের কথা মুখে ব্যক্ত করাইব। যদিও রমণীগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং প্রেমবার্ত্তা গুপ্তভাবে থাকাই রসাবহ ও রসজ্ঞ নায়কের পরমাস্বাদনীয়, তথাপি সময়ে সময়ে রসজ্ঞ নায়কগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। কিন্তু তিনি মহারাজ পরীক্ষিতের মনোভাব বুঝিয়া এবং সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দের নিঃসন্দিগ্ধতা এবং ঐকান্তিকতা ব্যতীত কথা স্ফূর্ত্তি হয় না এবং কথায় রসাস্বাদন হয় না বলিয়া, সংক্ষেপে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন এবং তাহাতে অন্তর্গূঢ়গতা ব্রজরমণীগণের গুণময়দেহ নিবৃত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিলেন ও তৎপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানের কৃপাবৈভব প্রভৃতি বর্ণনা করিলেন। তাহার পর তিনি আর অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত না করিয়া কিংবা মহারাজ পরীক্ষিতকে অন্য কোনও প্রশ্ন করিবার অবসার না দিয়া পূর্ব্ববর্ণিত রাসলীলাকথা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পরমমোহনবেণুনাদসমাকৃষ্টা কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ যখন দলে দলে যমুনাতীরস্থ রাসোলী নামক স্থানে শ্রীকৃষ্ণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের অতুলনীয় প্রেম এবং ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি পরিত্যাগভঙ্গি দেখিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং মনে মনে ব্রজরমণীগণের প্রেমের কথা ভাবনা করিয়া বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে-সমস্ত লজ্জাশীলবতী ব্রজরমণীগণ কদাপি অন্তঃপুরের বাহিরে যান না, আজ তাঁহারা প্রেমাবেশে এমনই আত্মহারা হইয়াছেন যে, অনায়াসে নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কুলবতী রমণীগণের পক্ষে কুলধর্ম্ম ত্যাগ করা প্রাণত্যাগ অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে কষ্টকর এবং অসহনীয়, কিন্তু ব্রজরমণীগণ যে শ্রীকৃষ্ণনিকটে আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কুলধর্ম্ম ত্যাগজনিত ক্লেশের লেশও আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং তাঁহাদের ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তাঁহারা এখন যে আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন, তাহা বোধ হয় তাঁহারা আর কোন দিনই আস্বাদন করেন নাই। কুলধর্ম্ম রক্ষা অপেক্ষা ত্যাগ করাই যেন তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর আনন্দপ্রদ হইয়াছে।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের এই প্রকার প্রেমব্যবহার দেখিয়া প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণের যেন আরও প্রেম-লিপ্সা বর্দ্ধিত হইল, তিনি তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের হৃদয়-সম্পুটে না জানি আরও কত প্রেমরত্নরাজি বিরাজিত আছে। যদিও এই সমস্ত ব্রজরমণীগণ চিরদিনই আমার সহিত এই ব্রজেই বাস করিতেছে, কিন্তু তাঁহাদের প্রেমের এই মহাগাম্ভীর্য্য এতদিন ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারি নাই। ধৈর্য্যলজ্জাদির কঠিন কবাটে তাঁহাদের হৃদয়দ্বার এমনই অবরুদ্ধ যে, তাঁহাদের কোনও কথায় তাঁহাদের প্রেমভাব জানা ত দূরের কথা—কোনও আকার কিংবা ইঙ্গিতাদিতেও তাহা কোন দিন বুঝিতে পারা যায় নাই। আজ আমার বংশীনাদে তাঁহাদের হৃদয়কবাটদ্বার একটু উদ্ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে যে, তাঁহারা আমার জন্য হাসিতে হাসিতে কুলধর্ম্মাদি ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু না জানি ইঁহারা আরও কত প্রেমভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন যে, তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না কিংবা পারিব না। ইঁহাদের হৃদয়কবাট যদি একবার উন্মুক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে ইঁহাদের হৃদয়ের গভীর অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত সমস্ত প্রেমভাব আমার বুদ্ধিগোচর হইতে পারে। কিন্তু ইঁহাদের সুদৃঢ় হৃদয়কপাট কি উপায়ে উদ্ঘাটিত করা যায়? এই প্রকার নানা চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন যে—আমার বংশীনাদে যখন ইঁহাদের হৃদয়কবাট একটু উন্মুক্ত হইয়াছে, তখন আমার বাক্যপ্রয়োগে বোধ হয় আরও উন্মুক্ত হইতে পারে। সুতরাং এখন ইঁহাদের সহিত ভঙ্গিপূর্ব্বক বাক্যালাপ করিয়া দেখা যাক্ যে—ইঁহাদের হৃদয়স্থ প্রেমভাব ব্যক্ত হয় কি না।

যদিও সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই সর্ব্ববিধ মনোভাব বুঝিতে পারেন, তথাপি প্রেম-বতী ব্রজরমণীগণের প্রেমভাবিত হৃদয়ের বার্ত্তা তিনি সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি দ্বারা জানিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেজন্য তিনি মনে করিলেন যে, এই সমস্ত পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমভাবিত হৃদয়ের বার্ত্তা ইঁহাদেরই মুখে ব্যক্ত করিয়া কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিতে হইবে। কিন্তু ধৈর্য্যলজ্জাদির সুদৃঢ় কপাটসমাবৃত হৃদয়ের বার্ত্তা কি উপায়ে ইঁহাদের মুখে ব্যক্ত হইতে পারে? এই কথা মনে করিয়া তিনি এমন ভাবে বাক্যভঙ্গি প্রকাশ করিলেন যেন সেই বাক্যবজ্রাঘাতে ব্রজরমণীগণের হৃদয়কপাট চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের সুগুপ্ত প্রেমের কথা তাঁহাদের মুখে ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীভগবান্ যদি সর্ব্বজ্ঞতা শক্তিপ্রভাবে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই পরমপ্রেমের বার্ত্তা তিনি ছাড়া আর কেহ জানিতে পারিত না। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যভঙ্গি-প্রয়োগকৌশলে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমের বার্ত্তা তাঁহাদের মুখে ব্যক্ত হওয়ায় আজ পর্য্যন্ত তাহা জগতের ভাগ্যবান্ ভক্তগণের কর্ণগোচর হইতেছে। সুতরাং প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত এই ভাবে কথোপকথন ও তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ের বার্ত্তা প্রকাশ করা অপারকরুণাময় শ্রীভগবানের অযাচিত করুণারই নিদর্শন। যাহা হউক, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে নিজনিকটে সমাগত দেখিয়া রসিকেন্দ্রচূড়ামণি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন যে, যদি কোনও উপায়ে ইঁহাদের মনের কথা ইঁহাদেরই মুখে ব্যক্ত করা যায়, তাহা হইলে আমার নানাবিধ মনোবাসনা পূরণ হইবে। আমি যদি বাক্যপ্রয়োগকৌশলে ইঁহাদের সহিত মিলনের ঔদাসীন্য প্রকাশ করি এবং তাহাতে ইঁহাদের প্রীতি-হ্রাস না হয়, তাহা হইলে সকলেই জানিতে পারিবে যে শুদ্ধপ্রীতি কাহাকে বলে। পরস্পর আসক্তি ও সদ্ব্যবহারে সর্ব্বত্রই ভালবাসার ছড়াছাড়ি দেখা যায়, কিন্তু তাহাকে শুদ্ধভালবাসা বলা যায় না, তাহা বণিকের ক্রয়বিক্রয়ের রূপান্তর মাত্র। অনাসক্তি প্রদর্শনে এবং অসদ্ব্যবহারেও যাহারা ভালবাসা রাখিতে পারে, তাহাদের ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা এবং পরম বিশুদ্ধ। ("সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনো র্বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে"। এই উজ্জ্বলনীলমণি প্রোক্ত প্রেমলক্ষণে জানা যায় যে, প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হওয়ার বহুতর কারণ থাকা সত্ত্বেও যদি প্রীতির বন্ধন অবিকৃত ভাবেই থাকে, তাহা হইলে তাহাকে প্রেম বলা যায়। ইহার দৃষ্টান্তরূপে পদ্যাবলী গ্রন্থে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকা বলিয়াছেন—"আশ্লিষ্য বা পাদ-রতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথাতথায়ং বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ"। আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত, তিনি আমাকে আলিঙ্গনই করুন কিংবা চরণে বিদলিতই করুন কিংবা দর্শন না দিয়া মর্ম্মযাতনা প্রদানই করুন, সেই লম্পটশিরোমণির যাহাতে সুখ হয়, তিনি তাহাই করুন, কিন্তু আমার প্রাণবল্লভ একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেহই নহে। ব্রজরমণীগণের এই অচ্ছেদ্য প্রীতির মাহাত্ম্য সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীভগবান্ অন্তরে অন্তরে জানেন, কিন্তু অন্য কেহ এই প্রেমের বার্ত্তা কি প্রকারে জানিবে? সেইজন্য পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ বিবিধ বাক্যপ্রয়োগকৌশলে ব্রজরমণীগণের অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।)

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ আরও মনে করিলেন যে—নায়ক নায়িকার মিলনে নায়কের দাক্ষিণ্য এবং নায়িকার বাম্য ইহাই সর্ব্বত্র প্রচলিত, কিন্তু আজ আমি ইহার বৈপরীত্য আস্বাদন করিব। আমি নায়িকার মত বাম্য অবলম্বন করিয়া মিলনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিব, তাহাতে প্রেমবিহ্বলা ব্রজরমণীগণ মিলনে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে। নায়িকাগণের স্বভাবই এই যে তাহাদের মনের কথা কখনও ব্যক্ত হয় না। তাহারা অবহিত্থা (ভাব গোপন) অবলম্বনে সর্ব্বদাই মনের কথা গুপ্ত রাখে। তাঁহারা পরমপ্রিয় প্রাণবল্লভকেও কখনও মুখে বলিতে পারে না যে—"আমি তোমাকে বড়ই ভালবাসি"। আজ আমি বাক্যভঙ্গি দ্বারা প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে বিবশ করিয়া তাঁহাদের স্বভাবসুলভ অবহিত্থা দূর করিব এবং মনের কথা মুখে ব্যক্ত করাইব। যদিও রমণীগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং প্রেমবার্ত্তা গুপ্তভাবে থাকাই রসাবহ ও রসজ্ঞ নায়কের পরমাস্বাদনীয়, তথাপি সময়ে সময়ে রসজ্ঞ নায়কগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্জ্জনে প্রেমবতী নায়িকাগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও প্রেমবার্ত্তা প্রত্যক্ষ করিতে ভালবাসেন। রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দর্শনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও তাঁহাদের প্রেমবার্ত্তা শ্রবণ করেন নাই। বস্ত্রহরণ দিনে ব্রজরমণীগণ অনাবৃত অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের অনাবৃত হৃদয়ের প্রেমবার্ত্তা তাঁহাকে শুনিতে দেন নাই। শ্রীকৃষ্ণমিলনাকাঙ্ক্ষায় তখন তাঁহারা সকলেই অধীরা ছিলেন, কিন্তু মিলনপ্রার্থনাসূচক কোনও কথা বলেন নাই! সেই জন্য রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের মনে বড়ই বাসনা ছিল যে—তিনি প্রেমবতী গোপীগণের মুখে একবার তাঁহাদের প্রেমবার্ত্তা শুনিবেন এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট মিলন প্রার্থনা করিবেন। আজ বেণুনাদ-সমাকৃষ্টা গোপীগণকে নিজনিকটে উপস্থিত দেখিয়া এবং প্রেববিহ্বলতা বুঝিয়া তিনি মনে করিলেন যে, আজই আমার মনোবাসনা পূরণের অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আজ যদি আমি একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া কথায় ও ব্যবহারে বাম্য প্রদর্শন করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই প্রেমবিবশা গোপীগণের স্বভাবসুলভ বাম্য দূর হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা হৃদয়াভ্যন্তরে চিরগুপ্ত প্রেমবার্ত্তা কথায় ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইবে। এই কথা মনে করিয়া রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, বাক্যকৌশল প্রয়োগ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

যে ভাবে বাক্যকৌশল প্রয়োগ করিলে গোপীগণের অন্তরের ভাষা মুখে ব্যক্ত হইবে, তাহাতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অক্ষমতা কিংবা অপটুতা আছে বলিয়া মনে হয় না; কেননা তিনি "বদতাং শ্রেষ্ঠ" অর্থাৎ বাগ্মিশিরোমণি। ব্রহ্মা, বাল্মীকি ও ব্যাস এই তিন জনই জগতে বাগ্মী বলিয়া খ্যাত। কেননা ইঁহারাই স্বতন্ত্রভাবে বেদ, রামায়ণ ও পুরাণে নিজবাক্য রটনা করিয়াছেন। তাহার পর যিনি যত বাক্যই প্রয়োগ করুন না কেন, কোনও নূতন কথা আর কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। সকলেই বেদ, রামায়ণ কিংবা পুরাণের কথারই রূপান্তরে প্রতিধ্বনি করিতে পারেন কিংবা করিয়া থাকেন, কিন্তু নূতন কথা আর কেহই বলিতে পারেন না। জগতের যে কোনও স্থানের অধিবাসী এবং যে কোনও ভাষাভাষী, যে কোনও ব্যক্তি যদি নির্জ্জনে বসিয়া বিশেষ চিন্তা করিয়াও কোনও কথা বলেন, বেদ রামায়ণ কিংবা পুরাণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের বহুপূর্ব্বে সে কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কত কত অপূর্ব্ব মনীষা প্রকাশ করিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিতেছেন, কিন্তু বেদপুরাণাদি অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই জানা যায় যে তাঁহাদের আধুনিক মার্জ্জিত মনীষা পুরাতনেরই রূপান্তরিত সংস্করণ মাত্র। যাহা হউক, ব্রহ্মা, বাল্মীকি ও ব্যাসদেব এই তিন জন আদি বাগ্মী, যাঁহার চরণ ভজন করিয়া বাগ্মিতা লাভ করিয়াছেন—সেই বাগ্মিশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ যে অনন্যসাধারণ বাক্যকৌশল প্রদর্শন করিবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি বাগ্মিশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, যখন গোপীগণের অন্তরের বার্ত্তা শুনিবার জন্য ভঙ্গিপূর্ব্বক বাক্যবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি একবার তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘনমণ্ডলাকারে সমবস্থিতা মিলনোৎকণ্ঠিতা লজ্জাবনতা, পদাঙ্গুষ্ঠে ভূমিলিখনরতা গোপরমণীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা সকলেই বংশীনাদ শ্রবণেই পরমমোহিতা হইয়া পড়িয়াছেন। এখন যদি তাঁহাদের নিকট ভঙ্গি করিয়া বাক্যকৌশল প্রদর্শন করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা কিছুতেই বাম্য অবহিত্থা কিংবা ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই জন্য তিনি আর এই সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা না করিয়া অবিলম্বে নিজকার্য্য সাধনে তৎপর হইলেন।

সাক্ষাৎ বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী পর্য্যন্ত সর্ব্বদা যাঁহার চরণসেবনরতা, সেই সর্ব্ববিদ্যাপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাক্যভঙ্গি প্রদর্শন করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার যে কোন বাক্যই অনন্ত অর্থ ও রসভাবাদি প্রকাশ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দ ও বিস্ময়রসে আপ্লুত করিতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষতঃ "অস্যৈব মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগবেদঃ সামবেদঃ" প্রভৃতি শ্রুতি বচনে জানা যায় যে, ঋক্‌সামাদি চতুর্ব্বেদ তাঁহারই নিঃশ্বাস হইতে সমুদ্ভুত ; সুতরাং তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত বাক্যাবলী যে সর্ব্বজনমনোহর হইবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীনাদসমাকৃষ্টা প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে বাক্যভঙ্গিতে মোহিত করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি একবার তাঁহাদের দিকে এমন পরমাদ্ভুত ভঙ্গিতে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং এমন অঙ্গভঙ্গি করিয়া কদম্বমূলে দণ্ডায়মান হইলেন যে, তাহা দেখিয়াই ব্রজরমণীগণ এমনই আত্মহারা হইয়া গেলেন যে ইহার পর তাঁহার বাক্যভঙ্গি শ্রবণে তাঁহাদের যে কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে ? যাহা হউক, বাগ্মিশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণকে বিমোহিত করিবার জন্য যে বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহার ভঙ্গি, শাব্দিক ও আর্থিক ভেদে দ্বিবিধ। সুললিত পদবিন্যাস, সুভগসমুচ্চারণ প্রভৃতি শাব্দিক ভঙ্গি ত তাহাতে আছেই, তাহার সহিত সেই সমস্ত বাক্যাবলী উচ্চারণের সময় শ্রীব্রজরাজনন্দনের হস্তভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, হাস্যযুক্ত মুখভঙ্গি, নয়নভঙ্গি, ভ্রূভঙ্গি প্রভৃতি মিলিত হইয়া আরও যে কত সৌন্দর্য্যসিন্ধু উচ্ছলিত করিয়াছিল, তাহা সহস্র বদনেরও বর্ণনাতীত। তাহার পর অর্থ ভঙ্গির ত কথাই নাই ; তাহাতে রস, ভাব, অলঙ্কার প্রভৃতি পূর্ণরূপেই বিদ্যমান, এবং তাহার সঙ্গে এক এক বাক্যের চারি প্রকার অর্থ প্রতীয়মান হওয়ায় কাহারও সাধ্য নাই যে, শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতেছেন তাহা বুঝিতে পারে।

ব্রজরমণীগণকে বিমোহিত করিবার জন্য ব্রজরাজনন্দন যে সমস্ত বাক্যাবলী বিন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে উপেক্ষাভঙ্গিময়, প্রার্থনাভঙ্গিময়, বাস্তবার্থময়, এবং যুগলার্থসন্ধাপনময়—এই চারি প্রকার অর্থের প্রতীতি হয়। কাজেই তাহা শুনিলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই যে—ব্রজরাজনন্দন ব্রজরমণীগণকে নিজনিকটে উপস্থিত দেখিয়া পররমণীর সহিত নির্জ্জন স্থানে মিলন এবং আলাপাদি অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া তাঁহাদের এই দুঃসাহসিক কার্য্যে আনাস্থা প্রদর্শনে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন, কিংবা তাঁহাদের এইভাবে নির্জ্জন স্থানে মিলিত দেখিয়া আনন্দে তাঁহাদের আগমনের অভিনন্দন করিয়া তাঁহাদের সহিত বিলাস বিহারাদি প্রার্থনা করিতেছেন, কিংবা কোন প্রকার তত্ত্বকথা বলিতেছেন, অথবা উপেক্ষা এবং প্রার্থনা এই দুই ভাবেরই কথা বলিয়া তাঁহাদের সহিত পরিহাস করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণবচনের যে অর্থে মনে হয় যে—তিনি ব্রজরমণীগণকে স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় কুলধর্ম্মাদি উপেক্ষা করিয়া নির্জ্জন বনে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পরপুরুষের সহিত নির্জ্জনে একত্র বাস ও আলাপাদি ধর্ম্ম ও লোকবিগর্হিত কার্য্য বলিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাই তাহার উপেক্ষাভঙ্গিময় অর্থ। যে অর্থে মনে হয় যে– তিনি অনুরাগ বশতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিচার না করিয়া ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু পরপুরুষের পক্ষে লজ্জাশীলা এবং কুলধর্ম্মপরায়ণা পররমণীর সহিত মিলিত হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া তিনি সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়া হতাশ ভাবেই অবস্থান করিতেছিলেন—আজ হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ব্রজরমণীগণকে নির্জ্জন বনপ্রদেশে রাত্রিকালে নিজনিকটে উপস্থিত দেখিয়া এবং তাঁহাদের সহিত পিতা, ভ্রাতা. পতি, প্রভৃতি কোনও অভিভাবক আসেন নাই দেখিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন, ও নানাবিধ অনুরাগের কথা বলিয়া এবং মিলন বাসনা উদ্দীপন করিয়া বিলাস বিহারাদির জন্য অনুনয় বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহাই তাহার প্রার্থনাভঙ্গিময় অর্থ। যে অর্থে মনে হয় যে –তিনি ব্রজরমণীগণের সহিত মিলন বিলাসাদির কোনই প্রত্যাশা রাখেন না, কিংবা সে ভাব তাঁহার মনে কখনও স্থানও পায় নাই—তিনি যেমন বস্ত্রহরণ দিনে "নামন্যাবেশিত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে" প্রভৃতি ঈশ্বরাভিনিবেশময় তত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন, আজও সেইরূপ প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে তত্ত্বোপদেশ প্রদানের ভঙ্গিপ্রদর্শন করিতেছেন, তাহাই তাহার বাস্তবার্থময় অর্থ। যে অর্থে মনে হয় যে—তিনি ব্রজরমণীগণকে কখনও পরপুরুষের সহিত নির্জ্জনে মিলন ও আলাপাদি অতি অন্যায় কার্য্য বলিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্তি হইতে বলিতেছেন; আবার কখনও বা তাঁহাদের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা দেখাইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, তাহাই তাহার যুগলার্থ-সন্ধাপনময় অর্থ।

শ্রীকৃষ্ণবচনের উপেক্ষার্থই সুস্পষ্ট এবং শ্রবণমাত্রেই তাহাই প্রতীত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রজরমণীগণকে উপেক্ষা করিবার জন্য তিনি তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করেন নাই কিংবা তাঁহার অন্তরে উপেক্ষাবুদ্ধিও ছিল না। "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি রাসলীলার প্রথম শ্লোক সমালোচনায় স্পষ্টই জানা গিয়াছে যে—তিনি ব্রজরমণীগণের সহিত রমণেচ্ছা করিয়াই নির্জ্জন যমুনাতীরে আসিয়াছেন ও তাঁহাদের নিজনিকটে আনয়ন করিবার জন্য মোহন বংশীনাদ করিয়াছেন; তাহার পর বংশীনাদ-সমাকৃষ্টা ব্রজরমণীগণকে নিজনিকটে উপস্থিত দেখিয়া ব্রজরাজনন্দন পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রজরমণীগণের মিলনোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিবার জন্যই স্বজনপ্রেম-বিবর্দ্ধন-চতুর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার ভঙ্গিসমন্বিত বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছেন। রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ অবহিত্থায় আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া উপেক্ষা ভঙ্গিতে ব্রজরমণীগণের সহিত বাক্যালাপ করায় ব্রজরমণীগণ বিষণ্ণা এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িয়াছিলেন ও তাহাতে ব্রজরাজনন্দন মনের সাধে তাঁহাদের মনের কথা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনা-ভঙ্গিময় অর্থ সুস্পষ্ট নহে, বিবেচনাপূর্ব্বক অর্থান্তর গ্রহণ করিতে না পারিলে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। ব্রজরমণীগণের সহিত মিলনে ঔৎসুক্য এবং আনন্দ প্রদর্শন করিবার জন্যই ব্রজরাজনন্দন এই ভঙ্গির অবতারণা করিয়াছেন। এই অর্থই তাঁহার প্রকৃত মনোগত ভাব এবং সেই জন্যই তিনি ইহা অর্থান্তর দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া গোপনে রাখিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ জগৎপতি হইয়াও তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি ব্রজরমণীগণের উপপতি হইয়া লীলা করিতেছেন কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তাঁহা হইতে তিরোহিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপী-গণের মিলনের তত্ত্ব সমালোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, তাহা ভক্ত ভগবানের মিলন ব্যতীত আর কিছুই নহে। জগতের জীবগণ সর্ব্বদাই আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার প্রবলতাড়নায় স্ত্রী পুত্র পরিজন বিষয় বৈভবাদির সহিত সর্ব্বদাই মিলিত হইতেছে এবং নিরন্তর বিবিধ দুঃখ দৈন্যাদি ভোগ করিয়া বিপর্য্যস্ত হইতেছে। কাজেই সুখের লালসায় সকলেই সর্ব্বদা এই মিলনের প্রয়াসী হইলেও এ মিলন সুখাবহ নহে এবং ইহাতে কাহারও আনন্দ-লিপ্সা নিবৃত্তি কিংবা পরিপূর্ত্তি হয় না। ভক্তভাবে ভগবানের সহিত মিলনই মিলনপ্রয়াসী জীবের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য এবং বাঞ্ছনীয়। শ্রীকৃষ্ণবচনের বাস্তবার্থে এই তত্ত্বই পরিস্ফূট হইয়াছে। এই অর্থ এতই গোপনে সুবিন্যস্ত আছে যে তাহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানগোচর হয় না। শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি কোন টীকাকারই শ্রীকৃষ্ণবচনের চারি প্রকার ভঙ্গিযুক্ত অর্থের ইঙ্গিত প্রদর্শন করেন নাই। একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এবং তদনুগত শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বৃহৎতোষণী এবং লঘুতোষণী টীকায় এই চারি প্রকার অর্থের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহাতেও উপেক্ষার্থ এবং প্রার্থনাভঙ্গীময় অর্থই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বাস্তবার্থ এমনই গোপনে আছে যে—যাঁহারা সুযোগ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব অধ্যাপকের নিকট তোষণী টীকা অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদের তাহা বুদ্ধিগোচর হয় না। এই জন্য কোনও পাঠ, বক্তৃতা কিংবা প্রবন্ধাদিতে সুস্পষ্টভাবে চারি প্রকার অর্থের আলোচনা শুনিতে কিংবা দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, বেণুনাদ-সমাকৃষ্টা ব্রজরমণীগণকে বিমোহিত করিবার জন্য এই প্রকার বিবিধ ভঙ্গিসমন্বিত বাক্যাবলী বিন্যাস করিয়া রসিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন॥ ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ।

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ। ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ব্রূতাগমনকারণম্ ॥১৮

অন্বয়ঃ।—মহাভাগাঃ (হে পাতিব্রত্যাদিমহাভাগ্যশালিন্যঃ!) বঃ (যুষ্মাকং) স্বাগতং (শোভনমাগমনং বৃত্তম্; অথবা যুষ্মাভিঃ সুষ্ঠু আগতং কিম্?) বঃ (যুষ্মাকং) কিং প্রিয়ং (প্রিয়াচরণং) করবাণি (তদাজ্ঞাপয়ন্ত।) ব্রজস্য (ব্রজবাসিনাং) সর্ব্বেষামেব কচ্চিৎ (কিং) অনাময়ং (কুশলম্?) আগমনকারণং (যুষ্মাকং মৎসবিধে আগমনস্য হেতুং) ব্রূত (কথয়ত) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে পতিব্রতাশিরোমণি ব্রজরমণীগণ! স্বাগতং! (তোমাদের আগমনের কুশল ত?) তোমাদের কি প্রিয়াচরণ করিব? ব্রজের কুশল ত? তোমাদের এখন এখানে আগমনের কারণ কি? ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—সর্ব্বাঃ সসম্ভ্রমমাগতা বিলোক্য সভয়মিবাহ ব্রজস্যেতি ॥ ১৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—প্রথমমবহিত্থয়ৌদাস্যমবলম্বমানঃ সাদরমাহ স্বাগতমিতি। বো যুষ্মাকম্। শোভনমাগমনং বৃত্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা। বো যুষ্মাভিঃ সুষ্ঠু আগতং কচ্চিদিতি প্রশ্নঃ। মহান্ ভাগো ভাগ্যং পাতিব্রত্যাদিলক্ষণং যাসাং তাসাং সম্বোধনম্। অতো বো যুষ্মাকং কিং প্রিয়ং করবাণি অপি তু ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোমীত্যর্থঃ। যদ্বা। কিং করবাণি তদাজ্ঞাপয়ন্ত ইত্যর্থঃ। মহাভাগানাং প্রিয়াচরণে মমাপি ধর্ম্মবিশেষো ভাবীতি ভাবঃ। পূর্ব্বং যজ্ঞপত্নীঃ প্রত্যেবমেবোক্তং কিন্তু তত্রাস্তুতামিতি গৌরবং বিধায় কিং কর্ত্তুং শক্নোতি অপি তু ন কিমপীতি কেবলমৌদাস্যম্। অত্র তু প্রিয়ং কিমিতি শ্লেষেণ সাকাঙ্ক্ষত্বমপীতি শেষঃ। বস্তুতস্তু এতাসাং তাদৃশাগমনং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীত্যৈবাহ স্বাগতমিত্যাদি। মহাভাগা ইতি সর্ব্বপরিত্যাগেন তদেকাপেক্ষয়া তাসাং আগমনাৎ। স্বস্য চ নানাপ্রিয়জনাপেক্ষতয়া তাদৃশত্বাভাবমননেন স্বস্মাদপি প্রেমমহত্ত্ববিবক্ষয়োক্তম্। ভাগোঽত্র ভজনং অতস্তাসাং প্রেমপরবশঃ সন্নাহ প্রিয়মিতি। তচ্চ প্রিয়জনবশীকরণচতুরস্য বিদগ্ধশিরোমণেঃ স্বাভাবিকমেবেতি দিক্। তদিত্থমেব পরত্র চ বস্তুত ইত্যাদিকং ইতিশব্দপর্য্যন্তো বাস্তবার্থো জ্ঞেয়ঃ! তদনন্তরন্তু নর্ম্মাদিময়ো জ্ঞেয়ঃ। তথাহি। স্বাগতমিত্যাদিনা নর্ম্মণা সদাচারমিবাশ্রিত্য সমাগতজনেষু বক্তুং যোগ্যমুক্ত্বা সর্ব্বা এব যুগপৎ সসম্ভ্রমমাগতা বীক্ষ্য স্বয়মপি কৈতবেন সভয়সম্ভ্রমমিব পৃচ্ছতি ব্রজস্যেতি। অনাময়ং মঙ্গলং কচ্চিৎ। নন্থ চতুরসিংহ তথা সতি গোপাদয়োঽপ্যাগতাঃ স্যুরিতি চেৎ সত্যং তর্হি অঙ্গনাবিষয়কঃ কোঽপ্যুপদ্রবো নূনং ভবেদিতি ধূর্ত্ততয়া আশঙ্ক্যৈব সাটোপমাহ ব্রূতেতি। নিজাগমনস্য কারণং হেতুং প্রয়োজনং বা। অথবা তদুক্ত্যভিপ্রায়ানির্দ্ধারেণ লজ্জয়া চানুত্তরাস্তা বীক্ষ্য মন্যে শোকবেগেনামঙ্গলস্যাশ্রাব্যত্বেন বা কিঞ্চিন্ন বদথেতি ব্যঞ্জয়ন্ কিঞ্চিদন্যদেবচোত্থাপয়ন্ সবৈয়গ্র্যমিব পৃচ্ছতি ব্রজস্যেতি। এবং সর্ব্বমগ্রেঽপ্যাশঙ্কাদিকং কৈতবেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তথাপ্যবদন্তীঃ প্রসন্নমুখীশ্চালোক্যাশ্বস্ততামভিনয়ন্ সলজ্জমিবাহ ব্রূতেতি। ভবতু মদ্দুর্ব্বিতর্ক্যত্বং যূয়মেব স্বয়ং ব্রূতেত্যর্থঃ। অত্রৈকৈকৈব বাক্ সমুপেক্ষাময়ী সম্প্রার্থনাময়ী চ ইত্যুক্তম্। তত্র তস্যাঃ সমুপেক্ষাময়ীত্বং প্রপঞ্চিতং সম্প্রার্থনাময়ীত্বং কথ্যতে—ইদমেব শ্লেষার্থতয়াগ্রেঽপি প্রতিশ্লোকং লেখ্যম্। তথাহি হে মহাভাগাঃ মহান্ ভাগো ভাগ্যং যাসাম্। ঈদৃশী জ্যোৎস্নী রজনী তত্রাপি ঈদৃশং বনং তত্রাপীদৃশং বো নবযৌবনাদি তত্রাপীদৃশোঽনুবর্ত্তী জনোঽয়মনুকূল ইতি মহদেবভাগ্যমিতি। অত্রেষ্টপ্রশ্নরূপং প্রার্থনাসোপানমাহ। কচ্চিৎ বো যুষ্মাকং স্বাগতম্। প্রার্থনামাহ—বো যুষ্মাকং কিং প্রিয়ং করবাণি অতো যদ্ভবতীনাং হৃদ্গতং কিমপি প্রিয়মস্তি তদেব মম প্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ। তত্র নিরুত্তরা বীক্ষ্য পুনঃ প্রার্থনার্থং সোপানান্তরমাহ ব্রজস্যেতি। প্রার্থনামাহ ব্রূতেতি। মা লজ্জতেতি ভাবঃ ॥ ১৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণের মোহনবংশীনাদে আকৃষ্টা ব্রজরমণীগণ ধর্ম্মধৈর্য্যলজ্জাকুলশীলমানভয়াদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিসর্জ্জন দিয়া যখন যমুনাতীরে তাঁহাদের কোটিপ্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দনের নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহাদের পরিত্যক্ত ধৈর্য্যলজ্জাদি যেন আবার শতগুণিত হইয়া তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেইজন্য তাঁহারা এতদিন যে কৃষ্ণবদনারবিন্দ দর্শন লালসায় নিরন্তর নয়ননীরে ভাসিতেন, সেই কৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়াও তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে না পারিয়া লজ্জাবনতবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যে কৃষ্ণচরণে দেহ মনঃ প্রাণ জীবনযৌবনাদি সমর্পণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচরণ নিকটে আসিয়াও তাঁহারা কৃষ্ণচরণ হইতে কিঞ্চিদ্দূর প্রদেশে দণ্ডায়মান থাকিলেন। যদিও তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই নয়ন ভরিয়া কৃষ্ণবদনারবিন্দ দর্শন ও কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শনের জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত, উৎকণ্ঠিত ও ব্যতিব্যস্ত, তথাপি তাঁহাদের প্রেমস্বভাবসুলভ ধৈর্য্য লজ্জাদির বন্ধন ও আকর্ষণ এতই সুদৃঢ়ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া মনের সাধে কৃষ্ণবদনারবিন্দ দর্শন ও কৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকট হইতে কিঞ্চিদ্দূরপ্রদেশে ঘন ঘন মণ্ডলাকারে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমোত্থলজ্জায় অধোমুখী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, লজ্জাবনতমুখী ও অসীম ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী শতকোটি গোপরমণীমণ্ডলমধ্যে অবস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তিনী গোপরমণীগণের দিকে অনিমিষ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে অফুরন্ত প্রেমমন্দাকিনীধারা প্রবাহিত, কিন্তু তাহা প্রেমেরই ঘূর্ণাবর্ত্তে হৃদয় মধ্যেই সঞ্চারিত হইতেছে, ধৈর্য্য লজ্জাদির বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। ব্রজরমণীগণের এই ভাবমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া ব্রজরাজনন্দন একেবারে সমুচ্ছলিত আনন্দপ্রবাহে ভাসিতে লাগিলেন।

নারিকেল-মধ্যস্থ বারি, শৈত্য ও মাধুর্য্যগুণে পরম রমণীয় হয়, কিন্তু নারিকেলগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহার আর তাদৃশ রমণীয়তা কিংবা স্বাদুতা থাকে না। প্রেমবতী রমণীগণের প্রেমও সেইরূপ হৃদয়াভ্যন্তরে সুগুপ্ত অবস্থাতেই রমণীয় ও আস্বাদনীয় হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যক্ত হইলে তাহার আর তাদৃশ মাধুর্য্য থাকে না। সেই জন্য রসাস্বাদনচতুর সুনায়কগণ নায়িকাগণের ধৈর্য্য লজ্জা বাম্য অবহিত্থা প্রভৃতির অন্তরাল হইতেই তাঁহাদের প্রেমরসাস্বাদন করিতে ভালবাসেন। শ্রীকৃষ্ণ নায়কশ্রেষ্ঠ ও রসিকশিরোমণি হইলেও ব্রজ-রমণীগণকে নিজ নিকটে উপস্থিত দেখিয়া এবং তাঁহাদের সুগুপ্ত প্রেমভাবের ইঙ্গিত জানিয়া তাঁহার বলবতী লালসা হইল যে তিনি তাঁহাদের প্রেমের বার্ত্তা তাঁহাদেরই মুখে ব্যক্ত করিয়া স্বকর্ণে শ্রবণ করিবেন এবং সেই অতুলনীয় প্রেমসিন্ধুর বিন্দুকণিকা প্রেমবান্ ভক্তগণকে কিছু আস্বাদন করাইবেন। কিন্তু ব্রজরমণীগণের ধৈর্য্য লজ্জাদি সুকঠিন কবাটাবৃত হৃদয়কোষাগারের অন্তঃস্থলে সুরক্ষিত প্রেমরত্নরাজি বহিষ্কৃত করিবার কোনই উপায় না দেখিয়া রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন কৃত্রিম বাম্যের আবরণ দিয়া এমনভাবে বাগ্‌বজ্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে ব্রজরমণীগণের হৃদয়কোষাগারের ধৈর্য্যলজ্জাদির কবাট চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া তাহা হইতে সুদুর্লভ প্রেমরত্নরাজি বহিষ্কৃত হইয়া পড়ে।

এই কথা মনে করিয়া সর্ব্ববাগ্মিশিরোমণি এবং সাক্ষাৎ বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতারও পরমারাধ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজরাজনন্দন নানাভাবে ব্রজরমণীগণের ধৈর্য্যলজ্জাহর বচন প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণকে যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি তাঁহার কৃপাসম্বল করিয়া কেহ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার প্রতিবাক্যে উপেক্ষাভঙ্গিময়, প্রার্থনাভঙ্গিময়, যুগলার্থ-সন্ধাপনময় এবং বাস্তবার্থময়—এই চারিপ্রকার অর্থের সুস্পষ্ট প্রতীতি হইয়া থাকে। তাঁহার বাক্যাবলী শ্রবণমাত্রেই প্রথমতঃ উপেক্ষাভঙ্গিময় অর্থেরই সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়; তাহার পর একটু বিবেচনা করিলে প্রার্থনাভঙ্গিময় অর্থের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী ও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরণাঙ্কানুসরণ করিলে অবশিষ্ট অর্থদ্বয়ের ধারণা হইয়া থাকে।

শ্রীব্রজরাজনন্দন, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে প্রেমনৈরাশ্যসিন্ধুতে ভাসাইবার জন্য যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার উপেক্ষাভঙ্গিময় অর্থ সমালোচনা করিতে গেলে জানা যায় যে—ব্রজরাজনন্দন তাঁহার চরণ নিকটে সমাগতা লজ্জাবনতমুখী ব্রজরমণীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, করভঙ্গি, মুখভঙ্গি, নয়নভঙ্গি ও ভ্রূভঙ্গিসহকারে কোটি কোটি শুকপিকাদি কলকণ্ঠ বিহগকাকলী, বেণু বীণাদি ঝঙ্কার ও ভ্রমরগুঞ্জনাদি বিনিন্দিত স্বরলহরীতে বনভূমি আনন্দমুখরিত ও কোটিকোটি ব্রহ্মানন্দতিরস্কৃতপরমানন্দবিমূর্চ্ছিত করিয়া সুললিত বর্ণবিন্যাস ও সুস্পষ্ট সমুচ্চারিত ভাষায় বলিলেন, হে মহাভাগাঃ! হে মহাসৌভাগ্যশালিনী ব্রজরমণীগণ! স্বাগতং !!! ব্রজরমণীগণের কর্ণবিবর দিয়া এই পরমরমণীয় কথা কয়েকটি তাঁহাদের প্রেমবিভাবিত এবং প্রতিক্ষণে নৈরাশ্য ও শত শত অনিষ্টশঙ্কাকুলিত হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিনাদিত হইয়া উপেক্ষাসূচক অর্থ ছড়াইয়া দিল। ব্রজরমণীগণের ধারণা হইল যে তাঁহারা যে আশার আলোক দেখিয়া পতঙ্গের ন্যায় ঝঁপাইয়া পড়িয়াছেন তাহা নির্ব্বাপিত। তাঁহাদের প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ, তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—হে পরমসৌভাগ্যশালিনী ব্রজরমণীগণ! অর্থাৎ ব্রজমণ্ডলে তোমাদের মত সৌভাগ্য কাহারও নাই, কেন না তোমরা সকলেই পতিব্রতার শিরোমণি। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হওয়া তোমাদের পক্ষে কদাপি সম্ভব নহে এবং তোমরা আজীবন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়রূপে তাহাই পালন করিয়া আসিতেছ। অতএব তোমাদের দর্শনে আমারও অশেষ সৌভাগ্য হইবে সন্দেহ নাই। তোমাদের আগমনের মঙ্গল ত? এই নির্জ্জন বনভূমিতে আগমন করিতে তোমাদের কোনও ক্লেশ হয় নাই ত? তোমাদের অকস্মাৎ এখানে আসিতে দেখিয়া আমি পরম বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছি। কেন না, তোমাদের মত পতিব্রতা রমণীগণের পক্ষে পরপুরুষের নিকট আগমন, এমন কি পরপুরুষের মুখদর্শন ও পবনস্পর্শ পর্য্যন্ত নিতান্ত অসম্ভাবিত। কিন্তু জানি না আজ কি ভাবে এই স্বপ্নসম্ভাবনারও অগোচর ব্যাপার সম্ভবপর হইল এবং আমি পরপুরুষ হইয়াও তোমাদের মত পতিব্রতাশিরোমণিগণের দর্শন লাভ করিতে পারিলাম। তোমাদের মত পতিব্রতাশিরোমণিগণের পরপুরুষ নিকটে আগমন এতই অসম্ভব যে, আমি তোমাদিগকে নিজ নিকটে উপস্থিত দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে তোমরা সত্য সত্যই আমার নিকটে আসিয়াছ কিংবা আমার ভ্রান্ত প্রতীতি হইতেছে।

পরমদয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীব্রজরাজনন্দন যখন যাজ্ঞিকব্রাহ্মণপত্নীগণকে কৃপা করিবার জন্য যমুনাতীরস্থ অশোককাননে গোচারণ করিতে গিয়া অন্নযাচ্ঞাচ্ছলে তাঁহাদের নিকট গোপবালকগণকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং গোপ-বালকগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা জানিয়া প্রেমবতী যাজ্ঞিকব্রাহ্মণপত্নীগণ কুলশীল-মানভয়াদি উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন—তখনও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে এই প্রকার "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ দ্বাবিংশাধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু বিশেষ এই যে - যাজ্ঞিকব্রাহ্মণপত্নীগণকে সমাগত দেখিয়া শ্রীব্রজরাজনন্দন, "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া—পরে বলিয়াছেন "আস্যতাং করবাণি কিম্" (আপনারা বসুন, আপনাদের কি আদেশ পালন করিব?) কিন্তু ব্রজরমণীগণকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া ব্রজরাজনন্দন বলিলেন "প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ" (তোমাদের কি প্রিয়াচরণ করিব? অর্থাৎ আমি কি করিলে তোমাদের প্রীতিবিধান হইবে?) ইহার কারণ এই যে—যাজ্ঞিকব্রাহ্মণপত্নীগণের সহিত কেবলমাত্র দর্শনালাপাদি ব্যতীত কোনপ্রকার বিলাসবিহারাদি হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের তাঁহাদের সহিত মিলনে ঔদাস্যভাব ছিল; কিন্তু ব্রজরমণীগণের সহিত বিলাসবিহারাদি লালসাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বংশীনাদে নিজ নিকটে আনয়ন করিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত মিলনে তাঁহার ঔদাস্যের লেশমাত্রও ছিল না, প্রত্যুত চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষাই ছিল। কিন্তু রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণের অন্তরে সুগুপ্ত প্রেমের বার্ত্তা তাঁহাদের মুখে ব্যক্ত করিবার জন্য ঔদাস্যের আবরণ দিয়া অন্তরের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীব্রজরাজনন্দনের রসিকতাপূর্ণ বচনাবলী শ্রবণে আপাততঃ মনে হয় যে তাঁহার বুঝি ব্রজরমণীগণের সহিত মিলনবিহারাদিতে কিছুমাত্র লালসা নাই, তাই তিনি একেবারে সম্বন্ধশূন্য ভাষায় বলিলেন, হে পতিব্রতাশিরোমণি ব্রজরমণীগণ! স্বাগতং!! আমি তোমাদের কি প্রিয়াচরণ করিব?

ব্রজরাজনন্দনের এই পরমমধুর ভাষণও ব্রজরমণীগণের কর্ণবিবরে যেন দুর্ব্বিসহ বিষধারা বর্ষণ করিল ও তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে মর্ম্মবিদারক বেদনার সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্যের শতসহস্র প্রস্রবণ প্রসারিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা যাহার জন্য পতি পিতা ভ্রাতা বান্ধব প্রভৃতি সর্ব্বত্যাগ করিয়া যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেই কোটি কোটি প্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দনের মুখে সম্বন্ধহীন সম্বোধন এবং "তোমাদের কি প্রিয়াচরণ করিব" এই ঔদাস্যপূর্ণ বচন শুনিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই ব্রজের দিকে উদাসদৃষ্টি সঞ্চার করিলেন। তাঁহাদের এই উদাসদৃষ্টি পরস্পর পরস্পরকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিল যে—হায়! আমরা ব্রজরাজ-নন্দনকে আমাদের প্রাণবল্লভ মনে করিয়া কি ভ্রমেই পড়িয়াছি! আমরা মনে করিয়াছিলাম যে আমরা যেমন তাঁহার সঙ্গে মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত, তিনিও বুঝি আমাদের সঙ্গে মিলনের জন্য সেইরূপই উৎকণ্ঠিত। কিন্তু এখন তাঁহার মুখে যে সম্বন্ধহীন সম্বোধন এবং আলাপ শুনিতেছি, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে আমাদের পক্ষে তাঁহার সঙ্গে মিলনের কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের এখন সময় থাকিতে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। যদিও গৃহে ফিরিয়া গেলেও ব্রজরাজনন্দনকে পাওয়া যাইবে না, তথাপি সেখানে নিজ নিজ অন্তরের দুঃখ অন্তরে চাপিয়া গোপনে থাকা যাইবে। কিন্তু আমরা এখানে থাকিলে যদি কোনপ্রকারে অন্তরের দুঃখকাহিনী ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে নৈরাশ্য এবং লোকনিন্দা এই উভয় দুঃখে পীড়িত হইতে হইবে! তদপেক্ষা নিজ নিজ গৃহে গিয়া নির্জ্জনে নৈরাশ্যদুঃখ লইয়া কালাতিপাত করাই শ্রেয়স্কর।

ব্রজরমণীগণকে এইভাবে ব্রজের দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিতে দেখিয়া রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন বলিলেন—"ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিৎ?" হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা যেরূপ সকলে মিলিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমার নিকট আসিয়াছ এবং যে ভাবে ব্রজের দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিতেছ, তাহাতে আমার মনে হইতেছে যে, ব্রজে বুঝি কোনও অসুরাদির উপদ্রব হইয়াছে; তাই তোমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি, ব্রজের মঙ্গল ত? ব্রজবাসীগণের ত কোনও বিপদ্ হয় নাই? এই সেদিন ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি ও ব্রজপাতাদিতে ব্রজ একেবারে বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, সেদিনও ব্রজের সকলে আমার নিকটে আসিয়া তাহাদের বিপদের কথা জানাইলে আমি সকলকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতনিম্নে নিরাপদে রাখিয়া বিপদ্‌মুক্ত করিয়াছিলাম। তাহা ছাড়াও দাবানলে যখন গোপবালক এবং গোগণ দগ্ধপ্রায় হইতেছিল তখনও সকলেই আর্ত্তনাদ করিয়া আমার নিকটেই আসন্ন বিপদের কথা জানাইয়া ছিল এবং আমিই তাহাদের বিপদমোচন করিয়াছিলাম। আজও বোধ হয় সেইরূপ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, সেইজন্য তোমরা তাড়াতাড়ি আমার নিকটে তাহাই জানাইতে আসিয়াছ; কিন্তু তোমরা কুলধর্ম্ম-পরায়ণা রমণী, সেজন্য তোমাদের স্বভাবসুলভ লজ্জা ধৈর্য্যাদিতে তোমরা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে পারিতেছ না। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের বিপদের কথা আমাকে না জানাও তাহা হইলে আমি তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিব কিরূপে? অতএব হে পতিব্রতাশিরোমণি লজ্জাধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী ব্রজরমণীগণ! তোমরা কিজন্য এই রাত্রিকালে নির্জ্জন যমুনাকূলে সকলে মিলিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ তাহা অসঙ্কোচে আমার নিকট বল, আমি সাধ্যানুসারে প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া ব্রজরমণীগণ ব্রজের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অধোমুখী হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের অঙ্গ মুখাদির ভঙ্গিতে এই ইঙ্গিত প্রকাশ পাইল যে—হে ব্রজরাজনন্দন! ব্রজে যদি কোনও বিপদ্ উপস্থিত হইত তাহা হইলে ব্রজবাসিগণই তোমার নিকট আসিতেন। আমরা রমণী হইয়া ঘরের বাহির হইব কেন? চতুরশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন, এই ইঙ্গিত বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! তোমাদের আগমন দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যে—এতদিন ব্রজে যে সমস্ত উপদ্রব হইয়াছে তাহাতে ব্রজের নরনারী গো মহিষাদি পশু প্রভৃতি সকলেই বিপন্ন হইয়াছিল, সেজন্য সকলেই আমার নিকটে আসিয়াছিল। কিন্তু এবার কেবলমাত্র তোমাদের আসিতে দেখিয়া মনে হয় যে—এবার বোধ হয় কেবলমাত্র রমণীগণেরই কোনও বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা ব্রজের অন্য কেহ জানে না, সেই জন্য কেবলমাত্র তোমরাই সেই বিপদের প্রতিকারের জন্য আমার নিকট আসিয়াছে, কিন্তু লজ্জাবশতঃ তাহা বলিতে পারিতেছ না। কিন্তু বিপদের সময় লজ্জা করিলে চলে না, তোমাদের কি হইয়াছে তাহা আমাকে বল, আমি তোমাদের বিপদ্ সম্ভাবনা করিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি।

ব্রজরাজনন্দনের এই সমস্ত চাতুরী ও শঠতাপূর্ণ বাক্যাবলী শুনিয়া ব্রজরমণীগণ নিরাশহৃদয়ে আরও অধোমুখী হইলেন এবং তাঁহাদের ব্যাকুলদৃষ্টি কেবলমাত্র ব্রজরাজনন্দনের চরণপ্রান্তেই নিবদ্ধ রহিল এবং ইঙ্গিতে প্রকাশ হইল যে—হে শঠশিরোমণে! তুমি যাহা সম্ভাবনা করিয়াছ তাহাই সত্য; এবার সত্য সত্যই ব্রজরমণীগণেরই মহা বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সে বিপদ্ কোনও অসুর, রাক্ষস কিংবা দাবানল প্রভৃতির জন্য নহে এবং সে বিপদ্ একমাত্র ব্রজরমণীগণ ছাড়া আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। একমাত্র তোমার চরণই সে বিপদ হইতে মুক্তিলাভের উপায়, কিন্তু হায়! তোমার নিষ্ঠুর বচনে মনে হইতেছে যে আমরা বুঝি তাহাতে বঞ্চিত হইলাম!

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ভাবভঙ্গি দেখিয়া ব্রজরাজনন্দন, একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার অভিনয় করিয়া বলিলেন—'ব্রূতাগমন কারণম্"। হে ব্রজরমণীগণ! তোমাদের ভাবভঙ্গিতে আমি কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছি না এবং এই নির্জ্জন স্থানে আমার নিকটে আগমনের কারণ নির্দ্দেশ সম্ভাবনা করিতে পারিতেছি না—তোমরা তোমাদের এখানে আগমনের কারণ কি তাহা প্রকাশ করিয়া বল। জান ত, আমি নিতান্ত সরলহৃদয়, সেজন্য তোমাদের গম্ভীর হৃদয়ের গুপ্তভাব সম্বন্ধে কিছুই ধারণা কিংবা সম্ভাবনা করিতে পারিতেছি না। যদি সত্য সত্যই ব্রজে কোনও বিপদ্ হইত, তাহা হইলে তোমরা এরূপ নিশ্চিন্তভাবে আমার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতে না। আবার যদি প্রয়োজন না থাকিত তাহা হইলেও তোমরা কখনই আমার নিকট আসিতে না। কেননা তোমরা সকলেই পতিব্রতাশিরোমণি কুলরমণী এবং আমি কখনও তোমাদের এভাবে ঘরের বাহিরে আসিতে দেখি নাই। যাহা হউক, আমি তোমাদের এইরূপ অসম্ভাবিতভাবে আগমন করিতে দেখিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, তোমরা সত্বর তোমাদের আগমনের কারণ বলিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত কর।

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীব্রজরাজনন্দন, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের অনন্যসাধারণ নিগূঢ় নির্ভর প্রেমের বার্ত্তা তাঁহাদেরই মুখে ব্যক্ত করিয়া স্বকর্ণে শুনিবেন এবং গোপীভাবলিপ্সু ভক্তগণকে জানাইবেন বলিয়া "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি করেকটী শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ-গাম্ভীর্য্য আস্বাদন করা তাঁহারই কৃপাসাপেক্ষ। এই সমস্ত বাক্যাবলী শ্রবণমাত্রেই আপাততঃ মনে হয় যে—ব্রজরাজনন্দন, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে উপেক্ষাবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রজরমণীগণকে উপেক্ষা করা ব্রজরাজনন্দনের মনোগত ভাব নহে। "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনায় স্পষ্টই জানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় যে ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিবার অভিলাষেই ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি যে ব্রজরাজনন্দন, তাঁহাদিগকে উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিলেন তাহা তাঁহার স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধন কার্য্যেরই প্রণালী বিশেষ। রসজ্ঞ নায়কনায়িকার মিলনের রীতি এই যে প্রথমতঃ নায়ক নায়িকার নিকট বিলাস বিহারাদির জন্য প্রার্থনা জানাইবেন এবং নায়িকা তাহা উপেক্ষা করিবেন ও বাম্যবশতঃ ক্রোধাদি প্রকাশ করিবেন। কিন্তু রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন দেখিলেন যে ব্রজরমণীগণ তাঁহার বংশীগানামৃত পানে এমনই বিবশ হইয়া পড়িয়াছেন যে—ব্রজরাজনন্দন যদি সাক্ষাৎ তাঁহাদের নিকট বিলাস বিহারাদি প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বাম্য রক্ষা করিবার সাধ্য থাকিবে না। সেজন্য স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর ব্রজরাজনন্দন কৃত্রিম বাম্যদ্বারা নিজ দাক্ষিণ্য আচ্ছাদন করিয়া "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। নিম্ব-রসসিক্ত মৎস্যণ্ডিকাখণ্ড (মিশ্রী) যেমন আপাততঃ তিক্ত বলিয়া মনে হইলেও যেমন চূষণ করিলে ক্ষণকাল পরে তাহার মধুর রসের প্রকাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রজরাজনন্দনের "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি বচনাবলীও আপাততঃ উপেক্ষাবচন বলিয়া মনে হইলেও একটু বিবেচনা করিলেই তাহা হইতে প্রার্থনাভঙ্গির চরমোৎকর্ষ প্রকাশ হইয়া থাকে।

"স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবচনের যে উপেক্ষাভঙ্গিময় অর্থ জানা যায় তাহা ইতঃপূর্ব্বে যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে যে প্রার্থনাভঙ্গিময় অর্থের প্রতীতি হয় তাহা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে—রসিকেন্দ্রচূড়ামণি বিবিধ বাগ্‌বৈদগ্ধীপারাবার শ্রীব্রজরাজনন্দন, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে সমাগত দেখিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া স্বভাব-মনোহর অঙ্গ-মুখ-কর-নয়নাদির সুললিত ভঙ্গিসহকারে মধুর স্বরলহরীতে পরমানন্দধারা বর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন "স্বগতং বো মহাভাগাঃ"—হে ভাগ্যবতী ব্রজরমণীগণ! স্বাগতং!! তোমাদের ভাগ্যের কথা আর কি বলিব! এই সুবিমল শারদ শশধরের স্নিগ্ধকিরণ সমুদ্ভাসিত রজনী! এই বিবিধকুসুমাবলীপরিশোভিত, মত্তদ্বিরেফাবলীঝঙ্কৃত, শুকপিকাদিকলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণকুজনমুখরিত, মৃদুলপবনপরিসেবিত নির্জ্জন বনভূমি! এই তোমাদের কোটি কন্দর্পদর্পশমনপরায়ণ মুনিজনমনোমোহন নবযৌবন! তাহাতে আবার হাবভাবভঙ্গি কটাক্ষাদি শৃঙ্গারোচিত বিবিধ ভঙ্গিবিলাস! তাহাতে আবার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সৌকুমার্য্য তৌর্য্যাত্রিকাদির পূর্ণ পরিণতি! তাহাতে আবার আমি তোমাদের অনুগত এবং সর্ব্বতোভাবে অনুকূল! শুধু তাহাই নহে, আমি কেবলমাত্র তোমাদেরই অপেক্ষায় গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন বনে আসিয়া তোমাদের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া অবস্থান করিতেছি। এই সমস্ত সুবর্ণ সুযোগ ও শুভসংঘটন কয়জন রমণীর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? তাই বলিতেছি, তোমাদের ভাগ্যের আর সীমা নাই! যাহা হউক, তোমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে আগমন হইয়াছে ত? (কচ্চিৎ স্বাগতং?) তোমরা স্বচ্ছন্দসুখ-বিহারের উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আগমন করিয়াছ, অতএব তোমাদের আগমন সর্ব্বতোভাবে দেশকালপাত্রোপ-যোগী হইয়াছে। (সু-আগতং) অনুরাগিণী রমণীগণের পক্ষে এইরূপ সুসময় বুঝিয়া অনুরাগী নায়কের নিকট আগমন করাই বুদ্ধিমত্তা এবং বিলাসরসচাতুর্য্যের পরিচায়ক। তোমাদের আগমনের কোনও ত্রুটি নাই এবং তোমাদের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া জানা যাইতেছে যে তোমরা অনুরাগবশতঃ পথশ্রম প্রভৃতি কোন ক্লেশেই ক্লিষ্ট হও নাই। এখন তোমাদের মনোগত ভাব কি তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। তোমাদের মত রসিকা রমণীগণের কীদৃশ বিলাসবিহারাদিতে প্রীতিবিধান হইবে তাহা আমার নিকট প্রকাশ না করিলে আমি তাহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিব না; অতএব রাসনৃত্য, বনবিহার, জলবিহার কিংবা অন্য কি প্রকার বিলাসে আমি তোমাদের প্রীতিবিধান করিতে পারিব তাহা আমাকে বল। তোমাদের মত রসিকা নায়িকা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণের পক্ষে অনুগত এবং অনুকূল নায়কের নিকটে আসিয়া লজ্জাবশতঃ মনোগত ভাব গোপন করা কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে ; অতএব বল, "প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ"।

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দনের কথায় যখন প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিত প্রকাশ পায়, তখন পরমরসিকা ব্রজ-নায়িকাগণ ইঙ্গিতে বাম্যভাব প্রকাশ করেন। তাই তাঁহারা এমনভাবে ব্রজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন যে—তাঁহারা যেন একবার পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জানাইলেন, হে সখি! আমরা বনভ্রমণ করিতে করিতে পথ ভুলিয়া এই লম্পটশিরোমণির নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া আমরা ব্রজে ফিরিয়া যাই। এই শঠচূড়ামণির নিকট কিছুক্ষণ থাকিলে আমাদের পক্ষে কুলধর্ম্ম রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। ব্রজরমণীগণের এই প্রকার বাম্যসম্বলিত ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন সসম্ভ্রমে বলিলেন—"ব্রজস্থানাময়ং কচ্চিৎ" ? ভাল, ব্রজের কুশল ত ? ব্রজে যদি কোনও উপদ্রবাদি উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ব্রজবাসিগণ ব্যাকুল হইয়া আমার নিকট আসিয়া পড়িবে ও তাহাতে আমাদের সুখবিহারে বাধা পড়িবে, সুতরাং আমাদের স্বচ্ছন্দসুখবিহারের পক্ষে ব্রজের কুশল একান্ত প্রার্থনীয়।

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া ব্রজরমণীগণ ব্রজের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিরুত্তর ভাবে অধোমুখ হইলেন। তাহা দেখিয়া রসিকশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন বলিলেন "ব্রূতাগমনকারণম্" ; হে ব্রজরমণীগণ! তোমাদের এখানে আগমনসুখই আমার একমাত্র সম্বল। তোমরা আমার নিকট মনের সুখে আগমন করিবে এবং আমি তোমাদের সঙ্গে মনের সাধে সুখবিহার করিব এই আশায় আমি সায়ংকালে এই যমুনাতীরস্থ বনভূমিতে আসিয়া সতৃষ্ণনয়নে তোমাদের পথের দিকে চাহিয়াছিলাম। এখন তোমাদের দেখিয়া আমার হৃদয়, আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। কিন্তু তোমরা যদি আমার সহিত কোনও বাক্যালাপ না কর, তাহা হইলে আমার সকল আশাই ব্যর্থ হইবে, তাই তোমাদের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি যে "আগমনকারণং ব্রূত"। (আগমন কং যুষ্মাকং আগমন সুখমেব অরণং শরণং যস্য তং মাং ব্রূত ময়া সহ বিশ্রম্ভপ্রেমালাপং কুরুত।) অথবা যদি তোমাদের এই নবসঙ্গমে অবাধে প্রেমালাপ করিতে লজ্জা কিংবা সঙ্কোচ বোধ হয়, তাহা হইলে "কচ্চিৎ ব্রূত", অন্ততঃ সামান্য দুই এক কথায় আমার কথার উত্তর প্রদান কর। আমি তাহাতেই তোমাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া তোমাদের প্রীতিবিধান করিতে চেষ্টা করিব। হে পরমরসিকা ব্রজরমণীগণ! তুচ্ছ লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া এই নির্জ্জন বনে মিলন বিহারাদির সুখে বঞ্চিত হওয়া কি ভাল ? বিশেষতঃ আজ এই নবসঙ্গমে যে সুবর্ণ সুযোগ সংঘটিত হইয়াছে তাহা আর কোনদিন মিলিবে কিনা সন্দেহ। এই শারদসুধাকরজ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, এই নির্জ্জন অরণ্যানী, এই তোমাদের সঙ্গে আমার নবসঙ্গম, এতগুলি ভাগ্যলব্ধ সুযোগ উপেক্ষা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। অতএব হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা লজ্জা সঙ্কোচাদি পরিত্যাগ করিয়া অবাধে আমার নিকট তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর, আমি তদনুসারে তোমাদের প্রিয়াচরণে নিযুক্ত হই। তোমাদের ন্যায় ভাগ্যবতী রমণীগণের প্রিয়াচরণ করিতে পারিলে আমারও মহাসৌভাগ্যলাভ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব লজ্জাবশতঃ নিরুত্তরে অধোমুখী হইয়া থাকিয়া তোমরাও বঞ্চিত হইও না, আমাকেও বঞ্চিত করিও না। "আগমনকারণং ব্রূত"।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত রসিকেন্দ্রচূড়ামণি যে সমস্ত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে পরপুরুষ ও পরবধূর পরকীয়া ভাবের প্রেমালাপ ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। জয়দেব, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি ভক্ত কবিগণ এবং বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদের কবিতাতেও এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে। শৃঙ্গাররসাস্বাদন-চতুর ব্যক্তিগণ যদি গোপীনাথের এই সমস্ত লীলাকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি করেন তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয় অপ্রাকৃত আনন্দরসে পরিপ্লুত হইবে সন্দেহ নাই। প্রাকৃত রসশাস্ত্রেও এইভাবে প্রাকৃত নায়কনায়িকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৃঙ্গার রসের বহুতর বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার তত্ত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। সেইজন্য কেবলমাত্র সকাম এবং ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণই তাহাতে আকৃষ্ট হন, কিন্তু নিষ্কাম মোক্ষপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহাতে আকৃষ্ট হন না, কিংবা তাঁহাদের সে সমস্ত রসালাপে কোনও আনন্দ হয় না। কিন্তু গোপীসহ গোপীনাথের শৃঙ্গার রসাস্বাদনে এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে—আজন্ম বিরক্ত পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব পর্য্যন্ত অগণিত রাজর্ষি মহর্ষি দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি পরিবেষ্টিত গঙ্গাতীরে বসিয়া আসন্নমৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট পরমাগ্রহে এই কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন ও পরিশেষে বলিয়াছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেন ধীরঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

ব্রজবধূগণের সহিত ব্রজরাজনন্দনের এই সমস্ত বিবিধ বিলাসবার্ত্তা যদি কেহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করে তাহা হইলে তাহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ হয় এবং কামাদি সর্ব্ববিধ চিত্তদোষ বিদূরিত হয়। সুতরাং গোপীসহ গোপীনাথের বিচিত্র বিলাসবার্ত্তা প্রাকৃত শৃঙ্গার কথার ন্যায় তত্ত্বহীন ভাবোচ্ছাসমাত্রই নহে। গোপীসহ গোপীনাথের বিলাসবার্ত্তার অন্তরালে এমনই নিগূঢ়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে যে তাহারই অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্যাসশুকাদি পর্য্যন্ত নির্জ্জন বনে বাস করিয়া তাহাই ধ্যান করেন এবং শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতা পাইলে পরমাগ্রহে কীর্ত্তন করেন।

গোপীসহ গোপীনাথের রাসাদিলীলা নায়কনায়িকার মত শৃঙ্গার রসাস্বাদন হইলেও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ গোপীনাথরূপে এই রসের নায়ক এবং তাঁহারই স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর ঘনীভূতমূর্ত্তি গোপীগণ তাহার নায়িকা। সুতরাং ইঁহাদের মিলনবিলাসাদি যে ভাবেই হউক না কেন তাহাতে স্বরূপ কিংবা তত্ত্বের কোনও বিচ্যুতি অথবা রূপান্তর হয় না। যদি কেহ চিনির রস জমাইয়া নিমগাছ ও নিমফল প্রস্তুত করে তাহা হইলে তহা দেখিতে ঠিক নিমগাছ অথবা নিমফলের মত হইলেও তাহার আস্বাদন কখনও তিক্ত হয় না। পরন্তু তাহাতে কারুকার্য্যের প্রশংসাই হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি গোপীগণ যে ভাবেই লীলা করুন না কেন, তাহাতে প্রকৃত কামের তিক্তাস্বাদন নাই। পক্ষান্তরে প্রাকৃত বস্তু দ্বারা যতই অপ্রাকৃতের অনুকরণ কিংবা অভিনয় করা হউক না কেন, তাহা ঘনীভূত নিম্বরস নির্ম্মিত মিষ্টান্নাকৃতি বস্তুর ন্যায় দেখিতে সুন্দর হইলেও তাহার আস্বাদন অতীব তিক্ত হইবে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। অতএব প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে সমাগত দেখিয়া তাঁহাদের প্রেমের কথা তাঁহাদেরই মুখে ব্যক্ত করিয়া স্বকর্ণে শুনিবার জন্য রসিকেন্দ্রচূড়ামণি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজরাজনন্দনের "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে যেমন উপেক্ষাভঙ্গিময় এবং প্রার্থনাভঙ্গিময় অর্থের ইঙ্গিত থাকায় রসিকতার চূড়ান্ত প্রকাশ হইয়াছে, সেইরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির মূর্ত্তি শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের প্রেমালাপ বলিয়া তাহাতে তত্ত্বাংশেরও পূর্ণ ইঙ্গিত অন্তর্নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ-বচনের এই অর্থই বাস্তবার্থময়। পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে—রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীব্রজরাজনন্দন, প্রেমবতী গোপীগণকে "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে উপেক্ষাভঙ্গিময়, প্রার্থনাভঙ্গিময়, বাস্তবার্থময় এবং যুগলার্থসন্ধাপনময় এই চারি প্রকার অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর বৃহৎতোষণী এবং লঘুতোষণী টীকা সমালোচনা করিলে এই সমস্ত অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে! ইহা ছাড়া শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্য এবং আচার্য্যকল্প মনীষিগণের যে সমস্ত টীকা আছে তাহাতে এই চারি প্রকার অর্থের কোন প্রকার ইঙ্গিতও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের টীকাতেও উপেক্ষাভঙ্গিময় এবং প্রার্থনাভঙ্গিময় অর্থের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবার্থময় এবং যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থের যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, তাহা কোনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন না করিলে ধারণা করা যায় না।

"স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকের বাস্তবার্থময় ব্যাখ্যা আস্বাদন করিতে হইলে প্রথমতঃ ধারণা রাখিতে হইবে যে—শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ, নায়কনায়িকার মত মিলিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ এবং গোপীগণ তাঁহার ভক্ত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের পরস্পর মিলন নায়কনায়িকাভাবে হইলেও তাহা ভক্ত ভগবানের মিলন ব্যতীর আর কিছুই নহে। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি নিজ নিজ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হন ও যথাযোগ্যভাবে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণও সেই সেই ভাবে তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে ব্রজের গো-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ ভক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে তাঁহাদের সহিত মধুরভাবে লীলারসাস্বাদন করিতেছেন। এই সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের নিত্যসিদ্ধভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাই সাধক ভক্তগণের উপজীব্য এবং দৃষ্টান্ত। নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণ যে ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন, তাহা হইতেই সাধকভক্তগণের সাধনরীতি প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি শ্লোক কয়েকটির বাস্তবার্থময় ব্যাখ্যা সাধক ভক্তগণের পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয়।

যাহা হউক, শ্রীব্রজরাজনন্দন প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে সমাগত দেখিয়া বলিলেন "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা মহাভাগা। তোমাদের মত ভজন কদাপি কাহারও করিবার সাধ্য নাই। (মহান্ ভাগো ভজনং যাসাং তাঃ মহাভাগাঃ) তোমরা ধৈর্য্য লজ্জা কুলশীল মানভয়াদি সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমার আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ঋষি, ন্যাসী, তপস্বী প্রভৃতি সকলেই যথাযোগ্যভাবে আমার ভজন করিয়া থাকে; কিন্তু ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি কামনাই তাহাদের ভজনের মূল। তাহারা তোমাদের মত নিষ্কামভাবে আমার ভজন করিতে পারে না, যে সমস্ত ভক্তগণ আমাকে বিধিমার্গে ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভুক্তি মুক্তি কিংবা সিদ্ধিলাভের কামনা না থাকিলেও তাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে আমার ভজন করেন, সেজন্য তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে আমি সমধিক প্রীতিলাভ করিতে পারি না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

যে সমস্ত ভক্তগণ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যে দৃষ্টি না করিয়া দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুরভাবে ভজন করেন, তাঁহারাও সর্ব্বত্যাগ করিতে পারেন না। দাসগণ শ্রীভগবানকে প্রভুবুদ্ধিতে সসঙ্কোচে সেবা করেন, সখার সঙ্কোচ না থাকিলেও তাঁহারা কদাপি সমবুদ্ধি ব্যতীত হীনবুদ্ধি করিতে পারেন না; পিতামাতা প্রভৃতি গুরুবর্গ হীন-বুদ্ধিতে পুত্রজ্ঞানে সেবা করিলেও তাঁহারা প্রেয়সীগণের ন্যায় বিলাসবিহারাদির দ্বারা শ্রীভগবানের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারেন না এবং লক্ষ্মী ও মহিষী প্রভৃতি প্রেয়সীগণ বিলাসবিহারাদি দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করিলেও তাঁহারা ধর্ম্মানুমোদিত ভাবে পতিবুদ্ধিতে সেবা করিয়া থাকেন। কাজেই দেখা যায় যে—যাঁহারাই শ্রীভগবানের সেবা করেন তাঁহারা সকলেই কিছু না কিছু প্রয়োজনবুদ্ধি কিংবা মর্য্যাদাবুদ্ধি করিয়া সেবা করেন। কিন্তু গোপীগণ, কুলধর্ম্ম পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, কাজেই ইহাদের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সেই জন্যই শ্রীব্রজরাজনন্দন তাঁহাদিগকে "মহাভাগাঃ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই গীতাবাক্যে জানা যায়—যে, যে যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণও ঠিক সেইভাবে তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। কিন্তু গোপীর ভজনে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত ভঙ্গ হইয়া যায়।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে। তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখবচনে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ দ্বাত্রিংশদধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগৃহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

হে গোপীগণ! তোমাদের নির্দ্দোষ নিষ্কাম মিলন এবং প্রেমব্যবহারের ঋণ আমি অনন্তকালেও পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমরা যে অচ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ তাহার ঋণ তোমাদের গুণেই পরিশোধ হইতে পারে, কিন্তু আমার এমন ক্ষমতা নাই যে তোমাদের এই ঋণ পরিশোধ করি।

প্রকৃতপক্ষে যদি গোপীগণের কৃষ্ণভজনের কথা আলোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে—গোপীগণ ধৈর্য্য লজ্জা কুলশীল মানভয়াদি সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সেবাগ্রহণের জন্য ধৈর্য্য লজ্জা কুলশীলাদি কিছুই পরিত্যাগ করিতে হয় নাই কিংবা পরিত্যাগের প্রসঙ্গও নাই। আরও বিবেচ্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য শতকোটি গোপী সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি সর্ব্বত্যাগ করিয়াও তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন, তাহা হইলেও একজন গোপীর প্রেম-ঋণ পরিশোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সকলের ঋণ শোধ হয় না। কাজেই গোপীগণের ভজন সর্ব্বতোভাবেই মহান্। রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ রসালাপচ্ছলেও গোপীগণকে যে "মহাভাগাঃ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তাহাতেও গোপীপ্রেমের এই পরমতত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে।

ব্রজরাজনন্দন, নিজ নিকটে সমাগতা ব্রজরমণীগণকে বলিলেন—হে মহাভাগা ব্রজরমণীগণ "বঃ স্বাগতং" তোমাদের আমার নিকট আগমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (সু-আগতং)। কেন না আমার নিকটে যাহারা আগমন করে কিংবা আমার সঙ্গে যাহারা সম্বন্ধ করে, তাহদের মধ্যে কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি সকলেই ভুক্তি মুক্তি ও সিদ্ধি বাসনা লইয়া আসে, অতএব তাহাদের আগমন সকাম; সুতরাং তাহাকে সু-আগমন বলা যাইতে পারে না। আমার নিকট যদি ভুক্তি মুক্তি ও সিদ্ধি প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কদাপি আমার নিকট আগমন করিত না। দাস সখা গুরু ও কান্তাগণ সকলেই তাহাদের নিজ নিজ নিয়ম রক্ষা করিয়া আমার সেবার জন্য আমার নিকট আগমন করে, কিন্তু তোমরা কোনও কামনা পূরণের জন্য কিংবা কোনপ্রকার নিয়ম রক্ষা করিয়া আমার নিকট আগমন কর নাই, আমার নিকটে আগমনে তোমরা পতি পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়-বর্গের নিষেধ মান নাই কিংবা কুলধর্ম্মাদির বন্ধনও তোমাদের আগমনে বাধা জন্মাইতে পারে নাই; অতএব তোমাদের আগমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "বঃ স্বাগতম্"।

হে মহাভাগা ব্রজরমণীগণ! তোমাদের এই প্রকার আগমন দেখিয়া আমার মনে হইতেছে "প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ"—আমি তোমাদের ন্যায় সর্ব্বত্যাগিনী প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের কি প্রিয়াচরণ করিব? তোমাদের যাহা প্রিয় তাহা আমি আত্মবিক্রয় করিলেও করিতে সমর্থ হইব না, কেন না তোমরা অসংখ্য গোপরমণী সর্ব্বত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই অপেক্ষায় এই নির্জ্জন বনে আগমন করিয়াছ, কিন্তু আমি আমার পিতা মাতা সখা কিংবা আত্মীয়বর্গকে ত্যাগ করিয়া আসি নাই এবং তাহা আমার করিবার সাধ্যও নাই। আমি যদি তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করি তাহা হইলেও ঠিক তোমাদের মত হইবে না; কেন না, তোমরা শতকোটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং আমি একাকী। কাজেই তোমাদের প্রেমের উপযুক্ত প্রিয়াচরণ করা আমার সাধ্যাতীত, তাই বলিতেছি, "প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ"।

তোমাদের প্রেমের উপযুক্ত প্রিয়াচরণ করা আমার সাধ্যাতীত বলিয়া কেবলমাত্র তোমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা হয়, বিশেষতঃ ইহা ছাড়া আমার সাধ্যই বা কি আছে? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, "ব্রজস্থানাময়ং কচ্চিৎ?" (ব্রজগতৌ ইতি ধাতোঃ ভাবে অল্‌প্রত্যয়ঃ) তোমাদের গৃহ হইতে আমার নিকট আগমনের কুশল ত? তোমরা কুলাঙ্গনা হইয়া কেবলমাত্র আমারই অনুরাগে আমার নিকটে আসিতে না জানি কতই ক্লেশ পাইয়াছ, না জানি তোমাদের কোমল চরণ কতই ব্যথিত হইয়াছে,—তোমাদের অনুরাগের বলিহারী যাই। এমন অনুরাগ আমি কদাপি দেখি নাই, জানি না আমি কি করিলে তোমাদের এই অনুরাগসিন্ধুর একবিন্দুরও উপযুক্ত হইব। সেইজন্য তোমাদের কুশলপ্রশ্ন করিয়াই আমি কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি। "ব্রজস্থানাময়ং কচ্চিৎ"।

শ্রীভগবানের উপাসনা করিবার জন্য কত শত শত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া নির্জ্জন অরণ্যে ও গিরিগুহাদিতে বাস করিয়া কেহ বা অনশনে, কেহ বা গলিত পত্রাশনে, কেহ বা বায়ুপানে জীবন ধারণ করিয়া কতপ্রকার যে সাধনক্লেশ স্বীকার করেন তাহার ইয়ত্তাই নাই। কিন্তু তাঁহাদের সেই তীব্র সাধনার সিদ্ধিতে যখন শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের মিলন হয়, তখন ভগবান্ তাঁহাদের প্রার্থিত বর দান করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সাধনক্লেশাদির দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। ব্রজরমণীগণের প্রেমের এমনই বিশেষত্ব যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন করিয়াছেন বলিয়া তিনি কত আদর করিয়া তাঁহাদের আগমনের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পরমপ্রেমার্দ্রহৃদয় শ্রীব্রজরাজনন্দন, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের আগমনকুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরিশেষে বলিলেন, "ব্রূতাগমনকারণং"—হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ! তোমাদের প্রেমের অনুরূপ প্রিয়াচরণ করা আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব। সুতরাং আমি আর তোমাদের কি বলিব! তোমরা যখন আমার নিকট আসিয়াছ তখন আমার সঙ্গে প্রণয়ালাপ করিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন কর। তোমাদের আমার নিকট আগমনে আমি যে অসীম আনন্দ লাভ করিয়াছি সে আনন্দের জগতে তুলনা নাই, সেই আনন্দই আমার একমাত্র সম্বল। (আগমনকং যুষ্মাকং মৎসবিধে আগমনসুখমেব অরণং শরণং যস্য সঃ তং আগমনকারণং মাং ব্রূত, ময়া সহ প্রেমালাপং কুরুত।) তোমরা যদি আমার সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রেমালাপ কর তাহা হইলে আমি আমার জীবন ধন্য মনে করিব। অতএব হে পরমভাগ্যবতী পরমপ্রেমাধার ব্রজরমণীগণ! যদিও আমি তোমাদের প্রিয়াচরণের যোগ্য নহি, তথাপি তোমরা নিজগুণে আমার সহিত বিশুদ্ধ প্রণয়ালাপ করিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন কর।

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি বাগ্মিশিরোমণি শ্রীব্রজরাজনন্দন যদিও প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত সপ্রেম-নর্ম্মালাপ করিতেছেন ও তাহাতে সুস্পষ্টভাবে প্রার্থনাগর্ভ উপেক্ষা বচনেরই আভাস পাওয়া যায়, তথাপি নিগূঢ় ভাবে তাহার মধ্যে তত্ত্বাংশেরও সমাবেশ আছে। এই তত্ত্বাংশই ব্রজরাজনন্দনের বাগ্‌বিলাসের বাস্তবার্থ। তাহার মধ্যে "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি শ্লোকটি সমালোচনা করিয়া যে বাস্তবার্থের ইঙ্গিত দেখান হইল তাহার সার কথা এই যে—যাঁহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহাদের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমনই—সু (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)। ব্রজরাজনন্দন এতাদৃশ ভক্তের মনোবাসনা পরিপূর্ণ করিতে নিজেকে অসমর্থ বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা এবং তাঁহাদের সহিত প্রেমালাপ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন।

স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর শ্রীব্রজরাজনন্দন, তাঁহাতে পরমানুরক্তা ব্রজরমণীগণের প্রেমসিন্ধু বিক্ষোভিত করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই তরঙ্গে নিজে আপ্যায়িত হইবার জন্য এবং জগৎকে সেই প্রেমামৃতে সিক্ত করিবার জন্য "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে উপেক্ষাভঙ্গিময়, প্রার্থনাভঙ্গিময় এবং বাস্তবার্থময় অর্থের যাহা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা যথাসাধ্য আলোচনা করা হইল। ইহা ছাড়াও রসিকশেখর শ্রীব্রজরাজনন্দন পরিহাস কৌতুকের জন্য যে যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থের ইঙ্গিত করিয়াছেন—তাহাও বড় মধুর। এই ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণবচনে কখনও প্রার্থনা, কখনও বা উপেক্ষাভঙ্গির প্রকাশ হইয়া থাকে। যদিও ব্রজরাজনন্দন তাঁহার "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি নানার্থবোধক বচনাবলী একবারমাত্রই উচ্চারণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মুখভঙ্গি, নয়নভঙ্গি, ভ্রূভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, হস্তভঙ্গি প্রভৃতিতে এবং উচ্চারণ কালে স্বরের উচ্চনীচতা বশতঃ নানাবিধ অর্থের অভিব্যক্তি হইয়াছে।

ব্রজরাজনন্দন এমনভাবে ব্রজরমণীদের "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" বলিলেন যে তাহাতে তাঁহার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল—তিনি ব্রজরমণীগণের আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে পরমাদরে বলিতেছেন—হে ভাগ্যবতী ব্রজরমণীগণ, এস এস। ব্রজরাজনন্দনের এই সাদর সম্ভাষণে ব্রজরমণীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং আরও অধিকতর আদর পাইবার আশায় প্রেমোত্থলজ্জায় অধোমুখী হইলেন। তাহা দেখিয়া পরিহাসপটু ব্রজরাজনন্দন বিস্ময়ভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া এবং বিস্ময়ের স্বরভঙ্গিতে বলিলেন—"প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ?" তোমরা কি মনে করিয়া এখানে আসিয়াছ? আমাদ্বারা তোমাদের কি প্রিয়াচরণ হইতে পারে তাহা আমি ধারণা করিতে পারিতেছি না। কেননা, তোমরা পরবধূ এবং আমি পরপুরুষ। পাতিব্রত্যাদি কুলধর্ম্মপরায়ণা কুলাঙ্গনাগণের কোনও পরপুরুষ দ্বারা কোনই প্রিয়াচরণ হওয়া সম্ভব নহে। তাই আমি তোমাদের এখানে আগমনে অতীব বিস্মিত হইয়াছি এবং জিজ্ঞাসা করিতেছি—তোমরা কি মনে করিয়া এই রাত্রিকলে নির্জ্জন যমুনাকুলে আমার নিকটে আসিয়াছ?

ব্রজরাজনন্দন পরম আগ্রহ এবং আনন্দবিজড়িতস্বরে এবং তদনুরূপ হস্ত মুখ নয়নাদি ভঙ্গি করিয়া "এস এস, সৌভাগ্যশালিনী ব্রজরমণীগণ" বলিয়া সম্ভাষন করিলে প্রার্থনাভঙ্গি প্রকাশ হওয়ায়, ব্রজরমণীগণ যেমন পরমানন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন, সেইরূপ "তোমরা কি মনে করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছ? আমি তোমাদের কি প্রিয়াচরণ করিব?" এই বিস্ময়বচনে উপেক্ষাভঙ্গি প্রকাশ হওয়ায় তাঁহারা একেবারে নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া গেলেন। কেহ যদি তাহার কোনও আত্মীয়কে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করে এবং যথাসময়ে তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি যখন উপস্থিত হন, তখন তাঁহাকে "আসুন আসুন" বলিয়া সাদর সম্ভাষণান্তে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে—মহাশয়! আপনি কি মনে করিয়া এখানে আসিয়াছেন? আমি আপনার কি প্রিয়াচরণ করিব? তাহা হইলে সেই নিমন্ত্রিত আগন্তুক ব্যক্তির যে অবস্থা হয়, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে সমাকৃষ্টা এবং শ্রীকৃষ্ণনিকটে সমাগতা ব্রজরমণীগণেরও "এস এস ভাগ্যবতী ব্রজরমণীগণ! তোমরা কি মনে করিয়া আমার নিকটে আগমন করিয়াছ" এই সাদর সম্ভাষণ ও পরে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসায় ঠিক সেইরূপ অবস্থাই ঘটিয়াছে। যাহা হউক, ব্রজরাজনন্দন যখন বিস্ময়াভিনয় করিয়া ব্রজরমণীদের বলিলেন—"তোমরা কি মনে করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ?" তখন তাঁহারা উদাস দৃষ্টিতে ব্রজের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাদের তাৎকালিক মনোভাব এই যে—হে ব্রজরাজনন্দন! আমরা ব্রজবাস বিসর্জ্জন দিয়া তোমার চরণপ্রান্তে আসিলাম, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ তুমি তাহা না বুঝিয়া আমাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহাতে পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন আবার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিৎ?" ভাল, ব্রজের কুশল ত? তোমরা যে ভাবে ব্রজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছ তাহাতে আমার মনে হইতেছে ব্রজে নিশ্চয়ই কোনও অমঙ্গল হইয়াছে এবং তাহাই জানইবার জন্য তোমরা অবলা কুলবালা হইয়াও আমার নিকটে আগমন করিয়াছ। যদিও তোমাদের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা। প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥ ১৯

কুলধর্ম্মনিরতা পতিব্রতা রমণীগণ স্বপ্নেও কখনও পরপুরুষের মুখদর্শন ও তাহাদের সহিত আলাপন করে না, তথাপি কোনও মহাবিপদ্ উপস্থিত হইলে অগত্যা তাহা না করিয়া আর গতি কি? তোমাদের ইঙ্গিতে ব্রজের কোনও অমঙ্গলের কথা মনে হইতেছে বটে, কিন্তু তোমরা যদি তাহা ব্যক্ত না কর তাহা হইলে আমি কিরূপে তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতে সক্ষম হইব? ব্রজরাজনন্দনের এই ভঙ্গিতে ব্রজরমণীগণ লজ্জা, দুঃখ ও নিরাশায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং অধোবদনে ব্রজরাজনন্দনের চরণে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া রহিলেন। তাঁহাদের এই নীরব ইঙ্গিত যেন ব্রজরাজনন্দনকে জানাইয়া দিল—হে কোটিপ্রাণনির্ম্মঞ্ছনীয়চরণ! আমরা কি মনে করিয়া তোমার চরণ-প্রান্তে আসিয়াছি এবং ব্রজে কি অমঙ্গল হইয়াছে তাহা যদি মুখের কথায় ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদের প্রাণবল্লভ হইয়াও যদি তুমি প্রাণের বেদনা বুঝিতে না পার তাহা হইলে তোমার চরণপ্রান্তে আমাদের জীবন বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ! এই ভঙ্গি দেখিয়া প্রেমরসাস্বাদনরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন সাগ্রহে ব্যাকুলতাবিজড়িত স্বরে বলিলেন—"ব্রূতাগমনকারণং"! হে ব্রজরমণীগণ! আমি কেবলমাত্র তোমাদের সঙ্গে মিলনের আশাতেই নিজগৃহ ছাড়িয়া এই নির্জ্জন যমুনাকুলে দাঁড়াইয়া আছি। তোমাদের আমার নিকট আগমনে আমি কত যে আনন্দিত হইয়াছি তাহা আর কি বলিব! সেই আনন্দই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল। (আগমনকং যুষ্মাকং মৎসবিধে আগমননিমিত্তকং সুখমেব অরণং শরণং যস্য তং মাং ব্রূত ময়া সহালাপং কুরুত।) অতএব তখন আর তোমরা নীরবে কালক্ষেপ করিও না, আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—এষা রজনী (অয়ন্তু রাত্রিকালঃ ন তু দিনং অতঃ) ঘোররূপা (স্বভাবতঃ এব ভয়জনিকা তত্রাপি) ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা (ব্যাঘ্রভল্লূকসর্পবৃশ্চিকাদিহিংস্রপ্রাণসমাকুলাঃ অতএব হে) সুমধ্যমাঃ (মৃগরাজবিনিন্দিত-ক্ষীণমধ্যা অবলা রমণ্যঃ) ব্রজং (নিজ নিজ বাসস্থানং) প্রতিযাত (নিবৃত্য গচ্ছত) ইহ (অস্মিন্ বনপ্রদেশে অস্মিন্ ঘোররূপরাত্রিকালে) স্ত্রীভিঃ (কুলাঙ্গনাভিঃ) ন স্থেয়ং (নৈব স্থাতব্যম্)॥ ১৯

মূলানুবাদ।—হে সুমধ্যমাগণ! এই স্বভাবভীষণ ও হিংস্রপ্রাণিসঞ্চারবহুল রাত্রিকালে তোমাদের এখানে থাকা উচিত নহে, তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—লজ্জয়া মন্দহসিতমালক্ষ্যাহ রজন্যেষা ইতি॥ ১৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এষা প্রত্যক্ষেতি তাসাং তর্কবাগ্মিতামাশঙ্ক্য দ্রূঢ়য়তি। ততঃ কুলবধূনাং বহির্ব্বনা-দাবাগমনং নোচিতমিতি ভাবঃ। নন্বু সমুদিত্য বহ্বীনামাগমনং ন দোষভাক্, যদি চ দোষভাক্ তর্হি ব্রজেঽপি কিমেষা রজনী নাস্তি? তত্রাহ ঘোরেতি। ইহ বন এব ঘোরং রূপং তামসস্বভাবাভিব্যক্তির্যস্যা নতু ব্রজে। ইহাসহায়ত্বাৎ তত্র সসহায়ত্বাদিতি ভাবঃ। তথা ইহ ঘোরৈঃ প্রাণিভির্নিতরাং সেবিতা ব্যাপ্তা চ অতো ব্রজং প্রতিযাত নিবৃত্য গচ্ছত। নাত্র বিলম্বো যুক্ত ইত্যাশয়েনাহ নেতি। নন্বু তর্হি কথমত্র ভবতা স্থীয়তে তত্রাহ স্ত্রীভিরিতি। নতু স্ত্রিয় ইব পুরুষা অল্পসত্ত্বা ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ হে সুমধ্যমা ইতি যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তীতি ন্যায়েন সুন্দরীণাং গুণবতীনাঞ্চ ভবতীনা-মত্রাবস্থানং ন যুক্তমিতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা। নন্বু রসিকশেখর ভবানিব বয়মপ্যত্র বিহর্ত্তুং পুষ্পাণ্যাহর্ত্তুং বা সমাগতাঃ স্ম ইতি ছদ্মনা তাসামবস্থিতিমাশঙ্ক্যাহ রজনীতি। এষা রজন্যেব নতু দিনম। নন্বু রাত্রিবিলাসিন! ততঃ কো নাম দোষস্তত্রাহ ঘোরেতি। হে কমললোচন! জ্যোৎস্নীয়ং রাত্রিস্তত্রাহ ঘোরসত্ত্বেতি। শ্লেষেণ যূয়ং যূথশো বহ্ব্যো ব্রজং তত্র স্থিতান্ স্বপতীন্ প্রতিযাত ভজত, একাকিনা ময়া বহ্বীনাং প্রিয়াচরণস্যাশক্যত্বাৎ অতোঽত্র ন স্থেয়মিতি নর্ম্মবিশেষঃ। নন্বু ভীরুপ্রবর ঘোরসত্ত্বেভ্যোঽস্মাকং ন ভয়ং তত্রাহ সুমধ্যমাঃ হে কৃশমধ্যাঃ! তনুমধ্যত্বাৎ কৃশাঙ্গীনা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মবলানাং বলিষ্ঠেভ্যো ভয়ং স্যাদেবেতি ভাবঃ। বস্তুতশ্চৈতত্তাসাং স্ববিষয়কভাবস্য ব্যঞ্জনার্থঃ নর্ম্মণোৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থঞ্চ। শ্লেষার্থশ্চায়ং ভয়সম্ভাবনয়া চ নিজাভীষ্টং মা নিবর্ত্তয়তেত্যাহ প্রথমার্দ্ধেন। এষা উদিতপূর্ণচন্দ্রা জনান্ রঞ্জয়তীতি রজনী ঘোররূপেত্যাদিকয়োস্তস্মাদত্র ন কোঽপ্যায়াস্যতীতি ভাবঃ। তস্মাদিহ মম বীরস্যৈব সন্নিধৌ স্থেয়ম্। যদ্বাঽঘোররূপা তমোঽপগমাৎ। অঘোরৈর্বৃন্দাবনস্বভাবেন মিথোমিত্রত্বপ্রাপ্ত্যা ভয়াজনকৈরেব সত্ত্বৈঃ সর্ব্বপ্রাণিভির্দিবসপ্রায়ত্বাৎ তস্যা জ্যোস্না অঘোরৈঃ সত্ত্বৈর্ভ্রমরকোকিলাদিভিরেব বা নিষেবিতা। যদ্বা ঘোরং দুষ্টানাং ভয়জনকং অকারবিশ্লেষেণ অঘোরঃ কেষাঞ্চিদপি ভয়াজনকং বা সত্ত্বং বলং যস্য মম তেন নিষেবিতেতি বালাশ্বাসনার্থম্; তচ্ছ্রুত্বা পৃষ্ঠবর্ত্তিনীঃ সখীঃ সস্মিতং পরাবৃত্য পশ্যন্তীঃ প্রত্যাহ উত্তরার্দ্ধেন। অতঃ সর্ব্বথা ব্রজং প্রতিযাত ন, ইহৈব স্থেয়ং যুষ্মাভিঃ। কুতঃ স্ত্রীভিঃ স্ত্রীজাতীয়ামীদৃশস্থান এব স্থাতুং যোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। তত্রাপি চ হে সুমধ্যমাঃ! পরমসুন্দরীত্বান্মদন্তিক এবাত্র স্থাতুং যুজ্যত এবেত্যর্থ ইতি॥ ১৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে সমাগতা এবং মিলনের জন্য পরমোৎকণ্ঠিতা দেখিয়া রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীব্রজরাজনন্দন নানা ভঙ্গি করিয়া যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহার অর্থগাম্ভীর্য্য সাধারণের দুরবগাহ হইলেও প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের পক্ষে তাহা ধারণা করা কিছুমাত্র কঠিন হয় নাই। তাঁহারা অনায়াসেই শ্রীকৃষ্ণবচনের উপেক্ষাভঙ্গিময়, প্রার্থনাভঙ্গিময়, বাস্তবার্থময় এবং যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন কথারই উত্তর প্রদান করেন নাই—কেবলমাত্র ইঙ্গিতভঙ্গিতেই কথঞ্চিৎ মনোভাবের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবচনে যখন উপেক্ষাভঙ্গির প্রকাশ হইয়াছে, তখন তাঁহাদের ইঙ্গিতে সানুনয় প্রার্থনার অভিব্যক্তি হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণবচনে যখন প্রার্থনাভঙ্গির প্রকাশ হইয়াছে, তখন তাঁহাদের ইঙ্গিতে রোষগর্ব্বাদিময় উপেক্ষার অভিব্যক্তি হইয়াছে। "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণবাক্য শুনিয়া ব্রজরমণীগণ এমনভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিলেন, তাহাতে ব্রজরাজনন্দন সম্ভাবনা করিলেন যে ব্রজরমণীগণ ইঙ্গিতে বলিতেছেন—হে শ্যামসুন্দর! আমরা আজ পূর্ণিমা রজনীতে বনদুর্গার পূজা করিব বলিয়া রাত্রিবিকাসিকুসুমচয়ন করিতে আসিয়াছি, কিন্তু তুমি মনে মনে নানাবিধ অসৎ সম্ভাবনা করিয়া আমাদের নানাকথা বলিতেছেন কেন? তাই ব্রজরাজনন্দন আবার তাঁহার স্বভাব ভঙ্গিতে হস্ত, মুখ, ভ্রূ, নয়নাদি সঞ্চালন করিয়া ভীতি ও বিস্ময় জড়িতস্বরে বলিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা কুসুমচয়নাদির জন্য দিবসে গুপ্তপথ দিয়া কথঞ্চিৎ বনে আসিতে পার, কিন্তু এই ঘোররজনীতে তোমাদের বনে আসা কোনপ্রকারেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সকলেরই মহাবিপদে পড়িতে হয়। স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বচ্ছন্দ বিচরণ সর্ব্বতোভাবে অন্যায়, বিশেষতঃ এই রাত্রিকালে কি কুলরমণীর পক্ষে বনে আসা সমীচীন হইতে পারে? কৃষ্ণের কথা শুনিয়া ব্রজরমণীগণ এমনভাবে পূর্ণচন্দ্রপরিশোভিত গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেন যে, তাহাতে ব্রজরাজনন্দন সম্ভাবনাপূর্ব্বক বলিলেন—তোমরা বলিতে পার যে এই শারদশশধরের জ্যোৎস্না পুলকিত রজনীতে বনে কোনপ্রকার ভয়সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তোমরা স্ত্রীজনোচিত সরল এবং ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পার নাই যে রাত্রিকাল স্বভাবতঃই ভীতিজনক, কেননা রাত্রিকালে বনভূমিতে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক, সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি হিংস্র প্রাণিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে। তোমরা যদি গভীর বনে প্রবেশ না করিয়া এই সম্মুখস্থ যমুনাতীরভূমিতে যে সমস্ত বৃক্ষলতাদি আছে তাহা হইতে কুসুমচয়ন কর, তাহাতেও বিপদের আশঙ্কা অল্প নহে। কেননা লতা পল্লবাদিতে সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্মকলেবর বিষধর সর্পবৃশ্চিকাদি এমনভাবে বিজড়িত থাকে যে তাহা জ্যোৎস্নাবতী রজনীতেও লক্ষ্য করা যায় না। কাজেই এ সময়ে কুসুমচয়ন করাও নিরাপদ নহে। অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজরাজনন্দনের এই সমস্ত ভীতিসঞ্চারক বচন শুনিয়া ব্রজরমণীগণ এমন সগর্ব্ব স্পর্দ্ধার ইঙ্গিত করিলেন যে তাহা বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন বলিলেন,—হে সুমধ্যমাগণ! যদি বল, আমরা দল বাঁধিয়া বনে আসিয়াছি সুতরাং আমাদের হিংস্রজন্তু প্রভৃতি হইতে কোনই ভয়ের সম্ভাবনা নাই, আমরা এই শতকোটি ব্রজরমণীগণ যে বনে প্রবেশ করিব, সে বনের সিংহ ব্যাঘ্রাদি আমাদের ভয়ে বন ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। বিশেষতঃ আমরা ত দৃষ্টিশক্তিহীন নহি যে লতাপল্লবাদিতে বেষ্টিত সূক্ষ্ম সর্প বৃশ্চিকাদি দেখিতে পাইব না? অতএব আমরা নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দে বনে বনে বিচরণ করিয়া মনের সাধে কুসুম চয়ন করিব। তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে—তোমাদের আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে তোমরা প্রকৃতপক্ষেই অবলা। কেন না তোমাদের কটিদেশ অতি ক্ষীণ এবং তোমরা সকলেই কৃশ কোমল সুললিতাঙ্গী। বনবাসিনী ভীল্লরমণীগণ দৃঢ়কায়া এবং বলবতী বলিয়া তাহারা রাত্রিকালেও বনভূমিতে যথেচ্ছ বিচরণসমর্থা। কিন্তু তোমাদের ন্যায় নবনীত-কোমল-কায় ব্রজরমণীগণের পক্ষে তাহা কদাপি সম্ভবপর নহে। তাই বলিতেছি, হে সুমধ্যমা ব্রজরমণীগণ! তোমরা বৃথা গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে ফিরিয়া যাও। ইহার পর রজনী গভীরা হইলে তোমাদের আর ব্রজে ফিরিয়া যাওয়াও সম্ভবপর হইবে না।

ব্রজরাজনন্দনের এই সমস্ত বচনাবলী শ্রবণ করিয়া ব্রজরমণীগণের এমন ভঙ্গি প্রকাশ হইল যে—তাহাতে ব্রজরাজনন্দন ধারণা করিলেন যে—ব্রজরমণীগণ ইঙ্গিতে বলিতেছেন যে—হে পরমদয়ার্দ্রচিত্ত! আমরা তোমার হিতোপদেশে বাধিত হইলাম, কিন্তু আমরা এখনই সুদূর ব্রজ হইতে বনভূমিতে আগমন করিয়া পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি এবং আমাদের কোমলাঙ্গ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে, কাজেই ক্ষণকাল বিশ্রাম না করিলে আমাদের আর ব্রজে ফিরিয়া যাওয়ার শক্তি নাই। বিশেষতঃ আমরা ইতঃপূর্ব্বে আর কোনদিন বনভূমিতে আসি নাই বলিয়া আমরা জানিতাম যে, এই বনভূমিতে সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুগণ বিচরণ ও অবস্থান করিয়া থাকে। এখন তোমার মুখে বনভূমিতে হিংস্রজন্তুর অবস্থান জানিতে পারিয়া আমরা মহাভয়ে অধীর হইয়া পড়িয়াছি; কাজেই তুমি বীরচূড়ামণি এবং অঘ-বকাদি অসুরবিনাশক বলিয়া তোমার নিকটে নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিতেছি। কিয়ৎকাল তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার সঙ্গ বশতঃ যদি আমাদের সাহস প্রকাশ হয় তাহা হইলে আমরা ব্রজের দিকে যাইতে চেষ্টা করিব। এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন সসঙ্কোচে এবং সসম্ভ্রমে বলিলেন "নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ"। হে ক্ষীণমধ্যা তরুণী সৌন্দর্য্যশালিনী ব্রজরমণীগণ! আমার নিকটে তোমাদের অবস্থান করা কোনপ্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। কেননা কুলবধূগণের ক্ষণকালের জন্যও কোনও পরপুরুষের নিকটে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। তোমাদের সকলেরই কুলধর্ম্মনিরতা এবং পতিব্রতা বলিয়া ব্রজে খ্যাতি আছে। আজ বিনা কারণে আমার নিকট অবস্থান করিয়া কি তোমরা সেই খ্যাতি ও কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে চাও? অতএব হে সুশীলা ব্রজরমণীগণ! তোমরা আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া এখনই ব্রজে ফিরিয়া যাও।

পরিহাসরসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন কত ভঙ্গি করিয়া হিংস্রজন্তু প্রভৃতির ভয় দেখাইয়া ব্রজরমণীগণকে ব্রজে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ব্রজরমণীগণ ব্রজরাজনন্দনের চরণপ্রান্ত ছাড়িয়া একপদও অগ্রসর হইলেন না। তাঁহারা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে ব্রজরাজনন্দনেরই চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রজরাজনন্দন আবার বলিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! যদিও তোমরা পরমসুশীলা পতিব্রতা এবং স্বধর্ম্মনিরতা বলিয়া ব্রজের সর্ব্বত্রই বিখ্যাতা এবং আমারও "কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী" এই সুযশঃ লোকবেদপ্রসিদ্ধ, তথাপি আমাদের এই নির্জ্জন বনমধ্যে একত্র বাস করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিমাতা, পিতৃস্বসা (পিসী) মাতৃস্বসা (মাসী) ও অন্যান্য মাতৃতুল্য সম্বন্ধযুক্ত রমণী এবং ভগ্নী ও কন্যাস্থানীয়া রমণীগণের সহিতও নির্জ্জন স্থানে মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেননা স্বভাবতঃই বিষয়োন্মুখ ইন্দ্রিয়বর্গের শক্তি অতি দুর্ব্বার, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও চিত্তাকর্ষণ হইবার সম্ভাবনা। অতএব হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা এবং আমি যতই বিশুদ্ধচিত্ত হই না কেন, তোমরা পরমা সুন্দরী যুবতী এবং আমিও যুবা পুরুষ। কাজেই ইন্দ্রিয় শক্তির সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া এই নির্জ্জন স্থানে আমাদের একত্র বাস করা কোনপ্রকারেই সঙ্গত নহে।

তোমাদের এবং আমার বহুজন্ম সঞ্চিত পরম সুকৃতির ফলে যদি একত্রবাসে কোনপ্রকার চিত্তচাঞ্চল্যও না ঘটে, তথাপি ইহাতে লোকনিন্দা অনিবার্য্য। কেননা যাহারা অতি শুদ্ধচিত্ত, তাহাদের সামান্য দোষও জগতে ঢক্কানিনাদে বিঘোষিত হইয়া থাকে। শুভ্র বস্ত্রে যদি মসীবিন্দু লগ্ন হয়, তাহা হইলে তাহা কিছুতেই লুকাইতে পারা যায় না। যাহারা নিরন্তর নানাবিধ অন্যায় কার্য্য করে এবং যাহাদের জগতে সুযশঃ খ্যাতি নাই, তাহারা যাহাই করুক না কেন, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ হয় না। অতএব হে ব্রজরমণীগণ! আমাদের এই নির্জ্জনবাসে যদি কোনপ্রকার দোষস্পর্শের আশঙ্কাও না থাকে, তাহা হইলেও মিথ্যা জনরবের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যাইবে না। যদিও এই নির্জ্জনবনে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার কেহ নাই, তথাপি পবনসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মিথ্যা কলঙ্কের জনশ্রুতি সমস্ত ব্রজে ছড়াইয়া পড়িবে। অতএব বিনা প্রয়োজনে এই মিথ্যা কলঙ্ককর দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কোনপ্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় যে—শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর যখন পুরীধামে অবস্থান করিতেন, সেই সময়ে এক ব্রাহ্মণ বালক প্রত্যহ তাঁহার নিকট গতাগতি করিত এবং তিনিও তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। এই ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার পার্ষদপ্রবর স্বরূপদামোদর বলিয়াছেন—

পণ্ডিত হঞা মনে কেন বিচার না কর। রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর?॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী। তথাপি তাহার দোষ সুন্দর যুবতী॥
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর। লোক কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম)

ব্রজরাজনন্দন ব্রজরমণীগণকে বলিলেন—যতই শুদ্ধচিত্ত, সরল প্রকৃতি এবং নির্দ্দোষ ব্যক্তি হউন না কেন, তিনি যদি লোকাপবাদের অবসর প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর নিষ্কৃতি নাই; তাঁহার নিশ্চয়ই মিথ্যা কলঙ্কের ভাগী হইতে হইবে। অতএব হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া এখনই ব্রজে ফিরিয়া যাও। তোমরা যদি তোমাদের সতীত্বগর্ব্বে অন্ধ হইয়া কিংবা নির্দ্দোষতার অভিমানে মনে কর যে "লোক যাহা বলে বলুক, আমরা ত কোনও অন্যায় কার্য্য করিতেছি না" তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের কলঙ্কসাগরে ডুবিতে হইবে। স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক লোকাপবাদ উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তোমাদের যদি তাহাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তোমরা তাহাই কর, কিন্তু আমি এখনই এস্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইব। "নেহ স্ত্রীভিঃ স্থেয়ং" (স্ত্রীভিঃ যুষ্মাভিঃ সহ ময়া ইহ অত্র নির্জ্জনবনে একত্র ন স্থেয়ম্) আমি এই নির্জ্জন বনে তোমাদের সহিত কদাপি একত্র বাস করিতে পারিব না। তোমরা লোকাপবাদ উপেক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও আমি কখনই লোকাপবাদ উপেক্ষা করিয়া তোমাদের সঙ্গে নির্জ্জন বাস করিতে পারিব না।

ব্রজরাজনন্দনের এই উপেক্ষাবচন শুনিয়া ব্রজরমণীগণ একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন এবং কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে ব্রজরাজনন্দনের চরণপ্রান্তে দৃষ্টিসংলগ্ন করিয়া অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ব্রজরাজনন্দন এমনভাবে হস্ত মুখ ভ্রূ নয়নাদির ভঙ্গি করিয়া কখনও মৃদু কখনও বা তীব্রস্বরে সুস্পষ্ট সমুচ্চারণে ব্রজরমণীদের "রজন্যেষা ঘোররূপা" প্রভৃতি কথা কয়েকটি বলিয়াছেন যে তাহাতে প্রথমতঃ উপেক্ষাবচন বলিয়া মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেও পরক্ষণেই মনে হইল যে ব্রজরাজনন্দন, ব্রজরমণীদের দেখিয়া পরমানন্দে বিভোর হইয়াছেন এবং তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইতে নিষেধ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণবচনের উপেক্ষা এবং প্রার্থনাভঙ্গি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজরমণীগণের ভাবভঙ্গিরও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণবচনে যখন উপেক্ষাভঙ্গির প্রকাশ হয়, তখন ব্রজরমণীগণের ইঙ্গিতে ও ভঙ্গিতে প্রার্থনাসূচক ভাবের অভিব্যক্তি হয় এবং যখন প্রার্থনাভঙ্গির প্রকাশ হয়, তখন বাম্যমিশ্রিত উপেক্ষাসূচক ভাবের অভিব্যক্তি হয়। ব্রজরাজনন্দনেরও এইরূপ ব্রজরমণীগণের প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিতে উপেক্ষাভঙ্গি এবং উপেক্ষাভঙ্গির ইঙ্গিতে প্রার্থনাভঙ্গির প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রজরাজনন্দন এবং ব্রজরমণীগণের পরস্পর উক্তি প্রত্যুক্তিতে যে কয়েকটি শ্লোক আছে তাহার প্রত্যেকটিতেই এই প্রকার ভঙ্গি আছে। সুধী ভক্তগণ একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা ধারণা করিতে পারিবেন।

"রজন্যেষা ঘোররূপা" প্রভৃতি শ্লোকের উপেক্ষার্থ অবধারণ করিয়া প্রথমতঃ ব্রজরমণীগণ হতাশ হইয়া গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই যেমন তাহার প্রার্থনাভঙ্গিময় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন তাঁহারা বাম্যমিশ্রিত উপেক্ষা-ভঙ্গির ইঙ্গিতে ব্রজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; ইহাতে তাঁহাদের যেন মনোভাব ব্যক্ত হইল যে—আমাদের এই নির্জ্জন বনে পরপুরুষ নিকটে অবস্থান করায় কি প্রয়োজন আছে? চল, আমরা এখনই ব্রজে ফিরিয়া যাই। তাহাতে ব্রজরাজনন্দনের ভঙ্গিচাতুর্য্যবশতঃ "রজন্যেষা ঘোররূপা" প্রভৃতি শ্লোক হইতে প্রার্থনাসূচক অর্থের অভিব্যক্তি হইল—হে ব্রজরমণীগণ! "এষা রজনী"—দেখ দেখ, কেমন পূর্ণশশধর-কিরণোদ্ভাসিত সুখময়ী রজনী! এই রজনীতে অনুরাগবতী রমণীগণের অনুরক্ত নায়কের সঙ্গে মিলন সংঘটন হওয়া অল্প ভাগ্যের কথা নহে। তোমরা বড়ই সৌভাগ্যবতী; তাই এই রজনীতে আমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিয়াছ। তোমাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ যদি তোমাদের এই গোপনবিহারের কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই অনর্থ ঘটিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ঘোরা রজনীতে এই ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্রজন্তু পরিবৃত বনে কাহারও আগমনের সম্ভাবনা নাই। তোমরা পরমানন্দে আমার সহিত স্বচ্ছন্দপ্রেমব্যবহারে প্রবৃত্ত হও।

হে ব্রজরমণীগণ! রাত্রিকাল স্বভাবতঃই ঘোররূপ হইলেও আজ এই শরৎপূর্ণিমারজনী অঘোররূপা। কেন না, পূর্ণশশধরের শুভ্রকিরণে বনভূমির অন্ধকার বিদূরিত হওয়ায় রজনীর স্বভাবসিদ্ধ ভীষণতার লেশমাত্রও আর পরিলক্ষিত হইতেছে না। দিবালোকে যেমন নির্ভয়ে বনভূমিতে বিচরণ করা যায়, সেইরূপ এই জ্যোৎস্নাবতী রজনীতেও সর্ব্বত্র নির্ভয়ে বিচরণ করা যাইবে। যদিও গভীর বনে নানাবিধ হিংস্রজন্তু বিচরণ করিয়া থাকে, তথাপি আজ জ্যোৎস্নালোকে তাহারা নিজ নিজ গুপ্তবাসস্থানে লুক্কায়িত হইয়াছে এবং নানাবিধ শান্তস্বভাব-সম্পন্ন পশুপক্ষিতে বনভূমি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে (অঘোরসত্ত্বনিষেবিতা)। ঐ দেখ! অতি শান্তস্বভাব কুরঙ্গগণ কুরঙ্গীগণের সহিত মিলিত হইয়া দলে দলে কত রঙ্গে বিচরণ করিতেছে। ঐ দেখ! ময়ুর ময়ূরী কেমন কেকারব করিতেছে ও পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে। বৃক্ষশাখায় কোকিল কোকিলা কেমন পঞ্চমতানে বনভূমি আনন্দ-মুখরিত করিতেছে। শুকসারি কেমন মধুর কোমলালাপ করিতেছে, ফুলে ফুলে পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। আজ বনভূমিতে যেন পরমানন্দের শত শত উৎস উৎসারিত হইয়া সকলেরই চিত্তে এক অভিনব ভাবধারা বর্ষণ করিতেছে। অতএব হে সুমধ্যমাগণ! তোমাদের ন্যায় সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যবতী রমণীর পক্ষে এমন শারদসুধাকরচন্দ্রিকাপুলকিত যামিনীতে এই শিখণ্ডিতাণ্ডব-পরিশোভিত, শুকপিকাদি কলকণ্ঠবিহঙ্গম-কূজন মুখরিত, পুষ্পিতলতাবলী পরিবেষ্টিত ও ফলভারসমবনত বৃক্ষাবলীসুবলিত বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই ব্রজে ফিরিয়া যাওয়া উচিত নহে (ব্রজং প্রতি ন যাত, স্ত্রীভিঃ ইহ স্থেয়ম্)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রজন্যেষা ঘোররূপা" প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণবচনে এই প্রকার প্রার্থনাভঙ্গিময় অর্থের অভিব্যক্তি হইলে কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং প্রেমোত্থ বাম্যবশতঃ কখনও অধোমুখী এবং কখনও ব্রজাভিমুখী হইয়া নানাবিধ প্রেমবিকারভঙ্গি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজরাজনন্দন, তাঁহারই হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি ব্রজরমণীগণের সহিত যে ভাবেই লীলা করুন কিংবা যে ভাবেই প্রেমালাপ করুন না কেন তাহা কখনও তত্ত্ববিহীন কামক্রীড়া কিংবা প্রাকৃত আলাপমাত্র নহে। ইহা পরতত্ত্বশিরোমণি শ্রীব্রজরাজনন্দনের পরমতত্ত্বসমন্বিত প্রেমবিলাসেরই পূর্ণ পরিণতি। কাজেই ইহা সমালোচনা করিলে বিশেষভাবে তত্ত্বকথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ভক্তগণের পরমমঙ্গল লাভ হয়।

"রজন্যেষা ঘোররূপা" প্রভৃতি শ্লোক হইতে যদি বাস্তবার্থ সমালোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যেন শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তগণকে উপদেশ দিতেছেন—"এষা রজনী"। তিনি ভ্রূ এবং নয়নভঙ্গিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া বলিলেন—"এষা রজনী"। তাহাতে ব্যক্ত হইল যে—এষা পরিদৃশ্যমানা বিবিধ বৈচিত্রী পরিপূর্ণ সৃষ্টি রজনী—জীবানাং চিত্তেন্দ্রিয়াকর্ষকত্বাৎ রঞ্জনস্বভাবা। এই পরিদৃশ্যমান বিবিধ বৈচিত্রী পরিপূর্ণ সৃষ্টি (জগৎ) নানাভাবে জীবগণের চিত্ত এবং ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করিয়া তাহাতে বিলিপ্ত করিয়া দিতেছে। জগতের কোন জীবই বিশ্ববৈচিত্রীর আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, কাজেই নানাবিধ ভোগবাসনা পরবশ হইয়া তাহাতেই মত্ত হইয়া যায় এবং নানাবিধ দুঃখদৈন্যাদি ভোগ করিয়া থাকে। বিশ্ববৈচিত্রী আপাততঃ মনোরম হইলেও ইহা "ঘোররূপা"—পরিণামে অসীম দুঃখপ্রদ এবং "ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা"—সর্ব্বদাই আত্মস্বার্থ সাধনোদ্দেশে পরহিংসাপরায়ণ ঘোরস্বভাবপ্রাণিগণপরিব্যাপ্ত। জগতের সমস্ত জীব সর্ব্বদাই আত্মস্বার্থ সাধনের জন্য লালায়িত; সেজন্য তাহাদের অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। নিজের দেহ পোষণ এবং রসনা পরিতৃপ্তির জন্য জীবহত্যা, নিজের ইষ্টলাভের জন্য পরের অনিষ্ট করা প্রভৃতি শত সহস্র দৃষ্টান্ত জগতে দেখা যায় এবং তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে জগৎ "ঘোরসত্ত্বনিষেবিত", অতএব "ব্রজং প্রতি ন যাত"। 'জগৎ' এবং 'ব্রজ' শব্দের একই অর্থ। নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল এবং বিনশ্বর স্বভাব বলিয়া গত্যর্থ গম্ ধাতু হইতে জগৎ শব্দ নিষ্পন্ন। (গচ্ছতীতি জগৎ) ব্রজ ধাতুও গত্যর্থ, সুতরাং তাহা হইতে নিষ্পন্ন ব্রজ শব্দেরও জগৎ শব্দের ন্যায় নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ও বিনশ্বর স্বভাবপ্রপঞ্চই অর্থ পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন "ব্রজং প্রপঞ্চং প্রতি ন যাত"—পরিবর্ত্তনশীল জগতে আসক্ত হইও না, সেখানে গমন করিলেই তাহাতে আকৃষ্ট এবং আসক্ত হইয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। (হে সুমধ্যমাঃ! স্ত্রীভিঃ স্ত্রীষু স্ত্রীভাবেষু তদুপলক্ষিতদাস্যসখ্যবাৎসল্যাদিভাবেষু চ ইঃ কামো যেষাং তৈঃ ইহ মন্নিকট এব স্থেয়ম্)। জীবমাত্রেরই অনাদিকাল হইতে দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবে হৃদয় ভাবিত এবং সর্ব্বদাই সেই ভাবের অনুরূপ ব্যবহারের জন্য সকলেরই চিত্ত ব্যগ্র। কিন্তু জগতের সহিত এই ভাবের ব্যবহার করিতে গিয়া সকলেরই নানাভাবে তাপ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যদি কেহ শ্রীভগবানের সহিত এই ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে তাহা হইলে তাহার আর কোনপ্রকার তাপ ভোগ করিতে হয় না, সে অনন্তকালের জন্য পরমানন্দসাগরে ভাসমান থাকিতে পারে।

জগতে এমন ভাগ্যবান্ অতি অল্পই দেখা যায়, যাহারা জগৎ ভুলিয়া জগন্নাথের সঙ্গে দাস্য সখ্যাদির সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। জগতের প্রায় সকলেই জগন্নাথকে ভুলিয়া, এমন কি তাঁহার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত অবিশ্বাসী হইয়া জগৎ লইয়াই মত্ত হইয়া যায়। যাহাদের অনাদিজন্মসঞ্চিত মহাসুকৃতি থাকে তাহারাই শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইতে পারে এবং তাঁহার সেবানন্দে এবং সম্বন্ধ-মননে মত্ত থাকিতে পারে। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহারা দুষ্কৃতি এবং মহামূঢ় তাহারা কোনদিনই ভগবানের চরণে শরণাগত হইতে পারে না কিংবা তাঁহার সহিত কোনও সম্বন্ধ মনন ও সেবানন্দ রসাস্বাদন করিতে পারে না।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

দুষ্কৃতিপরায়ণ, বিবেকবিহীন, মায়ামুগ্ধ ও আসুরভাবসম্পন্ন নরাধমগণ আমার শরণাপন্ন হইতে পারে না। হে অর্জ্জুন! দৈবীপ্রকৃতিসম্পন্ন মহাত্মগণ, আমাকেই পরমার্থ ও পরমেশ্বর জানিয়া অনন্যচিত্তে আমাকেই ভজনা করিয়া থাকেন। অতএব হে সুমধ্যমাগণ! (সুষ্ঠু মধ্যে হৃদয়ে মা শ্রীভগবচ্চরণাশ্রয়েণৈব সর্ব্বদুঃখং তরিষ্যামীতি যথার্থজ্ঞানং যেষাং তে সুমধ্যমাঃ।) তোমাদের পক্ষে আমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করা কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে। তাই বলিতেছি—"ব্রজং প্রতি ন যাত, ইহ স্থেয়ম্"। দুষ্কৃতিপরায়ণ বিবেকবিহীন মায়ামুগ্ধ নরাধমগণ যেমন আমাকে ছাড়িয়া ব্রজে (সংসারে) গমন করে এবং তাহাতেই আসক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু জরা প্রভৃতি বিবিধ দুঃখ ভোগ করে, আমার চরণে শরণাগত এবং আমাতে ভক্তিবিশ্বাসসম্পন্ন ব্যক্তিগণের কখনই তাহা করিতে হয় না।

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দনের অঙ্গ, মুখ, ভ্রূনয়নাদির নানাবিধ ভঙ্গি এবং উচ্চারণবৈষম্যবশতঃ "রজন্যেষা ঘোররূপা" প্রভৃতি শ্লোকে উপেক্ষা এবং প্রার্থনা এই উভয়ার্থবোধক ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। তিনি যে "রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা" এই কথা কয়েকটি এমনভাবে উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে ব্রজরমণীগণের ধারণা হইল—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা যেভাবে চতুর্দ্দিকে সভয়দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহাতে মনে হয় তোমরা বুঝি এখানে তোমাদের কোনও আত্মীয় কিংবা ব্রজের অন্য কেহ আসিতে পারে মনে করিয়া ভীত হইতেছ; কেন না তোমরা সকলে কুলবতী রমণী, তাহাতে তোমাদের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণ ও নব বয়স, এ অবস্থায় এই নির্জ্জন বনে তোমরা আমার নিকটে আসিয়াছ ইহা দেখিতে কিংবা জানিতে পারিলে সকলেরই মনে সন্দেহ হইবে ও তাহাতে কলঙ্ক রটনা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। কেন না, একে ত রাত্রিকাল স্বভাবতঃই ভীতিপ্রদ, এ সময়ে কেহই নিজ গৃহ ছাড়িয়া নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। তাহার উপর আবার এই বনে সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুগণ সর্ব্বদাই বিচরণ করে বলিয়া এই বন সকলের পক্ষেই অতি দুর্গম। অতএব তোমরা নিশ্চন্ত হইয়া মনের সাধে বিলাসবিহারাদিতে প্রবৃত্ত হইতে পার, তোমাদের কোনই ভয় নাই। "কোনও ব্রজবাসী আসিয়া আমার নিকটে তোমাদের দেখিয়া কোনও সন্দেহ করিবে" একথা তোমরা মনেও করিও না, এই দুর্গম বনে কেহই আসিতে পারিবে না।

চতুরশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন. ব্রজরমণীগণের নিকট বনের ভীষণতা দেখাইতে গিয়া এমনভাবে সভয়ভঙ্গি প্রকাশ করিলেন যে তাহাতে আরও ব্যক্ত হইল যে—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা এই সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু-সমাকুল বনভূমিতে কেমন করিয়া প্রবেশ করিলে তাহা আমি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। তোমরা বোধ হয় আমার নিকটে আসিবার সময় বনপথে কিংবা পথপার্শ্বস্থ বনভূমিতে দৃষ্টিপাত কর নাই। যদি দৃষ্টিপাত করিতে তাহা হইলে বিবিধ হিংস্রজন্তুর গতাগতি দেখিয়া বোধ হয় আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিতে না কিংবা সেখানেই তোমরা মহাভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে। যাহা হউক, তোমাদের বহু ভাগ্য যে তোমরা আমার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছ। আমি এই বনে বহুতর অসুর রাক্ষসাদি বিনাশ করিয়াছি তাহা ব্রজের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে, সুতরাং তাহা তোমাদেরও অপরিজ্ঞাত নহে। কাজেই তোমরা যদি আমার নিকটে অবস্থান কর তাহা হইলে আর তোমাদের হিংস্রজন্তু প্রভৃতি হইতে কোনই ভয় নাই। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা যদি তোমাদের নব বয়স ও সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাও তাহা হইলে তোমরা মহাবিপদে পড়িবে। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুগণের নিকট নববয়স প্রভৃতির কোনই মূল্য নাই, তাহারা সর্ব্বদাই নরশোণিতপিপাসু, কাজেই তাহাদের দৃষ্টিতে পড়িলে তোমাদের আর রক্ষা নাই। বিশেষতঃ তোমরা অবলা রমণী, তোমাদের সাধ্য কি যে তোমরা হিংস্রজন্তুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পার। তাহার পর তোমাদের যে ক্ষীণকটি, বিশাল নিতম্বস্থল এবং ঘনপীনোন্নতপয়োধরশোভিতবক্ষঃস্থল দেখিতেছি, তাহাতে তোমরা যে দ্রুতবেগে পলায়ন করিবে, তোমাদের সে সাধ্যও নাই! অতএব হে অবলা ব্রজবালাগণ! তোমরা কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার নিকটেই অবস্থান কর।

শ্রীকৃষ্ণবচনের এই প্রকার অর্থ ধারণা করিয়া ব্রজরমণীগণ পরমানন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে প্রেমস্বভাবসুলভ বাম্য এবং উপেক্ষাভাবে তাঁহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ও অঙ্গ মুখাদির ভঙ্গিতে নানাভাবে সেই ইঙ্গিত প্রকাশ হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া চতুরশিরোমণি পরিহাসরসিক ব্রজরাজনন্দন এমনভাবে "প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যামাঃ" এই কথা কয়েকটি উচ্চারণ করিলেন যে—তাহাতে ব্রজ-রমণীগণের ধারণা হইল—এখনই নানাকথায় যে ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের হৃদয়ে মিলনাশার সঞ্চার করিয়া-ছিলেন এবং নানাভঙ্গিতে তাঁহাদিগকে নিজ নিকটে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তিনি যেন দেখিতে দেখিতে অন্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকট হইতে স্থানান্তরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন—হে ব্রজরমণীগণ "যূয়ং ব্রজং নিজগন্তব্যস্থানং প্রতিযাত"। (ব্রজতি অস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্তৌ ব্রজং গন্তব্যস্থানমিত্যর্থঃ) তোমরা আর ক্ষণকালমাত্রও বিলম্ব না করিয়া তোমাদের গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাও। তোমরা কুলরমণী এবং আমি পরপুরুষ; সুতরাং আমার নিকটে আসা নিশ্চয়ই তোমাদের অভিপ্রেত নহে। তোমরা বোধ হয় কুসুমচয়নাদির জন্য বনে আসিয়া হঠাৎ আমার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছ। সুতরাং এখন আর কালবিলম্ব না করিয়া গন্তব্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ রজনী গভীর হইবে, নানাবিধ হিংস্রজন্তুতে বনভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, তখন আর তোমাদের পক্ষে গন্তব্যস্থানে গমন কিংবা নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা সম্ভবপর হইবে না। অতএব আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া "ব্রজং প্রতিযাত"। ব্রজরাজনন্দনের এই নিষ্ঠুর বচন শ্রবণে ব্রজরমণীগণ একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া ব্রজরাজনন্দন আবার বলিলেন—"নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যামাঃ"—হে সুমধ্যমা ব্রজযুবতীগণ! তোমরা যেরূপ নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছে তাহাতে মনে হইতেছে, তোমাদের এখান হইতে স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা নাই কিংবা এই স্থানেই বোধ হয় তোমাদের কোন প্রয়োজন আছে। এখানেও চতুর্দ্দিকে নানাবিধ রজনীবিকাশি কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, বোধ হয় তোমরা তাহা দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া চয়ন করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছ, কিন্তু আমি এখানে আছি বলিয়া তোমরা রমণীজনোচিত সুশীলতা, সঙ্কোচ এবং লজ্জাবশতঃ নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছ। অতএব এখন আর আমার এখানে থাকা উচিত নহে "ময়া ইহ অস্মিন্ স্থানে ন স্থেয়ম্"। আমি এখনই স্থানান্তরে গমন করিতেছি, তোমরা স্বচ্ছন্দে কুসুমচয়ন কর। আমি এখানে উপস্থিত থাকিলে তোমাদের কুসুমচয়নের জন্যও এখানে থাকা উচিত নহে। তোমরা যদি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে কুসুমচয়নচ্ছলে থাকিতে চাও তাহা হইলেও আমার এখানে থাকিয়া দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। কেন না, পরপুরুষ এবং পররমণীর পক্ষে নির্জ্জন স্থানে একত্র বাস কখনও ন্যায়সঙ্গত নহে। পরিহাসরসিক ব্রজরাজনন্দন পরিশেষে এইভাবে ব্রজরমণীগণের নিকট প্রার্থনা ও উপেক্ষা এই যুগলার্থসন্ধাপনময় ভঙ্গির ইঙ্গিত প্রদর্শন করিলেন॥ ১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মাকৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ (যুষ্মাকং মাত্রাদয়ঃ সর্ব্ব এব) বঃ (যুষ্মান্) অপশ্যন্তঃ (গৃহেষু অনবলোকয়ন্তঃ) বিচিন্বন্তি (ইতস্ততো মৃগয়ন্তি) হি (ইত্যহং তর্কয়ামি অতঃ) বন্ধুসাধ্বসং (নিজাত্মীয়ানাং মনসি যুষ্মাকং অনিষ্টাশঙ্কাং) মা কৃঢ্বং (নৈব উৎপাদয়ত)॥ ২০

মূলানুবাদ।—তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা এবং পতিগণ তোমাদিগকে গৃহে না দেখিয়া নানাস্থানে অন্বেষণ করিতেছে। তাহাদের চিত্তে তোমাদের অনিষ্টাশঙ্কা উৎপাদন করিও না॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ মাতর ইতি। বিচিন্বন্তি মৃগয়ন্তে। বন্ধূনাং সাধ্বসং কৃচ্ছ্রং মাকৃঢ্বং মাকুরুতেত্যর্থঃ॥২০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্থ পুরুষসিংহ পরমবলীয়সস্তবান্তিকে স্থিতানাং নঃ কুতো ভয়মিত্যাশঙ্ক্য সশঙ্ক মাহ। মাতরঃ ইতি। অত্র মাতরঃ পিতরো ভ্রাতরঃ ইতি কুমারিকা দৃষ্ট্বা ভণিতংবূঢ়তয়া প্রতীতা দৃষ্ট্বা পতয়ঃ পুত্রা ইতি যদুক্তং তৎখলু পরিহাসার্থং কল্পনামাত্রং ইতি স্থাপয়িষ্যতে। চশব্দঃ উক্তসমুচ্চয়ে। হি নিশ্চয়ে। অতো যদি কদাচিত্তেষ্বেকোঽপ্যত্রাগতো মৎপার্শ্বে যুষ্মান্ পশ্যেৎ তদোভয়েষামপি লজ্জাভয়ে স্যাতামিতি ভাবঃ। অতোঽত্রাবস্থিত্যা নিজবন্ধুভ্যো মমাত্মনশ্চ সাধ্বসং ভয়ং মাকৃঢ্বং নোৎপাদয়ত। যদ্বা। মহামন্ত্রাভিজ্ঞ! তে সুদুর্গমবনমধ্যে নাগমিষ্যন্তি আগতা ন দ্রক্ষ্যন্ত্যেব তত্রাহ যুষ্মাকমপ্রাপ্ত্যা বন্ধূনামনিষ্টাশঙ্কাতো ভয়ং নোৎপাদয়ত। সাধবো বন্ধুবৎসলা ইতি ন্যায়াৎ, অতস্তেষু স্নেহেন চ নিবর্ত্তধ্বামিতি ভাবঃ। অথবা শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্ প্রত্যাবৃত্যেদং ব্যাখেয়ং; হে সুব্রত তৎপার্শ্বস্থিতা ন কুতশ্চিদপি বিভীমঃ ইত্যাশঙ্ক্য চক্ষুর্মুদ্রণপূর্ব্বকং সাভিনয়মাহ নেহেতি। মৎপার্শ্বে স্ত্রীভির্ন স্থেয়ম্। আবালব্রহ্মচারিত্বেন মম স্ত্রীসঙ্গপরিহারাদিত্যর্থঃ। অহো বত বালিকানাং বৃদ্ধানাং বা কদাচিৎ সহবাসে দোষোঽপি ন কিল ঘটেত যূয়ন্তু নবযৌবনারূঢ়া ইত্যাহ হে সুমধ্যমা ইতি। নন্থ মহাকপটপটো ব্রজেঽস্মাভিঃ সঙ্গো ভবতো বহুধা ভবত্যেব তত্রাহ ইহেতি। ইহ নির্জ্জনবনে সময়ে চ প্রদোষে, ইতি দোষবিশেষং শ্রীমুখভঙ্গী-বিশেষেণ সূচয়তি অত ইহ ইদানীং যুষ্মৎসঙ্গান্মম দুষ্কীর্ত্তিরেব বাঢ়ং স্যাৎ ইতি সর্ব্বথা প্রয়াতৈবেতি। নন্থ সুপ্রতিষ্ঠ ন কোঽপি জ্ঞাস্যতি ইতি দুষ্কীর্ত্তের্মা ভৈষীঃ তত্রাহ মাতর ইতি। অতো নূনমত্রাগতা দ্রক্ষ্যন্ত্যেবেতি ভাবঃ। অতো মদ্বন্ধূনাং মদ্দুষ্কীর্ত্তের্ভয়ং মা সম্পাদয়ত। অন্যৎ সমানম্। বস্তুতস্তু তেভ্যো ভয়োৎপাদনেন বংশীবাদন-স্থানাৎ দূরে সুগুপ্তস্থানে নেতুং তথোক্তমিতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্। নচাত্র স্ব স্ব বন্ধুজনাগমনমাশঙ্ক্যং যতঃ মাতর ইত্যাদি। এবার্থে হিশব্দঃ। গহন বনেঽস্মিন্নন্ধা এব ইবাপশ্যন্ত এব বিচিন্বন্তি অতো বহুমার্গণেনাপি ন দ্রক্ষ্যন্তীত্যর্থঃ অতশ্চ বন্ধুভ্যো ভয়ং মাকুরুত ইতি॥ ২০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীব্রজরাজনন্দন যে "রজন্যেষা ঘোররূপা" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত-বচনে ব্রজরমণীগণকে নানাভাবে ভীতিবিহ্বল করিয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন ও তাহাতে বিশেষভাবে উপেক্ষাভঙ্গির অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া ব্রজরমণীগণের এমন ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিত প্রকাশ হইল যে—তাহাতে ব্রজরাজনন্দনের ধারণা হইল—ব্রজরমণীগণ কাকুতি মিনতি করিয়া ইঙ্গিতে বলিতে-ছেন—হে পুরুষসিংহ! তোমার নিকটে থাকিতে পারিলে আমরা কোন প্রকার ভয়কেই গ্রাহ্য করি না। ব্রজে অনেক সময় অনেকপ্রকার ভয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তোমার নিকটে উপস্থিত হওয়ামাত্র ব্রজবাসিগণের সর্ব্ববিধ ভয় দূর হইয়াছে। ব্রজে কতবার অসুর রাক্ষসাদির উপদ্রব হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ব্রজবাসিগণের কোনও অনিষ্ট হয় নাই, তুমিই অসুর রাক্ষসাদি বিনাশ করিয়া সকলকে রক্ষা করিয়াছ। ব্রজবাসিগণ যখণ ভীষণ দাবানল তাপে দগ্ধপ্রায় হইয়াছিল তখন তোমার শরণাগতিতেই তাহারা রক্ষা পাইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র যখন প্রবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারায় বারিবর্ষণ, প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্ত ও নিরবচ্ছিন্ন অশনি সম্পাতে গোকুল ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, তখনও আমরা সকলে মিলিয়া তোমারই শরণাগত হইয়াছিলাম, তুমি তখন বাম করে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়াছিলে এবং আমরা সকলে তাহার নিম্নে তোমারই চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলাম। অতএব হে গোকুলবন্ধো! তোমার চরণপ্রান্তই আমাদের একমাত্র নির্ভয় স্থান, তাহা ছাড়িয়া আমরা আর কোথায় যাইব? এই বনভূমিতে হিংস্রজন্তুর গতাগতি প্রভৃতি যে সমস্ত ভয়ের কথা তোমার মুখে আমরা শুনিলাম, তাহাতে আমাদের আর একপদও অগ্রসর হইতে সাহস হইতেছে না। কাজেই আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণই আশ্রয় করিলাম; আমরা আর কুত্রাপি যাইব না। তুমি পরম করুণাময় হইয়াও আমাদের চরণছাড়া করিতে চেষ্টা করিতেছ কেন তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমিই বলিতেছ "রজনী ঘোররূপা, বনভূমি হিংস্রজন্তুসমাকুল"; আবার তুমিই বলিতেছ "এখানে থাকা উচিত নহে, সত্বর ব্রজে ফিরিয়া যাও" ইহাতে আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি। আমাদের ব্রজে ফিরাইয়া দেওয়াই যদি তোমার উদ্দেশ্য ছিল, তবে এমন করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে কেন? আমরা তোমার কথায় এতই ভীত হইয়া পড়িয়াছি যে, এখন আর আমাদের পক্ষে তোমার চরণ ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করা সম্ভবপর নহে। অতএব হে গোকুলত্রাণকারিন্! আমাদের নিজ চরণ নিকটে স্থান দিয়া আমাদের সর্ব্ববিধ ভয় দূর কর।

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া চতুরচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন মহাভীতের ন্যায় অঙ্গ মুখাদির ভঙ্গি করিয়া ভীতিবিজড়িতস্বরে বলিলেন-- হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন বনে আসিয়া আমার নিকটে নির্ভয়ে এবং নিরুদ্বেগে অবস্থান করিতেছ, কিন্তু তোমাদের আত্মীয়বর্গ তোমাদের মত নিশ্চিন্তভাবে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা অতি স্নেহপরায়ণ এবং বন্ধুবৎসল, কাজেই তাঁহারা এই রাত্রিকালে তোমাদের বাসগৃহে তোমাদের দেখিতে না পাইয়া গৃহাভ্যন্তরে, প্রতিবাসিগৃহে, অন্য পল্লীতে, পরিশেষে বনভূমিতে পর্য্যন্ত তোমাদের অন্বেষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই এতক্ষণ তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত গোপাবাস অন্বেষণ করিয়া গভীর বনে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তোমাদের অন্বেষণ করিতে করিতে অনতিবিলম্বেই এখানে আসিয়া পড়িবেন সন্দেহ নাই। অতএব হে বিবেকবিহীনা ব্রজরমণীগণ! তোমাদের কি আর এখানে কালবিলম্ব করা উচিত?

তোমাদের সকলেরই যথাসম্ভব মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা পতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ, তোমাদের গৃহে না দেখিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং সকলেই যথাসম্ভব অন্বেষণ করিতেছেন। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ স্নেহশীলা জননীগণ তোমাদের বাসগৃহে অকস্মাৎ তোমাদের না দেখিয়া গৃহাভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিয়াছেন, সেখানে তোমাদের না দেখিয়া নিকটস্থ প্রতিবাসিগৃহে অনুসন্ধান করিয়াও তোমাদের কোনও তত্ত্ব না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তোমাদের পিতৃগণের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন, তখন তাঁহারাও পল্লীতে পল্লীতে তোমাদের অনুসন্ধান করিয়া তোমাদের না পাইয়া তোমাদের পতিগৃহে সংবাদ দিয়াছেন এবং তোমাদের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহারাও তোমাদের অনুসন্ধানে ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় তোমাদের পতিগণ একেবারে প্রাণপণ করিয়া সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, কেননা পত্নীকৃত পাপে পতিকেও লিপ্ত হইতে হয় বলিয়া পতি কদাপি পত্নীকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। কাজেই তোমাদের অনুসন্ধান করিবার জন্য মাতাপিতা শিশুপুত্র কনিষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতির এই দুর্গম বনে আসা সম্ভবপর না হইলেও তোমাদের পতিগণ কখনও তোমাদের অন্বেষণে বিরত হইবেন না। তাঁহারা অনতিবিলম্বেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। অতএব তোমাদের এখনই এস্থান পরিত্যাগ করা উচিত। তোমাদের পতিগণ যদি এই নির্জ্জন বনে আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদিগকে এইভাবে আমার নিকটে অবস্থিত দেখিতে পান, তাহ' হইলে শুধু তোমাদের নহে, আমাকে পর্য্যন্ত মহাভয় ও লজ্জায় পড়িতে হইবে।

এখানে মনে রাখা উচিত যে—যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ যমুনাতীরে ব্রজরাজনন্দনের নিকটে আগমন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিবাহিতা এবং কতকগুলি কুমারী। "যুবতী গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য-কালবিৎ" এই হরিবংশবচনে স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীভগবান্ রাসক্রীড়া রসাস্বাদন করিবার জন্য ব্রজের যুবতী ও গোপকন্যা এই দ্বিবিধ গোপীগণকেই নিজ নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন। হরিবংশোক্ত যুবতীগণ বিবাহিতা গোপী এবং গোপকন্যাগণ অবিবাহিতা। ব্রজরাজনন্দন, শঙ্খ সিন্দুরাদি চিহ্নহীনা অবিবাহিতা গোপীগণের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তোমাদের মাতাপিতা ও ভ্রাতা তোমাদের না দেখিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন এবং শঙ্খ সিন্দুরাদিচিহ্নযুক্ত বিবাহিতা গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেলেন - তোমাদের পুত্র ও পতিগণ তোমাদের না দেখিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সমাগতা ব্রজরমণীগণ সকলেই ব্রজরাজনন্দনের সুপরিচিত হইলেও তিনি পরিহাসপূর্ব্বক অপরিচিতের ন্যায় ভঙ্গিপ্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সহিত নানাবিধ আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও গভীর রাত্রিতে বনে বনে অন্বেষণ করার উপযুক্ত পুত্র না থাকিলেও তিনি পরিহাসপূর্ব্বকই বলিয়াছেন যে—তোমাদের পুত্রগণ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছে। গৌড়ীয়বৈষ্ণবটীকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন—

তত্র পুত্রাঃ দ্বিত্রিমাস্যা এব নান্বেষণপরাঃ। "পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন পয়ঃ" "ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ" ইতি পূর্ব্বাপরোক্তেঃ। তথাপি ভগবতা স্বস্মিংস্তদ্বিশেষজ্ঞানাভাবমভিনীতবতৈবোক্তমিত্যদোষঃ॥

"মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে দেখা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণকে বলিয়াছেন—"তোমাদের মাতাপিতা ও পুত্রগণ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছে"; এখানে বক্তব্য এই যে—"পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ" এই পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে জানা গিয়াছে যে, ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের শিশুগণকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন এবং পরবর্ত্তী শ্লোকেও বর্ণিত হইবে যে, "ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ"—তোমাদের বালকগণ রোদন করিতেছে। ইহাতে জানা যায় যে—ব্রজরমণীগণের দুই তিন মাস বয়স্ক শিশুপুত্র ছিল, কিন্তু বনে বনে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবার উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র ছিল না। কিন্তু পরিহাসরসিক ব্রজরাজনন্দন যে ব্রজরমণীগণের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এই ভাবের অভিনয় করিয়া বলিয়াছেন—"তোমাদের পুত্রগণ অন্বেষণ করিতেছে।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, লঘুবৈষ্ণব-তোষণী ও ক্রমসন্দর্ভ টীকা দেখিলে মনে হয় যে—ইঁহারা কোন ব্রজরমণীকে পুত্রবতী বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। এসম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—অত্রেদং তত্ত্বং; শ্রীকৃষ্ণৈব প্রিয়া ভগবত্যস্তা ব্রজদেব্যঃ কথঞ্চিৎ জাতবিবাহা অপি বিবিধব্যাজেন পতীন্ বঞ্চয়ন্ত্যস্তৈঃ সহাঙ্গসঙ্গা-ভাবেনাজাতপত্যা এব। কেবলং পত্যাদীনামাগ্রহেণ নিজকৌতুকবিশেষেণ বা তাস্বেব কাশ্চিৎ পরপুত্রান্ পুত্র-বুদ্ধ্যা পালয়ন্তীতি স্বতস্তন্ত্যাভাবেন তান্ গোদুগ্ধমেব পায়য়ন্তীতি। (বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে ব্রজরমণীগণের পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার তত্ত্ব এই যে—ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি এবং তাঁহারই নিত্যপ্রেয়সী। লীলাকৌতুক পোষণের জন্য তাঁহাদের কোন প্রকারে (যোগমায়া শক্তির কৌশলে) ব্রজের কোনও গোপের সহিত বিবাহ হইলেও তাঁহারা নানা-কৌশলে তাঁহাদের পতিগণ হইতে দূরে থাকেন, অতএব তাঁহাদের কোনদিনই পতিগণের সঙ্গে অঙ্গসঙ্গ হয় নাই। "ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।" (উজ্জ্বলনীলমণিঃ) অতএব কোন ব্রজরমণীরই পুত্র হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে তাঁহারা পতি, শ্বশ্রূ প্রভৃতির অনুরোধে এবং শিশুপালনকৌতুকবশতঃ ভগ্নী, যাতৃসপত্নী প্রভৃতির পুত্র লইয়া নিজপুত্রের মত পালন করিয়া থাকেন। পরন্তু সেই অজাতপুত্রা ব্রজরমণীগণের স্তনদুগ্ধ থাকা সম্ভবপর নহে বলিয়া তাঁহারা গোদুগ্ধ দ্বারাই সেই সমস্ত শিশুগণকে পালন করিতেন।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামীও তাঁহার লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

যদি চ তাসামুদরজা এব পুত্রাঃ স্যুস্তদা রাসনৃত্যনায়িকানাং আদিরসনায়িকানাঞ্চ তাসাং বৈরূপ্যেণ তস্য রাসনৃত্যস্য রসস্য চ বৈরূপ্যং স্যাৎ। "মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ" ইত্যত্র শ্রীভগবদ্বাক্যে কেষাঞ্চিৎ রাত্রাবপি বনেঽপি মাত্রাদিবিচেতৃত্বেন কাসাঞ্চিদর্দ্ধজরতীত্বমপ্যায়াতি তত্র পুনরতীব তৎ স্যাৎ। (লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকা)

ব্রজরমণীগণের যদি উদরজাত পুত্র থাকিত তাহা হইলে সেই সমস্ত রাসনৃত্যনায়িকা ও আদিরস-নায়িকাগণের অনুপযুক্ততাবশতঃ রাসনৃত্যাস্বাদন এবং আদিরসাস্বাদনও বিরূপ এবং বিরস হইয়া যাইত। "মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরাজনন্দন যে ব্রজরমণীগণকে বলিয়াছেন "তোমাদের পুত্রগণ অন্বেষণ করিতেছে" তাহাতে গভীর রজনীতে বনে বনে অন্বেষণ করিবার উপযুক্ত পুত্রের জননী ব্রজরমণীগণকে অর্দ্ধজরতী (অর্দ্ধবৃদ্ধা) বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। রাসনৃত্যে এই প্রকার অর্দ্ধজরতী নায়িকা কখনই রসাবহ হইতে পারে না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কোন কোনও স্থানে কোন কোনও ব্রজরমণীকে পুত্রবতী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কোন ক্রমেই কোন ব্রজরমণীকেই পুত্রবতী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে সমস্ত ব্রজরমণী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূন বয়স্কা এবং লীলাকৌতুকবশতঃ লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়ার শক্তিপ্রভাবে তাঁহারা বিবাহিতা হইলেও কদাপি তাঁহাদের পতিগণের সহিত অঙ্গসঙ্গ হয় নাই। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীর এসম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হইলেও যাহাতে গোপীসহ গোপীনাথের প্রেমলীলারসাস্বাদন রসাবহ হয় সেই দিকেই সুধী ভক্তগণের নিরপেক্ষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, ব্রজরমণীগণ দুই তিন মাস বয়স্ক পুত্রবতীই হউন কিংবা অজাতপুত্রাই হউন, তথাপি ব্রজরাজনন্দন পরিহাসপূর্ব্বকই বলিয়াছেন যে "তোমাদের পুত্রগণ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছে।" বনে বনে অন্বেষণ করার উপযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র যে কোন ব্রজরমণীরই ছিল না তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

পরিহাসকৌতুকী ব্রজরাজনন্দন যখন সভয়ে ও সসম্ভ্রমে ব্রজরমণীদের বলিলেন—হে স্বচ্ছন্দবনবিহারিণী ব্রজরমণীগণ! তোমাদের এই নির্জ্জন বনে আমার নিকটে অবস্থান করা কিছুতেই নিরাপদ নহে, তোমাদের আত্মীয়বর্গ এতক্ষণ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে এবং তোমাদের অন্বেষণ করিতে অনতি-বিলম্বেই তাহারা এখানে আসিয়া পড়িবে সন্দেহ নাই, অতএব তোমরা সময় থাকিতে সাবধান হও, এখনই নিজ নিজ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হও—তখন ব্রজরমণীগণ, ইঙ্গিতভঙ্গিতে ব্রজরাজনন্দনকে জনাইলেন—হে চতুরচূড়ামণি! আমাদের আত্মীয়বর্গ যদি আমাদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে কি তাঁহারা এই গহন বনে প্রবেশ করিবেন? আমরা যে কুলরমণী হইয়াও এই গহন বনে আসিয়াছি তাহা কেহ সম্ভাবনাও করিতে পারিবেন না। যদি বা তাঁহারা বনশোভা দর্শন কিংবা পুষ্পচয়নাদির জন্য আমাদের বনে আগমন সম্ভাবনাও করিয়া থাকেন তাহা হইলেও এই দুর্গম বনে এবং চতুর্দ্দিকে লতাপরিশোভিত ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলী মধ্যস্থ সুগুপ্তস্থানে কেহই আমাদের অনুসন্ধান পাইবেন না। অতএব আমাদের আত্মীয়বর্গ আসিয়া তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে আমাদিগকে এই ভাবে অবস্থিত দেখিলে তোমার ও আমাদের বিশেষ ভয়ের সম্ভাবনা আছে এই কথা মনে করিয়া তুমি বৃথা ভীত হইও না এবং আমাদের তোমার চরণছাড়া করিও না।

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন সসম্ভ্রমে বলিলেন—"মাকৃদ্বং বন্ধুসাধ্বসং"। তোমাদের আত্মীয়বর্গ যদি এই গভীর বনে তোমাদের দেখিতে না পান, তাহা হইলে তোমাদের কোনও ভয়ের কারণ নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই তোমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন বলিয়া তোমাদের অনিষ্টাশঙ্কায় তাঁহারা সকলেই অধীর হইয়া পড়িবেন। স্নেহপরায়ণ আত্মীয়গণকে এভাবে বৃথা উদ্বেগ দেওয়া তোমাদের মত সুশীলা কুলবালাগণের পক্ষে কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। যাঁহারা সুশীল এবং সচ্চরিত্র তাঁহারা কোন প্রকারেই কাহাকেও ক্লেশ প্রদান করেন না। "সাধবো বন্ধুবৎসলাঃ" এই শিষ্টপরম্পরা-প্রচলিত বচনেও জানা যায় যে,—সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ কখনও কোনও আত্মীয়কে উদ্বেগ প্রদান করেন না। তাঁহারা সকলেই বন্ধুবৎসল হইয়া থাকেন। অতএব ব্রজমধ্যে সাধ্বীশিরোমণি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াও তোমাদের এরূপ আত্মীয়গণকে উদ্বেগ প্রদান করার প্রবৃত্তি হইতেছে কেন, তাহা আমি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। স্বভাবতঃ অল্প বুদ্ধি রমণী বলিয়া যদি তোমাদের অজ্ঞানবশতঃ এই অত্যন্ত অন্যায় কার্য্যের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে আমার কথায় নিজের ভ্রান্তি বুঝিয়া এই অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হও। কদাপি স্নেহশীল আত্মীয়গণের মনে দুঃখ দিও না। এখনই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়া আত্মীয়বর্গের আনন্দ বর্দ্ধন কর।

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার উপেক্ষাবচনে ব্রজরমণীগণ একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই নর্ম্মরসিক ব্রজরাজনন্দনের বাক্‌চাতুর্য্যের প্রার্থনা ভঙ্গিময় অর্থ তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল।

"মাতরঃ পিতরং পুত্রাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরাজনন্দন বলিতেছেন, হে—ব্রজরমণীগণ! তোমরা পুনঃ পুনঃ ব্রজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছ দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, তোমরা বোধ হয় তোমাদের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি প্রভৃতি আত্মীয়গণের আগমনাশঙ্কায় ভীত হইতেছ। তোমাদের মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ কি তোমাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন? (বঃ মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ কিং বিচিন্বন্তি?)। তাঁহারা যদি তোমাদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াও থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রজ মধ্যেই তোমাদের অন্বেষণ করিবেন। তোমরা যে এই গভীর বনে আসিয়াছ তাহা তাঁহারা সম্ভাবনাও করিতে পারিবেন না। যদি বা তাঁহারা এই গভীর বনেও তোমাদের অন্বেষণ করিতে আসেন, তাহা হইলে "অপশ্যন্তো বর্ত্তন্তে", কিছুতেই তোমাদের দেখিতে পাইবেন না। কেন না এই গভীর বনে প্রবেশ করিলে অন্ধের মত চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, কিছুতেই তোমাদের কাহারও উদ্দেশ পাওয়া যাইবে না। অতএব "মাকৃদ্বং বন্ধুসাধ্বসং" (বন্ধুভ্যঃ সাধ্বসং ভয়ং মাকৃদ্বং মা কুরুত) "আত্মীয়বর্গ আসিয়া এই নির্জ্জন বনে তোমাদের দেখিতে পাইলে মহা অনর্থ হইবে" এই নির্ম্মূল আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। এই গভীর বনে কেহই প্রবেশ করিতে পারিবে না, তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া আমার সঙ্গে প্রণয়ালাপে রত হও। তোমরা যদি আমার নিকটে আসিয়াও আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাও তাহা হইলে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইব। সেইজন্য তোমাদের নিকট পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি—"মাকৃদ্বং বন্ধুসাধ্বসং"। বন্ধোর্মম সাধ্বসং দুঃখকরং কার্য্যং মা কৃদ্বং নৈব কুরুত।। হে ব্রজরমণীগণ! আমি দাবানলপানে, গোবর্দ্ধনধারণে, বিবিধ অসুরমারণে তোমাদের পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিয়াছি; সুতরাং আমিই তোমাদের প্রকৃত বন্ধু। আমার মনে দুঃখ দেওয়া তোমাদের কখনও কর্ত্তব্য নহে। অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাইও না, আমার নিকটেই অবস্থান কর।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গিময় অর্থ আস্বাদন করিয়া বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় যে—ব্রজরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া যমুনাকূলে আসিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের পিতা, ভ্রাতা, পতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ নানাভাবে তাঁহাদের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ। গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে সমাকৃষ্টা ব্রজরমণীগণ, যখন শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহাদের পতি পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়গণ নানাভাবে তাঁহাদের গমনে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণ কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না।

শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণ, তাঁহাদের আত্মীয়বর্গের নিষেধ না মানিয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আত্মীয়বর্গ তাঁহাদের উপর কিংবা শ্রীকৃষ্ণের উপর কোনপ্রকার দোষদৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ, তাঁহাদের আত্মীয়বর্গের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন করিয়াছিলেন এবং সমস্ত রাত্রি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাসরঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহাদের আত্মীয়বর্গ কোন প্রকার দোষদৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কেন না, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সকলেই নিজ নিজ পত্নী কন্যা ভগ্নী প্রভৃতিকে নিজ নিজ নিকটেই অবস্থিত দেখিয়াছিলেন।

ইহার কারণ এই যে ব্রজরমণীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া সম্পাদন করাইবার জন্য কৃষ্ণশক্তি যোগমায়া ব্রজরমণীগণের অনুরূপ মায়িক মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া তাহাদের গৃহে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেজন্য ব্রজরমণী-গণের আত্মীয়বর্গ কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে ব্রজরমণীগণ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন।

"মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ" প্রভৃতি শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এই নিগূঢ় তত্ত্বেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণকে বলিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা যে নিজ নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছ তাহা তোমাদের আত্মীয়বর্গ কেহই ধারণা করিতে পারেন নাই বা পারিবেন না, কারণ তাঁহাদের সকলেই তোমাদিগকে নিজ নিজ গৃহে অবস্থিত দেখিতেছেন; সুতরাং তাঁহারা তোমাদের অন্বেষণ করিতেছেন না। মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ, বঃ পশ্যন্তঃ মম যোগমায়াপ্রভাবাৎ যুষ্মান্ নিজনিকটে এব পশ্যন্তঃ অবিচিন্বন্তি নৈব মার্গয়ন্তি। অতঃ বন্ধুভ্যো ভয়ং মাকৃঢ্বং নৈব কুরুত) তোমরা আমার নিকটে আসিয়াছ, কিন্তু আমার যোগমায়াশক্তিপ্রভাবে তোমাদের মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ তোমাদের নিজ নিজ গৃহেই অবস্থিত দেখিতেছেন। সুতরাং তোমাদের জন্য তাঁহাদের কোনই ব্যাকুলতা নাই কিংবা তাঁহারা তোমাদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবেন না। তোমরা মনের সাধে আমার সঙ্গে বনবিহারাদিতে প্রবৃত্ত হও। আত্মীয়গণ তোমাদের এই নির্জ্জন বনে আমার নিকটে অবস্থান জানিতে পারিবেন বলিয়া তোমরা কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হইও না।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়" প্রভৃতি শ্লোকে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত রাসাদিবিলাসে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়া শক্তির প্রভাবে ব্রজবাসিগণ ব্রজরমণীগণকে নিজ নিজ গৃহেই অবস্থিত দেখেন। সেজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই গোপনবিলাস সম্বন্ধে কোনই ধারণা করিতে পারেন নাই এবং শতকোটী ব্রজরমণী ব্রজ ছাড়িয়া যমুনাকূলে শ্রীকৃষ্ণনিকটে অবস্থান করিলেও ব্রজবাসিগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ নিজ গৃহে যোগমায়াকল্পিত ব্রজরমণীদের মূর্ত্তি দেখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এ সমস্ত ব্যাপার কিছুই জানেন না বলিয়া তাঁহাদের সর্ব্বদাই আশঙ্কা থাকে যে বুঝি বা কেহ আমাদের এই গোপন বিহারের কথা জানিতে পারিবে। "মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ" প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণবচনের বাস্তবার্থে এই পরম গোপনীয় তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে।

"মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ" প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণবচনের বাস্তবার্থ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইহাও মনে হইতে পারে যে—মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের সহিত মিলিত হইয়া জগতে সকলেই যথাযোগ্যভাবে সাংসারিক বিষয়ভোগে রত থাকে। মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের ভালবাসা সকলের পক্ষে সংসারবন্ধনেরই হেতু হইয়া থাকে। প্রায়ই এমন কোনও আত্মীয় দেখা যায় না যে, যাঁহারা সংসার নিবৃত্তির উপায় করিয়া দেন। পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ তাঁহাদের পুত্রগণকে শিশুকাল হইতেই অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতির উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা দিয়া যথাসময়ে তাহার বিবাহ দেন এবং সে যাহাতে স্ত্রীপুত্রাদি পালনে রত হইয়া উত্তমরূপে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কাজেই এই সমস্ত আত্মীয়বর্গকে প্রকৃতপক্ষে বন্ধু বলা যাইতে পারে না। ইঁহারা বন্ধুর মত ব্যবহার করিতে গিয়া যে শত্রুতা করেন জন্মজন্মান্তরেও তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না।

গুরুর্ন সঃ স্যাৎ স্বজনো ন সঃ স্যাৎ পিতা ন সঃ স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে ঋষভদেববচনে জানা যায় যে—যিনি মৃত্যুনিবারণের উপায় করিয়া না দেন তিনি শিক্ষাদান করিলেও গুরু নহেন, হিতাচরণ করিলেও স্বজন নহেন, উৎপাদক এবং পালক হইলেও পিতা নহেন, গর্ভে ধারণ এবং পোষণ করিলেও জননী নহেন, আরাধিত এবং বাঞ্ছিত ফলপ্রদ হইলেও দেবতা নহেন, এবং পাণিগ্রাহক রক্ষক হইলেও পতি নহেন। অতএব যাঁহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় করিয়া দেন তাঁহারাই প্রকৃত আত্মীয়। জগতে মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়রূপে যাঁহাদের পাওয়া যায় তাঁহারা আত্মীয়ভাবে সর্ব্বদাই শ্রীগোবিন্দচরণসম্বন্ধ বিলুপ্ত করিয়া সংসারসাগরে নিমগ্ন করাইবার জন্যই সর্ব্ববিধ আত্মীয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। এমন কোনও আত্মীয় প্রায়ই দেখা যায় না, যাঁহারা সংসারের অসারতা বুঝাইয়া দিয়া শ্রীগোবিন্দচরণসম্বন্ধ লাভের জন্য উৎসাহিত করেন। যদি কেহ জন্মান্তরীণ সৌভাগ্যবশতঃ এই সমস্ত মহাবন্ধনের মধ্যেও শ্রীগোবিন্দভজনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন এবং যাহাতে ভাল করিয়া সংসারবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দেন। কেহ হয়ত বাল্যকালেই হরিকথা শ্রবণ, তীর্থাদি ভ্রমণ, যথাসাধ্য সাধনানুষ্ঠান প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত হইয়া যায়, তাহা দেখিয়া তাহার আত্মীয়বর্গ একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়েন যে আমাদের পুত্রটি বুঝি একেবারেই অধঃপাতে গেল। তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থা করেন যে, অচিরাৎ ইহার বিবাহ দিতে হইবে এবং যাহাতে সংসারে প্রবৃত্তি হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার পর ক্রমশঃ সেই আত্মীয়বর্গের সুব্যবস্থায় জন্মান্তরীণ সুকৃতি কিংবা সৎসঙ্গের ফলে বাল্যকালে যে ভজন প্রবৃত্তি থাকে তাহা একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। কিন্তু কেহ যদি বাল্যকাল হইতেই উত্তমরূপে সংসার বন্ধনে বদ্ধ হইবার উপযুক্ত বিদ্যাভ্যাস ও অর্থোপার্জ্জনাদিতে রত হয় তাহা হইলে তাহার আত্মীয়বর্গ বড়ই সুখী হয় এবং সকলেই বলাবলি করে যে "এমন ভাল ছেলে আর দেখা যায় না"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেহ যদি শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলেই তাহার আত্মীয়বর্গের তাহার উপর তীব্রদৃষ্টি পড়ে এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ ছাড়াইবার জন্য সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু যদি কেহ সংসারকূপে নিমগ্ন হয় তাহা হইলে তাহার আত্মীয়বর্গের কোনই আপত্তি নাই; বরং তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া যতদূর সম্ভব কিংবা তদপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়া থাকে। অনেক পিতা মাতা তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া পুত্রের সংসার বন্ধনের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু কেহই মুখের কথাতেও শ্রীকৃষ্ণভজনের সাহায্য করেন না।

জীব যতদিন জগতের সেবায় ব্যাপৃত থাকে, স্ত্রীপুত্র পরিজন বিষয় বৈভবাদি লইয়া মত্ত থাকে, ততদিন তাহার আত্মীয়বর্গ নিশ্চিন্ত থাকে, কাজেই তখন আর তাহাদের অন্বেষণ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় রত হইবামাত্র আত্মীয়গণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং তখনই তাহার অন্বেষণে রত হয়। তাহার পর তাহার শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ ছাড়াইয়া বিষয় সম্বন্ধে বন্ধন করিয়া দিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু ভ্রান্ত জীব বুঝিতে পারে না যে তাহার প্রকৃত আত্মীয় কে? যাহারা সংসার বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ ছাড়াইয়া দেয়, তাহারা যতই আত্মীয়তার ব্যবহার করুক না কেন তাহারা প্রকৃতপক্ষে আত্মীয় নহে। একমাত্র কৃষ্ণই জীবের পরমাত্মীয়, কেননা তাঁহার চরণাশ্রয়েই জীবের সংসারবন্ধনের অবসান হয়।

"মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই প্রকার বাস্তবার্থেরও ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা আমার নিকটে আসিয়াছ বলিয়া তোমাদের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ, নিশ্চয়ই তোমাদের অনুসন্ধানে রত হইয়াছেন। কেন না, আমার সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ হয়, তাহার আর প্রাকৃত আত্মীয়বর্গের সহিত সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া প্রাকৃত আত্মীয়বর্গ দেখে যে আমাদের একজন অবৈতনিক দাসানুদাস তাহার কর্ম্মত্যাগ করিল। সেজন্য তাহারা ব্যাকুল হইয়া অনুসন্ধান করে এবং আমার নিকট হইতে নিজ নিকটে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। তোমাদের আত্মীয়বর্গেরও ঠিক এই রকমই অবস্থা হইয়াছে। তাহারাও তোমাদের নিজ গৃহে না দেখিয়া প্রাণপণে তোমাদের অন্বেষণ করিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা তাহাদের মোহে পড়িয়া তাহাদের মায়িক আকর্ষণে আমার সম্বন্ধ ছাড়িও না। "মাকৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসং", আমিই তোমাদের প্রকৃত বন্ধু; তাই তোমাদের অনুরোধ করিতেছি যে, তোমরা আত্মীয়বর্গের স্বার্থময় ভালবাসার মোহে পড়িয়া আমাকে পরিত্যাগ করিও না এবং আমার মনে দুঃখ দিও না।

এই শ্লোকে ইহাও ধারণা করা যাইতে পারে যে—শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণের সহিত নিভৃত বনপ্রদেশে স্বচ্ছন্দবিহার করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইতেছেন যে, এই প্রকাশ্য উন্মুক্ত স্থানে যদি তোমরা আমার নিকটে দাঁড়াইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ তোমাদের অন্বেষণ করিতে করিতে এস্থানে আসিয়া তোমাদের দেখিতে পারেন। কিন্তু তোমরা যদি আরও গভীরতর বনে প্রবেশ কর তাহা হইলে আর কেহই তোমাদের অনুসন্ধান পাইবেন না। অতএব হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা যদি গৃহ ছাড়িয়া এই নির্জ্জন বনে আমার নিকট আসিয়াছ, তখন আর আত্মীয়বর্গের অনুসন্ধানযোগ্য স্থানে থাকিয়া কেন বৃথা কালক্ষেপ করিতেছ? চল, আমরা গভীরতর বনে প্রবেশ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে স্বচ্ছন্দবিহারে প্রবৃত্ত হই। তোমাদের আত্মীয়বর্গ এখানে আসিয়া যদি তোমাদের দেখিতে পান তাহা হইলে তোমাদের মহাকলঙ্ক রটনা হইবে এবং আমি তাহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইব। অতএব "মাকৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসং", তোমরা বৃথা কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া আমার ন্যায় পরম বান্ধবের প্রাণে ব্যথা দিও না। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের আগমনের আশঙ্কা দেখাইয়া ব্রজরমণীগণকে গভীরতর বনে লইয়া যাইতে চেষ্টিত হইলেন, ইহাও "মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ" প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণবচনের উদ্দেশ্য ও তাহাও এক প্রকার বাস্তবার্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্ ॥ ২১

বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে—আত্মীয়বর্গের সম্বন্ধ ও গৃহত্যাগ করিয়া যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইতে চায়, তাহা হইলে তাহার এমন স্থান আশ্রয় করা উচিত যে—যেস্থানে কিছুতেই আত্মীয়বর্গের সহিত দেখা শুনা না হয় এবং আত্মীয়বর্গ শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও সেখানে গিয়া কৃষ্ণসেবার বাধা জন্মাইতে না পারে। কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবশতঃ যদি কেহ আত্মীয়াদির সম্বন্ধ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় করিতে পারেন তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণই তাহাকে তাদৃশ নির্জ্জন স্থানে বাসের প্রবৃত্তি এবং সামর্থ্য প্রদান করিয়া থাকেন।

পরিহাসকৌতুকী ব্রজরাজনন্দন "মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ" প্রভৃতি বচনেও প্রার্থনা এবং উপেক্ষাভঙ্গি-বিজড়িত যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থভঙ্গির ইঙ্গিত করিতে বিস্মৃত হন নাই। তিনি এমন মুখনয়নাদির ভঙ্গি এবং স্বরভঙ্গি করিয়া "মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ" প্রভৃতি কথা কয়েকটি উচ্চারণ করিলেন যে, তাহাতে ব্রজরমণী-গণের ধারণা হইল যে ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের বলিতেছেন, হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা নিজ নিজ গৃহ ছাড়িয়া আমার নিকটে আসিয়াছ বলিয়া তোমাদের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা ও পতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ কি তোমাদের অন্বেষণ করিতেছেন? তাঁহারা যদি তোমাদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তোমাদের এখানে দেখিতে পাইবেন না (অপশ্যন্ত এব বর্ত্তন্তে।। অতএব তোমাদের কোনও ভাবনা নাই, তোমরা স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গে প্রণয়ালাপে প্রবৃত্ত হও। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণ পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইলেন এবং পরস্পরের দিকে প্রফুল্লনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্তরের আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাহা দেখিয়া পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন আবার ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "মাকুঢ্বং বন্ধুসাধ্বসং"—হে কুলবতী ব্রজরমণীগণ! তোমাদের আত্মীয়বর্গ যদি তোমাদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকেন তথাপি নিজ গৃহে তোমাদের না দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। যদি তাঁহারা তোমাদের অন্বেষণে রত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা তোমাদের না দেখিয়া অন্বেষণশ্রম এবং অন্তরের ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া পড়িবেন। অতএব তাঁহাদের মনে দুঃখ দেওয়া উচিত নহে, নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়া আত্মীয়বর্গকে নিশ্চিন্ত কর।

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার প্রার্থনা ও উপেক্ষা এই উভয়ভঙ্গিপূর্ণ ইঙ্গিত জানিয়া ব্রজরমণীগণ যুগপৎ আশা ও নিরাশার তরঙ্গাঘাতে বিচলিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—কুসুমিতং (বিবিধবিকচকুসুমাবলীপরিশোভিতং) রাকেশকররঞ্জিতং (পূর্ণশশধরকিরণোদ্ভাসিতং) যমুনানিললীলৈজৎতরুপল্লবশোভিতং (যমুনায়াঃ যমুনাস্পর্শিনঃ অনিলস্য সুশীতলসমীরণস্য যা লীলা স্বচ্ছন্দ-মৃদুগতিঃ তয়া এজন্তঃ কম্পমানাঃ তরূণাং বৃক্ষাণাং যে পল্লবাঃ ফলকুসুমভারাবনতবিটপাঃ তৈঃ শোভিতম্। কালিন্দী-জলকল্লোলসঙ্গরঙ্গিমন্দপবন-সঞ্চরণবিকম্পিততরুপল্লবপরিশোভিতমিত্যর্থঃ) বনং (মদীয়ং শ্রীবৃন্দাবনং) দৃষ্টং (যুষ্মাভির-বলোকিতমেব।) ॥ ২১

মূলানুবাদ।—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা বিবিধকুসুমাবলীপরিশোভিত, পূর্ণশশধরকিরণোদ্ভাসিত এবং যমুনানীরস্পর্শি সুশীতল সমীরণের মন্দগতিতে বিকম্পিত বৃক্ষপল্লবে সুশোভিত বৃন্দাবন দেখিয়াছ ত? ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—ঈষৎপ্রণয়কোপেন অন্যতো বিলোকয়ন্তীঃ প্রত্যাহ দৃষ্টমিতি। রাকেশস্য পূর্ণচন্দ্রস্য করৈ-রঞ্জিতম্। যমুনাস্পর্শিনোঽনিলস্য লীলা মন্দগতিস্তয়া এজন্তঃ কম্পমানাস্তরূণাং পল্লবাস্তৈঃ শোভিতম্ ॥ ২১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততস্তাসাং প্রণয়কোপেন যদন্যতো দর্শনং তদন্যথোৎপ্রেক্ষতে দৃষ্টমিতি। তদ্ঘাতেতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরেণান্বয়ঃ। কুসুমিতমিত্যাদি বিশেষনৈর্দৃশ্যতোক্তা। তত্র চ ঈষৎপ্রণয়কোপতো বনাবলোকনে দৃষ্টং বনমিত্যুক্তম্। তত ঊর্দ্ধাবলোকনে চ রাকেশকররঞ্জিতং ইতি। ততঃ কালিন্দীতীরাবলোকনে তু যমুনেতি বিবেচনীয়ম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা। নন্থ মহামোহন! বাক্যাগতিক্রমেণ তেঽস্মাভিরুপেক্ষিতা এবেতি কুতো ভয়মিতি চেত্তর্হি তাদৃশপ্রযত্নেন রাত্রাবত্রাগমনস্য কিং নাম প্রয়োজনং ইতি সকৈতবং ক্ষণং ধ্যাত্বা আং জ্ঞাতং দিষ্ট্যা পূর্ণচন্দ্রায়াং রাত্রৌ মদীয়-শ্রীবৃন্দাবনশোভানিরীক্ষণার্থমাগতমিতি ভবতু তচ্চ সম্পন্নমেবেত্যঙ্গুল্যাদিনা দর্শয়ন্ সলীলমাহ দৃষ্টমিতি। অর্থঃ সএব। বস্তুতস্তু সাক্ষাত্তথা তাদৃশবনাদিপ্রদর্শনেন ভাবমেব বিবর্দ্ধয়তি ইতি। শ্লেষার্থশ্চায়ং ন কেবলং তদ্ভয়াভাব এবাত্রাপি তু পরমসুখনিধানত্বমপীতি ভাবোদ্দীপনায় স্বয়ং দর্শয়তি দৃষ্টমিতিদৃশং সর্ব্বগুণযুক্তং বনং দৃষ্টমেব তত্তস্মাদ্বোষং মা যাতেত্যন্বয় ইতি ॥ ২১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—"মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণবচনের বিবিধ অর্থভঙ্গি প্রকাশ হইলেও শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের নির্ভরপ্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়ে তাহার উপেক্ষাভঙ্গিসূচক অর্থই দৃঢ়তর ভাবে লগ্ন হইয়া গেল। সেজন্য তাঁহাদের সকলেরই বদ্ধমূল ধারণা হইল যে, তাঁহাদের কোটিপ্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ব্রজরাজনন্দন, তাঁহাদের প্রাণের বেদনার দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল নানাভাবে তাঁহাদের ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্যই আদেশ করিতেছেন। যে সমস্ত আত্মীয়বর্গের সম্বন্ধবন্ধন চিরতরে ছিন্ন করিয়া তাঁহারা পরমাত্মীয় ব্রজরাজনন্দনের চরণনিকটে আসিয়াছেন সেই ব্রজরাজনন্দনই তাহাদের পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়-বর্গের আগমনাশঙ্কা দেখাইয়া এবং তাহাদের ব্যাকুলতার দোহাই দিয়া পুনঃ পুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। সেজন্য তাঁহারা একেবারে হতাশ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—হা হতবিধে! তোমাদের বিধানে কি আমাদের প্রাণবল্লভকে আমাদের প্রাণের বেদনা জানাইবার কোনই ব্যবস্থা নাই? আমাদের প্রাণ কি প্রাণবল্লভের সহিত মিলনাশা বিসর্জ্জন দিয়া অব্যক্ত গুপ্তবেদনার ভার বহন করিবার জন্য এই প্রাণবল্লভের উপেক্ষিত দেহেই চিরকাল অবস্থান করিবে? তাহাই যদি করিতে হয় তাহা হইলে এই কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গলালসাকুল অথচ তাহাতে সম্পূর্ণ নিরাশ দেহ লইয়া আবার ব্রজে ফিরিয়া গিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? পতি পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের শত শত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে যে দেহ ব্রজে ফিরিয়া যায় নাই, সে দেহ কি প্রাণবল্লভের উপেক্ষাবচনেই আবার ব্রজে ফিরিয়া যাইবে? আমরা কেবলমাত্র ব্রজরাজ-নন্দনের চরণসেবার আকাঙ্ক্ষাতেই গৃহ ছাড়িয়া বনে আসিয়াছি, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি আমরা তাহাতে বঞ্চিত হই, তাহা হইলেও আমরা আর আমাদের পরিত্যক্ত গৃহে ফিরিয়া যাইব না, আমরা আমাদের এই শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকারে বঞ্চিত দেহ চিরদিনের জন্য বনবাসী করিয়া রাখিব। এইকথা মনে করিয়া ব্রজরমণীগণ যেমন বনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—অমনই নর্ম্মোক্তিচতুরচূড়ামণি শ্রীব্রজরাজনন্দন বনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নয়নভঙ্গিপূর্ব্বক বলিলেন—হে বনভ্রমণপ্রিয়া ব্রজরমণীগণ! তোমরা কি বিবিধকুসুমাবলীপরিশোভিত বনভূমির শোভা দেখিতে আসিয়াছ? নিরন্তর গৃহকারাগারে অবরুদ্ধা কুলরমণীগণের পক্ষে বনশোভা দর্শনের সুযোগ ঘটে না বলিয়া তাহাদের বনশোভা দর্শনের লালসা সর্ব্বদাই বলবতী থাকে। কিন্তু দিবাভাগে গোচারণাদির জন্য গোপগণ বনে যাতায়াত করে বলিয়া কুলরমণীগণের পক্ষে তখন বনে আসা সম্ভবপর হয় না। সেইজন্যই বোধ হয় তোমরা এই রাত্রিকালে নির্জ্জন বনপ্রদেশে আগমন করিয়াছ। ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া ব্রজরমণীগণ দীননয়নে একবার গগনপানে চাহিলেন এবং মনে মনে বলিলেন—হা বিধাতঃ! আমাদের ভাগ্যে তুমি এই লিখিয়াছিলে যে, আমরা যাহার জন্য কুল শীল মান ভয় ধৈর্য্য লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়া পতি পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের সম্বন্ধবন্ধন ছিন্ন করিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া গৃহত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া চলিয়া আসিলাম, তিনি কি না আমাদের মনের কথা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না এবং বনের কথা বলিয়া আমাদের মনে মর্ম্মপীড়াপ্রদ যাতনা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না! হায়! আমাদের প্রাণবল্লভের মুখে এমন কথা শুনিবার পূর্ব্বে কেন আমাদের প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল না। প্রাণবল্লভের মুখে প্রাণান্তকর বাণী শ্রবণের জন্যই কি এখনও এই দগ্ধদেহে প্রাণ আছে? ব্রজরমণীগণের এই ভাব দেখিয়া ব্রজরাজনন্দন আবার বলিলেন—হে গাম্ভীর্য্যশালিনী ব্রজরমণীগণ! এতক্ষণে তোমাদের মনের কথা বুঝিয়াছি, তোমরা উন্মুক্তগগনমণ্ডলে পূর্ণশশধরের শোভা ও তাহাতে বনভূমির সমুচ্ছলিত সৌন্দর্য্যরাশি দেখিবার জন্য এই পূর্ণিমারজনীতে বনভূমিতে আগমন করিয়াছ। যদিও ব্রজের গগনেও পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, তথাপি সেখানে বহুতর অট্টালিকাদির আবরণে ভাল করিয়া চন্দ্রের শোভা দর্শন হয় না। এই যমুনাতীরবর্ত্তি স্থান হইতে উন্মুক্ত গগনে পূর্ণচন্দ্রের উন্মুক্ত সুষমা দেখিয়া প্রাণিমাত্রেরই প্রাণে প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের লহরী ছুটিয়া যায়। পূর্ণশশধরের সুখকর করসম্পাতে বনভূমিরই বা কি অপূর্ব্ব শোভা! ইহা দেখিবার জন্য কাহার প্রাণে বলবতী লালসা জাগিয়া না উঠে? আমিও এই পূর্ণশশধরের অনাবিল সৌন্দর্য্যসিন্ধুতে অবগাহন করিবার জন্য গোচারণক্লান্তদেহেও বনভূমিতে আসিয়া কদম্বমূলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। তোমরাও দেখিতেছি আমার মত পূর্ণচন্দ্রের শোভা দেখিবার জন্য অত্যন্ত লালসান্বিত হইয়াছ, তাই কুলরমণী হইয়াও ঘরের বাহির হইয়াছ। ব্রজরাজনন্দনের এই কথায় ব্রজরমণীগণ গগন হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া যমুনাবক্ষে স্থাপন করিলেন ও মনে মনে বলিলেন—সখি যমুনে! তুমি ত শ্যামসুন্দরের বংশীরবের মহাকর্ষিণী শক্তির কথা জান, তাই তোমাকে আমরা প্রাণের কথা জানাইতেছি, তুমি আমাদের মত ঐ মোহনিয়ার মোহনবংশীনাদে নিজ পতি সমুদ্রের কথা ভুলিয়া যাও, তাই বিপরীত গতিতে ফিরিয়া আসিয়া ব্রজরাজনন্দনের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়। কিন্তু আমাদের কি দুর্ভাগ্য যে আমরাও তোমার মত ঐ বংশীরবের আকর্ষণে সব ভুলিয়া সব ছাড়িয়া ঐ চরণপ্রান্তে আসিয়াছি, কিন্তু আমরা ঐ চরণে লুটাইয়া পড়িতে পারিতেছি না, উপেক্ষার বাঁধ দিয়া ব্রজরাজনন্দন আমাদের গতিরোধ করিয়া দিতেছেন। আমাদের আর এ জীবনে জীবনবল্লভের চরণসেবাধিকারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তাই তোমার নিকটে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি, তুমি যদি তোমার জীবনে আমাদের জীবন মিশাইয়া লও তাহা হইলে আমরা তোমার তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীকৃষ্ণচরণে লুটাইয়া পড়িতে পারিব। আমরা যদি আমাদের জীবনবল্লভের চরণপ্রান্তে লুটাইতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের ব্যর্থজীবনের আর কি প্রয়োজন আছে? তুমি যদি শ্রীকৃষ্ণচরণে লুটাইয়া পড়িবার সময় আমাদের সঙ্গিনী করিতে না চাও, তোমার সেই পরমানন্দের আস্বাদনে আমরা অংশিনী হইলে যদি তোমার কোনও আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তোমার অতলতলে আমাদের লুকাইয়া রাখ, আমাদের কৃষ্ণউপেক্ষিত দেহ যেন এজগতে আর কাহারও দৃষ্টিগোচর না হয়।

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার অন্তরের ব্যাকুলতাপূর্ণ হতাশ ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন মনোহর নয়নভঙ্গিতে যমুনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ও মৃদুহাস্য সমন্বিত বদনে বলিলেন—এইবার সত্য সত্যই তোমাদের মনোভাব বুঝিয়াছি; তোমরা যমুনার শোভা দেখিবার জন্যই গৃহ ছাড়িয়া যমুনাকূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। যমুনার শোভা প্রকৃতই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। যমুনার সুবিস্তৃত সুনীল বক্ষে কেমন ছোট ছোট তরঙ্গগুলি নাচিতে নাচিতে একটির গায়ে আর একটি ঢলিয়া পড়িতেছে। মৃদুল দক্ষিনপবন সেই তরঙ্গসঙ্গে নিজ অঙ্গ শীতল করিয়া শারদসূর্য্যতাপসন্তপ্ত-বৃক্ষাবলীর বিশুষ্কপ্রায় পল্লবসমূহে নবজীবন সঞ্চার করিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে। যমুনাতীরসঞ্জাত ক্ষুদ্র দ্রুমাবলীর কোমলপল্লব ও পুষ্পরাজি যমুনা-নীর স্পর্শে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। সূর্য্যতাপের প্রখরতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের নিকট সর্ব্বদাই পরাজিত। তাহারা যেন ফুল্লকুসুমহাসির ইঙ্গিতে জগৎকে জানাইতেছে যে, এখানে কোনও তাপের অধিকার নাই, যাহার যে কোনও তাপ থাকুক না কেন, যমুনাকুলাশ্রয়ে তাহা সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়। হে কুলবতী ব্রজরমণীকুল! তোমরা নিশ্চয়ই যমুনার এই অপরিসীম সুষমা দর্শন এবং যমুনানীরকণিকা-সম্পৃক্ত মৃদুলপবনস্পর্শে অঙ্গতাপ শীতল করিবার জন্য এই নির্জ্জন যমুনাকুলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। যাহা হউক, তোমরা যাহা মনে করিয়াই এখানে আসিয়া থাক, তোমাদের সকল বাঞ্ছাই বোধ হয় এতক্ষণে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তোমরা অনেকক্ষণ হইল এখানে আসিয়াছ, সুতরাং তোমাদের এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্বচ্ছন্দবনজাত বৃক্ষাবলীর আমূলশিখাগ্রব্যাপ্ত করিয়া প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির বিমলশোভা, উন্মুক্ত পূর্ব্বগগনে সমুদিত শারদ-সুধাকরের সুবিমলচন্দ্রিকাবিধৌত বনানীর শোভা, কিংবা তরঙ্গভঙ্গি-সমান্দোলিত যমুনাবক্ষের সর্ব্বজনমনোহর শোভা প্রভৃতি সবই দেখা হইয়া গিয়াছে। অতএব তোমরা আর এখানে বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া সত্বর নিজ নিজ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হও। কুলরমণীগণের পক্ষে কদাপি অন্তঃপুরের বাহিরে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তোমরা বাহিরে ত আসিয়াছই, তাহার পর এতক্ষণ এখানে বনশোভাদি দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছ। তাই বলিতেছি, তোমরা আর এখানে ক্ষণকালও বিলম্ব করিও না, নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাও।

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার উপেক্ষাভঙ্গিসমন্বিত নিষ্ঠুর বচনে ব্রজরমণীগণের প্রাণান্তকর মর্ম্মযাতনা উপস্থিত হইল এবং তাঁহারা বন, গগন ও যমুনাবক্ষঃ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া অধোবদনে তাঁহাদের কোটিপ্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দনের চরণপ্রান্তে অর্পণ করিলেন এবং মনে মনে বিধাতার নিকট প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন যে হে বিধাতঃ! আমাদের এই প্রাণবল্লভের প্রাণান্তকর বচনশরে জর্জ্জরিত অঙ্গ, প্রাণবল্লভের চরণলগ্নভূমিতে মিশাইয়া দাও, আমরা আর এই হতাশ জীবনভার বহন করিতে পারিতেছি না!

ব্রজরমণীগণের এই আকুল নিরাশার ইঙ্গিত জানিয়া রসিকশেখর ব্রজরাজনন্দন এমন সুললিত অঙ্গভঙ্গি ও ভ্রূনয়নাদি সঞ্চালন করিয়া প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিত করিলেন যে, তাহাতে ব্রজরমণীগণের ধারণা হইল যে, তাহাদের আগমনে তাহাদের প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দন পরমপ্রীত হইয়া তাহাদের নিকট রাকাপতিকরসুরঞ্জিত ও যমুনাশীকরসম্পৃক্ত দক্ষিণসমীরণসমান্দোলিত নব নব পুষ্পগুচ্ছ ও সুপেশল পল্লবাবলীসমন্বিত বিটপিলতাদি পরিশোভিত বনভূমির শোভা বর্ণনা করিয়া বিবিধ বিলাসের ইঙ্গিত জানাইতেছেন।

বিবিধবিচিত্রবিলাসবৈদগ্ধীপারাবার শ্রীব্রজরাজকুমার যেন তর্জ্জনী সঙ্কেতে এবং নয়নভঙ্গিতে কুসুমিত বৃন্দাবন ও বিবিধ কুসুমিত ব্রততীজাল বিজড়িত দ্রুমমণ্ডল সুরচিত নকুঞ্জভবন দেখাইয়া ব্রজরমণীগণের বিলাসবাসনা উদ্দীপিত করিয়া বলিতেছেন, "দৃষ্টং বনং কুসুমিতং", হে ব্রজরমণীগণ! ঐ নিবিড়বনান্তরালে সুবিন্যস্ত বিলাসকুঞ্জাবলী দেখিয়াছ? ঐ দেখ! পুষ্পিতসুবর্ণলতিকাবলীবিজড়িততাপিঞ্জকুঞ্জ যেন নবসমুদিত শশধরকিরণচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত হইয়া ঘনান্ধকার পরিবেষ্টিত নিবিড় অরণ্যানী মধ্য হইতে তোমাদের দৃষ্টিপথে আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং মৃদুল-মলয়ানিল সঞ্চালিত নবপল্লব সঙ্কেতে তোমাদের আহ্বান করিয়া জানাইতেছে যে—হে পরমসৌন্দর্য্যনিকেতন ব্রজরমণীগণ! তোমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া এই বনভূমিতে আগমন করিয়াও কেন নীরবে দাঁড়াইয়া আছ? এস এস, আমার সুবিস্তৃত ও সুমার্জ্জিত গর্ভপ্রাঙ্গণে আসিয়া তোমাদের মনের মত বিলাসরসে মাতিয়া যাও। বনে বনে অগণিত কুসমনিকর মৃদুলপবনে আন্দোলিত হইয়া তোমাদের ইঙ্গিত করিতেছে যে হে ব্রজবিলাসিনীগণ! আজ আমরা তোমাদের জন্যই প্রস্ফুটিত হইয়াছি, তোমরা আসিয়া আমাদের চয়ন করিয়া তোমাদের প্রাণবল্লভের গলায় পরাইবার জন্য মালা গাঁথ এবং বিবিধ পুষ্পাভরণ ও পুষ্পশয্যাদি রচনা কর। ঘনতরুসন্নিবিষ্ট বনানীর ঘনান্ধকারে পথ দেখাইবার জন্য সমুজ্জ্বল নিশামণি গগনপ্রান্ত হইতে জ্যোৎস্নালোক সঞ্চার করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলনাদিনী যমুনা, কুলু-কুলু কলনাদে বলিতেছে—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা তোমাদের কান্তের নিকটে আসিয়াও কেন নীরব নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছ? আমার তীরবর্ত্তী নিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া কান্তসহ বিবিধ বিলাসরসাস্বাদন কর এবং রমণীজন্ম ধন্য কর।

স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুরশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন, প্রথমতঃ উপেক্ষাভঙ্গির ইঙ্গিতে ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে নিরাশার সঞ্চার করিয়া পরক্ষণেই আবার প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিতে তাঁহাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে লাগিলেন। তিনি এইভাবে ব্রজরমণীগণের নিকট কুসুমিত বৃন্দাবনের শোভা দেখাইয়া কাতর প্রার্থনাসূচক নয়নভঙ্গিতে ইঙ্গিত করিলেন, হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ! তোমরা যখন এই নির্জ্জন বনপ্রদেশে আমার নিকট আসিয়াছ, তখন আর বৃথা কালক্ষেপ করিও না, এস এস, তোমাদের লইয়া এই শশধরকররঞ্জিত দক্ষিণপবনপরিসেবিত বনভূমিতে বিচিত্রবনবিহারাদি করিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করি। আমি কেবলমাত্র তোমাদের সহিত বিবিধ বিহাররসাস্বাদন করিবার আশাতেই এই নির্জ্জন বনে আসিয়াছি। কিন্তু তোমরা কখনও ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন, কখনও কুসুম চয়ন, কখনও পূর্ণচন্দ্র দর্শন, কখনও বা তরঙ্গায়িত যমুনাবক্ষবিলোকন প্রভৃতির ইঙ্গিত করিয়া আমার হৃদয়ে নিরাশার সঞ্চার করিতেছ। আমি তোমাদের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি যে তোমরা তোমাদের অন্য বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আমার মনোবাসনা পূরণ কর।

অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণকে এইরূপে উপেক্ষা ও প্রার্থনাভঙ্গিতে নিরাশা ও আশার অপার পারাবারে ভাসাইয়া নর্ম্মোক্তিচতুর ব্রজরাজনন্দন গম্ভীরভাবে নীরব ইঙ্গিতে আবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। ইহাতে "দৃষ্টং বনং কুসুমিতং" প্রভৃতি শ্লোকের বাস্তবার্থের অভিব্যক্তি হইল। শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্য-বৈভব প্রদর্শনই এই শ্লোকের বাস্তবার্থ। যতদিন পর্য্যন্ত বৃন্দাবনমাধুর্য্যের জ্ঞান ও তাহার আস্বাদনে লালসা না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাকৃতবস্তুর মাধুর্য্যে আসক্তি থাকে। শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণে একান্ত শরণাগত ভক্তগণের প্রাকৃত-বস্তুর আপাতমনোরম তুচ্ছ মাধুর্য্যে অনাসক্তি জন্মাইবার জন্য নানাভাবে তাহাদের হৃদয়ে বৃন্দাবনমাধুর্য্য প্রকাশ হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। জাগতিক সাধক ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা কিছুদূর শুদ্ধভক্তিপথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাও প্রাকৃত মাধুর্য্য ভুলিয়া বৃন্দাবনমাধুর্য্যে চিত্তনিমগ্ন করিবার জন্য সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের চরণে আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুরও তাঁহার প্রার্থনা গীতিকায় গাহিয়াছেন—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥ (নরোত্তম দাস)

মায়াবদ্ধ জীবের ব্রজবৈভব সম্বন্ধে কোনই ধারণা নাই বলিয়াই তাহারা প্রাকৃত বৈভব দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া যায় এবং তাহাই ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত থাকে। শ্রীভগবানের চরণে একান্ত শরণাগত হইয়া শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে করিতে শ্রীভগবানের অপার কৃপায় যদি কাহারও ব্রজবৈভবসিন্ধুর বিন্দুকণিকারও অনুভব হয়, তাহা হইলে পার্থিব বৈভব ত অতি তুচ্ছ, স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোকাদির বৈভবও তাহার নিকট অতি হেয় বলিয়া মনে হয়! ব্রহ্মলোকাধিপতি ব্রহ্মার যখন শ্রীভগবানের অপার কৃপায় ব্রজবৈভবস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তখন তিনি ভাবাবেশে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ ভজনের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি॥
(ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীবৃন্দাবনবৈভবের কথা আর কি বলিব—সেখানকার কান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মীস্বরূপা, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সেখানকার লীলায় কান্ত, সেখানকার ভূমি চিন্তামণিময়ী, সেখানকার সমস্ত বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ, সেখানকার জল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমৃত, সেখানকার নরনারীর কথা গান, গমন নৃত্য। সেখানে মোহনমুরলী মধুর রবে সকলের আনন্দবর্দ্ধন করে ও সখীর ন্যায় ব্যবহার করে; সেখানকার চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রতারকাদি সমস্তই সচ্চিদানন্দময়। সেখানকার ছোট বড় সমস্ত বস্তুই অপ্রাকৃত এবং পরমানন্দরূপে আস্বাদনীয়।

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীবৃন্দাবনবিহারী স্বয়ং ভগবান্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, চিন্তামণি বিনির্ম্মিত এবং লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিত অগণিত কুঞ্জগৃহে নিরন্তর বিবিধ লীলা রসাস্বাদন করিতেছেন এবং সহস্র সহস্র লক্ষ্মীগণ পরমপ্রেম-সম্ভ্রমে তাঁহার সেবা করিতেছেন। আমার যেন তাঁহার চরণ সেবায় অধিকার জন্মে।

নানাশাস্ত্রে এই প্রকার নানাভাবে শ্রীবৃন্দাবনবৈভব বর্ণিত আছে, কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত প্রাকৃত দৃষ্টিতে ইহার কিছুই ধারণাগোচর হয় না। আমাদের এই পৃথিবীতে প্রকাশিত শ্রীবৃন্দাবনভূমি দর্শন করার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়, কিন্তু তাহার অপ্রাকৃত বৈভব কাহারও বুদ্ধিগোচর হয় না।

চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখা যায় যে শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তচূড়ামণি অর্জ্জুনকে যখন বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন—

ন চ মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

হে অর্জ্জুন! তুমি যে নয়ন দ্বারা সর্ব্ববিধ প্রাকৃতবস্তু দেখিয়া থাক, সে নয়নে আমার বিশ্বরূপ দেখিতে পাইবে না, অতএব আমি তোমাকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা দ্বারা আমার বিশ্বরূপ দর্শন কর।

শ্রীবৃন্দাবনবৈভব দর্শনও এইরূপ প্রাকৃত নয়নের অগোচর। যাঁহারা সর্ব্ববিধ প্রাকৃতবৈভবের ভোগলালসা ছাড়িয়া শ্রীভগবানের চরণে অনন্যশরণাগত হইয়া শুদ্ধভক্তি যাজন করেন, তাঁহারাই শ্রীভগবানের অপার কৃপায় প্রেমদৃষ্টি লাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবৈভব দর্শন করিতে সমর্থ হন।

প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজরাজনন্দন, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের নিকট "দৃষ্টং বনং কুসুমিতং" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীবৃন্দাবনের যে অতুলনীয় মাধুর্য্যবৈভবের ইঙ্গিত করিলেন, তাহাতে নিত্যসিদ্ধ পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের এবং তাঁহাদের চরণানুগত সাধনসিদ্ধ ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদ্দীপন হইল। যদিও তাঁহারা বিবিধ বিলাস বিহারাদি দ্বারা তাঁহাদের প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দনের আনন্দবর্দ্ধন করিবার জন্যই সর্ব্বত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছেন, এবং শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্যের অনুভূতিও তাঁহাদের এই নূতন নহে, তথাপি ব্রজরাজনন্দন যখন বিবিধ ভঙ্গি করিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে শ্রীবৃন্দাবনভূমি প্রদর্শন করিলেন, তখন তাঁহাদের ভাবসিন্ধু উচ্ছলিত হইল এবং তাঁহারা বিবিধ বিলাসবাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে—শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পার্ষদগণের সহিত যে সমস্ত প্রেমব্যবহার করেন এবং পার্ষদগণ যে ভাবে তাঁহার প্রেমসেবাদি করেন তাহা সাধকভক্তগণের সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। "দৃষ্টং বনং কুসুমিতং" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পার্ষদ ব্রজরমণীগণকে যেভাবে শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্যবৈভব প্রদর্শন করিলেন তাহাতে তাঁহাদের ভাবোদ্দীপন এবং সাধক ভক্তগণের সাধনের পথ প্রদর্শন হইল। সাধক ভক্তগণের ইহাতে ধারণা রাখা উচিত যে—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে প্রাকৃত বৈভবে বিতৃষ্ণা জন্মিলে শ্রীভগবানের অপার কৃপায় ব্রজবৈভবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্‌যাত মাচিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥ ২২

অনুভূতি হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ যদি ব্রজবৈভব প্রদর্শন না করান তাহা হইলে আত্মশক্তিতে কেহই তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না।

"দৃষ্টং বনং কুসুমিতং" প্রভৃতি শ্লোকে উপেক্ষা এবং প্রার্থনা এই যুগলার্থসন্ধাপনময় ইঙ্গিতের অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ ব্রজরমণীগণকে নানাভাবে বনশোভা দেখাইয়া বিলাসবিহারাদির প্রার্থনা করিলেন এবং "তোমরা ত বনশোভা দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়াছ, এখন নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও" এই প্রকার ঔদাস্যময় ইঙ্গিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। ব্রজরমণীগণ, ব্রজরাজনন্দনের বচনে ও ইঙ্গিতে তাঁহার প্রকৃত মনোগত ভাবের ধারণা করিতে না পারিয়া আশা ও নিরাশার তরঙ্গায়িত সিন্ধুতে ভাসমান হইতে লাগিলেন ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—সতীঃ (হে সাধ্বীশিরোমণয়ঃ ব্রজরমণ্যঃ) তৎ। যতো যূয়ং বনশোভাদিদর্শনেন পূর্ণমনোরথাস্ততএব) মাচিরং (অচিরাদের) ঘোষং (উচ্চৈর্গীতদধিমন্থনগবাদিশব্দৈর্মুখরিতং গোপাবাসং) যাত (গচ্ছত)। পতীন্ (স্ব স্ব পতীন্) শুশ্রূষধ্বং (সেবধ্বং)। বৎসাঃ (যুষ্মাকং পালনীয়া গোবৎসাঃ) বালাশ্চ (শিশবশ্চ) ক্রন্দন্তি (রুদন্তি) তান্ (বৎসান্ বালাংশ্চ) পায়য়ত দুহ্যত (বৎসান্ পায়য়ত বালার্থঞ্চ দুগ্ধং দোহয়ত)॥ ২২

মূলানুবাদ।—হে সাধ্বীশিরোমণিগণ! তোমাদের বনশোভা দর্শনে মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। অতএব তোমরা এখন অবিলম্বে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও এবং নিজ নিজ পতিসেবনে রত হও। তোমাদের পালনীয় গোবৎস ও শিশুগণ রোদন করিতেছে, তাহাদের দুগ্ধপান করাও এবং গোদোহন কর ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—সতী হে সত্যঃ ॥ ২২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্তস্মাদ্বনশোভাদর্শনেন নিজমনোরথপূরণাৎ। সদোচ্চৈর্গীতদধিমন্থনগবাদিশব্দৈর্ঘোষয়তি শব্দায়ত ইতি ঘোষঃ। শ্লেষেণ তু সর্ব্বেষাং সর্ব্ববৃত্তং ঘোষয়তীতি তং গোপাবাসং যাত। গোষ্ঠমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তত্রৈব ভবতীনাং সর্ব্বা সামগ্রীতি তদেব গন্তুং যুজ্যত ইতি ভাবঃ। মাচিরং আচিরাদেবেত্যর্থঃ। যদ্বা তত্র বিলম্বং মা কুরুতেত্যর্থঃ। কিমর্থং পতিং শুশ্রূষধ্বং সেবধ্বং কুতঃ সতীঃ হে সত্যঃ। অন্যথা সাধ্বীত্বভঙ্গঃ স্যাৎ। অতঃ পরপুরুষস্য মম পার্শ্বে যুষ্মাকমবস্থানমযুক্তমিতি ভাবঃ। নন্থ পরমসেব্য। ত্বৎসেবামসহমানাঃ সদাসূয়াবন্তো দুষ্টতরাস্তেঽস্মাভিঃ পরিত্যক্তা এব, পতিব্রতাত্বমপি ত্বৎপাদাব্জং নির্ম্মঞ্ছনীকৃত্য দূরতঃ ক্ষিপ্তমিত্যাশঙ্ক্য সকরুণমিব পক্ষান্তরমাশ্রয়ন্ বৎসাদিষু স্নেহং জনয়তি ক্রন্দন্তীতি। অতস্তান্ বৎসান্ পায়য়ত বালার্থঞ্চ দুহ্যত দুগ্ধং দোহয়তেত্যর্থঃ। এতচ্চ তত্তৎসন্নিধানমাত্রবিস্রম্ভিতত্তৎপ্রিয়গবাদ্যপেক্ষয়া। অত্রেদং তত্ত্বং—তাঃ খলূদ্দিশ্য স বো হি স্বামী ভবতীতি গোপালতাপন্যাম্। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। দশাক্ষরাদিমন্ত্রাশ্চ শ্রুত্যাগমাদৌ। কৃষ্ণবধ্ব ইতি চাত্রৈব। তদেবং শ্রীকৃষ্ণৈককান্তানাং পরমলক্ষ্মীণাং তাসামন্যত্র বিবাহো ন সম্ভবতি তৎপ্রতীতিশ্চ তাসামুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থং যোগমায়ামুপাশ্রিত ইত্যাদৌ তদর্থং নির্দ্দিষ্টয়া যোগমায়য়ৈবেতি গম্যতে। যৈব খলু তৎপ্রতিরূপকল্পনয়া তৎপতিম্মন্যাংস্তান্ বঞ্চয়তি। বক্ষ্যতে হি নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় ইত্যাদি। ততস্তৈঃ সহাঙ্গসঙ্গাভাবেনাজাতাপত্যা এব। কেবলং স্নেহবিশেষেণ যাতৃমাতৃপ্রভৃতিপুত্রান্ যান্ পালয়ন্তি ত এব পুত্রা ইত্যুচ্যন্তে। তেষামপি লোকে পুত্রতয়া ব্যবহারাদ্বিশেষতস্তথাপাল্যমানত্বাৎ। শ্রীবলদেবশাম্বাবপ্যুদ্দিশ্য সম্ভূতঃ সম্ভূয়ঃ প্রায়াৎ সুহৃদ্ভিরভিনন্দিত ইতি শ্রীশুকবাক্যেঽপি প্রযুক্তত্বাৎ। অতস্তন্যাভাবেন গোদুগ্ধমেব তান্ পায়য়ন্তীতি তান্ পায়য়ত দুহ্যত ইত্যুচ্যতে। অতএব মুনিনাপ্যুক্তং—পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ। ইত্যত্র শিশূনিত্যেব পয় ইত্যেব চ নতু সুতান্ স্তনমিতি। যদি চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাসামুদরজা এব তে স্যুস্তদা রাসনৃত্যনায়িকানামাদিরসনায়িকানাঞ্চ তাসাং বৈরূপ্যেণ তস্য রাসনৃত্যস্য রসস্য চ বৈরূপ্যং স্যাৎ। মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ইত্যত্র শ্রীভগবদ্বাক্যে কেষাঞ্চিদ্রাত্রাবপি বনেঽপি মাত্রাদিবিচেতৃত্বেন কাসাঞ্চিদ্দ্ধজরতীত্বমপ্যায়াতি তত্র পুনরতীব তৎ স্যাৎ। তত্তু শ্রীবৈশম্পায়নস্যাসম্মতং, যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিদিত্যনেন। তথা তদিদং তাসামালম্বনরূপাণামুদ্দীপনসৌষ্ঠবমপি বর্ণয়তা শ্রীমুনীন্দ্রেণ ন মতম্। ভগবানপি তা রাত্রীরিত্যাদাবুদ্দীপনসৌষ্ঠবেনালম্বনরূপাণাং তাসাং সৌষ্ঠবমনুস্মৃত্য রন্তুং মনশ্চক্রে ইতি চ গমিতম্। বক্ষ্যতে চ তাসাং সৌষ্ঠবং শ্রীভগবন্তমপেক্ষ্য প্রৌঢ়ত্বঞ্চ মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথেত্যনেন ব্যরোচতৈনাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃত ইত্যনেন তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুরিত্যনেন চ। তস্মাৎ শ্রীভগবতা তাসাং পুত্রতয়া নির্দ্দেশস্তু পরিহাসপর এব নতু দোষোদ্গারপরঃ। বাচঃপেশৈবিমোহয়ন্নিত্যত্র প্রহস্যং সদয়ং গোপীরিত্যত্র পরিহাসস্য স্ফুটতরত্বং দৃশ্যতে। অতএব মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ইত্যাদিকঞ্চ কল্পনাময়মেব জল্পিতম্। পরিহাসং বিনা তু দোষোদ্গারে—নিন্দামি চ পিবামি চেতি ন্যায়েন তাসাং স্বীকারে পরমবৈরস্যমেব চ স্যাৎ। আস্তাং তাবত্তাসাং স্বয়ং দোষোদ্গারঃ, তাদৃশস্যালম্বনদোষস্যাস্তিত্বমাত্রেঽপি রসব্যাঘাতঃ স্যাৎ। তচ্চান্যত্রাপি সন্নায়কে কবিভির্ব্বর্ণনীয়ত্বে ন স্বীকৃতে ন সম্ভবতি কিমুত পরমপুরুষোত্তমে মহাকবিবর্গবর্ণনীয়ে লীলারসবিশেষবর্ষনার্থমবতীর্ণে তস্মিন্। বক্ষ্যতে চ—ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেদিতি। সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়া ইতি চ। তস্মাৎ পতয়োঽপ্যাসাং মায়ামাত্রপ্রতীতাঃ পুত্রাশ্চ গৌণার্থা ইতি। শ্লেষার্থশ্চায়ং—তত্তস্মাদ্বন্ধুভ্যঃ সাধ্বসাভাবাৎ বনশোভারতিসামগ্রীসম্ভাবাচ্চ অচিরং শীঘ্রং মা যাত যদি যাস্থথ তদা বিলম্বেন রাত্র্যন্ত এব যাস্থথেত্যর্থঃ, চকারান্মা-শব্দস্যাগ্রেঽপি সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ। পতীন্ মা শুশ্রূষধ্বং সতীশ্চ সাধ্বীর্মা শুশ্রূষধ্বং ন সেবধ্বং তৎপদবীমপি ন যাতেত্যর্থঃ, স্বাতন্ত্র্যাদিসুখভঙ্গাদিতি নর্ম্মৈব। বৎসা বালাশ্চ মা ক্রন্দন্তি তস্মাত্তান্ মা পায়য়ত মা দুহত ইতি চ স্বাতন্ত্র্যং সূচিতমিতি॥ ২২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—নর্ম্মোক্তিচতুর শ্রীব্রজরাজনন্দন, "দৃষ্টং বনং কুসুমিতং" প্রভৃতি শ্লোকে নানা ভাবে শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্য প্রদর্শন করাইয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গির ইঙ্গিতে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মনে নানাভাবের ভাবনা সঞ্চার করিলেন। ব্রজরমণীগণ নানাভাবের তরঙ্গাঘাতে বিচলিত হইয়া কখনও হর্ষে উৎফুল্ল কখনও বা বিষাদে ম্রিয়মাণ হইতে লাগিলেন, কিন্তু পরমগম্ভীরাশয় ব্রজরাজনন্দনের প্রকৃত মনোভাবের অনুসন্ধান পাইলেন না। তাঁহারা তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে, হর্ষবিষাদবিজড়িতনয়নে ব্রজরাজনন্দনের চরণ পানে চাহিয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ব্রজরাজনন্দনের যে সমস্ত মধুরবচনাবলী ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাদের কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহার উপেক্ষাভঙ্গি এবং প্রার্থনাভঙ্গির কথা মনে করিয়া তাঁহারা কখনও বা হতাশ হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন আবার কখনও বা পরমানন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন। তাঁহাদের এইরূপ অভূতপূর্ব্ব ভাববিকার দেখিয়া পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন আবার উপেক্ষাভঙ্গির অভিনয় করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—হে সাধ্বীশিরোমণি ব্রজরমণীগণ! যদিও তোমরা আমার সহিত কোনও বাক্যালাপ কর নাই, তথাপি তোমাদের ভাব দেখিয়া মনে হয়, তোমরা বনশোভা দর্শন করিবার জন্যই এই রাত্রিকালে নির্জ্জন যমুনাকূলে আগমন করিয়াছ। কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদের অধিকক্ষণ এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। কেননা কুলরমণীগণের পক্ষে অন্তঃপুরের বাহির হওয়াই অসঙ্গত। যদিও তোমরা রাত্রিকালে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়াছ, তথাপি তোমাদের এ ভাবে আমার নিকটে দাঁড়াইয়া থাকা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। তাই বলিতেছি, তোমাদের ত বনশোভা দর্শন করা হইয়াছে, এখন আর এখানে অনর্থক বিলম্ব না করিয়া সত্বর নিজ নিজ গৃহাভিমুখে গমন কর। তোমরা সকলেই গোপরমণী, সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদের পক্ষে গোপাবাসই উপযুক্ত বাসস্থান, তাহা ছাড়িয়া তোমরা যে এই নির্জ্জন স্থানে আমার নিকটে কেন বাস করিতেছ তাহা আমি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। গোপাবাস সর্ব্বদাই দধিমন্থনধ্বনি, গোবৎসাদির হাম্বাবর ও গোপগণের উচ্চগীতধ্বনিতে আনন্দমুখরিত থাকে; তোমরা এই নববয়সে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন স্থানে থাকিতে চাও কেন? তোমাদের পক্ষে গোপাবাসই শ্রেষ্ঠ বাসস্থান। সুতরাং তোমরা অবিলম্বে সেখানে গমন কর।

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া ব্রজরমণীগণ তাঁহার চরণপ্রান্তে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন—হে গোকুলবান্ধব! আমরা গোপাবাসে বাস করার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তোমারই চরণসেবনাশায় এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়াছি। কুসুমিত বৃন্দাবন, মৃদুল পবন কিংবা যমুনাবক্ষঃস্থিততরঙ্গাবলীর মৃদু আস্ফালন প্রভৃতি কিছুতেই আমাদের মন ও নয়ন আকৃষ্ট কিংবা প্রীত নহে। আমাদের আকর্ষণ কেবলমাত্র তোমার চরণ। আমরা যদি তোমার চরণসেবাধিকার পাই তাহা হইলে কুসুমিত বৃন্দাবন প্রভৃতি সমস্তই আমাদের সুখপ্রদ হইবে। কিন্তু যদি আমরা তোমার চরণসেবাধিকারে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে নির্জ্জনবাসই হউক আর গোপাবাসই হউক সমস্তই আমাদের কারাবাসের তুল্য। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তোমার চরণসেবাধিকারে বঞ্চিত হইলাম; কিন্তু হে পরমদয়ার্দ্র! আমাদের কিছুক্ষণের জন্য তোমার চরণ দর্শনের অধিকার দাও। আমরা এ জীবনের মত প্রাণ ভরিয়া তোমার চরণ দর্শন করিয়াই কৃতার্থ হই!

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার কাতরতাপূর্ণ ইঙ্গিত বুঝিয়া রসিকশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন বলিলেন—হে গোপরমণীগণ! তোমরা আজন্ম গোপাবাসে বাস করিয়াও কি তাহার প্রকৃতি জান না? সকলের সকল প্রকার বৃত্তান্ত ঘোষণা করে বলিয়াই গোপাবাস, "ঘোষ" নামে অভিহিত। তোমরা যদি এই নির্জ্জন স্থানে আমার নিকট বাস কর তাহা হইলে সর্ব্বত্র তোমাদের কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, সুতরাং তোমরা আর কাল-বিলম্ব না করিয়া অবিলম্বে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও (তদ্‌যাত মাচিরং ঘোষং)।

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার উপেক্ষা বচনে হতাশ হইয়া ব্রজরমণীগণ ইঙ্গিতে জানাইলেন—হে গোকুলসর্ব্বস্ব! আমরা তোমার চরণসেবাধিকারে বঞ্চিত হইয়া হতাশপ্রাণে গোপাবাসে গিয়া কি করিব? সেখানে আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা তোমার উপেক্ষাবচনে বজ্রাহত হইয়া আর অধিকক্ষণ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না, সেজন্য মনে করিতেছি যে তোমার উপেক্ষিত দেহ তোমারই চরণপ্রান্তে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিব। কাজেই আর গোপাবাসে ফিরিয়া গিয়া আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই।

সেবাধিকারনিরাশা গোপরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন বলিলেন "শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ" হে সতীশিরোমণিগণ! তোমাদের এখনই নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। কেন না, একমাত্র পতিসেবনই সতীরমণীগণের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তোমরা যদি পতিসেবনে অবহেলা করিয়া এই নির্জ্জন যমুনাকূলে দাঁড়াইয়া বনশোভা দর্শনপ্রসঙ্গে কালক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম করা হইবে। ব্রজমধ্যে তোমরা সকলেই পরম সতী বলিয়া বিখ্যাত, সমস্ত ব্রজবাসিগণই তোমাদের সতীত্বের প্রশংসা করিয়া থাকে, কিন্তু তোমরা যে কি কুহকে পড়িয়া তোমাদের প্রধান কর্ত্তব্য পতিসেবনে অবহেলা করিয়া বনভ্রমণে বহির্গত হইয়াছ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এখন আর কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া পতিসেবন কার্য্যে রত হও। আশা করি বারান্তরে আর কখনও তোমরা পতিসেবন কার্য্যে অবহেলা করিয়া সতীকূলে কলঙ্ককালিমা লেপন করিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথা শুনিয়া গোপরমণীগণ ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, হে ব্রজপতিকুমার! আমরা সতীত্ব ও পতিসেবা তোমার চরণনির্ম্মঞ্ছন করিয়া চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিয়াছি। আমরা তোমার নিকট সতীর কর্ত্তব্য কিংবা পতিসেবার বিধি ব্যবস্থা জানিবার জন্য এই নির্জ্জন বনে আসি নাই। তুমিই আমাদের একমাত্র গতি এবং তোমার চরণসেবাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত আমাদের আর কোনও কর্ত্তব্য আছে বলিয়া আমরা স্বপ্নেও জানি না কিংবা জানিতেও চাই না।

ব্রজপতিকুমার যখন পতিসেবনের উপদেশ দিয়াও ব্রজরমণীগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন বাৎসল্যভাবোদ্দীপন করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টিত হইলেন। যদিও ব্রজরমণীগণের একমাত্র কৃষ্ণ-সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কোনরূপ আকাঙ্ক্ষাই হৃদয়ে স্থান পায় না এবং একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই, তথাপি স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের উৎকণ্ঠাবর্দ্ধন করিবার জন্য এবং প্রেমের গাঢ়তা জগৎকে দেখাইবার জন্য এইরূপ নানাভাবের ভঙ্গি করিয়া উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি ভঙ্গিপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা সতীশিরোমণি হইয়াও পতিসেবনে শৈথিল্য-প্রকাশ করিতেছ বলিয়া মনে হইতেছে যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা নববিবাহিতা তাহাদের এখনও পূর্ণরূপে পতিসম্বন্ধ না হওয়ায় পতিসেবার কর্ত্তব্যতা-বুদ্ধি প্রকাশ পায় নাই; এবং যাহারা পুত্রবতী তাহাদেরও পুত্র-পালনের ব্যস্ততাবশতঃ পতিসেবনের শৈথিল্য ঘটিয়াছে। সেই জন্যই তোমরা স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম পতিসেবনে অবহেলা করিয়া বনশোভাদর্শনে মত্ত হইয়া গিয়াছ। কিন্তু তোমাদের পুত্রগণ ক্ষুধিত হইয়া দুগ্ধ পানের জন্য ক্রন্দন করিতেছে এবং এখনও গোদোহন হয় নাই বলিয়া গোবৎসগণ বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিতেছে, তাহাও কি তোমরা বনশোভা দর্শনের আবেশে ভুলিয়া গিয়াছ? যদি ভুলিয়া গিয়া থাক তাহা হইলে আমি মনে করিয়া দিতেছি—"ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত"—তোমাদের শিশুপুত্রগণ তোমাদের না দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছে এবং গোবৎসগণ অনেকক্ষণ বাঁধা থাকিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। অতএব তোমরা অবিলম্বে নিজ গৃহে গমন কর, গোদোহন করিয়া আবদ্ধ গোবৎসগণকে ছাড়িয়া দাও এবং শিশুগণকে দুগ্ধপান করাও।

(গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যচর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপাদ জীব গোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় সুবিস্তৃত সমালোচনা করিয়া সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপরমণীগণের মধ্যে কেহই পুত্রবতী ছিলেন না। কিন্তু পরিহাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদের সহিত পরিহাস করিবার জন্য স্থানে স্থানে তাহাদের পুত্রবতী বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহুতর সমালোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে আর পুনরুল্লেখ করিলাম না।)

ব্রজরাজনন্দন এইভাবে ব্রজরমণীগণকে উপেক্ষাবচনে নিরাশান্বিত করিয়া নানাভাবে মুখনয়নাদির ভঙ্গি করিয়া তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ব্রজরমণীগণ প্রথমতঃ উপেক্ষাবচনে হতাশ হইয়া পরক্ষণেই আবার প্রার্থনাভঙ্গি বুঝিয়া আশান্বিত হইলেন। "তদ্‌যাত মা চিরং ঘোষং" প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গির ধারণা করিতে পারিলে মনে হয় যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বলিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা বিবিধ কুসুমাবলী পরিশোভিত বৃন্দাবনের অতুলনীয় শোভা সম্পদ্ দেখিলে ত? তোমাদের মত প্রেমবতী রমণীগণের পক্ষে কি এমন বিলাসযোগ্য স্থান পরিত্যাগ করা শোভা পায়? অতএব তোমরা আর ব্রজে ফিরিয়া যাইও না। যদি বা নিতান্তই তোমরা গৃহের মায়া ছাড়িতে না পার তাহা হইলেও এখনই ফিরিয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই। বনশোভা দর্শন, বনবিহার প্রভৃতি সমাপন করিয়া রাত্রিশেষে ব্রজে ফিরিয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে। (তৎ—যতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমশোভাময়মিদং রম্যং স্থানং যূয়ং নবানুরাগবত্যো রমণ্যঃ অহমপি যুষ্মাকমনুকূল এব তস্মাৎ অচিরং শীঘ্রং ঘোষং মা যাত)।

পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গি হৃদয়ঙ্গম হইলে ব্রজরমণীগণ প্রেমগর্ব্ববশতঃ উপেক্ষাভঙ্গি এবং অন্যবিধ কার্য্যাদির ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়া থাকেন ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণবচনের উত্তর প্রদান করা হয়। সুতরাং এবারও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গি হৃদয়ঙ্গম করিয়া এমন ভঙ্গি প্রকাশ করিলেন যে তাহাতে নীরব ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণকে জানান হইল যে—হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি এ কি কথা বলিতেছ? আমরা বনদুর্গার পূজা করিব বলিয়া রজনীবিকাশি বনকুসুম চয়ন করিবার জন্য এই বনে আসিয়াছি, কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল না যে তুমি এই রাত্রিকালে এই বনে অসিয়াছ; ইহা যদি আমরা পূর্ব্বে জানিতাম তাহা হইলে আমরা অন্য বনে গমন করিতাম। যাহা হউক, এখন আসিয়া পড়িয়াছি আর কি করিব, আমরা এখন এখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বনান্তরে গমন করিব এবং সেখান হইতে বনকুসুম চয়ন করিয়া ব্রজে যাইব ও আমাদের স্ব স্ব পতির মঙ্গলার্থে বনদুর্গার আরাধনা করিব। আমরা সকলেই ব্রজমণ্ডলে মহাসতী বলিয়া বিখ্যাত তাহা বোধ হয় তোমার অবিদিত নাই। সতীরমণীগণের পক্ষে একমাত্র পতির মঙ্গলকামনা করা এবং কায়মনোবাক্যে পতির সেবা করাই কর্ত্তব্য। সুতরাং আমরা বনশোভা দর্শন করিতে বনে আসি নাই, আমরা এখনই ব্রজে ফিবিয়া যাইব।

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া রসিকশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন তাঁহার স্বভাবমধুর অঙ্গমুখাদির সুললিত ভঙ্গি করিয়া বলিলেন "পতীন্ মা শুশ্রূষধ্বং সতীশ্চ মা শুশ্রূষধ্বং"। হে পরমানুরাগিণী সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যখনি ব্রজরমণীগণ! তোমরা পতিসেবনে রত হইও না কিংবা সতীগণের পথের অনুসরণ করিও না। তাহাতে তোমাদের স্বচ্ছন্দতা ও স্বতন্ত্রতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং তোমরা বিধাতার করুণার দানস্বরূপ নবযৌবন, সুললিত অঙ্গমাধুরী ও অনুরাগ প্রভৃতি যাহা লাভ করিয়াছ তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তোমাদের এই নবযৌবন, দেহমাধুরী প্রভৃতি কি কোনও অনুরাগবিহীন অরসিক ব্যক্তির ভোগ্য হইতে পারে? তোমাদেরও কি এই নবযৌবন, নব অনুরাগ ও সুবলিত দেহশোভা অপাত্রে অর্পণ করা উচিত? অতএব হে নবানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ! তোমরা সতীপদবীর অনুসরণ করিয়া যোগ্যাযোগ্যবিচারবিহীন পতিসেবনই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিও না এবং সেজন্য আমাকে ছাড়িয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প করিও না।

তোমরা যে সমস্ত শিশুগণ ও গোবৎসগণকে পালন করিয়া থাক তাহারা তোমাদের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র বলিয়া তোমরা বোধ হয় তাহাদের জন্য ব্যস্ত হইয়াছ ও তোমাদের না দেখিয়া তাহারা ক্রন্দন করিতেছে মনে করিয়া তোমরা তাহাদের নিকট যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছ। তাই বলিতেছি—"বৎসা বালাশ্চ মা ক্রন্দন্তি, তান্ মা পায়য়ত মা দুহত"। তোমাদের পালনীয় শিশুগণ ও বৎসগণ ক্রন্দন করিতেছে না, কেন না তোমাদের মাতা, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, যাতৃ, সপত্নী প্রভৃতি যাঁহারা বাড়ীতে আছেন তাঁহারাই তাহাদের ব্যবস্থা করিতেছেন! তোমাদের অপেক্ষায় শিশুপালন ও বৎসপালন কার্য্য স্থগিত নাই। সুতরাং তোমাদের সেজন্য কোন প্রকার চিন্তার কারণ নাই। তোমরা এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া গোদোহন ও বৎসমোচন করিবে, তাহার পর সেই দুগ্ধ আবর্ত্তন করিয়া শিশুগণকে পান করান হইবে, বলিয়া তোমাদের মাতা ভগ্নী প্রভৃতি নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া নাই। তাঁহারা সময় মত গোদোহন, বৎসমোচন ও শিশুপালন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য কার্য্যই নির্ব্বাহ করিয়াছেন। অতএব তোমাদের গোদোহনাদি কোন কার্য্যই করিতে হইবে না। তোমরা নিশ্চিন্তচিত্তে এইস্থানেই অবস্থান কর। ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত হইও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিত জানিয়া প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ একটু আশ্বস্ত হইলেন এবং সকলেই প্রফুল্লনয়নে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রেমোখলজ্জায় অধোমুখী হইলেন।

এই শ্লোকের প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিতে দেখা যায় যে—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণকে পতিসেবন এবং সতীপদবীর অনুসরণ হইতে বিরত করিবার জন্য বলিয়াছেন "সতীন্ মা শুশ্রূষধ্বং পতীশ্চ মা শুশ্রূষধ্বং" "পতি-সেবন করিও না এবং সতীগণের পদবী অনুসরণ করিও না"। ইহাতে মনে করা উচিত নহে যে পতিসেবন এবং সতী পদবীর অনুসরণ করা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত নহে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবৃন্দাবনের গোপগোপীগণের সহিত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন তাহা তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ কিংবা ধর্ম্মানুষ্ঠান নহে। এই সমস্ত লীলা তাঁহার নির্ম্মল প্রেমরসাস্বাদনেরই চরম পরিণতি। এই সমস্ত লীলা করিয়া শ্রীভগবান্ জগৎকে তাহার অনুকরণ করিতে আদেশ করেন নাই। ইহা হইতে ব্রজবাসিভক্তগণের নির্ভর প্রেম এবং শ্রীভগবানের পূর্ণপ্রেমাধীনতাই একমাত্র আস্বাদনীয়। তিনি ব্রজবাসিভক্তগণের নির্ম্মল প্রেমরসাস্বাদনের জন্য যাহা করিয়াছেন কিংবা যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুকরণ কিংবা অনুসরণ করিতে যাওয়া সম্পূর্ণভাবে মূর্খতার পরিচায়ক। পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবও মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ বিলাসবার্ত্তা বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

ঈশ্বরের লীলা অনীশ্বরের অনুকরণীয় নহে। কেন না, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, পরমস্বতন্ত্র এবং সর্ব্ববিধ প্রাকৃত-ভাবের অতীত। অনীশ্বর জীব, অল্পশক্তিশালী, দেহেন্দ্রিয়াদির অধীন এবং প্রাকৃতভাবে বিজড়িত। অনীশ্বর যদি ঈশ্বরের অনুসরণ করিতে যায় তাহা হইলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কৈলাসপতি শ্রীশঙ্কর বিষপান করিয়াছিলেন বলিয়া যদি কোনও জটাজূটধারী জীবও তাহাই করিতে যায় তাহা হইলে সেই বিষে তাহার জীবনান্ত হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ যেভাবেই যাহা করুন না কেন তাহা কখনও অপূর্ণ জীবের ন্যায় দুষ্পূর কামনা পূরণের উপাদান বা উপায়রূপে পরিগণিত হয় না কিংবা তাহা তত্ত্ববিহীন প্রাকৃতভাবময় হয় না। শ্রীভগবানের সর্ব্ববিধলীলাব্যবহারই প্রপঞ্চাতীত ভাবের প্রপঞ্চানুকরণমাত্র। মৃত্তিকাভাণ্ডের অনুকরণে স্বর্ণপাত্র নির্ম্মাণ করিলে তাহা কখনও মৃত্তিকা হয় না কিংবা মৃত্তিকা দ্বারা স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করিলেও তাহা কখনও স্বর্ণ হয় না। শ্রীভগবান্ যে, গোপীগণকে পতিসেবন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত হইতে বলিয়াছেন তাহাতে তত্ত্বতঃ কোনও ত্রুটি হয় নাই, কেন না তিনি জগৎপতি এবং পতির পতিত্ব তাঁহারই চরণে বাঁধা। তিনি যতক্ষণ জীবরূপে এবং অন্তর্য্যামিরূপে পতিহৃদয়ে অবস্থান করেন ততক্ষণই পতির পতিত্ব। সুতরাং জাগতিক পতির সেবা পরিত্যাগ করিয়া জগৎপতির সেবায় রত হইলে কোনপ্রকার ধর্ম্মহানি হয় না। এই জগৎপতির সেবাপ্রাপ্তির জন্যই শাস্ত্রে সতীগণের পতিসেবার বিধান আছে। "পতির্নারায়ণঃ স্বয়ং" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ বুদ্ধিতেই পতিসেবার বিধি আছে। গোপীগণকে সেই নারায়ণই বলিয়াছেন—"পতীন্ মা শুশ্রূষধ্বং" তোমাদের পতিসেবনের প্রয়োজন নাই, তোমরা আমার সেবা কর। সুতরাং এই দৃষ্টান্তে জগতের কাহারও পক্ষে কোনও পতিসেবনপরায়ণা রমণীকে বলা উচিত নহে যে তোমার পতিসেবনের প্রয়োজন নাই, তুমি আমার সেবা কর; কিংবা কোন রমণীরই মনে করা উচিত নহে যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছিলেন—"পতীন্ মা শুশ্রূষধ্বং"; সুতরাং পতিসেবার কোনই প্রয়োজন নাই।

গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাসের কথা শ্রবণকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেই মনে রাখা উচিত যে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

গোপীগণ, গোপীগণের পতিগণ এবং জগতের সর্ব্বজীবগণের হৃদয়ে যিনি অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত, তিনিই লীলাবিগ্রহে সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন এবং নানাভাবে লীলা করিয়া প্রেমরসাস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার অন্তর্য্যামিরূপের খেলা অতি গুপ্ত এবং নির্লিপ্ত। কিন্তু তাঁহার লীলাবিগ্রহের খেলা সুব্যক্ত এবং প্রেমপক্ষপাতময়। কাজেই প্রেমরসাস্বাদনের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন হয় তিনি তখনই তাহা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রেমের খেলায় ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা প্রভৃতি কিছুরই সম্বন্ধ নাই, তাহাতে আছে কেবল প্রেমের পরিপাটী। জগতের জীব যেমন বিবিধ কামের প্রেরণায় ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া কাম্যবস্তুর অনুসন্ধানে ও আস্বাদনে রত, সেইরূপ জগন্নাথও প্রেমের প্রেরণায় সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রেমরসের অনুসন্ধানে ও আস্বাদনে মত্ত। যে ভগবানের আদেশবাণী মাথায় করিয়া বেদ পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্র জগতে ঘোষণা করিতেছে যে "কদাপি মিথ্যাকথা বলিও না" সেই ভগবানের বাল্যলীলাবিগ্রহ বাল্যক্রীড়ারসে মত্ত হইয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন এবং মা যশোদার নিকট অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলিলেন—"নাহং ভক্ষিতবান্ অম্ব সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ" "ও মা, আমি ত মাটি খাই নাই! আমার খেলার সাথী গোপবালকগণ সকলেই মিথ্যাবাদী।" মিথ্যাকথা না বলিলে সত্যস্বরূপ ভগবানের বাল্যলীলায় বাৎসল্যরসাস্বাদন হয় না, তাই তিনি মিথ্যাকথা বলিয়াই রসপুষ্টি করিলেন।

সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত রাসাদিলীলায় মধুররসাস্বাদনে প্রবৃত্ত, তখন তাঁহার লীলাবিগ্রহ জগৎপতি হইয়াও গোপবধূগণের উপপতি। কাজেই তখন আর পতিসেবনের কিংবা সতীপদবী অনুসরণের ব্যবস্থা দেওয়া যায় না। তখন তিনি উপপতির রীতি অবলম্বন করিয়াই গোপবধূগণকে বলিলেন যে—তোমরা পতিসেবনে এবং সতীপদবী অনুসরণে কেন বৃথা নববয়সের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদির অপলাপ করিতেছ? সতীত্বের সীমানার মধ্যে যদি স্বতন্ত্রতা আবদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে কি কাহারও রমণীজীবনের শ্রেষ্ঠরসাস্বাদ পূর্ণ হয়? অতএব হে অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণ! তোমরা পতিসেবন এবং সতীপদবীর অনুসরণ ভুলিয়া যাও এবং আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দরসাস্বাদনে রমণীজন্ম সার্থক কর।

জগৎপতির মুখে এই উপপতির ভাষা বড়ই মধুর, কিন্তু তাই বলিয়া যদি জগতের কোনও কামকুক্কুর প্রেমের দোহাই দিয়া এই ভাষা প্রয়োগ করে তাহা হইলে তাহা অতীব বিরস হইবে। প্রেমের ঠাকুর তাঁহার প্রেমের লীলায় যাহা বলিয়াছেন ও যাহা করিয়াছেন, কোনও কামের কুক্কুর যেন তাহার অনুকরণ কিংবা অনুসরণ না করে। প্রেমময়ের এই প্রেমাধীনতার পরিচয় পাইয়া প্রেমলাভের জন্য লালায়িত হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যাহাদের প্রেমরসাস্বাদনের জন্য জগৎপতি উপপতি সাজিয়াছেন, তাঁহাদের চরণাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহাদের প্রেমসিন্ধুর একবিন্দুও যদি কেহ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিবে যে এই লীলায় কত রস! কত মাধুর্য্য।

দণ্ডকারণ্যবাসি ঋষিগণ এই রস বুঝিয়াছিলেন, সীতাদেবীর শ্রীরামপ্রীতিসিন্ধুকণবাহি বায়ুপ্রবাহ তাঁহাদের অঙ্গে লাগিয়াছিল, তাই তাঁহারা ঋষিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া গোপীত্বের আকাঙ্ক্ষায় পাগল হইয়াছিলেন এবং জপ যোগ ধ্যান জ্ঞান তপস্যাদি বিসর্জ্জন দিয়া সেই ভাবের ভাবুক হইয়া সেই ভাবনায় ডুবিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল গোপীদেহে। "তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে"।

সুতরাং জগৎপতির মুখে উপপতির ভাষা শুনিয়া ভ্রান্ত হওয়া উচিত নহে। ইহা তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ নহে, পরিহাসবচন এবং প্রেমরসাস্বাদন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ আছে অসংখ্য বেদ পুরাণ সংহিতা প্রভৃতিতে। ধার্ম্মিকগণ সেই পথের অনুসরণ করুন। যাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের পারে গিয়া প্রেমরসের অনুসন্ধান করিতে চান, তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমময়ের প্রেমের লীলাকথা রসাস্বাদন করিয়া সেই ভাবে ভাবিত হইতে চেষ্টা করেন। জগৎ যদি ইহাতে স্বেচ্ছাচারের স্রোতে ভাসিয়া যায় তাহা হইলে তাহার পরিণাম ভাল হইবে না। প্রেমময়ের প্রেমের লীলাকথা শুনিয়া প্রেমের স্রোতে ভাসিবার জন্য চেষ্টিত হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, ব্রজরাজনন্দনের উপেক্ষা ও প্রার্থনাভঙ্গিপূর্ণ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া ব্রজরমণীগণ যখন দুঃখ ও সুখের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ভাবগাম্ভীর্য্য হইতে বাস্তবার্থের প্রকাশ হইল। ব্রজরাজনন্দন, ব্রজরমণীগণকে বলিলেন—"তদ্‌যাত মাচিরং ঘোষং"। বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে—ইহাতে বাস্তবার্থের ঝঙ্কার অতি মধুর ও অভ্রান্ত সত্য। শ্রীকৃষ্ণ যে, ব্রজরমণীগণকে ঘোষে যাইতে বারণ করিলেন, তাহা সমালোচনা করিলে মনে হয় যে—সর্ব্বদা গোবৎসাদির হাম্বারব, গোপগণের গীতধ্বনি এবং গোপীগণের দধিমন্থনশব্দে মুখরিত থাকে বলিয়া গোপাবাসকে "ঘোষ" বলা যায়। এইরূপ সর্ব্বদাই সকলের দোষ মাত্র ঘোষিত হয় বলিয়া সংসারক্ষেত্রকেও "ঘোষ" বলা যাইতে পারে। সংসারে যাহার যতই গুণ থাক্ না কেন কেবলমাত্র তাহার দোষই ঘোষিত হইয়া থাকে। কেহ যদি অশেষ সদ্‌গুণসম্পন্নও হয়, তথাপি কথাপ্রসঙ্গে তাহার কথা উত্থাপিত হইলে সকলেই বলিয়া থাকে "অমুক ব্যক্তির নানাবিধ গুণ আছে বটে, কিন্তু সে মদ্যপায়ী"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেই ব্যক্তির সর্ব্ববিধ গুণ আবৃত করিয়া তাহার মদ্যপান দোষই ঘোষিত হইল। কেহ যদি চিরজীবন কাহারও সঙ্গে বিবিধ সদ্ব্যবহার করিয়া একদিনও কোনও দুর্ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দুর্ব্যবহারের কথাই সংসারে ঘোষিত হয়। অধিক আর কি বলিব, সর্ব্বদা নানাভাবে ও যথানিয়মে দেহের সেবা করিতে করিতে একদিনও যদি কেহ কোনও কুপথ্য করে, তাহা হইলে সেই কুপথ্যের দোষ ঘোষণা করিবার জন্য তাহার দেহে রোগ প্রকাশ হইয়া পড়ে। এইভাবে যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে—সংসারে গুণের ঘোষণা নাই, দোষ ঘোষণা করিবার জন্যই সংসার শতমুখ। স্ত্রী পুত্র পরিজন বিষয় বৈভব আত্মীয় বান্ধব প্রভৃতি সকলেই গুণ ভুলিয়া দোষ ঘোষণা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, সেইজন্যই সংসারক্ষেত্রকে "ঘোষ" বলা অসঙ্গত হয় না।

একমাত্র শ্রীভগবানের নিকট দোষের ঘোষণা নাই। তিনি সর্ব্ববিধ দোষের কথা ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বদাই গুণ ঘোষণা করিবার জন্য এবং গুণের পুরস্কার দেওয়ার জন্য লালায়িত থাকেন। সংসার দোষের দণ্ড দেওয়ার জন্য সর্ব্বদাই ক্ষিপ্রহস্ত, শ্রীভগবান্ গুণের পুরস্কার দেওয়ার জন্য তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণে ব্যস্ত ও আকাঙ্ক্ষান্বিত। অজামিল, রত্নাকর প্রভৃতি ইতিহাস-পুরাণপ্রসিদ্ধ দোষিগণের দোষের অন্ত নাই, কিন্তু গুণগ্রাহী শ্রীভগবান্ চরমকালে তাহাদের মুখে নামোচ্চারণ শুনিয়া কতই না পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন! আজমিলের বৈকুণ্ঠে গমন এবং রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকি তপোধন হওয়ার বৃত্তান্ত পুরাণ-ইতিহাসপাঠক মাত্রেরই সুবিদিত। বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন এবং স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে—বহুদোষের দোসী অজামিল ও রত্নাকর জগতের নিকট কি ভাবে দোষের দণ্ড পাইয়াছে এবং জগন্নাথের নিকট কিভাবে গুণের পুরস্কার পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। কাজেই বলিতে হইবে যে—সংসারবাসী মাত্রেরই দোষের বোঝা মাথায় করিয়া জীবনযাপন করিতে হয় এবং শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত ব্যক্তি সর্ব্বদাই গুণের পুরস্কার ভোগ করিয়া থাকে। পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণসেবার্থ সমাগত ভক্তগণকে দোষঘোষণাপরায়ণ সংসারক্ষেত্রে (ঘোষে) যাইতে নিষেধ করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার সেবাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। আনাদিকাল হইতে সংসারক্ষেত্রে গতাগতিপরায়ণ জীবগণ সংসারের অশেষ দোষ জানিয়াও বদ্ধমূল আসক্তিবশতঃ তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবশতঃ যদি কোনও জীবের শ্রীভগবৎসেবার লালসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মে, তথাপি সে সংসারসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই ভগবানের সেবা করিয়া থাকে। একেবারে সংসারসম্বন্ধ বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীভগবৎসেবার আসক্তি লাভ একমাত্র শ্রীভগবানেরই কৃপাসাক্ষেপ।

পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত রসালাপে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহার বাস্তবার্থ সমালোচনা করিলে মনে হয় যে—তিনি প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকেই এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন যে—তোমরা আমার নিকটে অবস্থান কর, বিবিধ দোষ ঘোষণাতৎপর সংসার-ক্ষেত্রে গমন করিও না। অনাদিজন্মসঞ্চিত আসক্তির আকর্ষণে যদি তোমরা সংসারে গমন না করিয়া থাকিতে না পার, তাহা হইলে—"অচিরং মা যাত"—সত্বর সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমার নিকট দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া তাহার পর সেখানে গমন কর। ইহাতে বক্তব্য এই যে—দীর্ঘকাল শ্রীভগবৎসেবা প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিয়া তাহার পর সংসারে গমন করিলেও পূর্ণরূপে সংসারাসক্তির কবলগ্রস্ত হইতে হয় না। দীর্ঘকাল অগ্নিকুণ্ডে স্থাপিত লৌহখণ্ড যদি জলমধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে তাহার তাপে জলও উষ্ণ হইয়া যায়, কাজেই জলস্পর্শজনিত শীতলতা তাহাকে পূর্ণরূপে অধিকার করিতে পারে না। দীর্ঘকাল শ্রীভগবৎ-সেবারত ব্যক্তিও যদি কামনা বাসনাময় সংসারে আগমন করে, তাহা হইলে তাহার সঙ্গপ্রভাবে সংসারেও শ্রীভগবৎসেবা বাসনা সঞ্চারিত হইয়া যায়। এইজন্যই শ্রীভগবান্ বলিলেন—যদি আমার নিকট হইতে যাইতেও হয়, তাহা হইলে সত্বর না গিয়া কালবিলম্বে যাইবে। ইহাতে সংসারবাসী সাধকভক্তগণের ধারণা রাখা উচিত যে—সাধনপ্রসঙ্গে যতক্ষণ শ্রীভগবানের সম্বন্ধ লইয়া থাকা যায় ততক্ষণই লাভ। যে সমস্ত সাধকভক্তগণ, দীর্ঘকাল সাধনপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে পারেন, তাঁহারা সংসারে থাকিলেও ভজনহীন ব্যক্তিগণের মত তাঁহাদের সংসারে লিপ্ত হইতে হয় না।

কোন কোনও হস্তলিখিত পুঁথিতে "তদ্‌যাত মাচিরং গোষ্ঠং" এই প্রকার পাঠান্তর দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামীও তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে—"গোষ্ঠমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ"। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ উপেক্ষা ও প্রার্থনাভঙ্গিময় বচনে "গাবস্তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্" (যেখানে গোগণ বাস করে) এই প্রকার অর্থ হয়। ইহাতে তাঁহার বক্তব্য এই যে—গোপালনতৎপরা গোপরমণীগণের গোষ্ঠে থাকাই উচিত। তাহাদের পক্ষে গোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া বনভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহার বাস্তবার্থেও "গাবস্তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্" অর্থাৎ যেখানে গোমহিষাদি পশুতুল্য বিবেকবুদ্ধিবিহীন ও আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদিনিরত বহির্ম্মুখ জীবগণ বাস করে - এইপ্রকার সংসারক্ষেত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিংবা "গাবঃ ইন্দ্রিয়াণি তিষ্ঠন্তি" "শব্দ স্পর্শাদিবিষয়ভোগলালসয়া বর্ত্তন্তে অস্মিন্" অর্থাৎ শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ভোগ লালসায় বহির্ম্মুখ জীবগণের চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যেখানে সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকে—এই ভাবে সংসারক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ বলিলেন—তোমরা এই প্রকার গোষ্ঠে (সংসারক্ষেত্রে) গমন করিও না, আমার নিকটে অবস্থান কর। ভ্রান্ত জীবগণ শ্রীভগবৎসেবার পরমানন্দরসাস্বাদনে বিমুখ হইয়া নিরন্তর সংসারেই গতাগতি করে এবং গোমহিষাদি পশুর ন্যায় নানাবিধ দুঃখ দৈন্যাদির লগুড়াঘাতে জর্জ্জরিত হয়। তাহাদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাকৃত রূপাদি বিষয়-ভোগ লালসায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া সংসারেই আবদ্ধ থাকে এবং আপাতমনোরম বিষয় ভোগ করিয়া পরিণামে বিবিধ দুঃখ দৈন্যাদির কবলগ্রস্ত হয়। পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ জগৎকে উপদেশ দিয়াছেন "গোষ্ঠং মা যাত" অশেষ দুঃখদৈন্যাদিময় সংসারে (গোষ্ঠে) গমন করিও না, আমার নিকটেই অবস্থান কর।

সংসারাসক্ত জীবকে সংসারের অসারতা বুঝাইতে গেলে তাহারা নানাবিধ যুক্তি দেখাইয়া সংসারের বিবিধ কর্ত্তব্য প্রদর্শন করে এবং সেই সমস্ত কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়া বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। ব্রজরমণীগণকে নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহে যাইতে বারণ করিলেও তাঁহারা বলিতে পারেন যে—রমণীগণের পতিসেবনই একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য; সুতরাং নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও কেবলমাত্র পতিসেবনরূপ মহাধর্ম্ম পালনের জন্যই গৃহে গমন করিতে হইবে। ইহাতে শ্রীভগবান্ বলিলেন "পতীন্ মা শুশ্রূষধ্বং" তোমরা পতিসেবন করিও না। শ্রীকৃষ্ণের এই বচনের উপেক্ষা ও প্রার্থনাভঙ্গিতে যে অর্থের প্রতীতি হয় তাহা পূর্ব্বে নানাভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বাস্তবার্থের সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে—শ্রীভগবান্ বলিলেন "পতীন্ মা শুশ্রূষধ্বং" অর্থাৎ পতিগণের সেবা করিও না। ইহাতে বক্তব্য এই যে—রমণীগণ প্রতিজন্মেই যে একই পুরুষকে পতিত্বে বরণ করে তাহা বলা যায় না। জীবগণ বিচিত্র কর্ম্মফলে কে কোন্ জন্মে কাহার পিতা, কাহার মাতা, কাহার পুত্র, কাহার কন্যা, কাহার পতি, কাহার পত্নী হইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার কোনই নির্দ্দেশ করা যায় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে—যে সমস্ত জীব রমণী-দেহে পতিসেবন করে, তাহাদের অসংখ্য জন্মে অসংখ্য পতিসেবন করিতে হয়। কিন্তু যখন সাধনানুষ্ঠান প্রভাবে জন্ম মৃত্যুর অবসান হইয়া যায়, তখন জগৎপতিকে পতিরূপে পাইয়া জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ও সেইজন্য বলিলেন "পতীন্ মা শুশ্রূষধ্বং" সংসারে গমন করিয়া পুনঃপুনঃ গতাগতিতে পুনঃপুনঃ বিবিধ পতি-সেবনের কোনই প্রয়োজন নাই। আমার সেবা করিয়া আমাকেই পতিরূপে লাভ করিয়া কৃতার্থ হও। যাহারা জাগতিক পতির সেবা করে, তাহাদের জন্মে জন্মে বহু পতির সেবা করিতে হয়। কিন্তু যাহারা জগৎপতির সেবা করে, তাহাদের পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, কাজেই একমাত্র জগৎপতির সেবা করিয়াই তাহারা কৃতার্থ হয়। "পতীন্ মা শুশ্রূষধ্বং" এই শ্রীকৃষ্ণবচন হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, "পতিং মাং শুশ্রূষধ্বং"—সংসারে গমন করিয়া জন্মে জন্মে বহুপতির সেবা না করিয়া আমার নিকটে থাকিয়া একমাত্র আমারই সেবা কর।

বিশেষতঃ জীবগণ প্রতিজন্মে যথাসম্ভব পতি, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি যাহারই সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হউন না কেন, সকল সম্বন্ধের মূলই শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ জীবরূপে এবং অন্তর্য্যামিরূপে যতদিন পতি প্রভৃতির দেহে অবস্থিত থাকেন, ততদিনই তাঁহাদের পতিত্ব প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকে। সুতরাং পতি, পিতা, মাতা, পুত্র প্রভৃতি সমস্তই সর্ব্বমূলস্বরূপ সর্ব্বাত্মক শ্রীভগবানেরই বিবিধ প্রকার মায়িক অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। পতি প্রভৃতি সকলের দেহেই শ্রীভগবান্ জীবরূপে ও অন্তর্য্যামিরূপে বিদ্যমান থাকিলেও মায়ামুগ্ধ জীবগণ মায়িক দেহকেই পতি প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রহণ করিয়া থাকে, কাজেই তাহাদের সেবা, ভালবাসা প্রভৃতি মায়িক দেহেই আবদ্ধ থাকে। কিন্তু যাহারা মায়িক দেহের সম্বন্ধ ভুলিয়া মায়াতীত শ্রীভগবান্কেই জগৎপিতা, জগৎপতি প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদের সম্বন্ধই একনিষ্ঠতা লাভ করে এবং তাহারাই জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণ শান্তি ও কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে।

জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য দেখিলে বহুসূর্য্য দেখিতে হয়, কিন্তু যাহারা গগনস্থ সূর্য্য দেখে তাহাদের বহুসূর্য্য দেখিতে হয় না। যাহারা জগৎপতিকে প্রাকৃতদেহে অবস্থিতরূপে দেখে, তাহাদের জন্মে জন্মে বহুদেহে অবস্থিত রূপেই দেখিতে হয়; কিন্তু যাহারা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকে দেখে তাহাদের আর বহু দেখিতে হয় না। যাহারা শ্রীভগবানের সহিত পতি পুত্রাদি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহাদের সম্বন্ধই একনিষ্ঠ হয়। মায়িকদেহ নশ্বর এবং বহু; কাজেই তাহার সহিত স্থাপিত সম্বন্ধ কখনও সত্য কিংবা এক হইতে পারে না। ব্রজরমণীগণ প্রেমবশতঃ সর্ব্বমূলস্বরূপ শ্রীভগবান্কে যাহা বলিয়াই ধারণা করুন না কেন, তাঁহাদের শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধসূত্র কদাপি ছিন্ন হইবে না কিংবা তাহার কদাপি পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। যাহারা জগৎপতিকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাদেরই প্রকৃত সতী বলা যাইতে পারে; কিন্তু যাহারা জাগতিক পতিকে পতিরূপে গ্রহণ করে, তাহাদের জন্মে জন্মে পৃথক্ পৃথক্ দেহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হয়। এইজন্য শ্রীভগবান্ গোপরমণীগণকে "সতী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং জাগতিক পতিসেবন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের এই কথায় সাধক ভক্তগণের ধারণা রাখা উচিত যে—সতী রমণীগণ শ্রীভগবদ্বুদ্ধিতে জাগতিক পতিয় সেবা করিতে করিতে যখন জগৎপতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, তখনই তাহাদের সতীত্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। যতদিন পর্য্যন্ত জাগতিক পতির জড়দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে ততদিন পর্য্যন্ত সতীত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না। "সর্ব্বাসামেব সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনং" এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনেও সুস্পষ্টই জানা যায় যে, একমাত্র শ্রীভগবানের চরণ সেবনেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। গোপরমণীগণ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কেই প্রাণবল্লভরূপে প্রাণমন্দিরে বসাইয়াছেন এবং তাঁহারই সেবা করিবার জন্যই সর্ব্বত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের আর কিসের অভাব বা অপূর্ণতা আছে? তাঁহারা সর্ব্বভাবেই পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বভাবেই কৃতার্থ।

শ্রীভগবান্ ব্রজরমণীগণকে জাগতিক পতিসেবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন—হে সতীশিরোমণিগণ! তোমরা যদি মনে কর যে তোমাদের না দেখিয়া তোমাদের পরম স্নেহপাত্র এবং তোমাদেরই স্নেহে প্রতিপালিত গোবৎসগণ এবং শিশুগণ তোমাদের জন্য ক্রন্দন করিতেছে, তাহাতে আমি বলিতেছি যে—তাহারা তোমাদের জন্য ক্রন্দন করুক বা না করুক, তাহাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তোমাদের না দেখিয়া আপাততঃ তোমাদের জন্য দুঃখিত হইলেও অতি অল্প কালের মধ্যেই তাহাদের দুঃখের অবসান হইয়া যাইবে। জগতের জীবের কোনও আত্মীয়বিয়োগ হইলে আপাততঃ খুব দুঃখিত হয় বটে, কিন্তু কাহারও সে দুঃখ চিরস্থায়ী হয় না। জাগতিক ভালবাসা এবং সম্বন্ধ, বাহ্যব্যবহার হইতেই প্রকাশ হইয়া থাকে। বাহ্য-ব্যবহার না পাইলে জাগতিক ভালবাসা অন্তর্নিহিত হইয়া যায়। গর্ভধারিণী জননী যদি তাহার গর্ভজাত সন্তানকে লালন পালন না করেন কিংবা সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জননীকে ভক্তিশ্রদ্ধা কিংবা ভরণপোষণাদি না করে তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও ভালবাসা বিলুপ্ত হইয়া যায়। যেখানে বাহ্যব্যবহারের আধিক্য সেই খানেই ভালবাসারও আধিক্য দেখা যায়। কাজেই তোমাদের পালনীয় গোবৎসগণ ও শিশুগণ যদি তোমাদের নিকট বাহ্য ব্যবহার না পায়, তাহা হইলে আর তাহারা কদাপি তোমাদের জন্য ব্যাকুল হইবে না কিংবা ক্রন্দন করিবে না। অতএব "বৎসা বালাশ্চ ক্রন্দন্তি তান্ মা পায়য়ত দুহত"—তোমাদের পালনীয় গোবৎসগণ ও শিশুগণ তোমাদের না দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছে বটে, কিন্তু তোমরা তাহাদের জন্য বিচলিত হইও না।

শ্রীভগবানের এই উপদেশবাণী হইতে সাধকভক্তগণের ধারণা রাখা উচিত যে—কোনও স্নেহপাত্র ব্যক্তির স্নেহে ব্যাকুল হইয়া শ্রীভগবানের চরণ সেবনে বিরত হইলে কোনও দিনই শ্রীভগবানের চরণসেবাধিকার পাওয়া যায় না। স্নেহপাশে বাঁধিয়া শ্রীভগবানের চরণ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য সকলেরই পুত্র কন্যাদি স্নেহপাত্রগণ সর্ব্বদাই মায়িক ক্রন্দন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে অবিচলিত হইয়া, মায়াপাশে আবদ্ধ না হইয়াও তাহা উপেক্ষা করিয়া শ্রীভগবানের চরণসেবনে রত হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

"তদ্‌যাত মা চিরং ঘোষং" প্রভৃতি শ্লোক হইতে এই ভাবে বাস্তবার্থের আভাস লইয়া যদি প্রার্থনা ও উপেক্ষা এই যুগলার্থসন্ধাপনাময় ভঙ্গির অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে—পরিহাসরসিক শ্রীব্রজরাজনন্দন প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে বলিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! "তদ্‌যাত মাচিরং ঘোষং"—তোমাদের বৃন্দাবনের শোভাসম্পদ ও সেখানকার নিভৃত নিকুঞ্জ, পুষ্পকানন, মৃদুলপবন প্রভৃতি বিলাসোপকরণ দেখাইলাম এবং তোমরাও তাহা নিশ্চয়ই ভাল করিয়া দেখিয়াছ, অতএব আর তোমাদের এখন ব্রজে ফিরিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই কুসুমিত নির্জ্জন বৃন্দাবন, এই সমস্ত অগণিত বিলাস সামগ্রী, এই তোমাদের নব বয়স, এই আমি তোমাদের অনুকূল নায়ক, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং তৎ প্রীয়ন্তে মম জন্তবঃ॥ ২৩

সমস্ত সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ কথা কখনই কর্ত্তব্য নহে, অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া না গিয়া এখানেই অবস্থান কর। এই প্রার্থনাভঙ্গিসূচক ইঙ্গিত শুনিয়া ব্রজরমণীগণ আশ্বস্ত হইলেন এবং পরমানন্দে আত্মহারা হইলেন। ব্রজরাজনন্দন তখন আবার মধুর ভঙ্গিপূর্ব্বক বলিলেন—"শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ" হে সতীশিরোমণিগণ! যদিও শ্রীবৃন্দাবনের শোভা সম্পদ্ ও বিলাস সামগ্রীর অন্ত নাই, তথাপি সতী রমণীগণের পক্ষে একান্তচিত্তে পতিসেবন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। অতএব তোমরা বনশোভা দেখিয়া কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট হইও না। বিশেষতঃ তোমাদের পালনীয় গোবৎসগণ ও শিশুগণ তোমাদের জন্য ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছে। অতএব অবিলম্বে ব্রজে গিয়া গোদোহন ও শিশুগণকে দুগ্ধপান করান একান্ত কর্ত্তব্য।

পরিহাসরসিক ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার প্রার্থনা ও উপেক্ষাভঙ্গি বিজড়িত ভাবের ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণ একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া যাঁহার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় নির্জ্জন যমুনাকূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেই কোটিপ্রাণপ্রেষ্ঠ ব্রজরাজনন্দনের প্রকৃত মনোগত ভাব কি তাহা নির্ণয় করা ব্রজরমণীগণের পক্ষে একেবারে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া অধোবদনে ব্রজরাজনন্দনের চরণপ্রান্তে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২২

অন্বয়ঃ।—অথবা মদভিস্নেহাৎ (ময়ি যঃ অভিস্নেহঃ প্রীতিসামান্যাতিশয়ঃ তস্মাৎ) যন্ত্রিতাশয়াঃ (বশীকৃত-চিত্তাঃ) ভবত্যঃ (সাধ্বীশিরোমণয়ো ব্রজরমণ্যঃ) আগতাঃ (মৎসবিধে সমুপস্থিতাঃ)। তৎ (প্রীতিমতীনাং ভবতীনাং এতাদৃশমাগমনম্) উপপন্নং (যুক্তমেব, যতঃ) জন্তবঃ (সর্ব্বএব প্রাণিনঃ) ময়ি প্রীয়ন্তে (প্রীতিং কুর্ব্বন্তি)॥ ২৩

মূলানুবাদ।—অথবা তোমরা আমাকে অত্যন্ত ভালবাস বলিয়াই আমার নিকটে আসিয়াছ। সুতরাং তোমাদের এতাদৃশ আগমন ভালই হইয়াছে। সকলেই আমাকে এইরূপ ভালবাসিয়া থাকে॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—সংরম্ভক্ষুভিতদৃষ্টীঃ প্রত্যাহ অথবেতি। যন্ত্রিতাশয়াঃ বশীকৃতচিত্তাঃ। উপপন্নং যুক্তম্। প্রীয়ন্তে প্রীতা ভবন্তি॥ ২৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ সংরম্ভক্ষুভিতদৃষ্টীস্তা নিবর্ত্তয়িতুমিব জন্তুমাত্রসাধারণতানির্দ্দেশেনাতিক্ষোভয়ন্নাহ অথবেতি। পক্ষান্তরমিদং দৃষ্টং বনমিত্যাদি নিরসনাপেক্ষয়া ময়ি। যোঽভিস্নেহঃ প্রীতিসামান্যাতিশয়ঃ তস্মাদিতি রত্যাখ্যঃ পুংস্ত্রীভাববিশেষো ন গৃহীতঃ, বিশেষণাভাবাৎ। অতএব মহোদাস্তমাহ হি—যতঃ সর্ব্বেঽপি প্রাণিনো ময়ি প্রীতিং কুর্ব্বন্তীতি মদভিস্নেহাদিতি সাক্ষাদুক্ত্যা তমপি শিথিলয়তি। অতএব গৌরবেণ ভবত্য ইতি। অন্যত্তেঃ। যদ্বা। অহো যত পরিত্যক্তা এব তে সর্ব্বে তৎ কিং পুনস্তন্নামগ্রহণেনেত্যাশঙ্ক্য সশ্লাঘং পক্ষান্তর মাহ। অথবেত্যর্থ-স্তথৈব। বস্তুতস্ত্বেবমৌদাসীন্যং চাতুর্য্যভঙ্গ্যাভাববিবর্দ্ধনার্থমেবেতি। শ্লোষার্থশ্চায়ং—এবং যদ্যপ্যন্যপ্রয়োজনায়াগতাস্তথাপি মৎপ্রার্থনয়া কিয়ন্তং ক্ষণমত্র বিশ্রাম্যতেত্যেবমুক্ত্বা পক্ষান্তরমাহ অথবেতি। অভিশব্দেন স্নেহস্য সম্যক্ত্বোক্ত্যা রত্যাখ্যভাব এব সূচ্যতে। ততশ্চ যদি বা মদভিস্নেহাদাগতাস্তর্হি তদেতৎ উপপন্নং যুক্তমেবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ, জন্তবঃ প্রাণিমাত্রাণ্যপি মম মৎসম্বন্ধে প্রীয়ন্তে ময়ি প্রীতা ভবন্তীত্যর্থঃ। ততস্তাদৃশভাববতীনাং বা কা বার্ত্তেতি ভাবঃ। অতএব প্রেমাদরেণ ভবত্য ইতি। অতোঽধুনা ময়া সহ স্বচ্ছন্দং রমধ্বমিতি ভাবঃ॥ ২৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দনের বিবিধভঙ্গিসমন্বিত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া ব্রজরমণীগণ কিছুতেই তাঁহার মনোভাব নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া যখন সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণপানে চাহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমরা পিতা মাতা পতি ভ্রাতা আত্মীয় প্রভৃতি সকলকে উপেক্ষা করিয়া, ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল মান ভয়াদিতে জলাঞ্জলি দিয়া যাঁহার চরণসেবালালসায় এই নির্জ্জন যমুনাকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তিনি নানাবিধ বাক্যভঙ্গিদ্বারা আমাদের অকূলে ভাসাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু এখন আমাদের গতি কি? আমাদের এখানে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাধিকার পাইবার আশা নাই, ব্রজে ফিরিয়া গেলেও শান্তি নাই। সুতরাং আমরা আর কি করিব? প্রাণবল্লভের চরণদর্শন করিতে করিতে তাঁহার চরণ নিকটেই প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনই গত্যন্তর আছে বলিয়া মনে হয় না।

ব্রজরমণীগণের এই ভাব দেখিয়া স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর ব্রজরাজনন্দন বলিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! আমি কিছুতেই তোমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা কখনও বনের দিকে, কখনও যমুনাবক্ষে, কখনও বা পূর্ণশশধর বিরাজিত গগনপানে দৃষ্টিপাত করিতেছিলে বলিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমরা বোধ হয় বনশোভা, যমুনার সুবিস্তৃত সুনীলবক্ষে তরঙ্গের নৃত্য ও অসংখ্য তারকাবলী পরিবেষ্টিত শারদসুধাকরের সৌন্দর্য্য-রাশি দেখিবার জন্য ব্রজ ছাড়িয়া এই নির্জ্জন যমুনাতীরে আসিয়াছ। তাহার পর দেখিলাম—তোমাদের আর সেদিকে দৃষ্টি নাই, সেজন্য মনে করিলাম তোমাদের বোধ হয় বনশোভা দর্শনাদিতে তৃপ্তিলাভ হইয়াছে। সেজন্য আমি তোমাদের পতিসেবন এবং শিশুপালনাদির জন্য ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। কিন্তু তোমরা ব্রজে ফিরিয়া না গিয়া নিশ্চলভাবে আমারই নিকট দাঁড়াইয়া আছ, সেজন্য মনে হইতেছে, তোমরা বোধ হয় আমাকে খুব ভালবাস বলিয়া আমারই নিকটে আসিয়াছ। তোমাদের ভালবাসা এতই প্রবল যে তোমরা কুলরমণী হইয়াও পরপুরুষের নিকট আগমন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ কর নাই। তোমাদের ভালবাসা যেন তোমাদের চিত্তবৃত্তিকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে। আন্তরিক ভালবাসার এমনই রীতি যে—তাহাতে প্রিয়জনকে না দেখিলে কিছুতেই চিত্তে শান্তি পাওয়া যায় না। তাহাতে প্রিয়জনকে দেখিবার জন্য স্থানাস্থান কিংবা কালাকালের বিচার থাকে না। তোমরাও এই আন্তরিক ভালবাসার প্রবল আকর্ষণে স্থানাস্থান কিংবা কালাকাল বিচার করিতে পার নাই, তাই এই রাত্রিকালে নির্জ্জন যমুনাকূলে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। আন্তরিক ভালবাসার রীতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তোমাদের আমার নিকটে আসা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। কেন না, যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না এবং তোমাদের আমাকে এইভাবে দেখিতে আসাতেই সুস্পষ্ট-ভাবে আন্তরিক ভালবাসার প্রতীতি হইতেছে। কিন্তু তোমরা আমাকে এভাবে কেন ভালবাস তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শুধু তোমরা কেন, ব্রজের সকলেই আমাকে এইভাবে ভালবাসিয়া থাকে, "প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ"। ব্রজের নরনারীগণই যে কেবল আমাকে ভালবাসে এমন নহে, পশুপক্ষিগণ পর্য্যন্ত আমাকে অত্যন্ত প্রীতি করিয়া থাকে। ব্রজের ধেনুপাল আমাকে দেখিলে একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া যায়। আমার বাঁশীর রব শুনিলে তাহারা যতই দূরে থাক না কেন তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধপুচ্ছে হাম্বারব করিতে করিতে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি তাহাদের নিকটে গেলে তাহারা নিজ নিজ বৎসগণকে সরাইয়া দিয়া আমার অঙ্গলেহন করে। বৎসগণও আমাকে দেখিলে মাতৃস্তন ছাড়িয়া দিয়া অনিমেষনয়নে আমার দিকে তাকাইয়া থাকে। আমি যখন বনে আসি তখন বনের হরিণগণ পালে পালে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। ময়ূরগণ কেকারব করিতে করিতে আমার নিকটে আসে ও পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে। ভ্রমরগণ পুষ্পকানন পরিত্যাগ করিয়া আমারই চারিদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়ায়। শাখামৃগগণ তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাভাবিক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চলভাবে বৃক্ষশাখায় বসিয়া থাকে এবং অনিমেষনয়নে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে; শুকপিকাদি কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ তাহাদের মধুর স্বরালাপ ভুলিয়া গিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, "প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ"। ব্রজে এমন কোনও জীব নাই যে আমাকে ভালবাসে না। তোমরা যেমন আমাকে ভালবাস বলিয়া স্থানাস্থান কালাকাল বিচার না করিয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, বনের পশুপক্ষিগণও আমাকে দেখিবার জন্য এইরূপ স্থানাস্থান ও কালাকালের বিচার ভুলিয়া যায়। আমি যখন অপরাহ্ণে ধেনুপাল লইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হই তখন আমার পাছে পাছে বনের হরিণগণ পর্য্যন্ত বন ছাড়িয়া গোপাবাস পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। বনের পক্ষিগণ পর্য্যন্ত আকাশ পথে আমার অনুসরণ করে। অধিক আর কি বলিব—বৃক্ষলতা পর্য্যন্তও যেন আমার সঙ্গে কতভাবে তাহাদের আন্তরিক ভালবাসার ব্যবহার দেখাইয়া থাকে। আমি যখন বনভূমিতে উপস্থিত হই, তখন বনের সমস্ত বৃক্ষলতা আমূল শিখাগ্র নব নব পল্লব ও ফলপুষ্পাদিতে সুশোভিত হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে—তাহারা আমাকে বড়ই ভালবাসে বলিয়া আমাকে দেখিয়া পরমানন্দে উৎফুল্ল হয় এবং আমারই প্রীতিবিধানের জন্য নানাবিধ পুষ্প ফলাদির সম্ভার লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে ও পবনসঞ্চালিত পল্লবদ্বারা আমাকে ইঙ্গিতে বলে যে—হে পরমপ্রিয়! তোমারই জন্য বিবিধ ফল ফুল লইয়া দাঁড়াইয়া আছি, তুমি এগুলি উপভোগ করিলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে! শুধু তাহাই নহে—আমি যখন বনপথে চলিয়া যাই, তখন আমার চরণতলে কঙ্করবিদ্ধ হইবে বলিয়া বৃক্ষলতাগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়া পথের কঙ্কর ঢাকিয়া দেয়। আমার দর্শনে ও আমার বংশীগীত শ্রবণে ফুল্ল কুসুম হইতে মধুধারা বর্ষণ হয়। ইহাতে মনে হয় যে—বৃক্ষলতাগণ আমাকে পাইয়া পরমানন্দে অশ্রু মোচন করে। আমি যদি গোচারণে পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে যাই, তাহা হইলে পল্লবসঞ্চালন করিয়া বৃক্ষগণ আমার অঙ্গে ব্যজন করিয়া থাকে।

হে ব্রজরমণীগণ! ব্রজের স্থাবরজঙ্গম সকলেই যে আমাকে আন্তরিক প্রীতি করিয়া থাকে তাহার পরিচয় আর কত দিব! আমি যখন গোবর্দ্ধনের সানু প্রদেশে ধেনুচারণ করিতে যাই, তখন সেখানকার শিলা পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়। কঠিন শিলাস্পর্শে আমার চরণতল ব্যথিত হইবে বলিয়া গোবর্দ্ধনপর্ব্বত প্রীতি-বশতঃ এই ভাবে নিজাঙ্গ বিগলিত করিয়া আমার আনন্দবর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া সে সময়ে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে কত ফল কত কন্দ কত মূল কত নির্ঝর এবং কত যে গুহা প্রকাশ হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

এইরূপে যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি প্রবাহিণী সমূহেরও বিবিধ প্রীতিব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আমার বংশীরব শ্রবণে এবং আমার দর্শনে যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি প্রবাহিণীগণ আনন্দে মত্ত হইয়া উত্তালতরঙ্গচ্ছলে নৃত্য করে।

অগণিত ক্ষুদ্র তরঙ্গাবলী আমার চরণ ধৌত করিবার জন্য দ্রুতগতিতে আসিয়া আমার চরণে লুটাইয়া পড়ে। আমি যদি যমুনার তটদেশ হইতে কিছুদূরে থাকি, তাহা হইলে সমুদ্রগামিনী যমুনা বিপরীতগতিতে ফিরিয়া আসে এবং জলস্তম্ভ বশতঃ জলরাশি স্ফীত হইয়া আমার নিকট আসিয়া পড়ে এবং আবর্ত্তচ্ছিন্ন কমলাবলী আমার চরণে সমর্পণ করিয়া যমুনা তাহার অন্তরের ভালবাসা জ্ঞাপন করে।

তাই বলিতেছি, হে ব্রজরমণীগণ! "প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ"—ব্রজের প্রাণিমাত্রেই আমাকে আন্তরিক প্রীতি করিয়া থাকে। নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, নরনারী প্রভৃতি ব্রজে যে কোনও প্রাণী আছে সকলেরই দেহ মন প্রাণ যেন আমার প্রীতিবিধানের জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত হইয়া থাকে। যাহার যেমন শক্তি, যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ভাবে পারে সে সেইভাবে আমার আনন্দবর্দ্ধনের জন্যই যেন ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বিধাতার কি বিধান তাহা জানি না, আমার যেন কি ভাগ্যবিশেষ আছে যাহাতে আমি সকলের নিকটেই এইরূপ আন্তরিক ভালবাসার ব্যবহার পাইয়া থাকি। ব্রজের বৃদ্ধ গোপগোপীগণের নিকট শুনিতে পাই যে—আমার জন্ম হইতেই সকলে আমাকে এইভাবে ভালবাসিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে—আমার বোধ হয় এমন কোনও স্বাভাবিক গুণ আছে যে তাহাতে আমি অযাচিতভাবে সকলের ভালবাসা পাইয়া থাকি। আমাকে ব্রজের আপামর সাধারণ সকলেই এই ভাবে ভালবাসে বলিয়া আমি তোমাদের ভালবাসায় বিস্মিত হইতে পারিতেছি না। তোমরা গোপরমণী, আমিও গোপকুমার; সুতরাং আমাদের একই কুলে জন্ম, তাহাতে একই ব্রজে বাস এবং শিশুকাল হইতে একসঙ্গে সংবর্দ্ধিত ও বাল্যতীড়াপ্রসঙ্গে তোমরা সকলেই আমার এক রকম পরিচিত। সুতরাং তোমরা ত আমাকে ভালবাসিবেই। তোমরা আমাকে ভালবাস বলিয়াই কুলবতী রমণী হইয়াও এই নির্জ্জনস্থানে আমার নিকট আসিয়াছ এবং আমাকে পরপুরুষ বলিয়া উপেক্ষা কর নাই। যদিও কুলবতী রমণীগণের পক্ষে পরপুরুষের নিকট গমন এবং দর্শনালাপাদি লোকবেদবিরুদ্ধ, অথাপি তোমাদের আন্তরিক ভালবাসা তোমাদের সে বিচার করিতে অবসর দেয় নাই। আমি এতক্ষণ তোমাদের আমার নিকটে আগমনের কারণ সম্ভাবনা করিতে পারি নাই। এইবার অসন্দিগ্ধভাবে বুঝিয়াছি যে আমাকে আন্তরিক ভালবাস বলিয়াই তোমরা আমাকে দেখিতে আসিয়াছ। কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে তোমরা দিবাভাগে না আসিয়া রাত্রিকালে আসিয়াছ এবং লোকসমক্ষে আমার নিকট না আসিয়া এই নির্জ্জনস্থানে আসিয়াছ। তাই বলিতেছি "উপপন্নং তৎ" তোমাদের এতাদৃশ আগমন যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। তোমাদের এই আগমনই তোমাদের অন্তরিক ভালবাসার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ব্রজরাজনন্দন, হাস্যপ্রফুল্লবদনে এবং অমৃতনিন্দিতমধুরবচনে ব্রজরমণীগণের ভালবাসার উচ্চ প্রশংসা করিলেন, কিন্তু তাঁহার এই মধুরভাষণ, বজ্র হইতেও সুকঠিন হইয়া তাঁহাদের কর্ণদ্বারে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের প্রতিমর্ম্ম বিদীর্ণ করিয়া দিল। তাঁহারা ব্রজরাজনন্দনের সহিত মিলনাশায় একেবারে হতাশ হইয়া ক্ষোভে, লজ্জায় ও মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। যদিও ব্রজরাজনন্দনের কথায় প্রত্যক্ষভাবে কোনও উপেক্ষার চিহ্ন নাই, তথাপি তাঁহার এই মধুরভাষণের অন্তরালে এমনই উপেক্ষার ব্রহ্মাস্ত্র নিহিত আছে যে, ব্রজরমণীগণের পক্ষে তাহার স্পর্শমাত্রও অসহনীয় হইয়া উঠিল। ব্রজরমণীগণের ভালবাসা ব্রজরাজনন্দন অস্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভালবাসার সঙ্গে ব্রজের সমস্ত নরনারী, এমন কি পশুপক্ষি বৃক্ষলতা নদী পর্ব্বত প্রভৃতির ভালবাসার তুলনা করায় ব্রজরমণীগণের ভালবাসার বিশেষত্বে অনাস্থা এবং ঘোরতর উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইল। ব্রজের নরনারী পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদি ব্রজরাজনন্দনকে যে ভালবাসে, সে ভালবাসায় কোনপ্রকার স্ত্রী পুরুষ ভাব নাই, তাহা সাধারণ ভালবাসা মাত্র। কিন্তু ব্রজরমণীগণ স্ত্রী পুরুষভাবে মধুররসে ব্রজরাজনন্দনের সহিত প্রেমসূত্রে হৃদয় আবদ্ধ করিয়া তাহারই আকর্ষণে ব্রজরাজনন্দনের নিকটে আসিয়াছেন। তাঁহাদের ভালবাসাকে যদি পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদির ভালবাসার সহিত সমান আসন দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয়ে যে কি অনির্ব্বচনীয় বেদনা উপস্থিত হয় তাহা তাঁহাদের মত ভালবাসা যাহার আছে, সে ব্যতীত আর কাহারও হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ্য নাই। ভালবাসার স্বভাবই এই যে, সে সর্ব্বদাই তাহার বিশেষত্ব রাখিতে চায় এবং প্রিয়কে সর্ব্বভাবে নিজের করিয়া লইতে চায়। জগতেও দেখা যায় যে—যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সহিত ভালবাসার আলাপ করিতে হইলে বলিয়া থাকে যে—"তুমিই আমার সর্ব্বস্ব এবং আমি তোমার মত আর কাহাকেও ভালবাসি না ও তোমার মত আর কেহই আমাকে ভালবাসে না"। জগতে সকাম ভালবাসাই যদি এইরূপে প্রিয়জনকে আত্মপক্ষপাতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া লইতে চায়, তাহা হইলে ব্রজরমণীগণের নিষ্কাম নির্ভর প্রেম কি ভাবে তাঁহাদের কোটি কোটি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ব্রজরাজনন্দনকে নিজের করিয়া লইতে চাহিবে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। কেহ যদি তাহার প্রিয়জনকে বলে যে তোমার মত আমাকে সকলেই ভালবাসিয়া থাকে, তাহা হইলে সে প্রিয়জনের মনের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা যিনি কহাকেও ভালবাসিয়াছেন তিনি স্পষ্টই ধারণা করিতে পারিবেন। সুতরাং ব্রজরাজনন্দনের মুখে ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের ভালবাসার এইপ্রকার সর্ব্বজীবসাধারণ তুলনা শুনিয়া অতুলনীয় দুঃখসাগরে ভাসমান হইলেন এবং নীরব ইঙ্গিতে ব্রজরাজনন্দনকে জানাইলেন—হে প্রিয়তম! আমরা কি পশুপক্ষী নদী পর্ব্বতাদির ন্যায় ভালবাসা লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি? তুমি আমাদের প্রাণবল্লভ হইয়াও কি আমাদের প্রাণের ভাষা বুঝিতে পার নাই? আমরা ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি পরিত্যাগ করিয়া পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের সহিত সম্বন্ধবন্ধন ছিন্ন করিয়া তোমার নিকট এইপ্রকার ভালবাসার বিচার শুনিবার জন্যই কি এই নির্জ্জন যমুনা তীরে রাত্রিকালে তোমার সহিত মিলিত হইয়াছি? তুমি যে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি হইয়াও আমাদের ভালবাসার বিশেষত্ব ধারণা না করিয়া পশু পক্ষী নদী পর্ব্বতাদির সহিত তুলনা করিতেছ, তাহাতে তোমাকে আর কি দোষ দিব, আমাদের দুরদৃষ্ট দোষেই তুমি রসসিন্ধু হইয়াও রসবিচারবিহীন ও বিশুষ্কহৃদয় হইয়া গিয়াছ। সুতরাং তোমার নিকট রসনিবেদন করাও বৃথা এবং এ অবস্থায় আমাদের জীবন ধারণ করাও বৃথা।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের জীবনসর্ব্বস্ব ব্রজরাজনন্দনের নিকট তাঁহাদের প্রেমের অনুরূপ আদর-প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে পশু পক্ষী নদী পর্ব্বতাদির ভালবাসার সহিত তুলনামূলক উপেক্ষা প্রাপ্ত হইয়া একেবারে জীবন্মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের সেই উপেক্ষিত দেহে আর অধিকক্ষণ জীবন থাকিবে না মনে করিয়া অনিমিষনয়নে ব্রজরাজনন্দনের চরণপানে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই ব্রজরাজনন্দনের প্রেমচাতুর্য্যপূর্ণ ইঙ্গিতভঙ্গিতে ব্রজরমণীগণ অতুলনীয় প্রার্থনাভঙ্গির উদ্দেশ পাইলেন।

ব্রজরমণীগণের সহিত প্রেমব্যবহারে সমুৎসুক ব্রজরাজনন্দন, মুখনয়নাদির অনুপম ভঙ্গি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—হে প্রেমবতী গোপরমণীগণ! তোমরা যদি বনশোভা দর্শন, পুষ্পাদির চয়ন কিংবা অন্য কোনও প্রয়োজনেও এই বনভূমিতে আসিয়া থাক এবং তোমরা যদি তোমাদের আবশ্যক কর্ম্মের জন্য ব্রজে ফিরিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইয়াও থাক, তথাপি আমার অনুরোধে তোমাদের কিয়ৎকাল আমার নিকটে অবস্থান করা উচিত। কেন না, এই সুবিস্তৃত বৃন্দাবনভূমিতে বনশোভা দর্শন ও পুষ্প চয়নাদির যথেষ্ট স্থান থাকা সত্ত্বেও তোমরা যখন আমারই নিকটে আসিয়াছ এবং আসিয়াই স্থানান্তরে চলিয়া না গিয়া আমারই নিকটে দাঁড়াইয়া আছ, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে - তোমরা আমাতে নিতান্ত অনুরক্ত। তোমাদের অন্তরে যদি গাঢ় অনুরাগ না থাকিত, তাহা হইলে তোমরা কখনও কুলবধূ হইয়া এভাবে পরপুরুষের নিকট আগমন ও অবস্থান করিতে পারিতে না। তোমাদের এই প্রকার ভালবাসা অসঙ্গত নহে, কেন না আমাকে ব্রজের সকলেই যথাযোগ্যভাবে ভালবাসিয়া থাকে। ব্রজের গোপগোপীগণ সকলেই আমাকে বাৎসল্যভাবে ভালবাসেন, গোপবালকগণ সখ্যভাবে আমাতে নিতান্ত অনুরক্ত, ব্রজের ধেনুপাল বাৎসল্যভাবে আমার অঙ্গলেহন করে এবং আমাকে দেখিলে তাহাদের স্তনে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হয়, গোবৎসগণ ও পশুপক্ষিগণের বাৎসল্য সখ্যাদি কোনও ভাবের অনুভূতি না থাকায় তাহারা কোনও ভাব বিশেষে আমাকে গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহাদের অন্ধ ভালবাসা নিরন্তরই আমাকে চায়, সেজন্য গোবৎসগণ মাতৃস্তন্য পান পরিত্যাগ করিয়া আমার দিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া থাকে, হরিণাদি পশুগণ তৃণ ভক্ষণ ছাড়িয়া আমার পাছে পাছে চলে এবং শুকপিকাদি পক্ষিগণ তাহাদের মধুর স্বারালাপ এবং আহারান্বেষণে বিরত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া বৃক্ষশাখায় বসিয়া থাকে ও ময়ুর ময়ূরী পুচ্ছ বিস্তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া আমার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করে। এমন কি, বৃক্ষ, লতা, নদী পর্ব্বতাদি পর্য্যন্ত আমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—ব্রজে সকলেই আমাকে যথাযোগ্যভাবে ভালবাসিয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তে স্পষ্টই ধারণা হয় যে তোমরা আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসিয়া থাক। তোমরা সকলেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যবতী নবযৌবনসম্পন্না গোপরমণী, কাজেই তোমরা যে আমাতে মধুরভাবে অনুরক্ত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ তোমাদের ভাবে ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে গমনে অবস্থানে সর্ব্বভাবেই তোমাদের অন্তরের গাঢ় অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও তোমরা প্রেমোত্থ লজ্জা বশতঃ আমার সহিত প্রণয়ালাপ করিতে পারিতেছ না, তথাপি তোমাদের গাঢ়ানুরাগ-তরঙ্গান্দোলিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির নিরুপম মাধুর্য্য তোমাদের অন্তরের গাঢ়ানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং তোমাদের সহিত বিলাস বিহারাদি রসাস্বাদনের জন্য আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে। তাই বলিতেছি, হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ! তোমরা যদি আমার প্রতি গাঢ়প্রীতি বশতঃ আন্তরিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এই নির্জ্জন বনভূমিতে আমার নিকট আসিয়াছ, তখন আর আমাকে নিরাশ করিয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইও না। আমিও কেবলমাত্র তোমাদের সহিত মিলনাশাতেই এখানে আসিয়াছি ও অনেকক্ষণ হইতে তোমাদের আগমন-পথপানে চাহিয়া আছি। কিন্তু তোমরা পুনঃপুনঃ ব্রজে গমনের ইঙ্গিতে এবং কার্য্যান্তরের ইঙ্গিতে আমার অন্তরে ব্যথা প্রদান করিতেছ। যে যাহাকে ভালবাসে তাহার পক্ষে তাহার অন্তরে ব্যথা দেওয়া কোনপ্রকারেই কর্ত্তব্য নহে, অতএব আমার একান্ত অনুরোধ যে তোমরা আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর।

সাধারণ ভালবাসার ইঙ্গিতে উপেক্ষিতা ব্রজরমণীগণ যখন এইভাবে অসাধারণ ভালবাসার ইঙ্গিতে প্রার্থিতা হইলেন, তখন আর তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাশাজনিত পরমানন্দের স্থান হইল না। তাঁহারা প্রফুল্লবদনে ও প্রফুল্লনয়নে পরস্পরের দিকে একবার আশার দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া প্রেমোত্থ গর্ব্ব, লজ্জা ও বাম্যবিবশা হইয়া পূর্ব্ববৎ অধোবদনেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পরমগম্ভীরাশয় ব্রজরাজনন্দন, ব্রজরমণীগণের এই অভিনব ভাববিকাশ দর্শনে পরমানন্দের তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ইঙ্গিতে তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার "অথবা মদভি-স্নেহাৎ" প্রভৃতি বচনের বাস্তবার্থ প্রকাশ হইল যে—হে ব্রজরমণীগণ! আমাকে সকলেই ভালবাসিয়া থাকে—"প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ"। জগতে এমন কোনও জীব নাই যে সে আমাকে ভালবাসে না। আমিই সকলের একমাত্র ভালবাসার পাত্র। আমার স্বরূপ ধারণা থাক বা না থাক সকলেরই ভালবাসা একমাত্র আমাকেই চায়।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে—পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবের নিকট মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন ব্রজের গোপগোপীগণের বাৎসল্যপ্রেমের বৃত্তান্ত শুনিলেন যে—তাঁহারা নিজ নিজ পুত্রগণ অপেক্ষা ব্রজরাজনন্দনকেই অধিকতর স্নেহ করিয়া থাকেন, তখন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ। যোঽভূতপূর্ব্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

হে সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞশিরোমণে! গোপীগণের নিজ গর্ভজাত পুত্রেও কদাপি যে প্রকার বাৎসল্য দেখা যায় নাই, পরগর্ভজাত (যশোদার গর্ভজাত) কৃষ্ণে তাঁহাদের তাদৃশ বাৎসল্যের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক বলুন যে—তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃশ ভালবাসার হেতু কি?

মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব নানাবিধ যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে জীবমাত্রেরই একমাত্র আত্মাই প্রীতিপাত্র। যে যাহাকেই ভালবাসুক না কেন, আত্মপ্রীতিই তাহার একমাত্র মূল। যে ব্যক্তি কিংবা যে বস্তু আত্মার সুখকর, সকলে তাহাকেই ভালবাসিয়া থাকে। আত্মার অপ্রীতিকর কিংবা অনিষ্টকর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে স্ত্রী পুত্র বন্ধু আত্মীয় এমন কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও কাহারও আপত্তি হয় না। সুতরাং সকলের ধারণাগোচর হউক বা না হউক, বিচার করিলে বুঝিতে পায় যায় যে, জীবমাত্রেরই আত্মাই প্রেমাস্পদ এবং আত্মার সুখকর বলিয়া স্ত্রী পুত্র পরিজন বিষয় বৈভবাদি প্রেমাস্পদ বলিয়া মনে হয়।

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ। ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

হে রাজন্! সর্ব্বজীবের আত্মাই একমাত্র প্রেমাস্পদ এবং আত্মার সুখকর বলিয়া পুত্রবিত্তাদিও প্রেমাস্পদ বলিয়া মনে হয়। এখন বিবেচ্য এই যে,—আত্মাই যদি জীবের এইরূপ প্রেমাস্পদ হয়, তাহা হইলে সকল আত্মার আত্মা কৃষ্ণে কিরূপ প্রীতি হওয়া উচিত। যদিও শ্রীবৃন্দাবনে গোপগোপীসহ সখ্যবাৎসল্যাদি বিবিধ প্রেমরসাস্বাদনপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে অজ্ঞদৃষ্টিতে দেহধারী বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা নহেন, তিনি সকল আত্মার আত্মা সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

যদিও জগতের কল্যাণ বিধান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া লীলা করেন বলিয়া অজ্ঞ জীবের দৃষ্টিতে তিনি দেহধারী বলিয়াই প্রতীত হন, তথাপি তাঁহরে স্বরূপ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে তিনিই সকল আত্মার আত্মা।

(ইহার বিস্তৃত সমালোচনা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ চতুর্দ্দশাধ্যায়ের শেষভাগে দ্রষ্টব্য)

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত নর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন "প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ"। ইহার বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে বস্তুতঃই জগতে সর্ব্বজীবই তাঁহাকে ভালবাসিয়া থাকে; কেন না তিনি সকল আত্মার আত্মা। যদিও সবল জীবেরই ভালবাসার গতি তাঁহাতেই, তথাপি সকলের তাহা ধারণাগোচর হয় না। পশুপক্ষী প্রভৃতি স্তব্ধবুদ্ধি জীবগণের "আমি" রূপে আত্মজ্ঞান আছে বটে, কিন্তু তাহারা তাহার কোনও বিশেষ ধারণা করিতে পারে না। মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠ জীবগণ দেহকেই "আমি" বলিয়াই ধারণা করে, সুতরাং তাহাদের আত্মজ্ঞান থাকিলেও তাহা ভ্রমাত্মক। যাঁহারা যোগ জ্ঞানাদির সাধনানুষ্ঠান দ্বারা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নিরাস করিতে পারেন, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সকল আত্মার মূলস্বরূপ পরমাত্মার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। যাঁহারা পরমাত্মানুসন্ধানের জন্য যোগাদি সাধনানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের পরমাত্মস্বরূপানুভব হইলেও পরমাত্মার পরমাংশী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ জ্ঞানলাভ হয় না।

পরমাত্মা যেঁহ তেঁহ কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরম প্রেমাস্পদরূপে ধারণা করিতে হইলে একমাত্র শুদ্ধভক্তিই অবলম্বনীয়। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিরেব ভূয়সী, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ" এই গোপালতাপনী-শ্রুতিবাক্যেও জানা যায় যে, একমাত্র ভক্তিসাহায্যেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সাক্ষাৎ হয় ও তাহাতে প্রেমাস্পদতার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। জীবমাত্রেরই ভালবাসা আছে এবং শাস্ত্রবিচারে জানা যায় যে, সকল আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণই তাহার মূল; কিন্তু তাহা সকলেরই অনুভবগোচর হয় না। শুদ্ধভক্তিপ্রভাবে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণে একান্ত শরণাগত হইতে পারেন তাঁহারাই ধারণা করিতে পারেন যে, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ ভালবাসার মূল সকল আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং একমাত্র তিনিই প্রেমাস্পদ।

ব্রজরমণীগণ শুদ্ধভক্তিপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে একান্ত শরণাগত বলিয়া তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহই প্রেমাস্পদ নাই। তাঁহাদের সহিত নর্ম্মরসালাপে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ"—আমাকে সকলেই ভালবাসিয়া থাকে। কিন্তু তাহার মধ্যে তোমাদের ভালবাসার কিছু বিশেষত্ব আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া। তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণম্ ॥২৪

তোমরা "অভিস্নেহ" (সর্ব্বতোভাবে ভালবাসা) অর্থাৎ যে ভালবাসায় প্রিয়জনের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলন সংঘটন হইতে পারে, সেই ভাবে ভাবিতে হইয়া তাহারই প্রবল আকর্ষণে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ. কাজেই তোমাদের এতাদৃশ আগমন যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। কেন না, এতাদৃশ ভাবসমন্বিত ভালবাসার এইভাবে মিলন ব্যতীত পূর্ণতা লাভ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণবচনের এইভাবে বাস্তবার্থ সমালোচনা করিলে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বজীবের একমাত্র প্রেমাস্পদ, কিন্তু অনাদি বহির্মুখতা বশতঃ তাহা কাহারও অনুভবগোচর হয় না, এই পরম তত্ত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। ব্রজরমণীগণ অনাদি কাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে পরমপ্রেমসম্পন্না, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে তাঁহাদের ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ সাধনসিদ্ধা তাঁহাদেরও সাধনলব্ধ ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এতাদৃশ মিলনই আকাঙ্ক্ষিত, ইহাও বাস্তবার্থের প্রতিপাদ্য। সাধক ভক্তগণ এই বাস্তবার্থের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণকেই প্রেমাস্পদরূপে অনুভব করিতে যত্নবান্ হইবেন এবং যথাযোগ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সেবাধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন এই ভাবে বাস্তবার্থের ইঙ্গিত করিয়া ব্রজরমণীগণকে আশা ও নিরাশার তরঙ্গে আন্দোলিত করিবার জন্য ভঙ্গিপূর্ব্বক যুগপৎ প্রার্থনা ও উপেক্ষার ইঙ্গিত প্রদর্শন করিলেন। "অথবা মদভিস্নেহাৎ ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ" প্রভৃতি বাক্যাবলী উচ্চারণের সময় ব্রজরাজনন্দন এমন ভাব প্রকাশ করিলেন যে—তাহাতে ব্রজরমণীগণের ধারণা হইল যে, তাঁহারা যাঁহার সহিত মিলনাশায় সর্ব্বত্যাগ করিয়া যমুনা-তীরে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সেই পরম প্রেমাস্পদ ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের ভালবাসার বিশেষত্ব বুঝিয়া পরম প্রীত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের নির্জ্জন যমুনাতীরে আগমন তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত বলিয়া "উপপন্নং তৎ" বলিয়া তাহা সমর্থন করিতেছেন। ব্রজরাজনন্দনের এই ভাব বুঝিয়া ব্রজরমণীগণের আনন্দসিন্ধু উচ্ছলিত হইল এবং তাঁহারা পরমানন্দোৎফুল্ল নয়নে পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া পরিহাসরসিক ব্রজরাজনন্দন এমন ভাবে "প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ" এই কথা বলিলেন যে, তাহাতে ব্রজরমণীগণ বুঝিলেন যে ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের বলিতেছেন—তোমাদের মত ব্রজের সকলেই আমাকে ভালবাসিয়া থাকে। ব্রজরমণীগণের অসাধারণ প্রেমের এই প্রকার সাধারণতা প্রদর্শিত হওয়ায় তাঁহারা একেবারে ক্ষোভে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাশায় নিরাশ হইয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—কল্যাণ্যঃ (হে সাধ্ব্যঃ) অমায়য়া (শুদ্ধভাবেন ধর্ম্মৈকাপেক্ষয়া বা) ভর্ত্তুঃ (পত্যঃ) তদ্বন্ধূনাং চ (দেবরশ্বশুরাদীনাঞ্চ) শুশ্রূষণং (যথাযোগ্যপরিচর্য্যাদিকং) প্রজানাং (পুত্রভৃত্যাদীনাং) অনুপোষণং (লালন-পালনাদিকং চ) স্ত্রীণাং (সর্ব্বাসামেব রমণীনাং) পরঃ (সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ) ধর্ম্মঃ হি (ইতি সর্ব্বশাস্ত্রেষু শিষ্টাচার-পরম্পরয়া চ নিশ্চিতমেব) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—হে সাধ্বীশিরোমণি ব্রজরমণীগণ! অকপটে পতিসেবন, দেবর শ্বশুরাদির যথাযোগ্য পরিচর্য্যা এবং পুত্র ভৃত্যাদি পালনই স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—দৃষ্টাদৃষ্টভয়প্রদর্শনেন নিবর্ত্তয়তি ভর্ত্তুরিত্যাদি শ্লোকত্রয়েণ ॥ ২৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বু যদ্যস্মাকং ভবদভিস্নেহো নিশ্চিতস্তদা ভবচ্ছুশ্রূষাপি যুক্তেত্যাশঙ্ক্য ধর্ম্মশাস্ত্রেণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভায়য়তি ভর্ত্তুরিতি ত্রিভিঃ। ভর্ত্রাদীনামেব শুশ্রূষণাদিকং ধর্ম্মঃ নতু তদিতরেষামস্মাকং সঃ। চান্যধর্ম্মাপেক্ষয়া পরঃ। নন্থ তদপ্যস্মাভির্যথাযুক্তং ক্রিয়ত এব তত্রাহ অমায়য়েতি। পরপুরুষস্য মম ভজনে তত্ত্ব সকপটমেব স্যাৎ ততঃ সোঽপি দুষ্যেদিতি ভাবঃ। কল্যাণ্যো হে সাধ্ব্যস্তদেব যুষ্মাকমুচিতমিতি ভাবঃ। এতচ্চ কৈতবেন প্রোৎসাহনং বস্তুতস্তু উপহাস এব তস্য পরমধর্ম্মত্বাভাবাৎ। এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিরিতি শ্রীধর্ম্মরাজবাক্যাদিতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্। ন কেবলং মদভিস্নেহহেতোরেবোপপন্নং অপি তু ধর্ম্মহেতোরপীত্যাহ ভর্ত্তুরিতি। অমায়য়া কন্যাভির্নিজসদ্ভাববৃতত্বেনৈব ন তু বলাদাপাদিতত্বেন যো ভর্ত্তা তস্যৈব শুশ্রূষণং পরো ধর্ম্মঃ, তথা তদ্বন্ধূনাঞ্চেত্যাদি। অন্যত্র পরমধর্ম্মবিদা শ্রীভীষ্মেণাস্বায়াঃ পরিত্যাগাদ্ধর্ম্মতো ভর্তৃত্বা-সিদ্ধেঃ। তদেবং সদ্ভাববৃতত্বেন তে মায়য়া কপটেনৈব ভর্ত্তারঃ সদ্ভাববৃতত্বেন ত্বহমেব সত্যভর্ত্তা ভবতীভিঃ শুশ্রূষণীয় ইত্যর্থঃ। অত্র বাল্যমারভ্য ভবতীনাং হৃদয়মেব মম সাক্ষীতি ভাবঃ। বস্তুতশ্চ স এষ এবার্থঃ স্থাপয়িষ্যতে ॥ ২৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমপ্রেষ্ঠ ব্রজরাজনন্দন কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ নানাভাবে উপেক্ষিতা ব্রজরমণীগণ মিলনাকাঙ্ক্ষায় হতাশ হইয়াও তাঁহাদের কোটি কোটি প্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দনের চরণনিকট হইতে একপদও বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—আমরা যদি শতসহস্র উপেক্ষাবচনেও ব্রজরাজনন্দনের চরণ ছাড়িয়া না যাই তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার দয়া হইতে পারে। পরমদয়ার্দ্রচিত্ত ব্রজরাজ-নন্দন কি আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনই নিষ্ঠুর হইবেন যে কিছুতেই আমাদের দাসী বলিয়াও অঙ্গীকার করিবেন না? ইতঃপূর্ব্বে তিনি ত নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে আমরা তাঁহাকে ভালবাসি এবং সেইজন্যই তাঁহার চরণনিকটে আসিয়াছি। কিন্তু আমরা কি তাঁহারই নিজমুখে স্বীকৃত ভালবাসার পুরস্কাররূপে তাঁহার চরণসেবাধিকার পাইব না? এই কথা মনে করিয়া নিরাশ ব্রজরমণীগণের মনে যেন ক্ষীণ আশার রেখাপাত হইল এবং তাঁহারা কাতর ইঙ্গিতে ব্রজরাজনন্দনকে জানাইলেন—হে জীবনবর্ব্বস্ব! তুমি ত নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছ যে আমরা তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণনিকটে আসিয়াছি। কিন্তু তথাপি কেন আমাদের পুনঃপুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিতেছ? আমাদের ভালবাস। যদি ব্রজের পশু পক্ষী নদী পর্ব্বতাদির ভালবাসার মতও হয় তাহা হইলেও ত আমরা তাহাদের মত তোমার চরণসেবা করিবার অধিকার পাইতে পারি। ব্রজের পশুপক্ষিগণ যখন প্রীতিবশতঃ তোমার নিকটে আসে তখন ত তুমি তাহাদের ফিরিয়া যাইতে আদেশ কর না কিংবা বৃক্ষলতাদি যখন তোমাকে দেখিয়া পরমানন্দে পুষ্পপল্লবফলাদিতে সুশোভিত হয় এবং পবনান্দোলিতপল্লবসঞ্চালন করিয়া ইঙ্গিতে তোমাকে আহ্বান করে, তখন ত তুমি তাহাদের নিকটে যাও এবং তাহাদের পুষ্প ফলাদি উপভোগ করিয়া তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদী এবং গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বতও ত কখনও তোমার চরণস্পর্শে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু একমাত্র আমরাই কি অপরাধ করিয়াছি যে, তোমার চরণনিকটে ক্ষণকাল অবস্থান করিবারও অধি-কারের আমরা অযোগ্য, তাই তুমি পুনঃপুনঃ আমাদের ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্য নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইতেছ এবং আদেশ করিতেছ। ইহাতে তোমাকে আর কি দোষ দিব, আমাদের দুরদৃষ্টই তোমার চরণ-সেবাধিকার হইতে আমাদের বঞ্চিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমাদের যদি তোমার চরণ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই হয় তাহা হইলে ব্রজে ফিরিয়া না গিয়া একেবারে তোমার চরণে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া কৃতান্ত-পুরের পথিক হইব।

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন তখন বিচিত্র ভঙ্গিসহকারে তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মধুরস্বরে বলিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা যে আমাকে ভালবাস এবং সেইজন্যই এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রিকালে নির্জ্জন বনে আমার নিকট আসিয়াছ তাহা আমার অবিদিত এবং অস্বীকৃত নহে। কিন্তু তোমরা আমাকে ভালবাস বলিয়াই তোমাদের পক্ষে আমার নিকটে অবস্থান কিংবা আমার সঙ্গে প্রণয়ালাপ ও বনবিহারাদি দ্বারা আমার সেবা করা লোকানুমোদিত ও ধর্ম্মানুমোদিত নহে। ব্রজের পশুপক্ষি বৃক্ষলতা নদী পর্ব্বত প্রভৃতি যে আমার সঙ্গে নানাভাবে প্রীতির ব্যবহার করে, তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মহানি হয় না কিংবা লোকে তাহাদের নিন্দা করে না। তোনরা যদি আমার নিকটে থাক কিংবা আমাকে স্পর্শ কর, তাহা হইলে সকলেই তোমাদের নিন্দা করিবে এবং তাহাতে তোমাদের ধর্ম্মহানি হইবে। আমি তোমাদের পুনঃপুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছি বলিয়া তোমরা মনে করিও না যে আমি তোমাদের সহিত নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছি। তোমাদের লোকনিন্দা হইতে নিষ্কৃতিপ্রদানের জন্য এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্যই আমি পুনঃপুনঃ তোমাদের আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে বলিতেছি। যে যাহাকে ভালবাসে, তহোর কল্যাণকর পথ দেখাইয়া দেওয়াই তাহার উচিত। তোমরা যেমম আমাকে শিশুকাল হইতে ভালবাস, সেইরূপ আমিও তোমাদের শিশুকাল হইতে ভালবাসি। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই সরলপ্রকৃতি এবং বিচারবিহীনা হইয়া থাকে, কাজেই তাহাদের ভালবাসার প্রেরণায় ভাল মন্দ বিচার তিরোহিত হইয়া যায়। তোমরাও সেইজন্যই কুলরমণী হইয়াও আমার নিকট আসিয়াছ এবং পুনঃপুনঃ আমার সেবাধিকার চাহিতেছ। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া তোমাদেরই এই লোকবেদবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া আমার পক্ষে কদাপি কর্ত্তব্য নহে, সেইজন্যই তোমাদের পুনঃপুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছি। অতএব আমার কথায় তোমরা দুঃখিত হইও না কিংবা আমাকে প্রেমহীন কিংবা নির্দ্দয় বলিয়া মনে করিও না। আমি তোমাদের ভালবাসি বলিয়াই তোমাদের ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ বিধানের জন্য তোমাদের বলিতেছি যে—তোমরা কুলরমণী হইয়া পরপুরুষনিকটে অবস্থান করিও না, তোমরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়া তোমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মে মনোনিবেশ কর।

ইতঃপূর্ব্বে তোমাদের বলিয়াছি যে -আমার এমন কোনও ভাগ্যবিশেষ আছে যে—আমাকে ব্রজের সকলেই প্রাণের মত ভালবাসে। ব্রজের নরনারীর ত কথাই নাই, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, নদী পর্ব্বতাদি পর্য্যন্ত আমাকে ভালবাসে এবং কায়মনোবাক্যে আমার প্রীতিবিধান করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ তোমাদের মত লোকবেদবিগর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া আমার সহিত প্রীতির ব্যবহার করিতে চায় না। আমার পিতা মাতা এবং পিতৃমাতৃস্থানীয় গোপগোপীগণ বাৎসল্যভাবে, গোপবালকগণ সখ্যভাবে, ধেনুপাল মূঢ়বাৎসল্যে এবং পশুপক্ষী বৃক্ষলতা নদী পর্ব্বতাদি সকলেই ভাববিহীন অন্ধ ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া নানাভাবে আমার সহিত প্রীতির ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের ব্যবহার লোকনিন্দিত কিংবা ধর্ম্মবিগর্হিত নহে। তোমরা যেভাবে আমার সঙ্গে প্রীতির ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ তাহা সর্ব্বতোভাবে লোক-নিন্দিত ও ধর্ম্মবিগর্হিত। সেইজন্যই আমি তোমাদের পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতেছি যে তোমরা আমার নিকটে দীর্ঘকাল অবস্থান করিও না। তোমাদের ভালবাসায় আমার কোনও আপত্তি নাই কিংবা ভালবাসার জন্য তোমাদের কেহ নিন্দা করিবে কিংবা তাহাতে তোমাদের ধর্ম্মহানি হইবে না, কিন্তু আমাকে ভালবাসিতে গিয়া যদি তোমরা কর্ত্তব্য লঙ্ঘন কর কিংবা লোকবেদবিহর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত অন্যায় ও ক্ষোভের কারণ হইবে। আমাকে ভালবাস বলিয়া যদি তোমাদের প্রধান কর্ত্তব্যে অবহেলা কর তাহা হইলে তোমাদের সে ভালবাসা কদাপি প্রশংসনীয় হইবে না। অতএব তোমরা শিশুকাল হইতে আমাকে যেমন ভালবাসিতেছ সেইরূপেই ভালবাস, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই ; কিন্তু তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া তোমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইও না। "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মঃ" স্ত্রীগণের পক্ষে একমাত্র পতিসেবনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তোমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমার সেবা করিবার জন্য লালায়িত হইতেছ কেন তাহা আমি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। তোমরা সকলে কুলবতী রমণী এবং ব্রজে তোমরা সকলেই মহাসতী বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু তোমাদের এইরূপ স্বধর্ম্মে অনাদর ও অবহেলা দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। একমাত্র পতিসেবনেই স্ত্রীগণের সর্ব্বসিদ্ধি হয় এবং তাহাই তাহাদের পরমধর্ম্ম ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিমত।

নৈব যজ্ঞক্রিয়া কাচিন্ন শ্রাদ্ধং নোপবাসনং। যা তু ভর্ত্তরি শুশ্রূষা তয়া স্বর্গং জয়ত্যুত॥ (মহাভারতম্)

পারলৌকিক সদ্‌গতি লাভের জন্য স্ত্রীগণের যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, উপবাসাদি কিছুরই অনুষ্ঠান করিতে হয় না। একমাত্র পতিশুশ্রূষা দ্বারাই তাহারা পরমগতি লাভ করিতে পারে।

হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা এই মহাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেন অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছ? একমাত্র পতিশুশ্রূষাই তোমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া গিয়া পতিশুশ্রূষায় রত হও।

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া ব্রজরমণীগণ ইঙ্গিতে জানাইলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞশিরোমণি। তোমার ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া আমরা পতিশুশ্রূষার জন্য কৃতসংকল্প হইলাম; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা তোমার সেবা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমরা পতিসেবা প্রভৃতি সর্ব্বকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার নিকটে আসিলাম; কিন্তু তোমার উপদেশ শুনিয়া আমরা বুঝিলাম যে স্ত্রীগণের পক্ষে পতিসেবা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং আমরা যখন গৃহে থাকিব তখন পতিসেবা করিব এবং যখন ভাগ্যবশতঃ তোমাকে পাইব তখন তোমার সেবা করিব।

গোপরমণীগণের এইপ্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন বলিলেন, হে সাধ্বীশিরোমণিগণ! তোমরা যদি গোপনেও আমার সেবা কর, তাহা হইলে তোমাদের অকপটে পতিসেবা করা হইবে না। একনিষ্ঠভাবে পতিসেবন করাই স্ত্রীগণের পরমধর্ম্ম। তাই বলিতেছি "অমায়য়া ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মঃ" অতএব তোমরা কপটতা পরিত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠভাবে পতিসেবনে রত হও, তাহাতে তোমাদের সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। স্ত্রীগণের পতিসেবার তুল্য ধর্ম্ম নাই।

স্ত্রীগণের পক্ষে পতিসেবন যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ দেবর শ্বশুর প্রভৃতি পতির আত্মীয়গণেরও যথাযোগ্য সেবা করা কর্ত্তব্য এবং ভৃত্যাদির পালন পোষণও অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে তাহার মধ্যে পতিসেবাই সর্ব্বপ্রধান, সেজন্য প্রথমতঃ পতিসেবা দ্বারা পতির সন্তোষবিধান করিয়া তদনন্তর দেবর শ্বশুরাদি পতির আত্মীয়বর্গের সেবা এবং পুত্রভৃত্যাদির পালন পোষণাদি করা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত স্ত্রীগণ এইভাবে কর্ত্তব্য পালন করে তাহাদের আর কোন প্রকার ব্যর্থকর্ম্ম কিংবা অন্যায় কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে না। তোমরা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছ বলিয়াই বনভ্রমণে আসিয়াছ এবং আমার সহিত প্রণয়ালাপাদি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কিন্তু যদি তোমরা আমার উপদেশে ব্রজে ফিরিয়া গিয়া তোমাদের কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমাদের আর কদাপি এরূপ দুরভিনিবেশ হইবে না।

ব্রজরাজনন্দনের মুখে এই ভাবে ধর্ম্মোপদেশচ্ছলে উপেক্ষাবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজরমণীগণ একেবারে হতাশ হইয়া গেলেন এবং সকলেই মহাক্ষোভে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নয়নভঙ্গিতে জানাইলেন, হায়! আমরা যাঁহার জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এই যমুনাতীরে আসিলাম, তিনি এখন আমাদের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ব্রজে ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা কি এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য আসিয়াছি? যাঁহার রূপে, গুণে ও বাঁশীর তানে সকলের সকল ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া যায়, যাঁহাকে দেখিলে স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বজীবই নিজধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া, কি এক অভাবনীয় ভাবে ভাবিত হইয়া যায়, তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া আমরা কেমন করিয়া তাঁহার চরণসেবার আশা পরিত্যাগ করি? যাহা হউক, আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে,—আমাদের অদৃষ্টে বহুতর বিড়ম্বনা ভোগ আছে, সুতরাং তাহাতে দুঃখিত হইয়া আমাদের কোনই লাভ হইবে না। আমরা যাঁহার চরণসেবনাশায় গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাঁহারই চরণপ্রান্তে তাঁহারই উপেক্ষিত দেহ বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বদুঃখের অবসান করা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোনই গতি নাই।

এই কথা মনে করিয়া উপেক্ষিতা ব্রজরমণীগণ, যখন দুঃখভারে অবনতপ্রায় হইয়া অধোবদনে ব্রজরাজনন্দনের চরণপানে চাহিয়া রহিলেন, তখন তিনি ইঙ্গিতভঙ্গিতে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বহুবার আলোচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং ব্রজরমণীগণ তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি এবং নিত্যকান্তা। যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ পূর্ব্বজন্মে শ্রুতি, দেবী এবং ঋষি ছিলেন, তাঁহারাও তীব্র সাধনানুষ্ঠানে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা স্বপ্নেও কৃষ্ণছাড়া আর কিছুই জানেন না। কিন্তু লীলাময়ের লীলাভঙ্গি বড়ই দুরূহ। তিনি জগৎপতি হইয়াও ব্রজরমণীগণের উপপতি সাজিয়াছেন এবং ব্রজরমণীগণ তাঁহার নিত্যকান্তা হইলেও তিনি প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য তাঁহাদের পরবধূ সাজাইয়াছেন এবং সেইভাবে প্রেমরসাস্বাদন করিতেছেন।

পরবধূগণ যদি আন্তরিক প্রীতি ও আগ্রহ বশতঃ কোনও পরপুরুষের সহিত মিলিত হয় এবং সেই পরপুরুষ যদি তাহাকে পতিসেবার উপদেশ প্রদান করে ও পরপুরুষের সহিত মিলন অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে উপেক্ষা করা হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও এইপ্রকার পতিসেবনের উপদেশ প্রদান করায় ব্রজরমণীগণকে উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। ব্রজরাজনন্দন যদি পতিসেবনের দোষ কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে ব্রজরমণীগণের ঔপপত্যভাবের সমর্থন করা হয় এবং তাহাতে তাঁহারা সমধিক আনন্দলাভ করেন। "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরাজনন্দন যখন প্রতিপাদন করিলেন যে "রমণীগণের একমাত্র পতিসেবনই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম" তখন পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া উপপতিবুদ্ধিতে ব্রজরাজনন্দনের নিকট সমাগতা এবং ব্রজরাজনন্দনের সহিত মিলনবিহার প্রভৃতিতে সমুৎসুকা ব্রজরমণীগণ মিলনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাহা দেখিয়া রসিকশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন আবার ভঙ্গিপূর্ব্বক পতিসেবনের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাতে ব্রজরমণীগণ আশ্বস্ত হইলেন।

স্বজন-প্রেমবিবর্দ্ধনচতুর ব্রজরাজনন্দন এইভাবে ব্রজরমণীগণের সঙ্গে কত প্রকারে যে রসাস্বাদন করিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণও কতভাবে যে পরিহাসরসিক ব্রজরাজনন্দনের বাক্যচ্ছটায় বিমোহিত হইয়া আশা ও নিরাশার তরঙ্গে সমান্দোলিত হইয়াছেন তাহারও ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু এই সমস্ত অপ্রাকৃত রসালাপ আস্বাদন করিতে গেলে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে—ব্রজরাজনন্দনের এই সমস্ত কথা ধর্ম্মোপদেশ নহে, ইহা তাঁহার উপহাসবাণী এবং অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রজরাজনন্দন উপপতি সাজিয়াছেন বলিয়া তিনি সত্যসত্যই উপপতি নহেন। আরও বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে ব্রজরমণীগণকে পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া আত্মসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান্ ব্রজরাজনন্দন এই সমস্ত কথা বলিয়াছেন। পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছভাবে উপপতির সহিত সম্বন্ধ করিবার জন্য তিনি ব্রজরমণীগণকে প্ররোচিত করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, ব্রজরাজনন্দন যখন দেখিলেন যে তাঁহার মুখে পতিসেবনের উপদেশ শুনিয়া ব্রজরমণীগণ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি মনোহর নয়নভঙ্গি করিয়া বলিলেন—হে প্রেমবতী গোপরমণীগণ! তোমরা আমাকে অত্যন্ত ভালবাস বলিয়া আমার নিকটে আসিয়াছ এবং তোমাদের এতাদৃশ আগমন যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে ইহা তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে—তোমাদের এই আগমন ধর্ম্মসঙ্গতও হইয়াছে। কেননা যাহার সঙ্গে আন্তরিক ভালবাসা বশতঃ মনে মনে দেহমনঃপ্রাণ অর্পণ করা হয়, তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে পতি বলা যায়। কিন্তু যদি আন্তরিক প্রীতি না থাকে তাহা হইলে কেবলমাত্র পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গ বলপূর্ব্বক যাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাকেই পতি বলিয়া গ্রহণ করিলেও সেখানে আন্তরিক প্রীতি ও ইচ্ছার অভাবে অপকটভাবে তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায় না। অতএব যাহার সঙ্গে আন্তরিক সদ্ভাব বশতঃ রমণীগণের সম্বন্ধস্থাপন হয় তাহাকেই তাহাদের প্রকৃত পতি বলা যায়।

শ্রীমহাভারত আদিপর্ব্ব দ্ব্যধিকশততমাধ্যায়ে (১০২ অধ্যায়ে) বর্ণিত আছে যে পরম ধার্ম্মিক শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, তাঁহার কনিঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দেওয়ার জন্য কাশীরাজের তিন কন্যাকে আনয়ন করেন। কাশীরাজকন্যাগণ রূপে-গুণে অতুলনীয়া ছিলেন বলিয়া ভূমণ্ডলের বহুতর নরপতি বিবাহপ্রার্থী হইয়া কশীরাজ ভবনে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্ম সমস্ত নরপতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কাশীরাজের তিন কন্যা লইয়া হস্তিনাপুরে আগমন করেন। তাহার পর যখন ভীষ্ম সেই তিন কন্যার সহিত নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের আয়োজন করেন তখন জ্যেষ্ঠা কন্যা "অম্বা" ভীষ্মকে বলিলেন —

বিবাহং কারয়িষ্যন্তং ভীষ্মং কাশীপতেঃ সুতা। জ্যেষ্ঠা তাসামিদং বাক্যমব্রবীচ্চ সতী তদা॥
ময়া সৌভপতিঃ পূর্ব্বং মনসা হি বৃতঃ পতিঃ। তেন চাস্মিবৃতা পূর্ব্বমেষ কামশ্চ মে পিতুঃ॥
ময়া বরয়িতব্যোঽভূচ্ছাল্বস্তস্মিন্ স্বয়ংবরে। এতদ্বিজ্ঞায় ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মতত্ত্বং সমাচর॥
এবমুক্তস্তয়া ভীষ্মঃ কন্যয়া বিপ্রসংসদি। চিন্তামভ্যগমদ্বীরো যুক্তাং তস্যৈব কর্ম্মণঃ॥
বিনিশ্চিত্য স ধর্ম্মজ্ঞো ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ। অনুজজ্ঞে তদা জ্যেষ্ঠামম্বাং কশীপতেঃ সুতাম্॥

(শ্রীমহাভারতম্)

ভীষ্ম যখন কাশীরাজকন্যাগণের সহিত নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা ভীষ্মকে বলিলেন—হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি পূর্ব্বে সৌভরাজ শাল্বকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলাম এবং তিনি আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও আমার পিতারও তাহাই ইচ্ছা। অতএব আমার এই স্বয়ম্বরে সৌভরাজ শাল্বকেই পতিত্বে বরণ করা উচিত। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, আপনাকে আর আমি অধিক কি বলিব, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত হয় আপনি তাহাই করুন। কশীরাজকন্যার এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন এবং সমাগত ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কশীরাজকন্যাকে সৌভরাজ শাল্বকেই বরমাল্য দিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

অতএব হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা সকলেই শিশুকাল হইতে আমাকেই ভালবাস এবং তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমাকেই পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে এবং আমিও তেমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম; সুতরাং ধর্ম্মতঃ আমিই তোমাদের পতি। তোমাদের পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গ যখন তোমাদের অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন তোমরা লজ্জাবশতঃ তাঁহাদের নিকট মনোগতভাব প্রকাশ করিতে পার নাই। কাজেই অগত্যা আন্তরিক অনিচ্ছাসত্ত্বেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছ। তোমরা যদি সেই সমস্ত পতিগণের সেবা কর তাহা হইলে তোমাদের অকপটে পতি সেবা করা হইবে না। কেননা তোমাদের অন্তরে তাহাদের উপর পতিভাব নাই, কেবলমাত্র তোমাদের পিতা মাতা সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া তোমরা অগত্যা তাহাদের পতি বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ। কিন্তু তোমাদের মনোগত ভাব বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে আমিই তোমাদের পতি। অতএব "অমায়য়া যো ভর্ত্তা, তস্য শুশ্রূষণমেব স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মঃ" যাঁহাকে অকপটে পতিরূপে গ্রহণ করা যায়, যাঁহাতে মনে মনে দেহ মনঃ প্রাণ সমর্পিত থাকে, তিনিই প্রকৃতপক্ষে পতি। অতএব তোমাদের কপটভাবে স্বীকৃত পতির সেবা করা অপেক্ষা অকপটে আমার সেবা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে বৈষ্ণবতোষণীকার ব্রজরাজনন্দনের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

তদেবং সদ্ভাবাবৃতত্বেন তে মায়য়া কপটেনৈব ভর্ত্তারঃ, সদ্ভাববৃতত্বেন অহমেব সত্যভর্ত্তা ভবতীভিঃ শুশ্রূষণীয় ইত্যর্থঃ। অত্র তু বাল্যমারভ্য ভবতীনাং হৃদয়মেব মম সাক্ষীতি ভাবঃ॥

ব্রজরাজনন্দন বলিলেন, হে গোপরমণীগণ! তোমরা যাহাদের পতিরূপে বরণ করিয়াছ তাহাদের সদ্ভাবে বরণ করা হয় নাই। কেননা তাহাদের উপর তোমাদের আন্তরিক প্রীতি না থাকায় কেবলমাত্র পিতা মাতার অনুরোধে অগত্যা তাহাদের পতিরূপে স্বীকার করিয়াছ। সুতরাং ইহাতে মায়া অর্থাৎ কপটতা আছে। মনের ভাব এবং বাহ্য ব্যবহারের অনৈক্যই কপটতা। তোমরা বাহ্য ব্যবহারে তাহাদের পতিরূপে গ্রহণ করিলেও তোমাদের মন তাহাদের গ্রহণ করে নাই। কিন্তু বাহ্য ব্যবহারে তোমরা আমাকে বরমাল্য অর্পণ না করিলেও তোমাদের মন আমাতেই সমর্পিত বলিয়া আমিই তোমাদের প্রকৃতপতি (অমায়য়া ভর্ত্তা), সুতরাং আমার সেবা করাই তোমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। আমি তোমাদের যাহা বলিয়াছি সে বিষয়ে তোমাদের মনই আমার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ও করিবে।

অতএব হে গোপরমণীগণ! তোমরা যাহাদের পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছ, তাহাদের সেবা তোমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অধর্ম্ম (পরোঽধর্ম্মঃ) এবং আমার সেবাই তোমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম (পরো ধর্ম্মঃ)। সেই জন্যই তোমাদের অনুরোধ করিতেছি যে—তোমরা ব্রজে ফিরিয়া না গিয়া আমারই সেবায় প্রবৃত্ত হও। তোমরা আমাকে শিশুকাল হইতে ভালবাস এবং আমিও তোমাদের ভালবাসি। সুতরাং তোমাদের যাহাতে মঙ্গল হইবে সেই প্রকার উপদেশই আমার দেওয়া উচিত। শাস্ত্র ও শিষ্টপরম্পরাপ্রাপ্ত মিত্রলক্ষণই এই যে "পাপান্নিবারয়তি যোজয়তে হিতায়" পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করা এবং হিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাই মিত্রলক্ষণ। আমি তোমাদের মিত্রভাবে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি যে তোমরা আমার সেবায় প্রবৃত্ত হও।

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজরাজনন্দনের এই সমস্ত রসালাপেও এমন তত্ত্বকথা (বাস্তবার্থ) অন্তর্নিহিত আছে যে তাহা আলোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণীটীকায় বলিয়াছেন—

শ্রীভগবতো রসোপযুক্তেঽর্থে প্রবৃত্তমপি বাচং বহবঃ অর্থা অনুবর্ত্তন্তে। তত্রৈশ্বর্য্যরূপোঽয়মর্থ স্ত্রীণাং অন্যাসাং প্রাকৃতযোষিতামেব ধর্ম্মঃ। নতু সর্ব্বস্ত্রীবর্গবরিষ্ঠানাং লক্ষ্মীপ্রার্থ্যসৌভাগ্যানাং যুষ্মাকম্। ভক্তৌ প্রবৃত্তানামপি ধর্ম্মানাদরাৎ "তক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরেঃ" ইত্যাদিনা।

শ্রীভগবান্ রসালাপে প্রবৃত্ত হইয়াও যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতেও নানাবিধ অর্থ অনুবর্ত্তন করিয়াছে। তাহার মধ্যে তাঁহার ঈশ্বর ভাবে তত্ত্বোপদেশ প্রদানের ন্যায় অর্থ পাওয়া যায় যে—তিনি ব্রজরমণীগণকে বলিয়াছেন "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মঃ"। স্ত্রীগণের একমাত্র পতিসেবনই পরমধর্ম্ম। ইহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তব্য এই যে—পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ব্যতীত যে সমস্ত প্রাকৃত রমণী আছে তাহাদের পক্ষেই পতিসেবন পরমধর্ম্ম কিন্তু সমস্ত রমণীগণশিরোমণি লক্ষ্মীপ্রার্থিতসৌভাগ্যশালিনী ব্রজরমণীগণের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে। শাস্ত্রে দেখা যায় যে যাহারা শ্রীভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে একমাত্র শ্রীভগবদ্ভজনেই আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে, সেই সমস্ত ভক্তিনিষ্ঠ সাধকগণেরও ধর্ম্মের সহিত কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ পঞ্চমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

কেহ যদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয় এবং সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই তাহার মরণ কিংবা কোনও কারণে পতন হয়, কিংবা কোনও নীচ যোনিতে জন্ম হয়, তাহা হইলে তাহার কি কোনও অমঙ্গল হয়? যাহারা শ্রীভগবদ্ভজন না করে তাহাদের কেবলমাত্র স্বধর্ম্ম যাজনে কোন ফলই লাভ হয় না।

ব্রজরমণীগণ সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য তাঁহার চরণ নিকটে আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে কোনপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবায় আসক্তিলাভ হয় নাই তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি এবং শ্রীকৃষ্ণসেবায় আসক্তিলাভের জন্য যথাশাস্ত্র স্বধর্ম্ম যাজন করা কর্ত্তব্য। নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এবং তাঁহাদের অনুগত সাধনসিদ্ধ ব্রজরমণীগণের পক্ষে একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই প্রয়োজনীয়তা নাই। এই জন্যই ব্রজরাজনন্দনের কথায় ইহাই বাস্তবার্থ প্রতীতি হয় যে সাধারণ রমণীগণের পক্ষে পতিসেবনই পরমধর্ম্ম, কিন্তু ভক্তিমতী রমণীগণের পক্ষে একমাত্র কৃষ্ণসেবাই পরমধর্ম্ম।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বতী ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনেও জানা যায় যে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—যতদিন পর্য্যন্ত ঐহিক এবং পারলৌকিক ভোগবাসনার অবসান না হয় এবং আমার কথাশ্রবণাদি ভক্তিযাজনে দৃঢ়বিশ্বাস না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয।

যাহার শ্রীভগবানে ভক্তি নাই তাহার কোনপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানেই কোনই লাভ হয় না।

কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্বা কিংবা তীর্থনিষেবণৈঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥
(বৃহন্নারদীয়পুরাণম্)

যাহার শ্রীভগবানে ভক্তি নাই, তাহার বেদপাঠ, শাস্ত্রানুশীলন, তীর্থভ্রমণ, তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে কি ফল লাভ হইবে?

যাঁহাদের শ্রীভগবদ্ভজনে বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা আছে, তাঁহারা অধর্ম্ম করিলেও তাহা ধর্ম্মে পরিণত হয় এবং ভক্তিহীন ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা অধর্ম্মেই পর্য্যবসিত হয়—

ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত। পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে॥ (স্কন্দপুরাণং)

হে ভগবন্। আপনার ভক্তগণ যদি অধর্ম্মাচরণ করেন তাহাও ধর্ম্মে পরিণত হয়। কেননা ভক্তগণ ভাল বা মন্দ যাহাই করুক না কেন, তাহা কৃষ্ণসেবার জন্যই করিয়া থাকেন, কাজেই তাহাদের অধর্ম্মও ধর্ম্ম। কিন্তু ভক্তিহীন ব্যক্তি আত্মসেবার জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা পাপেই পর্য্যবসিত হয়।

এই শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনায় ইহাও জানা যায় যে, "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং" প্রভৃতি বাক্যে ব্রজরাজনন্দন ইঙ্গিতে বলিয়াছেন "ভর্ত্তুং জগদ্ভর্ত্তুর্ম্মম শুশ্রূষণমেব স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্ম" আমি জগদ্ভর্ত্তা (জগৎপতি) অতএব আমার সেবাই স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। ইহাতে বক্তব্য এই যে স্ত্রীগণের যাহাদের সঙ্গে পতিরূপে সম্বন্ধ হয়, তাহাদের হৃদয়ে জগৎপতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ যতদিন জীবরূপে ও অর্য্যামিরূপে অবস্থিত থাকেন, ততদিনই তাহাদের সেবা করা যাইতে পারে। জগৎপতির সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইলে আর পতির পতিত্ব থাকে না ; সুতরাং শ্রীভগবান্ই মূলপতি, তাঁহার সেবা করাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম ; যাহাদের সঙ্গে জগৎপতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই তাহাদের জগৎপতিরই প্রতিনিধিবুদ্ধিতে জাগতিক পতির সেবা করিতে হয় এবং তাহাতে জগৎপতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদের আত্মসেবাধিকার প্রদান করেন। ব্রজরমণীগণ সাক্ষাৎ জগৎপতির নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে জগৎপতিরই প্রতিনিধি স্বরূপ জাগতিক পতির সেবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই।

যাহারা জাগতিক পতির সেবা করে কিন্তু জগৎপতির সম্বন্ধ রাখে না, তাহাদের তাদৃশ পতিসেবায় ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্মই হইয়া থাকে—"অমায়য়া—অকারো বিষ্ণুঃ তস্মিন্ শ্রীভগবতি মায়য়া ভক্ত্যাদিত্যাগেন ঔদাস্যেন বা বঞ্চনয়া যৎ ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং তত্তুপরোঽধর্ম্মঃ"। যাহাদের শ্রীভগবানে ভক্তি নাই কিংবা ভগবদ্ভজনের প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধি নাই, তাহাদের জাগতিক পতিসেবনেও ধর্ম্ম হয় না। (দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকেরই এরূপ পতিভক্তি, গুরুভক্তি কিংবা পিতৃভক্তি প্রভৃতি দেখা যায় যে, তাহারা স্পষ্ট বলে যে আমরা কৃষ্ণ বিষ্ণু বুঝি না, কৃষ্ণ বিষ্ণু মানি না, আমাদের পতিই সর্ব্বস্ব, গুরুই সর্ব্বস্ব, কিংবা পিতাই সর্ব্বস্ব ইত্যাদি। এই উৎকট ভক্তিই "অমায়য়া ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণম্"। অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়া পতি গুরু প্রভৃতির সেবা প্রকৃতপক্ষে সেবা নহে। পতি, গুরু পিতা, মাতা প্রভৃতি পূজ্যরূপে জগতে যাঁহাদের পাওয়া যায় তাঁহারা সকলেই জগৎপতি, জগদ্গুরু, জগৎপিতা জগন্মাতা শ্রীভগবানেরই প্রতিনিধি মাত্র। যাহাদের ভগবানে ভক্তি নাই তাহাদের প্রতিনিধিতে ভক্তিব্যবহার প্রহসন ব্যতীত আর কিছুই নহে।)

"স্ত্রীণাং ব্রজস্ত্রীণাং যুষ্মাকং ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং পরঃ পরকীয়ঃ ধর্ম্মঃ নতু স্বধর্ম্মঃ" এইভাবেও "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং" প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণবচনের বাস্তবার্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে বক্তব্য এই যে—যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবাধিকার প্রাপ্তির আশায় ভক্তিযাজনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র শ্রবণ কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্ত্যঙ্গ যাজনই স্বধর্ম্ম। ইহা ব্যতীত সর্ব্ববিধ ধর্ম্মই ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে পরধর্ম্ম।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরো ধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এই গীতাবাক্যেও জানা যায় যে—একমাত্র স্বধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। পরধর্ম্মানুষ্ঠানে কদাপি কাহারও মঙ্গললাভ হয় না কিংবা অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। শ্রীভগবানের চরণসেবাধিকারপ্রাপ্তিই যাহাদের চরম লক্ষ্য তাহাদের সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভক্তিযাজন করাই কর্ত্তব্য। "ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ" এই শ্রীভগবদ্বাক্যেও জানা যায় যে যাহারা সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ ছাড়িয়া নিরন্তর শ্রীভগবদ্ভজন প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতে পারেন তাঁহারাই সত্তম।

এই প্রকার নানাভাবে "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং" প্রভৃতি শ্লোক হইতে বাস্তবার্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মোটকথা যে ভাবেই বাস্তবার্থের সমালোচনা করা হউক না কেন, একমাত্র শ্রীভগবৎসেবাই পরমধর্ম্ম ইহাই ইহার একমাত্র বক্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠস্কন্ধে সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ পরমধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াছেন যে—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসো ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীভগবানের নাম গ্রহণাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনপ্রভাবে শ্রীভগবানের চরণে প্রেমভক্তি লাভ করাই জীবের একমাত্র পরম ধর্ম্ম।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজরাজনন্দন এইভাবে "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং" প্রভৃতি শ্লোকে বাস্তবার্থের ইঙ্গিত করিয়া উচ্চারণের বৈষম্য এবং ইঙ্গিতভঙ্গির চাতুর্য্যে "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং" এই কথায় কখনও নিজ সেবা, কখনও পতিসেবার ইঙ্গিত করিয়া প্রার্থনা ও উপেক্ষা এই উভয় প্রকার ভক্তিযুক্ত যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থেরও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা ॥
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥ ২৫

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার বিবিধ ভঙ্গিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে ব্রজরমণীগণ তাঁহার প্রকৃত মনোগত ভাব নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া আশা ও নিরাশার তরঙ্গে সমান্দোলিত হইতে লাগিলেন এবং অধোবদনে তাঁহারই চরণপ্রান্তে দৃষ্টিসংলগ্ন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

অন্বয়ঃ ।—লোকেপ্সুভিঃ (লোকদ্বয়াপেক্ষাবতীভিঃ) স্ত্রীভিঃ দুঃশীলঃ (চৌর্য্যাদিরতঃ) দুর্ভগঃ (নিষ্ফলোদ্যমঃ) বৃদ্ধঃ (জরাভিভূতঃ) জড়ঃ (কর্ম্মসামর্থ্যহীনঃ) রোগী (মহারোগগ্রস্তঃ) অধনঃ (অতিদরিদ্রঃ) অপি অপাতকী (পাতিত্যজনকপাপবিহীনঃ) পতিঃ ন হাতব্যঃ (নৈব পরিত্যাজ্যঃ) ॥ ২৫

মূলানুবাদ ।—ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী রমণীগণের পক্ষে, দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, রোগী কিংবা দরিদ্র প্রভৃতি যেরূপই হউক না কেন, পতির যদি কোন প্রকার পাতিত্যজনক পাপ না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—নন্থ পরোপদেশপণ্ডিত সর্ব্বথা পতয়ঃ পরিত্যক্তা এব অধুনা কিং তদীয়শুশ্রূষাদ্যুপদেশেন ? তত্রাহ—দুঃশীল ইতি চৌর্য্যাদিরতঃ। দুর্ভগঃ ভাগ্যাদিহীনঃ নিষ্ফলোদ্যম ইত্যর্থঃ। বৃদ্ধো জরাভিভূতঃ। জড়ঃ কর্ম্মাদিষু সামর্থ্যহীনঃ। রোগী মহারোগগ্রস্তঃ। অধনোঽতিদরিদ্রঃ নিজোদরভরণেঽপ্যসমর্থ ইত্যর্থঃ। অপিশব্দস্য প্রত্যেকমন্বয়ঃ। দৌঃশীল্যাদিযুক্তোঽপি ন হেয়ঃ। ব্রজবাসী তু সর্ব্বসদ্গুণযুক্ত এবেতি কথং ত্যাজ্যঃ স্যাদিত্যপিশব্দার্থঃ। লোকেপ্সুভির্লোকদ্বয়াপেক্ষাবতীভিঃ। অন্যথা ইহলোকে পরত্র চ দুঃখমেবেত্যর্থঃ। তত্র চ পাতক্যেব পরিত্যাজ্য ইত্যাহ অপাতকীতি। পাতকং পতনহেতু পাপবিশেষঃ। তথাচ স্মৃতিঃ। পতিং ত্বপতিতং ভজেদিতি। অতোঽত্রত্যানাং সর্ব্বেষামপি পাপমাত্রাভাবান্ন হাতুং যোগ্য এবেতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু তাসাং নিশ্চিতেঽপি দৃঢ়ভাবে উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থমেব তথোক্তমিতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্। তস্মাদ্বস্তুতোঽহমেব পতিরিতি স্থিতে দুঃশীলেত্যাদিবচনানুসারেণ তত্তদ্দোষযুক্তোঽপি পতির্ন হাতব্য ইতি স্থিতে, নিখিলকল্যাণগুণযুক্তঃ পতিরহং কথং হাতব্যস্তে পুনস্তত্তদ্দোষযুক্তা নচ পতয় ইতি কথং ন হাতব্যা ইত্যাহ দুঃশীল ইতি ॥ ২৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীব্রজরাজনন্দন প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে নানাভাবে পতিসেবনের উপদেশ প্রদান করিলে ব্রজরমণীগণ, তাঁহার সেবাধিকার প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া গেলেন। যদিও ব্রজরাজনন্দনের নানাভঙ্গি এবং নানা অর্থসম্বলিত বাক্যে প্রার্থনাভঙ্গিরও ইঙ্গিত আছে, তথাপি ব্রজরমণীগণের প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে উপেক্ষাভঙ্গিই লগ্ন হইয়া রহিল। তাঁহাদের মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে—ব্রজরাজনন্দন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন এবং তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইতে এবং নিজ নিজ পতিসেবন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ব্রজরমণীগণের যখন নিশ্চিত ধারণা হইল যে, তাঁহাদের পতিসেবনে রত হওয়াই ব্রজরাজনন্দনের একান্ত অভিপ্রেত, তখন তাঁহারা কাতর ইঙ্গিতে জানাইলেন, হে পরোপদেশপণ্ডিত! পরকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকেই নানাবিধ কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু যদি কখনও স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে সকলেই বুঝিতে পারে যে উপদেশ প্রদান অপেক্ষা অনুষ্ঠান করা কত কঠিন। তুমি আমাদের পুনঃপুনঃ উপদেশ প্রদান করিতেছ যে—"পতিসেবা করাই স্ত্রীগণের একমাত্র ধর্ম্ম" কিন্তু যদি তুমি আমাদের মত অবস্থায় পতিত হইতে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে যে তোমার চরণসেবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া পতিসেবায় রত হওয়া কত কঠিন। আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিশুকাল হইতে তোমাকেই ভালবাসি এবং স্বপ্নেও তুমি ছাড়া আর কিছুই জানি না। তাহার পর বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে, আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ আমাদের পিতা মাতা যাহার করে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা অগত্যা বরমাল্য অর্পণ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহাকে আমরা কোনদিনই আন্তরিকভাবে পতি বলিয়া গ্রহণ করি নাই। সুতরাং তোমার সেবা না করিয়া তাঁহার সেবা করা আমাদের পক্ষে যে কত কঠিন তাহা আর তোমাকে কি বুঝাইব! যাহা হউক, এতদিন আমরা মনের দুঃখ মনে রাখিয়া সেই পতিগৃহেই বাস করিতেছিলাম, কিন্তু আজ তোমার বংশীনাদ শুনিয়া আমাদের সে সামর্থ্যও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমারই চরণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু হে জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি যদি আমাদের পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমাদের আর গতি নাই।

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন নয়নমুদ্রন এবং শিরঃকম্পনসহকারে বলিলেন—হে কুলবতী ব্রজরমণীগণ! তোমাদের ভাবভঙ্গিতে মনে হইতেছে, তোমরা তোমাদের পতিসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছ। কিন্তু তোমরা বিবেকহীনা অবলাজাতি বলিয়া বুঝিতে পারিতেছ না যে তোমরা কি অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ। সতী রমণীগণের পক্ষে কদাপি পতি পরিত্যাজ্য নহে। বিপ্রাগ্নি সাক্ষী করিয়া যাহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছ, তাহার সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া ধারণা করাই তোমাদের পক্ষে একান্ত শ্রেয়ঃ। অতএব তোমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া এখনই নিজ নিজ গৃহে গমন কর এবং পতিসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া রমণীজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য পালন কর।

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, তাঁহারই চরণে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন,—হে সর্ব্বস্বনির্ম্মঞ্ছনীয়চরণ! তোমার চরণ নির্ম্মঞ্ছন করিয়া আমরা পতি, পাতিব্রত্যধর্ম্ম, পতির আনুগত্য, পতির সহিত সম্বন্ধ প্রভৃতি সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছি। সুতরাং আমাদের আর পতিসেবার উপদেশ দিয়া লাভ কি? হে শ্যামসুন্দর! যে রমণী একবার তোমার রূপ দেখিয়াছে এবং তোমার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য সৌশীল্য সৌভাগ্য সুনৈপুণ্য প্রভৃতির লেশমাত্রও অনুভব করিতে পারিয়াছে, তাহার কি অন্য কুত্রাপি মন যাইতে পারে? প্রফুল্ল নবমল্লিকার মধুপানাসক্ত ভ্রমর কি কখনও কিংশুককুসুমে আকৃষ্ট হয়? আমরা শিশুকাল হইতে তোমারই রূপ, গুণ, স্বভাব সৌন্দর্য্যাদিতে আকৃষ্ট এবং তোমারই চরণে চিরবিক্রীত, আমাদের আর অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ রাখিবার সাধ্য নাই। যে কখনও তোমাকে দেখে নাই, সে সতীধর্ম্ম লইয়া পতিসেবনে রত হইতে পারে, কিন্তু যে একবার তোমাকে দেখিয়াছে তাহার আর সর্ব্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার চরণসেবাই জীবনের মহাব্রত বলিয়া অবলম্বন না করিয়া গতি নাই। অতএব হে ব্রজপতিকুমার! বৃথা পতিসেবার কর্ত্তব্যতা দেখাইয়া আমাদের বঞ্চিত করিও না, তোমার চরণ বিনা আমাদের আর কোনই গতি নাই।

নির্ভরপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের এইপ্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন, গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! আমার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তোমাদের পতি সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। পতি যেমনই হউক না কেন, সতীর তাহাই আরাধ্য। পরপুরুষের স্বভাব সৌন্দর্য্যাদিতে প্রলুব্ধ হইয়া পতির দোষ-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সতীর ধর্ম্ম নহে। সুশীল পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া দুঃশীল পতিকে অনাদর করিতে নাই। ভাগ্যবশতঃ যদি কোনও রমণীর পতি, চৌর্য্য, পারদারিকতা প্রভৃতি দোষে লিপ্ত হইয়া জনসমাজে দুঃশীল বলিয়া পরিচিত হয় তথাপি সতীরমণীর পক্ষে সে কদাপি পরিত্যাজ্য নহে। সুশীল পরপুরুষের সেবারত রমণী অপেক্ষা দুঃশীল পতিসেবনরতা রমণী কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠা। কোনও রমণীর পতি যদি জন্মান্তরীণ দুর্ভাগ্যের ফলে এমনই দুর্ভগ হয় যে, সে যে কর্ম্মের জন্যই উদ্যম প্রকাশ করুক না কেন, তাহাই নিষ্ফল হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় এবং তাহার বিবিধ দুঃখ দৈন্য ও নৈরাশ্য লইয়া জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা হইলেও সতীরমণীর পক্ষে সে কদাপি পরিত্যাজ্য নহে, কিংবা কোনও পরপুরুষের সৌভাগ্য দেখিয়া তাহার তাহাতে আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কাহারও পতি যদি বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে অনাদর করিয়া সতীরমণীর সুস্থ সবল নব্য পরপুরুষে আসক্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার পক্ষে সেই বৃদ্ধ জরাজীর্ণের সেবা করিয়া জীবনযাপন কারই একমাত্র কর্ত্তব্য। কাহারও পতি যদি জড় অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কর্ম্মসামর্থ্যবিহীন কিংবা মহারোগগ্রস্ত হয়, সতীরমণীর পক্ষে তাহাকে পরিত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কাহারও পতি যদি এমনই নির্ধন হয় যে—তাহার পক্ষে তাহার নিজের উদর ভরণ করাও অসাধ্য, তথাপি সতীরমণীর তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। অতএব হে সাধ্বীশিরোমণি ব্রজরমণীগণ! তোমরা আমার রূপগুণাদিতে আকৃষ্ট হইয়া নিজ নিজ পতির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছ কেন? আমার সঙ্গে তুলনা করিলে যাহাই হউক না কেন, ব্রজবাসি গোপগণ, কেহই দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, রোগী, কিংবা নির্ধন নহে। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধত্যাগের কোনও সম্ভাবনার অবসর নাই। তোমরা যে কি কুহকে ভুলিয়া এই ইহকাল ও পরকালের অনিষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ তাহা আমি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। যাহারা ইহলোকের এবং পরলোকের কল্যাণ কামনা করে, সে সমস্ত রমণীগণের পক্ষে কদাপি পতিসেবা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। পতিসেবাপরিত্যাগিনী রমণী ইহলোকে সকলের নিকট নিন্দাভাগিনী এবং পরলোকে নরকগামিনী হইয়া ঐহিক এবং পারলৌকিক সুখে বঞ্চিত হয় এবং তাহার দুঃসহ নিন্দিত জীবনভার বহনে জর্জ্জরিত হইতে হয়। অতএব হে গোপরমণীগণ! তোমরা ইহকাল এবং পরকালে জলাঞ্জলি দিয়া কলঙ্কিত জীবনভার বহনে প্রবৃত্ত না হইয়া ব্রজে ফিরিয়া যাও এবং কায়মনোবাক্যে পতিসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণের পথ পরিষ্কার কর।

সতীরমণীর পক্ষে পতিই সর্ব্বস্ব, এবং পতিই একমাত্র সেব্য ও আরাধ্য। পতির কোন প্রকার দোষের বিচার করা সতী রমণীর কর্ত্তব্য নহে। পরপুরুষের সুরূপ দেখিয়া এবং সৎস্বভাবের আলোচনা করিয়া কুরূপ এবং কুস্বভাবসম্পন্ন পতিতে বীতশ্রদ্ধ হওয়া সতীরমণীর কর্ত্তব্য নহে। তোমরা অগণিত সতী রমণী পরিবৃত ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং আজীবন সতীরমণীর সুদৃষ্টান্ত দেখিয়াও যে কেন এই প্রকার অবিমৃষ্যকারিতাকে প্রশ্রয় প্রদান করিতেছ তাহা আমি কিছুতেই কল্পনা করিতেও পারিতেছিনা। দৌঃশীল্য দৌর্ভাগ্য প্রভৃতি দোষ কখনও সতীরমণীর পক্ষে পতি পরিত্যাগের হেতু হইতে পারে না। নিজ নিজ কর্ম্মফলে যে রমণীর ভাগ্যে যেমনই পতিলাভ হউক না কেন, কায়মনোবাক্যে তাহার সেবা করাই তাহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। দৌঃশীল্য দৌর্ভাগ্য প্রভৃতি দোষ ত অতি সামান্য কথা, কাহারও পতি যদি মহাপাতকী হয়, তাহা হইলে সতীরমণীগণ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা তাহার মহাপাতকের নিষ্কৃতি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সেবায় বিরত থাকিতে বাধ্য হইলেও কদাপি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। কোন অবস্থাতেই কোন রমণীরই পতি পরিত্যাজ্য হইতে পারে না, কিংবা পতির কোনও দোষ থাকিলে, এমন কি মহাপাতক থাকিলেও, সেই দোষী ও মহাপাতকী পতিকে পরিত্যাগ করিয়া নির্দ্দোষ এবং পুণ্যশীল পরপুরুষে আসক্ত হওয়া কদাপি কোনও রমণীর পক্ষে হিতকর হয় না।

অতএব হে গোপরমণীগণ! দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ প্রভৃতি যাহাই হউক না কেন, সতীরমণীর পক্ষে কদাপি পতিসেবা পরিত্যাজ্য নহে। তবে যদি কাহারও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পতি মহাপাতকে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পতিসেবায় বঞ্চিত হওয়া ব্যতীত আর গতি নাই। "পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ" এই শাস্ত্রবচনে জানা যায় যে—কাহারও পতি যদি মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া পতিত হয়, তাহা হইলে যত দিন পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা সেই পাপের নিষ্কৃতি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাহার সেবায় বিরত থাকিতে হয়। "আশুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যৈব মহাপাতক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূষিতং" এই শাস্ত্রবচনেও জানা যায় যে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা শুদ্ধিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত মহাপাতকদূষিত ব্যক্তির কোন প্রকার সংসর্গ করিতে নাই। বিশেষতঃ মহাপাতকদূষিত ব্যক্তির সংসর্গ করিলেও মহাপাতকী হইতে হয় ইহাই শাস্ত্রের অভিমত।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥
মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মসু জায়তে। বাধতে ব্যাধিরূপেণ তস্য কৃচ্ছ্রাদিভিঃ শমঃ॥

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য এবং গুর্ব্বঙ্গনাগমন এই চারি প্রকার মহাপাতক এবং এই সমস্ত মহাপাতকীর সংসর্গ করাও একপ্রকার মহাপাতক। সাতজন্ম পর্য্যন্ত কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধিরূপে মহাপাতকের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে এবং তপঃকৃচ্ছ্র প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠানে মহাপাতকীর নিষ্কৃতি হয়। মহাপাতকীর সহিত আলাপ, গাত্রসংস্পর্শ, সহভোজন প্রভৃতি কোন প্রকার সংসর্গই করিতে নাই। যাহারা মহাপাতকীর সংসর্গ করে তাহারাও মহাপাতকীর মধ্যেই পরিগণিত। সুতরাং কোনও রমণীর পতি যদি মহাপাতকে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার সংসর্গও মহাপাতকজনক বলিয়া মহাপাতকী পতির সেবা করিতে নাই। কিন্তু এই পঞ্চবিধ মহাপাতক ব্যতীত দৌঃশীল্য, দৌর্ভাগ্য প্রভৃতি যে কোনও দোষেই লিপ্ত হউক না কেন, সতী রমণীর পক্ষে কদাপি পতি পরিত্যাজ্য নহে। অতএব হে গোপরমণীগণ! তোমাদের পক্ষে একমাত্র পতিসেবনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তোমাদের পতিগণ মহাপাতকীও নহেন কিংবা দৌঃশীল্য দৌর্ভাগ্যাদি দোষযুক্তও নহেন। তাঁহাদের সেবা পরিত্যাগ করিলে তোমাদের ধর্ম্মহানি হইবে এবং ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ অকল্যাণ হইবে। অতএব তোমরা আর ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া নিজ গৃহে গমন কর এবং পতিসেবায় রত হইয়া রমণীজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য পালন কর।

ব্রজরাজনন্দন যখন ব্রজরমণীগণকে এইভাবে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া নিজসেবা হইতে প্রতিনিবৃত্ত এবং পতিসেবায় প্ররোচিত করিলেন, তখন ব্রজরমণীগণ চূড়ান্তভাবে উপেক্ষিত হইলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা ব্রজরাজনন্দনের চরণ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন না, কিংবা পতি সেবার কর্ত্তব্যতা নিশ্চয় করিলেন না। তাঁহারা কেবল ব্রজরাজনন্দনের উপেক্ষাবচনে মর্ম্মাহত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—হায়! আমাদের প্রাণবল্লভের মুখে এই সমস্ত উপেক্ষাবচন শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে কেন আমাদের প্রাণান্ত হইল না। প্রাণবল্লভের নিকট এইরূপ নানাভাবে উপেক্ষিত হইবার জন্যই কি বিধাতা অতি কঠিন উপাদান দ্বারা আমাদের প্রাণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? যাহা হউক, আমাদের প্রাণবল্লভ যতই কঠিন হউন এবং আমাদের প্রাণও যতই কঠিন উপাদানে গঠিত হউক, আমরা প্রাণ থাকিতে কদাপি প্রাণবল্লভের চরণ ছাড়িয়া কুত্রাপি যাইব না। এই কথা মনে করিয়া যখন ব্রজরমণীগণ প্রাণান্তকর দুঃখভার লইয়া অবনত মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন ব্রজরাজনন্দনের ভঙ্গিচাতুর্য্যে প্রার্থনাভঙ্গির প্রকাশ পাইল।

ব্রজরাজনন্দন প্রার্থনার ইঙ্গিতে জানাইলেন—হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ! ইতঃপূর্ব্বে তোমাদের জানাইয়াছি যে—তোমরা শিশুকাল হইতেই আমাকে ভালবাস এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে পতিরূপে পাইবার জন্য কাত্যায়নীব্রতের অনুষ্ঠান করিতেও পশ্চাৎপদ হও নাই। সুতরাং আমিই তোমাদের প্রকৃতপক্ষে পতি। যদিও তোমরা পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণের নির্দ্দেশে অন্যকে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছ, তথাপি শিশুকাল হইতে তোমাদের মনঃপ্রাণ আমাতেই সমর্পিত বলিয়া আমার সঙ্গেই তোমাদের অকপট পতিব্যবহার হওয়া উচিত। পতি যদি দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ জড়, রোগী কিংবা নির্ধনও হয় এবং যদি কোনও মহাপাতকে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে সতী রমণীর পক্ষে তাহার সেবাই ইহলোক এবং পরলোকের সুখাবহ। আমাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃশীলতাদি কোনও দোষ নাই, কিংবা আমি মহাপাতকী নহি। প্রত্যুত আমি সুশীল, সুভগ, নবকিশোর, রসিকশিরোমণি, নিরাময় এবং ব্রজরাজনন্দন। সুতরাং আমাকে পরিত্যাগ করা তোমাদের পক্ষে কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তোমাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সেবায় রত হওয়া উচিত; কিন্তু তোমরা আমার আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়াও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্য নানাপ্রকার ইঙ্গিত করিতেছ। যাহাদের সহিত কোন দিনই আন্তরিক সম্বন্ধ নাই এবং পিতা মাতার অনুরোধে অগত্যা যাহাদের পতিরূপে বরণ করিয়াছ, তাহাদের সেবার জন্য আমার সেবা পরিত্যাগ করা কি তোমাদের উচিত? অতএব হে ব্রজরমণীগণ! আমি তোমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইও না, প্রণয়ালাপ ও বনবিহারাদি দ্বারা আমার আনন্দবর্দ্ধন কর ও আমাকে পরিতৃপ্ত কর। তোমাদের সঙ্গে মিলনের লালসাতেই আমি নিজ গৃহ ছাড়িয়া এই সুদূর যমুনাকুলে আসিয়া তোমাদের অপেক্ষাতেই দাঁড়াইয়া আছি। আমাকে উপেক্ষা করিয়া ব্রজে ফিরিয়া যাওয়া কি তোমাদের মত প্রেমবতী রমণীগণের কর্ত্তব্য?

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিতে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল এবং তাঁহারা প্রফুল্লনয়নে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন—এতক্ষণে বুঝি আমাদের প্রতি বিধাতা সদয় হইয়াছেন, তাই আমাদের প্রাণবল্লভের নির্দ্দয়তার অপগম হইয়াছে ও আমাদের সেবাধিকার প্রদানের জন্য করুণার ইঙ্গিত প্রকাশ করিতেছেন।

পূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করা হইয়ছে এবং এখনও কিঞ্চিৎ পুনরালোচনা করা হইতেছে যে—গোপীসহ গোপীনাথের এইভাবের রসালাপ সমালোচনা করিয়া যেন কাহারও হৃদয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবৃত্তি না জাগিয়া উঠে। গোপীসহ গোপীনাথের আলাপ যেভাবেই হউক না কেন, তাহাদের তত্ত্বসমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে—তাঁহারা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি। যদিও ব্রজরমণীগণ পরবধূ নহেন এবং জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণও উপপতি নহেন, তথাপি প্রেমরসাস্বাদনের জন্য অনাদিকাল হইতে গোপীসহ গোপীনাথের এই পরমাদ্ভুত লীলাভিনয় চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং তাঁহারা লীলাবেশে যাহাই বলুন কিংবা যাহাই করুন তাহা জীবের অনুকরণীয় কিংবা অনুসরণীয় নহে। গোপরমণীগণের যে অতুলনীয় প্রেমরসাস্বাদন জন্য জগৎপতি উপপতি সাজিয়াছেন এবং নানাভাবে গোপীগণের সহিত মিলন বিহারাদির জন্য আকাঙ্ক্ষান্বিত হইয়াছেন, সেই প্রেমলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়ার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

এই শ্লোক সমালোচনায় যে পতিসেবনের অবশ্য কর্ত্তব্যতা জানা যায়, তাহাই ইহার বাস্তবার্থ। যে সমস্ত রমণী ইহলোকের বিবিধ সুখ সম্পদ এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগাদি কামনা করে, তাহাদের পক্ষে কায়মনোবাক্যে পতিসেবন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্রজরমণীগণ ইহলোক কিংবা পরলোকের সুখাপেক্ষাবিহীন, কাজেই এ সমস্ত বিধি কিংবা উপদেশ তাঁহাদের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। তাঁহারা ইহলোক এবং পরলোকের সর্ব্ববিধ সুখাপেক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র কৃষ্ণসেবাধিকারলাভের জন্যই সর্ব্বদা লালায়িত, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র কৃষ্ণসেবাই অনুষ্ঠেয় এবং আকাঙ্ক্ষিত। এই সমস্ত প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের দৃষ্টান্তে যে সমস্ত সাধকভক্তগণ কৃষ্ণসেবাধিকার পাইবার জন্য লালসান্বিত হইবেন তাঁহাদেরও আর কোনপ্রকার বিধি নিষিধের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে না, তাঁহারাও নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তিযাজন প্রসঙ্গে জীবন যাপন করিবেন। কোনও সধকভক্তের হৃদয়ে যদি কোনপ্রকার ভোগবাসনা কিংবা মোক্ষবাসনার উদয় হয়, তাহা হইলে ভক্তিযাজন করিলেও তাঁহার প্রেমলাভ হয় না, এবং বিনাপ্রেমে কৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তিও হয় না। কাজেই তাঁহাদের পক্ষে স্বধর্ম্মযাজন করাই বিধেয়।

ভুক্তিমুক্তি আদি বাঞ্ছা মনে যদি হয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং এই শ্লোকের বাস্তবার্থে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে—যাহাদের ইহলোক এবং পরলোকের সুখ-ভোগবাসনা আছে, তাহারা যথাশাস্ত্র স্ব স্ব অধিকারানুরূপ ধর্ম্মযাজন ও বিধিনিষেধাদি পালন করিবেন, কিন্তু যাঁহাদের একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইহলোক কিংবা পরলোকের কোন প্রত্যাশাই হৃদয়ে স্থান পায় না, তাঁহারা সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণভজনই সম্বল করিবেন !

আজ্ঞায়ৈর গুণান্ দোষান্ ময়া দিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—আমি বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছি, তাহা হইতে "ধর্ম্মাচরণে চিত্তশুদ্ধি ও অধর্ম্মাচরণে নরকাদিপ্রাপ্তি" এইপ্রকার ধর্ম্মাচরণের গুণ এবং অধর্ম্মাচরণের দোষ নির্দ্ধারণ করিয়াও যে ব্যক্তি, আমার সেবার বাধক বলিয়া সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকেই ভজনা করে তাহাকে সত্তম বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ব্রজরমণীগণ যদি পতিসেবারূপ ধর্ম্মে রত হন এবং পরপুরুষের সহিত আলাপাদি অধর্ম্ম হইতে বিরত হন তাহা হইলে তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা হয় না। কাজেই তাঁহারা যদি এই ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবাতেই প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের কোনপ্রকার অধর্ম্ম ত হইবেই না, প্রত্যুত ইহাই তাঁহাদের পরমধর্ম্ম। যাঁহাদের কৃষ্ণসেবায় আসক্তি নাই এবং কৃষ্ণসেবায় সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস নাই, তাঁহাদেরই চিত্তশুদ্ধির জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং নরকনিবৃত্তির জন্য অধর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া প্রয়োজন। সেই জন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "লোকেপ্সুভিঃ স্ত্রীভিঃ পতির্ন হাতব্যঃ" যে সমস্ত রমণীগণ ইহলোক এবং পরলোকের সুখসম্পদ্ ভোগ করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের পক্ষে পতিসেবা পরিত্যাজ্য নহে। যাহাদের কৃষ্ণসেবায় আসক্তি নাই এবং কৃষ্ণসেবায় পরমানন্দের ধারণা নাই এবং কৃষ্ণসেবায় সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় এই বিশ্বাস নাই, তাহাদের চিত্ত অশুদ্ধ; কাজেই তাহাদের পক্ষে চিত্তশুদ্ধির জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং অধর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যাহাদের কৃষ্ণসেবায় আসক্তি আছে, তাহাদের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই। সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবাসক্তি ত দূরের কথা, যাহাদের শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনে আসক্তি আছে এবং তাহাতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে এইপ্রকার দৃঢ়বিশ্বাস আছে তাহাদেরও ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—যতদিন পর্য্যন্ত ইহলোক এবং পরলোকের সুখসম্পদ্‌ভোগে বৈরাগ্য না হয় এবং আমার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে "ইহা হইতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে" এইপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাস না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যথাশাস্ত্র স্ব স্ব অধিকারানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে—যাহাদের ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে বৈরাগ্য নাই এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিযাজনে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইবে এইপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাস নাই, তাহারা যদি স্ব স্ব অধিকারানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করে তাহা হইলে তাহাদের অনিষ্ট হইবে। মৃদুবিশ্বাসসম্পন্ন ভক্তিসাধকগণ "অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং" বলিয়া প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত পান করেন, কিন্তু নিজের কিংবা পুত্রাদির কোনও ব্যাধি হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। এই সমস্ত সাধক ভক্তগণ নিরন্তর নানাভাবে ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনাদি করেন বটে, কিন্তু দেহ অসুস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের ব্যবস্থাধীন হন; এমন কি চিকিৎসক যদি বলেন যে "উচ্চ কীর্ত্তনে বায়ুবৃদ্ধি হইবে" তাহা হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ মনে মনে কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এসমস্ত ভক্তগণ চরণামৃতপান, নামসংকীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্তি-যাজন করেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস হয় নাই। এই সমস্ত ভক্তগণের বিবিধ ভোগবাসনারও বিরতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা যায় না; সুতরাং এই সমস্ত মৃদুবিশ্বাসসম্পন্ন সাধকভক্তগণের বিষয়ভোগে বৈরাগ্য এবং কৃষ্ণভজনে দৃঢ়বিশ্বাস লাভের জন্য যথাশাস্ত্র স্ব স্ব অধিকারানুরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ। ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥ (হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রম্)

যে সমস্ত ভক্তগণ, লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ও বিষয়ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ ভজনে রত থাকেন তাঁহাদের চরণে কোটি কোটি নমস্কার। এই হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র বচনেও জানা যায় যে, যাঁহাদের কৃষ্ণসেবায় আসক্তি থাকে তাঁহারা এমন ভাবে কৃষ্ণসেবায় বশীভূত হইয়া যান যে তাঁহাদের আর লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ও বিষয় ভোগাদির সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকে না। এই সমস্ত ভক্তগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সকলের নমস্য।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীবর্গের মধ্যে যাঁহারা নিত্যসিদ্ধি, তাঁহাদের কোন দিনই ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই কিংবা ছিল না। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ প্রভৃতি যে সমস্ত সাধনসিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী আছেন তাঁহারা সাধক দেহেই ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধমুক্ত হইয়া প্রেমলাভ করিয়াছেন এবং তাহার পর সাক্ষাৎ প্রেমসেবার উপযোগী গোপীদেহ লাভ করিয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের সহিত এই সমস্ত রসালাপ করিতেছেন. তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। পতিসেবন, সতীপদবীর অনুসরণ, পুত্রভৃত্যাদি পালন প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্মোপদেশ শ্রীকৃষ্ণবচনে জানা যায়, তাহার কিছুই গোপীগণের অনুষ্ঠেয় নহে, কিংবা তাহার সহিত গোপীগণের কোনই সম্বন্ধ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রপঞ্চাতীত হইয়াও প্রপঞ্চের অনুকরণে লীলা করেন, সেইরূপ তাঁহার পার্ষদবর্গও প্রপঞ্চাতীত হইয়াও নানাবিধ প্রাপঞ্চিক ব্যবহারের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর শ্রীভগবানের ইহাও স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনেরই ভঙ্গি বিশেষ। সেই জন্যই তিনি নিজপ্রেয়সী গোপীগণকে পরবধূ সাজাইয়াছেন এবং স্বয়ং জগৎপতি হইয়াও তাঁহাদের উপপতি সাজিয়াছেন। মিলন সময়েও তিনি যে নানাভাবে গোপীগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন, তাহাতেও গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনোৎকণ্ঠা এবং সেবাকাঙ্ক্ষাই বিবর্দ্ধিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ যে গোপরমণীগণকে নানাভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, তাহাতে ইহাও ধারণা করিতে পারা যায় যে—গোপীগণ প্রথমতঃ কেবলমাত্র ভালবাসার প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন, কিন্তু সময়ান্তরে যদি কাহারও মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের "পরপুরুষের সহিত মিলন সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মবিগর্হিত" বলিয়া ধারণা হয় ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভালবাসার বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণই গোপীদের পূর্ব্ব হইতেই শুনাইয়া রাখিলেন যে, আমিই তোমাদের ধর্ম্মতঃ পতি, কেননা তোমরা শিশুকাল হইতে আমাতেই চিত্তসমর্পণ করিয়া রাখিয়াছ এবং আমার সেবা ছাড়া তোমাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই। কাজেই আমার সেবায় তোমাদের ধর্ম্মহানি হইবে না।

সাধক ভক্তগণেরও শ্রীভগবানের এই উপদেশবাক্য হইতে জানা উচিত যে—যদি কেহ সর্ব্বধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া শ্রীভগবানের চরণভজনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মহানি হয় না। শ্রীভগবদ্ভজনই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যব্যবহিতা যয়াত্মা সংপ্রসীদতি। (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনেও জানা যায় যে—যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তিলাভ হয় তাহাই জীবের পরমধর্ম্ম। একমাত্র শ্রবণ কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্ত্যঙ্গ যাজন ব্যতীত জপ, যোগ, ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যাদি কোন কর্ম্মেই শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ হয় না। একমাত্র সাধনভক্তিই প্রেমভক্তিলাভের উপায়। কাজেই যদি কেহ সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সাধনভক্তির যাজন প্রসঙ্গেই জীবনযাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ ॥ ২৬

কোন প্রকার ধর্ম্মহানি হয় না, প্রত্যুত তাহাতে তাঁহার পরমধর্ম্ম লাভ হয় এবং শ্রীভগবৎকৃপালাভে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়। গীতাতেও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

হে অর্জ্জুন। তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও এবং আমারই আজ্ঞাপালন ও পরিচর্য্যায় রত হও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগে পাপাশঙ্কা করিও না।

গোপীগণ পরবধূ হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম পতিসেবন পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ ব্রজরাজনন্দনের সেবায় রত হইলেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন প্রকার ধর্ম্মহানি হয় নাই। কেন না, কেহ যদি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মত্যাগজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সাধক ভক্তগণ যদি সাধনভক্তিযাজনের বিরোধী বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও সেজন্য পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। গোপরমণীগণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবার জন্য যদি ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ না রাখেন তাহা হইলে তাঁহাদের যে কোন প্রকার ধর্ম্মহানি হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য।

গোপরমণীগণের দৃষ্টান্ত জগতের কোনও রমণী যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোনও পরপুরুষে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার অনন্ত নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাই বলিয়া পরমপুরুষ শ্রীব্রজরাজনন্দনে আসক্ত গোপীগণের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে। যদি কেহ গোপীগণের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে চান তাহা হইলে তাঁহারাও যেন পরমপুরুষে আসক্ত হইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ভ্রমেও যেন পরপুরুষের সম্বন্ধগন্ধলেশও হৃদয়ে স্থান না পায়।

যাহা হউক, এইভাবে শ্রীকৃষ্ণবচনের বাস্তবার্থ সমালোচনা করিলে শ্রীকৃষ্ণসেবা ও সাধনভক্তির বিবিধ তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণীগণের সহিত রসালাপে প্রবৃত্ত হইয়া এইভাবে গোপরমণীগণের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধন করিলেন এবং সাধক ভক্তগণের ইহাতে সাধন ও ভক্তিনিষ্ঠার পথ প্রদর্শিত হইল।

পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন এই ভাবে নানা ভাবের তরঙ্গে গোপরমণীগণের হৃদয় আন্দোলিত করিয়া পরিশেষে এমনভাবে অঙ্গভঙ্গি করিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে তাহাতে গোপরমণীগণ নিশ্চয় করিতে পারিলেন না যে তিনি "পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যঃ" বলিয়া কোন পতিকে পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছেন। ব্রজরাজনন্দনের ইঙ্গিতচাতুর্য্যে কখন মনে হইল যে তিনি গোপরমণীগণকে তাঁহাদের গৃহপতির সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছেন; আবার কখনও বা মনে হইল যে শিশুকাল হইতে প্রীতির সম্বন্ধ বশতঃ কৃষ্ণই তাঁহাদের পতি—অতএব তাঁহার সম্বন্ধ ত্যাগ করিতেই তিনি নিষেধ করিতেছেন। এই প্রকার ইঙ্গিতভঙ্গিচাতুর্য্যে "দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধঃ" প্রভৃতি কৃষ্ণবচনের উপেক্ষা ও প্রার্থনা—এই যুগলার্থসন্ধাপনাময় অর্থভঙ্গিরও প্রকাশ হইয়াছে ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—কুলস্ত্রিয়াঃ ঔপপত্যং (জারসৌখ্যং) অস্বর্গ্যং। স্বর্গপ্রাপ্তৌ প্রতিকূলং পূর্ব্বপুণ্যার্জ্জিতস্বর্গপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধকঞ্চ) অযশস্যং (যশোলোপকং) ফল্গু (তুচ্ছং) কৃচ্ছ্রং (কষ্টসাধ্যং) ভয়াবহং (ইহলোকে আত্মীয়েভ্যঃ পরলোকে নরকাদিভ্যশ্চ ভয়াপাদকং) সর্ব্বত্র (স্বদেশে পরদেশে ব্যবহারে পরমার্থে ইহলোকে পরলোকে চ) জুগুপ্সিতং (অতিনিন্দিতং) চ হি (ইতি নিশ্চিতমেব) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—কুলবতী রমণীগণের পক্ষে উপপতির সহিত সম্বন্ধ করা—স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক, যশোহানিকারক, তুচ্ছফলদায়ক, কষ্টসাধ্য, ভয়াবহ এবং সর্ব্বত্র নিন্দাজনক ॥ ২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধরটীকা।—ফল্গু তুচ্ছম্। কৃচ্ছ্রং দুঃখসম্পাদকম্। ঔপপত্যং জারসৌখ্যম্॥ ২৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বু শ্রীব্রজযুবরাজ! ভবদাজ্ঞয়া নৈব পতয়স্ত্যাজ্যাঃ; কিন্তু সদা নাম্নৈব তেষাং পতিত্বং পতিত্বব্যবহারস্তু ত্বয়া সহৈবাস্তামিত্যাশঙ্কা তসাং দীর্ঘাভীষ্টনিন্দনেন পরমাপ্রিয়মবহিত্থয়া সাভ্যসূয়মিবাহ—অস্বর্গ্যমিতি স্বর্গপ্রাপ্তৌ প্রতিকূলম্। অয়ি কামিন্যো দৃষ্টত্বাভাবান্মাস্তু স্বর্গাপেক্ষা ইহলোকে যশোঽপেক্ষাস্ত্যেব তদ্বাধকঞ্চেত্যাহ অযশস্যমিতি। পূর্ব্বসঞ্চিতযশসোঽপি লোপকম্। নন্বু সুগুপ্তমেবৈতৎ কো নাম জানাতু তত্রাহ—তথাপি ফল্গু তুচ্ছং অস্থিরত্বাৎ। নন্বু ভো অচ্যুত ত্বয়া সহাস্মাকং তৎসুস্থিরমেব তত্রাহ - তথাপি কৃচ্ছ্রং দুঃখসাধ্যম্। নন্বু স্বৈরসিংহ! ব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে চ স্বচ্ছন্দবিহরণাৎ সুখসাধ্যমেব তত্রাহ—তথাপি ভয়ং পরলোকাৎ কদাচিৎ স্বাম্যাদিভ্যশ্চ তৎ আসম্যক্ বহতি প্রাপয়তীতি তৎ। নন্বু অমৃতনির্ম্মঞ্ছনীয়মধুরাধর! ত্বদপেক্ষয়াঽস্মাভিঃ সর্ব্বমুপেক্ষিতমিতি কুতোঽপি ন ভয়ং তত্রাহ—তথাপি সর্ব্বত্র স্বদেশপরদেশয়োর্ব্যবহারপরমার্থয়োশ্চ জুগুপ্সিতং নিন্দিতং হি নিশ্চিতম্। নন্বু তত্ত্বজ্ঞেন্দ্র! নিজাভীষ্টসিদ্ধ্যা জুগুপ্সাপি সুসহৈব তত্রাহ—কুলস্ত্রিয়া ইতি জাতাবেকত্বম্। কুলকলঙ্কতোঽপি কুলস্ত্রীণাং পরমানুচিতমিতি সর্ব্বথা পরিহার্য্যমেবেতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু পূর্ব্ববদুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থমেবেতি। শ্লেষার্থশ্চায়ং পূর্ব্ববদেব ধর্ম্মোপাত্তঃ পতিস্তদ্বিপরীতস্তূপপতিরিতি। অথচ লোকেঽপ্যন্যথাপ্রসিদ্ধিমালক্ষ্য স্মৃতিবাক্যমিদং ছলার্থতয়া সনর্ম্ম ব্যঞ্জয়তি—উপ সমীপে পতির্যস্যাঃ সা উপপতিস্তস্যাভাব ঔপপত্যং পত্যুঃ সামীপ্যমিত্যর্থঃ। তৎ সর্ব্বথা অস্বর্গ্যাদিদোষযুক্তমিতি এবং ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণমিত্যত্র পরঃ সর্ব্বাধিক এবাধর্ম্ম ইতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ ২৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিবিধ নর্ম্মভঙ্গিপ্রকটনচতুর ব্রজরাজনন্দন যখন নানাভাবে ব্রজরমণীগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, "ইহলোকের ও পরলোকের হিতাকাঙ্ক্ষিণী রমণীগণের পক্ষে কিছুতেই পতিসেবা পরিত্যাগ করা উচিত নহে এবং দুঃশীল দুর্ভগ প্রভৃতি যেরূপই পতি হউক না কেন তাহাকেই জীবনের সারসর্ব্বস্বরূপে অবলম্বন করিয়া তাহারই সেবায় আত্মনিয়োগ করা কুলবতী রমণীগণের একান্ত কর্ত্তব্য; ব্রজবাসিগণ কেহই দুঃশীলতা প্রভৃতি দোষে লিপ্ত নহেন এবং তাঁহারা কেহই মহাপাতকীও নহেন; সুতরাং ব্রজরমণীগণ কোনও যুক্তিতেই তাহাদের পরিত্যাগ করিতে পারেন না", তখন ব্রজরমণীগণ ব্রজরাজনন্দনের চরণের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কাতর ইঙ্গিতে জানাইলেন—হে ব্রজযুবরাজ! আমরা তোমার উপদেশবাণী শিরোধার্য্য করিলাম। আমরা যাহাদের গলায় বরমাল্য অর্পণ করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাহ্যব্যবহারে পতি বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহাদের সহিত বাহ্যব্যবহারেই সম্বন্ধ রাখিব। কিন্তু শিশুকাল হইতেই আমাদের মনঃপ্রাণ তোমারই চরণে সমর্পিত বলিয়া তুমিই আমাদের প্রকৃত পতি এবং আমরা স্বপ্নেও তোমার চরণ ছাড়া আর কিছু জানি না, কাজেই আমাদের পতিব্যবহার তোমার সহিতই হওয়া উচিত। আমরা তোমার সেবা করিয়াই পতিসেবার কর্ত্তব্যপালন করিব এবং তোমার সহিত প্রণয় ব্যবহার করিয়াই চিরদিনের অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করিব। তুমি আমাদের পুনঃ পুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ এবং নানা ভাবে যুক্তি ও ধর্ম্মকথা প্রদর্শন করিয়া দুঃশীল দুর্ভগ প্রভৃতি যে কোন প্রকারই হউক না কেন, কোনরূপেই পতি পরিত্যাগ করিতে নাই বলিয়া পুনঃ পুনঃ আদেশ প্রদান করিতেছ। সুতরাং আমরা তোমার সেবা করিয়া যখন ব্রজে ফিরিয়া যাইব তখন লোকব্যবহার উপেক্ষা না করিয়া যথাসম্ভব পতিগণের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু সম্প্রতি তুমি আমাদের চরণছাড়া করিও না, আমাদের চরণসেবাধিকার দিয়া মনোবাসনা পূর্ণ কর।

ব্রজরমণীগণের ইঙ্গিতে তাঁহাদের এই প্রকার অভীষ্ট বুঝিয়া কৌতুকরসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন অবহিত্থায় আত্মগোপন করিয়া অসূয়া প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—হে গোপরমণীগণ! তোমরা যদি বাহ্যব্যবহারে তোমাদের পতিগণের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া আমার সঙ্গেই আন্তরিক সম্বন্ধ রাখ এবং তাদৃশ প্রণয়ব্যবহার কর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলে তোমাদের ভাল কাজ করা হইবে না। কেননা পতি ভিন্ন অন্য পুরুষে সম্বন্ধমাত্রই কুলরমণীগণের পক্ষে অত্যন্ত দোষাবহ। পতি ভিন্ন অন্য পুরুষকে ভালবাসা এবং তাহার সহিত প্রণয়ব্যবহার করার নাম "ঔপপত্য"। বিপ্রাগ্নি সাক্ষাতে বরমাল্য অর্পণ করিয়া যাহাকে পতিরূপে স্বীকার করা হয় নাই, তাহার সহিত পতি ব্যব্যহার করিলেও সে পতি হয় না। যাহাকে বরমাল্য অর্পণ করা হয়, সে-ই প্রকৃতপক্ষে পতি এবং যদি অন্য কাহারও সহিত পতিব্যবহার করা যায় সে উপপতি। উপপতির সহিত সম্বন্ধ রাখা, তাহাকে ভালবাসা, তাহার সহিত প্রণয়ব্যবহার করা প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মই ঔপপত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলরমণীগণের ঔপপত্য যে কত অনিষ্টকর তাহা আর কি বলিব—যে সমস্ত কুলরমণী এই ঔপপত্য দোষে লিপ্ত হয় তাহাদের যদি ইহজন্মের কোনও পুণ্যবশতঃ কিংবা জন্মান্তরীণ সঞ্চিত পুণ্যবশতঃ স্বর্গসুখ ভোগ করার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তাহা এই মহাদোষে বিনষ্ট হইয়া যায়। ঔপপত্য দোষে বিলিপ্ত রমণীর ভাগ্যে কোন দিনই স্বর্গসুখ ভোগ হয় না, পরন্তু বিবিধ যাতনাময় নরকে গমন করিয়া তাহার বহুতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

যস্ত্বিহ বৈ অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষঃ, অগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি। তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্ময়া শূর্ম্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তি স্ত্রিয়ঞ্চ পুরুষরূপয়া শূর্ম্ম্যা। (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধ ষড়্‌বিংশাধ্যায়ে নরকবর্ণনপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে—কোনও ব্যক্তি যদি অগম্যা রমণীতে গমন করে কিংবা কোনও রমণী অগম্য পুরুষে গমন করে (বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত সকল স্ত্রীই অগম্যা এবং স্ত্রীগণের পতি ব্যতীত সমস্ত পুরুষই অগম্য) তাহা হইলে যমদূতগণ দেহান্তে তাহাদিগকে তীব্র কশাঘাত করিতে করিতে যমালয়ে লইয়া যায় এবং তপ্তলৌহময়ী রমণী প্রতিমার সহিত পুরুষকে ও পুরুষ-প্রতিমার সহিত রমণীকে আলিঙ্গন করায়। (এই নরক তপ্তশূর্ম্মি নামে অভিহিত।)

অতএব হে গোপরমণীগণ! তোমরা যদি তোমাদের পতিগণের সহিত বাহ্য ব্যবহার রাখিয়া গোপনে আমার সহিত ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমাদের পরকালে বড়ই অনিষ্ট হইবে। ঔপপত্য দোষই রমণীগণের পক্ষে সর্ব্বাধিক দোষ। কিন্তু তোমরা কুলবতী রমণী হইয়াও এই মহাদোষে কেন লিপ্ত হইতে চাহিতেছ? আমি ব্রজের সকলেরই হিতচিন্তা করি এবং সকলকেই হিতোপদেশ প্রদান করিয়া থাকি; সেইজন্য তোমাদের পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতেছি—তোমরা কদাপি এই অধর্ম্মে লিপ্ত হইও না। তোমরা ব্রজে ফিরিয়া গিয়া নিজ নিজ পতিসেবায় আত্মনিয়োগ কর এবং আমার উপদেশে তোমরা আজ হইতে সাবধান হও, আর কদাপি স্বপ্নেও যেন তোমাদের মনে পরপুরুষের ভাবনা না আসে এবং কদাপি যেন ঔপপত্য দোষে লিপ্ত হইবার প্রবৃত্তি না হয়।

ব্রজরাজনন্দনের এইকথা শুনিয়াও ব্রজরমণীগণ তাঁহার চরণপ্রান্ত ছাড়িলেন না, প্রত্যুত কাতর ইঙ্গিতে তাঁহার চরণপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া জানাইলেন—হে জীবনসর্ব্বস্ব! আমরা ইহলোক ও পরলোকের সুখসম্পদ্ ভোগবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া কেবলমাত্র তোমার চরণসেবার বাসনা বুকে লইয়া তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি। স্বর্গ মোক্ষ প্রভৃতি যে সমস্ত সুদুর্লভ বস্তু জগতের সকলেই কামনা করে, আমরা তাহা দ্বারা তোমার চরণ নির্ম্মঞ্ছন করিয়া দূর দূরান্তরে নিক্ষেপ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের আর পরলোকের সুখসম্পদ্ ভোগের কোনই বাসনা নাই, আমরা ইহলোকে তোমার চরণসেবাধিকার পাইলেই কৃতার্থ হইব। ইহলোকে তোমার চরণ ছাড়িয়া আমরা পরলোকের সুখ চাই না। আমরা যেন পরলোকের সর্ব্ববিধ সুখাশায় জলাঞ্জলি দিয়া ইহলোকে তোমার চরণসেবাধিকার লাভ করিতে পারি। তোমার চরণসেবন অপেক্ষা আর কোনও সুখ বিধাতার সৃষ্টিতে আছে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। অতএব ইহলোকে এই মহাসুখ ছাড়িয়া আমরা পরলোকের সুখের প্রত্যাশা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিতে চাই না। আমাদের পরলোক রসাতলে যাক্, আমরা যেন ইহলোকে তোমার চরণসেবাসুখসিন্ধুতে অবগাহন করিতে পারি।

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন তখন মধুর বচনে বলিলেন—হে অপরিণামদর্শিনী ব্রজরমণীগণ! তোমরা যদি পরলোকের সুখ সম্পদ্ ভোগবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়াই থাক, ইহলোকের সুখভোগই যদি তোমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাক, তথাপি তোমাদের ঔপপত্য দোষে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। কেননা ঔপপত্য দোষে লিপ্তা রমণীগণ ইহলোকে সকলেরই নিন্দার পাত্র হয়। তাহাদের যদি পূর্ব্বকৃত কোনও সৎকার্য্যের জন্য সুযশঃ সঞ্চিত থাকে, তাহাও এই মহাদোষের ফলে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব ঔপপত্যের ন্যায় যশোহানিকারক (অযশস্য) কুকার্য্য আর জগতে নাই। জগতে যাহার অপযশঃ ঘোষিত হয় তাহার জীবন ধারণই বৃথা। অতএব হে গোপরমণীগণ! তোমরা কদাপি এই অযশস্কর কার্য্যে মনোনিবেশ করিও না। সতী রমণী বলিয়া তোমাদের সকলেরই ব্রজে সুযশঃ প্রতিষ্ঠিত আছে। ঔপপত্যদোষে লিপ্ত হইয়া তোমাদের সর্ব্বত্র বিঘোষিত যশঃপ্রতিষ্ঠায় অপযশঃ কলঙ্ককালিমা লেপন করিও না। তোমরা যে গোপনে আমার নিকট আসিয়াছ, তাহা এখনও ব্রজের কেহ জানিতে পারে নাই। তোমরা যদি এখনই ব্রজে ফিরিয়া গিয়া কুলবতী রমণীগণের সমুচিত পতিসেবন ও গৃহকার্য্যাদিতে মনোনিবেশ কর এবং কখনও ঔপপত্যদুরভিনিবেশে লিপ্ত না হও, তাহা হইলে তোমাদের পূর্ব্বযশঃ অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং কোন প্রকার অপযশঃ ঘোষিত হইবে না। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া তোমরা এখনই ব্রজে ফিরিয়া গিয়া নিজ নিজ নির্ম্মল যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখ।

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া পরমানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ ইঙ্গিতে জানাইলেন—হে গোপকিশোর! তোমার সহিত সম্বন্ধ আমাদের চিরদিন গোপনে থাকিবে। একমাত্র তুমি ও তোমার চরণসেবাকাঙ্ক্ষিণী গোপরমণীগণ ব্যতীত এই গোপন কথা কোনদিন কেহ জানিতে পারিবে না। তোমার নিকট আমাদের গোপন আগমন যেমন আজ কেহই জানিতে পারে নাই, সেইরূপ তোমার সহিত গোপনবিহারও কোনদিনই কেহ জানিতে পারিবে না। কেহ জানিতে না পারিলে কোনপ্রকার অপযশঃ রটনা হওয়ারও সম্ভাবনা থাকিবে না। অতএব হে চিরবাঞ্ছিত! তুমি আর আমাদের লাঞ্ছিত করিও না, আমরা তোমার চরণসেবনাশায় ব্যাকুল হইয়া কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এই যমুনাকুলে আসিয়াছি, তুমি উপেক্ষা করিয়া আমাদের অকূলে ভাসাইও না। যদিও আমরা যশঃ কিংবা অপযশঃ সম্বন্ধে কোনই বিচার করি নাই কিংবা তাহার কোনও অপেক্ষাও রাখি না, তোমার চরণ সেবাধিকার পাইলে আমরা সর্ব্ববিধ অপযশঃ মাথায় করিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি তোমার মুখে যশঃ অপযশঃ সমন্ধীয় বিচার কাহিনী শুনিয়া বলিতেছি—হে গোপরাজকুমার! আমাদের এই গোপনবিহার চিরকালই গোপনে থাকিবে, তুমি অপযশঃ ঘোষণা হইবে বলিয়া আমাদের নিরাশ করিও না, আমাদের উপর প্রসন্ন হও, চরণসেবাধিকার দিয়া চিরদিনের অপূর্ণ বাসনা পূরণ কর।

ব্রজরমণীগণের এইপ্রকার পরম প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে গাঢ়ানুরাগসমন্বিত ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রেমরসাস্বাদনরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন, ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, হে গোপকিশোরীগণ! তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ যে—আমাদের এই গুপ্তমিলন চিরদিনই গোপনে থাকিবে, সুতরাং কোনদিনই অপযশঃ ঘোষণা হইতে পারিবে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি আমাদের এই গোপন সম্বন্ধ গোপনেই থাকে, আমরা যদি সকলের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়াই চিরদিন মিলন বিলাসাদি রসাস্বাদন করিতেও পারি, তথাপি পরপুরুষের সহিত পরবধূর মিলন অতি তুচ্ছ (ফল্গু)। কেন না পরপুরুষ ও পরবধূর মিলনে কোনপ্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধ না থাকায় একমাত্র আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাই তাহার মূল। পরপুরুষ এবং পরবধূ পরস্পর পরস্পরের রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া আত্মেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্যই মিলিত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। কিন্তু যদি তাহাদের রূপগুণাদির অভাব হয়, কিংবা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা পূরণ হইয়া যায় তাহা হইলে আর তাহাদের পরস্পর ভালবাসা থাকে না। কিন্তু পতিপত্নীর সম্বন্ধ রূপগুণের মোহে কিংবা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় নহে, সে সম্বন্ধের মূলে ধর্ম্মভাব আছে। পতি পত্নীকে ধর্ম্মভাবে গ্রহণ করেন, এবং পত্নীও ধর্ম্মভাবেই পতির গলায় বরমাল্য অর্পণ করেন, কাজেই সে সম্বন্ধ কদাপি বিচ্ছিন্ন হয় না; অতএব সে সম্বন্ধ সুস্থির। পরপুরুষ ও পরবধূর সম্বন্ধ ধর্ম্মভাব-শূন্য বলিয়া স্বভাবতঃই অস্থির (ফল্গু)। অতএব হে গোপরমণীগণ! তোমরা পতির সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াও আবার কেন আমার সঙ্গে অস্থির সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য লালায়িত হইতেছ? রূপগুণাদির মোহজনিত ঔপপত্য ভাব কখনই সুস্থির হয় না, সুতরাং তোমরা এই অস্থির সম্বন্ধের লালসা ছাড়িয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও এবং নিজ নিজ পতির সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মভাব-সম্বলিত সুস্থির সম্বন্ধের উদ্বোধন করিতে কৃতসংকল্প হও।

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে অচ্যুত! তোমার কথা প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য! পরপুরুষ ও পররমণীর সম্বন্ধ অস্থিরই বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধও কি সেইরূপ অস্থির হইবে? আমরা কি তোমার রূপ গুণের মোহে কিংবা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার প্রবল তাড়নায় তোমার নিকট আসিয়াছি? আমরা ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীপুরুষভেদজ্ঞানের উন্মেষে সেই ভাবের আবেগে তোমার নিকট আসি নাই। আমাদের যখন কোন জ্ঞানেরই উন্মেষ হয় নাই, আমরা যখন স্ত্রী পুরুষে কি প্রভেদ এবং তাহাদের পরস্পরের কিরূপ প্রীতি, কিরূপ ব্যবহার, কিরূপ ভাব তাহা কিছুই জানিতাম না, তখনও আমরা তোমাকে এইরূপই ভালবাসিতাম। আমাদের শিশুকালের ভালবাসা এবং বয়ঃপ্রাপ্তিকালের ভালবাসার কোনও পার্থক্য আছে বলিয়া আমরা কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছি না। তবে শিশুকালের বাল্যক্রীড়ার মিলনে কোনও বাধা ছিল না বলিয়া তখন আমাদের এখনকার মত তোমাকে পাইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হয় নাই। কিন্তু এখন বয়ঃপ্রাপ্তিতে পতিকরে সমর্পিতা হইয়া আমাদের হৃদয় নৈরাশ্যের অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে,—বুঝি বা আমাদের শৈশবপ্রীতির পাত্রকে জীবনের মত হারাইলাম। তাই আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া এই যমুনাকুলে তোমার চরণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তুমি যদি অস্থির ভালবাসার কথা বলিয়া আমাদের উপেক্ষা কর, তাহা হইলে আমাদের আর গতি নাই। আমাদের অন্তরের কোনও অজানিত স্থানে যদি রূপ গুণের মোহ এবং আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা লুক্কায়িত থাকে এবং ক্রমশঃ তাহা সুব্যক্ত হইয়া অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে তোমার চরণ হইতে আমাদের সরাইয়া দিতে চায়, তাহা হইলে তুমি অচ্যুত হইয়াও কি আমাদের চ্যুতি নিবারণ করিতে পারিবে না? ইতঃপূর্ব্বে তুমিই আমাদের বলিয়াছ যে—ব্রজের পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা নদী পর্ব্বতাদি পর্য্যন্ত তোমাকে ভালবাসে (প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ), কিন্তু তাহাদের কি রূপ গুণের মোহ আছে, কিংবা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা আছে? তাহাদের ভালবাসার একমাত্র কারণ যে তুমি—অচ্যুত। তোমার সঙ্গে একবার কাহারও কোনও সম্বন্ধ হইলে সে আর কোন জন্মেই তোমাকে ছাড়িতে পারে না। কাজেই রূপ গুণের মোহ এবং আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা দোষে আমাদের ভালবাসা এবং আমাদের সম্বন্ধ অস্থির হইলেও, হে অচ্যুত! তোমার গুণে তাহা নিশ্চয়ই সুস্থির হইবে। অতএব হে ব্রজজীবন! আমাদের আর নানাপ্রকার ব্যর্থ কারণ দেখাইয়া তোমার চরণসেবাধিকারে বঞ্চিত করিও না। আমাদের শতসহস্র দোষ থাকিলেও তাহা তোমারই গুণে মার্জ্জিত হইয়া যাইবে, চরণসেবাধিকার দিয়া আমাদের কৃতার্থ কর। তোমার চরণস্পর্শে গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বতের শিলা বিগলিত হয়, কিন্তু তাহাতে আমাদের হৃদয় কি বিগলিত হইবে না? তোমার বাঁশীর তানে যমুনার গতি ফিরিয়া যায়, কিন্তু হায়! আমাদের কি মনের গতি ফিরিবে না? অতএব হে ব্রজজীবন! তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণসেবাধিকার দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর, নচেৎ আমাদের আর অন্য গতি নাই। আমরা সতীই হই কিংবা অসতীই হই, তুমিই আমাদের পতি! তুমিই আমাদের গতি! গৃহপতিসেবার কর্ত্তব্য দেখাইয়া এবং উপপতিসেবার দোষ প্রদর্শন করিয়া আমাদের দুর্গতিসাগরে ভাসাইও না। আমাদের রতি মতি যেন তোমারই চরণে বাঁধা থাকে। আমাদের উপেক্ষা করিলে তোমার কোন ক্ষতি নাই বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের আর কোনও গতি থাকিবে না। হে ব্রজপতিকুমার! তুমি আমাদের পতিই হও আর উপপতিই হও, তুমি বিনা আমাদের আর কোনও গতি নাই। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ দাম্পত্যই হউক আর ঔপপত্যই হউক, সত্য বলিতেছি, তাহা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নাই। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তোমার চরণসম্বন্ধ আমাদের অঙ্গের আভরণ এবং আমরা চিরজীবনের জন্য তাহাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলিয়া বরণ করিয়াছি। তোমার চরণে শরণ লইলাম, তুমি চরণসেবায় নিবারণ করিয়া আমাদের অকারণ দুঃখ দিও না।

প্রেমবতী ব্রজযুবতীগণের এইপ্রকার কাতরোক্তির ইঙ্গিতভঙ্গিতে নর্ম্মবিলাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন মনে মনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার পরিহাসরঙ্গের অবসান হইল না। তাই তিনি আবার ধীরে ধীরে কোমল মধুরস্বরে ব্রজরমণীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! তোমাদের ভাব দেখিয়া তোমাদের অন্তরের কথা বুঝিতে পারিতেছি এবং তোমাদের সঙ্গে আমার প্রীতিসম্বন্ধবন্ধন অস্থির হইবে না বলিয়াই মনে হইতেছে। কিন্তু তোমরাই বিবেচনা করিয়া দেখ যে—পরপুরুষের সহিত পররমণীর মিলন সংঘটন বড়ই দুঃসাধ্য এবং ক্লেশকর ব্যাপার (কৃচ্ছ্র)। পররমণীর যদি কোনও পরপুরুষের সহিত মিলিত হইতে হয়, তাহা হইলে নানাছলে পতি প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া অতি গোপনে কার্য্য সমাধা করিতে হয়। তাহার গতাগতি ও ভাবভঙ্গি প্রভৃতি যদি কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে তাহা হইলে মহা অনর্থ ঘটিয়া যায়। সময়ে সময়ে স্বজনের নানাবিধ তাড়ন ভৎর্সনও যে এজন্য ভোগ করিতে হয় না এমন নহে। পরপুরুষের সহিত মিলনকালে পররমণীগণের হৃদয়ে সর্ব্বদাই আশঙ্কা ও উদ্বেগ থাকে, বৃক্ষের পত্রপতন শব্দেও তাহাদের চমকিত হইতে হয়, বুঝি বা কেহ আসিতেছে—কিংবা গোপনে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। কাজেই পরপুরুষের সহিত মিলনের মত কষ্টসাধ্য কার্য্য রমণীগণের পক্ষে আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। হে গোপরমণীগণ! তোমরা স্বেচ্ছায় কেন এই কষ্টসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছ? তোমরা যদি ব্রজে ফিরিয়া গিয়া নিজ নিজ পতির সহিত মিলিত হও, তাহা হইলে তোমাদের কোনপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না, তাহাতে তোমরা অবাধে এবং স্বচ্ছন্দে পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। রমণীগণের নিজ নিজ পতির সহিত মিলন সকলেরই অনুমোদিত এবং বাঞ্ছিত। পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ, বিপ্রাগ্নি সাক্ষী করিয়া কন্যাকে পতিকরে সমর্পণ করেন, এবং নানাভাবে পতির সেবা এবং মনোরঞ্জন করিবার উপদেশ করেন। বালিকা বধূ যদি তাহার পতির নিকট যাইতে সঙ্কুচিতা হয় কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহার আত্মীয়বর্গ নানাভাবে তাহাকে বুঝাইয়া পতির সহিত মিলন সংঘটন করাইয়া দেয়। পতিব্রতা রমণী জগতে সতী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করে এবং সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। কিন্তু পরপুরুষের সহিত মিলন ঠিক ইহার বিপরীত। তাহা কখনও আত্মীয়বর্গের অনুমোদিত কিংবা বাঞ্ছিত হয় না। ঘুণাক্ষরেও যদি কাহারও পরপুরুষে আসক্তির লেশাভাসও প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহার আত্মীয়বর্গ তাহাকে এই কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। কখনও যদি পরপুরুষাসক্তির কিংবা পরপুরুষসঙ্গতির কথা প্রকাশ হয়, তাহা হইলে সকলেই তাহাকে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে এবং জগতে তাহার কলঙ্কিনী নাম রটনা হয়। হে অবলা বিচারবিহীনা গোপরমণীগণ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা কেন স্বেচ্ছায় এই কষ্টকর, ঘৃণাস্পদ এবং লোকবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ? তোমরা যদি নিজ গৃহে গিয়া পতিসেবনে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে পরম সুখে এবং সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হইয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারিবে। অতএব তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও, এই তুচ্ছ অথচ কষ্টসাধ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইও না।

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ইঙ্গিতভঙ্গিতে জানাইলেন—হে চিরবাঞ্ছিত! তোমার সহিত মিলনে আমাদের যে প্রকারই ক্লেশ স্বীকার করিতে হউক না কেন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। স্বজনের তাড়ন-ভর্ৎসন ত তুচ্ছ কথা, দীর্ঘকাল দাবদহন কিংবা হলাহল ভক্ষণের ক্লেশ ভোগ করিলেও যদি তোমাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলেও আমরা অনায়াসে সে ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। সুতরাং তুমি আমাদের তোমার সঙ্গে মিলন কষ্টসাধ্য বলিয়া কি ভয় দেখাইতেছ, তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য আমরা কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্যই করি না। অন্নব্যঞ্জনের রসাস্বাদন করিতে হইলে যেমন ক্ষুধার কষ্ট প্রার্থনীয়, সেইরূপ তোমার চরণসেবনপ্রাপ্তিতেও আমাদের কষ্টই প্রার্থনীয়। আমরা পতিব্রতা রমণীগণের পতির সহিত মিলনের মত সুখসাধ্য মিলন চাই না, আমরা যেন তোমার সহিত কষ্টসাধ্য মিলনেই মিলিত হইতে পারি। অতএব হে চিরাভীষ্ট! আর কষ্টের ভয় দেখাইয়া আমাদের নিরাশাক্লিষ্ট হৃদয়ে দ্বিগুণ কষ্টের সঞ্চার করিও না; চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের সর্ব্ববিধ কষ্টের অবসান কর। তোমার চরণসেবা করিতে আমাদের কোনপ্রকার কষ্টের সম্ভাবনা নাই, তুমি ব্রজে ও বৃন্দাবনে নিরন্তর স্বচ্ছন্দ বিহরণে রত থাক, সুতরাং তোমাকে দর্শন ও তোমার সহিত মিলন সকলেরই সুখসাধ্য। তুমি যদি চরণসেবাধিকার প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হও, তাহা হইলে তাহা সকলেরই ক্লেশকর কিংবা অসহ্য হইতে পারে। কিন্তু তুমি যদি কৃপানুমোদন কর, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে তোমার চরণসেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।

ব্রজরমণীগণের এইপ্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়াও ব্রজরাজনন্দন পরিহাস ও প্রেমপরীক্ষায় বিরত হইলেন না, তিনি পুনর্ব্বার নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গিসহকারে ভীতির অভিনয় করিয়া বলিলেন—হে গোপরমণীগণ! পরপুরুষের সহিত মিলনে পররমণীগণের কতপ্রকার ভয়সম্ভাবনা আছে তাহা কি তোমরা জান না? তাহাদের এই গোপন বিহারের কথা যদি কোনপ্রকারে তাহাদের পতি প্রভৃতি আত্মীয়গণের কর্ণগোচর কিংবা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে তাহারা যে কোনপ্রকারেই হউক এই মহাদোষের সমুচিত দণ্ডবিধান করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। যদি বল যে তোমাদের এই গোপন ব্যাপার কোনদিন কাহারও জ্ঞানগোচর হইবে না কিংবা ইহার সমুচিত দণ্ডভোগেও তোমাদের কোনও আপত্তি নাই, তথাপি এই মহাদোষের জন্য পরলোকে অশেষ দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। অতএব তোমরা এই মহাভয়াবহ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। অন্তরে ভয় থাকিলে কখনও বাহ্য মিলনের রসাস্বাদন হয় না, কাজেই যে কার্য্য নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুষ্ঠান করা যায় তাহাতে হস্তক্ষেপ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তোমরা যদি ব্রজে ফিরিয়া গিয়া তোমাদের পতিসেবনে রত হও তাহা হইলে ইহকালে কিংবা পরকালে কোনপ্রকার ভয়সম্ভাবনা নাই! পতিব্রতা রমণীগণ নির্ভয়ে পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে পারে; কিন্তু পরপুরুষরতা রমণীগণের প্রতি পদে পদে ভয় ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়। কাজেই আমি তোমাদের পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এই ভয়াবহ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া ব্রজে ফিরিয়া যাও এবং নির্ভয়ে ও আনন্দে পতিসেবনে রত হইয়া চিরদিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন কর।

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া গোপরমণীগণ ইঙ্গিতে জানাইলেন—হে জীবনসর্ব্বস্ব! কেন আমাদের বারে বারে নানাকথা বলিয়া ব্রজে ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছ? তোমার চরণে সমর্পিত দেহ মনঃ প্রাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার চরণ ছাড়িয়া আর কুত্রাপি যাইতে পারিবে না। তুমি যাহাদের ভয় দেখাইয়া আমাদের ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ, আমরা তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার চরণনিকটে আসিয়াছি, সুতরাং আমরা তাহাদের জন্য কিছুমাত্র ভীত নহি। পরপুরুষের সহিত মিলনে পররমণীগণের ভয়সম্ভাবনা থাকিলেও তোমার সঙ্গে মিলনে আমরা কোনও ভয়সম্ভাবনা করি না। কেন না আমাদের যখনই কোনও ভয় সম্ভাবনা হইয়াছে, আমরা তখনই তোমারই চরণপ্রান্তে আসিয়া নির্ভয় হইয়াছি। শুধু আমরা নহে, ব্রজের সর্ব্বজীবেরই তুমিই একমাত্র অভয়দাতা। দাবানল পানে, কালিয়দমনে, গোবর্দ্ধন ধারণে, বিবিধ অসুরমারণে কতভাবে যে তুমি ব্রজবাসিগণের ভয় মোচন করিয়াছ তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তুমি সর্ব্বাভয়প্রদাতা হইয়াও আজ আমাদের ভয় দেখাইয়া মহাভয়সিন্ধুতে নিক্ষেপ করিতেছ কেন তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। আমরা তোমার চরণসেবাধিকার অপ্রাপ্তির ভয়ে ভীত হইয়া তোমার অভয় চরণে শরণাগত হইয়াছি। চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের সর্ব্ববিধ ভয় মোচন কর। আমাদের পতি কিংবা স্বজনগণ আমাদের যে কোনও দণ্ডবিধান করুক, কিংবা কলঙ্কিনী বলিয়া আমাদের পরিত্যাগ করুক, আমরা তাহাতে কিছুমাত্র ভয় করি না। আমাদের একমাত্র মহাভয় যে পাছে তোমার চরণসেবাধিকারে বঞ্চিত হই। (ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি তাতে ক্ষতি নাই। মনের ভরম পাছে বঁধুরে হারাই॥) তাই বলিতেছি, হে ব্রজাভয়প্রদ! তোমার সঙ্গে মিলন আমাদের ভয়াবহ নহে, তোমার চরণসেবাধিকার না পাওয়াই আমাদের ভয়াবহ। আমরা সকল ভয়ের সম্ভাবনা ভুলিয়া "পাছে তোমার চরণসেবায় বঞ্চিত হই" এই ভয়ে মহাভীত হইয়াছি এবং তোমার অভয়চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছি, সেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের ভয় মোচন কর।

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন আবার ভঙ্গিপূর্ব্বক বলিলেন– হে গোপরমণীগণ! তোমরা পরপুরুষের সহিত মিলনে এত ভয়ের কথা জানিয়াও যখন সাহসে ভর করিয়া আমার নিকটেই আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, তখন মনে হইতেছে যে– তোমরা পতি ও স্বজনগণের তাড়ন-ভর্ৎসনাদির ভয় রাখ না। কিন্তু পররমণীর পক্ষে পরপুরুষপ্রসঙ্গ যে অত্যন্ত নিন্দাজনক তাহাও কি তোমাদের ধারণা নাই কিংবা তাহাতেও কি তোমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নহে! যে সমস্ত রমণীগণ পরপুরুষে আসক্ত হয়, তাহাদের স্বদেশে, বিদেশে, ব্যবহারে, পরমার্থে, ইহলোকে, পরলোকে, জীবনে, মরণে সর্ব্বত্রই নিন্দাভাজন হইতে হয়। নিন্দিত জীবন মরণাধিক ক্লেশকর। সুতরাং স্বেচ্ছায় এইপ্রকার নিন্দার বোঝা মাথায় করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ তোমরা সকলেই ব্রজে সুশীলা এবং সাধ্বীশিরোমণি বলিয়া উচ্চ প্রশংসার আসনে আসীনা। তোমাদের যদি পরপুরুষ প্রসঙ্গজনিত অতি ধিক্কারজনক নিন্দা রটনা হয়, তাহা হইলে তাহার মত দুঃখ বোধ হয় আর কিছুই নাই। অতএব তোমরা অযথা এইপ্রকার নিন্দাবরণ না করিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও এবং সতী ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া প্রশংসিত জীবন যাপন কর।

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া তাঁহার চরণসেবানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে কোটিপ্রাণনির্ম্মঞ্ছনীয়-চরণ! নিন্দার ভয় দেখাইয়া তুমি আমাদের প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কেন চেষ্টা করিতেছ? আমরা কি নিন্দার ভয় রাখিয়া তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি? নিন্দাকে চন্দনের ন্যায় অঙ্গবিলেপন করিয়া একমাত্র তোমার চরণসেবনাশায় বুক বাঁধিয়া ধৈর্য্য লজ্জাদি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আমরা এই নির্জ্জন যমুনাতীরে আসিয়াছি। তোমার চরণসেবাধিকার পাইলে আমরা যে কোন প্রকার নিন্দাই পরমানন্দে প্রশংসা অপেক্ষা অধিকতর আদরে মাথায় করিয়া লইতে পারিব। তোমার চরণসেবায় বঞ্চিত হইয়া যদি আমরা অতুলনীয় প্রশংসাতেও বিভূষিত হই, তাহাও আমাদের পক্ষে প্রার্থনীয় নহে। তোমার চরণসেবাধিকার পাইলে সর্ব্ববিধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিন্দাই আমরা পরমানন্দে এবং পরমাদরে গ্রহণ করিতে পারিব। আমাদের সতীত্ব গৌরব অপেক্ষা তোমার সঙ্গে সম্বন্ধজনিত কলঙ্কই অধিকতর প্রার্থনীয় এবং সমাদরণীয়। কাজেই আমাদের নিন্দার ভয় দেখাইয়া নিরাশ করিও না। চরণসেবাধিকার দিয়া আমাদের চিরসঞ্চিত বাসনা পূর্ণ কর। যাহারা নিন্দায় ভীত ও প্রশংসায় আকাঙ্ক্ষিত, তাহাদের নিকট তুমি নিন্দার দোষ এবং প্রশংসার গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে নিন্দাজনক কার্য্য হইতে বিরত এবং প্রশংসাজনক কার্য্যে রত করিতে পার। কিন্তু আমরা নিন্দার দোষ ও প্রশংসার গুণ প্রভৃতি সব ভুলিয়া কেবলমাত্র তোমার চরণসেবাই জীবনের সারসর্ব্বস্বরূপে অবলম্বন করিয়া তোমার চরণনিকটে আসিয়াছি, সুতরাং নিন্দার ভয় দেখাইয়া আমাদের চরণ ছাড়া করিতে চেষ্টা করিও না। চরণের দাসী বলিয়া আমাদের তোমার চরণপ্রান্তে স্থান প্রদান কর এবং সেবাধিকার দিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর।

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ব্যগ্রতাপূর্ণ ইঙ্গিতে ব্রজরাজনন্দন আবার বলিতে লাগিলেন—হে গোপরমণীগণ! তোমরা যদি নিন্দার ভয়ও না রাখ, তাহা হইলে আর তোমাদের কি বলিব! তবে রমণী মাত্রেরই এই কথা মনে রাখা উচিত যে, তাহারা যদি কোনও কুকুর্ম্মে রত হইয়া নিন্দাভাগিনী হয়, তাহা হইলে তাহাদের সে নিন্দায় কেবলমাত্র তাহারাই কলঙ্কিত হয় না, তাহাদের নিন্দায় তাহাদের পিতৃকুল, মাতৃকুল ও পতিকুল পর্য্যন্ত কলঙ্ক কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। তোমরা যদি নিজ নিন্দায় ভীত না হও, তথাপি কুলের নিন্দা হইবে বলিয়াও তোমাদের এই নিন্দাজনক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিত। কুলের নিন্দাজনক কার্য্য হইতে সর্ব্বদাই কুলরমণীগণের বিরত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। তোমাদের পিতৃকুল মাতৃকুল পতিকুল উচ্চ প্রশংসার আসনে সমাসীন। তোমাদের জন্য যদি সেই কুল কলঙ্কিত হয়, তাহা হইলে তাহার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। তোমাদের বৃথা চিত্তচাঞ্চল্যজনিত পরপুরুষাসক্তিবশতঃ যদি তোমাদের কুলে কলঙ্ক হয়, তাহা হইলে তোমারা কোন্ সুখে জীবন ধারণ করিবে? যাহাতে নিজকুল উজ্জ্বল হয় তাদৃশ সৎকর্ম্ম করিবার জন্যই সকলে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকে। কিন্তু তোমাদের আচরণে আমি অতীব বিস্মিত হইতেছি যে তোমরা স্বেচ্ছায় নিজকুলে কলঙ্ককালিমা লেপন করিবার জন্য এই যমুনাকুলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ এবং নানাভাবে অনুনয় বিনয়ের ইঙ্গিতে আমার সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করিতেছ। তোমরা নিজে কলঙ্কের ভয় রাখ না বলিয়া কুলকলঙ্কের ভয়ও কি তোমাদের অসৎসংকল্পে বাধা দিতে পারিবে না? যাহা হউক, হে কুলবতী ব্রজরমণীগণ! তোমরা যে কুলকলঙ্ককর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ, আমি তোমাদের তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছি, তোমরা আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া এখনই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও এবং কুলবতী রমণীগণের পদবী অনুসরণ করিয়া নিজ কুলকে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে চেষ্টা কর। কুলরমণীগণের পক্ষে স্বজনের অনুগত হইয়া আর্য্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকাই একমাত্র কর্ত্তব্য। তোমরা কুলরমণী হইয়া কদাপি সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না। এখনই নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়া কুলধর্ম্ম রক্ষা করিতে চেষ্টিত হও।

ব্রজরাজনন্দন যখন এইপ্রকার বহুতর অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ঔপপত্যের মহাদোষ কীর্ত্তন করিলেন এবং ব্রজরমণীগণকে সেই দোষমুক্ত হইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেন, তখন ব্রজরমণীগণ একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন; এবং ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতে করিতে অশ্রুব্যাপ্তলোচনে পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, হায়! হায়! আমরা সত্য সত্যই আমাদের প্রাণবল্লভের সেবায় বঞ্চিত হইলাম। প্রাণবল্লভ আমাদের প্রাণের ব্যাকুলতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যেভাবে উপেক্ষাবাক্য-শরাঘাতে আমাদের জর্জ্জরিত করিতেছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে—তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের কিছুতেই তাঁহার চরণসেবাধিকার প্রদান করিবেন না। হায়! বিধাতা কেন আমাদের পররমণী করিয়া এরূপ বিড়ম্বনাসাগরে নিক্ষেপ করিলেন! আমরা যদি পররমণী না হইতাম তাহা হইলে আর প্রাণবল্লভ এইভাবে আমাদের নিকট ঔপপত্যের দোষ কীর্ত্তন করিয়া সেই ছলে আমাদের উপেক্ষা করিতে পারিতেন না! যাহা হউক, আমাদের এই কৃষ্ণ-উপেক্ষিত দেহে আর অধিকক্ষণ প্রাণ থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। সুতরাং এখন আর আমাদের ব্রজে ফিরিয়া গিয়া কোনই লাভ হইবে না। কিন্তু যদি আমরা আমাদের প্রাণবল্লভের চরণ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার চরণপ্রান্তেই তাঁহার উপেক্ষিত দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারি, তাহা হইলে হয়ত জন্মান্তরে তাঁহাকেই পতিরূপে পাইয়া তাঁহার চরণসেবাধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ যখন এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবাক্য-বজ্রাঘাতে বিচূর্ণ-প্রায় হইয়া মরণ নিকট মনে করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে চাহিয়া রহিলেন, তখন স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনপরায়ণ ব্রজরাজনন্দন এমনই অভিনবভঙ্গি প্রকাশ করিলেন যে তাহাতে তাঁহার উপেক্ষাবচনের অন্তরাল হইতে অর্থান্তরে প্রার্থনাভঙ্গির সূচনা হইল।

ব্রজরাজনন্দনের অভিনব ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইল যে—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা আমার সঙ্গে মিলন বিলাসাদিতে ঔপপত্য দোষ ভাবনা করিয়া বিচলিত হইও না। কেন না, অনুরাগের প্রবল তাড়নায় বহুতর কুলরমণীগণেরই এই দোষে লিপ্ত হইতে হয়। অনুরাগের তাড়না এতই প্রবল যে তাহাতে কুলরমণীগণও কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া অগত্যা এই ঔপপত্য দোষে লিপ্ত হইতে বাধ্য হন।

"অস্বর্গ্যং অযশস্যং ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং জুগুপ্সিতঞ্চ ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ, অহল্য-তারাপ্রভৃতীনাং কুলরমণী-শিরোমণীনামপি ঔপপত্যং শ্রূয়তে। অতঃ সাধারণ্যাপত্ত্যা, তত্র দোষো নাস্তীতি ভাবঃ।"

হে গোপরমণীগণ! পরপুরুষে আসক্তা রমণীগণের পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যলভ্য স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশা থাকে না, তাহাদের যশোহানি হয়, পরপুরুষের সহিত সম্বন্ধ অতি তুচ্ছ, কষ্টকর ও ভয়াবহ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত রমণীগণই যে এই দোষে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন তাহা মনে হয় না। মহর্ষি গৌতমের পত্নী অহল্যা দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন; দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারার সহিত চন্দ্রের অভিযোগ হইয়াছিল; এইপ্রকার বহুতর সুপ্রসিদ্ধ কুলরমণীগণেরই পরপুরুষ প্রসঙ্গের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই দোষ যে কেবলমাত্র তোমাদেরই হইতেছে এমন নহে; অহল্যা তারা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রমণীগণেরও যখন এইরূপ দোষের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তখন আর ঔপপত্য দোষের ভয় করিয়া তোমাদের মত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যশালিনী প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের পক্ষে আমার মত পরমানুকূল নায়কের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে। তোমাদের সঙ্গে আমার শিশুকাল হইতেই প্রীতির সম্বন্ধ আছে এবং তাহাতে শিশুকাল হইতেই তোমরা আমাতে আকৃষ্ট এবং আমিও তোমাদের পরমানুরক্ত। তোমরা যদি ঔপপত্য দোষের ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলেও তোমাদের অন্তর কদাপি আমাকে ছাড়িতে পারিবে না। অতএব অন্তরের প্রীতি গোপন করিয়া বাহ্য ব্যবহারে সতীধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর আছে বলিয়া মনে হয় না। তোমরা বাহ্য ব্যবহারের অনুগত না হইয়া তোমাদের অন্তর যাহাকে চায় তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখাই তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আমিও কেবলমাত্র তোমাদের সহিত মিলনের আশায় এই রাত্রিকালে নির্জ্জন যমুনাকূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং তোমাদের মত অনুরাগিণী রমণীগণের পক্ষে আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাওয়া কখনই সমীচীন নহে। অতএব হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা ঔপপত্য দোষ ভাবনা করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিও না। এস, এই নিভৃত যমুনাতীরে বিবিধকুসুমপরিশোভিত মন্দ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মারুত পরিসেবিত বনভূমিতে তোমাদের সঙ্গে বনবিহারাদি করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ উপভোগ করি। তোমরা যদি ঔপপত্য দোষ সমালোচনা করিয়া আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাদের নববয়স, অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্য, গাঢ় অনুরাগ প্রভৃতি সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তোমাদের যদি মনোবাসনা পূরণ হয় এবং আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ ভোগ হয়, তাহা হইলে অহল্যা, তারা প্রভৃতি জগৎপ্রসিদ্ধ রমণীগণও যে দোষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, সেই দোষে লিপ্ত হইতে আপত্তি কি? স্বার্থসিদ্ধির জন্য জগতে কেহই কোন প্রকার দোষজনক কার্য্যে লিপ্ত হইতে পশ্চাৎপদ হয় না। আমার সঙ্গে তোমাদের শিশুকাল হইতে যে অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন আছে, তাহা ছিন্ন করা আমার কিংবা তোমাদের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। অতএব হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ! আমার বিনীত অনুরোধ যে তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাইও না। আমার সঙ্গে প্রণয়ালাপাদি করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর।

নর্ম্মবিলাসরসরঙ্গী শ্রীব্রজরাজনন্দন ব্রজরমণীগণের সহিত নর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইয়া পরপুরুষপ্রসঙ্গে রমণীগণের "অস্বর্গ্য অযশস্য" প্রভৃতি বিবিধ দোষসম্ভাবনা দেখাইলেন, আবার প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিতে সেই সমস্ত দোষ অহল্যা তারা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রমণীগণও অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া তাহাতে বিচলিত না হইয়া পরপুরুষপ্রসঙ্গে রত হইবার যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত বাক্যভঙ্গিতে পরিহাস-ভঙ্গি উত্তমরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু জগতের জীবের ইহাতে কি গ্রহণীয় আছে তাহা বিশেষভাব অনুসন্ধান করা উচিত। অনাদিবহির্মুখতাবশতঃ বিবিধ কুবিষয়ে সমাসক্ত জীবের পক্ষে কুদৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যত সহজ, সুদৃষ্টান্ত গ্রহণ করা তত সহজে নহে। জগতের জীবের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা কুদৃষ্টান্তের অনুসন্ধানেই রত থাকে, কাজেই শত সহস্র সুদৃষ্টান্ত উপেক্ষা করিয়া অল্পমাত্র কুদৃষ্টান্তের দিকেই ধাবমান হওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণবচনের উপেক্ষাভঙ্গিতে যে "অস্বর্গ্য অযশস্য" প্রভৃতি পরপুরুষ প্রসঙ্গের নানাবিধ যুক্তিপূর্ণ দোষোদ্গার আছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গিতে যে অহল্যা তারা প্রভৃতির দৃষ্টান্তে পরপুরুষ প্রসঙ্গ সমর্থিত হইয়াছে, তাহাই কুবিষয়াসক্ত কুপ্রবৃত্তির জীবের ভাল লাগিবে সন্দেহ নাই। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণবচনের এই সমস্ত ভঙ্গির প্রকৃতমর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে শ্রীকৃষ্ণ, গোপীগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার জন্য এই সমস্ত বাক্যভঙ্গির অবতারণা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত নর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইয়া পররমণীতে আসক্ত পপপুরুষ যেমন আলাপ করিয়া থাকে, ঠিক সেই প্রকার আলাপে রত হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পরপুরুষ নহেন কিংবা তাঁহারই হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি ব্রজরমণীগণ পররমণী নহেন। কজেই তাঁহারা পরিহাসরসাস্বাদনের জন্য যাহাই বলুন না কেন, তাহা হইতে কোনপ্রকার কুদৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া কুপ্রবৃত্তি সমর্থন করা যুক্তিযুক্ত নহে কিংবা তাহা সম্ভবপরও নহে।

শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীগণের সহিত পরিহাস রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া উপেক্ষাভঙ্গিতে "অস্বর্গ্য অযশস্য" প্রভৃতি নানাভাবে ও নানাযুক্তিতে পরপুরুষ প্রসঙ্গের দোষকীর্ত্তন করিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য এবং সর্ব্ববিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের তাহাই অনুমোদিত। কিন্তু তিনি যে প্রার্থনাভঙ্গিতে অহল্যা তারা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহাতে তিনি এমন কথা বলেন নাই যে—অহল্যা তারা প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠরমণীগণ পরপুরুষগামিনী হইয়াছিলেন, সুতরাং ইহাতে কোনও দোষ নাই। তিনি বলিয়াছেন যে অহল্যা, তারা প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ রমণীগণও "অস্বর্গ অযশস্য" প্রভৃতি বহু দোষযুক্ত হইলেও পরপুরুষ প্রসঙ্গের হাত এড়াইতে পারেন নাই। অতএব হে গোপরমণীগণ! তোমাদের সহিত আমার শিশুকাল হইতে প্রীতির সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং তোমরাও আমাকে ছাড়িতে পারিবে না এবং আমিও তোমাদের ছাড়িতে পারিব না; কাজেই অশেষ দোষযুক্ত হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদের পরপুরুষপ্রসঙ্গ হইতে বিরত হওয়ার শক্তি নাই। সুতরাং অহল্যা, তারা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রমণীগণও যেমন এই অশেষ দোষযুক্ত কার্য্যে রত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তোমাদেরও তাহা ব্যতীত আর গতি নাই।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় ধারণা হয় যে, ব্রজরমণীগণ উপপতি বুদ্ধিতেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের "অস্বর্গ্য অযশস্য" প্রভৃতি ঔপপত্য দোষে লিপ্ত হইতে হয় নাই, কেননা শ্রীকৃষ্ণ উপপতি নহেন, তিনি জগৎপতি, তিনিই পরমাত্মা। সতী রমণীগণ যে পতিসেবায় ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন, সে পতিরও তিনিই পতিত্বের মূল স্তম্ভ। কিন্তু জগতের কোনও রমণী যদি স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া অহল্যা তারা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত ধরিয়া পরপুরুষ-প্রসঙ্গে রত হয়, তাহা হইলে তাহার সত্য সত্যই "অস্বর্গ্য অযশস্য" প্রভৃতি ঔপপত্যদোষে লিপ্ত হইতে হইবে, কেন না, তাহাদের উপপতি, গোপীদের উপপতির মত জগৎপতি নহে। কিন্তু যদি কেহ গোপীদের দৃষ্টান্ত ও ভাবের অনুসরণ করিয়া গোপীদের উপপতির সঙ্গে প্রসঙ্গ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর ঔপপত্য দোষে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছেন—"কুলস্ত্রিয়াঃ ঔপপত্যং অস্বর্গ্যাদিদোষদুষ্টং"—কুলস্ত্রীগণ যদি উপপতি প্রসঙ্গে রত হয়, তাহা হইলে তাহাদের "অস্বর্গ্য অযশস্য" প্রভৃতি মহাদোষে লিপ্ত হইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণবচনের "কুলস্ত্রী" শব্দের এক নিগূঢ় অর্থভঙ্গি আছে যে—"কু—কুৎসিতং লাতি ইতি কুলা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরূপ কুৎসিতভাবগ্রহণ-রতা যা স্ত্রী সা কুলস্ত্রী। তস্যা ঔপপত্যম্ অস্বর্গ্যাদিদোষদুষ্টম্।" কেবলমাত্র আত্মেন্দ্রিয়তর্পণই যাহাদের পরপুরুষ-প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য, সেই সমস্ত কুলা অর্থাৎ কুৎসিত ভাবগ্রাহিণী রমণীগণের পরপুরুষপ্রসঙ্গে "অস্বর্গ্য অযশস্য" প্রভৃতি ঔপপত্য দোষে বিলিপ্ত হইতে হয়। কিন্তু যাহারা কুলা নহে অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণই যাহাদের পরপুরুষপ্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে, তাহাদের এই সমস্ত দোষে বিলিপ্ত হইতে হয় না। ব্রজরমণীগণ "কুলা" নহেন, তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্রও নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলিয়া বুঝিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলনবিহারাদিতে তাঁহাদের ঔপপত্য দোষে লিপ্ত হইতে হয় নাই।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সঙ্গম বিহার॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

জগতের কোনও আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাশালিনী মূঢ়রমণী যদি বলিতে চায় যে তাহারও তাহার প্রিয়জনের সহিত মিলনে—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই, তাহা হইলে তাহার বিবেচনা করা উচিত যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত জগতের কোন জীবেরই কোনও কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। জীবমাত্রেই অপূর্ণ, সুতরাং তাহার সর্ব্বদাই নিজের অভাব পূরণের দিকেই দৃষ্টি থাকে। জগতের দয়ালু ব্যক্তিগণ পরের দুঃখে কাতর হইয়া নিজ দুঃখ দূর করিবার জন্যই পরদুঃখ দূর করিতে প্রবৃত্ত হন। কেহ বা আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। মোট কথা, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার প্রেরণা ব্যতীত কাহারও কোনপ্রকার জাগতিক সম্বন্ধে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। একমাত্র কৃষ্ণসেবায় আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা থাকে না; কেন না, কৃষ্ণ সকল আত্মার আত্মা। তাঁহার প্রীতিতেই আত্মপ্রীতি লাভ হয়, সেই জন্য তাঁহার সেবায় আর পৃথক ভাবে তাঁহার প্রীতি-বাঞ্ছার অস্তিত্ব থাকে না। "তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ"। সুতরাং কৃষ্ণসেবার দৃষ্টান্তে জগৎসেবা হয় না। কৃষ্ণ সকলের মূল; কিন্তু জগৎ সকলের মূল নহে। যদি কেহ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাতর্পণ করিবার জন্য জগৎকেই কৃষ্ণ বলিতে চান, তাহা হইলে তাঁহার পুষ্পমাল্যবুদ্ধিতে বিষধরসর্প গলায় দেওয়ার ন্যায় ফললাভ হইবে! জগৎ তাঁহারই মায়াবিভূতি, কিন্তু তাই বলিয়া জগৎ তিনি নহেন। তাঁহার সেবায় সকলের সেবা হয়, কিন্তু সকলের সেবায় তাঁহার সেবা হয় না। তাঁহার তুলনা তিনি ছাড়া আর কেহই নহে, সুতরাং গোপীগণের ভাবের অনুসরণ করিয়া যাঁহারা তাঁহাতে আসক্ত হইতে পারিবেন তাঁহারাই জগতে ধন্য! তাঁহারাই জগতে কৃতার্থ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অস্বর্গ্যং অযশস্যং" প্রভৃতি শ্লোকের উপেক্ষা এবং প্রার্থনাভঙ্গির সমালোচনায় পূর্ব্বোক্ত বিবিধ তত্ত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যের বিবিধ অর্থভঙ্গি এবং সেই প্রসঙ্গে পরপুরুষ-প্রসঙ্গের তীব্র নিন্দা প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্রহণীয় বস্তুই ইহাতে পাওয়া যায়। এই শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনা করিলে একটি অভিনব ভাবের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে—

শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রজরমণীগণকে বলিলেন—কুলস্ত্রীগণের ঔপপত্য "অস্বর্গ্য অযশস্য" প্রভৃতি দোষদুষ্ট। কিন্তু ইহার নিগূঢ় বাস্তবার্থভঙ্গিতে জানা যায় যে—কুলস্ত্রীগণের ঔপপত্য "অস্বর্গ্য অযশস্য" প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে বিভূষিত। এই অর্থে "কুল-স্ত্রী" শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্তরীতিতে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাবিহীনা ব্রজরমণী। বাস্তবার্থে—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাবিহীনা ব্রজরমণীগণের (কুলস্ত্রী) ঔপপত্য পরপুরুষপ্রসঙ্গ নহে, তাহা কৃষ্ণৈকপরত্ব এবং কৃষ্ণসেবৈকপরত্ব। 'উপ সমীপে পতির্যস্যাঃ' এই প্রকার ব্যুৎপত্তিতে যদি উপপতি শব্দ নিষ্পন্ন করা যায়, তাহা হইলে উপপতি শব্দের অর্থ হয় শ্রীরাধা। কেন না একমাত্র শ্রীরাধাই তাঁহার পতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করিয়া থাকেন। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা" এই ঋক্‌পরিশিষ্টবচনে এই তত্ত্বেরই স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া "শ্রীকৃষ্ণরূপাপি সা রাধা নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতা" এই মাহেশ্বরীসংহিতা বচনেও জানা যায় যে—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপভূতা এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণেরই অনুব্রতা। ইহা ছাড়াও—

কচিদগ্রে কচিৎ পশ্চাৎ কচিৎ পার্শ্বপদান্তয়োঃ। সূর্য্যানুরোধাচ্ছায়েব সা রাধা অনুবর্ত্ততে॥

(অলঙ্কারকৌস্তুভঃ)

এই বচনেও জানা যায় যে, ছায়া যেমন সূর্য্যের অনুবর্ত্তিনী, সেইরূপ শ্রীরাধিকাও কখনও অগ্রে কখনও পশ্চাতে কখনও পার্শ্বে কখনও পদান্তে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন যে রূপে লীলা করেন, শ্রীরাধিকা তখন তদনুরূপভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনী হন—

দেবত্বে দেবীরূপা সা মনুষত্বে চ মানুষী। (স্কন্দপুরাণম্)

শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদি দেবলীলায় শ্রীরাধিকা দেবীরূপা (লক্ষ্মী), নরলীলায় তিনি গোপনারী। অতএব (উপ সমীপে "পতির্যস্যাঃ") এই ব্যুৎপত্তিতে উপপতি শব্দের অর্থ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকাতেই পর্য্যবসিত হয়। একমাত্র শ্রীরাধিকা ব্যতীত আর কোনও রমণীই নিরন্তর পতিসঙ্গিনী হইয়া থাকিতে পারে না।

এই সমস্ত শাস্ত্রবচনানুসারে শ্রীরাধিকার তত্ত্ব জানিয়া যদি ঔপপত্য শব্দের অর্থানুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে "উপ সমীপে পতির্যস্যাঃ সা উপপতিঃ শ্রীরাধা তস্যাঃ ভাবঃ ঔপপত্যং শ্রীকৃষ্ণৈকপরত্বমেব" এই অর্থই পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তি অনুসারে উপপতি শব্দের অর্থ শ্রীরাধিকা এবং তাহাতে ভাবার্থে ষ্ণ্য প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন ঔপপত্য শব্দের অর্থ শ্রীরাধিকার ভাব অর্থাৎ তাঁহার অসাধারণ গুণ শ্রীকৃষ্ণৈকপরত্বই হয়। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রপ্রমাণে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে শ্রীরাধিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণৈকপরত্ব আর কুত্রাপি নাই, সুতরাং ইহাই তাঁহার অসাধারণ গুণ এবং শ্রীরাধার্থবাচক উপপতি শব্দ-নিষ্পন্ন ঔপপত্য শব্দের অর্থ।

ঔপপত্য শব্দের প্রকারান্তরে অর্থাস্বাদন করিলেও জানা যায় যে—"উপ নিত্যং সমীপে বর্ত্তমানঃ পতিঃ উপপতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তৎসেবৈকপরত্বমৌপপত্যং"। শ্রীকৃষ্ণই সকলের পতি এবং তিনি সর্ব্বদাই সকলের সমীপে বর্ত্তমান, সুতরাং উপপতি শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সেবানিষ্ঠতার নাম ঔপপত্য। পালনার্থবোধক পা ধাতু-নিষ্পন্ন পতি শব্দের শ্রীকৃষ্ণই মুখ্যার্থ। কেননা তিনিই প্রকৃত পক্ষে সকলের পালক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের রমণীগণ আপাততঃ যাহাকে পতি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাতে প্রকৃত পতিত্ব নাই। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পতিত্বেরই কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ লইয়া তাহাতে পতিত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। সুতরাং জাগতিক পতিকে ব্যবহারিক পতি কিংবা পতিম্মন্য বলা যাইতে পারে। জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণই জগতের মুখ্যপতি এবং তিনি সর্ব্বদাই সকলের সমীপস্থ। তিনি সকল জীবের আত্মা এবং অন্তর্য্যামী, কাজেই তাঁহার মত সমীপস্থ আর কেহই হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের পতিত্ব এবং সর্ব্বজীবের সামীপ্য সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত আছে—

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়।
অকামদং দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেঽজ্ঞা॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

পিঙ্গলা নাম্নী কোনও বেশ্যা একদিন ধনবান্ পুরুষের প্রসঙ্গলালসায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে হতাশ হইয়া বলিয়াছিল, হায়! আমার কি বুদ্ধিভ্রংশ, কি অজ্ঞতা! আমি সর্ব্বদা নিজনিকটে বর্ত্তমান রতিপ্রদ বিত্তপ্রদ নিত্যপতিকে পরিত্যাগ করিয়া কামনাপূরণে অসমর্থ, দুঃখ, শোক, ভয়, রোগ ও মোহপ্রদ তুচ্ছাতি-তুচ্ছ পুরুষের আশায় এতদিন আশান্বিত হইয়াছিলাম। ধিক্ ধিক্ শত ধিক আমাকে! আমি আর স্বপ্নেও কোন পুরুষের ভাবনা করিব না। আমি যেন সেই পুরুষোত্তম পরম পতি শ্রীনারায়ণের সহিত রমার মত রমণ করিতে পারি। ইহা ছাড়া অন্যত্রও দেখা যায়—

স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।
স এক এবেতরথা মিথোভয়ং নৈবাত্মলাভাদধিমন্যতে পরম্॥

জগৎপতি শ্রীভগবান্ সকলের পতি। তিনি স্বয়ং অকুতোভয় এবং নিরন্তর ভয়াতুর জীবকে পালন করিয়া থাকেন। তিনি ব্যতীত অন্য যাহার সঙ্গেই সম্বন্ধ করা হউক না কেন, তাহাতে কাহারও আত্মলাভ হয় না; কাজেই সর্ব্বদাই অপূর্ণতার পীড়ন ভোগ করিতে হয় এবং কখনও ভয়মোচন হয় না।

যাহা হউক, পূর্ব্বপ্রদর্শিত দুইভাবে যদি ঔপপত্য শব্দের অর্থাস্বাদন করা যায়, তাহা হইলে শ্রীরাধিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণৈকপরতা এবং নিত্যসমীপস্থ পতি (উপপতি) শ্রীভগবানের সেবানিষ্ঠতা—এই দ্বিবিধ অর্থ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণৈকপরত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণসেবানিষ্ঠতা এই অভিনব ঔপপত্যের গুণও অভিনব; তাহা "অস্বর্গ্য"। "অকারো "বিষ্ণুরুদ্দিষ্টঃ" এই শাস্ত্রবচনে জানা যায় যে—অ—শব্দের অর্থ শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার স্বর্গের নাম "অস্বর্গ" অর্থাৎ গোলোক বৈকুণ্ঠাদি ধাম। পূর্ব্বোক্ত ঔপপত্য অস্বর্গ্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ধামপ্রাপক। যাহারা পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণৈকপরত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণসেবানিষ্ঠতা রূপ অভিনব ঔপপত্য অবলম্বন করিতে পারে, তাহাদের গোলোক বৈকুণ্ঠাদি শ্রীকৃষ্ণধামে গতি হয়।

এই ঔপপত্য "অযশস্য" (অকারো বিষ্ণুঃ তৎসম্বন্ধিযশসে হিতং)। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় যশোলাভ হয় অর্থাৎ জগতে "কৃষ্ণভক্ত" বলিয়া খ্যাতি লাভ হয়। জগতে যত প্রকার যশঃ আছে তাহার মধ্যে এই মহাযশঃই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি। কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

সাধারণতঃ ঔপপত্য বলিতে যাহা ধারণা হয় তাহা যেমন রমণীজীবনের শ্রেষ্ঠ কলঙ্ক এবং তাহার মত অযশস্কর কার্য্য আর ইহজগতে নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণৈকপরত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণসেবানিষ্ঠতারূপ অভিনব ঔপপত্য ত্রিজগতে অতুলনীয়, ইহা জীবমাত্রেরই শ্রেষ্ঠ যশঃপ্রাপক। অতএব জগতে যদি কাহারও ঔপপত্যে লোভ থাকে তাহা হইলে সে যেন এই ঔপপত্য লাভের চেষ্টা করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অভিনব ঔপপত্য "ফল্গু কৃচ্ছ্রং" (ফল্গুভিঃ ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিপ্রভৃতিতুচ্ছকামনাপরৈঃ কৃচ্ছ্রং দুঃখসাধ্যং)। যাহাদের হৃদয়ে ঐহিক ও পারলৌকি ভোগবাসনা, মোক্ষবাসনা কিংবা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিলাভের বাসনা থাকে, সেই সমস্ত তুচ্ছ কামনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ কদাপি এই ঔপপত্য লাভ করিতে পারে না। কোনও দিন কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবশতঃ যদি শ্রীকৃষ্ণভক্তের সঙ্গপ্রভাবে ভুক্তিমুক্তি প্রভৃতির বাসনা লোপ হয়, তাহা হইলে শুদ্ধভক্তিযাজন করিতে করিতে এই ঔপপত্য লাভ করা যায়।

এই ঔপপত্য যেমন 'ফল্গু কৃচ্ছ্র' অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি ও সিদ্ধিকামনাপরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে অলভ্য, সেইরূপ অনায়াসলভ্যও বটে (ফল্গুকৃচ্ছ্রং স্বল্পায়াসং)। ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে যেমন কর্ম্ম, যোগ জ্ঞান প্রভৃতি অতি ক্লেশসাধ্য সাধনানুষ্ঠান করিতে হয়, কৃষ্ণৈকপরত্বলাভের জন্য সেরূপ অতি ক্লেশসাধ্য সাধনানুষ্ঠান করিতে হয় না।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দ্বাদশাধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে—অর্জ্জুন শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন—যে সমস্ত ভক্তগণ ভক্তিযোগে তোমার লীলাবিগ্রহের উপাসনা করে এবং জ্ঞানযোগাদিতে তোমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের উপাসনা করে, তাহাদের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ? অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—যে সমস্ত ভক্তগণ আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার উপাসনা করে তাহারাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যাহারা আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের উপাসনা করে, তাহাদের অধিকতর সাধনক্লেশ স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে—প্রহ্লাদ, অসুরবালকগণকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ। আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

হে অসুরবালকগণ! শ্রীভগবানের প্রীতিবিধান করা কোনপ্রকার ক্লেশজনক কার্য্য নহে। কেন না তিনি অচ্যুত। জীব যদি তাহার বহির্মুখতা স্বভাবে তাঁহা হইতে চ্যুত হইতে চায়, তাহা হইলেও তিনি কদাপি চ্যুত হন না। তিনি তাঁহার অযাচিত করুণাবশতঃ সর্ব্বদাই সর্ব্বজীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য সমুৎসুক। তিনি সর্ব্বজীবের আত্মা, অতএব সকলেরই পরমপ্রিয় এবং নিরুপাধিক হিতকারী। তিনি সর্ব্বত্রই সিদ্ধ অর্থাৎ নিত্য বিরাজিত। তাঁহার চরণসেবনের জন্য উৎকণ্ঠা হইলেই তাঁহার দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

অতএব শ্রীকৃষ্ণৈকপরত্ব ও শ্রীকৃষ্ণসেবানিষ্ঠতারূপ অভিনব ঔপপত্য ফল্গুকৃচ্ছ্র অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি ও সিদ্ধিকামুক ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ এবং তাঁহার চরণসেবাকাঙ্ক্ষাসমন্বিত ভক্তগণের পক্ষে অনায়াসলভ্য। শুধু তাহাই নহে, এই অভিনব ঔপপত্য ভয়াবহ (ভয়ং ন বহতি)। ইহাতে কোনপ্রকার ভয়সম্ভাবনা নাই। যোগ জ্ঞানাদি সর্ব্ববিধ সাধনানুষ্ঠানেই পতন ভয় আছে। যোগী যোগভ্রষ্ট হয়, জীবন্মুক্তিদশা লাভ করিলেও জ্ঞানীর পতন হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভক্তের কদাপি পতন হয় না। এইজন্যই পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"

অতএব এই অভিনব ঔপপত্য "জুগুপ্সিত" (গোপ্তুমীশিতং অতিরহস্যমিত্যর্থঃ)। ইহার মত রহস্য আর নাই। ভক্তিযোগপ্রভাবে অনায়াসে কৃতার্থ হইবার পথ সর্ব্বশাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু তাহা কেহ বুঝিতে পারে না এবং বুঝিলেও তাহাতে বিশ্বাস হয় না। সুতরাং এমন গোপনীয় বস্তু আর জগতে নাই।

"অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ" প্রভৃতি শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রভু সীতানাথের অপার কৃপায় এই এক অভিনব ঔপপত্যের অনুসন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহার "অস্বর্গ্য অযশস্য" প্রভৃতি কয়েকটি মহাগুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ২৭

জানিতে পারা যায়। এইভাবে বাস্তবার্থ সমালোচনা করিয়া যাঁহারা এই অভিনব ঔপপত্য লাভের জন্য লালায়িত হইতে পারেন জগতে তাঁহারাই ধন্য।

পরিহাসরসরঙ্গী শ্রীব্রজরাজনন্দন এই শ্লোকের উচ্চারণকালে এমন এক অভিনব অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন যে—তাহাতে ব্রজরমণীগণের কখনও কৃষ্ণকে, কখনও বা নিজ নিজ পতিগণকে পতি বলিয়া ধারণা হইয়াছে। কাজেই তাহাতে তাঁহাদের যুগপৎ প্রার্থনা ও উপেক্ষার্থ স্ফূর্ত্তি হওয়ায় যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থের অভিব্যক্তি হইয়াছে ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—শ্রবণাৎ মদীয়নামরূপগুণাদিবার্ত্তাশ্রবণাৎ) দর্শনাৎ (দূরতো ময়ি চক্ষুঃসংযোগাৎ) ধ্যানাৎ (নিরন্তরং মদ্রূপাদিচিন্তনাৎ) অনুকীর্ত্তনাৎ (নিরন্তরং মৎকথালাপাৎ) ময়ি ভাবঃ (যথা ময়ি প্রেমা ভবতি) তথা সন্নিকর্ষেণ (অঙ্গসঙ্গেন) ন (নৈব ভবতি) ততঃ (তস্মাৎ) গৃহান্ (ব্রজস্থনিজনিজগৃহান্) প্রতিযাত (নিবৃত্য গচ্ছত) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও কীর্ত্তনে যেমন আমাতে প্রীতিলাভ হয়, অঙ্গসঙ্গে কদাপি তাহা হয় না। অতএব তোমরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ শ্রবণাদিতি ॥ ২৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং বহুধা প্রত্যাখ্যানেঽপ্যনিবৃত্তিমাশঙ্ক্য ভাবাপলাপেনাপ্যৌদাস্যং বিধত্তে শ্রবণাদিতি। শ্রবণাদিনা যথা ভাবো ভবতি তথা সন্নিকর্ষেণাঙ্গসঙ্গেন ন স্যাৎ বিরহে সমুৎকণ্ঠয়া ঝটিতি তদ্বৃদ্ধিঃ সংযোগে তদুৎকণ্ঠাশৈথিল্যাদিতি ভাবঃ। এবং পরাং কাষ্ঠামাপন্নেঽপি তাসাং ভাবোঽসিদ্ধতা নির্দ্দেশভঙ্গ্যাপলপিত এব। তত্র পূর্ব্বরাগে প্রায়ঃ পূর্ব্বং শ্রবণং ততো দর্শনং ততঃ সংযোগাপ্রাপ্ত্যা নিরন্তরং তৎস্ফূর্ত্তিঃ ততশ্চ তৎকথৈবেতি ক্রমেণৈব নির্দ্দিষ্টম্। বস্তু তস্তু পরমকৌতুকিত্বান্নিরন্তরপ্রেমভরসুকোমলিতদক্ষিণস্বভাবানাং তাসাং প্রেমবৈয়গ্র্যদর্শনার্থমেবেতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্। নন্বু যেন সদ্ভাবেন স্বস্য ভর্তৃত্বং তদ্বৈপরীত্যেন তেষামভর্তৃত্বং স্থাপিতং স এব ন সম্ভবতি তব বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ তেষান্তু সন্নিকৃষ্টত্বাদিত্যত্রাহ শ্রবণাদিতি। যথা যেন রসবিশেষপ্রকারেণ ময়ি শ্রবণাদিতোঽপি ভাবো ভবতি তথা সন্নিকর্ষেণাপি ন যেঽন্যে সন্নিকৃষ্টাঃ পতিম্মন্যাঃ তেষ্বপি স্যাদিত্যর্থঃ। মিথঃ প্রেমযোগ্যয়োর্যথা সন্নিকর্ষেণ প্রণয়বন্ধো ভবতি তথা ন শ্রবণাদিনেতি লোকপ্রসিদ্ধত্বাদন্যপদমর্থায়ত্তং প্রথমত এব তথোপক্রান্তত্বাৎ প্রকরণপ্রাপ্তঞ্চ। তস্মাৎ গৃহান্ প্রতি ন যাতেত্যুভয়ত্রাপি নঞোঽন্বয়ঃ। যদ্বা। ততো গৃহানিতি সন্ধৌ আকারপ্রশ্লেষঃ কার্য্যঃ। তস্য চাভাবে নহ্যনোনেতি নঞ্পর্য্যায়স্য অযাতেত্যন্বয়ঃ, ন যাতেত্যর্থঃ। যদ্বা। প্রতিষেধপ্রত্যাখ্যানপ্রতিপক্ষাদিষু প্রকৃত্যর্থবিরোধেঽপি প্রতিশব্দো দৃষ্টঃ। ততশ্চ প্রতিযাত গমনবিরোধবিষয়ান্ কুরুতেত্যর্থঃ। এবং তাসাং পূর্ব্ববৎ সংলাপো দ্বিধা কাসুচিদ্যথার্থমেব কাসুচিচ্চানুরাগবিবর্ত্তেন নবনবীভাবাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন যখন নানাভঙ্গিতে ও নানাযুক্তিতে নানাবিধ ঔপপত্যদোষ বর্ণনা করিয়া অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণকে তাঁহার সঙ্গসুখবাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন, তখন তাঁহার সেই পরমোপেক্ষাবচনকুলিশাঘাতে অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণের মানসিক অবস্থা যে কি হইল তাহা তাঁহারা ব্যতীত ত্রিজগতে আর কাহারও অনুভব করিবার সাধ্য নাই। যদিও ব্রজরাজনন্দনের বচনে প্রার্থনাভঙ্গিরও ইঙ্গিত আছে এবং তাহা ব্রজরমণীগণ বিশেষ ভাবেই ধারণা করিতে পারিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে অনিষ্টাশঙ্কারই আধিপত্য অধিক বলিয়া সেখানে উপেক্ষাভঙ্গিরই রঙ্গক্ষেত্র হইয়া উঠিল। তাঁহাদের কোটিপ্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দন যে তাঁহাদের উপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন এই দুঃখেই তাঁহাদের হৃদয় এতই অধীর হইয়া উঠিল যে, তাহাতে প্রার্থনাভঙ্গির অস্ফুট ইঙ্গিত পরিহাস মাত্র বলিয়াই নিশ্চিত হইল। কাজেই তাঁহারা ব্রজরাজনন্দনের উপেক্ষাবচনশরপ্রহারে এমনই জর্জ্জরিত হইলেন যে,—তাঁহাদের তখন ত্রিজগৎ অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইল এবং তাঁহাদের নিশ্চিত ধারণা হইল যে—তাঁহারা বুঝি সত্য সত্যই ব্রজরাজনন্দনের চরণসেবায় বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা ব্রজরাজনন্দনের চরণ ছাড়িয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন যে—আমাদের জীবন বা মরণ যাহাই হউক, তাহা আমাদের জীবনবল্লভের চরণপ্রান্তেই হইবে, আমরা কিছুতেই অন্যত্র গমন করিব না। নবজলধরের মন্দ্রনাদ শুনিয়া চাতকীগণ নিজ বাসস্থান ছাড়িয়া জলধরের দিকেই ছুটিয়া যায়, তাহাদের জলধরমুক্ত বারিপানে প্রাণ শীতলই হউক, আর বজ্রপাতে প্রাণান্তই হউক, তাহারা কখনই জলধর ছাড়িয়া ফিরিয়া আসে না। ব্রজরমণীগণও যখন শ্যাম-জলধরের বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারই নিকটে আসিয়াছেন, তখন তিনি মিলনরসসিঞ্চনে পরিতৃপ্ত, কিংবা উপেক্ষা-বাক্যবজ্রপাতে নিষ্পেষিত, যাহাই করুন না কেন, গোপীচাতকীগণ তাহাতেই স্বীকৃতা হইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তেই দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং "অস্বর্গ্যমযশস্যং" প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণবচন ভাবনা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ ভাবনার পর তাঁহাদের মনে হইল—হে গোপীজনজীবন! আমরা তোমার চরণে শিশুকাল হইতেই দেহ মনঃ প্রাণ অর্পণ করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টের দুর্লীলতাবশতঃ আমরা বিপ্রাগ্নি সাক্ষী করিয়া মাতা পিতা প্রভৃতির অনুমোদনে তোমার গলায় বরমাল্য অর্পণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই বলিয়া কি তোমার চরণসেবা করিলে আমাদের ঔপপত্য দোষে লিপ্ত হইতে হইবে? আমরা যে হৃদয়সাক্ষী করিয়া অন্তরের অনুমোদনে তোমার চরণে অনুরাগের মাল্য অর্পণ করিয়াছি তাহাতে কি তোমার পতিত্বসিদ্ধি হয় নাই? অন্তরের অণুকণিকাপরিমিত প্রান্তেও যাহাদের স্থান নাই, স্বপ্নেও কোনদিন যাহাদের মুখদর্শন করি নাই, যাহাদের প্রসঙ্গ হলাহলজ্বালা অপেক্ষাও প্রাণান্তকর, তাহাদের গলায় অজ্ঞানে অনিচ্ছায় পিতামাতার নিয়োগে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছি বলিয়া তাহাদের সেবায় পতিসেবন হইবে, আর অন্তরে বাহিরে যাঁহার অবস্থিতি, স্বপ্নে জাগরণে যাঁহার স্ফূর্ত্তি, অফুরন্ত পরমানন্দের অগণিত মহাসমুদ্র যাঁহার মূর্ত্তি, যাঁহার বিরহে নিমিষ কোটি যুগান্তর এবং মিলনে কোটি যুগ নিমিষ, সেই কোটি কোটি প্রাণ-নির্ম্মঞ্ছনীয়চরণ ব্রজরাজনন্দনের সেবায় আমাদের ঔপপত্য দোষে বিলিপ্ত হইতে হইবে? তাহাই যদি হয় তবে হউক, আমাদের সতীত্বে প্রয়োজন নাই, আমরা পতিসেবার পুণ্যসম্ভার চাই না, আমাদের প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দনের সেবালভ্য ঔপপত্য দোষই আমাদের সর্ব্বাঙ্গের আভরণ। "অস্বর্গ্য অযশস্য" প্রভৃতি যত দোষই থাকুক না কেন, আমরা ব্রজরাজনন্দনের চরণসেবা করিয়া তাহা হাসিতে হাসিতে পুরস্কারের মত গ্রহণ করিব। আমরা স্বর্গ চাই না, যশঃ চাই না, আমাদের পতিসহ সুস্থির সম্বন্ধ অপেক্ষা ব্রজরাজনন্দনের ক্ষণসঙ্গও প্রার্থনীয়, সেজন্য আমাদের যে কোনও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় তাহাতে আমরা পশ্চাৎপদ নহি, তাঁহার দেখা পাইলে আমরা ইহলোকের কিংবা পরলোকের কোন ভয়কেই গ্রাহ্য করি না। আমাদের তাহাতে যতই নিন্দা হউক তাহা আমরা প্রশংশা অপেক্ষা অধিকতর আদরে গ্রহণ করিব, আমাদের কুল সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যাউক, আমরা কিছুতেই আমাদের প্রাণবল্লভের চরণসেবনাশা বিসর্জ্জন দিতে পারিব না। আমাদের প্রাণবল্লভের উপেক্ষা-বাক্য-বজ্রাঘাতে যদি আমাদের এখনই দেহান্ত হয়, তাহা হইলেও আমরা দেহান্তরে তাঁহার চরণসেবার প্রার্থনা জানাইয়া বিধাতার নিকট নিবেদন করিতে করিতে চলিয়া যাইব, আবার অচিরকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমরা কিছুতেই ঔপপত্যের দোষ-কীর্ত্তন শুনিয়া প্রাণবল্লভের চরণসেবাকাঙ্ক্ষা হইতে বিচলিত হইব না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন দেখিলেন যে—কোনপ্রকার উপেক্ষা বচনেই ব্রজরমণীগণকে প্রতিনিবৃত্ত করা গেল না এবং তাহাদের অন্তরের সুগুপ্ত প্রেমের কথা তাহাদের মুখে ব্যক্ত করা গেল না। যদিও তাহারা নানাপ্রকার কাতর ইঙ্গিতে অন্তরের বেদনা জানাইতেছে, তথাপি তাহারা এমনই দুর্ভেদ্য হৃদয়সম্পুটে প্রেমরত্নরাজি লুকাইয়া রাখিয়াছে যে তাহা কোনপ্রকারেই আমি বাহিরে নিষ্কাসিত করিতে পারিতেছি না। তবে কি কিছুতেই আমার মনোবাসনা পূরণ হইবে না? যে সমস্ত গোপীগণ বস্ত্রহরণদিনে আমার বচনভঙ্গিতে ব্যাকুল হইয়া আমাকে অনাবৃত অঙ্গ প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, আজ তাহারা আমার এতরকম উপেক্ষাবচন-ভঙ্গিতেও তাহাদের অনাবৃত প্রেমের কথা আমাকে শুনিতে দিল না। তবে কি এই সমস্ত অপার ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য পার'বার ব্রজরমণীগণের অন্তরের সুগুপ্ত প্রেমের কথা অন্তরেই থাকিবে? আমি কি কিছুতেই তাহার শ্রবণাস্বাদন পাইব না? এইপ্রকার নানাকথা ভাবনা করিয়া গোপীগণ-প্রণয়রসাস্বাদনলোলুপ ব্রজরাজনন্দন এমন অভিনবভাবে বাক্যভঙ্গি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন যে তাহাতে ব্রজরমণীগণের নিরুপম প্রেমভাবেরও অভাব প্রতিপন্ন হয়।

ব্রজরাজনন্দন যেন এবার ব্রজরমণীগণের প্রেমের কথা তাঁহাদেরই মুখে ব্যক্ত করিয়া শ্রবণ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন এবং তাঁহাদের হৃদয়-কপাট বিখণ্ডিত করিয়া প্রেমবার্ত্তা-রত্নরাজি নিষ্কাসনের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তখন পরম গম্ভীরভাবে আকর্ণবিস্ফারিত নয়নে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—হে প্রেমস্পর্দ্ধাশালিনী ব্রজরমণীগণ! তোমাদের অদ্ভুত প্রেমের ইঙ্গিতভঙ্গিতে আমি চমৎকৃত হইলাম। তোমাদের প্রেমের যে কি স্বভাব তাহা আমি দীর্ঘকাল ভাবনা করিয়াও অবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। তোমরা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতেছ যে শিশুকাল হইতেই তোমরা আমাকে আন্তরিকভাবে ভালবাস এবং সেজন্য তোমরা আমার সেবাই জীবনের সারসর্ব্বস্ব বলিয়া বুঝিয়া ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান ভয়াদি সর্ব্বত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন বনপ্রদেশে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। আমার সঙ্গে তোমাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ নাই বলিয়া আমার সহিত মিলনে তোমাদের ঔপপত্য দোষ হয় একথা আমি তোমাদের নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম এবং ঔপপত্যের অশেষ দোষরাশি তোমাদের নিকট নানাযুক্তি সহকারে প্রদর্শন করিলাম। কিন্তু তোমাদের ভঙ্গিতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে তোমরা এই সমস্ত দোষ অঙ্গীকার করিয়াই আমার সহিত মিলিত হইতে স্বীকৃত আছ। কিন্তু হে গোপরমণীগণ! ইহাতে কি তোমাদের ভালবাসার পরিচয় প্রদান করা হইল? কেননা পরপুরুষ ও পররমণী যদি পরস্পর প্রণয়াবদ্ধ হয়, তাহা হইলে যে কেবলমাত্র পররমণীরই ঔপপত্য দোষে লিপ্ত হইতে হয় এমন নহে, পরপুরুষও সেই ঔপপত্য দোষের ভাগী হয় এবং তাহারও ধর্ম্মহানি, যশোহানি, তুচ্ছ সম্বন্ধ, মিলনের ক্লেশ, ইহলোক ও পরলোকের ভয়, সর্ব্বত্র নিন্দা, কুলকলঙ্ক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কুফলই ভোগ করিতে হয়। কাজেই তোমরা যদি আমার সহিত মিলিত হও তাহা হইলে তোমরা যেমন ঔপপত্য দোষভাগিনী হইয়া ধর্ম্মহানি প্রভৃতি অশেষ দোষে লিপ্ত হইবে, সেইরূপ আমিও ঔপপত্যদোষ-ভাগী হইয়া তোমাদের মত ধর্ম্মহানি প্রভৃতি অশেষ দোষভাগী হইতে বাধ্য হইব। বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে—তোমাদের এই সমস্ত দোষের জন্য আমি দায়ী নহি, কেননা আমি তোমাদের আমার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি না বরং তোমাদের এই কুকার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ তোমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে অবৈধ মিলনে আমার যদি ধর্ম্মহানি প্রভৃতি অশেষ দোষে লিপ্ত হইতে হয়, তাহা হইলে সে দোষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমাদেরই। কেননা তোমরাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে পুনঃ পুনঃ অবৈধ কার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছ। যদি বল, যে আমরা তোমাকে শিশুকাল হইতেই ভালবাসি বলিয়া তোমার সহিত মিলিত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং নানাবিধ দোষের বোঝা মাথায় করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমাদের এই ভালবাসার প্রতিদান স্বরূপ তুমি কি এই দোষে লিপ্ত হইতে স্বীকৃত হইবে না, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে—যে যাহাকে প্রকৃতভাবে ভালবাসে সে তাহার হিতকামনাই করিয়া থাকে—তাঁহার যাহাতে অনিষ্ট হয়, সে প্রকার কার্য্য করা ত দূরের কথা, তাহার সঙ্কল্পও সে কোনদিন করিতে পারে না। তোমরা যদি আমার সহিত মিলিত হইয়া আমাকে ঔপপত্য দোষে লিপ্ত কর এবং আমার ধর্ম্মহানি যশোহানি, সর্ব্বত্র নিন্দা, তোমাদের আত্মীয়গণ হইতে সর্ব্বদা আশঙ্কা, কুলকলঙ্ক প্রভৃতি মহামহা অনিষ্ট সাধন কর, তাহা হইলে কি তোমাদের প্রকৃত ভালবাসার পরিচয় প্রদান করা হইবে? প্রিয়জনের অনিষ্ট সাধন করার নামই কি তোমাদের মতে ভালবাসা? তাহাই যদি তোমাদের মতে ভালবাসা হয়, তাহা হইলে, হে গোপরমণীগণ! আমি তোমাদের অদ্ভুত ভালবাসার মর্ম্মগ্রহণে অপারগ।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার অদম্যপ্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া জগতের অনেক পরপুরুষ ও পররমণী পরস্পর মিলিত হইয়া অকৃত্রিম ভালবাসার জয়ঢক্কা নিনাদ করিয়া থাকে। কিন্তু সে মূঢ়গণ বুঝিতে পারে না যে—তাহারা ভালবাসার দোহাই দিয়া আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিতর্পণ করিতেছে এবং পরস্পর পরস্পরের মহানিষ্ট সাধন করিতেছে। এই অবৈধ মিলনে উভয়েরই ইহলোকে নিন্দিত জীবন যাপন করিতে হয় এবং পরলোকে অনন্ত নরক-যাতনা ভোগ করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের এই ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা নহে, তাহারা ভালবাসার দোহাই দিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মহাশত্রুতা সাধন করিয়া থাকে। যাহাদের প্রকৃত ভালবাসা থাকে তাহারা সর্ব্বদাই চেষ্টা করে যাহাতে তাহাদের প্রিয়জনের হিত হয় এবং প্রিয়জন যেন ইহলোকে অকলঙ্ক জীবন যাপন করে ও সর্ব্ববিধ সুখসম্পদ্ ভোগ করিতে পারে। প্রিয়জনের ধর্ম্মহানি করিয়া, যশোনাশ করিয়া, গুপ্তমিলনের জন্য তাহাকে নানাভাবে ক্লিষ্ট করিয়া, সর্ব্বত্র তাহার নিন্দা রটনা করিয়া যদি তুচ্ছ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে ভালবাসা রসাতলে যাক্, তাহা অপেক্ষা শত্রুতাও অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। শত্রুগণ শত্রুতা সাধন করিবার জন্য ধনহানি প্রাণহানি মানহানি প্রভৃতি করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহারা কখনও ধর্ম্মহানি কিংবা যশোহানি প্রভৃতি করে না। সুতরাং প্রিয়জনের অনিষ্ঠ করিয়া কখনও ভালবাসা হয় না। যাহারা প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও ভালবাসে তাহারা তাহার অনিষ্টাচরণে কখনই প্রবৃত্ত হয় না।

হে গোপরমণীগণ! তোমরা যদি প্রকৃতই আমাকে ভালবাসিতে, তাহা হইলে আমার ধর্ম্মহানি যশোহানি প্রভৃতি মহানিষ্ট সাধন করিবার জন্য তোমরা এই নির্জ্জন বনপ্রদেশে আমার সঙ্গে মিলিত হইতে না এবং আমার সঙ্গে অঙ্গসঙ্গ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ আমাকে অনুরোধ করিতে না। তোমাদের ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইতেছে যে—তোমরা আমাকে বড়ই ভালবাস কিন্তু আমি তোমাদের কিছুমাত্র ভালবাসি না। কিন্তু তোমরা যদি একটু বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে আমিই তোমাদের প্রকৃতপক্ষে ভালবাসি এবং সেইজন্য নিরন্তর তোমাদের হিতাচরণ করিয়া থাকি। তোমরা ঔপপত্য দোষে লিপ্ত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছ বলিয়া আমি পুনঃপুনঃ তোমাদের সেই দোষ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। তোমরা রমণীগণের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম পতিসেবন পরিত্যাগ করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাদের পুনঃপুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছি এবং পতিসেবনে রত হইতে অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু তোমাদের ভালবাসার এমনই অদ্ভুত রীতি যে, তোমরা আমাকে ঔপপত্য দোষে লিপ্ত হইয়া ধর্ম্মহানি প্রভৃতি অনিষ্ট ভোগ করাইতে চেষ্টা করিতেছ। অতএব হে বৃথাপ্রেমস্পর্দ্ধাশালিনী ব্রজরমণীগণ! তোমাদের এই অদ্ভুত ভালবাসার অভিনয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যাগ কর এবং যাহাতে প্রকৃত ভালবাসার ব্যবহার হয় তাহারই অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা কর। তোমরা যদি আমাকে ঔপপত্য দোষে বিলিপ্ত না করিয়া এখনই ব্রজে ফিরিয়া যাও তাহা হইলেই আমাকে প্রকৃত-ভাবে ভালবাসা হইবে। তোমরা যদি স্বধর্ম্মবিচ্যুত না হইয়া পতিসেবন, পুত্র ভৃত্যাদি পালন প্রভৃতিতে রত হও, ব্রজে যদি তোমাদের সুযশঃ ঘোষিত হয়, তোমরা যদি সতীশিরোমণি হইয়া রমণীকুল অলঙ্কৃত কর, তাহা হইলে আমার যে আনন্দ হইবে, তোমরা সতীপদবীভ্রষ্ট হইয়া পরপুরুষ প্রসঙ্গে রত হইলে আমি সে আনন্দ পাইব না। তোমাদের প্রকৃত কল্যাণ হইলে আমার আনন্দ; তোমাদের আপাততঃ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে আমি সুখী নহি। তোমাদের পরিণামহিতেই আমি আনন্দিত। অতএব হে অবিমৃশ্যকারিণী ব্রজরমণীগণ! তোমরা বৃথা ভালবাসার ভ্রমে পতিত না হইয়া প্রকৃত ভালবাসার পথের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হও। তোমরা সতীত্ব ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া আমার অঙ্গসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ এবং তাহাতেই ভালবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু অঙ্গসঙ্গ ভালবাসার পোষক নহে কিংবা তাহাই ভালবাসার চিহ্ন নহে। বিশেষতঃ আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গসঙ্গ সংঘটন হইলে তোমরা এবং আমি ঔপপত্য দোষে বিলিপ্ত হইব এবং তাহাতে ধর্ম্মহানি যশোহানি প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্টপাত হইবে, তাহা তোমাদের ইতঃপূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছি। তোমরা যদি আমার সঙ্গে অঙ্গসঙ্গ কর, তাহা হইলে তোমাদের এই অবৈধ কার্য্যের জন্য মহা অনিষ্ট হইবে, সুতরাং তাহাতে তোমাদের ভালবাসার পরিবর্ত্তে আমার সঙ্গে শত্রুতা সাধন করা হইবে, তাহাও তোমাদের পূর্ব্বেই বুঝাইয়া দিয়াছি। তোমরা যদি প্রকৃত ভালবাসার কথা জানিতে চাও এবং প্রকৃত ভালবাসা পোষণের উপায় শুনিতে চাও, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ মোহ এবং দুরভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া আমার উপদেশ গ্রহণ করিতে চেষ্টা কর।

যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার নাম রূপ গুণাদির কথা শুনিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে, দূর হইতে তাহাকে দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করে, নিরন্তর তাহারই কথা চিন্তা করে, নিরন্তর তাহারই কথালাপ করে, কিন্তু অঙ্গসঙ্গের জন্য লালায়িত হয় না। প্রিয়জনের কথা শ্রবণ, প্রিয়জনকে দর্শন, নিরন্তর তাহারই চিন্তা এবং নিরন্তর তাহার কথালাপে যেমন অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, অঙ্গসঙ্গে তাহার লেশমাত্রও হয় না। "সন্নিকর্ষো হি মর্ত্ত্যানামনাদরণকারণং" এই শিষ্টপরম্পরা-প্রচলিত যুক্তিপূর্ণ কথা কদাপি মিথ্যা নহে। অঙ্গসঙ্গ হইতে ক্রমশঃ অনাদর আসিয়া উপস্থিত হয়। নিরন্তর যাহার অঙ্গসঙ্গ পাওয়া যায়, তাহাকে পাইবার জন্য আর কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা থাকে না, কাজেই তাহার আর আদরও থাকে না।

অতিপরিচয়াদবজ্ঞা সন্ততগমনাদনাদরশ্চ ভবতি। গহনে ভীল্লরমণী চন্দনতরুমিন্ধনং করোতি॥ (প্রাচীনবাক্যম্)

যাহার সহিত অত্যন্ত পরিচয় হয়, তাহাতে আদরের পরিবর্ত্তে অবজ্ঞাই আসিয়া যায়। কেন না সুলভ বস্তুতে কাহারও আদর থাকে না। নিরন্তর গমনাগমনে যাহার সহিত অতি সুলভ সম্বন্ধ ঘটে, তাহাকে কেহই আদর করিতে পারে না। জগতে দেখা যায় যে, চন্দনকাষ্ঠ অতি দুর্লভ এবং মূল্যবান্; সেজন্য তাহার আদরও অত্যধিক। সামান্য একটু চন্দন কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া তাহার পঙ্কদ্বারা লোকে দেবার্চ্চনাদি করে এবং বিলেপনরূপে অঙ্গে মাখাইয়া রাখে। কিন্তু যে বনে অগণিত চন্দনবৃক্ষ জন্মে, সেই বনবাসিনী ভীল্লরমণীগণ চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা পাকাদি কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কেননা তাহাদের পক্ষে চন্দনকাষ্ঠ দুর্লভ নহে। তাই বলিতেছি, হে গোপরমণীগণ! নিরন্তর স্বচ্ছন্দমিলন ও অঙ্গসঙ্গাদি ভালবাসার পোষক নহে, পরন্তু তাহা অনাদরেরই হেতু।

তীব্রক্ষুধায় যেমন অন্নভোজনে লালসা থাকে, ভূরিভোজনান্তে তাহার লেশমাত্রও থাকে না—বরং তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হয় যে ভূরিভোজন করিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করা হইয়াছে। তোমরা আজ আমার নিকটে যে উৎকণ্ঠা লইয়া আসিয়াছ, আমার সঙ্গে নিরন্তর স্বচ্ছন্দরূপে অঙ্গসঙ্গ হইলে আর তোমাদের সে উৎকণ্ঠা থাকিবে না। তখন তোমরা মনে করিবে যে—সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পরপুরুষের অঙ্গসঙ্গ করিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। সেই জন্যই তোমাদের বলিতেছি যে – ব্রজের সমস্ত জীবই আমাকে ভালবাসে, সুতরাং তোমরাও আমাকে ভালবাস সন্দেহ নাই; কিন্তু আজ তোমরা অঙ্গসঙ্গ করিয়া সে ভালবাসা বিলুপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ কেন? ব্রজের বাৎসল্যপ্রেমাধার গোপগোপীগণ আমাকে পুত্রভাবে ভালবাসেন, গোপবালকগণ আমাকে সখ্যভাবে ভালবাসে, গাভীগণ মুগ্ধ বাৎসল্যে ভালবাসে, এমন কি বনের পশুপক্ষী এবং নদী পর্ব্বতাদি পর্য্যন্ত আমাকে ভালবাসে, কিন্তু কেহই তোমাদের মত ভালবাসাবিলোপকর এবং কলঙ্কজনক অঙ্গসঙ্গের জন্য লালায়িত হয় না। তোমরা দর্শন শ্রবণ চিন্তনাদি ভালবাসা-পোষণকর কার্য্যে প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া ভালবাসার হানিকারক অঙ্গসঙ্গকে ভালাসার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার বলিয়া কেন ধারণা করিয়াছ তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, প্রাণিমাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদ আছে, সুতরাং তোমরা অবলা বিবেকবিহীনা গোপরমণী হইয়া ভ্রমপ্রমাদে পড়িয়াছ ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু তোমরা আমার এই উপদেশ বাক্যে অবহেলা করিও না, তোমরা যদি প্রকৃত পক্ষেই আমার সঙ্গে ভালবাসা রাখিতে চাও তাহা হইলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও এবং আমার কথা শ্রবণ, আলাপ, দূর হইতে আমাকে দর্শন ও আমার কথা চিন্তা করিয়া প্রকৃত ভালবাসার পথে অগ্রসর হও। শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে প্রীতি বৃদ্ধি হয় এবং অঙ্গসঙ্গে প্রীতি লোপ হয়, একথা কদাপি ভুলিও না। বিশেষতঃ আমার সঙ্গে অঙ্গসঙ্গ এবং আমার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি এই দুই কার্য্যে তুলনা করিলে দেখা যায় যে—অঙ্গসঙ্গ অপেক্ষা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নানাভাবে শ্রেষ্ঠ এবং সহজসাধ্য। আমার সঙ্গে অঙ্গসঙ্গ তোমাদের পক্ষে শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং লোকনিন্দিত, তাহার পর আমার সঙ্গে অঙ্গসঙ্গ করিতে হইলে তোমাদের অতি সঙ্কুচিতচিত্তে পতি প্রভৃতি আত্মীয়গণকে বঞ্চনা করিয়া অতি গোপনে আমার নিকট আসিতে হইবে এবং ক্ষণকালের জন্য অঙ্গসঙ্গ হইলেও তাহাতে তোমাদের তৃপ্তিলাভ লইবে না। কিন্তু যদি তোমরা আমার কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে রত হও, তাহাতে তোমাদের কোনও শাস্ত্রবিগর্হিত কিংবা লোকবিদ্বিষ্ট কার্য্য করিতে হইবে না, তাহাতে পতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে বঞ্চনা করিতে হইবে না কিংবা সেজন্য তোমাদের কোনও ক্লেশকর কার্য্য করিতে হইবে না। সুতরাং এই সুগম পথ পরিত্যাগ করিয়া কেন তোমরা দুর্গম পথে চলিতে বাসনা করিতেছ? এখনই নিজগৃহে গমন কর এবং যদি আমার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ সুস্থির রাখিতে চাও, তাহা হইলে আমার কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রত হও। অঙ্গসঙ্গের লালসা করিয়া ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিও না।

পরমকৌতুকী ব্রজরাজনন্দন যখন প্রেমভরসুকোমলচিত্ত এবং পরমদক্ষিণস্বভাবশালিনী পরমানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের প্রেমব্যগ্রতা এবং মিলনোৎকণ্ঠার পরাকাষ্ঠা দর্শনের জন্য এইভাবে তাঁহাদের অনন্যসাধারণ নির্ভর গভীর প্রেমের অপলাপ করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ প্রদান করিলেন, তখন কৃষ্ণগত-প্রাণা কৃষ্ণচরণসেবামাত্রাকাঙ্ক্ষাবতী ব্রজরমণীগণ একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় হইয়া গেলেন। তাঁহারা তখন কি করিবেন তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা যে প্রেমবশতঃ ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রজরাজনন্দনের চরণসেবন লালসায় তাঁহার চরণপ্রান্তে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রেমই যখন ব্রজরাজনন্দন অস্বীকার করিলেন এবং তাহাকে শত্রুতার প্রতিনিধিরূপে স্থাপন করিলেন, তখন আর তাঁহারা কোন্ সাহসে কি করিবেন? কাজেই তাঁহারা তখন কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ব্রজরাজনন্দনের উপেক্ষাবচনাবলী ভাবনা করিতে লাগিলেন। ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু এবার যাহা বলিলেন তাহাতে উত্তর দেওয়ার কিছু আছে কিনা তাহা তাঁহারা সুদীর্ঘ ভাবনা করিয়াও ধারণা করিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের পতিসেবন প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা অনাস্থা দেখাইতেছেন, তিনি ঔপপত্যের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা তাঁহারা অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে বলিলেন—"তোমাদের সঙ্গদোষে আমি কলঙ্কিত হইব এবং আমার ধর্ম্মহানি যশোহানি প্রভৃতি মহা অনিষ্ট হইবে, সুতরাং তোমাদের এইপ্রকার ভালবাসা আমার পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর"—তখন কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণের আর কিছু বলিবার রহিল না। তাঁহারা পতিসেবন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠধর্ম্ম উপেক্ষা করিতে পারেন, ঔপপত্যের দোষ স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের কোটি কোটি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কোনও অনিষ্টকর কার্য্য তাঁহারা কিছুতেই করিতে পারেন না। সুতরাং এইবার তাঁহাদের একেবারে নির্বাক্ হইতে হইল! তাঁহারা কেহই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ব্রজরাজনন্দনের সহিত মিলিত হইতে আসেন নাই, তাঁহারা সকলেই তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিতেই আসিয়াছেন, কাজেই যে কার্য্যে তাঁহার ধর্ম্মহানি যশোহানি প্রভৃতি অনিষ্ট-সম্ভাবনা আছে, সে কার্য্য করা তাঁহাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। ব্রজরাজনন্দনের বাক্যভঙ্গিতে তাঁহাদের সত্য সত্যই ধারণা হইল যে তাঁহাদের সহিত মিলনে ব্রজরাজনন্দনের অনিষ্ট হইবে, কাজেই তাঁহারা মিলনাশায় সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইলেন এবং মনে মনে বিধাতার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে—হে বিধাতঃ! জন্মান্তরে যেন আমরা আমাদের প্রাণবল্লভকে বিপ্রাগ্নি সাক্ষী করিয়া পতিত্বে বরণ করিতে পারি, তাহা হইলে আর আমাদের সঙ্গ বশতঃ আমাদের প্রাণবল্লভের কোনও অনিষ্ট হইবে না। এবার এ দেহে আমরা আমাদের প্রাণবল্লভের পরবধূ, সুতরাং এ দেহে আমরা তাঁহার চরণস্পর্শ করিবার যোগ্য নহি, আমাদের এই অযোগ্য দেহ আমাদের প্রাণবল্লভের চরণপ্রান্তেই ধরাশায়ী হইয়া যাউক। যে দেহ শ্রীকৃষ্ণসেবার অযোগ্য, সে দেহে আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। ব্রজরাজনন্দন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া ব্রজরমণীগণ যখন এইভাবে দৈন্য নির্ব্বেদাদি ভাবের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন, তখন ব্রজরাজনন্দনের সকরুণ ইঙ্গিতে তাঁহার বাক্যের প্রার্থনাভঙ্গি প্রকাশ হইল এবং তাহাতে ব্রজরমণীগণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

ব্রজরাজনন্দনের ইঙ্গিতভঙ্গি-চাতুর্য্যে প্রার্থনা জ্ঞাপন হইল যে—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা নিরন্তর তোমাদের পতিগণের নিকটে বাস কর, সুতরাং তাহাদের সহিত তোমাদের সন্নিকর্ষ আছে, আমার সঙ্গে তোমাদের সন্নিকর্ষ নাই। আমার সঙ্গে কদাচিৎ কোনও প্রসঙ্গে তোমাদের দেখা শুনা হয় এবং তোমরা প্রীতিবশতঃ সর্ব্বদাই আমার কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিয়া থাক। কিন্তু কেবলমাত্র শ্রবণকীর্ত্তনাদিতেই তোমাদের আমার উপর যে ভালবাসা আছে, পতিগণের নিকটে বাস করিয়াও তাহাদের উপরে তোমাদের তাদৃশ ভালবাসা কিংবা আসক্তি নাই। (শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ অনুকীর্ত্তনাৎ যুষ্মাকং ময়ি যথা ভাবো বর্ত্ততে, সন্নিকর্ষেণ তথা পত্যাদিষু ন বর্ত্ততে) তোমাদের যদি পতিগণের উপর আসক্তি কিংবা ভালবাসা থাকিত, তাহা হইলে তোমরা কখনই তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আসিতে না। অতএব হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ! তোমাদের আগমনেই আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, তোমরা আমাতে অন্তরিক প্রীতি করিয়া থাক, কিন্তু রমণীস্বভাবসুলভ লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া তোমরা আমার সহিত প্রণয়ালাপ করিতে পারিতেছ না এবং বাম্যবশতঃ বারে বারে ব্রজে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছ। আমি তোমাদের পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছি যে তোমরা আমাকে ছাড়িয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইও না। (প্রতিযাত ততো গৃহান্ ইত্যস্য "ততঃ অগৃহান্ প্রতিযাত" ইত্যেব এতৎপক্ষে ব্যাখ্যা বোদ্ধব্যা। তত্র অকারঃ নিষেধার্থঃ। কিংবা গৃহান্ প্রতিযাত ইত্যত্র প্রতিশব্দো প্রতিষেধার্থঃ।)

প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিতে ইহাও ধারণা হয় যে—ব্রজরাজনন্দন বলিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! আজ তোমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার নিকটে আসিয়াছ বলিয়া যেমন তোমাদের আন্তরিক প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এতদিন কেবলমাত্র তোমরা আমার কথা শ্রবণ, দূর হইতে আমাকে দর্শন, আমার কথা চিন্তা ও আমার কথালাপে নিরত ছিলে বলিয়া তোমাদের তাদৃশ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কেন না, ভালবাসার স্বভাবই এই যে, তাহাতে প্রিয়জনের যথাযোগ্য সেবা করিবার জন্য আগ্রহ জন্মে এবং তাহা না পাইলে যেন ভালবাসা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রিয়জনের নিকটে গমন ও যথাযোগ্য সেবা ব্যতীত কেবলমাত্র মনে মনে ভালবাসা সিদ্ধ হয় না। যথোচিত প্রেমব্যবহার না পাইলে ক্রমশঃ প্রেম শুষ্ক হইয়া যায়। জগতে যত প্রকার প্রীতির সম্বন্ধ আছে, সকল প্রকারেই প্রিয়সমাগমের প্রয়োজনীয়তা আছে। পিতা, মাতা পুত্রকে লালনপালন না করিয়া যদি কেবলমাত্র মনে মনে ভালবাসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বাৎসল্যপ্রেম অপূর্ণ থাকে। এইরূপ সখা যদি সখার সহিত সখ্যভাবোচিত ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনেই ভালবাসে, তাহা হইলে সখ্যপ্রেম পরিপুষ্ট হয় না। সেইরূপ পুরুষ-রমণীর শৃঙ্গাররসের সম্বন্ধেও যদি যথাযোগ্য প্রেমব্যবহার না থাকে, তাহা হইলে কেবলমাত্র মনে মনে ভালবাসিলে কিংবা কেবলমাত্র কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিতেই প্রেম পরিপুষ্ট হয় না। তোমরা যেমন শিশুকাল হইতেই আমাকে ভালবাস, সেইরূপ আমিও শিশুকাল হইতে তোমাদের উপর পরমাসক্ত। আমি বহুদিন হইতেই তোমাদের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া নিরন্তর তোমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। কিন্তু তোমাদের ধৈর্য্য লজ্জা বাম্য প্রভৃতির এমনই সুদৃঢ় বন্ধন যে—তোমরা তাহা ছিন্ন করিয়া এতদিন আমার নিকটে আসিতে পার নাই। আজ যদি বা আমার মহাসৌভাগ্যবশতঃ তোমরা আমার নিকটে আসিয়াছ, তথাপি তোমরা আমার সহিত প্রণয়ালাপাদি না করিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া আছ এবং পুনঃ পুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত প্রদর্শন করিতেছে। যাহা হউক, তোমরা আজ যখন ধৈর্য্য লজ্জাদির বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, তখন আর বাম্যের বশবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইও না। প্রিয়জনের নিকট গিয়া তাহার সহিত যথোচিত প্রেমব্যবহার করিলে যেমন প্রেম পুষ্ট হয়, দূর হইতে শ্রবণ কীর্ত্তন ও ধ্যানাদিতে তাহা হয় না। তাই বলিতেছি, তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাইও না। সন্নিকর্ষেণ যথা ময়ি ভাবো ভবতি শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ অনুকীর্ত্তনাৎ তথা নৈব ভবতি। ততঃ গৃহান্ ন প্রতিযাত।) হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা অন্তঃপুরচারিণী গোপরমণী বলিয়া যদি তোমাদের এই উন্মুক্তস্থানে আমার সহিত প্রণয়ালাপ ও প্রণয়ব্যবহার করিতে অসুবিধা হয়, তাহা হইলে (গৃহান্ সম্মুখবর্ত্তি নিকুঞ্জগৃহান্ প্রতিযাত) ঐ সম্মুখবর্ত্তি নিকুঞ্জগৃহে গমন কর। তোমাদের সহিত নিভৃতবিহার সম্পাদনের জন্য আমার বৃন্দাবনের স্থানে স্থানে নানাবিধ কুসুমপল্লবাদিপরিশোভিত অসংখ্য নিকুঞ্জগৃহ আছে। অতএব আমার সানুনয় অনুরোধ এই যে,—তোমরা গোপগৃহে ফিরিয়া না গিয়া আমার নিকুঞ্জগৃহে প্রবেশ কর এবং যথোচিত প্রেমব্যবহারে আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর।

এই শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে নানাবিধ তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—তাহাতে যেমন সাধক ভক্তগণের সাধনপন্থার উদ্দেশ পাওয়া যায়, সেইরূপ সিদ্ধভক্তগণেরও রসরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে একবার আলোচনা করা হইয়াছে যে—গোপীসহ গোপীনাথের মধুরভাবে মিলন এবং সেই ভাবের রসালাপই রাসপঞ্চাধ্যায়ী সমালোচনায় মুখ্যভাবে পাওয়া যায়; কিন্তু গোপী ও গোপীনাথের তত্ত্ব সমালোচনা করিলে জানা যায় যে—গোপীগণ, অচিন্ত্য অনন্ত্য শক্তিনিকেতন শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি এবং গোপীনাথ স্বয়ং ভগবান্। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ প্রেমে অনাদি কাল হইতে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের সেই নিত্যসিদ্ধ সেবার কথা শুনিয়া জগতের কোন কোনও ভাগ্যবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব সেই সেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হইয়া প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধাবস্থায় গোপীদেহ পাইয়া শ্রীভগবানের সেবাধিকার লাভ করিতেছেন। পদ্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে যেমন শ্রীরাধিকা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের উদ্দেশ জানা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বর্গবাসিনী দেবী এবং দণ্ডকারণ্যবাসি ঋষিগণেরও উদ্দেশ জানা যায়। ইহা ছাড়াও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কত কত ভাগ্যবান্ সাধক ভক্ত যে গোপীভাবে লুব্ধ হইয়া রাগভক্তিযাজনে সিদ্ধ হইয়া গোপীনাথের সেবাধিকার পাইয়াছেন, পাইতেছেন ও পাইবেন তাহার ত ইয়ত্তাই নাই। যাহা হউক, এই সমস্ত গোপীগণ, মধুরভাবে অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীভগবান্‌কে প্রাণবল্লভ বলিয়া ধারণা করেন এবং তাঁহার প্রেয়সী হইয়া মিলন বিহারাদি নানাভাবে তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করেন। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানের সেবার জন্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি সকল ভাবেরই পার্ষদ আছেন এবং তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন এবং সাধক ভক্তগণও যে ভাবের সেবাধিকার পাইবার জন্য প্রলুব্ধ হন, সেইভাবেই তাঁহারা যথাশাস্ত্র সাধনানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে দাস্যরসের পার্ষদ ও সাধকগণ দাস নামে অভিহিত হন। এইরূপে সখ্যরসে সখা, বাৎসল্যে পিতা মাতা এবং মধুর রসে প্রেয়সী নামে পার্ষদ ও সাধকগণের প্রসিদ্ধি সর্ব্বশাস্ত্রেই দেখা যায়। এই সমস্ত পার্ষদ ও সাধকগণ নিজ নিজ ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করেন বলিয়া ইহাদিগকে সেবক বা ভক্তও বলা যায়। গরুড়, বিষ্বক্‌সেন, হনুমান প্রভৃতি যে-সমস্ত পার্ষদভক্তগণের কথা পুরাণ ইতিহাসাদিতে জানা যায়, তাঁহারা সকলে শ্রীভগবানের দাসভক্ত। এইরূপ শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ সখ্যরসের ভক্ত, নন্দ যশোদা প্রভৃতি গোপগোপীগণ বাৎসল্যরসের ভক্ত এবং শ্রীরাধিকাদি গোপরমণীগণ শ্রীভগবানের মধুররসের ভক্ত। এই সমস্ত ভক্তগণ যখন নিজ নিজ ভাবে শ্রীভগবানের সেবায় রত হন, তখন সেই মিলনকে দাস-প্রভুর মিলন, সখায় সখায় মিলন, পিতা পুত্রে কিংবা মাতা পুত্রে মিলন এবং পতি পত্নী অথবা নায়কনায়িকার মিলন বলা যায় এবং এক কথায় ভক্ত-ভগবানের মিলনও বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন মা যশোদার সহিত বাল্যলীলা রসাস্বাদন করেন তখন সেই মিলনকে মাতা পুত্রের মিলনও বলা যায়, ভক্ত-ভগবানের মিলনও বলা যায়। এইরূপ গোপীসহ গোপীনাথের মিলনকে নায়ক-নায়িকার মিলনও বলা যায়, ভক্ত-ভগবানের মিলনও বলা যায়। ভক্ত শ্রীভগবানের সেবক এবং ভগবান্ তাঁহাদের সেব্য। যথাযোগ্য ভাবে সেবাই ভক্ত-ভগবানের মিলনের মূল-তাৎপর্য্য। গোপীগণ যে নির্জ্জন যমুনাতীরে শ্রীব্রজরাজনন্দনের নিকটে আসিয়াছেন তাহাতেও একমাত্র মধুররসে ভগবানের সেবাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। শ্রীভগবান্ তাঁহার সেবকগণের সেবাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধনের জন্য নানাপ্রকার ভঙ্গিপ্রকাশ করিয়া থাকেন, কাজেই গোপীগণ তাঁহার সেবার জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেও তিনি প্রথমতঃ নানাপ্রকার রসালাপে উপেক্ষাভঙ্গি প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সেবাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধন করিয়াছেন এবং পরিশেষে তাঁহাদিগকে সেবাধিকার প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ যখন যে ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন তখন তিনি সেই ভক্তের ভাবে ভাবিত হইয়া যান। কাজেই তিনি যখন মা যশোদার বাৎসল্যরসের সেবা গ্রহণ করেন, তখন অখিলব্রহ্মাণ্ডপালক হইয়াও তিনি বালক হইয়া যান এবং যখন গোপীগণের সেবা গ্রহণ করেন তখন জগৎপতি হইয়াও উপপতি হইয়া যান। সেইজন্যই গোপীগণের সহিত যে সমস্ত রসালাপের কথা এ পর্য্যন্ত সমালোচনা করা গেল তাহাতে উপপতি যেমন তাঁহার প্রণয়িনীকে নানাভঙ্গি সমন্বিত কথা বলে শ্রীভগবান্‌ও সেইভাবেই গোপীগণকে নানাকথা বলিয়াছেন। যাঁহাদের অখিলব্রহ্মাণ্ডপতির এই অভিনব উপপতি ভাবের রসাস্বাদন করার যোগ্যতা আছে, তাঁহারা ইহাতে পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন; কিন্তু যাঁহাদের সে রসাস্বাদনের যোগ্যতা নাই তাঁহারা ইহা ধারণা করিতে না পারিলেও ইহাতে সাধকভক্তের অবশ্যজ্ঞাতব্য সাধনাসিদ্ধান্তের চূড়ান্ত মীমাংসা জানিতে পারিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ যেমন বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসে ভাবিত হইয়া বালক ও নায়ক হইয়া যান, সেইরূপ তাঁহার পার্ষদগণও সেই রসে ভাবিত হইয়া শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া তাঁহার পিতা মাতা এবং প্রেয়সী হইয়া যান। গোপীসহ গোপীনাথের রসালাপে গোপীগণ প্রেয়সী এবং গোপীনাথ তাঁহাদের নায়ক হইয়াছেন এবং তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্য এই রসসাগরের অতলতলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য এবং গোপীগণের শ্রীভগবৎস্বরূপৈশ্বর্য্যাদির জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। মহাঝঞ্ঝাবাতে সমুদ্রের জল আলোড়িত হইলে যেমন তাহার গর্ভে লুক্কায়িত শঙ্খ মুক্তাদি তীরে নিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ গোপীগণের মধুররসসমুদ্রও যখন কৃষ্ণসেবাধিকারনিরাশার মহাঝঞ্ঝাবাতে আলোড়িত হয়, তখন তাঁহাদের শ্রীভগবৎস্বরূপৈশ্বর্য্য জ্ঞান এবং শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে সাধক ভক্তগণের নানাভাবের সাধনসিদ্ধান্তের পথ প্রদর্শিত হয়।

শ্রীভগবান্ যখন প্রেমবতী গোপীগণের নিকট নানাভাবে পতিসেবনের গুণবর্ণনা এবং পরপুরুষ প্রসঙ্গের দোষকীর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের দোহাই দিয়া গোপীগণকে উপেক্ষা করিলেন, তখন গোপীগণ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন যে—আমাদের আর কৃষ্ণসেবাধিকার পাইবার আশা নাই। কাজেই সে সময়ে নিরাশার ঝঞ্ঝাবাতে গোপীগণের প্রেমসিন্ধু বিক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যের প্রকাশ হওয়া এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণেরও ঐশ্বর্য্যাভিনিবেশ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ যখন ধর্ম্মাধর্ম্মের দোহাই দিয়া গোপীগণকে ঔপপত্য দোষ হইতে নিবৃত্ত এবং পতিসেবনরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন বিরহসন্তপ্তা গোপীগণের প্রেমসিন্ধু বিক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্য প্রকাশ হইল এবং তাঁহারা তখন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে প্রেমৈকলভ্য! একমাত্র প্রেম ব্যতীত আর কোন সাধনেই তোমার চরণ-সেবাধিকার পাওয়া যায় না। তুমি যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেছ তাহার কিছুই প্রেমের অন্তরঙ্গ নহে। স্বধর্ম্মে আসক্তি এবং অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি প্রেমের অতি দূরতর বাহ্য অঙ্গ, অতএব আমাদের তুমি সেই সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেছ কেন? আমরা ত তোমার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিতে আসি নাই, আমরা তোমার প্রেমসেবা করিবার জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা যদি ধর্ম্মাধর্ম্মের সীমাবদ্ধ হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা কি প্রকারে তোমার প্রেমসেবা করিতে সমর্থ হইব?

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ইহাও বলিতে পারেন যে—হে পুরুষোত্তম! আমরা একমাত্র তোমার কৃপারই অপেক্ষা রাখি, তাহা ছাড়া আর কোনপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মেরই আমরা অপেক্ষা রাখি না। শত সহস্র ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তোমার কৃপা ব্যতীত কেহই তোমার সেবাধিকার পায় না। যাহারা সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাধর্ম্মের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণে শরণাগত হয় তাহারাই তোমার কৃপায় তোমার সেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হয়। আমরা সেই জন্যই পতিসেবনাদি ধর্ম্ম এবং ঔপপত্যের অধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া তোমার কৃপা পাইবার জন্যই তোমার চরণে শরণাগত হইয়াছি। অতএব আমাদের উপর কৃপাপ্রকাশ কর এবং সেবাধিকার দানে কৃতার্থ কর। গোপীগণের এই প্রকার প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ বলিতে পারেন যে - হে গোপীগণ! তোমরা যদি ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া প্রেমকেই সর্ব্বসাধ্যশিরোমণি বলিয়া ধারণা করিয়া থাক, তাহা হইলেও প্রেমের অন্তরঙ্গ নহে বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু তাই বলিয়া প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন শ্রবণকীর্ত্তনাদি পরিত্যাগ করা তোমাদের পক্ষে কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কিংবা তোমরা যদি একমাত্র আমার কৃপালাভই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া ধারণা করিয়া থাক এবং তাহার সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়া থাক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলেও তোমাদের প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন শ্রবণকীর্ত্তনাদিতেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, কেননা বিনা প্রেমে কৃপালাভ হয় না এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ব্যতীতও অন্য কোনপ্রকারে প্রেমলাভ হয় না। সেই জন্যই তোমাদের বলিতেছি যে—"শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ অনুকীর্ত্তনাৎ যথা ময়ি ভাবঃ প্রেমা ভবতি তথা সন্নিকর্ষেণ ন ভবতি ততঃ গৃহান্ প্রতিযাত।" আমার কথা শ্রবণ, আমার শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন, নিরন্তর আমার কথা মনন এবং কীর্ত্তনে আমাতে প্রেমলাভ হয়, কিন্তু শ্রবণ কীর্ত্তনাদি না করিয়া কেবলমাত্র আমার নিকটে আসিলেই কেহ প্রেমলাভ করিতে পারে না। অতএব তোমরা এখনই নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাও এবং একনিষ্ঠচিত্তে শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে প্রবৃত্ত হও। শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিতে করিতে প্রেমলাভ হইলেই আমার কৃপালাভ হইবে, এবং যথোপযুক্ত সেবাধিকারপ্রাপ্তি হইবে।

ইহাতে বক্তব্য এই যে শ্রীভগবানের সহিত মিলন, তাঁহার নিকটে গমন, কিংবা তাঁহার সহিত আলাপাদি করিলেই কাহারও প্রেমলাভ হয় না। শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধন ভক্ত্যঙ্গ যাজনই একমাত্র প্রেমলাভের উপায়। কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি এবং রামলীলায় রাবণ কুম্ভকর্ণাদি, নৃসিংহলীলায় হিরণ্যকশিপু, বরাহলীলায় হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি অনেকেই শ্রীভগবানের দর্শন, স্পর্শন ও সান্নিধ্যলাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কাহারও প্রেমলাভ হয় নাই। শ্রীভগবানের সান্নিধ্যই যদি প্রেমলাভের কারণ হইত তাহা হইলে জগতে কোন জীবই প্রেমহীন হইত না। কেননা শ্রীভগবান্ জগতের সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অনাদিকাল হইতেই অবস্থিত আছে, কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত কোন জীবেরই প্রেমলাভ হয় নাই। কিন্তু যাহারা শ্রীভগবানের নাম রূপ, গুণ, লীলাকথাশ্রবণ, নিরন্তর তাহাই কীর্ত্তন, ধ্যান, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ দর্শন প্রভৃতি সাধন ভক্ত্যঙ্গ যাজন করে তাহাদের অচিরাৎ শ্রীভগবানে প্রেমলাভ হয়। এই জন্যই শ্রীভগবান্ বলিলেন,—শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে যেমন আমাতে প্রেমসঞ্চার হয়, সন্নিকর্ষ অর্থাৎ নিকটে বাসদ্বারা সেইরূপ হয় না। অতএব প্রেমলাভ করিতে হইলে শ্রবণকীর্ত্তনাদিই একমাত্র অনুষ্ঠেয়।

"শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ" প্রভৃতি শ্লোকের প্রকারান্তরে বাস্তবার্থ সমালোচনা করিলে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ যখন নানাভাবে ঔপপত্য দোষ বর্ণনা করিয়া গোপরমণীগণকে ব্রজে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, তখন তাঁহারা বলিলেন—হে ব্রজরাজনন্দন! ব্রজের সকলেই জানে যে তুমি নারায়ণসম। মহাতপা গর্গাচার্য্য তোমার নামকরণ সময়ে বলিয়া গিয়াছেন "নারায়ণসমো গুণৈঃ," সেই জন্য আমরা সকলেই তোমাকে নারায়ণসম বলিয়াই মনে করি। সেইজন্য আমরা নারায়ণ জ্ঞানে তোমার সেবা করিবার জন্য তোমার চরণনিকটে আসিয়াছি। তুমি নারায়ণসম বলিয়া তোমার চরণসেবনে আমাদের ঔপপত্য দোষে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যে সমস্ত রমণীগণ পরপুরুষপ্রসঙ্গ করে তাহারা ঔপপত্য দোষ লিপ্ত হয় বটে, কিন্তু নারায়ণ চরণসেবনে কাহারও ঔপপত্য দোষে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি ঔপপত্য দোষের ভয় দেখাইয়া আমাদের ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছ কেন? আমরা আজ সমস্ত রাত্রি তোমার চরণনিকটে থাকিয়া তোমার সেবা করিয়া রাত্রি শেষে আবার গৃহে ফিরিয়া যাইব, এইপ্রকার সংকল্প করিয়াই আজ আমরা তোমার চরণনিকটে আসিয়াছি। নারায়ণ কখনও তাঁহার ভক্তগণকে চরণসেবায় বঞ্চিত করেন না। সুতরাং হে নারায়ণসম! তুমিও আমাদের তোমার চরণসেবায় বঞ্চিত করিও না। তুমি যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু যাহারা নারায়ণ সেবা করে তাহাদের সঙ্গে সে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনই বাধ্যবাধকতা নাই। ব্রজরমণীগণের এইপ্রকার প্রার্থনায় ব্রজরাজনন্দন বলিলেন—হে গোপরমণীগণ! তোমরা যদি নারায়ণ বুদ্ধিতে আমার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলেও তোমাদের পক্ষে আমার নিকটে বাস করা কর্ত্তব্য নহে। কেন না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অন্য কেহই নারায়ণের চরণসেবাধিকার পায় না। যে সমস্ত ভক্তের কোনপ্রকার কামনা থাকে কিংবা যাহারা যোগজ্ঞানাদিনিষ্ঠ সে সমস্ত ভক্তগণকে শুদ্ধভক্ত বলা যায় না। শুদ্ধভক্তগণ কদাপি সামীপ্য সালোক্যাদির কামনা করে না। কিন্তু তোমরা শুদ্ধভক্তের ন্যায় সেবাধিকার প্রার্থনা করিতেছ অথচ আমার সামীপ্যই তোমাদের প্রার্থনীয় বলিয়াই মনে হইতেছে। সুতরাং তোমাদের পক্ষে সেবাধিকারপ্রাপ্তি সুলভ নহে। তোমরা আমার নিকটে বাস করিবার জন্য পুনঃপুনঃ নানাভাবে আমাকে অনুরোধ করিতেছ, কিন্তু শুদ্ধভক্তগণকে সামীপ্যাদি প্রদান করিলেও তাহারা তাহা গ্রহণ করে না।

সামীপ্য-সার্ষ্টি-সালোক্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

শুদ্ধ ভক্তগণ সর্ব্বদা শ্রবণকীর্ত্তন স্মরণ বন্দনাদি সেবাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কখনও সামীপ্য, সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তিলাভের লালসা হয় না। এমন কি তাঁহাদের যদি এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদানও করা যায় তাহা হইলে তাঁহারা কদাপি তাহা অঙ্গীকার করেন না। তাই বলিতেছি—শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও কীর্ত্তনাদি যেমন প্রেমের পরিচায়ক, সামীপ্য (সন্নিকর্ষ) প্রভৃতির কামনা তাদৃশ প্রেমের পরিচায়ক নহে। তোমরা নিরন্তর আমার সামীপ্য (সন্নিকর্ষ) লাভের জন্যই পুনঃ পুনঃ আমার নিকটে নানাভাবে প্রার্থনা জানাইতেছ। কিন্তু তোমাদের শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে কোনই আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। সেইজন্য তোমাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি, তোমরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে প্রবৃত্ত হও। শ্রবণকীর্ত্তনাদিই প্রকৃত প্রেমের পরিচায়ক, কিন্তু সামীপ্য-বাসনা (সন্নিকর্ষ) প্রেমের পরিচায়ক নহে।

ইহাতে মনে হইতে পারে যে—সাধক ভক্তগণই সর্ব্বদা শ্রবণকীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা সিদ্ধভক্ত তাঁহাদের শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে কোনই প্রয়োজন নাই। শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা করিবার জন্য সামীপ্য সালোক্যাদিই (সন্নিকর্ষ) তাঁহাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। তাহাতে বক্তব্য এই যে—সাধক ভক্তগণ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজন করিতে করিতে সিদ্ধিদশায় যখন সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করেন, তখনও তাঁহারা পূর্ব্বরাগাবস্থায় শ্রবণকীর্ত্তনাদিই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্ব্বরাগে প্রথমতঃ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিকথা শ্রবণ, তদনন্তর প্রবল উৎকণ্ঠায় সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিতে দর্শন, নিরন্তর ধ্যান এবং তাঁহার নাম রূপ গুণলীলাদিকথালাপ প্রসঙ্গেই কালযাপন হইয়া থাকে। তাহার পর তাঁহাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইয়া যখন চরমে উপস্থিত হয়, তখনই তাঁহাদের সহিত শ্রীভগবানের যথাসম্ভব মিলন সংঘটন হইয়া থাকে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, দর্শন, মনন প্রভৃতি দ্বারা উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি না হইলে কেবলমাত্র সামীপ্যে (সন্নিকর্ষ) কোনও রসাস্বাদন হয় না। উৎকণ্ঠাবিহীন ব্যক্তি যদি শ্রীকৃষ্ণনিকটে বাস এবং তাঁহার পরিচর্য্যাদি করে তাহা হইলে তাহার পরিপূর্ণ আনন্দানুভূতি হয় না। সেজন্য মিলনের চেষ্টা অপেক্ষা উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনের চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য!

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠাপিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতো নমু ভক্ষ্যপেয়ে॥ (পদ্যাবলী)

বিবিধ উপচারে অর্চ্চন পরিচর্য্যাদি মাত্রে কাহারও হৃদয় বিগলিত হয় না। যাহাদের অন্তরে প্রেম আছে, তাহাদের হৃদয়ই শ্রীভগবৎসেবানন্দে বিগলিত হয়। তীব্র ক্ষুধা পিপাসা ব্যতীত কখনও অন্নজলাদির রসাস্বাদন হয় না কিংবা তাহা পানভোজনাদিতে আনন্দাস্বাদ হয় না; সেই জন্য অন্ন সংগ্রহের চেষ্টা করা অপেক্ষা ক্ষুধা বৃদ্ধির চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। ভক্তগণের পক্ষেও শ্রীভগবানের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলনের চেষ্টা না করিয়া প্রেমলাভের চেষ্টা করাই সমীচীন। প্রেমলাভ হইলে প্রেমাধীন ভগবানকে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু ভগবান্‌কে পাইলেই প্রেম পাওয়া যায় না। কংস, দন্তবক্রাদি বহুতর অসুরের কথা জানা যায়, তাহারা ভগবান্‌কে পাইয়াছিল কিন্তু প্রেম পায় নাই। এমন কোনও প্রেমবান্ ভক্তের কথা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই যে, তাহারা ভগবানকে পায় নাই। সেইজন্য প্রেমমাহাত্ম্যবিজ্ঞ ভক্তগণ কদাপি শ্রীভগবানের সামীপ্য কিংবা তাঁহার চরণপ্রাপ্তি প্রভৃতি প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা কেবলমাত্র প্রেমলাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ শুদ্ধভক্তি লাভের জন্যই লালায়িত হন। দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহপাত্র কুবেরপুত্র নলকূবর এবং মণিগ্রীব, যখন বৃক্ষত্ব মুক্ত হইয়া বাল্যলীলা-রসাবিষ্ট ভগবানের চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া স্তব করিলেন, তখন তাঁহারা শ্রীভগবানের চরণপ্রাপ্তি কিংবা সামীপ্যলাভের জন্য প্রার্থনা না জানাইয়া সাধন ভক্তিযাজনের জন্যই প্রার্থনা জানাইলেন—

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং দরশনেঽস্তু ভবত্তনূনাং॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

হে ভগবন্! আমাদের বাগেন্দ্রিয় যেন নিরন্তর আপনার গুণকথনে নিরত থাকে, আমাদের কর্ণ যেন নিরন্তর আপনার কথাই শ্রবণ করে, হস্ত যেন সর্ব্বদা আপনার শ্রীমন্দির মার্জ্জন এবং পূজার্থ পুষ্প তুলসী চয়নাদিতে নিযুক্ত থাকে, মনঃ যেন নিরন্তর আপনার চরণ স্মরণ রসে নিমগ্ন থাকে, মস্তক যেন নিরন্তর চরণ বন্দন করে এবং নয়ন যেন নিরন্তর আপনার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনেই নিযুক্ত থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে, ভক্তিরসিক কুবেরপুত্রদ্বয় শ্রীভগবানের সামীপ্য প্রভৃতি প্রার্থনা না করিয়া তাঁহার চরণে প্রেম-লাভের উপায় স্বরূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিযাজন করিবার জন্যই প্রার্থনা জানাইলেন। সুতরাং শ্রীভগবানের সামীপ্য অপেক্ষা তাঁহার নাম রূপগুণলীলাদি কথা শ্রবণই ভক্তিরসিক ভক্তগণের একান্ত প্রার্থনীয় এবং তাহাতেই ভক্তগণের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোঽন্যং তৎ প্রবোধনং। এতদেবপরত্বং চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ॥

এই সমস্ত বচনেও জানা যায় যে—নিরন্তর শ্রীভগবানের চরণচিন্তন, ভক্ত সঙ্গে তাঁহার নাম রূপগুণ-লীলাদি কথা কীর্ত্তন, এবং তাঁহার যথাসম্ভব অনুভূতিকেই একনিষ্ঠতা বলা যায় এবং ইহাকেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাভ্যাস বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত নানাবিধ যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণানুসারে জানা যায় যে—শ্রীভগবানের সামীপ্য অপেক্ষা তাঁহার নাম রূপ গুণলীলাদি কথা শ্রবণকীর্ত্তন প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণবচনের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এইভাবে শ্রবণকীর্ত্তনাদি উৎকর্ষ জানিতে পাই। সাধক ভক্তগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণবচনের এই বাস্তবার্থের সিদ্ধান্তই গ্রহণীয় এবং আলোচ্য। যদিও নিত্যসিদ্ধপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সাধনভক্তিযাজনের জন্য কিংবা উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনের জন্য শ্রবণকীর্ত্তনাদির কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই, তথাপি পরমকৌতুকী রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন, নর্ম্মরসালাপচ্ছলে ব্রজরমণীগণের নিকট নানাভঙ্গিসমন্বিত বচনাবলী বিন্যাস করিয়াছেন। এই সমস্ত রসালাপের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলে সাধকভক্তগণের পরমকল্যাণ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, পরিহাসরসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন এইরূপ নানাভাবে নানাভঙ্গি প্রকাশ করিয়া পরিশেষে এমন অভিনব ভাবের ইঙ্গিত করিলেন যে তাহাতে ব্রজরমণীগণের মনে কখনও শ্রবণকীর্ত্তনাদি অপেক্ষা সন্নিকর্ষের শ্রেষ্ঠতা এবং কখনও বা সন্নিকর্ষ অপেক্ষা শ্রবণকীর্ত্তনাদির শ্রেষ্ঠতার ধারণা হওয়ায় প্রার্থনা এবং উপেক্ষা এই যুগলার্থ-সন্ধাপনময় ভঙ্গির প্রকাশ হইল॥ ২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতং। বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপু র্দুরত্যয়াং ॥২৮

অন্বয়ঃ।—ইতি (পূর্ব্বোক্তং) বিপ্রিয়ং (উপেক্ষাময়ত্বেনাবগমাৎ পরিমানিষ্টং) গোবিন্দভাষিতং (গোকুলেন্দ্রত্বেন নিজসহজপ্রেমভরবিষয়স্য শ্রীব্রজরাজনন্দনস্য বচনং) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) বিষণ্ণাঃ (পরমবিষাদং প্রাপ্তাঃ) ভগ্নসঙ্কল্পাঃ (ভগ্নমনোরথাঃ) গোপ্যঃ (কৃষ্ণানুরাগিণ্যো ব্রজরমণ্যঃ) দুরত্যয়াং (দুষ্পারাং) চিন্তাং (অনিষ্টপ্রাপ্তিজনিতং ধ্যানং) আপুঃ (প্রাপুঃ)॥ ২৮

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার অপ্রিয় বচন শুনিয়া বিষণ্ণ ও ভগ্নমনোরথ হইলেন এবং অপার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন॥ ২৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ইতি এতদ্গোবিন্দস্য গোকুলেন্দ্রত্বেন গোকুলমাত্রহিতস্যাপি কিমুত স্বেষু। ভাষিতং স্ফুটমেব বচনম। বিপ্রিয়মিতি অর্থদ্বয়স্য স্পর্শিত্বেনানিশ্চিতাশয়ত্বাৎ উৎকণ্ঠাস্বভাবেন তাসামুপেক্ষৈব স্ফুরিতেতি।বিষণ্ণা অন্তস্তপ্তাঃ সত্যঃ যতো ভগ্নঃ সঙ্কল্পস্তদঙ্গবিষয়শ্চিরন্তনমনোরথো যাসাং তাঃ। অতো দুরত্যয়াং অনতিক্রম্যাং চিন্তামিষ্টানবাপ্তিজন্যং ধ্যানমাপুঃ। অয়ং প্রেমার্দ্রকোমলস্বভাবোঽপি পরমকাঠিন্যমস্মদ্দৌর্ভাগ্যেন গতঃ। তদধুনা কিং সপাদগ্রহণকাকুভিরমুমনুনয়েম উত প্রতিবচনেন বা প্রযত্নতঃ ক্ষণং ধৈর্য্যাবলম্বনেন বা শাঠ্যতো ব্রজং প্রতিনিবৃত্ত্যা বা দুরবগাহগাম্ভীর্য্যস্যাস্যাশয়ং নির্দ্ধারয়েম। কিংবা সদ্যএব প্রাণাংস্ত্যজেম অত্র চাস্য সাক্ষাদেব পরোক্ষং বা যমুনাপ্রবেশাদিনেত্যাদি চিন্তয়ামাসুরিত্যর্থঃ॥ ২৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—নির্জ্জন যমুনাতীরে নিজনিকটে সমাগতা প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ কি অমূল্য প্রেমরত্নরাজি হৃদয়সম্পুটে গোপন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের মুখে ব্যক্ত করিয়া স্বকর্ণে শুনিবার জন্য ব্রজরাজনন্দন এমনই লালসান্বিত হইলেন যে, তিনি যাঁহাদের আগমনাপেক্ষায় নির্জ্জন যমুনাতীরে দাঁড়াইয়া আছেন এবং যাঁহাদের আকর্ষণ করিবার জন্য মোহনমুরলীরব করিয়া দণ্ডে শতবার পথনিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদের নিজনিকটে উপস্থিত দেখিয়াও কোনপ্রকার প্রীতিসম্ভাষণ না করিয়া বাম্য অবলম্বনপূর্ব্বক উপেক্ষাভঙ্গির আবরণ দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করিলেন। এই আলাপবচনের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে কত মাধুর্য্য, কত ভাবের উচ্ছ্বাস, কত ভঙ্গির তরঙ্গ এবং কত যে অর্থের গাম্ভীর্য্য আছে, তাহা সাক্ষাৎ বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতারও বাক্য ও মনের গোচর হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহারই হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের পক্ষে তাঁহার বাক্যভঙ্গির মর্ম্মগ্রহণ করা কিছুই কঠিন হইল না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবচনের উপেক্ষাভঙ্গি, প্রার্থনাভঙ্গি প্রভৃতি সমস্ত চাতুর্য্যই হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ মনোভাবই অবধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রেমপ্রবণহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবচনের উপেক্ষাভঙ্গি যেমন নিশ্চলভাবে স্থান পাইয়াছিল, প্রার্থনাভঙ্গি প্রভৃতি সেভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গি প্রভৃতি বুঝিয়াও তাহা তাঁহারা পরিহাস বলিয়া মনে করিলেন এবং উপেক্ষাভঙ্গিকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত মনোগত ভাব বলিয়া দৃঢ়রূপে নিশ্চয় করিয়া লইলেন।

প্রেমপ্রবণহৃদয়ের স্বভাবই এই যে—যুগপৎ অনিষ্ট এবং ইষ্ট সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে তাহাতে অনিষ্টসম্ভাবনাই বদ্ধমূল হইয়া যায়, কিন্তু বহুতর যুক্তি কিংবা প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও সেখানে ইষ্ট সম্ভাবনা স্থান পায় না। শ্রীকৃষ্ণবচনের উপেক্ষা এবং প্রার্থনা—এই উভয়ভঙ্গিই প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের শিশুকাল হইতেই ভালবাসেন, তিনিই বংশীরবে তাঁহাদের ডাকিয়া আনিয়াছেন, তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে মিলনের জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যাকুল, অতএব তিনি কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না, বিশেষতঃ তিনি পরমপ্রেমার্দ্রহৃদয় এবং সর্ব্বদাই ব্রজবাসি নরনারী পশুপক্ষি প্রভৃতি সকলেরই প্রীতিবিধানের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট, সুতরাং তিনি কখনই প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে অপ্রিয় বচন বলিতে পারেন না; এই প্রকার শত শত যুক্তি থাকিলেও এবং ব্রজরমণীগণের তাহা মনে হইলেও তাঁহারা কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। কিন্তু উপেক্ষার কোনও কারণ বা যুক্তি না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণবচনে আপাতঃ প্রতীত উপেক্ষাভঙ্গিই প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত মনোভাব বলিয়া অবধারণ করিয়া লইলেন। যাহাদের হৃদয়ে প্রকৃতই নিঃস্বার্থ ভালবাসা থাকে তাহাদের এইরূপ অনিষ্টাশঙ্কাই প্রবল হইয়া থাকে। (অনিষ্টাশঙ্কীনি হি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি) ব্যবহার জগতেও দেখা যায় যে কোনও দূরস্থ আত্মীয়ের সংবাদ না পাইলে সর্ব্বদা তাহার অনিষ্ট ভাবনাই মনে আসে; কিন্তু কখনও মনে হয় না যে কোনপ্রকার কার্য্যের ব্যস্ততাবশতঃ কিংবা আনন্দোৎসবাদির মত্ততাবশতঃ দূরস্থ আত্মীয় সংবাদ দিতে পারিতেছে না। ব্রজরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গি বুঝিয়া তাহাকে পরিহাস বলিয়া মনে স্থান দিলেন না; কিন্তু উপেক্ষাভঙ্গি বুঝিয়া তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত বক্তব্য ও প্রকৃত মনোভাব বলিয়া নিশ্চিতরূপে ধারণা করিয়া লইলেন।

গোপরমণীগণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ব্রজরাজনন্দনের উপেক্ষা তাঁহাদের নিকট প্রাণান্তকর দুঃখপ্রদ এবং পরম অপ্রিয়। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই আদরের, বড়ই মধুর, চিরবাঞ্ছিত এবং বড়ই প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণবচনে উপেক্ষা এবং প্রার্থনা এই উভয় ভঙ্গি বিন্যস্ত থাকায় তাহাতে ব্রজরমণীগণের অপ্রিয়তা এবং প্রিয়তা এই দুইই অন্তর্নিহিত আছে। কিন্তু প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমের প্রবাহে শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রিয়তা যেন দূর দূরান্তরে সরিয়া গেল এবং অপ্রিয়তাই তাঁহাদের প্রেমপ্রবণ হৃদয়কে অনিষ্টাশঙ্কার তীব্রতাপে পরিতপ্ত করিবার জন্য বদ্ধমূলভাবে লগ্ন হইয়া গেল। কাজেই শ্রীকৃষ্ণবচনের মাধুর্য্য এবং প্রিয়তার পরিবর্ত্তে কঠোরতা এবং অপ্রিয়তাই ব্রজরমণীগণের নিকট প্রকটমূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।

যাঁহার চরণসেবনের জন্য ব্রজরমণীগণ চিরদিনই লালায়িত, শিশুকাল হইতে যাঁহার চরণে তাঁহাদের দেহ-মনঃপ্রাণ সমর্পিত, যাঁহার চরণসেবালালসায় ব্রজরমণীগণ সর্ব্বত্যাগিনী, সেই সহজপ্রেমনিকেতন ব্রজরাজনন্দনের বচন যখন ব্রজরমণীগণের বিপ্রিয়রূপে প্রতীত হইল, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে যেন কোটি কোটি সর্প বৃশ্চিকাদি-দংশনজ্বালা অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে অধিকতর কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় তীব্রজ্বালার অনুভব হইল। শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিরাশাজনিত মর্ম্মভেদী যাতনায় তাঁহাদের হৃদয় একেবারে অধীর হইয়া গেল এবং শিশুকাল হইতে নব নব আশাবারিসিঞ্চনে সংবর্দ্ধিত মনোরথলতা যেন তাঁহাদের হৃদয়ের তাপে বিশুষ্ক হইয়া গেল। ব্রজরাজনন্দন যে "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি দশটি শ্লোক বলিয়াছেন, তাহাতে যে ঔদাস্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহার সহিত ব্রজরমণীগণের নৈরাশ্য মিলিত হইয়া যেন বায়ুবেগসংবর্দ্ধিত বহ্নির ন্যায় দশদিক্ দগ্ধ করিতে লাগিল।

দশশ্লোকেন্ধনৈস্তাসাং প্রেমকোমলিতাত্মনাং। আশাসু সর্ব্বাস্বৌদাস্যবহ্নিং কৌতুক্যজৃম্ভয়ৎ॥

পরমকৌতুকী ব্রজরাজনন্দন প্রেমকোমলহৃদয় ব্রজরমণীগণের সকল আশায় ঔদাস্যবহ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। তাঁহার কথিত দশশ্লোক যেন দশ ইন্ধন (শুষ্ক কাষ্ঠ), তাহাতে তিনি ঔদাস্যবহ্নি সংযোগ করিয়া গোপীগণের দশ আশায় (দিকে) স্থাপন করিয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ঔদাস্যবহ্নিতাপতপ্ত ব্রজ-রমণীগণের যে কি অবস্থা হইল তাহা একমাত্র তাঁহারা ব্যতীত আর কাহারও ধারণা করিবার সাধ্য নাই। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণের প্রেমসেবাধিকার ব্যতীত জীবনের আর কোনও কর্ত্তব্য কিংবা আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়া কদাপি স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এই সেবাধিকার প্রাপ্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লালসাতেই ইহলোক এবং পরলোকের সর্ব্ববিধ সুখসম্ভোগ লালসায় জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ-মাত্রেই যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দনের মুখে এইরূপ উপেক্ষাবচন শুনিবেন তাহা কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইলেই তাঁহারা কতই আদর পাইবেন এবং মনের মত শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবা করিয়া চিরদিনের সঞ্চিত মনোরথ পূরণ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাগ্যে তাহার বিপরীত ফল লাভ হইল। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট আদরের পরিবর্ত্তে তীব্র উপেক্ষা পাইলেন এবং মনোরথ পূরণের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের সর্ব্ববিধ মনোরথ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনে শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে—শ্রীকৃষ্ণ সত্যসত্যই তাঁহাদের উপেক্ষা করিতেছেন, সুতরা তাঁহাদের আর তাঁহার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির কোনই আশা নাই। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণসেবন ব্যতীত ব্রজরমণীগণের জীবনের আর কোনই লক্ষ্য নাই কিংবা আর কোন বিষয়েই তাঁহাদের লালসা নাই। তাঁহারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবন লালাসাতেই ধৈর্য্য লজ্জা কুল শীল মান ভয়াদি সর্ব্বত্যাগ করিয়াছেন এবং অন্তঃপুরচারিণী কুলবতী রমণী হইয়াও স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের যদি শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তিতে কোনপ্রকার বাধা ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের যে কি অবস্থা হয় তাহা বর্ণনার ভাষা নাই। জগতের জীব তাহাঁদের তুচ্ছ লালসায় হতাশ হইয়া যেরূপ বিষাদগ্রস্ত হয় তাহার সহিত তুলনা করিলে শ্রীকৃষ্ণসেবালালসায় হতাশ গোপরমণীগণের বিষাদ ও ব্যাকুলতা যে কত কোটি কোটি গুণে অধিক হইতে পারে তাহার গণনা করাও অসম্ভব! অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কালকূট, হলাহল, দাবানল, বাড়বানল প্রভৃতি যত কিছু ক্লেশদায়ক ও সদ্যঃপ্রাণহারক পদার্থ আছে তাহা সমস্ত একীভূত করিলেও বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণোপেক্ষিতা গোপরমণীগণের অন্তরের তাপের কোনও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশেরও তুলনা পাইতে পারে না। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত হলাহল পানে সাক্ষাৎ শ্রীশঙ্করেরও কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেজন্য তিনি চিরদিনই নীলকণ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ আছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্মালাপসম্ভূত উপেক্ষাবচনহলাহল পানে গোপীদের যে কি হইয়াছিল তাহা বোধ হয় বেদপুরাণাদি শাস্ত্রনিচয়ও অদ্যাপি অনুসন্ধান পান নাই, সেজন্য গোপীদের নীলকণ্ঠের ন্যায় কোনপ্রকার প্রসিদ্ধি শুনিতে পাওয়া যায় না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন-হলাহল পান করিয়া গোপরমণীগণের অন্তরে যে তীব্রতাপের অনুভব হইয়াছিল তাহার তুলনা একমাত্র তাহাই ব্যতীত প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্ব্বজগৎ খুঁজিলেও আর পাওয়া যাইবে না।

শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী গোপরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুনাদ শ্রবণে আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের অন্তর পরমানন্দে পরিপূর্ণ ছিল এবং কত নব নব ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ সেবনাশা জাগরূক হইয়া যে তাঁহাদের হৃদয় ব্যাপ্ত করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তাই নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শ্রবণে তাঁহাদের সকল আশাই নির্ম্মূল হইয়া গেল এবং পরমানন্দের পরিবর্ত্তে অফুরন্ত বিষাদ আসিয়া তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিল। তাঁহারা তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তাহার শত শত তরঙ্গাঘাতে নিরন্তর বিক্ষিপ্ত ও বিচলিত হইতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের কত কথাই যে মনে হইল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাঁহারা পরস্পরের দিকে উদাস দৃষ্টিপাত করিয়া জানাইলেন—হায়! আমাদের কি অপার দুর্ভাগ্য! আমাদের প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দনের মত দয়ার্দ্রহৃদয় আর কেহ কুত্রাপি আছে কিনা সন্দেহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার কৃপা ও ভালবাসার কথা আমরা কোটি কোটি জন্মান্তরেও ভুলিতে পারিব না। আমাদের তিনি কতভাবে কত বিপদ হইতে যে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার আর সীমা নাই। অঘবকাদি অসুর মারণে, গোবর্দ্ধন-ধারণে, কালিয়-দমনে, দাবানলপানে তিনি সমস্ত ব্রজবাসীকে রক্ষা করিয়াছেন। ব্রজের পশু পক্ষী বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত তাঁহার কৃপায় ও ভালবাসায় সংবর্দ্ধিত। কিন্তু আজ তিনি আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ এতই কঠিন হইয়া পড়িয়াছেন যে—আমরা তাঁহারই চরণসেবনাশায় ধর্ম্ম লজ্জা ধৈর্য্য মানাদি বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি এবং তাঁহার উপেক্ষা বচন শ্রবণ করিয়া মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি দেখিয়াও তিনি আমাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিলেন না এবং তিনি যে হঠবশতঃ বাম্য অবলম্বন করিয়াছেন তাহা হইতে বিচলিত হইলেন না। ইহাতে তাঁহাকে আর কি দোষ দিব? ইহা আমাদেরই অদৃষ্টদোষ। নচেৎ প্রেমকোমলস্বভাব ব্রজরাজনন্দনের এমন কঠিনতা প্রকাশ হইবে কেন? একমাত্র আমাদের নিকট ব্যতীত অন্য কুত্রাপি তাঁহার এমন কঠিনতা প্রকাশের কথা কদাপি শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ইহা আমাদেরই দুর্ভাগ্য দোষ ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, আমাদের দুর্ভাগ্য দোষে যাহা হইবার তাহাত হইয়াছেই, কিন্তু আমরা এখন কি করিব? আমরা কি ব্রজরাজনন্দনের চরণ ধরিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া আমাদের মনোরথ পূরণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইব? আমরা ব্রজরাজনন্দনের চরণসেবনের আকাঙ্ক্ষতেই ধৈর্য্য লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণ নিকটে আসিয়াছি, সুতরাং তাঁহার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা জানাইতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোনই আনন্দ হইবে না। কেননা, নায়কনায়িকার মিলনে যদি নায়িকা নায়কের নিকট মিলন জ্ঞাপন করে তাহা হইলে সেই ধৃষ্ট ও নির্লজ্জ নায়িকার সহিত মিলনে সুনায়কগণের কোনই আনন্দ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য; কাজেই যাহাতে তাঁহার আনন্দ না হয় সে কার্য্যে আমাদের কোন প্রকারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে পরমানন্দ উপভোগ করিবার জন্য আমরা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসি নাই; মিলন বিহারাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধরিয়া মিলন প্রার্থনা করিয়া তাঁহার আনন্দভোগে বাধা দেওয়া আমাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তিনি আমাদের শত শত উপেক্ষা করিলেও আমরা তাঁহার নিকট মিলন বাসনা জ্ঞাপন করিব না। কিন্তু আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি? তাহাও ত আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা কি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকথার উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহার কথার অযৌক্তিকতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব? কিন্তু হায়! তাহাতেও ত তাঁহার মিলনানন্দ উপভোগে বাধা ঘটিবে। কেন না—যে সমস্ত নায়িকা, নায়কের কথায় কথায় প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে দুই চারি কথা শুনাইয়া দেয়, তাহারা প্রখরা এবং প্রগল্‌ভা নায়িকা বলিয়া অভিহিত এবং তাহারা কদাপি আমাদের ব্রজরাজনন্দনের মত সুনায়কগণের সুখহেতু হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কথার উত্তর প্রদান করিয়া প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। তিনি যাহাই বলুন না কেন আমরা নীরবে তাহা শুনিয়া যাইব। তবে কি আমরা কিছুক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া এই স্থানেই নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিব? কিন্তু তাহাই বা কিভাবে সম্ভবপর হইবে এবং তাহাতে ফললাভই বা কি হইবে? শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্বেগে আমাদের যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে আমাদের আর ক্ষণকালও ধৈর্য্যাবলম্বন করিবার সাধ্য নাই। আমাদের যদি ধৈর্য্যাবলম্বনেরই সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে কি আমরা কুলবতী রমণী হইয়া কুল-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এই রাত্রিকালে নির্জ্জন যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইতাম? যদি বা আমরা কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারে প্রাণপণ চেষ্টায় কিছুক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বনও করি, তাহাতেও আমাদের যথেষ্ট অনিষ্টাশঙ্কা আছে। কেন না আমরা যদি কোনও নিভৃত নিকুঞ্জে প্রবেশ না করিয়া এই উন্মুক্ত যমুনাতীরে অবস্থান করি, তাহা হইলে হঠাৎ যদি কোনও ব্যক্তি এখানে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে সমস্ত গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। কিংবা আমাদের নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি স্থানান্তরে চলিয়া যান তাহা হইলেও আমাদের সকল আশা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকা আমাদের পক্ষে সুবিধা-জনক নহে। হায়! হায়! তবে আমরা এখন কি করিব? পরম গম্ভীরাশয় ব্রজরাজনন্দনের প্রকৃত মনোভাব কি? তাহা আমরা কিছুতেই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না! তিনি আমাদের যে সমস্ত কথা বলিলেন তাহাতে তিনি আমাদের উপেক্ষা করিলেন বলিয়াও মনে হয়; আবার অর্থান্তরে ইহাও মন হয়, যে তিনি আমাদের আগমনে আনন্দিত হইয়া আমাদের অভিনন্দন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণবাক্যের শব্দার্থ সমালোচনা করিলে উপেক্ষা এবং প্রার্থনা এই উভয় ভঙ্গি বুঝিতে পারা গেলেও তাঁহার অঙ্গ মুখাদির ভঙ্গি দেখিয়া কিছুতেই তাঁহার প্রকৃত মনোভাব নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। এ অবস্থায় কি আমরা কৃত্রিমশাঠ্য অবলম্বন করিয়া ব্রজের দিকে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করিব? কিন্তু হায়! তাহাতেই কি আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে? আমরা কৃত্রিমশাঠ্য অবলম্বন করিয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইবার অভিনয় দেখাইলেও যদি পরমগম্ভীরাশয় শ্রীব্রজরাজনন্দন তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া হঠবশতঃ অন্যত্র চলিয়া যান কিংবা আমাদের কিছু না বলেন তাহা হইলে আমাদের সকল আশায় নিরাশ হইতে হইবে। কেননা আমরা যদি ব্রজে ফিরিয়া যাওয়ার ভঙ্গি প্রকাশ করি তাহা হইলে ব্রজরাজনন্দনের আহ্বান ব্যতীত আর স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আসিতে পারিব না এবং আসিলেও তাহা রসাবহ হইবে না। সুতরাং ব্রজে ফিরিয়া যাওয়ার অভিনয় দেখান আমাদের পক্ষে হিতকর নহে। হায়! হায়! আমরা যে আমাদের কোনও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না, আমরা এখন কি করিব? আমরা যদি ব্রজরাজনন্দনের আদেশে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়া পতি-শুশ্রূষাদি কার্য্যে রত হই, তাহা হইলে কি তিনি প্রসন্ন হইয়া চরণ সেবাধিকার প্রদান করিবেন? কিন্তু হায়! আমরা এ জীবনে একমাত্র কৃষ্ণচরণসেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ যাহাদের শত সহস্র অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, চিরদিনের জন্য যাহাদের সম্বন্ধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকটে চলিয়া আসিয়াছি, আবার কেমন করিয়া সেই উপেক্ষিত এবং পরিত্যক্ত পতি প্রভৃতির সেবায় রত হইয়া বান্তভক্ষণের ন্যায় অত্যন্ত কদর্য্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব? শ্রীকৃষ্ণ আমাদের উপেক্ষা করিলেন বলিয়াই আমাদের তাঁহার চরণ পরিত্যাগ করাই কি কর্ত্তব্য? সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের একমাত্র মরণই শ্রেয়ঃ। কিন্তু সে মরণই বা আমাদের কোথায় কি ভাবে সংঘটন হইবে? আমরা কি শ্রীকৃষ্ণের চরণসমীপেই মরণকে বরণ করিব? অথবা তাঁহার চরণের স্মৃতি বুকে লইয়া যমুনাজীবনে জীবন বিসর্জ্জন দিব? হায়! হায়! আমরা ত কিছুতেই আমাদের কর্ত্তব্য পথের অনুসন্ধান করিতে পারিতেছি না। আমরা যদি মরণের পথে চলিয়া যাই তাহা হইলে আর কোনদিনই শ্রীকৃষ্ণচরণ দর্শন পাইব না। সুতরাং আমাদের মরণেই বা কি সুখ হইবে? অতএব আমাদের জীবন এবং মরণ কিছুতেই শান্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাধিকারে বঞ্চিত জীবনও ব্যর্থ, শ্রীকৃষ্ণচরণ দর্শন বিহীন মরণও ব্যর্থ। হায়! হায়! আমরা আমাদের প্রবলদুর্দ্দৈবের পীড়নে বড়ই বিড়ম্বনায় পড়িলাম। আমরা এখন কি করিব তাহা কিছুতেই আমাদের ধারণায় আসিতেছে না। হা বিধাতঃ! তুমি কি আমাদের ললাটে ইহাই লিখিয়াছিলে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃত্বা মুখান্যব শুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অশ্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীং ॥ ২৯

শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ এই প্রকার কতই যে চিন্তা করিলেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি সমুদ্র একত্রে মিলিত করিলেও বোধ হয় ব্রজরমণীগণের এই অপার চিন্তাসমুদ্রের এক বিন্দুর সহিতও তুলনা পাইতে পারে কিনা সন্দেহ! তাঁহাদের মনে কত ভাবেরই যে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই; কিন্তু তাঁহারা কোনপ্রকার চিন্তাতেই কোনপ্রকার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাদের মনে কত যে অনির্দ্দিষ্ট চিন্তা আসিয়া তাঁহাদিগকে অনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের পথে চালিত করিতে লাগিল এবং তাঁহারা ক্ষণে ক্ষণে সমুদিত চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া কি যে অনির্ব্বচনীয় দশায় উপনীত হইতে লাগিলেন তাহা একমাত্র তাঁহারা ব্যতীত আর কাহারও জ্ঞানগোচর হওয়া সম্ভবপর নহে। চিতানলে প্রাণশূন্যদেহ দগ্ধ হয় বলিয়া তাহার তাপ প্রাণিগণের বোধগম্য হয় না, কিন্তু চিন্তানলে সজীবদেহ দাহ হয় বলিয়া তাহার তাপ প্রাণিমাত্রেরই অসহ্য হইয়া থাকে। সেই জন্য প্রাচীনগণের উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়—

চিন্তাচিতাবিন্দুমতী চিতাতো দশধাধিকা। চিতাদহতি নির্জীবং সজীবো দহ্যতেঽনয়া।

যেমন এক দুই প্রভৃতি সংখ্যায় বিন্দু সংযোগ করিলে তাহা দশগুণিত হইয়া দশ, কুড়ি প্রভৃতি সংখ্যায় পরিণত হয়, সেইরূপ "চিতা" শব্দে বিন্দু সংযোগ করিলেও তাহা চিন্তারূপে চিতা অপেক্ষা দশগুণ দুঃখ-প্রদ হইয়া থাকে। কেন না চিতানলে নির্জীবদেহই দগ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু চিন্তানলে সজীবদেহও দগ্ধ হইয়া যায় এবং তাহাতে চিন্তাক্লিষ্ট জীবের মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

যাহা হউক, অপার চিন্তাক্লিষ্টা গোপরমণীগণ চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া মরণাধিক যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণচরণ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের জীবন ও মরণ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সমর্পণ করিয়া অবিচলিতভাবে সেইস্থানেই দণ্ডায়মান থাকিলেন।

আহূয় গোপীততিচাতকাবলীঃ স্ববেণুনাদেন ববর্ষ যদ্বিষং।
কৃষ্ণস্তদেবাশু পুপুষ্ণ সুচিস্মিতা বিশ্বস্য তাঃ কা জহতি ব্রতং নিজং॥

কৃষ্ণ-নবজলধরের বংশীনাদমন্দ্রগর্জ্জনে মুগ্ধ এবং আহূত হইয়া গোপরমণী-চাতকীকুল, কুল শীল ধৈর্য্য লজ্জাদি উপেক্ষা করিয়া যমুনাকূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণ-নবজলধর লীলামৃত বর্ষণ না করিয়া উপেক্ষাবচন-বিষ বর্ষণ করিয়াছেন। মেঘ হইতে বজ্রপাত হইলেও যেমন চাতকীগণ মেঘ ছাড়িয়া চলিয়া যায় না সেইরূপ কৃষ্ণানুরাগিণী গোপরমণীকুলও শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ পরিত্যাগ করিলেন না। কেন না জগতের কেহই নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবনই গোপরমণীগণের স্বভাবসিদ্ধ, কাজেই তাঁহারা উপেক্ষাবচন-বজ্রপাত সহ্য করিয়াও তাহার আশা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।—উরুদুঃখভরাঃ (উরুদুঃখস্য ভরো ভারো যাসাং তাঃ কৃষ্ণোপেক্ষিতত্বাৎমহাদুঃখভারপীড়িতা গোপ্যঃ) শুচঃ (কৃষ্ণোপেক্ষাজনিতশোকাৎ) (উদ্ভূতেন) শ্বসনেন (উষ্ণদীর্ঘশ্বাসবায়ুনা) শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি (শুষ্যন্তঃ বিম্বতুল্যাঃ অধরাঃ যাসু তানি) মুখানি (বদনানি) অব (অবাঞ্চি, অধঃ ইতি যাবৎ) কৃত্বা, চরণেন (বামপদাঙ্গুষ্ঠেন) ভুবং (মহীং) লিখন্ত্যঃ উপাত্তমসিভিঃ, (উপাত্তাঃ মসয়ঃ কজ্জলানি যৈস্তাদৃশৈঃ, বিধৌতকজ্জলত্বেন শ্যামবর্ণৈরিত্যর্থঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্রৈঃ (অশ্রুজলপ্রবাহৈঃ) কুচকুঙ্কুমানি (বক্ষোলিপ্তকুঙ্কুমাদ্যবলেপনানি) মৃজন্তঃ (ক্ষালয়ন্ত্যঃ সত্যঃ) তূষ্ণীং তস্থুঃ স্ম (স্থিতাঃ আসন) ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—মহাদুঃখভারপীড়িতা এবং শোকবেগজনিত দীর্ঘশ্বাসে বিশুষ্কবিম্বাধরা ব্রজবনিতাগণ বাম-চরণাঙ্গুষ্ঠে ভূমিলিখন এবং কজ্জলাক্ত অশ্রুপ্রবাহে বক্ষোলিপ্ত কুঙ্কুম ক্ষালন করিতে করিতে অধোমুখে নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—চিন্তাপ্রাপ্তানাং স্থিতিমাহ কৃত্বেতি। শুচঃ শোকাদুদ্গতেন শ্বসনেন শুষ্যন্তো বিম্বফলসদৃশা অধরা যেষু মুখেষু তানি অব অবাঞ্চি কৃত্বা, তথা চরণাঙ্গুষ্ঠেন ভুবং মহীং লিখন্ত্যঃ তথা গৃহীতকজ্জলৈরশ্রুভিঃ কুচকুঙ্কুমানি ক্ষালয়ন্ত্যঃ তূষ্ণীং স্থিতাঃ। যতঃ উরুর্দুঃখভরো যাসাং তাঃ ॥ ২৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অতএব তূষ্ণীং তস্থুং ক্ষণং পরমচিন্তাবেশেন বাগিন্দ্রিয়বৃত্ত্যস্ফূর্ত্তেঃ। শুচ ইত্যনেন শুষ্যদিত্যনেন চ শ্বাসস্য দীর্ঘতোষ্ণতা ধ্বনিতা। শতৃপ্রয়োগেণ তু শোষাবিচ্ছেদঃ। বিম্বেত্যরুণতা কোমলতা চ। অতোঽধরাণামতিশোষো ম্লানতা চ সূচিতৈব। চরণেন বামপাদাঙ্গুষ্ঠেন ভূলিখনং চিন্তানুভাবঃ। হে ভূমে বিদীর্ণা ভব প্রবিশামো বয়মিত্যস্য ভাবঃ। এবমূর্দ্ধাবস্থিতিরেব গম্যতে। উপাত্তমসিভিরিতি কুচকুঙ্কুমানি মৃজন্ত্য ইতি চাস্রাণাং ধারা সূচ্যতে। তস্যা অপি বাহুল্যবিবক্ষয়া বহুত্বং। অত্র সর্ব্বত্র হেতুঃ। উরুর্দুঃখস্য বিষাদস্য ভরো ভারো যাসু তাঃ। অনেনানুক্তমন্যদপি সন্তাপরুদাদিকং গৃহ্যতে তেন বৈবর্ণ্যস্তম্ভাদয়োঽপি জাতা ইত্যর্থঃ। স্মেতি প্রসিদ্ধৌ। নর্ম্মোক্ত্যাপি তাসাং তাদৃশশোকে ত্বসম্ভাবনা ন কার্য্যা ইতি ভাবঃ। যদ্বা বিস্ময়ে। তয়াপি তাদৃশদুঃখ-মভূদহো প্রেমমহিমেতি। এতে চ চিন্তানুভাবা ন তাসাং বক্ষ্যমাণনিষেধরূপপ্রতিবচনার্থবিশেষভঞ্জকাঃ। কামিকৃত-প্রার্থনায়াং কুলবতীনাং তৎসম্ভবাৎ তাসাং রসাবিরোধিভাবোদয়স্বভাবাচ্চ ॥ ২৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শ্রবণে মর্ম্মপীড়িতা অপার চিন্তান্বিতা গোপবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণ নিকট হইতে স্থানান্তরে গমন করা কর্ত্তব্য কি না কিংবা তাহা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত কিনা তাহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিলেন না। কাজেই তাঁহারা প্রাণবল্লভের চতুর্দ্দিকে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রবল দুঃখভার-পীড়িতা গোপবনিতাগণ যেন আর কোন প্রকারেই মস্তক উত্তোলন করিতে কিংবা শ্রীকৃষ্ণবচনের কোন প্রকার প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাদের মনে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে কতই যে ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শুনিয়া তাঁহারা মনে ভাবিলেন "আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ অতি দয়ার্দ্রচিত্ত, তিনি আমাদের সহিত কদাপি কোন প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই কিংবা আমাদের প্রতি কদাপি কোনও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। বিশেষতঃ যাঁহার শ্রীমুখের ফুৎকার মাত্রেই নীরস বংশজাত বংশীছিদ্র হইতে অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়া সকলের মনঃপ্রাণ আনন্দ রসে পরিসিক্ত করে, তাঁহার সেই শ্রীমুখের বাণী কি কখনও এত নিষ্ঠুর হইতে পারে? আমরা বোধ হয় আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে আত্মহারা হইয়া এই নির্জ্জন বনে অন্য কাহারও নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও মুখদর্শন করা আমাদের পক্ষে কদাপি কর্ত্তব্য নহে" এই কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ মস্তক অবনত করিয়াই রহিলেন। তাঁহাদের আরও মনে হইল—যে চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা আমাদের প্রাণবল্লভকে চিনিতে পারিব, সুতরাং একবার চরণপানে চাহিয়া দেখি, যাঁহার বদনে এমন নিষ্ঠুর বচন উচ্চারিত হইতেছে, তিনি আমাদের প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দন কি না। বিশেষতঃ আমাদের প্রাণবল্লভের বদন নিষ্ঠুর হইলেও তাঁহার চরণ কখনও নিষ্ঠুর হইবে না। অতএব আমাদের শ্রীকৃষ্ণবচনে লক্ষ্য না করিয়া চরণে শরণাগত হওয়াই সমীচীন। এই কথা মনে করিয়া প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ অধোবদনে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পানে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহাতে উপেক্ষা বচনের দুঃখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিসর্জ্জন দিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের আরও মনে হইল যে আমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-কমল মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সে জন্য তিনি আমাদের চিনিতে না পারিয়া অন্য রমণী জ্ঞানে উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিয়াছেন, আমরা অধোবদনে থাকিলে তাঁহার নয়নকমল বিকসিত হইবে এবং তখন তিনি আমাদের চিনিতে পারিয়া পরম সমাদরে গ্রহণ করিবেন ও চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমসমুদ্রে এই প্রকার কত ভাবেরই যে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাঁহারা কখনও বা অধোবদনে নিজ নিজ বক্ষঃস্থলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বাক্য-বাণে হৃদয়বিদ্ধ হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কখনও বা "শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুর বচন শুনিয়াও যে দেহে জীবন থাকে, না জানি সে দেহ কতই কঠোর" এই কথা মনে করিয়া অধোবদনে নিজ নিজ দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কখনও বা তাঁহাদের মনে হইল যে, আমরা বংশীনাদ শ্রবণ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া তিনি গর্ব্ববশতঃ আমাদের উপেক্ষা করিতেছেন, আমরা যদি অধোবদনে থাকিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করি, তাহা হইলে তাঁহার গর্ব্বের অপগম হইবে এবং তিনি তখন আমাদের সহিত মিলনের জন্য মিষ্ট বচন প্রয়োগ করিবেন। কখনও বা প্রেমপ্রবণতা বশতঃ তাঁহাদের মনে হইল যে শ্রীকৃষ্ণ হঠবশতঃই হউক কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক নানাভাবে উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিয়া আমাদের মর্ম্মাহত করিয়াছেন, কিন্তু এখন যদি তিনি আমাদের অশ্রুব্যাপ্ত বদন দর্শন করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার স্বভাবকোমল হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত লাগিবে, সুতরাং আমরা এখন আর তাঁহাকে মুখ দেখাইব না। তাঁহার উপেক্ষা বচন শ্রবণে আমরা যে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তাহা জানাইয়া তাঁহাকে আর দুঃখিত করিব না। আমাদের যত দুঃখ হয় হউক কিন্তু আমাদের প্রাণ-বল্লভের যেন কোন প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে না হয়। এই প্রকার নানাভাবের তরঙ্গে বিচলিতা ব্রজবনিতাগণ পরমদুঃখভরে অধোবদনা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অধোবদনা ব্রজরমণীগণের সুদীর্ঘ এবং সুতপ্ত নিশ্বাস বায়ু সংস্পর্শে পক্কবিম্বসদৃশ ওষ্ঠাধর পরিশুষ্ক হইতে লাগিল। দেখিলে মনে হয় যেন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণোপেক্ষাবহ্নিতপ্ত দেহে প্রাণ বায়ু আর থাকিতে পারিতেছে না, তাই নিশ্বাস বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বহির্গমনের চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু যদি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া কখনও তাঁহার চরণসেবাধিকার প্রদান করেন সেই আশায় আবার প্রশ্বাস বায়ুর সহিত দেহে প্রবেশ করিতেছে। গোপীগণও সুদীর্ঘ শ্বাসবায়ু নির্গমের সঙ্গে সঙ্গে আরও অধিকতররূপে মস্তক অবনত করিতেছেন, তাঁহাদের মনের ভাব এই যে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট জানা যায় যে "সদ্যোবুদ্ধিহরী বিম্বা" অর্থাৎ বিম্বফল সদ্যঃ সদ্যঃই সকলের বুদ্ধিহরণ করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের পক্কবিম্ব তুল্য ওষ্ঠাধর দর্শনেই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, সেই জন্য তিনি বংশীনাদে নিজ নিকটে অয়নয়ন করিয়াও আমাদের উপেক্ষা করিতেছেন। আমরা অধোবদনে থাকিলে তিনি আর আমাদের ওষ্ঠাধর দেখিতে পাইবেন না এবং তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ববৎ সুবুদ্ধি হইবে এবং তখন তিনি আমাদের পরমাদরে গ্রহণ করিবেন। বিশেষতঃ আমাদের বিশুষ্ক ওষ্ঠাধর দেখিলে স্বভাবকোমলহৃদয় ব্রজরাজনন্দনের হৃদয় ব্যথিত হইতে পারে, সুতরাং তাঁহাকে না দেখানই সমীচীন। এই প্রকার নানা ভাবের তরঙ্গে বিচলিতা ব্রজবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শরে জর্জ্জরিতা হইয়া অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং বাম চরণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি লিখন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় তাঁহারা যেন ধরিত্রী দেবীকে ইঙ্গিতে জানাইতেছেন যে—হে দেবি ধরিত্রি! তুমি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া আমাদের তোমার গর্ভে লুকাইয়া রাখ; শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নানাভাবে লাঞ্ছিতা ও উপেক্ষিতা হইয়া আমাদের ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করা অপেক্ষা চিরতরে ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচিত। যাহাদের শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবার অধিকার নাই, পরমদয়ার্দ্রহৃদয় শ্রীকৃষ্ণও যাহাদের উপেক্ষা করেন, তাহাদের পক্ষে পৃথিবীতে অবস্থান করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে; তাহাদের চিরদিনের জন্য পৃথিবীগর্ভে লুকাইয়া থাকাই যুক্তিসঙ্গত। বিশেষতঃ, হে পৃথ্বি! তুমি বোধ হয় সর্ব্বংসহা বলিয়া আমাদের দুঃখ ধারণা করিতে পারিতেছ না; কিন্তু তুমি যে সমস্ত দুঃখ সহ্য কর, তাহা শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবায় বঞ্চিত হওয়ার দুঃখের সহিত তুলনা করিলে অতি তুচ্ছ। তুমি যদি কোন দিন আমাদের মত শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবায় বঞ্চিত হইতে, তাহা হইলে তুমি সর্ব্বংসহা হইয়াও বোধ হয় তাহা সহ্য করিতে পারিতে না। আমাদের কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তাহা হইলে তুমি একবার উঠিয়া আমাদের পার্শ্বে দাঁড়াও এবং শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাধিকারে বঞ্চিত হইয়া তাহার মহাদুঃখ অনুভব করিয়া দেখ যে, তাহাতেও তুমি সর্ব্বসংহা হইয়া থাকিতে পার কিনা।

পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেম-ভাবিত হৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে কত ভাবেরই যে আবির্ভাব হয় তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। ক্ষণকাল পরে তাঁহারা এমন ভাবে বামচরণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি লিখন করিতে আরম্ভ করিলেন যে তাহা দেখিলে মনে হয় তাঁহারা যেন ভূমি-গর্ভে নিজ নিজ চরণদ্বয় প্রোথিত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের তখন মনের ভাব এই যে—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের যতই উপেক্ষা করুন না কেন, আমরা কখনই তাঁহার চরণ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইব না। কিন্তু যদি শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শুনিতে শুনিতে ক্রোধের সঞ্চার হয় ও তাহাতে মতিবিভ্রম ঘটিয়া আমরা স্থানান্তরে চলিয়া যাই তাহা হইলে আমাদের সে বাসনা পূরণ হইবে না। অতএব আমরা ভূগর্ভে চরণ প্রোথিত করিয়া রাখি, যেন শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও আমরা শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকট হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে না পারি।

শ্রীকৃষ্ণোপেক্ষিতা ব্রজবনিতাগণ যখন অপার দুঃখভারে অবনত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকটে দাঁড়াইয়া অধোবদনে ভূমি লিখন করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ ভাবের আবেগে ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন ভাবনা, কল্পনা ও ধারণার তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের নয়ন হইতে প্রবলবেগে অশ্রুধারা নির্গত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। নিরর্গল প্রবল অশ্রুধারা-প্রবাহে তাঁহাদের নয়নের কজ্জল এবং বক্ষঃস্থলের কুঙ্কুম বিধৌত হইতে লাগিল বলিয়া মনে হয় যে—প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য নয়নে অঞ্জনরেখা, বক্ষঃস্থলে কুঙ্কুমলেপন প্রভৃতি দ্বারা নিজাঙ্গ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের নানাভাবে উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিয়া সেবাধিকারে বঞ্চিত করিলেন, তখন তাঁহাদের মনে হইল যে—আমাদের শ্রীকৃষ্ণচরণসেবনে বঞ্চিত দেহে অঞ্জনকুঙ্কুমাদি সাজ সজ্জার কোনই প্রয়োজন নাই, সুতরাং এখন তাহা ধৌত করাই কর্ত্তব্য; তাই তাঁহারা প্রবল অশ্রুধারা-প্রবাহে নয়নের কজ্জল এবং বক্ষঃস্থিত কুঙ্কুম বিলেপন বিধৌত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপয়োনিধি ব্রজরমণীগণের স্থিতি, গতি, ভাব, ভঙ্গি, আকার, ইঙ্গিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির চেষ্টা প্রভৃতি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোচ্ছ্বাসময়; সুতরাং তাঁহাদের সর্ব্ববিধ অবস্থাতেই নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোচ্ছ্বাসেরই চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই তাঁহাদের অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল পরিসিক্ত হওয়াতেও যে কত প্রকার ভাবের অনুসন্ধান পাওয়া যায় তাহা আর কি বলিব! প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের অবিরল ধারায় অশ্রুপাতের কথায় মনে হয় যে—তাঁহারা যখন তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বচনে নানাভাবে উপেক্ষাভঙ্গিই বুঝিলেন তখন তাঁহাদের হৃদয়ে নিরাশাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহার পর তাঁহারা "হায় হায়! আমরা শ্রীকৃষ্ণ-চরণসেবাধিকারে বঞ্চিত হইলাম" এই কথা যতই মনে করিতে লাগিলেন ততই তাঁহাদের হৃদয়স্থ নৈরাশ্য-বহ্নি প্রবলতর রূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহাদের মনে হইল যে, এই প্রবল তাপে তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়কটাহ স্ফুটিত হইয়া যাইবে, সেই জন্য কজ্জলাক্ত অশ্রুজল দ্বারা হৃদয়ে শ্যামপ্রলেপ লেপন করিতে চেষ্টিত হইলেন। (শ্যামবর্ণ প্রলেপযুক্ত মৃত্তিকাপাত্র অগ্নিতাপে স্ফুটিত হয় না এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধিও শুনিতে পাওয়া যায়)।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের নয়ন হইতে অনবরত নিরর্গল অশ্রুপ্রবাহ পতনে ইহাও সম্ভাবনা করা যাইতে পারে যে—ব্রজরমণীগণের হৃদয়ের শ্রীকৃষ্ণবিরহবহ্নি এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার-নৈরাশ্যবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয় দগ্ধ করিবার উপক্রম করিলে তাঁহাদের নয়ন মনে করিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপে যদি ব্রজরমণীগণের দেহ দগ্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে আমরা আর সে দেহে থাকিতে পারিব না, সুতরাং আমাদের ভাগ্যে আর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন ঘটিবে না। আমরা যদি প্রবল অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া ব্রজরমণীগণের হৃদয়স্থ বিরহবহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। এই কথা মনে করিয়া ব্রজরমণীগণের নয়ন প্রবল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণবিরহবহ্নি নির্ব্বাপণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিরহবহ্নি ব্রজরমণীগণের অশ্রুপ্রবাহের নিকট পরাভব স্বীকারে অনিচ্ছুক হইয়া আরও প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া অশ্রুপ্রবাহ শোষণ করিতে চেষ্টিত হইল এবং অশ্রুপ্রবাহও শ্রীকৃষ্ণবিরহবহ্নির নিকট পরাভব স্বীকারে অনিচ্ছুক হইয়া আরও প্রবল বেগে নির্গত হইয়া তাহাকে নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টিত হইলেন। এই ভাবে ব্রজরমণীগণের হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণবিরহবহ্নি এবং নয়নের অশ্রু পরস্পর পরস্পরকে পরাভূত করিবার জন্য হঠ করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন কিন্তু কেহই জয় লাভ করিতে পারিলেন না। ব্রজরমণীগণের নয়নের অশ্রুধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদের বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আসিয়াই হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত শ্রীকৃষ্ণ-বিরহবহ্নিতাপে বিশুষ্ক হইয়া যান এবং বিরহবহ্নিও নিরন্তর অশ্রুধারা-প্রবাহে সিক্ত হইয়া ব্রজরমণীগণের হৃদয় দগ্ধ করিতে না পারিয়া আর্দ্র কাষ্ঠস্থিত বহ্নির ন্যায় নিস্তেজ ভাবে অবস্থান করেন—এই ভাবে ব্রজরমণীগণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিরহবহ্নি এবং নয়নে প্রবল অশ্রুধারা লইয়া এক অভিনব ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ব্রজরমণীগণের অশ্রুজলের সহিত নয়নের কজ্জল মিশ্রিত হওয়ায় তাহা শ্যামবর্ণ হইয়া গেল এবং বক্ষঃস্থলের দুই পার্শ্ব দিয়া ধারাকারে প্রবাহিত হওয়ায় সেখানে শ্যাম রেখাপাত হইয়া গেল। তাহাতে মনে হয়—শ্রীকৃষ্ণবিরহ যেন সন্তাপক্রকচ (করাত) দ্বারা গোপরমণীগণের দেহ বিদীর্ণ করিবার জন্য শ্যামসূত্র রেখাপাত করিয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে মর্ম্মপীড়িতা গোপবনিতাগণ কি যে অনির্ব্বচনীয় দশায় উপনীত হইলেন তাহা বর্ণনার ভাষা নাই। তাঁহাদের হৃদয় যে কি নিদারুণ তাপে দগ্ধ হইতেছে তাহা একমাত্র তাঁহারা ব্যতীত আর কাহারও হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে তাঁহাদের নানা-প্রকার চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইল, নানাপ্রকার কর্ত্তব্য বুদ্ধির উন্মেষ হইল; নানাপ্রকার কল্পনা জাগিয়া উঠিল; কিন্তু তাঁহারা তাহার কোনটিকেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া যমুনাতীরভূমিতে আগমন করিয়াই যে ঘনমণ্ডলাকারে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শুনিয়াও তাঁহারা ঠিক সেই ভাবেই দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রথমাগমনে তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল এবং নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবনের কল্পনা-জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতে ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণের পর তাঁহাদের হৃদয়স্থ অফুরন্ত আনন্দকে সরাইয়া দিয়া অসীম বিষাদ আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিল এবং নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে হৃদয় ঢাকিয়া দিল। তাঁহাদের তখন মহাদুঃখভারে দেহ এমনই আক্রান্ত হইল যে—শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকট হইতে তাঁহাদের আর এক পদও বিচলিত হইবার সাধ্য রহিল না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ সংরম্ভগদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ ॥ ৩০

কিংবা দুঃখভারে অবনত মস্তক উন্নত করিবার সাধ্য রহিল না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবচনের কোনও উত্তর প্রদান করিবেন সে শক্তিতেও তাঁহারা তখন বঞ্চিত হইয়া পড়িলেন। মহাদুঃখে তাঁহাদের তখন এমনই কণ্ঠরোধ হইল যে তখন আর তাঁহাদের কোন ক্রমেই বাঙ্‌নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। কাজেই তাঁহারা তখন তাঁহাদের কোটিপ্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দনেরই প্রদত্ত দুঃখরাশি মস্তকে ধারণ করিয়া অধোমুখে অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে নির্ব্বাক্ নিষ্পন্দ হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ (তদর্থং শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্ত্যর্থং কিংবা তস্মৈ অনির্ব্বাচ্যায় সুগোপ্যায় অর্থায় তেন সহ ক্রীড়াবিশেষায়েত্যর্থঃ, বিনিবর্ত্তিতা বিশেষেণ নিবর্ত্তিতাঃ পুনর্যথা সম্বন্ধগন্ধোঽপি ন স্যাৎ তেনৈব প্রকারেণ পরিত্যক্তাঃ সর্ব্বে কামাঃ তদতিরিক্তাশেষাভিলাষাঃ যাভিস্তাঃ। শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তিকামনয়া পরিত্যক্তসর্ব্বাভিলাষা ইত্যর্থঃ) অনুরক্তাঃ (তস্মিন্নেবানুরাগযুক্তাঃ গোপ্যঃ) রুদিতোপহতে (রুদিতৈঃ স্বয়মেব গলদশ্রুভিঃ উপহতে ব্যাপ্তে) নেত্রে (নয়নে) বিমৃজ্য (মার্জ্জনেন অশ্রূণি অপসার্য্য) কিঞ্চিৎ সংরম্ভগদ্গদগিরঃ (কিঞ্চিৎ সংরম্ভেণ প্রণয়কোপেন গদ্গদাঃ কণ্ঠরোধাদস্পষ্টোচ্চারণবত্যঃ গিরঃ বচাংসি যাসাং তথাবিধাঃ সত্যঃ) প্রিয়েতরমিব (অপ্রিয়জনবৎ) প্রতিভাষমাণং (প্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তমিব অপ্রিয়বচনং কথয়ন্তং) প্রেষ্ঠং (কোটিকোটিপ্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তমং) কৃষ্ণং (স্বচিত্তাকর্ষকং পরমানন্দঘনমূর্ত্তিং শ্রীব্রজরাজনন্দনং) অব্রুবত স্ম (অব্রুবন্)॥ ৩০

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তিলালসায় সর্ব্বত্যাগিণী কৃষ্ণানুরাগিনী গোপরমণীগণ, তাঁহাদের কোটি কোটি প্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দনকে অপ্রিয় জনের ন্যায় উপেক্ষা বচন বলিতে দেখিয়া মহাক্ষোভে গলদশ্রুব্যাপ্ত-নয়ন মার্জ্জনা করিতে করিতে প্রণয়কোপ বশতঃ রুদ্ধকণ্ঠোচ্চারিত গদ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ প্রেষ্ঠমিতি। কিঞ্চিৎ সংরম্ভেণ কোপাবেশেন গদ্গদা গিরো যাসাং তাঃ অব্রুবত স্ম অব্রুবন্। সংরম্ভে কারণং প্রেষ্ঠমিত্যাদি। প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং প্রত্যাচক্ষাণং ॥ ৩০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—প্রেষ্ঠং প্রিয়তমমপি প্রিয়েতরমিব প্রিয়মাত্রাদিতরমিব প্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তং। নন্থ তর্হি তস্মান্মনঃ কথং ন হ্যবর্ত্তয়ন্ তত্রাহ—তদর্থং কৃষ্ণপ্রাপ্তয়ে বিশেষেণ নিবর্ত্তিতাঃ পুনর্যথা সম্বন্ধগন্ধোঽপি তেষাং ন স্যাত্তথা নিরস্তাস্তদ্ব্যতিরিক্তা অশেষাভিলাষা যাভিস্তাঃ। অতস্তন্নিবর্ত্তয়িতুং নাশক্নুবন্নিতি ভাবঃ। কুতঃ কৃষ্ণং পরমানন্দঘনতয়া সর্ব্বচিত্তাকর্ষকতয়া চ তন্নায়া প্রসিদ্ধং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনং। নন্থ উরুদুঃখাক্রান্তাঃ কথং বক্তুমপি শক্তাঃ তত্রাহ সংরম্ভেতি। অমর্ষেণ বিষাদকার্য্যেণৈব বিষাদাবরণাদিতি ভাবঃ। তত্র নেত্রমার্জ্জনং ভাবদ্বয়সন্ধিজং তচ্চ প্রণয়কোপস্বভাবতঃ কিঞ্চিচ্ছ্রীমুখাবলোকনপূর্ব্বকবচনার্থং ইতি পরমার্ত্ত্যা লজ্জাশৈথিল্যমপি গম্যতে। কিঞ্চিদিতি বিষাদাংশস্যান্তর্ভূতত্বাৎ। তদ্দ্বয়কার্য্যং গদ্গদত্বং। অনুরক্তা ইতি বিষণ্ণতাদৌ সর্ব্বত্রৈব হেতুঃ ॥ ৩০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনে মর্ম্মপীড়িতা কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ঘনমণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাদুঃখভারে তাঁহাদের মস্তক অবনত, নিরর্গল অশ্রুপ্রবাহে নয়নদ্বয় ব্যাপ্ত এবং অপরিসীম মনস্তাপে কণ্ঠ রুদ্ধ। কাজেই কুত্রাপি গমন, কিছু দর্শন কিংবা শ্রীকৃষ্ণ বচনের প্রত্যুত্তর দান, কিছুই তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণনিকটে দণ্ডায়মান আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের তখন হৃদয়ে স্পন্দন নাই, নয়নে পলক নাই, আছে কেবল প্রবল এবং উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস এবং নিরর্গল অশ্রুধারা। তাঁহারা এই ভাবে ঘনবায়ুসঞ্চারসমন্বিত কাঞ্চন পুত্তলিকাকৃতি জলযন্ত্রের ন্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে থাকিতে হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মনে হইল যে তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, নানাভাবে উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিয়াও এখনও বিরত হন নাই। তিনি যেন এখনও গোপরমণীগণকে বলিতেছেন—হে গোপরমণীগণ! তোমরা কেন আর বৃথা অরণ্যে রোদন করিতেছ? তোমরা সর্ব্ববিধ ক্ষোভ পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন বদনে সত্বর নিজ নিজ গৃহে গমন কর এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্মে মনোনিবেশ কর। কুলবতী রমণীগণের পক্ষে কি পরপুরুষের সহিত মিলনাশা পোষণ করা উচিত? অতএব তোমরা বৃথা চিন্তা এবং বৃথা রোদন পরিত্যাগ কর, প্রকৃতিস্থ হও এবং কুলবতী রমণীগণের সমুচিত কার্য্যে মনোনিবেশ কর। গোপরমণীগণের কর্ণে যেন এই প্রকার কৃষ্ণবচন প্রতিনাদিত হইয়া উঠিল। তাই তাঁহারা হঠাৎ চমকিত হইয়া, কোনও অজানা স্বপ্নরাজ্য হইতে যেন তাঁহারা আবার তাঁহাদের প্রাণবল্লভের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে তাঁহাদের কোটি কোটি প্রাণ হইতেও প্রিয়তম ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের যাহা বলিতেছেন তাহা বোধ হয় কাহারও কোনও মহাশত্রুর মুখেও শুনিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মুখে পুনঃ পুনঃ এই প্রকার অপ্রিয় বচন শুনিয়া এবং অপ্রিয় ব্যবহার পাইয়াও তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, কেননা তাঁহাদের প্রাণবল্লভ অন্য কেহ নহেন তিনি কৃষ্ণ—তিনি শিশুকাল হইতেই তাঁহাদের মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিয়া যে বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন সে বন্ধন ছিন্ন করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ তাঁহারই চরণসেবন লালসায় ইহলোক এবং পরলোকের সর্ব্ববিধ আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কেবলমাত্র তাঁহার চরণসেবাধিকার-প্রাপ্তিরই সুযোগ এবং অবসর খুঁজিতেছেন। তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে কোথায় কাহার কাছে গিয়া কি লইয়া থাকিবেন? তাঁহাদের যে ইহকালে পরকালে জীবনে মরণে স্বপ্নে জাগরণে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নাই। কাজেই তাঁহারা যত ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হউন না কেন, তাঁহারা কিছুতেই তাঁহার চরণ সেবনাশায় জলাঞ্জলি দিতে পারিলেন না, কিংবা শ্রীকৃষ্ণচরণ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাওয়ার সঙ্কল্পও করিতে পারিলেন না। পর্ব্বত-গৃহ হইতে বিনির্গত স্রোতস্বতী যখন খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্র নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সমুদ্র তাহাকে প্রবল তরঙ্গাঘাতে যতই বিমুখ করিতে চেষ্টা করুক না কেন, সে আর কখনও ফিরিয়া পর্ব্বতগৃহে চলিয়া যায় না, শত শত তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়াও সে সমুদ্রের সহিত মিলনের জন্যই চেষ্টিত থাকে এবং পরিশেষে সমুদ্রেই মিলিয়া যায়। অনুরাগিণী গোপরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া নিজ নিজ গৃহ এবং পতি প্রভৃতি স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্রোতস্বতী প্রবাহিনীর ন্যায় শ্যামসাগরে মিলিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা কি কখনও উপেক্ষা-বচন-তরঙ্গাঘাতে ফিরিয়া যাইতে পারেন? সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের উপেক্ষার ভাষায় যাহাই বলুন না কেন, তাহাতে গোপরমণীগণের হৃদয় হইতে মিলনাশার অন্তর্দ্ধান হইল না কিংবা তাঁহাদের স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প হইল না। গোপরমণীগণের গাঢ় অনুরাগ, তাঁহাদিগকে এমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে সে বন্ধন কিছুতেই শিথিল হইতে পারে না। ইহাই শুদ্ধপ্রীতির পরাকাষ্ঠা এবং চরম পরিণতি।

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনোর্বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

শিথিল হইবার বহুতর কারণ থাকা সত্ত্বেও যে প্রীতি-বন্ধন কদাপি শিথিল হয় না, বিজ্ঞগণ সেই প্রীতিকেই প্রেম বলিয়া থাকেন। প্রেমের অভিনয় জগতের বহুস্থানে দেখা যায় কিন্তু প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পাওয়া বড়ই দুষ্কর। গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেমের অভিনয় দেখাইতে আসেন নাই, তাঁহারা প্রকৃতই প্রেমবতী। তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শত শত উপেক্ষা বচন শুনিয়াও তাঁহাদের প্রিয়তম কৃষ্ণকে অপ্রিয় ভাবিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ব্যবহার এবং অপ্রিয় ব্যবহার তাঁহাদের নিকট সমভাবেই আদরণীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথায়ং বিদধাতুলম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ (পদ্যাবলী)

সেই মহালম্পট কৃষ্ণ, আমাকে তাঁহার চরণসেবাভিলাষিণী জানিয়া গাঢ় আলিঙ্গনে পেষণই করুন কিংবা অদর্শনে মনঃপীড়াই প্রদান করুন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। তাঁহার যাহাতে সুখ হয় তিনি তাহাই করুন, আমার প্রাণবল্লভ একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেহই নহে।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ ব্যবহারই পরমাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, কাজেই তাঁহারা উপেক্ষা ব্যবহারে রুষ্ট হইলেন না কিংবা শ্রীকৃষ্ণচরণসেবার লালসা ছাড়িতে পারিলেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শুনিয়া এবং ক্রমাগত উপেক্ষা ব্যবহার পাইয়া তাঁহাদের এমন অবস্থা হইল যে—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বচনে এবং ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণচরণ পরিত্যাগ না করিলেও তাঁহাদের প্রাণ বোধ হয় সত্বরই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সেবাধিকারে বঞ্চিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। সেই জন্য তাঁহারা সকলেই মনে করিলেন, আমাদের আর এখন অবনত বদনে নির্ব্বাক হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাজনিত নৈরাশ্যের প্রবল পীড়নে যদি আমাদের এই অবস্থাতেই জীবনান্ত হইয়া যায় তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যে আর শ্রীকৃষ্ণবদনারবিন্দ দর্শন ঘটিবে না এবং আমাদের প্রাণবল্লভের নিকট প্রাণের বেদনা নিবেদন করিবার সুযোগ ঘটিবে না। সুতরাং আমাদের এখন প্রাণবল্লভের বদনারবিন্দ দেখিতে দেখিতে এবং তাঁহার নিকট প্রাণের বেদনা নিবেদন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করাই সমীচীন। কিন্তু হায়! আমরা বুঝি আমাদের দুর্দৈব বশতঃ তাহাতেও বঞ্চিত হইলাম। কেননা, শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনশ্রবণজনিত দুঃখভার বহনে আমরা এতই পীড়িত হইতেছি যে তাহাতে আমাদের আর মস্তক উন্নত রাখিবার সাধ্য নাই। যদি বা কোন ক্রমে মস্তক উন্নত করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের ভাগ্যে আর শ্রীকৃষ্ণবদনারবিন্দ দর্শনের সম্ভাবনা নাই। কেননা নিরর্গল অশ্রুপ্রবাহে আমাদের নয়নদ্বয় এমনই সমাচ্ছন্ন যে তাহাতে আর কিছুই দর্শন করা সম্ভবপর নহে। যদি বা কোন প্রকারে নয়ন মার্জ্জনাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণবদনারবিন্দ দর্শনের সম্ভাবনাও হয় তথাপি তাঁহার নিকট প্রাণের বেদনা জানান কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। কেননা শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনশ্রবণজনিত মহাক্ষোভে আমাদের এমনই কণ্ঠরোধ হইয়াছে যে তাহাতে কিছুতেই কোনও বাক্য প্রয়োগ করা সম্ভবপর হইবে না। হায়! হায়! আমরা সর্ব্বভাবেই বিড়ম্বিত নিগৃহীত এবং লাঞ্ছিত হইলাম। আমরা যদি মরণকালে একবার শ্রীকৃষ্ণবদনারবিন্দ দর্শন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা জন্মান্তরে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাধিকার লাভ করিতে পারিতাম। কেননা, বিজ্ঞগণের মুখে শুনিয়াছি "যে ধারণা লইয়া জীবনান্ত হয় জন্মান্তরে তাহাই লাভ হয়" (মরণে যা মতিঃ সৈব গতিঃ) কিন্তু হায়! শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনশ্রবণজনিত মহা-দুঃখ আমাদের মাথা তুলিতে দিবে না এবং অশ্রুপ্রবাহ আমাদের শ্রীকৃষ্ণবদনারবিন্দ দেখিতে দিবে না। শ্রীকৃষ্ণ পরমদয়ার্দ্রচিত্ত হইয়াও আমাদের কেন যে উপেক্ষা করিতেছেন তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। আমাদের শিশুকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গে ভালবাসা এবং আমরা শিশুকাল হইতেই নানা ভাবে তাঁহার কৃপা পাইয়া আসিতেছি, কিন্তু তিনি আজ কেন যে এত নিষ্ঠুর হইলেন তাহা আমাদের ধারণার অতীত। আমরা যদি তাঁহার নিকট আমাদের প্রাণের বেদনা জানাইতে পারিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার স্বভাব-করুণ হৃদয় বিগলিত হইত এবং আমাদের অঙ্গীকার করিয়া তিনি আমাদের চির সঞ্চিত মনোবাসনা পূরণ করিতেন। কিন্তু হায়! মহাক্ষোভে এমনই আমাদের কণ্ঠরোধ হইয়াছে যে আমাদের এখন আর কোন কথাই বলিবার সাধ্য নাই। হায়! হায়! এখন আমরা কি করিব! আমরা কিছুতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণচরণ ছাড়িতে না চাহিলেও মরণ আসিয়া এখনই আমাদের শ্রীকৃষ্ণচরণ ছাড়া করিয়া দিবে। হায়! আমাদের অপূর্ণ মনোবাসনা কি কোন জন্মেও পূর্ণ হইবে না? আমরা ত এ জন্মে শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাধিকারে বঞ্চিতই হইলাম, কিন্তু অধোবদনে অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে মরণের কবলিত হইয়া কি জন্মান্তরের আশাতেও বঞ্চিত হইব?

শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে মহাদুঃখভারপীড়িতা অশ্রুব্যাপ্তনয়না ব্রজরমণীগণ এইরূপে আসন্ন মরণ সম্ভাবনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ দর্শন এবং তাঁহার নিকট প্রাণের বেদনা বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা অবনত মস্তক উন্নত করিতে পারিলেন না কিংবা অশ্রুপ্রবাহ এবং কণ্ঠরোধ নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা আরও অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের মহাপীড়াজনক শ্রীকৃষ্ণ-সেবাধিকার-নৈরাশ্যদুঃখকে জানাইতে লাগিলেন—হে প্রাণান্তকর মহাদুঃখ! আমরা তোমাকে মস্তকে স্থান দিয়াছি এবং সে জন্য অবনত মস্তকে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে দণ্ডায়মান আছি, কিন্তু তুমি আমাদের জীবনান্তকালে একটি অনুরোধ রক্ষা কর, তুমি ক্ষণকালের জন্য আমাদের পরিত্যাগ কর, আমরা একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবদনারবিন্দ দর্শনের চেষ্টা করি। হে অশ্রুপ্রবাহ! আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের উপেক্ষা করিয়াছেন তখন তুমিই আমাদের একমাত্র সম্বল ও চিরসঙ্গী। আমাদের নয়নে জন্মজন্মান্তরের জন্য তোমার আসন পাতিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু তোমার নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যে,—তুমি ক্ষণকালের জন্য আমাদের নয়ন পরিত্যাগ কর, আমরা মরণসময়ে একবার আমাদের প্রাণবল্লভের বদনারবিন্দ দর্শন করি। হে বাণি! শ্রীকৃষ্ণোপেক্ষিত গোপীকণ্ঠে তোমার আবির্ভাব হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা যেন চিরদিনই নির্ব্বাক্ জীবন যাপন করিতে পারি, কিন্তু একবার দয়া করিয়া আমাদের কণ্ঠে আবির্ভূত হও, আমরা প্রাণান্ত সময়ে আমাদের প্রাণবল্লভের নিকট আমাদের প্রাণের বেদনা জানাইয়া মহাপ্রয়াণ পথের পথিক হই।

শ্রীকৃষ্ণ-সেবাধিকারনৈরাশ্যসমাকুলা ব্রজরমণীগণ এই প্রকার নানাবিধ ব্যাকুলতার তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন এবং প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনের স্মৃতি জাগিয়া তাঁহাদিগকে নিরাশার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কখন কখনও তাঁহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গির স্মৃতিও জাগরূক হওয়ায় তাঁহারা মধ্যে মধ্যে একটু আশ্বস্তও হইতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তাঁহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণবচনে প্রার্থনা ভঙ্গির স্মৃতির একটু প্রবলতা লাভ করিল এবং তাহাতে তাঁহাদের দুঃখভারের কিছু লাঘব হইল। তখন তাঁহারা কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন এবং শনৈঃ শনৈঃ মস্তক উত্তোলন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বচনের উপেক্ষা ভঙ্গির ধারণায় তাঁহাদের যে মহাবিষাদ আসিয়াছিল, প্রার্থনা ভঙ্গির স্মৃতি আসিয়া তাহাকে আবরণ করায় কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপের প্রকাশ করিয়া দিল ও তাহাতে তাঁহাদের নয়নের অশ্রুপ্রবাহ কিঞ্চিৎ স্থগিত হইল। তাঁহারা তখন দুই হস্তে নয়ন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং গদ্‌গদ বচনে তাঁহাদের প্রাণবল্লভকে কিছু বলিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন।

প্রেমবতী গোপরমণীগণের প্রেমসিন্ধুতে কত ভাবেরই যে তরঙ্গ প্রকাশ পায় তাহা কাহারও গণনা করিবার সাধ্য নাই। তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি বচনাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের উপেক্ষা, প্রার্থনা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভঙ্গিরই ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে অনিষ্টাশঙ্কারই অধিকার বেশী বলিয়া তাঁহারা উপেক্ষা জনিত বিষাদেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভাবচক্রের আবর্ত্তনে যখন আবার শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গির কিঞ্চিৎ উন্মেষ হইল তখন বিষাদ আবরণ করিয়া প্রণয়কোপের প্রকাশ হইল এবং তাহাতে দুঃখভারের লাঘব হইল। কাজেই তাঁহাদের আর শ্রীকৃষ্ণবচনের যথাযথ প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার কোনই বাধা হইল না। তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ।

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সংত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলং।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মাত্যজাস্মান্ দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্ ॥ ৩১

তখন নয়ন মার্জ্জনা করিয়া প্রণয়কোপ বশতঃ আরক্ত বিস্ফারিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বদন পানে চাহিলেন এবং গদ্‌গদকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবচনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩০

অন্বয়ঃ। বিভো (হে অস্মৎপ্রাণনাথ!) দুরবগ্রহ (হে স্বচ্ছন্দশিরোমণে!) ভবান্ (প্রেমকোমলস্বভাবতয়া প্রসিদ্ধো ভবান্) এবং (ঈদৃশং) নৃশংসং (সাক্ষাৎ প্রাণহারকং বচনং) গদিতুং (বক্তুং) মা অর্হতি। সর্ব্ববিষয়ান্ (ধর্ম্মলজ্জাদিকান্ পত্যাদিস্বজনবর্গাংশ্চ) সন্ত্যজ্য (সম্যক্ অপুনরঙ্গীকারদার্ঢ্যেন ত্যক্ত্বা) তব পাদমূলং ভক্তাঃ (সেবিতুকামাঃ) অস্মান্ (তদেকজীবনান্ গোপীজনান্) মা ত্যজ। আদিপুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ) দেবঃ (শ্রীনারায়ণঃ) মুমুক্ষূন্ (সংসারাৎ মোক্তুমিচ্ছূন) যথা ভজতে (কৃপয়া অঙ্গীকরোতি, তথা ত্বমপি অস্মান্) ভজস্ব (মনোরথপূরণেন অনুবর্ত্তস্ব) ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—হে প্রাণবল্লভ! হে স্বচ্ছন্দবিহারিন্! তুমি প্রেমকোমলস্বভাব হইয়াও আমাদের কেন এই প্রকার নৃশংস বচন প্রয়োগ করিতেছ? আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণসেবা লালসাতেই এখানে আসিয়াছি, আমাদের পরিত্যাগ করিও না। আদিপুরুষ নারায়ণ যেমন মুমুক্ষুগণের মনোরথ পূরণ করেন, সেইরূপ তুমিও আমাদের মনোরথ পূরণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ কর ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—নৃশংসং ক্রূরং। দুরবগ্রহ স্বচ্ছন্দ। পাদমূলংভক্তাঃ সেবিতবতীরস্মান্ ভজস্ব মা ত্যজেতি ॥৩১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—শ্রীগোপ্য ঊচুরিতি। তত্রৈবং বিবেচনীয়ং। যদ্যপি সমানভাবাপন্নত্বেন যুগপৎ সমানবচনস্ফূর্ত্তিরপি সম্ভবতি তথাপ্যেকদোক্তাবতিকোলাহলতয়া নাতিরসাধায়কত্বাৎ কাসাঞ্চিন্মুখ্যানামেব বচনং স্ত্রেয়ং। তচ্চ যুগপদ্বা তত্তন্মহাবাক্যোপসংহারে তন্নঃ প্রসীদ বরদেতি সিঞ্চাঙ্গেতি তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনেতি তন্নো নিধেহীতি স্বস্ববিবক্ষিতবচনচতুষ্টয়ান্তং ক্রমশো বা পূর্ব্বপূর্ব্বাসাং বাক্যস্থাপনপূর্ব্বকমেবোপন্যস্তমস্তি। চতুষ্টয়ত্বঞ্চ যূথশো দিক্‌চতুষ্টয়স্থিতত্বাত্তাসাং। তথাপি সর্ব্বাসাং তৎ সম্মুখত্বঞ্চ কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননা ইতিবৎ। যাসামেব প্রসাদেন যাসাং শ্রীনাগরেশ্বরে। জল্পতস্ত্বং জ্ঞায়তে তা বন্দে শ্রীনাগরীশ্বরীঃ। গোপীগণপ্রাণবল্লভায় ভগবতে নমঃ। অথ পত্যাদিপরিত্যাগেন ত্বদ্ভজনেঽস্মাকং অধর্ম্মো ধর্ম্মো বেতি পশ্চাদ্বিচারয়িষ্যতে। অহো তবৈব তাবদস্মৎপরিত্যাগে ধর্ম্মদোষো দুষ্পরিহর ইত্যাহুর্মৈবমিতি। মেতি নিষেধস্যাদৌ প্রয়োগঃ পরমার্ত্তিবৈয়গ্রেণ। এবমীদৃশং কথঞ্চিদেতদ্বচনসদৃশমপি কিমুত বক্তব্যং এতদিত্যর্থঃ। কুতঃ নৃশংসং বজ্রসারবৎ কাঠিন্যেন হৃদয়বিদারকমিত্যর্থঃ যদ্বা সাক্ষান্মারকং। নৃশংসো ঘাতুকঃ ক্রূর' ইত্যমরঃ। গদিতুং ব্যক্তং বক্তুং। কিংবা গদিতুমপি কিমুত ব্যবহর্ত্তুমর্হতি। তত্রচ ভবান্ প্রেমার্দ্রস্বভাবতয়া প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। তত্রাপি বিভো হে অস্মৎপ্রাণনাথ অতোঽস্মান্ প্রতি নার্হত্যেবেতি ভাবঃ। অত্র সংরম্ভগদ্গদ ইত্যুক্তত্বাৎ সর্ব্বত্র শব্দেন স্বরেণ বা দৈন্যাদাবপি প্রণয়কোপো ব্যঞ্জনীয়ঃ। এবং স্বাগতং বো মহাভাগা ইত্যাদিকং ভবতা সাদরং সন্যায়ং মৃদূক্তমপি নিবর্ত্তনার্থমেবেতি রসবিঘাতকত্বাদর্থতো বিপরীতমেবেতি ভাবঃ। অনেন স্বাগতমিত্যাদ্যপাদস্যোত্তরমূহ্যং। নন্বু ভোঃ প্রিয়বাদিন্যস্তর্হি কিং কর্ত্তুমর্হামি ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—অস্মান্ ভজস্ব মনোরথপূরণেন অনুবর্ত্তস্ব। কুতঃ তব পাদয়োর্মূলং তলং ভক্তা ইতি দৈন্যোক্তিঃ। অজাদিরূপকানুক্তির্নৃশংসতোক্ত্যা কাঠিন্যাদ্যভিপ্রায়েণ। অনেন প্রিয়ং কিমিতি পদস্যোত্তরং। নন্বু শ্রীগোপগৃহিণ্যঃ সত্যমেব ভজামি কিন্তু ভবৎপত্যাদিহিতাচরণরূপমেব যুক্তং নত্বীদৃশমিতি তত্রাহুঃ সংত্যজ্যেতি। সর্ব্বান্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ার্থান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পত্যাদিরূপান্ সম্যক্ অপুনরঙ্গীকারদার্ঢ্যেন ত্যক্ত্বা, তেষাং তদ্ভজনপ্রাতিকূল্যাৎ। অনেন ব্রজস্থানাময়মিত্যাদিকন্তু দুস্ত্যজেত্যন্তস্য সর্ব্বস্যাপ্যুত্তরং। তেষাং সর্ব্বেষামপি বিষয়ান্তঃপাতাৎ তত্ত্যাগেন দেহেঽপি গলিতপ্রেমত্বাৎ। তৎ প্রেম বিনা রজন্যেষেত্যাদি বাক্যস্যাপ্যনুপাদেয়ত্বাৎ ব্যতিরেকেণাহুঃ হে দুরবগ্রহ অস্মান্ অনন্যগতীর্মা ত্যজেত্যর্থঃ। অন্যথৈব দোষঃ স্যাদিতি ভাবঃ। কথমিত্যাশঙ্ক্য ধর্ম্মাধর্ম্মাতীতস্য ঈশ্বরস্যাপি তত্তদ্ধর্ম্মপালনাবশ্যকতাদর্শনাদিত্যাহুঃ দেব ইতি। তত্রাপি মুমুক্ষূনপি কিমুত তদেকেপ্সূন্। কিংবাঽমুমুক্ষূন্ মোক্ষপন্থনিচ্ছূন্ ভক্ত্যেকনিষ্ঠানিত্যর্থঃ। যদ্বা মুমুক্ষূন্ তস্মাদন্যৎ সর্ব্বং ত্যক্তুমিচ্ছূন্। যথাসৌ ভজনমাত্রাপেক্ষয়া সর্ব্বানেব ভজতে স্বীকরোতি তথা ত্বমস্মান্ ভজস্বেতি। ভজত ইতি দ্বিতীয়ান্তঃ ক্বচিৎ পাঠঃ। তত্র মুমুক্ষূনিতি বিশেষণং সাধনসাধ্যয়োর্দ্বয়োরপ্যবস্থয়োস্তেষামাত্মসাৎকরণাৎ সকামান্ ব্যাবর্ত্তয়তি যথা তান্ ভজতে ন ত্যজতীত্যর্থবশাদ্ভজস্বেত্যস্য বিভক্তিং বিপরিণমর্য্য ব্যাখ্যেয়ং। তত্র শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনত্বেনৈব কৃষ্ণে লব্ধনিষ্ঠানামপি যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা ইত্যুক্তত্বাৎ। হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতা ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রোক্তানুসারাচ্চানাদৃতমপি সর্ব্বং জ্ঞানাদিকং তাঃ পরিচরতি। তস্মাৎ কেবলপ্রেমময়েঽপি বচসি পারমৈশ্বর্য্যজ্ঞানময়োঽপ্যয়মর্থস্তাসামেব মহিমস্থচনার্থং জ্ঞানাদিশক্তিপ্রেরিততয়া ভক্তবিশেষাণাং চমৎকারায় স্ফুরতি। অথবা দৈন্যেন মহিমস্ফূর্ত্তেরীশ্বরত্বং সম্ভাব্যেদৃশং বচনং। তথাহি বিভো হে বহিরন্তর্ব্যাপক ইতি ভবানস্মাকং সর্ব্বং ভাবং জানাত্যেব অতস্তব পাদমূলং ভক্তা আশ্রিতা অস্মান্ ভজস্ব অন্যথা যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিত্যাদিবচনানাং বৈয়র্থ্যাপত্তিঃ। নন্থ তত্ত্বজ্ঞপূজ্যপাদাঃ কথং বিষয়সুখমিচ্ছথ তত্রাহুঃ সংত্যজ্যেতি। অতো বয়ং পরমার্থসুখমেবেচ্ছাম ইতি ভাবঃ। ত্বয়া সহ ক্রীড়াবিশেষস্য তস্য প্রেমপরিপাকবিলাসরূপত্বেনাশেষপুরুষার্থসারসর্ব্বস্বাত্মকত্বাৎ ইতি। যে যথা মাং প্রপদ্যন্ত ইত্যেতন্নিজবচনস্য সত্যতাপেক্ষয়া ত্বমপ্যস্মদ্বদন্যাশেষত্যাগেনাস্মান্ ভক্তুমর্হসীতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। হে দুরবগ্রহ স্বচ্ছন্দ অস্মান্ প্রপন্না মা ত্যজ পরমেশ্বরত্বাত্ত্বামধর্ম্মো ন স্পৃশত্যেব। সত্যসংকল্পত্বশ্রুতিবিরোধাৎ প্রতিজ্ঞাহানিস্তু পরমানুচিতৈবেতি ভাবঃ। সর্ব্বান্ বিষয়ান্ সাম্রাজ্যপ্রভৃতিবৈকুণ্ঠাবধিপদানি সংত্যজ্যাপি তে ত্বাং অমুমুক্ষূন্ মোক্তুমনিচ্ছূন্ অশরুবতো জনানন্যানপি ভজ স্বীকুরু। দ্বিতীয়ায়াং ষষ্ঠী। তে তুভ্যং ত্বাং প্রাপ্তুং মুমুক্ষূনিতি চতুর্থী বা। যতো দেবো জগৎপূজ্যস্ত্বং অন্যথা দেবত্বাসিদ্ধিঃ। তত্রাপি যথা যথাবৎ সম্পূর্ণতয়া আদিপুরুষো ভগবানিতি। অত্র চাভিরপি যজ্ঞপত্ন্যুক্ত্যাগ্যপন্থাগ্যপাদানুবাদ আর্ত্তিসাম্যাংশেন জ্ঞেয়ঃ। আর্ত্তাবপি স্বভাবেন বৈদগ্ধীবলিতাত্মনাং। প্রার্থনে গোপরামাণাং নিষেধার্থোঽপি বীক্ষ্যতে। তথাহি এবমীদৃশং কিঞ্চিৎ প্রিয়ং করবাণি ময়া সহ কিঞ্চিদ্ব্রূতেত্যাদিকং নৃশংসং বক্তুং নার্হতি। তত্র হেতুঃ সন্ত্যজ্যেতি—যাঃ সর্ব্ববিষয়ান্ সংত্যজ্য তব পাদমূলং ভক্তাস্তা এব দুরবগ্রহং স্বচ্ছন্দং যথা ভবতি তথা ভজস্ব। অস্মান্ আ সর্ব্বাংশেনৈব ত্যজ। প্রভবো ভক্তজনানেব ভজন্তে নত্বভক্তানিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহুর্দেব ইতি। অস্মিন্নর্থে বস্তুতস্তু সর্ব্বমেতন্নর্ম্মেবেতি ভাব এব ব্যঞ্জিত ইতি॥ ৩১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণোপেক্ষিতা ব্রজবনিতাগণ যখন কোনপ্রকারে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রাণের বেদনা নিবেদন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণজনিত মহাদুঃখভারে সমবনত বদন উন্নত করিয়া দুই হস্তে নয়নের অশ্রু মার্জ্জন করিলেন এবং প্রণয়কোপবিজড়িত গদ্‌গদ কণ্ঠে তাঁহাদের প্রাণের বেদনা জানাইতে আরম্ভ করিলেন।

গোপরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে আত্মহারা হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ঘনমণ্ডলাকারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা বড়ই আশা করিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইবামাত্রেই তাঁহারা প্রেয়সীজনোচিত সমাদর পাইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা তাঁহাদের আনন্দ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্দ্ধন ও মনোরথ পূরণ করিবেন। কিন্তু রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ধারণার বিপরীত কার্য্য করিলেন। তিনি সমাদরের পরিবর্ত্তে উপেক্ষাভঙ্গিসমন্বিত বাক্যভঙ্গি প্রয়োগ করিয়া অনাদরের অভিনয় দেখাইলেন। ব্রজ-রমণীগণ এই অপ্রত্যাশিত এবং অসম্ভাবিত উপেক্ষাবচন-কুলিশাঘাতে স্তব্ধপ্রায় হইয়া গেলেন, তাঁহাদের আর শ্রীকৃষ্ণের চরণনিকট হইতে এক পদও অগ্রসর হইবার শক্তি রহিল না। তাহার পর যখন তাঁহারা নানাবিধ চিন্তা ও পরিকল্পনার পর, কোনপ্রকারে ধৈর্য্যধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রাণের বেদনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ঘনমণ্ডলাকারে দণ্ডায়মানই ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রত্যুত্তর প্রদানের সময় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিক্ হইতেই নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ঘনমণ্ডলাকারে দণ্ডায়মানা গোপীগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, ("বনিতাশতযূথপঃ" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ শত শত বনিতার যূথ সহ রাসনৃত্য করিয়াছিলেন।) তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রত্যুত্তর প্রদান সময়ে সকলেই একযোগে বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শতকোটি গোপবিলাসিনীগণ যদি একযোগে বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে সেখানে এক মহাকোলাহলের সৃষ্টি হইত। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ঘনমণ্ডলাকারে দণ্ডায়মানা গোপরমণীগণের যূথেশ্বরীগণই একে একে শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির এমনই কিছু পারিপাট্য আছে যে—তাহাতে তাঁহার কোন লীলারই কোন বিশৃঙ্খলা কিংবা অসামঞ্জস্য ঘটে না, কাজেই গোপরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন তখনও কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা বা অসামঞ্জস্য ঘটে নাই।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শতকোটি গোপরমণীগণ সকলেই পরম প্রেমবতী এবং সকলেরই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ও তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা থাকিলেও প্রেমোত্থ ভাবের তারতম্য বশতঃ তাঁহাদের মধ্যে নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। তাহার মধ্যে চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগের কথাই নানা শাস্ত্রে জানা যায় এবং তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ সজাতীয়ভাবসমন্বিত ভাবে যূথবদ্ধ হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্ববিধ লীলা-বিলাস ও ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন।

গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা দেবকন্যকাঃ। গোপকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কদাচন॥ (পদ্মপুরাণং)

এই পদ্মপুরাণ বচনে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের মধ্যে কতকগুলি গোপী পূর্ব্বজন্মে শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন, কতকগুলি দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি ছিলেন, কতকগুলি স্বর্গবাসিনী দেবী ছিলেন এবং কতকগুলি অনাদিকাল হইতে গোপকন্যা ছিলেন। যে সমস্ত গোপীগণ অনাদিকাল হইতে গোপকন্যাই ছিলেন, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধা গোপী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ এবং যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন, তাঁহারাই শ্রুতিপূর্ব্বা গোপী, যাঁহারা দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি ছিলেন তাঁহারা ঋষিপূর্ব্বা গোপী এবং যাঁহারা স্বর্গবাসিনী দেবী ছিলেন তাঁহারা দেবীপূর্ব্বা গোপী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পদ্মপুরাণাদি নানাশাস্ত্রে শ্রীরাধিকা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি যে সমস্ত গোপীর নামোল্লেখ দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধা গোপী। শ্রুতিপূর্ব্বা প্রভৃতি গোপীগণের কোন প্রকার নাম নির্দ্দেশের কথা জানা যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপী-গণ যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন করিয়াছিলেন, তখন সকলেই যূথবদ্ধ হইয়াই আসিয়াছিলেন এবং সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ঘনমণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিত্যসিদ্ধা, শ্রুতিপূর্ব্বা, ঋষিপূর্ব্বা প্রভৃতি ভাবেই যে তাঁহাদের যূথ গঠন হইয়াছিল তাহা মনে হয় না, কেননা শ্রুতিপূর্ব্বা প্রভৃতি সাধনসিদ্ধা গোপীগণ জন্মান্তরীণ সাধনানুষ্ঠানপরিপাকে প্রেমলাভ করিয়া যখন গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ ও গোপীদেহ লাভ করেন, তখনই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভ হয় না কিংবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির অনুরূপ প্রেমপরিণতি লাভ হয় না। সাধক ভক্তগণ তাঁহাদের সাধনানুষ্ঠানের পরিপাকে গোপীদেহ লাভ করেন এবং নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গপ্রভাবে তাঁহাদের সাধনলব্ধ প্রেম ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণত হয় এবং নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাধিকার লাভ হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে শ্রুতিপূর্ব্বা প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর সাধনসিদ্ধা গোপীগণই নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের নিত্যযূথে মিলিয়া যান। তাঁহারা আর শ্রুতিপূর্ব্বা গোপীর যূথ, ঋষিপূর্ব্বা গোপীর যূথ প্রভৃতি পৃথক যূথ সংগঠন করিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতা গোপরমণীগণ চারিশ্রেণীর হইলেও তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধা, ঋষিপূর্ব্বা, দেবীপূর্ব্বা ও শ্রুতিপূর্ব্বা এই চারিপ্রকার বিভাগ হওয়া সম্ভবপর নহে।

শ্রীরাধিকা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ প্রেয়সীবৃন্দ অনাদিকাল হইতেই নিজ নিজ ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া আসিতেছেন। জগতের যে সমস্ত সাধক ভক্তগণ এই সমস্ত নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীগণের মত শ্রীকৃষ্ণ-সেবাধিকার প্রাপ্তির লালসায় সাধনানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সিদ্ধিদশায় ব্রজে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া গোপীদেহে গোপীনাথের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সাধন কালে যে ভাবের গোপীর আনুগত্যে সেবা-চিন্তাদি করেন, সিদ্ধিদশাতেও সেই ভাবের গোপীর যূথভুক্ত হইয়া সেই ভাবের সেবাধিকার লাভ করেন।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে হরিবল্লভা প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের ভাব ভেদে চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ দেখা যায়—

আসাংচতুর্ব্বিধোভেদঃ সর্ব্বাসাং ব্রজসুভ্রুবাং। স্যাৎস্বপক্ষঃসুহৃৎপক্ষস্তটস্থঃ প্রতিপক্ষকঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ ভেদে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ চারি ভাগে বিভক্ত। ইহাতে বক্তব্য এই যে, সর্ব্বপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ লীলা রসাস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণ লীলার মুখ্য তাৎপর্য্য।

রাধাসহ ক্রীড়ারস আস্বাদ কারণ। আর সব গোপী হয় রসোপকরণ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

যেমন ভোজন কালে অন্নের সহিত বিবিধ ব্যঞ্জনাদিরও প্রয়োজন হয় এবং সকলেই ব্যঞ্জন সহযোগেই অন্নভোজন করিয়া থাকে, তথাপি ভোজ্যবস্তুর মধ্যে অন্নই শ্রেষ্ঠ, কেননা অন্ন না থাকিলে ব্যঞ্জনাদির পৃথক্ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও ললিতা চন্দ্রাবলী বিশাখা প্রভৃতি অসংখ্য গোপীর সহিত বিলাস-বিহারাদি করিলেও তাঁহার শ্রীরাধিকার সহিত ক্রীড়ারসাস্বাদনই মুখ্য এবং অন্যান্য গোপীগণ শ্রীরাধিকার সহিত ক্রীড়ারসাস্বাদনের উপকরণ বিশেষ। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় মূর্ত্তি তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং বিবিধ বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাহা চির প্রসিদ্ধ।

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি অগ্নিজ্বালাচয় নাহি কোন ভেদ।
তৈছে রাধাকৃষ্ণ দোঁহে একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসাস্বাদন লীলায় শ্রীরাধিকাসহ বিবিধ রসাস্বাদনই মুখ্য তাৎপর্য্য ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং অবশ্য স্বীকার্য্য। চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধা গোপী আছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীরাধিকারই কায়ব্যূহ।

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রুতিপূর্ব্বা, ঋষিপূর্ব্বা প্রভৃতি সাধনসিদ্ধা গোপীগণ নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের অনুগত এবং যূথভুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকাসহ বিবিধ রসাস্বাদন লীলায় সহায়তা করিয়া থাকেন। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার মিলন বিহারাদি সংঘটন ও সম্পাদন করাইবার জন্য চেষ্টিত ও ব্যাপৃত থাকেন, সেজন্য ইঁহারা স্বপক্ষশ্রেণীভুক্ত। চন্দ্রাবলী এবং তাঁহার পদ্মা, শৈব্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি সখীবৃন্দ সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার মিলনের প্রতিবন্ধকতা ঘটাইবার জন্য চেষ্টিত ও ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া তাঁহারা প্রতিপক্ষ কিংবা বিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত। ইহা ছাড়া কতকগুলি গোপী আছেন, তাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত ও ব্যাপৃত থাকেন, কিন্তু চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বিপক্ষপক্ষীয়গণের সহিত তাঁহাদের কোনই বিরোধ নাই, তাঁহারা সুহৃৎপক্ষশ্রেণীভুক্ত, এবং কতকগুলি গোপীর শ্রীরাধিকা কিংবা চন্দ্রাবলীর উপর কোনই পক্ষপাত নাই, যাঁহারা শ্রীরাধিকা কিংবা চন্দ্রাবলী—যে কোনও গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন বিলাসাদিতেই আনন্দিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা তটস্থপক্ষ শ্রেণীভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীবর্গ অনাদিকাল হইতেই স্বপক্ষ, বিপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ এবং তটস্থপক্ষ—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনবিলাসাদির সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। সাধনসিদ্ধা গোপীগণ, সাধনপরিপাকে গোপীদেহ পাইয়া এই চারি শ্রেণীর গোপীগণের যূথভুক্ত হইয়া থাকেন।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া যখন শত কোটি গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণনিকটে আসিয়া ঘনমণ্ডলাকারে তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তখন এই চারি শ্রেণীর গোপরমণীগণ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাহার পর তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচনে মর্ম্মাহত হইয়া পরিশেষে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রত্যুত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার চতুর্দ্দিক্ হইতে এই চারি শ্রেণীর গোপীগণের যূথেশ্বরীগণ ক্রমে ক্রমে একজনের পর একজন শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ মনোবেদনা জানাইয়াছেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনের প্রত্যুত্তররূপে গোপীগণ যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে "তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যাঃ" "সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ" "তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রি মূলং" এবং "তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো" এই চারিবার বাক্যশেষ দেখা যায়।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতা গোপীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়াই নিজ মনোবেদনা জানাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ছিলেন বলিয়া কেহ সম্মুখে কেহ পশ্চাতে কেহ পার্শ্বে এ ভাবে দণ্ডায়মান হন নাই। যমুনাপুলিনে গোপবালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনভোজন লীলাতেও বর্ণিত আছে যে—

"কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ"। (শ্রীমদ্ভাগবতং)

ব্রজবালকগণ ঘনমণ্ডলাকারে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিলেন এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন ভাবে প্রফুল্ল-বদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায় যে—যমুনাপুলিনে বনভোজনলীলায় গোপ-বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেও সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখভাগেই ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে কাহারও শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে কিংবা পার্শ্বে দাঁড়াইতে হয় না। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরো মুখং" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যেও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের এই অচিন্ত্য মহাশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে কিংবা পার্শ্বভাগে থাকিতে যাঁহাদের ভাল লাগে না এবং যাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণবদন দর্শন করিতে সমুৎ-কণ্ঠিত, সেই সমস্ত প্রেমবান্ ভক্তের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের এই প্রকার অচিন্ত্য মহাশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে সমাকৃষ্টা প্রেমবতী গোপরমণীগণও যখন যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসিয়া ঘনমণ্ডলাকারে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অচিন্ত্য মহাশক্তি এবং তাঁহাদের প্রেমস্বভাবজ ব্যাকুলতা বশতঃ তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই ছিলেন, কাহাকেও শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে কিংবা পার্শ্বভাগে দাঁড়াইতে হয় নাই। তাঁহারা স্ব স্ব যূথ-বিভাগক্রমে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেও সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দে প্রণয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোপসমন্বিত দৃষ্টি স্থাপন করিয়াই নিজ নিজ প্রাণের বেদনা জানাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান স্বপক্ষ, বিপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থপক্ষ এই চারি যূথেশ্বরীগণ ক্রমশঃ একজনের পর একজন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে মনোবেদনা বিজ্ঞাপন করিতেছিলেন। কিন্তু কোন্ যূথেশ্বরী প্রথম বলিয়াছিলেন এবং তাহার পর কে বলিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় দেখা যায় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ঘনমণ্ডলাকারে দণ্ডায়মানা গোপীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অচিন্ত্যমহাশক্তিপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীনই ছিলেন, তাঁহার মধ্যে কোনও যূথেশ্বরী প্রথমতঃ বলিতে আরম্ভ করিলেন ইহাই বুঝিতে হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় দেখা যায় যে—

"এতা মধ্যা ধীরাঃ, তেন বিভো ইতি বক্রোক্ত্যা সম্বোধনং"

প্রথমতঃ যে যূথেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে "মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্" প্রভৃতি বাক্যে বলিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার যূথভুক্ত সকলেই মধ্যা ধীরা নায়িকা, সে জন্য তিনি সরলভাবে "প্রাণবল্লভ" প্রভৃতি ভাষায় সম্বোধন না করিয়া "বিভো" এই বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে নায়িকাভেদ প্রকরণে দেখা যায়—

স্বকীয়াশ্চ পরোঢ়াশ্চ যা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতাঃ। মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভেতি প্রত্যেকং তাস্ত্রিধা মতাঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

পূর্ব্বে যে স্বকীয়া এবং পরোঢ়া এই দ্বিবিধ নায়িকার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা এই ত্রিবিধ ভেদ আছে। তাহার মধ্যে মধ্যা নায়িকারা ধীরা, অধীরা এবং ধীরা-ধীরা ভেদে ত্রিবিধ। এই সমস্ত মধ্যা নায়িকার মধ্যে যাঁহারা ধীরা তাঁহারাই নানাবিধ বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ং॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

মধ্যা নায়িকাগণের মধ্যে যাঁহারা ধীরা তাঁহারা তাঁহাদের কৃতাপরাধপ্রিয়কে উৎকর্ষ বর্ণন পূর্ব্বক বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এখানে "বিভো" বলিয়া সম্বোধন করায় শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ খ্যাপন করা হইয়াছে এবং বক্রোক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই দুরূহ। তথাপি পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথে কিঞ্চিৎ আস্বাদন করা হইল এবং হইবে। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকায় প্রেমবতী গোপরমণীগণের বাক্যার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন —

যাসামেব প্রসাদেন যাসাং শ্রীনাগরেশ্বরে। উক্তের্বিজ্ঞায়তেঽর্থস্তা বন্দে শ্রীনাগরীশ্বরীঃ॥ (বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী)

নাগরীশ্বরী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহার অর্থজ্ঞান ও তাৎপর্য্য জ্ঞান লাভ করা একমাত্র তাঁহাদেরই কৃপাসাপেক্ষ। সেই জন্য তাঁহাদের বাক্যার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামীও তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় প্রেমবতী গোপরমণীগণের ব্যাক্যার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন --

যাসামেব প্রসাদেন যাসাং শ্রীনাগরেশ্বরে। জল্পতত্ত্বং জ্ঞায়তে তা বন্দে শ্রীনাগরীশ্বরীঃ॥ (লঘুতোষণী)

এই শ্লোকেও পূর্ব্ববৎ নাগরীশ্বরী গোপরমণীগণের বাক্যার্থের তাৎপর্য্য জ্ঞান লাভের জন্য তাঁহাদেরই কৃপা প্রার্থনা এবং চরণ বন্দনা করা হইয়াছে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর চরমোৎকর্ষরূপা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় বিগ্রহ ; কিন্তু তিনি প্রেমবলে সর্ব্বজগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণেরও মনোমোহন করিয়া থাকেন—

জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী। অতএব সকলের পরা ঠাকুরাণী॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ললিতা বিশাখাদি সমস্ত নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ এই জগন্মোহন কৃষ্ণেরও মোহিনী শ্রীরাধিকারই কায়ব্যূহ এবং সমস্ত সাধনসিদ্ধা গোপীগণও তাঁহারই কৃপাশক্তিতে শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাধিকারযোগ্য হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে কি বলিবেন তাহা ধারণা করা জীববুদ্ধির সাধ্যাতীত। তথাপি পূর্ব্বাচার্য্যগণের চরণাঙ্কানুসরণ করিয়া যাঁহারা এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণমোহিনী গোপরমণীগণের চরণানুগত হইতে পারিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের বাক্যভঙ্গির যৎকিঞ্চিৎ মাধুর্য্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মানা পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর গোপরমণীগণের মধ্যে প্রথমতঃ কোনও যূথেশ্বরী বলিলেন—হে বিভো! আমরা তোমাতেই দেহ মনঃ প্রাণ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তোমারই চরণসেবনাশায় তোমার চরণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সুতরাং তুমি আমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পার এবং আমাদের সহিত যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পার সন্দেহ নাই; কেননা তুমি আমাদের প্রাণবল্লভ এবং আমরা তোমার চরণসেবনাশায় তোমার শরণাগত। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাদের উপর এরূপ নৃশংসবাক্য প্রয়োগ করা উচিত? যদিও তুমি "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি মিষ্টবচনই প্রয়োগ করিয়াছ, কিন্তু সেই মিষ্টতার অন্তরালে এমন উপেক্ষাভঙ্গির হলাহল অন্তর্নিহিত আছে যে তাহা শ্রবণ মাত্রেই আমাদের প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যাহাকে প্রাণবল্লভ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় তাহার মুখে এই প্রকার প্রাণান্তকর বচন কি শোভা পায়? আমরা কোনও দিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই যে—তোমার ঐ স্বভাবকোমল মুখ হইতে এইরূপ বাণসম প্রাণ-হারিণী বাণী প্রকাশ হইতে পারে, কিংবা কোটি কোটি গোপীচাতকীর জীবনৌষধি স্বরূপ তোমার ঐ মুখশশধর হইতে কোটি কোটি প্রলয়সূর্য্যের ব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়কর সুতীব্র কররাশি প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু হায়! আমাদের দুর্দৈব বশতঃ সকলই সম্ভব হইল; তোমার সুকোমল মুখও কঠিন চাপ সদৃশ হইয়া দুর্ব্বাক্যবাণ বর্ষণ করিল, তোমার মুখচন্দ্র হইতে প্রলয় সূর্য্যের তাপ নির্গত হইল এবং তোমার মুখারবিন্দ হইতে উপেক্ষাবাক্য হলাহল ক্ষরিত হইল। তোমার বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া আমাদের প্রাণান্ত হইলে কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে—তুমি আমাদের পতিসেবনের কর্ত্তব্যতা প্রভৃতি শত শত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াও নিজে কেন শতকোটি স্ত্রীবধের পাপ অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত হইতেছ? তোমার চরণসেবনাশায় সর্ব্বত্যাগ করিয়া যাহারা তোমার চরণনিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা কি তোমার মুখে এই প্রকার উপেক্ষাবচন শুনিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে? তাই বলিতেছি—তুমি যে আমাদের ব্রজপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছ তাহা আমরা পালন করিতে পারিলাম না। আমরা তোমার উপেক্ষাবচন হলাহল পানে এমনই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি যে আমাদের অতি সত্বরেই যমপুরে গমন করিতে হইবে। তাই বলিতেছি যে আমাদের আর ব্রজপুরে যাওয়া হইল না, আমরা তোমার উপেক্ষা লইয়া যমপুরে চলিলাম। তুমি শতকোটি রমণী বধের পাপভার লইয়া ব্রজপুরে গমন কর।

হে ব্রজজীবন! তুমি পরমপ্রেমকোমল স্বভাব বলিয়া ব্রজে প্রসিদ্ধ এবং চিরকালই নানাভাবে ব্রজরমণীগণের নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিয়াছ, কিন্তু আজ তোমারই চরণসেবাকাঙ্ক্ষিণী অবলা গোপরমণীগণের প্রতি তোমার এই নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা কি ন্যায্য হইয়াছে? তুমি আমাদের যে সমস্ত কথা বলিয়াছ, সে সম্বন্ধে আমরা আর কি বলিব, কাহারও সহিত মহাশত্রুতা থাকিলেও তাহাকে এ কথা বলা ত দূরের কথা, এরূপ কথা মনে ভাবিতেও নাই। কিন্তু হায়! তুমি কেবলমাত্র সাক্ষাৎ প্রাণান্তকর বচন প্রয়োগ করিয়াই নিরস্ত হইতেছ না, ব্যবহারেও ঠিক তাহাই দেখাইতেছ। তুমি আমাদের প্রাণবল্লভ হইয়াও উপেক্ষাবাক্যবজ্রপাতে আমাদের প্রাণান্ত করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্যত হইয়াছ কেন তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। একমাত্র আমাদের দুরদৃষ্টদোষ ব্যতীত ইহার আর কোনই কারণ কল্পনা যায় না। তাই বলিতেছি যে—আমাদের অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে, তুমি এখন প্রসন্ন হও এবং একবার আমাদের অবস্থার কথা বিবেচনা কর। আমরা আমাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য লজ্জা কুল শীল মান ভয়াদি বিসর্জ্জন দিয়া ইহলোক কিংবা পরলোকের কোনও অপেক্ষা না রাখিয়া একমাত্র তোমার চরণ সেবনের আকাঙ্ক্ষাতেই তোমার চরণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অতএব তোমার চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের মনোরথ পূরণ কর।

ব্রজরমণীগণের এই সমস্ত কথায় "স্বাগতং বো মহাভাগা প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ" প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণবচনের উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে "মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং" (হে প্রাণবল্লভ! তোমার এরূপ নৃশংস বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে) এই কথায় "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" এই বাক্যাংশের উত্তর প্রদান করা হইয়াছে এবং "সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়ান্ তব পাদমূলং ভক্তা ভজস্ব" (আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণ সেবনাকাঙ্ক্ষায় তোমার চরণনিকটে আসিয়াছি, আমাদের মনোরথ পূরণ কর।) এই কথায় "প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ" এই বাক্যাংশের উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। "আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি" ব্রজরমণীগণের এই কথায় "ব্রজস্থানাময়ং কচ্চিৎ ব্রূতাগমনকারণং" এই শ্রীকৃষ্ণ বচনেরও উত্তর প্রদান করা হইয়াছে, কেননা যাহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহাদের নিকট তাহাদের গৃহের মঙ্গল প্রশ্ন করা ব্যর্থ। "আমরা তোমার চরণ সেবাকাঙ্ক্ষায় তোমার নিকটে আসিয়াছি" বলিয়া ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের আগমন কারণও ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে "রজন্যেষা ঘোররূপা" প্রভৃতি নানা কথায় ব্রজরমণীগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং "মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ" প্রভৃতি বাক্যে "আত্মীয়গণকে দুঃখ দেওয়া উচিত নহে" বলিয়া ব্রজরমণীগণকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন ও পরিশেষে "দৃষ্টং বনং কুসুমিতং" প্রভৃতি শ্লোকে বনশোভা বর্ণনা করিয়া ব্রজরমণীগণকে বনশোভা দর্শনান্তে ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, "সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়ান্" এই এক কথাতেই ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত কথারই উত্তর প্রদান করিয়াছেন। যাহারা ধৈর্য্য লজ্জা কুল শীল মান ভয় পতি পিতা ভ্রাতা দেহ গৃহ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মমতাস্পদ বস্তুর মমতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকটে আসিয়াছে, তাহাদের ভয় প্রদর্শন, বনশোভা প্রদর্শন প্রভৃতি কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত করা সম্ভবপর নহে, ইহাই এখানকার প্রতিপাদ্য।

ব্রজরমণীগণ এই প্রকার নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা জানাইয়া পরিশেষে বলিলেন "হে দুরবগ্রহ! অস্মান্ মা ত্যজ"—আমরা তোমার চরণসেবাকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণ নিকটে আসিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদের পরিত্যাগ করিও না। (এখানকার "দুরবগ্রহ" শব্দ সমালোচনা করিলে মনে হয় যে—অবগ্রহ শব্দের অর্থ "বৃষ্টিপ্রতিবন্ধ", মেঘসঞ্চার হইয়া যদি বর্ষণ না করে তাহা হইলে তাহাকে অবগ্রহ বলে। গোপীগণের "দুরবগ্রহ" শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে—হে শ্যামজলধর! তুমি বনভূমিতে সমাগত হইয়া বংশীনাদ গর্জ্জনে অসংখ্য গোপীচাতকীগণকে আহ্বান করিয়াছ সেজন্য তাহারা নিজ নিজ গৃহ ছাড়িয়া তোমার লীলামৃত এবং করুণামৃত পানের আশায় ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু হায়! তুমি লীলামৃত বর্ষণের পরিবর্ত্তে উপেক্ষাবচনবিষ-বর্ষণ করিতেছ। অতএব তুমি দুরবগ্রহ অর্থাৎ বিষবর্ষণকারী জলধর! কিন্তু হে শ্যামনবঘন! তুমি যদি লীলামৃত বর্ষণ না করিয়া বিষবর্ষণই কর তথাপি গোপী-চাতকীগণ কখনই তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে না। চাতকীগণ তাহার বাসস্থানের নিকটস্থ জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া গগণস্থ মেঘের দিকেই ধাবিত হয় এবং মেঘ যদি বারিবর্ষণের পরিবর্ত্তে বজ্রপাত করে তথাপি তাহারা মেঘ ছাড়িয়া চলিয়া যায় না কিংবা কোনও জলাশয়ের জল পান করে না। তুমিও যদি নিরন্তর উপেক্ষাবচনবিষ বর্ষণই কর, তাহা হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব না কিংবা তুমি ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ রাখিব না। আমরা তোমার উপেক্ষাবচনবিষে জর্জ্জরিত হইয়া তোমারই চরণ নিকটে প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি তোমার চরণ ছাড়িয়া কুত্রাপি চলিয়া যাইব না।) আমাদের পিতা, পতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ এবং ধৈর্য্য লজ্জাদি যাহা কিছু ছিল আমরা তোমার চরণসেবাকাঙ্ক্ষায় তাহা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তথাপি তুমি আমাদের মনোবাসনা পূরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ কেন তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। যাহারা আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণের চরণসেবাকাঙ্ক্ষায় বিষয়সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তিনি তাহাদেরও মনোবাসনা পূরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তোমার চরণসেবাকাঙ্ক্ষায় সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তথাপি তুমি আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেছ না ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। শ্রীনারায়ণ, মুমুক্ষুগণকেই এইভাবে কৃতার্থ করিয়া থাকেন; ইহাতে মনে হয় যে তিনি "অমুমুক্ষু" অর্থাৎ যাঁহারা কিছুতেই তাঁহার চরণ ছাড়িতে চায় না তাহাদিগকে কি ভাবে কৃতার্থ করেন তাহা আর কি বলিব! আমরা মুমুক্ষু অর্থাৎ তোমার চরণসেবা ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত মাত্রই নহি, আমরা সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাহার পর তোমার চরণ নিকটে আসিয়াছি। তাহার পর আমরা সকলেই "অমুমুক্ষু" অর্থাৎ কিছুতেই তোমার চরণ ছাড়িতে পারিব না। সুতরাং আদিপুরুষ নারায়ণ যেমন তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তগণের সর্ব্বভাবে মনোরথ পূরণ করেন, সেইরূপ তুমিও আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। আমাদের বিমুখ করা তোমার পক্ষে কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, তাঁহাদের অনন্যসাধারণ বিশুদ্ধ প্রেমের ধারণায় অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে প্রাণবল্লভ বলিয়াই জানেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কিংবা অসমোর্দ্ধ মহিমা এবং ঐশ্বর্য্যের কথা কখনও তাঁহাদের মনে আসে না কিংবা তাঁহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সে ভাবে আলাপ কিংবা ব্যবহারাদি করেন না। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণোপেক্ষিতা ব্রজরমণীগণ "মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং" প্রভৃতি বচনে শ্রীকৃষ্ণনিকটে নিজ নিজ প্রাণের বেদনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহাদের বাক্যের ঐশ্বর্য্যার্থও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আর্ত্ত্যুক্তেবপি গোপীনাং শ্লেষার্থং ভারতী সতী। রক্ষন্তী গৌরবং তাসাং কৃষ্ণভক্তেষু গায়তি॥ (বৃহত্তোষণী)

প্রেমবতী গোপরমণীগণের নির্ভর গভীর প্রেমের ধারণায় অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য স্ফূর্ত্তি হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ-পরমৈশ্বর্য্য-নিকেতন হইলেও গোপরমণীগণ তাঁহাকে ব্রজরাজনন্দন বলিয়াই জানেন এবং নিজ প্রাণবল্লভজ্ঞানে সেই ভাবেই তাঁহার সঙ্গে আলাপ ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনে মর্ম্মাহত হইয়া নানাবিধ দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, তখনও তাঁহাদের কথায় এমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে যাহাতে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহাদের সেই শুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাসের দৈন্য বচন হইতেই ঐশ্বর্য্যার্থ খ্যাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তগণের নিকট তাঁহাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। যে সমস্ত ভক্তগণ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যনিষ্ঠ, তাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করেন, কিন্তু আমার পুত্র, আমার সখা কিংবা আমার প্রাণবল্লভ এই প্রকার শুদ্ধভাব তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাঁহাদের মনে হয় যে—যিনি সর্ব্বজগতের মূল কারণ, যাঁহা হইতে সর্ব্বজগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তিনি কাহারও পুত্র হইতে পারেন না; কিন্তু বাৎসল্যপ্রেমান্ধ ভক্তগণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র পুত্রভাবে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। এই প্রকার সখ্য ও মধুর ভাবান্ধ ভক্তগণও তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র নিজ নিজ অন্ধভাবে তাঁহার সহিত প্রেম সম্বন্ধে আবদ্ধ হন এবং সেই সেই ভাবানুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই জন্যই সখা শুদ্ধসখ্যে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করেন, বাৎসল্যবতী রমণী শুদ্ধবাৎসল্যে তাঁহাকে তর্জ্জন তাড়নাদি করিয়া থাকেন এবং কান্তাগণ শুদ্ধমাধুর্য্যে কতই ভর্ৎসনা তিরস্কারাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের যদি শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ পরমৈশ্বর্য্যের জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবান শ্রীব্রজরাজনন্দনের সহিত এরূপ তুচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তগণের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা, গোপীগণের দৈন্যবিজ্ঞাপন ও চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা বচনের অন্তরাল হইতে এমন ঐশ্বর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যনিষ্ঠ ভক্তগণও সে প্রকার ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

জগতেও দেখা যায় যে রাজমাতা কিংবা রাজমহিষীগণ তাঁহাদের পুত্র কিংবা পতিকে রাজা বলিয়া জানিলেও কখনও তাঁহারা রাজার সহিত রাজোচিত ব্যবহার করেন না। তাঁহারা যথাযোগ্য পুত্র ও পতি ভাবেই রাজার সহিত আলাপ ব্যবহারাদি করিলেও তাঁহারা রাজাকে রাজা বলিয়াই জানেন। কিন্তু তাঁহাদের কখনও মনে হয় না যে—আমার পুত্র কিংবা পতি রাজা নহেন, তিনি ভিক্ষুক। রাজমাতা নিজ পুত্রকে এবং রাজমহিষী নিজ পতিকে রাজা বলিয়া জানিলেও কদাপি রাজাকে রাজা বলিয়া রাজোচিত সম্মান ব্যবহারাদি প্রদান করেন না কিংবা তাঁহার রাজ্যে বাস করিলেও কোন দিন সেজন্য রাজকর প্রদান করেন না অথবা তাঁহারা রাজার সহিত রাজোচিত ব্যবহার না করিলেও কদাপি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন না। রাজার রাজ্যৈশ্বর্য্য কিংবা রাজসম্মানাদি বর্দ্ধিত হইলে রাজমাতা ও রাজমহিষীগণ যেমন আনন্দ লাভ করেন এবং তাঁহাদের যেমন পুত্রপ্রীতি ও পতিভাবের পোষণ হয় সেরূপ রাজসম্মানকারিগণের পক্ষে কদাপি সম্ভবপরও হয় না। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যথোচিত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে প্রেমব্যবহার করিলেও রাজমাতা ও রাজমহিষীগণের যেমন নিজ পুত্র ও পতিকে ভিক্ষুক বলিয়া ধারণা হয় না, সেইরূপ শুদ্ধভক্তগণেরও সখা, পুত্র কিংবা প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে কখনও প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া ধারণা হয় না। কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইলেও তাঁহাদের কখনও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানজনিত সঙ্কোচ ভাব প্রকাশ হয় না, বরং তাঁহাদের নিজ নিজ ভাবেরই পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল, তাঁহারা যদি কোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শুদ্ধভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করেন তাহা হইলে কখনও কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য স্ফূর্ত্তি হইলে তাঁহাদের প্রীতির সম্বন্ধ শিথিল হইয়া যায়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও কখনও নিজ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে হয় সঙ্কুচিত রতি। দেখিলেও নাহি মানে কেবলার রীতি॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত সখ্য-প্রেমবান্ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিরাট্ বিভূতি দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

হে ভগবন্! আমি প্রণয়ান্ধ হইয়া আপনার মহিমা বুঝিতে পারি নাই, সেই জন্য হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! এই প্রকার সম্বোধন করিয়া আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছি। কিন্তু শুদ্ধ সখ্য প্রেমবান্ গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর বিনাশ বকাসুর বধ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কোনদিনই শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন নাই। তাঁহারা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বলিয়াছেন "তুমি কোন্ বড় লোক, তুমি আমি সম"। অর্জ্জুন যাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাট্ বিভূতি দেখিয়া ভীত হইয়া স্তব করিয়াছিলেন এবং সখ্য ব্যবহারকে অপরাধজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, গোপবালকগণ সেই কৃষ্ণকে গোষ্ঠক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও পরমানন্দে তাঁহাদের স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়াছেন।—

"উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং পরাজিতঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতং)

কত কত অজ ভব শেষ সনক নারদাদি নিরন্তর যাঁহার স্তুতি নতি করিতেছেন, কত শত শত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ নির্জ্জন বনে বসিয়া যাঁহার চরণ ধ্যান করিতেছেন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁহার ভ্রূভঙ্গির খেলা, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকের সহিত খেলায় হারিয়া শ্রীদাম নামক গোপবালককে স্কন্ধে করিয়া বহন করিলেন।

এই প্রকার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত বাৎসল্য-প্রেমাধার বসুদেব ও দেবকীকে যখন কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন।

মাতরং পিতরঞ্চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ। কৃষ্ণরামৌ ববন্দাতে শিরসাস্পৃশ্য পাদয়োঃ।
দেবকীবসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ। কৃত সংবন্দনৌ পুত্রৌ সম্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

কংস বধের পর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব দুই ভাই আসিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ জনকজননীকে মোচন করিলেন এবং মস্তক দ্বারা তাঁহাদের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। কিন্তু বসুদেব ও দেবকী তাঁহাদের জগদীশ্বর মনে করিয়া শঙ্কিত হইলেন, পুত্র বলিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু শুদ্ধপ্রেমের কি অনির্ব্বচনীয় ভাব! এই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণই শুদ্ধ বাৎসল্যবান্ গোপরাজ নন্দের পাদুকা বহন করিয়াছেন এবং শুদ্ধ বাৎসল্যবতী মা যশোদা গোষ্ঠে গমনকালে এই শ্রীকৃষ্ণেরই মঙ্গল কামনায় এই শ্রীকৃষ্ণেরই মস্তকে নিজ পদধূলি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ষষ্টিতমাধ্যায়ে (৬০ অধ্যায়) দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী, শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্য শুনিয়া "শ্রীকৃষ্ণ বুঝি আমাকে দাসীরূপে অঙ্গীকার করিবেন না" এই আশঙ্কায় কম্পিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন মানিনী রাধিকার চরণ ধরিয়া সাধাসাধি করিতেন, তখন শ্রীরাধিকা তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। কাজেই দেখা যায় যে, শুদ্ধ প্রেমবান্ ভক্তগণ প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যেরূপ প্রেমব্যবহার করিতে পারেন, তাহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তগণের স্বপ্ন বা কল্পনারও অতীত। কিন্তু তাই বলিয়া শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যে অনভিজ্ঞ নহেন। সর্ব্ববিধ ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি শুদ্ধ-ভক্তির পরিচারিকার ন্যায় সর্ব্বদাই অনুগত ভাবে অবস্থান করেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ প্রায়ই তাঁহাদের গ্রহণ করেন না। কদাচিৎ যদি শ্রীকৃষ্ণসেবার কোনও প্রয়োজনে লাগে, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ অঙ্গীকার করিতে দেখা যায়।

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বামুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ। ভুক্তায়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥ (নারদপঞ্চরাত্রং)

ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি সকলেই হরিভক্তি-মহাদেবীর পরিচারিকার ন্যায় সর্ব্বদাই তাঁহার অনুগত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। কোনও মহারাণী কুত্রাপি গমন করিলে যেমন তাঁহার দাসদাসীগণ বিনা আহ্বানেও মহারাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ হরিভক্তি-মহারাণীও কৃপাপূর্ব্বক যাহার নিকটে উপস্থিত হন, সেখানে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলেই বিনা আহ্বানে উপস্থিত হইয়া থাকে।

ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেরই ঘনীভূত মূর্ত্তি এবং সর্ব্বদাই প্রেমরস সিন্ধুতে ভাসমানা। (প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত) তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ ব্যবহারাদি প্রেমেরই উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদিও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য প্রভৃতি কিছুরই অনুসন্ধান না রাখিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে শুদ্ধ প্রেমেরই ব্যবহার করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের সেই প্রেমব্যবহার ও প্রেমালাপাদি অনুসন্ধান করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে জ্ঞান বৈরাগ্যাদিরও আভাস পাওয়া যায়। যাঁহাদের মহারাণীর সহিত সম্বন্ধ আছে এবং যাঁহারা সর্ব্বদা মহারাণীকে লইয়াই সর্ব্ববিধ ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট মহারাণীর দাসদাসীবর্গের সমধিক সম্বন্ধ এবং আদর না থাকিলেও তাঁহারা মহারাণীকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান না। তাঁহারা মহারাণীর নিকটে দাঁড়াইয়া না থাকিলেও একটু অন্তরালে অনুসন্ধান করিলেই তাঁহাদিগকে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণী-গণের কথায় প্রত্যক্ষভাবে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের অনুসন্ধান পাওয়া না গেলেও অর্থান্তরের অন্তরালে অনুসন্ধান করিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যনিষ্ঠ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের কথায় প্রত্যক্ষ ভাবে ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান না পাইয়া যদি মনে করেন যে—ব্রজরমণীগণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই, সেইজন্য বাগাধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহাদের বচনের অর্থান্তরের অন্তরাল হইতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে মর্ম্মাহতা ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের নিকট দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—"হে বিভো! ভবান্ এবং নৃশংসং গদিতুং মা অর্হতি"। হে সর্ব্বব্যাপক! হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! আপনার পক্ষে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে, কেননা আপনি সকলেরই সর্ব্ববিধ মনোগত ভাব অবগত আছেন। আপনার নিকটে মনোভাব ব্যক্ত করা ধৃষ্টতা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আপনি যাহাকে যে ভাবের প্রেরণায় প্রেরিত করেন সে তাহাই করিতে বাধ্য হয়। আমাদের অন্তরে আপনি যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন আমরা তাহাই করিতেছি ও করিব। কাজেই আমাদের মনের বেদনা আর মুখে কি ব্যক্ত করিব! আপনি নিরন্তর আমাদের অন্তরে থাকিয়া এবং অন্তরের ভাব জানিয়াও কেন যে আমাদের এইরূপ নিষ্ঠুর বচন প্রয়োগে মর্ম্মপীড়া দান করিতেছেন তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। আমরা কোন প্রকার বিষয় সুখের লালসায় আপনার নিকট আসি নাই, আমরা সর্ব্ববিধ বিষয়সুখ-ভোগাশায় জলাঞ্জলি দিয়া কেবলমাত্র আপনার চরণ সেবার আশাতেই আপনার চরণনিকটে আসিয়াছি; অতএব আপনি চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের চিরসঞ্চিত মনোরথ পূরণ করুন।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" ইহা আপনারই প্রতিজ্ঞা। যে যে ভাবে আপনার চরণে শরণাগত হয় আপনি সেই ভাবেই তাহার সেবা গ্রহণ করিয়া তাহার মনোরথ পূরণ করিয়া থাকেন। আমরা সর্ব্ববিধ বিষয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার চরণ সেবাই সর্ব্ব-পুরুষার্থসারশিরোমণি বলিয়া ধারণা করিয়াছি এবং সেই জন্যই আপনার চরণ নিকটে আসিয়াছি। অতএব "হে দুরবগ্রহ অস্মান্ মা ত্যজ"—হে স্বচ্ছন্দ-শিরোমণে! আপনি সর্ব্বেশ্বর, আপনার লোকাপেক্ষা প্রভৃতি কিছুই নাই, আপনি পাপ পুণ্যাদির অতীত; সুতরাং আমরা পরবধূ হইলেও আমাদের সেবাগ্রহণে আপনার কোনপ্রকার পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না, প্রত্যুত আমাদের সেবাগ্রহণ না করিলেই আপনার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" এই প্রতিজ্ঞার হানি হইবে।

আপনি "দেব" অর্থাৎ জগৎপূজ্য এবং "যথাদিপুরুষঃ" (যথাবৎ সম্পূর্ণরূপেণ আদিপুরুষঃ স্বয়ং ভগবান্) অতএব "তে ত্বাং প্রাপ্তুং মুমুক্ষূন্ সর্ব্ববিষয়ত্যাগেচ্ছুন্ ভজ"। আপনি জগৎপূজ্য এবং স্বয়ং ভগবান্। আপনার চরণসেবাধিকার পাইবার লালসাতেই আমরা সর্ব্ববিষয় ত্যাগ করিয়াছি, অতএব আমাদের মনো-বাসনা পূর্ণ করুন।

অথবা "সর্ব্ববিষয়ান্ স্বারাজ্যবৈকুণ্ঠাদিপদান্যপি পরিত্যজ্যাপি ত্বাং অমুমুক্ষূন্ জনান্ ভজ স্বীকুরু।" আমরা ইহলোকের ভোগবাসনা এবং স্বর্গবৈকুণ্ঠাদি পরলোকের ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিলেও আপনার চরণসেবা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহি, অতএব চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের দাসীরূপে অঙ্গীকার করুন।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের দৈন্যবচনের অন্তরাল হইতে এই প্রকার ঐশ্বর্য্যার্থেরও অনুসন্ধান পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়ে গর্গাচার্য্য আসিয়া তাঁহাকে "নারায়ণসমোগুণৈঃ" বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ যখন কোনও কারণ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাধিকারে হতাশ হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা দৈন্য বশতঃ মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণতুল্য গুণশালী, সুতরাং তিনি আমাদের মত গুণহীনা ব্রজ-রমণীগণকে চরণসেবাধিকার প্রদান করিবেন কেন? ব্রজরমণীগণের অন্তরে যখন এই প্রকার ভাবের তরঙ্গ প্রকাশ পায় তখনও তাঁহাদের বচনে ঐশ্বর্য্যার্থের অনুসন্ধান পাওয়া যায়।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, তাঁহাদের কোটি কোটি প্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দনের মুখে উপেক্ষাবচন শুনিয়া এইপ্রকার নানাভাবে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চরণসেবাধিকার পাইবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন।

বিবিধবিলাসবৈদগ্ধীপারংগতা উজ্জ্বলরসচিন্তামণি ব্রজরমণীগণের প্রার্থনাবচনের অন্তরালে নিষেধার্থেরও মধুর ঝঙ্কার বর্ত্তমান ছিল।

আর্ত্তাবপি স্বভাবেন বৈদগ্ধী বলিতাত্মনাং। প্রার্থনে গোপরামাণাং নিষেধার্থোঽপি বীক্ষ্যতে॥ (বৈষ্ণবতোষণী)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপরমণীগণ স্বভাবতঃই পরম রসিকা এবং বিবিধবিলাসবৈদগ্ধীনিপুণা; কাজেই তাঁহাদের প্রার্থনা বাক্যেও নিষেধার্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন সমালোচনায় দেখা গিয়াছে যে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণকে যে সমস্ত উপেক্ষাবচন বলিয়াছেন তাহাতে উপেক্ষাভঙ্গিময়, প্রার্থনাভঙ্গিময়, বাস্তবার্থময় এবং উপেক্ষা ও প্রার্থনা এই যুগলার্থসন্ধাপনময়—এই চারি প্রকার অর্থের ইঙ্গিত আছে। রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবতী গোপরমণীগণকে উপেক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল না, কেননা তিনি গোপরমণীগণের সহিত মিলন প্রত্যাশাতেই নির্জ্জন যমুনাতীরে আসিয়া তাঁহাদেরই আগমনাপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আগমনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সুগুপ্ত প্রেমের কথা তাঁহাদেরই মুখে ব্যক্ত করিয়া নিজ কর্ণে শ্রবণ করিবার জন্য তিনি উপেক্ষাভঙ্গির আবরণ দিয়া আগমনের অভিনন্দন করিয়াছেন। প্রেমবতী গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্‌চাতুরী বুঝিতে পারিলেও তাঁহাদের প্রেমপ্রবণহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবচনের উপেক্ষার্থই অধিকতররূপে লগ্ন হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্যই তাঁহারা বিনীত বচনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেমন রসিকেন্দ্রচূড়ামণি, সেইরূপ গোপরমণীগণও পরমরসিকা। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যেমন চারি প্রকার অর্থভঙ্গিসমন্বিতভাবে গোপরমণীগণকে উপেক্ষাবচন বলিয়াছেন সেইরূপ গোপরমণীগণও চারি প্রকার অর্থভঙ্গিসমন্বিতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনাবচন বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবচন সমালোচনায় জানা গিয়াছে যে তাহাতে সুস্পষ্টভাবে উপেক্ষার্থ এবং গুপ্ত ভাবে প্রার্থনাভঙ্গি বিন্যস্ত আছে। গোপরমণীগণের বচনেও সুস্পষ্টভাবে প্রার্থনাভঙ্গি এবং গুপ্তভাবে উপেক্ষার্থ বিন্যস্ত আছে। "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণবচন সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই প্রথমতঃ তাহার উপেক্ষার্থেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া অর্থান্তর-সমালোচনা করিলেই তাহা হইতে প্রার্থনাভঙ্গি, বাস্তবার্থ এবং যুগলার্থসন্ধাপনময় ভঙ্গির ইঙ্গিত প্রকাশ হইয়া পড়ে। গোপরমণীগণেরও "মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্" প্রভৃতি বচনাবলী সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই প্রথমতঃ প্রার্থনাভঙ্গিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং একটু বিবেচনা করিয়া অর্থান্তর সমালোচনা করিলেই তাহা হইতে নিষেধার্থ, বাস্তবার্থ এবং যুগালার্থসন্ধাপনময় অর্থের ইঙ্গিত প্রকাশ হইয়া পড়ে।

"মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্" প্রভৃতি গোপীবাক্যের প্রার্থনাভঙ্গি সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে বিস্তৃত ভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। তাহার নিষেধার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে—গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তং।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥ ৩২

তাঁহাদের সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন প্রকৃতপক্ষেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আগমন (স্বাগতং)। শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রতি শ্লোকের প্রতি পদ সমালোচনা করিয়া এইরূপ বাস্তবার্থের ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-বচনের বাস্তবার্থে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তানুগ্রহ, প্রেমাধীনতা, ভক্তিমাহাত্ম্য এবং স্থানে স্থানে রস পরিহাসই বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু গোপীবচনের বাস্তবার্থের প্রতি কথায় কথায় কেবল মাত্র ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ-চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির ব্যাকুলতা এবং কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ পরমৈশ্বর্য্যের ইঙ্গিত।

"মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্" প্রভৃতি শ্লোকে গোপরমণীগণ যে—শ্রীকৃষ্ণচরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার বাস্তবার্থ সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ঘোষণা করিয়া তাঁহার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে "বিভো" বলিয়া সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপিতা এবং সর্ব্বনিয়ন্তৃতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বক্তব্য এই যে—হে "বিভো"! আপনি আমাদের অন্তরের ভাব জানেন এবং আপনারই প্রেরণায় আমরা আপনার চরণ নিকটে আসিয়াছি, সুতরাং আমাদের ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য নানাবিধ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার পক্ষে কদাপি উচিত নহে। আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া আপনার চরণসেবনাশায় আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াও যদি আপনার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" (যে, যে ভাবে আমার শরণাপন্ন হইবে আমি সেই ভাবেই তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিব) আপনার এই প্রতিজ্ঞাবাক্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যাহারা মুমুক্ষ অর্থাৎ সর্ব্ববিষয় ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদেরও আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণ কৃতার্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা সর্ব্ববিষয় ত্যাগ করিতে ইচ্ছা মাত্রই করিয়া নিশ্চিন্ত হই নাই, আমরা সর্ব্ববিষয় ত্যাগ করিয়া আপনার চরণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এবং কিছুতেই আপনার চরণ ছাড়িব না এই দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি, সুতরাং আমাদের বঞ্চিত করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

"স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণবচনে যেমন উপেক্ষা ও প্রার্থনা এই দ্বিবিধ ভাব সমন্বিত যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থপরিপাটীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেইরূপ "মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্" প্রভৃতি গোপীবাক্যেও যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থভঙ্গির অস্ফুট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। হে বিভো! হে ব্রজ-রাজনন্দন! আমরা পরবধূ, অতএব আমাদের নিকট বিলাসপ্রার্থনাসূচক বাক্য প্রয়োগ করার ন্যায় নৃশংস ব্যবহার আর জগতে নাই, কেননা কুলবতী রমণীগণের পক্ষে সতীধর্ম্ম প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। যাহারা সতী-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার সহিত বিলাসরসে মত্ত হইতে ইচ্ছুক, তাহাদেরই এইরূপ ভাবে সম্ভাষণ এবং তাহাদের নিকটেই এইরূপ বিলাসপ্রার্থনাসূচক বাক্য প্রয়োগ করা উচিত। "মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্" প্রভৃতি শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ হইতে এই ভাবে অর্থ গ্রহণ করিলে উপেক্ষাভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি আমাদের পরিত্যাগ করিও না (মা ত্যজাস্মান্); আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণও তাঁহার চরণ-সেবাভিলাষি ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন—এই ভাবে শেষার্দ্ধের অর্থগ্রহণ করিলে প্রার্থনা-ভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং "মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্" প্রভৃতি গোপীবাক্যে এইভাবে যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থভঙ্গিরও অস্ফুট ইঙ্গিত আছে ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে কৃষ্ণ!) পত্যপত্যসুহৃদাং (পতিসুতাত্মীয়াদীনাং) অনুবৃত্তিঃ (যথাযোগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচরণাদিকমেব) স্ত্রীণাং (স্ত্রী মাত্রানামেব) স্বধর্ম্মঃ ইতি যৎ ধর্ম্মবিদা (পরমধর্ম্মজ্ঞেন) ত্বয়া উক্তং, এবং (ঈদৃশ শুশ্রূষণ প্রকারেণ) এতৎ (তৎকথিতমুপদেশবাক্যং) উপদেশপদে (উপদেশ কর্ত্তরি) ঈশে ত্বয়ি অস্ত। ভবান্ কিল (ভবানেব) তনুভৃতাং (প্রাণিমাত্রানাং) প্রেষ্ঠঃ (প্রিয়তমঃ) বন্ধুঃ (সর্ব্বাভিলষিত হিতকারী—অতএব) আত্মা (হৃদয়াধিষ্ঠাতা)॥ ৩২

মূলানুবাদ।—হে কৃষ্ণ! তুমি পরম ধর্ম্মজ্ঞ; সেজন্য "পতি পুত্র ও সুহৃদ্‌গণের যথাযোগ্য সেবাই স্ত্রীগণের স্বধর্ম্ম" বলিয়া আমাদের ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। কিন্তু তোমার উপদেশের তুমিই একমাত্র যোগ্য পাত্র; কেন না তুমিই ঈশ্বর এবং সর্ব্বজীবের প্রিয়তম, বন্ধু ও আত্মা॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—অপি তু যদুক্তং যৎপত্যপত্য ইত্যাদি। ত্বয়া ধর্ম্মবিদেতি সোপহাসং। এবমেতৎ উপদেশানাং বিষয়ে পদে ত্বয্যেবাস্ত। উপদেশপদত্বে হেতুঃ ঈশে ইতি। বিবিদিষা বাক্যেন সর্ব্বোপদেশানামীশপরত্বাবগমাদিতি ভাবঃ। ঈশত্বে হেতু আত্মা কিল ভবানিতি। ভোগ্যস্য হি ভোক্তাত্মৈবেশ ইতি। অতঃ প্রেষ্ঠো বন্ধুশ্চ ভবানেবেতি সর্ব্ববন্ধুষু করণীয়ং ত্বয্যেবাস্ত্বিত্যর্থঃ। অথবা ধর্ম্মোপদেশানাং পদে স্থানে ধর্ম্মোপদেষ্টরি ত্বয়ি সতি অস্মাসু ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানাসু সতীষু ধর্ম্মবিদা ত্বয়া যদুক্তং এবমেতদস্তু। নতু ত্বং ধর্ম্মোপদেষ্টা নবা বয়ং ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানাঃ কিন্তু ভবানাত্মেতি। অয়মর্থঃ—সর্ব্বধর্ম্মফলরূপত্বমেব যদি প্রাপ্তস্তদা কিমন্যেন ধর্ম্মানুষ্ঠানসন্ধানেন ইতি। অথবা যদুক্তং এতদুপদেশপদে তদ্গোচরপুরুষেঽস্তু নাম; ত্বয়ি ঈশে স্বামিনি তু সতি, এবং কাক্বা নৈবমিত্যর্থঃ। যতস্তনুভৃতাং ত্বমাত্মা ফলরূপ ইতি। যদ্বা। যদুক্তং পত্যাদিশুশ্রূষণং ধর্ম্ম ইতি এবমেতৎ ত্বয্যেবাস্ত। কুতঃ উপদেশপদে শুশ্রূষণীয়ত্বেন উপদিশ্যমানানাং পত্যাদিনাং পদেঽধিষ্ঠানে কুত ঈশে নহীশ্বরমধিষ্ঠানং বিনা কোঽপি পতিপুত্রাদির্নামেত। নহি অধিষ্ঠানভূতরজ্জুসদ্ভানিশ্চিতানাং সর্পাদিকমারোপ্য স্ফুরতীতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানং। অলমতিবিস্তরেণ॥ ৩২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বু উক্তো ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণমিত্যাদিনা স্বধর্ম্মঃ কথমতিক্রম্যতে ইতি তস্য কর্ম্মমীমাংসা মতমাশঙ্ক্য তদুপমর্দ্দিব্রহ্মমীমাংসামতমালম্ব্য প্রতিভাবলেন তস্মিন্নাত্মত্বমারোপয়ন্ত্যস্তন্মতদূষণেন নাস্মাকমধর্ম্ম ইতি প্রতিপাদয়ন্তি যৎ পতীতি। ধর্ম্মবিদেতি সোপহাসমেব। সর্ব্বশাস্ত্রোপদেশানাং পদে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" "তত্তু সমন্বয়াদিতি" ন্যায়েন তত্তাৎপর্য্যবিষয়ে। তত এবেশে। ত্বয্যেকস্মন্নেব এবং শুশ্রূষণপ্রকারেণ এতদুপদেশবাক্যমস্তু। নন্বু তৎপদত্বমেব ময়ি কথং? তত্র সচ্ছলমাহুঃ—কিল বিতর্কে। ভবানাত্মা পরমাত্মা। কথং তাদৃশত্বমপি? তত্রাহুঃ তনুভৃতাং সর্ব্বেষামেব প্রেষ্ঠঃ। নিরুপাধিপ্রেমাস্পদত্বং হ্যাত্মত্বং; তত্তস্মাদাত্মা তত্রাপি সর্ব্বেষাং প্রেষ্ঠত্বাৎ পরমাত্মেতি। তথা বন্ধুঃ সর্ব্বেষাং নিরুপাধিহিতকারী পরমাত্মা চ সর্ব্বাবভাসকত্বেন তাদৃশঃ। ততশ্চ ভবানেব স ইতি। অনেনেশত্বমপি সিদ্ধং। তস্মাত্ত্বমেব শুশ্রূষণীয় ইতি ভাবঃ। অথবা নন্বু সদাচারবর্গপূজ্যা যুষ্মাভিস্ত্যজ্যতাং নাম বিষয়াঃ স্বধর্ম্মস্ত্ববশ্যমপেক্ষ্যস্তত্র সাস্থয়মাহুর্যৎপতীতি। এবমুপদেশকর্ত্তরি ত্বয্যেবৈতদুপদেশাস্পদত্বমস্তু ত্বমেব তদ্যোগ্যো ভবসীত্যর্থঃ। নন্বু কথমেতত্তত্রাহুঃ প্রেষ্ঠ ইত্যাদি। তনুভৃতাং প্রাণিমাত্রাণাং প্রেষ্ঠশ্চিত্তাকর্ষকঃ বন্ধুঃ সর্ব্বাভিলষিতকারী। অতএবাত্মা স এব হৃদয়াধিষ্ঠাতা তৎপ্রেরয়িতা বা তস্মাদস্মাকং বা কো দোষঃ কিন্তু ভবত এবেতি প্রত্যুত ভবানেব তাদৃশদোষপরিত্যাজনায়োপদেশ্য ইত্যর্থঃ। অথ পূর্ব্ববদৈশ্বর্য্যপক্ষোঽপি যুজ্যতে স চ তৈর্ব্যাখ্যাত এব। তত্র বিবর্ত্তবাদমবলম্ব্যার্থদ্বয়ং অবিশেষাণাত্মাভ্যুপগমাৎ তথাপ্যত্র ভোক্তৃত্বমীশিতৃত্বমেব জ্ঞেয়ং রাজনি দেশভোক্তৃত্ববৎ। অন্যথা জীবত্বাপাতে বিবক্ষিতত্বাসিদ্ধেঃ। সামান্যতো নির্দ্দেশস্তু জীবস্য দৃষ্টান্তত্বাপেক্ষয়া তস্য সর্ব্বস্বরূপত্বস্থাপনাপেক্ষয়া চ। দ্বিতীয়ে নত্বিত্যাদিকং কাকুগম্যং। তথা পর এবোপদেষ্টা ভবতি নহ্যাত্মন আত্মৈবেত্যনুপদেষ্টৃত্বং ততশ্চাস্মাকমুপদেষ্টৃত্বাভাবে সাক্ষাৎ কৃতাত্মত্বে চ ন পতিশুশ্রূষণাদিবিধিগোচরত্বমিতি ভাবঃ। শ্রীবৈষ্ণবমতেনান্যদর্থদ্বয়ং। অথবা যদুক্তমিতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ফূর্ত্তি হয় না। তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজরাজনন্দন বলিয়াই জানেন এবং প্রাণবল্লভ বুদ্ধিতে নিরন্তর তাঁহার প্রেম সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান নাই, একথা বলা যায় না। রাজমহিষী যেমন তাঁহার পতিকে রাজা বলিয়াই জানেন, তথাপি কখনও তাঁহার সঙ্গে রাজোচিত ব্যবহার করেন না, সেইরূপ ব্রজরমণীগণও ব্রজরাজনন্দনকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই জানেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমসম্বন্ধে কখনও তাঁহার সঙ্গে কোনপ্রকার ভগবদ্ভাবের ব্যবহার করেন না। রাজমহিষী তাঁহার পতির সঙ্গে রাজোচিত ব্যবহার না করিলেও যেমন কখনও তাঁহাকে ভিক্ষুক বলিয়া মনে করেন না, সেইরূপ ব্রজরমণীগণও ব্রজরাজনন্দনের সহিত কোনপ্রকার ঈশ্বরোচিত ব্যবহার না করিলেও কখনও তাঁহাকে সামান্য মানব বলিয়া মনে করেন না। বিশেষতঃ যাঁহাদের ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি থাকে, তাঁহারা ভগবানের সহিত নিজ নিজ ভাবোচিত ব্যবহার করিলেও জ্ঞান, বৈরাগ্য, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের ভক্তির অনুগত ভাবে সেবা করিয়া থাকেন।

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥ (নারদপঞ্চরাত্রং)

ব্রজরমণীগণ যখন ব্রজরাজনন্দনের সহিত নানাবিধ বিলাস বিহারাদিতে রত থাকেন, তখন তাঁহাদের মিলনানন্দ-সমুদ্রের অতল তলে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য এবং স্বরূপতত্ত্বাদি লুক্কায়িত হইয়া যায়। কাজেই সে সময়ে ব্রজরমণীগণের আকারে ইঙ্গিতে, ভাবে ভঙ্গিতে, বচনে মননে, কোন প্রকারেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং ঐশ্বর্য্য স্ফূর্ত্তি হয় না। কিন্তু তাঁহাদের যখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-তাপে হৃদয় বিশুষ্ক হইয়া উঠে, তখনই তাঁহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্য এবং নানাবিধ তত্ত্বজ্ঞানের কথা জাগিয়া উঠে।

"যৎ পত্যপত্যসুহৃদাং" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরমণীগণ ব্রজরাজনন্দনকে যাহা বলিয়াছেন—তাহা সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে—তাঁহারা ব্রজরাজনন্দনকে সর্ব্বজীবের পরম প্রেষ্ঠ ও পরম বান্ধব পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সেবাই সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য এবং সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কাহারও পক্ষে এই পরমতত্ত্ব প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—ব্রজরমণীগণ পরমপ্রেমবশতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণবল্লভ বলিয়া জানিলেও তাঁহার স্বরূপৈশ্বর্য্যাদি সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছুমাত্র অজ্ঞতা নাই। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অকিঞ্চনা ভক্তি থাকে, তাঁহাদের জ্ঞানবৈরাগ্যাদি অযত্নলভ্যসম্পদ এবং প্রয়োজন মত তাহার প্রকাশও হইয়া থাকে তাহা ইতঃপূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"যৎ পত্যপত্যসুহৃদাং" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরমণীগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"এতদুপদেশানাং পদে বিষয়ে ত্বয্যেবাস্ত। উপদেশপদত্বে হেতুঃ—ঈশ ইতি। বিবিদিষাবাক্যেন সর্ব্বোপদেশানামীশপরত্বাবগমাদিতি ভাবঃ"।

বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ দেখা যায়, একমাত্র ঈশ্বরানুসন্ধানই তাহার মূল লক্ষ্য। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ঈশ্বরানুসন্ধানের যোগ্যতা লাভ হয় না বলিয়া চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপে বেদাদি শাস্ত্রে অধিকার ভেদে বহুতর ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি দেখা যায়। কিন্তু আত্মজ্ঞান কিংবা ঈশ্বরজ্ঞান লাভই তাহার মূল উদ্দেশ্য। বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি আছে, সে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোনও স্বতন্ত্র কর্ত্তব্যতা নাই। আত্মজ্ঞানলাভের সোপানরূপেই সে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা। "তমেতমাত্মানং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে জানা যায় যে—একমাত্র আত্মজ্ঞানলাভের জন্যই বেদনিষ্ঠ ও বেদজ্ঞ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিগণ যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সুতরাং বেদপুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রেরই ধর্ম্মানুষ্ঠান বিধিকে বিবিদিষা বাক্য বলা যায় এবং আত্মজ্ঞান কিংবা ঈশ্বরজ্ঞানলাভই তাহার চরম লক্ষ্য। সুতরাং, হে ব্রজরাজনন্দন! হে পরমেশ! তুমি যে "শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ" প্রভৃতি বাক্যে আমাদের ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছ, সে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের তুমিই একমাত্র লক্ষ্য। তোমাকে পাইবার জন্যই পতিব্রতা রমণীগণের পতি-সেবনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু তোমার সেবায় অবহেলা করিয়া কেবলমাত্র পতিসেবাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই।

যদ্বা যদুক্তং পত্যাদিশুশ্রূষণং ধর্ম্ম ইতি এবমেতৎ ত্বয্যেবাস্ত। কুতঃ উপদেশপদে শুশ্রূষণীয়ত্বেনোপদিশ্যমানানাং পত্যাদীনাং পদে অধিষ্ঠানে। কুতঃ ঈশে। নহীশ্বরমধিষ্ঠানং বিনা কোঽপি পতিপুত্রাদির্নামেতি। নহি অধিষ্ঠানভূতরজ্জু-সদ্ভাব-নিশ্চিতানাং সর্পাদিকমারোপ্য স্ফুরতীতি ভাবঃ॥ (শ্রীধরস্বামিটীকা)

"যৎ পত্যপত্যসুহৃদাং" প্রভৃতি বাক্যে ব্রজরমণীগণ, ব্রজরাজনন্দনকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ইহাও প্রতিপাদন করা যায় যে—ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি যে পতিসেবনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করিয়াছ, তাহা তোমার সেবাতেই সার্থক হউক। কেননা তুমি যাহাদের সেবা করিবার জন্য আমাদের উপদেশ প্রদান করিয়াছ, তুমিই সেই সমস্ত পতিপুত্রাদির মূল অধিষ্ঠান। তুমি যতক্ষণ আত্মা ও অন্তর্য্যামিরূপে পতিপুত্রাদিতে অধিষ্ঠিত থাক, ততক্ষণই তাহাদের সঙ্গে পতিপুত্রাদি ব্যবহার হইয়া থাকে। তোমার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইলে পতিপুত্রাদির নির্জীব দেহের সহিত কাহারও কোনও সম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং পতি প্রভৃতির দেহেও তুমিই একমাত্র সেব্য। আমরা যখন তোমার চরণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তখন আর আমাদের সাক্ষাৎ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া পতি প্রভৃতির দেহে অধিষ্ঠিতরূপে তোমার সেবা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। যাহাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটে তাহাদের যতক্ষণ পর্য্যন্ত রজ্জুজ্ঞান না হয়, ততক্ষণই সর্পভয় ও তজ্জন্য পলায়নাদি করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু যদি "নায়ং সর্পঃ রজ্জুরিয়ং" "ইহা সর্প নহে, ভ্রমবশতঃ রজ্জুকেই সর্প বলিয়া বুঝিয়াছিলাম" এই প্রকারে রজ্জুস্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয় তাহা হইলে আর কাহারও সর্পভয় কিংবা তজ্জন্য পলায়নাদি চেষ্টা থাকে না। বিশেষতঃ যাহাদের প্রকৃতভাবে রজ্জু নিশ্চয় হয় তাহারা কখনই ভ্রান্ত বুদ্ধিতে সর্পভয় পোষণ করিতে পারে না কিংবা পলায়নাদি করিতে পারে না। অতএব হে কৃষ্ণ! আমরা যখন তোমার চরণ নিকটে আসিয়াছি, তখন আর আমাদের কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই প্রয়োজন নাই। তোমাকে পাইবার জন্যই নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা। তোমার সেবা পরিত্যাগ করিয়া পতি-পুত্রাদির সেবায় রত হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ যাহারা তোমার চরণ নিকটে উপস্থিত হইতে পারে এবং তোমাকেই সর্ব্বসেব্য বলিয়া ধারণা করিতে পারে তাহাদের আর জগতের কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকে না। অতএব আমরা আর এখন শত সহস্র চেষ্টা করিলেও তোমার চরণ সেবা ছাড়িয়া অন্য কাহারও সেবা করিতে পারিব না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী, তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-ভূমিকায় বলিয়াছেন—

"নন্বু উক্তঃ "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণামিত্যাদিনা" স্বধর্ম্মঃ কথমতিক্রম্যতে ইতি তস্য কর্ম্মমীমাংসামতমাশঙ্ক্য তদুপমর্দ্দি ব্রহ্মমীমাংসামতমবলম্ব্য প্রতিভাবলেন তস্মিন্নাত্মত্বমারোপয়ন্ত্যস্তন্মতদূষণেন নাস্মাকমধর্ম্ম ইতি প্রতিপাদয়ন্তি যৎ পত্যপত্যেতি"—

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রতি উপেক্ষাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন "ভর্ত্তুঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং" প্রভৃতি শ্লোকে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে—একমাত্র পতিসেবনই রমণীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং তিনি সেইজন্য ব্রজরমণীগণকে বলিয়াছেন—হে ব্রজরমণীগণ! তোমাদের কদাপি পতিসেবন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। "যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যকে কর্ম্মমীমাংসামতসম্মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ব্রহ্মমীমাংসামতাবলম্বনে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।

ইহাতে আলোচ্য এই যে—বেদে কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম এই উভয় তত্ত্ব অবলম্বনে বহুতর আলোচনা এবং মীমাংসা আছে। এই জন্যই কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডভেদে বেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাহার মধ্যে জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ বেদের কর্ম্মকাণ্ডকেই বেদের মূল প্রতিপাদ্য বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং তদনুসারে কর্ম্মমীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাদের মতে "অশ্বমেধেন যজেত" প্রভৃতি বেদোক্ত বিধি বাক্যেরই প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় কিন্তু "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বিধিহীন বাক্য তাদৃশ সমাদৃত নহে। "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং" এই জৈমিনি সূত্রে স্পষ্টই জানা যায় যে—যজ্ঞাদি বিবিধ কর্ম্ম প্রতিপাদন এবং প্রবর্ত্তনই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বেদবাক্যে কোনপ্রকার কর্ম্ম প্রতিপাদন না হওয়ায় তাহার কোনই পৃথক্ সার্থকতা নাই। কর্ম্মবিধির শেষ রূপে কিংবা কোনপ্রকার উপাসনা বিধি প্রকাশ করিবার জন্য এই সমস্ত বাক্য বেদে স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু ব্যাসাদি ঋষিগণ বেদের জ্ঞানকাণ্ডকেই বেদের মূল প্রতিপাদ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিবিধ পুরাণ প্রবন্ধাদিতেও সেই সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের মতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের মূল এবং তাঁহার স্বরূপানুসন্ধান দ্বারা স্বরূপসংপ্রাপ্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ। বেদের কর্ম্মকাণ্ডপ্রোক্ত বিধি অনুসারে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধান করিলে জীবের ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। "তমেতমাত্মানং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই জানা যায়, যজ্ঞদানাদি সর্ব্ববিধ বেদোক্ত বিধিবাক্যই ব্রহ্মানুসন্ধানের উপায়রূপে বেদে স্থান পাইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে বৈরাগ্য না হয় ততদিন পর্য্যন্তই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, কিন্তু ভোগাসক্তি দূর হইয়া যখন চিত্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া যায়, তখন আর কোন কর্ম্মানুষ্ঠানেরই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধেও শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

যতদিন পর্য্যন্ত বিষয়ভোগে বৈরাগ্য না হয় এবং আমার কথা শ্রবণাদিতে দৃঢ় বিশ্বাস না হয় ততদিন পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধির জন্য বেদবিধি অনুসারে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

কর্ম্মমীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসার সুবিস্তৃত সমালোচনা নানা শাস্ত্রে আছে। তাহার মধ্যে জৈমিনি ঋষি মীমাংসা-দর্শনে এবং ব্যাসদেব বেদান্ত দর্শনে সূত্ররূপে নানা কথা বলিয়াছেন এবং শবর স্বামী মীমাংসাদর্শনভাষ্যে এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শন ভাষ্যে ইহার সুবিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বহুতর মনীষিবৃন্দ এই উভয় মতেরই নানাবিধ গ্রন্থ রচনা এবং বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। এসম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে সেই সেই গ্রন্থ সমালোচনা করাই সমীচীন। এই দুই মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা যাহা হইল তাহাতে জানা গেল যে—কর্ম্মমীমাংসা মতে একমাত্র কর্ম্মানুষ্ঠানই অবশ্য কর্ত্তব্য এবং কর্ম্মানুষ্ঠান প্রভাবেই জীবের মুক্তি এবং পারলৌকিক মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মমীমাংসা মতে—ব্রহ্মনিষ্ঠতাই জীবের পরম মঙ্গল এবং অশুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মনিষ্ঠা সম্ভবপর হয় না বলিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত। কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ হইলে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজরমণীগণকে পতি-সেবনাদি কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা কর্ম্মমীমাংসা মতেরই প্রতিধ্বনি। কেননা রমণীগণের পক্ষে পতি-সেবনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং তাহাতেই তাহাদের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মমীমাংসা মতে—রমণীগণের কেবলমাত্র পতিসেবনেই সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যের অবসান হয় না, জগৎপতি শ্রীভগবানের সম্বন্ধ লাভ করিবার জন্য তাঁহারই প্রতিনিধি বুদ্ধিতে পতি-সেবন করিতে হয় এবং তাহার সম্বন্ধ লাভ হইলে একমাত্র তাঁহার সেবা ব্যতীত আর কিছুই করিতে হয় না।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণের মত সমালোচনা করিয়া ব্রজরমণীগণকে "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং" প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন নাই এবং ব্রজরমণীগণও বেদব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণের ব্রহ্মমীমাংসা সমালোচনা করিয়া "যৎ পত্যপত্যসুহৃদাং" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবচনের উত্তর প্রদান করেন নাই, তথাপি অনাদিকাল হইতেই কর্ম্মবাদ এবং ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে এবং সমস্ত মনীষিগণেরই ইহা পরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজরমণীগণের উক্তি প্রত্যুক্তিতে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। জৈমিনি এবং ব্যাসদেবাদি ঋষিগণ অনাদিসিদ্ধ কর্ম্মবাদ ও ব্রহ্মবাদের সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন, তাঁহারা এই মত উদ্ভাবন করেন নাই। অনাদিসিদ্ধ অপৌরুষেয় বেদবচনে অনাদিকাল হইতেই কর্ম্ম ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার ধারণার ইঙ্গিত আছে এবং অনাদি-কাল হইতে এই সমস্ত বিভিন্নপ্রকার ধারণা শিষ্ট সমাজে প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণবচনে কর্ম্মবাদের এবং ব্রজরমণীগণের বচনে ব্রহ্মবাদের আভাস থাকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বৈষ্ণবতোষণী টীকায় "যৎ পত্যপত্যসুহৃদাং" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রজরমণীগণের নির্ভর গভীর প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদির অনুসন্ধান না থাকিলেও প্রেমস্বভাববশতঃ তাঁহাদের কোনপ্রকার জ্ঞানেরই অভাব নাই, তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাঁহারা ব্রজরাজনন্দনকে প্রাণবল্লভ বলিয়াই জানেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত সেই ভাবেই ব্যবহার করেন, বিরহ দশায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্য জ্ঞানেরও বিকাশ দেখা যায়। "যৎ পত্যপত্যসুহৃদাং" প্রভৃতি শ্লোকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি যে পতিসেবাই রমণীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া আমাদের ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছ তাহা তোমার মত ধার্ম্মিকের পক্ষে যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু তোমার উপদেশের তুমিই একমাত্র আপদ। কেননা তোমার সেবাপ্রাপ্তির জন্যই সর্ব্বশাস্ত্রে নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। তুমিই সর্ব্বশাস্ত্রের মূল বক্তা এবং তোমার সেবাই সর্ব্বশাস্ত্রের সর্ব্ববিধ বিধিবাক্যের মূল লক্ষ্য। (শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এবং "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই দুই বেদান্ত সূত্রের অর্থের সহিত ব্রজরমণীগণের এই বাক্যের সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য আছে।) হে ব্রজরাজনন্দন! যদিও তুমি কর্ম্মবাদ সিদ্ধান্তের অনুরূপ বাগাড়ম্বর বিস্তার করিয়া আমাদের পতিসেবনাদি কর্ম্মে প্ররোচিত করিতেছ এবং তাহাই রমণীজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছ তথাপি আমরা তোমার ধর্ম্মোপদেশকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কেননা ব্রহ্মবাদ সিদ্ধান্তে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানকেই আত্মানুসন্ধানের উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে এবং শিষ্টগণ তাহাই আচরণ করিয়া থাকেন। হে ব্রজজীবন! তুমিই সকল আত্মার আত্মা, অতএব তোমার সেবাই সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাচরণের মূল লক্ষ্য। আমরা তোমার সেবাধিকার প্রাপ্তির লালসায় সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণ নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের আর কাহারও সেবা করিবার প্রয়োজন নাই, তোমার সেবাতেই আমাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে। আমরা যে তোমাকেই পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ভ্রম হয় নাই। কেননা বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন,—"নিরুপাধি প্রেমাস্পদত্বং হ্যাত্মত্বং"—যাহাকে সকলেই স্বভাবতঃই ভালবাসে কিন্তু অন্য কোনও প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে না.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে আত্মা বলা হইয়া থাকে। জগতে সকলেই আত্মপ্রীতির জন্যই দেহগেহাদি বিষয়কে ভালবাসিয়া থাকে, কিন্তু আত্মপ্রীতির অভাব হইলে কোন বস্তুকেই কেহ ভালরাসিতে পারে না কিংবা ভালবাসে না। পুত্র-বিত্তাদির কথা দূরে থাক, যদি কাহারও পরম প্রিয় দেহও আত্মপ্রীতির অন্তরায় হয়, তাহা হইলে দেহত্যাগ করিয়াও অনেকে আত্মপ্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে—আত্মাই সকলের নিরুপাধি প্রেমাস্পদ। হে কৃষ্ণ! তুমি সকলেরই নিরুপাধি প্রেমাস্পদ। কেবলমাত্র নরনারীর কথা বলিতেছি না, ব্রজের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত তোমাকে ভালবাসে এবং কোন প্রকারে তোমার সম্বন্ধগন্ধ পাইলে পরমানন্দে আত্মহারা হয়। আত্মা যেমন দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে চেতনাশক্তি সঞ্চার করেন বলিয়া তিনি সকলেরই অকৃত্রিম বন্ধু, সেইরূপ তুমিও সমস্ত ব্রজরমণীগণের অকৃত্রিম বন্ধু। তাহার পর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণও তোমার স্তুতি করিয়া থাকেন—ইহাও ব্রজে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। অতএব তুমিই আত্মা, তুমিই ঈশ্বর। তোমার সেবাই সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাচরণের ফলস্বরূপ। তোমার সেবাধিকার পাইলে আর কাহারও সেবা করিবার প্রয়োজন নাই, কিংবা তোমার সেবা পরিত্যাগ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। তাই বলিতেছি, হে ঈশ! তুমি আমাদের যে সমস্ত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছ, তুমিই সেই সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের চরম লক্ষ্য। তোমার সেবাতেই সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সফলতা সম্পাদন হইয়া থাকে। অতএব আমাদের ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া পরমধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিও না, তোমার চরণসেবাধিকার দান করিয়া আমাদের কৃতার্থ কর।

"যৎ পত্যপত্যসুহৃদাং" প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনা করিলে প্রকারান্তরে ব্রজরমণীগণের মনোভাব জানা যায় যে,—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি পরম ধার্ম্মিক, সেই জন্যই আমাদের নানাভাবে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ এবং আমরাও পরম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তোমার উপদেশ গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু শিষ্ট পরম্পরাক্রমে এই রীতিই সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে যে ধর্ম্মোপদেশক গুরুর নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণকালে তাঁহারই সেবা করিতে হয়, তাহার পর গুরুদক্ষিণা দান করিয়া গুরুপদিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হয়। সেই জন্যই আমরা বলিতেছি—"উপদেশপদে—উপদেশকর্ত্তরি ত্বয়ি এবং এতদস্তু"। তুমিই আমাদের উপদেশকর্ত্তা, সুতরাং তোমার উপদিষ্ট পতি-সেবাদি যদি আমাদের করিতে হয় তাহা হইলে প্রথমতঃ তোমারই সেবা করা উচিত। বিশেষতঃ তুমি কেবলমাত্র উপদেশকর্ত্তাই নহ, তুমি ঈশ, সুতরাং তোমার উপদিষ্ট পথে তোমারই সেবা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ তুমি সকলের বন্ধু এবং আত্মা। কাজেই তোমার সেবাই মুখ্য। কেননা—পতি প্রভৃতির দেহে যতক্ষণ আত্মসম্বন্ধ থাকে ততক্ষণ তাঁহারা সেব্য। পতি প্রভৃতির মৃতদেহ কদাপি কাহারও সেব্য হয় না। তুমি আত্মারূপে পতি প্রভৃতির দেহে চেতনা সঞ্চার করিয়া থাক, সুতরাং তোমারই সম্বন্ধ লইয়া পতি প্রভৃতির সেবা করিতে হয়। তোমার সম্বন্ধ না থাকিলে কেহ কাহারও পতি কিংবা পত্নী হইতে পারে না। অতএব তোমার সেবাই মুখ্য এবং তাহাতেই সকলের মনোনিবেশ করা উচিত। আমরাও সেইজন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমারই চরণপ্রান্তে আসিয়াছি। তোমার সেবা করিলেই সকলের সেবা করা হইবে। অতএব হে সর্ব্বাত্মন্! তুমি আমাদের তোমার চরণসেবাধিকারে বঞ্চিত করিও না।

আমাদের আরও কর্ত্তব্য এই যে—কাহাকেও কোন উপদেশ প্রদান করিতে হইলে উপদেশকের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে—উপদেশ্য ব্যক্তি তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিল কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা। তুমি আমাদের পতি সেবা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াই আমাদের পতি নিকটে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু হে জগৎপতে! আমরা তোমার উপদেশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি কিনা তাহা তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ নাই। তাই বলিতেছি—আমাদের তোমার চরণ সেবাধিকার প্রদান করিয়া দেখ যে—আমরা সেবা করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ্যতা লাভ করিয়াছি কিনা। তোমার চরণসেবা করিলেও যদি আমাদের আবার পতি-সেবা করার প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে আমরা তখন পতিসেবায় নিযুক্ত হইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু এখন আমরা জগৎপতির সেবা না করিয়া জাগতিক পতির সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারিব না এবং গুরুদক্ষিণা প্রদান না করিয়া গুরূপদিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। হে ধর্ম্মোপদেশক! হে পরমাত্মন্! চরণ সেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে সুযোগ প্রদান কর।

হে ধার্ম্মিকশিরোমণে! তোমার ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে আমরা আরও একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না—ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা এই যে স্বয়ং আচরণ না করিলে কেবলমাত্র মুখের কথায় ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা যায় না। "আমি যাহা বলি তোমরা তাহাই কর, কিন্তু আমি কি করি না করি সেদিকে তোমরা দৃষ্টিপাত করিও না" ইহা ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদানের রীতি নহে। অন্যকে উপদেশ দেওয়া বড়ই সহজ, কিন্তু তাহার আচরণ করা বড়ই কঠিন।

পরোপদেশবেলায়াং সর্ব্বে ব্যাসসমা দ্বিজাঃ। তদনুষ্ঠানবেলায়াং মুনয়োঽপি ন পণ্ডিতাঃ॥ (প্রাচীনবাক্যং)

পরকে উপদেশ দেওয়ার সময় সকলেই ব্যাস দেবের মত বুঝাইতে পারে, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান করিতে গেলে মুনিগণেরও মুখ সাজিতে হয়। হে ধর্ম্মোপদেশক! তুমি যদি স্বয়ং আচরণ না করিয়া কেবলমাত্র মুখের কথায় আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারিব না। "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ" এই শাস্ত্রবচনে জানা যায় যে—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে আচরণ করেন কনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহারই অনুকরণ এবং অনুসরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ যদি কেবলমাত্র মুখের কথায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান এবং নিজে কখনই তাহার অনুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণও কেবলমাত্র মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিবে, কিন্তু কোন দিনই তাহার অনুষ্ঠান করিবে না। তাই বলিতেছি, হে কৃষ্ণ! তুমি এখন বেশ ধার্ম্মিক সাজিয়াছ সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমাম মত ধার্ম্মিকবেশধারী মহাপুরুষের উপদেশে কাহারও ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। ইহাতে ধর্ম্মের ব্যবসায় করিতে পারা যায় বটে, কি কাহাকেও ধার্ম্মিক করা যায় না। কাহাকেও ধার্ম্মিক করিতে হইলে আগে নিজে ধার্ম্মিক হইতে হয়; তারপর উপদেশ করিতে হয়। "কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের অজ্ঞাতসারে তুমি বহুতর ধর্ম্মযাজন করিয়া সিদ্ধ পুরুষ হইয়া গিয়াছ, সেজন্য এখন আর স্বয়ং ধর্ম্মযাজন কর না, কেবলমাত্র পরোপকার ব্রত অবলম্বন করিয়া নির্জ্জনে রমণীগণকে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া বেড়াও এবং ইহাতে তোমার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করাই তোমার উদ্দেশ্য" ইত্যাদি তুমি পূর্ব্বোক্তপ্রকার বহু কথা বলিয়াও যদি আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা কর তাহা হইলেও আমাদের কোনই লাভ হইবে না; কেননা—প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্মাচরণ না দেখিলে কাহারও ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। তুমি যদি আমাদের ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি করিতে চাও তাহা হইলে স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ করিয়া আমাদের দেখাইয়া দাও। তুমি ঈশ অর্থাৎ সর্ব্বকলাসম্পন্ন। তুমি ইচ্ছা করিলে সকলই করিতে পার। শুনিয়াছি তুমি নাকি একবার মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শঙ্করকে মোহিত করিয়াছিলে। এবারও যদি তুমি সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমারই মত কাহারও রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া তাহারই বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া ধৈর্য্য ধর্ম্মকুলশীলাদি বিসর্জ্জন দিয়া তাহারই ধর্ম্মোপদেশে গৃহে গিয়া পতিসেবায় মনোনিবেশ করিতে পার তাহা হইলে আমরা তাহা দেখিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারি এবং তোমার চরণ নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া পতিসেবনে রত হইতে পারি। কিন্তু হে ধার্ম্মিক-শিরোমণে। কেবল মাত্র তোমার মুখের কথা শুনিয়া আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লাভ হইবে না এবং আমরা ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে পারিব না।

হে পরমেশ্বর! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া এবং তোমার সেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সেবায় মনোনিবেশ করা যে কি দুষ্কর কার্য্য, তাহা তোমার ধারণা নাই বলিয়াই তুমি বারে বারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ। তুমি যদি আমাদের মত রমণী হইয়া তোমার মত কাহারও রূপে গুণে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারই নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি, বংশীনাদ প্রভৃতিতে মিলনানুমোদন বুঝিয়া তাহার সহিত ক্ষণকালের জন্যও মিলিত হইতে পার, তাহা হইলে আমাদের মনোবেদনা বুঝিতে পারিবে।

যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নেচ্ছতি তদ্ব্যথাং। জীবসাম্যং গতো লিঙ্গৈর্নতথাবিদ্ধকণ্টকঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

যাহার অঙ্গে কখনও কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, সে তাহার বেদনা বুঝিতে পারে এবং তাহার মনে হয় এমন যন্ত্রণা যেন আর কাহারও না হয়! কিন্তু যে কখনও কণ্টকবেধ যাতনা অনুভব করে নাই সে তাহা কখনই ধারণা করিতে পারে না। তাই বলিতেছি, তুমি যদি একবার আমাদের মত রমণী হইয়া তোমার মত কাহারও চরণে জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়া তাহার মুখে এই প্রকার উপেক্ষাবাণী শ্রবণ করিয়া দেখ, তাহা হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে আমরা তোমার উপেক্ষাবচনে কিরূপ মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতেছি।

তুমি সমস্ত ব্রজবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু হইয়াও আমাদের দুঃখে কেন দৃষ্টিপাত করিতেছ না, তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। আমাদের অদৃষ্ট দোষেই তুমি আজ এমন নির্দ্দয়তা অবলম্বন করিয়াছ সন্দেহ নাই। তোমাকে আর আমরা কি বলিব, তুমি আমাদের অধর্ম্ম পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কতই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ, কিন্তু তুমি যে শতকোটি রমণীবধের পাপে লিপ্ত হইতেছ তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি ধার্ম্মিক-শিরোমণি হইয়াও এই অধর্ম্মকর কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইতেছ? তাই বলিতেছি হে, ব্রজজীবন! তুমি আমাদের উপর প্রসন্ন হও, তোমার চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর।

পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে—রসিকেন্দ্রশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রতি যে উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার অন্তরালে প্রার্থনা ভঙ্গিরও ইঙ্গিত আছে এবং বাস্তবার্থ ও উপেক্ষা প্রার্থনা মিশ্রিত যুগলার্থসমন্বিত ভঙ্গিরও তাহাতে সমাবেশ আছে। শ্রীকৃষ্ণের এই চতুর্ব্বিধ অর্থভঙ্গিযুক্ত বচনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে গিয়া ব্রজরমণীগণ যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণবচনের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ অর্থভঙ্গির সমাবেশ আছে। তবে বিশেষত্ব এই যে—শ্রীকৃষ্ণবচনে উপেক্ষা ভঙ্গির এবং গোপীবচনে প্রার্থনা ভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রতীতি হয় এবং অন্যান্য অর্থ তাহারই অন্তরালে অস্পষ্ট ভাবে অনুভূত হয়।

"যৎ পত্যপত্যসুহৃদাং" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ চরণে যে সমস্ত প্রার্থনা জানাইয়াছেন ও সে সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা বচনের অন্তরালে যে উপেক্ষা ভঙ্গির সমাবেশ আছে, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায়—ব্রজরমণীমণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি পরম ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞাতা; সেইজন্য বিবিধ ছলধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া আমাদের উপদেশ প্রদান করিয়াছ যে—"যৎ পত্যপত্যসুহৃদাং অনুবৃত্তিঃ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্মঃ"—পতি পুত্র ও আত্মীয়গণের যথাযোগ্য সেবা করা স্ত্রীগণের পক্ষে অত্যন্ত অধর্ম্ম (সু অধর্ম্মঃ)। কিন্তু আমরা তোমার এই ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলাম না, তোমার এই উপদেশ তোমাতেই অবস্থান করুক, এপ্রকার ধর্ম্ম কথা আর কদাপি মুখে উচ্চারণ করিও না। যদিও তুমি ব্রজবাসী জীব মাত্রেরই অত্যন্ত প্রিয় এবং সময়ে সময়ে ব্রজবাসিগণের নানাবিধ হিতাচরণ করিয়াছ, কিন্তু তথাপি "বন্ধুরাত্মা।" (বন্ধুরঃ কুটিলঃ আত্মা স্বভাবো যস্য সঃ।) তুমি আমাদের সকলেরই পরমপ্রিয় হইলেও তোমার স্বভাব অতি কুটিল বলিয়া এই প্রকার শিষ্ট জন বিগর্হিত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। তুমি ঈশ অর্থাৎ নানাবিধ বাক্যচাতুর্য্য এবং ছল-যুক্তি-নিপুণ, সেইজন্যই শিষ্টপরম্পরাপ্রাপ্ত এবং সর্ব্বশাস্ত্রের উপদিষ্ট স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম পতিসেবাকেও তুমি অন্যভাবে পরিণত করিয়াছ এবং কপট যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছ যে পতি সেবন করা স্ত্রীগণের অধর্ম্ম। তুমি "যে ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মঃ" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে তুমি প্রতিপাদন করিয়াছ--"ভর্ত্তুঃ "শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরঃ অধর্ম্মঃ" কিন্তু "যো হি অমায়য়া অকপটেন আন্তরিকপ্রীতিবিশেষেণ ভর্ত্তা, তস্য শুশ্রূষণং পরঃ ধর্ম্মঃ"। পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি অভিভাবকবর্গ যাহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করেন, সে কন্যার প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক সর্ব্বান্তঃকরণে তাহারই সেবা করিতে হইবে ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, কিন্তু যাহার সহিত আন্তরিক প্রীতিবন্ধন থাকে তাহার সেবা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমরা তোমার এই কাপট্যপূর্ণ ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছি, কিন্তু এ ধর্ম্মগ্রহণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তোমার এই কপট ধর্ম্ম তোমাতেই থাক, এ ধর্ম্ম যেন অন্য কাহারও অনুষ্ঠান করিতে না হয়। হে মহাকপটগুরো! জগতে যাহারা তোমার মত কপট ধার্ম্মিক আছে, তাহাদের আচারে এবং ব্যবহারে কোনও ত্রুটি ধরিতে পারা যায় না; কিন্তু তাহারা এই প্রকার কপটভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া কত শত শত সরলবুদ্ধি লোকের যে সর্ব্বনাশসাধন করে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তোমার আকৃতি এবং প্রকৃতি সকলেরই চিত্তাকর্ষক। তোমার ভুবনমোহন মূর্ত্তি দেখিলে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত আত্মহারা হইয়া যায় এবং তুমি কালিয় দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ, দাবানল মোক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া বহুবার ব্রজবাসিগণের জীবনদান করিয়াছ, কিন্তু তোমার ধর্ম্মোপদেশে এতই কুটিলতা যে, তুমি শতকোটি ব্রজরমণীগণকে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য কপট যুক্তি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ এবং তাহাদের চির প্রচলিত ধর্ম্মপথে ও ধর্ম্মমতে অবিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছ। তোমার স্বভাব-সুন্দর আকৃতি দেখিয়া আমরা সকলেই তোমাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম রূপে ভালবাসি এবং তোমার পরহিতাচরণ প্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা সকলেই তোমাকে মহাপুরুষ বলিয়া জানি, কিন্তু আজ তোমার মুখে কপট ধর্ম্মকথা শুনিয়া আমাদের সব ভ্রম দূর হইয়া গেল। তুমি সর্ব্বলোকের হিতকারী হইয়াও পর-রমণী-বিলাসের লালসা পরিত্যাগ করিতে পার নাই, তাই নির্জ্জনে আমাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টিত হইয়াছ। যাহা হউক, আমাদের অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়া গেল, এখন আমরা কুলধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে পাইলেই রক্ষা পাই। জানিনা আমরা কোন্ দুর্দ্দৈব বলে এই কপট ধার্ম্মিকের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের পিতৃকুল ও পতিকুলে কেহই অধার্ম্মিক নাই এবং আমরা শিশুকাল হইতে নানাভাবে ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং ধর্ম্মাচরণই দেখিয়া আসিতেছি বলিয়া আজ তোমার কথিত কপটধর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইলাম, নচেৎ এই কপট ধর্ম্মপথের মোহ হইতে আত্মরক্ষা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় না। অতএব হে ব্রজরাজনন্দন! তোমার ধর্ম্ম লইয়া তুমি এই নির্জ্জনবনে অবস্থান কর, আমরা আমাদের চিরাচরিত ধর্ম্ম লইয়া নিজগৃহে ফিরিয়া যাই। কপট ধর্ম্মকথা বলিয়া আমাদের কুপথে লইয়া যাইবার ব্যর্থ চেষ্টা পরিত্যাগ কর। আমাদের দ্বারা তোমার কোন মনোবাসনাই পূর্ণ হইবে না। আমরা কুলধর্ম্মনিরতা ব্রজবনিতা, আমাদের পাতিব্রত্যধর্ম্মই জীবনের চিরসম্বল।

"যৎ পত্যপত্যসুহৃদাং" প্রভৃতি শ্লোকে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, নানাভাবে ব্রজরাজনন্দনের নিকট তাঁহার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন এবং তাঁহাদের বাক্য প্রয়োগ কৌশলে তাহাতে এইভাবে উপেক্ষা ভঙ্গিরও ইঙ্গিত প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহাদের এই প্রার্থনা বচনের বাস্তবার্থ সমালোচনা করিলে জানা যায় যে—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি যে পতি-সেবনাদি ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছ, তাহা অমূলক না হইলেও সকলের পক্ষেই তাহার কর্ত্তব্যতা নাই। যাহাদের পতিপুত্রাদিতে আসক্তি আছে, তাহাদেরই পতিপুত্রাদির সেবা করা উচিত, কিন্তু হে কৃষ্ণ! যাহাদের পতিপুত্রাদিতে আসক্তি নাই, পরন্তু যাহারা তোমাকেই পতিপুত্রাদির মূলস্বরূপ বলিয়া জানে তাহাদের আর পতিপুত্রাদির সেবা করিবার কোনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজনীয়তা নাই। সুতরাং তুমি যে ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছ তাহা "পত্যপত্যসুহৃদাং অনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্মঃ" (পত্যপত্যসুহৃদাং অনুবৃত্তিঃ যথাযোগ্যসেবা তস্যাং রঙ্গঃ আসক্তির্যাসাং তাসাং স্ত্রীণামেব স্বধর্ম্মঃ। নতু শ্রীভগবৎসেবানিষ্ঠানাং); আমরা শিশুকাল হইতেই তোমার চরণসেবাধিকার পাইবার জন্যই সমুৎকণ্ঠিত। আমরা তোমার চরণ ছাড়া স্বপ্নেও অন্য কিছু ভাবনা কিংবা কল্পনা করি নাই। আমাদের তোমার চরণসেবা ছাড়িয়া পতিপুত্রাদির সেবায় মনোনিবেশ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ যাহারা তোমার সেবা করে তাহাদের সকলেরই প্রীতিবিধান করা হয়, কিন্তু যাহারা তোমার সেবা ছাড়িয়া অন্য কাহারও, এমন কি বিশ্ববাসি মাত্রেরই সেবা করে, তাহা হইলেও তাহারা কাহারও প্রীতিবিধান করিতে পারে না। একমাত্র তোমার সেবাই সকলের সেবার মূল।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে তাহার শাখা প্রশাখা পত্র-ফলাদি সর্ব্বাংশেরই তৃপ্তি বিধান করা হয়, যেমন ভোজনাদি দ্বারা প্রাণের তৃপ্তি বিধান করিলে সর্ব্বেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবৎ-সেবা দ্বারা বিশ্বের তৃপ্তি বিধান হইয়া থাকে। যদি কেহ বৃক্ষের মূলে জল সেচন না করিয়া তাহার শাখাপল্লবাদিতে জল সেচন করে, তাহা হইলে তাহাতে শাখাপল্লবাদির কোনই লাভ হয় না কিংবা তাহাতে শাখাপল্লবাদি সজীব ও উৎফুল্ল হয় না। কিন্তু বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে বিনা জলসেকেই শাখাপল্লবাদি সজীব এবং উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এইরূপ যদি কেহ শ্রীভগবানের সেবা না করিয়া বিশ্বের প্রতি-জীবের সেবা করে, তাহা হইলে তাহাতে বিশ্ববাসীর কোনই কল্যাণ বা তৃপ্তিলাভ হয় না। বিশেষতঃ স্থাবর জঙ্গম, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ কীটাণু প্রভৃতি অনন্ত জীবে বিশ্ব পরিপূর্ণ। কাজেই সকলের সেবা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কেবলমাত্র জীব-সেবার বিজ্ঞান প্রকাশ মাত্রই হয়। কিন্তু যদি কেহ অনন্যচিত্তে শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ সেবন করে তাহা হইলে তাহাতেই সর্ব্বজীবের সেবাসিদ্ধি হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে সর্ব্বাত্মক! তোমার সেবা করিলেই আমাদের পতিপুত্রাদির সেবা সিদ্ধি হইবে। কিন্তু যদি আমরা তোমার সেবায় অবহেলা করিয়া পতিপুত্রাদির সেবা করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের অভিনয় মাত্র দেখান হইবে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের প্রীতিবিধান হইবে না, আমাদেরও কোনও লাভ হইবে না। শাস্ত্রে যে রমণীগণের পতিসেবার বিধি আছে, তাহা তোমার সেবাপ্রাপ্তির উপায়রূপেই বিহিত। যাহাদের জগৎপতির সহিত সম্বন্ধ হয় নাই, কিংবা যাহাদের পক্ষে জগৎপতির সেবা করা সম্ভবপর নহে, তাহাদেরই জগৎপতির প্রতিনিধি বুদ্ধিতে জাগতিক পতির সেবা করা উচিত। কিন্তু যাহারা জগৎ-পতির সেবা চায় না কিংবা জগৎপতিকে মানে না, তাহাদের জাগতিক পতির সেবা করা ব্যর্থ এবং আত্মসুখাপেক্ষারই পরিচায়ক। যতদিন পর্য্যন্ত জগৎপতির সেবায় অধিকার না হয় ততদিনই নানাবিধ ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত বাধ্যবাধকতা থাকে, কিন্তু জগৎপতির সম্বন্ধ পাইলে আর কাহারও সেবার দায়িত্ব থাকে না কিংবা কাহারও সহিত কোনই বাধ্যবাধকতা থাকে না।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাগত হইতে পারেন, তাঁহাদের দেবতা, ঋষি, আত্মীয়, পিতৃলোক কিংবা কাহারও নিকট কোন ঋণ থাকে না, কিংবা শাস্ত্রের কোনও বিধি-নিষেধের সহিত বাধ্যবাধকতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিং।
তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৩৩

থাকে না। কিন্তু যাঁহারা শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাগত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের দেবঋণ পরিশোধের জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, ঋষিঋণ পরিশোধের জন্য বেদাধ্যয়ন, ভূতঋণ পরিশোধের জন্য জীব সেবা, আত্মীয় ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁহাদের যথাযোগ্য পালন পোষণাদি এবং পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। শ্রীগোবিন্দ চরণাশ্রয়ে সর্ব্ববিধ ঋণ মুক্ত হইয়া যায় এবং বিধিনিষেধের কিঙ্করত্ব থাকে না।

অতএব হে কৃষ্ণ! আমরা যখন সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণ নিকটে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তখন আমাদের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য তোমারই চরণে সমর্পিত। আমরা আর কাহারও সেবা করিতে চাই না কিংবা আমাদের আর কোন বস্তুতেই কোন প্রয়োজনই নাই। তোমার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তিতেই আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে এবং আমরা চিরতরে কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইব।

এই ভাবে "যৎ পত্যপত্যসুহৃদাং" প্রভৃতি শ্লোকের বাস্তবার্থাস্বাদন করিয়া যদি যুগলার্থসন্ধাপনময় ভঙ্গির অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে জানা যায় যে—ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে ধার্ম্মিকশিরোমণে! তুমি যে পতি প্রভৃতির সেবা করা রমণীগণের সু অধর্ম্ম (স্বধর্ম্ম) বলিয়া আমাদের ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছ সেই ধর্ম্ম তোমাতেই থাকুক, আমরা সে ধর্ম্মযাজন করিতে চাহি না। এই প্রকারে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা ভঙ্গি দেখাইলেন এবং "প্রেষ্ঠো ভবান্ তনুভৃতাং" প্রভৃতি শ্লোকাংশ দ্বারা প্রার্থনা জানাইলেন যে—তুমি জীব মাত্রেরই পরমপ্রিয়, সুতরাং তুমি আমাদের যে প্রিয় হইতেও প্রিয়তম তাহা আর কি বলিব! আমরা তোমার সেবা করিবার জন্যই সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আমাদের চিরসঞ্চিত মনোবাসনা পূরণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ কর। ৩২

অন্বয়ঃ।—কুশলাঃ (সারাসারবিবেকিনঃ) স্বে (বন্ধৌ) আত্মন্ (সর্ব্বেষামাত্মনি) নিত্যপ্রিয়ে (স্বাভাবিকপ্রেমাস্পদে) ত্বয়ি রতিং (প্রীতিং) কুর্ব্বন্তি আর্ত্তিদৈঃ (বিবিধদুঃখপ্রদৈঃ) পতিসুতাদিভিঃ (পতিপুত্রাদ্যাত্মীয়াদিভিঃ) কিং (কিং প্রয়োজনং?) তৎ (তস্মাৎ) বরদেশ্বর (হে বরদাতৃণাং শ্রেষ্ঠ!) নঃ (তদ্ভক্তাঃ অস্মান্ প্রতি) প্রসীদ (স্বচরণসেবাধিকারপ্রদানরূপং প্রসাদং কুরু।) অরবিন্দনেত্র (হে কমললোচন!) চিরাৎ (বাল্যমারভ্য) ত্বয়ি (অস্মৎপ্রাণপ্রেষ্ঠে ভবতি) ধৃতাং (নৈশ্চল্যেন কৃতাং) আশাং (তব চরণসেবনাশাং) মাস্ম ছিন্দ্যাঃ (মা ছিন্ধি)॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—হে কৃষ্ণ! তুমিই সকলের পরম বান্ধব, আত্মা, এবং নিত্যপ্রিয়; এই জন্য সারাসার বিবেককুশল ব্যক্তিগণ তোমাতেই প্রীতি করিয়া থাকেন। পতিপুত্রাদি সকলেই নানাভাবে সকলেরই দুঃখপ্রদ; সুতরাং তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখার কোনই প্রয়োজন নাই। তাই বলিতেছি, হে বরদেশ্বর! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। হে কমললোচন! আমরা চিরদিনই তোমার চরণ সেবনের আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, তুমি তাহা নিষ্ফল করিও না॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—এতৎ সদাচারেণ দ্রঢ়য়ন্তঃ প্রর্থায়ন্তে কুর্ব্বন্তি হীতি। কুশলাঃ শাস্ত্রনিপুণাঃ। তথাচ শাস্ত্রং—কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নায়মাত্মা লোক ইতি॥ ৩৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং শাস্ত্রবলেন পত্যাদৌ শুশ্রূষণং প্রত্যাখ্যায় সদাচারবলেনাপি প্রত্যাচক্ষাণা মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ইত্যাদিনা প্রপঞ্চিতং তৎস্নেহনিগড়ং বিশেষতঃ পরিহরন্তি কুর্ব্বতি হীত্যর্দ্ধেন। হি প্রসিদ্ধৌ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুশলা য এতস্মিন্মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবা ইতি শ্রীগর্গবাক্যানুসারেণ সারাসারবিবেকচতুরাস্ত্বয়ি নিত্যপ্রিয়ে স্বাভাবিকপ্রেমাস্পদরূপে রতিং প্রীতিং কুর্ব্বন্তীতি তস্য স্বস্মিন্ পরস্মিংশ্চ সুখময়স্ফুরণমভিপ্রেতং। পত্যাদীনাং তদ্বৈপরীত্যমাহুঃ—স্বে আত্মীয়ে আত্মন্ আত্মনি চ আর্ত্তিদৈঃ দুঃখপ্রদৈঃ। তাদৃশভগবদ্বিমুখতাপাদকাস্মন্নিবারণতাৎপর্য্যাৎ। অতস্তৈঃ পত্যাদিভিরস্মাকং কিং প্রয়োজনং? স্ব ইতি সর্ব্বনামত্বেঽপি পূর্ব্বাদিত্বেন স্মাৎস্মিনোর্বিকল্পাৎ। তদেবং প্রথমদিক্স্থিতা ভক্তা ভজস্বেত্যুপক্রমানুরূপং বিবক্ষিতমুপসংহরতি—তত্তস্মান্নোঽস্মাকং সম্বন্ধেঽস্মান্ প্রতীত্যর্থঃ। প্রসাদমেবাবশ্যকার্য্যতাভিপ্রায়েণ ব্যতিরেকমুখেনাভিব্যঞ্জয়ন্তি মাস্মেতি। চিরাৎ অবোধোদয়াৎ ধৃতাং নৈশ্চল্যেন কৃতামিতি পতিভিঃ সহ তৎসম্বন্ধো নিরস্তঃ। মা ছিন্দ্যাঃ কিন্তু সফলয়েত্যর্থঃ। অন্যথা তচ্ছেদেন তদেকালম্বনজীবানামস্মাকং সদ্যো জীবনচ্ছেদঃ স্যাদিতি ভাবঃ। আশামেব বিশেষেণ ব্যঞ্জয়ন্তি হে বরদ কুমারীষু সঙ্কল্পো বিদিত ইত্যাদিনা দত্তবরবিশেষ হে ঈশ্বর! অন্যেষামপি দুর্ঘটং মনআদিঘটনাবিশেষসমর্থেতি চিরাদ্ধৃতামিত্যত্র হেতুঃ।

হে অরবিন্দনেত্রেতি শরদুদাশয় ইত্যাদি বক্ষ্যমাণাৎ অরং চক্রপ্রান্তং তদিব অরং তৎপত্রাগ্রভাগঃ হৃদয়চ্ছেদকত্বেন তদ্বিন্দতীতি তু সংরম্ভস্যান্তঃস্থিতেঃ শ্লেষশ্চ। অরবিন্দবদ্রাত্রাবপ্রকাশমানে নেত্রে যস্যেত্যতঃ পরমসুন্দরীষ্বপি অস্মাসু সম্প্রতি তবোপেক্ষা যুক্তেবেতি নর্ম্মদ্যোতনা চ। কিঞ্চারবিন্দরূপকেণ দৃষ্ট্যাপি সর্ব্বেষাং তাপহারিত্বং ধ্বনিতং। অতোঽস্মাসু তদ্বৈপরীত্যমযুক্তমিতি ভাবঃ। ঐশ্বর্য্যার্থস্তু হি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধৌ কুশলাঃ শ্রীনারদাদয়ঃ রতিং ভাবং নতু শ্রদ্ধামাত্রং। তচ্চ যোগ্যমিত্যাহুঃ নিত্যপ্রিয়ে কুতো নিত্যত্বং প্রিয়ত্বঞ্চ তত্রাহুঃ স্বে আত্মন্যপি বিষয়ে আত্মনি পরমাত্মনীত্যর্থঃ। কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনামিত্যুক্তেঃ। এতেন তস্য সুখরূপত্বঞ্চ ধ্বনিতম্ অন্যথা নিরুপাধিপ্রেমাস্পদত্বং ন স্যাৎ। অতোঽস্মাকং পত্যাদিভিঃ কিং অপি তু ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। নন্বু ভবতীনাং পত্যাদয়োঽপি মাদৃশা নিত্যপ্রিয়া এব নেত্যাহুঃ—আর্ত্তিদৈস্তাদৃশকুশলবৃন্দাভিলষিতাস্মদীয়ভগবদ্ভজনবিরোদিভিঃ। বরদেশ্বরেতি বরস্যাব্যভিচারিত্বং দর্শিতমিতি এবমুত্তরত্রাপ্যূহ্যং। নিষেধার্থশ্চায়ং নন্বহং তনুভৃতাং প্রেষ্ঠশ্চেত্তর্হি স্বস্বোচিতপ্রেমকর্ত্তারস্তে ইব ভবত্যোঽপি স্বোচিতং রত্যাখ্যং ভাবমেব ময়ি কুর্ব্বতামিত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—কুশলা মঙ্গলরূপাঃ সাধ্ব্য ইতি যাবৎ। আর্ত্তিদৈর্দুঃখাবখণ্ডকৈঃ পত্যাদিভির্হেতুভিঃ স্বে গৃহাদৌ আত্মনি চ নিত্যপ্রিয়ে সতি কিং ত্বয়ি রতিং কুর্ব্বন্তি অপি তু ন। তত্র স্বাদিনাশাপত্তেঃ। তত্তস্মাৎ হে বরদ বাঞ্ছিতপ্রদ ঈশ্বর গোকুলস্বামিন্ নঃ প্রসীদ। প্রসাদমেবাহুশ্চিরাদ্বয়মত্র মাস্ম ন তিষ্ঠাম। অস্তের্লুঙি লঙ্ প্রয়োগ আর্ষঃ। শীঘ্রং গৃহগমনায়ানুজ্ঞাং দেহীত্যর্থঃ। তথা ত্বয়ি ধৃতাম্ অবস্থিতাম্ আশাঞ্চাস্মদঙ্গসঙ্গেচ্ছারূপাং ছিন্দ্যাশ্ছিন্ধি। ধৃঞ্ অবস্থানে ইতি। অত্র বরদেশ্বরেত্যত্র পরমেশ্বরেতি পাঠেঽপীশ্বরবৎ সঙ্গমনীয়ঃ। ছিন্দ্যা ইত্যত্র ছিন্দ্যাদিতি পাঠে তু ভবানিত্যধ্যাহার্য্যম্॥ ৩৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীঃ—"যৎ পত্যপত্যসুহৃদাং" প্রভৃতি পূর্ব্বশ্লোকে ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণচরণে যে প্রার্থনা জানাইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা নানাবিধ শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিয়া স্থাপন করিয়াছেন যে—আত্মনিষ্ঠাই সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য এবং শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ। সুতরাং তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিয়া পতিপুত্রাদির সেবায় প্রবৃত্ত হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। তাহার পর তাঁহারা তাঁহাদের কথিত ও সমর্থিত বিষয়ে সদাচার প্রদর্শন করিবার জন্য "কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং" প্রভৃতি বাক্যের অবতারণা করিয়া বলিলেন—হে ব্রজজীবন! ব্রজের সকলেই জানে যে—মহাতপা গর্গাচার্য্য তোমার নামকরণ সময়ে বলিয়াছিলেন—

য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সমস্ত সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ, নন্দনন্দনে প্রীতি করিয়া থাকে, তাহাদের কখনও কোন শত্রুকৃত পরাভব ভোগ করিতে হয় না। শ্রীনারায়ণের চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণকে যেমন শ্রীনারায়ণ সর্ব্বদা অসুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন, সেইরূপ শ্রীনন্দনন্দনে প্রীতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণও সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

গর্গাচার্য্যের এই বচনে ব্রজের সকলেই জানে যে তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণতুল্য; সেইজন্যই যাঁহারা সারাসারবিচারবিজ্ঞ, তাঁহারা সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই ভালবাসিয়া থাকেন। তুমিই সকলের পরমবান্ধব, পরমপ্রিয় এবং আত্মস্বরূপ; সুতরাং তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহারও সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের কোনই প্রয়োজন নাই। তোমার সহিত সম্বন্ধ লাভের জন্য শাস্ত্রে নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্মাদির বিধি আছে এবং বিজ্ঞগণ তোমার সহিত সম্বন্ধলাভের আশাতেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আমাদের কত শত শত জন্মের পরম সৌভাগ্যবশতঃ তোমার সহিত সম্বন্ধ লাভ হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পতি সুতাদির সেবায় নিযুক্ত হইবার কোনই প্রয়োজন দেখিতেছি না। বিশেষতঃ পতি সুতাদির সহিত সম্বন্ধ সর্ব্বদাই দুঃখ-হেতু। কেননা তাহারা সকলেই অনিত্য, অস্থির এবং জরামরণাদি-সমাকুল; তাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে তাহাদের জরামরণাদিতে উদ্বেগ ও শোকাদি ভোগ করা অবশ্যম্ভাবী। যাহারা পতিপুত্রাদির সম্বন্ধের মোহে পড়িয়া তোমার সম্বন্ধ ভুলিয়া যায় তাহারা সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে। তুমি নিত্য, নিরতিশয় সুখাত্মক, স্বভাবতঃই সকলের প্রীত্যাস্পদ এবং হিতকারী। তোমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে আর কখনই কোনও দুঃখ-সম্পর্কের সম্ভাবনা নাই।

অতএব হে সর্ব্বাত্মন্! হে নিত্যপ্রিয়! আমরা যে তোমাকে ভালবাসি, তাহাতে আমাদের কোনই দোষ নাই। ব্রজের সকলেই তোমাকে নিজ নিজ ধন, প্রাণ ও আত্মীয়াদি অপেক্ষা শত শত গুণ অধিক ভাবে ভালবাসিয়া থাকে। সেইজন্যই মনে হয় যে—জগতে তোমার মত ভালবাসার পাত্র আর কেহই নাই। তুমি যে আমাদের পতি পুত্রাদির সেবা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ, তাহা কি কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইতে পারে? নিত্যপ্রিয় এবং নিত্যসুখাত্মক বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অনিত্য এবং দুঃখপ্রদ বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হওয়া বোধ হয় কাহারও মতেই সঙ্গত বলিয়া ধারণা হইতে পারে না। তাই বলিতেছি, হে ব্রজজীবন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের জীবন ধন্য কর।

হে বরদ! তুমিই আমাদের সেই কাত্যায়নী ব্রতের শেষ দিনে যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া বরদান করিয়াছিলে যে—আগামী পূর্ণিমায় আমাদের মনোবাসনা পূরণ করিবে। তাহার পর কত পূর্ণিমা চলিয়া গেল, আমাদের মনোরথ পূরণ হইল না। আমরা শিশুকাল হইতেই তোমাতে অনুরক্ত এবং জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার চরণসেবনের আশা পোষণ করিতেছি। আমাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সেই আশালতা বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের হৃদয় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র তোমার চরণসেবনাশা ব্যতীত আর কোন আশারই আমাদের হৃদয়ে স্থান নাই এবং আমাদের প্রাণও সেই আশালতা অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করিতেছ। হে অরবিন্দনেত্র! তুমি যদি আমাদের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া আমাদের সেই আশালতার মূলচ্ছেদন কর তাহা হইলে আমাদের পক্ষে প্রাণধারণ করাও সম্ভবপর হইবে না। আমাদের বরদানকালে তুমি নিজ সামর্থ্য বিচার না করিয়াই কেবলমাত্র দয়াপরবশ হইয়া আমাদের মনোরথ পূরণের অঙ্গীকার করিয়াছিলে, কিন্তু কার্য্যকালে নিজের অসামর্থ্য বুঝিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছ, একথা বলিলেও আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস করিতে পারিব না, কেননা তুমি ঈশ্বর। ঈশ্বরের পক্ষে কোন কার্য্যই অকরণীয় কিংবা অসম্ভব হয় না। তুমি গোবর্দ্ধন ধারণে, কালিয়দমনে, দাবানলপানে এবং বরুণালয় হইতে নন্দ মোচনে যে অসাধারণ সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছ, তাহাতে ব্রজের সকলেই জানে যে—তোমার পক্ষে কোন কার্য্যই অসম্ভব নহে। যাহারা স্বভাবতঃই অসমর্থ, তাহারা যদি দয়াপরবশ হইয়া কাহারও কোনও মনোরথ পূরণ করিবার জন্য চেষ্টা করে তাহা তাহাদের অসামর্থ্য বশতঃ সফল হয় না। সেইজন্য অসমর্থ ব্যক্তির দয়ালুতা কেবলমাত্র ক্লেশহেতুই হইয়া থাকে। কিন্তু হে ঈশ্বর! হে সর্ব্বসামর্থ্যশালিন্! তোমার পক্ষে সকলই সম্ভবপর।

দয়ালোরসমর্থস্য ক্লৈশায়ৈব দয়ালুতা। বিশ্বোদ্ধারধুরীণস্য সা তবৈকস্য শোভতে। (প্রাচীনবাক্যং)

কোনও দয়ালু ব্যক্তির যদি পরদুঃখ দূর করিবার সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে তাহার দয়ালুতা-গুণ কেবলমাত্র ক্লেশহেতুই হয়। কেননা তিনি অসামর্থ্যবশতঃ পরের দুঃখ দূর করিতে না পারিয়া দুঃখিত হন এবং যাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন তাহারও দুঃখ দূর না হওয়ায় সেও হতাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু হে ভগবন্! আপনি ইঙ্গিত মাত্রেই বিশ্বোদ্ধার করিতে সমর্থ, কাজেই আপনার পক্ষে দয়ালুতা-গুণ কার্য্যকর এবং শোভনীয়।

হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি যে আমাদের পতিপুত্রাদির সেবা করিতে আদেশ করিতেছ, তাহাদের সেবায় এ পর্য্যন্ত কাহারও দুঃখ দূর হয় নাই, প্রত্যুত তাহাদের সেবায় প্রতি পদে পদে নানাবিধ দুঃখ বরণ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু তুমি স্বভাবতঃই সকলের সর্ব্বদুঃখহারী, কাজেই তোমার চরণসেবায় কাহারও কোন প্রকার দুঃখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই এবং তোমার সেবাতেই অশেষ জন্মসঞ্চিত দুঃখরাশির অবসান হইয়া যায়। তাই বলিতেছি, হে বরদ! হে ঈশ্বর! আমাদের আশালতা ছিন্ন করিও না, আমাদের উপর প্রসন্ন হও, চরণ-সেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের চিরসঞ্চিত মনোবাসনা পূর্ণ কর।

শ্রীকৃষ্ণোপেক্ষিতা ব্রজরমণীগণ এইপ্রকার নানাভাবে দৈন্য প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে এইপ্রকার নানাবিধ প্রার্থনাবাক্য বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পরম প্রেমস্বভাববশতঃ মধ্যে মধ্যে তাঁহা-দের প্রার্থনা বচনেও কিঞ্চিৎ প্রণয়ের্ষ্যা এবং শ্লেষোক্তির ইঙ্গিত প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণকে "বরদ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তাহার অর্থ সাধারণতঃ বরদাতা কিন্তু ছেদনার্থক "দো" ধাতুদ্বারা "বরদ" পদ নিষ্পন্ন করিলে তাহার অর্থ হয় স্বদত্ত বরচ্ছেদক। ইহাতে ব্রজরণীগণের বক্তব্য এই যে—হে কৃষ্ণ! বস্ত্রহরণ দিনে তুমিই আমাদের বরদান করিয়াছিলে যে—আগামী পূর্ণিমা দিনে আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবে, কিন্তু আজ তুমি আমাদের বংশীতানে নিজ নিকটে আনিয়া আমাদের নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ এবং তোমার চরণ সেবাধিকার প্রদানে অসম্মতি প্রদর্শন করিতেছ। সুতরাং তুমি আমাদের বরদান করিয়া আবার নিজেই তাহা ছেদন করিতেছ। তুমি ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রজরাজের পুত্র, সুতরাং তোমার পক্ষে সকলই শোভা পায়। যাহাদের কোনপ্রকার প্রভুত্ব আছে তাহারা শত শত বার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিলেও কোন দোষ হয় না, কিন্তু যাহারা তাহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী, তাহাদের কোনপ্রকার ত্রুটি হইলেই তাহা অমার্জ্জনীয় দোষ মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। হে ব্রজরাজনন্দন! তোমাকে আর কি বলিব, তুমি রাজপুত্র এবং আমরা তোমারই রাজ্যে বাস ও নিরন্তর তোমার কৃপাদৃষ্টির অপেক্ষা করি, সুতরাং তুমি আমাদের বরদানও করিতে পার, আবার ইচ্ছা হইলে তাহা খণ্ডনও করিতে পার।

ব্রজরমণীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে "অরবিন্দনেত্র" অর্থাৎ কমললোচন বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহারা ইঙ্গিত করিয়াছেন যে—হে কৃষ্ণ! তোমার নয়নদ্বয় কমলসদৃশ বলিয়া রাত্রিতে তাহা মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, কাজেই তুমি আমাদের নয়ননীরব্যাপ্ত হতাশ বদন দেখিতে পাইতেছ না এবং সেইজন্যই এই প্রকার মর্ম্মপীড়াপ্রদ বাক্য বলিতে পারিতেছ। কিন্তু তুমি যদি একবার আমাদের বিরহম্লান বদন দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার হৃদয় বিগলিত হইত এবং আমাদের তোমার চরণসেবাধিকার প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতে না।

পূর্ব্বে বর্ণিত আছে যে—ব্রজরমণীগণ যখন যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহারা ঘন মণ্ডলাকারে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া তাঁহারই চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন নানা ভঙ্গি করিয়া তাঁহাদের উপেক্ষাবচন বলিয়াছিলেন তখনও তাঁহারা সেই ভাবেই অবস্থিত ছিলেন। তদনন্তর তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণবচনের উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাঁহার চতুর্দ্দিক্স্থিতা গোপ-রমণীগণের মধ্যে এক এক দিকে দণ্ডায়মানা যূথেশ্বরীগণই শ্রীকৃষ্ণ বচনের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। "কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং" প্রভৃতি শ্লোকের শেষাংশে "তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর" "অতএব হে বরদেশ্বর! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও" এই প্রকার উপসংহার বচন থাকায় মনে হয় যে—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতা গোপ-রমণীগণের মধ্যে যে দিকের যূথেশ্বরী প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই স্থানে তাঁহার বাক্য শেষ হইল।

পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শুনিয়া তাঁহার চরণসেবাধিকারপ্রাপ্তিতে হতাশ হইয়া যে সমস্ত দৈন্যমিশ্রিত প্রার্থনা বচন বলিয়াছেন তাহার অন্তরালে উপেক্ষাভঙ্গি, বাস্তবার্থ এবং উপেক্ষা ও প্রার্থনা এই যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থভঙ্গির সমাবেশ আছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। "কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরমণীগণের দৈন্য মিশ্রিত প্রার্থনাভঙ্গির আলোচনা হইল; এখন ক্রমশঃ উপেক্ষাভঙ্গি প্রভৃতি ত্রিবিধ অর্থের আলোচনা করা হইবে।

"কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং" প্রভৃতি শ্লোকের উপেক্ষাভঙ্গিময় অর্থের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে—ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি ব্রজরাজনন্দন এবং রূপগুণ সৌন্দর্য্যে পরম মনোহর। কিন্তু তাই বলিয়া কি পতিব্রতা রমণীগণ, পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া তোমাতে আসক্ত হইবে? (কুশলাঃ সাধ্ব্যঃ কিং ত্বয়ি রতিং কুর্ব্বন্তি?) পতিব্রতা রমণীগণ, তাহাদের পতি পুত্রাদি লইয়া পরমানন্দে নিজগৃহে অবস্থান করে এবং তাহাই তাহাদের নিত্যপ্রিয়। রাজমহিষীগণের পতি রাজা, পুত্র রাজপুত্র, নিবাস-স্থান রাজপ্রাসাদ এবং ভোজন রাজভোগ। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে দরিদ্র অপেক্ষা অধিকতর সুখভোগ করে তাহা বলা যায় না। দরিদ্র গৃহিণীগণও তাহাদের দরিদ্র পতি পুত্র হইয়া কুটিরে বাস করিয়া এবং শাকান্ন ভোজন করিয়াও পূর্ণ প্রীতি এবং তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। পতিব্রতা রমণীগণ কদাপি পরপুরুষের রূপ গুণ কিংবা বৈভবাদিতে আকৃষ্ট হইয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না কিংবা তাহাদের পতি পুত্র, গৃহ, বৈভব প্রভৃতি যাহা আছে তাহাতে তাহাদের কোনও অভাব বোধ হয় না। তাই বলিতেছি, ("আর্ত্তিদৈঃ দুঃখাবখণ্ডকৈঃ পত্যাদিভির্হেতুভিঃ স্বে গৃহাদৌ আত্মনি চ নিত্যপ্রিয়ে সতি কিং ত্বয়ি রতিং কুর্ব্বন্তি?" অপি তু ন) পতিব্রতা রমণীগণ কি তাহাদের পতি পুত্রাদি ছাড়িয়া তোমাতে অনুরক্ত হইবে? হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিও না। অতএব হে বরদ! (বাঞ্ছিতপ্রদ!) হে ঈশ্বর! (গোকুলস্বামিন্!) আমরা এখানে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না। আমাদের সত্বর গৃহে গমন করিবার আজ্ঞা প্রদান কর। আমাদের উপর প্রসন্ন হও, আমাদের গৃহ গমনে বাধা প্রদান করিও না। (বয়মত্র চিরাৎ মাস্ম—ন তিষ্ঠামঃ, শীঘ্রং গৃহ-গমনায়ানুজ্ঞাঃ দেহীত্যর্থঃ) আমরা পুষ্প চয়নের জন্য বনে আগমন করিয়া তোমার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি এখানে আছ—ইহা যদি আমরা পূর্ব্বে জানিতাম তাহা হইলে কদাপি এদিকে আসিতাম না। যাহা হউক, দৈবাৎ আমরা তোমার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন আমরা স্বধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গৃহে গমন করিতে পারিলে রক্ষা পাই। হে গোকুলস্বামিন্! আমাদের উপর প্রসন্ন হও, আমাদের গৃহ গমনে বাধা প্রদান করিও না, কিংবা আমাদের তোমার নিকটে অধিকক্ষণ থাকিবার জন্যও অনুরোধ করিও না। আমরা কুলবতী রমণী, একমাত্র পতিসেবনই আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; অতএব তাহা ছাড়িয়া অন্যত্র বৃথা কালক্ষেপ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। (অতএব হে অরবিন্দনেত্র! ত্বয়ি ধৃতাং অবস্থিতাং আশাং অস্মদঙ্গসঙ্গেচ্ছারূপাং দুরাশাং ছিন্দ্যাঃ ছিন্ধি) অতএব হে কমললোচন! তুমি যে আমাদের অঙ্গসঙ্গ লাভের দুরাশা করিয়া এই নির্জ্জনস্থানে আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ, তুমি সে দুরাশার মূল ছেদন কর। পতিব্রতা রমণীগণ কখনই তাহাদের কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার দুরাশা পূরণ করিতে স্বীকৃত হইবে না। তুমি কমললোচন বলিয়া রাত্রিকালে কমলের ন্যায় তোমার নয়ন মুদ্রিত থাকে; সেইজন্য তুমি তোমার কোনও প্রণয়িনী রমণীবৃন্দ ভ্রমে আমাদের মত কুলধর্ম্মনিরতা গোপরমণীগণের নিকট দুরাশা জ্ঞাপন করিতেছ কিনা তাহা জানিনা, তথাপি আমরা তোমাকে জানাইতেছি, হে ব্রজরাজনন্দন! আমরা তোমার জন্য এই রাত্রিকালে নির্জ্জন বনভূমিতে আসি নাই। আমরা কুলবতী রমণী, বনদুর্গা পূজার জন্য এখানে কুসুম চয়ন করিতে আসিয়া হঠাৎ তোমার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছি। তাই বলিতেছি, হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি আমাদের সহিত মিলনের দুরাশা পরিত্যাগ কর এবং আমাদের গৃহ গমনের পথরোধ করিও না কিংবা ইঙ্গিত ভঙ্গিতে আমাদের এখানে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিও না। আমাদের উপর প্রসন্ন হও, আমরা এই দিকেই নিজ গৃহে গমন করিব, আমাদের পথ ছাড়িয়া দাও। (আশাং অস্মাকং ব্রজগমনদিশং মা ছিন্দ্যাঃ রোধনেন নৈব ছিন্ধি।) হে গোকুলস্বামিন্! পররমণী-বিলাসই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে যাহারা তোমার রূপ-গুণ-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট, তুমি তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমার মনোবাসনা পূরণ কর, কিন্তু কোনও পতিব্রতা রমণীই তোমার মনোবাসনা পূরণে স্বীকৃত হইবে না। (কুশলাঃ—সাধ্ব্যঃ ত্বয়ি রতিং ন কুর্ব্বন্তি, কিন্তু অকুশলাঃ পাতিব্রত্যধর্ম্মভ্রষ্টাস্ত কুর্ব্বন্ত্যেব।)

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসও তাঁহার দানলীলার পদে গাহিয়াছেন—দানলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণীগণের পথরোধ করিলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

ছুঁইওনা ছুঁইওনা নিলাজ কানাই আমরা পরের নারী। পরপুরুষের পবন পরশে সচেলে সিনান করি।

* * * * *

গোবিন্দ দাসের বচন মানহ না কর এমন ঢঙ্গ। যোই নাগরী ও রসে আগরী করহ তাকর সঙ্গ॥

রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজরমণীগণের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াও নানাবিধ বাক্য-ভঙ্গিতে ব্রজরমণীগণের নিকট উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ রসিকশিরোমণি ব্রজরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াও এই প্রকার নানাবিধ বাক্যভঙ্গিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ইহাই ইহাদের পরমাশ্চর্য্য রসাস্বাদন চাতুর্য্য!!

"কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং" প্রভৃতি শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনা করিলে জানা যায় যে—ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে সর্ব্বাত্মন্! হে সর্ব্বসেব্য! কুশলাঃ সারাসারবিবেকিনঃ ব্রহ্মশিবনারদসনকাদয়ঃ ত্বয়ি রতিং কুর্ব্বন্তি"। হে কৃষ্ণ! অজ্ঞ জীবগণ, সর্ব্বদাই তাহাদের দেহ-দৈহিকাদিতে আসক্ত হয় এবং তাহা লইয়াই মত্ত থাকে, কিন্তু যাহাদের সারাসার বিচারের শক্তি আছে তাহারা কখনও অনিত্য অসার দেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈহিকাদি লইয়া মত্ত থাকে না। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, সনকাদি বিজ্ঞগণ সারাসারবিচারকুশল বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ এবং তাঁহারা কদাপি দেহ-দৈহিকাদি লইয়া মত্ত থাকেন না, তাঁহারা নিরন্তর তোমাতেই প্রীতি করিয়া থাকেন। কেননা তুমি আত্মারও আত্মা নিত্যপ্রিয়। "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং" প্রভৃতি শাস্ত্র বচনে জানা যায় যে, তুমি সকল আত্মার আত্মা। সুতরাং তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র প্রীতি করা কখনই বিজ্ঞজনের কার্য্য নহে। জগতে তোমার সম্বন্ধ লইয়াই পতি পুত্রাদি প্রিয় হইয়া থাকে ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। "নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" এই শ্রুতি বচনে স্পষ্টই জানা যায় যে—পতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, আত্মার সুখের জন্যই পতি প্রিয় হয়। কেবলমাত্র পতিই নহে, জগতের সর্ব্ববস্তু সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা—"নবা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি"। কাহারও জন্য কোনও বস্তু কাহারও প্রিয় হয় না, একমাত্র আত্মার সুখের জন্যই সর্ব্ব বস্তু সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। হে কৃষ্ণ! তুমিই সকলের আত্মা, অতএব তুমিই নিত্যপ্রিয়। সেইজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্ব্ববিধ বস্তুর সম্বন্ধ ছাড়িয়া একমাত্র তোমাকেই ভালবাসিয়া থাকেন।

অজ্ঞ জীবগণ, দেহ সম্বন্ধে যাহাদের পতি পুত্রাদি বলিয়া মমতাস্পদ-রূপে গ্রহণ করে, তাহারা কেহই নিত্যপ্রিয় নহে, প্রত্যুত তাহারা সকলেই আর্ত্তিদ। নানাভাবে আর্ত্তি প্রদান করাই তাহাদের স্বভাব। কিন্তু অজ্ঞ জীবগণের কি যে ভ্রান্তি, তাহারা পতি পুত্র পরিজন বিষয়-বৈভবাদি আর্ত্তিপ্রদ বস্তুকেই আর্ত্তিহারক বলিয়া মনে করে এবং তাহাদের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া নিত্যপ্রিয় বস্তুর সম্বন্ধ ভুলিয়া যায়। একমাত্র শ্রীভগবান্ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কিংবা কোনও বস্তুই নিত্যপ্রিয় হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ সর্ব্ববিধ দুঃখসম্পর্কগন্ধলেশ-বিহীন সচ্চিদানন্দ বস্তু। তাঁহার যে কোনও সম্বন্ধই সকলের পক্ষে সর্ব্বদাই সুখহেতু। জাগতিক কোনও বস্তু কিংবা কোনও ব্যক্তিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ নহে, তাহারা সকলেই অনিত্য, জড় এবং দুঃখাত্মক, কাজেই তাহাদের সহিত সম্বন্ধ করিলে সময় বিশেষে কিঞ্চিৎ সুখের আভাস পাওয়া গেলেও তাহাতে দুঃখের সম্ভাবনাই অধিক। জাগতিক কোন বস্তুই কেবলমাত্র সুখহেতু কিংবা দুঃখহেতু নহে। জগতের সমস্ত বস্তুই কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ প্রদান করিয়া সর্ব্বদাই জীবগণকে ব্যতিব্যস্ত এবং বিচলিত করিয়া রাখে। জগতের কোনও বস্তুর সম্বন্ধেই কেহ শান্তি লাভ করিতে পারে না।

তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে। তদেব কোপায় ভূত্বা প্রসাদায় চ জায়তে।
তস্মাদ্দুঃখাত্মকং নাস্তি নৈব কিঞ্চিৎ সুখাত্মকং॥

(প্রাচীনবাক্যং)

জগতের যে বস্তুকে প্রীতিহেতু বলিয়া মনে হয়, ক্ষণান্তরেই আবার সেই বস্তু দুঃখহেতু হইয়া পড়ে—যেমন ক্ষুধিত ব্যক্তির পক্ষে অন্নাদি বড়ই প্রীতিহেতু, কিন্তু উদর পূরণ হইলেই তাহা অত্যন্ত দুঃখ-হেতু বলিয়া মনে হয়। এই প্রকার যে কোনও বস্তু কিংবা যে কোনও ব্যক্তিকে দেখিলে দ্বেষবশতঃ ক্রোধের সঞ্চার হয়, আবার সময়ান্তরে সেই বস্তু কিংবা সেই ব্যক্তিকে দেখিলেও আসক্তি বশতঃ আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং জগতের কোনও বস্তুকেই সুখ-হেতু কিংবা দুঃখ-হেতু বলা যায় না। জগতের সমস্ত বস্তুই এই প্রকার চঞ্চল স্বভাব। সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখনও ইহাদের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিয়া সুখ-দুঃখের তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত এবং বিচলিত হইতে ইচ্ছা করেন না।

নশ্বর জগতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই নশ্বর। একমাত্র জগন্নিয়ন্তা শ্রীভগবানই অনশ্বর। এই অনশ্বর বস্তু ছাড়িয়া নশ্বর জগতের সহিত সম্বন্ধ করিলেই নানাবিধ দুঃখ দৈন্যে অভিভূত হইয়া দুর্বহ জীবনভার বহন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হয়। পতি-পুত্রাদি আত্মীয়গণ, যদি অতি সুশীল সদ্ব্যবহারপরায়ণও হয় তাহা হইলেও তাহাদের ব্যাধি বিপদ ও মরণাদিতে ক্লেশভোগ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধই ক্লেশপ্রদ।

যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্। তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥ (প্রাচীনবাক্যং)

জগতের জীবগণ পতি পুত্র আত্মীয় পরিজন প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যত জনকে পরমপ্রিয় বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাদের হৃদয়ে ততগুলি শোকশঙ্কু প্রোথিত হয়। সুতরাং জগতে কাহারও সঙ্গে কোনপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগন্নিয়ন্তা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করাই কর্ত্তব্য এবং সেইজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জগৎ ভুলিয়া জগন্নাথের প্রেমেই মাতোয়ারা হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ পতি পুত্র পরিজনাদির মায়িক ব্যবহারের মোহে পড়িলে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ হইতে দূর দূরান্তরে চলিয়া যাইতে হয় বলিয়া তাহারা সকলেই আর্ত্তিদ। জীবের সমস্ত দুঃখেরই মূল কারণ শ্রীভগবৎসেবা না করা। পতি পুত্রাদি আত্মীয়গণ শ্রীভগবৎসেবার বিশেষ পরিপন্থী, সুতরাং তহোদের মত আর্ত্তিদ আর কেহই নাই। কাজেই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সমস্ত ছাড়িয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য নানাবিধ সাধনানুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন।

সেইজন্যই বলিতেছি, হে বরদেশ্বর! আমাদের উপর প্রসন্ন হও। তুমি ব্যতীত আর এমন কেহই নাই যে তাহার দ্বারা মনোরথ পূরণ হইতে পারে। অজ্ঞান মূঢ় জীবগণ, পতি পুত্র আত্মীয় বিষয়-বৈভবাদি যাহারই ভরসা করুক না কেন, কাহারও দ্বারা কাহারও মনোরথ পূরণ হইতে পারে না। একমাত্র তোমার চরণাশ্রয়েই সকলের সকল মনোরথ পূরণ হইয়া থাকে। জগতের নিকট যাহাই পাওয়া যাউক না কেন, তাহাতে অপূর্ণতা থাকে। একমাত্র জগন্নাথের অনুগ্রহ দানে সকলেরই সকল অভাবের পূর্ণতা সাধন হয়। জগতের দানে যদি কেহ রাজা হয় তথাপি তাহার সর্ব্ববিধ অভাব এবং অপূর্ণতা দূর হয় না। কিন্তু জগন্নাথের অনুগ্রহ দানে যদি কেহ বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষুকও হয় তথাপি তাহার কোনও অভাব থাকে না। জগতের জীব যদি তাহার কোনও পরমাত্মীয়ের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার দুঃখ দুর করিতে চেষ্টা করে তথাপি অক্ষমতাবশতঃ কিছুতেই তাহা করিতে পারে না। পুত্রের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া তাহার পিতা মাতা তাহাকে ত্রাণ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন না, কিন্তু অক্ষমতাবশতঃ তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় না। কিন্তু শ্রীভগবানের কোনই অক্ষমতা নাই, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। কাজেই তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে সকলেরই সর্ব্ব দুঃখ দূর হয় এবং সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। তাই বলিতেছি যে—হে বরদেশ্বর! তুমি আমাদের উপর প্রসন্ন হও, একমাত্র তোমার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত আমাদের দুঃখ নিবারণের আর কোনই উপায় নাই।

হে অরবিন্দনেত্র! তোমার কৃপাদৃষ্টিপাতে সকলের সকল তাপের অবসান হইয়া যায়। আমরা তোমারই বিরহ তাপে সন্তপ্ত হইয়া তোমার চরণে শরণাগত হইলাম। তুমি কমল নয়নের করুণামাখা দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের সেই তাপশান্তি কর। আমরা শিশুকাল হইতে তুমি ছাড়া আর কিছুই জানি না। কেবল তোমার চরণসেবনাশা ব্যতীত আর কোন আশাই আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তুমি কৃপানুমোদনে আমাদের সেই আশালতা ফলবতী কর। হে নিরর্গল-করুণাবারিধে! উপেক্ষাবাক্য-কুঠারাঘাতে আমাদের আশালতার মূলচ্ছেদন করিও না।

এই ভাবে এই শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনা করিয়া যুগলার্থ সন্ধাপনময় অর্থের অনুসন্ধান করিলে মনে হয় যে—"কুশলাঃ কিং ত্বয়ি রতিং কুর্ব্বন্তি"? এই ভাবে শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থ করিলে জানা যায় যে—ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ! পতিব্রতা রমণীগণ কি তাঁহাদের পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া তোমাতে আসক্ত হইবে? ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপেক্ষাভঙ্গি প্রদর্শন করা হইল। আবার এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে ব্রজরমণীগণ বলিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ॥ ৩৪

হে বরদেশ্বর! তুমিই আমাদের বস্ত্রহরণ দিনে বর প্রদান করিয়াছিলে বলিয়া আমাদের হৃদয়ে তোমার চরণসেবনাশা বীজ রোপিত হইয়াছে এবং তোমারই বংশীনাদামৃতে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ফলোন্মুখ হইয়াছে। কিন্তু এখন যদি তুমি উপেক্ষা বাক্যে তাহার মূলচ্ছেদ কর তাহা হইলে আমাদের আর গতি নাই। অতএব হে কৃষ্ণ! আমাদের উপর প্রসন্ন হও, চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের চিরসঞ্চিত মনোরথ পূরণ কর ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ- যৎ চিত্তং (অস্মাকং যদেব চিত্তং) গৃহেষু (পত্যাদিষু তত্তৎসেবাকার্য্যাদিষু চ) নির্ব্বিশতি (এতাবন্তং কালং নিবিষ্টমেবাসীৎ তদেব চিত্তং) সুখেন (অনায়াসেন সুখাত্মকেন বা) ভবতা অপহৃতং (তত আকৃষ্য স্বাভিমুখং কৃতং) করৌ অপি (অস্মাকং যৌ করৌ তৌ অপি) গৃহকৃত্যে (নানাবিধগৃহসম্বন্ধীয়কৃত্যে নির্ব্বিশতঃ তৌ অপি ভবতা অপহৃতৌ।) পাদৌ (অস্মাকং চরণাবপি ভবতাপহৃতৌ তস্মাৎ তৌ) তব পাদমূলাৎ (তব চরণসকাশাৎ) পদং (একপদমপি) ন চলতঃ (নৈব গন্তুং শক্নুতঃ) অথো (অতো বয়ং) কথং ব্রজং যামঃ (কেনোপায়েন ব্রজং গমিষ্যাম) কিং বা করবাম (তত্র গত্বা বা কিং করিষ্যাম)? ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের গৃহাভিনিবিষ্ট চিত্ত এবং গৃহকার্য্যরত করদ্বয় অনায়াসে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়াছ। আমাদের চরণদ্বয় তোমার চরণ ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। অতএব আমরা কি প্রকারেই বা ব্রজে যাইব, সেখানে গিয়াই বা কি করিব? ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ প্রতিযাতেতি যদুক্তং তদশক্যং ত্বয়ৈব চিত্তাদীনামপহৃতত্বাদিত্যাহুঃ চিত্তমিতি। যদস্মাকং চিত্তমেতাবন্তং কালং সুখেন গৃহেষু নির্ব্বিশতি তৎ ত্বয়াপহৃতং। যৌ করাবপি গৃহকৃত্যে নির্ব্বিশতস্তাবপি। সুখাত্মনা ত্বয়েতি বা ॥ ৩৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বু গৃহবাসসুখরক্ষার্থমপি ন পত্যাদিত্যাগো বিধেয় ইত্যাশঙ্ক্য তত্রাপি তস্যৈব দোষোদ্ভাবনপূর্ব্বকমাহুঃ চিত্তমিতি। সুখেন সুখরূপতয়া স্বদর্শকেনেতি তদানীং গৃহাদীনাং দুঃখরূপতাস্ফূর্ত্তিধ্বনিতা। সুখেন সহিতমিতি বা। পাদৌ যৌ গৃহকৃত্যে গমনে বা নির্ব্বিশতস্তাবপহৃতৌ অতস্তব পাদমূলাৎ পদমেকমপি ন চলতঃ গন্তুং ন শক্নুত ইত্যর্থঃ। করয়োঃ পাদয়োশ্চাপহারস্তত্তদিন্দ্রিয়শক্ত্যপহারাৎ অত আগমনঞ্চ ত্বদ্গীতাকর্ষণমাত্রেণেতি ভাবঃ। অথো অস্মাদ্ধেতোঃ কথং ব্রজং যামঃ। নন্বু অবলাঃ! এবঞ্চেন্ময়ৈবাগ্রে গচ্ছতা সহ গম্যতাং তত্রাহুস্তত্র গত্বা কিংবা করবামেতি। বাশব্দঃ সমুচ্চয়ে। যদ্যপি চিত্তাপহারেণ সর্ব্বেন্দ্রিয়াপহারোঽপ্যায়াতি তথাপি বিশেষতঃ কর-পাদাপহারোক্তিঃ পতিশুশ্রূষণাদিগৃহকৃত্যস্যান্যত্র নিজগমনস্য চ পরিহারায়। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা। যচ্চিত্তং সুখে নিমিত্তে সুখে বিষয়ে বা পূর্ব্বং স্থিতং তদ্ভবতাপহৃতং সৎ উতাপি ন প্রবিশত্যপি কুতস্তস্মিন্ কৃত্যে করাদিকং প্রবেশয়েদিত্যর্থঃ। নন্বু গৃহেশ্বর্য্যস্তথাপি তদ্বিচারবলেন প্রবেশ্যতাং তত্রাহুঃ করাবপ্যপহৃতৌ গৃহসম্বন্ধিকৃত্যে ন নির্ব্বিশতঃ। নন্বু তথাপ্যত্র তু স্থাতুমযুক্তমিতি গচ্ছতৈব তত্রাহুঃ। পাদৌ চ ভবতাপহৃতৌ স্বাভিমুখ্যেনাকৃষ্টৌ পদমপি ন চলত ইত্যন্যৎ সমানং। অতস্ত্বয্যেব চিত্তং ত্বদর্থকৃত্যে এব করৌ ত্বৎস্থান এব পাদৌ প্রবিশন্তি নান্যত্রেতি সূচিতং। অত্র মর্ম্মেদং। বনেঽস্মাকং প্রয়োজনাভাবাৎ তদ্দর্শনার্থং নাগতাঃ স্মঃ চিত্তবিত্তস্য ভবতাপহরণাৎ তদুদ্দেশেনাত্রাগতাশ্চৌরং ভবন্তং প্রাপ্যা অপি গ্রহীতুং নেতুঞ্চ তথাক্রোশনার্থং কুত্রাপি গন্তুমপি ন শক্নুমঃ ভবতা করপাদাপহরণাৎ অতো হৃতধনাঃ কথং ব্রজং যামঃ কিং বা করবাম। স্তম্ভনাদিমহামন্ত্রজ্ঞচোরবরে কস্যাপ্যুপায়স্যাপ্রভাবাদিতি ভাবঃ, নিষেধার্থশ্চায়ং—নন্বু বেণুগীতেন ময়া গৃহাদাকৃষ্টাঃ সুষ্ঠু শ্রান্তাশ্চ কথং গন্তুং শক্নুথ তত্রাহুর্গৃহেষু ভবতা উদ্ভবতা সুখেনা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পহৃতং চিত্তং যদ্‌যস্মাৎ গৃহকৃত্যে নির্ব্বিশতি। যদ্বা চিত্তং সুখে এব নতু ভবতাপহৃতং যস্মাদ্‌গৃহেষু নির্ব্বিশতি এবং করাবপি গৃহকৃত্যে নির্ব্বিশতঃ। পরিশ্রান্তত্বমাশঙ্ক্যাহুঃ পাদৌ কথং পদমপি ন চলতঃ অপি তু দূরমপি চলত এব। ততঃ কথং ন যামঃ অপি তু যামঃ এব, অত্র চ কিং করবামেতি॥ ৩৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে আকৃষ্টা ব্রজরমণীগণ ধৈর্য্য ধর্ম্ম লজ্জা কুলশীলাদি পরিত্যাগ করিয়া যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন করিয়া ঘন ঘন মণ্ডলাকারে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা নিজ নিজ ভাববৈচিত্রীবশতঃ সপক্ষা, বিপক্ষা, সুহৃৎপক্ষা এবং তটস্থপক্ষা ভেদে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের প্রেমের কথা তাঁহাদেরই মুখে ব্যক্ত করিয়া নিজ কর্ণে শ্রবণ করিবার জন্য নানা ভাবে নানা ভঙ্গি করিয়া উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনও তাঁহারা সেই ভাবেই দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্রবণ করিলেন, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে মর্ম্মাহতা গোপবনিতাগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তরে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন এক এক দিকের গোপীযূথের মধ্য হইতে এক এক জন প্রধানা গোপী ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। "কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং" প্রভৃতি শ্লোকের শেষভাগে "তন্নঃ প্রসীদ" প্রভৃতি উপসংহার বাক্য দেখিয়া মনে হয় যে—প্রথমদিক্‌স্থিতা গোপীগণ এই পর্য্যন্ত দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়াই তাঁহাদের কথা শেষ করিলেন এবং "চিত্তং সুখেন ভবতা" প্রভৃতি শ্লোক হইতে দ্বিতীয় দিক্‌স্থিতা গোপীগণের কথা আরম্ভ হইল।

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতা গোপীগণ ক্রমশঃ নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেও সকলেই শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব গোপীবচনের সহিত পর পর গোপীবচনের কোনই অসামঞ্জস্য নাই এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত উপেক্ষাবচনেরই প্রত্যুত্তর প্রদান করা হইয়াছে।

গোপীগণকে উপেক্ষাবচন প্রয়োগকালে শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ "প্রতিযাত ব্রজং" "প্রতিযাত ততো গৃহান্" প্রভৃতি বলিয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন। দ্বিতীয়দিক্‌স্থিতা গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণ বচনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই কথা মনে করিয়া বলিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি যে আমাদের পুনঃ পুনঃ গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ, তাহা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কেননা তোমার আকর্ষণে আমাদের চিত্ত এমনই আকৃষ্ট হইয়াছে যে, তাহাতে আর গৃহাদিতে অভিনিবেশ হওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা যখন তোমার ভুবনমোহন নয়নভঙ্গি, মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি দেখি নাই, কিংবা তোমার সর্ব্বচিত্তাকর্ষক বেণুরব শ্রবণ করি নাই, তখন আমাদের চিত্ত গৃহাদিতেই অভিনিবিষ্ট ছিল। কিন্তু জানি না তোমার নয়নভঙ্গি এবং বেণুরবাদির কি অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ, তাহাতে আমাদের চিত্ত হইতে চিরতরে গৃহাদির অভিনিবেশ দূর হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের চিত্ত সমস্ত ভুলিয়া তোমার চরণকেই পরম সার বলিয়া বুঝিয়া তাহাতেই লগ্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা কুলবতী রমণী এবং তুমি পরপুরুষ হইলেও আমাদের চিত্তাকর্ষণে তোমার কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় নাই। তোমার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং গমন, বচন, বংশীবাদন প্রভৃতি সমস্তই পরমানন্দেরই রূপান্তর, কাজেই তোমার পক্ষে কাহারও চিত্তাকর্ষণ করা কিছুমাত্র কঠিন কার্য্য নহে। জীব মাত্রেই আনন্দপ্রয়াসী এবং তুমিও আনন্দঘনমূর্ত্তি। কাজেই তোমাতে যদি কাহারও চিত্ত আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাকে কোনই দোষ দেওয়া যায় না। হে পরমানন্দঘনমূর্ত্তে! তুমি আমাদের গৃহাসক্তচিত্তকে গৃহ হইতে আকর্ষণ করিয়া নিজ চরণে বাঁধিয়া রাখিয়া আমাদের পুনঃ পুনঃ গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিতেছ কেন, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারিতেছি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজরমণীগণের এই কথা শুনিয়া রসিকশেখর ব্রজরাজনন্দন ইঙ্গিত-ভঙ্গিতে জানাইলেন—হে ব্রজরমণীগণ! তোমাদের চিত্ত যদি গৃহকার্য্যে অভিনিবিষ্ট না হয়, তথাপি লোক-ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া অনাসক্ত ভাবে গৃহে অবস্থান করাই উচিত। তোমাদের চিত্ত যদি আমাতে আসক্ত হয় তাহা হইলে সেজন্য কেহই কোনও দোষারোপ করিতে পারিবে না; কিন্তু তোমরা যদি গৃহ ছাড়িয়া আমার নিকটে অবস্থান কর তাহা হইলে তাহা লোকদৃষ্টিতে অত্যন্ত দূষণীয় হইবে। সেই জন্যই আমি তোমাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি যে, তোমরা গৃহে ফিরিয়া গিয়া যথাযোগ্য গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের চিত্ত যদি আমাতেই আসক্ত থাকে তাহা হইলেও তোমরা অনাসক্ত ভাবে সর্ব্ববিধ গৃহকার্য্য করিতে পারিবে এবং তাহাতে তোমাদের আমাকেও ভালবাসা হইবে, লোকনিন্দা হইতেও অব্যাহতি পাইবে।

শ্রীকৃষ্ণের এই ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে চিত্তাকর্ষক! তুমি আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াই নিরস্ত হও নাই, তুমি আমাদের করদ্বয়ও এমন ভাবে আকর্ষণ করিয়াছ যে, তাহাতে তোমার চরণসেবন ব্যতীত কোন প্রকার গৃহকার্য্য সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমাদের অনাসক্ত ভাবে গৃহকার্য্য করিবার সামর্থ্যও তুমি বিলুপ্ত করিয়াছ। আমরা যদি অনাসক্ত ভাবেও গৃহকার্য্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও গৃহ ছাড়িয়া এই নির্জ্জন বনে আসিতাম না। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের সকলই আকর্ষণ করিয়া নিজ চরণে বাঁধিয়া রাখিয়াছ। আমরা যতদিন তোমার ঐ ভুবনমোহন অঙ্গমাধুরী না দেখিয়াছি ও তোমার পরম মোহন বংশীতান না শুনিয়াছি, ততদিন পরমাসক্তিপূর্ব্বক পতি প্রভৃতির যথাযোগ্য সেবা এবং সর্ব্ববিধ গৃহকার্য্যাদি করিয়াছি। কিন্তু এখন আমাদের চিত্তও তোমার চরণ ছাড়িতে চায় না, হস্তও গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইতে চায় না। আমরা এখন সর্ব্ববিধ লোকাচার পালনের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছি। এখন আমাদের তোমার চরণ-সেবাধিকার প্রাপ্তি ব্যতীত আর কোনই গতি নাই।

ব্রজরমণীগণের এই কথা শুনিয়া ব্রজরাজনন্দন সুমধুর অঙ্গ ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা যদি কোন প্রকার গৃহকার্য্য করিতে অক্ষম হও তাহা হইলেও তোমাদের গৃহেই ফিরিয়া যাওয়া উচিত। তোমরা যদি কোনও গৃহকার্য্য না করিয়া অনাসক্ত ভাবে গৃহে বাস কর, তাহা হইলেও তোমরা লোকদৃষ্টিতে নিন্দা-ভাজন হইবে না। কোন প্রকার গৃহকার্য্য না করিলে তোমাদের লোকে কর্ম্মজড় কিংবা আলস্যপরায়ণ বলিয়া নিন্দা করিবে, কিন্তু তাহাতে কেহই পরপুরুষাসক্তির মহাকলঙ্ক ঘোষণা করিতে পারিবে না। অতএব হে কুলবতী ব্রজরমণীগণ! পরপুরুষ নিকটে বাস করিয়া কুলকলঙ্ক রটনা হইবার সুযোগ দিও না। নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়া সেখানেই বাস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হও।

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে পরমমোহন! তুমি যে আমাদের কি মোহনমন্ত্রে অবরুদ্ধ করিয়াছ তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা শত চেষ্টা করিয়াও তোমার চরণ নিকট হইতে একপদও ব্রজের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। (পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ) আমরা তোমার আদেশে অনাসক্ত এবং কর্ম্মহীন ভাবে গৃহে বাস করিবার জন্য গৃহাভি-মুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়া কোন প্রকারেই অগ্রসর হইতে পারিলাম না। তুমি যে কোন্ অলক্ষ্য অচ্ছেদ্য রজ্জু দ্বারা আমাদের পদদ্বয় বাঁধিয়া রাখিয়াছ, তাহা জানি না, কিন্তু আমাদের আর একপদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই। আমরা গৃহ হইতে তোমার নিকটে আসিবার সময় তোমারই আকর্ষণে চলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমাদের গৃহে এমন কোনও আকর্ষণের বস্তু নাই যে—সে আমাদের তোমার নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে। কাজেই আমরা তোমার বংশীনাদের আকর্ষণে দ্রুতগতিতে তোমার চরণ নিকটে আসিয়া এখন গতিহীন হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িয়াছি। এখন একমাত্র তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নাই। আমরা তোমার চরণ নিকটে আসিয়া যদি তোমার চরণে শরণাগতি না পাই তাহা হইলে আমাদের কি দুর্গতি হইবে তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছি, হে ব্রজপতিকুমার! ব্রজের সর্ব্ববিধ আপদ বিপদে তুমিই একমাত্র গতি, আমরা সেইজন্যই তোমার নিকটেই আসিয়াছি, আমাদের উপেক্ষা করিয়া অকুল সাগরে ভাসাইও না, চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের কৃতার্থ কর।

ব্রজরমণীগণের এই কথা শুনিয়া ব্রজরাজনন্দন ইঙ্গিতে জানাইলেন—হে অবলা ব্রজবালাগণ! তোমরা যদি আমার চরণ নিকট হইতে গৃহগমনে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমি তোমাদের সঙ্গে করিয়া তোমাদের গৃহে রাখিয়া আসিতেছি। ইহাতে ব্রজরমণীগণ বলিলেন, হে চিত্তচৌর! তুমি যদি আমাদের সঙ্গে লইয়া আমাদের গৃহে রাখিয়া আসিতে পার তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের গৃহে গমন করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সেভাবে গৃহে গমন করিয়া লাভ কি? গৃহে গমন করিয়াও আমাদের আর কোনপ্রকার গৃহকার্য্যে রত হওয়া সম্ভব নহে, এমন কি গৃহে অবস্থানের যোগ্যতাও আমাদের আর আছে বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্যই বলিতেছি "তত্র করবাম কিং বা"। আমরা গৃহে গমন করিয়াই বা কি করিব? তাই বলিতেছি, হে ব্রজরাজনন্দন! হে দয়ার্দ্রশিরোমণে! চরণ-সেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের কৃতকৃতার্থ কর। তোমার চরণ ব্যতীত আর অন্য কোনই গতি নাই।

"চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ চরণে এই ভাবে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিলেও তাঁহাদের বচনের অন্তরালে এক অভিনব নর্ম্মভঙ্গির উদ্দেশ পাওয়া যায় যে—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে ব্রজরাজনন্দন! আমরা কুলবতী রমণী হইয়াও যে এই রাত্রিকালে নির্জ্জন যমুনাতীরে আসিয়াছি, তাহাতে আমাদের বনভ্রমণ কিংবা বনশোভা দর্শনাদি কোনই উদ্দেশ্য নাই। আমরা সকলেই নিজ নিজ গৃহকার্য্যে রত ছিলাম, কিন্তু অকস্মাৎ আমাদের হৃদয়ে কোন্ অদৃশ্য চোর প্রবেশ করিয়া আমাদের চিত্তরত্ন অপহরণ করায় আমরা চিত্তহীন হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ও হৃতচিত্তান্বেষণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া দেখিলাম যে, তুমিই আমাদের চিত্তাপহরণ করিয়া এই নির্জ্জন বনে অবস্থান করিতেছ। কিন্তু তুমি এমনই স্তম্ভনাদি মহামন্ত্রজ্ঞশিরোমণি যে, তোমার নিকটে আগমন মাত্রেই আমাদের কর-চরণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনই স্তব্ধ হইয়াছে যে—আমরা আমাদের চিত্তাপহারকের সন্ধান পাইয়াও তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক চিত্ত কাড়িয়া লইতে পারিতেছি না, কিংবা আমাদের আত্মীয়গণকে জানাইবার জন্য ব্রজে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। হায়! আমরা এখন কি করিব! আমাদের আর এখন কোনই উপায় নাই।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের বচন প্রয়োগ কৌশলে "চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং" প্রভৃতি শ্লোক হইতে উপেক্ষা ভঙ্গিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন— হে মোহনশিরোমণে! তুমি কি মনে করিতেছ যে, তোমার রূপগুণমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমরা কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি? কিংবা তোমার মোহন বংশীনাদে বৃন্দাবনের পশু-পক্ষীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় বলিয়া পতিব্রতা রমণীগণেরও চিত্ত আকৃষ্ট হয়? তুমি যদি তাহাই ধারণা করিয়া থাক তাহা হইলে তুমি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছ। "অস্মাকং চিত্তং গৃহেষু নির্ব্বিশতি অতঃ সুখে এব বর্ত্ততে নতু ভবতা অপহৃতং এবং করাবপি গৃহকৃত্যে নির্ব্বিশতঃ"—আমরা কুলধর্ম্মনিরতা ব্রজবনিতা, সুতরাং আমাদের চিত্ত সর্ব্বদাই গৃহকার্য্যেই অভিনিবিষ্ট থাকে এবং তাহাতেই আমরা পরমসুখে কালযাপন করিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের ন্যায় কুলধর্ম্মরতা ব্রজরমণীগণের চিত্তাকর্ষণ করা তোমার পক্ষে কদাপি সাধ্যায়ত্ত হইবে না। গৃহকার্য্যে চিত্তাভিনিবেশ রাখিয়াও তোমার সেবা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে, কেননা আমাদের হস্ত প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও সর্ব্বদাই গৃহকার্য্যে অভিনিবিষ্ট এবং সেই আনন্দেই আত্মহারা। যে সমস্ত রমণীগণের গৃহকার্য্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তাভিনিবেশ থাকে না এবং যাহারা সর্ব্বদাই গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে না, সেই সমস্ত রমণীগণের চিত্তই পরপুরুষে আকৃষ্ট হয় এবং তাহারাই নানাভাবে পরপুরুষের সহিত নানাবিধ রঙ্গরসাস্বাদন করিতে ভালবাসে। কিন্তু যে সমস্ত কুলধর্ম্মনিরতা রমণীগণ, পতি প্রভৃতির সেবার জন্য নানাবিধ গৃহকার্য্যকেই রমণী জীবনের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়া তাহাতেই অভিনিবিষ্ট এবং ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের কদাপি পরপুরুষে দৃষ্টিপাতও হয় না। অতএব হে ব্রজরাজ-কুমার! আমরা আমাদের গৃহকার্য্যের মঙ্গল হইবে বলিয়া বনদুর্গার অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কুসুম চয়নার্থে এই বনে আসিয়াছি। আমরা গৃহকার্য্যাভিনিবেশরহিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলস্বভাবা রমণীগণের মত বনভ্রমণ করিতে আসি নাই, আমরা আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া এখনই নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইব। কিন্তু তুমি যে অন্যায় রূপে আমাদের এখানেই অবস্থান করিতে বলিতেছ তাহার কারণ কি? আমাদের পদ কি গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে না? "পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ?" আমাদের পদ কি তোমার নিকট হইতে অন্যত্র যাইতে পারিতেছে না? "অতএব কথং ন ব্রজং যামঃ?" হে কৃষ্ণ! ইতঃপূর্ব্বে তুমি আমাদের ইঙ্গিতে জানাইয়াছ যে—"ব্রজং প্রতি ন যাত স্ত্রীভিঃ ইহ স্থেয়ং", তাই বলিতেছি—আমরা কিজন্য ব্রজে যাইব না? আমরা কুলবতী রমণী, গৃহই আমাদের সর্ব্ব-সুখের নিকেতন। গৃহই আমাদের সর্ব্বস্ব। সুতরাং সেখানে যাওয়াই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং সেইজন্যই আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া আছি। তুমি যে আমাদের তোমার নিকটে থাকিতে বলিতেছ, তাহাতে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে—"অত্র কিং করবাম?" আমরা কুলধর্ম্মনিরতা ব্রজবনিতা এবং তুমি ব্রজরাজনন্দন হইলেও পরপুরুষ। সুতরাং আমরা তোমার নিকটে থাকিয়া কি করিব? কুলবতী রমণীগণের পক্ষে স্বপ্নেও পরপুরুষ নিকটে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবগণ স্ত্রী ও পুরুষ একত্র থাকে এবং তাহাদের নিজ পতি এবং পরপুরুষ বলিয়া কোন পার্থক্য বা ধারণা নাই, তাই বলিয়া আমরা কুলবতী রমণী হইয়াও কি তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিব? অতএব হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি তোমার গুপ্ত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর, আমরা এখনই নিজ নিজ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। রসিকাশিরোমণি ব্রজরমণীগণ এই ভাবে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দনকে উপেক্ষাভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ গৃহগমনোদ্যোগের ইঙ্গিত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং ইহাতে "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মঃ" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরাজনন্দন যে প্রার্থনাভঙ্গি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করা হইল।

পূর্ব্বোক্ত রীতিতে "চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং" প্রভৃতি শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে –ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দঘনবিগ্রহ; সুতরাং তোমার আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়া সকলেরই স্বাভাবিক। কিন্তু অনাদি বহির্মুখতাবশতঃ জীবগণ, তোমাকে ভুলিয়া সর্ব্বদাই দেহ দৈহিকাদি লইয়া মত্ত থাকে। কিন্তু কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে যদি কেহ তোমার কৃপাকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে পারে তাহা হইলে তাহার আর তোমার চরণ সেবা ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যেই অভিনিবেশ থাকে না। জগতের সকল জীবই আনন্দ প্রয়াসী এবং আনন্দের জন্যই সকলে সর্ব্ববিধ কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু অনাদি বহির্মুখতার মোহে পড়িয়া কেহই ধারণা করিতে পারে না যে—একমাত্র তুমিই সর্ব্ববিধ আনন্দের মূল কেন্দ্র। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চন" প্রভৃতি শ্রুতি বাক্য তোমাকেই আনন্দস্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু ভ্রান্ত জীবগণ আনন্দপ্রাপ্তির লালসায় বিবিধ দুঃখনিকেতন জড় দেহ এবং তাহারই সম্বন্ধ লইয়া স্ত্রী পুত্রাদি জড় বিষয়ে মত্ত হইয়া যায়। কাজেই জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকার দিকে ধাবিত হইলে যেমন সুখের পরিবর্ত্তে অপার দুঃখ বরণ করিয়া লইতে হয়, ভ্রান্ত জীবের ভাগ্যেও সর্ব্বদা তাহাই ঘটিয়া থাকে। তুমি অপারকরুণানিকেতন পরমানন্দঘনবিগ্রহ এবং সর্ব্বদাই সর্ব্ব জীবকে নিজ চরণনিকটে আকর্ষণ পরায়ণ হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র অনাদিবহির্মুখতার প্রতিকূলতাবশতঃ কেহই তোমার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে পারে না। অনাদিবহির্মুখতার কুটিল চক্রে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ জীব, যদি কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবশতঃ তোমাতে একটু উন্মুখতা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে তোমার করুণার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া চিরতরে তোমার চরণে বিক্রীত হইয়া যায় এবং তুমিই তাহাদের চির বাঞ্ছিত আনন্দ বলিয়া বুঝিয়া আর কদাপি তোমার চরণ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চায় না। আনন্দ-লিপ্সু জীবগণ, আনন্দের অনুসন্ধানে কোটি কোটি জন্ম জগতে গতাগতি করিয়াও যে আনন্দের লেশ মাত্রেরও অনুসন্ধান পায় না, তোমার চরণাশ্রয় মাত্রেই তাহারা কোটি কোটি গুণিত ভাবে সেই আনন্দ পাইয়া চির কৃতার্থ হইয়া যায়। তোমার চরণাশ্রয়ে যে নিরাবিল পরমানন্দের আস্বাদন হয়, তাহা আনন্দলিপ্সু জীবগণ কখনও কল্পনা করিতেও পারে কিনা সন্দেহ।

হে কৃষ্ণ! আমাদের বহু জন্মার্জ্জিত মহাসৌভাগ্যের ফলে তুমি স্বয়ং আনন্দ-ঘনবিগ্রহ হইয়াও আমাদের নিজ চরণ নিকটে আকর্ষণ করিয়াছ। সুতরাং আমাদের আর নিরানন্দ জগতের সহিত কোনই সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই। যাহাদের চিত্ত অপ্রাকৃত আনন্দে আকৃষ্ট হয় তাহারা কদাপি আর জড় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে পারে না। "অস্মাকং চিত্তং সুখেন ভবতা অপহৃতং অতস্তৎ গৃহেষু ন নির্ব্বিশতি" তোমার সহিত যাহার সম্বন্ধ হয়, তাহার চিত্ত কদাপি গৃহকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না। তোমাতে চিত্ত আবিষ্ট রাখিয়া বাহ্য ব্যবহারে লোক প্রতীতির জন্য গৃহকার্য্য করাও সম্ভবপর নহে। কেননা তোমাতে চিত্ত আবিষ্ট হইলেই হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও তোমার সেবাতেই রত হইয়া যায়। যাহার চিত্ত তোমাতে আবিষ্ট হয় তাহার আর বাহ্যদেহে লৌকিক কার্য্য করা সম্ভবপর হয় না। কেননা তোমার সহিত অন্তরে কিংবা বাহিরে যে কোন প্রকারে যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ হইলেই তাহা দেখিতে দেখিতে মনঃ প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও সর্ব্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে ছড়াইয়া পড়ে। কাজেই তাহার আর অন্তরে তোমার চিন্তা এবং বাহ্যদেহে তোমার সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার চিন্তা কিংবা কার্য্য করিবার সামর্থ্য থাকে না। যাহারা সর্ব্বদা নানাবিধ গৃহকার্য্যে কিংবা বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও মনে করে যে তাহারা মনে মনে কৃষ্ণ চিন্তা করিতেছে, তাহাদের তাহা ভ্রান্তধারণা কিংবা লোকপ্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দ-ঘনবিগ্রহ; সুতরাং তোমার সহিত দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ প্রভৃতি যাহারই সম্বন্ধ হউক না কেন, তুমি কখনই তাহার কোন একটিতে সম্বন্ধ রাখিয়া নিশ্চিন্ত হও না, তুমি দেহ ইন্দ্রিয়াদি যে কোন একটির সম্বন্ধ পাইলেই ক্রমশঃ সকলকেই নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লও। তুমি প্রথমতঃ তোমার অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মধুর মুরলীরবে চিত্তাকর্ষণ করিয়াছ এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের হস্ত পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া তোমার চরণের সহিত চিরনিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। কাজেই আমাদের আর তোমার সেবা ছাড়িয়া অন্য কোনও কার্য্য করিবার সাধ্য নাই কিংবা তোমার চরণ ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ারও সাধ্য নাই। একবার তোমার চরণে চিত্ত সমর্পণ করিলে চিরদিনের জন্য তোমারই ধ্যান এবং তোমারই সেবায় নিরত হইয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনই গতি নাই।

"চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং" প্রভৃতি শ্লোকে এই ভাবে বাস্তবার্থ গ্রহণ করিয়া, প্রার্থনা ও উপেক্ষা এই যুগলার্থ সন্ধাপনময় ভঙ্গির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে—প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের বচন প্রয়োগ কৌশল ও ইঙ্গিত ভঙ্গিতে কখনও বা "হে কৃষ্ণ! ভবতা সুখেন চিত্তং অপহৃতং" "হে কৃষ্ণ! তুমি অনায়াসে আমাদের চিত্ত অপহরণ করিয়াছ", এ ভাবে প্রার্থনা জানাইয়াছেন, এবং কখনও বা "ভবতা কিং সুখেন চিত্তং অপহৃতং? অপিতু নৈব" "হে কৃষ্ণ! তুমি কি আমাদের চিত্ত অপহরণ করিয়াছ? আমাদের ন্যায় কুলধর্ম্মনিরতা রমণীগণের চিত্ত অপহরণ করা তোমার পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে" এই ভাবে উপেক্ষাভঙ্গি প্রদর্শন করিয়াছেন॥ ৩৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিং।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ। -অঙ্গ (হে কৃষ্ণ!) ত্বদধরামৃতপূরকেণ (তব অধরামৃতস্য প্রবাহেণ) নঃ (অস্মাকং) হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং (তবৈব হাসসহিতাবলোকনেন কলগীতেন চ জাতঃ যো হৃচ্ছয়াগ্নিঃ তং) সিঞ্চ (নির্ব্বাপয়।) নোচেৎ (যদি ন সিঞ্চসি তদা) সখে (হে প্রাণবল্লভ!) বয়ং বিরহাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ (তব বিরহাগ্নিনা দগ্ধশরীরাঃ সত্যঃ) ধ্যানেন (নিরন্তরত্বচ্চরণচিন্তয়ৈব) তে (তব) পদয়োঃ পদবীং (অন্তিকং) যাম (প্রাপ্নুয়াম জন্মান্তরেঽপীতি ভাবঃ) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—হে কৃষ্ণ! তোমার সহাস্য দৃষ্টি এবং মধুরমুরলীরবে আমাদের হৃদয়ে যে কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা তোমারই অধরামৃত প্রবাহে নির্ব্বাপণ কর। হে সখে! যদি তুমি তাহা না কর, তাহা হইলে আমরা তোমার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তোমার চরণ ধ্যান করিতে করিতে জন্মান্তরে তোমার চরণ নিকটে উপস্থিত হইব ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা। -অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ! নোঽস্মাকং। তবাধরামৃতপূরকেণ তবৈব হাসসহিতাবলোকনেন কলগীতেন চ জাতো যো হৃচ্ছয়াগ্নিঃ কামাগ্নিস্তং সিঞ্চ। নো চেদ্বয়ং তাবদেকোঽগ্নিস্তথা বিরহাজ্জনিষ্যতে যোঽগ্নিস্তেন চ উপযুক্তদেহা দগ্ধশরীরা যোগিন ইব তে পদবীমন্তিকং ধ্যানেন যাম প্রাপ্নুয়াম ॥ ৩৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেবং দ্বিতীয়দিক্স্থিতা অপি পুনরাশামেবোৎকণ্ঠয়া স্ফুটমেব বদন্ত্যস্তৎপূর্ত্তেরপ্যবশ্যম্ভাবিতাং প্রৌঢ্যা নির্দিশন্ত্যস্তদাপাতপ্রত্যাখ্যানেন ত্বয়ি দোষমাত্রং পর্য্যবস্যতীতি রীত্যা বিবক্ষিতমুপসংহরতি সিঞ্চেতি। নির্ব্বাপয়েত্যর্থঃ। আদৌ ক্রিয়ানির্দ্দেশঃ পরমার্ত্তিবৈয়গ্র্যেণ। ন ইত্যস্য হৃচ্ছয়াগ্নিনৈব সম্বন্ধঃ। তৎপুরুষস্যোত্তরপদপ্রধানত্বাৎ হাসস্য সম্বন্ধিপদং তবেত্যেব লভ্যতে। প্রকরণবলাৎ বিনাপি ত্বচ্ছব্দমর্থবোধে সতি তন্নির্দ্দেশস্তয়া জনিতাগ্নেস্তয়ৈব নির্ব্বাপণং যুক্তং ইতি বিবক্ষয়া। পূরশব্দেনাগ্নের্মহত্ত্বমপি ধ্বনিতং। স্বার্থে কঃ। হাসাবলোকগীতয়োঃ ক্রমেণ ঘৃতবাতত্বং ধ্বনিতং। হৃদি শেতে বসতীতি হৃচ্ছয়ঃ কামঃ অতস্তন্নিবর্ত্তনৌষধস্যাপি অন্তঃপ্রবেশনাপেক্ষয়াঽধরামৃতপূরস্য পানং তথান্যপ্রতিকার্য্যত্বঞ্চ সূচিতম্। ইদঞ্চ সম্ভোগস্য সাক্ষাৎপ্রার্থনং তদীয়বেণুতনুমাধুর্য্যমধুমত্তচিত্তানাং লোকোত্তরপ্রৌঢ়ানুরাগার্ত্তিনর্ত্তিতমহোৎকণ্ঠাবগুণ্ঠিতানাং রসেনাপি ন বিরুধ্যতে। নিষেধার্থাচ্ছন্নতয়ৈবোক্তত্বাত্তু নিতরামিতি। ব্যাতিরেকেণ তদেব দ্রঢ়য়ন্তি, নো চেদ্বয়দি ন সিঞ্চসি তদাপি—ধ্যানেনেতি মরণে যা মতিঃ সা গতিরিত্যাদি ন্যায়েন। যাব সম্প্রত্যেব প্রাপ্স্যাম ইত্যর্থঃ। প্রাপ্তকালে লোট্। তত্র চ সখে ইতি সম্বোধ্য স্বেষু স্নেহমুদ্বোধয়ন্তি। তত্রান্বয়ক্রমেণাভিপ্রায়শ্চৈতে। নন্থ হাসাদিজহৃচ্ছয়াগ্নিসেকে সাধনং মম জলভাজনমত্র কিমিব দৃশ্যতে ইতি পরিহাসমাশঙ্ক্যাহুঃ অমৃতেতি। অমৃতেনৈব তৎসিক্তং স্যান্নতু জলাদিনা তত্রাপি তস্য পূরেণ নতু যৎকিঞ্চিন্মাত্রেণ। স্বার্থে কন্। তেনৈবেত্যর্থঃ। নন্থ তদপি দুর্ল্লভং কুত্র লপ্স্যে তত্রাপি তস্য পূরস্যাত্যন্তাসম্ভব ইত্যাশঙ্ক্য কথমিদং গোপয়সীত্যাহুঃ ত্বদধরেতি। অহো নান্যেনামৃতেন তচ্ছান্তিঃ স্যাৎ কিন্তু ত্বদধরসম্বন্ধিনৈব। তত্রাপি তস্যাগ্নেরত্যন্তবৃদ্ধের্যুবতীকোটিভিরপ্যপরিসমাপ্যেন তৎ পূরেণৈবেতি মহাতৃষ্ণা সূচিতা। এবমগ্রে বক্ষ্যমাণস্যামৃতস্য চ পরমবৈলক্ষণ্যং। নন্থ ধ্যানেন যামেতি ঝটিতি দেহত্যাগং সূচয়ন্তীনাং ভবতীনাং তৎসাধনং ন দৃশ্যতে তত্রাহুঃ বিরহেতি। অয়ে অন্যা ইব কিং বয়মনুরাগহীনাঃ যেন বাহ্যমগ্ন্যাদিকং তৎসাধনং মৃগ্যামঃ কিন্ত্বন্তরেব স্বতএব তদুদেষ্যতীতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা। এবং বিবক্ষিতমুপসংহরন্ত্যো নন্থ দুর্ঘটেঽস্মিন্নর্থে কথমতিত্বরয়েত্যাশঙ্ক্যাতিদুঃখাৎ দুর্ঘটত্বমেব সত্যমিত্যাহুঃ নোচেদিতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানেঽপি নৈব যাম যতঃ বিরহজাগ্নেরেব উপযুক্তা উচিতা দেহা নতু সংযোগামৃতযোগ্যা যাসাং তাঃ। অধুনা এতদসিদ্ধ্যা কালান্তরে জন্মান্তরেঽপি বিরহস্যৈব নিশ্চিতত্বাদিতি ভাবঃ। সখে ইতি তস্যাপি তত্র ভাবিদুঃখং দর্শয়ন্তি। যদ্বা। ঝটিতি তৎপ্রাপ্ত্যভাবেন দেহত্যাগং সূচয়ন্ত্য আহুঃ জন্মান্তরে ধ্যানেনাপি তে পদয়োরন্তিকং মার্গমপি বা যামেতি প্রার্থনম্। তত্র চ সখীত্বেনৈবেত্যাশয়েন সম্বোধয়ন্তি সখে ইতি। অনেন সুমধ্যমা ইত্যস্যোত্তরং। ভবদাশয়েদৃশসদ্গুণদেহোঽপি ত্যাজ্যস্ত্যক্তেঽপি তস্মিন্ ভবান্ন ত্যাজ্য ইতি। শ্লোকদ্বয়মিদমৈশ্বর্য্যময়ার্থেঽপি প্রায়ঃ সমানং। নিষেধার্থশ্চায়ং—তস্মাৎ অঙ্গ হে মহালম্পট নোঽস্মাকং হাসাবলোককলগীতেন সহজেন জাতো যস্তব হৃচ্ছয়াগ্নিস্তং ত্বদধরামৃতপূরকেণৈব সিঞ্চ অস্মাকং মধ্যে সা কাচিন্নাস্ত্যেব যস্যা অধরামৃতেন স্বকাগ্নিং সেক্ষ্যসীত্যর্থঃ; ইতি স্ববর্গ্যাণাং সর্ব্বথা নৈরপেক্ষ্যং সূচিতম্। অথচ স্বাভীষ্টপরমমধুরবস্তুনি দুর্ল্লভে সতি লুব্ধৈঃ স্বস্যাধরপুটৌ লিহ্যেতে ইতি নর্ম্মভঙ্গীব্যঙ্গ্যা। নোচেদযত্নেবমশ্রুত্বা পন্থানমস্মাকং নিরুন্ধন্ ত্বরাগ্রহান্ন বিরমসি তদা বয়ং স্বপতিবিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ভবেম বরং ম্রিয়েমহীত্যর্থঃ। তথাপি ধ্যানে চিন্তনেঽপি তব পাদয়োঃ পদবীমপি ন যাম ন যাস্যামঃ। সখে ইতি বাল্যক্রীড়ায়াং প্রাপ্তসখ্যত্বেনাস্মদ্ধর্ম্মনিষ্ঠাং জানাস্যপীতি ভাবঃ। যদ্বা চেদিতি নিশ্চয়ে। ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নীতি বৎ। ততশ্চ নৈব বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা বয়ং ততো ধ্যানেঽপি নৈব যামেতি॥ ৩৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচনে মর্ম্মপীড়িতা ব্রজবনিতাগণ, নানাবিধ দৈন্যবচন প্রয়োগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণে নানাভাবে প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনা পূর্ণ হইল না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—আমি বস্ত্রহরণ দিনে গোপীগণের উন্মুক্ত দেহ দেখিয়াছি, কিন্তু উন্মুক্ত হৃদয় দেখিতে পাই নাই। সে দিন তাহারা আমার কথায় নির্লজ্জভাবে বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু মিলন প্রার্থনা করে নাই। সেজন্য আমার বড়ই বাসনা ছিল যে—তাহারা নির্লজ্জভাবে মিলন প্রার্থনা করিয়া তাহাদের হৃদয়ের ভাব উন্মুক্ত করিয়া আমাকে দেখাইবে। সেজন্য আমি তাহাদের মোহন মুরলীরবে নিজ নিকটে আনয়ন করিয়া কত ভাবে তাহাদের উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিলাম, তাহাতে তাহারা প্রায় প্রাণান্ত দশায় উপনীত হইল, কিন্তু নির্লজ্জভাবে মিলন প্রার্থনা করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিল না। তাহাদেরই কথায় জানিলাম যে, আমার বংশীনাদে তাহাদের চিত্তহরণ হইয়াছে এবং তাহারা আমাকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিতেছে না কিংবা কোন প্রকার গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না, কিন্তু তাহাদের হৃদয় এমনই ধৈর্য্য লজ্জা ও বাম্য দ্বারা আবৃত যে তাহা কিছুতেই উন্মুক্ত হইতেছে না। হায়! এই সমস্ত প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মুখে মিলন প্রার্থনা বচন শ্রবণ করা কি আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে? প্রেমরসাস্বাদনলোলুপ, প্রেমাধীনতার প্রকটদৃষ্টান্তবিগ্রহ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সতৃষ্ণ নয়নে গোপীগণের দিকে চাহিয়া এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারই অব্যর্থ মনোবাসনার অন্তঃপ্রেরণায় ব্রজরমণীগণ "সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ" প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্টভাষায় মিলন প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এ পর্য্যন্ত নানাভাবে দৈন্য-বিনয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই স্পষ্টভাবে মিলন বাসনা ব্যক্ত করেন নাই। তাঁহাদের মনের ভাব এই যে—সদ্‌গুণশালী শ্রেষ্ঠ নায়কগণ কখনও লজ্জাবিহীনা ধৃষ্টা নায়িকার সহিত মিলনে আনন্দ লাভ করিতে পারেন না। আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, নায়কের শিরোভূষণ; সুতরাং আমরা যদি তাঁহার নিকট স্পষ্ট ভাষায় মিলন প্রার্থনা করি, তাহা হইলে আমাদের ধৃষ্ট ব্যবহারে তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। আমরা তাঁহার প্রীতি বিধানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্যই সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণ নিকটে আসিয়াছি, কিন্তু নির্লজ্জ বচনে মিলন প্রার্থনা করিয়া কেন তাঁহার অপ্রীতিকর কার্য্য করিব? অতএব আমাদের ভাগ্যে তাঁহার সহিত মিলন রসাস্বাদন সংঘটিত হউক বা না হউক, আমরা কিছুতেই স্পষ্টভাবে মিলন প্রার্থনা করিয়া তাঁহার মিলনসুখাস্বাদনে বাধা দিতে পারিব না। এই কথা মনে করিয়া প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এতক্ষণ নানা প্রকার ইঙ্গিতসূচক বচনে শ্রীকৃষ্ণ চরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে মিলন প্রার্থনা করেন নাই। মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রবল বহ্নিজ্বালায় ব্রজরমণীগণের হৃদয় দগ্ধপ্রায় হইলেও তাঁহারা নির্লজ্জ বচনে মিলন প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা নানাভাবে দৈন্যবচন প্রয়োগ করিয়া বারে বারে চরণসেবাধিকার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের উৎকট মিলন বাসনা হৃদয়েই সুগুপ্ত রহিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনোৎকণ্ঠায় অধীরা ও আত্মহারা হইয়া উঠিলেন এবং উন্মাদের ন্যায় বিপর্য্যস্তস্বভাবা এবং লজ্জাহীনা হইয়া ধৃষ্টা নায়িকার ন্যায় স্পষ্ট ভাষায় মিলন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। (ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ভাববিপর্য্যয়, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রস শাস্ত্রে উন্মাদ নামক সঞ্চারী ভাব বলিয়া অভিহিত।) সমুদ্র যেমন সর্ব্বদাই তরঙ্গসমাকুল থাকে, সেইরূপ প্রেমবান্ ভক্তগণেরও প্রেমসমুদ্র হর্ষ দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদ উন্মাদ প্রভৃতি নানাবিধ ভাবের তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্র বক্ষে প্রকাশ হইয়া আবার সেখানেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ প্রেম-সমুদ্রেও বিবিধ প্রকার তরঙ্গ প্রকাশ পাইয়া সেখানেই বিলীন হইয়া যায়। সমুদ্রে যেমন একই তরঙ্গ সর্ব্বদা থাকে না, সেইরূপ প্রেম-সমুদ্রেও হর্ষ দৈন্যাদি একই ভাবের তরঙ্গ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে না। ব্রজরমণীগণের প্রেম-সমুদ্রে যখন উন্মাদ নামক ভাবের তরঙ্গ প্রকাশ হইল তখনই তাঁহারা উন্মাদিনীর ন্যায় নির্লজ্জ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ বিপর্য্যস্ত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। (এই সমস্ত সঞ্চারী ভাবের কথা বিস্তৃত ভাবে জানিতে হইলে উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্র সমালোচনা করাই সমীচীন।)

ব্রজরমণীগণ যে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা ধৈর্য্য বাম্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ধৃষ্টা নায়িকার ন্যায় নির্লজ্জ বচনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নায়ক শিরোমণিরও রসাস্বাদনের ব্যাঘাত হইল না, কেননা, ব্রজরমণীগণ, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নির্লজ্জ বচন প্রয়োগ করেন নাই এবং তাঁহারা স্বভাবতঃই ধৃষ্টা নায়িকা নহেন। এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

ইদঞ্চ সম্ভোগস্য সাক্ষাৎ প্রার্থনং তদীয়বেণুতনুমধুমত্তচিত্তানাং লোকোত্তরপ্রৌঢ়ানুরাগার্ত্তিনর্ত্তিত-মহোৎকণ্ঠাবগুণ্ঠিতানাং রসেনাপি ন বিরুধ্যতে, নিষেধার্থাচ্ছন্নতয়ৈবোক্তত্বাত্তু নিতরামিতি।

(লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকা)

"সিঞ্চাঙ্গনস্তদধরামৃতপূরকেন" প্রভৃতি শ্লোকে যে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ স্পষ্ট ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট সম্ভোগ প্রার্থনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের ধৃষ্টতা দোষে কোন প্রকার রসবিরোধ হয় নাই। কেননা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুর্য্য ও তনুমাধুর্য্যে এমনই মত্ত হইয়াছিলেন যে—তাঁহাদের তৎকালে কোন প্রকার বিচার কিংবা বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল না। তাঁহাদের উদ্ভট অনুরাগবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য যে প্রকার আর্ত্তি ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় সম্ভোগ প্রার্থনাতেও কোনপ্রকার রসবিরোধ ঘটিতে পারে নাই; বিশেষতঃ ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অর্থান্তরে উপেক্ষাভঙ্গির সমাবেশ থাকায় রসবিরোধের পরিবর্ত্তে রসাস্বাদনের চমৎকারিতাই সংঘটিত হইয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচনে মর্ম্মাহতা ব্রজবনিতাগণ, নানাভাবে অনুনয়বিনয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানেঽপি নৈব যাম যতঃ বিরহজাগ্নেরেব উপযুক্তা উচিতা দেহা নতু সংযোগামৃতযোগ্যা যাসাং তাঃ। অধুনা এতদসিদ্ধ্যা কালান্তরে জন্মান্তরেঽপি বিরহস্যৈব নিশ্চিতত্বাদিতি ভাবঃ। সখে ইতি তস্যাপি তত্র ভাবিদুঃখং দর্শয়ন্তি। যদ্বা। ঝটিতি তৎপ্রাপ্ত্যভাবেন দেহত্যাগং সূচয়ন্ত্য আহুঃ জন্মান্তরে ধ্যানেনাপি তে পদয়োরন্তিকং মার্গমপি বা যামেতি প্রার্থনম্। তত্র চ সখীত্বেনৈবেত্যাশয়েন সম্বোধয়ন্তি সখে ইতি। অনেন সুমধ্যমা ইত্যস্যোত্তরং। ভবদাশয়েদৃশসদ্গুণদেহোঽপি ত্যাজ্যস্ত্যক্তেঽপি তস্মিন্ ভবান্ন ত্যাজ্য ইতি। শ্লোকদ্বয়মিদমৈশ্বর্য্যময়ার্থেঽপি প্রায়ঃ সমানং। নিষেধার্থশ্চায়ং—তস্মাৎ অঙ্গ হে মহালম্পট নোঽস্মাকং হাসাবলোককলগীতেন সহজেন জাতো যস্তব হৃচ্ছয়াগ্নিস্তং ত্বদধরামৃতপূরকেণৈব সিঞ্চ অস্মাকং মধ্যে সা কাচিন্নাস্ত্যেব যস্যা অধরামৃতেন স্বকাগ্নিং সেক্ষ্যসীত্যর্থঃ; ইতি স্ববর্গ্যাণাং সর্ব্বথা নৈরপেক্ষ্যং সূচিতম্। অথচ স্বাভীষ্টপরমমধুরবস্তুনি দুর্ল্লভে সতি লুব্ধৈঃ স্বস্যাধরপুটৌ লিহ্যেতে ইতি নর্ম্মভঙ্গীব্যঙ্গ্যা। নোচেদ্বয়ন্ত্বেবমশ্রুত্বা পন্থানমস্মাকং নিরুন্ধন্ দুরাগ্রহান্ন বিরমসি তদা বয়ং স্বপতিবিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ভবেম বরং ম্রিয়েমহীত্যর্থঃ। তথাপি ধ্যানে চিন্তনেঽপি তব পাদয়োঃ পদবীমপি ন যাম ন যাস্যামঃ। সখে ইতি বাল্যক্রীড়ায়াং প্রাপ্তসখ্যত্বেনাস্মদ্ধর্ম্মনিষ্ঠাং জানাস্যপীতি ভাবঃ। যদ্বা চেদিতি নিশ্চয়ে। ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নীতি বৎ। ততশ্চ নৈব বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা বয়ং ততো ধ্যানেঽপি নৈব যামেতি॥ ৩৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচনে মর্ম্মপীড়িতা ব্রজবনিতাগণ, নানাবিধ দৈন্যবচন প্রয়োগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণে নানাভাবে প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনা পূর্ণ হইল না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—আমি বস্ত্রহরণ দিনে গোপীগণের উন্মুক্ত দেহ দেখিয়াছি, কিন্তু উন্মুক্ত হৃদয় দেখিতে পাই নাই। সে দিন তাহারা আমার কথায় নির্লজ্জভাবে বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু মিলন প্রার্থনা করে নাই। সেজন্য আমার বড়ই বাসনা ছিল যে—তাহারা নির্লজ্জভাবে মিলন প্রার্থনা করিয়া তাহাদের হৃদয়ের ভাব উন্মুক্ত করিয়া আমাকে দেখাইবে। সেজন্য আমি তাহাদের মোহন মুরলীরবে নিজ নিকটে আনয়ন করিয়া কত ভাবে তাহাদের উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিলাম, তাহাতে তাহারা প্রায় প্রাণান্ত দশায় উপনীত হইল, কিন্তু নির্লজ্জভাবে মিলন প্রার্থনা করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিল না। তাহাদেরই কথায় জানিলাম যে, আমার বংশীনাদে তাহাদের চিত্তহরণ হইয়াছে এবং তাহারা আমাকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিতেছে না কিংবা কোন প্রকার গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না, কিন্তু তাহাদের হৃদয় এমনই ধৈর্য্য লজ্জা ও বাম্য দ্বারা আবৃত যে তাহা কিছুতেই উন্মুক্ত হইতেছে না। হায়! এই সমস্ত প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মুখে মিলন প্রার্থনা বচন শ্রবণ করা কি আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে? প্রেমরসাস্বাদনলোলুপ, প্রেমাধীনতার প্রকটদৃষ্টান্তবিগ্রহ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সতৃষ্ণ নয়নে গোপীগণের দিকে চাহিয়া এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারই অব্যর্থ মনোবাসনার অন্তঃপ্রেরণায় ব্রজরমণীগণ "সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ" প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্টভাষায় মিলন প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এ পর্য্যন্ত নানাভাবে দৈন্য-বিনয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই স্পষ্টভাবে মিলন বাসনা ব্যক্ত করেন নাই। তাঁহাদের মনের ভাব এই যে—সদ্‌গুণশালী শ্রেষ্ঠ নায়কগণ কখনও লজ্জাবিহীনা ধৃষ্টা নায়িকার সহিত মিলনে আনন্দ লাভ করিতে পারেন না। আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, নায়কের শিরোভূষণ; সুতরাং আমরা যদি তাঁহার নিকট স্পষ্ট ভাষায় মিলন প্রার্থনা করি, তাহা হইলে আমাদের ধৃষ্ট ব্যবহারে তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। আমরা তাঁহার প্রীতি বিধানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্যই সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণ নিকটে আসিয়াছি, কিন্তু নির্লজ্জ বচনে মিলন প্রার্থনা করিয়া কেন তাঁহার অপ্রীতিকর কার্য্য করিব? অতএব আমাদের ভাগ্যে তাঁহার সহিত মিলন রসাস্বাদন সংঘটিত হউক বা না হউক, আমরা কিছুতেই স্পষ্টভাবে মিলন প্রার্থনা করিয়া তাঁহার মিলনসুখাস্বাদনে বাধা দিতে পারিব না। এই কথা মনে করিয়া প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এতক্ষণ নানা প্রকার ইঙ্গিতসূচক বচনে শ্রীকৃষ্ণ চরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে মিলন প্রার্থনা করেন নাই। মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রবল বহ্নিজ্বালায় ব্রজরমণীগণের হৃদয় দগ্ধপ্রায় হইলেও তাঁহারা নির্লজ্জ বচনে মিলন প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা নানাভাবে দৈন্যবচন প্রয়োগ করিয়া বারে বারে চরণসেবাধিকার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের উৎকট মিলন বাসনা হৃদয়েই সুগুপ্ত রহিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনোৎকণ্ঠায় অধীরা ও আত্মহারা হইয়া উঠিলেন এবং উন্মাদের ন্যায় বিপর্য্যস্তস্বভাবা এবং লজ্জাহীনা হইয়া ধৃষ্টা নায়িকার ন্যায় স্পষ্ট ভাষায় মিলন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। (ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ভাববিপর্য্যয়, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রস শাস্ত্রে উন্মাদ নামক সঞ্চারী ভাব বলিয়া অভিহিত।) সমুদ্র যেমন সর্ব্বদাই তরঙ্গসমাকুল থাকে, সেইরূপ প্রেমবান্ ভক্তগণেরও প্রেমসমুদ্র হর্ষ দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদ উন্মাদ প্রভৃতি নানাবিধ ভাবের তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্র বক্ষে প্রকাশ হইয়া আবার সেখানেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ প্রেম-সমুদ্রেও বিবিধ প্রকার তরঙ্গ প্রকাশ পাইয়া সেখানেই বিলীন হইয়া যায়। সমুদ্রে যেমন একই তরঙ্গ সর্ব্বদা থাকে না, সেইরূপ প্রেম-সমুদ্রেও হর্ষ দৈন্যাদি একই ভাবের তরঙ্গ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে না। ব্রজরমণীগণের প্রেম-সমুদ্রে যখন উন্মাদ নামক ভাবের তরঙ্গ প্রকাশ হইল তখনই তাঁহারা উন্মাদিনীর ন্যায় নির্লজ্জ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ বিপর্য্যস্ত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। (এই সমস্ত সঞ্চারী ভাবের কথা বিস্তৃত ভাবে জানিতে হইলে উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্র সমালোচনা করাই সমীচীন।)

ব্রজরমণীগণ যে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা ধৈর্য্য বাম্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ধৃষ্টা নায়িকার ন্যায় নির্লজ্জ বচনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নায়ক শিরোমণিরও রসাস্বাদনের ব্যাঘাত হইল না, কেননা, ব্রজরমণীগণ, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নির্লজ্জ বচন প্রয়োগ করেন নাই এবং তাঁহারা স্বভাবতঃই ধৃষ্টা নায়িকা নহেন। এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

ইদঞ্চ সম্ভোগস্য সাক্ষাৎ প্রার্থনং তদীয়বেণুতনুমধুমত্তচিত্তানাং লোকোত্তরপ্রৌঢ়ানুরাগার্ত্তিনর্ত্তিত-মহোৎকণ্ঠাবগুণ্ঠিতানাং রসেনাপি ন বিরুধ্যতে, নিষেধার্থাচ্ছন্নতয়ৈবোক্তত্বাত্তু নিতরামিতি।

(লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকা)

"সিঞ্চাঙ্গনস্তদধরামৃতপূরকেন" প্রভৃতি শ্লোকে যে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ স্পষ্ট ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট সম্ভোগ প্রার্থনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের ধৃষ্টতা দোষে কোন প্রকার রসবিরোধ হয় নাই। কেননা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুর্য্য ও তনুমাধুর্য্যে এমনই মত্ত হইয়াছিলেন যে—তাঁহাদের তৎকালে কোন প্রকার বিচার কিংবা বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল না। তাঁহাদের উদ্ভট অনুরাগবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য যে প্রকার আর্ত্তি ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় সম্ভোগ প্রার্থনাতেও কোনপ্রকার রসবিরোধ ঘটিতে পারে নাই; বিশেষতঃ ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অর্থান্তরে উপেক্ষাভঙ্গির সমাবেশ থাকায় রসবিরোধের পরিবর্ত্তে রসাস্বাদনের চমৎকারিতাই সংঘটিত হইয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচনে মর্ম্মাহতা ব্রজবনিতাগণ, নানাভাবে অনুনয়বিনয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে করিতে যখন শ্রীকৃষ্ণবিরহপীড়া এবং মিলনোৎকণ্ঠায় অধীরা হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদের সর্ব্ববিধ বিচার বিবেকাদির অপগম হইয়া গেল এবং তাঁহারা ধৈর্য্য লজ্জা বাম্য প্রভৃতির পরমাধার হইয়াও স্পষ্ট ভাষায় সম্ভোগ প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন—হে কৃষ্ণ! তোমারই মধুর হাস্য বিমিশ্রিত কুটিল কটাক্ষপাত এবং মুরলীর কলগানে আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে যে মিলন লালসার অদম্য অনল প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা একমাত্র তুমি ব্যতীত আর কেহই নির্ব্বাপণ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ অগ্নিদাতারই অগ্নিনির্ব্বাপণ করা ধর্ম্ম ও নীতিসম্মত কার্য্য। তাই বলিতেছি, আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে তুমিই অনল প্রজ্বলিত করিয়াছ, তুমিই আবার তাহা নির্ব্বাপণ কর। আমাদের হৃদয়ে তুমি যে অনল জ্বালিয়াছ তাহার উৎপত্তি নিবৃত্তি একমাত্র তোমারই সাধ্যায়ত্ত। একমাত্র তুমি ব্যতীত ত্রিজগতে এমন আর কেহই নাই যে—কুলধর্ম্ম-নিরতা ব্রজবনিতাগণের হৃদয়ে এরূপ পরপুরুষ-মিলনলালসার সর্ব্বগ্রাসী মহাবহ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারে এবং তাহা আবার অনায়াসে নির্ব্বাপিত করিয়া সেখানে শত শত অমৃতের উৎস উৎসারিত করিতে পারে। আমাদের হৃদয়স্থ অনলে তোমার হাসিমাখা দৃষ্টিসঞ্চার ঘৃতসিক্ত-ইন্ধন এবং তোমারই মুরলীর কলগান অনুকুল পবনের মত হইয়া তাহাকে শত সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি একদিন দাবানল হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলে, আজও একবার তোমার মিলনলালসানলে দগ্ধহৃদয় ব্রজরমণীগকে রক্ষা করিয়া তোমার সর্ব্বতাপহারী নামের সার্থকতা সম্পাদন কর।

ব্রজরমণীগণের এই কথা শুনিয়া রসিকেন্দ্র চূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন একবার ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে এবং একবার যমুনাবক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইঙ্গিত ভঙ্গিতে জানাইলেন, হে ব্রজরমণীগণ! তোমাদের হৃদয়ে অগ্নিসংযোগ হওয়ার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না এবং তোমরা যেরূপ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আমার সঙ্গে নানাবিধ বাদ প্রতিবাদ করিতেছ, তাহাতে তোমাদের কোনপ্রকারেই অগ্নিসন্তপ্ত বলিয়া ধারণা হইতেছে না। যদি বা তোমাদের হৃদয়ে আমার অলক্ষ্যে কোনপ্রকার অদৃশ্য অগ্নির সংযোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা তাহা নির্ব্বাপণ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ না করিয়া যদি এতক্ষণ সম্মুখবর্ত্তিনী যমুনার শীতল প্রবাহে অবগাহন করিতে তাহা হইলে অনায়াসে তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত।

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার পরিহাসভঙ্গিময় ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে কপটিন্! আমাদের হৃদয়ে তুমি যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছ তাহার কোনও বাহ্য লক্ষণ পরিদৃষ্ট না হইলেও তাহা আমাদের অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়া নিরন্তর আমাদের অন্তর দগ্ধ করিতেছে। তোমার অন্তরে যদি একটুও কৃপার উদ্রেক হইত তাহা হইলে তুমি আমাদের অন্তরের অবস্থা কিছু অনুভব করিতে পারিতে। আমাদের হৃদয়ে তুমি যে অনল জ্বালিয়া দিয়াছ তাহা যমুনার প্রবাহে শান্ত হইবার নহে। বোধ হয় শত শত যমুনা প্রবাহ মিলিত হইলেও আমাদের হৃদয়ের তাপের কোটি অংশের এক অংশও নির্ব্বাপণ করিতে পারে কিনা সন্দেহ। আমাদের হৃদয়ে যে অনল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা দাবানল প্রভৃতি সাধারণ অনলের ন্যায় জল প্রবাহে নির্ব্বাপিত হয় না, অমৃত প্রবাহ পাইলে এ অনলের শান্তি হইতে পারে।

ব্রজরমণীগণের এই কথা শুনিয়া পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন আবার ভঙ্গি করিয়া ইঙ্গিত করিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা যেরূপ দুর্ল্লভ বস্তুর কথা বলিতেছ তাহা কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? অমৃত, স্বর্গের সম্পদ এবং তাহা একমাত্র অমরগণেরই ভোগ্য। মরজগতে তাহা কেহ কোন দিন পাইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। অতএব তোমাদের এই অদ্ভুত অনল নির্ব্বাপণের অদ্ভুত উপায় কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণের সকল প্রকার বাম্য ও অবহিত্থার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তাঁহারা স্পষ্ট ভাষাতেই বলিলেন—"সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিং"—হে অমৃতনির্ম্মঞ্ছনীয়-মধুরাধর! তোমার অধরামৃতেই আমাদের হৃদয়ে এই পরমাদ্ভুত অনল প্রজ্বলিত হইয়াছে, কাজেই তোমার অধরামৃত ব্যতীত অন্য কোন অমৃতেই এ অনল নির্ব্বাপিত হইবে না। স্বর্গের অমৃত ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়াও যদি কেহ আমাদের হৃদয়ে লেপন করে তাহা হইলেও আমাদের হৃদয়ের অনল নির্ব্বাপিত হইবে না। একমাত্র তোমার অধরামৃতই আমাদের হৃদয়ের অনল নির্ব্বাপণের সিদ্ধৌষধি। তোমারই অধরামৃত বংশীছিদ্র দ্বারা নির্গত হইয়া নাদরূপে আমাদের কর্ণদ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এই অনল প্রজ্বলিত করিয়াছে, আবার তোমার অধরামৃতই যদি আমাদের বদনদ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে তাহা হইলে এই অনল নির্ব্বাপিত হইবে। অন্তরের তাপ অন্তরে প্রবিষ্ট মহৌষধ ব্যতীত শান্ত হইতে পারে না, কাজেই কোন প্রকার বাহ্য উপায়ে এ তাপের শান্তি হইবে না। তাই বলিতেছি—হে ব্রজরাজ-নন্দন! তোমারই প্রদত্ত অগ্নি সংযোগে দগ্ধপ্রায় ব্রজরমণীগণকে যদি রক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে আর ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া তোমার অধরামৃত বর্ষণে প্রবৃত্ত হও। তোমার অধরামৃত ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই আমাদের জীবন রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমরা শিশুকাল হইতেই তোমাকে ভালবাসি, তাই তোমাকে বলিতেছি, হে সখে! শতকোটি রমণীবধের পাপে লিপ্ত না হইয়া শতকোটি রমণীর জীবন দান করিয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় কর।

হে সখে! যদি তুমি তোমার অধয়ামৃত প্রবাহ সেচন করিয়া আমাদের হৃদয় মধ্যস্থ দারুণ বহ্নিজ্বালা নির্ব্বাপণ না কর, তাহা হইলে আমাদের আর অন্য গতি নাই। আমরা শিশুকাল হইতে তুমি ভিন্ন আর কিছুই জানিনা এবং তোমারই সেবাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি। তুমি যদি নির্দ্দয় হইয়া আমাদের পরিত্যাগ কর এবং আমাদের দেহ যদি তোমার সেবার যোগ্য না হয়, তাহা হইলে আমাদের এ দেহ ধারণের কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা তোমার চরণ ধ্যান করিতে করিতে তোমারই সম্মুখে তোমার সেবার অযোগ্য দেহ পরিত্যাগ করিব। তুমি নানাভাবে আমাদের উপেক্ষা করিতেছ দেখিয়া মনে হয় যে আমাদের দেহ তোমার সহিত মিলনামৃত উপভোগের যোগ্য নহে, আমাদের দেহ তোমার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইবারই উপযুক্ত। সুতরাং আমরা তোমার বিরহাগ্নিতেই তোমার সেবার অযোগ্য দেহ দগ্ধীভূত করিয়া জন্মান্তরে তোমার চরণ সমীপে উপনীত হইতে চেষ্টা করিব। বিজ্ঞগণের মুখে শুনিয়াছি, মরণকালে যে ভাবনার উদয় হয়, মরণান্তে জীবের তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আমরা যদি তোমাকে দেখিতে দেখিতে তোমারই সম্মুখে তোমার সেবার অযোগ্য দেহ তোমারই বিরহাগ্নিতে দগ্ধীভূত করিতে পারি, তাহা হইলে জন্মান্তরে নিশ্চয়ই তোমার চরণপ্রাপ্তির সুযোগ লাভ করিতে পারিব। আমরা যদি তোমার গতাগতির পথে মৃত্তিকা হইয়াও থাকিতে পারি তাহা হইলেও তোমার চরণ স্পর্শ পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিব; কিন্তু তোমার সেবার অযোগ্য দেহভার বহন করিয়া আমাদের কোনই লাভ হইবে না। তাই বলিতেছি—হে বজ্রকঠোর! তুমি যদি এখনও তোমার অধরামৃত প্রবাহ সেচনে আমাদের হৃদয়ের অনল নির্ব্বাপিত না কর, তাহা হইলে আমরা আর ক্ষণকালও দেহ ধারণ করিতে পারিব না। আমরা তোমার বিরহানলে দগ্ধ হইলে পরিশেষে তোমারও অনুতাপা-নলে দগ্ধ হইতে হইবে। তাই আবার বলিতেছি, হে সখে! তুমি এখনও তোমার হঠ পরিত্যাগ করিয়া অধরামৃত সেচনে আমাদের দগ্ধ দেহ শীতল কর।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এই প্রকার স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ব্যতীত তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর জীবন ধারণের কোনই উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের এই সুস্পষ্ট ভাবে সম্ভোগ প্রার্থনার অন্তরালেও উপেক্ষাভঙ্গির সমাবেশ আছে। রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যেমন সুতীব্র উপেক্ষাবচনের অন্তরালে মিলন-প্রার্থনার অমৃতপ্রস্রবণ নিহিত রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ রসিকাশিরোমণি ব্রজরমণীগণও তাঁহাদের ব্যাকুলতাময় মিলনপ্রার্থনা-বচনের অন্তরালে সুতীব্র উপেক্ষাভঙ্গী লুকাইয়া রাখিয়া ব্রজরাজনন্দনের রসিকতাপূর্ণ বচনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন।

"সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ" প্রভৃতি গোপীবচনের উপেক্ষাভঙ্গীময় অর্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন - "অঙ্গ হে মহালম্পট! নঃ হাসাবলোককলগীতেন সহজেন জাতো যস্তব হৃচ্ছয়াগ্নিস্তং ত্বদধরামৃতপূরকেণৈব সিঞ্চ। অস্মাকং মধ্যে সা কাচিন্নাস্ত্যেব যস্যা অধরামৃতেন স্বকাগ্নিং সেক্ষ্যসি॥"

হে লম্পটশিরোমণে! আমাদের স্বাভাবিক সহাস্য দৃষ্টিসঞ্চার দর্শনে এবং মধুর বচনাবলী শ্রবণে তোমার হৃদয়ে যে কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা তুমি নিজ অধরামৃত সেচনেই নির্ব্বাপণ কর। আমরা সকলেই কুলধর্ম্মনিরতা ব্রজরমণী; সুতরাং আমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, তাহার অধরামৃতে তোমার কামাগ্নির উপশম হইতে পারে। ব্রজরমণীগণের এই প্রকার বচনভঙ্গীর ইঙ্গিতে ইহাও জানা যায় যে - কোনও লোভ পরবশ ব্যক্তি যদি কোনও লোভনীয় বস্তু দেখিয়া তাহা আস্বাদন করিতে না পারে তাহা হইলে সে যেমন জিহ্বা দ্বারা নিজ অধর লেহন করে, সেইরূপ তোমার ভাগ্যেও আমাদের দেখিয়া নিজ অধর লেহন করা ব্যতীত আর অন্য কোনই উপায় নাই। হে শঠশিরোমণে! যদি তুমি হঠ পূর্ব্বক আমাদের স্পর্শ করিতে অগ্রসর হও তাহা হইলে আমরা নিজ নিজ পতির বিরহাগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন করিব, কিন্তু কখনও কল্পনাতেও তোমার নিকটবর্ত্তিনী হইব না; অতএব হে সখে! আমরা শিশুকাল হইতেই তোমাকে ভালবাসি এবং তোমার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, তাই তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি যে তুমি দুরাগ্রহ ও দুরভিনিবেশ বশতঃ কদাপি আমাদের ন্যায় কুলধর্ম্মনিরতা রমণীগণের সহিত মিলনবাসনা পোষণ করিয়া দুরাকাঙ্ক্ষার অনলে দগ্ধ হইও না। আমরা পুষ্প চয়নের জন্য বনে আসিয়া হঠাৎ তোমার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া তোমার ঐরূপ কু অভিপ্রায় পোষণ করা এবং তদনুরূপ ইঙ্গিত ও বচন প্রয়োগ করা কদাপি যুক্তি-যুক্ত হয় নাই। যাহা হউক, আমরা তোমাকে বড়ই ভালবাসি বলিয়া বলিতেছি যে আর কদাপি এরূপ দুরভিপ্রায় পোষণ করিও না এবং আমাদের নিজ গৃহে গমনে বাধাপ্রদান করিও না।

এই প্রকারে গোপীবচনের উপেক্ষাভঙ্গী অনুসরণ করিয়া যদি বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা হইলে কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণের নির্ভর গভীর প্রেমেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সুখ দুঃখ ভাল মন্দ যাহা কিছু আছে, সবই কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুতেই নহে। প্রাকৃত জগতের জীবের ন্যায় তাঁহাদের বিষয়সংযোগে এবং বিষয়বিয়োগে কোন প্রকার সুখদুঃখের অনুভূতি হয় না। তাঁহাদের কেবলমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কোনই প্রার্থনীয় বস্তু নাই। তাঁহারা কৃষ্ণকে যে ভাবে ভালবাসেন এবং যে ভাবে কৃষ্ণের সেবা করিলে তাঁহাদের মনের মত হয়, সে ভাব অন্য কুত্রাপি সম্ভবপর হয় না। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ ব্যাসাদি বহুতর কৃষ্ণভক্তের কথা পুরাণ ইতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু তাঁহারা কেহই শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত-প্রাপ্তির লালসা পোষণ করেন না এবং তাঁহাদের প্রেমে তাহার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই; কৃষ্ণের চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে পারিলেই তাঁহাদের সর্ব্ববিধ কামনা পূরণ হইয়া যায়। কিন্তু ব্রজরমণীগণের প্রেমের কি অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য যে—তাঁহারা কৃষ্ণ নিকটে উপস্থিত হইয়াও কৃষ্ণ বিরহানলে দগ্ধ হইতেছেন এবং তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঞ্জঃ স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ॥ ৩৬

শান্তির জন্য কৃষ্ণের অধরামৃতপ্রবাহ প্রাপ্তির লালসা জানাইতেছেন। তাঁহারা যদি তাঁহাদের এই বাসনা পূর্ণ করিতে না পারেন তাহা হইলে কৃষ্ণের বিরহবহ্নিতেই তাঁহাদের জীবনান্ত হইয়া যাইবে। ব্রজরমণীগণের এই প্রকার অনন্যসাধারণ পরমপ্রেম এবং অনন্যসাধারণ প্রেমসেবাকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তিই এই শ্লোকের বাস্তবার্থ।

ব্রজরমণীগণের ইঙ্গিতভঙ্গিচাতুর্য্য পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রার্থনা ও উপেক্ষাভঙ্গির যুগপৎ অভিব্যক্তিতেই এই শ্লোকের যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থের প্রকাশ হইয়া থাকে॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—অম্বুজাক্ষ (হে কমলনয়ন!) যর্হি (যদা অস্মদনির্ব্বচনীয়পুণ্যোদয়সময়ে) ক্বচিৎ (কস্মিংশ্চিদপি দুর্ল্লভে স্থানবিশেষে) ত্বয়া অভিরমিতাঃ (নিজভাবব্যঞ্জনয়া নন্দিতাঃ সত্যঃ) অরণ্যজনপ্রিয়স্য (অরণ্যজনাঃ গোপজাতয়ঃ প্রিয়া যস্য তস্য) তব রমায়াঃ (লক্ষ্ম্যা অপি) দত্তক্ষণং (দত্তোৎসবং) পাদতলং অস্প্রাক্ষ্ম (বয়ং স্পৃষ্টবত্যঃ) তৎপ্রভৃতি (তত আরভ্য) অন্যসমক্ষং (অন্যেষাং সমক্ষং) অঞ্জঃ (সুখেন) স্থাতুং (অবস্থাতুমপি) ন পারয়ামঃ (নৈব শক্নুমঃ)॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—হে কমললোচন! আমরা যেদিন তোমার ভাববিশেষে আনন্দিত হইয়া কোনও নির্জ্জন স্থানে তোমার ঐ রমাবাঞ্ছিত পদতল স্পর্শ করিয়াছি, সেই দিন হইতে আর কাহারও নিকট অবস্থান করিতে পারি না॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—নন্বু স্বপতীনেবোপগচ্ছত ত এনমগ্নিং সিঞ্চেয়ুরিতি তত্রাহুর্যর্হীতি। রমায়া লক্ষ্ম্যা। দত্তক্ষণং দত্তোৎসবং। তদপি ক্বচিদেব ন সর্ব্বদা। অরণ্যজনাঃ প্রিয়প্রিয়ত্বাদেবারণ্যে ক্বচিৎ যর্হি আস্প্রাক্ষ্ম পৃষ্টবত্যো বয়ং। তত্রচ ত্বয়াভিরমিতাঃ আনন্দিতাঃ সত্যঃ তদারভ্য অন্যসমক্ষং স্থাতুমপি ন পারয়ামঃ তুচ্ছাস্তে ন রোচন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৩৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বু কথং নিরপরাধে ময্যপরাধঃ কল্প্যতে মদীয়স্বাভাবিকসৌন্দর্য্যাদিদর্শনেন কামিনীনাং বশ্চিত্তাদিকং ক্ষুভ্যতি তত্রাহং কিং করবাণি। কিঞ্চ যদি গৃহকৃত্যেষু ন শক্তিস্তথাপি কুলবধূনাং যুষ্মাকং অত্রৈবাবস্থানং যুক্তং তত্রাহুঃ যর্হীতি। হে অম্বুজাক্ষ যর্হি যদা অস্মদনির্ব্বচনীয়পুণ্যোদয়সময়ে ক্বচিদপি দুর্ল্লভে দেশে ত্বয়াভিরমিতা নিজভাবব্যঞ্জনয়া নন্দিতাঃ সত্যস্তব পাদতলং অস্প্রাক্ষ্মেতি সূচকেন বাক্যেন পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরগায়পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেনেত্যত্র পূর্ব্বকৃতব্যাখ্যানুসারেণ কয়াপি তয়া যথাকথঞ্চিল্লব্ধস্য পাদতলস্পর্শস্য তদেগাষ্ঠীস্বেব প্রসিদ্ধেঃ কৃতকাত্যায়নীব্রতানান্তু তৎস্পর্শস্যাঙ্গীকারমাত্রতাৎপর্য্যাচ্চা-প্রাপ্তসঙ্গা অপি প্রাপ্তসঙ্গাভিরাত্মৈক্যং প্রকল্প্য তাভির্মিলিত্বা প্রোচুরিতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশং পাদতলম্? রমায়া দত্তক্ষণং তস্যামপি নূনমর্পিতমহোৎসবমিত্যর্থঃ। নন্বু স্বপ্ন এবায়ং ভবতীনাম্, অন্যথা নিত্যমপি তথাত্বাপি তৎ স্যাত্তত্রাহুঃ। অরণ্যজনেষু পুলিন্দীহরিণ্যাদিষ্বেব সন্ততনিজদর্শনাদিদানেন প্রীতিকর্ত্তুর্ন ব্রজজনেষু। ততো অস্মাকন্তু সুতরামেব দুর্ল্লভস্তেত্যর্থঃ। ইতি রমায়া অস্মাকঞ্চ যোগ্যানাং পরিত্যাগাত্তাদৃশানাঞ্চ স্বীকারাদুপালম্ভশ্চ সূচিতঃ। তদেবং যর্হ্যস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যেষাং সমক্ষং স্থাতুমূর্দ্ধাবস্থানমপি কর্ত্তুং পারয়ামঃ। অন্যদর্শনমস্মভ্যং ন রোচত ইত্যর্থঃ। অতএব কোঽপ্যুচ্চাটনবিদ্যাময়ঃ স্পর্শগুণ ইতি ভাবঃ। নন্বু মিথ্যাবাদিন্যঃ! সদা গোষ্ঠজনমধ্যে বসথৈব তত্রাহুঃ অঞ্জঃ সুখেনানায়াসেন ততো বলাদেব তত্র বসাম ইতি ভাবঃ। অথৈশ্বর্য্যপক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্বচিৎ স্পর্শনে হেতু ক্বচিৎ কেষুচিদাবির্ভাবেষু রমায়া দত্তক্ষণং স্বয়ন্তু অরণ্যজনপ্রিয়স্য বৃন্দাবনবাসিনাং শ্রীগোপাদীনাং প্রেম্না তদব্যভিচারিণঃ অহো অভাগ্যং তথাপি যর্হি কদাচিদেবাস্প্রাক্ষ্ম। অন্যৎ সমানম্।

অত্র তেষাং ব্যাখ্যানেঽরণ্যেতি তজ্জনসম্বন্ধেনৈবেত্যপি দৈন্যমেবেতি। অনেনাথবেতস্তোত্তরং স্বাভাবিক-প্রেমবিশেষেনৈবাগতাঃ স্ম ন ত্বন্যজনবৎ সাধারণপ্রেম্নেতি। নিষেধার্থশ্চায়ং। অয়ে সাধু স্মারিতং সখে ইত্যনেন যতো বাল্যক্রীড়াসখ্যেন ভবতীনাং স্পর্শোঽপি জাতোঽস্বীত্যাশঙ্ক্যাহুঃ নহীতি। যর্হি যদা তব বাল্যে বানরাদি-প্রিয়স্যৈব সতঃ পাদতলং রমায়া রমণ্যা দত্তাবসরং তদভিসারোন্মুখং বভুবেত্যর্থঃ। তৎ প্রভৃতি তদপি নাস্প্রাক্ষ্ম কিমুতান্যদঙ্গং। কথম্ভুতা অপি ত্বয়াভিরমিতা বাল্যে কারিতক্রীড়া অপি। অতএবান্যেষাং শ্বশ্রূাদিনামপি সমক্ষং স্থাতুং পারয়ামঃ অন্যথা তৈরপি দ্বিষ্যেমহীতি ভাব ইতি॥ ৩৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলানাকাঙ্ক্ষায় পরমব্যাকুলচিত্তা ব্রজরমণীগণ যখন উন্মাদভাবের আবেশে ধৈর্য্য লজ্জা বাম্য প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া "সিঞ্চাঙ্গ নস্তদধরামৃতপূরকেণ" প্রভৃতি বাক্যে স্পষ্টভাবে সম্ভোগ প্রার্থনা করিলেন, তখন পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের যেন আনন্দসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। ব্রজরমণীগণের মুখে স্পষ্ট ভাবে সম্ভোগ প্রার্থনা বচন শুনিবার জন্য তিনি প্রেমদয়ার্দ্রচিত্ত হইয়াও তাঁহাদিগকে বজ্রকঠোর উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কিন্তু ব্রজরমণীগণের ধৈর্য্য লজ্জা বাম্য প্রভৃতির আবরণ এতই কঠিন যে তাহা কৃষ্ণের উপেক্ষাবচন-বজ্রাঘাতেও কিছুমাত্র অপসৃত হয় নাই। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ সতৃষ্ণ ভাবে ব্রজরমণীগণের নিরাশা-নম্র বদনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন যে—হায়! এত চেষ্টা করিয়াও আমার মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার কোনই লক্ষণ দেখিতেছি না। তবে কি প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের অন্তরে সুগুপ্ত পরমপ্রেমের কাহিনী তাঁহাদের অন্তরেই চির-নিহিত থাকিবে? তাঁহাদের মিলন-প্রার্থনার ভাষা কি আমার কর্ণগোচর হইবার কোনই আশা নাই? কৃষ্ণ এইরূপ নানাবিধ ভাবনার তরঙ্গে যখন নানাভাবে উৎক্ষিপ্ত হইতেছেন, সেই সময়ে ব্রজরমণীগণের প্রেমসিন্ধুতে উন্মাদ ভাবের তরঙ্গ উঠিয়া কৃষ্ণের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া দিল। ব্রজরমণীগণের মুখে স্পষ্টভাবে সম্ভোগ প্রার্থনা বচন শুনিয়া ব্রজরাজনন্দন আশ্বস্ত এবং পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং আবার নানাবিধ রসিকতাপূর্ণ ভঙ্গী করিয়া ব্রজরমণীগণকে জানাইলেন—হে ব্রজরমণীগণ! আমার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে এবং মোহন মুরলী নাদ শ্রবণে যদি তোমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় ও চঞ্চল হৃদয়ে কামাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহাতে আমার অপরাধ কি? পর-পুরুষের সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে যে সমস্ত চঞ্চল প্রকৃতি রমণীগণের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়, তাহাদের পক্ষে কদাপি অন্তঃপুরের বাহিরে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, তোমাদের যদি আমার সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে তাদৃশ চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হইয়াই থাকে তাহা হইলে এখানে আর ক্ষণকাল মাত্রও বিলম্ব না করিয়া সত্বর নিজ গৃহে গমন কর এবং অন্তরের তাপ নিবারণের জন্য নিজ নিজ পতির নিকটে প্রার্থনা জানাও, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের অধরামৃত প্রবাহ দ্বারা তোমাদের অন্তরের তাপ শান্তি করিয়া দিবে। কুলবতী রমণীগণের অন্তরের তাপ শান্তির জন্য কদাপি পরপুরুষের নিকট অধরামৃত যাচ্ঞা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার নিদারুণ ইঙ্গিতভঙ্গি বুঝিয়া উপেক্ষা-ব্যথিতা বিরহদাবদগ্ধা ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে কমলনয়ন! আমরা শিশুকালে প্রথম জ্ঞানবিকাশে যখন তোমার নয়নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়ন অর্পণ করিয়াছি, তখন স্ত্রীপুরুষ ভেদজ্ঞানের বিকাশ না হইলেও আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরের ন্যায় তোমার নয়নকমলে আসক্ত হইয়া গিয়াছে। "চক্ষূরাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি রস-শাস্ত্র বচনে জানা যায় যে,—পুরুষরমণীর মিলনে প্রথমে পরস্পরের নয়নে নয়নে দর্শন, তৎপরে চিত্তের আসক্তি এবং তৎপরে মিলন বাসনা ও তদনুরূপ সঙ্কল্পের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই সঙ্কল্পকেই রসশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ পূর্ব্বরাগ বলিয়া থাকেন। কিন্তু হে মহামোহন! হে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক! তোমার নয়নের কি অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণী শক্তি যে—শিশুকালে যখন আমাদের স্ত্রীপুরুষ ভাবের সঙ্গে কোনই পরিচয় ছিল না, সেই সময়েই তুমি বলপূর্ব্বক আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছ। সুতরাং আমাদের অজ্ঞান দশাতেই পূর্ব্বরাগের ন্যায় অবস্থা প্রকাশ হইয়াছিল। সেই শিশুকালের নয়নানয়নি দর্শনই আমাদের কোনকালেই তোমাকে ভুলিতে দেয় নাই এবং স্ত্রীপুরুষ ভাব সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান না থাকিলেও আমাদের চিত্ত সর্ব্বদা তোমাতে আকৃষ্ট ও আসক্ত হইয়াছিল। তাহার পর যখন কিঞ্চিৎ জ্ঞানের বিকাশে বাল্যক্রীড়ার সময়ে অন্ধ ভালবাসার আকর্ষণে নিরন্তর তোমার নিকট যাইতে, তোমার সহিত নানাবিধ মুগ্ধালাপ করিতে এবং তোমার সহিত বেড়াইতে ভাল লাগিত, তখন হইতেই আমাদের তুমি ব্যতীত জগতে আর কোনও প্রিয়বস্তু আছে বলিয়া মনে হয় নাই। তাহার পর যখন কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যফলে কোনও নির্জ্জন প্রদেশে তোমার চরণতল স্পর্শ করিবার সুযোগ ঘটিয়া গেল, তাহার পর হইতে আমাদের আর তোমার চরণ ছাড়িয়া অন্য কাহারও নিকট ক্ষণকাল মাত্রও অবস্থানের শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল। সুতরাং হে চিত্তাকর্ষক! এখন আর আমাদের তোমার চরণ ছাড়া অন্য কোনই গতি নাই। জানি না তোমার চরণের কি উচ্চাটনবিদ্যাময় স্পর্শগুণ আছে যে—তাহার বলে আমাদের আর অন্য কুত্রাপি বাস করিবার সাধ্য নাই। যদিও আমরা নিরন্তর নিজগৃহেই অবস্থান করিয়া থাকি, তথাপি তাহা আমাদের কাছে কিছুমাত্র সুখাবহ নহে, প্রত্যুত কারাবাসের ন্যায় অসহনীয় দুঃখপ্রদ।

কেবলমাত্র আমরাই যে তোমার চরণে আকৃষ্ট হইয়াছি তাহা নহে, তোমার চরণের এমনই কিছু গুণ আছে যে তাহা "রমায়া দত্তক্ষণং"—নারায়ণ-প্রেয়সী লক্ষ্মীরও আকাঙ্ক্ষণীয় এবং পরমানন্দপ্রদ। ব্রজে সমস্ত বিজ্ঞজনই বলিয়া থাকেন যে—নাগপত্নীগণ তোমার স্তব প্রসঙ্গে তোমার চরণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন—"যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ"—তোমার চরণধূলি কণিকা স্পর্শ লালসায় নারায়ণপ্রেয়সী লক্ষ্মী পর্য্যন্ত তীব্র তপস্যা করিয়াছেন। যদিও লক্ষ্মীবাঞ্ছিত চরণপ্রাপ্তির আশা করা গোপরমণীগণের পক্ষে দুরাশা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তথাপি, হে গোপরাজনন্দন! তোমার চরণ অরণ্যজনের বড়ই প্রিয় এবং অরণ্যজনও তোমার চরণের বড়ই প্রিয় দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি এবং এই পরম দুর্লভ বস্তুপ্রাপ্তির লালসাতেও পশ্চাৎপদ হইতেছি না। তোমার চরণ রমাবাঞ্ছিত হইলেও তাহা বৃন্দাবনের বনে বনে নিরন্তর বিচরণ করে। বনের তৃণ, ধূলি কঙ্করাদি পর্য্যন্ত তোমার চরণলগ্ন হইবার অধিকার পায়, ভ্রমরাদি কীটগণ পর্য্যন্ত তোমার চরণের পাশে পাশে গুন্ গুন্ করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, কাজেই আমাদের মনে হয় যে—আমরা গোপরমণী হইয়াও কীট তৃণ ধূলি প্রভৃতির ন্যায়ও কি তোমার চরণ সম্বন্ধ লাভ করিতে পারিব না? বিশেষতঃ শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণও তোমার বণভ্রমণে শ্রান্ত চরণ সম্বাহণ করিবার অধিকারে বঞ্চিত হয় না। (পাদ-সংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ) কিন্তু আমরা গোপরমণী হইয়াও তোমার অরণ্যজনপ্রিয় চরণের কোন সম্বন্ধই লাভ করিতে পারি নাই। তাই বলিতেছি—হে ব্রজরাজনন্দন! আমরা শিশুকাল হইতে তোমার চরণ ছাড়া আর কিছু জানি না এবং তোমার চরণই আমাদের একমাত্র সম্বল। তোমার চরণসেবায় বঞ্চিত হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের আর কোনই গতি নাই। অতএব নানাভাবে উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিয়া আমাদের বঞ্চিত করিও না, চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের মনোরথ পূরণ কর।

এই শ্লোকে ব্রজরমণীগণ বলিলেন—"হে কমলনয়ন! আমরা যেদিন তোমার পদতল স্পর্শ করিয়াছি সেইদিন হইতে অন্য কাহারও নিকটে থাকিতে পারি না" ইহাতে মনে হয় যে—ইহার পূর্ব্বেও ব্রজরমণীগণের সহিত ব্রজরাজনন্দনের মিলন ও অঙ্গসঙ্গাদি সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি রাসলীলার প্রথম শ্লোক সমালোচনায় মনে হয় যে, রাসপ্রসঙ্গেই গোপীসহ গোপীনাথের নবসঙ্গম বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ নবসঙ্গম ব্যতীত গোপীগণের প্রেমপরীক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নানাভাবে উপেক্ষাবচনাদি প্রয়োগ করাও সঙ্গত হয় না। কাজেই ব্রজরমণীগণ রাসলীলার পূর্ব্বেও কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ একবিংশতি (২১) অধ্যায়ে "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন" প্রভৃতি শ্লোকে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে বিমোহিতা ব্রজবণিতাগণ বলিয়াছেন—দয়িতাগণের স্তনলিপ্ত চন্দন কুঙ্কুমাদি দ্বারা চরণ রঞ্জিত করিয়া ব্রজরাজনন্দন যখন বনপথে চলিয়া যান, তখন তাঁহার চরণস্পর্শে পথস্থিত তৃণরাজি সুরঞ্জিত হইয়া যায় এবং তাহা বক্ষঃস্থলে লেপন করিয়া বনবাসিনী পুলিন্দ্যরমণীগণ তাহাদের হৃদয়ের তাপ শান্তি করে, সুতরাং বনবাসিনী পুলিন্দ্য-রমণীগণ বড়ই ভাগ্যবতী এবং তাহাদেরই জীবন ধন্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

দায়িতাস্তনমণ্ডিতেনেত্যুক্ত্যা তৎকুঙ্কুমং দায়িতাস্তনতস্তস্য পাদলগ্নমিতি লভ্যতে। সা চ দয়িতা শ্রীপদেনানু-দিতা তদিদং বর্ণয়ন্তীষু তাস্বপি বিশিষ্টা "রুক্মিণী দ্বারবত্যাস্তু রাধা বৃন্দাবনে" বনে ইতি মাৎস্যাদিপ্রসিদ্ধা শ্রীরাধৈব লভ্যতে। অন্যস্যাঃ শ্রিয়ঃ "কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে" ইত্যাদৌ নিরস্তত্বাৎ, রুক্মিণ্যাশ্চ তদানীমসম্বন্ধাদিতি। সঙ্গমশ্চায়ং দিবস এব ইতি সম্ভাব্যতে, তত্রৈব পুলিন্দীনাং ভ্রমণাৎ। দ্বয়োঃ সঙ্গমশ্চায়ং ন সম্ভোগবিশেষরূপঃ। রাসপ্রসঙ্গে "ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ" ইতি তত্রৈব নবসঙ্গমস্য প্রতীয়মানত্বাৎ। অন্যথা তৎপরীক্ষার্থং পুনস্তেনোপেক্ষাবচনস্যাসঙ্গতত্বপ্রতীতেঃ। তদিদং বেণুপ্রকরণে ভণিতত্বাৎ বেণুসম্বন্ধেনৈবেতি গম্যতে। উরুগায় ইত্যনেন এষ বেণুসম্বন্ধ এব হি সূচিতঃ। তস্মাৎ কদাচিৎ বেণুকৃতাকর্ষায়াস্তস্যা লব্ধমূর্চ্ছাশান্তয়ে সকুঙ্কুমে স্বিন্নে বক্ষসি সম্ভ্রমতঃ কেবলেন চরণসঞ্জীবনীপল্লবেন স্পৃশন্নেবাগ্রাপি সম্যক্ সঙ্কোচানপগমাৎ দ্রুতমেব স তস্মান্নিশচক্রামেতি লভ্যতে। যাস্তু তদন্যাস্তাসামেব "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্যঃ" ইতি বচনং।

"যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া দত্তক্ষণং" ইত্যাদ্যুক্তিস্তু কুমারীণাং। স্বস্মিংস্তৎ স্বীকৃতত্বমেব হ্যত্র তৎস্পর্শন-তয়াতিদিষ্টং। (লঘু বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

"পূর্ণাঃ পুলিন্দ্যঃ" প্রভৃতি শ্লোকে জানা যায় যে—বনবাসিনী পুলিন্দরমণীগণ বনপথের পার্শ্বভাগে শ্রীকৃষ্ণের চরণলগ্ন কুঙ্কুমলিপ্ত তৃণরাজি দেখিয়া পরমানন্দে বিভোর হইয়াছিলেন এবং তৃণ হইতে কুঙ্কুম তুলিয়া মুখে ও বক্ষঃস্থলে লেপন করিয়াছিলেন। শ্লোকস্থ "দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন" এই বাক্যে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণের কোনও দয়িতার বক্ষঃস্থলে লিপ্ত কুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের চরণে লগ্ন হইয়াছিল এবং বনপথে গমনকালে তাহাই শ্রীকৃষ্ণের চরণ হইতে পথ পার্শ্বস্থ তৃণে লগ্ন হইয়াছিল। যে দয়িতার বক্ষঃস্থলে বিলিপ্ত কুঙ্কুমপঙ্ক শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে লগ্ন হইয়াছিল সে দয়িতাকে একজন সাধারণ গোপরমণী বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ শ্লোকস্থ "শ্রীকুঙ্কুমেন" এই অংশে শ্রীশব্দ প্রয়োগ থাকায় কোনও শ্রেষ্ঠ প্রেয়সীরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "রুক্মিণী দ্বার-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বত্যান্ত রাধা বৃন্দাবনে বনে" এই মৎস্যপুরাণ বচনে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার প্রেয়সীগণের মধ্যে রুক্মিণী এবং ব্রজপ্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় রুক্মিণীর সহিত কোনও সম্বন্ধ হয় নাই, সুতরাং এই লীলায় শ্রেষ্ঠ প্রেয়সী বলিতে একমাত্র শ্রীরাধিকা ব্যতীত আর কেহই নহে। অতএব শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থিত কুঙ্কুমই শ্রীকৃষ্ণের চরণে ও সেখান হইতে বনপথস্থিত তৃণে লগ্ন হইয়াছে বলিয়া ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। পুলিন্দরমণীগণ দিবসেই কাষ্ঠাহরণাদি কার্য্যের জন্য বনপথে গমনাগমন করে এবং সেই সময়েই তাহারা পথপার্শ্বস্থ তৃণে শ্রীকৃষ্ণের চরণলগ্ন কুঙ্কুম দেখিয়া তাহা দ্বারা বক্ষোলেপনাদি করিয়াছিল, সুতরাং শ্রীরাধিকার সহিতও শ্রীকৃষ্ণের দিবসেই মিলন হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এ মিলনে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকার বিলাসাদি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কেননা "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি রাসলীলার প্রথম শ্লোক সমালোচনা করিলে রাসপ্রসঙ্গেই শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নবসঙ্গম সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রাসপ্রসঙ্গে মিলন যদি নবসঙ্গম না হইত, তাহা হইলে গোপীগণের প্রেম-পরীক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করা সঙ্গত কিংবা রসাবহ হইত না। বিশেষতঃ বেণুগীত প্রসঙ্গে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনের ইঙ্গিত পাওয়ায় স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে—বেণু সম্বন্ধেই উভয়ের মিলন হইয়াছে। "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্যঃ" প্রভৃতি শ্লোকে "উরুগায়" (অর্থাৎ যিনি উচ্চরবে বেণুবাদন করেন) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ থাকায় বেণু সম্বন্ধেই এই লীলা ঘটিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। অতএব শ্রীরাধিকার বক্ষোলিপ্ত কুঙ্কুমের শ্রীকৃষ্ণচরণে লগ্ন হওয়ার হেতু অনুসন্ধান করিলে মনে হয় যে—কোনও দিন শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুনাদে আকৃষ্টা হইয়া প্রেমবতী শ্রীরাধিকা, বনভূমিতে আগমন করিয়া মূর্চ্ছিতা হন, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ, তাহার মূর্চ্ছাশান্তির জন্য তাঁহার কুঙ্কুমলিপ্ত বক্ষঃস্থলে সঞ্জীবনী পল্লব তুল্য নিজ চরণ অর্পণ করেন, কিন্তু তখনও পরস্পরের মিলনে সঙ্কোচ দূর হয় নাই বলিয়া, তিনি চরণ দ্বারা শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়াই দ্রুতবেগে স্থানান্তরে চলিয়া যান। গমনকালে তাঁহার চরণলগ্ন কুঙ্কুমে বনের তৃণরাজি বিলিপ্ত হইয়াছিল ও বনবাসিনী পুলিন্দ্য রমণীগণ তাহাই লইয়া নিজ নিজ বক্ষঃস্থলে ও বদনে লেপন করিয়াছিল এবং অন্যান্য গোপীগণ তাহাই দেখিয়া "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্যঃ" প্রভৃতি বচনে পুলিন্দ রমণীগণের সৌভাগ্য প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণোপেক্ষিতা ব্রজবনিতাগণের মধ্যে কাত্যায়নীব্রতপরা কুমারীগণও "যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়াঃ" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শ লাভের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারিলেও শ্রীকৃষ্ণ যে বস্ত্রহরণ দিনে তাঁহাদের "ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ" "আগামী এই রজনীতে (পূর্ণিমায়) তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিব" বলিয়াছেন তাহাতেই তাঁহারা নিশ্চিতরূপে ধারণা করিয়াছেন যে—কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ এবং তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেয়সী। শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে চরণ অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত গোপীগণেরই জানা ছিল বলিয়া সকলেই পরমানন্দে ঘোষণা করিতেন যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বক্ষঃস্থলে চরণ অর্পণ করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণেও শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের গুপ্ত মিলনের বৃত্তান্ত জানা যায়—

বাল্যেঽপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কৈশোরং রূপমাস্থিতঃ। রেমে বিহারৈর্বিবিধৈঃ প্রিয়য়া সহ রাধয়া॥

শ্রীকৃষ্ণ বাল্য বয়সেও কিশোর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিত্য কান্তা শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ বিলাস-রসাস্বাদন করিতেন। সুতরাং রাসপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজরমণীগণের সহিত নবসঙ্গম সংঘটিত হইলেও শ্রীরাধিকার সহিত তাহার পূর্ব্বেও মিলন হইয়াছিল এবং সেই জন্যই অন্যান্য গোপীগণও "আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শ লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছি" মনে করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেন। "যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়াঃ" প্রভৃতি শ্লোকেও সেই আনন্দেরই ইঙ্গিত প্রকাশ হইয়াছে।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের বচনপ্রয়োগ কৌশলে "যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়াঃ" প্রভৃতি শ্লোকের অর্থান্তরে যে উপেক্ষাভঙ্গির সমাবেশ আছে তাহা আলোচনা করিলে জানা যায় যে—ব্রজরমণীগণ বলিলেন—"হে অম্বুজাক্ষ! ত্বয়াভিরমিতাঃ ত্বয়া কারিতক্রীড়া অপি যর্হি যদা বাল্যবয়সি অরণ্যজনপ্রিয়স্ত তব পাদতলং রমায়াঃ রমণ্যাঃ দত্তক্ষণং দত্তাবসরং (তদভিসারোন্মুখমিত্যর্থঃ) বভূব তৎপ্রভৃতি তদপি ন অস্প্রাক্ষ্ম কিমুতান্যদঙ্গং।"

হে কমলনয়ন! তুমি শিশুকাল হইতেই অরণ্যজনপ্রিয়। আমরা শিশুকালে তোমার সহিত বাল্যক্রীড়া করিতে করিতে যেদিন জানিলাম যে তোমার চরণ রমণীগণের দিকে গমনোন্মুখ হইতেছে, আমরা সেইদিন হইতে অঙ্গস্পর্শের কথা দূরে থাক, কদাপি তোমার চরণস্পর্শ করি নাই। সেই জন্যই "অন্যেষাং শ্বশ্র্বাদীনামপি সমক্ষং স্থাতুং পারয়ামঃ অন্যথা তৈরপি দ্বিষ্যেমহি।" আমরা শিশুকালেই তোমার রমণীগণের দিকে গমনাগ্রহ দেখিয়া তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম বলিয়াই এখন পরম সুখে শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের নিকট বাস করিতে পারিতেছি। আমাদের যদি তোমার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা সকলেরই বিদ্বেষভাজন হইতাম। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের বাল্যক্রীড়ার সঙ্গী বলিয়া মনে করিও না যে আমরা তোমার সহিত মিলনের জন্যই এই নির্জ্জন অরণ্যে আসিয়াছি। আমরা পুষ্প চয়নের জন্য বনে আসিয়া হঠাৎ তোমার নিকটস্থ হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া, তুমি তোমার পররমণীলোলুপতাস্বভাববশতঃ আমাদের উপর কোনও কুধারণা কিংবা দুরাগ্রহ পোষণ করিও না। আমরা শিশুকালেই তোমার স্বভাবের পরিচয় পাইয়া তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছি এবং পতি শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজন সহ পরমানন্দে নিজ নিজ গৃহে বাস করিতেছি।

এই শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মনে হয় যে—শ্রীকৃষ্ণ, স্বভাবতঃই অরণ্যজনপ্রিয় অর্থাৎ বৃন্দারণ্যবাসি গোপগোপীগণের পরম প্রেমাস্পদ। সুতরাং তাঁহার চরণসেবনে বৃন্দাবনবাসি গোপগোপীগণের যথাযোগ্য অধিকার আছে। যদিও তাঁহার চরণ লক্ষ্মীদেবীরও বাঞ্ছনীয়, তথাপি তিনি বৃন্দারণ্যে আসিয়া বৃন্দাবনবিহারী মূর্ত্তির চরণসেবাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায় যে—লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণমূর্ত্তির চরণসেবা-নিরতা হইলেও তিনি বৃন্দাবনবিহারী মূর্ত্তির চরণসেবাধিকার পাইবার জন্য তীব্র তপস্যা করিয়াছেন। সেই জন্যই ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে কৃষ্ণ! তোমার চরণ রমাবাঞ্ছিত হইলেও তাহা বৃন্দারণ্যবাসিগণের নিজস্ব। কাজেই আমরা আর তোমার চরণ ছাড়িয়া কোথায় যাইব? তোমার চরণসেবনে আমাদের জন্মগত অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা তাহাতে বঞ্চিত হই তাহা হইলে আমাদের আর দুর্ভাগ্যের সীমা নাই।

শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাধিকার প্রাপ্তির এতাদৃশ মাহাত্ম্য এবং যাহাদের একবার কোনক্রমে শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শ হয় তাহাদের আর তাহা ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে ইহাই বাস্তবার্থের প্রতিপাদ্য।

এই শ্লোকের যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থের অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে—ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে কৃষ্ণ! আমরা যেদিন কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবশতঃ তোমার চরণস্পর্শ করিবার অধিকার পাইয়াছিলাম, সেইদিন হইতেই তোমার চরণে বিক্রীত হইয়া গিয়াছি, আমাদের আর তোমার চরণ ছাড়া অন্য গতি নাই। আবার ব্রজরমণীগণের ইঙ্গিত ভঙ্গিতে মনে হয় যে তাঁহারা বলিলেন—হে কৃষ্ণ! লক্ষ্মী চঞ্চলস্বভাবা বলিয়া তোমার চরণ তাঁহার বাঞ্ছিত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কুলধর্ম্মনিরতা ব্রজবনিতা; কাজেই আমরা পাতিব্রত্য ভঙ্গ ভয়ে কদাপি তোমার চরণ স্পর্শ করি না এবং পতি প্রভৃতি গুরুজনের নিকটে পরমসুখে কালযাপন করি ॥ ৩৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টং।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যসুরপ্রয়াসস্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তবপাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—যস্যাঃ (শ্রিয়ঃ) স্ববীক্ষণে ("শ্রীর্ময়ি কৃপাদৃষ্টিং বিদধাতু" ইত্যেতদর্থং) উত (অপি) অন্যসুর-প্রয়াসঃ (অন্যেষাং ত্বদ্ব্যতিরিক্তানাং সুরাণাং ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং প্রয়াসঃ) সা শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) বক্ষসি (নারায়ণস্য বক্ষঃস্থলে) পদং (অসাপত্ন্যং স্থানং) লব্ধ্বাপি তুলস্যা (সপত্ন্যা সহাপি) যৎ (যস্য তব) ভৃত্যজুষ্টং (ভৃত্যগণপরিসেবিতং) পদাম্বুজরজঃ চকমে (কাময়ামাস,) তদ্বৎ বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ (চরণধূলিকণিকামেব) প্রপন্নাঃ কিল (ইতি নিশ্চিতং)॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—যাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণও সর্ব্বদা লালায়িত, সেই নারায়ণপ্রেয়সী লক্ষ্মী নারায়ণবক্ষঃস্থলে বাসাধিকার লাভ করিয়াও তুলসীর সহিত মিলিত হইয়া তোমার ভৃত্যগণপরিসেবিত চরণকমলরেণুপ্রাপ্তির লালসা করিয়া থাকেন। হে কৃষ্ণ! আমরাও সেইরূপ সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমারই চরণে প্রপন্ন হইয়াছি॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—ত্বৎপাদসৌভাগ্যং ত্বতিচিত্রমিত্যাহুঃ শ্রীরিতি। বক্ষসি অসাপত্ন্যং স্থানং লব্ধ্বাপি তুলস্যা সপত্ন্যা সহ লক্ষীর্যৎ তব পদাম্বুজরজঃ কাময়তে স্ম। ভৃত্যৈঃ সর্ব্বৈর্জুষ্টমিতি সৌভাগ্যাতিশয়োক্তিঃ। যস্যাঃ স্ববীক্ষণে শ্রীরাত্মানাং বিলোকয়তু ইত্যেতদর্থমন্যেষাং সুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং তপোভিঃ প্রয়াসঃ। তদ্রজঃ তদ্বদ্বয়মপি প্রপন্না ইতি॥ ৩৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বু মাদৃশতুল্যকুল্যা এব যূয়ং ততো কথং পাদতলমপ্রাক্ষ্মেতি বদথ ইত্যাশঙ্ক্য নিজাভীষ্টোৎকণ্ঠাবগুণ্ঠিততয়ৈবাতিদৈন্যেনাহুঃ শ্রীরিতি। যৎ যস্য নারায়ণস্য বক্ষসি পদং লব্ধ্বাপি পদাম্বুজরজঃ শ্রীশ্চকমে প্রেয়স্যুচিতং সেবাভিলাষবিশেষং পরিত্যজ্য দাসোচিতমেবেষ্টবতীত্যর্থঃ। অতএব দাসানাং বহূনাং তত্র সংঘট্টমপ্যঙ্গীচকার ইতি ভাবঃ। কীদৃশ্যপি সা তত্রাহুঃ যস্যা ইতি। তদেবং দৃষ্টান্তমুক্ত্বা দার্ষ্টান্তিকমাহুঃ তদ্বদিতি। তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ন্তে নারায়ণসমো গুণৈরিত্যুক্তত্বাৎ নারায়ণ ইব যস্ত্বং তস্য তব পাদরজো বয়ঞ্চ সৎকুলাদিসম্পত্ত্যা প্রেয়সীপদযোগ্যতাং লব্ধ্বাপি প্রপন্নাঃ। তস্য তব চ গুণমহিমৈবায়ং যত্তস্যাঽস্মাকং চ লব্ধতাদৃশপদত্বেঽপি ন্যূনতাভিমানমেব কারয়তীত্যর্থঃ। তত্র শ্রীরম্বুজসাদৃশ্যমুপাধিমবলম্বমানা তস্য পাদাম্বুজরজশ্চকমে। বয়ন্তু তদুপাধিমনপেক্ষ্যমাণাস্তব পাদরজঃ প্রপন্না ইতি স্বেষাং তৎপাদস্য চ বৈশিষ্ট্যমম্বুজরূপকারূপকাভ্যাং দর্শিতং। এবং ক্ষীরোদমথনে যথান্যপরিত্যাগেন শ্রিয়াস্তদেকভজনং তথাস্মাকমপি ত্বদেকভজনমিতি জ্ঞাপিতং। অথবা নন্বু নাহং স্বপ্নেঽপি ভবতীস্পর্শনং স্মরামি ভবতু বা তথাপ্যবিচারেণ সকৃৎ স্খলনেঽপি ন ভূয়ঃ কর্ত্তুমুচিতং। তচ্চানৌচিত্যং ভবতীনাং সাধ্বীকুলাচারলঙ্ঘনেন মম চ তাদৃশভবদাচারধ্বংসনেনেত্যত্র সাধ্বীকুলশিরোমণিং শ্রিয়মেব দৃষ্টান্তয়ন্ত্যঃ প্রত্যুত্তরয়ন্তি শ্রীরিতি। বক্ষসি স্বভর্ত্তুর্হৃদয়ে পদং স্থানং লব্ধ্বাপি। কিল প্রসিদ্ধৌ। অসমোর্দ্ধমাধুরীভরমোহিতত্বাত্তথাপি তবাঙ্গসঙ্গে নিজাযোগ্যতামননাচ্চ। যদিতি যস্য বৃন্দাবনসম্বন্ধি পাদরজোমাত্রং যদ্বচ্চকমে তদ্বত্তস্য তব পাদরজো বয়মপি প্রপন্না ইত্যন্বয়ঃ। তদুক্তং যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ ইতি তাদৃশপ্রসিদ্ধিশ্রবণাৎ। বক্ষ্যতে চ স্বয়ং, জয়তি তেঽধিকমিতি। পাদরজঃশব্দস্য পুনরুক্তিরত্যুৎকণ্ঠয়া জ্ঞেয়া। তদুক্তং পক্ষদ্বয়েঽপি। রূপকাপ্রয়োগশ্চ পূর্ব্ববদেব জ্ঞেয়ঃ। সা চ ন কেবলা কিন্তু তুলস্যা লীলারূপয়া বৃন্দয়াপি সহ সা চ তুলসী তৎপ্রেয়স্যপি চকমে। পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে জালন্ধরোপাখ্যানে তস্যা অপি তৎপ্রেয়সীত্বশ্রবণাৎ। তথাচ স্কান্দে মথুরামাহাত্ম্যে—বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দাদেবীসমাশ্রিতং। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতমিতি। বারাহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্মাহাত্ম্যে চ। বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং। মম চৈব প্রিয়ং ভূমে সর্ব্বপাতকনাশনমিতি তদাশ্রিতত্ব-শ্রবণাচ্চ। কথম্ভূতমপি রজঃ? ভৃত্যজুষ্টং ত্বদ্ভৃত্যগণসেবিতাবশিষ্টমপি। পুনা রজ এব চ বিশেষয়িতুং তস্যা বৈশিষ্ট্যান্তরমাহুর্যস্যা ইতি। স্ববীক্ষণে স্বপতিপ্রেমপর্য্যন্তসম্পত্তিপ্রদে অন্যসুরাঃ শ্রীবিষ্বক্সেনগরুড়াদয়ঃ। তেষামপি প্রয়াসঃ। যদি তস্যাস্তস্যাশ্চাপ্যেবং তদাস্মাকমেব কো দোষ ইতি ভাবঃ। ঐশ্বর্য্যপক্ষেঽপি পূর্ব্ববদেবার্থঃ কিন্তু পূর্ব্বত্র প্রেমকৃতোৎকর্ষদৃষ্টিপ্রাপ্তত্বেনোত্তরতত্তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তত্বেনেতি ভেদঃ। তদেবং ভর্ত্তুং শুশ্রূষণং স্ত্রীণামিতাদেরুত্তরং জ্ঞেয়ং। নিষেধার্থশ্চায়ং। নন্থ শ্রীবৃন্দে অপি স্বপতিপরিত্যাগেন মদাশয়া মদ্বনে তিষ্ঠতঃ কাঃ যূয়মিত্যত্রাহুঃ শ্রীরিতি। যৎ যা শ্রীঃ তুলস্যা বৃন্দয়া সহাত্র বনে স্থিতং তব পদাম্বুজরজশ্চকমে তৎকামনয়াত্র বাসং কৃতবতীত্যর্থঃ। তদ্বদিতি তাভ্যাং সহৈব বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ? কাক্বা নৈবেত্যর্থঃ। চপলাত্বেন খ্যাতায়া লক্ষ্ম্যা যচ্চাপলং, তথা জালন্ধরভার্য্যাত্বমপি লব্ধায়া বৃন্দায়া যদ্ব্যভিচারিত্বং তত্তদ্ব্যুক্তমেব নাস্মাকমেতাদৃশীনামিতি ভাবঃ। তত্রাপি ভর্ত্তু-রিত্যস্যৈবোত্তরং জ্ঞেয়মিতি॥ ৩৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণোপেক্ষিতা ব্রজবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজ মনোবেদনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়া যখন বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! আমরা যেদিন তোমার পদতলস্পর্শ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, সেই দিন হইতে আর তোমার চরণ ছাড়িয়া কুত্রাপি স্বচ্ছন্দবাস করিতে পারি না" তখন রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন কিয়ৎকাল নয়ন মুদিত করিয়া থাকিয়া ইঙ্গিত ভঙ্গিতে জানাইলেন—হে ব্রজরমণীগণ! আমি বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু স্বপ্নেও কোনও দিন তোমাদের স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ-পথে উদিত হইল না। যাহা হউক, যদি অজ্ঞানবশতঃ কোনও দিন তোমাদের স্পর্শ করিয়া থাকি, তাহা হইলেও কি তোমাদের পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করা উচিত? কেহ যদি অজ্ঞানবশতঃ কোনও অন্যায় কার্য্য করে, তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। পরপুরুষ স্পর্শে তোমাদের সতীকুলাচার লঙ্ঘন হয় এবং আমারও পররমণীস্পর্শে দোষ হয়। অতএব হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা শিশুকালে অজ্ঞানবশতঃ আমাকে স্পর্শ করিয়াছিলে বলিয়া এখনও আবার সেই অন্যায় কর্ম্ম করিবার জন্য কেন পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছ? তাই বলিতেছি, তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া সতীকুলাচার রক্ষণে প্রবৃত্ত হও, কদাপি পরপুরুষ সঙ্গ বাসনায় মহাপাপে লিপ্ত হইও না। বিশেষতঃ তোমরাও গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং আমা অপেক্ষা কোনও অংশে তোমাদের ন্যূনতা নাই। তথাপি তোমরা বারে বারে আমার চরণ স্পর্শের কথা বলিতেছ কেন তাহাও আমি ধারণা করিতে পারিতেছি না।

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণ বলিলেন হে পরমমোহনশিরোমণে! তোমাকে একবার দর্শন করিলে কাহারও পক্ষে সতীকুলাচার রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। অন্যের কথা দূরে থাক, সতীকুল-শিরোমণি লক্ষ্মী পর্য্যন্ত সতী ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য তীব্র তপস্যায় রত হইয়া-ছিলেন যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ। সুতরাং আমরা গোপরমণী হইয়া যে সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার চরণ-সেবাধিকার লাভের জন্য লালায়িত হইব তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

নারায়ণপ্রেয়সী লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা লালায়িত থাকেন। কেননা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত কাহারও কোনও সম্পদ লাভ হয় না এবং শ্রীভ্রষ্ট ব্যক্তি কখনও কাহারও নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। কিন্তু সেই ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেববৃন্দপরিসেবিত লক্ষ্মী পর্য্যন্ত নারায়ণের বক্ষঃস্থলে বাসের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণ সেবার বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়েন। নারায়ণ-বক্ষঃস্থলে একমাত্র লক্ষ্মী ব্যতীত আর কাহারও বাসের অধিকার নাই, সুতরাং সেখানে লক্ষ্মীর একাধিপত্য। কিন্তু তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণে সর্ব্বদাই তুলসী অবস্থান করেন বলিয়া সেখানে কাহারও একাধিপত্য লাভের সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া তোমার ভৃত্যগণও সর্ব্বদা তোমার চরণসেবায় রত থাকে। কাজেই তোমার সেবা করিতে হইলে বহুতর জনসংঘট্ট এবং তুলসীর সাপত্ন্য স্বীকার না করিয়া অন্য কোনও গতি নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে—তোমার চরণের এমনই কোনও অনির্ব্বচনীয় গুণবিশেষ আছে যে—তাহার জন্য নারায়ণপ্রেয়সী লক্ষ্মী পর্য্যন্ত নারায়ণ বক্ষঃস্থলের একাধিপত্য উপেক্ষা করিয়া তোমার ভৃত্যগণ পরিসেবিত এবং তুলসীর অধিকৃত চরণের যৎকিঞ্চিৎ সেবাপ্রাপ্তির জন্যই লালায়িত হন। হে কৃষ্ণ! আমরাও লক্ষ্মীর মত আমাদের পতিগৃহে বাস, পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের ভালবাসা, গৃহ সুখ, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণরেণু-কণিকাপ্রাপ্তির লালসায় এই নির্জ্জন যমুনাতীরে তোমার চরণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমাদেরও পতিগৃহে একাধিপত্য, পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের প্রাণভরা ভালবাসা, নিত্য নূতন গৃহ সুখ প্রভৃতি সমস্তই ছিল, কিন্তু তোমার চরণ সেবার লালসায় আমাদের নিকট সে সমস্তই তুচ্ছ বোধ হইয়া গিয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পতির একমাত্র প্রণয়িনী হইয়াও শত কোটি গোপরমণীগণ একত্র মিলিত হইয়া তোমার তুলসীর অধিকৃত এবং ভৃত্যগণ পরিসেবিত চরণের যৎকিঞ্চিৎ সেবাধিকার পাইবার জন্যই লালায়িত হইয়াছি।

ব্রজরমণীগণের বচনভঙ্গিতে তাঁহাদের প্রেমের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যেরও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "শ্রীঃ পদাম্বুজরজঃ চকমে বয়ন্তু তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ"—লক্ষ্মী তোমার পদকমলরজঃ কামনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা তোমার চরণধূলি মাত্রেরই প্রাপ্তি লালসায় তোমার চরণ নিকটে আসিয়াছি, ইহাতে বক্তব্য এই যে—লক্ষ্মী স্বভাবতঃই কমলালয়া এবং কমলপ্রিয়া, কাজেই তিনি কমল বুদ্ধিতেই তোমার চরণসেবনে অনুরক্তা হইয়াছেন; সুতরাং তোমার চরণে তাঁহার প্রীতি কিংবা আসক্তি নাই, তাঁহার প্রীতি বা আসক্তি তোমার চরণকমলে। কিন্তু হে ব্রজজীবন! আমরা কমল বুদ্ধিতে তোমার চরণ সেবনে আকাঙ্ক্ষান্বিত হই নাই। তোমার চরণই আমাদের জীবনের সারসর্ব্বস্ব। তোমার চরণ সেবাপ্রাপ্তির আশাতেই আমরা ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল শীল মান, ভয়াদি সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অতএব হে দয়ার্দ্রশিরোমণে! আমাদের নিরাশ করিও না।

শ্রীকৃষ্ণ যখন, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া" প্রভৃতি বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে—"অকপটে পতিসেবন করাই রমণীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।" ব্রজরমণীগণের বচনভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের এই কথারও প্রত্যুত্তর প্রদান করা হইল যে সাধ্বী-শিরোমণি লক্ষ্মী পর্য্যন্তও যখন তোমার চরণপ্রাপ্তির লালসায় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়াছেন, তখন আমাদের ন্যায় বনবাসিনী গোপরমণীগণের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে। ধর্ম্মপথে শ্রেষ্ঠ জনের অনুসরণ করাই চিরন্তনী প্রথা। সুতরাং সাধ্বীশিরোমণি লক্ষ্মীর অনুকরণেই আমরা তোমার চরণ-সেবাপ্রাপ্তির লালসায় ব্যাকুল হইয়াছি।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এই ভাবে অনুনয় বিনয় সহকারে শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়া ইঙ্গিত ভঙ্গিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। পূর্ব্বে বহুবার আলোচিত হইয়াছে যে—রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীব্রজরাজনন্দনের সহিত রসিকাশিরোমণি ব্রজরমণীগণের উক্তিপ্রত্যুক্তিভঙ্গি, মাধুর্য্য এবং গাম্ভীর্য্যে অতুলনীয়। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজরমণীগণকে উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিয়াও তাহার অর্থান্তরে প্রার্থনা ভঙ্গির ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেইরূপ ব্রজরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা বচন বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও তাহার অর্থান্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপেক্ষাভঙ্গির ইঙ্গিত করিয়াছেন। ব্রজরমণীগণের প্রার্থনা ভঙ্গির ইঙ্গিত জানিয়া ব্রজরাজনন্দন উপেক্ষার ইঙ্গিত প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাদের কথায় উপেক্ষার ইঙ্গিত বুঝিয়া তিনি প্রার্থনার ইঙ্গিত করেন—এই ভাবে গোপী ও গোপীনাথ পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি-রসাস্বাদন করিয়াছেন।

"যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়াঃ" প্রভৃতি পূর্ব্বশ্লোকের উপেক্ষাভঙ্গিতে ব্রজরমণীগণ জানাইয়াছেন—"হে ব্রজরাজনন্দন! আমরা শিশুকালে তোমার সহিত বাল্যক্রীড়া করিবার সময়েই যখন তোমার রমণী-বিলাস বাসনার ইঙ্গিত বুঝিয়াছিলাম, তখন হইতেই আমরা আর ভ্রমেও তোমার চরণস্পর্শও করি নাই।" ব্রজরমণী-গণের এই প্রকার উপেক্ষার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দনও ইঙ্গিতে জানাইলেন—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা কি জাননা যে—তোমরা আমার চরণস্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইলেও আমার চরণস্পর্শের জন্য অনেকেই সর্ব্বদা চেষ্টিত এবং লালায়িত! অন্যের কথা আর কি বলিব, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং তুলসী, আমার চরণস্পর্শ পাইবার জন্য সর্ব্বদাই বৃন্দাবন ভূমিতে বাস করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে কৃষ্ণ! লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত হইলেও লক্ষ্মী তোমার চরণস্পর্শের জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত, তাহা আমরা বিজ্ঞজন মুখে শুনিয়াছি (যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ) এবং তুলসীও সর্ব্বদা তোমার চরণস্পর্শ কামনা করেন তাহাও আমাদের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরাও তাহাদের মত তোমার চরণস্পর্শ পাইবার জন্য লালায়িত হইব? লক্ষ্মী স্বভাবতঃই চঞ্চলস্বভাবা, কাজেই চাঞ্চল্য-বশতঃ নারায়ণবক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণ সেবাপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। তুলসীর কথাও জানা যায় যে—তিনি জন্মান্তরে জালন্ধর পত্নী ছিলেন এবং বিষ্ণু-সংসর্গবশতঃ তাঁহার পাতিব্রত্য ভঙ্গ হয়। তাহার পর তিনি বৃক্ষরূপে ও বৃন্দারূপে বৃন্দাবনে তোমার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। (পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে জালন্ধর ও বৃন্দার বিবরণ দ্রষ্টব্য)

ব্রজরমণীগণ সকলেই ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যশালিনী এবং কুলধর্ম্মনিরতা। তাহাদের মধ্যে কেহই লক্ষ্মীর ন্যায় চঞ্চলা কিংবা জালন্ধর পত্নী বৃন্দার মত পাতিব্রত্যধর্ম্মভ্রষ্টা নাই। সুতরাং তাহারা কেহই লক্ষ্মী ও তুলসীর অনুকরণে তোমার চরণ সেবনে রত হইবে না। তাই বলিতেছি, হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি কুলধর্ম্মনিরতা ব্রজবনিতাগণের সহিত মিলনের দুরাশা পরিত্যাগ কর।

এই শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে লক্ষ্মী তুলসী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রমণীগণেয় শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবনের লালসা ও সেজন্য শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবনের অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্য অবগত হওয়া যায়। নারায়ণবক্ষোবাসিনী লক্ষ্মী পর্য্যন্ত যে চরণ সেবনের জন্য নারায়ণবক্ষঃ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া তীব্র তপস্যায় রত হইয়াছেন, আমরা ব্রজবাসিনী গোপরমণী হইয়াও সে চরণ সেবনে অনাদর করিয়া, যদি ধৈর্য্য ধর্ম্ম লজ্জাদির বশীভূত হইয়া ব্যর্থ জীবন যাপন করি, তাহা হইলে কোটি কোটি জন্মেও আমাদের জীবনের সার্থকতা লাভ হইবে না, ইহাই ব্রজরমণীগণের বাস্তবার্থ প্রদর্শনের অভিপ্রায়।

এই শ্লোকের উচ্চারণ ভেদে "আমরাও লক্ষ্মী ও তুলসীর ন্যায় তোমার চরণ সেবনের জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণে শরণাগত হইয়াছি" এবং "লক্ষ্মী ও তুলসী তোমার চরণ সেবনের জন্য লালায়িত একথা আমরা বিজ্ঞজনের নিকট শুনিয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরাও তাহাদের মত ধৈর্য্য ধর্ম্ম লজ্জাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার চরণ সেবনে প্রবৃত্ত হইব," এই দুই প্রকার অর্থভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহাতে প্রার্থনা ও উপেক্ষা এই দ্বিবিধ অর্থের সমাবেশ থাকায় যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থের আস্বাদন হয়॥ ৩৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যং ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—বৃজিনার্দ্দন! (হে সর্ব্বদুঃখহারিন্!) ত্বদুপাসনাশাঃ (ত্বদুপাসনে তব ভজনে এব আশা যাসাং তাঃ বয়ং) বসতীঃ (পরিজনাদিসহিতান্ গৃহান্) বিসৃজ্য (পরিত্যজ্য) তে (তব) অঙ্ঘ্রিমূলং (চরণ-নিকটং) প্রাপ্তাঃ তৎ (তস্মাৎ) প্রসীদ (অস্মাকং মনোরথপূরণেন প্রসাদং কুরু।) পুরুষভূষণ (হে পুরুষরত্ন!) ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং (তব সুন্দরং সর্ব্বমনোহরং স্মিতং যত্র তেন নিরীক্ষণেন কটাক্ষদৃষ্টি-নিক্ষেপেণ যঃ তীব্র কামঃ স্মরতাপঃ তেন তপ্তাঃ আত্মানঃ মনাংসি দেহাশ্চ যাসাং তাসাং) নঃ (অস্মাকং) দাস্যং (অভিলষিতসেবাধিকারং) দেহি ॥৩৮

মূলানুবাদ।—হে সর্ব্বদুঃখহারিন্! আমরা তোমার চরণসেবনাশায় গৃহত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি, আমাদের উপর প্রসন্ন হও। হে পুরুষরত্ন! তোমার সহাস্য কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপে আমাদের দেহ ও মনঃ স্মরতাপে দগ্ধ হইতেছে। আমাদের অভিলষিত সেবাধিকার দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা।—হে বৃজিনার্দ্দন! দুঃখহন্তঃ! ত্বদুপাসনে ত্বদ্ভজনে এব আশা যাসাং তাঃ বয়ং বসতীর্গৃহান্ বিসৃজ্য যোগিন্য ইব প্রাপ্তাঃ। তব সুন্দরস্মিতবিলসিতনিরীক্ষণেন যস্তীব্রকামস্তেন তপ্তচিত্তানাং নঃ। হে পুরুষরত্ন দেহি দাস্যং ॥ ৩৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেবং তৃতীয়দিক্স্থিতা অপি বিবক্ষিতমুপসংহরন্তি তন্ন ইতি। তত্তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাদ্ধেতোরেব প্রসাদং কুরু। তমেবাহুর্দাস্যমেব দেহীতি। নন্থ নবযৌবনোন্মত্তা দাস্যমপি তাদৃশং দুর্ল্লভমিতি চেৎ কথং দেয়মিত্যত্র সদৈন্যমাহুঃ প্রাপ্তা ইত্যাদি। অতঃ সর্ব্বপরিত্যাগেন প্রপন্নানামাশামবশ্যং পূরয়িতুমর্হসীতি ভাবঃ। অন্যথা চাস্মাকং মহদ্দুঃখং স্যাৎ, তচ্চ তবানুচিতমিত্যাহুঃ হে বৃজিনার্দ্দনেতি। তত্র চ নিজভাবোচ্ছলিতচিত্তাঃ সত্যো হে রসিকশেখর! রসবিশেষময়মেব দাস্যং দেয়মিত্যাশয়েনাহুস্ত্বদিতি। যদ্বা। ত্বত্তাদৃশনিরীক্ষণতপ্তাত্মনামপি দাস্যমেব দেহীত্যর্থঃ। তত্তাপহরণেঽপ্যাশা পরিত্যক্তেত্যর্থঃ। দাস্যং চোচিতমেবেত্যাহুঃ হে পুরুষভূষণেতি। সর্ব্বত্রৈবার্থে তবোপাস উপাস্তি স্তস্য নাশো যাসু তা ইতি শ্লেষেণ বসতিবিশেষণঞ্চ। কিংবা হে সুন্দর স্মিতনিরীক্ষণ! অতো ধূর্ত্ততয়ৈবেদং বদসীত্যবহিত্থয়া গৃহ্যমাণং ভাবং বাক্চাতুর্য্যাদিভির্ব্যঞ্জয়ন্তি—ত্বৎ ত্বত্তো যস্তীব্রঃ কামস্তেন তপ্ত আত্মা যাসাং তাসাং নঃ। অনেন দুঃশীল ইত্যস্যোত্তরং। ত্বৎকামতপ্তাত্মনাং তত্ত্যাগে কথং বিচারো দোষো বা ন হি মহাভুজঙ্গগ্রস্তানাং তয়োরেকতরোঽপি সম্ভবতীতি। নিষেধার্থশ্চ তত্তস্মান্নোঽস্মাকং সম্বন্ধে প্রসীদ আগ্রহং ত্যজেত্যর্থঃ। হে বৃজিনার্দ্দেতি চ্ছেদঃ। অতস্ত্বদুপাসনাশাঃ সত্যো বসতীর্ব্বিসৃজ্য তবাঙ্ঘ্রিমূলং ন প্রাপ্তা বয়ং। তস্মাৎ যাস্ত্বৎসুন্দরেত্যাদিলক্ষণাস্তাসাং তাঃ প্রতি দাস্যং দেহি। অস্মাকন্তু ন তেন প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। তাসামপি নাত্যন্ততদঙ্গীকারাৎ সংপ্রদানত্বাভাব ইতি ষষ্ঠ্যভিপ্রায়ঃ। পুরুষান্ সখীনেব তত্তদুৎকণ্ঠয়া তত্তদ্গোকুলবধূবেশেন ভূষয়সি, নান্যাপি তা ইতি তত্রাপ্যসম্ভাবনা দর্শিতা। যদ্বা পুরুষভূস্তৎসত্তা পুরুষসামান্য ইত্যর্থঃ। হে তস্য উষণ পীড়ক। তজ্জাতিমাত্রকলঙ্ককারিন্নিতি সকোপসম্বোধনং। উষরুজায়ামিতি ॥ ৩৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তিনী গোপরমণীগণের মধ্যে তৃতীয়দিক্স্থিতা গোপরমণীগণ "তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং" প্রভৃতি বাক্যে তাঁহাদের বক্তব্য শেষ করিলেন ও বলিলেন—হে ব্রজরাজনন্দন! আমরা তোমার চরণসেবন ব্যতীত আর কিছুই চাহি না, তুমি আমাদের দাসীরূপে অঙ্গীকার করিয়া আমাদের চিরসঞ্চিত মনোরথ পূরণ কর। নারায়ণবক্ষোবাসিনী লক্ষ্মী পর্য্যন্ত তোমার চরণ প্রাপ্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লালসায় ব্রজে বাস ও তীব্র তপস্যাচরণ করিতেছেন, সুতরাং আমাদের ন্যায় সামান্যা গোপরমণীগণ যে তোমার দাস্যপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত হইবে তাহাতে আর কোনই বিচিত্রতা নাই। আমাদের যদি কোনও দুরদৃষ্ট বশতঃ তোমার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির অযোগ্যতা থাকে, তাহা হইলে, হে বৃজিনার্দ্দন! তুমি আমাদের সর্ব্ববিধ দোষ খণ্ডন করিয়া তোমার চরণ সেবার যোগ্যত্য প্রদান কর। অঘবকাদি মর্দ্দন, কালিয়দমন, দাবানলমোক্ষণ, গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি নানাভাবে তুমি ব্রজবাসিগণের নানা দুঃখ মোচন করিয়াছ। তাই বলিতেছি, হে সর্ব্বদুঃখ-হারিন্! তুমি তোমার চরণে একান্ত শরণাগতা ব্রজবনিতাগণের দুঃখহরণে এবং তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদানে কৃপণতা করিও না।

বিজ্ঞজনের মুখে শুনিয়াছি, তুমি নারায়ণতুল্য গুণশালী (নারায়ণসমো গুণৈঃ), সুতরাং নারায়ণ যেমন তাঁহার চরণে শরণাগত নিষ্কাম সেবকগণের সর্ব্ববিধ দুঃখহরণ ও মনোরথ পূরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও আমাদের সর্ব্ববিধ দুঃখহরণ এবং মনোরথ পূরণ কর। আমরা কেবলমাত্র তোমার চরণোপাসনার আশাতেই তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি। আমাদের উপাসনার ফললাভের লালসা নাই, কেবলমাত্র উপাসনা প্রাপ্তিতেই আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। তোমার চরণোপাসনার আশাতেই আমরা গৃহকুটুম্বাদি পরিত্যাগ করিয়া এই দুর্গম বনভূমিতে আসিয়াছি, অতএব হে পুরুষভূষণ! দাস্য দানে আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর।

হে শ্যামসুন্দর! তোমার সুন্দর হাস্য-সমন্বিত কটাক্ষ-দৃষ্টিপাতে আমাদের হৃদয়ে তীব্র কামানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, তুমি যদি আমাদের দাসীরূপে অঙ্গীকার না কর তাহা হইলে আমাদের আর জীবন ধারণের কোন উপায় নাই।

দাস্য প্রার্থনাতেও ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর হাস্য ও কটাক্ষ দৃষ্টির উল্লেখ করিলেন বলিয়া জানা যায় যে—তাঁহারা দাস ভক্তগণের ন্যায় প্রভু বুদ্ধিতে দাস্য প্রার্থনা করেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের ভাবোচিত রসময় দাস্যবিশেষ প্রার্থনা করিয়াই পুনঃ পুনঃ দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতেছেন। ব্রজরমণীগণের কথায় নানা স্থানে এইরূপ দাস্য প্রার্থনা দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে-ইহা তাঁহাদের প্রেয়সীভাবময় প্রেমেরই উচ্ছ্বাস। বিশেষতঃ প্রেমেরই কোনও অনির্ব্বাচনীয় স্বভাববশতঃ প্রেমবান্ ভক্তের দাস্য ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ প্রেমের হয় এক অদ্ভুত স্বভাব। গুরু সম লঘুকে করায় দাস্য ভাব॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

সেবাকাঙ্ক্ষাই প্রেমের বিশেষত্ব। প্রেমের তারতম্যবশতঃ সেবাকাঙ্ক্ষারও তারতম্য হইয়া থাকে। যাঁহাদের প্রেমসম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের কখনও সেবাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় না। যোগ জ্ঞানাদি সাধনে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ শ্রীভগবানের স্বরূপ ভাবনায় তন্ময় হইয়া যান, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে কদাপি সেবাকাঙ্ক্ষার উদ্গম হয় না। প্রেমবান্ ভক্তগণের প্রেমভাবিত বুদ্ধিতে শ্রীভগবানের স্বরূপ কিংবা ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান থাকে না, তাঁহারা নিজ নিজ ভাবানুসারে কেহ বা প্রভু বুদ্ধিতে এবং কেহ কেহ বা যথাযোগ্য সখা, পুত্র ও প্রাণবল্লভ বুদ্ধিতে দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবে শ্রীভগবানের সঙ্গে প্রেমানুরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন এবং যথাযোগ্য সেবা করিয়া শ্রীভগবানেরই প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত আর কোনরূপ বাঞ্ছাই প্রেমবান্ ভক্তের প্রেমভাবিত হৃদয়ে স্থান পায় না। সেই জন্যই প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের গৃহ-ধর্ম্মাদি বিসর্জ্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ নিকটে আসিয়াছেন এবং নিজ নিজ ভাবোচিত সেবাপ্রাপ্তির লালসায় পুনঃ পুনঃ দাস্য প্রার্থনা করিতেছেন।

ব্রজরমণীগণের বাক্যভঙ্গিতে ইহাও ধারণা করা যায় যে—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে বৃজিনার্দ্দন! তৎ তস্মাৎ নঃ প্রসীদ বয়ং তদুপাসনাশাঃ সত্যঃ বসতীঃ বিসৃজ্য তে অঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তাঃ"—হে সর্ব্বক্লেশহারিন্! আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর প্রসন্ন হও; আমাদের কুলধর্ম্ম গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই তোমার চরণোপাসনার প্রতিকূল। (ত্বৎ তব উপাসঃ উপাসনা তস্য নাশো যাস্থ তাদৃশীর্বসতীঃ বিস্থজ্য) সেইজন্য আমরা তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি। যদিও আমরা তোমার মধুর হাস্য-সমন্বিত কটাক্ষ দৃষ্টিপাতে তীব্র কামাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি, তথাপি আমরা তোমার নিকট তাহার কোনও প্রতীকার চাহি না, তোমার সেবাধিকার পাইলেই আমাদের মনোবাসনা পূরণ হইবে। তোমার দাস্য পাইলে আমরা সর্ব্ববিধ দুঃখ বরণ করিতে পারি এবং হাসিতে হাসিতে ধৈর্য্য ধর্ম্ম লজ্জাদি সর্ব্বত্যাগ করিতে পারি। তোমার চরণসেবাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য এবং মহাব্রত। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এই ভাবে নিজ নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণের দাস্য পাইবার জন্য ব্যাকুলতা ও প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। এই সমস্ত কথায় তাঁহাদের প্রেমের গাম্ভীর্য্য এবং সর্ব্বোত্তমতার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছে।

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্য পথ নিজ পরিজন। স্বজন করয়ে কত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥

ব্রজরমণীগণ, তাঁহাদের প্রেমস্বভাবসিদ্ধ বাক্‌চাতুর্য্য কৌশলে ব্রজরাজনন্দনকে আরও জানাইলেন যে—"হে সুন্দরস্মিতনিরীক্ষণ! তীব্রকামতপ্তাত্মনাং দাস্যং দেহি"—হে সুন্দর হাস্যসমন্বিত কটাক্ষক্ষেপণপরায়ণ! তুমি যতই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর কিংবা ব্রজে ফিরিয়া যাইবার উপদেশ প্রদান কর না কেন, তোমার কটাক্ষ-দৃষ্টি নিক্ষেপেই তোমার অন্তরের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে। তোমার সমস্ত উপদেশই ধূর্ত্ততা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহারা প্রকৃতপক্ষেই ধর্ম্মোপদেশক, তাহারা কি পররমণীর প্রতি এভাবে কটাক্ষপাত করে? তাই বলিতেছি যে—তোমার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য আমরা তোমার নিকটে আসি নাই, তোমার চরণসেবা করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, তুমি দাস্য দানে আমাদের বাসনা পূর্ণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রেমবতী গোপরমণীগণকে উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন "দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধঃ" প্রভৃতি বচনে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে—"কুলরমণীগণের পক্ষে পতিসেবা পরিত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। পতি যদি দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, মহারোগগ্রস্ত কিংবা নির্ধনও হয় তথাপি তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। অতএব হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও এবং পতিসেবনে মনোনিবেশ কর।" শ্রীকৃষ্ণের এই কথার উত্তরে ব্রজরমণীগণ জানাইলেন—"তৎকামতপ্তাত্মনাং তত্ত্যাগে কথং বিচারো দোষো বা? নহি মহাভুজঙ্গগ্রস্তানাং তয়োরেকতরোঽপি সম্ভবতীতি"। তোমার চরণসেবাকাঙ্ক্ষায় আমরা এমনই ব্যাকুল ও আত্মহারা হইয়াছি যে—আমাদের আর তোমার প্রদর্শিত ধর্ম্ম বিচারের ক্ষমতা নাই কিংবা ইহাতে দোষ হইবে কিনা তাহাও ভাবিবার অবসর নাই। কেহ যদি মহাভুজঙ্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় তাহা হইলে তাহার সর্ব্ববিধ বিচার ও বুদ্ধির অপগম হইয়া যায়। হে কৃষ্ণ! হে ব্রজভুজঙ্গ! তোমার সুন্দর সহাস কটাক্ষ দৃষ্টিপাত এবং মোহন-মুরলীনাদের আক্রমণে আমরা এমন বিবশ হইয়া পড়িয়াছি যে—আমাদের আর ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিচার কিংবা গৃহকর্ম্মাদি কিছুই করিবার সাধ্য নাই। একমাত্র তোমার চরণসেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই আমাদের শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। তাই আমরা পুনঃ পুনঃ তোমার চরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন জানাইতেছি যে—হে পুরুষভূষণ! দাস্য দানে আমাদের তাপ শান্তি কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের এই সমস্ত প্রার্থনাবচনের অন্তরালে যে উপেক্ষা ভঙ্গির সমাবেশ আছে, তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে—তাঁহারা বলিলেন, "হে বৃজিনার্দ্দ! নঃ প্রসীদ। বয়ং তদুপাসনাশাঃ সত্যঃ বসতীঃ বিসৃজ্য তে অঙ্ঘ্রিমূলং ন প্রাপ্তাঃ।" হে সর্ব্বদুঃখহারিন্! আমাদের উপর প্রসন্ন হও। তুমি নানাভাবে আমাদের নানা দুঃখ হরণ করিয়াছ, কিন্তু আজ আমাদের সতীত্বধর্ম্মনাশ করিয়া মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন করিবার জন্য নানাবিধ বচনভঙ্গি প্রদর্শন করিতেছ কেন? তাই বলিতেছি, আমাদের উপর প্রসন্ন হও, আমরা কুলবতী রমণী, যাহাতে আমাদের কুলধর্ম্ম রক্ষা হয় তাহারই ব্যবস্থা কর। আমরা রাত্রিকালে নির্জ্জন বনভূমিতে আসিয়াছি বলিয়া কি তুমি মনে করিতেছ যে আমরা গৃহকুটুম্বাদি পরিত্যাগ করিয়া এবং কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার সঙ্গে বিলাস বিহারাদি করিয়া তোমার মনোরঞ্জন করিবার জন্য তোমার চরণ নিকটে আসিয়াছি? হে লম্পটশিরোমণে! তুমি যদি তাহাই ধারণা করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছ। আমরা কুলধর্ম্মনিরতা ব্রজবনিতা, আমরা আমাদের পতিসৌভাগ্য কামনায় বনদুর্গার অর্চ্চনা করিব বলিয়া রাত্রি-বিকাশি কুসুম চয়ন করিবার জন্য বনে আসিয়াছি। আমাদের মনে স্বপ্নেও কোনও পরপুরুষের ভাবনার সম্ভাবনা নাই। অতএব "হে পুরুষভূষণ! ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তানাং দাস্যং দেহি"। হে পুরুষভূষণ! আমরা জানি যে তুমি এমনই রমণীলম্পট যে, সুবলাদি গোপবালকগণকে রমণী সাজাইয়া তাহাদের সহিত নানাবিধ বিলাসাদি দ্বারা রমণী-সঙ্গ-লালসা পূরণ কর। (পুরুষং ভূষয়তি রমণীবেশেন সজ্জীকরোতীতি পুরুষভূষণঃ) সুতরাং তোমার পররমণীলাম্পট্যস্বভাব ব্রজে কাহারও অবিদিত নহে। তোমার এই সমস্ত স্বভাবে পুরুষকুল কলঙ্কিত হইতেছে। (পুরুষভূস্তৎসত্তা পুরুষসামান্য ইত্যর্থঃ হে তস্য উষণ পীড়ক, তজ্জাতি-মাত্র কলঙ্ককারিন্ ইত্যর্থঃ) তোমার এই সমস্ত ব্যবহারের কথা জগতে রাষ্ট্র হইলে জগতের সমস্ত রমণী, পুরুষ জাতির উপরে বিরক্ত হইবে, এমন কি পুরুষের নামোচ্চারণ মাত্রেই তোমার কথা মনে হইলে সমস্ত পুরুষকেই লম্পট বলিয়া মনে করিবে। তাই বলিতেছি, তুমি এই সমস্ত কুব্যবহার হইতে বিরত হও। স্বপ্নেও কদাপি কোনও কুলবতী রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিও না কিংবা তাহাদের সহিত বিলাসবাসনা পোষণ করিও না। কোনও ধর্ম্মভ্রষ্টা রমণী যদি তোমার সুন্দরহাসসমন্বিত কটাক্ষদৃষ্টিতে কামতপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি তাহাদের দাস্য প্রদান কর এবং তাহাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাবিহারাদি দ্বারা দুর্বাসনা পূরণ কর।

"যোই নাগরী ও রসে আগরী করহ তাকর সঙ্গ" (গোবিন্দ দাস)

ব্রজরমণীগণের এই সমস্ত বচনের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে—তাঁহারা বলিয়াছেন "তদুপাস-নাশাঃ বসতীঃ বিসৃজ্য তে অঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তা" অর্থাৎ আমাদের গৃহ ও গৃহকর্ম্মাদি তোমার চরণোপাসনার প্রতিবন্ধক; সেই জন্য তাহা ত্যাগ করিয়া আমরা তোমার চরণ প্রান্তে আসিয়াছি। ইহাতে জানা যায় যে—যতদিন পর্য্যন্ত গৃহাদিতে আসক্তি থাকে ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণোপাসনা হয় না। সে জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ গৃহাদি ত্যাগ করিয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণোপাসনা করিবার জন্যই চেষ্টিত হন। বিশেষতঃ গৃহাসক্তিত্যাগই শ্রীকৃষ্ণচরণভজনের ফল। সাধক জগতেও যাহারা কিছুদিন অকপট ভাবে শ্রীগোবিন্দ চরণ ভজন করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ গৃহাসক্তিমুক্ত হইয়া একান্তভাবে শ্রীগোবিন্দ চরণাশ্রয়ের ক্ষমতা লাভ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীপাদ নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রভৃতি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই গার্হস্থ্য জীবনে ভোগ সম্পদের কোনই অভাব ছিল না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভজনের প্রতিবন্ধক বলিয়া ইঁহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া তরুতলে বাস ও মাধুকরীগ্রাসে দিন যাপন করিয়াছেন এবং নিরন্তর ভক্তিযাজন করিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ৩৯

সাড়ে সাত প্রহর যায় ভক্তির সাধনে। চারিদণ্ড বিশ্রাম তাও নহে কোন দিনে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের গার্হস্থ্যাশ্রমের অপূর্ণ ভোগবাসনা তৃপ্তির জন্য বৈরাগীর বেশে অনাসক্ত ভাবে কিংবা ভক্তের ইচ্ছায় কিংবা "সবই কৃষ্ণের" বলিয়া নানাবিধ বিষয় ভোগ করিয়া যতই সাধনার কিংবা সিদ্ধির জয় পতাকা উড্ডীন করুন না কেন, কৃষ্ণপ্রেমের জগদ্‌গুরু কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপরমণীগণের কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে—"ত্বদুপাস-নাশাঃ বসতীঃ বিসৃজ্য তে অঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তাঃ"।

"তৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণ-তীব্রকামতপ্তাত্মনাং দাস্যং দেহি" ব্রজরমণীগণের এই বাক্যাংশ হইতেও বাস্তবার্থ জানা যায় যে—যাহারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যে আকৃষ্ট ও আসক্ত, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণচরণের দাস্য প্রার্থনার যোগ্য এবং তাহারাই শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাধিকার পাইয়া থাকে। যাহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই জাগতিক মাধুর্য্যের লীলাস্থল, তাহারা কদাপি শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাধিকার লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই শ্রীপাদ নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁহার প্রার্থনা গীতিকায় গাহিয়াছেন—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

দেহ গেহাদির আসক্তি হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিতে গেলেও দেহগেহাদিও কৃষ্ণ হইয়া পড়ে এবং তাহার সেবাকেই কৃষ্ণসেবা মনে হয়। কাজেই যাহাতে জগৎ ভুলিয়া জগন্নাথের মাধুরীধারায় হৃদয় প্লাবিত করিতে পারা যায়, সেই জন্যই চেষ্টিত হওয়া উচিত।

"তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন" প্রভৃতি শ্লোকের উচ্চারণভেদে কখনও বা "হে কৃষ্ণ! আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি" এবং কখনও বা "হে কৃষ্ণ! আমরা কি সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি?" এই প্রকার দ্বিবিধ অর্থের প্রতীতি হয় ও তাহাতে যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থভঙ্গির আস্বাদন হয়॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—কুণ্ডলশ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধং (কুণ্ডলয়োঃ শ্রীঃ যয়োঃ তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্, অধরে সুধা যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ) হসিতাবলোকং (হসিতেন মন্দহাস্যেন সহ অবলোকো যস্মিন্ তৎ) তব অলকাবৃতমুখং (অলকৈঃ চূর্ণকুন্তলৈঃ আবৃতং বদনং) বীক্ষ্য দত্তাভয়ং (অভয়প্রদং) ভুজদণ্ডযুগং (বাহুদণ্ডযুগলং) শ্রিয়ৈকরমণং (শ্রিয়ঃ লক্ষ্যাঃ একং মুখ্যং রমণং রতিপ্রদং) বক্ষঃ চ (নীলমণিকবাটবৎ সুবিস্তীর্ণং তব বক্ষঃস্থলঞ্চ) বিলোক্য দাস্যঃ ভবাম (মূল্য-বেতনাদিকং বিনৈব বয়ং তে দাস্য ভবাম)। ৩৯

মূলানুবাদ।—তোমার কুণ্ডলশোভচ্ছুরিত গণ্ডস্থল ও অধরামৃত সমন্বিত সহাস কটাক্ষদৃষ্টি পরিশোভিত ও চূর্ণকুন্তলাবৃত বদন দেখিয়া এবং অভয়প্রদ বাহুযুগল ও লক্ষ্মীর রতিপ্রদ বক্ষঃস্থল দেখিয়া আমরা চিরতরে তোমার দাসী হইয়াছি॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা।—নন্বু গৃহস্বাম্যং বিহায় কিমিতি মদ্দাস্যং প্রার্থ্যতে অত আহুর্বীক্ষ্যেতি। অলকাবৃতমুখং কেশান্তরৈরাবৃতং মুখং, তথা কুণ্ডলয়োঃ শ্রীর্যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্, অধরে সুধা যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ এবং মুখং বীক্ষ্য। দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগং, বক্ষশ্চ শ্রিয়া একমেব রমণং রতিজনকং বীক্ষ্য দাস্য এব ভবামেতি॥ ৩৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বু ভবত্যো ন ধনাদিনা মূল্যেন ক্রীতা নবা দত্তভৃতয়ঃ কুতো দাস্যো ভবেয়ুঃ? উচ্যতে। অন্যত্রৈব খল্বসাবন্যোন্যেন স ব্যবহারঃ। ভবতি তু স্বমুখাদিদর্শনদানমেব মূল্যং ভৃতিশ্চেত্যাহুর্বীক্ষ্যেতি। বিশেষেণ দৃষ্ট্বা। বিশেষমেবাহুঃ অলকাবৃতেত্যাদিবিশেষণৈঃ। তত্র চালকৈর্ললাটোপরি বিলসদ্ভিরাবৃতম্যিতুর্দ্ধভাগস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুণ্ডলশ্রীরিতি দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োঃ হসিতেনাবলোকো যস্মিন্নিতি তলমধ্যভাগয়োরিত্যেবং সর্ব্বত্র শোভোক্তা। স্থূলরূপকেণ গণ্ডয়োর্বিস্তীর্ণত্বং, কুণ্ডলশ্রীত্যনেন স্বচ্ছত্বঞ্চ ধ্বনিতম্। অধরে চ সুধানুমানং দর্শনমাত্রাল্লোভবিশেষোৎপত্তেঃ, সৌরভ্যবিশেষানুভবাচ্চ। তথা দত্তমভয়ং ভক্তানাং দৈত্যবধাদিনা যেনেত্যাদিবলিষ্ঠত্বাদিগুণস্তেন চ চাতুর্য্যেণ পত্যাদিভ্যো ভয়ং পরিহৃতং। বস্তুতস্তু গাঢ়াশ্লেষেণ কামাদিভয়হরত্বমভিপ্রেতং। দণ্ডরূপকেণ সুবৃত্তপৃথুদীর্ঘত্বাত্তাকারসৌষ্ঠবং। তত্রাপ্যেবং বৈশিষ্ট্যমুক্তং। তথা শ্রিয়া বামভাগস্থস্বর্ণবর্ণলক্ষ্মীরেখারূপয়া লক্ষ্ম্যা কত্র্যা একং শ্রেষ্ঠং রমণং যস্মিন্নিতি পরমসৌন্দর্য্যাদিসম্পত্তিনিধানত্বমুক্তং। চকারদ্বয়ং বিলোক্যেতি পুনরুক্তিশ্চ নিজবামভুজবক্ষসোর্বিশেষাশ্রয়তা বিবক্ষয়া। তথোত্তরয়োর্দ্বয়োরেকা ক্রিয়া চৈকসংপ্রয়োজনজনকত্বাৎ। তাদৃশগণ্ডাধরমণ্ডিতে শ্রীমুখে হি চুম্বনপানে ভুজবক্ষসোশ্চালিঙ্গনমাত্রমভিলষিতমিতি। অত্রালকাদীনামুক্তিক্রমেণেদং গম্যতে। প্রথমতো মুখস্য তত্তৎসৌন্দর্য্যদর্শনে জাতেঽপি লজ্জয়া নচাতুরক্ষ্যেণ দর্শনং, কিন্ত্বত্যুৎকণ্ঠয়া পশ্চাদেব। তত ইচ্ছাবিশেষেণ ভুজৌ দৃষ্টৌ তস্য তু বিশ্রামো বক্ষস্যেবেতি তথা ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। এবং দাসীত্বে হেতুঃ পরমমোহনতৈব ইতি ধ্বনিতং। কিঞ্চ ভৃতির্মূল্যঞ্চ খলু বিষয়দানমেব লোকে দৃশ্যতে তত্তু ত্বয়ি তত্তদ্রূপশোভাবতি মধুরাধরসুধে লোভনীয়ভুজাদিস্পর্শে পূর্ণলক্ষ্মীনিধানবক্ষসি লব্ধে স্বতঃসিদ্ধমেবেতি। তথা বীক্ষ্যেতি স্বেষাং নেত্রখঞ্জনবন্ধোঽপি ধ্বনিতঃ। তত্রালকানাং পাশত্বং, কুণ্ডলয়োস্তদন্তিমকুণ্ডলিকারূপত্বং, গণ্ডয়োস্তন্নিধানস্থলম্, অধরসুধায়া লোভ্যাহারত্বং, হসিতাবলোকস্য বিশ্বাসজনকস্বপালিতখঞ্জনদ্বয়বিলাসত্বং। তত্র ভুজদণ্ডযুগস্য চ দত্তাভয়ত্বমেব করপল্লবযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। তাদৃশবক্ষশ্চ সুখচারপ্রদেশত্বমিত্যপি জ্ঞাপিতং। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা কুণ্ডলয়োঃ শ্রীঃ শোভা যেন তন্মুখং। কেযাঞ্চিন্মতে শ্রীতি দীর্ঘঃ পাঠঃ। ততশ্চ কুণ্ডলয়োঃ শ্রীহেতু গণ্ডস্থলে চাধরসুধা চ তাসাং দ্বন্দ্বৈক্যং। তথা হসিতং চাবলোকশ্চ তত্তচ্চ বীক্ষ্যেতি সর্ব্বেষাং প্রাধান্যং দ্যোতিতং। বিলোক্যং সুদৃশ্যমিতি। নিষেধার্থস্তু। নন্বু যদ্যেবং তর্হি কথং মমাঙ্গানি মুহুর্বীক্ষমাণা এব তিষ্ঠথ তত্র সাটোপমাহুর্বীক্ষ্যেতি। তত্রাপি কাক্বৈব নিষেধো ব্যঙ্গ্য ইতি॥ ৩৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ঘন মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মানা ব্রজরমণীগণের মধ্যে তৃতীয়দিক্‌স্থিতা ব্রজরমণীগণ এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণে দাস্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের বক্তব্যের উপসংহার করিলেন এবং গদ্‌গদরুদ্ধকণ্ঠে অধোবদনে শ্রীকৃষ্ণের চরণে দৃষ্টিপাত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন তখন ইঙ্গিত ভঙ্গিতে জানাইলেন,—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা পুনঃ পুনঃ আমার নিকট দাস্য প্রার্থনা করিতেছ, কিন্তু মূল্য দ্বারা ক্রয় কিংবা সমুচিত বেতন দান ব্যতীত কেহ কাহারও দাস্য করিতে পারে না। আমি তোমাদের কখনও সমুচিত মূল্য কিংবা বেতন দান করি নাই কিংবা করিতেও পারিব না। সুতরাং আমার নিকটে দাস্য প্রার্থনা করিয়া তোমাদের কোনই লাভ হইবে না।

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া চতুর্থদিক্‌স্থিতা ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে শ্যামসুন্দর! তুমি যাহা বলিলে তাহা সর্ব্বাংশেই সত্য। মূল্য ও বেতনের বিনিময়ে সর্ব্বত্র দাস-দাসীগণ তাহাদের প্রভুর সেবা করিয়া থাকে। মূল্য ও বেতন না পাইলে দাসদাসীর প্রভুর প্রতি প্রীতি থাকে না এবং যথোচিত সেবা না পাইলে প্রভুরও দাসদাসীর উপর প্রীতি থাকে না। কিন্তু তোমার প্রভুত্ব এবং তোমার দাসদাসীর দাসত্ব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তোমার দাসদাসীগণ তোমার নিকট মূল্য বা বেতন চায় না, অথচ তাহারা নিরন্তর তোমার সেবা করে এবং তুমিও তোমার দাসদাসীগণের নিকট সেবা চাও না অথচ তাহাদের সমুচিত মূল্য ও বেতনের কোটি কোটি গুণিত মূল্য বেতন তাহাদিগকে প্রদান করিয়া থাক। জগতে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে—দাস-দাসীগণ তাহাদের প্রভুর সেবা করার পর বেতনাদি পাইয়া থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিংবা প্রভু তাহাদের সেবাযোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে মূল্য দ্বারা ক্রয় কিংবা বেতন দেওয়ার মনস্থ করিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তোমার সবই নূতন! সবই চমৎকার!! তুমি সেবার অপেক্ষা না রাখিয়া, সেবাযোগ্যতার পরীক্ষা না করিয়া এবং সেবাবাসনার অপেক্ষা পর্য্যন্ত না রাখিয়াই এমন কোনও মূল্য বা বেতন প্রদান কর যে—কেটি কোটি জন্ম তোমার চরণে বাঁধা থাকিয়া নিরন্তর তোমার সেবা করিলেও তাহা পরিশোধ হয় না। অন্যের কথা জানি না, আমরা যখন শিশু ছিলাম, সেবা কাহাকে বলে তাহাও জানিতাম না, সেই সময় হইতেই তুমি অযাচিত ভাবে নিরন্তর আমাদের এতই মূল্য ও বেতন বিতরণ করিয়া আসিতেছ যে—তাহা আমাদের কোটি কোটি জন্মেও পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই কিংবা সে মূল্য ও বেতনের উপযুক্ত কোনও সেবা আছে কি না তাহাও আমাদের ধারণা করিবার সাধ্য নাই।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহাদিগের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং নির্ব্বাক ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা আমার নিকট কি মূল্য ও বেতন পাইয়াছ কিংবা আমি কবে তোমাদের কি দিয়াছি তাহা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! তখন প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ প্রেমবিজড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী —"ইত্যাদি! হে শ্যামসুন্দর! তুমি যদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবকে দাসদাসী করিতে চাও তাহা হইলেও তোমার অন্য কোনও ধনাদির প্রয়োজন হইবে না। তোমার ভুবনমোহন অঙ্গপ্রত্যঙ্গমাধুরীই ত্রিলোকের নরনারীগণকে দাসদাসী করিবার মূল্য ও বেতন। আমরা তাহারই বিন্দু কণিকা মাত্র দর্শনেই ইহ জন্ম এবং পরবর্ত্তী অনন্ত জন্মের মত তোমার চরণে বিক্রীত হইয়া আছি। তুমি চিরদিনই অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের সমুচিত মূল্য ও বেতনের কোটি কোটিগুণিত মূল্য ও বেতন আমাদের দান করিয়া আসিতেছ; কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত কোন দিনই তোমার সেবা করিবার অবসর পাই নাই। যদিও আমরা কোন দিনই তোমার সেবার কিছুই জানি না কিংবা আমাদের কিছুমাত্র সেবাযোগ্যতা নাই, তথাপি তোমার প্রদত্ত মূল্য ও বেতনেই আমাদের হৃদয়ে তোমার চরণ সেবাবাসনা প্রকাশ হইয়াছে এবং নিজযোগ্যতাবিচারবুদ্ধি লোপ হইয়াছে। কিন্তু ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি মহাশত্রুগণ এতদিন তোমার চরণসেবায় বাধা প্রদান করিতেছিল। তাই আজ আমরা চিরতরে তাহাদের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তোমার চরণ নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। হে ব্রজরাজনন্দন! আমরা যদি তোমার নিকট মূল্য ও বেতন গ্রহণ করিয়াও তোমার চরণ সেবন না করি, তাহা হইলে আমাদের গুরুতর অধর্ম্ম হইবে সন্দেহ নাই। সেই জন্যই আমরা পুনঃ পুনঃ তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছি ও জানাইতেছি যে—হে বদান্যশিরোমণে! কেবল মাত্র মূল্য ও বেতন দানে আমাদের ঋণ জালে আবদ্ধ রাখিও না, সেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের কিঞ্চিৎ মাত্র ঋণ মুক্ত কর।

হে শ্যামসুন্দর! তোমার অনন্যসাধারণ পরম সুন্দর মুখ খানিই ত্রিভুবনের সমস্ত রমণীকে চিরতরে দাসী করিয়া চরণে বাঁধিয়া রাখিবার মূল্য ও বেতন। কিন্তু তাহাতে তোমার মুখখানি সমর্পণ করিতে হয় না, একবার মাত্র তোমার মুখখানি দেখাইলেই কোটি কোটি জন্মের দাস্য অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণিত মূল্য ও বেতন প্রদান করা হয়। আমরা শিশুকাল হইতেই নিরন্তর তোমার মুখখানি দেখিবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, কাজেই আমরা শিশুকাল হইতেই তোমার চরণের ক্রীতদাসী হইয়া আছি এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিব। শুধু তোমার মুখখানি দর্শন মাত্রেই অনন্ত জন্মের জন্য দাসী হইয়া যাইতে হয়, কিন্তু আমরা শুধু তোমার মুখখানিই দেখিয়াছি ও দেখিতেছি তাহা নহে—আমরা আরও কিছু দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। আমরা তোমার ঐ অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানিকে অলকাবলী-পরিবেষ্টিত রূপে দেখিয়া থাকি। তোমার স্বভাব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুন্দর মুখের অলকাবলী পরিবেষ্টনে যে কি শোভা হয় তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা বোধ হয় ভারতীর ভাণ্ডারেও নাই। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয়, যদি কেহ লোলালিমালা পরিবেষ্টিত সদ্যঃ প্রস্ফুটিত দিব্যাতি-দিব্য নীলসরসিজ দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি সেই সৌন্দর্য্যসিন্ধুর বিন্দুকণিকালেশাভাসের অনুমান করিলেও করিতে পারেন। গোচারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কালে দ্রুত গমনবেগে যখন তোমার চূড়াবদ্ধ অলকাবলী বিস্রস্ত হইয়া ললাটোপরি বিক্ষিপ্ত ভাবে পতিত হয় ও পবনবেগে আন্দোলিত হয়, তখন মনে হয় যেন মকরন্দলুব্ধ ভ্রমরবৃন্দ, নীলকমলের উপর নৃত্য করিতেছে। তোমার সেই অলকাবলী পরিশোভিত বদনারবিন্দ দর্শন করা দূরের কথা, যদি কাহারও স্মরণ পথেও উদিত হয়, কিংবা সেই কথা কাহারও শ্রবণগত হয়, তাহা হইলে তাহারও সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণে চির জীবনের মত বিকাইয়া যাইতেই হইবে সন্দেহ নাই।

হে সর্ব্বসৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বনিকেতন! তোমার অলকাবলী পরিশোভিত বদন যখন শ্রবণস্থিত মকরকুণ্ডল-শোভায় উদ্ভাসিত হয়, তখন যে কি অসীম সুষমাসিন্দুর উচ্ছলন হয় তাহা আর কি বলিব! তোমার কর্ণে মকর-কুণ্ডল দেখিলে মনে হয় যেন—তোমার লাবণ্যসাগর মাঝে দুইটি মকর মুখব্যাদন করিয়া রমণীগণের মনো-মীন গ্রাস করিবার জন্য আনন্দে নৃত্য করিতেছে এবং তোমার নীলমণিদর্পণসদৃশ বিস্তৃত গণ্ডস্থল তাহাতে ঝলমল করিতেছে এবং তোমার স্বভাব-সুন্দর মুখখানির সৌন্দর্য্যসিন্ধু উচ্ছলিত করিতেছে। কেবলমাত্র তোমার মুখের সৌন্দর্য্য কণিকা লেশেই সর্ব্ব জগৎ বশীভূত ও চিরতরে বিক্রীত হইয়া যায় তাহাতে। আবার যদি কুটিল চঞ্চল অলকমালা, কুণ্ডলের নর্ত্তন, গণ্ডস্থলে তাহার উচ্ছলন প্রভৃতি কাহারও নয়নগোচর হয়, তাহা হইলে তাহার যে কি হয় তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না।

হে অমৃতনির্ম্মঞ্ছনীয়-মধুরাধর! তোমার মুখসৌন্দর্য্যসিন্ধুতে ভাসিতে ভাসিতে কাহারও নয়ন যদি তোমার অধরতটে লগ্ন হয় তাহা হইলে তাহার অধীর না হইয়া আর কোনই গতি নাই। তোমার অধরে কি যে অনির্ব্বচনীয় সুধার ভাণ্ডার আছে তাহা জানি না, তোমার অধরে দৃষ্টিপাত হইলেই ক্ষীরোদমথনোদ্ভূত সুধাকে অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় এবং ঐ সুধা পানের জন্য অদম্য লোভ ও অরফুন্ত লালসার উদয় হয়। তাহার পর যদি কাহারও তোমার মন্দস্মিত সমন্বিত কুটিলাবলোকনের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চার হয়, তাহা হইলে সে দৃষ্টি আর কোন দিনই ফিরিয়া আসিতে পারে না। তাই বলিতেছি, হে ব্রজরাজনন্দন! তোমার মুখ দর্শনে যে মূল্য কিংবা বেতন লাভ হয় তাহার উপযুক্ত দাস্য এ পর্য্যন্ত বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-কল্পনায় আসিয়াছে কিনা সন্দেহ! আমরা নানাভাবে নিরন্তর তোমার মুখদর্শন করিয়া কি যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবসাগরে ডুবিয়া আছি, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত নিরূপণ করিতে পারি নাই। আমরা তোমার চরণে পুনঃ পুনঃ দাস্য প্রার্থনা করিতেছি বটে, কিন্তু তাহাতেই যে আমাদের অভিষ্ট পূরণ হইবে তাহাও বলা যায় না, কেননা, কিসে যে তোমার মুখ দর্শনের প্রতিদান দেওয়া হয় তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর।

"বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং" প্রভৃতি শ্লোকে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ কমল কিংবা চন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে কৃষ্ণের মুখের তুলনা করেন নাই। কেননা, কৃষ্ণমুখ দর্শনে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মনে হয় যে – কমল কিংবা চন্দ্র, কৃষ্ণ মুখের তুলনায় অতি তুচ্ছ, সুতরাং তাহার সহিত কৃষ্ণমুখের তুলনা করা উচিত নহে। বিশেষতঃ কৃষ্ণমুখ দর্শনে চকোরাবলী চন্দ্রভ্রমে সুধাপান লালসায় ছুটিয়া আসে এবং ভ্রমরসমূহ কমল ভ্রমে মধুপান পিপাসায় উড়িয়া আসে,—চকোর ভ্রমরে দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায়। চকোর বলে—কৃষ্ণের মুখ চন্দ্র। কেননা তাহাতে মন্দহাস্য জোৎস্না, অধরে সুধা, গণ্ডস্থল সুনীল গগন এবং কর্ণের কুণ্ডলচ্ছটা নক্ষত্র বিকাশ। আবার ভ্রমর বলে যে কৃষ্ণের মুখ কমল। কেননা, মন্দহাস্য তাহার কান্তি, অধরে মধু, গণ্ডস্থল নীলসরোবর এবং কর্ণের কুণ্ডল সেই সরোবরের চঞ্চল শফরী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভাবে চকোর ও ভ্রমর কৃষ্ণমুখ দেখিয়া চিরকাল হইতে কলহ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার সমাধান হয় নাই। কেহ যদি মধ্যস্থ হইয়া চকোর ও ভ্রমরের বিবাদ-মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয় তাহারও উভয় পক্ষের যুক্তি শুনিয়া এবং কৃষ্ণমুখ দর্শন করিয়া, চন্দ্র কি কমল তাহা নিরূপণের শক্তি থাকে না। কাজেই ব্রজরমণীগণও "বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং" মাত্র বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু চন্দ্র বা কমলের সহিত কৃষ্ণমুখের তুলনা করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণবদন দেখিয়া চন্দ্র বলিয়া ধারণা হইলে অলকাবলীকে চকোরশ্রেণী বলিয়া মনে হয় এবং কমল বলিয়া ধারণা করিলে ভ্রমরপঙ্‌ক্তি বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ মনে করেন যে—কৃষ্ণমুখ দেখিয়া যাহার যাহা ধারণা হয় হউক, কিন্তু আমরা জানি কৃষ্ণমুখ কৃষ্ণমুখই। কৃষ্ণমুখের যদি তুলনার অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে কৃষ্ণমুখ ব্যতীত অপর কোন বস্তুই কৃষ্ণমুখের তুলনার স্থানাধিকার করিতে পারে না।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এইভাবে কৃষ্ণরূপ বর্ণনা করিতে করিতে প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং কৃষ্ণের সুবৃত্ত পৃথু দীর্ঘ বাহুদণ্ডযুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—হে সর্ব্বাভয়প্রদ! তোমার বাহুদণ্ডযুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কাহারও চিত্তে কোন প্রকার ভয়ের লেশও থাকে না। তোমার এই বাহুদণ্ডই গোবর্দ্ধনধারণ করিয়া এবং অঘবকাদি অসুর বিনাশ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছে। তোমার নীলমণি-পরিঘতুল্য বাহুদণ্ডযুগল দর্শনে কন্দর্পের বলদর্পাদি সঙ্কুচিত হইয়া যায়; সেজন্য দর্পক-দর্পভীতা বনিতাগণ সকলেই তোমার বাহুযুগলের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হয়। তোমার বাহুযুগলের অগ্রভাবে সংন্যস্ত কর-কমলযুগল দর্শনে সকল রমণীর হৃদয়-কমল আনন্দে নাচিয়া উঠে এবং তোমার করকমলের সহিত সখ্য স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হয়। তোমার বাহুদণ্ডের মূল ভাগে দৃষ্টিপাত হইলে তৎসলগ্ন সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থলে দৃষ্টি পতিত হয় এবং সেখানে সর্ব্বশোভাসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মীকেও স্বর্ণরেখারূপে অবস্থিতা দেখিয়া কাহার না ইচ্ছা হয় যে—সর্ব্বত্যাগ করিয়া ঐ স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করে। অতএব হে ব্রজমুকুটমণি! তুমি তোমার মুখ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অতুলনীয় শোভা ছড়াইয়া ত্রিজগতের সর্ব্ব রমণীকে দাসী করিবার সমুচিত মূল্য এবং বেতনের কোটি কোটি গুণিত মূল্য ও বেতন দান করিয়া রাখিয়াছ। কাজেই এই সমস্ত মূল্য বেতনাদি পাইয়া সকলেরই ইচ্ছা হয় যে, তোমার চরণসেবা করিয়া গৃহীত মূল্য ও বেতনের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদান প্রদান করে। আমরা সকলেই ব্রজে তোমার সহিত একত্র বাস করি এবং শিশুকাল হইতেই তোমার অসমোর্দ্ধ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া আসিতেছি, কাজেই আমরা যে চির জীবনের তরে দাসী হইয়া তোমার চরণে আত্মবিক্রয় করিব তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? জগতে সকলেরই কাহাকেও মূল্য কিংবা বেতন দান করিতে হইলে বিষয় দান করিতে হয়; কিন্তু যাহার রূপমাধুর্য্যসিন্ধুর বিন্দু কণিকামাত্রে দৃষ্টি সংযোগ হইলেই সকলের সকলার্থ লাভ হইয়া যায়, (রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভঃ। শ্রীমদ্ভাগবতং) যাহার অধরসুধার সংস্পর্শে শুষ্ক কাষ্ঠের বংশী পর্য্যন্ত মধুর রবে ত্রিজগৎ আপ্যায়িত করে, যাহার ভুজদণ্ডযুগল সকলকে অভয় প্রদান করিবার জন্য সর্ব্বদাই লীলা-দোলায়িত, যাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর নিবাসভূমি—তাহার আর কাহাকেও কোন বিষয়দানের প্রয়োজন হয় না। হে কৃষ্ণ! তোমার চরণ নিকটে আসিলে কিংবা তোমার চরণ স্মরণ করিলে একমাত্র তোমার চরণসেবনবাসনা ব্যতীত আর সর্ব্ববিধ বাসনারই অপগম হইয়া যায়। কাজেই আমরাও সব ছাড়িয়া তোমার দাসী হইবার জন্যই লালায়িত হইয়াছি। ইহা আমাদেরই দোষ কিংবা তোমার চরণেরই গুণ তাহা আমাদের বিচার করিবার সাধ্য নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে শ্যামসুন্দর! তোমার স্বভাবসুন্দর মুখমণ্ডল কেবলমাত্র ত্রিজগতের রমণীগণকে দাসী করিবার মূল্য ও বেতনই নহে। তোমার মুখমণ্ডল ত্রিজগতের রমণীগণের নয়ন-খঞ্জন-বন্ধনের অচ্ছেদ্য পাশও বটে। তোমার মুখমণ্ডলের উপরিভাগে বিন্যস্ত অলকাবলীই সুবিস্তৃত জাল, তাহার দুই পার্শ্বে দুই কর্ণের কুণ্ডলই জালের দুই পার্শ্বস্থ কুণ্ডলিকা, দুই গণ্ড সেই কুণ্ডলিকার নিধান স্থল, অধরসুধা লোভ্যাহার (যে খাদ্যের লোভে পক্ষী উড়িয়া আসিয়া জালে পড়ে এবং যাহাকে প্রচলিত ভাষায় চার বলে) এবং তোমার সহাস্য দৃষ্টি তোমার পালিত ও শিক্ষিত খঞ্জনদ্বয়—(যাহারা জাল পাতিয়া পাখী ধরে তাহারা তাহাদের জালের মধ্যে পোষা পাখী রাখিয়া দেয়, এবং তাহাদের দেখিয়া বনের পাখীও বিশ্বস্ত চিত্তে সেই স্থানে আসে) তোমার এই মুখমণ্ডলের জালে রমণীগণের নয়ন-খঞ্জন আসিয়া পড়ে এবং চিরদিনের জন্য বাঁধা পড়িয়া যায়। আমাদেরও যেদিন তোমার মুখমণ্ডলে নয়ন সংযোগ হইয়াছে সেই দিন হইতেই আমাদের নয়ন সেখানে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। এখন শত চেষ্টা করিলেও আমাদের নয়নের আর সে বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব হে কৃষ্ণ! তোমার দাস্য ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোনই উপায় নাই। তোমার রূপে ত্রিজগতের সমস্ত রমণীকে অযাচিত ভাবে মূল্য ও বেতন প্রদান করে এবং পাশের ন্যায় সকলকে বন্ধন করে। কাজেই তোমার দাস্য ব্যতীত আর কোন রমণীরই কোন উপায়ান্তর নাই।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের অনেক পদেই পাশরূপে কৃষ্ণরূপ বর্ণনা এবং ব্যাধরূপে কৃষ্ণ-বর্ণনা দেখা যায়—

সখি, কেন গেলাম যমুনার কূলে।
নন্দের নন্দন চাঁদ, পাতিয়া রূপের ফাঁদ, ব্যাধ ছলে কদম্বের মূলে।
দিয়ে হাস্য সুধা-চার, অঙ্গচ্ছটা আঠা তার, আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল।
মন মৃগী হেন কালে, পড়িল রূপের জালে, শূন্য দেহ পিঞ্জর রহিল॥ (জগদানন্দ দাস)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় যে—শ্রীপাদ রায় রামানন্দ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব জানিয়া "বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং" প্রভৃতি শ্লোক পাঠ করিলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ মুখে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

কৃষ্ণ জিতি পদ্ম চান্দ, পাতিয়াছে মুখ ফান্দ, তাতে অধর মধুরস্মিতচার।
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী, ছাড়ি লাজ পতি ঘর দ্বার॥
বান্ধব! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী মৃগী মর্ম্ম, করে নানা উপায় তাহার॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর কুণ্ডল, সেই নৃত্যে হরে নারী চয়।
সস্মিত কটাক্ষ বাণে, তা সবার হৃদয় হানে, নারী বধে নাহি কোন ভয়॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার, কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষঃ।
ব্রজ দেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মন বক্ষঃ, হরি, দাসী করিবারে দক্ষ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে দাস্য প্রার্থনা করিলেন এবং "বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ রূপকেই ত্রিজগতের রমণীগণকে দাসী করিবার মূল্য ও বেতন রূপে স্থাপন করিয়া কাতর নয়নে শ্রীকৃষ্ণের চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দাস্য প্রার্থনার ইঙ্গিত জানাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা স্বভাবে তাঁহাদের এই প্রার্থনা বচনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত-বেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৪০

অন্তরালে যে উপেক্ষার্থ নিহিত আছে তাহাও তাঁহারা ইঙ্গিত ভঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা উচ্চারণ ভঙ্গিতে ব্রজরাজনন্দনকে জানাইলেন—হে শ্যামসুন্দর! তোমার অলকাবলী পরিশোভিত অনিন্দ্য সুন্দর বদন, কুণ্ডলকান্তিচ্ছুরিত গণ্ডস্থল, অধরসুধা, সহাস্য কটাক্ষপাত, সুবৃত্ত পৃথ দীর্ঘ দোলায়িত ভুজদণ্ড এবং লক্ষ্মীমনোহারী বক্ষঃস্থল দেখিয়া কি আমরা কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার দাসী হইব? (দাস্যো ভবাম?) তোমার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয়, তুমি বোধ হয় তোমার স্বভাবসিদ্ধ অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্যগর্ব্বে আত্মহারা হইয়া সর্ব্বদাই মনে কর যে জগতের সকল রমণীই তোমার রূপ দেখিয়া কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে এবং সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিবে। বিশেষতঃ নারায়ণ-প্রেয়সী লক্ষ্মীও তোমার বক্ষঃস্থলে স্বর্ণরেখা রূপে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তোমার গর্ব্বসিন্ধু এতই উদ্বেলিত হইয়াছে যে—তুমি মনে করিতেছ সতীশিরোমণি লক্ষ্মী পর্য্যন্ত যখন তোমার বক্ষঃস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর জগতের কোন রমণীই কুলধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে না। কিন্তু হে কৃষ্ণ! তোমার মনে রাখা উচিত যে—জগতের সকল রমণীই লক্ষ্মীর ন্যায় চঞ্চলা নহে, কাজেই লক্ষ্মীর অনুকরণে সকল রমণীই তাহাদের কুলধর্ম্ম এবং পতি সেবায় জলাঞ্জলি দিয়া তোমার সেবায় রত হইবে না। বিশেষতঃ ব্রজরমণীগণ সকলেই ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদিশালিনী এবং পতিব্রতা-শিরোমণি, সুতরাং পরপুরুষের যতই রূপমাধুর্য্য থাক না কেন, তাহারা তাহা দেখিয়া কদাপি বিচলিত হইবে না, কিংবা স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবে না। অতএব তুমি ব্রজরমণী-গণকে রূপের মোহে ভুলাইয়া নিজ প্রেয়সী করিবে, এ দুরাশা পরিত্যাগ কর এবং সৌন্দর্য্য গর্ব্ব ভুলিয়া যাও। (অমদাস্যো ভব। মদো গর্ব্বঃ তদ্যুক্তং আস্যং যস্য স মদাস্যঃ তদ্ভিন্নঃ অমদাস্যঃ।)

"বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরমণীগণ যে, শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল, ভুজদণ্ড এবং লক্ষ্মী-লোভনীয় বক্ষঃস্থলের শোভা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই ইহার বাস্তবার্থ। ইহাতে একটি বিশেষ আলোচ্য এই যে—ব্রজরমণীগণ কথিত শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য অনাদিসিদ্ধ এবং তাঁহার নিত্য প্রেয়সী ব্রজরমণীগণের দাস্যও অনাদিসিদ্ধ। সুতরাং ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের অলকাবৃত মুখ দর্শন করিয়া তদনন্তর তাঁহার দাসী হইলেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাঁহারা দাসী ছিলেন না, এ প্রকার সিদ্ধান্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্মত হওয়া সম্ভবপর নহে। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য, ব্রজরমণীগণের তাহা দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণচরণের দাস্য প্রভৃতি সমস্তই অনাদিসিদ্ধ। অতএব "বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং" প্রভৃতি শ্লোকের "বীক্ষ্যাঃ দর্শনীয়াঃ যে অলকাঃ তৈরাবৃতং মুখং" এই ভাবে অর্থাস্বাদন করিলেই সর্ব্বসামঞ্জস্য হয়।

এই শ্লোকের উচ্চারণ ভেদে—হে কৃষ্ণ! তোমার অলকাবৃত মুখাদি দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি এবং আমরা কি তোমার এতাদৃশ মুখ দর্শনে দাসী হইয়াছি? এই দুই প্রকার অর্থ হয় ও তাহাতে যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থের আস্বাদন হয় ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে কৃষ্ণ!) ত্রিলোক্যাং (ত্রৈলোক্যে) [বর্ত্তমানা] কা স্ত্রী (কৈব রমণী) তে (তব) কলপদায়তবেণুগীতসম্মোহিতা (কলানি মধুরাণি পদানি যত্র তৎ আয়তং দীর্ঘ মূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদশ্চ যত্র তেন বেণুগীতেন সম্মোহিতা সতী) ত্রৈলোক্যসৌভগং (ত্রৈলোকস্য ত্রিভুবনস্য সৌভগং সৌভাগ্যরূপং) ইদং রূপঞ্চ (ত্রিভঙ্গশ্যামসুন্দররূপঞ্চ) নিরীক্ষ্য (দূরাদপি দৃষ্ট্বা) আর্য্যচরিতাৎ (সতাং আচরিতাৎ নিজধর্ম্মাৎ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন চলেৎ (নৈব ভ্রশ্যেৎ) যৎ (যাভ্যামেব বেণুগীতরূপাভ্যাং) গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ (গাবশ্চ দ্বিজাঃ পক্ষিণশ্চ দ্রুমাঃ বৃক্ষাশ্চ মৃগাঃ পশবশ্চ সর্ব্ব এব) পুলকানি অবিভ্রন্ (অবিভরুঃ)॥ ৪০

মূলানুবাদ।—হে কৃষ্ণ! ত্রিভুবনে এমন কোন্ রমণী আছে যে, সে তোমার মধুরাস্ফুট পদাবলী ও স্বরালাপ সমন্বিত বেণুগীত শ্রবণে এবং তোমার ঐ ত্রিলোকসুভগ ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর রূপ দর্শনে নিজ ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হয়? রমণীর কথা দূরে থাক, তোমার ভুবনমোহন রূপে ও বংশীতানে পক্ষী, বৃক্ষ এবং গবাদি পশুগণ পর্য্যন্ত পরমানন্দে পুলকিত হইয়া যায়॥ ৪০

শ্রীধরটীকা।—নন্বু জুগুপ্সিতমৌপপত্যমিত্যুক্তং তত্রাহুঃ কা স্ত্রীতি। অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ। কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘমূচ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন। অমৃতেতি পাঠান্তরে কলপদঃ যদমৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী কা বা স্ত্রী আর্য্যচরিতান্নিজধর্ম্মান্ন চলেৎ। যন্মোহিতাঃ পুরুষা অপি চলিতাঃ। কিঞ্চ। ত্রৈলোক্যসৌভগমিতি। যদ্যতঃ। অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। তদ্দ্যোতকশব্দশ্রবণমাত্রেণাপি তাবন্নিজধামত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনঃস্বদনুভবেনেতি ভাবঃ॥ ৪০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বেবং পতিব্রতাভিরুপহসনীয়া ভবিষ্যথ তত্র স্ফুটমেব সরোষদৈন্যমাহুঃ কা স্ত্রীতি। ত্রিলোক্যাং বর্ত্তমানা কা স্ত্রী ন চলেৎ অপি তু সর্ব্বৈব চলেদিত্যর্থঃ। তচ্চ দেব্যো বিমানগতয়ঃ ইত্যাদিনা সূচিতং। কলেতি পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতং। পদেতি প্রতিপদমপি তাদৃশং বোধয়ন্তি। আয়তেতি তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য নির্ব্বন্ধং বোধয়ন্তি, স্বেষাঞ্চ ধৈর্য্যেণাপি তৎকালক্ষেপং বারয়ন্তি। পাঠান্তরে তস্যালৌকিকস্বাদুত্বং ব্যঞ্জয়ন্তি। তত্রাদর্শন এবং বার্ত্তা, দর্শনেঽপি তথৈবেত্যেবং সর্ব্বতো মার এবেতি সভয়মিবাহুস্ত্রৈলোক্যেতি। ত্রৈলোক্যস্য ঊর্দ্ধাধোমধ্যবর্ত্তমানযাবল্লোকস্য সৌভগং সৌভাগ্যং জনপ্রিয়ত্বং সৌন্দর্য্যং বা যস্মিন্ যদন্তর্ভূতমিত্যর্থঃ। তদিদং প্রত্যক্ষবর্ত্তমানমিত্যন্যথাত্বং নিরস্তং। যদ্বা। ইদমেতাদৃশধর্ম্মসাধারণমিত্যর্থঃ। নিরীক্ষ্যেতি যস্য শ্রবণাদিনাপি মোহঃ স্যাদিতি কৈমুত্যং বোধয়ন্তি কা স্ত্রীতি। যত্র পুরুষা অপি স্বয়ং ভগবানপি মুহ্যেয়ুরিতি ভাবঃ। শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগা ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, বিস্মাপনং স্বস্য চ ইতি তৃতীয়োক্তেশ্চ। অহো অস্তু তাবত্তাদৃশসারাসারবিজ্ঞাং তেষাং বার্ত্তা; যদ্বাভ্যাং বেণুগীতরূপাভ্যাং গবাদয়োঽপীতি। অত্র দ্রুমাণামপি তয়োর্থে দর্শন-শ্রবণে লভ্যেতে, তে স্বপ্রকাশত্বান্নাসম্ভাব্যে। অনেন লোকেষ্বভিরিত্যস্যোত্তরং। নিষেধার্থশ্চায়ং। নন্বু যদি মমাঙ্গদর্শনে যুষ্মাকং ন ক্ষোভস্তর্হি কথমিতশ্চলিতুমিচ্ছথ তত্রাহুঃ কা স্ত্রীতি। কা স্ত্রী তজ্জাতিমাত্রং। কলেত্যাদিলক্ষণাপি আর্য্যচরিতাৎ সদাচারাদ্ধেতোঃ তে ত্বত্তঃ সকাশাৎ ন চলেৎ নাপযায়াৎ। তথা যদ্যস্মাৎ গবাদয়োঽপি পুলকান্যবিভ্রন্ তদিদং নিরীক্ষ্য চ সমবলোক্যাপি তস্মাদেব হেতোঃ কা নাপযায়াৎ অপি তু সর্ব্বৈবাপযায়াদিত্যর্থঃ। সুন্দরীণাং সুন্দরপরপুরুষনিকটে স্থিতির্হি বাঢ়ং লোকবিগানহেতুরিতি তদেবং যদ্যপি ন তৎ সম্মোহিতা নাপি সম্যক্ তদ্বীক্ষণকারিকাস্তথাপ্যপযাস্যাম ইতি ভাবঃ॥ ৪০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের পুনঃ পুনঃ দাস্য প্রার্থনা এবং তাহার মূল্য ও বেতন রূপে অলকাবৃত বদনাদি বর্ণনা শুনিয়া রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন ইঙ্গিত ভঙ্গিতে জানাইলেন—হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা যদি সত্য সত্যই আমার স্বাভাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির মাধুর্য্যলোভে কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আমার দাস্য গ্রহণ কর, তাহা হইলে জগতের পতিব্রতা রমণীগণ চিরকাল তোমাদের উপহাস করিবে এবং পরপুরুষসৌন্দর্য্যমুগ্ধা বলিয়া নিন্দাবাদ করিবে। বিশেষতঃ তোমরা কুলধর্ম্ম ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ বলিয়া লক্ষ্মী প্রভৃতি পতিব্রতাশিরোমণি রমণীগণেরও পাতিব্রত্য ভঙ্গ রূপ মহাদোষের কল্পনা করিয়া তাহাই আবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছ বলিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার বক্ষঃস্থলে স্বাভাবিক সুলক্ষণসূচক যে সুবর্ণরেখা আছে তোমরা তাহাকে পতিব্রতাশিরোমণি লক্ষ্মী বলিয়া কল্পনা করিতেছ এবং তাঁহাকেও নিজ দোষের ভাগিনী করিতে প্রয়াস পাইতেছ। জগতে যাহারা কুকর্ম্মাসক্ত অথচ নির্লজ্জ, তাহারা নিজ দোষ সমর্থন করিবার জন্য জগতের অনেক নির্দ্দোষ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সেই দোষে লিপ্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করে; যেমন কোন নির্লজ্জ চোরকে যদি কেহ চোর বলিয়া তাহার দোষ সূচনা করে, তাহা হইলে সেই চোর অনেক সাধু ব্যক্তির চৌর্য্যাপরাধ ঘোষণা করিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করে যে—চুরি করায় কোনও দোষ নাই, অমুক অমুক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও চুরি করিয়া থাকেন। কোনও মদ্যপায়ীকে যদি কেহ তাহার দোষের কথা বলিয়া নিন্দা করে, তাহা হইলে সেই নির্লজ্জ মদ্যপ, অম্লান বদনে বলিবে—পূর্ব্বকালে ঋষিগণ পর্য্যন্ত সোমযাগে সোমরস পান করিতেন, অতএব ইহাতে কোনই দোষ নাই, ইত্যাদি। হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা আমার স্বাভাবিক রূপমাধুর্য্য দেখিয়া আত্মহারা হইয়া কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ এবং এই অমার্জ্জনীয় দোষ সমর্থনের জন্য লক্ষ্মী প্রভৃতি পতিব্রতাগণকে পর্য্যন্ত নিজ পক্ষপাতিনী করিতে চেষ্টা করিতেছে। যাহা হউক, অজ্ঞানত যাহা করিয়াছ তাহার আর গতি নাই, আর কদাপি এরূপ অন্যায় কার্য্যে মনোনিবেশ করিও না এবং নিজের দোষে পরকে লিপ্ত করিতে চেষ্টা করিও না। তোমরা কুলধর্ম্মনিরতা ব্রজবনিতা; তোমাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ; কিন্তু তথাপি তোমাদের এই কুপ্রবৃত্তি কেন হইল তাহা আমি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। যাহা করিয়াছ তাহার আর কোনই হাত নাই, এখন তোমরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও এবং যাহাতে কুলধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নির্দ্দোষ জীবন যাপন করিতে পার তাহারই চেষ্টা কর।

পরিহাসসর-রঙ্গবিলাসী ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণ রোষচাঞ্চল্য বিজড়িত স্বরে বলিলেন, হে ধার্ম্মিকশিরোমণি! আমরা লক্ষ্মী প্রভৃতি কোনও পতিব্রতা রমণীবিশেষের নামোল্লেখ করিতে চাহি না। কিন্তু আমরা এ কথা শত শত বার বলিব যে ত্রিজগতের সমস্ত রমণীর ধর্ম্ম ধ্বংস করিবার জন্যই বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে—ত্রিলোকে এমন কোনও রমণী নাই যে, সে তোমার মোহন বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া কুলধর্ম্ম এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। তোমার মধুরাস্ফুটপদসন্ততিসমাযুক্ত এবং দীর্ঘমূর্চ্ছিত স্বরালাপসমন্বিত বংশীনাদ যাহার কর্ণে প্রবেশ করে তাহার আর কিছুতেই ধর্ম্মপথে মতি স্থির রাখা সম্ভবপর হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ একবিংশতি অধ্যায়ে (২১ অধ্যায়) বেণুগীত প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে—

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং, শ্রুত্বা চ কণিতবেণুবিবিক্তগীতং।
দেব্যা বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারাঃ, ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে আত্মহারা ব্রজরমণীগণ নিজ নিজ সখীর সঙ্গে নির্জ্জন সমালাপ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—বৃন্দাবনচারিণী হরিণী প্রভৃতি যে শ্রীকৃষ্ণের মোহনবেণুনাদে আত্মহারা হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হইয়া যায়, তাহাতে বিশেষ বিচিত্রতা নাই। কেননা তাহারাও বনবাসিনী এবং গোচারণ কালে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনী। কিন্তু বিমান-চারিণী দেবরমণীগণের অবস্থা দেখিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন না হইয়া থাকা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণ করিতে গিয়া বনভূমিতে কদম্ব তরুর সুশীতল ছায়ায় ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান হইয়া মোহন বংশীনাদ করেন, তখন ত্রিদিববাসিনী দেবরমণীগণ নিজ নিজ পতিগণসহ বিমানারোহণ করিয়া বৃন্দাবনের আকাশমার্গে আসিয়া উপস্থিত হন এবং দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণেরা অলকেসামান্য রূপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাবণ্য এবং কামিনীজনমনোহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ভঙ্গি-মাধুরী দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দে বিভোর হইয়া যান। তাহার পর যখন কৃষ্ণের বংশী-ছিদ্র হইতে সরস মধুর স্বরলহরী নির্গত হইয়া রাগ তাল মূর্চ্ছনাদিতে বিশ্বপ্রাণ মাতাইয়া বায়ু মণ্ডলের স্তরে স্তরে নাচিতে নাচিতে তাঁহাদের কর্ণদ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখনকার কথা আর কি বলিব, তখন দেবরমণীগণ কামবিবশা হইয়া নিজ নিজ পতি-ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন, তাঁহাদের নীবীবন্ধন শিথিল হইয়া যায় এবং শিথিল কবরীর ভ্রষ্ট কুসুমে বনভূমি আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

অতএব হে বেণুবাদ্যবিনোদিন্! আমরা ব্রজবাসিনী গোপরমণী বলিয়াই তোমার বেণুনাদে ধৈর্য্য-হারা হই না, স্বর্গবাসিনী দেবরমণীগণেরও অবস্থা ঠিক আমাদেরই মত। তাই বলিতেছি, জগতে এমন কোনও রমণী নাই যে—সে তোমার বেণুনাদে আত্মহারা হইয়া ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, কুল, শীল, মান ও ভয়াদিতে জলাঞ্জলি না দিয়া স্থির থাকিতে পারে। ত্রিলোকের সমস্ত রমণীই যখন তোমার বংশীনাদে আত্মহারা হয়, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তোমার বংশীনাদেরই কি এক অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি আছে যে—তাহাতে কোন রমণীই মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা কুলবতী রমণী হইয়াও তোমার বংশীনাদে আত্মহারা হইয়াছি বলিয়া ত্রিজগতের কোনও কুলবতী রমণীই আমাদের উপহাস করিতে পারিবে না। কেননা তাহারাও আমাদেরই মত তোমার বংশীনাদে আত্মহারা। সুতরাং "যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি তৎসমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থবিচারণে"। উভয়েই সমান দোষে লিপ্ত হইলে কেহ কাহাকেও দোষী বলিতে পারে না। ত্রিজগতে এমন কোনও রমণী নাই কিংবা ভবিষ্যতে কেহই জন্মগ্রহণ করিবে না যে—সে তোমার বংশীনাদ শ্রবণে স্বধর্ম্মত্যাগদোষে দুষ্ট না হইয়া আমাদের দোষ ঘোষণা করিবে। তোমার বংশীনাদ শ্রবণে আত্মহারা হওয়া যদি দোষাবহ হয় তাহা হইলে সে দোষ তোমার বংশীনাদেরই।

হে কৃষ্ণ! তোমার বংশীছিদ্র হইতে যে সুমধুর কলনাদামৃতলহরী নির্গত হয়, তাহা যাহারই কর্ণে প্রবেশ করুক না কেন, তাহারই মনে হয় যে "ঐ আমার নাম ধরিয়া বাঁশী বাজিতেছে।" তাহার পর তোমার বংশীনাদ এতই সুদীর্ঘ যে তাহাতে ত্রিলোক প্রতিনাদিত হয়। তাহাতে আবার তুমি এমনই রাগ তাল মূর্চ্ছনাদি ভেদে আদিরসোদ্দীপক গীতালাপ কর যে—তাহাতে ত্রিলোকের সমস্ত রমণীই স্মরোন্মত্ত, হৃতধৈর্য্য এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।

স্মিতকিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর মধুপূরে, সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দ পৈশে, ধ্বনি রূপে পাঞা পরিণামে।
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ডভেদি বৈকুণ্ঠে যায়, জগতের বলে পৈশে কাণে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি, বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত, পতি কোল হইতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে, তার আগে কেবা গোপীগণে?
নীবী খসায় পতি আগে, গৃহ ধর্ম্ম করায় ত্যাগে, বলে ধরি আনে কৃষ্ণ স্থানে।
লোক ধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, ঐছে নাচায় সব নারীগণে।
কাণের ভিতর বাসা করে, আপনি তাঁহা সদাস্ফুরে, অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বলে আন, এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে কৃষ্ণ! ত্রিজতের রমণীগণ তোমার বাশীনাদে আকৃষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের কোনও দোষারোপ করা সঙ্গত হয় না, কেননা তুমি যখন আদিরসোদ্দীপক রাগমূর্চ্ছনাদি সমন্বিত গীতালাপ কর তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তুমি রমণীগণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য অভিসন্ধি পূর্ব্বক মোহন বেণু বাদন করিয়া থাক। ইহা কেবলমাত্র তোমার বংশীনাদের মাধুর্য্য কিংবা রমণীগণের ভাবপ্রবণতা নহে।

কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, রাধাভাবভাবিতচিত্তে কৃষ্ণরসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া ভাবাবেশে "কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত" প্রভৃতি শ্লোক পড়িয়া নিজেই তাহার অর্থাস্বাদন করিয়াছেন—

নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগৎ ভরি, আছে যত যোগ্যা নারী, তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়?
কৈলে জগতে বেণু ধ্বনি, সিদ্ধ মন্ত্রাদি যোগিনী, দূতী হঞা মোহে নারী মন।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্য পথ ছাড়াইয়া, আনি তোমায় করে সমর্পণ।
ধর্ম্ম ছাড়াও বেণু দ্বারে, হান কটাক্ষ কাম শরে, লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও।
এবে আমায় কর রোষ, কহ পতিত্যাগ দোষ, ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও।
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ, এই সব শঠ পরিপাটী।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ, ছাড় এই সব কুটীনাটী।
বেণুনাদ অমৃত ঘোলে, অমৃত সমান মিঠা বোলে, অমৃত সমান ভূষণ শিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ, কেমনে নারী ধরিবেক চিত?

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

হে বিশ্বরমণী-চিত্তাকর্ষক! যদি বল যে রমণীগণের চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল ও ভাবপ্রবণ বলিয়াই আমার বংশীনাদে তাহারা আত্মহারা হইয়া যায় এবং বিচার বুদ্ধির অভাববশতঃ আমাতে আসক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে—তোমার বংশীনাদে যদি কেবলমাত্র রমণীগণই আকৃষ্ট হইত তাহা হইলে তোমার এ কথা বলা শোভা পাইত। কিন্তু, হে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক! তোমার বংশীনাদে বিজ্ঞশিরোমণি দেবশ্রেষ্ঠগণ পর্য্যন্ত মোহিত হন—

বিবিধগোপরমণেষু বিদগ্ধো বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতং সতি যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ॥
সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং জগুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিয়া অপরাহ্ণে নিজ গৃহে আগমন করিলে তাঁহাকে দর্শন করিবেন বলিয়া কতকগুলি গোপরমণী নন্দালয়ে মা যশোদার নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণগুণবর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—হে ব্রজেশ্বরি। তোমার পুত্র নানাবিধ গোপক্রীড়া নিপুণ এবং অনন্যসাধারণ বেণুবাদন তৎপর। তিনি যখন অধরবিম্বে বেণু সংলগ্ন করিয়া বিবিধ স্বরালাপ করেন, তখন ইন্দ্র, শঙ্কর ও ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যান এবং পুলকিত হৃদয়ে ও অবনত মস্তকে পুনঃ পুনঃ তাহা শ্রবণ করিয়াও তাহার রাগ তালাদির তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না।

অতএব হে কৃষ্ণ! তোমার বংশীগানে কেবলমাত্র রমণীগণই মুগ্ধ হয় না, জগৎপূজ্য দেবগণ, বিজ্ঞশিরোমণি হইয়াও তোমার বংশীগানে আত্মহারা না হইয়া থাকিতে পারেন না। কাজেই তোমার বংশী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গানেরই এমন কোনও মোহিনী শক্তি আছে যে তাহা শ্রবণ মাত্রেই পুরুষই হউক কিংবা রমণীই হউক সকলেরই মোহপ্রাপ্ত হইতে হয়। যে বংশীগীত শ্রবণে ইন্দ্র শিব ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত মুগ্ধ হন, তাহাতে ব্রজরমণীগণ মুগ্ধ হইলে তাহাদের উপর দোষারোপ করিবার কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্যই আমরা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বলিতেছি যে - ত্রিজতে এমন কোন্ রমণী আছে যে, সে তোমার বংশীগান শুনিয়া আর্য্যপথভ্রষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? যদিও তুমি পরপুরুষ এবং আমরা কুলধর্ম্মনিরতা ব্রজবনিতা, তথাপি তোমার বংশীগানে আত্মহারা হইয়াছি বলিয়া ত্রিজগতের কোন পতিব্রতাই আমাদের অযথা দোষভাগিনী করিতে পারিবেন না। কেননা তাঁহারাও আমাদের মত তোমার বংশীগানে আত্মহারা হইয়াই আছেন।

হে সর্ব্বাকর্ষক-শিরোমণে! যাহারা কদাপি তোমাকে দেখিতে পায় না, কেবল দূর হইতে তোমার বংশীগান মাত্রই শ্রবণ করে, তাহারাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মহারা হইয়া যায়। কিন্তু যাহারা তোমার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য নিকেতন রূপরাশি দর্শন করে, তাহারা যে কি ভাবে আত্মহারা হয় তাহা কাহারও ধারণা করারও সাধ্য নাই। "ত্রৈলোক্যসৌভগমিদিঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্"—ত্রিলোকে যেখানে যাহা কিছু সৌন্দর্য্য আছে তাহা তোমারই সৌন্দর্য্যসিন্ধুর বিন্দুকণিকা মাত্র। তোমার রূপই সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যের জন্মস্থান। এ সৌন্দর্য্য দেখিলে মুগ্ধ বা আত্মহারা হয় না এমন কেহই নাই। অন্যের কথা আর কি বলিব, হে কৃষ্ণ! তোমার সৌন্দর্য্যে তোমায় পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়।

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ ভূষণাঙ্গং॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বান্ধব উদ্ধব, বিদুরকে বলিয়াছেন—শ্রীভগবান্ তাঁহার যোগমায়া শক্তির মহাপ্রভাব প্রকাশের জন্য যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য নিকেতন, আত্মবিস্মাপন এবং ভূষণেরও ভূষণ স্বরূপ দ্বিভুজ মুরলীধর নবকিশোর নটবর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার নরলীলার অতীব উপযোগিনী।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এই শ্লোক আস্বাদন করিয়া ভাবাবেশে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপুঃ তাহার স্বরূপ।
দ্বিভুজ মুরলীধর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগ মায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন, প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্ব সৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম, এই রূপে তার নিত্য ধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ, তার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছ নেত্রান্ত বান, তার দৃঢ় সন্ধান, বিন্ধে রাধা গোপীগণের মন॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতার শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মী মন॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীপাদ রায় রামানন্দ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাধ্যসাধনতত্ত্ব সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি ধর। অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন। লক্ষ্মী আদি নরনারী করে আকর্ষণ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ললিতমাধব নাটকে কৃষ্ণরূপমাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন –

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী, স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপুরঃ॥
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ, সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ (শ্রীললিতমাধবনাটকং।

শ্রীকৃষ্ণ, একদিন মণিভিত্তিতে নিজ রূপেরই প্রতিবিম্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছেন—আমারও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরাশি আমার নয়নগোচর হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমারও শ্রীরাধিকার ন্যায় এই মাধুর্য্যাস্বাদনের কৌতুহল হইতেছে।

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের হয় এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন। আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ! তোমার রূপে মুগ্ধ হয় না এমন কেহই ত্রিজগতে নাই। ব্রহ্মাদি বিজ্ঞশিরোমণিগণ, লক্ষ্মী প্রভৃতি পতিব্রতাগণ প্রভৃতি যেখানে যতই পুরুষ রমণী আছেন, সকলেই তোমার রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যান। সুতরাং আমরা সর্ব্বদা তোমার বংশীগান শুনিয়া এবং ভুবনমোহন রূপমাধুর্য্য দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়াছি বলিয়া আমাদের কেহই কোন প্রকার দোষ প্রদান করিতে পারিবে না। তোমার বংশীগানে এবং মাধুর্য্য দর্শনে যাহারা আত্মহারা হয় তাহাদের কোনই দোষ নাই। ইহাতে যদি কোনও দোষ বা গুণ থাকে তাহা হইলে তাহা তোমার বংশীগানের এবং রূপমাধুর্য্যের।

তোমার বংশীগান এবং রূপমাধুর্য্যের মোহিনীশক্তির কথা কি বলিব, তাহাতে সারাসার বিবেকবিহীন পশু-পক্ষি পর্য্যন্ত আত্মহারা হইয়া যায়। "যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্"। তোমার বংশীগানে এবং রূপদর্শনে গো-মহিষাদি পশুগণ তৃণ ভক্ষণে বিরত হইয়া এক দৃষ্টে তোমার দিকে চাহিয়া থাকে। বনের হরিণ হরিণী বন ছাড়িয়া তোমার অনুগমন করে। উড্ডীয়মান পক্ষিগণ পর্য্যন্ত নয়ন মুদ্রিত করিয়া বৃক্ষশাখায় বসিয়া থাকে। পশুপক্ষিগণের কথা আর কি বলিব, বৃক্ষ পর্ব্বতাদি অচেতন পদার্থ পর্য্যন্ত তোমার বংশীগানে আত্মহারা হইয়া যায়। তুমি যখন বনভূমিতে বংশীবাদন কর, তখন শুষ্কতরু পল্লবিত হয়, পর্ব্বতের শিলা দ্রবীভূত হইয়া প্রবাহিত হয় এবং যমুনা প্রভৃতি স্রোতস্বিনীর গতি স্থগিত হইয়া যায়। সুতরাং তোমার বংশীগান এবং রূপমাধুর্য্যই ত্রিজগতের নরনারী পশুপক্ষী, এমন কি বৃক্ষ পর্ব্বত নদী প্রভৃতিকেও আত্মহারা করিয়া দেয়। কাজেই আমরা গোপরমণীগণ যে তোমার বংশীগানে এবং রূপমাধুর্য্যদর্শনে তোমার চরণে বিক্রীত হইয়া যাইব, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? আমরা তোমার চরণে চিরবিক্রীত হইয়াছি বলিয়া ত্রিজগতের কোন রমণীই পাতিব্রত্য স্পর্দ্ধায় আমাদের উপর দোষারোপ করিতে পারিবে না। শ্রবণ ও নয়ন পাইয়া যাহারা তোমার বংশীনাদ শ্রবণ এবং রূপমাধুর্য্য দর্শন না করে, তাহাদের শ্রবণ-নয়ন নিরর্থক। বিধাতা তাহাদের বধির ও অন্ধ করিলেও কোনই দোষ হইত না।

বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান, যে না হেরে সে চাঁদবদন।
তার নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সখি হে শুন মোর হতবিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ, কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল।
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী, তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ, তার জন্ম হৈল অকারণে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বংশীগান এবং রূপমাধুর্য্যের মোহিনীশক্তির মহাপ্রভাব বর্ণনা করিলেন এবং তাহাই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাসক্তির মূল কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বচনপ্রয়োগকৌশলে ইহাতেই উপেক্ষা ভঙ্গিরও ইঙ্গিত প্রকাশ হইল—

"অঙ্গ—হে কৃষ্ণ! তে কলপদায়তবেণুগীতসংমোহিতা সতী ত্রিলোক্যাং কা স্ত্রী আর্য্যচরিতাদ্ধৈতোঃ ন চলেৎ তব সকাশাৎ নাপযায়াৎ। যৎ যস্মাৎ তব ইদং ত্রৈলোক্যসৌভগং রূপং নিরীক্ষ্য গোদ্বিজদ্রুমমৃগা অপি পুলকানি অবিভ্রন্ ততঃ তন্নিরীক্ষ্যাপি কা স্ত্রী ন চলেৎ? অপি তু সর্ব্বা এব চলেয়ুঃ"।

হে কৃষ্ণ! তোমার মোহন মুরলীর অমৃতনিষ্যন্দী সুদীর্ঘ কলধ্বনি যখন দিগ্‌দিগন্ত প্রতিনাদিত করিয়া সকলকে আনন্দমোহে বিবশ করে, তখন ত্রিলোকে এমন কোন্ রমণী আছে যে, সে তোমার নিকট হইতে দূরান্তরে চলিয়া না যায়? কেননা তোমার মোহন বংশীনাদ কর্ণগোচর হইলে সকলকেই আর্য্যপথ-ভ্রষ্ট হইয়া যাইতে হয়। সেইজন্য কুলধর্ম্মনিরতা রমণীমাত্রেরই তখন মনে হয় যে—কৃষ্ণের কুলধর্ম্মনাশিনী বংশীর মধুর তানে আত্মহারা হইয়া কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়া অপেক্ষা নিজ নিজ কুলধর্ম্ম রক্ষার জন্য দূরে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। অতএব আমরা এমন স্থানে চলিয়া যাইব যে, সেখানে আর যেন এই বংশীরব আমাদের কর্ণগোচর হইতে না পারে। হে মোহনশিরোমণে! তুমি যে কেবলমাত্র বংশীরবেই সকলকে মোহিত কর তাহা নহে, তোমার রূপেও এই ভাবে ত্রিজগৎ মোহিত হইয়া থাকে। তোমার ভুবনমোহন রূপ দেখিলে নরনারীর কথা দূরে থাক, পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত পরমানন্দে পুলকিত হয়। সেইজন্য কখনও যদি দৈবাৎ কোনও কুলবতী রমণীর তোমার রূপে দৃষ্টিপাত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া দূর দূরান্তরে চলিয়া যায়, যেন আর কখনও তোমার রূপ নয়নগোচর হইতে না পারে। তোমার রূপ দেখিয়া পশুপক্ষিগণ পর্য্যন্ত যে ভাবে আনন্দজড় হইয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে—তোমার বংশীগান এবং রূপমাধুর্য্যে যাহারা আত্মহারা হয়, তাহাদের কোনও বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। চঞ্চলস্বভাবা রমণীগণের সঙ্গীত ও রূপের মোহে আত্মহারা হইয়া কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান এবং পরপুরুষে আসক্ত হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু পশুপক্ষি প্রভৃতি বিবেকহীন জীবগণের কখনও এভাবে আসক্ত হওয়া কি সম্ভবপর? কিন্তু হে কৃষ্ণ! তোমার বংশীনাদ এবং রূপমাধুর্য্যের এমনই মোহিনী শক্তি যে—তাহাতে পশুপক্ষি প্রভৃতি বিবেকবিহীন জীবগণও আত্মহারা হইয়া যায়। পশুপক্ষির কথা দূরে থাক, অচেতন বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত তোমার বংশীনাদ এবং রূপমাধুর্য্যের মোহিনী শক্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। সেই জন্যই বলিতেছি যে—ত্রিজগতে যে সমস্ত রমণীগণের কুলধর্ম্মে আস্থা আছে তাহারা কেহই তোমার বংশীনাদে এবং রূপমাধুর্য্যে আত্মহারা হইয়া কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্য তোমার নিকটস্থ হইবে না। আমরা কুসুম চয়নের জন্য এই বনভূমিতে আসিয়া তোমাকে দেখিয়াই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি এবং কুলধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া নিজ গৃহে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তাই বলিতেছি, হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি আমাদের পথরোধ করিও না, আমরা নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া আমাদের কুলধর্ম্ম রক্ষা করি। যদিও আমরা তোমার বংশীগানে মোহিতা হই নাই, কেননা আমাদের তোমার বংশীগান শ্রবণ চিরাভ্যস্ত এবং তুমি পরপুরুষ বলিয়া আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতো দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাং ॥ ৪১

স্বপ্নেও তোমার রূপ নিরীক্ষণ করি না, তথাপি সুন্দরী রমণীগণের পক্ষে সুন্দর পুরুষের নিকটে অবস্থানমাত্রেই লোকনিন্দাভাজন হইতে হয়। সুতরাং তোমার নিকট হইতে আমাদের স্থানান্তরে গমন করাই যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীগান এবং রূপমাধুর্য্যের এতাদৃশ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী মহাশক্তি প্রদর্শনই এই শ্লোকের বাস্তবার্থ এবং উচ্চারণভঙ্গিতে পূর্ব্বপ্রদর্শিত অর্থদ্বয়ের প্রতীতিতেই যুগলার্থসন্ধাপন ভঙ্গিময় অর্থের আস্বাদন হইয়া থাকে ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—আর্ত্তবন্ধো (হে কাতরভয়ভঞ্জন!) আদিপুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ) দেবঃ (শ্রীনারায়ণঃ) যথা সুরলোকগোপ্তা (দেবলোকবাসিনাং সর্ব্বেষামেব রক্ষাকর্ত্তা) তথা ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরঃ (ব্রজস্য ব্রজবাসিনাং সর্ব্বেষামেব যো ভয়ঃ অনিষ্টপাতনিমিত্তস্ত্রাসঃ আর্ত্তিঃ বর্ষবাতাদিভ্যঃ পীড়া চ তদুভয়হরঃ ব্রজজনানাং ভয়পীড়াদি-খণ্ডনপরায়ণ ইত্যর্থঃ) অভিজাতঃ (তদর্থমেব গোকুলে আবির্ভূতঃ ইতি) ব্যক্তং (নিশ্চিতং ব্রজে প্রসিদ্ধমপি) তৎ তস্মাৎ কিঙ্করীণাং (দাসীনাং) নঃ (অস্মাকং) তপ্তস্তনেষু (স্মরজ্বরাক্রান্তহৃদয়েষু) শিরঃসু (মস্তকেষু চ) করপঙ্কজং (সর্ব্বতাপহারকং করকমলং) নিধেহি (অর্পয়) ॥ ৪১

মূলানুবাদ।—হে কাতরভয়ভঞ্জন! আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণ যেমন দেবলোকের রক্ষাকর্ত্তা, সেইরূপ তুমিও ব্রজবাসিগণের সর্ব্ববিধ ভয় ও দুঃখহরণের জন্য গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অতএব তোমার এই দাসীগণের স্মরজ্বরাক্রান্ত হৃদয়ে ও মস্তকে তোমার করকমল অর্পণ কর ॥ ৪১

শ্রীধরটীকা।—ব্যক্তং নিশ্চিতং ॥ ৪১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং চতুর্দ্দিক্স্থিতা অপ্যাত্মনি ধর্ম্মাদিদোষং পরিহৃত্যোপক্রমবদেব প্রত্যুত তস্মিন্নেব ধর্ম্মদোষাপত্তিমুপসংহরন্ত্যঃ পুনর্বিবক্ষিতমেবাহুঃ। কিঞ্চ। ননু ভবতু তত্তৎ সর্ব্বং, মমতু নারায়ণসম-গুণত্বেন পূর্ণকামত্বান্নান্যত্র প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ কিমুতেদৃশে কর্ম্মণীত্যাশঙ্ক্যাহুর্ব্যক্তমিতি। ব্রজস্য যদ্ভয়ং পূতনাদিভ্যো দাবাদিভ্যশ্চ তদর্থস্ত্রাসঃ আর্ত্তিশ্চ বর্ষবাতাদিভ্যঃ পীড়া। তথা ভয়ং ত্বদ্বিরহশঙ্কয়া আর্ত্তিস্ত্বদ্বিরহেণ, তদুভয়হরঃ সন্ তে খণ্ডয়িতুমিত্যর্থঃ। "তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহং। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিত" ইতি স্বয়মিতীব বিভাব্য পর্ব্বতভারস্য গ্রহণাৎ। ক্বাচিৎকে পাঠান্তরে ব্রজজনানামার্ত্তির্বাহন্তরাশেষবাধা। অভিজাতঃ সৎকুলাজ্জাত ইতি তত্রাপি বৈশিষ্ট্যম্। অতোঽস্মাকং নাশে তত্রাপি ত্বদেকহেতুকত্বে ব্রতভঙ্গাপত্তি-তোঽপ্যধিকো ধর্ম্মদোষঃ স্যাৎ ইতি ভাবঃ। ঈশ্বরস্য পূর্ণকামস্যাপি তাদৃশব্রতরক্ষা তাদৃশকামনা চ দৃশ্যত এবেত্যাহুঃ দেব ইতি। সর্ব্বথা দীব্যতি বিরাজত ইতি দেবঃ। আদিপুরুষঃ সর্ব্বপুরুষেষু শ্রেষ্ঠঃ সোঽপি যথা সুরলোকগোপ্তা, স্বেচ্ছয়ৈব তজ্জনমাত্রস্য রক্ষিতা সন আদিত্যাদাবভিজাতো ভবতি। তত্তস্মাৎ। করস্য পঙ্কজত্বং তাপহারিতামাত্রাংশে রূপিতং। বস্তুতস্তু তাপস্য তদপ্রাপ্তিমাত্রনিদানত্বাত্তদারস্ত এবাপগমঃ স্যাৎ ইত্যভিপ্রেত্যৈব তপ্তেষ্বপি স্তনেষু পরমস্নিগ্ধাভিরপি তাভিস্তন্নিধানপ্রার্থনমিতি জ্ঞেয়ং। পূর্ব্ববৎ সদৈন্যমপ্যাহুঃ শিরঃসু চ কিঙ্করীণামিতি। ইত ঊর্দ্ধং চাস্মানাত্মসাৎ কুর্ব্বিতি বিবক্ষিতং। হে আর্ত্তবন্ধো ইতি আর্ত্তবন্ধৌ সাক্ষাদ্বিরাজমানে ত্বদ্দাসীনাং তাপোঽনুচিত ইতি সূচিতং। তথা কামেন চ মা নিধেহি কিন্ত্বার্ত্তবন্ধুত্বেনৈব নিধেহীতি চ গূঢ়োঽয়মভিপ্রায়ঃ। অবহিত্থয়াচ্ছাদ্য-মানোঽপি মনোভবোঽস্মদঙ্গেষু হস্তার্পণেন স্বয়মেবোদ্ভবিতেতি। নিষেধার্থশ্চায়ং। তথাপি তং বলাদিব স্পৃশন্ত-মাশঙ্ক্যাহুর্ব্যক্তমিতি। তত্র পূর্ব্বার্দ্ধেন ততো ধর্ম্মভয়াদিতোঽপি রক্ষা তবোচিতা নতু তন্নাশ ইতি ভাবঃ। নো নিধেহি মা নিধেহি। আর্ত্তবন্ধো ইতি স্বেষাং ধর্ম্মভয়াদার্ত্তিং ব্যঞ্জয়ন্তি। তপ্ত হে কামাগ্নিসন্তাপিতহৃদয় কিঙ্করীণাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বগৃহাসীনামপি কিমুত মাদৃশীনাং তত্রাপি শিরঃসু চ মা নিধেহি কিমুত স্তনেষিত্যর্থঃ। তদেবং স্বাগতমিত্যাদি প্রকরণং সংলাপাখ্যোঽনুভাবো জ্ঞেয়ঃ। উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্বাক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্ত্যত ইত্যুক্তেরিতি॥ ৪১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ঃ—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে অবস্থিতা শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন-ব্যথিতা ব্রজবনিতাগণের মধ্যে চতুর্থদিক্‌স্থিতাগণও তাঁহাদের বক্তব্য শেষ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে তাঁহারা সত্যসত্যই শ্রীকৃষ্ণচরণসেবায় বঞ্চিত হইলেন। কাজেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণে দৈন্যবিজ্ঞাপন এবং অভীষ্টপ্রার্থনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়াও কেহই বেশী কথা বলিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে তাঁহারা এতই ব্যথিতা হইয়াছিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়াও তাঁহাদের কণ্ঠরোধ হইয়াছিল। কাজেই প্রত্যেকেই দুইচারি কথাতেই তাঁহাদের বক্তব্য শেষ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ-দিক্‌স্থিতা ব্রজবনিতাগণ প্রথমতঃ নানাভাবে বিবিধ যুক্তিতর্কের অবতরণা করিয়া এবং লক্ষ্মী প্রভৃতির ব্যবহার দেখাইয়া প্রতিদান করিলেন যে,—তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করা কোন প্রকার দোষাবহ হয় নাই, কেননা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধুরী এবং বংশীনাদ, বলপূর্ব্বক ত্রিজগতের সমস্ত রমণীগণকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণের দাসী করিয়া দেয়। সুতরাং ব্রজরমণীগণকে কুলধর্ম্মত্যাগের জন্য দোষভাগিনী করা যুক্তিযুক্ত নহে।

তাঁহারা আরও বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মত্যাগদোষ হইতে মুক্ত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াও নিজে সেই দোষে লিপ্ত হইতেছ ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। তুমি ব্রজবাসিগণের সর্ব্ববিধ ভয় ও দুঃখ হরণের জন্যই গোকুলে গোপরাজ নন্দের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। পূতনাবধাদি সর্ব্ববিধ লীলাতেই তুমি ব্রজবাসিগণের ত্রাস নিবারণ করিয়াছ এবং দাবানলমোক্ষণ, গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি লীলায় তুমি ব্রজবাসিগণের মহাদুঃখ নিবারণ করিয়াছ।

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎ পরিগ্রহং। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

"ব্রজবাসিগণ আমাকেই একমাত্র ভরসা করে এবং আমাকেই সর্ব্বদুঃখপরিত্রাণকারী বলিয়া বিশ্বাস করে এবং আমিও তাহাদের নিজবান্ধব বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। অতএব আমি আমার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে ইহাদের রক্ষা করিবই ইহাই আমার ব্রত।" এই কথা মনে করিয়াই তুমি বাম করতলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলে, ইহা ব্রজে কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু আজ যদি তুমি তোমারই বিরহদুঃখে মৃতপ্রায় ব্রজরমণীগণকে রক্ষা না কর, তাহা হইলে তোমার যে ব্রতভঙ্গ দোষে লিপ্ত হইতে হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ব্রজের যে কোনও জীব যদি যে কোনও ভাবে ত্রস্ত কিংবা পীড়িত হয় তাহা হইলেই তোমার ব্রতভঙ্গ দোষে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু ব্রজরমণীগণ তোমারই চরণসেবাধিকার না পাইয়া যদি তোমারই বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হয়, তাহা হইলে তোমার যে কি প্রকার অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে তাহা আমাদের ধারণাতীত। যদি বল, তুমি নারায়ণসম বলিয়া তুমি নারায়ণের মত পূর্ণকাম এবং তোমার কোন প্রকার দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে—"দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা"—সাক্ষাৎ নারায়ণও তাঁহার শরণাগতপালকতাব্রত রক্ষা করিবার জন্য অদিতি প্রভৃতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং নানাভাবে অসুরমারণাদি দ্বারা সুরগণকে পালন করিয়া থাকেন। ব্রজবাসিগণও তোমারই চরণে একান্ত শরণাগত এবং তুমিও নারায়ণসম ও গোকুলে যশোদা-গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছ। কিন্তু যদি তুমি তোমার চরণে একান্ত শরণাগতা ব্রজবনিতাগণকে রক্ষা না কর তাহা হইলে তাহাদের আর কোনই গতি নাই এবং তোমারও ব্রতভঙ্গ দোষ অপরিহার্য্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহারা শ্রীনারায়ণের চরণে শরণাগত, তাহারা যদি শ্রীনারায়ণচরণে নিজদুঃখ বিজ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিতও হয়, তাহা হইলেও তিনি স্বেচ্ছায় তাহাদের দুঃখ নিবারণ এবং অপ্রত্যাশিত সুখ প্রদান করেন। কিন্তু তুমি নারায়ণসম হইয়াও এবং আমাদের পুনঃ পুনঃ দৈন্যবিজ্ঞাপন শ্রবণ করিয়াও আমাদের উপর প্রসন্ন হইতেছ না, এবং আমাদের দুঃখ দূর করিতেছ না, ইহা আমাদেরই দুর্দৈবের ফল ব্যতীত আর কি বলিব? অতএব হে ব্রজভয়ার্ত্তিনাশন! আমাদের অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা বিশেষরূপে ভোগ করা হইয়াছে, এখনও যদি তুমি তোমারই চরণে একান্ত শরণাগতা ব্রজবনিতাগণের জীবন রক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে তুমি এখনও প্রসন্ন হও। তুমি যদি আর ক্ষণকালমাত্রও আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাক, তাহা হইলে, তোমার ব্রতভঙ্গ দোষের সহিত শতকোটি রমণীহত্যার মহাপাতকেও লিপ্ত হইতে হইবে।

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার দৈন্যবিজ্ঞাপনে ব্রজরাজনন্দন প্রীত হইয়া তাঁহাদের উপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ইঙ্গিতে জানাইলেন—হে ব্রজরমণীগণ! আমি প্রসন্ন হইলেই যদি তোমাদের সর্ব্ববিধ দুঃখ দূর হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইলাম, এখন তোমরাও প্রসন্নচিত্তে নিজ নিজ গৃহে গমন কর।

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে প্রসন্নবদন! তোমার দৃষ্টি-প্রসাদমাত্রেই আমাদের অন্তরের তীব্র তাপ শান্তি হইবে না। আমাদের হৃদয়ের তীব্রতাপ শান্তি করিতে হইলে তোমার সর্ব্বতাপহর করকমল স্পর্শ ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। "তন্নো নিধেহি করপঙ্কজ-মার্ত্তবন্ধো তপ্তস্তনেষু শিরঃসু চ কিঙ্করীণাং"—হে আর্ত্তবন্ধো! তোমার চরণে শরণাগত আর্ত্তজনের আর্ত্তি-হরণ করাই তোমার স্বাভাবিক গুণ। তুমি কত বার ব্রজবাসিগণের আর্ত্তিহরণ করিয়াছ তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরাও সেই ভরসায় তোমার চরণে ধরিয়া বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি যে—আমাদের এই পরমার্ত্তি হরণ কর। আমরা তোমার বিরহতাপের তীব্র আক্রমণে এমনই আর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের আর্ত্তিহরণে ক্ষণকাল বিলম্ব হইলেও আর আমাদের দেহে প্রাণ থাকিবে না। আমাদের শরণা-গতির যদি কিছু ত্রুটি থাকে এবং আমরা যদি সেই জন্য আর্ত্তিহরণের যোগ্য না হই, তাহা হইলেও তুমি তোমার নিজগুণে আমাদের আর্ত্তিহরণ করিয়া তোমার আর্ত্তবন্ধু নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। তোমার মত আর্ত্তবন্ধুর চরণ নিকটে উপস্থিত থাকিয়াও যদি আমাদের তোমারই বিরহজনিত আর্ত্তিভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা দুঃখ ও দুর্দৈবের বিষয় আর কিছুই নাই। তাই বলিতেছি, হে আর্ত্তবন্ধো! তুমি আমাদের বিরহতপ্তহৃদয়ে তোমার করকমল অর্পণ কর। তোমার করকমলের স্বাভাবিক শীতলতায় আমাদের হৃদয়ের তীব্র তাপ চিরতরে শান্ত হইয়া যাইবে। আমাদের তপ্তস্তনে তোমার করকমল অর্পণে করকমল দগ্ধ হইবে না। কেননা কমল অতি মৃদুল এবং তাপ ভয়ে নিরন্তর জলমধ্যস্থ থাকিলেও সূর্য্যতাপ ব্যতীত তাহা প্রফুল্ল হয় না। সেইরূপ তোমার করকমলও অতি মৃদুল হইলেও আমাদের হৃদয়স্থ বিরহসূর্য্যের তাপ ব্যতীত তাহা প্রফুল্ল হইবে না। বিশেষতঃ তোমার করকমলের স্বাভাবিক তাপহারিত্ব গুণে আমাদের হৃদয়ের তাপ দূর হইয়া যাইবে, কাজেই তাহাতে তোমার কর দগ্ধ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। হে ব্রজরাজনন্দন! আমরা সকলে তোমারই কিঙ্করী, কাজেই আমাদের দেহ মনঃ প্রাণ জীবন যৌবনাদি সমস্তই তোমারই সেবার জন্য সর্ব্বদাই নিয়োজিত আছে, কাজেই আমরা তোমার সেবার জন্যই তোমার করকমল হৃদয়ে ধারণ করিতে চাহিতেছি; তুমিও আমাদের সেবা গ্রহণ করিয়া আমাদের মনোরথ পূরণ করিবার জন্য আমাদের বক্ষঃস্থলে করকমল অর্পণ কর। শুধু তাহাই নহে, আমরা যেন আর কখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার সেবা হইতে বঞ্চিত না হই, সে জন্য তুমি আমাদের মস্তকে তোমার করকমল অর্পণ করিয়া চিরজীবনের জন্য আমাদিগকে দাসী বলিয়া অঙ্গীকার কর।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এইভাবে অনুনয় বিনয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজ মনোবাসনা জ্ঞাপন করিলেন এবং হৃদয়ে হস্তার্পণ করিতে বলিয়া নিজ ভাবোচিত মিলন প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু তাঁহাদের সহজসিদ্ধ রসিকতা স্বভাবে তাঁহাদের এই সুব্যক্ত মিলন প্রার্থনা বচনের অন্তরাল হইতেও উপেক্ষাভঙ্গির অভিব্যক্তি হইল। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন—হে ব্রজরাজনন্দন! তোমার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি বলপূর্ব্বক আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করিবার সংকল্প করিতেছ। কিন্তু এই নির্জ্জন বনে এইভাবে অবলা ব্রজবালাগণের ধর্ম্মনাশ করিয়া তাহাদের মহাদুঃখ সাগরে ভাসাইয়া দেওয়া কি তোমার উপযুক্ত কার্য্য হইবে? ব্রজবাসিগণের সর্ব্ববিধ ভয় ও দুঃখ দূর করিবার জন্যই তুমি ব্রজরাজের নন্দনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং শিশুকাল হইতেই অঘবকাদি-মর্দ্দন, কালিয়দমন, দাবানলমোক্ষণ, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি করিয়া ব্রজবাসিগণের ভয় ও দুঃখ হরণ করিয়াছ; কিন্তু হায়! আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে—তুমি ব্রজবাসিগণের সর্ব্ববিধ ভয় ও দুঃখহারক হইয়াও আজ আমাদের ধর্ম্মনাশ করিয়া আমাদের মহাদুঃখ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছ। ব্রজে সকলেই জানে যে তুমি নারায়ণতুল্য গুণশালী। (নারায়ণসমো গুণৈঃ) শ্রীনারায়ণ যেমন অদিতি গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবগণের সর্ব্ববিধ দুঃখ হরণ করেন, তোমরাও সেইরূপ আমাদের সর্ব্ববিধ দুঃখ হরণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। তাই বলিতেছি, হে আর্ত্তবন্ধো! আমরা ধর্ম্মনাশ ভয়ে বড়ই আর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাদের আর্ত্তি হরণ কর। তুমি আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করিবার উপক্রম করিতেছ, কিন্তু "হে তপ্ত! কিঙ্করীণামপি শিরঃসু করপঙ্কজং নো নিধেহি কিমুত মাদৃশীনাং পতিব্রতানাং কিমুত স্তনেষু।" হে তপ্ত—হে কামাগ্নিসন্তপ্তহৃদয়! তুমি তোমার গৃহদাসীগণকেও কদাপি স্পর্শ করিও না। তাহাদের অন্য অঙ্গ স্পর্শ করা ত দূরের কথা, স্বপ্নেও তাহাদের মস্তকেও তোমার কামবাত্যাপ্রকম্পিত করকমল অর্পণ করিও না। আমাদের ন্যায় কুলধর্ম্মনিরতা পতিব্রতা ব্রজবনিতাগণের কথা ত সুদূর পরাহত।

তাই বলিতেছি হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি তোমার অসৎসঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। আমাদের পথরোধ করিও না, আমরা নিজ নিজ গৃহে গমন করি। তোমার ভঙ্গি দেখিয়া আমরা ধর্ম্মনাশ ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের এই মহা ভয় ও দুঃখ হইতে ত্রাণ কর!

এই শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মনে হয় যে—প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের জগতে আবির্ভাবের প্রয়োজন আলোচিত হইয়াছে। যদিও ব্রজরমণীগণের শুদ্ধ প্রেমভাবিত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদির ধারণা ও ভাবনার স্থান নাই, তথাপি বিরহদশায় সময়ে সময়ে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের বার্ত্তাও প্রকাশ পায়, ইহা পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ তাঁহার পার্ষদগণের সহিত যে ভাবেই লীলা করুন না কেন, তাহা তাঁহাদের প্রেমের অনুরূপ ভাবে প্রপঞ্চের অনুকরণে প্রকাশ পাইলেও তাহা প্রপঞ্চাতীত। শ্রীভগবানের এই লীলা প্রাপঞ্চিক, সিদ্ধ ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধক এবং সাধক ভক্তগণের সাধনপথ প্রদর্শক।

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

ব্রজরাজনন্দনের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা বলিয়াছেন -হে ভগবন্! আপনি স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত হইয়াও প্রাপঞ্চিক ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য প্রপঞ্চের অনুকরণেই আপনার অপ্রাপঞ্চিক লীলার প্রকাশ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, "ব্যক্তং ভবান্ ব্রজোভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতঃ" প্রভৃতি শ্লোকে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মুখে বাস্তবার্থ প্রকাশ হইল যে—"যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা ভবান্ ব্যক্তং ব্রজভয়ার্ত্তিহরঃ সন্ অভিজাতঃ" যথা—যথাবৎ পরিপূর্ণরূপেণ আদিপুরুষঃ পুরুষস্যাপি পরমাংশী স্বয়ং ভগবান্ সুরলোকগোপ্তা দেবলোকপরিপালকো ভবান্ ব্যক্তং স্ফুটমেব ব্রজস্য ব্রজতীতি ব্যুৎপত্ত্যা সংসারস্য যদ্ ভয়ম্ ইষ্টবিয়োগানিষ্টপ্রাপ্তিজনিতত্রাসঃ, আর্ত্তিঃ বিবিধা পীড়া চ তস্য তস্যাশ্চ হরণার্থমেব অভিজাতঃ নিজভক্তকুলে জাতবৎ প্রাদুর্ভূতঃ।" হে ব্রজরাজনন্দন! আপনি গোপকুলে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজের গো গোপগোপীর প্রেম সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া মুগ্ধ গোপবালকের ন্যায় বিবিধ লীলাবিলাসরত হইলেও আপনি সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বলোকপালক স্বয়ং ভগবান্। জগতের জীবগণ নিরন্তর জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতির প্রবল পীড়নে আজীবন বিবিধ দুঃখভোগ প্রসঙ্গে শত শত জন্ম অতিবাহিত করিয়াও যখন দুঃখের শেষ দেখিতে পায় না, তখন তাহাদের সর্ব্বদুঃখের চিরনিবৃত্তি করিবার জন্যই আপনি কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হন। আপনি মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহাদি রূপে যতবারই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, প্রত্যেক বারেই আপনার চরণে শরণাগত ভক্তগণের ভয় ও আর্ত্তিহরণই আপনার আবির্ভাবের মুখ্য কারণ বলিয়াই সকলেরই ধারণা হইয়াছে। গীতাতেও দেখা যায়—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ সাধন এবং ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্য যুগে যুগে জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকি।

সুতরাং, হে ভগবন্! জগতের জীবের দুঃখহরণ যে—আপনার জগতে আবির্ভাবের কারণ, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। জগতের জীব সাধারণতঃ সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে যাহারা সকাম, তাহাদের অনুকূল বিষয়ভোগে সুখ এবং তাহার বিয়োগে দুঃখ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা নিষ্কাম, তাহাদের কোনও বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ নাই। তাহারা সর্ব্ববিধ বিষয় সম্বন্ধ ছাড়িয়া কেবলমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির জন্যই বিবিধ সাধনাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ভগবৎপ্রাপ্তিই তাঁহাদের সুখ এবং তাহার অভাব কিংবা বাধাই তাঁহাদের দুঃখ।

ব্রজরমণীগণের বচনপ্রয়োগভঙ্গিতে এই প্রকার বাস্তবার্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে—তাঁহারা বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার চরণসেবাই আমাদের সুখভোগ এবং তাহার অভাবেই আমাদের মহাদুঃখ। তুমি নানা প্রকারে উপেক্ষা বচনে আমাদের চিরসঞ্চিত মনোরথ পূরণের আশায় হতাশ করিতেছ বলিয়া আমরা মহাভয়ে ও দুঃখে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। আমরা শিশুকাল হইতেই একমাত্র তোমার চরণসেবনের আশাই হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি।

আমাদের কোনপ্রকার বিষয়ভোগজনিত সুখের কামনা নাই কিংবা কোনপ্রকার বিষয় বিয়োগ-জনিত দুঃখ আমাদের অন্তরে স্থান পায় না। আমরা সর্ব্ববিধ বিষয়ের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াই তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি। (সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলং প্রাপ্তাঃ) আমাদের তোমার চরণসেবনেই সুখ এবং তাহার অভাবেই আমাদের মহা দুঃখ। সুতরাং তুমি যখন জগতের দুঃখ হরণের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছ, তখন যদি আমরা তোমার চরণসেবা না পাইয়া অপার দুঃখ পারাবারে নিমগ্ন হই, তাহা হইলে তোমার এই নরজগতে আবির্ভাবের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। তাই আমরা পুনঃ পুনঃ তোমার চরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতেছি যে - তোমার চরণসেবনের অধিকার প্রদান করিয়া আমাদের ভয় ও আর্ত্তিহরণ কর। "তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো তপ্তস্তনেষু শিরঃসু চ কিঙ্করীণাং"! হে আর্ত্তবন্ধো! আমরা যদি আমাদের ভাবানুরূপ সেবাধিকার না পাই, তাহা হইলে আমাদের দুঃখের অবসান হইবে না। তোমার নানা ভাবের ভক্ত নানাভাবে তোমার সেবা করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে আমরা তোমার কিঙ্করী। আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের দেহ মনঃ প্রাণ জীবন যৌবন প্রভৃতি তোমার চরণে প্রণয়োপহাররূপে অর্পণ করিতে না পারিলে আনাদের অভীষ্ট সেবাপ্রাপ্তি হইবে না। তাই বলিতেছি, আমাদের বিরহ-তপ্ত হৃদয়ে তোমার করকমল অর্পণ কর এবং আমাদের মস্তকে তোমার অভয় হস্ত প্রদানে আমাদের চিরদিনের জন্য ক্রীতদাসী বলিয়া অঙ্গীকার কর। আমাদের বিরহতপ্তহৃদয়ে করকমল অর্পণ করিলে আমাদের বিরহার্ত্তি দূর হইবে এবং মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আমাদের দাসীরূপে অঙ্গীকার করিলে আমাদের সর্ব্ববিধ ভয় দূর হইবে। অতএব হে আর্ত্তবন্ধো! আমাদের ভাবানুরূপ ভাবে সেবাধিকার প্রদান করিয়া তোমার আর্ত্তবন্ধু নামের সার্থকতা সম্পাদন কর এবং জগতে আবির্ভূত হওয়ার প্রয়োজন সফল কর। ব্রজরমণীগণের এই বাস্তব প্রার্থনায় ইহাও জানা যায় যে, তাঁহারা বক্ষঃস্থলে করকমল অর্পণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে "আর্ত্তবন্ধো" বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং ইঙ্গিতে জানাইলেন—"আর্ত্তবন্ধুত্বেনৈব তপ্ত-স্তনেষু করপঙ্কজং নিধেহি নতু কামেন"—আমাদের আর্ত্তিহরণের জন্য আমাদের বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ কর, কিন্তু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় নহে। ইহাতে গোপীসহ গোপীনাথের বিলাসের বাস্তব ভঙ্গি জানা যায় যে—গোপীগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের সহিত মিলন বিহারাদি করিয়া থাকেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য গোপীগণ তাঁহার সহিত মিলন বিহারাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই কাম বশতঃ অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছায় কোনরূপ ব্যবহার করেন না।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সঙ্গম বিহার॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

ভক্ত ও ভগবানের মিলনের ভঙ্গিই এই যে—ভক্ত ভগবানের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য সেবায় প্রবৃত্ত হন এবং ভগবান্ ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য তাঁহাদের ভাবানুরূপ সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

"ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতঃ" প্রভৃতি শ্লোকের এই ভাবে বাস্তবার্থ আস্বাদন করিয়া যদি যুগলার্থের অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে জানা যায় যে—ব্রজরমণীগণ এমন ভঙ্গিতে তাঁহাদের ভয় ও ত্রাসের ইঙ্গিত করিলেন যে, তাহাতে কখনও মনে হয় যে—তাঁহাদের পাতিব্রত্য ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা এবং সে জন্য মহাপীড়া উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন যে -"হে আর্ত্তবন্ধো! হে তপ্ত! কিঙ্করীণাং স্তনেষু করপঙ্কজং নো নিধেহি"—হে আর্ত্তবন্ধো! তুমি কামসন্তপ্ত হইয়া আমাদের বক্ষঃস্থলে কর-পঙ্কজ অর্পণ করিও না। আমরা পাতিব্রত্যধর্ম্মনাশভয়ে অধীর হইয়া পড়িয়াছি, তুমি যদি আমাদের সহিত এরূপ ব্যবহার কর তাহা হইলে তোমার আর্ত্তিহরণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াও কামপ্রেরণায় আমাদের আর্ত্তিপ্রদানই করা হইবে। এইভাবে ব্রজরমণীগণ নিষেধ ভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া আবার প্রার্থনা ভঙ্গিতে জানাইলেন—হে আর্ত্তবন্ধো! আমরা তোমার বিরহতাপে দগ্ধপ্রায় হইয়াছি, তুমি ব্রজবাসিগণের আর্ত্তিহরণ করিতে আবির্ভূত হইয়াও আমাদের এই মহার্ত্তির দিকে কেন কৃপাদৃষ্টিপাত করিতেছ না? আমাদের বক্ষঃস্থলে করপঙ্কজ অর্পণ করিয়া দেখ যে—আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে তোমার বিরহবহ্নি কি ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া আমাদের অন্তর দগ্ধ করিতেছে—আমাদের বক্ষঃস্থলে তোমার সর্ব্বতাপহর করপঙ্কজ অর্পণ করিলেই আমাদের সর্ব্ববিধ তাপের অবসান হইবে। তাহার পর তুমি আমাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আমাদের চিরজীবনের জন্য দাসীরূপে অঙ্গীকার কর—যেন আর কখনও আমাদের এই সুদুঃসহ বিরহ-তাপ ভোগ করিতে না হয়।

ব্রজরমণীগণের বচনে এই প্রকার উপেক্ষা ও প্রার্থনাব্যঞ্জক ভঙ্গি আস্বাদন করিলে যুগলার্থসন্ধাপন-ময় অর্থের রসাস্বাদন করা যায়॥ ৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—যোগেশ্বরেশ্বরঃ (যোগেশ্বরাঃ যোগসিদ্ধাঃ সনকাদয়ঃ তেষামপীশ্বরঃ সর্ব্বপূজ্যঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মারামোঽপি (আত্মনি স্বস্বরূপানন্দ এব আরমতে ন তু বাহ্যং কিঞ্চিদপেক্ষতে ইতি আত্মারামঃ, তথাভূতোঽপি) তাসাং (প্রেমবতীনাং ব্রজরমণীনাং) ইতি (পূর্ব্বোক্তং নিজোক্তিবদুভয়ার্থস্পর্শাত্মকং) বিক্লবিতং (প্রেমবৈক্লব্যময়রোষদৈন্যোক্তং) শ্রুত্বা (শ্রবণেন স্বাভিলাষং পূরয়িত্বা) প্রহস্য (গোপীনাং প্রতিবচনেন প্রহর্ষোদয়াৎ শুদ্ধভাবেন হসিত্বা) সদয়ং (স্বহস্তেন তাসামশ্রুমার্জ্জনাদিপূর্ব্বকং) গোপীঃ (তা এব ব্রজরমণীঃ) অরীরমৎ (স্বয়মেব রন্তুং প্রযোজয়ামাস, অত্যাগ্রহং চকারেত্যর্থঃ)॥ ৪২

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—যোগেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আত্মারাম হইয়াও প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের এতাদৃশ সপ্রেমদৈন্যবচন শুনিয়া নিজ মনোরথ পূরণ করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে ব্রজরমণীগণের অশ্রু মার্জ্জনাদি করিয়া তাঁহাদের সহিত বিলাস-বিহারাদির জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—বিক্লবিতং পারবশ্যবিলপিতং। গোপীররীরমৎ রময়ামাস॥ ৪২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ইতি নিজোক্তিবদুভয়ার্থস্পর্শাত্মকমেতদ্বিক্লবিতং প্রেমবৈক্লব্যময়রোষদৈন্যোক্তং শ্রুত্বা তচ্ছ্রবণেন স্বাভিলাষং পূরয়িত্বেত্যর্থঃ। ততঃ প্রহস্য পরিহাসেঽপি তাসাং বৈকল্যবিশেষোদয়াৎ ততো নিজাভীষ্ট-শ্রবণসিদ্ধেস্তত্রাপি স্ববচনসদৃশপ্রতিবচনসৌষ্ঠবাত্ততোঽবহিত্থাপগমেন রত্যাখ্যভাবোদয়াচ্চ। প্রকর্ষেণ চেতোবিকাশি-রূপতয়া রসাশাস্ত্রপ্রসিদ্ধং মুখপ্রসাদানুভাবং ভাববিশেষং লব্ধ্বেত্যর্থঃ। তদেব চ সপ্রেমদৈন্যবচনং শ্রুত্বা সদয়ং চিত্তার্দ্রতাসহিতং যথাস্যাত্তথা গোপীররীরমৎ। রন্তুং স্বয়মেব প্রযোজয়ামাস অত্যাগ্রহঞ্চকার ইত্যর্থঃ। এবং তস্যৈব চ তত্রেচ্ছাবৈশিষ্ট্যং লক্ষ্যতে। সমানমপি ক্রীড়ৎসু বালকেষু প্রযোজকবালকস্যেবেতি ভাবঃ। অতএব পরস্মৈপদং। অণ্যাবকর্ম্মকাচ্চিত্তবৎ কর্তৃকাদিতি কর্ত্রভিপ্রায়ে তদ্বিধানাৎ। নন্বু কিমেতদাশ্চর্য্যং নাগরেষু তত্রাহ আত্মারামোঽপি। অহো তাসাং প্রেমগুণপ্রাবল্য যতঃ আত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যাদৌ হরিগুণেনাত্মারামগণ ইব তেন সোঽপ্যাত্মবশীচক্রে ইতি ভাবঃ। অতএবাপি শব্দঃ সার্থকঃ স্যাদন্যথা তু প্রত্যুত বিরুদ্ধ এব। যদ্যপি নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনেতি সামান্যভক্তপরমপ্যস্তি বচনং, তথাপ্যত্র বৈশিষ্ট্যবিবক্ষয়া তথোক্তমিতি ন পৌনরুক্ত্যং বৈয়র্থ্যং। নন্বু কথমেকঃ সন্নসংখ্যা রময়ামাস তত্রাহ যোগেশ্বরেশ্বর ইতি। যোগেশ্বরা অপি কায়ব্যূহাদিকং বিধায় যুগপন্নানা কৃত্যং বিধাতুং শক্নুবন্তি, সতু তেষামপীশ্বরত্বেনাচিন্ত্যস্বাভাবিকশক্তিত্বাত্তদাদিকং বিনাপি শক্নোতীতি। বক্ষ্যতে চ শ্রীনারদেন। চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহদিতি ভাবঃ। গোপীশব্দেন তত্তন্মহামন্ত্রপ্রসিদ্ধং তাসাং তদীয়নিত্যবল্লভাত্বং স্মারয়িত্বা তত্রাপি নাত্যাশ্চর্য্যতাং সূচয়তীতি॥ ৪২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—অপার ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যশালিনী, উজ্জ্বলরসচিন্তামণি ব্রজরমণীগণ, বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের কোটিকোটিপ্রাণপ্রেষ্ঠতম শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়াও তাঁহাদের প্রেমস্বভাবজনিত বাম্য এবং অবহিত্থায় মনোভাব গোপন করিয়া ঘন ঘন মণ্ডলাকারে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ছিলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণবদনারবিন্দ দর্শনের জন্য তাঁহাদের নয়ন এবং মনঃ সমধিক ব্যাকুল হইয়াছিল এবং কৃষ্ণের নীলমণি-কপাট সদৃশ সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থলে লগ্ন হইবার জন্য তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয় পরমোৎকণ্ঠায় অধীর হইয়াছিল, তথাপি পরম বলশালী বাম্য এবং অবহিত্থা বলপূর্ব্বক তাঁহাদের স্থগিত ও কুণ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিল। সেই জন্য তাঁহারা তাঁহাদের কোটি কোটি প্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দনের নিকটে আসিয়াও প্রাণ ভরিয়া তাঁহার বদনারবিন্দ দর্শন করিতে পারেন নাই এবং অতি নিকটবর্ত্তিনী হইয়াও তাঁহার হৃদয়ে লগ্ন হইতে পারেন নাই। স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধন এবং প্রেমরসনির্য্যাস-সমাস্বাদনচতুরশিরোমণি ব্রজরাজ-নন্দন, তাঁহাদের ভাব দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় ভাবসিন্ধুতে ভাসমান হইলেন, কিন্তু ইহাতেই তাঁহার রসাস্বাদন-লালসার নিবৃত্তি হইল না। যদিও তিনি তত্ত্ববিচারে অন্তর্য্যামিরূপে সকলেরই অন্তরের ভাব অবগত আছেন, তথাপি প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমের বার্ত্তা জানিবার জন্য তাঁহার এমনই লালসা হইল যে, তিনি তাহা অন্তর্য্যামিরূপে জানিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল যে ব্রজরমণীগণ যদি তাঁহাদের অন্তরের সুগুপ্ত প্রেমের কথা মুখে ব্যক্ত করে, তাহা হইলে তাহা আস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ হইতে পারে। কিন্তু বাম্য এবং অবহিত্থার আবরণে তাহা এমনই আবৃত যে—তাহা তাহাদের মুখে ব্যক্ত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘন মণ্ডলাকারে অবস্থিত লজ্জাবনতবদনা গোপাঙ্গনাগণের দিকে ঘন ঘন সলালস দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রেমের বার্ত্তা শ্রবণের কথা দূরে থাক, কোন প্রকার প্রেমের ইঙ্গিতও বুঝিলেন না। গোপীগণের ভাব দেখিয়া মনে হইল, তাঁহারা যেন কার্য্যান্তরে বনে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেইজন্য ভীত চকিত ও লজ্জিত হইয়া অধোবদনে অবস্থান করিতেছেন। রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তখন উপেক্ষাবাক্য-বজ্রাঘাতে ব্রজরমণীগণের বাম্য এবং অবহিত্থার সুদৃঢ় কপাট চূর্ণ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়কোষে সুগুপ্ত প্রেমচিন্তামণি বহিষ্কৃত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনু-কীর্ত্তনাৎ" প্রভৃতি দশটি শ্লোকে দশবার উপেক্ষা-বাক্য-বজ্রাঘাত করিলেন।

পরিহাসরসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দনের এই সমস্ত বচনাবলীর উপেক্ষা-ভঙ্গি বজ্র অপেক্ষা কঠিন হইলেও তাহার অন্তরালে এমনই প্রার্থনা-ভঙ্গির কুসুম কোমলতা লুক্কায়িত আছে যে তাহা বুঝিতে পারিলে নীরস হৃদয়েও প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হয়। তাহার পর তাহার বাস্তবার্থে তত্ত্বসমালোচনার ছটা এবং যুগলার্থসন্ধাপনময় ভঙ্গিতে পরিহাসের ঘটারও কিছু ন্যূনতা নাই। যাহা হউক, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের কোটিকোটিপ্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দনের মুখনিঃসৃত উপেক্ষা-বচন-কুলিশাঘাত বুক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। জলধরের মন্দ্রমধুর নাদে সমাহূতা চাতকাবলী যেমন অশনি সম্পাতেও জলধরসদন পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিকেতনে গমন করে না, সেইরূপ গোপী-চাতকাবলীও কৃষ্ণ-জলধরের উপেক্ষাবচন-বজ্রপ্রহারে জর্জ্জরিতা হইয়াও কৃষ্ণচরণ ছাড়িয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন না। যদিও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবচনের অর্থান্তরাচ্ছাদিত পীযূষ-নিঃস্যন্দি প্রার্থনা-ভঙ্গি এবং বাস্তবার্থ, যুগলার্থ প্রভৃতি সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা আপাত-প্রতীত উপেক্ষাভঙ্গিই কৃষ্ণের মনোগত ভাব বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং "হায়! আমাদের চিরপালিত আশালতা আজ কৃষ্ণের উপেক্ষাবচন-কুঠারাঘাতে নির্ম্মূল হইল" মনে করিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রেমভাবিত হৃদয়ে অনিষ্টাশঙ্কারই প্রভাব বেশী বলিয়া কৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গি প্রভৃতি তাঁহাদের হৃদয়ে একটুও অধিকার লাভ করিতে পারে নাই। কাজেই শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাকাঙ্ক্ষানিরতা ব্রজবনিতাগণ, শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শ্রবণ করিয়া এমনই মর্ম্মাহতা হইলেন যে - তাঁহাদের পক্ষে যেন জীবন ধারণ করাও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ দশটি শ্লোকে যে দশবার উপেক্ষা-বচন-বজ্রাঘাত করিয়াছেন তাহাতে যেন, শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজাঙ্গনাগণের দশ ইন্দ্রিয় বিবশ হইয়া গেল এবং দশ প্রাণ ম্লান হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা মনে মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশ্চিতরূপে ধারণা করিলেন যে—অবিলম্বেই মরণ আসিয়া আমাদের শ্রীকৃষ্ণের চরণ ছাড়া করিয়া দিবে, সুতরাং এখন আর আমাদের অধোবদনে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণবদন দর্শনে বঞ্চিত থাকা উচিত নহে। মরণ-কালে যদি কৃষ্ণবদনে নয়ন অর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে মরণান্তে নিশ্চয়ই কৃষ্ণচরণপ্রান্তে স্থান পাইব। এই কথা মনে করিয়া ব্রজরমণীগণ অধোবদন উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবদনে নয়ন স্থাপন করিলেন। তখন তাঁহাদের মনে হইল যে—জীবনান্তকালে আর বাম্য, অবহিত্থা প্রভৃতির বশবর্ত্তিনী হইয়া প্রাণের বেদনা প্রাণে গোপন করিয়া মরণের পথে চলিয়া যাই কেন? শ্রীকৃষ্ণচরণে কিছু প্রাণের বেদনা জানাইয়া যাওয়াই ভাল। এই কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শ্রবণে মর্ম্মাহতা ব্রজবনিতাগণ অনুনয় বিনয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানাইতে আরম্ভ করিলেন এবং "মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং" হইতে আরম্ভ করিয়া "ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতঃ" প্রভৃতি একাদশটি শ্লোকে একাদশ প্রকারে প্রার্থনা জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণের একাদশ ইন্দ্রিয় অমৃত ধারায় প্লাবিত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বচনে যেমন উপেক্ষা ভঙ্গির অন্তরালে প্রার্থনার ইঙ্গিত থাকায় গোপীগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব বুঝিতে সন্দিহান হইতে হইয়াছিল, সেইরূপ গোপীগণের প্রার্থনা ভঙ্গির অন্তরালে উপেক্ষার ইঙ্গিত থাকায় শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও গোপীগণের মনোভাব বুঝিতে সন্দিহান হইতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণবচনের সর্ব্ববিধ অর্থ ভঙ্গি ধারণা করিতে পারিলেও গোপীগণের প্রেমভাবিত হৃদয়ে কেবলমাত্র উপেক্ষাভঙ্গিই স্থান পাইয়াছিল এবং গোপী বচনের সর্ব্ববিধ অর্থভঙ্গি গ্রহণ করিতে পারিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধীনতা পরিভাবিত হৃদয়ে কেবলমাত্র গোপীগণের প্রার্থনাভঙ্গি এবং সেবাধিকার প্রাপ্তিতে নিরাশা বশতঃ বিবিধ বৈকল্যই স্থান পাইয়াছিল। ব্রজরমণীগণ যখন "ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতঃ" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণনিকটে অভীষ্ট প্রার্থনা জানাইয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না এবং বিরহবৈকল্য ও নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়ে রুদ্ধকণ্ঠে মস্তক অবনত করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রান্তে দৃষ্টি স্থাপন করিলেন, তখন ব্রজরাজনন্দনেরও করুণামাখা দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পতিত হইল এবং তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, পরিহাস-রসরঙ্গী হইলেও পরমপ্রেমার্দ্রহৃদয়। কাজেই তিনি ব্রজরমণীগণের কাতর-ক্রন্দন সমন্বিত প্রার্থনাবচন শ্রবণে এবং তাঁহাদের প্রেমবৈকল্য দর্শনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্রজরমণীগণের সহিত তীব্র মিলন লালসা অন্তরে গোপন করিয়াই তিনি কৃত্রিম বাম্য এবং অবহিত্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে উপেক্ষাবচন বলিয়াছিলেন; কিন্তু প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমবৈকল্য সমন্বিত দৈন্য-বিজ্ঞাপনের প্রবল স্রোতে তাঁহার কৃত্রিম বাম্য ও অবহিত্থা ভাসিয়া গেল এবং স্বাভাবিক প্রেমার্দ্রতা প্রকাশ পাইল। তখন তিনি আর ক্ষণকালমাত্র বিলম্ব না করিয়া হাসিতে হাসিতে ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজ উত্তরীয় প্রান্ত দ্বারা স্বহস্তে তাঁহাদের নয়ন মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিলেন—হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ! আজ তোমরা আমার নিকটে পরাজিত হইয়াছ এবং আমিই সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিয়াছি। রমণীগণের স্বভাবই এই যে, তাহারা তাহাদের প্রাণবল্লভের সহিত মিলন হইলেই নিরন্তর বাম্য ও অবহিত্থায় আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। কোন নায়কেরই কোনদিন তাহাদের মনের ভাব জানিবার সাধ্য হয় না। আমি এই নবসঙ্গমে অন্তরে পরিপূর্ণ দাক্ষিণ্য রাখিয়া কিছুক্ষণের জন্য একটু বাম্যের অভিনয় করিলাম, তাহাতেই তোমরা একেবারে হতাশ হইয়া গেলে এবং লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়া আমার নিকট "অধরামৃত প্রার্থনা" "বক্ষস্থলে হস্তার্পণপ্রার্থনা" প্রভৃতি নানাবিধ নির্লজ্জ প্রার্থনা করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিলে! তোমাদের ভাব দেখিয়া আমি কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। অগস্ত্য যেমন গণ্ডুষে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ আমিও সেইরূপ অনায়াসে তোমাদের স্বাভাবিক বাম্য ও অবহিত্থা-সমুদ্র শোষণ করিয়াছি। অতএব অদ্যকার এই মহারঙ্গে আমারই জয়। তোমরা শতকোটি গোপরমণী মিলিত হইয়াও আমাকে পরাজিত করিতে পারিলে না। যাহা হউক, এখন তোমাদের লজ্জা ধৈর্য্য বাম্য অবহিত্থা প্রভৃতির পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমিও আমার কৃত্রিম বাম্য অবহিত্থা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলাম; এখন তোমরা স্বচ্ছন্দভাবে আমার সহিত বিলাস বিহারে প্রবৃত্ত হইতে পার। তোমরা আমার নিকট অধরামৃত এবং বক্ষস্থলে হস্তার্পণ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রার্থনা করিয়াছ তাহা আমি সমস্তই তোমাদের অর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তোমরা আমার কণ্ঠে কনক-মণিমালার মত লগ্ন হও এবং স্বচ্ছন্দে অধরামৃত পান কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দনের এই সমস্ত মধুর বচন শুনিয়া ব্রজরমণীগণের নৈরাশ্য, বৈকল্য প্রভৃতি সমস্তই দূরীভূত হইয়া গেল, তাঁহাদের বিরহতাপতপ্ত হৃদয়ে আশার মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে তাঁহাদের যে লজ্জা, ধৈর্য্য, বাম্য অবহিত্থা প্রভৃতি দূর দূরান্তরে সরিয়া গিয়াছিল, তাহা আবার শ্রীকৃষ্ণের সদয়সরসমধুর বচন শ্রবণে কোটি কোটি গুণিত হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। ব্রজরমণীগণ তখন আনন্দে আত্মহারা এবং লজ্জায় অধোবদনা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করা দূরের কথা, তখন তাঁহারা নিজ নিজ সখীগণের প্রতিও দৃষ্টিসঞ্চার করিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন।

সহজপ্রেমকরুণার্দ্র হৃদয়, স্বজন-প্রেমরসাস্বাদনচতুরশিরোমণি, ব্রজরাজনন্দন, অসমোর্দ্ধ প্রেমরসচিন্তামণি ব্রজরমণীগণের এই অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছলন দেখিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইলেন, তাঁহার পরমানন্দঘনমূর্ত্তি আনন্দোচ্ছ্বাসে সমুচ্ছলিত হইল এবং আনন্দ-পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি তাঁহার নিকটে সমাগতা লজ্জাবনতা গোপবনিতাগণের প্রত্যেকের নিকটে গমন এবং স্বহস্তে অশ্রু মার্জ্জনা, অবনত বদন উত্তোলন এবং নানাবিধ সপ্রেম সম্ভাষণ প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যেকের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

অসংখ্যতরঙ্গসমাকুলা দুরন্তস্রোতোবেগপ্রচলিতা প্রবাহিনী যদি হঠাৎ প্রবল শৈত্যবশতঃ জমাট বাঁধিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার যে অবস্থা হয়, ব্রজরমণীগণও ঠিক সেই অবস্থাতেই পতিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে তাঁহারা শত শত নৈরাশ্যতরঙ্গ সমাকুলা এবং প্রবলবিরহবেগপ্রচলিতা হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন সদয় হইয়া তাঁহাদের সহিত সপ্রেম সম্ভাষণ করিলেন এবং অশ্রুমার্জ্জনাদি প্রসঙ্গে তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শন করিলেন তখন সেই পরমানন্দের অনির্ব্বচনীয় শৈত্য-যোগে তাঁহারা একেবারে স্থির হইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমবশতঃ তাঁহাদের হস্তাকর্ষণ করিলে তাঁহারা অবশ শিথিল অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিবুক ধরিয়া মুখ উত্তোলন করিলে তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবরঙ্গের পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া গেলেন।

যদিও সর্ব্বশাস্ত্র এবং বিজ্ঞবচনে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ "আত্মারাম", কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান ব্যবহার সমালোচনা করিলে মনে হয় যেন তাঁহার আত্মারামতা অপেক্ষা প্রেমাধীনতাই অধিকতর সুখকর। সেইজন্য তিনি প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমসিন্ধুর অতলতলে আত্মারামতা লুকাইয়া রাখিয়া প্রেমাধীনতার বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীভগবানের আত্মারামতা এবং প্রেমাধীনতার স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে মনে হয়—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" প্রভৃতি শ্রুতিবচনে জানা যায় যে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই আনন্দস্বরূপ। তাঁহার আনন্দাস্বাদন করিতে হইলে কোনপ্রকার বাহ্য বস্তুর প্রয়োজন হয় না। "আত্মনি আ রমতে" এই ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ আত্মারাম শব্দ হইতেও শ্রীভগবানের এই তত্ত্বই জানা যায় যে—স্বভাবতঃ অপূর্ণ জীবগণের যেমন আনন্দাস্বাদন করিতে হইলে শব্দস্পর্শাদি বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ করিতে হয়, শ্রীভগবান্ কিংবা তাঁহার স্বরূপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত জীবগণের আনন্দাস্বাদন করিতে হইলে সেরূপ কোনপ্রকার বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করিতে হয় না। কেননা, তাঁহাদের স্বরূপই আনন্দময়। ব্যাস শুকাদি আত্মারামগণ এবং আত্মারাম শিরোমণি শ্রীভগবান্, সর্ব্বদাই স্বরূপানন্দে পরিপূর্ণ বলিয়া কখনই তাঁহাদের কোনপ্রকার বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা থাকে না। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীগণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাদের সহিত বিবিধ বিলাস-বিহারাদির জন্য এতই ব্যগ্র হইলেন যে, তিনি নানাভাবে গোপরমণীগণকে উৎসাহিত করিয়া তাঁহাদের রমণবাসনার উদ্দীপন করিতে লাগিলেন। কোনও ক্রীড়ারসাভিজ্ঞ বালকের প্রেরণায় যেমন অনেকগুলি বালক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ রমণরসাভিজ্ঞ রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় শত কোটি গোপরমণী তাঁহার সঙ্গে রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যদিও রমণী-বিলাসলিপ্সু নায়কমাত্রেই বাম্য লজ্জা প্রভৃতিতে স্বভাবতঃই সঙ্কুচিতা রমণীগণকে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়া তাহাদের সহিত বিলাসবিহারাদি করিয়া থাকে, তথাপি আত্মারাম-শিরোমণি শ্রীভগবানের পক্ষে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। কিন্তু ব্রজরমণীগণের নির্ভর গভীর প্রেমের এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে, তাহাতে শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মারামতা ভুলিয়া তাঁহাদের প্রেমের অধীন হইয়া যান। প্রেমবান্ ভক্তগণ, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছালেশ-সম্বন্ধ-গন্ধ-বিহীন হইয়া কেবলমাত্র শ্রীভগবানেরই প্রীতিবিধানার্থ যে ভাবে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবান্ ঠিক সেই ভাবেই তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়া ভক্ত মনোরথ পূরণ করিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীভগবানের প্রেমাধীনতা।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" এই গীতা বচনেও শ্রীভগবানের প্রেমাধীনতাস্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীভগবান বহির্মুখ জীবের বিবিধ অত্যাচারে রুষ্ট হন না, কিংবা কর্ম্মী, যোগী, জ্ঞানী, ধ্যানী, ঋষি, ন্যাসী, তপস্বি প্রভৃতির কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ধ্যান প্রভৃতিতে তুষ্ট হন না; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কখনই ভক্ত-পক্ষপাত ছাড়িতে পারেন না। শ্রীভগবান্ সকলের নিকটেই আত্মারাম কিন্তু ভক্তের নিকট প্রেমাধীন।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

এই গীতা বচনে জানা যায় যে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—আমি সর্ব্বভূতে সম; সুতরাং আমার কেহ প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নাই। কিন্তু আমাকে যে ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করে তাহারা সর্ব্বদাই সেবকরূপে আমার নিকট অবস্থান করে এবং আমিও অনুগ্রাহকরূপে তাহাদের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—শ্রীভগবান্ আত্মারাম হইলেও ভক্তের নিকট তাঁহার আত্মারামতার প্রকাশ না হইয়া প্রেমাধীনতারই প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের আত্মা হইতে ভক্তই সমধিক প্রিয় এবং আত্মারামতা হইতে প্রেমাধীনতাই তাঁহার অধিকতর প্রীতিপদ।

"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা" এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায়—শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন—আমি আমার ভক্তগণকে ছাড়িয়া আমার আত্মাকেও চাই না। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে—শ্রীভগবানের আত্মা অপেক্ষা ভক্তই প্রিয়, সুতরাং তাঁহার আত্মারামতা অপেক্ষা প্রেমাধীনতাই অধিকতর সুখহেতু তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায়—অবিদ্যাগ্রন্থিবিহীন এবং সর্ব্ববিধ বিধি-নিষেধের অতীত আত্মারাম মুনিগণও শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। আত্মারাম মুনিগণের কোনপ্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও "তাঁহারা কেন গোবিন্দ চরণ ভজন করেন" বলিয়া যদি কেহ কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তাঁহারা কোন কারণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশ না পাইয়া অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে—"ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ"। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীভগবানেরই এমন কোনও গুণবিশেষ আছে, যাহাতে আত্মারামগণও তাঁহার চরণ ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীভগবান্ তাঁহার কোনও অনির্ব্বচনীয় গুণ প্রভাবে আত্মারাম মুনিগণকেও আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি আত্মারামগণাকর্ষী। কিন্তু প্রেমবান্ ভক্তের প্রেমের এমনই কোনও অনির্ব্বচনীয় গুণবিশেষ আছে যে—তাহাতে আত্মারামগণাকর্ষী ভগবান পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। কাজেই শ্রীভগবান্ আত্মারাম হইয়াও ব্রজরমণীগণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন বলিয়া যদি কাহারও তাহার কারণানুসন্ধানের প্রবৃত্তি হয় তাহা হইলে তাঁহারও অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে—"ইত্থম্ভূতপ্রেমাণো হি ব্রজদেব্যঃ"—ব্রজদেবীগণের প্রেমে এমনই কিছু অনির্ব্বচনীয় বিশেষত্ব আছে যে, তাহাতে আত্মারামগণাকর্ষী ভগবান্ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হন। শুধু তাহাই নহে—ব্রজরমণীগণের অন্তরে রমণ লালসা থাকিলেও তাহা তাঁহাদের বাম্য লজ্জাদির সঙ্কোচ বশতঃ কোন ভাবেই ব্যক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া শ্রীভগবানই নানাপ্রকারে তাঁহাদের ভাবোদ্দীপন করিয়া তাঁহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—"আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ"। ব্রজরমণীগণের নির্ভর-গভীর প্রেমের কাছে শ্রীভগবান্ যেন কতই অপূর্ণ, কতই অকৃতার্থ এবং কতই ঋণী যে, তিনি শতকোটি ব্রজরমণীগণের প্রত্যেকের নিকটে গিয়া সপ্রেম বিনয়বচন, হস্তাকর্ষণ, নতমুখ উত্তোলন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের বাম্যলজ্জাদি অপসারিত করিয়া তাঁহাদের সহিত রমণ করিবার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধন্য প্রেমের মহিমা! ধন্য প্রেমময় ভগবানের প্রেমাধীনতা!

আত্মারাম-শিরোমণি শ্রীব্রজরাজনন্দন যখন ব্রজরমণীগণের সঙ্গে রমণ করিবার জন্য তাঁহার প্রেমাধীনতা গুণের পূর্ণ প্রকাশ করিয়া নানাভাবে ব্রজরমণীগণের ভাবোদ্দীপন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার একই শ্রীমূর্ত্তি শতকোটি ব্রজরমণীগণের নিকট প্রকাশ হইয়াছিল। যোগেশ্বর সৌভরি মুনি যেমন সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া পঞ্চাশটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন এবং পঞ্চাশজন পত্নীর সহিতই যথাযোগ্য গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, সেইরূপ যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, শতকোটি ব্রজরমণীগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য শতকোটি মূর্ত্তি ধারণ করেন নাই, তিনি তাঁহার একই শ্রীমূর্ত্তিতে শতকোটি ব্রজরমণীগণের নিকটস্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন শতকোটি ব্রজরমণীর সহিত রাসনৃত্য করেন, তখনও তাঁহার একই শ্রীমূর্ত্তি শতকোটি ব্রজরমণীর নিকট প্রকাশ হয়—

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ। স্বং মন্যেরন্ * * * *" (শ্রীমদ্ভাগবতং)

যমুনাপুলিনে শতকোটি গোপীমণ্ডলমণ্ডিত রাসোৎসব আরম্ভ হইল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই গোপীর কণ্ঠধারণ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শতকোটি ব্রজরমণীগণ প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিকটস্থ বলিয়া ধারণা করিলেন। যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এই একই শ্রীমূর্ত্তির নানাস্থানে প্রকাশ করা অচিন্ত্য শক্তিরই প্রভাব, ইহা সৌভরি প্রভৃতি যোগেশ্বরগণের ন্যায় কায়ব্যূহ নহে। সৌভরি প্রভৃতি যোগেশ্বরগণ তাঁহাদের যোগশক্তি প্রভাবে বহুতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। তাঁহাদের এই বহুতর মূর্ত্তি ধারণের নাম "কায়ব্যূহ"। যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বহুতর মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয় না, তাঁহার একই শ্রীমূর্ত্তি প্রয়োজন মত বহুতর স্থানে প্রকাশ হয়। তাঁহার একই শ্রীমূর্ত্তির বহুতর স্থানে অভিব্যক্তির নাম "প্রকাশ"।

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা। সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব সা প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥ (শ্রীলঘুভাগবতামৃতং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ॥ ৪৩

একই শ্রীমূর্ত্তির নানাস্থানে অভিব্যক্তিকে প্রকাশ বলে। ইহাতে শ্রীভগবানের সকল মূর্ত্তিতেই সমান শক্তি ও গুণ প্রকাশ হয়, কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য থাকে না।

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারের ভেদ নাই একই স্বরূপ॥

মহিষীবিবাহে যৈছে যৈছে কৈছে রাস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

দ্বারকালীলাতেও শ্রীকৃষ্ণ একই শ্রীমূর্ত্তিতে ষোড়শ-সহস্র মহিষীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং দেবর্ষি নারদ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে এবং একই মূর্ত্তিতে ষোড়শ-সহস্র কন্যার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাণিগ্রহণ করিলেন ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

সৌভর্য্যাদি প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়। কায়ব্যূহ হইলে নারদের বিস্ময় না হয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

আত্মারামশিরোমণি যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমরসাস্বাদন করিবার জন্য এই ভাবে তাঁহার প্রেমাধীনতা গুণের প্রকাশ করিলেন এবং শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিবার জন্য নানা ভাবে আগ্রহ প্রকাশ এবং ব্রজরমণীগণের রমণ বাসনার উদ্দীপন করিতে লাগিলেন॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—সমেতাভিঃ (প্রণয়কোপাপগমেন স্বেন সহ মিলিতাভিঃ) প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিঃ (কৃষ্ণকর্তৃক নিজদর্শনেন নিজকর্তৃককৃষ্ণদর্শনেন চ প্রফুল্লমুখীভিঃ) তাভিঃ (প্রেমবতীভিঃ ব্রজরমণীভিঃ) বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) উদারচেষ্টিতঃ (উদারাণি রসবিশেষোদ্দীপনবিচিত্র-বৈদগ্ধ্যাদিময়ত্বেন সর্ব্বোৎকৃষ্টানি, পরমসুখপ্রদানি বা চেষ্টিতানি অঙ্গস্পর্শনপুষ্পাদ্যর্পণকটাক্ষক্ষেপণাদীনি যস্য সঃ) উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতিঃ (উদারহাসে দ্বিজকুন্দানাং দীধিতির্যস্য সঃ) অচ্যুতঃ (সর্ব্বথৈব স্বস্বরূপাৎ চ্যুতিরহিতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) উড়ুভিঃ (সর্ব্বতোবিরাজমানাভিস্তারকাভির্বৃতঃ) এণাঙ্ক (পূর্ণচন্দ্রঃ-ইব) ব্যরোচত (অশোভত)॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—প্রণয়কোপ এবং বিরহ দুঃখের অপগমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত এবং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে প্রফুল্লমুখী ব্রজরমণীগণে পরিবৃত হইয়া অঙ্গস্পর্শন, পুষ্পাদি অর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছন্দ-মনোহর চেষ্টাসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ, উদারহাস্যজনিত দন্তপ্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তারকাবলীপরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইলেন॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—প্রিয়স্যেক্ষণেন উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ। উদারহাসশ্চ দ্বিজাশ্চ তেষু কুন্দকুসুমবদ্দীধিতির্যস্য সঃ। এণাঙ্কশ্চন্দ্রঃ॥ ৪৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—রমণপ্রকারমেব তাভিরিত্যাদিভিশ্চতুর্ভির্ব্বর্ণয়ন্ তৎপ্রযোজককর্তৃতাঞ্চ দর্শয়ন্নাদৌ তাভিঃ সহ প্রেমসঙ্গমেন তস্যাপি শোভাবিশেষং সদৃষ্টান্তমাহ তাভিরিতি। সমেতাভিঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণেন কর্ত্রা সমাগতাভিঃ। অরীরমদিত্যুক্তেঃ। ততস্তাভিস্তাদৃশীভির্ব্বৃতঃ পরিতোবেষ্টিতঃ সন ব্যরোচত বিশেষেণাশোভত। তত্রাপ্যচ্যুতঃ সর্ব্বাভিঃ প্রত্যেকমপি সঙ্গমে চ্যুতিরহিতঃ সন্। অতএব উদারচেষ্টিতঃ উদারাণি রসবিশেষোদ্দীপনবিচিত্রবৈদগ্ধ্যাদিময়ত্বেন সর্ব্বোৎকৃষ্টানি পরমসুখপ্রদানি বা চেষ্টিতানি স্পর্শনপুষ্পাদ্যর্পণকটাক্ষাদিরূপাণি যস্য সঃ। অতএব প্রিয়স্য বীক্ষণং স্বকর্ত্তৃকং তৎকর্ত্তৃকং বা জ্ঞেয়ং। উৎফুল্লশব্দেন মুখস্য কমলত্বং ব্যঞ্জিতং। তদীক্ষণে তদন্তঃকরণতমোপগমেন তদীয়দিবসতাপ্রাপ্তেরিতি ভাবঃ। এবং তাসাং রসবিশেষ উক্তঃ। তস্যাপি তমাহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ। মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনং ॥ ৪৪
নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকং। জুষ্টং তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা ॥ ৪৫

উদারো হাসো যয়া সা দ্বিজকুন্দদীধিতির্যস্যেতি শ্রীমদ্দন্তানাং প্রকাশেন হাসস্যাধিকশোভোক্তা। স্বতঃ পরম-কাষ্ঠাপ্রাপ্তনিত্যশোভাময়স্যাপি তাভিঃ শোভাবিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি এণাঙ্ক ইতি। চন্দ্রস্য পূর্ণত্ব এণাঙ্ক-স্যৈণাকারত্বেনোপলম্ভাদেণাঙ্কঃ পূর্ণচন্দ্রস্তারাভিঃ সর্ব্বতো বিরাজমানাভিঃ সতীভির্বৃতঃ সন্ যথা বিরোচতে তদ্বদিতি। এবং তাভিঃ সহ তস্যান্যোন্যং শোভনত্বং প্রেষ্ঠত্বং নিত্যসাহিত্যং তাসাং ততস্তন্বীত্বং চ সূচিতম্॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—উপগীয়মানঃ (রূপগুণলীলাদিবর্ণনেন গোপীভিস্তূয়মানঃ) উদ্গায়ন্ (উচ্চৈর্গানং কুর্ব্বন্) বনিতাশতযূথপঃ (বনিতানাং শতযূথানি পাতি পরমাসক্ত্যা সেবতে ইতি তথাবিধঃ শতকোটিগোপীজনবল্লভঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বৈজয়ন্তীং (পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং) মালাং বিভ্রৎ (গলে বিভ্রাণঃ) বনং (শ্রীবৃন্দাবনং) মণ্ডয়ন্ (অলঙ্কুর্ব্বন্) ব্যচরৎ (গোপীভিঃ সহ পরিবভ্রাম)॥ ৪৪

মূলানুবাদ।—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদি গান করিতে লাগিলেন এবং শতকোটি গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণও বৈজয়ন্তীমালায় সুশোভিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন অলঙ্কৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ইত্থং শোভাবিশেষোদয়েন শ্রীবৃন্দাবনমপি শোভয়ন্ গীতেন পুষ্পাদিপ্রদর্শনেন চ ভাবমুদ্দীপয়িতুং রতিযোগ্যম্। যমুনাপুলিনং গন্তুঞ্চ গমনক্রমেণ বভ্রামেত্যাহ উপগীয়মান ইতি। উদ্গায়ন্ ভাবোদ্দীপনং চন্দ্রাদিকং হর্ষেণোচ্চৈর্গায়ন্ তাভিশ্চোপগীয়মানঃ উপগায়নরীত্যা তৈরেব গীতৈরনুক্রিয়মাণৈর্বর্ণ্যমানঃ শ্লেষেণ তত্রৈব সঙ্গমিতার্থত্বাৎ। তচ্চৈবং জ্ঞেয়ং—যথা শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ। অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমরুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ। কলিত-শ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিবুর্জয়তীতি। ক্বচিদেকব্যক্করপরিবর্ত্তনাচ্চ। যথা। যামিনীকৃতরুচিঃ শুচিকান্তিশ্চন্দ্রিকা-বলিবিভাবিকচশ্রীঃ। ষট্পদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ পশ্য ভাতি কুমুদাকর এষঃ। কামিনীকৃতরুচিঃ শুচিকান্তিশ্চন্দ্রিকা-বলিবিভাবিকচশ্রীঃ। সৎপদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ পশ্য ভাতি কুমুদাকর এষ ইতি। যদ্বা। তদীয় স্বরতালাদি যুক্তেন তন্নামৈব তদুপগায়ন্ তয়া গীয়মানঃ। মনসি তদেকাবিষ্টতয়া বচসি তদেকস্ফূর্ত্তেঃ। যথোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরং। জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনরীতি। তত্রার্থদ্বয়মপি রসনীয়-মিতি। কৃষ্ণশ্চ নাম চ কৃষ্ণনাম তদেবৈকং কেবলং জগাবিতি চ ব্যাখ্যেয়ং। বনিতা জনিতাত্যর্থানুরাগায়াঞ্চ যোষীতিত্যমরঃ। তাসাং শতানি যূথানি পাতীতি তন্নায়ক ইত্যর্থঃ। শ্লেষেণ তানি পিবতি, পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং ইত্যাদিবৎ আসক্ত্যা সেবতে অধরামৃতপানাদিনা সাক্ষাৎ পিবতি বেতি তথা সঃ। তাসাং নিজনিজ-ভাবসাজাত্যানুসারেণ বর্গশো যূথত্বং। বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং, পঞ্চবর্ণা বৈজয়ন্তীতি বচনাৎ। যদ্যপি বলয়ানাং নূপুরাণাং ইতি বক্ষ্যমাণাদন্যান্যপি ভূষণানি বিদ্যন্তে তথাপি তাং বিভ্রদিতি বনবিহারযোগ্যাঙ্গত্বেনোক্তং। সা চ তাভিরেবাশু নির্ম্মায় সমর্পিতা, তদ্বনদেব্যা বৃন্দয়ৈব বা তদর্থং তত্র তত্র কুঞ্জাদৌ স্থাপিতেতি জ্ঞেয়ং। ব্যচরৎ পরিবভ্রাম॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা (তরলৈঃ তরঙ্গৈঃ আনন্দী সুখবিহারী চাসৌ কুমুদানাং প্রফুল্ল-কুমুদিনীনাং যঃ আমোদঃ সৌরভ্যং তদ্যুক্তশ্চ যো বায়ুঃ মন্দসমীরণস্তেন) জুষ্টং (সেবিতং) হিমবালুকং (হিমাঃ শীতলাঃ বালুকাঃ যত্র তৎ যদ্বা হিমবালুকা কর্পূরঃ তদ্বৎ বালুকা যত্র তৎ) তৎ (প্রসিদ্ধং) নদ্যাঃ (শ্রীযমুনায়াঃ) পুলিনং আবিশ্য গোপীভিঃ (প্রেমবতীভির্ব্রজরমণীভিঃ সহ) রময়াঞ্চকারেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ৪৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈ ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥ ৪৬

মূলানুবাদ।—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণের সহিত বিবিধ বিলাস-বিহারাদি করিতে করিতে যমুনাতরঙ্গ-সঙ্গসুশীতল ও প্রফুল্ল-কুমুদগন্ধবাসিত মন্দ-সমীরণসেবিত এবং কর্পূরচূর্ণের ন্যায় স্বচ্ছ ও কোমল বালুকাকীর্ণ যমুনাপুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততঃ শ্রীযমুনাপুলিনং তাঃ প্রাপয্য বৈদগ্ধীবিশেষেণ রময়ামাসেত্যাহ নদ্যা ইতি যুগ্মকেন। হিমবালুকা কর্পূরঃ তদ্বদ্বালুকা যত্র তৎ শাকপার্থিবাদি। এবং পূর্ব্বত্র বনমপি বৃন্দাবনমেব। তস্যা নদ্যাস্তরলৈস্তরঙ্গৈরানন্দী সুখবিহারী চাসৌ কমলামোদযুক্তবায়ুশ্চ তেন। নিশায়ামপি কমলবিকাশঃ শরদি মল্লিকা-বিকাশ ইব তদীয়তাদৃশলীলারসময়প্রভাবেণ। নন্দীতি জুষ্টমিতি চ মান্দ্যং। সৌরভ্যশৈত্যে স্পষ্টে। কুমুদেতি আনন্দেতি চ পাঠ একেষাং। জুষ্টমিত্যত্র রেমে ইতি ক্বচিৎ। অতএব পৃথগঙ্কঃ কৃতঃ ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ (বাহ্বোঃ প্রসারেণ যঃ পরিরম্ভঃ আলিঙ্গনং তেন, করয়োশ্চ অলকানাঞ্চ ঊর্ব্বোশ্চ নাব্যাশ্চ স্তনয়োশ্চ আলভনেন স্পর্শনেন, নর্ম্মণা পরিহাস-বচনেন, নখাগ্রপাতৈশ্চ) ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈঃ (ক্ষ্বেল্যা বিবিধক্রীড়য়া অবলোকৈঃ কটাক্ষক্ষেপণৈঃ হসিতৈশ্চ) ব্রজসুন্দরীণাং (শ্রীকৃষ্ণবিলাসযোগ্যানাং পরমপ্রেমবতীনাং ব্রজরমণীনাং) রতিপতিং (প্রেমাত্মকং কামং যদ্বা রতেঃ কান্তোচিতপ্রীতিলক্ষণায়াঃ পতিং তদুচিতমহাভাবহ্বয়ং পরমপ্রেমাণং) উত্তম্ভয়ন্ (উদ্দীপয়ন্) রময়াঞ্চকার (রময়ামাস) [শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ] ॥ ৪৬

মূলানুবাদ।—যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, কাহাকেও গাঢ় আলিঙ্গন, কাহারও হস্ত, কেশপাশ, ঊরু, নীবী ও স্তনাদি স্পর্শন, কাহারও অঙ্গে নখাগ্রপাত, কাহারও সঙ্গে বিবিধ ক্রীড়া, কাহারও দিকে কটাক্ষপাত এবং কাহারও সঙ্গে মধুরহাস্য করিয়া ব্রজরমণীগণের কামোদ্দীপন করিয়া বিবিধভাবে রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

শ্রীধরটীকা।—বাহুপ্রসারশ্চ পরিরম্ভশ্চ করালকাদীনামালভনং স্পর্শশ্চ নর্ম্মপরিহাসশ্চ নখাগ্রপাতশ্চ তৈঃ। ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়য়া চ অবলোকৈশ্চ, কামং তাসাং উদ্দীপয়ন্ তা রময়ামাস ॥ ৪৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—সহজলজ্জাদিনাচ্ছাদ্যমানমপি রতেঃ কান্তোচিতপ্রীতিলক্ষণায়াঃ পতিং তদুচিত-মহাভাবাহ্বয়ং পরমপ্রেমাণং বা। বাহুপ্রসারাদিভিরুত্তম্ভয়ন্ ইতি তস্য রত্যাসক্তির্বৈদগ্ধী চ পরমা দর্শিতা। তত্র বাহুপ্রসারঃ পরিরম্ভারম্ভঃ। যদ্বা। বাহুপ্রসারেণ পরিরম্ভঃ গাঢ়ালিঙ্গনমিত্যর্থঃ। ক্ষ্বেলিঃ প্রস্তোভনাদি-রূপা। ব্রজসুন্দরীণামিতি তদ্যোগ্যং সৌন্দর্য্যমত্র বিবক্ষিতং। তেন চ। যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তীতি ন্যায়াত্তাদৃশং বৈদগ্ধ্যমপ্যুপলক্ষ্যতে। রমণঞ্চ নিজমোহনতাশক্তিবিশেষেণান্যোন্যমলক্ষিতং স্ত্রেয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমবৈকল্যময় সানুনয় প্রার্থনাবচন শ্রবণে ব্রজরাজনন্দনের কৃত্রিম বাম্য এবং উপেক্ষা ভাবের অপগম হইলে, তাঁহার স্বাভাবিক প্রেম-কোমলতা এবং প্রেমাধীনতা প্রকাশ হইল এবং তিনি ব্রজরমণীগণকে নানাবিধ মিষ্ট বচনে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদের সহিত নানাবিধ প্রেমব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে ব্রজ-রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া হতাশ হৃদয়ে মরণের পথেই অগ্রসর হইতে চলিয়া-ছিলেন। ক্ষণকাল পূর্ব্বেও তাঁহারা সম্ভাবনা করিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রত্যাশিত করুণাধারায় সিক্ত হইবেন কিংবা কখনও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবাধিকার পাইবার আশা করিতে পারিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখররবিকরসন্তপ্ত মরুপ্রদেশস্থিত বিশুষ্কপ্রায় বৃক্ষাবলীর উপর যদি অকস্মাৎ অমৃতবর্ষণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃদুমন্দ মলয় সঞ্চার হয়, তাহা হইলে তাহারা যেমন নবজীবন লাভ করিয়া মৃদুল পবনহিল্লোলে নৃত্য করিতে থাকে, ব্রজরমণীগণেরও ঠিক সেই প্রকারই অবস্থা হইল। তাঁহারাও এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের বিরহসূর্য্যতাপে বিশুষ্কপ্রায় হইয়া প্রায় মরণ-সন্নিহিত দশায় উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের সপ্রেমমধুরবচনামৃত সেচনে তাঁহারা নবজীবন লাভ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের রমণ-প্ররোচনার হিল্লোলে দুলিতে দুলিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন।

ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের রমণ-বাসনার প্রেরণায় যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজরমণীগণ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন—দেখিলে মনে হয় যেন নিবিড় মেঘের অপগমে গগনপটে অসংখ্য তারকাবলী পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ হইয়াছে। তারকাবলীর সহিত পূর্ণচন্দ্রের মিলন স্বতঃসিদ্ধ হইলেও গগনে নিবিড় মেঘের উদয়ে যেমন তাহার প্রকাশ হয় না, সেইরূপ গোপীসহ গোপীনাথের মিলন নিত্যসিদ্ধ হইলেও এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কৃত্রিম বাম্যময় উপেক্ষা এবং ব্রজরমণীগণের নৈরাশ্য-মেঘে তাহা আচ্ছাদিত ছিল। উপেক্ষা ও নৈরাশ্যের অপগম মাত্রেই গোপীসহ গোপীনাথের নিত্যমিলন-রস ফুটিয়া উঠিল এবং তাহাতে অনির্ব্বচনীয় শোভার বিকাশ হইল। যদিও ইহার পূর্ব্বে ঘন ঘন মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মানা শতকোটি ব্রজাঙ্গনার মধ্যস্থলেই শ্রীকৃষ্ণও দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাম্য এবং ব্রজরমণীগণের নৈরাশ্যের আবরণে তাঁহাদের এই অনির্ব্বচনীয় শোভা আবৃত ছিল। বাম্য এবং নৈরাশ্যের অপগমে তাঁহাদের স্বাভাবিক ভাব ও তজ্জনিত উৎফুল্লতায় তাঁহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া কি যে অসীম এবং অসম-সুষমা ছড়াইতে লাগিল তাহা বর্ণনার ভাষা নাই!

ব্রজরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত "সমেতা" হইলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সাগ্রহসাদরহস্তাকর্ষণে ভাব-শিথিল রোমাঞ্চিত কলেবরে শ্রীকৃষ্ণের হস্তবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য শিথিল চেষ্টা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইলেন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্ল বদন নিরীক্ষণে উৎফুল্লমুখী হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রফুল্ল বদনের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিপাতে অন্তরের ভাব বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সপ্রেম দৃষ্টিপাতে গোপীগণের বদন প্রফুল্ল হওয়ায় মনে হয় যেন—শ্রীকৃষ্ণদৃষ্টি-রবিরশ্মিসম্পাতে ব্রজরমণীগণের অন্তরের নৈরাশ্য অন্ধকার দূর হইয়া গেল এবং মুখকনককমল বিকসিত হইয়া উঠিল।

শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক আগ্রহে যখন ব্রজরমণীগণ তাঁহার সহিত মিলিতা (সমেতা) হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের ব্যহ্যব্যবহার ব্রজরমণীগণের বড়ই মনোরম এবং ভাবোদ্দীপক হইয়াছিল। তিনি তখন কাহারও করকমলে প্রফুল্ল নীলকমল অর্পণ, কাহারও কঞ্চুকাকর্ষণ, কাহারও চিবুক ধারণ, কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভ্রূনর্ত্তন প্রভৃতি উদার চেষ্টায় সকলেরই হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবধারা প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তাঁহার মৃদুমন্দ হাস্য-বিকাশে কুন্দকোরকনিভ-দশনপঙ্‌ক্তির সিত কান্তিতে দশদিক্ উদ্ভাসিত এবং ব্রজরমণীগণের সর্ব্ববিধ ভয় নৈরাশ্য প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নিকটে সমাগতা ভাববিবশা শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত যে ভাবে প্রেম-ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার "অচ্যুত" নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইল, কেননা ব্রজরমণীগণের সহিত বিলাস সময়ে তিনি কখনও কাহারও নিকট হইতে চ্যুত (স্থানান্তরিত) হন নাই কিংবা তাঁহার কোন প্রকার ভাব বা ব্যবহারের ত্রুটি কিংবা বৈষম্য ঘটে নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই শ্লোকস্থ "সমেতাভিঃ" এই পদ হইতে এক অভিনব ধারণা দিয়াছেন—

"যদ্বা মা শোভা পরমসৌন্দর্য্যং। তয়া সহ বর্ত্তত ইতি সমা পরমসুন্দরী শ্রীরাধা। তয়া ইতাভিঃ প্রাপ্তাভিঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতেন প্রথমমুক্তিপ্রত্যুক্তিসময়ে তাসাং মধ্যে শ্রীরাধা নাসীৎ। কিন্তু কৃষ্ণস্যাবহিত্থাবগমে জাত এব সা মিলিতেতি॥

(বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

অথবা 'মা' শব্দের অর্থ শোভা অর্থাৎ পরমসৌন্দর্য্য। শ্রীরাধিকা, এই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক পরমসৌন্দর্য্যবতী বলিয়া তাঁহাকে 'সমা' বলা হয়। সুতরাং শ্লোকস্থ "সমেতাভিঃ" পদ হইতে জানা যায়—"সময়া শ্রীরাধিকয়া সহ মিলিতাভিঃ তাভিঃ গোপরমণীভিঃ বৃতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ব্যরোচত।" শ্রীরাধিকার সহিত সংমিলিত গোপরমণীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমধিক শোভিত হইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে, পরিহাস-রঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ, যখন বংশীনাদ সমাকৃষ্টা ব্রজরমণীগণের প্রেমপরীক্ষার্থ কৃত্রিম বাম্য ও অবহিত্থা অবলম্বন করিয়া নানাবিধ উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিতেছিলেন এবং তাহা শুনিয়া মর্ম্মাহতা ব্রজবনিতাগণ যখন অনুনয় বিনয় করিয়া প্রার্থনাবচন বলিতেছিলেন, তখন শ্রীরাধিকা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাহার পর যখন শ্রীকৃষ্ণের কৃত্রিম বাম্য ও অবহিত্থার অবসান হইল, সেই সময়ে শ্রীরাধিকা তাঁহার ললিতা বিশাখাদি সখীবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবাক্য-বজ্রাহতা ব্রজবনিতাগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তখন শতকোটি গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ বিলাসবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রজরমণীগণের মুকুটমণি মহাভাবচরমোৎকর্ষশালিনী শ্রীরাধিকার পরমপ্রেমের মহাপ্রভাবের স্বরূপ চিন্তা করিলে মনে হয় যে—তাঁহার সম্মুখে প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণের কোনপ্রকার কৃত্রিমতা অবলম্বন করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না। শ্রীকৃষ্ণ যে বংশীনাদসমাকৃষ্টা ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে সমাগতা দেখিয়া তাঁহাদের প্রেম পরীক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার উপেক্ষাবচন বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম বাম্য ও অবহিত্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কেননা "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম শ্লোকে জানা যায় যে—শ্রীভগবানই প্রথমতঃ ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন (রন্তুং মনশ্চক্রে)। তাহার পর তিনি যমুনাতীরস্থ রাসোলী নামক স্থানে গমন করিলেন। বনশোভা দেখিয়া তাঁহার ব্রজরমণীগণের সহিত রমণেচ্ছা অধিকতররূপে উদ্দীপিত হইল এবং তিনি ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য মোহন বংশীনাদ করিলেন। সেই মোহন মুরলীরবে আকৃষ্টা ব্রজরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন করিলেন, তখন তাঁহাদিগকে উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করা কখনই শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক ভাব হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ কৃত্রিম বাম্য অবলম্বন করিয়া অবহিত্থায় আত্মগোপন করিয়া তাদৃশ উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি সে সময়ে শ্রীরাধিকা উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই তাদৃশ কৃত্রিম বাম্য ও অবহিত্থা অবলম্বন করিয়া উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণকে উপেক্ষাবচন বলিয়া নিরস্ত করিলে ব্রজরমণীগণ যখন নানাবিধ দৈন্য বিনয়াদি সমন্বিত প্রার্থনাবচন প্রয়োগে শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে কৃষ্ণপ্রিয়াবলী-মুখ্যা শ্রীরাধিকা তাঁহার ললিতা বিশাখাদি সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তখন কৃত্রিম বাম্য ও অবহিত্থা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইলেন ও নানাভাবে তাঁহাদের রমণবাসনা উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকার আগমন দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ, ভাববিবশ অঙ্গে প্রেমাবেশ-স্খলিতচরণে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উপেক্ষিতা ব্রজরমণীগণও আসিয়া রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইলেন: শ্রীকৃষ্ণও তখন শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত সমভাবে নানাপ্রকার প্রেমব্যবহার করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকার অসমোর্দ্ধপরমপ্রেমের স্বরূপ সমালোচনা করিলে গোপীসহ গোপীনাথের প্রথম মিলন এইভাবে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে শ্রীরাধিকার প্রেমের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ভুজাচতুষ্টয়ং ক্বাপি নর্ম্মণা দর্শয়ন্নপি। বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্না দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ॥

যথা—রাসারম্ভবিধৌ নিলীয়বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈর্মূর্ত্তিং গোপয়িতুং সমুদ্ধরধিয়া যা স্বষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

পরিহাস-রসরঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ, কোনও সময়ে গোপীগণের সহিত পরিহাসরঙ্গ-রসাস্বাদন করিবার জন্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধিকার প্রেমপ্রভাবে তাঁহার চতুর্ভুজমূর্ত্তি গোপন করিয়া দ্বিভুজমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমমধুর লীলার বৃত্তান্ত এই যে—শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে গোপীগণের সহিত গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের উপত্যকায় রাসক্রীড়া করিয়া থাকেন। তাঁহার এই রাসক্রীড়ার বৃত্তান্ত গৌতমীয়তন্ত্রে দেখা যায়—

বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃতদিঙ্মুখে। গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকং॥ (গৌতমীয়তন্ত্রং)

বসন্তকালীন কুসুমসৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত পরমরমণীয় গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে রাসরসোৎসুক শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে।

একদিন এই বসন্তকালীন রাসে শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের কোনও নিভৃত নিকুঞ্জে লুক্কায়িত হইলেন। ব্রজরমণীগণ বনে বনে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন সেই নিভৃত নিকুঞ্জসমীপে আগমন করিলেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে পরিহাসপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সেই কুঞ্জেই লুক্কায়িত আছেন। তখন ব্রজরমণীমণ সকলে মিলিয়া সেই কুঞ্জটি ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার জন্য কয়েকজন কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের এই কার্য্য দেখিয়া আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সেই কুঞ্জ মধ্যে গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিলেন। ব্রজরমণীগণ কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াই চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গলবস্ত্র হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন এবং করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন—হে নারায়ণ! আমরা যেন আমাদের প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দেখিতে পাই। এইরূপে ক্রমশঃ সকল ব্রজরমণীগণই কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন এবং সকলেই নারায়ণচরণে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে বর প্রার্থনা করিলেন। পরিশেষে পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকা যখন নারায়ণচরণে প্রণাম ও অভীষ্ট প্রার্থনা করিবার জন্য কুঞ্জে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার অঙ্গগন্ধে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং ঐশ্বর্য্যাবেশ শিথিল হইতে আরম্ভ হইল। তাহার পর শ্রীরাধিকা যখন কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তিতে শ্রীরাধিকার নিকট ধরা পড়িয়া গেলেন। শ্রীরাধিকার প্রেমের এমনই কোনও অসাধারণ বিশেষত্ব আছে যে, তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের কোনপ্রকার কৃত্রিমভাব রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না।

ভক্তের প্রেমতারতম্য বশতঃ শ্রীভগবানের প্রেমাধীনতারও তারতম্য হইয়া থাকে। অণু, মহান্, পরম-মহান্ এবং আপেক্ষিকন্যূনাধিক্যময় ভেদে প্রেমের চতুর্ব্বিধ শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে অজাতরতি সাধক ভক্তের প্রেম অণুপরিমাণ। অণুপরিমাণ বস্তু সম্মুখে থাকিলেও যেমন তাহা দেখা যায় না, সেইরূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনপরায়ণ অজাতরতি সাধক ভক্তের অণুপরিমাণ প্রেমও কাহারও ধারণাগোচর হয় না। শ্রীভগবান্ও তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের প্রেমানুরূপভাবেই প্রেমাধীনতাগুণ প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাও অজাতরতি সাধক ভক্তগণের প্রেমানুরূপ বলিয়া কাহারও ধারণাগোচর হয় না। অজাতরতি সাধক ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে—"আমি এত করিয়া ডাকি ভগবান্ তাহাতে কর্ণপাত করেন না", "আমি অমুক দুঃখের জন্য শ্রীগোবিন্দচরণে কত জানাইলাম তথাপি তাহার কোন প্রতীকার হইল না" ইত্যাদি। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে শ্রীভগবান্ প্রেমাধীন। যাঁহার যেমন প্রেম, শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট সেইরকমই অধীন। গঙ্গা হইতে জল আনিতে হইলে যাহার যেমন পাত্র সে সেই পরিমাণেই জল আনিতে পারে। কলসী লইয়া গঙ্গায় গেলে যত খানি জল গঙ্গা হইতে আনা যায়, কমণ্ডলু লইয়া গেলে কখনই তাহা আনা যায় না। ব্রজের গো-গোপ-গোপীগণের প্রেম মহান্। তাহাতে শ্রীভগবানের প্রেমাধীনতাও সেই ভাবেই প্রকাশ হইয়া থাকে। দামবন্ধন, কালিয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ, দাবানলমোক্ষণ প্রভৃতি লীলায় শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইলেও তাহাতে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রেমাধীনতা লঙ্ঘন করেন নাই এবং গোপগোপীগণও তাহাতে শ্রীভগবানের সহিত নিজ প্রেমসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ব্রজবাসিগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধিকার প্রেমই পরম মহান্। এই প্রেমে শ্রীভগবানের প্রেমাধীনতাও অতুলনীয়। এই প্রেমে শ্রীভগবান্ এমনই অধীন এবং বিবশ হইয়া যান যে, শ্রীরাধিকার নিকট শ্রীভগবানের কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য কিংবা কৃত্রিমভাব প্রকাশ হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদসমাকৃষ্টা ব্রজরমণীগণের মহান্ প্রেমে শ্রীভগবান্, কৃত্রিম বাম্য এবং অবহিত্থা অবলম্বনে উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাধিকার পরমমহান্ প্রেমে তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হয় নাই। সেইজন্য শ্রীরাধিকার আগমন মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের বাম্য ও অবহিত্থার অবসান হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সহাস্যবদনে গোপরমণীগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ধ্রুব, প্রহ্লাদ নারদাদির যে প্রেমের কথা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, তাহাকেই আপেক্ষিকন্যূনাধিক্যময় প্রেম বলা যায়; এই প্রেমে শ্রীভগবান্ যথাযোগ্য ন্যূনাধিক ভাবে ইঁহাদের অধীন হইয়া থাকেন। মোট কথা যত ভক্তেরই যত প্রেমই থাকুক, রাধাপ্রেম তাহার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং শ্রীভগবান্ এই প্রেমের সম্পূর্ণরূপে অধীন হইয়া শ্রীরাধিকার প্রেমানুরূপ সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বিভুরপি কলয়ন্ সদাতিবৃদ্ধিং গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ॥ (শ্রীদানকেলিকৌমুদী)

শ্রীরাধিকার প্রেমের জয় হউক। এই প্রেম পরমমহান্ হইলেও সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও ইহাতে গৌরবাভিমান নাই এবং বাম্যবক্রতাদি ব্যবহারময় হইলেও এইরূপ শুদ্ধ প্রেম আর নাই।

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে। এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

যাহা হউক, আত্মারামশিরোমণি যোগেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যখন প্রেমবতী ব্রজরমণীমণ্ডলমধ্যস্থ হইয়া অসংখ্য তারকা-নিকর পরিবৃত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পরিশোভিত হইলেন, তখন ব্রজরমণীগণের পরমপ্রেম এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণপ্রেমাধীনতার কি যে পরম অনির্ব্বচনীয় লীলার বিকাশ হইল তাহা আর কি বলিব! অজ-ভব-শেষ-সনক-নারদাদি, নিরন্তর যাঁহার গুণগান করিয়া নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করেন সেই সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণের প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাঁহাদের ভাবোদ্দীপন করিবার জন্য চন্দ্র প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন এবং ব্রজরমণীগণও ভাবে বিবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণাদি বর্ণনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরং। জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজরমণীগণের রমণভাবোদ্দীপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ, শারদশশধর, শারদকৌমুদী ও অগণিত প্রফুল্লকুমুদ পরিশোভিত সরোবর প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া গান করিতে লাগিলেন এবং প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ নানাভাবে কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণনাম গান করিতে লাগিলেন। চন্দ্র প্রভৃতির গুণ বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত গান করেন, ব্রজরমণীগণ সেই সমস্ত গানেই শ্রীকৃষ্ণমহিমা প্রকাশ করিয়া পুনরাবৃত্তি করেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণচন্দ্র বর্ণনা করিয়া গাহিলেন—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ। কলিতশ্যামা ললিতো রাধা প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

যাঁহার মূর্ত্তি সর্ব্বরসনিকেতন অমৃতে গঠিত, যাঁহার সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপিনী অঙ্গচ্ছটায় তারকানিকর নিষ্প্রভ এবং যাঁহার উদয়ে রজনীর সৌন্দর্য্য বিকাশ হইয়া থাকে, সেই বিশাখা নক্ষত্র (রাধা) সমন্বিত চন্দ্রের (বৈশাখী পূর্ণিমার চন্দ্র) জয় হউক।

বৈশাখ মাসে বসন্ত ঋতুর পূর্ণ বিকাশ হয় এবং বসন্তকালীন পুষ্পাদি বৈশাখ মাসেই পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় ও বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণশশধর গগনমণ্ডল আলোকিত করিয়া ভাববতী রমণীগণের হৃদয়ে কান্তমিলন লালসার উদ্দীপন করে। সেইজন্য ব্রজরমণীগণের সহিত রমণলিপ্সু শ্রীকৃষ্ণ, বসন্তকালীন পূর্ণশশধরের গুণ বর্ণনা করিয়া ব্রজরমণীগণের রমণ লালসা উদ্দীপন করিতে চেষ্টা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই গান হইতেই শ্রীকৃষ্ণ মহিমার ইঙ্গিত করিয়া পুনরাবৃত্তি করিলেন এবং অর্থপ্রকাশ করিলেন—

যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি শৃঙ্গারাদি অখিলরসামৃতে পরিপূর্ণ, যাঁহার অঙ্গচ্ছটায় তারকা এবং পালিনাম্নী ব্রজরমণীদ্বয় বর্ণীভূত, শ্যামা এবং ললিতানাম্নী ব্রজরমণীদ্বয়কে যিনি সর্ব্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেই রাধাপ্রিয় বিধুর (সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীকৃষ্ণের) জয় হউক। (গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী "অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ" প্রভৃতি শ্লোকটি তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে বিন্যস্ত করিয়াছেন।)

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ কখনও বা শ্রীকৃষ্ণবর্ণিত গীতিপদ্যের দুই একটি অক্ষর পরিবর্ত্তিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণমহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের রমণভাবোদ্দীপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ গাহিলেন—

যামিনীকৃতরুচিঃ শুচিকান্তিশ্চন্দ্রিকাবলীবিভাবিকচশ্রীঃ। ষট্‌পদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ পশ্য ভাতি কুমুদাকর এষঃ॥

দেখ দেখ—রজনীশোভাকর শুভ্রকান্তি সমন্বিত জ্যোৎস্নাচ্ছটা-প্রফুল্ল এবং ভ্রমরগুঞ্জন-মুখরিত কুমুদাকর (কুমুদকানন-সমন্বিত-সরোবর) কেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

ব্রজরাজনন্দন, এই গীতপদ্যে শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত ভ্রমরগুঞ্জন-মুখরিত কুমুদাকর বর্ণনা করিয়া ব্রজরমণীগণের রমণভাবোদ্দীপন করিতে চেষ্টা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এই পদ্যেরই অক্ষর পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণগুণ প্রকাশ করিয়া গাহিলেন—

কামিনীকৃতরুচিঃ শুচিকান্তিশ্চন্দ্রিকাবলী বিভাবিকচশ্রীঃ।
সৎপদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ পশ্য ভাতি কুমুদাকর এষঃ॥

দেখ দেখ—কামিনীগণের লালসা-বর্দ্ধনকারী নির্ম্মল শ্যামল কান্তি শিখিপুচ্ছ-বিভূষিত কেশকলাপ এবং সৎপদাবলীযুক্ত কলগানপরায়ণ জগদানন্দনিকেতন (কুমুদাকর) ব্রজরাজনন্দন কেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন।

এইরূপে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের রমণলালসা উদ্দীপনের জন্য স্বজনপ্রেম-বিবর্দ্ধনচতুর শ্রীব্রজরাজনন্দন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্র, কৌমুদী, কুমুদাকর প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন, এবং প্রেমবতী ব্রজ-রমণীগণ নানাভাবে কৃষ্ণগুণ বর্ণনা করিয়া গান করিতে লাগিলেন। এইভাবে শতকোটি গোপবিলাসিনী-পরিবেষ্টিত ব্রজরাজনন্দন বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

শ্লোকস্থ "বনিতাশতযূথপঃ" এই বিশেষণে শ্রীকৃষ্ণের বহু নায়িকা সঙ্গে রাস-বিলাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "বনিতাজনিতাত্যর্থানুরাগায়াঞ্চ যোষিতি" এই অমরকোষবচনে জানা যায়—পরমানুরাগবতী রমণীকেই "বনিতা" বলা যায়। ব্রজরমণীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণে পরমানুরক্তা, সুতরাং তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণবনিতা। যদিও তাঁহারা সকলেই ধৈর্য্য ধর্ম্ম লজ্জা কুলশীলাদি সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন করিয়াছেন এবং সকলেই মহাভাববতী, তথাপি তাঁহাদের ভাবের তারতম্য বশতঃ সমানে সমানে মিলিয়া অনেকগুলি যূথ (দল) গঠিত হইয়াছে। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামিকৃত উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে স্বপক্ষা, বিপক্ষা, সুহৃৎপক্ষা ও তটস্থপক্ষা এই চতুর্ব্বিধ যূথের নাম পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে মৃদ্বী, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা প্রভৃতি নানা-বিধ অবান্তর ভেদের উল্লেখ আছে। কাজেই এইপ্রকার সমভাবসম্পন্না ব্রজরমণীগণ একত্র মিলিত হইয়া এক একটি যূথ গঠন করিয়াছিলেন এবং সকলেই নিজ নিজ ভাবে ব্রজরাজনন্দনের সহিত বিবিধ বিলাস-বিহারাদি করিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন শরৎ পূর্ণিমা রজনীতে মহারাসরসাস্বাদন করেন, তখন শত শত বনিতার যূথ তাঁহার বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি সকলেরই মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

শত শত বনিতাযূথবিলাসী শ্রীব্রজরাজনন্দন উচ্চৈস্বঃরে গান করিতে করিতে শত শত বণিতাযূথসহ, বনভূমিতে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন—তখন তাঁহার গলদেশে লম্বমান বৈজয়ন্তীমালার শোভায় বনভূমি উদ্ভাসিত হইয়াছিল। দিব্যাতিদিব্য ইন্দ্রনীলকান্তমণি-বিড়ম্বিত অঙ্গকান্তিতেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজগৎ উদ্ভাসিত করেন, তাহাতে আবার পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিত বৈজয়ন্তীমালার মিলনে কি যে অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ হইয়াছিল তাহা ধারণা করাও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

বনবিহার সময়ে ব্রজরমণীগণই বন হইতে পঞ্চবর্ণের কুসুম চয়ন করিয়া বৈজয়ন্তীমালা গ্রন্থন করিয়া কৃষ্ণগলে অর্পণ করেন এবং কখনও বনদেবী বৃন্দা নানারূপ মাল্য মুকুটাদি রচনা করিয়া বনভূমির মধ্যে মধ্যে নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে স্থাপন করেন এবং ব্রজরমণীগণ পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া কৃষ্ণগলে তাহা অর্পণ করেন। যাহা হউক, এই প্রকারে বৈজয়ন্তী মালায় সুশোভিত ব্রজরাজনন্দন বনভূমির শোভাবর্দ্ধন করিতে করিতে শতকোটি গোপীগণের সহিত বনে বনে ভ্রমণ এবং বিবিধ বিলাস-বিহারাদি দ্বারা গোপরমণীগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

আত্মারাম-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ-রসাস্বাদন করিবার জন্য এইরূপে নানাপ্রকার রমণরসোদ্দীপক গান করিতে করিতে এবং ব্রজরমণীগণের প্রেমভাবিত সঙ্গীতকলা-রসাস্বাদন করিতে করিতে বিচিত্র স্বরালাপ লহরীতে বনভূমি আনন্দমুখরিত এবং অগণিত হেমমণিবিজড়িত নীলকান্তমণি সদৃশ অঙ্গকান্তিতে উজ্জ্বলিত করিতে করিতে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল পরমানন্দে বনবিহার-রসাস্বাদন করিয়া, বিবিধবিলাসরসাস্বাদনচতুর ব্রজরাজনন্দন, ব্রজরমণীগণের সহিত স্বচ্ছন্দ-বিলাস-রসাস্বাদন করিবার জন্য যমুনা পুলিনে উপস্থিত হইলেন। যমুনা পুলিন শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিহারের উপযুক্ত স্থান এবং শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। অসংখ্য গোপবালকগণসহ শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ ভোজন বিহার এবং অসংখ্য গোপ-রমণীসহ রাসাদিবিহার এই যমুনাপুলিনেই হইয়া থাকে। গোপবালকগণের সহিত ভোজনবিলাসপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে যমুনা পুলিনের শোভা বর্ণনা করিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকং।
স্ফুটৎ সরোগন্ধহৃতালিপত্রিকধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্রুমাকুলং॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

হে বয়স্যগণ! এই পুলিনভূমি অতীব মনোরম এবং আমাদের স্বচ্ছন্দ-বিহারের উপযুক্ত। মৃদুল এবং স্বচ্ছ বালুকায় এই স্থান সমাকীর্ণ, কাজেই স্বচ্ছন্দ বিচরণেও চরণ ব্যথিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এখানকার সরোবরে অগণিত কমল কহ্লারাদি জলজ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরবক্ষ আচ্ছাদন করিয়াছে; দেখিলে মনে মনে হয় যেন সরোবরই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রস্ফুটিত কমলগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমরকুলের গুঞ্জনে এবং বৃক্ষশাখাস্থ পক্ষিগণের কূজনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অতএব আমাদের এই মনোরম স্থানেই ভোজন করা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণের সহিত ভোজনবিলাসের জন্য যেমন যমুনাপুলিনভূমিকেই মনোনীত করেন, সেইরূপ ব্রজরমণীগণের সহিত রাসাদিবিলাস করিবার জন্যও এই যমুনাপুলিন ভূমিকেই মনোনীত করিয়া থাকেন। এই স্থানই তাঁহার অনাদিকাল হইতে স্বচ্ছন্দ-বিহার-নিকেতন। "তোয়োত্থিতাং তৎপুলিনং সৈকতং সিকতাময়ং" এই অমরকোষ বচনে জানা যায় যে—নদী প্রভৃতির জলমধ্য হইতে সদ্য সমুত্থিত ভূমিকে পুলিন এবং নদী প্রভৃতির তীরস্থিত বালুকাময় ভূমিকে সৈকত বলে। ইহাতে মনে হয় যে—শ্রীকৃষ্ণের এই বিহারভূমিকে (পুলিন) যমুনা, সর্ব্বদাই সযত্নে নিজগর্ভে লুক্কায়িত রাখেন এবং যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহবাসনা হয় সেই সময়েই এই বিহারভূমি যমুনাগর্ভ হইতে সদ্য সমুত্থিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহারের অবসানে যমুনা আবার সযত্নে এই ভূমিকে গোপন করিয়া রাখেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত স্বচ্ছন্দবিহার করিবার জন্য এই যমুনা-পুলিনের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখনই যমুনাগর্ভ হইতে এই পরমরমণীয় পুলিনভূমি সমুত্থিত হইল এবং যমুনা-জল-কল্লোলসঙ্গিতশীতলসমীরণ সঞ্চারে সেই স্থান অতীব ক্রীড়াসুখপ্রদ হইল। যমুনাপুলিনের বালুকারাজি দেখিলে মনে হয় যে গোপীসহ গোপীনাথের বিহারের জন্য যমুনা যেন স্বচ্ছ কোমল ও সদ্গন্ধপূর্ণ কর্পূর চূর্ণ করিয়া পুলিনভূমিতে বিছাইয়া রাখিয়াছেন এবং শত সহস্র তরঙ্গহস্ত দ্বারা তাহা একটি একটি করিয়া বাছিয়া এবং নতোন্নত সমান করিয়া সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন।

শতকোটি ব্রজরমণীমণ্ডলমণ্ডিত ব্রজরাজনন্দন যখন যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানকার স্বচ্ছ কোমল বালুকাময় ভূমি সুবিস্তৃত হইয়া মধ্যস্থলে তাঁহাদের বিহারের স্থান প্রদান করিল এবং যমুনায় অগণিত কুমুদ কহ্লারাদি জলজ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া পুলিনভূমি বেষ্টন করিল। মধুগন্ধলুব্ধ ভ্রমরকুল গুন্ গুন্ করিয়া গোপীসহ গোপীনাথের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গতাগতি করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে বিবিধ বিহারসামগ্রী-সমন্বিত শত শত রত্নমন্দির উচ্চশিরে মুক্তদ্বারে তাঁহাদিগকে আবাহন করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে অগণিত রত্নবেদিকা পরিশোভিত হইল, তাহার পাশে পাশে অগণিত রত্নকুট্টিম সুপরিষ্কৃত সমুজ্জ্বল বক্ষঃস্থল বিস্তৃত করিয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ বিহারের ইঙ্গিত প্রদর্শন করিতে লাগিল, কুমুদগন্ধবাহী গন্ধবহ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদের বিহারশ্রান্ত অঙ্গে ব্যজন করিতে লাগিল, কলহংস কারণ্ডবাদি জলচর বিহঙ্গমকুল প্রেমাবেশে আকুল হইয়া যমুনার কূলে কূলে কেলি করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল, শুকপিকাদি কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ শাখিশাখে বসিয়া পরমানন্দে মধুর তান ধরিল এবং ময়ূর ময়ূরী কেকারবে পুলিনভূমি মুখরিত করিয়া পরমানন্দে পুচ্ছবিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। যমুনাপুলিনের এই প্রকার শোভা সম্পদ দেখিয়া ব্রজরাজনন্দন এবং তাঁহার সঙ্গিনী ব্রজরমণীগণ পরমানন্দাবেশে আত্মহারা হইলেন।

শ্রীমৎকেলিস্থলাখ্যং তটমিদমমলং প্রেষ্ঠ সংযোগ পীঠং। বৃন্দারণ্যোত্তমাঙ্গং ক্রমনতমভিতঃ কূর্ম্ম পৃষ্ঠস্থলাভং॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুঞ্জশ্রেণী দলাঢ্যং মণিময়গৃহসংকর্ণিকং স্বর্ণরম্ভাশ্রেণীকিঞ্জল্কমেবা দশশতদলরাজীবতুল্যং দদর্শ॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃতং)

শ্রীমৎকেলিস্থল নামক (পাঠান্তরে শ্রীগোবিন্দস্থল) সুনির্ম্মল তটভূমি শ্রীরাধাগোবিন্দের বিহার ও মিলনভূমি (সংযোগ পীঠ)। ইহা শ্রীবৃন্দাবনের উত্তমাঙ্গ তুল্য এবং কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ক্রমনত। এই সংযোগপীঠ সহস্রদল কমল তুল্য, অগণিত কুঞ্জাবলী ইহার দল, মণিময় গৃহসমূহ ইহার কর্ণিকা এবং স্বর্ণরম্ভাশ্রেণী ইহার কিঞ্জল্ক।

শ্রীপাদ নরোত্তমদাস ঠাকুরও এই সংযোগপীঠ বর্ণনায় গাহিয়াছেন—

বৃন্দাবন রম্যস্থান দিব্য চিন্তামণি ধাম রতন মন্দির সারি সারি।
আবৃত কালিন্দী নীরে রাজহংস কেলি করে নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী॥

শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত স্বচ্ছন্দবিহার-রসাস্বাদনলিপ্সু ব্রজরাজনন্দন যখন বনে বনে বিবিধ বিলাস বিহারাদি করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে এই যমুনাপুলিন ভূমিতে উপস্থিত হন, তখন তাহা এতই সুবিস্তৃত হয় যে শতকোটি গোপীমণ্ডলমণ্ডিত ব্রজরাজনন্দন তাহার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে মনে হয় যেন একটি সুবৃহৎ কনককমলের মধ্যস্থলে একটি মধুলুব্ধ ভ্রমর বসিয়াছে এবং তাহা যেন কে যমুনাপুলিনের মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া যমুনাপুলিনের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে।

যমুনাপুলিনের স্বাভাবিক শোভাসম্পদ এবং সেখানে বিবিধ বিলাসযোগ্য স্থান ও বিলাসসামগ্রী সম্ভার দেখিয়া ব্রজরমণীগণসহ বিলাসরসামোদী ব্রজরাজনন্দন অতীব উৎফুল্ল হইলেন এবং শতকোটি ব্রজরমণীগণসহ বিবিধ বিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ যদিও সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে যমুনাপুলিনে আসিয়াছেন এবং যমুনাপুলিন দর্শনে তাঁহাদের হৃদয়ও পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা প্রেমস্বভাবজনিত বাম্য ও লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া অন্তরের বাসনা অন্তরে গোপন করিয়া প্রেমানন্দ-জড়ীভূত দেহে তাঁহাদের প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। ব্রজরাজনন্দন তখন কাহাকেও বাহুপ্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন, কাহারও হস্তধারণ, কাহারও অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া কবরীতে পুষ্পমালা অর্পণ, কাহারও উরুস্পর্শ, কাহারও নীবীবন্ধনমোচন, কাহারও স্তনগ্রহণ, কাহারও অঙ্গে নখচিহ্নপাতন, কাহারও সহিত নানাবিধ নর্ম্মবচন প্রয়োগ, কাহারও সহিত বিবিধ ক্রীড়া (ক্ষ্বেলী), কাহারও দিকে কুটিল কটাক্ষপাত এবং কাহারও বা সহিত বিবিধ হাস্য পরিহাস করিয়া ব্রজরমণীগণের রতিপতি (কাম) উদ্দীপন করিয়া তাঁহাদের সহিত বিবিধ প্রকারে রমণরসাস্বাদন করিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎকস্যাশ্চিন্নববসনমাকর্ষতিপরাং মুরল্যা ধর্ম্মিল্লে স্পৃশতি কুরুতেঽন্যাং করধৃতিং।
পতন্নিত্যং রাধাপদকমলকূলে ব্রজপুরে তদিত্থং বীথিষু ভ্রমতি স মহালম্পটমণিঃ॥

(শ্রীরাধারসসুধানিধিঃ)

শ্রীরাধারসসুধানিধি গ্রন্থে গোপীসহ গোপীনাথের বিলাস বর্ণন প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে, মহালম্পট-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ কোনও গোপীর বসনাকর্ষণ করিলেন, মুরলীর অগ্রভাগ দ্বারা কাহারও কবরী-বেষ্টিত পুষ্পমালা আকর্ষণ করিলেন, কাহারও বা স্তনধারণ করিলেন, কখনও বা শ্রীরাধিকার চরণকমলে লুণ্ঠিত হইলেন—এইভাবে শ্রীবৃন্দাবনভূমির পথে পথে ও কুঞ্জে কুঞ্জে বিবিধ বিলাস করিতে লাগিলেন।

শ্লোকস্থ "উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার" এই অংশ সমালোচনা করিলে জানা যায় যে শ্রীব্রজরাজনন্দন—বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন ও করালকাদি স্পর্শে ব্রজরমণীগণের রমণীস্বভাবসুলভ বাম্য ও লজ্জাদি সমাচ্ছাদিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রতিপতি (কাম) উদ্দীপন করিয়া তাঁহাদের সহিত বিবিধ বিলাস করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রজরমণী-গণের আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক কাম সম্বন্ধ নাই। তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রেমই এখানে কাম নামে অভিহিত হইয়াছে।

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

কেবলমাত্র আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার প্রবল প্রেরণাতেই জাগতিক নরনারী পরস্পর মিলিত হয় এবং আলিঙ্গনাদি বিবিধ বিলাস দ্বারা নিজ নিজ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার চরণভজন-সম্বন্ধলেশমাত্রেই সর্ব্ববিধ কামের অবসান হইয়া যায়, সেই পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া যাঁহারা তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার সহিত বিবিধ বিলাস বিহারাদির দ্বারা তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য ধৈর্য্য লজ্জা কুল শীল ধর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি ব্রজরমণীগণের কখনই কাম সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর নহে। "কামাদ্ গোপ্যঃ" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতবচনে যে গোপীগণের কামের কথা জানা যায়, তাহা গোপীসহ গোপীনাথের আলিঙ্গনাদি কামক্রীড়ার ব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়া প্রেমকেই কাম বলা হইয়াছে।

প্রৈমেব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং। ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেবং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ॥
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃতগৌতমীয়তন্ত্রং)

গোপীগণের প্রেমই নানাশাস্ত্রে কাম নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ সপ্তচত্বারিংশদধ্যায়ে (৪৭শ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণের সখা উদ্ধব, ব্রজরমণীগণের প্রেমের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

জগতে একমাত্র গোপীরমণীগণেরই দেহ ধারণ করা সার্থক, কেননা ভবভয়ে ভীত মুনিগণ এবং আমাদের ন্যায় ভক্তগণ নিরন্তর যে প্রেম লাভ করিবার জন্য লালায়িত, গোপরমণীগণ নিরন্তর অখিলাত্মা শ্রীগোবিন্দের সহিত সেই প্রেমসম্বন্ধে পরিপূর্ণ।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণের সহিত আলিঙ্গন, করগ্রহণ, হস্তাকর্ষণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের রতিপতি (কাম) উদ্দীপন করিলেন বলিয়া ব্রজরমণীগণের প্রেম এবং শ্রীভগবানের প্রেমাধীনতার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা কর্ত্তব্য নহে।

আত্মেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য। কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
আত্মেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গমবিহার॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন—

বস্তুতস্তু তাসাং প্রেমৈব সাহজিকঃ নতু কামঃ। তদভাবে সা লীলা সুরসা ন ভবতীতি স্বয়মেব তাসা-মসন্তমপি কামং বর্দ্ধয়ামাসেত্যর্থঃ। স তু কামঃ প্রাকৃতো ন ভবতি অপিতু স এব ভগবান্ যেনাংশেন কামাবতারো ভবতি সএবাংশস্তাসাং মনস্যাবেশিতঃ। কিংবা রতিঃ স্থায়ী ভাবস্তস্যাঃ পতিং শৃঙ্গাররসং। অথবা সেবাসম-য়োঽয়ং মমেতি উপপন্নং কামদেবং উৎ উৎকর্ষেণ স্তন্তয়ন্ নিরস্যন্নিত্যর্থঃ। ত্বয়া সহায়েন মা ভূয়তাং স্বতএব সুর-সেয়ং লীলেতি কিন্ত্বয়েতি তজ্জয়ো বোদ্ধব্যঃ॥ (বৃহৎক্রমসন্দর্ভটীকা)

"শ্রীভগবান্ ব্রজরমণীগণের রতিপতি উদ্দীপন করিলেন" একথা শুনিলে আপাততঃ মনে হয় যে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান ব্রজরমণীগণের কাম উদ্দীপন করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাহীন শুদ্ধপ্রেমসম্বন্ধই স্বাভাবিক। তাঁহাদের হৃদয়ে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক কামসম্বন্ধ থাকা কদাপি সম্ভবপর নহে। কিন্তু কামসম্বন্ধ ব্যতীত কদাপি রমণলীলা সরস হয় না। পুরুষ ও রমণী উভয়েই নিজ প্রয়োজন না বুঝিলে কখনই রমণের প্রকৃত রসাস্বাদন হয় না। রমণীগণ যদি কেবলমাত্র পুরুষের প্রেরণাতেই রমণে রত হয় তাহা হইলে তাহা কাষ্ঠপুত্তলিকার সহিত রমনের মত নীরস রমণে পরিণত হয়। সেইজন্য শ্রীভগবান্ ব্রজরমণীগণের কাম না থাকিলেও তাঁহাদের হৃদয়ে কাম সঞ্চার করিয়া তাহা বর্দ্ধিত করিলেন। কিন্তু সে কাম প্রাকৃত নহে। শ্রীভগবান্ প্রাকৃতকামাধিষ্ঠাত্রী দেবতায় যে অংশ সঞ্চার করেন বলিয়া প্রাকৃত জীবগণকে কামমোহিত করেন, ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহার সেই অংশের সঞ্চার করিলেন। তাহাতে ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে সেই অপ্রাকৃত কাম আবিষ্ট হইল এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিসাধনই তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-সাধনরূপে ধারণা হওয়ায় তাঁহারা তাহারই প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ গুণে। তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥

অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে। এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

কিংবা—রতি শব্দের অর্থ স্থায়ীভাব এবং তাহার পতি শৃঙ্গাররস। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের "রতিপতি উদ্দীপন করিলেন" ইহাতে শৃঙ্গাররস উদ্দীপন করিলেন ইহাই বক্তব্য। ভালবাসা মাত্রই দ্বিনিষ্ঠ অর্থাৎ দাসপ্রভু, পিতাপুত্র, দুই সখা এবং পুরুষ রমণী—এই প্রকার দুই জনকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ হইয়া থাকে। ভালবাসা কখনও একজনে হয় না। কাহারও অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার হইলেই সে তাহার একটি সঙ্গী খুঁজিয়া লইয়া থাকে। পরস্পরের ভালবাসায় যাহা সার্ব্বদিক ভাব তাহাকেই স্থায়ীভাব বলা হয়—যেমন দাস ও প্রভুর দাস্যরতি, পিতা ও পুত্রের বাৎসল্যরতি ইত্যাদি। এই প্রকার কোনও রতিবিশেষই প্রেম কিংবা ভালবাসার স্থায়ীভাব। শৃঙ্গাররসই ইহার পতি অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভালবাসার শীর্ষস্থানীয়। এই রসে প্রণয়িযুগল যে নিরুপমরসাস্বাদন করেন তাহা দাস্য সখ্যাদিতে সম্ভবপর হয় না।

তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি। সব হৈতে শৃঙ্গারেতে অধিক মাধুরী॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

ব্রজরমণীগণ শিশুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন, কিন্তু সে ভালবাসা কোন্ জাতীয় তাহা তাঁহাদের ধারণা নাই। কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিলে নিমিষে প্রলয় জ্ঞান করেন, কৃষ্ণের সহিত ক্ষণমাত্র সঙ্গ হইলেও তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দসাগরে ভাসমান হন, কৃষ্ণ ছাড়া জগতে তাঁহাদের আর কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না এবং তাঁহারা শয়নে ভোজনে বচনে গমনে স্বপ্নে জাগরণে কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। ব্রজরমণীগণ শিশুকাল হইতেই এই অন্ধ ভালবাসায় কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সেই আনন্দেই মত্ত ছিলেন। কৃষ্ণ আজ তাঁহাদের সহিত যমুনা পুলিনে মিলিত হইয়া আলিঙ্গন, করধারণ, নীবীমোক্ষণ প্রভৃতি শৃঙ্গার রসোচিত ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের প্রগাঢ় অন্ধ ভালবাসাকে শৃঙ্গাররসোচিতভাবে পরিণত করিলেন। কোনও মৃত্তিকাশিল্পী যেমন কোমল মৃত্তিকাপিণ্ড হইতে তাহার মনোমত পুত্তলিকাদি করিয়া লইতে পারে, সেইরূপ প্রেমশিল্পী শ্রীভগবান্ প্রেমবিভাবিত কোমল হৃদয়কে নিজের মনের মত ভাবে মূর্ত্তি গড়িতে পারেন এবং তাহাদের সহিত বিবিধভাবে রসাস্বাদন করিতে পারেন। প্রেমবতী ব্রজরমণাগণও আজ প্রেমশিল্পীর প্রেরণায় শৃঙ্গার রসের মূর্ত্তি ধরিলেন এবং নানাভাবে ব্রজরাজনন্দনকে শৃঙ্গার রসাস্বাদন করাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীনাং মানিন্যোঽধিকং ভুবি ॥ ৪৭

অথবা—শ্রীকৃষ্ণ যখন শতকোটি ব্রজরমণীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের সহিত আলিঙ্গনাদি করিয়া তাঁহাদের রমণ বাসনার উদ্দীপনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কাম মনে করিলেন যে—আমি চিরকালই জাগতিক নরনারীর মিলন বাসনা উদ্দীপন করিয়া তাহাদের আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-লালসাবহ্নির ইন্ধন যোগাইয়া থাকি, আমার অদৃষ্টে কখনই কৃষ্ণসেবার সুযোগ ঘটে না। এমন কি যাহারা কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হয় কিংবা একটু পরমার্থ পথে অগ্রসর হয়, তাহারা প্রথমেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কাজেই কৃষ্ণসেবা কিংবা কোনও কৃষ্ণভক্ত অথবা পরমার্থপথের পথিকের সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আমার আজ কি মহা সৌভাগ্য যে অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অসংখ্য ব্রজ-রমণীগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রাকৃত নরনারীর কামক্রীড়ার ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। এ সময়ে আমি যদি কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে আবির্ভূত হই, তাহা হইলে আজ আমার ভাগ্য কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ ও কৃষ্ণসেবা লাভ হইয়া যাইবে। এই কথা মনে করিয়া যখন কাম, ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে চেষ্টিত হইলেন তখন শ্রীভগবান্ কামকে নিরসন (উত্তম্ভন) করিলেন এবং জানাইলেন যে—এই স্বভাবতঃ পরম সরস লীলায় কামের সাহায্যের কোনই প্রয়োজন নাই। প্রেমই এই লীলার যথাযোগ্য সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে পারিবে। এইভাবে শ্রীভগবান কামকে নির্জিত করিয়া এই প্রেমময়ী লীলার সূচনা করিলেন।

শ্রীভগবান্ যখন যমুনাপুলিনে শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইয়া কাহাকেও আলিঙ্গন কাহাকেও চুম্বন, কাহারও করগ্রহণ, কাহারও নীবীমোচন প্রভৃতি করিয়া তাঁহাদের রমণলালসা উদ্দীপনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনিও শতকোটি মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া যুগপৎ শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যমহাশক্তির মহাপ্রভাববশতঃ সকল ব্রজরমণীই ব্রজরাজনন্দনকে নিজ নিকটেই দেখিয়াছিলেন। তিনি অন্য ব্রজরমণীগণের নিকটে আছেন কিনা কিংবা তিনি তাঁহাদের সহিত কি ব্যবহার করিতেছেন, ইহা কাহারও ধারণাগোচর হয় নাই কিংবা অনুসন্ধানেরও প্রবৃত্তি হয় নাই ॥ ৪৩—৪৬

অন্বয়ঃ।—এবং (পূর্ব্ববর্ণিত বৈদগ্ধীবিশেষপ্রকটনপ্রকারেণ) মহাত্মনঃ (দিব্যাতিদিব্য সর্ব্বনায়কবৃন্দ-বরিষ্ঠাৎ) ভগবতঃ (ভগবত্তাসারমাধুর্য্যপ্রকটনপরাৎ স্বয়ং ভগবতঃ) কৃষ্ণাৎ (সর্ব্বাকর্ষকপরমানন্দঘনবিগ্রহাৎ শ্রীমন্নন্দনন্দনাৎ) লব্ধমানাঃ (লব্ধাদরাঃ ব্রজরমণ্যঃ) মানিন্যঃ (লব্ধপ্রণয়মানাঃ সত্যঃ) ভুবি (অত্র চান্যত্র বর্ত্তমানানাং) স্ত্রীণাং (রমণীনাং মধ্যে) আত্মানং (প্রত্যেকং স্বমেব) অধিকং (শ্রীকৃষ্ণস্য পরমপ্রেষ্ঠং) মেনিরে (তং প্রতি মানিন্যো বভুবুঃ, স্ত্রিয়ঃ প্রতি গর্ব্বিতচিত্তা বভুবুরিত্যর্থঃ) ॥ ৪৭

মূলানুবাদ।—দিব্যাতিদিব্য সর্ব্বনায়কবৃন্দবরিষ্ঠ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই প্রকারে পরমাদর লাভ করিয়া ব্রজরমণীগণ মানিনী হইলেন এবং প্রত্যেকেই জগতের সর্ব্বরমণী অপেক্ষা নিজেকেই সৌভাগ্যবতী মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

শ্রীধরটীকা।—মহাত্মনশ্চ অনাসক্তচিত্তাৎ ॥ ৪৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অধুনা ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্‌রাগোভিবর্দ্ধতে ইতি ভরতন্যায়াৎ। প্রেমবিশেষোদ্রেকাদগ্রে ক্রীড়াবিশেষবর্ণনার্থং বিপ্রলম্ভরূপরসবিশেষং বক্তুমারভতে। এবমিতি। মহাত্মনো দিব্যাতিদিব্যসর্ব্বনায়কবৃন্দেভ্যঃ পরমাৎ। তত্র হেতুঃ। ভগবতঃ স্বয়ং ভগবত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
রাসক্রীড়ায়াং একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ইত্যর্থঃ কৃষ্ণাৎ তথৈব প্রসিদ্ধাত্তস্মাদিত্যর্থঃ। এবং পূর্ব্বোক্ততৎপ্রেমবশতাপ্রকারেণ লব্ধো মানঃ সম্মানঃ সৌভাগ্যং যাভিস্তথাভূতা ভূত্বা মানিন্যো লব্ধপ্রণয়মানাঃ সত্যো ভুবি অন্যত্র চাত্র চ যাঃ স্ত্রিয়স্তাসাং সর্ব্বাসাং মধ্যে প্রত্যেক-মাত্মানমেবাধিকং মেনিরে। তং প্রতি মানিন্যো বভূবুঃ স্ত্রিয়ঃ প্রতি গর্ব্বিতচিত্তা বভূবুরিত্যর্থঃ। তত্র মানঃ। দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে। অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতীতি রসশাস্ত্রানুসারাৎ। গর্ব্বশ্চান্যত্রত্যানাং তাদৃশনায়কালাভাৎ তত্রত্যানাং তল্লাভেঽপি স্বসদৃশসৌভাগ্যলাভমননাৎ। যথোক্তং। সৌভাগ্যরূপতারুণ্য-গুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্ষতে ইতি। এবং সঞ্চাররন্তি যে ভাবং তে তু সঞ্চারিণো মতাঃ। উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যম্বুনিধাবিব ইতি রসতত্ত্বাৎ, গর্ব্বোঽপি তাদৃশতৎপ্রেমবিশেষস্য স্থায়িনঃ সঞ্চারিভাববত্বাত্তন্ময় এব জ্ঞেয়ঃ। অস্য হি রসস্যৈবমেব স্থিতিরুৎকর্ষশ্চেতি ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।- তাসাং (মানগর্ব্বাক্রান্তচিত্তানাং ব্রজরমণীনাং অথবা সা চ তাশ্চ ইত্যেকশেষে সা সর্ব্বগোপীষু প্রধানা তাশ্চঅন্যাঃ শ্রীরাধিকা, সর্ব্বগোপ্যঃ তাসাং মানিন্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ গর্ব্বিতানাং গোপীনাঞ্চেত্যর্থঃ) তৎ সৌভগমদং (সৌভাগ্যগর্ব্বং) মানং (অকস্মাৎ সমুদিতপ্রণয়মানঞ্চ) বীক্ষ্য (পর্য্যালোচ্য) কেশবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রশমায় (সৌভাগ্যগর্ব্বখণ্ডনায়) প্রসাদায় (মানপ্রসাদনায় চ) তত্রৈব (বিহারভূমাবেব) অন্তরধীয়ত (অন্তর্হিতো বভূব) ॥ ৪৮

ইতি শ্রীধাম শান্তিপুর পুরন্দর প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি-কৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥
শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায্যাঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণের তাদৃশ সৌভাগ্যগর্ব্ব এবং মান দেখিয়া তাহার প্রশমন এবং প্রসাদনের জন্য সেই বিহারস্থলেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৮

ইতি শ্রীধাম শান্তিপুর পুরন্দর প্রভুবর শ্রীসীতানাথ বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি-কৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদে দশমস্কন্ধস্যৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯
শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায্যাঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরটীকা।—তং সৌভগমদং সৌভাগ্যেনমদং অস্বাধীনতাং। মানং গর্ব্বং। কেশবঃ কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বয়তে ইতি তথা সঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তাসাং তাদৃশীনাং তদিতি। তং সৌভগমদং সৌভাগ্যহেতুকং গর্ব্বং। তথাচ বিশ্বঃ। মদো রেতসি কস্তূর্য্যাং গর্ব্বে হর্ষেভদানয়োরিতি। তং মানঞ্চ বীক্ষ্য বিশেষেণ দৃষ্ট্বা। তত্র গর্ব্বপক্ষে যুক্ত্যন্তরাসাধ্যং মত্বা মানপক্ষে কৃতৈরপ্যনুনয়াদিভিরসাধ্যং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। গর্ব্বং প্রতিপ্রশমায় মানন্তু প্রতিপ্রসাদায় প্রসাদনায় তত্রৈবান্তরধীয়ত অন্তরধাৎ; ধীঞ্ অনাদরে দৈবাদিকঃ। নত্বন্যত্র গচ্ছন্ দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। অত্র বক্ষ্যমাণানুসারেণ শ্রীরাধায়ৈব সহান্তর্ধানং জ্ঞেয়ং। তচ্চ তস্য তদিচ্ছায়াং জাতায়াং যোগমায়য়ৈব সম্পাদিতমিতি। যদ্যপি সহেতুকস্যের্ষামানস্যৈব শান্তয়ে ক্বচিন্নায়কোপেক্ষাপেক্ষ্যতে। হেতুজোঽপি শমং যাতি যথাযোগং প্রকল্পিতৈঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামভেদক্রিয়াদাননত্যুপেক্ষা রসান্তরৈরিত্যুক্তেঃ, নির্হেতুকস্য প্রণয়মানস্য তু বিনৈব প্রতীকারেণ যৎকিঞ্চিৎ প্রতীকারেণ বা। তথাপি তচ্ছান্ত্যর্থমুপেক্ষেয়ং পরস্পরগর্ব্বসম্বন্ধেন গাঢ়তাপত্তেঃ উভয়ভাবশান্ত্যর্থমেব সা। প্রেমবিপাকয়োরপি তয়োঃ শমনেচ্ছা চ স্বেচ্ছাময়লীলেচ্ছয়া যুগপদেব সর্ব্বা এব প্রতি মহারসদানময়রাসেচ্ছয়া চ। তথাচ বিপ্রলম্ভঃ পরমপ্রেমার্থমেব যোক্ষ্যতীতি। বক্ষ্যতে চ নাহন্ত সখ্য ইত্যাদি। অন্তর্দ্ধানে মূলং কারণন্তু একয়ৈব তয়া সহ লীলালালসৈব। তত্র কেশব ইতি। অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসঙ্গিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্নামাহুর্মুনিসত্তমেতি ভারতীয়তদ্বাক্যাৎ পরমদীপ্তিমানিত্যর্থঃ। ততশ্চ তদন্তর্দ্ধানে সর্ব্বাসু শোভাসু বিদ্যমানাস্বপি তত্র সহসৈব শোভারাহিত্যং ব্যঞ্জিতমিতি ॥ ৪৮

॥ * ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পন্যামূনত্রিংশঃ ॥ * ॥ ২৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—দিব্যাতিদিব্য সর্ব্বনায়কবৃন্দবরিষ্ঠ ব্রজরাজনন্দন যখন সর্ব্বনায়িকাশিরোমণি সর্ব্বসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যখনি উজ্জ্বল-রস-চিন্তামণি ব্রজরমণীগণের সহিত যমুনা পুলিনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সহিত বিচিত্র মিলন রসাস্বাদনে রত হইলেন, তখন তাঁহার লীলাশক্তি তাঁহাকে পরিপূর্ণ রূপে মিলন-রসাস্বাদন করাইবার জন্য এক অভিনব ভাবে বিয়োগের অবতারণা করিলেন। কেননা—

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে ॥ (ভরতমুনিবাক্যং)

বিয়োগ ব্যতীত কখনও সম্ভোগরসাস্বাদনের পুষ্টিসাধন হয় না। কেহ যদি কোনও বস্ত্রকে হিঙ্গুলাদি রাগে রঞ্জিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রথমতঃ সেই বস্ত্রে ক্ষারাদি সংযোগ দ্বারা তাহার মলাপনয়ন করিয়া লইতে হয়। বস্ত্রের যথাবস্থিত অবস্থায় তাহাতে হিঙ্গুলাদি সংযোগ করিলে কখনই তাহার রাগ পরিস্ফুট হয় না। নিরন্তরই যদি মিলনানন্দ-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকা যায় তাহা হইলে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায়, কাজেই তাহার আর রসাস্বাদন থাকে না। জগতেও দেখা যায়—যদি শীতের জড়তা না থাকে তাহা হইলে বসন্তের প্রফুল্লতা অনুভবগোচর হয় না; যদি অন্ধকার না থাকে তাহা হইলে আলোকের উজ্জ্বলতা প্রকাশ হয় না; যদি দুঃখের পীড়ন না থাকে তাহা হইলে সুখের প্রসন্নতা থাকে না। এই জন্যই শ্রীভগবান্ যাহাকে তাঁহার সহিত মিলনের অপরিসীম আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাঁহার লীলাশক্তি মধ্যে মধ্যে তাঁহার বিরহ-বহ্নির প্রবল তাগে দগ্ধ করিয়া থাকেন।

আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবান্ ব্রজরমণীগণের পরমপ্রেমে বিবশ হইয়া অকৃতার্থের ন্যায় তাঁহাদের প্রেম-রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া নানাভাবে তাঁহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজরমণীগণ, সেই দিব্যাতিদিব্য সর্ব্বনায়কবৃন্দবরিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে ভাবে সমাদর পাইলেন, তাহা প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্ব্বলোকবাসিনী কোনও রমণী কোনও নায়কের নিকট পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ নিরন্তর ধ্যান ধারণাদি করিয়াও শত শত বৎসরেও যে শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলিকণিকা স্পর্শেরও যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না, সাক্ষাৎ নারায়ণবক্ষঃস্থলবাসিনী লক্ষ্মী পর্য্যন্ত যাঁহার চরণ ধূলি কণিকা স্পর্শাধিকার পাইবার আশায় তীব্র তপস্যাচরণ করিয়াছেন, (যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ) অজ-ভব-শেষ-সনক-নারদাদি নিরন্তর যাঁহার গুণগান করিতেছেন, সেই সর্ব্বারাধ্যশিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহাদের সহিত আলিঙ্গন চুম্বনাদি করিবার জন্য লালায়িত হইয়া নানাভাবে রমণ বাসনার উদ্দীপন করিয়াছেন, তাঁহাদের মত সৌভাগ্যশালিনী রমণী ত্রিজগতে আর কেহ আছে বলিয়া সম্ভাবনা করা যায় না।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ প্রেমাধীনশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই প্রকারে পরমাদর ও নানাপ্রকার প্রেমব্যবহার পাইয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তাঁহাদের দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ প্লাবিত করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শত শত প্রেমবন্যা প্রবাহিত হইয়া গেল এবং তাহার বিবিধ তরঙ্গসমুদ্গমে তাঁহারা ক্ষণে ক্ষণে নানাভাবে ভাবিত হইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরমাদরে এবং প্রেমব্যবহারে ব্রজরমণীগণের প্রেমসিন্ধু বিক্ষুব্ধ করিয়া এমন মান ও গর্ব্বের উত্তাল তরঙ্গ প্রকাশ হইল যে, তাহাতে তাঁহারা মনে করিলেন যে ত্রিজগতে আমাদের মত সৌভাগ্যশালিনী কোন্ রমণী আছে যে নায়কবৃন্দশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ রসাস্বাদন করিতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনাদিজনিত পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারে? ব্রজরমণীগণের এই মান ও গর্ব্ব কোন প্রকার প্রাকৃত চিত্তবৃত্তিবিশেষের অভিব্যক্তি নহে, ইহা তাঁহাদের প্রেম-সিন্ধুরই তরঙ্গ বিশেষ। প্রাকৃত মান ও গর্ব্ব প্রাকৃত বিষয় সম্বন্ধে প্রাকৃত জীবেরই চিত্তে স্থান পাইয়া থাকে। কিন্তু ব্রজরমণীগণের মান ও গর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রগাঢ়প্রেমসম্বন্ধেরই উচ্চতম অভিব্যক্তি। তরল দুগ্ধ যেমন অগ্নি সংযোগে ঘনীভূত হইয়া যায় এবং তখন তাহা চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া থাকে, সেইরূপ তরল প্রেমও শ্রীকৃষ্ণমিলনে ঘনীভূত হইয়া যখন স্থির ভাব ধারণ করে তখনই তাহাকে মান বলা হয়।

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

পরস্পর সমনুরক্ত নায়ক নায়িকা একত্র মিলিত থাকিয়াও ভাব বিশেষের আবির্ভাবে যখন অন্তরে তীব্র বাসনা থাকা সত্ত্বেও বাহ্যব্যবহারে দর্শনালিঙ্গনাদিতে বিমুখ হইয়া পড়ে, তখনকার সেই ভাববিশেষকে মান বলা যায়। জগতে সাধারণতঃ যাহাকে সকলে অভিমান বলে, তাহার সহিত এই মানের স্বর্গ নরকের ন্যায় প্রভেদ। অভিমান, কামাসক্ত জীবের বিষয়ভোগ স্পর্দ্ধার আবর্জ্জনা গর্ত্ত এবং মান, নিষ্কাম প্রেমিকের প্রেমকাননের প্রস্ফুটিত পারিজাত। অভিমানী, অভিমানবশতঃ যাহাকে উপেক্ষা করে, তাহার হৃদয়ে বিষয়বহ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং প্রেমিকমানী, মান বশতঃ যাহাকে উপেক্ষা করে, তাহার হৃদয়ে প্রেমের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হয়। সুতরাং ব্রজরমণীগণের মান শ্রীকৃষ্ণের পরম সুখহেতু এবং তাঁহাদের মানের ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ উপভোগ করেন তাহা বোধ হয় তিনি আর কুত্রাপি পান না।

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হইতে তাহে হরে মোর মন॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

ব্রজরমণীগণের গর্ব্বও এইরূপ তাঁহাদের প্রেম-সিন্ধুরই তরঙ্গ বিশেষ। প্রাকৃত জগতে ধন জন যৌবনাদির স্পর্দ্ধায় সকলের উপর যে তুচ্ছ ভাব প্রকাশ হয় তাহাকেই গর্ব্ব বলে। কিন্তু ব্রজরমণীগণের গর্ব্ব এ জাতীয় নহে। তাঁহারা কৃষ্ণসেবাধিকার পাইয়া নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করেন এবং এ সৌভাগ্য যাহার নাই তাহাকে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই অপ্রাকৃত প্রেমভাবই রসশাস্ত্রে গর্ব্ব বলিয়া অভিহিত এবং ইহা প্রেমের সঞ্চারিভাবেরই অন্যতম।

সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব উচ্যতে॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তম আশ্রয়লাভ এবং ইষ্টলাভ বশতঃ যে অন্যে তুচ্ছ বুদ্ধি হয়, তাহাকেই গর্ব্ব বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের নিকট নানাভাবে সমাদর পাইয়া ব্রজরমণীগণের সৌভাগ্য গর্ব্বের প্রকাশ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যমুনা পুলিনে মিলিত হইয়া এবং নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গাদি পাইয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছিল যে—জগতে কোন রমণীরই এরূপ সৌভাগ্য নাই। সুতরাং ব্রজরমণীগণের মান শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এবং গর্ব্ব জগতের সর্ব্ব রমণীবিষয়ক।

"তং প্রতিমানিন্যো বভুবুঃ। স্ত্রিয়ঃ প্রতি গর্ব্বিতচিত্তা বভূবুরিত্যর্থঃ॥" (শ্রীবৈষ্ণবতোষণী)

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ ভাবে বিলাস বিহারাদি করিতে করিতে মানের উদয়ে তাহা স্থগিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া গেল এবং শ্রীকৃষ্ণমিলনসৌভাগ্যে তাঁহাদের মনে হইল যে—একমাত্র আমরা ব্যতীত জগতে আর কোনও রমণীই এ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই, অতএব তাহারা অতি তুচ্ছ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্রজরমণীর মান শ্রীকৃষ্ণের উপর এবং তুচ্ছতাবুদ্ধি (গর্ব্ব) জগতের সমস্ত রমণীগণের উপর।

ব্রজরমণীগণের এই মান ও গর্ব্বের স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা অভিমান ও অহঙ্কার বলিয়া ধারণা করেন তাঁহারা এই পরম রমণীয় লীলাসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। ব্রজরমণীগণের মান ও গর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকুল এবং প্রাকৃত অভিমান ও অহঙ্কার শ্রীকৃষ্ণসেবার অতীব প্রতিকূল।

সর্ব্বনায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাসবিহারে সমাদৃতা ব্রজবনিতাগণ যখন মান ও গর্ব্বে অভিভূতা হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদের সহিত বিলাসে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের আর পূর্ব্ববৎ প্রীতিলাভ হইল না। তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে ইহাদের মান ও গর্ব্বের অবসান না হইলে আর ইহাদের সঙ্গে বিলাসে কিছুমাত্র রসাস্বাদন হইবে না। বিশেষতঃ এই শতকোটি গোপীমণ্ডলী লইয়া রাসনৃত্য রসাস্বাদনের জন্যই আজ মোহনবংশীনাদে ইহাদের নিজ নিকটে আনয়ন করিয়াছি এবং কৃত্রিম বাম্য ও অবথিতা অবলম্বন করিয়া ইহাদের উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করায় ইহাদের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইয়া ইহারা আমার সঙ্গে মিলনের জন্য অত্যন্ত লালসান্বিত হইয়া আমার মনোনীত বিলাস বিহারাদিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের যেরূপ মান ও গর্ব্বের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে আর এখন ইহাদের সঙ্গে সাধারণ ভাবেও বিলাসরসাস্বাদন করা সম্ভবপর নহে, রাসনৃত্য ত অতি দূরের কথা। নিস্তরঙ্গ পরম প্রেম ব্যতীত কখনও রাস রসাস্বাদন হয় না। ব্রজরমণীগণ যেরূপ মান ও গর্ব্বের তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের আর পরম প্রেমের উচ্চতম বিলাসরূপ রাসনৃত্যের অধিকারই নাই। ইহাদের মান ও গর্ব্বের অবসান না হইলে কোন প্রকারেই আমার রাসরসাস্বাদনবাসনা পূর্ণ হইবে না। এই প্রকার নানাবিধ বিচার করিয়া স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুরশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন স্থির করিলেন যে, ব্রজরমণীগণের মানপ্রসাদন এবং গর্ব্বপ্রশমন ব্যতীত কোন প্রকারেই তাহাদের সঙ্গে বিলাসরসাস্বাদন করা রসাবহ হইবে না। অতএব আমার এখন এস্থানে উপস্থিত থাকা অপেক্ষা স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়াই ভাল বলিয়া মনে হয়। কেননা প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মান ও গর্ব্বের আমিই একমাত্র কারণ। আমার সঙ্গে বিলাসসুখে আত্মহারা হইয়াই তাহারা মান বশতঃ আমারই সঙ্গে বিলাসে বিমুখী হইতেছে এবং গর্ব্ব বশতঃ জগতের সর্ব্ব রমণীকেই তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতেছে। আমি যদি ইহাদের নিকট হইতে স্থানান্তরিত, হই তাহা হইলে আমার বিরহে ইহাদের মান ও গর্ব্বের অবসান হইবে এবং আমাকে পাইবার জন্য ইহারা অত্যন্ত ব্যগ্র এবং উৎকণ্ঠিত হইবে। তখন আমি আবার ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইহাদের সমুচ্ছলিত প্রেমতরঙ্গে নানাবিধ বিলাসবিহারাদি করিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিব। এই কথা মনে করিয়া শতকোটি-ব্রজরমণী-বিলাসরসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন দেখিতে দেখিতে সেই স্থানেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অকস্মাৎ মেঘ সঞ্চারে যদি গগনস্থ সূর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া যায় তাহা হইলে যেমন ভূতলস্থ অসংখ্য জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যও অদৃশ্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্হিত হইলেন তখন শতকোটি ব্রজরমণীর ভাব-দর্পণে প্রতিবিম্বিত শতকোটি কৃষ্ণই তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাপুলিনে শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত বিবিধ বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রভাবে একই শ্রীমূর্ত্তি শতকোটি ব্রজরমণীগণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সকল ব্রজরমণীরই ধারণা হইয়াছিল যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই অধিকতর ভালবাসেন, সেই জন্যই তিনি তাঁহারই নিকটে থাকিয়া বিবিধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিহারে তাঁহারই আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস বিহারাদি রসাস্বাদন করিতে করিতে যখন ব্রজরমণীগণ মান ও গর্ব্বের আবির্ভাবে বিবশ হইয়া পড়িলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেই বিম্বের অপগমে প্রতিবিম্বের অপগমের ন্যায় শতকোটি ব্রজরমণীগণই কৃষ্ণহারা হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটন-পটীয়সী মহাশক্তি যোগমায়ার মহাপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ লীলারই যথাযথ সামঞ্জস্য হইয়া যায়। যখন যেভাবে যে কার্য্য সংঘটিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-রসাস্বাদনের সুবিধা হয়, কৃষ্ণশক্তি যোগমায়া আপন প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন—নচেৎ বহুতর ঘন মণ্ডলাকারে সমবস্থিত শতকোটি ব্রজরমণীগণের মধ্যস্থল হইতে দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হওয়ার কোনই সামঞ্জস্য করা যায় না। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ যখন ব্রজরমণীগণের পরম প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাদের সহিত বিলাস বিহার প্রসঙ্গে মিলন রসাস্বাদন করেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক অসমোর্দ্ধ মহামহৈশ্বর্য্যের কথা বিস্মৃতি হইয়া যায়, কাজেই তিনি তখন ব্রজরমণীগণের প্রেমমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রেমানুরূপ ভাবে নায়কগুণ প্রকাশ করিয়া কেবলমাত্র নায়িকাপ্রেমবিবশ নায়কের মতই লীলা করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি কোনও কারণে তাঁহার রসাস্বাদনের ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার যোগমায়া শক্তিই সর্ব্ববিধ সামঞ্জস্য করিয়া দেন। যোগমায়াশক্তিপ্রভাবে কখন কি ভাবে কোন্ লীলার কি সামঞ্জস্য হইয়া যায়, তাহা সকল সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সী ব্রজরমণীগণের ধারণাগোচর হয় না। শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণরূপে শৃঙ্গার রসাস্বাদন করাইবার জন্য যেমন কৃষ্ণশক্তি যোগমায়া, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের মধ্যে ঔপপত্য ভাব সংঘটন করেন, সেইরূপ তাঁহাদের বিহারের সময়েও মধ্যে মধ্যে নানাভাবে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে বহুতর লীলার সামঞ্জস্য রক্ষা করেন।

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দোঁহার রূপ গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শতকোটি ব্রজরমণীমণ্ডলের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইবার জন্য যদি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিসন্ধিপূর্ব্বক কোনও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রেমাধীনতার হানি হয় এবং প্রেমরসাস্বাদনেরও ত্রুটি হয়। সেজন্য তিনি ব্রজরমণীগণের নিকট হইতে স্থানান্তরে গিয়া তাঁহাদের মান ও গর্ব্বের উপশম করিতে ইচ্ছুক হইলেই যোগমায়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি অন্তর্হিত করিয়া দিয়াছিলেন।

"তচ্চ তদিচ্ছায়াং জাতায়াং যোগমায়ায়ৈব সম্পাদিতমিতি" (বৈষ্ণবতোষণী)

ব্রজরমণী-মণ্ডল মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্হিত হইবার বাসনা প্রকাশ হইলেই তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অচিন্ত্যমহাশক্তি যোগমায়া তৎক্ষণাৎ তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানকালে ব্রজরমণীগণ কিছুই ধারণা করিতে পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত পরমনিগূঢ় লীলাকথারসাস্বাদন করা এবং তাহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত ধারণা করা একমাত্র তাঁহারই অপারকরুণা সাপেক্ষ। যদি কেহ বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য বলে এই সমস্ত লীলার সিদ্ধান্ত করিতে যান তাহা হইলে তাঁহার নানাপ্রকার অপসিদ্ধান্ত করিতে হয়। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে—"গর্ব্বহারী হরি কাহারও গর্ব্ব রাখেন না, সেইজন্য ব্রজরমণীগণের গর্ব্ব প্রকাশমাত্রেই তিনি চলিয়া গেলেন। অমানী না হইলে কখনও কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, সেইজন্য ব্রজরমণীগণের মান হইলেই কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন ইত্যাদি" কিন্তু মনে রাখা উচিত যে—শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া যান নাই। তিনি তাঁহাদের প্রেমবর্দ্ধন করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসনৃত্য রসাস্বাদন করিবার জন্য কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাদের দৃষ্টির অগোচরভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন পুনরায় এই সমস্ত গর্ব্বিতা ও মানিনী ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন—

"ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুমর্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতং)

—আমি তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া তোমাদের প্রেমবর্দ্ধন করিবার জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিলাম, অতএব হে প্রেয়সীগণ! তোমরা সেজন্য তোমাদের প্রিয়ের উপর কোনও দোষ-দৃষ্টি করিও না কিংবা রাগ করিও না।

যাহাদের বিদ্যা কুল ধন প্রভৃতির জন্য মান কিংবা গর্ব্বের আবির্ভাব হয় তাহাদের কৃষ্ণ প্রাপ্তি ত দূরের কথা, তাহাদের ভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণ লীলাদি কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিবারও সুযোগ ঘটে না। ব্রজরমণীগণের গর্ব্ব ও মান তাঁহাদের প্রেমরই পরিণতি বিশেষ এবং প্রাকৃত জীবের গর্ব্ব ও মান তাহাদের বহির্মুখতারই উপসর্গ বিশেষ। কাজেই ব্রজরমণীগণের গর্ব্ব ও মানে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান বার্ত্তা সমালোচনা করিতে গিয়া প্রাকৃত গর্ব্ব ও মানের কথা মনে করাও মহামূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ব্রজরমণীগণের মান ও গর্ব্বের কোনও বিশেষত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এবং শ্রীপাদ মাধ্বাচার্য্য, শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য, শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য ও শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের মতানুমোদিত যে সমস্ত টীকা আছে তাহাতে কোনই আলোচনা দেখা যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এ সম্বন্ধে একটি অভিনব ধারণা দিয়াছেন—

"অত্র বক্ষ্যমাণানুসারেণ শ্রীরাধয়ৈব সহান্তর্ধানং জ্ঞেয়ং"। (লঘুবৈষ্ণবতোষণী)

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর ব্রজরমণীগণের যে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ বৃত্তান্ত পরবর্ত্তী অধ্যায়ে (৩০ অধ্যায়) বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে একজন মূর্চ্ছিতা ব্রজবনিতাকে দেখিতে পাইলেন। অতএব ইহাতে স্পষ্টই ধারণা করা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণের নিকট হইতে অন্তর্হিত হওয়ার সময় একাকী ছিলেন না। তিনি কোনও একজন তাঁহার পরম প্রিয়া ব্রজরমণীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে কোন ব্রজরমণীরই নামোল্লেখ নাই, তথাপি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গর্গসংহিতা, রাধাতন্ত্র, ঋক্ পরিশিষ্ট, সংমোহন-তন্ত্র, গৌতমীয় তন্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের মধ্যে কতকগুলি গোপীর নাম পাইয়াছেন ও তাহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সর্ব্বমুখ্যতমা গোপীর নাম যে "রাধা" তাহাও তাঁহারা যথাশাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণী-মণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হন তখন শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন ইহাই মনে হয়।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় এ বিষয় আরও সুস্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াছেন—

"ততশ্চ সর্ব্বাসু ভগবতঃ সাধারণ্যেনৈব রমণাৎ যা সর্ব্বমুখ্যতমা বৃষভানুকুমারী সা সহসোদ্ভবদীর্ষা-কষায়িতাক্ষী মানিনী বভূব। অতো ন্যূনা অন্যাঃ সৌভাগ্যগর্ব্ববত্যো বভূবুরিত্যুদ্ভূতে বৈমত্যে সতি ভগবতৈব যত্তত্র সমাহিতং তদাহ তাসামিতি। তাশ্চ সা চেত্যেকশেষেণ তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং তস্যা বৃষভানুকুমার্য্যা-শ্চেত্যর্থঃ। ক্রমেণ তৎ তৎ সৌভগমদং মানং চ বীক্ষ্য। প্রশমায় তাসাং সৌভগমদং প্রশময়িতুং, প্রসাদায় তাং মানবতীং প্রসাদয়িতুং চ। কেশবঃ--কো ব্রহ্মা ঈশশ্চ তাবপি বয়তে প্রশান্তীতি তস্য সৌভগমদপ্রশমনে কঃ প্রয়াসঃ ইতি ভাবঃ। কেশান্ বয়তে সংস্করোতীতি কেশপ্রসাদনাদিনা তস্যাং প্রসাদনায়াং রসিকশেখরস্য তস্য চাতুর্য্যমস্তীতি ভাবঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাপুলিনে শতকোটি ব্রজরমণীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে বিবিধ বিলাসে রত হইলেন তখন শতকোটি ব্রজরমণীই পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমভাবে প্রেমব্যবহার পাইতে লাগিলেন।

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাং। পশ্যতি সস্মিতচারুপরাৎপরামনুগচ্ছতি রামাং॥ (জয়দেব)

ব্রজরমণী-বিলাস-রসরঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ, কাহাকেও আলিঙ্গন, কাহাকেও চুম্বন, কাহারও সহিত নানাবিধ বিলাস, কাহারও দিকে সপ্রেম দৃষ্টিপাত এবং কাহাকেও বাম্যভাবাক্রান্তা দেখিয়া অনুনয় করিতে লাগিলেন॥

শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি ব্রজরমণীগণের সঙ্গে সমভাবে প্রেমব্যবহারে রত হইলে—শতকোটি ব্রজরমণীর মধ্যে সর্ব্বমুখ্যতমা মহাভাব-চরমোৎকর্ষশালিনী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা সহসা ঈর্ষান্বিতা ও মানিনী হইলেন। শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্যান্য ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের নিকট সাদরপ্রেমব্যবহার পাইয়া সৌভাগ্যগর্ব্ববতী হইলেন। শ্রীরাধিকা এবং অন্যান্য সমস্ত ব্রজরমণীগণের মধ্যে এইপ্রকার বিভিন্ন প্রেমভাবের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ, তাহার যেভাবে সামঞ্জস্য করিয়াছেন তাহাই "তাসাং তৎ সৌভগমদং" প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত আছে। এই শ্লোকের "তাসাং" পদটি "তাশ্চ সা চ" এই একশেষ প্রকার দ্বন্দ্ব সমাসে নিষ্পন্ন। সুতরাং ইহার অর্থ 'তাঁহাদের' এবং 'তাঁহার'। অর্থাৎ ব্রজরমণীগণের এবং ব্রজরমণীমুকুটমণি শ্রীরাধিকার। "তাসাং" পদের এইভাবে অর্থ করিলে "তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ" এই অংশের যোজনায় ব্রজরমণীগণের সৌভাগ্য গর্ব্ব এবং শ্রীরাধিকার মান এই প্রকার অর্থ হয়। "প্রশমায় প্রসাদায়" এই অংশও এইভাবে যোজনা করিলে "ব্রজরমণীগণের সৌভাগ্য গর্ব্ব প্রশমন করিবার জন্য এবং শ্রীরাধিকার মান প্রসাদন করিবার জন্য" এই প্রকার অর্থ পাওয়া যায়। অতএব "তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত" এই শ্লোকের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ানুমোদিত ব্যাখ্যা এই যে-ব্রজরমণীগণের সহিত যখন শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার নিকট অতুলনীয় প্রেমব্যবহার পাইয়া ব্রজরমণীগণ সৌভাগ্যগর্ব্বিতা হইলেন এবং ব্রজরমণীগণশিরোমণি শ্রীরাধিকা মানিনী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রজরমণীগণের সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রশমন করিবার জন্য এবং ব্রজরমণী-মুকুটমণি শ্রীরাধিকার মান প্রসাদন করিবার জন্য শ্রীরাধিকাসহ অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শতকোটি ব্রজরমণীগণের সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রশমন করা কিছুই কঠিন কার্য্য নহে, কেননা তিনি "কেশব", ক (ব্রহ্মা) এবং ঈশ (শিব) এই দুইজনেরও নিয়ন্তা। (সৃজানি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। শ্রীমদ্ভাগবতম্।) যাঁহার নিয়মাধীন হইয়া ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন এবং রুদ্র জগৎ সংহার করেন, তাঁহার পক্ষে ব্রজরমণীগণের গর্ব্ব প্রশমন করা কিছুই কঠিন নহে। এই প্রকার শ্রীরাধিকার মান প্রসাদন করাও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কঠিন কার্য্য নহে; কেননা তিনি "কেশব" (কেশান্ বয়তে সংস্করোতি); কেশসংস্কারাদি বিবিধ প্রেমব্যবহার এবং নানাবিধ চাটুবচন প্রয়োগে মানিনীর মানভঞ্জন করা তাঁহার মত রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ধীর ললিত নায়কশিরোমণির পক্ষে কিছুই কঠিন কার্য্য নহে।

"তাসাং তৎ সৌভগমদং" প্রভৃতি শ্লোকের প্রাচীন টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ এবং পরবর্ত্তী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সমালোচনা করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রদর্শিত বিশেষত্বের ধারণা হয় না। তাহাতে মনে হয়—সমস্ত ব্রজরমণীগণই সৌভাগ্যগর্ব্বিতা এবং মানিনী হইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলেরই গর্ব্ব ও মান প্রশমন ও প্রসাদন করিবার জন্য অন্তর্হিত হইলেন।

যাঁহারা নিজ সাম্প্রদায়িক মত কিংবা প্রাচীন মতে আস্থাবশতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুমোদিত অর্থগ্রহণে অনিচ্ছুক, তাঁহারাও একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে—শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্হিত হন, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার সঙ্গে একজন গোপরমণী ছিলেন এবং তিনিই গোপরমণীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ যে, সমস্ত গোপরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গোপরমণীকে লইয়া নির্জ্জন বনমধ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ বিলাসাদি করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ত্রিংশাধ্যায়ে (৩০ অধ্যায়) সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। "যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ"—ব্রজরমণীগণ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক যাহাকে লইয়া নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়াছেন তাঁহার মত ভাগ্যবতী আর কেহ নাই। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠা গোপরমণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনন্যসাধারণ বিলাসের কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গিনী গোপরমণীর কেশপ্রসাদন করিয়াছেন (কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতং)। স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতেই দেখা যায়—"ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূং। গোপ্যঃ পশ্যতঃ কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ।" এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে—সেই কামুকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সীকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন। কেননা—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে ভার থাকায় তাঁহার চরণ মৃত্তিকায় অধিকতর মগ্ন হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে—সমস্ত গোপীগণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের এই গোপীর উপরেই আসক্তি অধিক এবং ইহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রেমব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আর কাহারও সঙ্গে করেন নাই। কিন্তু যদি সমস্ত গোপীগণই সৌভাগ্য-গর্ব্ববতী এবং মানিনী হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ যদি সকলেরই সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রশমন এবং মানপ্রসাদনের জন্য অন্তর্হিত হন, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত এই বৈষম্যের কারণ কি? অতএব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের মতানুমোদিত ব্যাখ্যায় অনুমোদন না থাকিলেও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে—শ্রীকৃষ্ণের কোনও এক গোপীবিশেষের সঙ্গে কোনও বিশেষ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া তিনি গোপীমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হওয়ার সময় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে এমন কোনও ব্যবহার করিয়াছিলেন—(স্কন্ধে বহন, কেশ প্রসাধন প্রভৃতি) যাহা অন্য কোন গোপীই পান নাই। শুধু তাহাই নহে—এই গোপীই মানিনী হইয়াছিলেন এবং ইঁহারই মান প্রসাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নানাভাবে ইহার সঙ্গে অনন্যসাধারণ প্রেমব্যবহার করিয়াছেন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব সমস্ত গোপীই সৌভাগ্যগর্ব্বিতা এবং মানিনী হইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রশমন এবং মান প্রসাদন করিবার জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিলেন—এই প্রকার ব্যাখ্যা করিলে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সহজসাধ্য হইবে না। সুতরাং "শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সর্ব্বপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকার মান প্রসাদন করিবার জন্য এবং অন্যান্য শতকোটি গোপরমণীর সৌভাগ্যগর্ব্বপ্রশমন করিবার জন্য শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন" এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুমোদিত ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিলে—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত প্রতিপাদ্য বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি কোন গোপীরই নামোল্লেখ না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের এই পরমপ্রিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গোপী এবং অন্যান্য অসংখ্য গোপীর সহিত প্রেমব্যবহারতারতম্য স্বীকারের পক্ষে কোনই অসুবিধা হয় না।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার পার্ষদশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দের সাধ্যসাধনতত্ত্ব সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে—শ্রীপাদ রায়রামানন্দ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নানুসারে স্তরে স্তরে সাধ্য নির্ণয় করিতে করিতে যখন রাধাপ্রেমকেই সর্ব্বসাধ্যশিরোমণি বলিয়া স্থাপন করিলেন এবং শতকোটি গোপরমণীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাকেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন, তখন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চুরি করি রাধায় লইলেন গোপীগণের ভরে। অন্যাপেক্ষা হইলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

ইহাতে শ্রীপাদ রায়রামানন্দের নিকট শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জিজ্ঞাস্য এই যে—শ্রীরাধিকার প্রেম যদি শতকোটি গোপীগণের প্রেম হইতে শ্রেষ্ঠ হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণেরও শতকোটি গোপীগণ অপেক্ষা শ্রীরাধিকাতেই অধিকতর পক্ষপাত দেখা যাইত। শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ সর্ব্বত্র সম হইলেও তাঁহার ভক্তপক্ষপাত তাঁহারই শ্রীমুখ বচনে গীতায় স্পষ্টই জানা যায়—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—আমি সর্ব্বভূতে সম; সুতরাং আমার কেহই প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। কিন্তু যাহারা প্রেমবশতঃ আমার সেবা করে, তাহারা আমার সেবার জন্য সর্ব্বদাই আমার নিকটে অবস্থিত এবং আমিও তাহাদের সেবা গ্রহণের জন্য সর্ব্বদাই তাহাদের নিকট অবস্থিত। অগ্নি যেমন তাহার নিকটস্থ ব্যক্তির শীত নিবারণ করে এবং নৈকট্যের তারতম্যে শীত নিবারণেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও আমার ভক্তের প্রেম-তারতম্যে প্রেমানুরূপ ভাবেই ভক্তগণের মনোবাসনা পূরণ করিয়া থাকি।

ইহা ছাড়া "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" এই গীতাবচনেও ভক্তের ভজনতারতম্যে ভগবৎপ্রাপ্তিরও তারতম্যের কথা স্পষ্টই জানিতে পারা যায়।

শ্রীরাধিকার প্রেম যদি জগতের সমস্ত ভক্তের প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তিও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। কিন্তু রাসলীলায় দেখা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে শতকোটি ব্রজরমণীগণের নিকট হইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া তাঁহার সঙ্গে বিবিধ বিলাসাদি করিলেন, কিন্তু শতকোটি ব্রজরমণীগণকে অনাদর কিংবা উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের সম্মুখেই শ্রীরাধিকার সহিত বিলাস করিতে সাহসী হইলেন না। অতএব দেখা যাইতেছে যে—শতকোটি ব্রজরমণীগণ রুষ্ট হইবেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট হইতে স্থানান্তরে গিয়া শ্রীরাধিকার মনস্তুষ্টি করিলেন। সুতরাং ব্রজরমণীগণের প্রেম অপেক্ষা রাধা-প্রেমের এমন কোনও বিশেষত্ব নাই যে—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের কোনই অপেক্ষা না রাখিয়া শ্রীরাধিকার সহিত বিলাস করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার অন্তর্ধানে স্পষ্টই জানা যায় যে—শ্রীরাধিকা এবং অন্যান্য ব্রজরমণীগণের প্রেমে কোনই তারতম্য নাই।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রকার প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীপাদ রায়রামানন্দ রাধাপ্রেমের বিশেষত্ব স্থাপনের জন্য বলিলেন—

রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা। ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া। রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥
শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস। তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা পাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটির প্রেমে হইল বামতা॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তাঁরে না দেখিয়া ইহা ব্যাকুল হৈলা হরি॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা।
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া। বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হইয়া॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

ইহাতে শ্রীপাদ রায়রামানন্দ প্রতিপাদন করিলেন যে—ত্রিজগতে রাধিকাপ্রেমের উপমা নাই। একমাত্র শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্য কুত্রাপি এই প্রকার প্রেমের পূর্ণতা দেখা যায় না।

সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

প্রেমের যে অবস্থায় সর্ব্ববিধ ভাবের পূর্ণ বিকাশ হয় এবং যাহা হ্লাদিনী শক্তির পরম সার, সেই মাদন নামক মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই বিরাজিত। একমাত্র শ্রীরাধিকা ব্যতীত এই ভাবের দ্বিতীয় আধার নাই।

শ্রীকৃষ্ণ যে শতকোটি গোপরমণীমণ্ডল হইতে রাধাসহ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, রাধাপ্রেমের চরমোৎকর্ষই তাহার একমাত্র কারণ। গোপীগণ অসন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া তিনি গোপনে রাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হন নাই। গোপীগণকে সাক্ষাৎভাবে উপেক্ষা করিয়াই তিনি রাধাসহ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাপুলিনে শতকোটি গোপীসহ বিবিধ বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীরাধিকা এবং অন্যান্য সমস্ত গোপরমণীগণের সহিত সমভাবে প্রেমব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি শতকোটি গোপরমণীর মনোবসনা পূরণ করিবার জন্য শতকোটি মূর্ত্তিতে শতকোটি গোপরমণীর নিকটস্থ হইয়াছিলেন এবং আলিঙ্গনাদি দ্বারা সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। ইহাতে শতকোটি গোপরমণীগণ পরমানন্দ-সাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন এবং সৌভাগ্য-গর্ব্বতরঙ্গে সমান্দোলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অনন্যসাধারণ মহাপ্রেমবতী শ্রীরাধিকা, ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে এমনই মমতার মন্দিরে স্থাপন করিতে চায় যেন তাঁহার কৃষ্ণ আর কাহারও না হইয়া কেবলমাত্র তাঁহারই থাকেন। তাঁহার কৃষ্ণ যদি আর অন্য কাহারও সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রেমের তাহা সহ্য হয় না। তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহার উদার তত্ত্বজ্ঞানে বলিতে পারেন যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বময়, সর্ব্বান্তর্য্যামী এবং সকলেরই। সুতরাং তাঁহাকে কেবলমাত্র আমারই মনে করা সঙ্গত নহে। কিন্তু প্রেমিকের প্রেম উদারতার ধার ধারে না, সে তাহার প্রিয়তমকে যত সংকীর্ণ করিতে পারে তাহার ততই ভাল লাগে। প্রেমের স্বভাব বড়ই কুটিল ও অন্ধ। সে কোনও যুক্তি-তর্ক মানেনা, বিচার-বিতর্ক জানে না, সে কেবল তাহার প্রিয়তমকে চায়। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের সার্ব্বজনীন সমব্যবহার রাধাপ্রেমের ভাল লাগিল না, তাই শ্রীরাধিকা মানিনী হইলেন। যদিও এ মানের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তথাপি মান আসিয়া শ্রীরাধিকার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার তখন মান বশতঃ মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণের অনেকই প্রিয়তমা আছে এবং তিনি তাহাদের সঙ্গে পরমানন্দে বিলাস রসাস্বাদন করিতেছেন। সুতরাং আমি যদি এখানে না থাকি তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কোনই ক্ষতি হইবে না। এই কথা মনে করিয়া প্রেমবতী রাধিকা প্রেমোত্থমানভরে গোপীমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। আকাশে অসংখ্য তারকারাজি বিরাজিত থাকিলেও যেমন পূর্ণশশধরের অদর্শনে গগমণ্ডলের আর পূর্ব্ব শোভা থাকে না, শ্রীরাধিকার অদর্শনেও শ্রীকৃষ্ণের নিকট শতকোটি গোপীযণ্ডলী পরিশোভিত যমুনাপুলিনও ঠিক সেই আকার ধারণ করিল। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ মানিনী শ্রীরাধিকার মানপ্রসাদন করিবার জন্য গোপীমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। শতকোটি গোপীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া রাসনৃত্য-রসাস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে আসিয়াছেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীরাধিকাই সেই রাসমণ্ডলের মধ্যদণ্ড। কোনও ঘূর্ণায়মান চক্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি মধ্যদণ্ড না থাকে তাহা হইলে যেমন সেই চক্রের আর কোনই কার্য্যকারিতা থাকে না, সেইরূপ শ্রীরাধিকা না থাকিলে গোপীমণ্ডলও নিরবলম্বন হইয়া যায়। কাজেই রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি রাসরসামোদী শ্রীকৃষ্ণও তখন গোপী-মণ্ডলকে সংস্থিত করিবার জন্যই তাহার মধ্যদণ্ডের অনুসন্ধানে চলিয়া গেলেন। সুতরাং মানিনী শ্রীরাধিকার মানপ্রসাদনই শ্রীকৃষ্ণের গোপীমণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার একমাত্র কারণ। গোপীমণ্ডলীর সম্মুখে শ্রীরাধিকাকে অধিকতর সমাদর করিলে গোপীমণ্ডলী রুষ্ট হইবেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে লইয়া নির্জ্জন স্থানে গমন করেন নাই। একমাত্র শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ ক্রীড়ারস আস্বাদন করাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সেই ক্রীড়ারসাস্বাদনের সাহায্যার্থেই তাঁহার শতকোটি গোপীর সঙ্গে সম্বন্ধ। কাজেই শ্রীরাধিকাকে যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে শতকোটি গোপী মিলিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পূরণ করিতে পারেন না। কিন্তু যদি একমাত্র শ্রীরাধিকাকে পাওয়া যায় তাহা হইলেই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দভোগবাসনা পূর্ণ হয়। তাহার সঙ্গে যদি আবার শতকোটি গোপীগণকে পাওয়া যায় তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকাসহ মিলন রসাস্বাদনেরই সমধিক উল্লাস হয়। যেমন ক্ষুধিত ব্যক্তির একমাত্র অন্নই ক্ষুধা নিবারণের উপায় এবং তাহার সহিত বিবিধ ব্যঞ্জন সংগ্রহ হইলে অন্নভোজনেরই সুবিধা হয়, সেইরূপ সুখরূপকৃষ্ণের একমাত্র শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ বিলাসই সুখাস্বাদনের হেতু এবং অন্যান্য গোপীগণ তাহারই সুবিধা করিয়া থাকেন। ক্ষুধিতব্যক্তি যদি কোন প্রকার ব্যঞ্জন সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে একমাত্র অন্ন ভোজন করিয়াই ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, কিন্তু যদি অন্ন সংগ্রহ না হয় তাহা হইলে শত সহস্র ব্যঞ্জনেও তাহার আনন্দ হয় না। শ্রীকৃষ্ণও যদি কাহাকেও না পান তাহা হইলে একমাত্র শ্রীরাধিকাকে পাইলেই তাঁহার বাসনা পূরণ হয়; কিন্তু যদি শ্রীরাধিকাকে না পান তাহা হইলে শতকোটি গোপরমণীবিলাসেও তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় না।

রাধা সহ ক্রীড়া রস আস্বাদ কারণ। আর সব গোপী হয় রসোপকরণ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন। তাঁহা বিনা সুখহেতু নহে গোপীগণ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

সুতরাং রাধাপ্রেমই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং রাধাসহ ক্রীড়ারসাস্বাদনই যে শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলার মুখ্যতম উদ্দেশ্য তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার স্বরূপ সমালোচনা করিলে জানা যায় যে—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" এই শ্রুতি-প্রদর্শিত আনন্দই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার আনন্দাংশের শক্তিই শ্রীরাধিকা। প্রতিবস্তুরই অসাধারণ স্বরূপ নির্ব্বাহের জন্য কোন প্রকার অসাধারণ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে চলে না। যেমন উষ্ণতাশক্তিপ্রভাবে অগ্নি উষ্ণ, শৈত্য শক্তিপ্রভাবে জল শীতল, সেইরূপ কোনও অসাধারণ শক্তি (হ্লাদিনী শক্তি) প্রভাবেই বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান্‌ও আনন্দস্বরূপ। অগ্নি প্রভৃতি জড় বস্তু হইতে তাহার উষ্ণতাশক্তি পৃথক্ হইতে পারে না, কিংবা অগ্নি এবং তাহার উষ্ণতা শক্তি এইরূপ দুই মূর্ত্তি প্রকাশ হওয়া সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ শক্তি ও শক্তিমান্ দুই রূপে পৃথক্ মূর্ত্তিতে লীলারসাস্বাদন করেন। যদিও প্রাকৃত জগতে শক্তি ও শক্তিমানের পৃথক্ মূর্ত্তি ধারণের কোনও দৃষ্টান্ত নাই, কিন্তু তাই বলিয়া অপ্রাকৃত বস্তু বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এই দৃষ্টান্তাভাবের কথা মনে না করাই ভাল।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং॥
(শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যাদি বিজ্ঞজন প্রদর্শিত স্মৃতিবচনং)

তর্ক দ্বারা কোনও অচিন্ত্য বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। যাহা জড়জগতের অতীত এবং সাধারণতঃ যাহা দেখা যায় না তাহাকেই অচিন্ত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার আনন্দাংশের শক্তি, পৃথক্ দুই মূর্ত্তিতে যে লীলা করিয়া থাকেন তাহাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা। মূর্ত্তিমান্ আনন্দই শ্রীকৃষ্ণ এবং মূর্ত্তিমতী আনন্দাংশের শক্তিই (হ্লাদিনী) শ্রীরাধা।

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি অগ্নি জ্বালা চয় নাহি কোন ভেদ॥
তৈছে রাধাকৃষ্ণ দোঁহে একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীরাধিকার প্রেমই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে তাহাতে আর সন্দেহের কি আছে? বিশেষতঃ যে সমস্ত গোপীগণের প্রেমের সহিত রাধাপ্রেমের তুলনা করা হয়, সে সমস্ত গোপীগণও শ্রীরাধিকারই মূর্ত্তি বিশেষ। কাজেই শ্রীরাধার প্রেমের সঙ্গে তাঁহাদের প্রেমের তুলনা করিবার প্রয়াসও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণেরই আনন্দাংশের শক্তি শ্রীরাধিকা নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করাইয়া থাকেন। তাঁহার এই লীলাই রাসাদি বিবিধ ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতাদিগ্রন্থে বর্ণিত আছে। নারায়ণাদি নানা মূর্ত্তিতে লক্ষ্মী প্রভৃতি নানা প্রেয়সীর সহিত শ্রীকৃষ্ণই নানাভাবে আনন্দাস্বাদন করিয়া থাকেন। তাঁহার নারায়ণাদি মূর্ত্তি যেমন তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ তাঁহার লক্ষ্মী মহিষী গোপী প্রভৃতি প্রেয়সীবর্গও শ্রীরাধিকা হইতে পৃথক্ নহেন।

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥
কৃষ্ণকে করায় যৈছে রস আস্বাদন। ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনাগণ আর কান্তাগণ সার। শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করেন অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার॥
লক্ষ্মীগণ হয় তাঁর অংশ বিভূতি। বিম্ব প্রতিবিম্বরূপ মহিষীর ততি॥
আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে। কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে॥
গোবিন্দনন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা শিরোমণি॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

অতএব শ্রীকৃষ্ণ, শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত যমুনা পুলিনে বিবিধ বিহারে প্রবৃত্ত হইলেও একমাত্র শ্রীরাধিকার সহিত বিলাসরসাস্বাদনই তাঁহার মূল লক্ষ্য এবং শ্রীরাধিকার প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীরাধিকার প্রেমের এই বিশেষত্ব বশতঃই তিনি শতকোটি গোপীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সমভাবে প্রেমব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া মানিনী হইয়াছেন এবং তাঁহার মানপ্রসাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি ব্রজরমণীকে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র তাঁহাকে লইয়াই অন্তর্হিত হইয়াছেন। শতকোটি ব্রজরমণীগণ প্রেমবশতঃ প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণের নিকট যথোচিত প্রেমব্যবহার পাইয়াছেন এবং সেজন্য সৌভাগ্যগর্ব্বিতা হইয়াছেন। কিন্তু অসাধারণ প্রেমবতী শ্রীরাধিকা সৌভাগ্যগর্ব্বিতা না হইয়া মানিনী হইয়াছেন। রসিকেন্দ্রশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণও গোপীমণ্ডলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া শতকোটিগোপরমণীর সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রশমন করিয়াছেন এবং শ্রীরাধিকার মান প্রসাদন করিয়াছেন।

"তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশবঃ" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এইভাবে শ্রীরাধিকা এবং অন্যান্য শতকোটি ব্রজরমণীর প্রেম-তারতম্য দেখাইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমব্যবহারের তারতম্য দেখাইয়াছেন। কেহ যদি এই ব্যাখ্যার মর্ম্মগ্রহণে অস্বীকৃত হন তাহা হইলেও তাঁহার কোন একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গোপীর সহিত অন্যান্য অসংখ্য গোপীর যে কিছু তারতম্য আছে এবং সেজন্য শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদের সহিত প্রেমব্যবহারের তারতম্য ঘটিয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ইতঃপূর্ব্বে এই তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ভক্তকবি জয়দেবও তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দকাব্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের এই লীলা এইভাবেই গাহিয়াছেন—

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ। বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষাবশেন গতান্যতঃ॥
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্॥

(শ্রীগীতগোবিন্দম্)

শ্রীকৃষ্ণ যখন শতকোটি গোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া সমস্ত গোপীগণের সহিতই সমভাবে প্রেমব্যবহার করিতে লাগিলেন, তখন পরমপ্রেমবতী সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার না পাইয়া ঈর্ষান্বিতা হইলেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গুঞ্জনরত মধুব্রত-পরিবেষ্টিত কোনও নিভৃত নিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দীনবচনে নিজ সখীর নিকট মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শতকোটি গোপীগণের সহিত বিলাসরসাস্বাদনমত্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন শতকোটি গোপীমণ্ডলের মধ্যে তাঁহাদের শিরোমণিস্বরূপা শ্রীরাধিকাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন আর তাঁহার শতকোটি গোপরমণী বিলাসে কিছুমাত্র আনন্দ হইল না। অন্নের অভাবে যেমন নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, সেইরূপ একমাত্র শ্রীরাধিকার অভাবে তাঁহার শতকোটি গোপরমণীবিলাসও অসার এবং অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইল, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ শতকোটি গোপীমণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥ (শ্রীগীতগোবিন্দম্)

শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ বাসনার সারসর্ব্বস্ব রাসবিহারবাসনা-বন্ধনের শৃঙ্খলস্বরূপ। তাঁহাকে গোপীমণ্ডলী মধ্যে না দেখিয়া গোপীনাথ তাঁহারই কথা ভাবিতে ভাবিতে (রাধামাধায় হৃদয়ে) শতকোটি ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্লোকস্থ "সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং" এই অংশের ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দেখা যায়—

সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥

রাসনৃত্যরসামোদী শ্রীব্রজরাজনন্দন, তাঁহার রাসনৃত্য বাসনায় পরমাশ্রয়রূপা শ্রীরাধিকাকে না দেখিয়া তাঁহার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং নানাস্থানে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন—

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥ (শ্রীগীতগোবিন্দম্)

শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন হইয়াও শ্রীরাধিকার বিরহে মদন-মোহিত হইয়া পড়িলেন এবং মাধব অর্থাৎ শতকোটি ব্রজরমণী বিলাসরত হইয়াও রাধাবিরহে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনের নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়াও শ্রীরাধিকাকে না পাইয়া বিষণ্ণচিত্তে যমুনাতীরস্থ কোনও কুঞ্জে যাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণবপদাবলীতেও গোপীমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণের রাধাসহ অন্তর্ধানের কথাই জানা যায়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাসবিহারে মগন শ্যাম নটবর রসবতী রাধা বামে।
মণ্ডলী ছোড়ি রাইকর ধরি হরি চললি আন বনধামে॥ (উদ্ধব দাস)

গৌড়ীয়বৈষ্ণব টীকাকারগণ, "তাসাং তৎ সৌভগমদং" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই অভিনব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন। শতকোটি গোপরমণীগণের সৌভাগ্যগর্ব্বপ্রশমন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গোপী রাধিকার মানপ্রসাদনই যে শ্রীকৃষ্ণের গোপীমণ্ডলী হইতে অন্তর্ধানের মুখ্য কারণ তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবটীকাকারগণের ব্যাখ্যায় সুস্পষ্টরূপে ধারণা হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব টীকাকারগণের প্রদর্শিত ব্যাখ্যারীতিতে "তাসাং তৎ সৌভগমদং" প্রভৃতি শ্লোক আস্বাদন করিলে শ্রীকৃষ্ণের এই পরমরসময়ী লীলা সম্বন্ধে ধারণা হয় যে—প্রেমরসাস্বাদনবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার মান প্রশমন করিবার জন্য শ্রীরাধিকাসহ গোপীমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইয়া শ্রীরাধিকার সহিত বনমধ্যে মিলিত হইলেন এবং তাঁহার মান প্রসাদন করিয়া তাঁহাকে লইয়া বনে বনে বিবিধ বিলাসরসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। এদিকে সৌভাগ্যগর্ব্ববতী শতকোটি ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া বিরহসাগরে ভাসমান হইলেন এবং বিরহসাগরের তরঙ্গাঘাতে তাঁহাদের গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেল। তখন তঁহারা বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণবৃত্তান্ত পরবর্ত্তী অধ্যায়ে (৩০শ অধ্যায়ে) বর্ণিত আছে।

শ্রীরাধিকার মান ও তাহার প্রসাদন সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী, তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে বলিয়াছেন—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মান উদঞ্চতি॥
(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

সর্পের গতি যেমন স্বভাবতঃই কুটিল, সেইরূপ প্রেমের গতিও স্বভাবতঃই কুটিল। প্রেম সর্ব্বদাই প্রিয় ব্যক্তির ত্রুটি সম্ভাবনা এবং দোষ কল্পনা করিয়া থাকে। কাজেই কোনও কারণ থাক বা না থাক প্রেমিকের মানোদয়ের কোনই বাধা হয় না। অতএব সহেতু এবং নির্হেতু ভেদে মান দ্বিবিধ। রসশাস্ত্রকারগণ সহেতু মানকে ঈর্ষামান এবং নির্হেতু মানকে প্রণয়মান বলিয়া থাকেন। যমুনাপুলিনে শতকোটি ব্রজললনা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের উপর শ্রীরাধিকার যে মান প্রকাশ হইয়াছিল তাহা চৈতন্য-চরিতামৃত এবং শ্রীগীতগোবিন্দ সমালোচনায় সহেতু মান বলিয়াই বোধ হয়, কারণ সমস্ত ব্রজরমণীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমভাবে প্রেমব্যবহারই এই মানোৎপত্তির কারণ। কিন্তু "তাসাং তৎ সৌভগমদং" প্রভৃতি শ্লোকের লঘুতোষণীটীকার ভঙ্গিতে মনে হয়—এই লীলায় শ্রীরাধিকার নির্হেতুমান প্রকাশ হইয়াছিল। মানিনী নায়িকার মানভঞ্জনের উপায় সন্ধন্ধে রসশাস্ত্রে বর্ণিত আছে—

হেতুজোঽপি শমং যাতি যথাযোগং প্রকল্পিতৈঃ। সামভেদক্রিয়াদাননত্যুপেক্ষারসান্তরৈঃ॥
(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

নির্হেতুমান যেমন বিনা কারণেই প্রকাশ পায়, সেইরূপ তাহার উপশমও বিনা করণেই হইয়া থাকে। কিন্তু সহেতু মান প্রসাদন করিতে হইলে—সাম, ভেদক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা এবং বিস্ময়-করুণাদি রসান্তরের অবতারণা করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীমণ্ডল মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন ইহাও উপেক্ষা নামক মানপ্রসাদনের উপায় বিশেষ। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধিকাকে উপেক্ষা করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই, সুতরাং মিষ্ট বাক্য এবং চাটুবাক্য প্রয়োগেই (সাম) তাঁহার মান প্রসাদন করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

যাহা হউক—শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি টীকাকারগণের ইঙ্গিতে "তাসাং তৎ সৌভগমদং" প্রভৃতি শ্লোকে যদি শ্রীরাধিকা প্রভৃতি সমস্ত গোপীগণেরই সৌভাগ্যগর্ব্ব ও মান স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে উপেক্ষা বশতঃ সকলেরই গর্ব্ব ও মানের উপশম হইয়াছিল। যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণের অভিনব রসাস্বাদন প্রণালীতে শ্রীরাধিকার মান এবং অন্যান্য শতকোটি ব্রজরমণীর সৌভাগ্যগর্ব্ব এই বিশেষত্ব গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে উপেক্ষা বশতঃ শতকোটি ব্রজরমণীগণের সৌভাগ্য গর্ব্ব প্রমশন এবং নির্জ্জন বনে একাকিনী শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সানুনয় মিষ্ট বচনে মানের উপশম হইয়াছিল—এইভাবে এই লীলার রসাস্বাদান করিবেন ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ × ॥

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-
কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং
দশমস্কন্ধস্যৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমঃ স্কন্ধঃ

——০ঃ(*)ঃ০——

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

——ঃ*ঃ——

শ্রীশুক উবাচ।

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ। অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপং ॥ ১

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈর্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—ভগবতি (বিচিত্রলীলারসবৈদগ্ধীপ্রকটনপরে স্বয়ং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে) সহসৈব (অকস্মাদেব) অন্তর্হিতে (অদর্শনং গতে) তং (শ্রীকৃষ্ণং) অচক্ষাণাঃ (অপশ্যন্ত্যঃ) ব্রজাঙ্গনাঃ (ব্রজরমণ্যঃ) যূথপং (মত্তগজেন্দ্রং অপশ্যন্ত্যঃ) করিণ্যঃ ইব অতপ্যন্ (বিরহসন্তপ্তা বভূবুঃ)॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের অকস্মাৎ অন্তর্ধানে, ব্রজরমণীগণ তাঁহাকে না দেখিয়া মত্তগজের অদর্শনে করিণীকুলের ন্যায় বিরহসন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন॥ ১

শ্রীধরটীকা।—ত্রিংশে বিরহসন্তপ্তগোপীভিঃ কৃষ্ণমার্গণম্। উন্মত্তবদ্দীর্ঘরাত্র্যাং ভ্রমন্তীভির্বনেবনে॥ অচক্ষাণাঃ অপশ্যন্তঃ॥ ১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদন্তর্দ্ধানকথনেন শ্রীবাদরায়ণেরপ্যার্ত্তিভরোদয়াৎ কথাবিচ্ছেদেনাধ্যায়পাতঃ। তদেবং জাতদুঃখত্বেঽপি তাসামেকাং সর্ব্বতঃ পরমাং যামাদায় শ্রীভগবানন্তর্হিতঃ তস্যাঃ সৌভাগ্যং ক্ষণাদনুসন্ধায় ধৈর্য্যমবলম্বমান আহ অন্তরিতি। সহসৈবান্তর্হিত ইতি অন্তর্দ্ধানস্য প্রকারান্তর্কণাৎ। অতর্কিতে তু সহসা ইত্যমরঃ। অয়ং তাপাধিক্যে হেতুরুহঃ। ব্রজস্যাঙ্গনা ইতি তাসাং তদেকপ্রিয়ত্বেন বিরহতাপস্যৌচিত্যমাধিক্যঞ্চাভিপ্রেতম্। যূথপং মত্তগজেন্দ্রং করিণ্য ইবেতি তদেকালম্বনত্বেন তাসাং তদ্বিচ্ছেদাত্তাপাধিক্যে দৃষ্টান্তঃ॥ ১

অন্বয়ঃ।—রমাপতেঃ (রমায়াঃ সর্ব্বরূপগুণমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যসম্পদধিষ্ঠাতৃশক্তেঃ পত্যুঃ অধ্যক্ষস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) গত্যা (বালসিংহখেলনগঞ্জনগমনভঙ্গ্যা, গত্যাদিসর্ব্ববিধকায়িকচেষ্টাভির্ব্বা) অনুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈঃ (অনুরাগঃ স্ববিষয়ককান্তযোগ্যভাববিশেষঃ, স্মিতং জগন্মনোমোহনং মন্দহসিতং, বিভ্রমঃ ভ্রূপ্রভৃতীনাং চালনেন তত্তন্মধুরচেষ্টা, ঈক্ষিতং সবিলাসনিরীক্ষণঞ্চ তৈঃ) মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ (মনোরমাঃ মনোহরাঃ আলাপাঃ প্রেমালাপাঃ বিহারাঃ বিবিধাঃ শৃঙ্গারচেষ্টাবিশেষাশ্চ তৈঃ) আক্ষিপ্তচিত্তাঃ (সমাকৃষ্টমনসঃ) তদাত্মিকাঃ (তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে এব চিত্তং যাসাং তাঃ তন্ময়াঃ) প্রমদাঃ (ব্রজাঙ্গনাঃ) তাঃ তাঃ (পূর্ব্ববর্ণিতাঃ বাহুপ্রসারপরিরম্ভপ্রভৃতয়ঃ) বিচেষ্টাঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য পরমানির্ব্বচনীয়া বিবিধাঃ চেষ্টাঃ) জগৃহুঃ (চেতসি দধ্যুঃ)॥ ২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥ ৩

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর গমনভঙ্গি, সানুরাগ হাস্য, ভ্রূবিক্ষেপ, সপ্রেমনিরীক্ষণ, মনোহর আলাপ এবং বিবিধ বিহারবিভ্রমাদিতে আকৃষ্টচিত্তা ব্রজরমণীগণ তন্ময় হইয়া তাহাই ধ্যান করিতে লাগিলেন॥ ২

শ্রীধরটীকা।—গত্যা চ অনুরাগস্মিতাভ্যাং বিভ্রমেক্ষিতানি সবিলাসনিরীক্ষণানি তৈশ্চ মনোরমা আলাপাশ্চ বিহারাশ্চ ক্রীড়াশ্চ বিভ্রমা অন্যে চ বিলাসাস্তৈশ্চ রমাপতের্গত্যাদিভিরেতৈরাক্ষিপ্তানি আকৃষ্টানি চিত্তানি যাসাং তাঃ অতস্তস্মিন্নেব আত্মা যাসাং তর্হি তস্য বিবিধা চেষ্টাঃ জগৃহুঃ। তদনুকরণেনাক্রীড়ন্॥ ২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী—তাপমেবাভিব্যঞ্জয়তি গত্যেত্যাদিনা পঞ্চাধিকাধ্যায়দ্বয়েন। গতিঃ সামান্যা, অনুরাগঃ স্ববিষয়কঃ কান্তযোগ্যো ভাবঃ, স্মিতং, বিভ্রমেক্ষিতানি চ তৈঃ। বিভ্রমোঽত্র ভ্রূপ্রভৃতীনাং তত্তন্মধুরচেষ্টাঃ। বিহারঃ শৃঙ্গারচেষ্টা। উত্তরো বিভ্রমঃ শৃঙ্গারভাববিশেষঃ। তথাচোক্তং চিত্তবৃত্ত্যনবস্থানং শৃঙ্গারাদ্বিভ্রমো মত ইতি। তত্রানুরাগচিত্তবৃত্ত্যনবস্থানে মানসে। গতিস্মিতবিভ্রমযুক্তেক্ষিতবিহারাঃ কায়িকাঃ। আলাপো বাচিক ইতি জ্ঞেয়ম্। এতদুপলক্ষণত্বেনান্যেঽপি ভাবা জ্ঞেয়াঃ। অত্রচ গতেঃ সামান্যত্বেন পৃথগুক্তিঃ। স্মিতাদিকয়োরনুরাগারম্ভমাত্রজায়মানত্বেন তৎসমুদিতোক্তিঃ। আলাপবিহারয়োর্বিভ্রমজন্মনৈব জায়মানত্বেন তৎসমুদিতেতি। তৈর্গত্যাদিভিস্তাভিঃ সমেতাভিরিত্যাদি বর্ণিতৈঃ পূর্ব্বাচরিতৈরাক্ষিপ্তচিত্তাঃ ততশ্চ তদাত্মিকাস্তন্ময্যঃ সত্যঃ প্রমদাস্তাস্তা বাহুপ্রসারেত্যাদিভিঃ পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বা বিবিধা চেষ্টা জগৃহুঃ প্রাপ্তাঃ। তত্র প্রমদাঃ যৌগিকার্থপুরস্কারেণ জাতিত এব প্রকৃষ্টমদযুক্তাঃ কিং পুনস্তৎপ্রেমবত্যস্তা ইত্যর্থঃ। রমায়াঃ সর্ব্বরূপগুণমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যসম্পদধিষ্ঠাতৃশক্তেঃ পত্যুরধ্যক্ষস্য ইতি সর্ব্বাতিশায়িতা সূচিতা। যদ্বা। রমা শ্রীরাধা ইতি পূর্ব্ববৎ। বক্ষ্যমাণতৎসাহিত্যং সূচিতম্। তাস্তাঃ বাহুপ্রসারেত্যাদিভিঃ পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বাঃ বিবিধচেষ্টা জগৃহুঃ প্রাপ্তাঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—প্রিয়স্য (প্রাণকোটিতোঽপি পরমপ্রেষ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু (পূর্ব্ববর্ণিতগত্যাদিষু) প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ (আবিষ্টদেহাঃ) কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ (কৃষ্ণবিহারস্মরণজনিতমহোন্মাদভাবগ্রস্তাঃ) তদাত্মিকাঃ (শ্রীকৃষ্ণগতচিত্তাঃ) প্রিয়াঃ (শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্যঃ) অবলাঃ (ব্রজরমণ্যঃ) অহং তু (অহমেব) অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি (ইত্যেবং) ন্যবেদিষুঃ (পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ)॥ ৩

মূলানুবাদ।—কৃষ্ণগতচিত্তা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের দেহেও তাঁহাদের কোটিপ্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের গমন, হাস্য, দৃষ্টিসঞ্চার, বচন প্রভৃতির আবেশ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে "আমিই কৃষ্ণ" বলিয়া বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—অপিচ গতিস্মিতেতি প্রিয়স্য গত্যাদিষু প্রতিরূঢ়া আবিষ্টা মূর্ত্তয়ো যাসাং তাঃ। অতঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ কৃষ্ণস্যেব বিহারবিভ্রমাঃ ক্রীড়াবিলাসা যাসাং তাঃ। অহমেবাসৌ কৃষ্ণ ইতি পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ॥ ৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্র তদাত্মকত্বমেবাভিব্যঞ্জয়তি গতীতি। প্রিয়স্য গত্যাদিষু উক্তেষু। আদিশব্দাদ্বিহারবিভ্রমৌ উক্তানুবাদত্বেন পূর্ব্বোক্ততত্তদ্বিশেষণানি নোক্তানি। তেষু প্রতিরূঢ়াঃ সদৃশীভূতা মূর্ত্তয়ঃ ইন্দ্রিয়াদিসংঘাতাত্মকদেহা যাসাং তাঃ ইত্যন্তর্ব্বহিস্তদ্ভাবাপত্তিরুক্তা। অবলাঃ স্ত্রিয়ঃ ইতি স্ত্রীচেষ্টানুকরণবেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ ৪

যুক্তমিতি ধ্বনিতম্। তথাপি তু এব। যত্র যুষ্মাকমুৎকণ্ঠা অহমেবাসৌ তত্তদ্বিহারনাগর ইতি প্রত্যেকং সর্ব্বা মিথো ন্যবেদয়ন্ত। কীদৃশ্যঃ সত্যঃ। কৃষ্ণবদ্বিহারে বিভ্রমো বিলাসো যাসাং কৃষ্ণবিহারস্য বিভ্রমো ভ্রান্তির্যাভ্যো বা তাদৃশ্যঃ। তন্ময়ত্বঞ্চ প্রেমলীলাভরস্বভাবেনৈব নতু অহংগ্রহোপাসনাবেশেনেত্যাশয়েনাহ প্রিয়াঃ প্রিয়স্যেতি। প্রিয়াস্তস্মিন্ স্বাভাবিকপ্রেমবত্যঃ। প্রিয়স্য স্বস্মিন্নপি স্মর্য্যমাণতাদৃশপ্রেমকস্যেত্যর্থঃ। লীলাখ্যশ্চানুভাবোঽয়ম্। প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিরিত্যুক্তেঃ। যথাচ প্রয়োগঃ। মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা, মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ইতি ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—সংহতাঃ (অন্যোন্যং মিলিতাঃ ব্রজরমণ্যঃ) অমুমেব (শ্রীকৃষ্ণমেব) উচ্চৈঃ গায়ন্ত্যঃ বনাৎ বনং (বনাৎ বনান্তরং গচ্ছন্ত্যঃ) উন্মত্তকবৎ বিচিক্যুঃ (শ্রীকৃষ্ণমেব অমৃগয়ন্) আকাশবৎ ভূতেষু (সর্ব্বজীবেষু) অন্তরং বহিঃ (অন্তর্ব্বহির্ব্যাপ্য স্থিতং) পুরুষং (শ্রীকৃষ্ণং) বনস্পতীন্ (বনস্থবৃক্ষসমূহান্) পপ্রচ্ছুঃ (পৃচ্ছন্তি স্ম) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—ব্রজরমণীগণ সকলে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণগান করিতে করিতে উন্মাদিনীর ন্যায় বন হইতে বনান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বনস্থ বৃক্ষরাজির নিকট সেই আকাশবৎ সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত সর্ব্বাত্মক সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ গায়ন্ত্য ইতি। বনাদ্বনান্তরং গচ্ছন্ত্যো বিচিক্যুঃ অমৃগয়ন্। উন্মত্ততুল্যত্বমাহ। বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুঃ। ভূতেষু অন্তরং মধ্যে সন্তং পুরুষং বহিশ্চ সন্তমিতি ॥ ৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততশ্চ চিরাৎ প্রাপ্তাবধানানাং তাসাং পুনরুন্মাদাখ্যামবস্থাং বর্ণয়তি গায়ন্ত্য ইতি। গানমত্র গোকুলে প্রসিদ্ধং পূতনাবধাদিময়ং তচ্চ বিষজলাপ্যয়াদিত্যাদি বক্ষ্যমাণরীত্যা স্বরক্ষণাভিপ্রায়েণ। উচ্চৈর্গানন্তু তং প্রতি দূরান্নিজার্ত্তিশ্রবণার্থম্। কিংবা গীতপ্রিয়স্য তস্য তেনাকর্ষণার্থং কিংবা আর্ত্তিভরস্বভাবাদেব। অমুমেবেতি। যদ্যপি ত্যাগেন পরমদুঃখদোঽসৌ তথাপি তমেবেত্যর্থঃ। গণয়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে ইত্যাদিবৎ। সংহতা অন্যোন্যং মিলিতাঃ সত্যঃ। সর্ব্বত্র সম্যঙ্মার্গণার্থম্। কিংবা সখ্যেনান্যোন্যং আর্ত্ত্যুপশমনার্থম্। কিংবার্ত্তিবিশেষস্বভাবাদেব। গানান্বেষণয়োর্যৌগপদ্যমিদং গায়ন্ত্য এব ভ্রমন্তি মধ্যে মধ্যে তু পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ। বনস্পতীন্ প্রতি প্রশ্নে হেতুঃ। উন্মত্তকবদিতি। স্বার্থে কন্। তেন কেশাদ্যসম্বরণং ব্যজ্যতে। পুরুষং সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপমপি। অতএবাকাশবদ্ভূতেষু অন্তরং বহিশ্চ ব্যাপ্য সন্তমপি পপ্রচ্ছুঃ। নিজপ্রেমাবলম্বনকেবলনরলীলারূপেণৈব তস্য তৎপ্রশ্নবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্বা। অহো বত তাসাং ইদং সর্ব্বং কিমরণ্যরুদিতমেব জাতং নেত্যাহ আকাশেতি। বক্ষ্যতে চ স্বয়ম্। ময়া পরোক্ষং ভজতেতি। যদ্বা। পুরুষং স্বনায়কং পপ্রচ্ছুঃ তঞ্চ ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু আকাশবদন্তরং বহিশ্চ সন্তং সাক্ষাদিব সত্তয়া স্ফুরন্তং পপ্রচ্ছুঃ। তাদৃশজ্ঞানস্ফূর্ত্তিশ্চ তাসাং প্রেমবিবর্ত্তবিশেষাদেব; বনলতা স্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যা ইতিবৎ। তত্র বহিস্ফুরণং দূরতঃ অন্তস্তু নিকটাৎ। তত্র চ সত্যুন্মাদেনৈবানিন্দ্রিয়েষ্বপি বনস্পতিজাতিষু প্রশ্নো যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রজরমণীরমণরসাস্বাদনরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত বিচিত্র প্রেমব্যবহার করিতে করিতে হঠাৎ যখন অন্তর্হিত হইলেন, তখন প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের যে অভাবনীয় অবস্থান্তর উপস্থিত হইল তাহা বর্ণনাতীত। অসংখ্য চকোরীগণকে সুধা বিতরণ করিতে করিতে যদি হঠাৎ গগনমণ্ডল হইতে সুধাকরের অন্তর্ধান হয়, কিংবা অসংখ্য ভ্রমরীগণকে মকরন্দরসে আপ্যায়িত করিতে করিতে যদি অকস্মাৎ জলজদল জলমগ্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে চন্দ্রহারা চকোরী এবং কমলহারা মধুকরীগণের যে প্রকার অবর্ণনীয় অবস্থান্তর উপস্থিত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিলাসসুধাপানরত ব্রজরমণীগণেরও অকস্মাৎ কৃষ্ণহারা হইয়া এক অভাবনীয় অবর্ণনীয় অবস্থান্তর উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্মিতকৌমুদীচ্ছটায় পরিতৃপ্ত ব্রজরমণীগণ অকস্মাৎ বিরহদাবানলে পতিত হইয়া এমনই সন্তপ্ত হইয়া পড়িলেন যে,—তাঁহারা কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ধারণাই করিতে পারিলেন না যে তাঁহাদের কি হইল! তাই তাঁহারা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া কিছুক্ষণ ব্রজাহতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি, রাসলীলারসাস্বাদন করাইবার জন্য ক্রমশঃ তাঁহাদের দেহে চেতনা সঞ্চার করিলেন এবং কৃষ্ণবিরহের অনুভূতি প্রকাশ করিয়া দিলেন। মত্তগজেন্দ্রের সহিত বিলাসমগ্না করিণীকুল যদি অকস্মাৎ মত্তগজেন্দ্রের সঙ্গচ্যুত হইয়া যায় তাহা হইলে তাহারা যেমন ক্ষিপ্ত হইয়া বনে বনে বিচরণ করে ব্রজরমণীগণও ক্রমশঃ সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"অন্তর্হিতে ভগবতি" প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান এবং সেজন্য ব্রজরমণীগণের বিরহ তাপের কিছু বিশেষত্ব জানা যায়। পূর্ব্বে আলেচিত হইয়াছে এবং পরেও জানা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের নিকট হইতে অন্তর্হিত হন, তখন তাঁহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়তমা কোনও গোপী ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার কোনও নামোল্লেখ না থাকিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সমালোচনায় জানা যায় যে এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনী ব্রজরমণীই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ যখন শতকোটি ব্রজরমণী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকাসহ অন্তর্হিত হইলেন তখন সকলেই শ্রীকৃষ্ণবিরহসাগরে ভাসমান হইলেন। কিন্তু শ্রীরাধিকার সঙ্গিনী ললিতা বিশাখা প্রভৃতি ব্রজরমণীগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের কোটি কোটি প্রাণাধিকা রাধিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের নিজ প্রিয়সখীর নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-সৌভাগ্য ভাবনা করিয়া অন্তরে পরমানন্দ লাভ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়সখীর সৌভাগ্য দেখিতে পাইলেন না এবং মিলনকালে তাঁহারা তাঁহাদের যথাযোগ্য সেবা করিতে পাইলেন না বলিয়া দুঃখিত হইলেন। শ্রীরাধিকার যূথ ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত গোপীযূথ ছিলেন তাঁহারা কেহই ললিতাদি সখীবৃন্দের ন্যায় শ্রীরাধিকা-পক্ষপাতিনী নহেন এবং তাঁহারা কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরমপ্রেয়সী কোনও গোপীকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। কাজেই এখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তীব্রতাপ ভোগ করিতে লাগিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রদর্শিত রীতি অনুসারে গোপীসহ গোপীনাথের লীলাকথারসাস্বাদন করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণেপ্রেয়সীগণ সম্বন্ধে ধারণা রাখা উচিত যে—সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশের শক্তি হ্লাদিনীর ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রেয়সীবৃন্দবরিষ্ঠা এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর ঘনীভূত মূর্ত্তিই শ্রীরাধিকা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্ এবং শ্রীরাধিকা তাঁহার শক্তি। দার্শনিক সিদ্ধান্তে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সকলেরই স্বীকৃত। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা স্বরূপতঃ একই বস্তু, কিন্তু লীলারসাস্বাদনের জন্য অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা দুই দেহে শ্রীবৃন্দাবনে বিবিধ লীলা রসাস্বাদন করিয়া আসিতেছেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণলীলারসতত্ত্বজ্ঞ-গণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাকে দুইজন বলেন না। তাঁহারা সকলেই জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা একজনেরই দুই মূর্ত্তি। শ্রীভগবানের শক্ত্যভিমানিনী মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা এবং স্বরূপাভিমানিনী মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীভগবানের নিত্যলীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনে অনাদিকাল হইতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ লীলারসাস্বাদন হইয়া আসিতেছে কিন্তু তাহা সকল সময়ে জগতে প্রকাশ হয় না। সূর্য্য যেমন সর্ব্বদাই গগনে বিরাজিত থাকিলেও তাঁহাকে সব সময়ে দেখা যায় না, সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা সর্ব্বদাই শ্রীবৃন্দাবনে প্রকাশ থাকিলেও তাহা সর্ব্বদাই প্রপঞ্চগোচর হয় না। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে লীলারসাস্বাদন করাইবার জন্য অনাদিকাল হইতে বহু মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলা করিয়া থাকেন। ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীবৃন্দ তাঁহারই মূর্ত্তি-ভেদ।

আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই মূল এবং ললিতাদি সখীগণ তাঁহারই মূর্ত্তিভেদ। তাঁহার মধ্যে শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণে কান্তাভাব এবং ললিতাদি গোপীগণের সখীভাব। কান্তাভাব এবং সখীভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে পার্থক্য জানা যায় যে—শ্রীরাধিকা প্রভৃতি যে সমস্ত কান্তাভাববতী ব্রজরমণী আছেন, তাঁহারা বিবিধ বিলাসবিহারাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। কিন্তু যাঁহারা সখীভাবসম্পন্না তাঁহারা কখনও কৃষ্ণের সহিত বিলাসবিহারাদির প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না। তাহারা নিজ নিজ যূথেশ্বরী শ্রীরাধিকাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইলেই পরমানন্দ লাভ করেন এবং সর্ব্বদাই নিজ যূথেশ্বরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। মিলনকালে যথাযোগ্য চামর ব্যজন তাম্বুলার্পণাদি সেবা করেন এবং নানাবিধ বিলাস সামগ্রী সম্পাদন করেন।

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজলীলায় সখীর নাহি মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজ কেলি হইতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণ লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

সাধক ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা কান্তাভাব প্রাপ্তির জন্য সাধনানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সিদ্ধিদশায় গোপীদেহ লাভ করিয়া কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন এবং যাঁহারা সখীভাব প্রাপ্তির লালসায় নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের আনুগত্যে সাধনানুষ্ঠান করেন তাঁহারা সিদ্ধিদশায় গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন।

সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, তাঁহার চরণানুগত ভক্তগণকে সখীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তির সাধনাই উপদেশ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সখীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তির জন্য রাগমার্গে সাধন পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকাকে লইয়া শতকোটি গোপীমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন শ্রীরাধিকার সখীগণ এবং তাঁহাদের চরণানুগত সাধনসিদ্ধ গোপীগণ শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান বুঝিয়া নিজ যূথেশ্বরী শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই নিভৃতমিলনে পরমানন্দে বিভোর হইলেন; কিন্তু সেই মধুর লীলাবিলাস দেখিতে না পাইয়া এবং লীলাসময়োচিত সেবা করিতে না পাইয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন।

চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কান্তাভাবময়ী ব্রজরমণীগণ এবং তাঁহাদের সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-সাগরে ভাসমান হইলেন। "অন্তর্হিতে ভগবতি" প্রভৃতি শ্লোকে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কান্তাভাববতীগণেরই বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ললিতা বিশাখা প্রভৃতি শ্রীরাধিকার সখীগণ এবং তাঁহাদের চরণানুগতা নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা সেবাপরা সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপে সন্তপ্ত হন নাই, কাজেই তাঁহাদের বিরহাবস্থা বর্ণিত হয় নাই। যদিও তাঁহারা শ্রীরাধিকাসহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে সন্তপ্তা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সে সন্তাপ শ্রীকৃষ্ণবিরহে নহে, তাঁহাদের সন্তাপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনলীলার অদর্শনে এবং সময়োচিত সেবা-প্রাপ্তির অভাবে।

"অন্তর্হিতে ভগবতি" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীরাধিকার সখীগণের সন্তাপেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে—"ভগঃ শ্রীকামমাহাত্ম্যে" প্রভৃতি কোষবচনে জানা যায় "ভগ" শব্দের অর্থ শ্রী। "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ" প্রভৃতি ব্রহ্মসংহিতাবচনে জানা যায় যে—ব্রজদেবীগণও শ্রী পদবাচ্য; তাহার মধ্যে শ্রীরাধিকাই মুখ্যা, অতএব শ্রী শব্দের মুখ্যার্থ শ্রীরাধিকা। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পুগ্রন্থে শ্রীশব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"শ্রীশব্দোঽপি রাধা"। এইভাবে "ভগ" শব্দের অর্থ "শ্রী" অর্থাৎ রাধা হইলে ভগবান্ শব্দে শ্রীরাধিকাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। সুতরাং "ভগবতি শ্রীরাধিকাসহ মিলিতে শ্রীকৃষ্ণে সহসৈব অন্তর্হিতে ব্রজাঙ্গনাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ সখ্যঃ তং শ্রীরাধিকাসহিতং শ্রীকৃষ্ণং অচক্ষাণাঃ অপশ্যন্তঃ অতপ্যান্" এই ভাবে "অন্তর্হিতে ভগবতি" প্রভৃতি শ্লোকের অর্থাস্বাদন করিলে জানা যায় যে—অকস্মাৎ শ্রীরাধিকাসহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে শ্রীরাধিকার সখীগণ তাঁহাকে না দেখিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী গোপরমণীগণের সন্তাপের ইয়ত্তা প্রকাশের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে—"করিণ্য ইব যূথপং"—মদমত্ত করিসহ বিহরণবতী করিণীগণ অকস্মাৎ তাহার যূথ মধ্য হইতে করী অদৃশ্য হইলে যেমন সন্তপ্ত হয় ব্রজরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে সেইরূপ সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রয়োগের কারণ কি তাহা লঘুতোষণীকার মীমাংসা করিয়াছেন—

"যূথপং মত্তগজেন্দ্রং করিণ্য ইবেতি তদেকাবলম্বনতাসাং তদ্বিচ্ছেদাৎ তাপাধিক্যে দৃষ্টান্তঃ।"

একটি মত্তগজের অনুগত হইয়া বহুতর করিণী বনভ্রমণ করে এবং সেই যূথপতি মত্তগজ শুণ্ড দ্বারা তাহাদের অঙ্গস্পর্শ করিয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করে। করিণীগণ তাহাদের যূথপতি মত্তগজকে এতই ভালবাসে যে—তাহারা সেই মত্তগজকেই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মনে করে। ব্রজরমণীগণেরও শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অবলম্বন এবং তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শসুখসিন্ধুতে ভাসমান ছিলেন, কাজেই সেই অংশে: করিণীর দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে। করিণীযূথপতি মত্তগজের অদর্শনে যেমন করিণীগণ, যূথপতি মত্তগজের স্পর্শ-সুখের অভাবে এবং কতকগুলি করিণী, যূথপতি মত্তগজের ক্রীড়া দর্শনের অভাবে সন্তপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজরমণীগণও "বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ" প্রভৃতি পূর্ব্বশ্লোকপ্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমব্যবহার প্রাপ্তির অভাবে এবং শ্রীরাধিকার সখীগণ শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ বিচিত্রবিহার দর্শনের অভাবে সন্তপ্ত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার সখীবৃন্দ ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিহারবিলাসরসপ্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ সমাদর ও প্রেমব্যবহারে বিশ্ব ভুলিয়া গিয়া অন্তরে বাহিরে অপ্রাকৃত পরমানন্দের ছবি দেখিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে তাঁহারা প্রবলবিরহতরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা একেবারে কৃষ্ণহারা হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণের যে মধুর লীলাবিগ্রহ তাঁহাদের বাহ্যদৃষ্টিত আনন্দবর্ষণ করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে তাঁহারা তাহাতেই বঞ্চিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্মৃতি জাগরূকই থাকিল। কাজেই তখন তাঁহাদের অন্তর শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র মধুরলীলাবলীর স্মৃতিতে পরমানন্দময় এবং বাহির শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত তীব্র বিষজ্বালায় জর্জ্জরিত। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের অদ্ভুত স্বভাববশতঃ প্রেমবান্ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে এবং বিরহে সমভাবেই আনন্দ ও সন্তাপ ভোগ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে তাঁহাদের বাহিরে পরমানন্দ এবং অন্তরে ভাবি বিরহের তীব্র তাপ অনুভূত হয় এবং বিরহে বাহিরে তীব্র তাপ এবং অতীত মিলনের সুখস্মৃতিতে অন্তর আনন্দময় থাকে।

শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিতবিগ্রহশ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যখন রাধাভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-সিন্ধুতে পতিত হন, তখন তাঁহার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়:-

এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে, নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষ জ্বালা হয়, অন্তরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইলেন তখন বিরহিণী ব্রজরমণীগণ বাহিরে তীব্র সন্তাপে অভিভূত হইলেও তাঁহাদের অন্তরে অতীত মিলনস্মৃতি জাগরূক হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দতন্ময়তা উপস্থিত করিল। শ্রীকৃষ্ণ যে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাদের সহিত বিবিধ প্রেমব্যবহার করিয়াছিলেন, বিরহদশায় তাঁহাদের হৃদয়ে তাহার প্রত্যেকটি মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের সেই সুললিত গতিভঙ্গি, সেই পরমানুরাগবশতঃ নানাবিধ কান্তভাবের ব্যবহার, সেই মনোহর মৃদুহাস্য, সেই মুখ নয়ন ও ভ্রূ প্রভৃতির মনোরম ভঙ্গি এবং কটাক্ষদৃষ্টিপাত প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ প্রেমব্যবহারের মধুর স্মৃতিতে তাঁহাদের অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের সহিত মিলনসময়ে মনোরম আলাপ করিয়াছিলেন তাহার প্রতি পদ ও প্রতি বাক্যই তাঁদাদের অন্তরে জাগরূক হইয়া তখনও যেন তাঁহাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ যে মিলনসময়ে ব্রজরমণীগণকে বলিয়াছিলেন—অয়ি স্থলকমলিনি! এই তৃষ্ণার্ত্ত ভ্রমরকে মকরন্দদানে আপ্যায়িত করিবে? তাহাতে ব্রজরমণীগণ ইঙ্গিতে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন—হে ভ্রমর! পদ্মিনীর পতি সূর্য্য, সুতরাং পদ্মিনী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমরকে কেন মধু পান করাইবে? তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—হে পদ্মিনীগণ! তোমরা কি তোমাদের স্বভাব ভুলিয়া গিয়াছ? পদ্মিনীগণের স্বভাবই এই যে—তাহারা নিজপতি সূর্য্যকে মধুপান করিতে দেয় না, কিন্তু যখন উপপতি ভ্রমরের সহিত মিলন হয় তখন তাহারা তাহাদের গুপ্ত মকরন্দ ভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটন করে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মনোরম পরিহাসযুক্ত বাক্যভঙ্গিতে ব্রজরমণীগণ পরাজিত এবং আনন্দিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত আলিঙ্গন চুম্বনাদি বিবিধ বিহার করিয়াছেন এবং বিবিধ বিভ্রমে চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ কতই মধুর ভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকার কত ভাবে যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সময়ে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত প্রেমব্যবহারজনিত পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহার স্মৃতি আসিয়া ব্রজরমণীগণকে এক অভিনব ভাবে বিভাবিত করিয়া দিল।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের চিত্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের সুললিত গতিভঙ্গি প্রভৃতির মূর্ত্তিমতী স্মৃতিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল, তখন স্মৃতি যেন তাঁহাদের চিত্তকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিল 'অরে চিত্ত! তুই এখনও বিরহিণী ব্রজরমণীগণের হৃদয়াভ্যন্তরে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছিস্? যাঁহার লীলার স্মৃতিতে তোর এত আনন্দ, সত্বর তাঁহার অন্বেষণের জন্য তোর একটুও ব্যাকুলতা নাই?' পুনঃ পুনঃ এই প্রকার স্মৃতির আক্ষেপে ব্রজরমণীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণলীলাবেশে তন্ময় হইয়া তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণের সেই সুললিত গতিভঙ্গি, ত্রিভুবনমোহনকারী মৃদুহাস্য, সপ্রেম নিরীক্ষণ, এবং বিবিধ প্রেমালাপের নিরন্তর ধ্যানবশতঃ ব্রজরমণীগণের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বিহারবিভ্রমে তন্ময় হইয়া গেল। তখন প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, তাঁহাদের পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত হইয়া পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার জন্য কেন ব্যাকুল হইতেছ? এই ত আমি তোমাদের নিকটেই রহিয়াছি।" ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণতন্ময়তা এমন ভাবে তাঁহাদের অন্তরে ও বাহিরে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইল যে, তাঁহাদের আকার, ইঙ্গিত, ভাব ভঙ্গি, স্থিতি গতি প্রভৃতি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণেরই মত হইয়া গেল। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের তন্ময়তা বর্ণনা করিয়াছেন—

লীলাগায়ং স্তত্তদাবেশবশ্যস্তত্তদ্ভাবং প্রাপগোপীনিকায়ঃ।
চিত্রং কৃষ্ণাবেশিতামাপ যা যা গৌরাঙ্গী সা কৃষ্ণবর্ণা প্রতীতা॥ (শ্রীগোপালচম্পূঃ)

যে সমস্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে কৃষ্ণতন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তন্ময়তা এতই বিস্ময়প্রদ যে—তাহাতে গৌরবর্ণা গোপীগণ কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সুললিত গতি ভঙ্গি, মৃদু মধুর হাস্য-ভঙ্গি, নানাবিধ প্রেমালাপ, কটাক্ষ দৃষ্টিপাত প্রভৃতি দেখিলে মনে হয়—শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার সমস্ত ভাবভঙ্গি প্রভৃতি ব্রজরমণীগণের নিকট রাখিয়া কেবলমাত্র তাঁহার দেহ লইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

ব্রজরমণীগণের এই তন্ময়তা সম্বন্ধে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লঘুতোষণীটীকায় সমালোচনা করিয়াছেন—

"তন্ময়ত্বঞ্চ প্রেমলীলাভরস্বভাবেনৈব ন তু অহংগ্রহোপাসনাবশেনেত্যাশয়েনাহ প্রিয়াঃ প্রিয়স্যেতি। প্রিয়া স্তস্মিন্ স্বাভাবিকপ্রেমবত্যঃ, প্রিয়স্য স্বস্মিন্নপি স্মর্য্যমাণতাদৃশপ্রেমকস্যেত্যর্থঃ।"

নির্ভরগভীর প্রেমস্বভাববশতঃই ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ তন্ময়তাপ্রাপ্তি হইয়াছিল। তাঁহাদের তন্ময়তা যে অহংগ্রহোপাসনা নহে, শ্লোকস্থ "প্রিয়াঃ প্রিয়স্য" এই অংশে সেই তত্ত্বই পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্রজরমণীগণ স্বাভাবিক প্রেমবতী বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ প্রেমব্যবহার তাঁহাদের স্মৃতিপটে নিরন্তর প্রতিফলিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রিয়। সুতরাং এ তন্ময়তায় শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণ তাঁহাদের প্রিয় কৃষ্ণের ভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই প্রকার জীবব্রহ্মৈক্য ভাবনার কোনই সম্বন্ধ নাই।

অহংগ্রহোপাসনা এবং প্রেমতন্ময়তার পার্থক্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিলে মনে হয়—যাঁহারা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মভাব লাভ করিবার জন্য সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সাধনাবস্থায় সগুণোপাসনা করিতে হয় এবং তৎকালে শিব বিষ্ণু প্রভৃতি শ্রীভগবানের মূর্ত্তি পূজা করিতে "শিবোঽহং" "সোঽহং" প্রভৃতি ভাবনা করিতে হয়। "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ" প্রভৃতি অহংগ্রহোপাসনা প্রতিপাদক শাস্ত্র বচনেও জানা যায় যে—কোনও দেবতার অর্চ্চনা সময়ে সাধকের সেই সেই দেবতারূপেই আত্মভাবনা করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া শিবপূজার সময় জটাজুট ত্রিশূলসর্পাভরণাদি ধারণ করিয়া সাধকের শিব সাজিতে হয় না; কিংবা শ্রীকৃষ্ণপূজাকালে বাঁশী হাতে করিয়া কদম্বতলে দণ্ডায়মান হইতে হয় না। তাঁহাদের সগুণোপাসনার অবস্থায় শিবকৃষ্ণাদি পূজার সময় "শিবোঽহং" কৃষ্ণোঽহং" প্রভৃতির ভাবনামাত্র করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনার সময় শিব কৃষ্ণ প্রভৃতি ইষ্ট মূর্ত্তিকে "অহং" বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া এই উপাসনাকে অহংগ্রহোপাসনা বলে। এই উপাসনার সিদ্ধিদশায়, সাধক গুণমুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন এবং তৎকালে তাঁহাদের কোন প্রকার অহংভাব থাকে না কিংবা কাহারও সহিত কোনও প্রকার আলাপ কিংবা ব্যবহারাদি থাকে না। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" এই শ্রুতি বচনে জানা যায় যে—ব্রহ্মময় অবস্থায় দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই তিন প্রকার ভেদমুক্ত হইয়া সাধক, ব্রহ্মস্বরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া যান। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ সমালোচনায় বিস্তৃতভাবে ব্রহ্মভাবের কথা জানা যায়। এখানে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির সাধনায় যে অহংগ্রহোপাসনা করিতে হয় তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এ সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা রাখা উচিত যে—অহংগ্রহোপাসনার সাধনে কিংবা সিদ্ধিদশায় "আমিই শিব" "আমিই কৃষ্ণ" এই প্রকারের কোনও ব্যবহার করিতে হয় না। উপাসনার সময় উপাস্য দেবতাকে "অহং" বলিয়া গ্রহণ করিয়া অর্চ্চনা করিতে হয় এবং সিদ্ধিদশায় সাধক যখন তাঁহার উপাস্যস্বরূপে লীন হইয়া যান, তখন আর তাঁহার কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না।

উপাসনার সময় শ্রীভগবান্‌কে অহং ভাবে ভাবনা করিয়া উপাসনার পদ্ধতি শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু জাগতিক ব্যবহারের সময় শ্রীভগবান্ কিংবা তাঁহার কোনও পার্ষদকে "অহং" বলিয়া ঘোষণা করা কিংবা তাঁহাদের বেশ-ভূষাদির অনুকরণ করা শাস্ত্র ও সদাচার সম্মত বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে দেখা যায় যে, বেণ নামক একজন নরপতি নিজেকে ভগবান্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার নরকভোগ করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ কিম্বা তাঁহার কোনও পার্ষদের ভাব ও বেশের অনুকরণ করা কাহারও পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে। কেহ শিব সাজিয়া জটা ত্রিশূলাদি ধারণ ও অঙ্গে ভস্মলেপন করিতে পারেন, কিন্তু বিষধর সর্পের আভরণ ধারণ কিংবা গরল ভক্ষণ করিতে পারেন না। কৃষ্ণ সাজিয়া মাথায় চূড়া, গলায় বনমালা প্রভৃতি ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু কালিয় দমন, গোবর্দ্ধনধারণাদি করিতে পারেন না। গোপ কিংবা গোপী সাজিয়া কতগুকলি নির্ব্বোধ লোককে প্রতারণা করিয়া ভঙ্গি দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের মত সর্ব্বত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে দেখা যায়—ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদও কোন কোনও সময়ে শ্রীভগবানের লীলা-স্মরণে তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং শ্রীভগবানের লীলানুকরণ করিতেন—

"ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ" (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ এবং প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণের কথায় কেহ কেহ ব্রহ্মভাব কিংবা অদ্বৈতভাব বলিয়া ভ্রান্তধারণা প্রচার করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের প্রেম-তন্ময়তাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ ব্রহ্মভাব কিংবা অদ্বৈতভাব নহে। ইহা তাঁহাদের প্রেমসিন্ধুরই তরঙ্গবিশেষ। রসশাস্ত্রকারগণ ইহাকে "লীলা" নামক অনুভাববিশেষ বলিয়া থাকেন—

প্রিয়ানুকরণং লীলারম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

প্রেমতন্ময়তাবশতঃ প্রিয়ের ভাব, বেশাদি ও ক্রিয়াদির অনুকরণকে "লীলা" নামক অনুভাব বলা হয়। ব্রজরমণীগণ যে পরস্পর পরস্পরকে "আমিই কৃষ্ণ" বলিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধাদি লীলানুকরণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের অহংগ্রহোপাসনা কিংবা ব্রহ্মভাব নহে।

প্রেমবান্ ভক্তগণ প্রেমবশতঃ তাঁহাদের পরমপ্রিয় শ্রীভগবানের লীলা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময়তা লাভ করেন এবং তাঁহাদের আন্তরিক তন্ময়তা দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতেও প্রকাশ হইয়া শ্রীভগবানের লীলানুকরণ হইয়া থাকে। কিন্তু সংসারদুঃখ হইতে মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় যাঁহারা ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ। নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥৫

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভাবনা করিতে করিতে ব্রহ্মময় হইয়া যান। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে কোন প্রকার ভাবাবেশাদির অনুকরণ করা সম্ভবপর হয় না। কাজেই অহংগ্রহোপাসনা এবং প্রেমতন্ময়তা একই বলিয়া ধারণা করা কোন প্রকারেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাবিহারাদির স্মৃতিতে তন্ময় হইয়া গেলেন, তখন তাঁহাদের প্রেমসিন্ধুতে নানাপ্রকার ভাবের তরঙ্গ প্রকাশ পাইল। তাঁহারা কখনও বা "আমিই কৃষ্ণ" বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধাদি লীলা গান করিতে লাগিলেন এবং কখনও বা "উন্মাদ" নামক সঞ্চারি ভাবের প্রকাশে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

যদিও ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া এই প্রকার দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিতে পারেন নাই, কিংবা শ্রীকৃষ্ণের উপর তাঁহাদের কোন প্রকার দ্বেষবুদ্ধি হয় নাই। তাঁহারা প্রবল কৃষ্ণবিরহেও সকলে মিলিয়া তাঁহাদের পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণেরই নানাবিধ লীলাগান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ লীলাগান করিতে করিতে তাঁহাদের যখন উন্মাদভাবের অভিব্যক্তি হইল, তখনও তাঁহারা বনে বনে এমন ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—যেন তাঁহাদের কৃষ্ণ সর্ব্বত্রই আছেন এবং বনের তরুলতা পশুপক্ষি প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের কৃষ্ণকে দেখিয়াছে।

যদিও "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ সর্ব্বব্যাপী এবং অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত, তথাপি ব্রজরমণীগণ তাঁহাকে কোনদিনই সেভাবে ভাবনা করেন নাই কিংবা তাঁহাদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের সে স্বরূপের গ্রাহক নহে। কাজেই তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানীর মত সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান করেন নাই, তাঁহারা প্রেমেরই উন্মাদনাবশতঃ উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে ঘুরিয়া তাঁহাদের পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়াছেন॥ ১—৪

অন্বয়ঃ।—অশ্বত্থ! প্লক্ষ! ন্যগ্রোধ! (হে তত্তন্নামকা বৃক্ষাঃ!) প্রেমহাসাবলোকনৈঃ (সপ্রমহাস্য-সমন্বিতদৃষ্টিপাতৈঃ) নঃ (অস্মাকং) মনঃ হৃত্বা (চোরয়িত্বা) গতঃ (পলায়িতঃ) নন্দসূনুঃ (শ্রীব্রজরাজনন্দনঃ) বঃ (যুষ্মাভিঃ) কচ্চিৎ দৃষ্টঃ (কিং নয়নগোচরো বভূব হ)॥ ৫

মূলানুবাদ।—হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ! হে ন্যগ্রোধ! সপ্রেমহাস্যসমন্বিত দৃষ্টিসঞ্চারে আমাদের মনোহরণ করিয়া পলায়িত নন্দনন্দনকে তোমরা কি দেখিয়াছ?॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—তৎ প্রপঞ্চয়তি নবভিঃ। তত্র মহত্ত্বাদেতে পশ্যেয়ুরিত্যাশয়া অশ্বত্থাদীন্ পৃচ্ছন্তি দৃষ্ট ইতি। প্রেমহাসবিলসিতৈরবলোকনৈর্নোঽস্মাকং মনো হৃত্বা চোর ইব গতঃ বো যুষ্মাভিঃ কিং দৃষ্ট ইতি॥ ৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—বো যুষ্মাভিঃ। প্রত্যেকং পৃথক্ সম্বোধনং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ত্বেনাদরাৎ। নন্থ কিমর্থমসৌ যুষ্মাভিঃ পৃচ্ছতে তত্রাহুঃ নো মনো হৃত্বা গত ইতি। হৃত্বেতি মনসো রত্নত্বং ব্যজ্যতে। অতো নষ্টোদ্দেশিত্বেনাগতাস্তং চৌরং সাধূন্ যুষ্মান্ পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ। নন্দসূনুরিতি স্ববিশ্বাসহেতূপন্যাসস্তথাপীত্যর্থঃ। নন্দেতি যৌগিকবৃত্ত্যা তস্য প্রত্যুতসর্ব্বব্রজানন্দহেতুত্বমেব যুজ্যত ইতি ভাবঃ। অতএব দুঃখেন সাক্ষাত্তন্নামোক্তিরপি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণনামানুক্তিস্বীর্যয়াপি। অপিশব্দাচ্চোরস্য নাম্নোঽগ্রাহ্যত্বেন সূচকস্যাপি তদ্ভবেদিত্যুক্তেঃ। কচ্চিৎ প্রশ্নে। ভবদ্ভির্দৃষ্টে সতি চাস্যামেব দিশি বিহরতীতি সমাশ্বাসমাসাদ্যান্বেষয়াম ইতি ভাবঃ॥ ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কচ্চিৎ কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ। রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥ ৬
কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—কুরুবকাশোকানাগপুন্নাগচম্পকাঃ (হে তত্তন্নামকা বৃক্ষাঃ!) মানিনীনাং (মানবতীনাং রমণীনাং) দর্পহরস্মিতঃ (দর্পহরং স্মিতং যস্য সঃ) রামানুজঃ (বলদেবস্য কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতঃ (গতঃ) কচ্চিৎ (কিং দৃষ্টঃ?) ॥৬

মূলানুবাদ।—হে কুরুবক! অশোক! নাগ! পুন্নাগ! চম্পক! যাঁহার মধুর হাস্যে মানিনীগণের দর্প চূর্ণ হয় সেই রামানুজ কি এই পথে গিয়াছেন? ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—মহান্তঃ, স্বপুষ্পৈর্বহূপকারিণশ্চেতি কুরুবকাদীন্ পৃচ্ছন্তি কচ্চিদিতি। হে কুরবকাশোকাদয়ঃ। দর্পহরং স্মিতং যস্য সঃ। ইতো গতঃ কচ্চিদিতি ॥ ৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—মহত্তমত্বাদেতেঽস্মান্ ক্ষুদ্রাঃ প্রত্যবজ্ঞয়া নূনং ন কথয়েয়ুরিতি মত্বাস্মান্ পৃচ্ছন্তি কচ্চিদিতি। কুরুবকঃ শোণোঽম্লানঃ। নাগো নাগকেশরঃ। কিং ইতো গতঃ। যদ্বা অত্রান্তর্হিতো বর্ত্ততে। পূর্ব্বং দৃষ্ট ইতি পৃষ্টম্। অধুনান্বিত ইতি। দূরতোঽপি দর্শনং সম্ভবেৎ। তথাপি ন সুলভঃ স্যাদিতি নিকটাগতস্য সতোঽত্রৈব তৎপদান্বন্বিষ্য তৈশ্চেতমন্বেষয়াম ইতি ভাবঃ। গত ইতি চ পাঠো বহুত্র। তন্মতে টীকায়ামিত ইত্যধ্যাহৃত্য ব্যাখ্যাতম্। রামানুজ ইতি নন্দসূনুরিতিবৎ। নন্বু মানিনীনাং যুষ্মাকং কথং তেন মনোহৃতং তত্রাহুর্মানিনীনাং ইতি। তাসাং দর্পহরং স্মিতমপি যস্য তাদৃশোঽপীতি তস্যাবিমৃশ্যকারিত্বঞ্চ ধ্বনিতম্। দর্পো গর্ব্বঃ। তদানীমেব তৎকৃতেন কপটস্মিতেন মানময়গর্ব্বো হৃতঃ। অতএবান্বেষয়াম ইতি। তথা তাদৃশমহামোহনস্য বিচ্ছেদেন ক্ষণমপি জীবিতুং ন শক্নুম ইত্যতঃ পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—কল্যাণি (হে পরমসৌভাগ্যবতি!) গোবিন্দচরণপ্রিয়ে (গোবিন্দস্য গোকুলেন্দ্রস্য চরণৌ প্রিয়ৌ যস্যাঃ সা তথাভূতে) তুলসি অলিকুলৈঃ সহ (ভ্রমরবৃন্দৈঃ সহ বর্ত্তমানামপি) ত্বা (ত্বাং) বিভ্রৎ (মালাদিরূপেণ ধারয়ন্) তে (তব) অতিপ্রিয়ঃ (পরমপ্রীতিপাত্রঃ) অচ্যুতঃ (কদাপি ত্বয়া সহাবিযুক্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) কচ্চিৎ দৃষ্টঃ (কিং ত্বয়া দৃষ্টঃ) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—হে সৌভাগ্যবতী গোবিন্দচরণপ্রিয়া তুলসি! তুমি অলিকুলব্যাপ্ত হইলেও তোমার অতি প্রিয় অচ্যুত তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি কোন্ পথে গিয়াছেন, তুমি কি দেখিয়াছ? ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রত্ত্বাতিপ্রিয়স্তয়া কিং দৃষ্ট ইতি ॥ ৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এতে পুরুষজাতিত্বেন প্রায়ঃ শ্রীকৃষ্ণপক্ষগ্রাহিণোঽস্মাকং মানং বিজ্ঞায়াস্মৎয়া ন কিল কথয়েয়ুরিতি স্ত্রীজাতিত্বেনাত্মপক্ষগ্রাহিণীং মন্যমানাঃ শশ্বৎদৃষ্টতৎপ্রীত্যনুমিতসৌভাগ্যবিশেষেণ চ তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্য শ্রীতুলসীং পৃচ্ছন্তি কচ্চিদিতি। কল্যাণি! হে জগন্মঙ্গলকারিণি! পরমসৌভাগ্যবতীতি বা। অত্র হেতুর্গোবিন্দেতি গোবিন্দো গোকুলেন্দ্রঃ তচ্চরণপ্রিয়া ত্বং শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজ ইত্যাদিবৎ। যদ্বা চরণশব্দোঽত্রাদরমাত্রব্যঞ্জকঃ। আচার্য্যচরণা বদন্তীতিবৎ। আদরশ্চাধুনা দৈন্যেন, হে গোকুলেন্দ্রপ্রিয়ে ইত্যর্থঃ। ইতি তস্যাগমনাবশ্যকত্বং বিবক্ষিতম্। তৎপ্রিয়ত্বে হেতুঃ সহেতি। নচ তত্র তবানবধানং সম্ভবেৎ। যতস্তেঽতিপ্রিয় ইতি। শ্লেষেণাতিক্রান্তপ্রিয়ানস্মদ্বিধানিত্যপি ধ্বনিতম্। অলিকুলৈঃ সহ ইতি তস্যাঃ সাদ্গুণ্যং দর্শিতং অলীনামপ্যনিবার্য্যত্বসূচনাৎ। যদ্বা অতিপ্রিয়ত্বমেব বিবৃতং তৎ প্রিয়ত্বেনৈব তে শিলীমুখা অপি ন নিবার্য্যন্ত ইতি সূচনাৎ। তথা মত্তানাং তেষাং ঝঙ্কারেণ নিহ্নবাসম্ভবত্ব চ সূচিতম্। অতোঽবশ্যং ত্বদন্তিকমাগতত্বয়া দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। অচ্যুত ইতি শ্লেষেণ কদাপি ত্বত্তো ন বিচ্যুতো ভবিষ্যতীতি তদেব দৃঢ়ীকৃতম্ ॥ ৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চন্মল্লিকে জাতি যূথিকে। প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥৮

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—মালতি! মল্লিকে! জাতি! যূথিকে! (হে তত্তন্নামিকাঃ পুষ্পলতাঃ!) করস্পর্শেন (শ্রীহস্তদ্বারাযুষ্মৎপুষ্পাণাং অবচয়েন) বঃ (যুষ্মাকং) প্রীতিং জনয়ন্ (আনন্দমুৎপাদয়ন্) যাতঃ (গতঃ) মাধবঃ (সর্ব্বশোভানিকেতনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বঃ (যুষ্মাভিঃ) কচ্চিৎ (কিং) অদর্শি (দৃষ্টঃ)?॥ ৮

মূলানুবাদ।—হে মালতি! মল্লিকা! জাতি! যূথিকে! পুষ্পচয়নচ্ছলে করস্পর্শে তোমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া সর্ব্বানন্দনিকেতন ব্রজরাজনন্দন কোথায় গেলেন, তোমরা কি দেখিয়াছ?॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—গুণাতিরেকেঽপি নম্রত্বাদিমাঃ পশ্যেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি মালতীতি। হে মালতি মল্লিকে জতি যূথিকে যুষ্মাভিঃ কিমদর্শি দৃষ্টঃ? করস্পর্শেন বঃ প্রীতিং জনয়ন্ কিং যাত ইতি। অত্র মালতীজাত্যোরবান্তর-বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ॥ ৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তথাপি তদাদ্রিয়মাণত্বাভিমানাদিয়ং খলু ন কথয়েদিতি নম্রীভূয় পুষ্পার্পণেন নূনং শ্রীকৃষ্ণসেবিকা অপি নিরভিমানা এতা এব পৃচ্ছন্তি মালতীতি। বৈয়গ্র্যেণ প্রত্যেকং সম্বোধনম্। অতঃ কিমিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র কিমিতি কচ্চিদিত্যস্যৈবানুবর্ত্তমানস্যার্থঃ। দর্শনঃ তাবজ্জাতমেব তত্র স্পর্শোঽপি কিং জাত ইতি বিশেষমেব পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ। যদ্বা তাসাং তদ্দর্শনং সম্ভাবয়ন্তি প্রীতিমিতি। করস্পর্শচিহ্নদর্শনাদিতি ভাবঃ। তত্র হেতুশ্চ পুষ্পপ্রিয়ত্বান্মাধবো বসন্ত ইব মাধব ইতি। করস্পর্শেনেতি যুষ্মৎপুষ্পাণামুৎকৃষ্টানাং শ্রীহস্ত-দ্বারাবচয়েনেত্যর্থঃ। যাত ইতি সমানদুঃখত্বেনাস্মভ্যং তৎ কথয়িতুং যোগ্যমেব চ ইতি ভাবঃ। এবং দাসীষু পুষ্পিণীষ্বপি তাসু নখক্ষতাদিসূচনেন সের্ষ্যং নর্ম্ম চাভিপ্রেতম্॥ ৮

অন্বয়ঃ।—চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ (হে তত্তন্নাম্না প্রসিদ্ধা মহীরুহাঃ) অন্যে যে (ইতোঽন্যে যে গুবাকনারিকেলাদয়ঃ) পরার্থভবকাঃ (পরার্থজীবনাঃ) যমুনোপকূলাঃ (যমুনাকূলসমীপে বর্ত্তমানাঃ তীর্থবাসিনো বৃক্ষাঃ) রহিতাত্মনাং (শূন্যচেতসাং) নঃ (অস্মাকং) কৃষ্ণপদবীং (কৃষ্ণপ্রাপ্তিমার্গং) শংসন্তু (কথয়ন্তু)॥ ৯

মূলানুবাদ।—হে চূত, প্রিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক (আকন্দ), বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ প্রভৃতি যমুনাতীরবাসী পরোপকারপরায়ণ বৃক্ষগণ! এবং যমুনাতীরস্থ গুবাক নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষগণ! এই শূন্যহৃদয়া ব্রজরমণীগণকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ দেখাইয়া দাও॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—ফলাদিভিঃ সর্ব্বপ্রাণিসন্তর্পকা এতে পশ্যেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি চূতেতি। চূতাম্রয়োরবান্তর-জাতিভেদঃ কদম্বনীপয়োশ্চ। যে চূতাদয়ঃ যেঽন্যে পরার্থমেব ভবো জন্মো যেষাং তে। যমুনোপকূলাঃ যমুনায়াঃ কূলসমীপে বর্ত্তমানাস্তীর্থবাসিন ইত্যর্থঃ। তে ভবন্তঃ রহিতাত্মনাং শূন্যচেতসাং নঃ কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণস্য মার্গং শসন্তু কথয়ন্তু॥ ৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—শ্রীকৃষ্ণদাস্যঃ এতাঃ শঙ্কয়া তং বত ন কথয়েয়ুরিতি মুনিপ্রায়ত্বেনাপ্তানন্যান্ পৃচ্ছন্তি চূতেতি। চূতো লতাজাতিঃ। আম্রো বৃক্ষজাতিঃ। পূর্ব্বত্রৈব নম্রত্বাম্রে কবিভির্লতাত্বং প্রযুজ্যতে, মধ্যদেশাদৌ লতাকারাশ্চ তে দৃশ্যন্তে ইতি। নীপশ্চ নীপো ধূলিকদম্বে স্যাদিতি বিশ্বপ্রকাশাৎ পরাগপ্রধানো মহপুষ্পোঽসৌ জ্ঞেয়ঃ। প্রিয়ালঃ অস্যৈব বীজং চারবীজতয়া খ্যাতং ভুজ্যতে। পনসঃ কণ্টকিফলম্। অসনঃ পীতসালঃ। কোবিদারো যুগপত্রকঃ কোয়িলাব ইতি বিন্ধ্যাদৌ প্রসিদ্ধঃ, কাঞ্চনারতুল্যঃ কাঞ্চনারভেদোঽয়ম্। অর্কোঽতি নিকৃষ্টোঽপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রি সম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥ ১০

পৃষ্ট ইতি তাসামুৎকণ্ঠাতিশয়ং স্পষ্টীকৃতঃ। নন্থ যুষ্মান্ প্রতি তৎকথনেন কিমস্মৎপ্রয়োজনং তত্রাহুঃ পরেতি। অত্র শ্রীস্বামিপাদমতে ভবকা ইতি ইকাররহিতঃ পাঠঃ ভবো জন্মেতি ব্যাখ্যানাৎ। বহুব্রীহৌ কঃ; ইকারযুক্ত-পাঠস্তু সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। ততশ্চ ভবিকং মঙ্গলং অভ্যুদয় ইত্যর্থঃ তথাপ্যর্থঃ স এব। তথাপি যমুনোপকূলা ইতি তীর্থবাসিত্বেন সত্যবাদিত্বাৎ কৃপালুত্বাচ্চ সত্যমেব শংসনীয়ং নতু বঞ্চনীয়মিতি ভাবঃ। উপ সমীপে কূলং যেষাং তে উপকূলাঃ যমুনায়া উপকূলা যমুনোপকূলা ইতি তু বিগ্রহঃ। নন্থ স্বয়মেব যুষ্মাভিরন্বিষ্য গৃহ্যতামিত্যাশঙ্ক্য নিজার্ত্তিজ্ঞাপনেন কৃপাং জনয়ন্ত্যঃ সকাতর্য্যমাহুঃ—রহিতাত্মনাং বিরহ-হত-জ্ঞানানামিত্যর্থঃ। অতো মৃতপ্রায়াঃ স্বয়মন্বেষ্টুং ন শক্নুম ইতি ভাবঃ। পূর্ব্বং সর্ব্বেষু প্রায়োদর্শনং পৃষ্টং এষু তু পূর্ব্বপূর্ব্বেষু প্রত্যুত্তরালাভেন চাতুর্য্যা-নিশ্চিত্যৈব কেবলং তদ্বর্ত্মোদ্দেশপ্রার্থনং ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—ক্ষিতি (হে পৃথিবি!) তে (ত্বয়া) কিং তপঃ (পুণ্যজনকং কর্ম্ম) কৃতং (অস্মিন্ পূর্ব্বস্মিন্ বা জন্মনি সমাচরিতং?) বত (অহো যা ত্বং) কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবা (কেশবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্ঘ্রিস্পর্শেন চরণযুগলসংস্পর্শেন উৎসবো যস্যাঃ সা) অঙ্গরুহৈঃ (উদ্গচ্ছদ্ভিস্তৃণাঙ্কুরৈঃ) উৎপুলকিতা (উৎকৃষ্টপুলকযুক্তা) বিভাসি (শোভসে।) অপি (কিং তবায়মুৎসবঃ) অঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ (অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাভ্যাং তবৈকদেশস্পর্শজনিতঃ?) বা (কিংবা) উরুক্রমবিক্রমাৎ (ইতঃপূর্ব্বং উরুক্রমস্য ত্রিবিক্রমস্য বিক্রমাৎ বলেঃ পাদত্রয়ভূমিগ্রহণার্থং চরণবিক্ষেপেণ সর্ব্বাক্রমণাৎ?) আহো (অথবা) বরাহবপুষঃ (ততোঽপি পূর্ব্বং ত্বদুদ্ধারণার্থং প্রকটিতবরাহমূর্ত্তেঃ শ্রীভগবতঃ) পরিরম্ভণেন (আলিঙ্গনেন জাতঃ?) (অথবা—অঙ্ঘ্রিসম্ভবে পদ্ভ্যাং ভূমিরজায়ত ইতি শাস্ত্রবচনাৎ বিরাড্‌বপুষং শ্রীভগবতশ্চরণসম্ভবে পৃথ্বি! অপি কিং তবায়মুৎসবঃ উরুক্রমবিক্রমাৎ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তেঃ শ্রীভগবতশ্চরণেন তব সর্ব্বাক্রমণাৎ আহো অথবা বরাহবপুষঃ বরাহমূর্ত্তেঃ শ্রীভগবতঃ পরিরম্ভণেন আলিঙ্গনেন জাতঃ? নহি নহি তদানীং তবেদৃশী উৎসববার্ত্তা কদাপি ন শ্রুত অতঃ ইদানীং শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শেনৈব তবায়মুৎসবঃ। অতস্ত্বং তদ্বার্ত্তাং কথয়।) ॥১০

মূলানুবাদ।—হে পৃথিবি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শজনিত পরমানন্দে বিভোর হইয়া তৃণাঙ্কুরোদ্গম-চ্ছলে পুলকিত হইয়া অবস্থান করিতেছ দেখিয়া মনে হয়, না জানি, তুমি জন্মান্তরে কতই তপস্যা করিয়াছিলে। তোমার এই আনন্দ কি সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শেই প্রকাশ হইয়াছে? কিংবা পূর্ব্বকালে শ্রীভগবান্ ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তিতে তোমার অঙ্গে চরণস্পর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া, অথবা তাহারও পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ বরাহমূর্ত্তিতে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে? ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—হে ক্ষিতি ক্ষিতেঃ! তে ত্বয়া কিং তপঃ কৃতং যা ত্বং কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শেন উৎসবো যস্যাঃ সা। কুতঃ অঙ্গরুহৈঃ উৎপুলকিতা রোমাঞ্চিতা বিভাসি শোভসে। তত্র বিশেষং পৃচ্ছন্তি। অপি কিং অয়মুৎসবঃ অঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ অধুনা তস্যৈকদেশাঙ্ঘ্রিসংস্পর্শসম্ভবঃ। যদ্বা। নৈতাবৎ কিন্তু উরুক্রমবিক্রমাৎ পূর্ব্বমেব ত্রিবিক্রমস্য পদা সর্ব্বাক্রমণাৎ। আহো অথবা নৈতাবদেব অপি তু ততোঽপি পূর্ব্বং বরাহস্য বপুষঃ পরিরম্ভণেনেতি অতস্ত্বয়া নূনং দৃষ্টস্তং দর্শয়েতি ॥ ১০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং পদবীপ্রার্থনেন পদবীস্মরণাদ্ভূমৌ দৃষ্টিং নিধায় তস্যাঃ সর্ব্বব্যাপকত্বেনাবশ্যং তদ্দর্শনং সম্ভাব্য তস্যাং স্নিগ্ধদূর্ব্বাঙ্কুরাদ্যুদ্গমং পুলকজাতং মত্বা তচ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাব্জস্য স্পর্শোৎসবেনৈব সম্ভাব্য তস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টতাং সূচয়ন্ত্যস্তস্যাঃ সৌভাগ্যমধিকং বর্ণয়ন্তি কিন্তে ইতি। তপোঽত্র পুণ্যজনকং কর্ম্ম। অপীতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ১১

অঙ্ঘ্রিসম্ভবোঽয়মুৎসবঃ। অপি কিং ত্রেধা বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইতি শ্রুতিবর্ণিতস্য ত্রিবিক্রমস্য লোকত্রয়াক্রমণার্থং প্রকটৈশ্বর্য্যস্য শ্রীবিষ্ণোশ্চরণবিক্ষেপেণ সর্ব্বাক্রমণাদ্ভব ? অপি তু নৈব, তদানীমীদৃশোৎসবশোভাবিশেষাসম্পত্তেঃ। অহো ন ভবতু বা পাদস্পর্শমাত্রাৎ ত্বদুদ্ধারার্থপ্রকটিতমহাবরাহমূর্ত্তের্ভগবতঃ সাক্ষাৎসম্ভোগেঽপি ন সিদ্ধ ইত্যাহুঃ আহো ইতি। যদ্বা। তপ এব বিকল্পয়ন্তি কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শসম্ভব উৎসব স্ত্রিবিক্রমপাদস্পর্শাৎ কারণাৎ কিংবা বরাহমূর্ত্তিপরিরম্ভণেন কারণেন বভূব তৎ কথয়েতি শেষ ইতি। শ্রীকৃষ্ণস্য তং তমতিক্রম্য মাহাত্ম্যবিশেষঃ সূচিতঃ। অতস্তদ্বিরহং কথং সহেমহীতি। কিংবা ত্বং পরমসুভগা বয়ং চ তদ্রহিতা দুর্ভগা এবেতি কৃপয়া তৎপদবীং সম্যক্ দর্শয়েতি ভাবঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ ।—এণপত্নি (হে মৃগজায়ে!) প্রিয়য়া (কয়াচিৎ প্রেয়স্যা সহ) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গাত্রৈঃ (নিজাসাধারণসৌন্দর্য্যনিকেতনাঙ্গপ্রত্যঙ্গৈঃ) বঃ (যুষ্মাকং) দৃশাং (নেত্রাণাং) সুনির্বৃতিং (নিরতিশয়ানন্দং) তন্বন্ (বিস্তরেণ জনয়ন্) ইহ (অস্মিন্ বনপ্রদেশে) উপগতঃ (যুষ্মাকং সমীপং প্রাপ্তঃ?) অপি (বয়ং সম্ভাবয়ামঃ স তু উপগত এব যতঃ) ইহ (অস্মিন্ স্থানে) কুলপতেঃ (গাকুলনাথস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (কস্যাশ্চিৎ প্রেয়স্যাঃ আলিঙ্গনেন তৎকুচকুঙ্কুমলিপ্তায়াঃ) কুন্দস্রজঃ (বক্ষঃস্থকুন্দকুসুমমালায়াঃ) গন্ধঃ বাতি (প্রসরতি)॥ ১১

মূলানুবাদ ।—হে মৃগজায়ে! (হরিণি!) শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁহার কোনও প্রেয়সীর সহিত মিলিত হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভুবনমোহন অঙ্গ দর্শনে কি তোমাদের নয়নানন্দবর্দ্ধন হইয়াছিল? আমাদের মনে হইতেছে যে—তিনি নিশ্চয়ই এখানেই কুত্রাপি আছেন, কেননা—তাঁহার কান্তাকুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দকুসুমমালার সদ্গন্ধে এই স্থান আমোদিত হইয়া রহিয়াছে॥ ১১

শ্রীধরটীকা ।—হরিণ্যা দৃষ্টিপ্রসক্ত্যা কৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্যাহুঃ অপীতি। হে সখি এণপত্নি! অপি কিং উপগতঃ সমীপং গতঃ। গাত্রৈঃ সুন্দরৈর্মুখবাহ্বাদিভিঃ। প্রিয়য়া সহেতি যদুক্তং তৎ দ্যোতয়ন্তি কান্তায়া অঙ্গসঙ্গত-স্তৎকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দকুসুমস্রজো গন্ধঃ। কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাতি আগচ্ছতি॥ ১১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—অথাত্রেতি বিচার্য্যতে কামপ্যাদায় শ্রীভগবানন্তর্হিতঃ ইতি ব্যক্তীভবিষ্যদপি পূর্ব্বং যন্নুনীন্দ্রঃ স্বয়ং ন স্ফুটমুক্তবান্ তস্যায়মভিপ্রায়ঃ। সৎস্বপি নানাভগবদাবির্ভাবেষু মম স্বয়ং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণাখ্য এব তস্মিন্নাগ্রহবিশেষ ইতি। তথা সৎস্বপি নানা তত্তৎপরিকরেষু শ্রীব্রজবাসিষ্বেব স ইতি। তথা সৎস্বপি তেষু শ্রীব্রজদেবী-ষ্বেব ততোঽপ্যধিকতরঃ স ইতি রহস্যং সর্ব্বেঽপি জ্ঞাতবন্ত এব। কিন্তু তাস্বপি সতীষু শ্রীরাধিকায়ামেবাধিকতমঃ স ইতি ন জ্ঞাতবন্তঃ। তদেতন্মদাগ্রহতারতম্যঞ্চ তত্তদুৎকর্ষতারতম্যাদেব। অস্যাঃ পরমরহস্যায়াস্তদেতত্তু সাক্ষাজ্-জ্ঞাপয়িতুং সঙ্কুচিতমচ্চিত্তং। জ্ঞানখলতাভিয়া বিজ্ঞাপয়িতুমপীচ্ছতি তস্মাদস্যাঃ সখীনাং বচনাত্তত্রাপ্রতীতৌ চ প্রতিপক্ষাণামপি বচনাদ্ব্যঞ্জনয়ৈব বৃত্ত্যা যথা অবসরং মধ্যে মধ্যে প্রকটয়িষ্যামঃ। যদি চ জাতু স্বয়মপ্যাবেশবশাৎ প্রকটয়িষ্যামঃ তদা, নাম তু তস্যাঃ সক্ষান্ন বক্ষ্যামঃ। এতস্যাস্তৎপুনরাস্তাং অন্যাসামপি ন। কিঞ্চ। ব্যঞ্জনা-বৃত্তিরেব সর্ব্বত্র নানারসপ্রকাশিনী ন তু মুখ্যা। সা চ যদি প্রসঙ্গে অবধারিতে বিশেষব্যঞ্জনার্থমভ্যুদয়তে তদাতীব চমৎকারিণী স্যাদিতি তদেতদভিপ্রেত্য প্রথমং সখীদ্বারেদং জ্ঞাপয়তি—যদা তামাদায় শ্রীভগবান্ সহসান্তর্হিত স্তদা তস্যাঃ সখ্যস্ত সংশয়ানা এবাসন্। কিন্তু কেবলবলানুজাঘ্বেষণপরাভিস্তাভিঃ সহচারিত্বেঽপি কিঞ্চিদুন্মাদধারিত্বেঽপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ১২

তন্মিথুনান্বেষণব্যগ্রতয়া পৃথগবস্থিতস্বযূথতয়া তদবধানদূরস্ফুরদীহাঃ সত্যঃ পর্য্যটিতবত্যো বক্ষ্যমাণং তৎপাদচিহ্নদর্শনং বিনাপি ক্বচিৎ কিঞ্চিদুপলব্ধবত্যশ্চ। তথাহি তাসাং বাক্যং অপ্যেণপত্নীতি। অত্রাখণ্ডস্য বাক্যস্য নিখিলপদানামপ্যনুমোদনব্যঞ্জক এবার্থঃ প্রতিপদ্যতে। ততঃ সখ্যমেবাসাং তন্মিথুনমনুলক্ষ্যতে তদ্দর্শনোৎকণ্ঠা চ তত্র বাক্যার্থঃ। অপীতি সম্ভাবনায়াং। তদিদং সম্ভাবয়াম ইত্যর্থঃ। অথবা অপীতি প্রশ্নে। তদেতৎ পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। কিন্তত্তত্রাহুঃ—হে সখি! অচ্যুতো বো যুষ্মাকমুপগতঃ সমীপং প্রাপ্তঃ? ননু বনবিহারিণস্তস্য বন্যানামস্মাকং সমীপপ্রাপ্তৌ কিমাশ্চর্য্যং? তত্রাহুঃ প্রিয়য়া সহেতি। ননু তৎখল্বাশ্চর্য্যমেব কিন্তু যত্র তস্য দর্শনং তত্র তস্যাঃ সহযোগেন কিমাশ্চর্য্যমধিকং সুখং নাম? তত্রাহুঃ—তয়ৈব সহ গাত্রৈস্তাদৃশানন্দব্যঞ্জকনানানুভাববিচিত্রৈরঙ্গৈর্বো যুষ্মাকং ভবত্যা ভবৎসম্বন্ধিনীনাঞ্চ দৃশাং সুনির্বৃতিং কেবলস্য তস্য দর্শনাদপি তৎসাহিত্যদর্শনে পরমানন্দং তন্বন্ বিস্তারয়ন্নিতি। তদিদঞ্চ নাস্মাসু গোপয়িতুমর্হসি বয়ং হি তদন্তরঙ্গধর্ম্মবিদঃ সহচর্য্যঃ তদ্গন্ধবাহমাত্রেণাপি তদীয়ং সর্ব্বং জ্ঞাতুং শক্নুম ইত্যাহুঃ—কান্তাঙ্গেতি। প্রথমং তাবৎ কুলপতেস্তস্য তত্র কান্তায়াস্তস্যাস্তত্র তদঙ্গসঙ্গস্য তত্র তৎকুচসঙ্গিকুঙ্কুমস্য তত্র চ তল্লিপ্তকুন্দস্রজঃ স এব গন্ধঃ স্ফুটমত্রায়াতি। সচাভ্যস্তত্বাদস্মাভিরুপলভ্যত ইত্যর্থঃ। অথ দ্রষ্টৃ দৃষ্টি দৃশ্য প্রশংসয়া তদনুমোদনব্যঞ্জকপদানামর্থঃ। অতএব প্রথমমপীতি সকাকুসম্ভাবনগিরা তত্রোৎকণ্ঠাং ব্যানঞ্জুঃ। এণপত্নীতি জাত্যৈব দৃষ্টিপ্রশংসা। এণপত্নীত্যনেন "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগ" ইতি পাণিনিস্মৃতেরেণানাং যাজ্ঞিকত্বং তস্যা যজ্ঞপত্নীত্বং ব্যঞ্জিতমিতি দ্রষ্টৃপ্রশংসা। উপগতঃ সমীপমপি প্রাপ্ত ইতি তদ্ভাগ্যপ্রশংসা। তত্রাপি প্রিয়য়েতি দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োর্দ্বয়োরপি প্রশংসাতিশয়ঃ। গাত্রৈর্মিথঃ সঙ্গমেনাসাধারণতাং প্রাপ্তৈরিতি পূর্ব্ববদেব তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্ব্বৃতিমিত্যেভির্দৃষ্টেশ্চ তদতিশয়ঃ। অচ্যুত ইতি প্রিয়য়া সহ বিচাররাহিত্যেন পুনর্দৃশ্যপ্রশংসা। ব ইতি যত্র ভবতীদৃশী তত্র ভবৎসঙ্গিনীনামপি ঈদৃশত্বং যুক্তমিতি দ্রষ্টৃপ্রশংসা। অথ কান্তেতি দৃশ্যায়াস্তস্যাস্তদঙ্গসঙ্গেতি লব্ধদুর্লভস্য দৃশ্যস্য কান্তস্য, কুচকুঙ্কুমেতি তৎসংযোগলব্ধভাগ্যস্য দৃশ্যস্য কুঙ্কুমস্য তদ্রঞ্জিতায়া ইতি তৎসম্বন্ধেন লব্ধশোভাতিশয়ায়াঃ দৃশ্যায়াঃ কুন্দস্রজঃ শুভ্রতয়া তদুদয়শোভাযোগ্যায়াঃ স্বরূপেণ চ তস্যা এব। কুলপতেরিতি দৃশ্যস্য কান্তস্য। ইহেতি লব্ধতদ্গন্ধসৌভাগ্যস্য দৃশ্যস্য তৎস্থানস্য। বাতীতি বাতমপ্যাত্মসাৎকৃত্য স্বয়মেব সর্ব্বতশ্চলতীতি গন্ধবিলসিতস্য। গন্ধ ইতি তত্তদ্বিশেষযোগাত্তস্য চ প্রশংসাবগতেতি॥ ১১

অন্বয়ঃ।—তরবঃ (হে বৃক্ষাঃ) মদান্ধৈঃ (মধুপানমত্তৈঃ) তুলসিকালিকুলৈঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য ক্রীড়াবনস্থতুলসীনাং ভ্রমরনিকরৈঃ) অন্বীয়মানঃ (অনুগম্যমানঃ) গৃহীতপদ্মঃ (ভ্রমরকুলানাং নিবারণার্থং দক্ষিণহস্তেন লীলাপদ্মসঞ্চারণরতঃ) রামানুজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রিয়াংসে (স্বস্মিন্ পরমস্নিগ্ধায়াঃ কস্যাশ্চিৎ প্রিয়ায়াঃ স্কন্ধে) বাহুং (বামভুজং) উপধায় (নিধায়) ইহ (অস্মিন্ বনে) চরন্ (ভ্রমন্) প্রণয়াবলোকৈঃ (সপ্রেমস্নিগ্ধদৃষ্টিপাতৈঃ) বঃ (যুষ্মাকং) প্রণামং (তৎপদে প্রণতিং) কিংবা অভিনন্দতি?॥ ১২

মূলানুবাদ।—হে বৃক্ষগণ! রামানুজ (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহার প্রিয়ার স্কন্ধদেশে বামবাহু স্থাপন করিয়া এবং দক্ষিণ হস্তে লীলাকমল ধারণ করিয়া তুলসীমঞ্জরীর মধুপানমত্ত ভ্রমরকুল পরিবেষ্টিত হইয়া এখানে আগমনপূর্ব্বক সপ্রেম দৃষ্টিপাতে তোমাদের প্রণাম অভিনন্দন করিয়াছেন কি?॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—ফলভারেণাবনতাংস্তরূন্ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা প্রণতান্ মত্বা প্রিয়য়া সহ গতস্য গতিবিলাসং সম্ভাবয়ন্ত্যঃ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি। তুলসিকায়া অলিকুলৈঃ অতস্তদামোদমত্তৈঃ অন্বীয়মানঃ অনুগম্যমান ইহ চরন্নিত্যর্থঃ॥ ১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ। নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো ॥১৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ তস্যা মৌনময়বিলোকনাভিনিবেশেনাশঙ্কিতান্নিজবিরহার্ত্তিভরোদয়াৎ স্তব্ধতাং মত্বা তাং বিহায় ফলপুষ্পাদিভরনম্রান্ বৃক্ষান্ বীক্ষ্য বিনয়ভরপ্রণতান্ মত্বা সর্ব্বানেব তান্ পৃচ্ছন্তি বাহূমিতি। ইহাপি তত্তৎপ্রশংসয়ানুমোদনং ব্যঙ্গ্যং। তত্র বাক্যার্থেন যথা, হে তরবো রামানুজো বো যুষ্মাকং প্রণামং কিংবা প্রণয়াবলোকৈরভিনন্দতি। ইতি স্নেহস্য তৎকৃপায়াশ্চ যোগ্যতাস্পদতাং সূচয়িত্বা তেষাং দ্রষ্টৃণাং গুণপ্রশংসা। কথং নাভিনন্দেদিত্যাশঙ্ক্য তত্র তস্য তয়া সহ মধুরবিলাসাবেশকারণমাহুঃ তজ্জ্ঞানে চ কারণং গন্ধমাত্রেণ পূর্ব্ববন্নিজতদন্তরঙ্গধর্ম্মবিজ্ঞতামাহুঃ বাহূমিত্যাদিনা। তত্রানভিনন্দনে সামান্যতঃ কারণং, চরন্নিতি তত্তৎক্রীড়াস্থানগমন-ব্যগ্র ইত্যর্থঃ। নন্বু সদা সর্ব্বত্র ভ্রমতি পশ্যতি চাস্মান্ অদ্য বা কো বিশেষস্তত্রাহুঃ বাহুঃ প্রিয়াংসে উপধায়েতি। প্রিয়ায়াঃ স্বস্মিন্ পরমস্নিগ্ধায়া অংসে স্কন্ধে উপধায় কোমলেয়মিতি যৎ কিঞ্চিদাধায়েতি। নন্বু তামেবাস্মান্ দর্শয়িতুং আগতঃ কথমস্মৎপ্রণামং নাভিনন্দেৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ - তুলসিকালিকুলৈরন্বীয়মানঃ গৃহীতপদ্মঃ, প্রিয়ায়াস্তন্নিবারয়িতুং দক্ষিণেন ভুজেন লীলাপদ্মধূননাসক্ত ইত্যর্থঃ। তর্হি কথমভিনন্দেদিতি ভাবঃ। অত্র তু তুলসিকালিকুলৈরিতি তৎক্রীড়াবনতুলসীনাং সর্ব্বসুগন্ধিত উৎকর্ষ এব দ্যোতিতঃ। তথাবক্ষ্যতে। দিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈরিতি। অতএব মদান্ধৈস্তদ্রসপানমদেনান্ধৈরপ্যন্বীয়মান ইতি প্রিয়াঙ্গসঙ্ঘর্ষেণ পরিমলবিশেষো দর্শিত। ইতীত্থমত্রাপি পূর্ব্ববত্তত্তৎপ্রশংসা দর্শিতা। অথচ মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীমিতি যা বৈজয়ন্তী প্রোক্তা মধ্যে কচ্চিত্তুলসীত্যাদৌ ত্বা বিভ্রদিত্যনেন তৎপ্রাশস্ত্যাতিশয়স্য প্রস্তুতত্বাৎ যাতু তুলসীমালা সূচিতা পুনশ্চ কুন্দস্রজ ইত্যনেন যা কুন্দস্রক্ চ দর্শিতা সম্প্রতি তস্যাস্তস্যাঃ স্খলনহেতবো বিহারাশ্চ ব্যঞ্জিতাঃ। তদিত্থং ব্যাক্যার্থেন তত্তৎপ্রশংসয়ানুমোদনমেব ব্যঞ্জিতং। অথ পদানামর্থৈরপি পূর্ব্ববদনুসন্ধেয়ং তদেবং বক্ত্রীণাং সখ্যমেব লব্ধং। "তস্যা অমূনি ন ক্ষোভং" ইত্যাদৌ বিরোধমুখেন চ তদেব হি নিশ্চেতব্যং ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—বনস্পতেঃ (স্বস্যাঃ পত্যুঃ বনস্পতেঃ) বাহূন্ (শাখাভুজান্) আশ্লিষ্টাঃ (আলিঙ্গিতাঃ) অপি ইমাঃ (পুরোবর্ত্তিনীঃ) লতাঃ পৃচ্ছত নূনং (ইদং তর্কয়ামি) তৎকরজস্পৃষ্টাঃ (পুষ্পাবচয়নচ্ছলেন শ্রীকৃষ্ণস্য নখস্পৃষ্টাঃ ইমাঃ) উৎপুলকানি (অঙ্কুরোদ্গমচ্ছলেন উৎকৃষ্টপুলকানি) বিভ্রতি (বিভ্রত্য এবাসতে) ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—এই সমস্ত বনস্পতিশাখালিঙ্গিত লতাগণকে জিজ্ঞাসা কর, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই পুষ্পচয়নচ্ছলে ইহাদিগকে নখদ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন এবং সেইজন্যই ইহারা নবাঙ্কুরোদ্গমচ্ছলে রোমাঞ্চিত কলেবরে অবস্থান করিতেছে ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—কাশ্চিদাহুঃ হে সখ্য ইমা লতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতা নূনং অতঃ ইমাঃ পৃচ্ছত। নন্বু স্বপতি-সঙ্গতৌ তৎসঙ্গতি দুর্ঘটা ন, বনস্পতেঃ পত্যু র্বাহূনাশ্লিষ্টা অপি অহো ভাগ্যং নূনং তন্নখৈঃ স্পৃষ্টা যতঃ উৎপুলকানি বিভ্রতি। ন হি স্বপতিসঙ্গতিমাত্রেণ তাদৃক্পুলকসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥ ১৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেতৎ সর্ব্বং কস্যাঃ পদানি চৈতানীতি যা বক্ষ্যন্তি তাসামবধানাস্পদমেব ন বভূবেতি লভ্যতে সংশয়াসম্ভবাৎ। কাশ্চিত্তু কিঞ্চিৎকৃতাবধানা অপি রাগদ্বেষাভাবাৎ তদশ্রুত্বৈব স্বাভীষ্টমেবদর্শয়ন্তি। মুনীন্দ্রশ্চাত্র পূর্ব্বাভ্যস্তাসাং বাসনাভেদদর্শনায় তদুদাসীনতাং ব্যঞ্জয়তি—পৃচ্ছতেমা লতা ইতি। বনস্পতিরূপস্য পত্যুর্বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা এতা এব লতাঃ পৃচ্ছত। নন্বেবঞ্চেত্তর্হি কথমাসাং তৎসঙ্গতিস্তর্ক্যেত তত্রাহুঃ। নূনং বিতর্কে। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য করজৈঃ স্পৃষ্টা ইতি। নন্বু তদিদমপি কথং বিতর্কিতং তত্রাহুঃ—উৎ উচ্চৈঃ পুলকান্যঙ্কুররূপাণি বিভ্রতি বিভ্রত্য এবাসতে। অহো ইত্যপূর্ব্বতায়াং নত্বেবং পুরেত্যর্থঃ ॥ ১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ঃ—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের বিবিধলীলাবিলাসাদির স্মৃতিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলাতেই তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইলেন এবং কখনও উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণ করিতে লাগিলেন এবং কখনও বা নানাবিধ উন্মাদচেষ্টায় ব্যর্থভ্রমণ, যেখানে সেখানে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ ও যাহাকে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ বৃক্ষলতাদিকে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই যে বৃক্ষলতাদির শ্রবণশক্তি কিংবা বচনশক্তি নাই।

শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ অশ্বত্থ, বট, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি মহাবৃক্ষগণকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত দেখিয়া মনে করিলেন, এই সমস্ত বৃক্ষগণ নিশ্চয়ই মস্তক উন্নত করিয়া আমাদের পরমপ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকেই দেখিতেছে। ইহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই আমরা শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান পাইব। এই কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ অশ্বত্থবটাদি মহাবৃক্ষের তটদেশে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৃক্ষরাজ অশ্বত্থ! হে বট! হে ন্যগ্রোধ! তোমরা ত উন্নত মস্তকে আমাদের প্রাণবল্লভ নন্দনন্দনকে দেখিতেছ এবং আনন্দজড় হইয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছ! তোমরা যদি কৃপা করিয়া কৃষ্ণ কোন্ পথে কোথায় গেলেন তাহা বলিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট যাইতে পারি। যদি বল, আমরা পরবধূ, আমাদের পরপুরুষের নিকট গমনের প্রয়োজন কি? তাহা হইলে বলি, শুন—সেই ব্রজ-রাজনন্দন শিশুকাল হইতে চোরশিরোমণি, তাহা ব্রজের কাহারও অজ্ঞাত নহে। সুতরাং তোমরাও নিশ্চয়ই জান যে তিনি শিশুকালে ব্রজবাসিগণের ঘরে ঘরে নবনীত চুরি করিয়াছেন এবং গোপবালকসঙ্গে গোচারণপ্রসঙ্গে বনে আসিয়া কাত্যায়নী ব্রতপরা ব্রজকুমারীগণের বসন হরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মধুরহাস্য এবং সপ্রেম-কটাক্ষপাতে আমাদেরও মনোরত্ন হরণ করিয়া এই পথ দিয়াই কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য আমরা বনে বনে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি। কিন্তু সেই কপটশিরোমণি আমাদের মনোরত্ন হরণ করিয়া কোথায় যে চলিয়া গেলেন, আমরা কিছুতেই তাঁহার উদ্দেশ পাইতেছি না। সেইজন্য, হে মহাবৃক্ষগণ! আমরা তোমাদের শরণাগত হইলাম, আমাদের চিত্তচোর কৃষ্ণ কোথায় গেলেন তাহা বলিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর।

ভো ভো ভূরুহ তে দিশোদশ গতাঃ শাখাঃ শিরশ্চাম্বরং, গোপঃ কোঽপি তমালকোমলরুচিঃ কচ্চিন্ন দৃষ্টস্ত্বয়া॥
এবং তাভিরুদাহৃতে বত মুহুর্ব্বক্তুং বচোঽনীশ্বরঃ, পত্রৈরেব নিসর্গচঞ্চলতরৈঃ প্রত্যুত্তরং দত্তবান্॥

(প্রাচীন শ্লোকঃ)

শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি মহাবৃক্ষ নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বৃক্ষরাজ! তোমরা সুদীর্ঘ শাখাসমূহে দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়াছ এবং তোমাদের উন্নত মস্তক গগন স্পর্শ করিতেছে, সেইজন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—একজন তমালশ্যামলকান্তি গোপকে দেখিতে পাইতেছ কি? ব্রজরমণীগণের এই প্রশ্নে অশ্বত্থ বটাদি বৃক্ষগণ কোনই উত্তর প্রদান করিল না। কেননা, তাহাদের কথা বলিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু তাহারা তাহাদের স্বভাবচঞ্চল পত্রসঞ্চালন করিয়া ইঙ্গিতে ব্রজরমণীগণকে জানাইল "নহি নহি" আমরা কোনও গোপের খবর রাখি না। তোমরা গোপী, তোমাদের গোপের সঙ্গে সম্বন্ধ ও প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা বৃক্ষ জাতি, তোমাদের গোপের সংবাদে আমাদের প্রয়োজন কি?

শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ অশ্বত্থ বটাদির স্বাভাবিক পত্র সঞ্চালন দেখিয়া মনে করিলেন যে—অশ্বত্থ বটাদি মহাবৃক্ষগণ মহত্ত্বগর্ব্বে আমাদের কথার উত্তর প্রদান করিল না এবং পত্র সঞ্চালন করিয়া অবজ্ঞা বশতঃ "নহি নহি" ইঙ্গিতে আমাদের নিরাশ করিল। আমরা অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষগণকে মহৎ দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে করিয়াছিলাম যে, মহতের আশ্রয়গ্রহণ করিলে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। কিন্তু জগতে কেহ এ পর্য্যন্ত কোনও মহতের নিকট হইতে উপকার পায় নাই। সমুদ্র মহা জলাশয়, কিন্তু তাহার জল এমনই লবণাক্ত এবং তাহাতে নক্রমকরাদি হিংস্র জলজন্তুর এমনই আধিক্য যে সমুদ্রের জলে কাহারও পান বা স্নান-কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু নদী হ্রদ তড়াগ কূপাদি সমুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর জলাশয় হইলেও তাহা হইতে অনেকেরই পিপাসা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যাহারা খুব বড় তাহারা খুব অদাতা হইয়া থাকে এবং তাহাদের দান কাহারও কোনও কাজে লাগে না। অশ্বত্থ বটাদি বৃক্ষগণ খুবই বড় কিন্তু তাহাদের নিকট কেহ আসিলে তাহারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল দান করিয়া থাকে এবং সে ফলে কাহারও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, তাহা একেবারে অখাদ্য। সুতরাং আমাদের মহাবৃক্ষের নিকটে আসা অত্যন্ত ভুল হইয়াছে। অতএব হে ব্রজরমণীগণ! চল, আমরা কোনও মধ্যমাকার বৃক্ষের নিকট যাই, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই আমাদের মনোবাসনা বুঝিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ বলিয়া দিয়া আমাদের উপকার করিবে। এই কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ আবার বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং সম্মুখে কুরুবক অশোক প্রভৃতি বৃক্ষাবলী দেখিয়া তাহাদের নিকট গমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কুরুবক! হে অশোক! হে নাগ! হে পুন্নাগ! হে চম্পক! তোমরা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তরু হইলেও তোমাদের কুসুমগন্ধে বনভূমি আমোদিত হইয়াছে এবং তোমাদের কুসুমবিকাশ দেখিলে মনে হয় যে—তোমাদের অন্তর সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। সুতরাং তোমরাই পরোপকার করিবার একমাত্র যোগ্য। যাহাদের চিত্তে কোনপ্রকার মলিনতা নাই এবং যাহাদের অবস্থিতিই জনসুখকর, তাহাদের শরণাগত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যে নিজেই সর্ব্বদা অপ্রসন্ন এবং যাহার অবস্থানই অন্যের দুঃখ হেতু, তাহার নিকটে কাহারও কোনও উপকার প্রাপ্তির সুখ নাই, প্রত্যুত সর্ব্বদা দুঃখসম্ভাবনা, তাহাদের নিকট কাহারও কোনও প্রত্যাশা করাই ভুল। বিশেষতঃ যাহার পরোপকারের যশোধ্বনিতে পৃথিবী ব্যাপ্ত তাহাকে কুরুবক বলা হয় (কৌ পৃথিব্যাং রবঃ সুযশোঘোষো যস্য) ; যাহার নিকটে গেলে কোনও শোক থাকে না তাহাকে অশোক বলা যায়। নাগ পুন্নাগ প্রভৃতি শব্দ শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক এবং চম্পকের সৌন্দর্য্য দেখিলে মনে হয় যে তাহাতে নিশ্চয়ই অশেষ সদ্‌গুণ আছে ; কেননা "যত্র রূপং তত্র গুণা বসন্তি" ; সুতরাং তোমাদের নিকট যদি আমরা উপকার না পাই, তাহা হইলে কে আর আমাদের এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিবে ? তাই বলিতেছি, হে কুরুবক! হে অশোক! আমাদের পরমপ্রেষ্ঠ রামানুজ (বলদেবের কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ) মধুরহাস্যে মানিনী ব্রজরমণীগণের মান বিচূর্ণ করিয়া তাহাদের মনোহরণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন তাহা আমাদের বলিয়া দাও এবং আমাদের এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার কর।

ব্রজরমণীগণ কুরুবক অশোক প্রভৃতির নিকটে গিয়া দৈন্য বিনয়াদি প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ এই প্রকার প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু কুরুবক প্রভৃতি তাঁহাদের কথায় কোনই উত্তর প্রদান করিল না। এমন সময়ে অকস্মাৎ পবনসঞ্চারে কুরুবকাদির অগ্রশাখা সঞ্চালিত হইল, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ বলিলেন—দেখ দেখ, এই সমস্ত বৃক্ষগণ মস্তক সঞ্চালন করিয়া আমাদিগকে জানাইতেছে "ন বয়ং জানীমঃ", তোমাদের কৃষ্ণ কোথায় তাহা আমরা জানি না। অতএব ইহাদের নিকট কৃষ্ণের উদ্দেশ পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই, চল আমরা স্থানান্তরে যাই।

কুরুবকের কুরব (ক্রন্দন শব্দ) শুনিতেই আনন্দ হয় (কুরবে ক্রন্দনশব্দে কং সুখং যস্য সঃ), কাজেই সে আমাদের কৃষ্ণের কথা বলিয়া দিবে না। আমরা কৃষ্ণবিরহে ক্রন্দন করিব, কুরুবক তাহাই শ্রবণে আনন্দলাভ করিবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা। সেই জন্য সে আমাদের অনুনয় বিনয় ও কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া গর্ব্বভরে মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল, "কৃষ্ণ কোথায় তাহা জানি না"। অশোক নিজে শোকহীন বলিয়া তাহার পরের শোকের ধারণা নাই। যাহার পদে কখনও কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, সে যেমন পরের কণ্টকবোধযন্ত্রণা বুঝিতে পারে না এবং পরের কণ্টকবোধজনিত দুঃখের অর্ত্তনাদে কর্ণপাত করে না, সেইরূপ শোকহীন অশোকও আমাদের কৃষ্ণবিরহজনিত মহাশোকের বার্ত্তা বুঝিতে পারিল না এবং আমাদের অর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিল না। বিশেষতঃ অশোকের স্বভাব চিরকালই এইরকমই শুনিতে পাওবা যায়। শ্রীরামবিরহিণী সীতা যখন অশোককাননে বাস করিতেন তখন অগণিত অশোকবৃক্ষও তাঁহার অর্ত্তনাদে কর্ণপাত করেন নাই কিংবা শোক নিবারণের কোনই উপায় করেন নাই। সুতরাং এখানকার অল্পসংখ্যক অশোক কেমন করিয়া কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের শোক নিবারণ করিবে! নাগ পুন্নাগ সর্প বাচক শব্দ। সুতরাং যাহাদের নামই ভীতিপ্রদ, তাহাদের সাহায্যে আমাদের দুঃখ নিবারণ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। নাগ ও পুন্নাগ পুষ্পবৃক্ষ হইলেও তাহারা ক্রুরজন্তুর নামধারী বলিয়াই আমাদের সঙ্গে এই প্রকার ক্রুর ব্যবহার করিতেছে ও নাগের মত মস্তক সঞ্চালন করিতেছে। চম্পকও সুবর্ণবর্ণ কুসুম বিকাশে সকলের চিত্তাকর্ষণ করে, কিন্তু সে স্বভাবতঃই চঞ্চল বলিয়া (চপি চাপল্যে ইতি ধাতোশ্চম্পকশব্দো নিষ্পন্নঃ) কাহারও সুখ দুঃখের প্রতি তাহার কোন দৃষ্টি নাই। যাহাদের ধীরতা নাই এবং সর্ব্বদাই যাহারা নানাবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, তাহারা চাঞ্চল্য দোষে পরোপকার প্রভৃতি কোনপ্রকার সৎকর্ম্ম করিতে পারে না। আমরা শ্রীকৃষ্ণবিরহে অধীরা হইয়া চম্পকের নিকট মনোবেদনা জানাইলে চম্পক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া চাঞ্চল্যস্বভাবে কেবলমাত্র মস্তকসঞ্চালন করিতেছে। সুতরাং ইহাদের নিকট মনোবেদনা জানাইয়া আমাদের কোনই লাভ হইবে না, চল আমরা স্থানান্তরে গমন করি। বিশেষতঃ বৃক্ষগণ সকলেই পুরুষ জাতি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই পক্ষপাতী। ইহারা আমাদের মানিনী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে এবং সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আমাদের সহিত অসূয়া ব্যবহার করিতেছে। পুরুষজাতি স্বভাবতই নিষ্ঠুর হয় এবং তাহারা রমণীগণের মনোবেদনা বুঝিতে পারে না; সুতরাং চল আমরা বনে বনে অন্বেষণ করিয়া দেখি, যদি কোনও স্থানে কোন স্ত্রীজাতির দেখা পাই তাহা হইলে তাহারই নিকটে মনোবেদনা জানাইব। এতক্ষণ বৃক্ষগণের নিকট মনোবাসনা জ্ঞাপন করা আমাদের অরণ্যে রোদন করা হইয়াছে।

এইপ্রকার নানাকথা বলিয়া ব্রজরমণীগণ উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক তুলসী-কানন দেখিতে পাইলেন এবং দ্রুতগতিতে তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, হে তুলসি! তুমি জগতের মঙ্গলকারিণী এবং গোবিন্দচরণপ্রিয়া। তোমার একটি পত্র যদি কেহ নারায়ণচরণে অর্পণ করে শ্রীনারায়ণ তাহার নিকট আত্ম-বিক্রয় করেন।

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥ (পদ্মপুরাণং)

কেহ যদি ভগবানের চরণে জল তুলসী অর্পণ করে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ তাহার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন। তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন॥
জল তুলসীর সম কিছু নাহি অন্য ধন। তারে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

হে তুলসি! তোমার মত জগতের মঙ্গলকারিণী আর কেহ নাই, আমরা তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমাদের মঙ্গলবিধান কর। আমরা শ্রীকৃষ্ণহারা হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কৃষ্ণের উদ্দেশ করিয়া দিয়া আমাদের মঙ্গলবিধান কর। হে তুলসী! তোমার মত ভাগ্যবতী আর কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই, কেননা তুমি গোবিন্দচরণের অতীব প্রিয়, সেজন্য তিনি কখনই তোমাকে চরণছাড়া করেন না। গোবিন্দ-চরণও তোমার এতই প্রিয় যে তুমি কখনও গোবিন্দচরণ পরিত্যাগ কর না। গোবিন্দচরণের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ থাকে তাহারা সকলেই দয়ালু ও পরোপকারী হয়। আমরা সেই ভরসাতেই তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি কৃষ্ণের উদ্দেশ করিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা কর।

আমাদের কৃষ্ণও নারায়ণতুল্য গুণশালী (নারায়ণসমো গুণৈঃ), সেজন্য তিনিও তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং তুমিও তাঁহাকে ভালবাস। তোমার মঞ্জরীর সদ্‌গন্ধে ভ্রমরকুল আকুল হইয়া নিরন্তর তোমার মঞ্জরীতেই বসিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের কৃষ্ণ তোমাকে এতই ভালবাসেন যে তিনি অলিকুলসঙ্কুল মঞ্জরী লইয়াই বননালা গ্রথিত করিয়া তাঁহার বিপুলায়ত বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। এই কথায় ব্রজরমণীগণ শ্লেষে ইঙ্গিত করিলেন যে, তুলসী সর্ব্বদাই ভ্রমরকুল ব্যপ্ত থাকেন, সুতরাং তিনি বহুবল্লভা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার বল্লভভ্রমরকুলসহ বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন; কিন্তু আমরা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই জানি না, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ আমাদের চরণে স্থান দিতেও কুণ্ঠিত হন, সেইজন্যই এই গভীর রজনীতে নির্জ্জন বনে তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছি, হে ভাগ্যবতী তুলসি! তোমার অতি প্রিয় অচ্যুতকে তুমি নিশ্চয়ই দেখিয়াছ এবং তিনি এখন কোথায় আছেন তাহাও তুমি নিশ্চয়ই জান। আমরা কাতরভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি, তুমি তোমার অতিপ্রিয় অচ্যুত কোথায় আছেন তাহা আমাদের বলিয়া দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর। আমরা শ্রীকৃষ্ণবিরহে এতই অধীর হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদের আর তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার শক্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণ গুঞ্জায়মান ভ্রমরব্যাপ্ত তুলসীমঞ্জরীর মালা ধারণ করিয়া আছেন, সুতরাং তিনি যদি কোনও স্থানে লুক্কায়িত হন তাহা হইলেও ভ্রমরগুঞ্জন শব্দেই তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমরা তাঁহার বিরহবেদনায় এতই বিমনস্কা, যে আমাদের তাহা ধারণা করিবার সাধ্য নাই। হে জগন্মঙ্গলকারিণী পরমসৌভাগ্যশালিনী গোবিন্দচরণপ্রিয়া তুলসি! আমরা তোমার নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কৃষ্ণের সংবাদ বলিয়া দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর।

ব্রজরমণীগণ, তাঁহাদের প্রেমোত্থ ঈর্ষাবশাতঃ শ্রীকৃষ্ণকে "অতি প্রিয়" এবং "অচ্যুত" বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সমস্ত প্রিয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া তুলসীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন (অতিক্রান্তাঃ প্রিয়া যেন সঃ) এবং তিনি কখনও তুলসীর সঙ্গচ্যুত হন না। যাহা হউক, ব্রজরমণীগণ নানাভাবে তুলসীর নিকট অনুনয় বিনয় করিয়াও যখন তাঁহাদের পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কোনও সংবাদ পাইলেন না, তখন তাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণের পরমাদরে গর্ব্বিতা এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণসঙ্গরতা তুলসী আমাদের সপত্নী। সুতরাং সে আমাদের সহিত বাক্যালাপ করিল না এবং শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানিয়াও তাহা ঈর্ষাবশতঃ আমাদের বলিল না। সুতরাং এই অতি গর্ব্বিতা এবং আমাদের সহিত সাপত্ন্য-ব্যবহাররতা তুলসীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব এখন আমাদের অন্যত্র গমন করাই উচিত। ভাগ্যবশতঃ যদি কোনও দয়ালুর সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে তাঁহার নিকট আমরা শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানিতে পারিব। এই কথা বলিয়া ব্রজরমণীগণ উন্মাদিনীর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টিতে ও স্খলিতগতিতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক পুষ্পকানন দেখিতে পাইলেন এবং সকলেই আশান্বিত হইয়া বলিলেন—এইবার আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দনের অনুসন্ধান পাইব। দেখ দেখ, এই বনে অগণতি মালতী মল্লিকা জাতি যূথী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দে বিভোর হইয়া অবস্থান করিতেছে; ইহাদের নব নব মুকুলবিকাশ দেখিয়া মনে হয় শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দে ইহারা রোমাঞ্চিত হইয়াছে। আমূল শাখাগ্র কুসুমবিকাশ দেখিয়া মনে হয়, ইহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দে উৎফুল্ল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ইহাদের নম্রশাখা দেখিয়া মনে হয় ইহারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে এবং প্রেমভরে অবনতমস্তকেই অবস্থান করিতেছে। ইহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাপরায়ণতা দেখিয়া মনে হয়, ইহারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তজনোচিত দয়া ও পরোপকাররতা হইবে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। কৃষ্ণসেবাপরায়ণ সাধুগণের স্বভাবই এই যে তাঁহারা পরোপকারের সুযোগ পাইলে আনন্দে নৃত্য করেন।

নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রা ময়ূর-ঘনগর্জ্জনে। সাধবঃ পরকার্য্যেষু খলাঃ পরবিপত্তিষু॥ (প্রাচীনশ্লোকঃ)

বিপ্রগণ ভোজনের আয়োজনে আনন্দে নৃত্য করেন। ময়ূর মেঘগর্জ্জন শ্রবণে আনন্দে নৃত্য করে, সাধুগণ পরোপকার করিতে পারিলে আনন্দে নৃত্য করেন এবং খলপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ পরের বিপদ্ দেখিলে আনন্দে নৃত্য করে।

এই সমস্ত মালতী-মল্লিকা জাতি যূথী প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তগণ নিশ্চয়ই আমাদের উপকার করিয়া আনন্দিত হইবে সন্দেহ নাই। অতএব এইবার আমাদের শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখভোগের অবসান হইয়া আসিয়াছে। মালতী মল্লিকা প্রভৃতি নামেই ইহাদের স্বরূপ পরিচয় পাওয়া যায় যে—মা অর্থাৎ লক্ষ্মীর লতিকা বলিয়া মালতী নামের প্রসিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ত্রিজগতের মোহনকার্য্যে মল্লস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত মল্লের নিয়ন্তা বলিয়া তিনি মল্লী। তাঁহার "ক" অর্থাৎ আনন্দবিধান করেন বলিয়া মল্লিকা নামের প্রসিদ্ধি। জাতী পুষ্পদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপূজনে তাঁহার চরণপ্রাপ্তি হয়, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রাপক বলিয়া জাতী নামের প্রসিদ্ধি (জনি প্রাদুর্ভাবে ইতি ধাতোঃ)। যূথপতি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধক বলিয়া যূথিকা নামের প্রসিদ্ধি। সুতরাং মালতী মল্লিকা প্রভৃতি নামেই মনে হয় যে ইহাদের শরণাপন্ন হইলে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের হারানিধির উদ্দেশ পাইব।

এই কথা বলিয়া সমস্ত ব্রজরমণীগণ, পুষ্পকাননে গিয়া বিনয়নম্রবচনে বলিলেন—সখী মালতি! তুমি কি আমাদের মাধবকে দেখিয়াছ? হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! বল, বল, আর বিলম্ব করিও না; তোমরা কি মাধবকে দেখিয়াছ? তোমরা শাখাগ্র কম্পিত করিয়া কি বলিতেছ? তোমরা মাধবকে দেখ নাই? তোমরা যদি এ কথা বল, তাহা হইলে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? কেননা তোমাদের শাখা-প্রশাখায় দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে—মাধব, তোমাদের অঙ্গে করস্পর্শ করিয়াছেন এবং সেজন্য তোমরা পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া কুসুমবিকাশচ্ছলে প্রাণ খুলিয়া হাস্য করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শ ব্যতীত কি এত কুসুমবিকাশ, এত আনন্দের হাসি এবং এত শাখাপ্রশাখা দুলাইয়া নৃত্য করা সম্ভব হয়? মাধব যে তোমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিবার জন্য তোমাদের শাখা হইতে কুসুমচয়ন করিয়াছেন এবং তোমাদের সহিত পরিহাস করিবার জন্য নখ দ্বারা কুসুমবৃন্তচ্ছেদন করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অতএব তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের মাধবকে দেখিয়াছ এবং তিনি তোমাদের অঙ্গে করস্পর্শ করিয়া তোমাদের প্রীতিবিধান করিয়াছেন তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। তোমরা আমাদের মাধবকে দেখিয়াছ এবং তাঁহার করস্পর্শ করিয়াছ বলিয়াই বারে বারে তোমাদের নিকট সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি যে তোমরা মাধবের সংবাদ জানাইয়া আমাদের জীবনরক্ষা কর।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ পুষ্পকাননে প্রবেশ করিয়া মালতী মল্লিকা প্রভৃতির নিকট এই প্রকার বহুতর অনুরোধ করিয়াও যখন তাহাদের নিকট কোনও প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ও বলিলেন, হায়! ইহারা শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানিয়াও আমাদের বলিল না। ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দাসী, সেজন্য ইহারা শ্রীকৃষ্ণের বিনা অনুমতিতে আমাদের নিকট কৃষ্ণের কথা বলিতে শঙ্কিত হইতেছে। অতএব ইহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ পাওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। চল চল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা অন্যত্র গমন করি। অশ্বত্থবটাদি মহাবৃক্ষগণ মহত্ত্বগর্ব্বে অন্ধ হইয়া আমাদের সহিত বাক্যালাপ করিল না, কুরবক অশোক প্রভৃতি বৃক্ষগণ পুরুষ জাতি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতী, সেজন্য তাহারাও আমাদের কথায় কর্ণপাত করিল না, তুলসী শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী বলিয়া আমাদের সহিত সপত্নীর ন্যায় ব্যবহার করিল এবং মালতী মল্লিকা প্রভৃতি কৃষ্ণদাসী বলিয়া "কৃষ্ণের সংবাদ বলিয়া দিলে যদি কৃষ্ণ রুষ্ট হন" এই ভয়ে আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেও কুণ্ঠিত হইল। অতএব এবার আমরা যদি কোনও নিরপেক্ষ পরোপকারীর সন্ধান পাই তাহা হইলে তাঁহার নিকট কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিব এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ আবার স্খলিতচরণে গলিতবসনে এবং ঘূর্ণিতনয়নে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন নীলাচলে পুষ্পোদ্যান দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহিনী গোপীর ভাবে ভাবিত হইয়া পুষ্পোদ্যানে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিয়াছিলেন—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে। পুষ্পের উদ্যান তথা দেখে আচম্বিতে॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া। প্রেমাবেশে বুলে তাহাঁ কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈল। পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরু লতা। শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথা তথা॥

* * * * *

এই স্ত্রী জাতি লতা আমার সখী প্রায়।
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পেয়েছে দর্শনে। এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদি গণে॥
তুলসি! মালতি! যূথি! মাধবি! মল্লিকে! তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইল তোমার অন্তিকে॥
তুমি সব হও আমার সখীর সমান। কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে। এই কৃষ্ণদাসী ভয়ে না কহে আমারে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীকৃষ্ণযামলতন্ত্রে মাধবী মল্লিকা প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণের সখী বলিয়াই কথিত আছে এবং ইহাদের নানাপ্রকার কৃষ্ণসেবার কথাও বর্ণিত আছে—

গোপয়ন্তি যতো দেবি! শ্রীকৃষ্ণং বিশ্বনায়কম্। ততস্তা গোপ্য উচ্যন্তে স্থানস্থা ব্রজনাথয়োঃ॥
গোপ্যঃ পঞ্চবিধাঃ সাধ্বি! স্থায়িগোপ্য ইমাঃ স্মৃতাঃ। তাসাং মধ্যে প্রধানা যাস্তাসাং নামানি মে শৃণু॥
মাধবী মালতী জাতি লবঙ্গা মল্লিকাহ্বয়া। অশোকলতিকা কুন্দী শেবণী শতপর্ব্বিকা॥
যূথিকা রঙ্গমল্লী চ রঙ্গিনী চাপরাজিতা। স্বর্ণাখ্যা মৃদুলা বৃন্দা চন্দ্রবিম্বা মধুশ্রিয়া॥
কুটিলা পাটলা কৃজ্ঝা কেতকী কামদায়িনী। বহুলা ঝিল্লিকা তারা বাণী ব্রাহ্মী বিষন্ধিকা॥
মল্লিকা সিংহিকা কৃষ্ণা বাসন্তী নবমালিকা। ইত্যেতাঃ কথিতাঃ স্থায়িপ্রধানা সর্ব্বকামদা॥
যাঃ কৃত্বমঙ্কমারোপ্য রময়ন্তি ব্রজাঙ্গনাঃ। সমস্তবৈভবৈর্যুক্তা রহস্যা রাসমণ্ডলে॥
ক্রীড়াকুঞ্জানি ভূত্বা তাঃ সুপুষ্পফলবৈভবৈঃ। তর্পয়ন্ত্যো বসন্ত্যত্র বৃন্দাসখ্যো লতাহ্বয়াঃ॥—ইতি

(শ্রীকৃষ্ণযামলতন্ত্রম্)

শ্রীকৃষ্ণযামলতন্ত্রে সদাশিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—হে দেবি! শ্রীবৃন্দাবনের মালতী মাধবী প্রভৃতি লতাবৃন্দ, বিশ্বনায়ক শ্রীকৃষ্ণকে নিজ কুঞ্জ মধ্যে গোপন করে এবং নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে সেজন্য তাহাদেরও "গোপী" বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ নিজ নিজ ভাব ভেদে এবং সেবাধিকার ভেদে পঞ্চ প্রকার। তাহাদের মধ্যে মাধবী মালতী প্রভৃতিকে স্থায়ী গোপী বলা যায়। কেননা, ইহারা অন্যান্য গোপীর মত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নানাস্থানে গতাগতি করে না, ইহারা একই স্থানে অবস্থান করিয়া নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকে। এই স্থায়িগোপীগণের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজনের নাম করি শ্রবণ কর। মাধবী, মালতী, জাতী, লবঙ্গা, মল্লিকা, অশোকলতিকা, কুন্দী, শেবণী, শতপর্ব্বিকা প্রভৃতি। (অন্যান্য নাম মূল শ্লোক দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।) স্থায়ীগোপীগণের মধ্যে যাহারা প্রধানা, তাহাদের নাম বলিলাম। ইহারা পুষ্পপ্রদানাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ বিলাসকামনা পূরণ করিয়া থাকে। ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ব্রজরমণীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ বিলাস সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বাবিধ বৈভবযুক্তা এবং সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না (রহস্যা)। ইহারা রাসমণ্ডলে ক্রীড়াকুঞ্জরূপে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সহায়তা করে এবং বিবিধ পুষ্পফলাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করে। ইহারা সকলেই শ্রীবৃন্দাবনাধিষ্ঠাত্রী দেবতাবৃন্দের সখী এবং লতারূপে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে।

শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ যে, মাধবী মালতী প্রভৃতিকে কৃষ্ণদাসী কিংবা শ্রীকৃষ্ণের সখী বলিয়াছেন তাহা তাঁহাদের বিরহোন্মাদবচন হইলেও তত্ত্বতঃ ধ্রুব সত্য কথা। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবান্ ভক্তগণ প্রেমাবেশে যাহাই বলুন না কেন, তাহা কখনও তত্ত্ববিহীন ভ্রান্ত বচনমাত্রেই পর্য্যবসিত হয় না। যদিও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমব্যবহার ও প্রেমসেবা ব্যতীত অন্য কোন দিকেই দৃষ্টি কিংবা বুদ্ধি সঞ্চার হয় না তথাপি তাঁহাদের প্রেমপূত বচন কখনও মিথ্যা হয় না। "প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ" ব্রজরমণীগণের এই উন্মাদ বচন হইতেও তত্ত্ব জানা যায় যে—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের "মাধব" নামোল্লেখে—(মায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ ধবঃ শ্রীরাধাবল্লভ ইত্যর্থঃ) রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবিশেষ এবং লীলাবিশেষ সূচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

"বস্তুতস্তু পূর্ব্ববৎ মা শ্রীরাধৈব, তাং ভূষণার্থমেব। তচ্চ তাসাং তদনুসন্ধানাভাবেঽপি দৈবগত্যা বিশুদ্ধপ্রকৃত্যা বা স্বতঃ সর্ব্বস্ফূর্ত্তেঃ স্বয়মেব মুখান্নিঃসরতীতি জ্ঞেয়ম্" (বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীটীকা)

শ্রীকৃষ্ণবিরহিনী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বসৌন্দর্য্যনিকেতন মনে করিয়া "মাধব" বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মা শব্দের অর্থ শ্রীরাধিকা এবং মাধব শব্দের অর্থ শ্রীরাধাবল্লভ। তিনি শ্রীরাধিকাকে পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত করিবার জন্যই পুষ্পচয়ন করিয়াছেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণবিরহিনী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের রাধাসহ অন্তর্ধানের বৃত্তান্ত জানেন না, তথাপি লীলাশক্তির প্রেরণায় এবং তাঁহাদের শুদ্ধপ্রেমস্বভাববশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ লীলাই তাঁহাদের জ্ঞান-গোচর হইয়া যায় এবং তাঁহাদের বাক্যে তাহার অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং ব্রজরমণীগণ, তাঁহাদের প্রেমানুরূপ ধারণানুসারে যখনই যাহা বলুন না কেন তাহা কখনও তত্ত্ববিহীন ও ভ্রান্তিমূলক হয় না।

শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ, মাধবী মালতী প্রভৃতির নিকট শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ না পাইয়া বনে বনে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে যমুনাতীরভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে সারি সারি আম্রপনসাদি বৃক্ষ দেখিয়া পরমানন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং বলিলেন, এবার আমরা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান পাইব। এই সমস্ত বৃক্ষগণ যমুনাতীরবাসী তপস্বী। সুতরাং ইহারা যে নিরপেক্ষ পরোপকারী হইবেন তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এই সমস্ত বৃক্ষগণ রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির প্রভৃতি ভোগ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরন্তর যমুনাকুলে দণ্ডায়মান আছেন এবং ফল ও ছায়া দ্বারা সর্ব্বদাই সমাগত জনের প্রীতিবিধান করিতেছেন। যাঁহারা নিরন্তর তীর্থ স্থানে বাস করেন এবং সর্ব্ববিধ ভোগবিলাসবর্জ্জন করিয়া তপস্যায় রত থাকেন, তাঁহাদের কোনই পক্ষপাতদোষ থাকে না এবং তাঁহারা সর্ব্বদাই সর্ব্বান্তঃকরণে পরোপকার মহাব্রত পালনের জন্য চেষ্টিত থাকেন।

পূর্ব্বে যে অশ্বত্থ বটাদি পুষ্পবৃক্ষ এবং কুরবক অশোক প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহারা যমুনাতীরবাসী না হইলেও তীর্থবাসী। কেননা বৃন্দাবনের সমস্ত বনভূমিই মহাতীর্থ। অশ্বত্থ বট কুরবক অশোক প্রভৃতি বৃক্ষগণ এই মহাতীর্থে বাস করে এবং রৌদ্র বৃষ্টি, শিশিরাদি ভোগ এবং একই-স্থানে দণ্ডায়মান থাকা প্রভৃতি তপাচরণও করে, কিন্তু তাহাদের কিছুমাত্র হৃদয় শোধন হয় নাই। অশ্বত্থ বট প্রভৃতি মহাবৃক্ষগণ তীর্থবাসী এবং তপস্বী হইলেও তাহাদের মহত্ত্বগর্ব্বের জন্য হৃদয় শোধন হয় নাই। কুরবক অশোক প্রভৃতি বৃক্ষগণও তীর্থবাসী এবং তপস্বী। তাহাদের মহত্ত্বগর্ব্ব না থাকিলেও তাহারা অত্যন্ত বিলাসী। তাহারা সর্ব্বদাই পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়া মৃদুল পবনহিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া আনন্দোপভোগ করিয়া থাকে। চিরদিন তীর্থবাস ও তপস্যাচরণ করা সত্ত্বেও তাহাদের বিলাস-বাসনাসক্ত চিত্ত কিছুতেই শুদ্ধ হয় না। তুলসীও তীর্থবাসিনী এবং গোবিন্দচরণসঙ্গিনী হইয়াও নিরন্তর ভ্রমরগুঞ্জন-শ্রবণরত বলিয়া তাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় না। যাহারা সর্ব্বদাই বৃথালাপ শ্রবণরত থাকে তাহাদের তীর্থবাসে এমন কি শ্রীগোবিন্দচরণ সঙ্গেও হৃদয় শোধন হয় না। সুতরাং যাহারা মহত্ত্বগর্ব্বে স্ফীত, যাহারা বিবিধ বিলাসাসক্ত এবং যাহারা সর্ব্বদা বৃথালাপ শ্রবণরত তাহাদের তীর্থবাস এবং সাধনানুষ্ঠানাদি করিয়াও কোনপ্রকার ফল লাভ হয় না, যাহাদের কোনপ্রকার মহত্ত্বগর্ব্ব কিংবা বিলাসবাসনা থাকে না এবং যাহারা কোনপ্রকার বৃথালাপ রত নহে তাহারাই প্রকৃতপক্ষে তীর্থবাস এবং সাধনানুষ্ঠানের ফল লাভ করিতে পারে এবং তাহাদের নিকট গেলেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রকৃত পথ জানিতে পারা যায়। কিন্তু যাহারা মহত্ত্বগর্ব্বে অন্ধ, তাহারা ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে গ্রাহ্য করে না। যাহারা তীর্থবাসী তপস্বী হইয়াও বিলাসী তাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা বিলাসেই আসক্ত থাকে। কাজেই তাহাদের নিকট কৃষ্ণের উদ্দেশ জানা যায় না। যাহারা বৃথালাপ-রত তাহাদের কৃষ্ণকথা বলিবারও শক্তি লোপ হইয়া যায়। সেইজন্যই আমরা তাহাদের নিকট কৃষ্ণের উদ্দেশ জানিতে গিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছি। কিন্তু যমুনাতীরে যে সমস্তআম্রপনসাদি বৃক্ষরাজি দেখিতেছি, ইহারা অশ্বত্থ বটাদির ন্যায় মহাবৃক্ষ নহে সুতরাং ইহাদের মহত্ত্বগর্ব্ব নাই। ইহাদের কোনপ্রকার পুষ্প সজ্জা প্রভৃতি বিলাস দেখা যাইতেছে না; অতএব ইহারা বিলাসী নহে এবং ভ্রমরগুঞ্জনাদি বৃথালাপের সহিত ইহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। কাজেই ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ জানাইবার প্রকৃত অধিকারী। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ, আম্রপনসাদি বৃক্ষগণের নিকট গমন করিলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন—

আম্র! পনস! পিয়াল! জম্বু কোবিদার তীর্থবাসী কর সবে পর উপকার॥
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা? পাইলা দর্শন? কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতং)

শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ প্রতি বৃক্ষের নিকটে গিয়া তাহাদের নামগ্রহণপূর্ব্বক আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকের নিকট কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। (শ্লোকস্থ চূত এবং আম্র এই দুই শব্দই আম্র বাচক এবং নীপ ও কদম্ব এই দুই শব্দই কদম্ব বাচক হইলেও কিছু প্রভেদ আছে। লতাজাতীয় আম্রবৃক্ষকে চূত এবং বৃক্ষজাতীয়কে আম্র বলে এবং যে কদম্বের পুষ্প ছোট হয় তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীপ কিংবা কেলিকদম্ব বলে এবং যাহাতে বড় বড় পুষ্প হয় তাহাকে কদম্ব বলে।) ব্রজরমণীগণ আম্র-পনসাদি বৃক্ষমূলে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বনস্থ পীলু, করীর, মধুক, নাগরঙ্গ, নারিকেল, পূগ, তাল, কদলী, লবলী বদরী প্রভৃতি বৃক্ষগণেরও নাম গ্রহণ করিয়া আহ্বান করিলেন এবং সকলের নিকটেই প্রার্থনা জানাইলেন যে কোন্ পথে গেলে আমরা কৃষ্ণ পাইব তাহাই আমাদের বলিয়া দাও।

ইতঃপূর্ব্বে ব্রজরমণীগণ, অশ্বত্থ, বট, কুরবক, আশোক এবং তুলসী প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন "কৃষ্ণ কোথায় আছেন তাহাই বলিয়া দাও" কিন্তু আম্রপনসাদির নিকট প্রার্থনা করিলেন যে—"শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং" অর্থাৎ কোন্ পথে গেলে কৃষ্ণ পাওয়া যায় তাহাই বলিয়া দাও। ইহাতে মনে হয় যে—কৃষ্ণের উদ্দেশ করা অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথের উদ্দেশ করাই সমীচীন। কেননা কৃষ্ণের উদ্দেশ জানিয়াও যদি কেহ কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথের উদ্দেশ না জানে তাহা হইলে কৃষ্ণ কোথায় আছেন তাহা জানিয়াও পথের খবর না জানায় তাহারা কৃষ্ণের নিকট যাইতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথের খবর জানিয়া সেই পথে চলিতে পারে তাহা হইলে কৃষ্ণ কোথায় আছেন তাহা না জানিলেও সে অন্য পথিকের সাহায্যে কৃষ্ণের নিকট যাইতে পারে। জগতেও দেখা যায়—অনেকেই কৃষ্ণ কোথায় আছেন তাহা জানেন এবং বলেন যে—কৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যলীলা-রাসাস্বাদন করিতেছেন, কেহ বলেন কৃষ্ণ সর্ব্বজীব হৃদয়ে আছেন, কেহবা বলেন কৃষ্ণ জলে স্থলে অনলে সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু কোন্ পথে গেলে তাঁহাকে পাওয়া যায় সে পথের কথা কেহই বলেন না কিংবা সে পথে কেহই চলেন না। জগতে কৃষ্ণজিজ্ঞাসু অনেক আছেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথজিজ্ঞাসু অতীব বিরল।

যাহা হউক, ব্রজরমণীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আম্রপনসাদি বৃক্ষগণকে বলিলেন—হে যমুনাতীরবাসি সদাশয়গণ! তোমরা যদি আমাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ দেখাইয়া না দাও তাহা হইলে আমাদের পক্ষে সে পথ খুঁজিয়া লওয়া সম্ভাপর হইবে না। কেননা আমরা সকলেই "রহিতাত্মা" অর্থাৎ কৃষ্ণবিরহে আমাদের মন শূন্য। আমরা শূন্য মনে অনুসন্ধান করিলে কোনদিনই কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ দেখিতে পাইব না। শূন্য মনে কৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুসন্ধানে রত হইলেও মনের মত শূন্য পথের কথাই মনে আসে এবং সেই পথে চলিতেই ভাল লাগে। সেইজন্য কাহারও যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথের খবর জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহার সেই পথের পথিকের নিকট জিজ্ঞাসা করাই উচিত। সে পথের পথিকগণ সকলেই পরোপকারে রত হন এবং তাঁহারা মনে করেন যাহারা অপথে বিপথে চলিতেছে তাহাদের সকলকেই এই পথে লইয়া আসিব। কিন্তু যাঁহারা সে পথের পথিক নহেন তাঁহারা যদি শত সহস্র চেষ্টাও করেন তাহা হইলেও কখনও কাহাকেও সে পথ দেখাইতে পারে না কিংবা নিজেও সে পথে চলিতে পারে না। অতএব হে যমুনাতীরবাসি পরোপকাররত বৃক্ষগণ! আমরা কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ পাইবার জন্য তোমাদের শরণাগত হইলাম। তোমরা আমাদের সেই পথ দেখাইয়া প্রকৃত উপকার কর।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, আম্রপনসাদি বৃক্ষসমূহের নিকটে গিয়া প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া কত অনুনয় বিনয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কাহারও নিকট কোনই উত্তর পাইলেন না। তখন তাঁহারা মনে করিলেন যে—এই সমস্ত যমুনাতীরবাসী মহাতপস্বী বৃক্ষগণ বোধ হয় মৌনব্রতাবলম্বী। নচেৎ আমাদের কাতর প্রার্থনায় এই সমস্ত সদাশয়গণ কখনই আমাদের নিরাশ করিত না। কিন্তু ইহারা মৌনব্রতাবলম্বী হইলেও শাখা সঞ্চালন করিয়া আমাদের পথ দেখাইতে পারিত। হায়! তবে কেন ইহারা এভাবে আমাদের উপেক্ষা করিল। এইপ্রকার নানাকথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তা করিয়া ব্রজরমণীগণ পরিশেষে স্থির করিলেন যে—এই সমস্ত মহাতপস্বী বৃক্ষগণ নিশ্চয়ই সমাধিমগ্ন, কাজেই ইহাদের কোনপ্রকার বাহ্য জ্ঞান নাই বলিয়া আমাদের কাতর প্রার্থনা ইহাদের কর্ণগোচর হয় নাই। আমাদের কাতর ক্রন্দন যদি ইহাদের কর্ণগোচর হইত তাহা হইলে এই সমস্ত সদাশয় এবং পরোপকার-ব্রতনিষ্ঠ বৃক্ষগণ, কখনই নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দভাবে আমাদের উপেক্ষা করিত না। এই সমস্ত বৃক্ষগণ চতুর্দ্দিকে এমন করিয়া ঘনপত্রসমন্বিত শাখাবলী প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান আছে যে—ইহাদের শীতল ছায়ায় কত রৌদ্র-তাপ-তপ্ত পথিকের শ্রান্তি দূর হয়। ইহারা এমন ফলভারাবনত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে যে ইহাদের কোন প্রকার গর্ব্ব কিংবা ঔদ্ধত্যের লেশও আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহারা এতই সুপক্ক ফলসম্ভার লইয়া দাঁড়াইয়া আছে যে, ইহাদের নিকট কোনও ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি আসিলে সে কখনই বঞ্চিত হইবে না। ইহাদের দেখিলে মনে হয় কেবলমাত্র পরের উপকার করিবার জন্যই ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং জীবন ধারণ করিতেছে (পরার্থভবকাঃ)। সুতরাং ইহারা যদি সমাধিমগ্ন না হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথনির্দ্দেশ করিয়া দিত। কিন্তু ভাগ্য আমাদের নিতান্ত মন্দ বলিয়া আমরা এমন সদাশয় মহাতপস্বীর সঙ্গ পাইয়াও কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথের উদ্দেশ্য পাইলাম না। যাহা হউক, এই সমস্ত সমাধিমগ্ন মহাতপস্বীগণের মুখে কোনও কথা শুনিতে না পাইলেও ইহাদের মঙ্গলাভেই আমাদের পরম কল্যাণ হইবে এবং আমরা অচিরাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথের সন্ধান পাইব সন্দেহ নাই। মন্দিরের দেবতা যেমন নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ কাষ্ঠ মৃত্তিকা পাষাণাদি মূর্ত্তিধারী হইলেও তাঁহাদের দর্শন ও প্রণাম করিলে ইষ্টসিদ্ধি হয়, সেইরূপ সমাধিমগ্ন মহাপুরুষের মুখের কথা শুনিতে না পাইলেও তাঁহাদের দর্শনেই এমন সৌভাগ্য লাভ হয় যে, তাহাতে নিশ্চয়ই ইষ্টসিদ্ধি হয়। বিশেষতঃ কোনও সকাম ব্যক্তি যদি কোনও নিষ্কাম মহাপুরুষের নিকট গমন করে তাহা হইলে সে তাহার কামনানুরূপ প্রার্থনাই জানাইয়া থাকে। কিন্তু কামনা পূরণ হইলে তাহার পারমার্থিক লাভ কিংবা ক্ষতি হইবে তাহা সে বিচার করিতে পারে না। সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের নিকটে গিয়াও সকাম ব্যক্তিগণ ধন পুত্র আয়ু আরোগ্য প্রভৃতি লাভের জন্যই প্রার্থনা জানাইয়া থাকে, তাঁহারা যদি কখনও কোনও সাধন কথাও জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলেও তাহা কিসে অল্পায়াসে এবং আহার বিহারাদির অবিরোধে হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা জানিবার চেষ্টা করে। কাজেই তাহাদের পক্ষে কোন মহাপুরুষের আদেশবাণী না শুনিয়া কেবলমাত্র দর্শন প্রণামাদি করিয়া চলিয়া যাওয়াই ভাল। কারণ তাহাতেই তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। তাই বলিতেছি—আমরা এই সমাধিমগ্ন তীর্থবাসিগণের কোনও আদেশবাণী শুনিতে না পাইলেও ইহাদের দর্শনেই আমাদের মঙ্গল হইবে; অতএব চল আমরা স্থানান্তরে যাই এবং আমাদের পরমপ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তাহার চেষ্টা করি। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ আবার কৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ব্রজরমণীগণ যখন আম্রপনসাদি বৃক্ষগণের নিকটে কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ জানিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন তখন তাহাদের "পরার্থভবকাঃ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের বক্তব্য এই যে—বৃক্ষগণ পরোপকারের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (পরার্থে ভব উৎপত্তিঃ যেষাং তে) কেননা বৃক্ষগণ তাহাদের পত্র পুষ্প, ফল, ছায়া, ত্বক্ প্রভৃতি সমস্ত দিয়াই পরের উপকার করে, কিন্তু তাহারা তাহাদের পত্র পুষ্প ফলাদি কিছুই নিজে ব্যবহার করে না। কাজেই এই সমস্ত পরোপকারব্রতনিষ্ঠ বৃক্ষগণ নিশ্চয়ই আমাদেরও কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিয়া উপকার করিবে। ইহা ছাড়াও তাঁহাদের মুখোচ্চারিত "পরার্থভবকাঃ" এই পদ হইতে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে এক পরমতত্ত্বের প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত বৃক্ষ আছে তাহারা কেহই প্রাকৃতজগতের বৃক্ষের মত নহে, তাহারা সকলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (পরা চ পরশ্চ পরৌ শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ, তদর্থে তয়োঃ সেবার্থং ভবঃ উৎপত্তির্যেষাং তেঃ পরার্থভবকাঃ) শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে "সত্যং পরং ধীমহি" এই বচনে পর শব্দে পরতত্ত্ব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে "এবং দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।" "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা" এই গৌতমীয়তন্ত্র বচনে পরা শব্দে শ্রীরাধিকাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং "পরা শ্রীরাধিকা" এবং "পর শ্রীকৃষ্ণ" এই ব্যাখ্যা অশাস্ত্রীয় নহে। যাহা হউক শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষাবলী এই পর এবং পরার সেবা করিবার জন্যই শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়াছে এবং ইহারা সকলেই অপ্রাকৃত এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবক। শ্রীকৃষ্ণযামলতন্ত্রে শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষাবলীর স্বরূপ জানা যায়—

ক্রমাশ্চ কল্পপূর্ব্বা যে নানামোদবিধায়কাঃ। বৃন্দাবনস্থাস্তান্ বিদ্ধি বলভদ্রাংশসম্ভবান্॥ (শ্রীকৃষ্ণযামলতন্ত্রম্)

শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষগণ সকলেই কল্পবৃক্ষ এবং বলভদ্রের (সঙ্কর্ষণের) অংশ সম্ভূত। ইহারা নানাভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

কেচিৎ পীযূষসারৈঃ পরিণতকরচঃ কেচন ক্ষীরসারৈঃ, দিব্যৈঃ সন্নির্ম্মিতাঃ কেঽপ্যতুলমদকৃতামাসবানাং ঘনাঙ্গঃ। কেচিচ্ছৈলোপমাঃ কেঽপ্যতিহিমকরকা তুল্যরূপা ইতি শ্রী, বৃন্দারণ্যে সমন্তাৎ দধতি বহুবিধা রাধিকা কৃষ্ণতুষ্ট্যৈ॥

(শ্রীবৃন্দ বনশতকম্)

শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষরাজি অমৃতধারাসিক্ত সমুজ্জ্বলরুচি সম্পন্ন, কোন কোনও বৃক্ষ দিব্যক্ষীরসার সুনির্ম্মিত, কতকগুলি অতুল মদজনক আসবের ঘনীভূত মূর্ত্তি। কতকগুলি শৈলসদৃশ এবং কতকগুলি বা অতি শীতল করকার ন্যায় মূর্ত্তি বিশিষ্ট। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য শ্রীবৃন্দাবনভূমির নানাস্থানে এইপ্রকার নানা-বিধগুণবিশিষ্ট অগণিত বৃক্ষাবলী শোভা পাইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষসমূহের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন—

যস্যৈকবৃক্ষোঽপি নিজেন কেনচিৎ দ্রব্যেণ কামং তনুতেঽর্থিনোঽখিলান্॥
তথাপি তন্নৈব সদা প্রকাশয়েৎ ঐশ্বর্য্যমীশঃ স্ববিহারবিঘ্নতঃ॥ (বৃহদ্ভাগবতামৃতং)

শ্রীবৃন্দাবনের যে কোনও বৃক্ষ, তাহার পত্র পুষ্পাদি যে কোনও দ্রব্য দ্বারা সকলের সকল মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে। কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহারে বাধা ঘটিবে বলিয়া তাহারা তাহাদের এই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে না। ইহাতে বক্তব্য এই যে শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ। সুতরাং যে কোন বৃক্ষের নিকটেই যে কোনও পত্র পুষ্প ফলাদি এমন কি বস্ত্রালঙ্করাদি পর্য্যন্ত কোনও প্রার্থিত বস্তুই পাওয়া যাইতে পারে! কিন্তু তাহারা প্রায়ই তাহাদের এই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে না। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার জন্য যখন ব্রজরমণী-গণ কুসুমচয়ন করিতে যান, তখন যদি একই বৃক্ষে জাতী যূথি মল্লিকা মালতী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কুসুম পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের কুসুমচয়নের জন্য বনে বনে বেড়াইতে হয় না; কিংবা সেই সেই কুসুম প্রাপ্তির জন্য কোনই উৎকণ্ঠা থাকে না। তাঁহারা যদি একই বৃক্ষে আম্র, পনস, কদলী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ফলই পান, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার জন্য ফল সংগ্রহের কোনই উৎকণ্ঠা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণও যে সময়ে বিবিধ পুষ্পফলাদি সংগ্রহের ছলে বন হইতে বনান্তরে গমন করেন এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁহার ব্রজরমণীগণের সহিত বনভ্রমণ করা হয়। কিন্তু যদি একই বৃক্ষ হইতে সর্ব্ববিধ ফল পুষ্পাদি সংগ্রহ হয় তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের ফল পুষ্পাদি সংগ্রহচ্ছলে গোপীগণসহ বনভ্রমণ বাসনা পূর্ণ হয় না। শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষাবলী যদি কল্পবৃক্ষের স্বভাব প্রকাশ করে তাহা হইলে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাপরা গোপীগণের অনায়াসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবাসিদ্ধি হওয়ায় সেবাকাঙ্ক্ষা শিথিল হইয়া যায়। কখন কখনও জলবিহারের পর গোপীসহ গোপীনাথ যখন আর্দ্র বস্ত্রে শ্রীরাধাকুণ্ড ও যমুনা প্রভৃতির তীরে আসেন, তখন তাঁহাদের পরিধানের জন্য তীরস্থ বৃক্ষে শুষ্ক বস্ত্রাদি প্রাপ্তির কথা জানা যায়। সুতরাং বৃন্দাবনস্থ কল্পবৃক্ষগণ অধিকাংশ সময়েই সাধারণ বৃক্ষের ন্যায় পুষ্পফলাদি প্রদান করেন এবং প্রয়োজন হইলে কল্পবৃক্ষের ন্যায় বস্ত্রাভরণাদি প্রদান করেন।

শ্রীরুদ্রযামলতন্ত্রেও শ্রীশঙ্কর পার্ব্বতীর নিকট শ্রীবৃন্দাবনস্থ বৃক্ষাবলীর গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

যং কুসুমং যদা মৃগ্যং যং ফলঞ্চ বরাননে। তত্তদেব প্রসূয়ন্তে বৃন্দাবনসুরদ্রুমাঃ॥ (শ্রীরুদ্রযামলতন্ত্রম্)

হে বরাননে! শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার জন্য তাঁহাদের পার্ষদগণ, যখন যে পুষ্প কিংবা যে ফল অন্বেষণ করেন শ্রীবৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষগণ তৎক্ষণাৎ সেই পুষ্প ও ফলাদি প্রসব করিয়া থাকেন।

কিম্বদন্তী আছে যে—যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ ও তাঁহার জননী উষাকে হস্তিনাপুরে লইয়া আসেন। তাহার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির, বজ্রনাভকে মথুরায় রাজসিংহাসনে স্থাপন করেন এবং বজ্রনাভ মথুরামণ্ডলের রাজা হইয়া কিছুকাল মথুরায় বাস করেন। সেই সময়ে তাঁহার ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কি লীলা করিয়াছেন তাহা জানিতে এবং লীলাস্থলী দর্শন করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি তাঁহার জননী উষাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যথাসম্ভব লীলাকথা বর্ণনা করেন; কিন্তু কোথায় কোন্ লীলা হইয়াছিল তাহা তিনি জানেন না বলিয়া সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন না। বজ্রনাভ ব্রজমণ্ডলের নানাস্থানে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথায় কোন্ লীলা হইয়াছিল, তাহা তিনি কিছুতেই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার প্রকট লীলা গোপন করেন তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজমণ্ডলবাসী নরনারী প্রভৃতি সকলেই অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রজভূমি তখন জনশূন্য বনভূমি। বজ্রনাভ যে কাহারও নিকট তাঁহার প্রপিতামহের লীলাস্থলীর কথা জিজ্ঞাসা করিবেন এমন সুযোগও পাইলেন না। তিনি তখন হতাশ হইয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে আমার ভাগ্যে লীলাস্থলী দর্শনের কোনই সুযোগ নাই। তিনি বিষণ্ণ বদনে যমুনাপুলিনে বসিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে সেখানকার বৃক্ষগণ তাঁহাকে রাসস্থলী দেখাইয়া দিলেন এবং ক্রমশঃ তিনি ব্রজমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া সেখানকার বৃক্ষগণের নিকট হইতে সমস্ত লীলাস্থলীর উদ্দেশ পাইয়াছিলেন। এই ভাবে বজ্রনাভই প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীর সন্ধান পাইয়া সেই সেই স্থানে এক একটি কুণ্ড করিয়া স্থান চিহ্নিত করেন। অদ্যাপি তাহা বজ্রকুণ্ড বলিয়া ব্রজমণ্ডলে প্রসিদ্ধ আছে। তাহার পর কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিপ্রভাবে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী মথুরার লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন। এখন যে সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ, ব্রজমণ্ডলে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন, তাহা শ্রীবৃন্দাবনস্থ বৃক্ষগণেরই কৃপায়। বৃক্ষগণ যদি বজ্রনাভকে লীলাস্থলী দেখাইয়া না দিতেন তাহা হইলে কাহারও ভাগ্যে লীলাস্থলী দর্শনের সুযোগ লাভ হইত না। শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে বৃক্ষরূপে কোন্ মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার সময় যে সমস্ত বৃক্ষগণ শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভূত হন, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বৃক্ষরূপী পার্ষদ। ইঁহারা সকলেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সেবাই ইঁহাদের কার্য্য। লীলাসৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন হয় এই সমস্ত বৃক্ষগণ তখনই তাহার সামঞ্জস্য করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট লীলার সময়েও মহঃ জন, তপঃ এবং সত্যলোক হইতে বহুতর যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ ব্রজমণ্ডলে বাস করিবার জন্য বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া ব্রজমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে চিরজীবন বাস করিয়া কৃতার্থ হন। অদ্যাপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা ব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া যে সমস্ত বৃক্ষগণকে দেখিতে পাই, তাহারা কেহই সাধারণ বৃক্ষ নহে। তাহারা সকলেই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিলাভ করিবার বাসনায় বৃক্ষরূপে ব্রজে বাস করিতেছেন!

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, যে সমস্ত বৃক্ষের নিকট শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণ পার্ষদ এবং সর্ব্বশক্তিশালী। কিন্তু ব্রজরমণীগণের কৃষ্ণান্বেষণে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য বৃক্ষগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা জানিয়াও ব্রজরমণীগণকে জানান নাই। আনায়াসে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইলে রসাস্বাদন হয় না; কাজেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া যতই ক্রন্দন ও অন্বেষণ করা যায় ততই লাভ। এই জন্যই ব্রজরমণীগণের কাতর ক্রন্দন শুনিয়াও বৃক্ষগণ নিরুত্তর হইয়াই ছিলেন। ব্রজরমণীগণ যদিও বৃক্ষগণের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তথাপি তাঁহারা বিরহোন্মাদ বশতঃ তাহাদিগকে কৃষ্ণ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং উত্তর না পাইয়া নানা প্রকার সম্ভাবনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যখন আম্রপনসাদি বৃক্ষগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির পথের কথা জানিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা মনে করিলেন যে—এই সমস্ত সমাধিমগ্ন তপস্বিগণের নিকট কিছুই জানিবার সম্ভাবনা নাই। তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে—এই রাত্রিকালে নির্জ্জন বনভূমিতে আমরা কাহার কাছে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিব? কৃষ্ণের কথা কেবা জানে কেবা জানে না তাহাই বা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? হায়! আমাদের কি কৃষ্ণহারা হইয়াই থাকিতে হইবে? এই প্রকার নানা কথা বলিতে বলিতে ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণচঞ্চল দৃষ্টি, বনভূমিতে সংলগ্ন হইল এবং সকলেই তখন পরমানন্দে বলিয়া উঠিলেন—এতক্ষণে আমরা যে নিশ্চয়ই কৃষ্ণের সংবাদ জানে তাহার সন্ধান পাইয়াছি। একমাত্র পৃথিবীই নিশ্চিতরূপে কৃষ্ণের সংবাদ জানে, কেননা শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই যান কিংবা লুক্কায়িত হউন না কেন, তিনি এই পৃথিবীতেই আছেন। কাজেই পৃথিবী তাহার সুবিস্তৃত অঙ্গের কোন না কোন অংশ দ্বারা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চরস্পর্শ করিয়াই থাকে! অতএব পৃথিবীই প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের সংবাদ জানে। কৃষ্ণের দাস, সখা, পিতা, মাতা, প্রেয়সীবর্গ, ধেনুবৃন্দ, বনের বৃক্ষগণ প্রভৃতি সকলেরই কোন না কোন সময়ে কৃষ্ণবিরহ ভোগ করিতে হয়। কেহই সর্ব্বদাই কৃষ্ণের নিকটে থাকিতে পারে না কিংবা সর্ব্বদা কৃষ্ণকে নিজ নিকটে রাখিতে পারে না। কিন্তু ভাগ্যবতী পৃথিবীর কখনই কৃষ্ণবিরহ ভোগ করিতে হয় না। অতএব এতক্ষণে আমরা কৃষ্ণের সংবাদ পাইবার সুযোগ লাভ করিতে পারিয়াছি। যে কৃষ্ণকে জানে এবং সর্ব্বদাই কৃষ্ণ লইয়া থাকে তাহার কাছে জিজ্ঞাসা না করিলে কেহই কৃষ্ণবার্ত্তা জানিতে পারে না। আমরা এতক্ষণ যাহাদের নিকট কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহাদের কাহারও এমন কিছু সৌভাগ্য নাই যে—সর্ব্বদা কৃষ্ণ লইয়া থাকিতে পারে। কাজেই তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা কৃষ্ণবার্ত্তা জানিতে পারি নাই। এইবার আমরা নিরন্তর কৃষ্ণ-সঙ্গিনী ধরণীর নিকট কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিব। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, পৃথিবীর নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভাগ্যবতী পৃথিবী! তুমি সর্ব্বদাই কৃষ্ণচরণস্পর্শসুখাস্বাদন করিতেছ, অতএব তুমি নিশ্চয়ই আমাদের কৃষ্ণ কোথায় আছেন তাহা বলিতে পারিবে। আমরা তোমার নিকট কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে—তুমি ইহজন্মে কিংবা পূর্ব্ব জন্ম-জন্মান্তরে কি তপস্যাচরণ করিয়াছ তাহা আমাদের বলিতে পার? আমরা যদি সেই তপস্যার কথা জানিতে পারি তাহা হইলে আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাহাতেই রত হইতে চেষ্টা করিব। তোমার নিকট কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করা অপেক্ষা তোমার তপস্যাচরণের কথা জিজ্ঞাসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করাই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে। কেননা, কেহ যদি কৃষ্ণকে দেখিতে পায় কিংবা কৃষ্ণের সহিত কোন প্রকার প্রেমব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করে, তাহা হইলেও তাহার আমাদের মত কৃষ্ণহারা হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু যাহাতে কৃষ্ণের সহিত কিছুতেই বিয়োগ না হয়, এমন কোনও উপায় জানিয়া রাখাই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বতোভাবে প্রধান কর্ত্তব্য। জগতে অনেকেই অনেক বস্তু পাইবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে, কিন্তু সে বস্তুর সঙ্গে চিরসম্বন্ধ রক্ষা করিবার উপায় কি তাহা প্রায়ই কেহ ভাবিয়া দেখে না। ব্রজে অনেকের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তোমার মত চিরসম্বন্ধ কাহারও সঙ্গে নাই। কৃষ্ণ এই নির্জ্জন বনে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি কখনই তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন না। তিনি যেখানেই যাইতে ইচ্ছা করুন না কেন, তুমি সেখানেই বুক পাতিয়া রাখিয়াছ, কাজেই তাঁহার কদাপি তোমাকে ছাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাই বলিতেছি, হে পরমসৌভাগ্যবতী পৃথিবি! বল বল, তুমি কোন্ তপস্যার ফলে এই প্রকার কৃষ্ণের সহিত চিরসম্বন্ধ স্থাপনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ? যদিও আকাশ এবং বাতাস সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তাহাদের সঙ্গেও কৃষ্ণের চিরসম্বন্ধ আছে, তথাপি তাহারা প্রেমবিহীন বলিয়া তাহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধ পাইয়াও কোনই লাভ হয় নাই। ক্ষুধাবিহীন ব্যক্তির যেমন খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্তিতে কোনই লাভ নাই, সেইরূপ প্রেমবিহীন ব্যক্তিরও কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে কোনই লাভ হয় না। আকাশ ও বাতাস সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাইয়াও নির্লিপ্তভাবে থাকে বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা প্রেমবিহীন। প্রেমবান্ ব্যক্তি কখনও কৃষ্ণ পাইয়া নির্লিপ্তভাবে থাকিতে পারে না। প্রেমই প্রেমিকের অন্তরে ও বাহিরে নানাপ্রকার বিকার সৃষ্টি করিয়া দেয়। হে পৃথিবি! তুমি পরম প্রেমবতী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নির্লিপ্ত কিংবা নির্ব্বিকার হইয়া থাকিতে পার না। তোমার অঙ্গ নব নব তৃণাঙ্কুরোদ্গমচ্ছলে সর্ব্বদাই পুলকিত-প্রেমবিকার ঘোষণা করিতেছে।

যদিও শ্রীনারায়ণ যখন বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞস্থলে গিয়া ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন এবং বলি, ত্রিপাদ ভূমিদানে স্বীকৃত হইলে তিনি ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ত্রিপাদভূমি গ্রহণচ্ছলে তোমার অঙ্গে পদস্পর্শ করিয়াছিলেন, তথাপি তোমার সে সময়ে এই প্রকার প্রেমবিকারের কথা কাহারও নিকট শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সে সময়ে তুমি তাঁহার পদস্পর্শে কৃতার্থ হইয়াছিলে এবং তাঁহার চরণে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সে চরণস্পর্শে তোমার প্রেমের পুলক প্রকাশ পায় নাই।

শ্রীনারায়ণ, সৃষ্টির প্রারম্ভে বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমাকে দন্তাগ্রে ধারণ করিয়াছিলেন এবং তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; কিন্তু হে ধরিত্রি! তুমি সে সময়েও এ প্রকার প্রেমবিকার লাভ করিতে পার নাই। কিন্তু আমাদের কৃষ্ণের চরণস্পর্শের এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে—তাহাতে কেহই প্রেম-পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারে না। শ্রীনারায়ণ ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিতে তোমার সর্ব্বাঙ্গে চরণ স্থাপন করিয়াছেন, এবং বরাহমূর্ত্তিতে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের কৃষ্ণ তোমার সর্ব্বাঙ্গে চরণ স্থাপন করেন নাই, কিংবা তোমাকে আলিঙ্গন করেন নাই, তিনি তোমার সুবিস্তৃত অঙ্গের অংশবিশেষে পদস্পর্শ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু হে পৃথ্বি! তুমি তাহাতেই প্রেমে পুলকিত হইয়া পড়িয়াছ এবং কিছুতেই সে প্রেমের পুলক গোপন করিতে পারিতেছ না। এই বনভূমিতে আমরা যতদূর তোমাকে দেখিতে পাইতেছি, ততদূরই তৃণাঙ্কুরোদ্গমচ্ছলে তোমার প্রেমের পুলক দেখা যাইতেছে। তাই বলিতেছি, হে বসুন্ধরে! কৃষ্ণচরণস্পর্শেই তোমার বসুন্ধরা নাম সার্থক হইয়াছে, কেননা কৃষ্ণপ্রেমের পুলকাবলীর ন্যায় মহারত্ন (বসু) আর জগতে নাই। তাই বলিতেছি—হে কৃষ্ণপ্রেমে পুলকিতাঙ্গি! তুমিই ধন্যা! আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব, আমরা এই কৃষ্ণের চরণস্পর্শে বঞ্চিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছি। তুমি যদি কৃপা করিয়া তোমার সুবিস্তৃত অঙ্গের কোন্ অংশে কৃষ্ণ আছেন তাহা বলিয়া দাও এবং কোন্ তপস্যার ফলে তোমার মত নিরন্তর কৃষ্ণচরণস্পর্শ পাওয়া যায় তাহা বলিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা তাহারই আচরণ করিয়া চির জীবনের মত কৃষ্ণচরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

"কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপঃ" প্রভৃতি শ্লোকে প্রকারান্তরে ব্রজরমণীগণের মনোভাব বুঝিতে পারা যায় যে - তাঁহারা নব নব তৃণাঙ্কুরপরিশোভিতা পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—হে পৃথ্বি! তুমি যে শ্রীকৃষ্ণ চরণস্পর্শে পরমানন্দ লাভ করিয়াছে, তাহা তোমার তৃণাঙ্কুরোদ্গমচ্ছলে পুলকিত তনু দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। তাই আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কোন্ তপস্যার ফলে এই শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শজনিত মহামহোৎসব উপভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ? "হে অঙ্ঘ্রিসম্ভবে! (পদ্ভ্যাং ভূমিরজায়ত ইতি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা বিরাড্বপুষঃ শ্রীভগবতশ্চরণসম্ভবে!) কিং তবায়মুৎসবঃ উরুক্রমবিক্রমাৎ? আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন?" হে বিরাট্ পুরুষের চরণসম্ভবে পৃথিবী! শ্রীনারায়ণ, ত্রিবিক্রম রূপে তোমার অঙ্গে চরণ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কি তোমার শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে? অথবা শ্রীভগবান্ বরাহরূপে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন বলিয়া তোমার মহাসৌভাগ্য লাভ হইয়াছে? ব্রজরমণীগণের এই কথায় শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শ-সৌভাগ্যলাভেরই মাহাত্ম্য সুচনা করা হইয়াছে এবং ত্রিবিক্রমের চরণস্পর্শ এবং বরাহদেবের আলিঙ্গন তাহারই সাধনরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কোন্ তপস্যার ফলে শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শসৌভাগ্য লাভ হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য ব্রজরমণীগণ পৃথিবীকে প্রশ্ন করিয়া নিজেরাই সম্ভাবনা করিয়া ত্রিবিক্রমচরণস্পর্শ এবং বরাহ-দেবের আলিঙ্গন এই দুই প্রকার তপস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিবিক্রমের চরণস্পর্শে মহাভার সহন এবং বরাহদেবের আলিঙ্গনে দৃঢ়তর অঙ্গসংমর্দ্দন ক্লেশ স্বীকারই ব্রজরমণীগণের সম্ভাবিত পৃথিবীর তপস্যা। ব্রজরমণীগণ এই ভাবে পৃথিবীর তপস্যার কথা জিজ্ঞাসা ও সম্ভাবনা করিয়া পরিশেষে ইঙ্গিতে বলিলেন—হে পরমসৌভাগ্যশালিনী পৃথিবি! তুমি যাঁহার চরণস্পর্শেই পুলকিত হইয়া মহামহোৎসব জ্ঞান করিতেছে, আমরা সেই কৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাস বিহারাদিতে বঞ্চিত হইয়া কি মহাদুঃখ ভোগ করিতেছি তাহা তুমি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছ সন্দেহ নাই। অতএব হে পৃথিবি! নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শ লাভ করিতেছে বলিয়া তুমি মহাভাগ্যবতী এবং আমরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বিরহসাগরে পতিতা বলিয়া অতি দুর্ভাগ্যশালিনী। সেই জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের বলিয়া দাও, আমরা কোন্ পথে গেলে আমাদের পরমপ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে পাইব। তোমার সুবিস্তৃত অঙ্গের কোনও না কোনও স্থানে আমাদের কৃষ্ণ আছেনই, সুতরাং একমাত্র তুমিই তাঁহার কথা বলিতে পারিবে।

ইতঃপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হন তখন তাঁহার সঙ্গে তাঁহার একজন পরমপ্রেয়সী গোপরমণী ছিলেন। ইহার পরে শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী গোপরমণীগণের কথাতেও শ্রীকৃষ্ণের এই পরমপ্রেয়সীর কথা জানা যাইবে। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীকৃষ্ণের এই পরমপ্রেয়সীর সঙ্গিনী ব্রজরমণীগণ জানিতে পারিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ একাকী অন্তর্হিত হন নাই। কিন্তু অন্যান্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই পরম প্রেয়সীর কথা এখনও জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে অধীরা হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনী সেই মহাভাগ্যবতী কৃষ্ণপ্রেয়সীর সখীগণ তাঁহাদের দুইজনের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যখন বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করেন এবং বৃক্ষলতাদির নিকট শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনী ব্রজরমণীর সখীগণ তাঁহাদের সঙ্গেই ছিলেন কিন্তু তাঁহারা কোনও কথা বলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথিবীর সৌভাগ্য বর্ণনা করিলেন তখন ইঁহাদের মনে হইল যে—পৃথিবী সত্য সত্যই মহাভাগ্যবতী; কেননা—পৃথিবী, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সঙ্গিনী সেই মহাভগ্যবতী ব্রজরমণীর চরণস্পর্শের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। ইহাদের ভাবানুসারে "কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপঃ" শ্লোকের অর্থাস্বাদন করিলে মনে হয় যে—ইঁহারা পৃথিবীকে বলিলেন—হে পৃথিবী! না জানি তুমি কি মহাতপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছ। কেননা তুমি "কেশবাঙ্ঘ্রি স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি"। (কেশবশ্চ কেশবা চ ইত্যেকশেষদ্বন্দ্বে কেশবৌ তয়োঃ অঙ্ঘ্রি স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈঃ ত্বং বিভাসি।) শ্রীকৃষ্ণের কেশকলাপ অতি সৌন্দর্য্যময় বলিয়া তাঁহার নাম কেশব। এই কেশবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রেয়সীর (শ্রীরাধিকা) কেশশোভা কেশবেরও মনোলোভা বলিয়া ইহাকেও কেশবা বলা যায়। শ্রীরাধিকাসখী ব্রজরমণীগণ পৃথিবীকে বলিলেন, হে পৃথিবি! তোমার সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব, তুমি কেশব (শ্রীকৃষ্ণ) ও কেশবার (শ্রীরাধিকার) চরণস্পর্শ পাইয়া তৃণাঙ্কুরোদ্গমচ্ছলে পুলকিততনু হইয়াছ। শুধু তাহাই নহে—"উরুক্রমবিক্রমাদ্বা" "উরুঃ বহুতরঃ ক্রমঃ পুষ্পচয়নার্থং অহংপূর্ব্বিকয়া পাদবিক্ষেপো যয়োঃ তৌ উরুক্রমৌ। তয়োঃ প্রেয়স্যোঃ সঙ্ঘট্টিতাঙ্গয়োর্যো বিক্রমঃ ত্বদ্বিমর্দ্দনলক্ষণপরাক্রমঃ তস্মাৎ—উরুক্রমবিক্রমাৎ যঃ অঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ গাঢ়তরপাদস্পর্শঃ, তৎসম্ভবোঽয়ং, তব পুলকরাশিরিত্যর্থঃ।" শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরমপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাসহ অন্তর্হিত হইয়া বনে বনে পুষ্পচয়নাদিচ্ছলে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং কখনও বা কোনও পুষ্পকাননে প্রচুরতর প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখিয়া দুই জনেই "আমি আগে যাইব" মনে করিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে গমন করিতেছেন। তাহাতে তাঁহাদের চরণসম্পাতে ধরাবক্ষঃ বিমর্দ্দিত হইতেছে। শ্রীরাধাগোবিন্দের এই লীলা সম্ভাবনা করিয়া শ্রীরাধিকার সখীবৃন্দ পৃথিবীকে বলিয়াছেন – হে ভাগ্যবতী পৃথিবি! তুমি এই প্রকার উরুক্রমবিক্রমে পুলকিততনু হইয়াছ, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অলঙ্কারকৌস্তভগ্রন্থে শ্রীরাধাগোবিন্দের এই প্রকার লীলা "কেলি" নামক অলঙ্কার বলিয়া বর্ণিত আছে।

"বিহারে সহ কান্তেন ক্রীড়িতং কেলিরুচ্যতে"

(অলঙ্কারকৌস্তভঃ)

কান্তের সহিত বিহার সময়ে নানাবিধ ক্রীড়াকে কেলি নামক অলঙ্কার বলা যায়। ঐ গ্রন্থেই "কেলি" নামক অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত রূপে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে—

অপি সহ বিহরন্ত্যা কৃষ্ণমুল্লঙ্ঘ্য রম্যে সুরভিণি কুসুমেঽহংপূর্ব্বিকাকৌতুকেন॥
অনিয়তপদভঙ্গ্যা পার্শ্বসংঘট্টনেন স্তনহতিপরিভূতো রাধয়াসৌ ব্যধায়ি॥

(অলঙ্কারকৌস্তভঃ)

শ্রীকৃষ্ণসহ বনে বনে বিবিধ বিলাসরতা শ্রীরাধিকা কোনও সুরভিকুসুমকানন দেখিয়া "আমি আগে যাইব" (অহংপূর্ব্বিকা) বলিয়া দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের পার্শ্বভাগে শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থল স্পর্শ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকার স্তনাঘাতে পরাভূত হইলেন।

ব্রজরমণীগণ পৃথিবীকে আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পৃথিবি! আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন তবায়মুৎসবঃ? আহো বিদিতমস্মাভিঃ উরুক্রমবিক্রমাদেব ন তবায়মুৎসবঃ, কিন্তু বরাহপুরুষঃ পরিরম্ভণেন। বরঃ শ্রেষ্ঠ যঃ আহবঃ স্মরযুদ্ধং তং পুষ্ণাতীতি বরাহবপুট্ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরাধিকা চ। তস্য তস্যাশ্চ ত্বদুপরিজাতং যৎ পরিরম্ভণং তেন"। হে পৃথিবী! এতক্ষণে আমরা তোমার এই আনন্দোৎসবের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। শ্রীরাধাগোবিন্দের বনভ্রমণ লীলার সময় তাঁহার চরণস্পর্শে তুমি এরূপ পুলকিত হও নাই। তোমার এতাদৃশ আনন্দপুলকের হেতু এই যে—আমাদের শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ "বর আহব" অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মরসংগ্রাম পোষণ করিয়া থাকেন, এইজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা "বরাহবপুষ"। তাঁহারা যখন স্মরসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তোমারই সুবিস্তৃত অঙ্গের কোনও অংশে অবস্থিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গনে রত হন, তখন সেই পরস্পরালিঙ্গিত শ্রীরাধাগোবিন্দের চরস্পর্শে তোমার আনন্দসিন্ধু সমুচ্ছলিত হয় এবং তুমি তৃণাঙ্কুরোদ্গমচ্ছলে পুলকিত হইয়া সেই আনন্দের ইঙ্গিত প্রকাশ কর। তাই বলিতেছি, তোমারই অঙ্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিবিধ লীলাবিলাস হইতেছে বলিয়া তুমি নিশ্চয়ই জান যে—তাঁহারা কোথায় আছেন। তুমি যদি একাকিনী সেই পরমানন্দ উপভোগ না করিয়া আমাদের একটু ভাগ দিতে স্বীকৃত হও, তাহা হইলে তাঁহারা কোথায় আছেন, তাহা আমাদের বলিয়া দাও। শ্রীরাধিকার সখীগণ, এইরূপে পৃথিবীর নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দের সংবাদ জানিবার জন্য "বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন" এই কথায় যে লীলার ইঙ্গিত করিলেন তাহাতে শ্রীরাধিকার "প্রাগল্ভ্য" সূচিত হইল। অলঙ্কারকৌস্তভ গ্রন্থে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে যে—

শ্লিষ্টা শ্লিষ্যতি গোকুলেন্দ্রতনয়েনাচুম্বিতা চুম্বতি, স্বচ্ছন্দং লিখিতা নখৈর্নখপদৈরাভূষয়ত্যঙ্গকং॥
শিক্ষিত্বা তত এব পুষ্পধনুষঃ সংগ্রামবিদ্যামিয়ং, তস্য ক্ষোভকরী যদেব তদিয়ং বিদ্যা গুরুক্ষোভিকা॥

শ্রীরাধিকার সহিত স্মরসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রজরাজনন্দন শ্রীরাধিকাকে আলিঙ্গন করিলে শ্রীরাধিকাও তাঁহাকে গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করেন। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার অঙ্গে নখাঙ্কপাত করিলে তিনিও প্রচুরতর নখচিহ্ন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বিভূষিত করিয়া দেন। শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই স্মরসংগ্রাম শিক্ষা করিয়া যে এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকেই পরাজিত করেন ইহাতে মনে হয় যে শ্রীরাধিকার বিদ্যা গুরুক্ষোভিকা, অর্থাৎ গুরুকেও পরাজিত করিতে সমর্থা। শ্রীরাধিকার নিকট এইরূপে স্মরসংগ্রামে পরাজিত হওয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনীয়। কেননা—"সর্ব্বতোজয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাচ্ছিষ্যাৎ পরাজয়ং" সকলকেই পরাজয় করা সুখাবহ, কিন্তু পুত্র এবং শিষ্যের নিকট পরাজিত হওয়াই প্রার্থনীয় এবং সুখাবহ।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, ধরণীর নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া যখন কোনই প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তখন তাঁহারা মনে করিলেন—ধরণীও তুলসীর ন্যায় আমাদের সপত্নী। তুলসী যেমন নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণসঙ্গিনী বলিয়া গর্ব্বভরে আমাদের কথায় কর্ণপাত করিল না, সেইরূপ ধরণীও সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ পায় বলিয়া এতই গর্ব্বিত হইয়াছে যে—সে তাহার গর্ব্বস্ফীত অঙ্গে তৃণাঙ্কুরোদ্গমচ্ছলে প্রকাশিত পুলকাবলী দেখাইয়া আমাদের ইঙ্গিত করিতেছে যে—এই দেখ—আমি কৃষ্ণচরণস্পর্শে কেমন পরমানন্দ উপভোগ করিতেছি, কিন্তু তোমরা তাঁহার বিরহে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। যদিও কৃষ্ণ আমারই সুবিস্তৃত অঙ্গের কোন না কোন স্থানে সর্ব্বদা বিরাজিত, তথাপি আমি তোমাদের নিকট তাঁহার কোন কথাই প্রকাশ করিব না। সুতরাং পৃথিবীর নিকট আমরা আমাদের কৃষ্ণের কোনই উদ্দেশ পাইব না। হায়! তবে আমরা এখন কোথায় যাইব এবং কাহার নিকটেই বা কৃষ্ণের সংবাদ পাইব। এই বনে যাহাদের সঙ্গে দেখা হইল, তাহাদের সকলের নিকটেই ত কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সকলেই জানিয়া শুনিয়া আমাদের নিকট কৃষ্ণের কথা বলিল না। হা হতবিধে! তোমার বিধানে কি আমাদের চিরদিনই কৃষ্ণহারা হইয়া থাকিতে হইবে? ব্রজরমণীগণ এই প্রকারে বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে বনভূমির চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, কাহার কাছে শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিব? এমন সময়ে তাঁহারা দেখিলেন যে অনতিদূরে কতকগুলি হরিণী বনভূমিতে বিচরণ করিতেছে এবং কখনও বা বৃক্ষপত্রপতনশব্দে, কখনও বা বৃক্ষের শাখা কম্পনে এবং কখনও বা ব্রজরমণীগণের বিরহার্ত্তনাদে চমকিত হইয়া তাহাদের স্বভাব চঞ্চল সুদীর্ঘ নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া ব্রজরমণীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। তাহা দেখিয়া ব্রজরমণীগণ আশান্বিত এবং উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, এইবার আমরা নিশ্চয়ই আমাদের কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইব। ঐ দেখ—অদূরবর্ত্তিনী কৃষ্ণমৃগীগণ তাহাদের স্বভাব-সুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুদীর্ঘ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ইহাদের দৃষ্টির ভঙ্গিতে ও সৌন্দর্য্যে জানা যাইতেছে যে—ইহারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণদর্শন করিয়াছে। কৃষ্ণদর্শন ব্যতীত কাহারও নয়নের এমন সৌন্দর্য্যবিকাশ হইতে পারে না। অহো! এই কৃষ্ণমৃগীগণেরই নয়ন সার্থক! আমাদের নয়ন কৃষ্ণের অদর্শনে ব্যর্থ।

বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্ম স্থান, যে না হেরে সে চাঁদ বদন।
তার নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

কৃষ্ণমৃগীগণকে দেখিয়া কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ মনে করিলেন, ইহাদের নিকট নিশ্চয়ই কৃষ্ণবার্ত্তা জানিতে পারা যাইবে। তাঁহারা তখন ধীরে ধীরে কৃষ্ণমৃগীর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, সখি হরিণি! তোমাদের নয়ন-সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হইতেছে, তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের হরিকে দেখিয়াছ। আমরা সখ্যভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি। সখী কৃষ্ণমৃগী! বল বল, কৃষ্ণ কি তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন? আমাদের নিকট কৃষ্ণের কথা বলিতে তোমাদের কোন প্রকার লজ্জা কিংবা সঙ্কোচ না হওয়াই উচিত? কেননা তোমরা আমাদের সখী। আমরা কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছি বলিয়া আমাদের কৃষ্ণকেও "মৃগ" বলা যাইতে পারে (মৃগ্যতে অন্বিষ্যতে অসৌ ইতি মৃগঃ অন্বেষণীয়ঃ)। অতএব তোমরা যেমন কৃষ্ণমৃগের বধূ আমরাও এখন সেইরূপই। তাই বলিতেছি, তোমরা আমাদের সখী। সখীর নিকট কোনও কথা গোপন করা উচিত নহে। সখী কৃষ্ণমৃগি! সত্বর বল, আমাদের কৃষ্ণমৃগ কি তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন? যদি বল, তিনিও বনবিহারী, আমরাও বনবাসিনী, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া আর আশ্চর্য্য কি? তথাপি তাঁহার এখনকার বনবিহারে কিছু বিশেষত্ব আছে বলিয়াই তোমাদের নিকট তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, এখন তিনি তাঁহার প্রিয়াসহ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের অঙ্গশোভায় বনভূমি উদ্ভাসিত হইতেছে এবং দর্শকের নয়নানন্দবর্দ্ধন হইতেছে। তাই তোমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি, সখী হরিণি! আমাদের বনবিহারী হরি কি তাঁহার প্রিয়াসহ এই বনে আসিয়া তোমাদের নয়নানন্দবর্দ্ধন করিতেছেন?

কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ এতক্ষণ যে, বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ করিয়াছেন এবং বৃক্ষলতাদির নিকট কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহাতে একবারও কোনও কৃষ্ণপ্রিয়ার কথা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহারা যাহাকেই কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহাকেই "নন্দসুনু" "রামানুজ" "কেশব" প্রভৃতি বলিয়া কৃষ্ণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এবার তাঁহারা হরিণীগণকে কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া প্রিয়াসহ বিহাররত কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীমণ্ডলী ছাড়িয়া অন্তর্হিত হন তখন তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পরমাপ্রেয়সী শ্রীরাধিকা ছিলেন, কিন্তু তাহা শ্রীরাধিকার সখীবর্গ ছাড়া অন্য কেহই জানেন না। ব্রজরমণীগণ যখন বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ করেন, তখন শ্রীরাধিকার সখীবর্গও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বৃক্ষলতাদির নিকট কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। সুতরাং হরিণীগণের নিকট কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসায় কৃষ্ণপ্রিয়ার উল্লেখ থাকায় কিছু বিশেষত্ব আছে বলিয়াই মনে হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী, তাঁহার লঘুতোষণীটীকায় এ সম্বন্ধে একটি আলোচনা করিয়াছেন—

অত্রেতি বিচার্য্যতে—কামপ্যাদায় শ্রীভগবানন্তর্হিত ইতি ব্যক্তীভবিষ্যদপি পূর্ব্বং যন্নুনীন্দ্রঃ স্বয়ং ন স্ফুট-মুক্তবান্ তস্যায়মভিপ্রায়ঃ—সৎস্বপি নানাভগবদাবির্ভাবেষু মম স্বয়ং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণাখ্য এব তস্মিন্নাগ্রহবিশেষঃ। তথা শ্রীব্রজদেবীষ্বেব ততোঽপ্যধিকতরঃ স ইতি রহস্যং সর্ব্বেঽপি জ্ঞাতবন্ত এব। কিন্তু তাস্বপি সতীষু শ্রীরাধিকায়ামেবাধিকতমঃ স ইতি ন জ্ঞাতবন্তঃ। তদেতন্মদাগ্রহতারতম্যঞ্চ তত্তদুৎকর্ষতারতম্যাদেব। অন্যাঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমরহস্যায়াঃ তদেতত্তু সাক্ষাজ্জ্ঞাপয়িতুং সঙ্কুচতি মম চিত্তং জ্ঞানখলতাভিয়া বিজ্ঞাপয়িতুমপীচ্ছতি। তস্মাদস্যাঃ সখীনাং বচনাত্তত্রাপ্রতীতৌ চ প্রতিপক্ষাণামপি বচনাদ্ব্যঞ্জনয়ৈব বৃত্ত্যা যথাবসরং মধ্যে মধ্যে প্রকটয়িষ্যামঃ। যদি চ জাতু স্বয়মপ্যাবেশবশাৎ প্রকটয়িষ্যামস্তয়া নাম তু তস্যাঃ সাক্ষান্ন বক্ষ্যামঃ।

যদা তামাদায় শ্রীভগবান্ সহসান্তর্হিতঃ, তস্যাঃ সখ্যস্তু সংশয়ানা এবাসন্। কিন্তু কেবলং বলানুজান্বেষণপরাভিস্তাভিঃ সহচারিণ্যেঽপি কিঞ্চিদুন্মাদধারিণ্যেঽপি তন্মিথুনান্বেষণব্যগ্রতয়া পৃথগবস্থিতস্বযূথতয়া তদবধানদূরস্ফুরদীহাঃ সত্যঃ পর্য্যটিতবত্যো বক্ষ্যমাণং তৎপাদচিহ্নদর্শনং বিনাপি ক্বচিৎ কিঞ্চিদুপলব্ধবত্যশ্চ তথাহি তাসাং বাক্যমপ্যেগ পত্নীতি। (লঘুতোষণী টীকা)

"অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ" প্রভৃতি শ্লোকে যে, শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রিয়াসহ বিচরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহাতে কিছু বিচার্য্য আছে।—শ্রীভগবান যে তাঁহার পরমপ্রিয় কোনও গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন তাহা পরবর্ত্তি প্রস্তাবে ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন দর্শনের পর তাঁহার সহিত কোনও গোপীর পদচিহ্ন দর্শনে এবং তৎপরে সেই গোপীকে বনমধ্যে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দর্শনে ব্যক্ত হইবে। কিন্তু শ্রীশুকদেব তাহা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বলেন নাই। ইহাতে তাঁহার অভিপ্রায় এই যে—শ্রীভগবানের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম নারায়ণাদি অনন্ত মূর্ত্তি থাকিলেও শ্রীশুকদেবের স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য। সুতরাং তাঁহার নাম রূপ গুণ লীলাদি কথা কীর্ত্তনেই তাঁহার অধিকতর আগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ, যাদব পাণ্ডবাদি বহুতর পার্ষদের সহিত বহুতর লীলা করিলেও তিনি ব্রজবাসিগণের সহিত যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন তাহাতেই শ্রীশুকদেবের অধিকতর আগ্রহ। ব্রজবাসিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য সখ্য প্রভৃতি নানাভাবে নানা লীলা থাকিলেও ব্রজরমণীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর লীলাবলীই তাঁহার অধিকতর প্রীতিপ্রদ। ইহা তাঁহার অনেক কথায় অনেক স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত যমুনাপুলিনে মিলিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার মাধুর্য্য বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ। মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা।" শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃই সর্ব্বসৌন্দর্য্যনিকেতন। কিন্তু তিনি যখন ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইলেন তখন তাঁহার অসংখ্য হেমমণি-বিজড়িত মরকতমণির ন্যায় শোভা প্রকাশ হয় বলিয়া মনে হয় যেন তখন তাঁহার সৌন্দর্য্যসিন্ধু সমুচ্ছলিত হয়। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, ব্রজরমণীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনে শ্রীশুকদেবের যেমন উল্লাস হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু সমস্ত ব্রজরমণীগণের মধ্যেও একমাত্র শ্রীরাধিকাসহ শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন তাহাতে শ্রীশুকদেবের যে প্রকার আগ্রহ, তাহা আর কুত্রাপি নাই। কিন্তু এই পরম রহস্য তিনি কুত্রাপি বর্ণনা করেন নাই, সেজন্য তাহা কেহই জানে না। শ্রীকৃষ্ণের যাদব পাণ্ডব প্রভৃতি পার্ষদ অপেক্ষা ব্রজবাসিগণের প্রেম শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রজরমণীগণের এবং তদপেক্ষা শ্রীরাধিকার প্রেম শ্রেষ্ঠ। ভক্তগণের প্রেমতারতম্যবশতঃ শ্রীভগবানের মাধুর্য্য প্রকাশেরও তারতম্য হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের লীলামাধুর্য্যরসাস্বাদনচতুর শ্রীশুকদেব সেইজন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমবতী শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, তাহাই আস্বাদনের জন্যই সর্ব্বদা উৎসুক এবং তাহাই তাঁহার একমাত্র উপাদেয় এবং আস্বাদ্য। কিন্তু এই উন্নত উজ্জ্বলরসসমন্বিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রকাশে শ্রীশুকদেবের চিত্ত সঙ্কুচিত হয় বলিয়া তিনি স্পষ্টভাবে তাহা ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই পরমমধুর লীলাকথা জানিয়াও যদি ব্যক্ত করা না হয় তাহা হইলে জ্ঞানখলতা দোষ ঘটে (কোনও তত্ত্ব জানিয়াও যদি জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে তাহা না বলা হয় তাহা হইলে জ্ঞানখলতা দোষ হয়)। জ্ঞানখলতা দোষমুক্ত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিবার জন্য শ্রীশুকদেবের ইচ্ছাও হইয়া থাকে। সেজন্য তিনি নিজ বচনে তাহা বর্ণনা না করিয়া লীলাবর্ণনপ্রসঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজরমণীগণের বাক্যে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব কোন কোনও স্থানে আবেশ বশতঃ কিছু ইঙ্গিত প্রকাশ করিলেও সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকার নাম গ্রহণ করেন নাই।

যাহা হউক, শ্রীভগবান্ যখন শ্রীরাধিকাকে লইয়া ব্রজরমণীগণের নিকট হইতে অন্তর্হিত হন, তখন শ্রীরাধিকার সখীগণের সন্দেহ হইয়াছিল যে—শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় তাঁহার পরমপ্রিয় শ্রীরাধিকাকে লইয়াই অন্তর্হিত হইয়াছেন। যাঁহারা শ্রীরাধিকার পক্ষপাতিনী নহেন এবং শ্রীরাধিকা সহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান বার্ত্তা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, সেই সমস্ত ব্রজরমণীগণ যখন বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতেছিলেন তখন শ্রীরাধিকার সখীবর্গও তাঁহাদের সঙ্গেই ছিলেন এবং কিঞ্চিৎ বিরহোন্মাদগ্রস্তাও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে রত ছিলেন না, তাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্বেষণের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা অন্যান্য ব্রজরমণীগণের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরপ্রদেশে ছিলেন এবং বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দর্শনের পূর্ব্বেও তাঁহাদের ধারণা ছিল যে তাঁহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই আছেন। অতএব "অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াসহ পরিভ্রমণের কথায় মনে হয় যে—শ্রীরাধিকার সখীবর্গই হরিণী দেখিয়া তাহাদের নিকট এই ভাবে তাঁহাদের হরির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী স্থানে পৃথক্ ভাবে অবস্থিতা শ্রীরাধাসখীগণ, বনভূমিতে তৃণচারণরতা ও তাঁহাদের পদশব্দে চমকিতা হরিণীগণকে দেখিয়া সাদর সম্ভাষণে ও মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন—সখী কৃষ্ণমৃগি! আমাদের কৃষ্ণ, তাঁহার প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকাকে লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে কি তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন? তাঁহাদের পরস্পর সংশ্লিষ্ট তনুমাধুর্য্যে তোমাদের নয়নানন্দ বর্দ্ধন হইয়াছে ত? ব্রজরমণীরগণের এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণমৃগীগণ কিছুই বলিল না, পরন্তু তাহারা অনিমিষ দৃষ্টিতে ব্রজরমণীগণের দিকে চাহিয়া থাকিল। তাহা দেখিয়া ব্রজরমণীগণ বলিলেন, সখী কৃষ্ণমৃগি! তোমরা কি মনে করিয়াছ মৌনাবলম্বন করিয়া কৃষ্ণের আগমন বৃত্তান্ত গোপন করিবে? কৃষ্ণও যেমন লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসেন, সেইরূপ যাহারা কৃষ্ণকে দেখে কিংবা কৃষ্ণের সম্বন্ধে কিছু জানে তাহারাও গোপন করিয়া রাখিতেই ভালবাসে। কিন্তু সকলের নিকটে কৃষ্ণ কিংবা কৃষ্ণবার্ত্তা গোপন করা সম্ভবপর হয় না। আমরা কৃষ্ণের সহচরী এবং কৃষ্ণের সমস্ত গুণ ও কার্য্যাবলী জানি। কৃষ্ণ এই নিবিড় বনেই কোনও স্থানে লুকাইয়া আছেন এবং তোমারা তাহা জানিয়াও গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু মৃদুপবনসঞ্চারে কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে এই বনভূমি আমোদিত হইতেছে তাহা কৃষ্ণও গোপন করিতে পারিবেন না, কিংবা তোমরাও গোপন করিতে পারিবে না। এই বনভূমি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়ার সম্মিলিত অঙ্গগন্ধে পরিব্যাপ্ত। তাহার পর কৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিলে পরস্পরের বক্ষঃসংমর্দ্দনে কৃষ্ণপ্রিয়ার স্তনলিপ্ত কুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালায় লগ্ন ও সংমর্দ্দিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় সৌরভের সৃষ্টি হয়। দেখ দেখ কৃষ্ণমৃগি! এই বন সেই সৌগন্ধ্যেই আমোদিত ও সুবাসিত নয় কি? এখানকার গন্ধবহ সেই অপ্রাকৃত অননুভূত গন্ধ পাইয়া পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইয়াছে এবং মৃদু মৃদু ভাবে সঞ্চারিত হইয়া সেই গন্ধ বনভূমিতে ছড়াইয়া দিয়া নিজের গন্ধবহ নাম সার্থক করিতেছে। এই গন্ধ আজই আমাদের পক্ষে নূতন নহে, আমরা চিরকালই এই গন্ধগ্রহণে অভ্যস্ত। কাজেই আমাদের নিকট এ গন্ধ গোপন করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণ এই বনে লুকাইয়া আছেন এবং তোমরা কৃষ্ণমৃগী (কৃষ্ণের মৃগী) বলিয়া কৃষ্ণকে গোপন করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার অঙ্গগন্ধ গোপন করিতে পারিবে? অতএব তোমাদের গোপন করা কৃষ্ণ যখন অঙ্গগন্ধে ব্যক্ত হইয়াই পড়িবেন, তখন আর মৌনাবলম্বন করিয়া তাঁহার কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপন করিয়া লাভ কি? তাই বলিতেছি, সখী কৃষ্ণমৃগি? কৃষ্ণের কথা বলিয়া এই কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের জীবন রক্ষা কর।

ব্রজরমণীগণসঙ্গে বনে বনে বিচরণ কালে শ্রীকৃষ্ণের গলায় পঞ্চবর্ণ পুষ্পগ্রথিত বৈজয়ন্তী মালা ছিল তাহা "মালাং বিভ্রদ্ বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনং" এই পূর্ব্বোক্ত শ্রীশুকদেববচনে জানা গিয়াছে। তাহার পর ব্রজরমণীগণ বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে যখন তুলসীর নিকট শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের "সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রৎ" এই বচনে জানা যায় যে সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তুলসীমঞ্জরীর মালা ধারণ করিয়াছেন। আবার হরিণী-গণের নিকট ব্রজরমণীগণ যাহা বলিলেন (কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ) তাহাতে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে কুন্দমালা ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই তিন প্রকার মালা ধারণের কথায় জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার কান্তাকে আলিঙ্গন করেন, তখন পরস্পর বক্ষঃসংমর্দ্দে মালা বিমর্দ্দিত হইয়া যায় বলিয়া কান্তাগণ তৎক্ষণাৎ কুসুমচয়ন করিয়া আবার মালাগ্রন্থন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণগলে প্রদান করেন। যে সময়ে কেবলমাত্র শ্রীরাধিকাসঙ্গে বনভ্রমণ করেন তখন শ্রীরাধিকাই পুনঃ পুনঃ বিমর্দ্দিত মালা পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ মালা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ মালার উল্লেখ দেখা যায়।

"শ্রীকৃষ্ণের কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত-কুন্দমালাগন্ধসুবাসিত বনভূমিতে বিশাল প্রসন্ননেত্রা হরিণীগণ নিজ নিকটে প্রিয়াসঙ্গসুখাস্বাদনরত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে", ইহাই এই শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে দ্রষ্টা, দৃষ্টি ও দৃশ্যের সমধিক বিশেষত্ব প্রকাশ ও প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণদর্শন অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিতে পারে, কিন্তু প্রিয়াসঙ্গমিলিত কৃষ্ণের দর্শন অতীব দুর্লভ। কেননা ব্রজরমণীগণ কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকার সখী হইয়াও প্রিয়াসঙ্গ মিলিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারিতেছেন না। যদিও কাহারও ভাগ্যে কদাপি প্রিয়াসঙ্গ মিলিত কৃষ্ণের দর্শন লাভ ঘটে তথাপি তাহার হরিণীগণের মত নির্জ্জন বনভূমিতে এবং এত নিকটবর্ত্তি স্থানে দর্শন পাওয়া অতীব দুর্লভ। যদি বা কাহারও বনভূমিতেও প্রিয়াসঙ্গ মিলিত কৃষ্ণের দর্শন লাভ হয় তাহারও এরূপ কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত-কুন্দমালাগন্ধ-বাসিত বনভূমিতে দর্শন লাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি কাহারও ভাগ্যে তাহাও সম্ভব হয়, তথাপি হরিণীর ন্যায় বিশাল প্রসন্ন নেত্রে দর্শন করা ঘটে না। যদি বা তাহাও কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হয়, তথাপি হরিণীগণ যেমন প্রিয়াসঙ্গ মিলিত কৃষ্ণদর্শনে ব্রহ্মানন্দতিরস্কারি পরমানন্দ উপভোগ করিতেছে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ।

যাহা হউক, ব্রজরমণীগণ এই ভাবে পুনঃ পুনঃ হরিণীগণের নিকট কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে হরিণীগণ তাহাদের স্বভাবচঞ্চল নেত্রে নিবিড় বনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ব্রজরমণীগণ মনে করিলেন, হরিণীগণ তাহাদের নিকটবর্ত্তি স্থানে লুক্কায়িত কৃষ্ণের ভয়ে আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছে না, কিন্তু নয়নভঙ্গিতে আমাদের দেখাইয়া দিতেছে যে—ঐ বনে কৃষ্ণ আছেন। অতএব চল, আমরা ঐ হরিণী-প্রদর্শিত নিবিড় বনে প্রবেশ করি। এই কথা বলিয়া ব্রজরমণীগণ একটু অগ্রসর হইলেই হরিণীগণ ভীত হইয়া দ্রুতগতিতে বনমধ্যে প্রবেশ করিল; তাহা দেখিয়া ব্রজরমণীগণ মনে করিলেন, আমাদের কৃষ্ণ যেখানে লুক্কায়িত আছেন হরিণীগণ আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া দেওয়ার জন্য বনে প্রবেশ করিল, অতএব আমরাও অনুগমন করি। এই কথা মনে করিয়া ব্রজরমণীগণ অগ্রসর হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু সেখানে গিয়া আর হরিণীগণকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং বলিলেন—হরিণীও আমাদের হরির মত প্রবঞ্চনাপরায়ণ। ইহারা হরির সঙ্গপ্রভাবে এবং নামসাম্যে হরির স্বভাব লাভ করিয়াছে। অতএব ইহাদের নিকট কৃষ্ণের সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ ইহারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপাত্র বলিয়া আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে তুলসীর ন্যায় সাপত্ন্য ব্যবহার করিতেছে কিংবা কৃষ্ণেরই ইঙ্গিত জানিয়া আমাদের নিকট কৃষ্ণবার্ত্তা না বলিয়া কৃষ্ণের মত অন্তর্হিত হইয়া গেল। হায়! তবে আমরা কাহার নিকট কৃষ্ণবার্ত্তা জানিতে পারিব? এই জনশূন্য অরণ্যানী মধ্যে এই গভীর রজনীতে কে আমাদের কৃষ্ণের সংবাদ দিয়া জীবন রক্ষা করিবে? এই প্রকার নানাবিধ ভাবের আবেগে বিবশা ব্রজরমণীগণ আবার কৃষ্ণান্বেষণের জন্য বনপথে অগ্রসর হইলেন এবং অনতিদূরে কতকগুলি ফলভারনত বৃক্ষ দেখিয়া মনে করিলেন, এই সমস্ত বৃক্ষগণ অতীব বিনয়নম্র, সুতরাং ইহাদের নিকট নিশ্চয়ই কৃষ্ণবার্ত্তা জানা যাইতে পারে। এই কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ দ্রুত পদবিক্ষেপে সেই সমস্ত বৃক্ষনিকটে গমন করিলেন এবং ফলভারনম্র বৃক্ষগণকে বলিতে লাগিলেন—হে বৃক্ষগণ! তোমরা যে ভাবে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছ তাহাতে মনে হইতেছে—আমাদের নয়নাভিরাম রামানুজ তাঁহার প্রিয়ার (শ্রীরাধিকার) সুকোমল স্কন্ধদেশে মৃদুভাবে বামবাহু স্থাপন করিয়া যখন তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার গললম্বিতমাল্যগ্রথিত কোমল তুলসীমঞ্জরীর গন্ধে অন্ধীভূত এবং মধুপানমত্ত ভ্রমরকুল, গুঞ্জন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। তাহাতে তাঁহার বামভাগবর্ত্তিনী প্রাণাধিকা প্রেয়সী (শ্রীরাধিকা) তাঁহার মুখকমলে ভ্রমরপতনের আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হইতেছিলেন বলিয়া কৃষ্ণ, তাঁহার দক্ষিণহস্তস্থিত লীলাকমল দ্বারা ভ্রমর তাড়ন করিতেছিলেন। সেই সময়ে তোমরা প্রিয়াসঙ্গমিলিত শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিলে কৃষ্ণ কি তোমাদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া তোমাদের প্রণাম-অভিনন্দন করিয়াছেন? যদি বল, কৃষ্ণ বৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষলতাকেই খুব ভালবাসেন এবং সেইজন্যই তিনি তাহাদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য বনে বনে বিচরণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তিনি যে তাহাদের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিবেন তাহাতে আর জিজ্ঞাসার কি আছে? তিনি যখনই বনে আসেন তখনই তাঁহার পরমপ্রিয় বৃক্ষলতাদির উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। তাহাতে আমরা বলি এই যে—কৃষ্ণ যদি কেবলমাত্র বনের তরুলতাদি দেখিবার জন্যই বনে আসেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতে পারেন। কিন্তু তখন তিনি তরুলতাদি দেখিবার জন্য কিংবা তাহাদের সহিত স্নেহব্যবহার করিবার জন্য বনে আসেন নাই। তখন তিনি তাঁহার প্রিয়া রাধিকার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য তাঁহার সহিত বনভ্রমণ করিতেছেন; সুতরাং এখন তাঁহার রাধিকার উপরেই পূর্ণ দৃষ্টি। তাঁহার গলদেশে বিলম্বিত মালায় গ্রথিত তুলসীমঞ্জরীর গন্ধলুব্ধ ভ্রমরকুল আকুল হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে করিতে যদি তাঁহার বামভাগবর্ত্তিনী প্রেয়সীর মুখকমলে পতিত হয়, সেই জন্য তিনি দক্ষিণহস্তস্থিত লীলাকমলসঞ্চালনে ভ্রমর নিবারণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। অতএব এ অবস্থায় তিনি তোমাদের প্রণাম অভিনন্দনের জন্য তোমাদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ হওয়ায় তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, লীলাপদ্মসঞ্চালনব্যগ্র শ্রীকৃষ্ণ কি তোমাদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন? বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের সস্নেহ দৃষ্টিলাভ করা বড়ই দুর্লভ। আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণ-নিকটে উপস্থিত হইয়াও তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টিলাভ করিতে পারি নাই। তোমরা যদি এই বনভূমিতে স্থাবররূপে একই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়াও তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টিলাভ করিতে পার তাহা হইলে তোমাদের মত ভাগ্যবান আর কে আছে? এবং তাহাতে আমাদেরও মনে হয় যে আমরা যদি গোপী না হইয়া তোমাদের মত বৃক্ষলতাদি হইতে পারিতাম, তাহা হইলে এই বনভূমিতে একত্র অবস্থিত থাকিয়াই কৃষ্ণের সস্নেহ দৃষ্টি লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু হায়! আমাদের ভাগ্যে তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। তোমরা কৃষ্ণের সস্নেহ দৃষ্টিপ্রাপ্ত, অতএব পরম সৌভাগ্যশালী। তোমরা কৃপা করিয়া আমাদের বলিয়া দাও, আমরা কোন্ পথে কোথায় গেলে কৃষ্ণের দর্শনলাভ করিতে পারিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ১৪

"বাহুং প্রিয়াংস উপধায়" প্রভৃতি শ্লোকেও যে প্রিয়াসহিত শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, ইহাও শ্রীরাধিকার সখীবর্গেরই কথা। কেননা অন্যান্য ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দর্শনের পূর্ব্বে সম্ভাবনা করিতে পারেন নাই যে—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরমপ্রিয়া কোনও ব্রজরমণীকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। "অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় আলোচিত হইয়াছে যে—শ্রীরাধিকার সখীবর্গ অন্যান্য ব্রজরমণী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দূরপ্রদেশে থাকিয়া শ্রীরাধিকাসহ অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু এতক্ষণ তাঁহারা কোন কথা বলেন নাই কিংবা তাঁহারা যদি ইতঃপূর্ব্বে কিছু বলিয়া থাকেন, তাহা পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব কিছু প্রকাশ করেন নাই। শ্রীরাধিকার সখীবর্গ হরিণীগণকে এবং বৃক্ষগণকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ার কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিরহবিহ্বলা অন্যান্য ব্রজরমণীগণ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের ভাবের আবেশে কৃষ্ণানুসন্ধানেই রত ছিলেন। কোন কোনও ব্রজরমণী শ্রীরাধিকার সখীবর্গের কথা শুনিলেও তাঁহারা তাঁহার কোনও বিশেষানুসন্ধান করেন নাই। শ্রীরাধিকার সখীবর্গ যখন বৃক্ষগণের নিকট কোনও প্রত্যুত্তর না পাইয়া দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন তখন কতকগুলি ব্রজরমণী তাঁহাদের বলিলেন—সখীগণ। বৃক্ষগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশ পাওয়া যাইবে না। ঐ সম্মুখস্থ তমালবৃক্ষে বিজড়িত কনকলতাকে জিজ্ঞাসা কর। সে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানে এবং আমাদের বলিয়া দিবে। এই সমস্ত লতাগণ যদিও তাহাদের নিজপতি বৃক্ষের বাহু আলিঙ্গন করিয়া আছে, তথাপি ইহাদের আমূলশাখাগ্র ও নব নব কোরকবিকাশ দেখিয়া মনে হইতেছে, ইহা কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শের পুলকাবলী ব্যতীত আর কিছুই নহে। বনে নানাস্থানে বহুতর বৃক্ষশাখামিলিত লতাবলী দেখা যাইতেছে, কিন্তু কাহারও এরূপ আমূলশাখাগ্র কোরকবিকাশ দেখা যাইতেছে না। তাহাতেই জানা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র বৃক্ষশাখালিঙ্গনে লতাবলী এমন পুলকিত হয় না। অতএব ঐ সম্মুখস্থ তমালবৃক্ষশাখালিঙ্গিত কনকলতাকে নিশ্চয়ই এই পথে গমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নখদ্বারা স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি ঐ শ্রীকৃষ্ণস্পর্শপুলকিতা লতাকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে আমাদের বলিয়া দিবে। বিশেষতঃ, লতাকে কৃষ্ণ-স্পর্শপুলকিতা দেখিয়াও লতার পতি বৃক্ষ, লতার উপর কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তাহাকে শাখাশ্রিতা করিয়াই রাখিয়াছে বলিয়া মনে হয় যে—লতার পতি আমাদের পতির ন্যায় কৃষ্ণসঙ্গদ্বেষী নহে। সুতরাং তাহাদের নিকটেও কৃষ্ণের সংবাদ পাওয়া অসম্ভব নহে। অতএব চল চল, বৃথা কালক্ষেপে আর প্রয়োজন নাই, আমরা ঐ লতার নিকট কৃষ্ণকথা জানিয়া তাঁহার অন্বেষণে রত হই। কৃষ্ণের সঙ্গ পাইয়া যাহারা আনন্দপুলকিত হয় তাহাদের হৃদয়ে কোন প্রকার মলিনতা থাকে না। কাজেই তাহাদের নিকটে কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা প্রাণ খুলিয়া তাহা জানাইয়া দেয়। তাই বলিতেছি—এই কৃষ্ণসঙ্গরঙ্গিণী লতাই আমাদের একমাত্র সম্বল। এই কথা বলিয়া কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, সকলে মিলিয়া সেই বনস্পতিশাখাশ্রিতা পবনবেগে সঞ্চালিতা নবকোরকান্বিতা লতার নিকট গমন করিলেন ॥ ৫—১৩

অন্বয়।—ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) উন্মত্তবচঃ (উন্মত্তানাং বচাংসীর বচাংসি যাসাং তাঃ) কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ (শ্রীকৃষ্ণান্বেষণেকাতরাঃ বিরহদুঃখেন তদপি কর্ত্তুমসমর্থা ইত্যর্থঃ) তদাত্মিকাঃ (শ্রীকৃষ্ণগতচিত্তাঃ) গোপ্যঃ (শ্রীকৃষ্ণবিরহপীড়িতা ব্রজরমণ্যঃ) ভগবতঃ (স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) তাঃ তাঃ (পূতনাবধশকটভঞ্জনাদিকা যা ব্রজে প্রসিদ্ধাঃ তাঃ তাঃ) লীলাঃ (শ্রীকৃষ্ণচরিতানি) অনুচক্রুঃ (অনুকৃতবত্যঃ) ॥ ১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনং।
তোকায়িত্বা রুদন্ত্যন্যা পদাহঞ্জকটায়তীং ॥ ১৫
দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাং।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষতী ঘোষনিস্বনৈঃ ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—গোপীগণ এই প্রকার নানাবিধ প্রলাপ বচন বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাহাতেও অসমর্থ হইয়া তদ্‌গতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পূতনাদি বধাদিলীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—উন্মত্তকবৎ পপ্রচ্ছুরিত্যেতৎ প্রপঞ্চিতং। ইদানীং রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকা ইতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি ইতীতি। উন্মত্তবচসশ্চ তা গোপ্যশ্চ কৃষ্ণান্বেষণেন কাতরা অতিবিহ্বলাঃ। অনুচক্রুঃ অনুকৃতবত্যঃ ॥ ১৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারকমুন্মত্তস্য বচ ইব বচো যাসাং তাদৃশ্যো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণে কাতরাঃ বিরহদুঃখেন তদপি কর্ত্তুমসমর্থা ইত্যর্থঃ। তথা সত্যো গায়ন্ত্য উচ্চৈরিত্যাদ্যনুসারেণ গানানুবৃত্তিপ্রাপ্তা যা যাঃ পূতনাবধাদিলীলাস্তাস্তা অপি মধ্যে মধ্যেঽনুচক্রুরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ। তদাত্মিকাঃ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে আত্মা চিত্তং যাসাং তাঃ গাঢ়তদাসক্তা ইত্যর্থঃ। তত্র কৃষ্ণানুকরণং স্ফুটমেব তদাত্মকতয়া। তত্র চ স্বভাবাপরিত্যাগেন নাতিতদভেদস্ফূর্ত্তিঃ। যতস্ত্যন্নিদধেঽস্বরমিত্যত্র যত্নকথনাৎ, "কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতি"মিতি স্বস্মিন্ কৃষ্ণত্বসাধনার্থং তচ্ছব্দপ্রয়োগাচ্চ। পূতনাদ্যনুকরণঞ্চ কৃষ্ণবিষয়কতদ্ধেতুকভয়েনেতি তদাত্মকতয়ৈব। যথা স্ববিষয়কভয়োন্মত্তস্য ব্যাঘ্রাদ্যনুকরণম্ অতো ন তদীয়প্রেমবিরুদ্ধভাবযোগঃ। কস্যাশ্চিৎ শ্রীযশোদানুকরণঞ্চ ন স্বেন রত্যাখ্যেন ভাবেন তস্য বাল্যভাবনয়া বৃতত্বাৎ, কিন্তু প্রীতিসামান্যাতিশয়াল্লব্ধকৃষ্ণভাবত্বেন ততো ভয়াদেব। ততস্তস্যাভাবেন ন মাতৃভাবস্পর্শঃ। কিন্তু কৃষ্ণভাবেনৈবেতি ন মিথঃ স্পর্শানুচিতয়োর্ভাবয়োর্বৃতিঃ। সর্ব্বমেতত্তাসু তদানীমুন্মাদস্যানুগতত্বাৎ সহসৈব সমপদ্যত নান্যদেবেতি চ জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণায়ন্তী (কৃষ্ণায়মানা কাচিৎ গোপী) পূতনায়ন্ত্যাঃ (পূতনায়মানায়াঃ) কস্যাশ্চিৎ (গোপ্যঃ) স্তনং অপিবৎ (পপৌ।) অন্যা (কাচিদন্যা গোপী) তোকায়িত্বা (আত্মানং তোকবৎ কৃত্বা) রুদন্তী (ক্রন্দন্তী সতী) শকটায়তীং (শকটায়মানাং কাঞ্চিৎ গোপীং) পদা (পাদেন) অহন্ (তাড়িতবতী) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—কোনও গোপী পূতনা রাক্ষসীর অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে অন্য একজন গোপী শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে তাঁহার স্তনপান করিতে লাগিলেন। কেহ বা শিশু কৃষ্ণের অনুকরণে রোদন করিতে করিতে কোনও শকটানুকারিণী গোপীকে পদাঘাত করিলেন ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—কস্যাশ্চিদিত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ অনুকরণং প্রপঞ্চ্যতে ততশ্চতুর্ভিস্তন্ময়ত্বং পুনরেকেনানুকরণমিতি বিবেকঃ। পূতনায়ন্ত্যাঃ পূতনাবদাচরন্ত্যাঃ কৃষ্ণবদাচরন্তী স্তনমপিবৎ। তোকায়িত্বা তোকবদাত্মানং কৃত্বা ॥ ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদাত্মকত্বেনানুকরণস্য প্রপঞ্চমাহ নবভিঃ পূতনায়ন্ত্যা ইতি। তথাপি স্বভাবস্থিতত্বেন পূতনাবদাচরন্ত্যা এব নতু তত্তদ্বিরুদ্ধভাবায়া ইত্যর্থঃ। কৃষ্ণায়ন্তীতি তু কৃষ্ণার্ভভাবনামিতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ ভাবতোঽপি তদাচরন্তীতি লভ্যতে। এবমুত্তরত্রাপি স্তনমপিবদিতি চানুকরণমাত্রং। তন্মাত্রস্যাপেক্ষিতত্বাৎ। শকটায়তীং শকটায়মানাং তাদৃশত্বঞ্চ হস্তপদাভ্যাং ভুবমবষ্টভ্যাধোমুখতয়ৈবোচ্চৈরবস্থানম্ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—একা (অপরা কাচিৎ গোপী) দৈত্যায়িত্বা (আত্মানং তৃণাবর্ত্তদৈত্যবৎ কৃত্বা (কৃষ্ণার্ভভাবনাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন।
বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীং ॥ ১৭
আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুকুর্ব্বতীং।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥ ১৮

(অর্ভকভাবস্থকৃষ্ণানুকারিণীং) অন্যাং (অপরাং কাঞ্চিৎ গোপীং) জহার (হরণমনুকৃত্য দর্শিতবতী।) ঘোষনিঃস্বনৈঃ (ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্যাদয়ঃ তেষাং নিঃস্বনৈঃ মধুরশব্দৈঃ সহিতা) কাপি (অন্যা কাচিৎ গোপী) অঙ্ঘ্রী (চরণৌ) কর্ষন্তী (ভূমাবাকর্ষন্তী) রিঙ্গয়ামাস (রিঙ্গণং জানুচংক্রমণং) চকার ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—কেহ বা তৃণাবর্ত্তের অনুকরণে কোনও শিশুকৃষ্ণানুকারিণী গোপীকে হরণ করিলেন। কেহ বা নূপুর কিঙ্কিণী প্রভৃতির ধ্বনি করিতে করিতে বালক কৃষ্ণের অনুকরণে ভূমিলগ্ন চরণ আকর্ষণ করিয়া রিঙ্গণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—দৈত্যায়িত্বা তৃণাবর্ত্তদৈত্যবদাত্মানং কৃত্বা একা কৃষ্ণার্ভভাবনাং কৃষ্ণস্যার্ভং বাল্যং ভাবয়তি যা তামন্যাং জহার ॥ ১৬-১৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—কৃষ্ণস্য আর্ভভাবনা বাল্যবাসনা সেব সা যস্যাস্তাং জহার তদ্ভয়াবেশেন তদ্ধরণমনুকৃত্য দর্শিতবতীত্যর্থঃ। ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্যস্তেষাং নিঃস্বনৈঃ কৃত্বা সহিতা সেবিতা বা। তচ্চ সাক্ষাদেব তাসাং অপি পাদেষু নূপুরসদ্ভাবাৎ। এতচ্চ ঘোষপ্রঘোষরুচিরমিত্যাদ্যুক্তরিঙ্গণলীলানুকরণং ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—দ্বে তু (দ্বে গোপ্যৌ) কৃষ্ণরামায়িতে (কৃষ্ণরামৌ ইব চিক্রীড়তুঃ) কাশ্চন (অপরাঃ কতিচিৎ গোপ্যঃ) গোপায়ন্ত্যঃ চ (গোপবালকবৎ চিক্রীড়ুঃ, কতিচিচ্চ গোবৎসবৎ চিক্রীড়ুঃ।) তত্র (তস্মিন্নেব স্থানে) অন্যা (কাচিৎ কৃষ্ণায়মানা গোপী) বৎসায়তীং (বৎসাসুরবদাচরন্তীং কাঞ্চিৎ গোপীং) হন্তি (চরণৌ গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বা হননানুকরনং করোতি।) একা তু (অপরা তু কাচিৎ গোপী) বকায়তীং (বকাসুরবদাচরন্তীং কাঞ্চিৎ গোপীং হন্তি।) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—দুইজন গোপী শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের অনুকরণে নানাবিধ গোষ্ঠক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কতকগুলি গোপী গোপবালকগণের অনুকরণে এবং গোবৎসের অনুকরণে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে একজন গোপী বৎসাসুরের অনুকরণ করিলে অন্য একজন গোপী কৃষ্ণের অনুকরণে তাহার চরণদ্বয় ধারণ করিয়া বধানুকরণ করিলেন এবং একজন গোপী বকাসুরের অনুকরণ করিলে অন্য একজন গোপী শ্রীকৃষ্ণানুকরণে তাহার বধানুকরণ করিলেন ॥ ১৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—দ্বে চিক্রীড়তুঃ তত্র কাশ্চন গোপায়ন্ত্যঃ গোপবালায়ন্ত্যশ্চিক্রীড়ুঃ। তদানীং বালকৈরেব বৎসচারণাৎ তস্যামেব সভায়াং লীলান্তরমাহ বৎসেতি। অন্যা কৃষ্ণায়মানা। তত্র তস্মিন্ সতি। একা চ কৃষ্ণায়মানা হন্তি হননানুকরণমনুকরোতি অহন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণঃ যদ্বৎ (কৃষ্ণো যথা দূরে বর্ত্তমানাঃ গাঃ আহ্বয়তি তদ্বৎ) দূরগাঃ (দূরবর্ত্তিনীঃ গাঃ) আহূয় (বংশীনাদেনাকর্ষ্য) তং (কৃষ্ণং) অনুবর্ত্ততীং (অনুবর্ত্তমানাং) বেণুং ক্বণন্তীং (বংশীনাদানুকরণং কুর্ব্বতীং) ক্রীড়ন্তীং (বিচিত্রগোষ্ঠক্রীড়ানুকুর্ব্বতীং কাঞ্চিৎ গোপীং) অন্যাঃ (গোপবালকভাবাপন্নাঃ কাশ্চিৎ গোপ্যঃ) সাধ্বিতি (সাধু সাধু ইতি বাদেন) শংসন্তি প্রশংসন্তি ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ যেমন দূরগামিনী গাভীগণকে বংশীনাদে আহ্বান করেন, একজন গোপী ঠিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা নন্নু।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্ময়াঃ ॥ ১৯
মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং হি বঃ।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরং ॥ ২০
আরুহ্যৈকাং পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরা নন্নু।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং নন্নু দণ্ডধৃক্ ॥ ২১

সেইভাবে দূরগামিনী গাভীগণকে আহ্বান করিবার জন্য বংশীনাদের অনুকরণ করিলেন এবং কতকগুলি গোপী গোপবালকের অনুকরণে "সাধু সাধু" বলিয়া সেই বংশীনাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—দূরগা দূরে বর্ত্তমানা গাঃ যদ্বৎ যথা কৃষ্ণস্তথাহূয় তং কৃষ্ণমনুবর্ত্ততীম্ অনুবর্ত্তমানাং। অনু কুর্ব্বতীমিতি বা পাঠঃ ॥ ১৮—১৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেবমনুকরণমাত্রমুক্তং; অধুনা প্রলম্ববধ-প্রাক্তন-গ্রীষ্মকৃত-বিচিত্রলীলানুকরণে শৃঙ্গারালম্বনরূপতদীয়কৈশোরাবির্ভাবাৎ পুনরপি প্রিয়ানুকরণরূপং লীলাখ্যমনুভাবমাহ আহূয়েতি দ্বাভ্যাং। দূরগা ইতি সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ দূরগবীরিত্যর্থঃ। অন্যাঃ গোপন্যস্যাঃ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—তন্মনাঃ (কৃষ্ণাবিষ্টচিত্তাঃ) অপরা (কাচিৎ গোপী) কস্যাঞ্চিৎ (অন্যস্যাং কস্যাঞ্চিৎ গোপ্যাং) স্বভুজং (নিজবামবাহুং) ন্যস্য (নিধায়) চলন্তী (পাদন্যাসং কুর্ব্বতী সতী) আহ নন্নু (হে গোপ্যঃ) অহং (কৃষ্ণঃ) ইতি (এতাং মম) ললিতং (মনোরমাং) গতিং (গমনং) পশ্যত ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টচিত্তা কোনও গোপী অন্য একজন গোপীর স্কন্ধে বামবাহু অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ললিতপদবিন্যাস করিতে করিতে বলিলেন—হে গোপীগণ! আমি কৃষ্ণ, এই আমার মনোরম গতিভঙ্গি দেখ ॥ ১৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—গতিং নৃত্যলীলাং ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—বাতবর্ষাভ্যাং (কুপিতেন্দ্রকৃতবাতবর্ষাভ্যাং) মা ভৈষ্ট (ভয়ং মা কুরুত) ময়া (ব্রজরাজনন্দনেন ময়া) তৎত্রাণং (বাতবর্ষাভ্যাং রক্ষণং) বিহিতং (নিশ্চিতমেব) ইত্যুক্ত্বা (এতাদৃশবচনপ্রয়োগেণ সমাশ্বাস্য কাচিৎ গোপী) যতন্তী (গোবর্দ্ধনোদ্ধারণপ্রযত্নানুকরণং কুর্ব্বতী সতী) একেন হস্তেন (বামহস্তেন) অম্বরং (উত্তরীয়বস্ত্রং) উন্নিদধে (ঊর্দ্ধং ধৃতবতী) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—একজন গোপী, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ লীলার অনুকরণে বলিলেন—তোমরা ইন্দ্রকৃত ঝটিকাসঞ্চারণ এবং জলবর্ষণ দেখিয়া ভয় করিও না। আমি তোমাদের রক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছি। এই কথা বলিয়া তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলনের ন্যায় চেষ্টানুকরণ করিয়া বামহস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া নিজ উত্তরীয় ধারণ করিলেন ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—যতন্তী যত্নং কুর্ব্বতী। অম্বরম্ উত্তরীয়ং বস্ত্রমুন্নিদধে ঊর্দ্ধং ধৃতবতী ॥ ২০।২১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—বাতবর্ষাভ্যামিতি তত্তল্লীলাবেশেন সাক্ষাদ্বাতাদিস্ফূর্ত্তেঃ। এবমগ্রে দাবাগ্নিং পশ্যতেত্যপি। অত্র ত্রাসাতিরেকেণ শৃঙ্গাররসসঙ্কোচান্ন লীলোদাহরণং ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—অপরা (কৃষ্ণায়মানা কাচিৎ গোপী) একাং (কালিয়বদাচরন্তীং কাঞ্চিৎ গোপীং) পদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্রৈকা চাহ রে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণং।
চক্ষূংষ্যাশ্বপিধধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা॥ ২২
বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিত্তন্বী তত্র উদূখলে। বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষস্ত্বিতি।
ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনং॥ ২৩

আক্রম্য (পদাক্রমণপূর্ব্বকং) শিরসি (তস্যা মস্তকে) আরুহ্য আহ নন্নু (হে) দুষ্টাহে (দুষ্ট সর্প। কালিয়!) গচ্ছ (যমুনাহ্রদতো নিঃসর অন্যথা দণ্ডবিধানং করিষ্যে) অহং (শ্রীকৃষ্ণঃ) নন্নু (নিশ্চিতমেব) খলনাং (ত্বাদৃশানাং পরপীড়কানাং) দণ্ডধৃক্ (দণ্ডবিধানকর্ত্তা) জাতঃ (আবির্ভূতোঽস্মি॥ ২১

মূলানুবাদ।—কোনও গোপী কালিয় নাগের অনুকরণ করিলে অন্য একজন গোপী শ্রীকৃষ্ণানুকরণে তাহাকে পদাঘাত করিয়া তাহার মস্তকে আরোহন করিলেন এবং বলিলেন—রে দুষ্ট কালিয়! তুই এখনই যমুনাহ্রদ হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যা। আমি খলগণের দণ্ডবিধানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি॥ ২১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—পদাক্রমণপূর্ব্বকমারুহ্য ইত্যর্থঃ। নন্নু নিশ্চয়ে সম্বোধনে বা। নৃপেতি পাঠে আশ্চর্য্যেণ সম্বোধনং। দুষ্টাহে ইতি কালিয়স্য হুঙ্কারেণ সম্বোধনং। গচ্ছ ইতো নিঃসর অন্যথা দণ্ডং করিষ্যে ইত্যাহ জাত ইতি। নন্নু নিশ্চিতং তল্লীলায়মেতদ্বাক্যাভাবেঽপ্যনুকরণং তত্রস্থস্য বাক্যস্য শেষেণ তাৎপর্য্যেণ বা॥ ২১

অন্বয়ঃ।—তত্র (তাসাং গোপীনাং মধ্যে) একা (কৃষ্ণায়মানা কাচিৎ গোপী) উবাচ (গোপায়মানাঃ গোপীঃ প্রতি উবাচ) হে গোপাঃ উল্বণং (দুঃসহং) দাবাগ্নিং (বনজবহ্নিং) পশ্যত আশু (শীঘ্রমেব) চক্ষূংষি অপিধধ্বং (নিমীলয়ত) বঃ (যুষ্মাকং) ক্ষেমং (কুশলং) অঞ্জসা (অনায়াসেনৈব) বিধাস্যে (অহং করিষ্যামি)॥ ২২

মূলানুবাদ।—কতকগুলি গোপী দাবানল দেখিয়া ভীত গোপগণের অনুকরণ করিলে, কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণানুকরণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন—হে গোপগণ! দেখ দেখ, কি ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। তোমরা সত্বর নয়ন মুদ্রিত কর, আমি তোমাদের মঙ্গল বিধান করিব॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—অপিধধ্বং নিমীলয়ত॥ ২২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্র চেতি চকারেণান্বয়ঃ। কালিয়দমনলীলানুকরণে ত্বিত্যর্থঃ। তত্রৈকোবাচ "হে গোপা" ইতি চ বহুত্র। রে শব্দস্ত্বহুত্বাত্নাদ্রিয়তে। এবং কৃষ্ণেণাপি তত্র চক্ষুঃপিধানমাদিষ্টমিতি গম্যতে। দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণমিতি তু তত্র হেতুবাক্যম্। উল্বণং চক্ষুস্তেজোহরমিত্যর্থঃ। তচ্চ নিমীলনার্থব্যাজাদেব এবং মুঞ্জাটবীসম্বন্ধ্যপি সম্বন্ধনীয়মিতি পৃথগ্ ন বর্ণিতমিতি জ্ঞেয়ং। অপিধধ্বমিতি। দধস্তথোশ্চেতি স্মরণাদভ্যাসস্য ভষ্ ভাবপ্রাক্তেরপি ধধ্বমিতি বক্তব্যেঽপি ধধ্বামিতি পাঠ আর্ষঃ লেখকপ্রমাদজো বা। অঞ্জসাঽনায়াসেনৈব॥ ২২

অন্বয়ঃ।—তত্র (গোপীনাং মধ্যে) অন্যয়া (শ্রীকৃষ্ণলীলাভাবনালব্ধব্রজেশ্বরীমনুকুর্ব্বত্যা কয়াচিৎ গোপ্যা। ভাণ্ডভেত্তারং (দধিভাণ্ডভঙ্গকারিণং) হৈয়ঙ্গবমুষং (নবীতাপহারকং) বধ্নামি (বন্ধনং করোমীত্যুক্ত্বা) (মালয়া) উদূখলে (উদূখলানুকারিণং কস্যাঞ্চিৎ গোপ্যাং) বদ্ধা কাচিৎ তন্বী (ভয়ভাবনয়া কৃশতাং প্রাপ্তা কাচিৎ কৃষ্ণায়মানা গোপী) ভীতা (ভাবনয়ৈব ভীতা সতী) সুদৃক্ (ভীতিবিহ্বলতাযুক্তসুন্দরনয়নসমন্বিতং) আস্যং (বদনং) পিধায় (হস্তাভ্যাং আচ্ছাদ্য) ভীতিবিড়ম্বনং (ভাবকল্পরোদনাদ্যনুকরণং ভেজে) চকার॥ ২৩

মূলানুবাদ।—"দধি ভাণ্ড ভঙ্গকারী নবনীতহারীকে বন্ধন করিব" এই কথা বলিয়া কোনও গোপী মা যশোদার অনুকরণে একজন শ্রীকৃষ্ণানুকারিণী গোপীকে মাল্য দ্বারা বেষ্টন করিয়া কোনও উলূখলানুকারিণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীর সহিত বন্ধন করিলেন এবং তিনি বন্ধন ভয়ে ভীত হইয়া দুই হস্তে বদন আচ্ছাদন করিয়া ভয়-কম্প-রোদনাদির অনুকরণ করিতে লাগিলেন॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—সুদৃক্ সুনয়নম্ আস্যং পিধায়। সুদৃক্ বরাঙ্গীতি বা। ভীতিবিড়ম্বনং ভয়ানুকরণং॥ ২৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অন্যয়া পূর্ব্বমুক্তে ব্রজেশ্বরীচেষ্টামাত্রং কুর্ব্বত্যা। তন্বী বিরহার্ত্ত্যা সদ্য এব কার্শ্যং প্রাপ্তা। অত্রানুকরণে। অনুকরণে উলূখল ইতি উলূখলানুকারিণ্যাং কন্যাঞ্চিদিত্যর্থঃ। সুদৃগিতি দৃগ্‌ভ্যামপি চকিতবিলোকনাদিনা ভয়মনুচকারেত্যর্থঃ। মুখং পিধায় হস্তাভ্যাং এব বালকভয়স্বভাবভীতিঃ কৃষ্ণস্য ভয়কার্য্যং কম্পাদি কিঞ্চিদ্রোদনবাক্যাদি চ তদনুকরণং ভেজে। এবমন্যাসামপি লীলানুকরণং যথার্হমূহ্যম্॥ ২৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিলেন এবং বৃক্ষলতাদি যাহাকে সম্মুখে দেখিলেন তাহাকেই কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ করিয়াও কৃষ্ণকে পাইলেন না, বৃক্ষলতাদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কৃষ্ণবার্ত্তা জানিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং তীব্র বিরহতাপে জর্জ্জরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন এবং সকলেই একত্র মিলিত হইয়া তীব্র চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা এমনই তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে—তাঁহাদের বাহ্যদৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং স্মৃতিপটে সমুদিত শ্রীকৃষ্ণলীলাবলীর ভাবে ভাবিত হইয়া তাহারই অনুকরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণতন্ময়তাপ্রাপ্তা ব্রজরমণীগণের মনে শ্রীকৃষ্ণের পূতনা বধাদি লীলাবলীর মধ্যে যখন যে লীলার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাঁহারা তখনই সেই ভাবে ভাবিত হইয়া তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন। ব্রজরমণীগণের এই সমস্ত লীলানুকরণের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণতন্ময়তাই হেতু এবং তন্ময়তাও তাঁহাদের নির্ভরগভীর প্রেমেরই পরিণতি। এ সম্বন্ধে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—

"তত্র কৃষ্ণানুকরণং স্ফূটমেব তদাত্মকতয়া। তত্র চ স্বভাবাপরিত্যাগেননাতি তদ্ভেদস্ফূর্ত্তিঃ। "যতন্ত্যন্নিদধেঽস্বরং" ইত্যত্র যত্নকথনাৎ। "কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং" ইতি স্বস্মিন্ কৃষ্ণত্বসাধনার্থং তচ্ছব্দপ্রয়োগাচ্চ।"

(লঘুতোষণীটীকা)

ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ, শ্রীকৃষ্ণ-তন্ময়তা হইতেই প্রকাশ হইয়াছে বলিয়াই স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। ইহাতে তাঁহাদের প্রেমময় স্বভাবের অপগম হয় নাই কিংবা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদস্ফূর্ত্তি হয় নাই। পরবর্ত্তি শ্লোকে ব্রজরমণীগণের গোবর্দ্ধনধারণলীলানুকরণ প্রসঙ্গে দেখা যায় যে—তাঁহারা গোবর্দ্ধনধারণ লীলানুকরণের সময় যত্নপূর্ব্বক উত্তরীয় বসন উত্থিত করিয়া গোবর্দ্ধনধারণ লীলার অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের যদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদস্ফূর্ত্তি হইত তাহা হইলে তাঁহাদের লীলানুকরণে কোনও যত্ন প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত না। ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের সুললিত গতিভঙ্গির অনুকরণ করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহারা "তন্মনা" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেই অনন্যসাধারণ গতিভঙ্গির ভাবনায় আবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদস্ফূর্ত্তি হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের গোবর্দ্ধনধারণ লীলানুকরণে যত্ন প্রকাশ করিতে হইত না কিংবা শ্রীকৃষ্ণের সুললিত গতিভঙ্গির অনুকরণ করিতে তাহা ভাবনা করিতে হইত না। কাজেই ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ, অদ্বৈতভাবনার পরিণতি কিংবা পরিস্ফূর্ত্তি নহে, ইহা তাঁহাদের প্রেমেরই উচ্চতম উচ্ছ্বাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বাত্মক সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বানন্দনিকেতন শ্রীভগবান্‌কে নানাভাবে ভাবনা করিবার পদ্ধতি নানা শাস্ত্রে দেখা যায়। তাহার মধ্যে যাঁহারা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবানের সর্ব্বাত্মকতা অনুভব করিবার জন্য সাধনানুষ্ঠানে রত হন, তাঁহারা সিদ্ধিদশায় "আমি" ভুলিয়া গিয়া ব্রহ্মস্বরূপেই পরিণত হইয়া যান। সুতরাং তাঁহাদের তৎকালে কোন প্রকার দৈহিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর হয় না। যাঁহারা শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দের অনুসন্ধানে বিষয়ানন্দের সম্বন্ধ ভুলিবার জন্য সাধনানুষ্ঠানে রত হন, তাঁহারা সিদ্ধিদশায় শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বানন্দনিকেতন পরম প্রিয়তমরূপে ধারণা করিতে পারেন এবং যথাযোগ্য দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবন্ধনে বদ্ধ হন। তাঁহাদের সর্ব্বদাই নিজ ভাবোচিত সম্বন্ধ মনন এবং সম্বন্ধোচিত ভাবে শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দাস্বাদন হইয়া থাকে। ব্রজরমণীগণ শ্রীভগবান্‌কে প্রাণবল্লভরূপে এবং নিজেকে তাঁহার প্রেয়সী রূপে ভাবনা করেন। তাঁহাদের এই ভাবনাই সর্ব্বদা বদ্ধমূল থাকে এবং তাঁহাদের সর্ব্ববিধ ব্যবহারই এই ভাবেরই তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্রজরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধাদি লীলার অনুকরণ করিয়াছেন, তখন কেহ বা পূতনার মত শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়াছেন এবং কেহ বা কৃষ্ণের মত তাঁহার স্তনপান করিয়াছেন। তাঁহারা যখন তৃণাবর্ত্তবধ লীলার অনুকরণ করিয়াছেন তখন কেহ বা তৃণাবর্ত্ত হইয়া কৃষ্ণকে হরণ করিয়াছেন এবং কেহ বা কৃষ্ণ হইয়া তাঁহাদের গলদেশ ধারণ করিয়া বধানুকরণ করিয়াছেন। আবার যখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুললিত গতিভঙ্গির অনুকরণ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা "আমিই কৃষ্ণ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মত মত্ত-করিবিনিন্দিত মৃদু-মধুর গতিভঙ্গি দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা পূতনাবধ লীলায় পূতনাতন্ময়তা কিংবা তৃণাবর্ত্তবধ লীলায় তৃণাবর্ত্ততন্ময়তা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের মত গতিভঙ্গির অনুকরণে এবং "আমিই কৃষ্ণ" বলায় যদি কেহ ব্রহ্মস্বরূপত্বপ্রাপ্তি কিংবা অদ্বৈতভাব বলেন, তাহা হইলে পূতনাবধাদি লীলানুকরণে পূতনারাক্ষসীর ন্যায় ভঙ্গি প্রকাশ করিলেও তাঁহাদের পূতনা-স্বরূপপ্রাপ্তি কিংবা পূতনার সহিত অদ্বৈত ভাব বলিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রজরমণীগণের এই সমস্ত লীলানুকরণে অদ্বৈত ভাবের লেশগন্ধও নাই। তাঁহারা তীব্র বিরহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবলী চিন্তা করিতে করিতে লীলার ভাবে তন্ময় হইয়া যান এবং তাঁহাদের বাহ্যদেহেও লীলানুকরণ প্রকাশ হইয়া যায়। তাঁহাদের যদি শ্রীকৃষ্ণে প্রেম না থাকিয়া ব্রহ্মবুদ্ধি থাকিত তাহা হইলে তাঁহাদের বাহ্যদেহে শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণ প্রকাশ না পাইয়া তাঁহারা নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দরূপে অবস্থিত হইয়া যাইতেন। কাজেই তাঁহারা যখন যাহাই করুন না কেন, তাহা তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুর তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যচর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এ সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন—

"পূতনাদ্যনুকরণঞ্চ কৃষ্ণবিষয়কতদ্ধেতুকভয়েনেতি তদাত্মকতয়ৈব, যথা স্ববিষয়কভয়েনোন্মত্তস্য ব্যাঘ্রাদ্যনুকরণং। অতো ন তদীয়প্রেমবিরুদ্ধভাবযোগঃ"। (লঘুতোষণীটীকা)

ব্রজরমণীগণ যে পূতনারাক্ষসীর অনুকরণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের পূতনাতন্ময়তা কিংবা পূতনারাক্ষসীর সহিত অদ্বৈতভাব প্রকাশ হয় নাই। কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণলীলা চিন্তা করিতে করিতে যখন তাঁহাদের স্মৃতিপটে শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধ লীলার কথা জাগরূক হইল, তখন পূতনারাক্ষসীর আগমন, যশোদার সহিত কথোপকথন, বাৎসল্য ভাবের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের নয়ন মুদ্রিত করিয়া অবস্থান, পূতনার শ্রীকৃষ্ণ বদনে বিষস্তন অর্পণ, শ্রীকৃষ্ণের পূতনাস্তনচূষণ প্রভৃতি আদ্যোপান্ত ঘটনাই তাঁহাদের স্মৃতিগোচর হইয়া গেল এবং তাঁহাদের কোটিপ্রাণপ্রতিম শ্রীকৃষ্ণকে পূতনা রাক্ষসী ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বিষস্তন অর্পণ করিয়াছে বলিয়া তাঁহারা মহাভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন এবং তন্ময় হইয়া সেই লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং ইহাতে ব্রজরমণীগণের স্বভাব পরিত্যাগ হয় নাই কিংবা পূতনারাক্ষসীর সহিত অদ্বৈতভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহাকেও যদি ব্যাঘ্র আক্রমণ করে, তাহা হইলে সে যেমন ব্যাঘ্রের ভয়ে ভীত হইয়া ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন ও লম্ফ প্রদান করে, কিন্তু তখন তাহার "আমি ব্যাঘ্র" বলিয়া ভাবনা করিতে হয় না কিংবা ব্যাঘ্রের সহিত অদ্বৈতভাব লাভ হয় না, ব্রজরমণীগণও সেইরূপ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের বিরহে আকুল হইয়া কৃষ্ণেরই লীলা ভাবনা করিতে করিতে সেই ভাবেই আবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদের কোনপ্রকার অনুসন্ধানের অপেক্ষা না করিয়া কৃষ্ণলীলাই তাঁহাদের নিজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।

পূতনা রাক্ষসী সম্পূর্ণ বিদ্বেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া বাৎসল্যপ্রেমের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রজরমণীগণ যখন পূতনাবধলীলার অনুকরণ করেন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেম-সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া পূতনা রাক্ষসীর মত বিদ্বেষভাবে ভাবিত হন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণলীলার তন্ময়তা লইয়া পূতনার অনুকরণ করেন। সে অনুকরণে পূতনার ভাবের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই। এই প্রকার তাঁহারা যখন দামবন্ধন লীলার অনুকরণ করেন তখনও তাঁহারা যশোদার অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করেন, কিন্তু তাই বলিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের হৃদয় তখন বাৎসল্যভাবে ভাবিত হয় না। তাঁহারা পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, বকাসুর, কালিয়, মা যশোদা, কৃষ্ণ, বলরাম, গোপবালক প্রভৃতি যাঁহারই অনুকরণ করুন না কেন, তাঁহাদের চিত্ত কখনও সে ভাবে কিংবা সে স্বরূপে আবিষ্ট হয় না। তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই প্রেয়সীভাবোচিত কৃষ্ণপ্রেমেই বিভাবিত থাকে এবং লীলানুকরণ সেই ভাবেরই উচ্ছ্বাস।

এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় একটি অভিনব ধারণা দিয়াছেন—

"তত্র চ প্রতিকূলাংশানামনুকরণং যোগমায়ৈব তন্মধ্য এব গোপীস্বরূপা ভূত্বা তত্তল্লীলাসিদ্ধ্যর্থং চকার অনুকূলাচরণং তু গোপ্য এব চক্রুরিতি জ্ঞেয়ং"।

গোপীগণ যখন পূতনাবধাদির অনুকরণ করেন তখন কোনও গোপী পূতনা এবং কোনও গোপী কৃষ্ণ হইয়াছেন। কিন্তু পূতনার ভাব, গোপীভাবের প্রতিকূল বলিয়া যোগমায়া প্রতিকূলাংশের অনুকরণ করিবার জন্য গোপীরূপ ধারণ করিয়া গোপীমণ্ডল মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূতনার অনুকরণ করিয়াছিলেন, এবং অনুকূলাংশের অনুকরণ গোপীগণই করিয়াছেন। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীরই শিষ্য, সুতরাং তিনিও বৈষ্ণবানন্দিনী টীকায় এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন—

"পুরো বিহরতোর্দম্পত্যোঃ প্রাপ্তাভিরাভির্বিক্ষেপোমাভূদিতি তদর্থা তল্লীলানুকৃতিস্তদ্‌যোগমায়য়া ঘটিতা মাসাদিতেতি বোধ্যং। তত্র প্রতিকূলাংশানুকরণং যোগমায়ৈব তত্তদ্রূপা ভূত্বা অনুচকার "কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি" ইতি প্রাগুক্তেঃ। অনুকূলাংশানুকরণন্তু সা সা গোপীতি বিবেচনীয়ং। অন্যথা রসাভাসাপত্তেঃ"॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী শতকোটি ব্রজরমণীগণ, বনভূমির নানা স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে যদি শ্রীরাধিকাসহ সুখবিলাসরত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকা সহ রহোলীলারসাস্বাদনের বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া শক্তিপ্রভাবে ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণ করিতে পূতনা, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি বিবিধ প্রতিকূল ভাবেরও অনুকরণ করিতে হয়; সেজন্য কৃষ্ণশক্তি যোগমায়া পূতনাদির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদের অনুকরণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলার যখন যাহা অসামঞ্জস্য হয় তাহারই সমাধান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া শক্তির আবির্ভাবের কথা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ প্রথমাধ্যায়ে—"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ। আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি" এই শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে। ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণের যে অংশ তাঁহাদের ভাববিরুদ্ধ নহে, সে অংশের অনুকরণ তাঁহারাই করিয়াছিলেন। ব্রজরমণীগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি কখনও পূতনাদির ন্যায় বিদ্বেষভাব, এবং মা যশোদার বাৎসল্যভাব প্রভৃতির অনুকরণ করেন তাহা হইলে রসাভাসদোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

তত্র যদ্যপি কৃষ্ণপ্রিয়াণাং তাসাং দৈত্যানুকরণং ন যুজ্যতে, তথাপি কেনাপি সুদুরূহেন ভাববৈচিত্রী বিশেষেণাবিষ্টাস্তাঃ কৃষ্ণস্যৈব লীলা অনুচক্রুঃ। তাসাং প্রিয়সখ্যস্ত তত্তদ্ভাবাবিষ্টাস্তা বিতর্ক্য তত্রৈব তচ্চিত্তাসঞ্জনেন মহাদুঃখাপনোদনার্থং বুদ্ধিপূর্ব্বকমেব পূতনাদ্যনুকারং কৃতবত্য ইতি। (বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীটীকা)

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণে তৃণাবর্ত্তাদি দৈত্যেরও অনুকরণ দেখা যায় বলিয়া মনে হয় যে—যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের পক্ষে কদাপি দৈত্যানুকরণ করা সম্ভবপর হয় না, কেননা তাঁহাদের প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই স্থান পায় না, তথাপি তাঁহাদের সুদুর্বোধ ভাববৈচিত্রীর আবেশে যখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাদের প্রিয়সখীগণ তাঁহাদের ভাব বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূতনাদিবধ লীলায় চিত্তাবেশ রক্ষা করিবার জন্য এবং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিরহ দুঃখে কিঞ্চিৎ শান্তি প্রদানের জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক পূতনাদির অনুকরণ করেন এবং তাহাতে পূতনাবধাদি লীলানুকরণের সুবিধা হয়।

এই সমস্ত বিভিন্ন টীকাকারগণের মতে একটু পার্থক্য বোধ হইলেও "শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণে ব্রজরমণীগণের স্বভাব-চ্যুতি হয় নাই কিংবা কোন প্রকার অদ্বৈত ভাব প্রভৃতির বিকাশও যে হয় নাই," ইহা সকলেরই মত। কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ তীব্রবিরহতাপে জর্জ্জরিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা চিন্তা করিতে করিতে তাহাতেই আবিষ্ট হইয়া যাহাই করুন কিংবা তাঁহাদের কৃষ্ণান্বেষণ ও কৃষ্ণলীলানুকরণাদিকার্য্য যে ভাবেই সংঘটিত হউক না কেন, তাঁহারা যে সর্ব্বদাই কৃষ্ণগতচিত্তা এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমসম্বন্ধ হইতে অবিচ্যুতা তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী "ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যান্তরে একপ্রকার সামঞ্জস্য করিয়াছেন যে—

"অথবা—ইতি এবং তাঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরা বভূবুঃ। অনু অনন্তরং তাসাং প্রাণরক্ষার্থং তাস্তা লীলাঃ কর্ত্র্যঃ বিহ্বলাঃ সর্ব্ব এব ব্রজসুন্দরীঃ তদাত্মিকাঃ লীলাময়ীশ্চক্রুঃ। অতস্তত্তৎলীলাপরিকরত্বাৎ দৈত্যাদ্যনুকরণ নায়ুক্তমিতি সর্ব্বমনবদ্যং"। (বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীটীকা)

অথবা—"ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ" প্রভৃতি শ্লোকে ইহাও জানা যায় যে—এই প্রকারে সেই শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিয়াও যখন শ্রীকৃষ্ণের কোনও অনুসন্ধান পাইলেন না, তখন তাঁহারা অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর তাঁহাদের জীবনরক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহাদের লীলার ভাবে ভাবিত করিয়া লীলাময়ী করিয়া তুলিলেন। পূতনা রাক্ষসী, তৃণাবর্ত্ত দৈত্য প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণলীলারই পরিকর। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলাই ব্রজরমণীগণকে সেই দৈত্য প্রভৃতির অনুকরণ করাইয়াছেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণে ব্রজরমণীগণের দৈত্যভাব প্রভৃতি কোনপ্রকার প্রতিকূলভাবাভিনিবেশ হয় নাই। তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমস্বভাব বশতঃ কৃষ্ণাবিষ্টচিত্তেই অবস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণলীলা তাঁহাদের যখন যাহা করাইয়াছেন তাঁহারা বিবশভাবে তখনই তাহা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কোনপ্রকার ভাববৈষম্য ঘটে নাই।

ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ, পূতনারাক্ষসীর অনুকরণ, তৃণাবর্ত্তাদি দৈত্যের অনুকরণ, মা যশোদার অনুকরণ, বলদেবের অনুকরণ, গোপবালকের অনুকরণ প্রভৃতি নানা প্রকারের অনুকরণ প্রকাশ হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী টীকাকারগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা যথাসাধ্য আলোচিত হইল। আশা করি ইহাতেই সর্ব্ববিধ সংশয়, অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা প্রভৃতি দূর হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণ এবং শ্রীপাদ মাধ্বাচার্য্য, শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য, শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের টীকায় এ সম্বন্ধে কিছুই আলোচিত হয় নাই। তাঁহারা কেবল মাত্র ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন প্রকার সমালোচনা করেন নাই।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যখন বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিয়া কুত্রাপি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না এবং বৃক্ষলতাদির নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণবিরহ, তাঁহাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাবলী তাঁহাদের অন্তরে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাদের একেবারে আত্মহারা করিয়া দিল। তাঁহাদের স্মৃতিপটে যখন শ্রীকৃষ্ণের পূতনা-মোক্ষলীলার কথা জাগিয়া উঠিল, তখন তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে তাহা গান করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে পূতনার বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবিহার, পূতনার স্তনপান প্রভৃতি লীলাকথা প্রকাশ হওয়ায় তাঁহারা সেই লীলায় আবিষ্ট হইয়া গেলেন। তখন কোনও একজন ব্রজরমণী পূতনার মত নন্দালয়ে প্রবেশ করিয়া নন্দশিশুর অনুসন্ধান করিতে করিতে কোনও একজন গোপীকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন এবং তিনি নন্দনন্দনের অনুকরণে পূতনার স্তনপানের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। লীলানুকরণে ব্রজরমণীগণ পূতনার মত বেশভূষাদি পরিধান করেন নাই কিংবা তাঁহাদের চিত্ত পূতনার ভাবে ভাবিত হয় নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র বক্ষঃস্থলে শিশুকৃষ্ণের বিহার ও স্তনপানের আবেশে তাহারই অনুকরণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে যখন তাঁহারা শকটভঞ্জন লীলা গান করিতে করিতে সেই লীলায় তন্ময় হইলেন এবং শকটে কৃষ্ণচরণস্পর্শ ভাবনা করিয়া কোনও গোপী ভূমিতে হস্ত ও পদ ধারণ করিয়া শকটের অনুকরণ করিলেন, তখন কৃষ্ণের বাল্যভাবভাবনানিষ্ঠা কোনও গোপী রোদন ও হস্তপদক্ষেপ করিতে করিতে সেই শকট-সংস্থানাপন্না গোপীকে পদাঘাত করিলেন। তাহার পর যখন তাঁহাদের তৃণাবর্ত্তবধ লীলার স্ফূর্ত্তি হইল, তখন শিশুকৃষ্ণ তৃণাবর্ত্তের গলদেশ ধারণ করিয়া শূন্যপথে নীত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে হত তৃণাবর্ত্তের বক্ষঃস্থলে বাল্যবিহার করিয়াছিলেন। এই মধুরলীলার অনুকরণে কোনও গোপী তৃণাবর্ত্তের মত কৃষ্ণহরণে প্রবৃত্ত হইলে কোনও গোপী কৃষ্ণের অনুকরণ করিলেন। এই ভাবে তৃণাবর্ত্তবধলীলার অনুকরণের পর যখন ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নন্দপ্রাঙ্গণে রিঙ্গণ লীলার স্মৃতি উদিত হইল, তখন তাঁহাদের সুবিস্তৃত বনভূমিকে নন্দপ্রাঙ্গণ বলিয়া মনে হইল এবং কোনও গোপী সেখানে শিশুকৃষ্ণের মত রিঙ্গণ করিতে লাগিলেন এবং কটির কিঙ্কিণী ও চরণের নূপুরনাদে আনন্দমুগ্ধ হইয়া গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের শৈশববিহারের অনুকরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহাদের হৃদয়ে বলদেব ও শ্রীদামসুবলাদি গোপবালক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠক্রীড়ার স্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা সেই লীলা গান করিতে করিতে বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃভাবে বিবিধ বিলাস এবং গোপবালকগণের সহিত বিবিধ সপ্রেম সম্ভাষণ ও গোষ্ঠ ক্রীড়াদির ভাবে পরিভাবিত হইয়া সেই সেই লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কোনও গোপী বলদেব এবং কোনও গোপী কৃষ্ণের অনুকরণে পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধে বাহুলতা ন্যস্ত করিয়া বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইলেন এবং কতকগুলি গোপী গোপবালকের ন্যায় নানাবিধ হাস্য লাস্য নৃত্য কুর্দ্দন "হৈ হৈ হারে রেরে" প্রভৃতির অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এইপ্রকারে কতকগুলি গোপী ভূমিতে হস্ত ও পদ স্থাপন করিয়া এবং তৃণগুচ্ছ দশনে ধরিয়া গোবৎসের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণবদনে অনিমিষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দণ্ডায়মান হইলেন। এইভাবে গোষ্ঠক্রীড়ার অনুকরণ করিতে করিতে বকাসুর বৎসাসুর প্রভৃতি বধলীলার কথা স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে তাঁহারা তাহারই অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কোনও গোপী শুক্লবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া এবং দুইহস্ত সংলগ্ন করিয়া তাহাতে অরুণ বসন বেষ্টিত করিয়া বকতুণ্ডের ন্যায় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমনাকাঙ্ক্ষায় বকাসুর যেমন সরোবরতীরে বসিয়া ছিল সেইরূপে বসিয়া থাকিলেন। তৎপরে কতকগুলি গোপী গোপবালকগণের অনুকরণে অত্যন্ত ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহা জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণানুকরণপরায়ণা কোনও গোপী তাড়াতাড়ি বকানুকারিণী গোপীর নিকট আসিয়া তাহার বকতুণ্ডের অনুকরণে সংস্থিত অরুণ বসন বেষ্টিত হস্তদ্বয় দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বকতুণ্ডবিদারণের অনুকরণ করিলেন। এইরূপে ব্রজরমণীগণের অন্তরে যখন শ্রীকৃষ্ণের বৎসাসুর বধলীলার স্মৃতি সমুদিত হইল, তখন কতকগুলি গোপী গোবৎসের ন্যায় তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং একজন গোপী বৎসাসুরের অনুকরণে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বারে বারে কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণজিঘাংসু বৎসাসুরের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে কতকগুলি গোপী গোপবালকের অনুকরণে কপিত্থবৃক্ষাগ্রে লোষ্ট্রক্ষেপণ করিয়া কপিত্থ ফল পাতনের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণানুকরণে বৎসাসুরানুকারিণী গোপীর পদ ধারণ করিয়া তাহাকে কপিত্থাগ্রে ক্ষেপণের অনুকরণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাবলীর অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কখনও কায়িকচেষ্টা-প্রধান, কখনও বাচিকচেষ্টাপ্রধান এবং কখনও বা মানসিক চেষ্টাপ্রধান লীলার অনুকরণ করিয়াছেন। পূতনা বধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত বধ, রিঙ্গণ, গোষ্ঠক্রীড়া, বকাসুর বধ প্রভৃতি লীলানুকরণে কায়িকচেষ্টাপ্রধান লীলারই অনুকরণ হইয়াছে। তাহার পর তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণলীলাস্মরণে ক্রমশঃ বাচিক চেষ্টাপ্রধান লীলার প্রকাশ হইল। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠক্রীড়ায় ধেনুগণকে আহ্বান, বংশীবাদন প্রভৃতি লীলানুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাবলী চিন্তা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের মনে শ্রীকৃষ্ণের গ্রীষ্ম-কালীন লীলাস্ফূর্ত্তি হইল। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ লীলা গান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের বৃক্ষতলে অবস্থান, গোগণের তৃণলোভে দূর বনে গমন, গোপবালকগণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে স্থিতি প্রভৃতি বিবিধ লীলা-বলী স্মরণে তন্ময় হইয়া গেলেন এবং তাহারই অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন দূরচারিণী গাভীগণকে আহ্বান করিবার জন্য তাহাদের নাম ধরিয়া বংশীবাদন করেন, সেই ভাবে কোনও গোপী বংশীবাদনের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এই অনুকরণে তাঁহারা বংশী ধারণ করেন নাই, কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরেই বংশীনাদের অনু-করণ করিয়াছেন এবং হস্তভঙ্গিতে বংশীধারণের অনুকরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে যেমন ঊর্দ্ধপুচ্ছে হাম্বা রব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ধেনুবৃন্দ আগমন করে, কতকগুলি গোপী তাহার অনু-করণে দ্রুত গতিতে কৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইলেন এবং কতকগুলি গোপী গোপবালকগণের অনুকরণে সাধু সাধু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ এবং ধেনুবৃন্দ আকর্ষণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই প্রকার লীলানু-করণে গোপীগণ তীব্রধ্যানাবেশে আত্মহারা হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণসহ গোচারণ, গোষ্ঠক্রীড়া প্রভৃতি বিবিধ লীলা তাঁহাদের স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন একজন গোপী, সুবলের স্কন্ধে বাহুবিন্যাস করিয়া দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত হইয়া অন্য একজন গোপীর স্কন্ধে বাহুলতা অর্পণ করিলেন এবং সুললিত গতিভঙ্গিতে বনভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে অন্যান্য গোপীগণকে বলিলেন—আমিই কৃষ্ণ, এই দেখ, আমি কেমন সুললিত গতিভঙ্গিতে বনে বনে বিচরণ করিতেছি। তোমরা আমাকে না দেখিয়, বিরহাকুলা হইয়াছ এবং বনে বনে আমাকে অন্বেষণ করিতেছ, সেজন্য এই আমি তোমাদের নিকটে আসিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা এখনও কেন বিরহাতুর হইয়া রহিয়াছ? আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না? এই দেখ—আমার পীত বসন, এই দেখ মোহন চূড়া, এই দেখ শিঙ্গাবেণু! এখনও কি তোমরা আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টচিত্তা ব্রজরমণীগণের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাবলীর মধুর স্মৃতি জাগরূক হইয়া তাঁহাদের যে কোন্ অজানা মধুর জগতে টানিয়া লইতে লাগিল তাহা তাঁহারা কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের স্মৃতিপথে সমুদিত লীলাসুধাকল্লোলিনী যেন শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দাবদহন নির্ব্বাপণ করিয়া তাঁহাদের পরমাশান্তির শান্ত ক্রোড়ে স্থাপন করিতে লাগিল। এইরূপ বিবিধ লীলাবলী স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ লীলা স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তাঁহারা গোবর্দ্ধনধারীর সেই অপার করুণার লীলা গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া গেলেন এবং একজন গোপী বলিলেন – হে ব্রজবাসিগণ! তোমরা কুপিত দেবরাজকৃত বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং ঝঞ্ঝাবাত দেখিয়া ভীত হইও না, আমি তোমাদের রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। এই কথা বলিয়া অঙ্গ হইতে উত্তরীয় উন্মোচন করিয়া বাম হস্তে তাহাই উচ্চ করিয়া ধারণ করিলেন। সে সময়ে অন্যান্য ব্রজরমণীগণ, দেবেন্দ্রভীত ব্রজবাসিগণের ন্যায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই গোবর্দ্ধনধারণানুকারিণী ব্রজরমণীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ লীলাবেশে তাঁহার অসীম করুণার স্মৃতিধারায় অবগাহন করিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হন, সে সময়ে বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি কিছুই না থাকিলেও লীলাবেশবশতঃ তাঁহাদের বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতির স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল এবং তাঁহারা সকলেই ইন্দ্রকৃত উপদ্রবসন্ত্রস্ত ব্রজবাসিগণের মত ভয়ানুকরণ করিয়া গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের অনুকারিণী ব্রজরমণীর নিকটস্থ হইয়াছিলেন; কিংবা শতকোটি ব্রজরমণীর শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত দীর্ঘশ্বাস এবং অবিরল নয়নধারায় তাঁহাদের ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টির স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। ব্রজরমণীগণ যখন এই সমস্ত লীলানুকরণ করেন, তখন তাঁহারা লীলাবেশে আত্মহারা হইয়া থাকিলেও তাঁহারা দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের বিরহতাপ ভোগে এমনই বিবশা ও দুর্ব্বলা হইয়াছিলেন যে, গোবর্দ্ধনধারণের অনুকরণ করিবার সময় তাঁহাদের উত্তরীয় বসন উত্তোলন করিতেও যত্ন প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্ত্তন ও স্মৃতিতে তন্ময় হইয়া যান এবং লীলানুকরণ করেন তখন তাঁহাদের তীব্র বিরহতাপের কথা বিস্মৃতি হইয়া যায়। কিন্তু লীলানুকরণের অবসানে তন্ময়তা ভঙ্গ হইলেই আবার তীব্র বিরহতাপ আসিয়া তাঁহাদের আক্রমণ করে ও তাহাতে পরিতপ্ত হইয়া হা শ্রীকৃষ্ণ! হা প্রাণবল্লভ! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে যেমন আবার লীলার স্মৃতি জাগিয়া উঠে তখনই আবার তন্ময়তা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহক্লিষ্টা ব্রজরমণীগণের সকল দুঃখের অবসান হইয়া যায়। এইভাবে কখনও তীব্র বিরহবিষের অসহ্য দাহন এবং কখনও বা শ্রীকৃষ্ণলীলাবেশজনিত তন্ময়তা-সুধাসিন্ধুর প্লাবন—এই দ্বিবিধ ভাবের তরঙ্গে বিচলিতা ব্রজবনিতাগণ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন অবস্থায় উপনীতা হইয়া এক পরমানির্ব্বচনীয় সুখ-দুঃখের প্রবাহে ভাসিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহবিষে জর্জ্জরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমনলীলার স্মৃতি পাইলেন, তখন কালিয়সর্পের তীব্রবিষজ্বালায় গোপবালক ও গোবৎসগণের দেহত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিতে তাহাদের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের কালিয়মস্তকে নৃত্য প্রভৃতি লীলা গান করিতে করিতে তাঁহারা তাহাতেই আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন একজন গোপী নীলবসনদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া এবং মস্তকে মণি ধারণ করিয়া কালিয়নাগের অনুকরণ করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য একজন গোপী শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে তাহার মস্তকে আরোহণ করিয়া বিবিধ নৃত্যকলার এবং কালিয়ের শতফণামর্দ্দনের অনুকরণ করিয়া জলদমন্দ্রস্বরে বলিলেন—রে দুষ্ট কালিয়! তুই এখনই যমুনাহ্রদ হইতে রমণকদ্বীপে চলিয়া যা, আমি খলপ্রকৃতিগণের দণ্ডবিধান করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য ব্রজরমণীগণ এই লীলানুকরণের সময় ব্রজবাসী গোপগোপী প্রভৃতির অনুকরণে নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। এইপ্রকারে কালিয়দমনলীলার অনুকরণের সময় শ্রীকৃষ্ণের যমুনাহ্রদ হইতে ব্রজবাসিগণের নিকট আগমন, সকলের আনন্দোল্লাস, ব্রজবাসিগণের যমুনার উপকূলে বাস প্রভৃতি সমস্ত লীলার স্মৃতিই ব্রজরমণীগণের চিত্তে সমুদিত হইল এবং তাঁহারা সমস্ত লীলারই তন্ময় হইয়া অনুকরণ করিলেন। তাহার পর তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের দাবানলমোক্ষণ লীলার স্মৃতি জাগরূক হওয়ায় একজন গোপী শ্রীকৃষ্ণের আবেশে অন্যান্য গোপীগণকে বলিলেন—হে গোপগণ! দেখ দেখ! দুঃসহ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া বনভূমি দগ্ধ করিতেছে। তোমরা সকলেই নয়ন মুদ্রিত কর। আমি অচিরাৎ তোমাদের দাবানলতাপ হইতে মুক্তি প্রদান করিতেছি। ব্রজরমণীগণ যখন দাবানলমোক্ষণ লীলার অনুকরণ করেন তখন তাঁহাদের লীলাবেশবশতঃ চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত দাবানলস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল এবং সকলেই অত্যন্ত ভয়ের অনুকরণ করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কালিয়দমনের দিন রাত্রিতে এবং একদিন গোচারণ সময়ে মুঞ্জাটবীতে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। দাবানল মোক্ষণলীলানুকরণে, ব্রজরমণীগণ দুই দিনের লীলাই অনুকরণ করিয়াছেন। কালিয়দমনলীলা স্মরণে তাহারই সংস্রববুক্ত দাবানলমোক্ষণলীলার স্মৃতির উদয় হইয়াছিল এবং তাহারই সদৃশ বলিয়া মুঞ্জাটবীর দাবানল-মোক্ষণলীলাও তাঁহাদের স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিরহজ্বালার অনুভূতিতেও দাবানল মোক্ষণ-লীলার স্মৃতি প্রকাশ হওয়া অসম্ভব নহে।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণলীলা স্মরণাবেশে তন্ময় হইয়া এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূতনা মোক্ষণলীলা হইতে দাবানল-মোক্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ লীলার অনুকরণ করিয়া সেই আবেশে কিছুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপমুক্ত হইয়া ভাবাবেশে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। লীলানুকরণের সময়ে একমাত্র কৃষ্ণলীলা ব্যতীত তাঁহাদের আর কোনরূপ বাহ্যস্ফূর্ত্তি ছিল না। ব্রজরমণীগণের এই সমস্ত লীলানুকরণ ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নানাবিধ লীলাপরিকরের বচনচেষ্টাদির অভিনিবেশ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেরই উচ্ছ্বাস এবং শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিরই পরিণতিবিশেষ ইহা পূর্ব্বে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের কোনপ্রকার বিরুদ্ধ ভাবাভিনিবেশ কিংবা অদ্বৈতভাবপ্রাপ্তি প্রভৃতির কোনই সম্ভাবনা নাই তাহাও ইতঃপূর্ব্বে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে; সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত মনে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহিণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণের মাধুর্য্যরসাস্বাদন করিতে পারিলেই তাঁহাদের প্রেমের মহত্ত্ব এবং বিশেষত্বের ধারণা হইবে।

এইপ্রকার নানাবিধ শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণরতা ব্রজবনিতাগণের মনে সর্ব্বশেষে শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর দাম-বন্ধনলীলা এবং তৎপ্রসঙ্গে তাঁহার বিবিধ বাল্যচাপল্য, মা যশোদার শ্রীকৃষ্ণবন্ধন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য, প্রেমাধীনতা প্রভৃতির স্মৃতি জাগরূক হইল। শ্রীকৃষ্ণের লীলা যেন "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই নীতির অনুসরণ করিয়া সর্ব্বশেষে ব্রজরমণীগণের হৃদয় এই পরমমধুরলীলা পরিবেশন করিলেন। ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে এই লীলার আবির্ভাব সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন—

"অন্যয়া তাভ্যোঽভিন্নয়া পশ্চাদাগতায়া দূতীরূপয়া কয়াচিদ্বৃদ্ধয়া তন্মতানুসারিণ্যা"—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ করিয়া সেই ভাবাবেশে বিবশ হইয়া বনমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে দূতীরূপা কোনও বৃদ্ধা গোপী আগমন করিলেন এবং তিনি যশোদার অনুকরণে দামবন্ধন লীলামাধুর্য্য প্রকাশ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন—

"ততশ্চাকস্মাদুন্মাদস্য প্রাবল্যে শান্তে সতি কৃষ্ণতাদাত্ম্যস্যাপি শৈথিল্যমভূৎ, ততশ্চাহং গোপীত্যাত্মানমনুসন্দধানাং কাঞ্চিৎ ভাণ্ডস্ফোটেন হৈয়ঙ্গবমোষণলীলানুকরণোদ্যতামালক্ষ্য যোগমায়ৈব যশোদায়মানা তদুচিতং চকার"।

শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণের অকস্মাৎ উন্মাদ দশার প্রবলতা স্থগিত হইলে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণতাদাত্ম্যও শিথিল হইয়া আসিল। তখন কোনও গোপীর শ্রীকৃষ্ণতন্ময়তার অবসানে "আমি গোপী" এই প্রকার আত্মানুসন্ধান প্রকাশ পাইল এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের দধিভাণ্ডস্ফোটন, নবনীতচৌর্য্য প্রভৃতি লীলার অনুকরণে চেষ্টিতা হইলে শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়া মা যশোদার অনুকরণ করিয়া দামবন্ধন লীলানুকরণের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর এইভাবে দামবন্ধনলীলানুকরণের সামঞ্জস্য করার উদ্দেশ্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের মা যশোদার ভাবানুকরণ করা সম্ভবপর নহে। কেননা বাৎসল্যভাব এবং কান্তাভাব পরস্পর বিরুদ্ধ। প্রেয়সীগণের মাতৃভাবানুকরণ সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব। কাজেই যোগমায়ার সাহায্য ব্যতীত এই লীলানুকরণ করা সম্ভবপর হয় না।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই সমস্ত লীলানুকরণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"কস্যাশ্চিৎ শ্রীযশোদানুকরণঞ্চ ন স্বেন রত্যাখ্যেন ভাবেন, তস্য বাল্যভাবনয়া বৃতত্বাৎ। কিন্তু প্রীতিসামান্যাতিশয়াল্লব্ধকৃষ্ণভাবত্বেন ততো ভয়াদেব। ততস্তস্যা ভাবেন ন মাতৃভাবস্পর্শঃ। কিন্তু কৃষ্ণভাবেনৈবেতি ন মিথঃ স্পর্শানুচিতয়োর্ভাবয়োর্যুতিঃ। সর্ব্বমেতৎ তাসু তদানীমুন্মাদস্যানুগতত্বাৎ সহসৈব সম্পন্নত নান্যদেবেতি চ জ্ঞেয়ং॥ (লঘুতোষণীটীকা)

শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলানুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া কোনও গোপী যে, মা যশোদার অনুকরণ করিলেন, তাহা তাঁহাদের স্বাভাবিক কান্তাভাবে নহে। কেননা, এই লীলা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাবময়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের অত্যন্ত প্রীত্যাস্পদ বলিয়া তিনি মা যশোদার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন; এই ভাবনায় অধীর হইয়া তাঁহারা যশোদাভীতিশতঃ যশোদার অনুকরণ করিয়াছেন। অতএব যশোদানুকরণেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীর মাতৃভাব স্পর্শ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি বশতঃ শ্রীকৃষ্ণতন্ময়তা হইতেই এই লীলানুকরণ সংঘটিত হওয়ায় বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধভাবের সংমিশ্রণ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, যে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের বিরহোন্মাদবশতঃ সহসা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাতে তাঁহাদের কোনপ্রকার অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিতে হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ বিরহোন্মাদবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের যে কোন লীলারই অনুকরণ করুন না কেন, তাহাতে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেয়সীভাবের সম্বন্ধ এবং তদুচিত পরমপ্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে। যদিও শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী দৈত্যগণের এবং আরও নানাবিধ বিরুদ্ধ ভাবের অনুকরণ করিতে হইয়াছিল, এমন কি মা যশোদার অনুকরণ পর্য্যন্তও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণপ্রসঙ্গে প্রকাশ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেয়সীভাবোচিত পরম প্রেমের কোনও হানি হয় নাই কিংবা তাঁহাদের ভাবের সহিত কোনও স্বজাতীয় কিংবা বিজাতিয় ভাবান্তরের সংমিশ্রণ হয় নাই। তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীভাবই অক্ষুণ্ণ ছিল। তখনও তাঁহারা প্রেয়সীভাব ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণাভিমান কিংবা অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপ, বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ, তন্ময় হইয়া কৃষ্ণলীলানুকরণ প্রভৃতি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেয়সীভাবোচিত পরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমেরই চরম পরিণতি এবং সমুচ্ছলিত উচ্ছ্বাস ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপে যখন ব্রজরমণীগণের প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখন তাহাতে নানাবিধ ভাবের বিকাশ দেখা যায়, লীলানুকরণ তাহারই অন্যতম। "প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈবেশক্রিয়াদিভিঃ" এই উজ্জলনীলমনিবচনে জানা যায় যে—বেশ ও ক্রিয়াদি দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণ করার নাম "লীলা" নামক অনুভাব। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ যখন বিরহাবস্থায় তাঁহাদের প্রেয়সীভাবোচিত পরমপ্রেমে তাঁহাদের প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন তখন বিবিধ লীলা সমন্বিত কৃষ্ণ তাঁহাদের স্মৃতিপথে সমুদিত হন এবং ব্রজরমণীগণের দেহে মনে ও বচনে নিজের লীলা ছড়াইয়া দেন। ব্রজরমণীগণ তাহাতে বিবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণে প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের পূতনা-বধলীলা যখন ব্রজরমণীগণের স্মৃতিপথে ফুটিয়া উঠে, তখন সেই লীলার অনুকরণে ব্রজরমণীগণের পূতনাচিন্তা করিতে হয় না, কিংবা নিজের ভাব ভুলিয়া গিয়া পূতনার ভাবে ভাবিত হইতে হয় না। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণলীলাভাবনাই সেই লীলার সমস্ত পরিকরণের অনুকরণে তাঁহাদের অনুকারিত করিয়া দেন। কাজেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণের সময় শ্রীকৃষ্ণলীলা ব্যতীত আর পৃথক ভাবে কিছু চিন্তা করিতে হয় না। তাঁহাদের পূতনা রাক্ষসীর অনুকরণও শ্রীকৃষ্ণলীলারই অনুকরণ, তাহা পৃথক ভাবে পূতনার অনুকরণ নহে। এইরূপে ব্রজরমণীগণ যখন কৃষ্ণের অনুকরণ করেন তখনও তাঁহাদের কৃষ্ণলীলা হইতে পৃথকভাবে কৃষ্ণের অনুকরণ নহে। কৃষ্ণলীলানুকরণেরই অঙ্গরূপে তাঁহাদের কৃষ্ণানুকরণ প্রকাশ হইয়া থাকে। কাজেই তাঁহাদের কৃষ্ণানুকরণে কৃষ্ণভাবাপত্তি কিংবা স্বরূপতাদাত্ম্য অথবা অদ্বৈত ভাব হয় না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ভাবে ভাবিত চিত্তেই কৃষ্ণলীলা চিন্তা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণানুকরণ করেন। ব্রজরমণীগণ যে—শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া মা যশোদার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণলীলারই অনুকরণ এবং দামবন্ধনলীলার পরিকর-রূপেই যশোদার অনুকরণ প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং দামবন্ধন লীলানুকরণের সময় যখন ব্রজরমণীগণ যশোদার অনুকরণ করেন, তখন তাঁহাদের প্রেয়সী ভাবের পরিবর্ত্তে বাৎসল্য ভাবের আবির্ভাব হয় না কিংবা তাঁহারা "আমরা কৃষ্ণপ্রেয়সী" মনে না করিয়া কখনও "কৃষ্ণজননী" বলিয়া আত্মভাবনা করেন না। কাজেই এই সমস্ত লীলানুকরণে ব্রজরমণীগণের কোনপ্রকার বিরুদ্ধভাবাভিনিবেশ হয় না। তাঁহারা প্রেয়সীভাবে ভাবিত থাকিয়াই প্রেমের উচ্ছ্বাস বশতঃ লীলারসপ্রেরণায় লীলার অনুকরণে অনুকারিত হইয়া যান। যদিও শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর সারার্থদর্শিনী টীকার সিদ্ধান্তানুসারে কৃষ্ণশক্তি যোগমায়াই ব্রজরমণীগণের ভাব ও প্রেমবিরুদ্ধ ভাবের অনুকরণ করেন বলিয়া মনে হয় এবং দামবন্ধন লীলায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীটীকার সিদ্ধান্তানুসারে কোনও বৃদ্ধা গোপী আসিয়া যশোদার অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহাতে মতদ্বৈধ মনে করিয়া বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নাই। কেননা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের "প্রেয়সীভাবোচিত প্রেমের সহিত কোনও বিরুদ্ধ ভাবের সম্বন্ধ নাই" এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য নানাভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টাই সমস্ত টীকাকারের মূল উদ্দেশ্য। তাহার মধ্যে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর লঘুতোষণীটীকায় প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই ভাবগাম্ভীর্য্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া তাহাই সকলের হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে হয়। তবে "যোগমায়া আসিয়া পূতনারাক্ষসী, তৃণাবর্ত্তদৈত্য, মা যশোদা প্রভৃতির অনুকরণ করিলেন, কিংবা একজন বৃদ্ধা গোপী আসিয়া মা যশোদার অনুকরণ করিলেন" এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে অনায়াসে ব্রজরমণীগণের প্রেয়সী ভাবোচিত প্রেমের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে ধারণা হয় বলিয়াই শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মনীষিগণ সেই ভাবেই লীলার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া সাধারণের জ্ঞানগোচর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ব্রজরমণীগণের ভাবগাম্ভীর্য্য, লীলাতন্ময়তা প্রভৃতির স্বরূপ সমালোচনা করিয়া একটু গভীর ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে যিনি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন, নিশ্চিতরূপে সকলেই মনে রাখিবেন যে—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেয়সীভাবোচিত পরমপ্রেমেরই চরম পরিণতি এবং উচ্চতম উচ্ছ্বাস। ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া পূতনা-রাক্ষসী, তৃণাবর্ত্ত-দৈত্য প্রভৃতি আসুরভাবাপন্ন লীলাপরিকরের অনুকরণ করিলেও তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেয়সী-ভাবের পরিবর্ত্তে আসুরভাবের আবির্ভাব হয় না কিংবা তাঁহারা মা যশোদার অনুকরণ করিলেও তাঁহাদের হৃদয়ে বাৎসল্যভাবের উদ্দীপনা হয় না। তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করেন তখনও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজরমণীই থাকেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণে "আমি কৃষ্ণ" বলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণাভিমান কিংবা অদ্বৈতভাবের আবির্ভাব হয় না।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের যখন শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলার স্মৃতি সমুদিত হইল তখন তাঁহারা সেই ভক্তবাৎসল্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ দামবন্ধন লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে কোনও একজন গোপী মা যশোদার অনুকরণে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন—আজ আমি এই দধিভাণ্ডভঙ্গকারী নবনীতহারী আশান্তপ্রকৃতি বালককে বন্ধন করিয়া তাহার অযথা বাল্যচাপল্যের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। এই কথা বলিয়া তিনি কোনও কৃষ্ণানুকারিণী গোপীকে সুকোমল কুসুম-মাল্য দ্বারা বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দামবন্ধন লীলায় মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে যেমন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভীত হইয়া দুই হস্তে চক্ষুমার্জ্জন, মুখাচ্ছাদন এবং করুণ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, ব্রজরমণীগণের দামবন্ধন লীলানুকরণেও যশোদানুকারিণী গোপী যখন কৃষ্ণানুকারিণী গোপীকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সেই কৃষ্ণানুকারিণী গোপীও চকিতবিলোকন, দুই হস্তে মুখাচ্ছাদন, এবং ভীতিবশতঃ কম্প-রোদনাদির অনুকরণ করিতে লাগিলেন। দামবন্ধন লীলার ন্যায় তাহার অনুকরণেও বন্ধনরজ্জুর অনুকরণে ব্যবহৃত সুকোমলকুসুমমালা দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইয়া গেল এবং তাহাতে দুই তিন বার কুসুমমালা যোজনা করিয়া লইয়া সেই যশোদানুকারিণী গোপী, কৃষ্ণানুকারিণী গোপীর উদর বেষ্টন করিয়া পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিলেন। সেই সময়ে কোনও গোপী উলুখলের অনুকরণে একপার্শ্বে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। এইভাবে তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণানুকারিণী গোপীকে বন্ধন করিয়া দামবন্ধন লীলানুকরণ করা হইল।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেমবশতাময়ী দামোদর-লীলার অনুকরণ করিলেন। যমলার্জ্জুনভঞ্জন লীলা এই লীলারই অন্তর্গত বলিয়া তাহার আর পৃথকভাবে অনুকরণ হয় নাই। ধেনুক ও প্রলম্বাসুরবধলীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংস্রব থাকিলেও তাহাতে বলদেবেরই প্রাধান্য বলিয়া গোপীগণ তাহার অনুকরণ করেন নাই। কুমারীগণের বস্ত্রহরণ এবং যজ্ঞপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা—এই দুই লীলায় মধুররসের সংস্রব আছে বলিয়া ব্রজরমণীগণ লজ্জা বশতঃ তাহার অনুকরণ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণলীলাচিন্তায় তন্ময়তাপ্রাপ্ত ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধ হইতে আরম্ভ করিয়া দামবন্ধন পর্য্যন্ত যে সমস্ত লীলার অনুকরণ করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার বর্ণনা দেখিলে মনে হয় যে—শ্রীকৃষ্ণবিরহবিবশা ব্রজরমণীগণ এই সমস্ত লীলার ক্রমানুসারে অনুকরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিরহ-পরিভাবিত চিত্তে যখন যে লীলার স্মৃতি সমুদিত হইয়াছে, তাঁহারা তখনই তাহার অনুকরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ লীলার পর কোন্ লীলা করিয়াছেন তাহা স্তরে স্তরে এবং পরে পরে অনুকরণ করিবার উপযুক্ত অনুসন্ধানসামর্থ্য তৎকালে তাঁহাদের বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিংবা পরম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥ ২৪

হংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব যখন ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ বর্ণনা করেন, তখন তিনিও ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখে বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া স্তরে স্তরে লীলার ক্রম রক্ষা করিয়া বর্ণনা করিতে পারেন নাই। অথবা প্রথমতঃ পূতনাবধাদি লীলার দৈহিকচেষ্টাপ্রধানরূপে অনুকরণ, তাহার পর দূরবর্ত্তিনী গাভীগণকে আহ্বান প্রভৃতি বাচিকচেষ্টাপ্রধানরূপে অনুকরণ এবং পরিশেষে দামবন্ধন লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মাতৃভীতি প্রভৃতি মানসচেষ্টাপ্রধানরূপে অনুকরণ, এই প্রকার কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টা প্রধানরূপে ক্রম রক্ষা করিয়া লীলানুকরণ হইয়াছে।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যসম্প্রদায়মতানুযায়ী শ্রীপাদ বীররাঘবাচার্য্য, ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির কোনই টীকা করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, এই লীলা বোধ হয় তাঁহার অভিমত নহে কিন্তু শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন টীকাকারগণ, এই সমস্ত শ্লোকের টীকা করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যেমন উহা হইতে ব্রজরমণীগণের প্রেমমাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আর কাহারও টীকায় প্রকাশ হয় নাই।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং গর্গসংহিতা গ্রন্থেও রাসলীলা বর্ণিত আছে এবং তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণের উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত নাই।

এবং নানাপ্রকারানুকৃষ্ণচেষ্টাসু তাস্তদা। গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সসংচেরু রম্যং বৃন্দাবনান্তরং ॥
(শ্রীবিষ্ণুপুরাণম্)

ব্রজরমণীগণ এইরূপ নানাবিধ শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ করিতে করিতে ব্যগ্রচিত্তে বৃন্দাবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

চক্রুঃ কৃষ্ণচরিত্রাণি তত্র কৃষ্ণময়াঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ (গর্গসংহিতা)

শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় তন্ময়তাপ্রাপ্ত ব্রজরমণীগণ নানাবিধ কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

চেরুর্বৈ চরিতং তস্য কৃষ্ণস্য ব্রজযোষিতঃ। তাস্তস্য নৃত্যং গীতঞ্চ বিলাসস্মিতবীক্ষিতং।
মুদিতাশ্চানুকুর্ব্বন্ত্যঃ ক্রীড়ন্তি ব্রজযোষিতঃ ॥ (হরিবংশঃ)

ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য, গীত, সবিলাসহাস্য এবং কটাক্ষপাত প্রভৃতির অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ, বিষ্ণুপুরাণাদি নানা শাস্ত্রসম্মত এবং গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহার যে আস্বাদন প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের পরমপ্রেমের মাধুর্য্য এবং মাহাত্ম্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে ॥ ১৪—২৩

অন্বয়ঃ।—এবং (শ্রীকৃষ্ণস্যততল্লীলানাং পুনঃ পুনঃ গানানুকরণয়োরনন্তরং পুনরপি) বৃন্দাবনলতাঃ (বৃন্দাবনস্থা লতাঃ) তরূন্ (বৃন্দাবনস্থান্ তরূংশ্চ প্রতি) কৃষ্ণং পৃচ্ছমানাঃ (পৃচ্ছন্ত্যো গোপ্যঃ) বনোদ্দেশে (বনপ্রদেশে) পরমাত্মনঃ (সর্ব্বাত্মনামাত্মনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) পদানি (পদচিহ্নানি) ব্যচক্ষত (দদৃশুঃ) গোপ্য ইতি শেষঃ ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—ব্রজরমণীগণ এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণলীলাগান ও লীলানুকরণ করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ ॥ ২৫

লতা ও বৃক্ষগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনপ্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন ॥

শ্রীধরটীকা।—এবং পুনরপি। বৃন্দাবনে লতাস্তরূংশ্চ কৃষ্ণং পৃচ্ছন্ত্যঃ, বনোদ্দেশে বনপ্রদেশে। ব্যচক্ষত অপশ্যন্ ॥ ২৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং তত্তল্লীলানাং পুনঃ পুনঃ গানানুকরণয়োঃ প্রকারেণ তৎপ্রকারবিশিষ্টং প্রশ্নং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ। পরমাত্মনঃ সর্ব্বেষামপি মূলস্বরূপস্য পদানি বনোদ্দেশে ব্যচক্ষতেত্যাশ্চর্য্যে। যস্য মুনয়ো বেদেঽপি যথা কথঞ্চিদেব সূচকতয়া শব্দরূপাণ্যেব পদানি তর্কয়ন্তি মাত্রং; তস্যৈব তাঃ স্ববিহার-বনোদ্দেশে সাক্ষাচ্চরণচিহ্নরূপাণ্যেব পদানি ব্যচক্ষত ইতি। অহো এতন্মাত্রাংশেঽপি বয়ং সর্ব্বেঽপি মুনয়ো ন তাসাং সাম্যং প্রাপ্নুমঃ কিং পুনস্তাদৃশপ্রেমবিশেষাসাদিতনিত্যতদীয়প্রেয়সীত্বাদ্যংশ ইতি ভাবঃ। অন্তর্হিত-ইত্যাদি প্রকরণে তেষাং ব্যাখ্যায়াং প্রথমং তাপমাত্রং, দ্বিতীয়ং গানসহিতান্বেষণং, তৃতীয়ং পূতনাবধাদ্যনু-করণং, চতুর্থং পুনরপ্যন্বেষণং, পঞ্চমং পদদর্শনমিতি ক্রমঃ। স্বব্যাখ্যায়াং প্রথমং তাপমাত্রং, দ্বিতীয়ং বাহুপ্রসার ইত্যাদ্যনুকরণং, তৃতীয়ং গানসহিতান্বেষণং তত্রৈব মধ্যে মধ্যে পূতনাদ্যনুকরণং, চতুর্থং পদদর্শনমিতি বিবেচনীয়ং ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—এতানি (বনপ্রদেশে দৃশ্যমানানি) পদানি (পদচিহ্নানি) ব্যক্তং (নিশ্চিতমেব) মহাত্মনঃ (পুরুষোত্তমস্য) নন্দসূনোঃ (নন্দনন্দনস্যৈব ভবন্তি নান্যস্য,) হি (যতঃ) ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ (ধ্বজাদিভিঃ মহাপুরুষত্বজ্ঞাপকৈরেবাসাধারণচিহ্নৈঃ) লক্ষ্যন্তে (এতানি পদানি দৃশ্যন্তে) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—(পদচিহ্ন দেখিয়া ব্রজরমণীগণ, পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন) এই সমস্ত পদচিহ্ন নিশ্চয়ই শ্রীনন্দনন্দনেরই; কেননা ইহাতে ধ্বজ পদ্ম অঙ্কুশ যব প্রভৃতি অসাধারণ চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে ॥ ২৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততশ্চান্যোন্যমাহুঃ—পদানি ইতি পদচিহ্নানি। ব্যক্তং স্ফুটমেবৈতানি নন্দসূনোঃ পদানি লক্ষ্যন্তে। কৈ? ধ্বজাদিভিঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। ধ্বজাদীনি তত্র প্রসিদ্ধান্যেবেত্যর্থঃ। ধ্বজাদিযোগে হেতুঃ মহাত্মনঃ পরমপুরুষোত্তমস্যেত্যর্থঃ। আদিশব্দাদন্যান্যপি। তত্র পাদ্মে ব্রহ্মনারদসংবাদে শ্রীকৃষ্ণমধিকৃত্য ষোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে। দক্ষিণেচাষ্টচিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ। ধ্বজা পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব এব চ। স্বস্তিকং চোর্দ্ধরেখা চ অষ্টকোণং তথৈব চ। সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম। ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসং চার্দ্ধচন্দ্রকং। অম্বরং মৎস্যচিহ্নঞ্চ গোষ্পদং সপ্তমং স্মৃতং। ষোড়শঞ্চ তথা চিহ্নং শৃণু দেবর্ষি সত্তম। জম্বূফলসমাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিদিতি। ক্রমদীপিকায়াং। মৎস্যাঙ্কুশারিদরকেতুযবাব্জবজ্রৈরিতি। শ্রীগোপালতাপন্যাং শঙ্খধ্বজাতপত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়মিতি। আদিবারাহে মথুরামণ্ডলমাহাত্ম্যে। যত্র কৃষ্ণেন সঙ্কীর্ণং ক্রীড়িতং চ যথাসুখং। চক্রাঙ্কিতপদা তেন স্থানে ব্রহ্মময়ে শুভে ইতি। এবং চক্রশঙ্খাতপত্রৈরধিকৈ-রূনবিংশতিচিহ্নানি। স্কান্দে তু যচ্চক্রাদিষট্কমাত্রমুক্তং তত্তু শ্রীবিষ্ণ্বাদাবেব। যত উক্তং ষোড়শচিহ্নপ্রসঙ্গ এব পাদ্মে। অঙ্কান্যেতানি ভো বিদ্বন্ দৃশ্যন্তে তু যদা তদা। কৃষ্ণাখ্যস্তু পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ। দ্বয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারি পঞ্চ চৈব চ। দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অবতারে কথঞ্চনেতি। তেষাং স্থাননিয়মো যথা তত্রৈব—মধ্যে ধ্বজা তু বিজ্ঞেয়া পদ্মং ত্র্যঙ্গুলমানতঃ। বজ্রং বৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশো বৈ তদগ্রতঃ। যবোঽপ্যঙ্গুষ্ঠমূলে স্যাৎ স্বস্তিকং যত্র কুত্রচিৎ। আদিং চরণমারভ্য যাবদ্বৈ মধ্যমা স্থিতা। তাবদ্বৈচোর্দ্ধরেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চ কথিতা পাদ্মসংজ্ঞকে। অষ্টকোণস্তু ভো বৎস মানঞ্চাষ্টাঙ্গুলৈশ্চ তৎ। নির্দ্দিষ্টং দক্ষিণে পাদে ইত্যাহুর্মুনয়ঃ কিল। দক্ষিণেতরস্থানানি সংবদামীহ সাম্প্রতং। চতুরঙ্গুলমানেন ত্বঙ্গুলীনাং সমীপতঃ। ইন্দ্রচাপং ততো বিদ্যাদন্যত্র ন ভবেৎ ক্বচিৎ। ত্রিকোণং মধ্যনির্দ্দিষ্টং কলসো যত্র কুত্রচিৎ। অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন তদ্ভবেদর্দ্ধচন্দ্রকং। বিন্দুর্বৈ মৎস্যচিহ্নঞ্চ আদ্যন্তে বৈ নিরূপিতং। গোষ্পদং দ্বিখুরং জ্ঞেয়মাদ্যাদ্যঙ্গুলিমানতঃ। ইত্যেতল্লক্ষণং তত্রৈব—পদ্মাকারা ধ্বজা প্রোক্তা প্রান্তে ত্রৈকোণিকানঘেত্যাদি। ব্যাখ্যায়তে চ ত্র্যঙ্গুলমানতঃ—মধ্যমাঙ্গুল্যগ্রাৎ তাবন্মানং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ বক্ষ্যমাণযুক্তেঃ। পদ্মেস্যাধো ধ্বজং ধত্তে ইতি স্কান্দসংবাদাচ্চ। যত্র কুত্রচিদিতি যথাশোভং বহুত্রেত্যর্থঃ। আদিং চরণমঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যোরন্তরালং। যাবন্মধ্যং মধ্যদেশং তাবদ্ব্যাপ্য স্থিতা। তত্তস্যাষ্টকোণস্য মানমষ্ঠাঙ্গুলৈর্জ্ঞেয়ং। অগ্রতোঽষ্টাঙ্গুলীঃ পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ, স্বরূপমানে স্থানাসমাবেশঃ। সচ চরণস্য দৈর্ঘ্যে চতুর্দ্দশাঙ্গুলপ্রমাণত্বং বিস্তারে ষড়ঙ্গুলিপ্রমাণত্বমিতি হয়শীর্ষমাৎস্যাদিপ্রসিদ্ধত্বাৎ। এতদনুসারেণ ত্র্যঙ্গুলমানত ইত্যপি ব্যাখ্যাতং। ব্যাখ্যাস্যতে চান্যত্র ইন্দ্রচাপত্বং নির্গুণত্বাত্তাদৃশবর্ণময়ত্বাচ্চ। চতুরঙ্গুলমানেনেতি তাবন্মানপরিত্যাগত উক্তং। মধ্যমাঙ্গুল্যধঃস্থিতবিন্দোরধঃস্থিতত্বাৎ। তথা দৈর্ঘ্যতোঽপি জ্ঞেয়ং। শোভোপযোগাৎ। মধ্যনির্দ্দিষ্টং চরণমধ্যে স্থিতম্ অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন ত্রিকোণস্যাধ ইত্যর্থঃ। তৎকোটিদ্বয়স্য কিঞ্চিদ্ত্রিকোণগ্রাসিত্বাৎ। বিন্দুরম্বরপর্য্যায়ঃ। অয়ঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তরমণ্ডলদ্বয়াত্মকঃ দ্বিরেখাসু সমন্বিতমিতি তত্রৈব তল্লক্ষণোক্তেঃ। সর্ব্বচিহ্নানামুপরি বিন্দুঃ। মৎস্যঃ সর্ব্বচিহ্নানামধঃ। দ্বিখুরং দিশফং আদ্যাদ্বিন্দোর্দ্ব্যঙ্গুলমানত ইতি ইন্দ্রচাপাদধ ইত্যর্থঃ। পদ্মাকারা বর্ত্মতুল্যা। প্রান্তে ত্রৈকোণিকং পাতাকাস্থানীয়ং যস্যাং সা সপ্তম্যা অলুক্। এতচ্চ ত্রৈকোণিকং দক্ষিণত এব জ্ঞেয়ং। বামত ঊর্দ্ধরেখোপহতেঃ। ষোড়শন্তু চিহ্নং পাদদ্বয় এব জ্ঞেয়ম্ অনিয়মেনোক্তত্বাৎ জম্বূফলসমতয়া নির্দ্দেশেন তদ্বর্ণতদাকারময়মেব তচ্চিহ্নং নতু রেখাকারং। চক্রশঙ্খৌ তু—দক্ষিণস্য পদোঽঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যজঃ। তথা বামপদাঙ্গুষ্ঠমূলতস্তন্মুখং দরমিতি স্কান্দানুসারেণৈব জ্ঞেয়ৌ। ছত্রন্তু প্রধান্যাদ্দক্ষিণচরণএব তত্রাপি চিহ্নান্তরশূন্যপ্রদেশত্বাচ্চক্রাধ এব জ্ঞেয়ং। তাসাং তদ্দর্শনপ্রকারশ্চায়ং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপীর্গোপবরাঙ্গনা। পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোৎপলা। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্করেখাবন্ত্যালি পশ্যত। পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিন ইতি ॥ ২৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহসাগরে পড়িয়া তাহার কত তরঙ্গে কত ভাবে যে বিচালিত হইলেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কখনও শ্রীকৃষ্ণলীলাগান, কখনও বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ, কখনও মনে মনে শ্রীকৃষ্ণলীলা স্মরণ, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ—এই প্রকারে কত ভাবে যে তাঁহাদের ভাবোন্মত্ততা প্রকাশ হইল তাহা কাহারও ধারণা করিবার সাধ্য নাই। শ্রীকৃষ্ণবিরহতরঙ্গে তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে নব নব ভাবের আবেগ, নব নব উন্মাদনা, নব নব প্রেরণা এবং নব নব কার্য্যকলাপ প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহারা কিছুক্ষণ গভীর তন্ময়তা বশতঃ, শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ লীলার অনুকরণ করিয়া তন্ময়তাশৈথিল্য বশতঃ যখন একটু বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন, তখন আবার তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল এবং আবার তাঁহারা পূর্ব্ববৎ বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রজরমণীগণ পূর্ব্ববৎ সমস্ত গুপ্ত বৃক্ষলতাদির নিকট শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং পর্ব্বতকন্দর, লতাকুঞ্জ প্রভৃতি যে সমস্ত গুপ্ত স্থানের সন্ধান পাইলেন, সেখানে গিয়া তন্ন তন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কোনস্থানেই শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইলেন না কিংবা কেহই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা বলিয়া দিল না। ব্রজরমণীগণ তখন হতাশ হইয়া আরও গভীরতম বনপ্রদেশে প্রবেশ করিলেন এবং ইতস্ততঃ চঞ্চল দৃষ্টিসঞ্চারে তাঁহাদের হারানিধির অনুসন্ধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে হঠাৎ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণব্যগ্র চঞ্চল দৃষ্টি ধরিত্রী-বক্ষে নিপতিত হইল এবং তাঁহারা সেখানে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া যুগপৎ চমৎকৃত চমকিত এবং আনন্দিত হইয়া আশা, বিস্ময় এবং পরমানন্দে গঠিত এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

ব্রজরমণীগণ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে ধরণীবক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে—সেখানে সারি সারি গোবিন্দপদচিহ্ন বিন্যস্ত হইয়া তাঁহার লীলারসললিতগতিভঙ্গির সূচনা করিতেছেন এবং ধরণীও তাহা তাহার সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া সৌভাগ্যগর্ব্বিত হইয়া যেন স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকের দিকে স্পর্দ্ধাযুক্ত দৃষ্টি-সঞ্চার করিতেছে। ধরণীর এই মহাসৌভাগ্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ মনে করিতে লাগিলেন, হায়! আমরা যদি ব্রজরমণী না হইয়া ধরণী হইতাম তাহা হইলে আমাদের বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন পতিত হইত এবং আমরা তাহা মহামূল্য অলঙ্কারের ন্যায় বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া জীবন ধন্য করিতাম। আমরা একবার মাত্র যে চরণ স্পর্শ করিবার জন্য চিরদিন আকুল-লালসা পোষণ করিতেছি, ধরণী নিরন্তর সেই চরণস্পর্শসুখ ভোগ করিতেছে এবং শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই যান না কেন, ধরণী সেই স্থানেই তাহার বক্ষোবিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধারণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যতই ধরণীবক্ষে বিচরণ করিতেছেন ততই তাঁহার চরণচিহ্ন ধরণীবক্ষে অঙ্কিত হইতেছে।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ধরণীবক্ষে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিয়া এই প্রকারে ধরণীর ভাগ্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অনিমিষনয়নে সেই চরণচিহ্নের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইতঃপূর্ব্বেও যখন একবার ব্রজরমণীগণ ধরণীবক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা ধরণীর কৃষ্ণচরণস্পর্শ সম্ভাবনা করিয়াছিলেন এবং তৃণাঙ্কুরোদ্গম দেখিয়া ধরণীকে শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শে পুলকিতাঙ্গী বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যদিও সে সময়েও ধরণীর বক্ষে শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন অঙ্কিত ছিল, তথাপি তাঁহারা অত্যন্ত বিরহোন্মাদে তখন তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই, কিংবা শরৎপূর্ণিমা রজনীর প্রথমাংশে ঘনতরুসন্নিবিষ্ট বনভূমিতে তাদৃশ জ্যোৎস্নাপাত না হওয়ায় সে সময়ে তাঁহারা চরণচিহ্ন দেখিতে পান নাই। গভীর রজনীতে পূর্ণিমার চন্দ্র মধ্যগগনগত হইলে বনভূমির মধ্যভাগও জ্যোৎস্নালোকিত হওয়ায় তাঁহাদের সুস্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন দর্শনের ক্রম দেখাইয়াছেন—"প্রথমং তাপ-মাত্রং, দ্বিতীয়ং গানসহিতান্বেষণং, তৃতীয়ং পূতনাবধাদ্যনুকরণং, চতুর্থং পুনরপ্যন্বেষণং, পঞ্চমং পদদর্শনমিতি ক্রমঃ।"

(শ্রীধরস্বামিটীকা)

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হন, তখন ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে তীব্রবিরহতাপের উদয় হয়, তাহার পর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিরহাবেশে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করেন, তাহার পর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধাদি লীলার অনুকরণ করেন, তাহার পর তাঁহাদের তন্ময়তার অপগমে একটু বাহ্যাভিনিবেশ আসিলে আবার তাঁহারা বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হন এবং বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন দর্শন করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নদর্শনের ক্রম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতান্তর দেখাইয়াছেন—

"প্রথমং তাপমাত্রং দ্বিতীয়ং বাহ্যপ্রসারেত্যাদ্যনুকরণং। তৃতীয়ং গানসহিতান্বেষণং তত্রৈব মধ্যে মধ্যে পূতনাবধাদ্যনুকরণং। চতুর্থং পদদর্শনমিতি।"

(লঘুতোষণীটীকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণান্তর্ধানে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপ, তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যে বাহুপ্রসারণে আলিঙ্গন প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাদের সহিত বিবিধ প্রেমব্যবহার করিয়াছেন তাহারই স্মৃতিবশতঃ অনুকরণ, তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ এবং তাহারই মধ্যে মধ্যে লীলাতন্ময়তাবশতঃ পূতনাবধাদিলীলার অনুকরণ, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নদর্শন।

ইহাদের এইভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নদর্শনের ক্রম প্রদর্শন এবং তাহাতে এই মতানৈক্যের কারণ কি তাহা ধারণা করা যায় না। তবে মনে হয় যে—শ্রীভগবান্ তাঁহার পার্ষদগণের সহিত লীলারসাস্বাদনে যে ভাবে তাঁহাদের কৃতার্থ করেন তাহাই সাধকভক্তগণের সাধনার সিদ্ধিপ্রাপ্তির ক্রম। সাধক ভক্তগণেরও প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাপ্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপ ভোগ, তদনন্তর নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণচিন্তায় তন্ময়তা, পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ ও তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নদর্শনে তাহারই অনুসরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন দর্শনের ক্রম সমালোচনা করিয়া এই প্রকার অস্ফুট ইঙ্গিত গ্রহণ করিলে বোধ হয় সিদ্ধান্তবিরোধ হয় না।

ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নদর্শন-সৌভাগ্য সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী—এক অভিনব সমালোচনা করিয়াছেন—

"যস্য মুনয়ো বেদেঽপি যথাকথঞ্চিদেব সূচকতয়া শব্দরূপাণ্যেব পদানি তর্কয়ন্তি মাত্রং তস্যৈব তাঃ স্ববিহারবনোদ্দেশে সাক্ষাচ্চরণচিহ্নরূপাণ্যেবপদানি ব্যচক্ষতেতি। অহো এতন্মাত্রাংশেঽপি বয়ং সর্ব্বেঽপি মুনয়ো ন তাসাং সাম্যং প্রাপ্নুমঃ কিং পুনস্তাদৃশপ্রেমবিশেষাসাদিতনিত্যতদীয়প্রেয়সীত্বাদ্যংশ ইতি ভাবঃ॥

(লঘুতোষণী টীকা)

ব্রজরমণীগণ যে বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করিলেন (ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ) তাহাতে মনে হয়—বেদকল্পতরুকাননসঞ্চারণপরায়ণ মুনিগণ তন্ন তন্ন করিয়া বেদকল্পতরুকানন অনুসন্ধানের ফলে যে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বমাহাত্ম্যাদিসিন্ধুর বিন্দুকণিকা স্বরূপ শব্দাত্মক পদের অনুসন্ধানমাত্র পাইয়া তাহারই তর্ক এবং নির্ণয় প্রসঙ্গে জীবন যাপন করেন, ব্রজরমণীগণ, তাঁহাদের বিহারভূমি শ্রীবৃন্দাবনেই সেই শ্রীকৃষ্ণের চিহ্নরূপ পদদর্শন করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ব্রজরমণীগণ শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিয়াছেন। কেননা মুনিগণ বেদকল্পতরুকানন পরিভ্রমণ করিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "রসো বৈ সঃ" "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" প্রভৃতি শব্দাত্মক পদেরই অনুসন্ধান পান এবং চিরজীবন তাহার বিচার ও ভাবনা লইয়াই কালাতিপাত করেন; কিন্তু ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণপদান্বেষণ করিবার জন্য বেদকল্পতরুকানন-পরিভ্রমণশ্রম স্বীকার করিতে হয় না, তাঁহারা তাঁহাদের নিরন্তর সুখসঞ্চারণস্থলী শ্রীবৃন্দাবনেই অনুসন্ধান করেন এবং সাক্ষাৎ চিহ্নরূপ পদই তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বমাহাত্ম্যাদি সূচক শব্দ (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম) লইয়া বিচার করিতে হয় না; তাহারা সর্ব্বদাই সেই ঘনীভূত ব্রহ্ম (ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং) কোথায় আছেন তাহারই অনুসন্ধান করেন এবং পদচিহ্ন দেখিয়া তাহারই অনুসরণ করিয়া সাক্ষাৎ সেই পরমাত্মাকে দেখিতে পান। তাঁহাদের প্রেমে পরমাত্মা নিরাকার হইয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া নরাকার হন এবং "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং" হইয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া বিবিধ লীলাপ্রসঙ্গে প্রেমানুরূপ স্বরূপ প্রকাশ করেন। ব্রজরমণীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করেন, তাহার তুলনা ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোটি কোটি জন্ম যদি কেহ জপ যোগ ধ্যান জ্ঞান তপস্যাদিপ্রসঙ্গে জীবন যাপন করেন তাহা হইলেও কেহ ব্রজরমণীগণের মত শ্রীকৃষ্ণপদদর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা যে প্রেয়সীভাবোচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত নানাবিধ প্রেমব্যবহার করেন, তাহা কাহারও কল্পনা করিবারও সাধ্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপিনী চিৎসত্তায় আত্মসত্তা মিলাইয়া দিয়া ব্রহ্মভাব লাভ করা পর্য্যন্তই সাধারণতঃ সাধনভাবনার চূড়ান্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু যে ভাব পাইলে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, নরাকৃতি হইয়া অকৃতার্থের ন্যায় নরলীলা করিয়া সেই ভাবের প্রতিদান দিতে চেষ্টিত হন, সেই ভাবসিন্ধুর বিন্দুকণিকার ধারণা করাও দুর্লভ। সেইজন্যই কোনও ভাবুক ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন—

গোপালাঙ্গনকর্দ্দমেষু বিহরন্ বিপ্রাধ্বরে লজ্জসে
ব্রূষে গোবৃষহুঙ্কৃতৈঃ স্তুতিশতৈর্মৌনং বিধৎসে সতাং॥
দাস্যং গোকুলপুংশ্চলীষু কুরুষে স্বাম্যং ন দাস্তাত্মসু
জ্ঞাতং কৃষ্ণ তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজযুগং প্রেম্নৈকলভ্যং মুহুঃ॥ (প্রাচীনশ্লোকঃ)

হে ভগবন্! আপনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীবৃন্দাবনে গোপগণের কর্দ্দমাক্ত অঙ্গনে পরমানন্দে ক্রীড়া করেন কিন্তু ব্রাহ্মণগণের সুপরিষ্কৃত সুপবিত্র যজ্ঞবেদিতে আবির্ভূত হইতে কুণ্ঠিত হন। শ্রীবৃন্দাবনে গোচারণপ্রসঙ্গে দূরবনগত গো-বৃষাদির হাম্বারব শুনিয়া উত্তর প্রদান করেন এবং তাহাদের বিপদ্ সম্ভাবনা করিয়া সেই দিকে ছুটিয়া যান, কিন্তু কতশত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ সমাধিপূত নিশ্চল চিত্তবৃত্তি আপনাতে অর্পণ করিয়া যখন উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরভেদে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আপনার স্তুতিপাঠ করেন, তখন আপনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। ব্রজরমণীগণ লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া উপপতিবুদ্ধিতে আপনার সহিত মিলিত হইলে আপনি তাহাদের সহিত নানাবিধ প্রেমব্যবহার প্রসঙ্গে তাহাদের দাস্য করিতেও কুণ্ঠিত হন না। (শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে রাসলীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কোনও প্রেয়সীর কেশ প্রসাধন করিয়াছেন, তাহাকে সাজাইবার জন্য স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়াছেন ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের গোপরমণীগণের দাস্য করা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ) কিন্তু শমদমাদিনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আপনার দাস্য করিবার জন্য চেষ্টিত হইলে আপনি তাহাদের প্রভুত্ব করিতেও স্বীকৃত হন না। অতএব হে কৃষ্ণ! আপনার বৃন্দাবন লীলাকথা সমালোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে—একমাত্র প্রেমই আপনার চরণকমল প্রাপ্তির উপায়। এই প্রেমের পথ পরিত্যাগ করিয়া যিনি যে পথেই আপনার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন না কেন, তিনি ভুক্তি মুক্তি কিংবা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু ব্রজের গো-গোপ গোপীর মত আপনাকে প্রেমাধীন করিতে পারিবেন না, কিংবা তাঁহাদের মত আপনার প্রেমসেবাধিকার লাভও করিতে পারিবেন না।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে সেই পরমাত্মার পদচিহ্ন দর্শন করিলেন (ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ); ইহাতে বক্তব্য এই যে—"আত্মেত্যেবমুপাসীত" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যের অনুসরণ করিয়া যাঁহারা সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা আত্মস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতাদাত্ম্য লাভ করেন। কিন্তু ব্রজরমণীগণ সকল আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করিলেন। ("কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং" এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণই সকল আত্মার আত্মা। "পরমাত্মা যিঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস।" এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বচনেও এই তত্ত্বই পরিস্ফুট হইয়াছে।) আত্মানুসন্ধানপরায়ণ সাধকগণ আত্মস্বরূপানুসন্ধান পাইয়া ব্রহ্মস্বরূপতালাভ করেন, কিন্তু তাঁহাদের ভাগ্যে পদচিহ্নদর্শন ঘটে না। পদচিহ্ন দর্শন করা দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণের পদ আছে বলিয়াও তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহারা "অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা" এই শ্রুতি বাক্যের আপাতপ্রতীত অর্থ সমালোচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে—তাঁহার পদ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজরমণীগণের পদচিহ্ন দর্শনের কথা শুনিয়া কিংবা ভক্তগণের নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণপদসেবনের কথা শুনিয়াও তাঁহাদের এই মহা বিপদের অবসান হয় না, তাই তাঁহারা পদচিহ্ন দর্শন করা দূরের কথা, পদের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না এবং নানাবিধ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কল্পনা করিয়া শ্রীভগবানের আকার লোপ করিতে চেষ্টা করেন। যাহা হউক, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, তাঁহাদের প্রেমস্বভাবসুলভ ধারণায় শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই সকল আত্মার আত্মা (পরমাত্মা) শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করিলেন।

এই শ্লোকে "পরমাত্মা" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পাওয়ায় ইহাও মনে করা যায় যে—"পরা" সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, "মা" লক্ষ্মী, পরমা—শ্রীরাধিকা। তস্যাং আত্মা মনো যস্য স পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণঃ। ব্রজরমণীগণ বনে বনে অনুসন্ধান করিতে করিতে যাঁহার পদচিহ্ন দর্শন করিলেন, তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই সর্ব্বাতিশায়িপ্রেমবতী সর্ব্বপ্রিয়াবলী-মুখ্যা শ্রীরাধিকাতেই আবিষ্ট থাকে। শ্রীরাধিকাসহ নির্জ্জনে বনবিহার করিবার জন্য তিনি বনে বনে পরিভ্রমন করিতেছেন এবং সেই প্রসঙ্গেই তাঁহার বনভূমিতে পদচিহ্ন পতিত হইয়াছে। যদিও শ্রীরাধিকার সখীবৃন্দ ব্যতীত অন্য কোন ব্রজরমণীই এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকাসহ বনভ্রমণের বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই, তথাপি "ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানিপরমাত্মনঃ" এই শ্রীশুকদেববচনে তাহারই অস্ফুট ইঙ্গিত প্রকাশ হইয়াছে এবং শ্রীরাধিকার সখীবর্গ তাহা ধারণা করিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য ব্রজরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দেখিতে পাইবেন এবং তখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকাসহ বনভ্রমণেরই বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন দর্শন করিয়া আনন্দবিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে কিছুক্ষণ তাহার দিকে অনিমিষ দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দজড় হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর যখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নদর্শনজনিত অপ্রাকৃত আনন্দোচ্ছ্বাস ও অভাবনীয় ভাবাবেগের একটু উপশম হইল, তখন তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, সখি! এই পদচিহ্ন নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণবল্লভ নন্দনন্দনেরই। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে আমাদের নিরাশ হৃদয়ে আকস্মাৎ আশার সঞ্চার হইত না এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপদগ্ধহৃদয়ে এরূপ অপ্রত্যাশিত আনন্দমন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইত না। অতএব এই পদচিহ্নই আমাদের কৃষ্ণ দর্শনের সাহায্য করিবে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এতক্ষণ আমরা আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, এই বনমধ্যে যাহাকে দেখিয়াছি, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই আমাদের শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাওয়ার কোনই সুযোগ ঘটে নাই। এই সমস্ত পদচিহ্ন দেখিয়া আমাদের মনে বড়ই ভরসা হইতেছে যে, এবার আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণবল্লভের দর্শন পাইব। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ সারি সারি পদচিহ্নের নিকটবর্ত্তি ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন এবং অনিমিষ নয়নে পদচিহ্ন দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা সকলেই পরমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং আনন্দবিজড়িতস্বরে বলিলেন—দেখ দেখ! এই পদচিহ্নে সুস্পষ্ট ভাবে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি রেখা দেখা যাইতেছে, সুতরাং আর আমাদের কোনও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এই সমস্ত ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন নারায়ণতুল্যগুণশালী শ্রীকৃষ্ণের চরণ ব্যতীত আর কুত্রাপি থাকা সম্ভবপর নহে। অতএব, এস এস, আমরা এই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হই।

ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন দর্শন সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—

বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপীগোপবরাঙ্গনা। পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গী বিকাসিনয়নোৎপলা॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্করেখাবন্ত্যালি পশ্যত। পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ সকলেই বনভূমির নানাস্থানে নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে লাগিলেন, তাহার মধ্যে একজন ব্রজরমণী ভূমিতে দৃষ্টিপাত করিয়া পুলকিতকলেবরে এবং প্রফুল্লবদনে অন্যান্য ব্রজরমণীগণকে আহ্বান করিলেন ও বলিলেন, দেখ দেখ সখীগণ! এইস্থানে আমাদের শ্রীকৃষ্ণ লীলারসগতিভঙ্গিতে গমন করিয়াছেন; সেইজন্য তাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিরেখাযুক্ত পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে। এই কথা শুনিয়া সমস্ত ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া দ্রুত গতিতে সেই স্থানে গমন করিলেন এবং সকলেই অনিমিষনয়নে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত ব্রজবনিতাগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন চিরপরিচিত। কাজেই তাঁহারা সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি ঊনবিংশতি রেখাযুক্ত চরণচিহ্ন দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে ইহা তাঁহাদেরই প্রাণবল্লভের চরণচিহ্ন এবং তিনি কোনও নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেও তাঁহার চরণচিহ্নই তাঁহার পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিয়া ব্রজরমণীগণের হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল এবং সকলেই মনে করিলেন যে—আমরা এই চরণচিহ্নানুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ দর্শন করিতে পারিব।

শ্রীকৃষ্ণচরণতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি ঊনবিংশ প্রকার চিহ্ন আছে এবং নানাশাস্ত্রে নানাভাবে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। তাহার মধ্যে স্কন্দপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের চরণতলস্থিত কয়েক প্রকার রেখার উল্লেখ এবং সেই সমস্ত রেখা চরণতলে ধারণের কারণ প্রদর্শিত আছে—

দক্ষিণস্য পদোঽঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যজঃ। তত্র নম্রজনস্যারিষড়্বর্গচ্ছেদনায় সঃ॥
মধ্যমাঙ্গুলিমূলে তু ধত্তে কমলমচ্যুতঃ। ধ্যাতৃচিত্তদ্বিরেফাণাং লোভনায়াতিশোভনং॥
পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে সর্ব্বানর্থজয়ধ্বজং। কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্তপাপাদ্রিভেদনং॥
পার্ষ্ণিমধ্যেঽঙ্কুশং ভক্তচিত্তেভবশকারিণং। ভোগসম্পন্ময়ং ধত্তে যবমঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণি।
তথা বামপদাঙ্গুষ্ঠমূলতস্তন্মুখং দরং। সর্ব্ববিদ্যাপ্রকাশায় দধাতি ভগবানসৌ॥
পদ্মাদীন্যপি চিহ্নানি তত্র দক্ষিণপাদবৎ॥ (স্কন্দপুরাণং)

শ্রীভগবান্ তাঁহার দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়া জগতে ইঙ্গিত করিতেছেন যে—যাঁহারা তাঁহার চরণে নত হয় তিনি চক্রদ্বারা তাহাদের কামক্রোধাদি ছয় রিপুকে ছেদন করেন। কামক্রোধাদি ছয় রিপুর প্রেরণায় বহির্মুখজীবগণ কত যে অন্যায় কার্য্য করে তাহার ইয়ত্তা নাই। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

অর্জ্জুন শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও জগতের জীব কাহার প্রেরণায় বাধ্য হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—কাম এবং ক্রোধই জীবের মহাশত্রু। রজোগুণ হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ইহারা মহাশন অর্থাৎ কিছুতেই ইহাদের তৃপ্তিবিধান করা যায় না। কাম ও ক্রোধের প্রেরণায় আজন্ম বিবিধ কুকার্য্যে রত থাকিলেও কাম ও ক্রোধের উপশান্তি হয় না। কাম ও ক্রোধ হইতে জীবের নানাবিধ পাপাচরণেই আসক্তি হইয়া থাকে। অতএব জীবের এই কাম ও ক্রোধই মহাশত্রু। জীবগণ আপাততঃ যাহাকে শত্রু বলিয়া মনে করে প্রকৃতপক্ষে সে তাহার শত্রু নহে। কাম ও ক্রোধের প্রেরণাতেই নানাবিধ শত্রুব্যবহার সংঘটিত হইয়া থাকে। কেহ যদি কাম ও ক্রোধ নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে, তথাপি তাহার পক্ষে কখনই তাহা সম্ভবপর হয় না। কাম ও ক্রোধের প্রেরণায় কত শত মহদ্ব্যক্তির শোচনীয় পতনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা পুরাণ ইতিহাসাদিতে দেখা যায়। কিন্তু যাহারা শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হয় তাহাদের আর কাম ও ক্রোধের পরাভব স্বীকার করিতে হয় না। শ্রীভগবান্ কাম ও ক্রোধে পরাভূত জীবকে আশ্বাস প্রদান করিবার জন্য চরণতলে চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন—যাহারা আমার চরণে শরণাগত হয় আমি চক্রদ্বারা তাহাদের কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপুকে ছেদন করিয়া থাকি।

শ্রীভগবান্ তাঁহার দক্ষিণচরণের মধ্যমাঙ্গুলিমূলে কমল ধারণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণাগতজনের নানাবিধ বিষয় বাসনায় বিক্ষিপ্ত চিত্তভ্রমরকে নিজ চরণের দিকে আকর্ষণ করেন। চিত্তভ্রমর যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের চরণকমলের অনুসন্ধান না পায়, ততদিন তাহার কিছুতেই বিষয়বাসনার নিবৃত্তি হয় না। তীব্র সাধনানুষ্ঠানরত এবং সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষগণও কদাপি বাসনামুক্ত হইতে পারেন না। ঐহিক ভোগবাসনা না থাকিলেও পারলৌকিক ভোগবাসনা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে। যদি কাহারও পারলৌকিক ভোগবাসনাও না থাকে তাহা হইলেও তাঁহারা কদাপি অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভের বাসনা এবং মোক্ষবাসনা-মুক্ত হইতে পারেন না। ধ্রুব মহাশয় পঞ্চমবৎসর বয়সে সর্ব্বত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সুতীব্র সাধনানুষ্ঠানের কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু তাঁহারও হৃদয়ে রাজ্যলাভের বাসনা ছিল। তাহার পর তিনি যখন শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইলেন তখন তাঁহার শ্রীভগবানের চরণপ্রাপ্তির বাসনায় রাজ্যলাভ বাসনার নিবৃত্তি হইয়া গেল।

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে। কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণে কমলচিহ্ন ধারণ করিয়া জগতের জীবগণকে ইঙ্গিত করিতেছেন যে—যতদিন পর্য্যন্ত চিত্তভ্রমর এই কমলের অনুসন্ধান না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্যাগী হইলেও, তাহার ভোগবাসনা নিবৃত্তি হয় না। ভোগবাসনা-নিবৃত্তিই শ্রীভগবানের চরণ সম্বন্ধের চিহ্ন। যাহাদের শ্রীভগবানের চরণের সহিত সম্বন্ধ থাকে তাহারা কিছুতেই কোনপ্রকার ভোগে লিপ্ত হইতে পারে না। শ্রীভগবানের চরণের সহিত সম্বন্ধহীন ব্যক্তি যদি ত্যাগের অভিনয় করিতে যায়, তাহা হইলে তাহারা ত্যাগীর সাজ সাজিতে পারে, কিন্তু ভোগ ছাড়িতে পারে না। ভক্তবাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই হউক কিংবা নির্লিপ্তভাবেই হউক কিংবা মহাপ্রসাদাদিতে প্রেমবশতঃই হউক, যে কোনপ্রকারে তাহাদের ভোগবাসনা চরিতার্থ হইয়া যায়। সুতরাং কাহারও যদি ভোগবাসনা-মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য।

জগতের জীব নানাবিধ অনর্থবশতঃ শ্রীভগবানের চরণসেবাধিকার লাভ করিতে পারে না। কেহ বা সৎকর্ম্মে কেহ বা অসৎকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া শ্রীভগবৎসেবায় বঞ্চিত হয়। নানাবিধ বিষয়াভিনিবেশ, ভোগবাসনা, দেহগেহাদিতে অভিনিবেশ, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠাদি লাভের লালসা, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামনা, শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্র বাক্যে অনাস্থা প্রভৃতি নানাবিধ অনর্থ জগতের জীবের চির সহচর। এই সমস্ত অনর্থের প্রতিবন্ধকতায় কাহারও ভববন্ধন মোচন হয় না এবং নিরন্তর নানাবিধ সংসারদুঃখে নিপীড়িত হইতে হয়। শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণে ধ্বজচিহ্ন ধারণ করিয়া জগতের জীবগণকে ইঙ্গিত করিতেছেন—যাঁহারা তাঁহার চরণাশ্রয় করেন, তাঁহারা সমস্ত অনর্থ জয় করিয়া পরমানন্দে শ্রীভগবানের চরণসেবা করিয়া জয়ধ্বজা উড়াইতে পারেন। শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় না করিলে কখনই ভবরোগের নিবৃত্তি হয় না এবং নানাবিধ পাপে ও পুণ্যে বিজড়িত হইয়া বিষয় ভোগ করিতে হয়।

কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ। সে কর্ম্ম না করে যাহে যায় ভব রোগ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ তাঁহার দক্ষিণচরণের কনিষ্ঠামূলে বজ্রচিহ্ন ধারণ করিয়া তাঁহার চরণাশ্রিত ভক্তের পাপ-পর্ব্বত চূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র হইয়া আছেন, কিন্তু নানাবিধ দুরভিনিবেশ বশতঃ কেহ তাঁহার চরণাশ্রয় করিতে পারে না। শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় না করিয়া যদি কেহ অন্য কোনও উপায়ে কোটি কোটি জন্মসঞ্চিত পাপপঙ্ক ধৌত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহা পঙ্ক মিশ্রিত জল দ্বারা পঙ্কধৌত করার মত ব্যর্থ চেষ্টায় পরিণত হয়। জীবের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কখনই বহুজন্মসঞ্চিত পর্ব্বতোপম পাপরাশি দূর করা সম্ভবপর হয় না। সেই জন্যই শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণে বজ্রধারণ করিয়া তাঁহার চরণাশ্রিতগণের পাপপর্ব্বত চূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। পাপের ফলেই সকলের নানাবিধ দুঃখ দৈন্য জরাব্যাধি প্রভৃতির ভোগে নিপীড়িত হইতে হয়। ইহজন্মে কোনও পাপাচরণ না থাকিলেও নানাবিধ দুঃখভোগে অনুমান করা উচিত যে—নিশ্চয়ই জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ আছে এবং তাহা ইহজন্মের সৎকর্ম্মে নিবৃত্তি হয় নাই। সেই জন্যই বিজ্ঞব্যক্তি দুঃখ নিবৃত্তির জন্য অন্য কোনও উপায়াবলম্বন না করিয়া শ্রীভগবানের চরণাবলম্বন করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাতে শ্রীভগবানের কৃপায় সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যায়।

নানাবিধ দুঃখ দৈন্যাদিতে নিপীড়িত জীব যদি কোনও ভাগ্যবলে শ্রীভগবৎ-সেবা করিতে চেষ্টাও করে, তথাপি সে তাহার চিত্তকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না। নানাবিধ ভোগবাসনায় পরিপুষ্ট চিত্ত যখন মদমত্ত হস্তীর ন্যায় বিষয়কাননে প্রবেশ করে, তখন কেহই তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। যদিও চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্য অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি বিবিধ উপায়ের কথা নানা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়বিহীন ব্যক্তির পক্ষে তাহা কখনও সুফলপ্রদ হয় না। শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতিবিহীন ব্যক্তি যদি অষ্টাঙ্গযোগ সাধনা করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে নানাপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়া তাহারই মোহে এমনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায় যে—সে তখন যোগ সাধনা ছাড়িয়া যোগসিদ্ধির বৈভব দেখাইয়া বেড়াইবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়ে এবং সেই প্রসঙ্গে বহুতর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এক বিরাট মহাপুরুষ সাজিয়া নানাবিধ ভোগবিলাসের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং নানাশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধের নানাবিধ উপায় প্রদর্শিত হইলেও তাহাই শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতিবিহীন ব্যক্তির পক্ষে সুগম নহে। যাহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করে শ্রীভগবান্ অঙ্কুশাঘাতে তাহাদের চিত্তহস্তীকে সংযত করিয়া দেন। জগতে এই ইঙ্গিত জানাইবার জন্যই শ্রীভগবান্ তাঁহার দক্ষিণচরণের পার্ষ্ণিমধ্যে অঙ্কুশচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ তাঁহার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বে যবচিহ্ন ধারণ করিয়া জগতের জীবকে ইঙ্গিত করেন যে, তাঁহার চরণাশ্রয়ে জীবের সর্ব্ববিধ ভোগ সম্পদ লাভ হইয়া থাকে। যাহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় না করিয়া নানাবিধ ভোগবাসনার তাড়নায় নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের সাহায্যে ভোগসম্পদ্ লাভের জন্য লালায়িত হয়, তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মফলানুসারে মায়াদত্ত ভোগ সম্পদ্ লাভ করে, কিন্তু তাহা ভোগ করিয়া তাহাদের কদাপি ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না, অধিকন্তু তাহা ভোগ করিয়া উত্তরোত্তর ভোগবাসনা বৃদ্ধি হয় এবং প্রতি পদে নূতন নূতন কর্ম্মজালে জড়িত হওয়ায় তাহাদের অনন্ত সংসারের অনন্তদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের অনুগ্রহদান স্বরূপ ভোগসম্পদ্ লাভ করেন, তাঁহাদের তাহা ভোগ করিতে গিয়া আর কোনও নূতন ভোগ বাসনার সৃষ্টি হয় না কিংবা সেই ভোগে তাঁহাদের সংসারের দ্বার উন্মুক্ত হয় না। ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তচূড়ামণিগণ শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহদান স্বরূপ সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিয়া দীর্ঘকাল ধরণীমণ্ডলে অবস্থান করিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা পুরাণ ইতিহাসাদিতে দেখা যায়। কিন্তু যাহারা শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হয় তাহাদের আর কাম ও ক্রোধের পরাভব স্বীকার করিতে হয় না। শ্রীভগবান্ কাম ও ক্রোধে পরাভূত জীবকে আশ্বাস প্রদান করিবার জন্য চরণতলে চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন—যাহারা আমার চরণে শরণাগত হয় আমি চক্রদ্বারা তাহাদের কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপুকে ছেদন করিয়া থাকি।

শ্রীভগবান্ তাঁহার দক্ষিণচরণের মধ্যমাঙ্গুলিমূলে কমল ধারণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণাগতজনের নানাবিধ বিষয় বাসনায় বিক্ষিপ্ত চিত্তভ্রমরকে নিজ চরণের দিকে আকর্ষণ করেন। চিত্তভ্রমর যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের চরণকমলের অনুসন্ধান না পায়, ততদিন তাহার কিছুতেই বিষয়বাসনার নিবৃত্তি হয় না। তীব্র সাধনানুষ্ঠানরত এবং সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষগণও কদাপি বাসনামুক্ত হইতে পারেন না। ঐহিক ভোগবাসনা না থাকিলেও পারলৌকিক ভোগবাসনা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে। যদি কাহারও পারলৌকিক ভোগবাসনাও না থাকে তাহা হইলেও তাঁহারা কদাপি অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভের বাসনা এবং মোক্ষবাসনা-মুক্ত হইতে পারেন না। ধ্রুব মহাশয় পঞ্চমবৎসর বয়সে সর্ব্বত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সুতীব্র সাধনানুষ্ঠানের কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু তাঁহারও হৃদয়ে রাজ্যলাভের বাসনা ছিল। তাহার পর তিনি যখন শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইলেন তখন তাঁহার শ্রীভগবানের চরণপ্রাপ্তির বাসনায় রাজ্যলাভ বাসনার নিবৃত্তি হইয়া গেল।

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে। কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণে কমলচিহ্ন ধারণ করিয়া জগতের জীবগণকে ইঙ্গিত করিতেছেন যে—যতদিন পর্য্যন্ত চিত্তভ্রমর এই কমলের অনুসন্ধান না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্যাগী হইলেও, তাহার ভোগবাসনা নিবৃত্তি হয় না। ভোগবাসনা-নিবৃত্তিই শ্রীভগবানের চরণ সম্বন্ধের চিহ্ন। যাহাদের শ্রীভগবানের চরণের সহিত সম্বন্ধ থাকে তাহারা কিছুতেই কোনপ্রকার ভোগে লিপ্ত হইতে পারে না। শ্রীভগবানের চরণের সহিত সম্বন্ধহীন ব্যক্তি যদি ত্যাগের অভিনয় করিতে যায়, তাহা হইলে তাহারা ত্যাগীর সাজ সাজিতে পারে, কিন্তু ভোগ ছাড়িতে পারে না। ভক্তবাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই হউক কিংবা নির্লিপ্তভাবেই হউক কিংবা মহাপ্রসাদাদিতে প্রেমবশতঃই হউক, যে কোনপ্রকারে তাহাদের ভোগবাসনা চরিতার্থ হইয়া যায়। সুতরাং কাহারও যদি ভোগবাসনা-মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য।

জগতের জীব নানাবিধ অনর্থবশতঃ শ্রীভগবানের চরণসেবাধিকার লাভ করিতে পারে না। কেহ বা সৎকর্ম্মে কেহ বা অসৎকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া শ্রীভগবৎসেবায় বঞ্চিত হয়। নানাবিধ বিষয়াভিনিবেশ, ভোগবাসনা, দেহগেহাদিতে অভিনিবেশ, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠাদি লাভের লালসা, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামনা, শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্র বাক্যে অনাস্থা প্রভৃতি নানাবিধ অনর্থ জগতের জীবের চির সহচর। এই সমস্ত অনর্থের প্রতিবন্ধকতায় কাহারও ভববন্ধন মোচন হয় না এবং নিরন্তর নানাবিধ সংসারদুঃখে নিপীড়িত হইতে হয়। শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণে ধ্বজচিহ্ন ধারণ করিয়া জগতের জীবগণকে ইঙ্গিত করিতেছেন—যাঁহারা তাঁহার চরণাশ্রয় করেন, তাঁহারা সমস্ত অনর্থ জয় করিয়া পরমানন্দে শ্রীভগবানের চরণসেবা করিয়া জয়ধ্বজা উড়াইতে পারেন। শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় না করিলে কখনই ভবরোগের নিবৃত্তি হয় না এবং নানাবিধ পাপে ও পুণ্যে বিজড়িত হইয়া বিষয় ভোগ করিতে হয়।

কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ। সে কর্ম্ম না করে যাহে যায় ভব রোগ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ তাঁহার দক্ষিণচরণের কনিষ্ঠামূলে বজ্রচিহ্ন ধারণ করিয়া তাঁহার চরণাশ্রিত ভক্তের পাপ-পর্ব্বত চূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র হইয়া আছেন, কিন্তু নানাবিধ দুরভিনিবেশ বশতঃ কেহ তাঁহার চরণাশ্রয় করিতে পারে না। শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় না করিয়া যদি কেহ অন্য কোনও উপায়ে কোটি কোটি জন্মসঞ্চিত পাপপঙ্ক ধৌত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহা পঙ্ক মিশ্রিত জল দ্বারা পঙ্কধৌত করার মত ব্যর্থ চেষ্টায় পরিণত হয়। জীবের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কখনই বহুজন্মসঞ্চিত পর্ব্বতোপম পাপরাশি দূর করা সম্ভবপর হয় না। সেই জন্যই শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণে বজ্রধারণ করিয়া তাঁহার চরণাশ্রিতগণের পাপপর্ব্বত চূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। পাপের ফলেই সকলের নানাবিধ দুঃখ দৈন্য জরাব্যাধি প্রভৃতির ভোগে নিপীড়িত হইতে হয়। ইহজন্মে কোনও পাপাচরণ না থাকিলেও নানাবিধ দুঃখভোগে অনুমান করা উচিত যে—নিশ্চয়ই জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ আছে এবং তাহা ইহজন্মের সৎকর্ম্মে নিবৃত্তি হয় নাই। সেই জন্যই বিজ্ঞব্যক্তি দুঃখ নিবৃত্তির জন্য অন্য কোনও উপায়াবলম্বন না করিয়া শ্রীভগবানের চরণাবলম্বন করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাতে শ্রীভগবানের কৃপায় সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যায়।

নানাবিধ দুঃখ দৈন্যাদিতে নিপীড়িত জীব যদি কোনও ভাগ্যবলে শ্রীভগবৎ-সেবা করিতে চেষ্টাও করে, তথাপি সে তাহার চিত্তকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না। নানাবিধ ভোগবাসনায় পরিপুষ্ট চিত্ত যখন মদমত্ত হস্তীর ন্যায় বিষয়কাননে প্রবেশ করে, তখন কেহই তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। যদিও চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্য অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি বিবিধ উপায়ের কথা নানা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়বিহীন ব্যক্তির পক্ষে তাহা কখনও সুফলপ্রদ হয় না। শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতিবিহীন ব্যক্তি যদি অষ্টাঙ্গযোগ সাধনা করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে নানাপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়া তাহারই মোহে এমনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায় যে—সে তখন যোগ সাধনা ছাড়িয়া যোগসিদ্ধির বৈভব দেখাইয়া বেড়াইবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়ে এবং সেই প্রসঙ্গে বহুতর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এক বিরাট মহাপুরুষ সাজিয়া নানাবিধ ভোগবিলাসের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং নানাশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধের নানাবিধ উপায় প্রদর্শিত হইলেও তাহাই শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতিবিহীন ব্যক্তির পক্ষে সুগম নহে। যাহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করে শ্রীভগবান্ অঙ্কুশাঘাতে তাহাদের চিত্তহস্তীকে সংযত করিয়া দেন। জগতে এই ইঙ্গিত জানাইবার জন্যই শ্রীভগবান্ তাঁহার দক্ষিণচরণের পার্ষ্ণিমধ্যে অঙ্কুশচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ তাঁহার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বে যবচিহ্ন ধারণ করিয়া জগতের জীবকে ইঙ্গিত করেন যে, তাঁহার চরণাশ্রয়ে জীবের সর্ব্ববিধ ভোগ সম্পদ লাভ হইয়া থাকে। যাহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় না করিয়া নানাবিধ ভোগবাসনার তাড়নায় নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের সাহায্যে ভোগসম্পদ্ লাভের জন্য লালায়িত হয়, তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মফলানুসারে মায়াদত্ত ভোগ সম্পদ্ লাভ করে, কিন্তু তাহা ভোগ করিয়া তাহাদের কদাপি ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না, অধিকন্তু তাহা ভোগ করিয়া উত্তরোত্তর ভোগবাসনা বৃদ্ধি হয় এবং প্রতি পদে নূতন নূতন কর্ম্মজালে জড়িত হওয়ায় তাহাদের অনন্ত সংসারের অনন্তদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের অনুগ্রহদান স্বরূপ ভোগসম্পদ্ লাভ করেন, তাঁহাদের তাহা ভোগ করিতে গিয়া আর কোনও নূতন ভোগ বাসনার সৃষ্টি হয় না কিংবা সেই ভোগে তাঁহাদের সংসারের দ্বার উন্মুক্ত হয় না। ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তচূড়ামণিগণ শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহদান স্বরূপ সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিয়া দীর্ঘকাল ধরণীমণ্ডলে অবস্থান করিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের ভোগবাসনা বৃদ্ধি হয় নাই। তাঁহারা শ্রীভগবানের অনুগ্রহ দান উপভোগ করিয়া ভোগান্তে শ্রীভগবানের চরণপ্রান্তে গমন করিয়া চিরকৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায়—নিষ্কাম, নানাবিধ ভোগাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ এবং মুক্তিকাম ব্যক্তির পক্ষে তীব্র ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের চরণ ভজন করাই বিধেয়।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়। গাঢ় ভক্তিযোগে সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি উপযুক্ত মূল্য সংগ্রহ করিয়া খাবারের দোকানে গিয়া খাদ্য সংগ্রহ ও তদ্দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি ও রসনার তৃপ্তি সাধন করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার আপাততঃ প্রীতিলাভ হইলেও পরিণামে বিবিধ রোগাদি ভোগের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যদি কেহ ক্ষুধিত হইয়া স্নেহময়ী জননীর শরণাগত হয়, তাহা হইলে জননী কখনও তাহাকে আপাততঃ মুখরোচক অথচ পরিণামে অনিষ্টকর খাদ্য প্রদান করেন না। জননী তাঁহার পুত্রের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যাহা তাহার হিতকর হয় সেইরূপ খাদ্যই তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন। জগতে এমন অনেক অশান্ত ও নির্ব্বোধ বালক দেখা যায়, যাহারা তাহাদের জননীপ্রদত্ত খাদ্য উপেক্ষা করিয়া বাজারের খাদ্যে রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু শান্ত সুবোধ বালক সর্ব্বদাই তাহার জননীপ্রদত্ত খাদ্যেই সন্তুষ্ট থাকে। শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত ব্যক্তিও শ্রীভগবানের অনুগ্রহ দানেই সন্তুষ্ট থাকে। তাহারা কখনও লৌকিক কিংবা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের মূল্য দিয়া মায়ার দোকান হইতে হিতকর খাদ্য আপাত প্রীতিজনক ঐহিক কিংবা পারলৌকিক ভোগ সম্পদ সংগ্রহ করিতে চেষ্টিত হয় না। শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে ভোগ সম্পদ্ লাভ হইলে ভোগবাসনার চিরনিবৃত্তি হইয়া যায়, কিন্তু যোগ তপস্যা কিংবা কর্ম্মানুষ্ঠানে ভোগ সম্পদ্ লাভ হইলে কখনও তাহাতে ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না। সেইজন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণে ভোগসম্পৎসূচক যবচিহ্ন ধারণ করিয়া ভোগলিপ্সু জীবকে ইঙ্গিত করেন—যদি কেহ ভোগ বাসনার চির নিবৃত্তি চাও তবে আমার চরণে শরণাগত হও।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

(শ্রীমদ্ভাগবতং)

ঘৃতাহুতিতে যেমন অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া প্রজ্বলিতই হয়, সেইরূপ বিষয়ভোগেও ভোগাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হয়। কাজেই শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার প্রদত্ত বিষয় ভোগে ভোগাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্ তাঁহার বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খচিহ্ন ধারণ করিয়া জগতের জীবগণকে ইঙ্গিত করেন যে, তাঁহার চরণাশ্রয়ে জীবের সর্ব্ববিধ বিদ্যালাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চম বৎসরের শিশু ধ্রুব যখন শ্রীভগবানের চরণারাধনা করিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, তখন তিনি কি বলিবেন কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। পঞ্চম বৎসরের শিশু এমন কি কথা জানে যে, তাহা শ্রীভগবানকে বলা যাইতে পারে? কিন্তু তাঁহার বড়ই বাসনা হইল যে তিনি তাঁহার আরাধনার ধনকে কিছু বলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার হস্তস্থিত শঙ্খ দ্বারা ধ্রুবের কপোল স্পর্শ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ধ্রুবের সর্ব্ববিধ জ্ঞান লাভ হইল।

স তং বিবক্ষন্তমতদ্বিদং হরির্জ্ঞাত্বাস্য সর্ব্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ,
কৃতাঞ্জলিং ব্রহ্মময়েন কম্বুনা পস্পর্শ বালং কৃপয়া কপোলে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স বৈ তদৈব প্রতিপাদিতাং গিরং দৈবীং পরিজ্ঞাতপরাত্মনির্ণয়ঃ,
তং ভক্তিভাবোঽভ্যগৃণাদসত্বরং পরিশ্রুতোরুশ্রবসং ধ্রুবক্ষিতিঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতং)

শ্রীভগবান্ সকলেরই হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত; সুতরাং কাহারও হৃদয়ের ভাব জানিতে তাঁহার কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। তিনি যখন বুঝিলেন যে—ধ্রুব তাঁহাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে অথচ সে কিছুই জানে না বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ব্বাক্ হইয়া দণ্ডায়মান আছে, তখন শ্রীভগবান্ তাঁহার ব্রহ্মময় শঙ্খ দ্বারা তাহার কপোল স্পর্শ করিলেন। শ্রীভগবানের এতাদৃশ কৃপাপ্রভাবে ধ্রুবের তৎক্ষণাৎ সর্ব্ববিদ্যা প্রকাশ হইয়া গেল ও জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপাদি সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইল। ধ্রুব তখন ভক্তিভাবে সেই উত্তমশ্লোক বৈকুণ্ঠপতির স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহাতে জানা যায় যে—শ্রীভগবানের হস্তস্থিত শঙ্খ সাক্ষাতে সর্ব্ববিদ্যাপ্রকাশক। (বেদময়) শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণে এই শঙ্খ চিহ্ন ধারণ করিয়া জগতে ইঙ্গিত করেন যে তাঁহার চরণাশ্রয়ে জীবের পরাবিদ্যা লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় না করিয়া যদি কেহ কেবলমাত্র শাস্ত্রাদি অভ্যাস দ্বারাই বিদ্যালাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে বিদ্যায় তাহার সংসার নিবৃত্তি হয় না, বরং তাহাতে অভিমান বৃদ্ধি হইয়া সংসার বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়া যায়। শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে যে বিদ্যা লাভ হয়, তাহাতে তাঁহার চরণ ভজনেরই আনুকূল্য হয়, কিন্তু শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় ব্যতীত কেবলমাত্র অধ্যয়নাদি দ্বারা যে বিদ্যা লাভ হয়, তাহাতে কাহারও শ্রীভগবানের চরণ ভজন করিবার সাধ্য থাকে না। জগতে দেখা যায়—যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীভগবানের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। কেহ বা বিদ্যাবলে শাস্ত্র বচনের কদর্থ কল্পনা করিয়া শ্রীভগবদ্ভজনের কর্ত্তব্যতা বিলুপ্ত করিয়া দেন এবং ('সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম প্রভৃতি) শাস্ত্র বচন দেখাইয়া নিজেই ভগবান্ হইয়া যান। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত, তাঁহারা শ্রীভগবৎকৃপায় যে বিদ্যা লাভ করেন তাহাতে তাঁহাদের সংসারমুক্তির পথ পরিষ্কৃত হয়। শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণে সর্ব্ববিদ্যাময় শঙ্খ চিহ্ন ধারণ করিয়া—তাঁহার চরণাশ্রয়ই প্রকৃত বিদ্যালাভের উপায়—এই তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।

ইহা ছাড়াও শ্রীভগবানের চরণে যে সমস্ত চিহ্নের কথা নানা শাস্ত্রে দেখা যায়, তাহার কোনও তাৎপর্য্য কোনও শাস্ত্রে দেখা যায় না। যদিও বুদ্ধিবলে কোন প্রকার কল্পনা করিয়া কিছু বলা অসম্ভব নহে, তথাপি কোনও ঋষিবাক্য কিংবা আচার্য্যসম্মতি ব্যতীত এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। শ্রীভগবানের চরণতলে ছত্র চিহ্ন আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যাহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করে তাহাদের ত্রিতাপসূর্য্যের তাপ নিবারণ হয়। এই প্রকার ত্রিকোণ, স্বস্তিক, কলস প্রভৃতি যে সমস্ত চিহ্ন আছে তাহাতেও এই প্রকার যাহা হয় একটা কিছু বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঋষিবাক্য, কিংবা আচার্য্যসম্মতি ব্যতীত কোনও ব্যক্তিবিশেষের মনীষাকল্পিত ব্যাখ্যা কিংবা সিদ্ধান্তে কাহারও বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নহে। গীতা, চণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতিতে অনেক আধুনিক মনীষীর মনীষাকল্পিত ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতে অনেক সরলবুদ্ধি লোকের পরমানন্দ লাভ হয়, কিন্তু কোনও ঋষিবাক্যের অনুমোদন নাই বলিয়া তাহাতে আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, শ্রীভগবানের চরণে চক্র, পদ্ম, ধ্বজা প্রভৃতি চিহ্নের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যাহা আলোচিত হইল তাহা স্কন্দপুরাণে উল্লিখিত আছে। ইহা ছাড়া যে সমস্ত চিহ্নের কথা পদ্মপুরাণে দেখা যায় তাহার তাৎপর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী তাঁহার স্তবামৃতলহরী গ্রন্থান্তর্গত রূপচিন্তামণিতে শ্রীকৃষ্ণের ঊনবিংশতি চিহ্ন-যুক্ত চরণ বর্ণনা করিয়াছেন—

চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকাং, শঙ্খং সব্যপদেঽথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং।
চক্রং ছত্রযবাঙ্কুশং ধ্বজপবীজম্বূর্দ্ধ্বংরেখাম্বুজং, বিভ্রাণং হরিমুনবিংশতিমহালক্ষ্ম্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাম চরণতলে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনুঃ, অম্বর, গোষ্পদ, মৎস্য ও শঙ্খ এই অষ্টচিহ্ন এবং দক্ষিণচরণতলে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজা, বজ্র, জম্বূফল, ঊর্দ্ধরেখা ও চক্র এই একাদশ চিহ্ন বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণের উভয় চরণতলে এই ঊনবিংশতি চিহ্নরূপে মহালক্ষ্মী তাঁহার চরণসেবন করিয়া থাকেন।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতেও এই ঊনবিংশতি চিহ্নের কথাই জানা যায়—

চক্রার্দ্ধেন্দুযবাষ্টকোণকলসৈশ্ছত্রত্রিকোণাম্বরৈশ্চাপস্বস্তিকবজ্রগোষ্পদদরৈমীনোর্দ্ধরেখাঙ্কুশৈঃ।
অম্ভোজধ্বজপঙ্কজাম্বফলৈঃ সল্লক্ষণৈরঙ্কিতং জীয়াচ্ছ্রীপুরুষোত্তমত্বগমকৈঃ শ্রীকৃষ্ণপাদদ্বয়ং ॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃতং)

চক্র, অর্দ্ধচন্দ্র, যব, অষ্টকোণ, কলস, ছত্র, ত্রিকোণ, অম্বর, ধনুঃ, স্বস্তিক, বজ্র, গোষ্পদ, শঙ্খ, মীন, ঊর্দ্ধরেখা, অঙ্কুশ, পদ্ম, ধ্বজা এবং পঙ্কজম্বূফল এই ঊনবিংশতি প্রকার স্বয়ংভগবত্তার পরিচায়ক সুলক্ষণ-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলের জয় হউক।

পদ্মপুরাণ,, স্কন্দপুরাণ, বরাহপুরাণ, মস্যপুরাণ, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, ক্রমদীপিকা, গোপালতাপনী প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের কথা জানা যায়। কিন্তু কোন শাস্ত্রেই একত্র ঊনবিংশতি চিহ্নের সমাবেশ দেখা যায় না। সমস্ত শাস্ত্রের পদচিহ্ন সংগ্রহ করিলে ঊনবিংশতি চিহ্ন হয়। এই জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণচরণে ঊনবিংশতি চিহ্নের সমাবেশ স্বীকার করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ঊনবিংশতি চিহ্নযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করেন। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচরণস্থ ঊনবিংশতি চিহ্নের কিয়দংশের উল্লেখ এবং কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখিয়া মনে হয় বিভিন্নশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন চিহ্নের মাহাত্ম্যসূচনা করাই শাস্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বপ্রদর্শিত স্কন্দপুরাণবচনে শ্রীকৃষ্ণচরণের চক্রপদ্মাদি কয়েকটি চিহ্নের মাহাত্ম্য জানা যায়। পদ্মপুরাণ, গোপালতাপনী, ক্রমদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে কেবলমাত্র কয়েকটি চিহ্নের নামোল্লেখই দেখা যায়, কিন্তু কোনপ্রকার মাহাত্ম্য বর্ণনা নাই। স্কন্দপুরাণ-প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া ঊনবিংশতি চিহ্নেরই মাহাত্ম্য কল্পনা করা যায়। কিন্তু তাহাতে কোনপ্রকার ঋষিসম্মতি কিংবা আচার্য্যোপদেশ না পাওয়ায় আমরা তাহা আলোচনা করি নাই। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের রামানারায়ণ কৃত ভাবভাবিবিভাবিকা টীকায় শ্রীকৃষ্ণচরণের ঊনবিংশতি চিহ্নেরই মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোনও ঋষিসম্মতি কিংবা আচার্য্যোপদেশের ইঙ্গিত জানা না গেলেও সে ভাবে চরণচিহ্নের মাহাত্ম্য ভাবনা করিলে কোনও সিদ্ধান্তবিরোধ হয় না বলিয়া তাহা দেখান হইতেছে—

তত্রধ্বজোভক্তানামভয়ায়, অম্ভোজং মনোঽলিমোহনায়, বজ্রঃ পাপাগধ্বংসায়, অঙ্কুশোমনোমত্তগজবশীকরায়, যবো জগজ্জীবনত্বসূচনায়, স্বস্তিকং শরণাগতস্বস্তয়ে, ঊর্দ্ধরেখাত্বূপগতানামূর্দ্ধপ্রাপ্তিসূচিকা, অষ্টকোণস্তস্বজনানামষ্টদিক্ষু স্বপ্রাপ্তিরষ্টসিদ্ধীনাঞ্চ তদনুস্থতত্বসূচনায়, চাপশঙ্খচক্রাণি ভক্তরক্ষার্থং, ত্রিকোণস্তু ত্রিগুণ ত্রিভুবনাশ্রয়ত্ব দেব তির্য্যঙ্নরত্রিবিধ সর্ব্বারাধ্যত্ব মুক্তমুমুক্ষু বিষয়িত্রিবিধ সর্ব্বেষ্টত্ব মনোবাক্কর্ম্মত্রিবিধ সেব্যত্বাদিসূচকং, অমৃতকলসস্তূপগতামৃতত্বপ্রাপ্তিমাঙ্গল্যাদিব্যঞ্জকং, চন্দ্রস্তু শিবশিবাদি শিরোভূষণস্য পাদানুগতত্ব শরণাগতজনাহ্লাদকত্বাদিবোধকঃ, অম্বরস্তব্যাপকত্বেঽপ্যসঙ্গত্বদ্যোতকং, মৎস্যস্তু কামধ্বজত্বেন স্বানুগতজনানাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামপূরত্ব জ্ঞাপকঃ গোষ্পদং শরণাপন্নানাং সংসারসিন্ধোঃ গোষ্পদত্বাপাদকং। জম্বুফলন্তু জম্বুদ্বীপবাসিনাং চরণসেবনপ্রাধান্য প্রখ্যাপকং, আতপত্রং তাপত্রয়াপহমিতিবোধ্যং॥ (শ্রীরামনারায়ণকৃতভাবভাববিভাবিকাটীকা)

শ্রীভগবান্, শরণাগত ভক্তগণকে অভয় প্রদান করিবার জন্য নিজ চরণে ধ্বজচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনোভ্রমরকে মোহন করিবার জন্য পদ্মচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, পাপপর্ব্বত চূর্ণ করিবার জন্য বজ্রচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, মনোমত্তগজ বশীকরণের জন্য অঙ্কুশচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, সর্ব্বসম্পদ্ লাভ সূচনার জন্য যবচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, শরণাগতজনের স্বস্তিলাভ সূচনা করিবার জন্য স্বস্তিক চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, ঊর্দ্ধলোকপ্রাপ্তি সূচনা করিবার জন্য ঊর্দ্ধরেখা ধারণ করিয়াছেন। শরণাগতজনের অষ্টদিক্ রক্ষা এবং অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্তি সূচনার জন্য অষ্টকোণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার চরণে শরণাগত ভক্তগণকে তিনিই সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করেন ইহাই জ্ঞাপন করিবার জন্য ধনুঃ, শঙ্খ এবং চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের চরণই ত্রিগুণা প্রকৃতি এবং ঊর্দ্ধ মধ্য ও অধঃ এই ত্রিলোকের আশ্রয়, দেব, তির্য্যক্ এবং নর এই ত্রিবিধ জীবের তাঁহার চরণই একমাত্র আরাধ্য, মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী এই ত্রিবিধ জনের তাঁহার চরণই ইষ্ট এবং কায়, মনঃ এবং বাক্য এই তিন দ্বারা তাঁহার চরণই আরাধ্য—এই সমস্ত তত্ত্ব সূচনা করিবার জন্য চরণতলে ত্রিকোণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার চরণই জীবের অমৃতত্ব প্রাপ্তির উপায় এই তত্ত্ব সূচনার জন্য শ্রীভগবান্ চরণতলে অমৃত-কলস চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। শিব এবং শিবাদির শিরোভূষণ তাঁহার চরণগত এবং শরণাগত জনের পক্ষে তাঁহার চরণই সর্ব্বানন্দপ্রদ—এই তত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্য তিনি চরণতলে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের চরণ সর্ব্বব্যাপী হইলেও আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত, তাঁহার চরণস্থ অম্বর-চিহ্নে এই তত্ত্ব জানা যায়। কামধ্বজ মৎস্য তাঁহার চরণতলে অবস্থিত থাকায় জানা যায় যে—তাঁহার চরণই শরণাগতজনের সর্ব্ববিধ কামনাপূরণে সমর্থ। তাঁহার চরণস্থ গোষ্পদ চিহ্নে জানা যায় যে—তাঁহার চরণে শরণাগতজনের পক্ষে ভবসাগর গোষ্পদ তুল্য হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণে জম্বুফল চিহ্ন ধারণ করিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে—জম্বুদ্বীপবাসিগণের পক্ষে তাঁহার চরণই একমাত্র উপাস্য। শ্রীভগবানের চরণে ছত্রচিহ্ন থাকায় জানা যায় যে—তাঁহার চরণাশ্রয়ে ত্রিতাপতপ্ত জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবৃত্তি হয়।

শ্রীভগবানের চরণতলে কোথায় কোন্ চিহ্নের সমাবেশ আছে তাহাও পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়—

মধ্যে ধ্বজা তু বিজ্ঞেয়া পদ্মং ত্র্যঙ্গুলমানতঃ। বজ্রং হৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশোবৈ তদগ্রতঃ॥
যবোঽপ্যঙ্গুষ্ঠমূলে স্যাৎ স্বস্তিকং যত্র কুত্রচিৎ। আদিং চরণমারভ্য যাবদ্বৈমধ্যমাস্থিতা॥
তাবদ্বৈচোর্দ্ধরেখা চ কথিতা পাদ্ম সংজ্ঞকে। অষ্টকোণন্তু ভো বৎস মানঞ্চাষ্টাঙ্গুলৈশ্চ তৎ॥
নির্দ্দিষ্টং দক্ষিণে পাদে ইত্যাহুর্মুনয়ঃ কিল। দক্ষিণেতর স্থানানি সংবাদামীহ সাম্প্রতং॥
চতুরঙ্গুলমানেন ত্বঙ্গুলীনাং সমীপতঃ। ইন্দ্রচাপং ততো বিদ্যাদন্যত্র ন ভবেৎ ক্বচিৎ॥
ত্রিকোণং মধ্য নির্দ্দিষ্টং কলসো যত্র কুত্রচিৎ। অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন তদ্ভবেদর্দ্ধচন্দ্রকং॥
বিন্দুর্বৈমৎস্য চিহ্নঞ্চ আদ্যন্তে বৈ নিরূপিতং। গোষ্পদং দ্বিখুরং জ্ঞেয়মাদ্যাঙ্গুলি মানতঃ॥ (পদ্মপুরাণং)

শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণের মধ্যভাগে ধ্বজা। মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে তিন অঙ্গুলি নিম্নে ধ্বজার উপরে পদ্ম। (স্কন্দপুরাণে "পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে" এই প্রকার স্থান নির্দ্দেশ আছে।) দক্ষিণপার্শ্বে বজ্র এবং তাহার অগ্রভাগে অঙ্কুশ। অঙ্গুষ্ঠমূলে যব এবং যে স্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে শোভাবর্দ্ধন হয় সেই স্থানে স্বস্তিক চিহ্ন। অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীর মধ্যভাগ হইতে চরণের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা। অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অষ্টাঙ্গুল পরিমিত নিম্নস্থানে অষ্টকোণ। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র এবং মৎস্যপুরাণের নির্দ্দেশানুসারে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে কিংবা অন্য কোনও পুরাণে কিছু পাওয়া যায় না। পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ প্রকার পদ-চিহ্নের উল্লেখ আছে—

ষোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে। দক্ষিণে চাষ্ট চিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ॥
ধ্বজা পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব এব চ। স্বস্তিকং চোর্দ্ধরেখা চ অষ্টকোণং তথৈব চ॥
সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম। ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসং চার্দ্ধচন্দ্রকম্॥
অম্বরং মৎস্যচিহ্নঞ্চ গোষ্পদং সপ্তমং স্মৃতম্। ষোড়শঞ্চ তথা চিহ্ন শৃণু দেবর্ষিসত্তম॥
জম্বুফলসমাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ॥ (পদ্মপুরাণং)

পুদ্মপুরাণে ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণে ষোড়শ প্রকার চিহ্ন দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে দক্ষিণ চরণে অষ্ট প্রকার এবং বাম চরণে সপ্ত প্রকার। ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা এবং অষ্টকোণ এই অষ্ট চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে বিন্যস্ত আছে। হে বৈষ্ণবোত্তম! শ্রীকৃষ্ণের বামচরণে ইন্দ্রধনু, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, অম্বর, মৎস্য এবং গোষ্পদ এই সপ্ত চিহ্ন আছে ইহা ছাড়া আর একটি চিহ্নের কথা বলি শুন। শ্রীকৃষ্ণচরণে জম্বুফলের ন্যায় একটি চিহ্ন আছে; তাহার কোনও স্থান নিয়ম নাই।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত স্কন্দপুরাণ বচনে দক্ষিণ চরণে চক্র, পদ্ম, ধ্বজা, বজ্র, অঙ্কুশ এবং যব এই ছয় চিহ্ন এবং বাম চরণে শঙ্খ চিহ্নের কথা জানা যায়। তাহাতে মনে হয় যে, স্কন্দপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণু প্রভৃতি অবতারের চরণচিহ্নের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। কেননা পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণচরণের ষোড়শ চিহ্নের কথা বলিয়া ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—

অঙ্কান্যেতানি ভো বিদ্বন্ দৃশ্যন্তে তু যদা তদা। কৃষ্ণাখ্যস্তু পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ॥
দ্বয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারি পঞ্চ চৈব হি। দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অবতারে কথঞ্চন॥
(পদ্মপুরাণং)

হে নারদ! যদি কাহারও পদতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি ষোড়শ চিহ্ন দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবে যে, নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার, লীলাবতার, আবেশাবতার প্রভৃতির যখন আবির্ভাব হয়, তখন তাঁহাদের চরণতলে এই সমস্ত চিহ্নের দুইটি, তিনটি, চারিটি অথবা পাঁচটি দেখা যায়। একাধারে ষোড়শ চিহ্ন একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণেই থাকে। তাঁহার অবতারগণের চরণে একাধারে ষোড়শ চিহ্ন থাকা সম্ভবপর হয় না।

পদ্মপুরাণের এই বচনানুসারে স্পষ্টই জানা যায় যে—ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি ষোড়শ চিহ্ন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-চরণেই থাকে এবং তাঁহার বিষ্ণু প্রভৃতি অবতারবিগ্রহের চরণে যথাযোগ্য অংশকলা আবেশাদি ভেদে ন্যূনাধিকরূপে চিহ্ন দেখা যায়। কাহাকেও যদি শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া সম্ভাবনা করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার অন্য কিছু পরীক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র চরণতল দর্শন করিলেই সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তচূড়ামণিগণকে চিনিবার সোজা উপায় সম্বন্ধে এক প্রাচীন কিম্বদন্তী আছে যে—"ভগবানের পরীক্ষা চরণে আর ভক্তের পরীক্ষা মরণে।" মানুষের অসাধ্য কর্ম্ম করিলেই ভগবান্ হয় না। অগস্ত্য ঋষি গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিয়াও ভগবান্ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন নাই কিংবা বিশ্বামিত্র ঋষি ব্রহ্মার সহিত হঠ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও ভগবান্ হন নাই। যোগসাধনার প্রভাবে অনেকেই অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের কথা এখনও ইতিহাস পুরাণাদিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসিদ্ধ আছে। এখনও অনেকেই অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য্য করিয়া সাধারণের বিস্ময়োৎপাদন করেন, কিন্তু তাহার মধ্যে যদি কাহারও ভগবনের অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে তাঁহার চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। চরণে যদি ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন দেখা যায় তাহা হইলে জানিবেন শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু চরণতল যদি সাধারণ মানুষের মত হয় তাহা হইলে জানিবেন যে কোনও যোগ শক্তিসম্পন্ন জীব ব্যতীত আর কিছুই তহে। এইরূপ কাহারও কোন প্রকার সদ্ব্যবহার দেখিয়াই তাঁহাকে ভক্তচূড়ামণি বলিয়া ধারণা করা যয়ে না; কায়িক ও বাচিক ব্যবহারে ভক্তের অনুকরণ করিয়া ভক্ত সাজা কঠিন নহে, এবং তাহাতে অজ্ঞ লোকের দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করাও কঠিন নহে; কিন্তু শ্রীভগবানের চরণে-শরণাগতি আছে কিনা তাহার পরীক্ষা মরণে জানা যাইবে। শ্রীভগবানের চরণারাধনা ব্যতীত কাহারও অনায়াসে মরণ হইতে পারে না।

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্। অনারাধিতগোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবতে জগন্নাথমিশ্রবচনং)

শ্রীগোবিন্দচরণারাধনা ব্যতীত কাহারও অনায়াসে মরণ এবং বিনা দৈন্যে জীবন ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। নানাবিধ ব্যাধির পীড়নে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কিংবা ঔষধ পথ্যের দোহাই দিয়া নানাপ্রকার অখাদ্য কুখাদ্য খাইতে খাইতে প্রাণত্যাগ করাই প্রায় সকলের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু চরণামৃত পান ও হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে কোনও তীর্থ-ক্ষেত্রাদিতে সজ্ঞানে জীবন ত্যাগ করা অতি অল্প ভাগ্যবানের ভাগ্যেই সংঘটিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ মরণ শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই সংঘটন হইতে পারে না। জগতের জীব নানাভাবে বহুতর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে কিন্তু তাহাতে কাহারও দৈন্য দূর হয় না, সর্ব্বদাই মনে হয় যে আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ হইলে অমুক কর্ম্ম করিতে পারিতাম। কিন্তু যাহার শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাগতি আছে তাহার মনে কখনও অভাব বুদ্ধি আসে না, সে যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগোবিন্দচরণভজনপ্রসঙ্গে জীবন যাপন করিয়া কৃতার্থ হয়। তাই বলিতেছি, "ভগবানের পরীক্ষা চরণে, আর ভক্তের পরীক্ষা মরণে।"

স্বয়ং ভগবান্ যখন তাঁহার নরলীলাবিগ্রহ জগতে প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার চরণতলে পদ্মপুরাণোক্ত ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি ষোড়শ চিহ্ন দেখা যায়। ক্রমদীপিকা, গোপালতাপনী প্রভৃতি গ্রন্থ সমালোচনা করিলে পদ্মপুরাণোক্ত ষোড়শ চিহ্ন ছাড়া আরও দুই একটি চিহ্নের কথা জানা যায়—

মৎস্যাঙ্কুশারিদরকেতুযবাব্জবজ্রৈরিতি (ক্রমদীপিকা)

ক্রমদীপিকায় শ্রীকৃষ্ণচরণে মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধ্বজা, যব, পদ্ম ও বজ্র এই অষ্টচিহ্নের উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতিতে "শঙ্খধ্বজাতপত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়ং" এই বচনে শঙ্খ, ধ্বজা এবং আতপত্র (ছত্র) এই তিন চিহ্নের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্বপ্রদর্শিত পদ্মপুরাণবচনে ধ্বজা পদ্ম প্রভৃতি ষোড়শ চিহ্নের কথাই পাওয়া যায়। ক্রমদীপিকা-প্রোক্ত চিহ্নের মধ্যে চক্র এবং শঙ্খচিহ্নের কথা এবং শ্রীগোপালতাপনীপ্রোক্ত আতপত্র (ছত্র) চিহ্নের কথা পদ্মপুরাণে উল্লেখ নাই। যদি পদ্মপুরাণপ্রোক্ত ষোড়শ চিহ্ন এবং ক্রমদীপিকা ও শ্রীগোপালতাপনীপ্রোক্ত চক্র, শঙ্খ ও আতপত্র এই তিন চিহ্ন যোজনা করা যায় তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচরণে উনবিংশতি চিহ্ন হয়; গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহাই অনুমোদন করিয়াছেন। অদ্যাপি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে গোপীচন্দন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উনবিংশতিচিহ্নযুক্ত চরণচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করা প্রচলিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী তাঁহার স্তবামৃতলহরী গ্রন্থান্তর্গত রূপচিন্তামণিতে শ্রীকৃষ্ণের ঊনবিংশতি চিহ্ন-যুক্ত চরণ বর্ণনা করিয়াছেন—

চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকাং, শঙ্খং সব্যপদেঽথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং।
চক্রং ছত্রযবাঙ্কুশং ধ্বজপবীজম্বূর্দ্ধ্বংরেখাম্বুজং, বিভ্রাণং হরিমুনবিংশতিমহালক্ষ্ম্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে॥

শ্রীকৃষ্ণের বাম চরণতলে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনুঃ, অম্বর, গোষ্পদ, মৎস্য ও শঙ্খ এই অষ্টচিহ্ন এবং দক্ষিণচরণতলে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজা, বজ্র, জম্বূফল, ঊর্দ্ধরেখা ও চক্র এই একাদশ চিহ্ন বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণের উভয় চরণতলে এই ঊনবিংশতি চিহ্নরূপে মহালক্ষ্মী তাঁহার চরণসেবন করিয়া থাকেন।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতেও এই ঊনবিংশতি চিহ্নের কথাই জানা যায়—

চক্রার্দ্ধেন্দুযবাষ্টকোণকলসৈশ্ছত্রত্রিকোণাম্বরৈশ্চাপস্বস্তিকবজ্রগোষ্পদদরৈমীনোর্দ্ধরেখাঙ্কুশৈঃ।
অম্ভোজধ্বজপঙ্কজাম্বফলৈঃ সল্লক্ষণৈরঙ্কিতং জীয়াচ্ছ্রীপুরুষোত্তমত্বগমকৈঃ শ্রীকৃষ্ণপাদদ্বয়ং॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃতং)

চক্র, অর্দ্ধচন্দ্র, যব, অষ্টকোণ, কলস, ছত্র, ত্রিকোণ, অম্বর, ধনুঃ, স্বস্তিক, বজ্র, গোষ্পদ, শঙ্খ, মীন, ঊর্দ্ধরেখা, অঙ্কুশ, পদ্ম, ধ্বজা এবং পঙ্কজম্বূফল এই ঊনবিংশতি প্রকার স্বয়ংভগবত্তার পরিচায়ক সুলক্ষণ-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলের জয় হউক।

পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বরাহপুরাণ, মস্যপুরাণ, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, ক্রমদীপিকা, গোপালতাপনী প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের কথা জানা যায়। কিন্তু কোন শাস্ত্রেই একত্র ঊনবিংশতি চিহ্নের সমাবেশ দেখা যায় না। সমস্ত শাস্ত্রের পদচিহ্ন সংগ্রহ করিলে ঊনবিংশতি চিহ্ন হয়। এই জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণচরণে ঊনবিংশতি চিহ্নের সমাবেশ স্বীকার করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ঊনবিংশতি চিহ্নযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করেন। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচরণস্থ ঊনবিংশতি চিহ্নের কিয়দংশের উল্লেখ এবং কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখিয়া মনে হয় বিভিন্নশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন চিহ্নের মাহাত্ম্যসূচনা করাই শাস্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বপ্রদর্শিত স্কন্দপুরাণবচনে শ্রীকৃষ্ণচরণের চক্রপদ্মাদি কয়েকটি চিহ্নের মাহাত্ম্য জানা যায়। পদ্মপুরাণ, গোপালতাপনী, ক্রমদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে কেবলমাত্র কয়েকটি চিহ্নের নামোল্লেখই দেখা যায়, কিন্তু কোনপ্রকার মাহাত্ম্য বর্ণনা নাই। স্কন্দপুরাণ-প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া ঊনবিংশতি চিহ্নেরই মাহাত্ম্য কল্পনা করা যায়। কিন্তু তাহাতে কোনপ্রকার ঋষিসম্মতি কিংবা আচার্য্যোপদেশ না পাওয়ায় আমরা তাহা আলোচনা করি নাই। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের রামানারায়ণ কৃত ভাবভাববিভাবিকা টীকায় শ্রীকৃষ্ণচরণের ঊনবিংশতি চিহ্নেরই মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোনও ঋষিসম্মতি কিংবা আচার্য্যোপদেশের ইঙ্গিত জানা না গেলেও সে ভাবে চরণচিহ্নের মাহাত্ম্য ভাবনা করিলে কোনও সিদ্ধান্তবিরোধ হয় না বলিয়া তাহা দেখান হইতেছে—

তত্রধ্বজোভক্তানামভয়ায়, অম্ভোজং মনোঽলিমোহনায়, বজ্রঃ পাপাগধ্বংসায়, অঙ্কুশোমনোমত্তগজবশীকরায়, যবো জগজ্জীবনত্বসূচনায়, স্বস্তিকং শরণাগতস্বস্তয়ে, ঊর্দ্ধরেখাত্বূপগতানামূর্দ্ধপ্রাপ্তিসূচিকা, অষ্টকোণস্তস্বজনানামষ্টদিক্ষু স্বপ্রাপ্তিরষ্টসিদ্ধীনাঞ্চ তদনুস্থতত্বসূচনায়, চাপশঙ্খচক্রাণি ভক্তরক্ষার্থং, ত্রিকোণস্তু ত্রিগুণ ত্রিভুবনাশ্রয়ত্ব দেব তির্য্যঙ্নরত্রিবিধ সর্ব্বারাধ্যত্ব মুক্তমুমুক্ষু বিষয়িত্রিবিধ সর্ব্বেষ্টত্ব মনোবাক্কর্ম্মত্রিবিধ সেব্যত্বাদিসূচকং, অমৃতকলসস্তূপগতামৃতত্বপ্রাপ্তিমাঙ্গল্যাদিব্যঞ্জকং, চন্দ্রস্তু শিবশিবাদি শিরোভূষণস্য পাদানুগতত্ব শরণাগতজনাহ্লাদকত্বাদিবোধকঃ, অম্বরস্তব্যাপকত্বেঽপ্যসঙ্গত্বদ্যোতকং, মৎস্যস্তু কামধ্বজত্বেন স্বানুগতজনানাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামপূরত্ব জ্ঞাপকঃ গোষ্পদং শরণাপন্নানাং সংসারসিন্ধোঃ গোষ্পদত্বাপাদকং। জম্বুফলন্তু জম্বুদ্বীপবাসিনাং চরণসেবনপ্রাধান্য প্রখ্যাপকং, আতপত্রং তাপত্রয়াপহমিতিবোধ্যং॥ (শ্রীরামনারায়ণকৃতভাবভাববিভাবিকাটীকা।)

শ্রীভগবান্, শরণাগত ভক্তগণকে অভয় প্রদান করিবার জন্য নিজ চরণে ধ্বজচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনোভ্রমরকে মোহন করিবার জন্য পদ্মচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, পাপপর্ব্বত চূর্ণ করিবার জন্য বজ্রচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, মনোমত্তগজ বশীকরণের জন্য অঙ্কুশচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, সর্ব্বসম্পদ্ লাভ সূচনার জন্য যবচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, শরণাগতজনের স্বস্তিলাভ সূচনা করিবার জন্য স্বস্তিক চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, ঊর্দ্ধলোকপ্রাপ্তি সূচনা করিবার জন্য ঊর্দ্ধরেখা ধারণ করিয়াছেন। শরণাগতজনের অষ্টদিক্ রক্ষা এবং অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্তি সূচনার জন্য অষ্টকোণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার চরণে শরণাগত ভক্তগণকে তিনিই সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করেন ইহাই জ্ঞাপন করিবার জন্য ধনুঃ, শঙ্খ এবং চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের চরণই ত্রিগুণা প্রকৃতি এবং ঊর্দ্ধ মধ্য ও অধঃ এই ত্রিলোকের আশ্রয়, দেব, তির্য্যক্ এবং নর এই ত্রিবিধ জীবের তাঁহার চরণই একমাত্র আরাধ্য, মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী এই ত্রিবিধ জনের তাঁহার চরণই ইষ্ট এবং কায়, মনঃ এবং বাক্য এই তিন দ্বারা তাঁহার চরণই আরাধ্য—এই সমস্ত তত্ত্ব সূচনা করিবার জন্য চরণতলে ত্রিকোণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার চরণই জীবের অমৃতত্ব প্রাপ্তির উপায় এই তত্ত্ব সূচনার জন্য শ্রীভগবান্ চরণতলে অমৃত-কলস চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। শিব এবং শিবাদির শিরোভূষণ তাঁহার চরণগত এবং শরণাগত জনের পক্ষে তাঁহার চরণই সর্ব্বানন্দপ্রদ—এই তত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্য তিনি চরণতলে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের চরণ সর্ব্বব্যাপী হইলেও আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত, তাঁহার চরণস্থ অম্বর-চিহ্নে এই তত্ত্ব জানা যায়। কামধ্বজ মৎস্য তাঁহার চরণতলে অবস্থিত থাকায় জানা যায় যে—তাঁহার চরণই শরণাগতজনের সর্ব্ববিধ কামনাপূরণে সমর্থ। তাঁহার চরণস্থ গোষ্পদ চিহ্নে জানা যায় যে—তাঁহার চরণে শরণাগতজনের পক্ষে ভবসাগর গোষ্পদ তুল্য হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণে জম্বুফল চিহ্ন ধারণ করিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে—জম্বুদ্বীপবাসিগণের পক্ষে তাঁহার চরণই একমাত্র উপাস্য। শ্রীভগবানের চরণে ছত্রচিহ্ন থাকায় জানা যায় যে—তাঁহার চরণাশ্রয়ে ত্রিতাপতপ্ত জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবৃত্তি হয়।

শ্রীভগবানের চরণতলে কোথায় কোন্ চিহ্নের সমাবেশ আছে তাহাও পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়—

মধ্যে ধ্বজা তু বিজ্ঞেয়া পদ্মং ত্র্যঙ্গুলমানতঃ। বজ্রং হৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশোবৈ তদগ্রতঃ॥
যবোঽপ্যঙ্গুষ্ঠমূলে স্যাৎ স্বস্তিকং যত্র কুত্রচিৎ। আদিং চরণমারভ্য যাবদ্বৈমধ্যমাস্থিতা॥
তাবদ্বৈচোর্দ্ধরেখা চ কথিতা পাদ্ম সংজ্ঞকে। অষ্টকোণন্তু ভো বৎস মানঞ্চাষ্টাঙ্গুলৈশ্চ তৎ॥
নির্দ্দিষ্টং দক্ষিণে পাদে ইত্যাহুর্মুনয়ঃ কিল। দক্ষিণেতর স্থানানি সংবাদামীহ সাম্প্রতং॥
চতুরঙ্গুলমানেন ত্বঙ্গুলীনাং সমীপতঃ। ইন্দ্রচাপং ততো বিদ্যাদন্যত্র ন ভবেৎ ক্বচিৎ॥
ত্রিকোণং মধ্য নির্দ্দিষ্টং কলসো যত্র কুত্রচিৎ। অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন তদ্ভবেদর্দ্ধচন্দ্রকং॥
বিন্দুর্বৈমৎস্য চিহ্নঞ্চ আগুন্তে বৈ নিরূপিতং। গোষ্পদং দ্বিখুরং জ্ঞেয়মাত্মাঙ্গুলি মানতঃ॥ (পদ্মপুরাণং)

শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণের মধ্যভাগে ধ্বজা। মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে তিন অঙ্গুলি নিম্নে ধ্বজার উপরে পদ্ম। (স্কন্দপুরাণে "পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে" এই প্রকার স্থান নির্দ্দেশ আছে।) দক্ষিণপার্শ্বে বজ্র এবং তাহার অগ্রভাগে অঙ্কুশ। অঙ্গুষ্ঠমূলে যব এবং যে স্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে শোভাবর্দ্ধন হয় সেই স্থানে স্বস্তিক চিহ্ন। অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীর মধ্যভাগ হইতে চরণের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা। অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অষ্টাঙ্গুল পরিমিত নিম্নস্থানে অষ্টকোণ। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র এবং মৎস্যপুরাণের নির্দ্দেশানুসারে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণ চতুর্দ্দশাঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ এবং ষড়ঙ্গুলি পরিমিত বিস্তৃত। সুতরাং তাহার অষ্টাঙ্গুল পরিমিত স্থানের নিম্নভাগে অষ্টকোণ চিহ্নের সমাবেশে শোভা হানি হয় না। মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণতলে এই প্রকার চিহ্ন সমাবেশের কথা বলিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাম চরণতলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে চারি অঙ্গুলি নিম্নে জ্যারহিত এবং নানাবর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রধনুঃ। চরণের মধ্যভাগে অর্থাৎ চরণাগ্র হইতে অষ্টাঙ্গুলের নিম্নে ত্রিকোণ এবং যথাযোগ্য শোভাবর্দ্ধনের উপযুক্ত স্থানে কলস। ত্রিকোণের নিম্নভাগে অর্দ্ধচন্দ্র। অর্দ্ধচন্দ্রের দুই কোটি ত্রিকোণের প্রান্তভাগে সংলগ্ন। সমস্ত চিহ্নের উপরিভাগে অম্বর এবং নিম্নভাগে মৎস্য চিহ্ন সন্নিবিষ্ট। অম্বর চিহ্নে একটি বাহ্যমণ্ডল এবং একটি অন্তর্মণ্ডল থাকে। ইন্দ্রধনুর অধোভাগে দ্বিখুরযুক্ত গোষ্পদ চিহ্ন সন্নিবিষ্ট আছে।

স্কন্দপুরাণ, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র এবং মৎস্যপুরাণাদিতেও শ্রীকৃষ্ণের চরণতলের চিহ্ন সমাবেশের কথা জানা যায়। কিন্তু ইহাতে সুস্পষ্টভাবে চরণচিহ্নের ধারণা হয় না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঊনবিংশতি চিহ্ন যুক্ত চরণচিহ্নের প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। ইহা দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের ঊনবিংশতি চিহ্নযুক্ত চরণতল এবং তাহার চিহ্ন সমাবেশ সম্বন্ধে যথাসম্ভব ধারণা হইবে বলিয়া মনে হয়। গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে অদ্যাপি ঊনবিংশতি চিহ্নযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রতিকৃতি গোপীচন্দন দ্বারা অঙ্গে ধারণ করা প্রচলিত আছে।

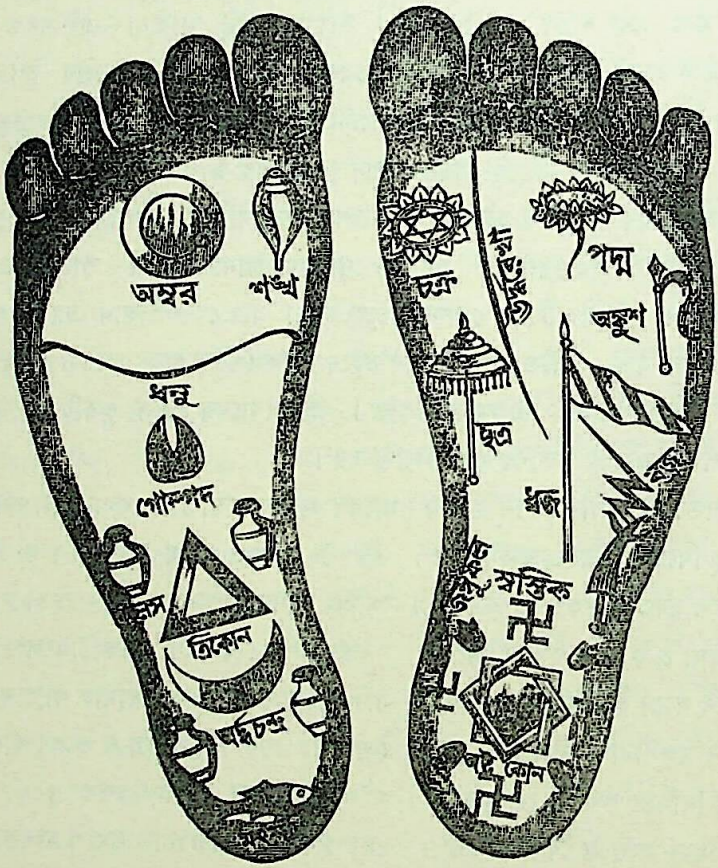

শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন

নানাবিধ কামনা বাসনার প্রবল তরঙ্গাঘাতে বিচলিত হইয়া ভবসাগরে নিমগ্নপ্রায় জীবের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ চরণই ভরসা। যাঁহারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ চরণ চিন্তনে রত হইতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ চরণে শরণাগতি লাভ করা অনায়াস সাধ্য হয়। সেই জন্যই স্কন্দপুরাণাদি নানাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন সম্বন্ধে নানা প্রকার বিচার এবং চিহ্ন সন্নিবেশের প্রণালী সন্নিবেশিত আছে। কেবলমাত্র চিহ্নগুলির নাম এবং সন্নিবেশ প্রণালী জানিলেই তাহা চিন্তা করা সম্ভবপর হয় না বলিয়া তাহার যথাযথ প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ প্রতিকৃতির প্রচলন দেখা যায়॥ ২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্তোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্ ॥ ২৬
কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—তৈঃ তৈঃ (বনভূমৌ পরিলক্ষিতৈঃ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিরেখাযুক্তৈঃ) পদৈঃ (শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নৈঃ) তৎপদবীং (শ্রীকৃষ্ণপদবীং) অন্বিচ্ছন্ত্যঃ (মৃগয়মাণাঃ) অবলাঃ (শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরাঃ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণপরিশ্রান্তাশ্চ ব্রজরমণ্যঃ) অগ্রতঃ (পুরোভাগে) বধ্বাঃ (কস্যাশ্চিদ্ গোপ্যঃ) পদৈঃ (পদচিহ্নৈঃ) সুপৃক্তানি (অন্তরান্তরা সংমিশ্রিতানি শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানি) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) আর্ত্তাঃ (স্বপরিত্যাগেন তৎপরিগ্রহাৎ দুঃখিতাঃ সত্যঃ) সমব্রুবন্ (অন্যোন্যং কথয়ামাসুঃ) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি রেখা পরিশোভিত পদচিহ্ন দেখিয়া অবলা ব্রজবালাগণ তাহারই অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সঙ্গে সংমিলিতভাবে কোনও গোপীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং অতি দুঃখিতচিত্তে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—সুপৃক্তানি সংমিশ্রিতানি ॥ ২৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তৈস্তৈর্ধ্বজাদিশোভিতৈঃ বীপ্সা মধ্যে মধ্যে দূর্ব্বাময্যাদি ভূমৌ বিচ্ছিন্নত্বাৎ স্থানবাহুল্যস্য বিবক্ষয়া। অগ্রত ইতি তাবৎ পর্য্যন্তং শ্রীকৃষ্ণনৈবাঙ্কে বিধায় তস্যানয়নাৎ। অবলা বিরহান্বেষণাভ্যাং বলহীনা অপি তস্য কৃষ্ণস্য পদবীং বর্ত্ম অন্বিচ্ছন্ত্যঃ মৃগয়মাণাঃ। বধ্বাঃ শ্রীরাধায়াস্তস্যা এব পরমসৌভাগ্যবতীত্বেন স্থাপয়িষ্যমাণত্বাৎ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—করিণা (হস্তিনা) করেণোঃ যথা (হস্তিন্যা ইব। করী যথা করিণ্যাঃ হস্তে স্বহস্তং সংন্যস্যতি তথৈব) অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ (নিজস্কন্ধন্যস্তশ্রীকৃষ্ণভুজায়াঃ) নন্দসূনুনা (তেনৈব শ্রীকৃষ্ণেন সহ) যাতায়াঃ (অত্রৈব পথি চলন্ত্যাঃ) এতানি (অগ্রতঃ পরিদৃশ্যমানানি) কস্যাঃ (অস্মাকমজ্ঞাতায়াঃ কস্যাশ্চিৎ গোপ্যাঃ) পদানি (পদচিহ্নানি দৃশ্যন্তে?) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—করিসহগামিনী করিণীর ন্যায় নিজ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণবাহুধারিণী এ আবার শ্রীকৃষ্ণসহগামিনী কোন্ ব্রজরমণীর চরণচিহ্ন দেখা যাইতেছে? ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—তেন অংসে ন্যস্তঃ প্রকোষ্ঠো যস্যাঃ। করেণোঃ হস্তিন্যাঃ ॥ ২৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্র সর্ব্বা এবাহুঃ কস্যা ইতি। অত্র স্ত্রীত্বজ্ঞানং তৎপাদানাং লঘুত্বাৎ নিম্নত্ব-তদুচিতাঙ্গলক্ষিতত্বাদিনা চ ইতি জ্ঞেয়ং। নন্দসূনুনা ইতি পূর্ব্ববৎ। এতানি কস্যাঃ পদানি পরিচীয়ন্তামিতি শেষঃ। শ্রীভগবতা স্বাংসে তৎপ্রকোষ্ঠন্যসনং চ যদ্যপি রসবিশেষেণৈব তথাপি রাত্রৌ স্খলন্ত্যাস্তস্যাঃ সুখগমনার্থং বলাদ্দূরে নয়নার্থঞ্চ ভবতি। অনেন তস্যামধিকপ্রীতিঃ সূচিতা। তামেব দৃষ্টান্তেনাহুঃ করেণোরিতি। তয়োরপি কামমদেন প্রীত্যা তথৈব গমনাৎ ॥ ২৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণান্বেষণরতা ব্রজরমণীগণ বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি রেখা সমন্বিত এবং চিরপরিচিত পদচিহ্ন দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইলেন, তখন তাঁহারা পরমানন্দে অধীরা হইলেন এবং তাঁহাদের নিরাশ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণচরণ দর্শনের আশা ফুটিয়া উঠিল। তাঁহারা সকলেই মনে করিলেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে—আমরা যখন ভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি, তখন আমরা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের চরণদর্শনও পাইব। সারি সারি সুবিন্যস্ত চরণচিহ্ন দেখিয়া মনে হইতেছে যে—শ্রীকৃষ্ণ এখনই এই স্থানে আসিয়াছিলেন এবং তিনি নিকটেই আছেন। অতএব আমাদের এখানে আর কাল বিলম্ব না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নানুসরণ করিয়া অগ্রসর হওয়াই উচিত। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নানুসরণ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং প্রতি পদক্ষেপণেই তাঁহাদের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণচরণ দর্শনের আশা বলবতী হইতে লাগিল। যদিও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখে অতীব ব্যথিতা এবং শ্রীকৃষ্ণান্বেষণশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্তকলেবরা, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ চরণচিহ্ন দর্শনে যেন তাঁহাদের দেহে নববলের সঞ্চার হইয়াছে, সেজন্য তাঁহারা শতগুণ উৎসাহে উৎসাহিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নানুসরণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চরণচিহ্নই যেন তাঁহাদের পরমপ্রেম-বিভাবিত দৃষ্টিতে নবনবায়মানরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেজন্য তাঁহারা প্রতি পদচিহ্নই অনিমিষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন এবং কেহ বা চরণচিহ্ন দেখিয়া তত্রত্য ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন; কেহ বা চরণচিহ্ন সমন্বিত স্থানের ধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন, কেহ বা চরণচিহ্ন চুম্বন করিতে লাগিলেন;—এই প্রকার নানা ভাবের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তির লালসায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন দর্শনানন্দে আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তির লালসায় ব্যাকুলান্তরা কৃষ্ণহারা ব্রজরমণীগণ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে—তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি রেখা পরিশোভিত চরণচিহ্নের পাশে পাশে কাহার যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন সারি সারি সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং বিস্ময়বিজড়িতকণ্ঠে বলিলেন, এ কি! আমাদের প্রাণবল্লভের চরণচিহ্নের পাশে পাশে এ আবার কাহার চরণচিহ্ন দেখিতেছি! আমাদের প্রাণবল্লভ, স্বভাব করুণার্দ্র হৃদয় হইয়াও আমাদেরই দুর্ভাগ্যবশতঃ এই গভীর রজনীতে নিবিড় নির্জ্জন বনমধ্যে অকরুণের ন্যায় আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় কাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন? তাঁহার সঙ্গে কি গোপনে কোনও গোপবালক ছিল? কিন্তু এই সমস্ত চরণচিহ্ন আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং ইহাতে বাম চরণের অগ্রগতি দেখা যাইতেছে, সুতরাং ইহা কোনও গোপবালকের চরণচিহ্ন নহে। ইহা নিশ্চয়ই কোনও গোপরমণীর পদচিহ্ন। কিন্তু হায়! আমরা এমন কি অপরাধ করিয়াছি এবং এই গোপরমণীই বা শ্রীকৃষ্ণের কেন এত প্রিয়, যে—তিনি আমাদের এই নির্জ্জন বনে নিঃসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন? দেখ দেখ, এই সমস্ত পদচিহ্নের মধ্যে দক্ষিণপদের চিহ্নগুলি কিছু নিম্নভাবে ভূমিতে পড়িয়াছে, আর বামপদের চিহ্নগুলি তদপেক্ষা কিছু উচ্চভাবে ভূমিতে লগ্ন হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বামবাহু এই রমণীর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। সেইজন্য এই রমণীর দক্ষিণাংশ শ্রীকৃষ্ণের নীলমণিদণ্ডসদৃশ বাহুদণ্ডের ভারে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া দক্ষিণ চরণ ভূমিতে প্রোথিত হইয়াছে এবং সেইজন্যই দক্ষিণ চরণচিহ্নগুলি নিম্নভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে চরণচিহ্নের ক্রমভঙ্গ দেখিয়া এবং কোন কোনও স্থানে চরণচিহ্ন ঘর্ষিত দেখিয়া মনে হয়, এই রমণী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গে পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া স্থানে স্থানে অলসগতিতে গমন করিয়াছে। আবার স্থানে স্থানে কিছুদূর পর্য্যন্ত এই রমণীর চরণচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। তাহাতে মনে হয়—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই প্রিয়তমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। মদমত্তকরী যেমন করিণীর শুণ্ডে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ শুণ্ড স্থাপন করিয়া মদালস গতিতে বনে বিচরণ করে, আমাদের প্রাণবল্লভও এই রমণীর সঙ্গে সেই ভাবেই বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। এই গভীর রজনীতে এই নিবিড় বনপ্রদেশে কোনও স্থানে একাকিনী লুক্কায়িত থাকিয়া যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়া এই রমণীর পক্ষে কখনও সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং এই রমণীও নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গেই ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে কোনও সঙ্কেত করিয়া আমাদের নিকট হইতে কিছুদূরে আনিয়া ইহার সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। আমরা অনেক দূর হইতেই শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু এতক্ষণ এই রমণীর পদচিহ্ন দেখিতে পাই নাই। তাহাতে মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এতক্ষণ এই রমণীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন এবং এই স্থানে তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া তাহার স্কন্ধে বাহু স্থাপন করিয়া আরও গভীরতর বনের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। হায়! আমরা কি শ্রীকৃষ্ণের চরণে এতই অপরাধ করিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করিয়া আমাদেরই সঙ্গিনী এই রমণীকে এত আদর করিতেছেন, এবং ইহার সঙ্গে নির্জ্জন বিহার করিয়া ইহার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন, আর আমাদের নিদারুণ বিরহদাবানলে দগ্ধ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া আমরা সকলে ধৈর্য্য লজ্জা মান ভয়াদি সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণনিকটে আসিয়াছি, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শুনিয়া সকলেই ব্যথিত হইয়াছি এবং তদনন্তর তাঁহার প্রেমব্যবহারে সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিয়া পরিশেষে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে হারাইয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যে এই রমণীর এত সৌভাগ্য কিসে লাভ হইল যে—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও এই রমণীর উপর এতই প্রসন্ন হইলেন এবং ইহাকে লইয়া বিবিধ নির্জ্জনবিহার করিয়া ইহার আনন্দবর্দ্ধনে মনোনিবেশ করিলেন। আমরা এতক্ষণ মনে করিতেছিলাম যে—আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণতুল্য গুণশালী অতএব তিনি নারায়ণের মত আত্মারাম। কাজেই তাঁহার রমণীবিলাসে আসক্তি বা প্রয়োজন নাই বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ আমাদের প্রার্থনা পূরণের জন্য আমাদের সহিত নানাপ্রকার প্রেমব্যবহার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, অথবা আমাদের সৌভাগ্যগর্ব্ব দেখিয়া আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই রমণীর সহিত নির্জ্জনে মিলন বিহারাদির ইঙ্গিত পাইয়া আমাদের এই সমস্ত ধারণা বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি আত্মারাম হইলে এই রমণীর সহিত রমণেই বা তাঁহার প্রয়োজন কি? এবং আমাদের সৌভাগ্যগর্ব্ব দেখিয়া আমাদের পরিত্যাগ করিয়া এই রমণীকেই বা গ্রহণ করিবেন কেন? অতএব শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতা কিংবা আমাদের সৌভাগ্যগর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের কারণ নহে। শ্রীকৃষ্ণ এই গোপরমণীতেই অত্যন্ত আসক্ত এবং পক্ষপাতী বলিয়া তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া এই রমণীকে লইয়া নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়াছেন এবং তাহার সহিত বিবিধ বিহারাদি করিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরা এবং শ্রীকৃষ্ণান্বেষণপরিশ্রান্তা ব্রজবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিয়া প্রথমতঃ বড়ই আশান্বিত হইয়াছিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নানুসরণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণচরণ দর্শন হইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে এই অপরিজ্ঞাতা ব্রজবনিতার চরণচিহ্ন দেখিয়া তাঁহাদের সকল আশা-পথই রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাত এবং নিজেদের মহাদুর্ভাগ্য ভাবনা করিয়া অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং অতীব দুঃখিত চিত্তে পরস্পর নানা কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে যে-শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সীবর্গশিরোমণি শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত মিলিত ভাবে শ্রীরাধার পদচিহ্নই দেখিয়াছেন এবং সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাত এবং নিজেদের দুর্ভাগ্য মনে করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীরাধিকার সঙ্গিনী আছেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্ধানের পরেই জানিতে পারিয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং শ্রীরাধিকার এই মহাসৌভাগ্য দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসদর্শন এবং বিলাসকালে চারমব্যজনাদি সেবা করিতে না পারিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। অন্যান্য গোপীগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণান্তর্ধানের পর শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখে জর্জ্জরিত হইয়াছেন, শ্রীরাধিকার সখীগণ সেরূপ হন নাই; কেননা শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসেই তাঁহারা আনন্দোপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজসঙ্গ সুখাকাঙ্ক্ষিণী নহেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজসঙ্গ অপেক্ষাও শ্রীরাধিকাসঙ্গ সংঘটিত হইলেই তাঁহারা সমধিক প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন।

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজ সুখ হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীরাধিকার সঙ্গিনী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখের পীড়ন না থাকিলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের সহিত বনে বনে বিচরণ করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নের সহিত মিলিতভাবে শ্রীরাধার চরণচিহ্ন দেখিয়া এই সমস্ত ব্রজরমণীগণ শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনও গোপীকে লইয়া নির্জ্জনবনে বিহার করিতেছেন জানিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীরাধিকার সঙ্গিনী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নের নিকটে শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধিকার সৌভাগ্য দেখিয়া তাঁহারা প্রেমপুলকে বিভূষিত হইলেন এবং অনিমিষ নয়নে শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল পদচিহ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকাসঙ্গিনী ব্রজরমণীগণের শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন চির পরিচিত; কাজেই তাঁহারা দর্শনমাত্রেই চিনিতে পারিলেন এবং শ্রীরাধিকার চরণতলস্থিত প্রত্যেকটি সৌভাগ্যরেখা দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে লাগিলেন।

শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন সম্বন্ধে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত রূপচিন্তামণিতে দেখা যায়—

ছত্রারিধ্বজবল্লিপুষ্পবলয়ান্ পদ্মোর্দ্ধরেখাঙ্কুশমর্দ্ধেন্দুঞ্চ যবঞ্চ বামমনু যা শক্তিং গদাং স্যন্দনং।
বেদীকুণ্ডলমৎস্যপর্ব্বতদরং ধত্তেঽন্যসেব্যং পদং তাং রাধাং চিরমুনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে॥

শ্রীরাধিকার বাম চরণে ছত্র, চক্র, ধ্বজা, লতা, পুষ্প, বলয়, ঊর্দ্ধরেখা, অঙ্কুশ, অর্দ্ধচন্দ্র এবং যব এই একাদশ চিহ্ন এবং দক্ষিণচরণে শক্তি, গদা, রথ, বেদী, কুণ্ডল, মৎস্য, পর্ব্বত ও শঙ্খ এই অষ্টচিহ্ন বিরাজিত! এই ঊনবিংশতি রেখারূপা মহালক্ষ্মীগণ সর্ব্বদাই শ্রীরাধিকার চরণ সেবন করিয়া থাকেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদরূপগোস্বামিকৃত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীরাধিকার পদচিহ্নের স্থান নির্দ্দেশ দেখা যায়—

অথ বরাহসংহিতা-জ্যোতিঃশাস্ত্রান্তর কাশীখণ্ড-মাৎস্য-গারুড়াদ্যনুসারেণ তা এতাশ্চ রেখা নিরূপ্যন্তে। তত্র বামচরণস্যাঙ্গুষ্ঠমূলে যবং তত্তলে চক্রং তত্তলে ছত্রং, তত্তলে বলয়ং, তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসন্ধিমারভ্য বক্রগত্যা যাবদর্দ্ধচরণমূর্দ্ধরেখা, মধ্যমাতলে কমলং, কমলতলে ধ্বজঃ সপতাকঃ, কনিষ্ঠাতলেঽঙ্কুশঃ, পার্ষ্ণ্যর্দ্ধচন্দ্রঃ, তদুপরি বল্লী পুষ্পঞ্চ ইত্যেকাদশ। অথ দক্ষিণচরণস্যাঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খঃ, কনিষ্ঠাতলে বেদিস্তত্তলে কুণ্ডলং, তর্জ্জনীমধ্যময়োস্তলে পর্ব্বতঃ, পার্ষ্ণৌ মৎস্যঃ, মৎস্যোপরি রথঃ, রথস্য পার্শ্বদ্বয়ে শক্তিগদে ইত্যষ্টৌ মিলিত্বা ঊনবিংশতিঃ। (আনন্দচন্দ্রিকা)

বরাহসংহিতা ও অন্যান্য জ্যোতিষশাস্ত্র এবং কাশীখণ্ড, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন সমাবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানা যায় যে, শ্রীরাধিকার বামচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে যব, তাহার নিম্নভাগে চক্র, তাহার নিম্নভাগে ছত্র, এবং তাহার নিম্নভাগে বলয়। তর্জ্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধচরণ পর্য্যন্ত বক্রভাবে ঊর্দ্ধরেখা। মধ্যমাতলে কমল, কমলতলে পতাকাসহ ধ্বজা। কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, পার্ষ্ণিতে অর্দ্ধচন্দ্র, তাহার উপরে বল্লী এবং পুষ্প এই একাদশ চিহ্ন। শ্রীরাধিকার দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, কনিষ্ঠাতলে বেদি, তাহার তলে কুণ্ডল, তর্জ্জনী এবং মধ্যমার তলে পর্ব্বত, পার্ষ্ণিতে মৎস্য, মৎস্যের উপরিভাগে রথ এবং রথের উভয়পার্শ্বে শক্তি ও গদা এই অষ্টচিহ্ন। শ্রীরাধিকার উভয় চরণের চিহ্ন গণনায় ঊনবিংশতি।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত শাস্ত্রবচনে যে ভাবে শ্রীরাধিকার চরণচিহ্নের সমাবেশ জানা যায় তাহাতে চরণচিহ্ন সম্বন্ধে ধারণা করা আয়াসসাধ্য হয় বলিয়া শ্রীরাধিকার চরণেরও প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীরাধিকার ঊনবিংশতি চিহ্নযুক্ত চরণপ্রতিকৃতিও গোপীচন্দন দ্বারা অঙ্গে ধারণ করা প্রচলিত আছে। ২৬।২৭

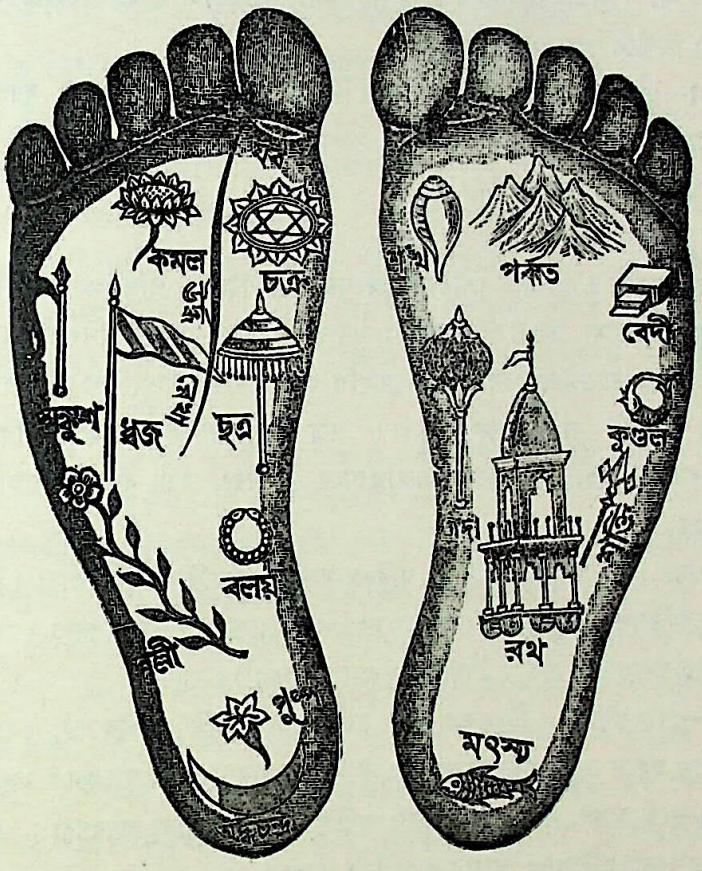

শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন

পদ্মপুরাণ স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে যেমন শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের উল্লেখ আছে, সেইরূপ শ্রীরাধিকার পদচিহ্নেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতে অন্য "দক্ষিণস্যপদোঽঙ্গুষ্ঠ মূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যকঃ। তত্র ভক্তজনস্যারিষড়্বর্গচ্ছেদনায় সঃ" প্রভৃতি বচনে চরণতলে চক্রাদি চিহ্ন ধারণের উদ্দেশ্য বর্ণিত আছে, শ্রীরাধিকার চরণস্থিত বল্লী বলয় পর্ব্বত কুণ্ডল প্রভৃতি চিহ্নের কোনও উদ্দেশ্য কিংবা তাৎপর্য্য বর্ণিত নাই। কাজেই তাহার উল্লেখ কিংবা বিচার করা সম্ভবপর নহে। ঋষি সম্মতি কিংবা আচার্য্যের নির্দ্দেশ ব্যতীত নিজবুদ্ধি বলে কোনপ্রকার তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য নহে। নচেৎ "শ্রীরাধিকার চরণে শরণাগত ব্যক্তির প্রেম-কল্পলতা প্রাপ্তি হয়" এই ইঙ্গিত প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীরাধিকা তাঁহার চরণবল্লী চিহ্নধারণ করিয়াছেন, প্রভৃতি কল্পনা যা হয় কিছু ব্যাখ্যা করা অসম্ভব নহে। কাজেই নানাপ্রকার ভ্রম প্রমাদাদি বিজড়িত বুদ্ধিতে নানাপ্রকার জল্পনা করিয়া চিত্তবিক্ষিপ্ত না করিয়া পূর্ব্বাচার্য্য নির্দ্দিষ্ট পথে শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণচিন্তা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়॥ ২৬।২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৮
ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমা দেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—অনয়া (শ্রীকৃষ্ণেন সহ যাতয়া ব্রজরমণ্যা) নূনং (নিশ্চিতমেব) ঈশ্বরঃ (ভক্তবাসনাপূরণসমর্থঃ) হরিঃ (সর্ব্বদুঃখহারী) ভগবান্ (শ্রীনারায়ণঃ) আরাধিতঃ (আরাধ্য বশীকৃতঃ) যৎ (যস্মাৎ) গোবিন্দঃ (গোকুলেন্দ্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) নঃ (অস্মান্) বিহায় (নিশি বনমধ্যে পরিত্যজ্য) যাং (ভাগ্যবতীং ব্রজরমণীং) রহঃ (অস্মদগম্যে কস্মিংশ্চিৎ নির্জ্জনে স্থানে) অনয়ৎ ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—এই শ্রীকৃষ্ণসহগামিনী ব্রজরমণী নিশ্চয়ই ভক্তবাসনাপূরণকারী সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীনারায়ণের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছে। যেহেতু আমাদের কৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করিয়া সেই ভাগ্যবতী রমণীকে লইয়া নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়াছেন ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—রহ একান্তস্থানং ॥ ২৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্র সখীনামন্তরঙ্গত্বেন গাম্ভীর্য্যাৎ প্রতিপক্ষাণামাপাততো দুঃখব্যাপ্তত্বাৎ তটস্থানাঞ্চ তদনভিনিবেশাৎ প্রথমং তস্যাঃ সুহৃদএবাহুঃ অনয়েতি। নূনং বিতর্কে নিশ্চয়ে বা হরিঃ। সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা ভগবান্ শ্রীনারায়ণঃ। ঈশ্বরঃ ভক্তেষ্টপ্রদানসমর্থঃ স্বতন্ত্রোঽপি বা। অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ নত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকারণঞ্চ দর্শিতং। তত্র হেতুর্গোবিন্দঃ নোঽস্মান্ বিশেষেণ হিত্বা দূরতো নিশি বনান্তস্ত্যক্ত্বা। তত্রাপি রহঃ অস্মদগম্যে একান্তস্থানে যামনয়ৎ, যদ্বা সর্ব্বা অপ্যস্মান্ বিহায় যন্ গচ্ছন্নপি যামেব রহোঽনয়দিত্যর্থঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—আল্যঃ (হে সখ্যঃ) অমী (পরিদৃশ্যমানাঃ) গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ (গোবিন্দস্য পাদকমলরেণবঃ) অহো ধন্যাঃ (অতিপুণ্যাঃ) যান্ (গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেনূন্) ব্রহ্মেশৌ (ব্রহ্মা শিবশ্চ) রমা দেবী (লক্ষ্মীশ্চ) অঘনুত্তয়ে (বিরহাদিসর্ব্বদুঃখনাশায়) মূর্দ্ধ্নি (শিরসি) দধুঃ (ধৃতবত্যঃ) ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—হে সখীগণ! শ্রীকৃষ্ণের এই চরণকমলরেণুরাজি অতীব ধন্য, সেইজন্য ব্রহ্মা, শিব এবং রমাদেবী সর্ব্ববিধ দুঃখজাল হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য ইহাই মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—হে আল্যঃ সখ্যঃ অহো ধন্যাঃ অতিপুণ্যা গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ। তত্র হেতুঃ যানিতি। অস্মাভিরপ্যেতদ্রেণ্বভিষেকেণ তথৈব শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাপ্তুং শক্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত স্তটস্থা আহুঃ ধন্যা ইতি অমী ইমে আল্যঃ ইতি সম্বোধনং। সমদুঃখত্বেন প্রায়ঃ সর্ব্বাসামেকভাবাৎ সর্ব্বাসামেব যুগপৎ সম্বোধনং চমৎকারাতিশয়াৎ। দধুরিতি অতীতনির্দ্দেশো নিশ্চয়জ্ঞাপনার্থঃ। ব্রহ্মাদীনাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যং। রমায়াস্তু বিশেষণং তথাপি শ্রৈষ্ঠ্যবোধনার্থং। মূর্দ্ধ্নেতি ভক্তিভরং বোধয়তি। অঘমপরাধো বিরহাদিদুঃখং বা। ধন্যত্বে হেতুঃ গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জেতি সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠীলুক্ ছান্দসঃ। তৎসম্বন্ধেন ধন্যা ইত্যর্থঃ। অতএব যানিতি। অতো রেণবোঽপি তৎসম্বন্ধলাভেন ধন্যাঃ, বয়ন্তু তদভাবাত্ততোঽপি তুচ্ছা ইতি ভাবঃ। ইয়ঞ্চ তৎপাদরেনূনাং মাহাত্ম্যভাবনা প্রেমকৃতৈব। প্রেমা হ্যসদপি মাহাত্ম্যং স্ফোরয়তি কিমুত সৎ। ততস্তদতিশয়স্তু তদতিশয়মেব। যথাদিভরতচরিতে—কিংবা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যা যদিয়মবনিরিত্যাদি গদ্যে তেন স্বমৃগপদস্পর্শেন পৃথিব্যা ভাগ্যং বর্ণিতং ॥ ২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরং ॥ ৩০
ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎ সুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥ ৩১
ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূং।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা ॥ ০ ॥

অন্বয়ঃ।—যা (শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনী যা গোপী) একা (একৈব) যৎ (যতঃ) গোপীনাং (সমান্যতঃ অস্মাকং সর্ব্বাসামেব) অচ্যুতাধরং (সর্ব্বস্বভূতমচ্যুতাধরামৃতং) অপহৃত্য (অস্মান্ বঞ্চয়িত্বা) রহঃ (নির্জ্জনস্থানে গত্বা) ভুঙ্‌ক্তে (অতঃ) তস্যাঃ (অস্মদ্বঞ্চিকায়াস্তস্যা গোপ্যাঃ) অমূনি (শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নসন্নিধৌ দৃশ্যমানানি) পদানি (পদচিহ্নানি) নঃ (অস্মাকং) উচ্চৈঃ (অধিকং) ক্ষোভং (দুঃখং) কুর্ব্বন্তি (জনয়ন্তি)॥ ৩০

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণসহগামিনী যে ব্রজরমণী আমাদের সকলকে বঞ্চিত করিয়া আমাদের সকলেরই ভোগ্য শ্রীকৃষ্ণাধর-রূপ ধন অপহরণ করিয়া একাকিনী নির্জ্জনে উপভোগ করিতেছে তাহার এই সমস্ত পদচিহ্ন দেখিয়া আমাদের চিত্তে বড়ই ক্ষোভ হইতেছে॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—অন্যা আহুঃ তস্যা ইতি। গোপীনাং ধনং সর্ব্বস্বং। অয়ং ভাবঃ। ভবেদেবং যদি তস্যাঃ পদানি সংপৃক্তানি ন ভবয়েুঃ তানি তু কুতো নো দুঃখং কুর্ব্বন্তীতি॥ ৩০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—প্রতিপক্ষা আহুঃ তস্যা ইতি। উচ্চৈরধিকং। ক্ষোভম্ অতিদুঃখং। অপহৃত্যেতি একাকিত্বেন রহসি ভোগাৎ। যদ্বা। চৌর্য্যেণ তয়া মায়াবিন্যা নীতত্বাদেব সোঽস্মান্ বিহায়াত্রাগতঃ। অন্যথা কথমাগচ্ছেদিতি ভাবঃ। গোপীনাং সামান্যতঃ সর্ব্বাসাং অস্মাকমেব। ধনমিতি পাঠঃ ক্বচিৎ। সচ প্রায়ঃ সর্ব্বস্ব-মিতি তেষাং ব্যাখ্যামভীক্ষ্য। রহ ইতি পাঠস্তু সর্ব্বত্র। অচ্যুতস্য তাং ত্যক্ত্বাঽন্যত্র কাপ্যগচ্ছতোঽধরমিতি॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—অত্র তস্যাঃ (শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিন্যা গোপ্যাঃ) পদানি (পদচিহ্নানি) ন লক্ষ্যন্তে (নৈব দৃশ্যন্তে) নূনং (অতো নিশ্চিতমেব) প্রিয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৃণাঙ্কুরৈঃ খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলাং (খিদ্যতী সুজাতে সুকুমারে অঙ্ঘ্রিতলে যস্যাস্তাং অথবা খিদ্যৎ ক্লিশ্যৎ সুজাতং সুকুমারং অঙ্ঘ্রিতলং যস্যাস্তাং) প্রেয়সীং (অতিশয়েন প্রীতিবিষয়াং তাং গোপীং) উন্নিন্যে (হস্তাভ্যামুত্থাপ্যাঙ্কে কৃত্বা নিন্যে)॥ ৩১

মূলানুবাদ।—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণসহগামিনী সেই ব্রজরমণীর পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। সেজন্য মনে হয়—নিশ্চয়ই সেই প্রেয়সীর সুকোমল চরণতলে তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হইবে বলিয়া তাহার প্রিয় কৃষ্ণ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গিয়াছেন॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—তদসংপৃক্তান্ কেবলকৃষ্ণপাদরেণূনেব বিচিন্বন্ত্যস্তান্ দৃষ্ট্বা পুনরত্যন্তং সমতপন্ তদাহ শ্লোকত্রয়েণ ন লক্ষ্যন্ত ইতি। খিদ্যন্তী সুজাতে সুকুমারে অঙ্ঘ্রিতলে যস্যাঃ তামুন্নিন্যে স্কন্ধমারোপিতবান্॥ ৩১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ন লক্ষ্যন্তে ইতি মৎসরোক্তিত্বাৎ স্কন্ধমারোপিতবান্ ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতং। অত্র তান্ দৃষ্ট্বেতি তদসংপৃক্তান্ দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। যদ্বা সখ্যোঽপ্যাহুর্নেতি। সখীবাক্যত্বাদেব খিদ্যদিত্যাদি। প্রেয়সীং অতিশয়েন তৎপ্রীতিবিষয়ামিত্যর্থঃ। অত উন্নিন্যে হস্তাভ্যামঙ্কে বিধায় নিন্য ইত্যর্থঃ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—গোপ্যঃ (হে প্রিয়সখ্যঃ) বধূং (পরমপ্রেয়সীং তাং গোপরমণীং) বহতঃ (স্কন্ধে কৃত্বা নয়তঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে ॥ ৩২
কেশপ্রসাধনং হ্যত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতং।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবং ॥ ৩৩

ভারাক্রান্তস্য (তস্যা দেহভারাক্রান্তস্য) কামিনঃ (কামপরতন্ত্রস্য নতু প্রেমবিদগ্ধস্য কৃষ্ণস্য) ইমানি (অগ্রবর্ত্তীনি) অধিকমগ্নানি (বিশেষতো ভূমৌ প্রোথিতানি) পদানি (পদচিহ্নানি) পশ্যত। মহাত্মনা (প্রিয়ানুনয়নিপুণেন কৃষ্ণেন) পুষ্পহেতোঃ (পুষ্পচয়নার্থং) অত্র (অস্মিন্নেব স্থানে) কান্তা (সৈব প্রেয়সী) অবরোপিতা (স্কন্ধতোঽবতারিতা)॥ ০॥

মূলানুবাদ।—হে সখীগণ! দেখ দেখ, কামাসক্ত কৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সীকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে ভারাক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া এই স্থানে তাঁহার পদচিহ্নগুলি ভূমিতে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। দেখ দেখ, এই স্থানে সেই প্রিয়ানুনয়নিপুণ কৃষ্ণ পুষ্পচয়নের জন্য তাঁহার কান্তাকে ভূমিতে নামাইয়াছেন ॥ ০ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ প্রতিপক্ষাঃ সাসূয়মাহুঃ ইমানীতি। হে গোপ্য ইতি বিদগ্ধাভির্যুগ্মাভিরেতল্লক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। কামিনঃ কেবলকামপরতন্ত্রস্য নতু প্রেমরসবিদগ্ধস্যেত্যর্থঃ। পুনঃ সখ্য আহুঃ অত্রেত্যর্দ্ধং। মহাত্মনা বিদগ্ধশিরোমণিনেত্যর্থঃ। তদেতৎ সার্দ্ধপদ্যং ক্বচিন্ন দৃশ্যতে চ অতো নাস্মাভিঃ কৃতঃ॥ ০॥

অন্বয়ঃ।—প্রেয়সা (অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্রা কৃষ্ণেন) প্রিয়ার্থে (তামেব প্রিয়ামলঙ্কর্ত্তুং) অত্র প্রসূনাবচয়ঃ (পুষ্পচয়নং) কৃতঃ প্রপদাক্রমণে (উচ্চশাখাতঃ পুষ্পচয়নার্থং প্রপদাভ্যাং পাদাগ্রাভ্যাং আক্রমণং ক্ষৌণীমর্দ্দনং যয়োঃ তে। অতএব) অসকলে (অর্দ্ধমগ্নে) পদে (পদচিহ্নে) পশ্যত ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সীকে সাজাইবার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়াছেন। এই দেখ, এই স্থানে উচ্চশাখা হইতে কুসুমচয়ন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পাদাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার অর্দ্ধমগ্ন পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—প্রপদাভ্যামাক্রমণং ক্ষৌণীসম্মর্দ্দনং যয়োঃ। অতএব অসকলে পদে পশ্যতেতি ॥ ৩২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথান্যাঃ সখ্য আহুরত্র প্রসূনেতি। প্রেয়সা অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্রা। পূর্ব্বত্র লিঙ্গমাহুঃ প্রপদেত্যর্দ্ধেন। পদে ইতি প্রতিপুষ্পবৃক্ষমিতি শেষঃ। অতএব বহুত্বং। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবং। যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মন ইতি ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—অত্র তু কামিনা (কামপরতন্ত্রেণ কৃষ্ণেন) কামিন্যাঃ (তস্যা এব কামপরতন্ত্রায়াঃ গোপরমণ্যাঃ) কেশপ্রসাধনং (কেশসংস্করণং) কৃতং (সম্পাদিতং।) কান্তাং (তামেব প্রেয়সীমধিকৃত্য) তানি (অবচিতানি কুসুমানি) চূড়য়তা (শিরোভূষণং কুর্ব্বতা কৃষ্ণেন) ইহ (অস্মিন্ স্থানে) ধ্রুবং (নিশ্চিতমেব) উপবিষ্টং ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—দেখ দেখ, সেই কামুক কৃষ্ণ এই স্থানে তাঁহার প্রেয়সী কামিনীর কেশপ্রসাধন করিয়াছেন এবং পুষ্প দ্বারা তাহার শিরোভূষণ প্রস্তুত করিবার জন্য এই স্থানে উপবেশন করিয়াছেন ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণজায়ন্তরূপবিষ্টাশ্চিহ্নং দৃষ্ট্বাহুঃ কেশপ্রসাধনমিতি। কান্তামধিকৃত্য তানি প্রসূনানি চূড়য়তা চূড়ানুকরণেন বধ্নতা ইহ ধ্রুবমুপবিষ্টম্ ॥ ৩৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—গর্ভকাখ্যমাল্যখণ্ডপতনং দৃষ্ট্বা পুনর্বিপক্ষা আহুঃ কেশেত্যর্দ্ধেন। তু শব্দো ভিন্নোপক্রমে। হীতি পাঠে নিশ্চয়ং। প্রসাধনপ্রয়োজনং সূচয়ন্তি কামিন্যাঃ কামিনেতি। কামক্রীড়াসুখার্থমিত্যর্থঃ। তাদৃশোপবেশং দৃষ্ট্বা সখ্যস্থাহুঃ তানীত্যর্দ্ধেন। চূড়য়তেতি জ্ঞানন্তু স্বদেশে তাদৃশবেশস্য প্রায়শো দৃষ্টেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণান্বেষণরতা ব্রজবনিতাগণ বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন দর্শনে আশ্বস্ত এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনের সম্ভাবনায় উৎসাহিত হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ-চরণচিহ্নের সহিত মিলিত ভাবে কোনও গোপরমণীর চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা একেবারে হতাশ হইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া কোনও একজন গোপরমণীকে লইয়া নির্জ্জন বিহার করিতেছেন জানিয়া তাঁহারা ক্ষোভে ও ঈর্ষায় অধীরা হইয়া পড়িলেন এবং নানাপ্রকার সম্ভাবনা করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন—ইহা পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত ব্রজরমণীগণেরই যে এই প্রকার অবস্থা হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। কেননা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজরমণীগণের মধ্যে নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে এবং তদনুসারে তাঁহাদের ভাবেরও বৈষম্য আছে। পূর্ব্ব প্রদর্শিত "বনিতাশতযূথপঃ" এই শ্লোকাংশের সমালোচনায় জানা গিয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণ শত শত যূথবদ্ধ গোপরমণী-গণের সহিত বিবিধ বিলাস করিয়াছেন। এই সমস্ত গোপরমণীযূথের সাধারণতঃ চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগের কথা উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে দেখা যায়। যদিও ইহা পূর্ব্বে একবার আলোচিত এবং প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি এখানকার তত্ত্ব সমালোচনার সুবিধার জন্য আর একবার তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখান হইতেছে—

আসাং চতুর্ব্বিধো ভেদঃ সর্ব্বাসাং ব্রজসুভ্রুবাং। স্যাৎ স্বপক্ষঃ সুহৃৎপক্ষস্তটস্থঃ প্রতিপক্ষকঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের সাধারণতঃ চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগ করা যায়। স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ।

ইহাতে বক্তব্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত যে সমস্ত পরম মনোহর লীলারসাস্বাদন করিয়াছেন, শ্রীরাধিকাসহ প্রেমরসাস্বাদনই তাহার মূল। এক কথায় গোপীগণসহ গোপীনাথের সমস্ত লীলাকেই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা বলিলে কোন প্রকার অত্যুক্তি কিংবা শাস্ত্রবিরুদ্ধোক্তি হয় না।

রাধাসহ ক্রীড়ারস আস্বাদ কারণ। আর সব গোপী হয় রসোপকরণ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মূলতত্ত্ব—ইহাই "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই শ্রীমদ্ভাগবতবচন হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ চরমসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং নানাবিধ শাস্ত্রবচন দ্বারা তাহাই সমর্থন করিয়াছেন।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ বিরহিত স্বপ্রকাশ পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই লীলারসাস্বাদনের জন্য শক্তি ও শক্তিমান্‌রূপে পৃথক্ প্রতীত দুই মূর্ত্তিতে নিত্যধামে নিত্য বিরাজিত আছেন। যদিও অচিন্ত্য অনন্তশক্তি সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত-মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা মূলতঃ একই স্বরূপ, তথাপি লীলারসাস্বাদনের জন্য অনাদিকাল হইতেই দুই রূপে বিরাজিত।

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি অগ্নিজ্বালাচয় নাহি কোন ভেদ॥
তৈছে রাধাকৃষ্ণ দোঁহে একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

তন্ত্রবচনানুসন্ধানেও সুস্পষ্টরূপে এই তত্ত্বেরই ধারণা হইয়া থাকে—

গৌরতেজোবিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চ্চয়েৎ। জপেদ্বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকী শিবে॥
স ব্রহ্মহা সুরাপী চ স্বর্ণস্তেয়ী চ পঞ্চমঃ। এতৈর্দোষৈর্বিলিপ্যেত তেজোভেদান্মহেশ্বরি॥
তস্মাজ্যোতিরভূদ্দ্বেধা রাধামাধবরূপকং॥

(সম্মোহন তন্ত্রং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্মোহনতন্ত্রে শ্রীশঙ্কর পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—হে শিবে! যদি কেহ গৌরতেজঃ সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবলমাত্র শ্যামতেজঃ উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় কিংবা জপ ধ্যানাদি করে, তাহা হইলে সে পাতকগ্রস্ত হইয়া থাকে হে মহেশ্বরি! ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণস্তেয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পাতকেই তাহার বিলিপ্ত হইতে হয়। সাধকগণকে পাপমুক্ত ও কৃতার্থ করিবার জন্য একই স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ (জ্যোতিঃ) শ্রীভগবান্ শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই মূর্ত্তিতে নিত্যবিরাজমান আছেন।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ (গৌতমীয়তন্ত্রং)

দেবী শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণময়ী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তিময়ী সম্মোহিনী এবং সর্ব্বারাধ্যা।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদে—"দেবী কহি দ্যোতমানা পরম সুন্দরী। কিংবা কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী" প্রভৃতি পদ্যে এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। বাহুল্য ভয়ে এখানে তাহা দেখানা হইল না, প্রয়োজন হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দেখিবেন।)

এই প্রকার বিবিধ শাস্ত্রবচনে শ্রীরাধিকার বিশেষত্ব এবং তাঁহার সহিতই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহারের কথা জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণযামলতন্ত্রেও এ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে—

স্থানং নিত্যবিহারস্য খ্যাতং বৃন্দাবনং বনং। যত্র নিত্যং বিহরতি কৃষ্ণো রাধিকয়া সহ॥
আবির্ভাবং দ্বাপরান্তে বিহারস্য করোতি সঃ। অন্যদান্তর্হিতো নিত্যবিহারং কুরুতে প্রভুঃ॥
(শ্রীকৃষ্ণযামলতন্ত্রং)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনই নিত্যবিহারের স্থান বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সেখানে তিনি শ্রীরাধিকার সহিত নিত্যবিহার করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ দ্বাপরের শেষে তাঁহার এই নিত্যবিহারের আবির্ভাব করেন এবং অন্য সময়ে প্রাপঞ্চিক দৃষ্টির অন্তরালে নিত্যবিহার করিয়া থাকেন বলিয়া সে লীলা কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না।

"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা" এই ঋক্ পরিশিষ্ট বচনেও "যেখানে রাধা সেখানে মাধব এবং যেখানে মাধব সেখানে রাধা" এই প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য মিলনের কথা জানিতে পারা যায়।

শ্রীকৃষ্ণকে আত্মারাম কেন বলা হয় স্কন্দপুরাণে তাহার কারণ প্রদর্শিত আছে—

আত্মৈব রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ। আত্মারাম ইতি প্রাজ্ঞৈরুচ্যতে গূঢ়বেদিভিঃ॥ (স্কন্দপুরাণং)

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকায় স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণেরই আত্মা অর্থাৎ দ্বিতীয় বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই আত্মস্বরূপ শ্রীরাধিকার সহিত রমণ করেন বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আত্মারাম বলিয়া থাকেন।

এই প্রকার নানাবিধ শাস্ত্রবচনে জানা যায় যে—শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় মূর্ত্তি এবং তাঁহার সঙ্গে তিনি অনাদিকাল হইতে বিবিধ লীলারসাস্বাদন করিতেছেন। শ্রীরাধিকার সহিত লীলারসাস্বান করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ, শতকোটি গোপরমণীগণকে প্রেয়সীরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং শতকোটি গোপীসহ রাসাদি লীলারসাস্বাদন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় মূর্ত্তি হ্লাদিনীশক্তিরূপা শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ লীলারসাস্বাদন করাইবার জন্য অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সকলে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রাসাদি লীলারসাস্বাদন করান।

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ললিতা বিশাখা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ সকলেই শ্রীরাধিকারই কায়ব্যূহ। ইহা ছাড়া দণ্ডকারণ্য-বাসী ঋষিগণ, স্বর্গের দেবীগণ, ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং অন্যান্য সাধক ভক্তগণ তাঁহাদের তীব্র সাধনানুষ্ঠানের সিদ্ধিদশায় গোপীদেহ লাভ করিয়া এই সমস্ত নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সহিত মিলিত হন এবং যথাযোগ্য নিজ নিজ ভাবনানুসারে শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এই সমস্ত নিত্যসিদ্ধা এবং সাধনসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে যাঁহারা নিরন্তর শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন সংঘটন করাইবার জন্য এবং নানাভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য লালায়িত ও চেষ্টিত থাকেন তাঁহাদিগকে স্বপক্ষা গোপী বলা হয়। ললিতা বিশাখা প্রভৃতি শ্রীরাধিকার সখীবর্গ এই স্বপক্ষা গোপীশ্রেণী-ভুক্তা। যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনবিহারাদিতে নানাভাবে বাধা প্রদান করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট তাঁহাদিগকে বিপক্ষা গোপী বলা হয়। চন্দ্রাবলী এই বিপক্ষা গোপীর যূথেশ্বরী এবং পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি ইঁহার সখী। বলা বাহুল্য, এই চন্দ্রাবলীও শ্রীরাধিকারই কায়ব্যূহ এবং নিত্যসিদ্ধা। ইনি যে নানাভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন বিহারাদিতে বাধা প্রদান করেন, তাহাতে শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর মিলনোৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হয় এবং ইঁহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইলে শ্রীরাধিকা মানিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এক অভিনব লীলারসাস্বাদন করান। যে সমস্ত গোপীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনে কোনপ্রকার বাধা ঘটাইতে চেষ্টিত নহেন কিংবা মিলন সংঘটনের জন্যও চেষ্টিত নহেন অথচ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনে আনন্দোপভোগ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে সুহৃৎপক্ষা গোপী বলা হয়। শ্যামলা প্রভৃতি গোপীগণ সুহৃৎপক্ষা গোপীশ্রেণীভুক্ত এবং ইঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনবিহারাদির কথা শুনিতে সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকেন। কতকগুলি গোপী আছেন তাঁহারা নিজ নিজ ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া আনন্দলাভ করেন, কিন্তু শ্রীরাধিকা কিংবা চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনবিহারাদি হইল কি না হইল তাহার কোনও খবর রাখেন না কিংবা তাহাতে তাঁহাদের সুখ দুঃখ নাই। এই ভাবের গোপীগণকে তটস্থাগোপী বলা হয়। তাঁহাদের কাহারও নাম জানা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে শতকোটি গোপরমণীসহ বিবিধ বিলাস-বিহারাদি করিতে করিতে যখন অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন, তখন স্বপক্ষা, বিপক্ষা, সুহৃৎপক্ষা এবং তটস্থপক্ষা এই চারি শ্রেণীভুক্ত ব্রজরমণীগণই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহতাপে অধীরা হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার সর্ব্বপ্রেয়সীমুকুটমণি শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন তাহা তখন এই সমস্ত গোপীগণের মধ্যে অধিকাংশেরই অপরিজ্ঞাত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর একমাত্র ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি শ্রীরাধিকার সঙ্গিনী স্বপক্ষা ব্রজরমণীগণই জানিতে পারিয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধিকাকে লইয়া নির্জ্জন বনপ্রদেশে গমন করিয়া তাঁহার সহিত নানাপ্রকার প্রেমব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু বিপক্ষা, সুহৃৎপক্ষা এবং তটস্থপক্ষা গোপীগণ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকাকে লইয়া নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে বিরহব্যাকুলা হইয়া বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে লাগিলেন। ললিতা বিশাখাদি স্বপক্ষা গোপীগণ তাঁহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধিকাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ কোনও নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুলা হন নাই; প্রত্যুত তাঁহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে বিবিধ বিহার করিতেছেন মনে করিয়া তাঁহাদের অন্তর পরমানন্দে পরিপূর্ণ আছে। কিন্তু তাঁহারা অন্তরের আনন্দ অন্তরে গোপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণপরায়ণা শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী গোপরমণীগণের সঙ্গে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর যখন ব্রজরমণীগণ, বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন দর্শন করিলেন, তখন সকলেই শ্রীকৃষ্ণচরণ দর্শনের আশায় আশান্বিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং চরণচিহ্নানুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণান্বেষণরতা ব্রজবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশে পাশে কোনও রমণীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ একাকী অন্তর্হিত হন নাই, তিনি তাঁহার কোনও প্রিয়তমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র শ্রীরাধিকাসঙ্গিনী ললিতা বিশাখাদি স্বপক্ষা শ্রেণীভুক্ত ব্রজরমণীগণ ব্যতীত অন্য কেহই ধারণা করিতে পারেন নাই যে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকা আছেন। শ্রীরাধিকাসঙ্গিনী ব্রজরমণীগণ শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং পরমানন্দে অধীরা হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলচরণচিহ্ন দেখিতে লাগিলেন। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বিপক্ষা গোপীগণ, শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন দেখিয়া চিনিতে না পারিলেও তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোনও রমণীকে লইয়া নির্জ্জন স্থানে বিহার করিতেছেন মনে করিয়া অত্যন্ত ঈর্ষান্বিতা এবং দুঃখিতা হইয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন। তটস্থপক্ষা ব্রজরমণীগণের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও ব্রজরমণীগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নের পাশে পাশে অন্য কোনও রমণীর পদচিহ্ন দেখিয়া সুখ বা দুঃখ কিছুই হইল না; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণ দর্শন লালসায় শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নানুসরণ করিয়া অগ্রসর হইবার জন্যই চেষ্টিত হইতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশে পাশে অন্য কোনও রমণীর পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকা বলিয়া চিনিতে পারিয়া শ্রীরাধিকাসঙ্গিনী ব্রজরমণীগণ পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া অনিমিষ নয়নে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলপদচিহ্ন দর্শনেই নিরত হইলেন। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বিপক্ষপক্ষা ব্রজরমণীগণ ঈর্ষা ও দুঃখে অধীরা হইয়া নানাবিধ বিলাপে রত হইলেন এবং তটস্থপক্ষা ব্রজরমণীগণ কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণচিহ্নানুসরণ করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুহৃৎপক্ষা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নের পাশে পাশে কোনও রমণীর পদচিহ্ন দেখিয়া তাহার সৌভাগ্য প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তাই তাঁহারা সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে সখীগণ! আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশে পাশে যে রমণীর চরণচিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাঁহার মত সৌভাগ্যবতী রমণী ত্রিজগতে আর কেহই নাই।

এই রমণী নিশ্চয়ই জন্মজন্মান্তরে সর্ব্বদুঃখহারী (হরি) ও ভক্তবাঞ্ছাপূরণসমর্থ (ঈশ্বর) ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন ও বশীভূত করিয়াছে। শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত কাহারও কদাপি এতাদৃশ সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভবপর নহে। যাহাদের আরাধনায় শ্রীভগবান প্রীত হন তাঁহারা জগতের সকলেরই প্রীতি ও অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে।

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি। রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র নিম্নমাপ ইব স্বয়ং॥ (পদ্মপুরাণং)

যাহারা শ্রীভগবানের আরাধনা করে তাহাদের সর্ব্বজগতের প্রীতিবিধান করা হয়। জল যেমন স্বভাবতঃই নিম্নদিকে গমন করে, সেইরূপ জগতের সর্ব্বজীবের ভালবাসাও শ্রীভগবানের চরণারাধনাপরায়ণ ব্যক্তির দিকেই চালিত হইয়া থাকে।

যাহারা শ্রীভগবানের চরণারাধনা করে না, তাহারা শত সহস্র চেষ্টা এবং নানাবিধ সদ্ব্যবহার করিয়াও কাহারও প্রীতিবিধান কিংবা ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারে না। আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ গোকুলবাসী নরনারী সকলেরই প্রিয় এবং তিনিও সকলকেই যথোচিত ভালবাসিয়া থাকেন। বিশেষতঃ আমরা সকলেই তাঁহার চরণ সেবন করিবার জন্য তাঁহারই বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চরণ নিকটে আসিয়া তাঁহার নিকট আশাতীত রূপে প্রীতিব্যবহার পাইয়াও যে এভাবে বঞ্চিত হইলাম তাহা আমাদেরই দুরদৃষ্টের ফল ব্যতীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কিছুই নহে। আমরা কখনও শ্রীভগবানের চরণারাধনা করি নাই বলিয়া আমাদের এরূপ দুরদৃষ্টভাগিনী হইতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের এই নির্জ্জন বনে নিঃসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় যে ভাগ্যবতী ব্রজরমণীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং নির্জ্জন বনপ্রদেশে যাহাকে লইয়া নানাবিধ প্রেমব্যবহার করিতেছেন, সে নিশ্চয়ই জন্মজন্মান্তরে শ্রীনারায়ণের চরণারাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রীত করিয়াছে বলিয়া তাহার ফলে সে আজ গোপীজনপ্রাণবল্লভ গোবিন্দের নিকট এইরূপ প্রীতিব্যবহার পাইয়া জীবন ধন্য করিতেছে। হায়! হায়! আমাদের শ্রীভগবানের চরণারাধনাবিরহিত জীবনে শত শত ধিক্! আর এই শ্রীভগবানের চরণারাধনানিরতা ভাগ্যবতী গোপবনিতার জীবনই প্রশংসনীয়। গোপীজনবল্লভ শ্রীগোবিন্দ যে সকল গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তাহাকে লইয়াই বনে বনে বিচরণ করিতেছেন ইহা তাহার শ্রীভগবদারাধনারই প্রত্যক্ষ ফল।

এই সমস্ত গোপীগণের কথায় শ্রীকৃষ্ণসহগামিনী ব্রজরমণীর শ্রীভগবদারাধনার কথা জানা গেল বটে, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে তাঁহার শ্রীরাধা নামের নির্দ্দেশ পাওয়া গেল না। "অনয়ারাধিতো নূনং" এই বাক্যাংশ হইতে স্পষ্টই জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার সঙ্গে নির্জ্জনে বিহার করিতেছেন তিনি অবশ্যই শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়াছেন। সুতরাং "রাধয়তীতি রাধা" এই ভাবে ইহাতে শ্রীরাধার নাম নির্দ্দেশ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এই শ্লোক অবলম্বন করিয়াই শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণারাধনা এবং তদনুসারে শ্রীরাধিকা নাম নির্দ্দেশের উল্লেখ আছে—

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তি রূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব কোন স্থানেই কোনও গোপীর নামোল্লেখ করেন নাই, সুতরাং শ্রীরাধিকার নামও তিনি কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীরাধিকা এবং ললিতা বিশাখা প্রভৃতি গোপীগণের নাম কোনও পুরাণেই নাই একথা বলা যায় না। কেননা পদ্মপুরাণাদিতে শ্রীরাধিকা এবং অন্যান্য অনেক গোপীর নাম স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে। ইহা ছাড়া অদ্যাপি যাঁহারা শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত পালন করেন তাঁহারা ভবিষ্যপুরাণোক্ত শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত-কথা পাঠ ও শ্রবণাদি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গর্গসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে নানাস্থানে শ্রীরাধিকার নামোল্লেখ আছে এবং তাহার নানা প্রকার লীলা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। পূর্ব্ব প্রদর্শিত গৌতমীয় তন্ত্র, সম্মোহন তন্ত্র প্রভৃতির বচনেও নানা ভাবে শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্য জানা যায়। কাজেই শ্রীরাধিকার নাম যে কোন শাস্ত্রেই নাই তাহা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। তবে এ কথা মনে হইতে পারে যে—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকার নাম নাই কেন? তাহাতে বলা যাইতে পারে যে—পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট যখন, বেণুগীত, বস্ত্রহরণ এবং রাসলীলা বর্ণনাপ্রসঙ্গে গোপীগণের কথা বলেন, তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাদের নাম শুনিবার জন্য কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই কিংবা প্রশ্ন করেন নাই। কাজেই পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব শ্রীরাধিকা প্রভৃতি কোনও গোপীরই নামোল্লেখ করেন নাই। ইহা ছাড়াও কৃষ্ণযামলতন্ত্রে দেখা যায়—

সর্ব্বং রহস্যং কৃষ্ণস্য প্রোক্তবান্ নারদঃ পুরা। বেদব্যাসায় বিবিধান্ রাধিকা কৃষ্ণয়োর্গুণান্॥

গোপয়িত্বা ততো ব্যাসঃ পুরাণাদিষু কেবলং। কৃষ্ণলীলাং নিজগাদ ন রাধা সংশ্রিতাং কথাং॥ (কৃষ্ণযামলতন্ত্রং)

দেবর্ষি নারদ, বেদব্যাসের নিকট শ্রীকৃষ্ণলীলার সর্ব্ববিধ রহস্য এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীব্যাসদেব তাহা গোপন করিয়া পুরাণাদিতে কেবল কৃষ্ণলীলাই বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি অতি রহস্য বলিয়া শ্রীরাধিকার কথা ব্যক্ত করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় বলিয়াছেন—

নো নঃ কথা বদ সদঃস্বিতি তন্নিষিদ্ধোঽপ্যানন্দ নিম্ন ইহতা যদবোচমেব॥
নামানি তু প্রথয়িতাস্মি একত্র নাসামিথং মুনির্মনসি সম্প্রতি নিশ্চিকায়॥ (সারার্থদর্শিনীটীকা)

শ্রীশুকদেব যখন মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন তখন গোপীগণ তাঁহার অন্তরে আদেশবাণী সঞ্চার করেন যে—হে শুকদেব! তুমি সভামধ্যে আমাদের কথা প্রকাশ করিও না। শ্রীশুকদেব, গোপীগণের এই আদেশ পাইয়াও বেণুগীত, বস্ত্রহরণ ও রাসলীলায় গোপীগণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিয়াছেন যে—"আমি পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গোপীসহ গোপীনাথের মধুর-লীলাকথা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কেবলমাত্র গোপীগণের নাম প্রকাশ না করিয়া তাঁহাদের আদেশ পালন করিলাম।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণনা করিয়া নাটক প্রণয়ন করিতে ইচ্ছা করেন এবং নাটকীয় ঘটনাবলী চিন্তা করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ দর্শন লালসায় উড়িষ্যা যাত্রা করেন। গমন পথে তিনি উড়িষ্যা দেশে সত্যভামাপুরে এক রাত্রি অবস্থান করেন এবং রাত্রিতে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন।

উড়িষ্যা দেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম। এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী। সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা বহু কৃপা করি॥
আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন। আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ॥
স্বপ্ন দেখি রূপ গোসাঞি করিল বিচার। সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার॥
ব্রজ—পুর লীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা। দুই ভাগ করি তবে করিব রচনা॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

সকলের বিশ্বাস হউক বা না হউক, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচরণধ্যানরত মহানুভব ব্যক্তিগণের উপর এই প্রকার আদেশ হওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে এবং শ্রীভগবানের কৃপাবৈভবে বিশ্বাসশীল শিষ্টগণ ইহা নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কাজেই পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবের উপর গোপীগণের এতাদৃশ আদেশ হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। যদি কাহারও ইহাতে বিশ্বাস স্থাপনের শক্তি না থাকে তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের নাম সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন নাই বলিয়া শ্রীশুকদেব তাহা বলেন নাই এবং কোনও গোপীর নাম না করিয়াও তিনি যে রাসাদিলীলা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে শ্রীভগবানের এই স্বজন-প্রেমবশতাময়ী লীলার রসাস্বাদন করিতে কাহারও অসুবিধা হয় না।

ইতঃপূর্ব্বে "অপ্যেণ পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহগাত্রৈঃ" প্রভৃতি শ্লোকের লঘুতোষণী টীকায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদজীবগোস্বামী গোপীগণের নামোল্লেখ না করার কারণ সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমরাও সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকার নামোল্লেখ না থাকিলেও পুদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গর্গসংহিতা, রাধাতন্ত্র, ঋক্‌পরিশিষ্ট, সম্মোহনতন্ত্র, গৌতমীয় তন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণযামলতন্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে শ্রীরাধিকার নাম, তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাস এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্য প্রভৃতির বর্ণনা দেখা যায়। সুতরাং "রাধা" নাম আধুনিক কল্পিত নহে। ইহা নানা শাস্ত্রে নানা ভাবে সুপ্রসিদ্ধ। এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রমাণ ইতঃপূর্ব্বে নানাস্থানে দেখান হইয়াছে বলিয়া এখানে আর তাহার উল্লেখ করা হইল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা হইতে সুস্পষ্ট ভাবেই জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণান্বেষণরতা ব্রজবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে কোনও ব্রজরমণীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহার সৌভাগ্য-প্রদর্শন প্রসঙ্গে তাঁহার শ্রীভগবদারাধনার কথা বলিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সেই গোপীকেই বনভূমিতে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন তখন এই রমণীই তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন, এবং ইনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতি-পাত্র ইহা নিঃসন্দেহে ধারণা করা যাইতে পারে। তাহার পর "অনয়ারাধিতো নূনং" প্রভৃতি শ্লোকে তাঁহার শ্রীভগবদারাধনার কথায় পদ্মপুরাণাদিপ্রসিদ্ধ "রাধা" নামে তাঁহাকে অভিহিত করায় কোনই অসামঞ্জস্য হয় বলিয়া মনে করা যায় না।

শ্রীরাধিকার নাম ও মাহাত্ম্যাদি নানা শাস্ত্রবচনে সুস্পষ্ট ভাবে জানা গেলেও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকার নাম নাই বলিয়া অনেকেই নানা কথা বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বপ্রদর্শিত পদ্মপুরাণ, গৌতমীয় তন্ত্র, ঋক্-পরিশিষ্ট প্রভৃতির বচন ছাড়াও অন্যান্য শাস্ত্রে আরও নানাবিধ বচন দেখা যায়, সেগুলি সমালোচনা করিলেও শ্রীরাধিকার স্বরূপমাহাত্ম্যাদি সম্বন্ধে কিছু ধারণা হইতে পারে। অথর্ব্ববেদীয় পুরুষবোধনী শ্রুতিতে আছে—

"তস্যাশ্চা প্রকৃতি রাধিকা নিত্যা নির্গুণা সর্ব্বালঙ্কারশোভিতা প্রসন্নাশেষলাবণ্যসুন্দরী অস্মদাদীনাং জন্মদাত্রী অস্যা অংশাংশা বহবো বিষ্ণুরুদ্রাদয়ো ভবন্তি।" (পুরুষবোধনীশ্রুতিঃ)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদ্যা প্রকৃতি শ্রীরাধিকা, নিত্যা নির্গুণা স্বস্বরূপভূত-সাত্ত্বিকালঙ্কারপরিশোভিতা প্রসন্না এবং অশেষ লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যশালিনী। তিনি আমাদের (ব্রহ্মাদির) জন্মদাত্রী এবং তাঁহারই অংশাংশ হইতে বহুতর বিষ্ণুরুদ্রাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

কেচিচ্ছ্রিয়ং ত্বাং কতিচিচ্চ গৌরীং পরে পরেশীং ব্রুবতে কবীন্দ্রাঃ॥
পরাৎপরং ব্রহ্মসনাতনং ত্বং গুণত্রয়েণৈব বিভর্ষি লোকং॥ (ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রং)

ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে শ্রীরাধিকার স্তবরাজে বর্ণিত আছে—কোন কোনও বিজ্ঞগণ আপনাকে লক্ষ্মী, কেহ কেহ গৌরী এবং কেহ বা পরমেশ্বরী বলিয়া থাকেন। আপনিই পরাৎপর ব্রহ্মসনাতন এবং আপনিই ত্রিগুণ দ্বারা জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করিয়া থাকেন।

হরেরর্দ্ধতনূ রাধা রাধিকার্দ্ধতনূর্হরিঃ। অনয়োরন্তরাদর্শী মূর্ত্ত্যবচ্ছেদকোঽধমঃ॥ (নারদপঞ্চরাত্রং)

নারদপঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে যে—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণেরই অর্দ্ধতনু এবং শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধিকারই অর্দ্ধতনু। যাহারা শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-ভেদ ভাবনা করে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিচ্ছেদনকারী ও অধম।

সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল। ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা পরদেবতা॥ (গৌতমীয়তন্ত্রং)

গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—আমি সত্ত্ব (কার্য্য) তত্ত্ব (কারণ) ও পরত্ব (কার্য্য-কারণাতীত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ) এই ত্রিতত্ত্ব স্বরূপ। পরদেবতা শ্রীরাধিকাও এই ত্রিতত্ত্বরূপিণী।

যাঃ শক্তয়ঃ সমাখ্যাতা গোপীরূপেণ তাঃ পুনঃ। সখ্যো ভূত্বা রাধিকায়াঃ কৃষ্ণচন্দ্রমুপাসতে॥
(শ্রীকৃষ্ণযামলতন্ত্রং)

শ্রীকৃষ্ণযামলতন্ত্রে উক্ত আছে—অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিনিকেতন শ্রীভগবানের শক্তিবর্গই শ্রীরাধিকার সখীরূপে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করিয়া থাকেন।

নানা শাস্ত্রে এই প্রকার বহুতর বচনে সুস্পষ্টভাবে শ্রীরাধিকার নাম এবং মাহাত্ম্যাদি জানা যায়;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতে পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট গোপীগণের নাম জানিবার জন্য প্রশ্ন, করেন নাই বলিয়া কিংবা শ্রীশুকদেব গোপীগণের স্বপ্নপ্রেরণায় কিংবা স্বেচ্ছাপ্রেরণায় শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের নাম প্রকাশ করেন নাই বলিয়া বিচলিত কিংবা সন্দিগ্ধ না হইয়া গোপীসহ গোপীনাথের পরমমধুর লীলারসাস্বাদনে জীবন ধন্য করাই কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, সুহৃৎপক্ষা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশে পাশে কোনও ব্রজরমণীর পদচিহ্ন দেখিয়া এই ভাবে তাঁহার ভাগ্য প্রশংসা এবং শ্রীভগবদারাধনার কথা বলিয়া "রাধা"নামের ইঙ্গিত প্রদর্শন করিয়া অনিমিষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার চরণচিহ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে শ্রীরাধিকার মহাসৌভাগ্যের কথা ভাবনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তটস্থপক্ষা গোপীগণ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে সখীগণ! শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশে পাশে কাহার চরণচিহ্ন রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমাদের বিবিধ বিচার বিতর্কাদির প্রয়োজন কি? এস, আমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করি এবং চরণ-চিহ্নাঙ্কিত ভূমির ধূলিকণা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করি। এই শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন হইতেই আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখ হইতে ত্রাণ পাইব। হে সখীগণ! আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীগোবিন্দের চরণকমলধূলিকণিকার মত সর্ব্বপাপহারক এবং সর্ব্বতাপনিবারক বস্তু আর কিছু নাই। ব্রহ্মা, শিব এবং রমাদেবী পর্য্যন্ত সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তির জন্য আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলিকণিকা মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের এই তাঁব্র কৃষ্ণবিরহতাপ হইতে মুক্তিলাভের উপায় অন্য কিছুই নাই। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলিকণিকা হইতেই আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহতাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। তাই বলিতেছি, হে সখীগণ! শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশে পাশে কাহার চরণচিহ্ন দেখা যাইতেছে বলিয়া তাহাই নির্দ্ধারণের জন্য কালক্ষেপ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নাঙ্কিত ভূমি হইতে শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পৃষ্ট ধূলিকণা লইয়া মস্তকে ধারণ কর, তাহা হইলে অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

ব্রজরমণীগণ শুদ্ধ প্রেমবতী হইয়াও ঐশ্বর্য্যজ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলিকণিকা স্পর্শের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আপাততঃ মনে হয় যেন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানস্ফূর্ত্তি হওয়াতেই তাঁহারা এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের চরণ-রেণুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহাদের প্রেমেরই উচ্ছ্বাস। প্রেমের স্বভাবই এই যে তাহাতে প্রিয়জনের কোন প্রকার মাহাত্ম্য না থাকিলেও প্রিয়জনকে মাহাত্ম্যশালী এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রিয় কখনও মাহাত্ম্য কিংবা শ্রেষ্ঠতাবিহীন হয় না। প্রিয় যতই তুচ্ছ হউক না কেন, প্রেমিকের দৃষ্টিতে তাহার মত উচ্চতা আর কেহই লাভ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণিত আছে যে—রাজর্ষি ভরত যখন বানপ্রস্থাশ্রমে ছিলেন, তখন তিনি একটি মৃগশিশুকে পালন করিয়াছিলেন এবং তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন তাঁহার পালিত সেই প্রিয়তম মৃগশিশুটি বনে বিচরণ করিতে করিতে দূর বনে চলিয়া গিয়া যথা সময়ে আশ্রমে ফিরিয়া না আসায়, রাজর্ষি ভরত তাহাকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে বনভূমিতে তাহার পদচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন—

কিংবা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যানয়া যদিয়মবনিঃ সবিনয় কৃষ্ণসার তনয় তনুতর সুভগ শিবতমাখর-খুর পদপঙ্‌ক্তিভির্দ্রবিণবিধুরাতুরস্য কৃপণস্য মম দ্রবিণপদবীং সূচয়ন্ত্যাত্মানঞ্চ সর্ব্বতঃ কৃতকৌতুকং দ্বিজানাং স্বর্গাপবর্গকামানাং দেবযজনং করোতি॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

এই ভাগ্যবতী পৃথিবী না জানি কতই তপস্যাচরণ করিয়াছে যে—সেই সুবিনীত মৃগ শিশুর সুকোমল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঙ্গলময় মৃদুখুরযুক্ত পদচিহ্ন দ্বারা, আমাকে সর্ব্বস্ব বিহীন ও অতি দীন দেখিয়া আমার সেই সর্ব্বস্বধন মৃগ-শিশুর বিচরণ পথের সূচনা করিয়া দিতেছে এবং নিজে তাহার পদচিহ্নে সুশোভিত হইয়া স্বর্গাপবর্গকামি ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। (যে স্থানে কৃষ্ণসার হরিণ বিচরণ করে সেই স্থানই যজ্ঞের উপযুক্ত ইহাই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ)।

রাজর্ষি ভরত তাঁহার পালিত হরিণ শিশুকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া তাহার এমনই মাহাত্ম্য ঘোষণা করিলেন যে—তাহাতে প্রতিপাদিত হইল—তাঁহার হরিণ শিশুর পদস্পর্শে পৃথিবী কৃতার্থ হইয়াছে। যদিও হরিণ শিশুর পদস্পর্শে পৃথিবীর কৃতার্থ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে, তথাপি অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ রাজর্ষি ভরতের এই প্রকার হরিণশিশুর মাহাত্ম্যস্ফূর্ত্তি হইয়াছে।

হরিণপ্রীতিবশতঃ রাজর্ষি ভরত যে ভাবে হরিণের পদস্পর্শে পৃথিবীর সৌভাগ্য লাভের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে হরিপ্রীতিবশতঃ হরিপ্রিয়া ব্রজরমণীগণের হরিচরণ ধূলিকণিকার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা কিছুই অসঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণচরণধূলিকণিকার যে মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কোন অংশই মিথ্যা নহে। ব্রজরমণীগণ যে বলিয়াছেন—ব্রহ্মা, শিব এবং রমাদেবী শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলিকণিকা মস্তকে ধারণ করেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেই বর্ণিত আছে।

বৎসলো ব্রজগবাং যদগ্রো বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ॥
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্ত্তি॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

গোবর্দ্ধনধারী (অগ্র) ব্রজের গো-গোপগোপীর পরমপ্রিয়, ব্রহ্মশিবাদি বন্দিতচরণ, শ্রীকৃষ্ণ অপরাহ্নকালে সমস্ত গোধনকে একত্র সংমিলিত করিয়া বেণুবাদন করিতে করিতে ব্রজে ফিরিয়া আসেন। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ যখন অপরাহ্নকালে বনভূমি হইতে নিজগৃহে ফিরিয়া আসেন তখন ব্রহ্মশিবাদি দেবগণ আকাশপথ হইতে বনভূমিতে আসিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করেন এবং তাঁহার চরণধূলিকণিকা মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

"যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" এই কালিয়পত্নীগণের বচনেও জানা যায় যে—লক্ষ্মীও শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলি-কণিকা স্পর্শের লালসায় তপস্যা করিয়াছেন। সুতরাং ব্রজরমণীগণ যে বলিয়াছেন—"যান্ ব্রহ্মেশৌ রমাদেবী দধুর্মূর্দ্ধ্যঘনুত্তয়ে"—"ব্রহ্মা, শিব এবং রমাদেবী শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলিকণিকা মস্তকে ধারণা করেন" ইহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। প্রেমের স্বভাবই এই যে তাহাতে প্রিয়ব্যক্তির কিংবা তাহার সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর বিশেষ কোনও মাহাত্ম্য থাক্ বা না থাক্, প্রেমিকের দৃষ্টিতে তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনে হইয়া থাকে। প্রেমই প্রেমিকের হৃদয়ে প্রিয়ের মাহাত্ম্যস্ফূর্ত্তি করিয়া সর্ব্বদাই নিজের অধিকার বিস্তার করিয়া থাকে। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সত্য সত্যই অনন্যসাধারণমাহাত্ম্য-নিকেতন, সুতরাং ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে যদি অনন্যসাধারণ প্রেমবশতঃ কোনও মাহাত্ম্যস্ফূর্ত্তি হয় তাহাতে কোনপ্রকার অসামঞ্জস্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, তটস্থপক্ষা ব্রজরমণীগণ, এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণচরণধূলিকণিকার সর্ব্বতাপ হরণ করিবার শক্তি, এবং ব্রহ্মা, শিব ও রমাদেবী পর্য্যন্ত তাহা মস্তকে ধারণ করেন বলিয়া তাহার অনন্যসাধারণ মহিমা-কীর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পৃষ্ট ভূমি হইতে ধূলিকণিকা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন—আমরা শ্রীকৃষ্ণের এই চরণধূলিকণিকার প্রভাবেই তাঁহার চরণ দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইব।

তটস্থপক্ষা ব্রজরমণীগণের এই কথা শুনিয়া প্রতিপক্ষা ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে সখীগণ! তোমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলিকণিকার যে মহামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছ তাহাতে আমাদের কোনও অবিশ্বাস নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশে পাশে অন্য একজন ব্রজরমণীর চরণচিহ্ন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি এবং কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছি না। কেননা আমাদের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই নাই। আমরা ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, মান, ভয়, লজ্জা, পতি, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ চরণপ্রাপ্তির লালসাতেই এই সুগভীর অরণ্যপ্রদেশে আগমন করিয়াছি এবং শ্রীকৃষ্ণও আমাদের সেবাধিকার দিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার নিকট আমরা যে প্রেম-ব্যবহার পাইয়াছি তাহাতে আমাদের জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই মায়াবিনী কি যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে তাহা জানি না, তাহাতে আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এই নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত নির্জ্জন বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃই প্রেম-কোমলার্দ্রহৃদয়। শ্রীবৃন্দাবনের পশু পক্ষী, এমন কি বৃক্ষলতাদিকে পর্য্যন্ত তিনি যেরূপ ভালবাসেন তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি যে এই গভীর রজনীতে আমাদের নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন তাহা কখনও সম্ভবপর হয় না। কিন্তু কেবলমাত্র এই কুহকিনীর কুহকে পড়িয়াই তিনি এই প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই মায়াবিনী আমাদের সকলেরই সর্ব্বস্বধন শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া তাঁহার অধরামৃত উপভোগ করিতেছে। ইতঃপূর্ব্বে যমুনাপুলিনে আমরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে প্রেমব্যবহার পাইয়াছি তাহাতে আমাদের সকলেরই তাঁহার অধরামৃত উপভোগের অধিকার ছিল। কিন্তু এই মায়াবিনী রমণীর অত্যাচারে আমরা নিজ নিজ অধিকারে বঞ্চিত হইয়া তীব্রবিরহতাপের অধিকারিণী হইয়াছে, আর এই রমণী সকলকে বঞ্চনা করিয়া একাকিনী শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত উপভোগ করিতেছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শনে আমাদের যে আনন্দ হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশে পাশে এই মায়াবিনীর চরণচিহ্ন দেখিয়া তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ ক্ষোভে আমাদের হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছে। তাই বলিতেছি—হে সখীগণ! ব্রহ্মা শিব ও রমাদেবী তাঁহাদের সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবৃত্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলিকণিকা মস্তকে ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশে পাশে এই রমণীর চরণচিহ্ন দেখিয়া যে মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছি তাহা নিবৃত্তির কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মা, শিব ও রমাদেবী যদি আমাদের মত তীব্র দুঃখসাগরে পতিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলি-কণিকা মস্তকে ধারণ করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শনে যতই আনন্দ হউক কিংবা শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলিকণিকার যতই মাহাত্ম্য থাক, আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশে পাশে এই সকলকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত উপভোগকারিণী মায়াবিনী ব্রজরমণীর চরণচিহ্ন দর্শনে যে তীব্রজ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছি সে জ্বালা নিবারণের কোনও উপায় আছে বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না।

শ্রীকৃষ্ণান্বেষণরতা ব্রজবনিতাগণ বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নের পাশে পাশে তাহার সহিত সংমিলিতভাবে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দেখিয়া নিজ নিজ ভাবানুসারে নানাপ্রকার সম্ভাবনা করিতে করিতে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সমস্ত ব্রজবনিতাগণের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীরাধিকার সঙ্গিনীগণ ব্যতীত অন্য কেহই শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পার্শ্বে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন আছে বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই। সেজন্য সুহৃৎপক্ষা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহগামিনী ব্রজরমণীর ভাগ্য প্রশংসা করিয়াই নিরস্ত আছেন এবং তটস্থপক্ষা ব্রজ-রমণীগণ সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন ও সেখান হইতে ধূলিগ্রহণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিতেই ব্যস্ত আছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষা ব্রজরমণীগণ, যদিও শ্রীকৃষ্ণসহগামিনী ব্রজরমণীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধিকা বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহারা মাৎসর্য্যস্বভাববশতঃ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোনও গোপরমণী একাকিনী বনে বনে বিচরণ করিতেছেন বলিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া নানা কথা বলিতেছেন এবং নিদারুণ মাৎসর্য্য ও ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছেন। শ্রীরাধিকার সঙ্গিনী ললিতা বিশাখা প্রভৃতি ব্রজরমণীগণ শ্রীরাধিকার এই প্রকার সৌভাগ্য জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অন্যান্য ব্রজরমণীগণের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও কোন কথা বলিতেছেন না। এইভাবে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ব্রজরমণীগণ দেখিলেন যে, সেখানে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে কিন্তু তাহার পাশে পাশে সেই ভাগ্যবতী ব্রজরমণীর পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। তাহা দেখিয়া শ্রীরাধিকা-সঙ্গিনী ব্রজরমণীগণ প্রতিপক্ষা ব্রজরমণীগণকে বলিলেন—হে মাৎসর্য্যমহারোগগ্রস্তা ব্রজবনিতাগণ! এই দেখ—এতক্ষণ তোমরা যাহার পদচিহ্ন দেখিয়া মাৎসর্য্যানলে দগ্ধ হইতেছিলে, এখানে আর তাহার পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত হও, শ্রীকৃষ্ণের সহিত অন্য কোন ব্রজরমণীই বনবিহার করিতেছে না। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের পাশে পাশে যে রমণীর পদচিহ্ন দেখা গিয়াছিল তাহা বোধ হয় কোনও বন-বাসিনী রমণীর পদচিহ্ন হইবে; কেননা, তাহারাও নানাবিধ কার্য্যবশতঃ বনভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ তাহারা সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই পথ দিয়া কোনও স্থানে গিয়াছিল, সেজন্য বনভূমিতে তাহাদের পদচিহ্ন বিন্যস্ত ছিল। তাহার পর আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পথে গিয়াছেন, তখন তাহাদের পদচিহ্নের পাশে পাশে তাঁহার পদচিহ্ন পড়িয়াছে। কিন্তু হায়! তোমরা এতক্ষণ মাৎসর্য্য ও ঈর্ষাবশতঃ কতই না কল্পনা এবং ভাবনা করিয়া আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপর কতই দোষারোপ করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যদি কোনও গোপরমণী থাকিত তাহা হইলে এখানেও তাহার পদচিহ্ন দেখা যাইত। এই কথা শুনিয়া প্রতিপক্ষা ব্রজরমণীগণ আরও ক্ষুব্ধা হইয়া বলিলেন—এতক্ষণ সেই মায়াবিনী শ্রীকৃষ্ণাপহারিণী ব্রজরমণীর পদচিহ্ন দেখিয়া আমাদের যে প্রকার দুঃখ হইয়াছিল, এখন তাহার পদচিহ্ন না দেখিয়া আমাদের তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। কেননা এখানে শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রিয়তমার পদচিহ্ন না দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে—তাহার সুকোমল চরণতলে তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হইবে বলিয়া তাহার পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কিংবা স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সেই জন্য এখানে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রিয়তমার পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সেবা গ্রহণ করিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেও কুণ্ঠিত; কিন্তু এই রমণীকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেও তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণের এই পক্ষপাতে দুঃখিত না হইয়া কিছুতেই থাকা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি ব্রজরমণীর প্রাণবল্লভ হইয়াও যে একজন ব্রজরমণীর উপরে এইরূপ আসক্ত হইবেন তাহা আমরা কোনও দিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই। ইতঃপূর্ব্বে যমুনাপুলিনে আমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট যেরূপ সমভাবে প্রেমব্যবহার পাইয়াছি তাহাতে আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারি নাই যে—আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কখনও এরূপ পক্ষপাত করিতে পারেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে—কোনও মায়াবিনীর কুহকে পড়িলে সকলই সম্ভব হয়।

শ্রীকৃষ্ণান্বেষণরতা ব্রজবনিতাগণ এই প্রকার নানাবিধ সম্ভাবনা করিতে করিতে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধিকার সঙ্গিনীগণ তাঁহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধিকার এই প্রকার সৌভাগ্য ভাবনা করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। সুহৃৎপক্ষা এবং তটস্থপক্ষা ব্রজরমণীগণও নির্ব্বাক্ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পদ্মচিহ্ন দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষা গোপীগণ কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা অসূয়া-বশতঃ নানা কথা বলিতে বলিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিছুদূর গিয়া প্রতিপক্ষা গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন--হে সখীগণ! দেখ দেখ, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নগুলি কি ভাবে বালুকাময় ভূমিতে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। সেই কামুক কৃষ্ণ এই স্থানে তাঁহার প্রিয়তমা কামিনীকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন বলিয়াই তাহার দেহভারে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্য ভূমিতে তাঁহার পদ প্রোথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমার পদচিহ্ন না দেখিয়া যাঁহারা এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ একাকী চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া সম্ভাবনা করিতেছিলেন, তাঁহারা একবার ভাল করিয়া দেখুন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সেই প্রিয়তমাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছেন কিনা। শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁহার সেই প্রিয়তমাকে স্কন্ধে না করিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেন তাহা হইলে কখনও এভাবে তাঁহার চরণ প্রোথিত হইত না। হায়! হায়! কামুকের কাম-ব্যবহারে কি না সম্ভব হইতে পারে! আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছি, তিনি আমাদের প্রেমব্যবহার উপেক্ষা করিয়া কামপরতন্ত্র হইয়া সেই প্রিয়তমা কামিনীকে স্কন্ধে বহন করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

এই ভাবে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রতিপক্ষা ব্রজরমণীগণ আবার সেই শ্রীকৃষ্ণসহগামিনী ব্রজরমণীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে সখীগণ! দেখ দেখ, এই স্থানে আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীর পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে। এখানকার পদচিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে—শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে তাঁহার প্রিয়তমাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়াছেন। তিনি এই পুষ্পবৃক্ষ-তলে তাঁহার প্রিয়তমাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় যে—সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীরমণী এই স্থানে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুষ্পচয়ন করিতে আদেশ করিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার আদেশ পালনের জন্য তাহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া পুষ্পচয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

("ইমান্যধিকমগ্নানি" প্রভৃতি শ্লোকে এবং তাহার পরবর্ত্তী "অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা" এই অর্দ্ধ শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই এবং শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য তাঁহার সুবোধিনী টীকায় এই শ্লোকের কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। সেজন্য মনে হয় এই সার্দ্ধ শ্লোক তাঁহাদের অভিমত নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—"তদেতৎ সার্দ্ধ-পদ্যং ক্বচিন্ন দৃশ্যতে। অতো নাস্মাভিঃ কৃতঃ।" এই সার্দ্ধ শ্লোক কোন কোনও পুস্তকে দেখা যায় না, সেজন্য এ শ্লোকে কোনও সংখ্যা দেওয়া হইল না। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে—শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যখন শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করেন, তখন কোন কোনও হস্তলিখিত পুস্তকে এই শ্লোকের উল্লেখ দেখেন নাই এবং শ্রীধরস্বামিপাদও এই শ্লোকের টীকা করেন নাই যলিয়া তিনি এই শ্লোক সর্ব্বসম্মত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কোন প্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ নাই অথচ প্রতিপক্ষা ব্রজরমণীগণের ভাবানুসারে রসপোষক বলিয়া এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য, শ্রীপাদ মাধ্বাচার্য্য ও শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য মতাবলম্বী টীকাকারগণ সকলেই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের অসম্মত বলিয়া মনে হয় নাই)।

যাহা হউক, ব্রজরমণীগণ যখন পুষ্পবৃক্ষতলে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিলেন যে এই স্থানে তিনি তাঁহার সেই প্রিয়তমাকে ক্রোড়হইতে কিংবা স্কন্ধ হইতে নামাইয়াছেন, তখন তাঁহাদের মনে হইল যে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুষ্পচয়ন ব্যতীত অন্য কোনও কারণে পুষ্পবৃক্ষতলে শ্রীকৃষ্ণের আগমন এবং প্রিয়তমাকে অবতরণ করার সম্ভাবনা করা যায় না। অতএব তিনি নিশ্চয়ই এই বৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিয়াছেন। কিন্তু পুষ্পচয়নের কোনও চিহ্ন দেখা যাইতেছে না কেন?

ব্রজরমণীগণ যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন সম্ভাবনা করিয়াছিলেন—সে স্থানে নাগ, পুন্নাগ, চম্পক প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ আছে এবং সমস্ত বৃক্ষই প্রচুরতর পুষ্পসম্ভার লইয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত শাখাশ্রেণী অবনত করিয়া দণ্ডায়মান। ব্রজরমণীগণ সেই সমস্ত পুষ্পবৃক্ষের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিয়া স্থানে স্থানে পুষ্পের অল্পতা দেখিয়া অনুমান করিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তমাকে পুষ্পসজ্জায় সুসজ্জিত করিবার জন্য এই স্থান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়াছেন বলিয়া এখানকার শাখাবলীতে কেবলমাত্র কলিকা ব্যতীত একটিও প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখা যাইতেছে না। তাহার পর তাঁহারা যখন সেই বৃক্ষশাখানিম্নস্থ ভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন দেখিলেন যে—সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণের অগ্রভাগের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। তখন ব্রজরমণীগণের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে—উচ্চশাখা হইতে পুষ্প গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে চরণাগ্রের উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন—হে সখীগণ! দেখ দেখ, সেই কামুকশিরোমণি তাঁহার সেই প্রিয়তমা কামিনীর প্রীতিবিধানের জন্য এই স্থানে পুষ্পচয়ন করিয়াছেন! দেখ দেখ, তিনি যে এই স্থানে চরণাগ্রদ্বারা ধরণীবক্ষঃ বিমর্দ্দিত করিয়া উচ্চশাখা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার চরণাগ্রের চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পচয়নের সম্ভাবনা করিয়া ব্রজরমণীগণের উক্তি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত আছে যে—

পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরোঽধ্রুবং। যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণং)

আমাদের দামোদর এই স্থানে পুষ্পবৃক্ষের অগ্রশাখা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়াছেন—সেজন্য এখানে তাঁহার পদের অগ্রভাগমাত্রেরই চিহ্ন দেখা যাইতেছে।

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পচয়ন সম্ভাবনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর অত্যন্ত অসূয়াপরায়ণা বিপক্ষা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক বৃক্ষতলে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলেন যে—সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করিয়াছিলেন। তাহার পর একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে—সেই স্থানে যে ভাবে সেই কৃষ্ণসহগামিনী ব্রজরমণীর পদচিহ্ন বিন্যস্ত আছে তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, সেই রমণী শ্রীকৃষ্ণের দুই জানুর অন্তরালে উপবেশন করিয়াছে। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে—সেখানে স্থানে স্থানে ছিন্নকেশ এবং পরিত্যক্ত কবরীবেষ্টনমালা পড়িয়া রহিয়াছে; তাহা দেখিয়া তাঁহারা বুঝিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ, এই স্থানে তাঁহার সেই প্রিয়তমার কেশ প্রসাধন করিয়াছেন। তখন তাঁহারা অন্যান্য ব্রজরমণীগণকে বলিলেন—দেখ দেখ, সেই কামুকশিরোমণি এই স্থানে তাঁহার সেই প্রিয়তমা কামিনীর কেশ প্রসাধন করিয়াছেন। আমরা প্রেমবশতঃ তাঁহার চরণসেবন করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া এই গভীর রজনীতে নির্জ্জন বনে তাঁহার নিকটে আসিয়াছি, কিন্তু তিনি কামপরতন্ত্র হইয়া আমাদের প্রেমসেবা উপেক্ষা করিয়া সেই কামিনীর সেবায় রত হইয়াছেন। হায়! হায়! আমরা কি ইহাই দেখিবার জন্য ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়, গৃহ, পতি, আত্মীয় প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছিলাম? এই দেখ! সেই রমণীর গর্ভকমাল্য (কবরীবেষ্টন মালা) পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে—শ্রীকৃষ্ণ সেই রমণীর কবরী মোচন করিয়া কেশ প্রসাধন করিয়াছেন এবং কবরী কল্পনা না করিয়া তাহার কেশপাশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাং ॥ ৩৪
ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তা শ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ ॥ ৩৫

চূড়াবন্ধন করিয়া স্বহস্তে চয়ন করা পুষ্প দ্বারা মাল্য রচনা করিয়া তাহা দ্বারা চূড়া অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এইভাবে বিপক্ষা ব্রজরমণীগণ নানাপ্রকার সম্ভাবনা করিয়া অসূয়া ও ঈর্ষার অনলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং শ্রীরাধিকার সখীবর্গ শ্রীরাধিকার এই প্রকার সৌভাগ্য ভাবনা করিয়া পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইতে লাগিলেন ॥ ২৮—৩৩

অন্বয়ঃ।- কামিনাং (বিষয়াসক্তচিত্তানাং স্ত্রীকামুকানাঞ্চ) দৈন্যং (তত্তৎকামপারবশ্যাত্মকং দুঃখং) স্ত্রীণাং (কামিনীনাং তত্তদবিষয়াণাঞ্চ) দুরাত্মতাং (দৌর্জ্জন্যং) দর্শয়ন্ (দর্শয়িতুং) স্বাত্মরতঃ (স্বতস্তুষ্টঃ) আত্মারামঃ (স্বক্রীড়ঃ) অখণ্ডিতঃ (স্ত্রীবিভ্রমৈরণাকৃষ্টোঽপি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) তয়া (স্বসঙ্গিন্যা ব্রজরমণ্যা সহ) রেমে (নির্জ্জনে বিজহার) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—স্ত্রীকামুক ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের দীনতা এবং স্ত্রীগণের দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করাইয়া জগতের জীবগণকে শিক্ষা প্রদানের জন্য শ্রীভগবান্ নিত্যতৃপ্ত-আত্মারাম এবং সর্ব্ববিধ স্ত্রীবিলাসে অনাকৃষ্ট, চিত্ত হইয়াও তাঁহার সঙ্গিনী ব্রজরমণীর সহিত বিবিধ ভাবে রমণ করিলেন ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—ইত্যেবং (এবম্প্রকারেণ) তাঃ গোপ্যঃ দর্শয়ন্ত্যঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমাকেশপ্রসাধনাদিকং পরস্পরং প্রদর্শয়ন্ত্যঃ) বিচেতসঃ (বিমনস্কাঃ সত্যঃ) চেরুঃ (শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানুসরণেন বনাৎ বনান্তরং পরিবভ্রমুঃ) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—এই প্রকারে পূর্ব্বোক্তা ব্রজরমণীগণ পরস্পর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমার কেশপ্রসাধনাদির কথা বলাবলি করিতে করিতে ব্যাকুলচিত্তে বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঃ। স্বাত্মঃরতঃ স্বতস্তুষ্টঃ। আত্মারামঃ স্বক্রীড়ঃ। অখণ্ডিতঃ স্ত্রীবিভ্রমৈনরাকৃষ্টোঽপি। তথা চেৎ কিমিতি রেমে অতঃ আহ কামিনামিতি ॥ ৩৪।৩৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেবং শ্রীগোপীজনমুখেনৈব তয়া সহ তল্লীলাং প্রশংস্য স্বয়মপি প্রশংসতি রেমে ইতি। স্বৈঃ স্বাংশরূপৈর্বৈভবৈঃ বৈকুণ্ঠীয়লক্ষ্ম্যাদিভির্গোষ্ঠসম্বন্ধিপ্রেয়স্যাদিভিশ্চ হেতুভিরপরাপেক্ষরহিততয়া তত্তদংশিনি আত্মনি স্বস্মিন্নেব রতঃ স্বেনৈব পূর্ণকাম ইত্যর্থঃ। তাদৃশোঽপি তথা আত্মারামঃ স্বরূপানন্দাবেশ-তৎপর ইত্যর্থঃ। তাদৃশোঽপি তয়া হেতুনা রেমে তত্তদনাদৃত্য নন্দতি স্ম। তত্র হেতুস্তয়েত্যর্থঃ। তচ্ছব্দস্য বক্তৃবুদ্ধিস্থবৈলক্ষণ্যব্যঞ্জকত্বাৎ সর্ব্বাধিকতৎপ্রেমাশ্রয়বিষয়রূপয়েত্যর্থঃ। রেমে তয়া চাত্মরত ইতি পাঠে আত্মারামশব্দেন পৌনরুক্ত্যাপাতাৎ তৎপূর্ণকামাত্বকত্বাদেবাত্মরত ইতি লভ্যতে। চশব্দশ্চ যথা তয়া তস্য রমণং তাভির্বিতর্কিতং, তথা রেমে চ ইতি বোধয়তি। তদেবমপি পূর্ব্ববদেব বিবক্ষিতং। নন্বু তাতির্লক্ষ্ম্যা-দিভিঃ প্রেয়স্যাদিভিরপি তস্য রমণং দৃশ্যতে তত্রাহ অখণ্ডিতঃ। অনয়া হেতুনা যথা ততস্ততঃ খণ্ডিতঃ স্যাৎ স্বপতেঃ সকাশাৎ খণ্ডিতানায়িকাবন্মনসা বিচ্যুতঃ স্যান্ন তথাস্যাঃ সকাশাদয়ং লক্ষ্ম্যাদিভির্হেতুভির্নকদাচিদপী-ত্যর্থঃ। অতঃ প্রেমনির্জ্জিতত্বাদনেন তস্যাং স্বং সর্ব্বং সমর্পিতমিতি সূচিতং। তচ্চ প্রিয়জনপ্রেমবশত্বং তস্য মহানেব গুণ ইতি পূর্ব্বং বহুশো লিখিতং। শ্রীভাগবতামৃতে চ বিবৃতং। তদেবং তস্যা এতাদৃশঃপ্রেমা যেন তাদৃশোঽপ্যসৌ বশীচক্রে তস্য চৈতাদৃশঃ যেন তাদৃশাত্মারামতাপি তিরশ্চক্রে। তদেবং তাদৃশালম্বনত্বপ্রেমবশত্ব-বিহীনাঃ কামিনঃ কামিন্যশ্চ স্বমহিম্না পরাস্ততয়া দর্শিতা ইত্যাহ কামিনাং দর্শয়ন্নিতি। অত্র কামিনামিতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে।
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাং।
হিত্বা গোপীঃ কাময়ানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥ ৩৬

মলমূত্রাদিতয়া পরিণামিভিরন্নজলাদিভিস্তর্প্যমাণো যো দেহস্তত্তর্পণেচ্ছারূপকামস্বভাবানাং নতু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহতয়া স্বতস্তৃপ্তানাং নতুবা প্রিয়জনতর্পণমাত্রস্বসুখলক্ষণপ্রেমস্বভাবানামিত্যর্থঃ। তেষাং দৈন্যং দুর্গতত্বং। তথা স্ত্রীণামপি মলমূত্রেত্যাদিলক্ষণানাং নতু তস্যাপি রমণহেতুতাবগতসচ্চিদানন্দেত্যাদিলক্ষণানামিত্যর্থঃ। তথাচ তাসাং তদ্বিরোচনযোগ্যতা বক্ষ্যতে তাভির্বিধুতশোকাভিরিত্যাদিনা। তদন্যস্ত্রীণাং দুরাত্মতাং তাদৃশদুর্গতনায়কং বশীকৃত্য হর্ষগর্ব্বাদিদুষ্টস্বভাবতামিত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীরুক্মিণীদেব্যা—ত্বক্শ্মশ্রুরোম-নখকেশেত্যাদিনা। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য তাবদ্বৈলক্ষণ্যমুক্তমেব। যা তে পদাব্জমিত্যাদৌ তদ্বৈলক্ষণ্যানুভবযোগ্যাশ্চ কাশ্চিদেব তদ্বদ্বিলক্ষণা এব ভবন্তীতি চ জ্ঞাপিতং। তদেবং তেষাঞ্চ দৈন্যং তাসাং দুরাত্মতাং দর্শয়ন্নিতি। দর্শয়দ্বিধুপরাজয়ং রমাবক্ত্রমুল্লসতি ধৃতলাঞ্ছনমিতিবৎ, সৎসরসিজোদরশ্রীমুষেতি বচ্চ। বাগ্‌ভঙ্গ্যা স্বতস্তত্তন্নিষ্কর্ষাতিশয়ঃ এব প্রতিপাদিতঃ নতু বুদ্ধিপূর্ব্বিকা। তেন তদ্দর্শনে সতি স্বাত্মরতত্বাদিকে কামিদৈন্যাদি-দর্শনার্থমুপহাসকজনবত্তদনুকরণমপি ন ঘটতে ইত্যন্যথা তু ন ব্যাখ্যাতং। ভক্তপ্রেমবশতা তু "নাহমাত্মানমাশাস" ইত্যাদিষু বহুষু সম্মতৈব ॥ ৩৪। ৩৫

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণঃ (গোপীজনপ্রাণবল্লভঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনঃ) অন্যাঃ (শ্রীরাধাব্যতিরিক্তাঃ) স্ত্রিয়ঃ (ব্রজযোষিতঃ) বনে বিহায় (পরিত্যজ্য) যাং গোপীং অনয়ৎ (বিহারার্থং নির্জ্জনবনপ্রদেশে নীতবান্) সা চ (শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা সা গোপী) তদা (যদা শ্রীকৃষ্ণস্তাং বহুশো মানয়ামাস) তদা আত্মানং সর্ব্বযোষিতাং (সর্ব্বাসামেব ব্রজরমণীণাং মধ্যে) বরিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠং) মেনে (অমন্যত) অসৌ (যতোঽয়ং পরমস্বতন্ত্রঃ পরমদুর্লভশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ) কাময়ানাঃ (তমেব কাময়মানাঃ) গোপীঃ (ব্রজযোষিতঃ) হিত্বা (পরিত্যজ্য) প্রিয়ঃ (মদেক প্রেমকর্ত্তা সন্) মাং (মামেব) ভজতে (প্রেম্না অনুবর্ত্ততে) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—গোপীজনপ্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, সমস্ত গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যে গোপীকে লইয়া নির্জ্জন বনপ্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, সেই গোপী শ্রীকৃষ্ণের নিকট নানাভাবে প্রেমাদর পাইয়া নিজেকে সমস্ত গোপী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার চরণসেবা-প্রার্থিনী সমস্ত গোপরমণীকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই সহিত বিবিধ প্রেমব্যবহার করিতেছেন ॥ ৩৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অত্রেত্যেবমিতি পদ্যার্দ্ধদ্বয়ং তেষামসম্মতং। পূর্ব্বার্দ্ধে সতি রেমে তয়েত্যস্য শুকোক্তিত্বাসঙ্গতেঃ। উত্তরার্দ্ধে সতি সা চেতি মাত্রোত্থাপনাসঙ্গতেঃ। তদেবং তয়োক্তং প্রেমাণং প্রশংস্য প্রকৃতং তাদৃশং তদ্বিলাসময়ং মানং তৎপ্রসাদনাদিকমপি তৎপোষণার্থং বর্ণয়তি সা চেতি সপাদত্রয়দ্বাভ্যাং। সা চ তদা মেনে ইত্যনেন পূর্ব্বং তাসু মধ্যে বর্ত্তমানায়া অপি তস্যাস্তাদৃশো মদো নাসীদিদানীমেব জাত ইতি লভ্যতে। তচ্চৈবং তাদৃশভাবে হি তাসাং দ্বিধা মানাবস্থা সম্ভবতি। কান্তৈকস্ফুরণে হর্ষাদিপ্রচুর-স্থায়িময়ী কথঞ্চিদন্যস্ফুরণে গর্ব্বাদিপ্রচুরস্থায়িময়ীতি। অতস্তস্যা গাঢ়ানুরাগপ্রাধান্যেন তদেকস্ফূর্ত্তিময্যা বহুকালং ব্যাপ্য হর্ষাদিমধ্যেব জাতা। সম্প্রতি কথঞ্চিদ্বাহ্যে জাতে তু পরেতি। আত্মবরিষ্ঠত্বে হেতুঃ গোপীঃ সর্ব্বা এব। তত্রাপি কাময়ানা কাময়মানা অপি হিত্বা, অসৌ অনির্ব্বচনীয়বিচিত্রমাহাত্ম্যঃ পরমস্বতন্ত্রোঽতিদুর্লভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ। ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥৩৭
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি। ততশ্চান্তর্দ্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥ ৩৮

ইত্যর্থঃ। তত্রাপি প্রিয়ঃ মদেকপ্রেমকর্ত্তা সন্, ভজতেঽনুবর্ত্ততে। অত্রান্যস্ফুরণেঽপি গোপীনামেব স্ফূর্ত্তির্তু পূর্ব্বাস্বিব সামান্যস্ত্রীণাং ইত্যেতদংশেঽপি বৈশিষ্ট্যং দর্শিতং ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তাদৃশনিজশ্রেষ্ঠতামননানন্তরং) বনোদ্দেশং (বনপ্রদেশবিশেষং) গত্বা দৃপ্তা (শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমব্যবহারতো গর্ব্বিতা সতী) কেশবং (শ্রীকৃষ্ণং) অব্রবীৎ অহং চলিতুং ন পারয়ে (নৈব শক্নোমি) যত্র তে মনঃ (যত্র ত্বং জিগমিষসি তত্র) মাং নয় (পূর্ব্ববৎ অঙ্কে নিধায় নয়)॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—তদনন্তর সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমব্যবহারগর্ব্বিতা গোপী, গভীর বনপ্রদেশে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—আমি আর চলিতে পারিতেছি না। আমাকে ক্রোড়ে করিয়া তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় সেখানে লইয়া যাও॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—স্ত্রীণাং দুরাত্মাতমাহ সা চেতি দ্বাভ্যাং কামো যানম্ আগমনসাধনং যাসাং তাঃ গোপীর্হিত্বা মাং ভজতে। ইতি হেতোরাত্মানং বরিষ্ঠং মেনে ইতি ॥ ৩৬।৩৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততো বরিষ্ঠমননানন্তরং বনপ্রদেশবিশেষং তেনৈব সহ গমনক্রমেণাগ্রতো গত্বা, দৃপ্তা গর্ব্বিতা সতী কেশবং কেশান্ তদীয়ান্ বয়তে গ্রথ্নাতীতি তং। অতএবাব্রবীৎ। কিং তদাহ—ন পারয়ে ইতি বহুপরিভ্রমণেন পরিশ্রান্তত্বাদিতি ব্যাজময়ী হেতুব্যঞ্জনা। নন্বু মুগ্ধে তাভ্যো দূরমগ্রে স্থানান্তরং হৃদ্যং গন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ নয়েতি। পূর্ব্ববদঙ্কে নিধায় ত্বমেব নয়েত্যর্থঃ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—এবং (উক্তপ্রকারেণ) উক্তঃ (তয়া কথিতঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রিয়াং (তামেব প্রিয়তমাং) স্কন্ধে (মদীয়স্কন্ধে) আরুহ্যতাং ইতি আহ (কথয়ামাস।) ততশ্চ (তদনন্তরঞ্চ) কৃষ্ণঃ (তস্যাঃ স এব প্রীতিকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণঃ) অন্তর্দ্দধে (অন্তর্হিতো বভূব, ততঃ) সা (শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা) বধূঃ (ব্রজরমণী) অন্বতপ্যত (মূহুর্বিললাপ)॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ, সেই ব্রজরমণীর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, তবে তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং সেই ব্রজরমণী বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা।—কামিনাং দৈন্যং দর্শয়তি এবমুক্ত ইতি। অখণ্ডিতত্বমাহ ততশ্চেতি। তস্যাং স্কন্ধারোহোদ্যতায়ামন্তর্হিত ইত্যর্থঃ॥ ৩৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেবং তস্যাঃ স্বাধীনভর্তৃকাত্বোচিতং কৃত্রিমালস্যাদিময়ং নর্ম্মবচনং শ্রুত্বা স্বয়মপি সনর্ম্মৈবান্তর্হিত ইত্যাহ এবমিতি পাদত্রয়েণ। স্কন্ধে মদংসে আরুহ্যতাং ইত্যাহ। ইদঞ্চ নর্ম্মণৈব প্রিয়ামিত্যুক্তেঃ। তথাহি। যোঽন্যমুখে দুর্ব্বাদঃ প্রিয়তমবদনে স এব পরীহাসঃ ইতরেন্ধনজো ধূমঃ, সোঽয়মগুরুসম্ভবো ধূপ ইতি। যদ্বা 'স্কন্ধঃ প্রকাণ্ডে কায়ে চ বাহুমূলসমূহয়ো'রিতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। কায়ঃ স চ যুক্তত্বাদক্ষোভাগ ইতীদমপি নর্ম্মৈব। ততস্তদনন্তরং। ত্বর্থে চকারঃ ভিন্নোপক্রমে অন্তর্দ্দধে চ ইতি। সমুচ্চয়ে বা। তস্যাঃ সকাশাদপ্যন্তর্দ্ধানেঽস্মিন্নীর্ষাপগমাৎ। সপত্নীনামৈকমত্যমপি প্রয়োজনং জ্ঞেয়ং। পূর্ব্বান্তর্দ্ধানেঽপি তদপি চিকীর্ষিতমিতি এবমেকয়ৈব ক্রিয়য়াঽনেকদুর্ঘটসম্পাদনেন পরমচাতুরী দর্শিতা। অহো উপর্য্যুপরি বুদ্ধীনাং চরন্তীশ্বরবুদ্ধয় ইতি ভাবঃ। তদেবং সম্ভোগোচিতাং স্বাধীনভর্তৃকাত্বময়ীং প্রেমপরাকাষ্ঠাং দর্শয়িত্বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ। দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং ॥ ৩৯

সনর্ম্মণ্যপি বিপ্রলম্ভে পরমদৈন্যমোহাত্মিকাং তৎপরাকাষ্ঠাং দর্শয়ংস্তৎপ্রাশস্ত্যমেব সূচয়তি সেতি সপাদেন। সা তদ্দর্শনৈকজীবনা অন্বতপ্যত মুহুর্বিললাপ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ ।—হা নাথ! (হা প্রাণেশ্বর!) রমণ (হা রতিদায়ক!) প্রেষ্ঠ (হা প্রিয়তম!) মহাভুজ (হা গাঢ়ালিঙ্গনদাতঃ!) ক্বাসি ক্বাসি (ত্বং কুত্র বর্ত্তসে) সখে (হে পরমপ্রেমকর্ত্তঃ!) কৃপণায়াঃ (দীনায়াঃ) তে (তব) দাস্যাঃ (কিঙ্কর্য্যাঃ) মে (মম) সন্নিধিং দর্শয় ॥ ৩৯

মূলানুবাদ ।—হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! তুমি কোথায় আছ? তোমার এই দীনা কিঙ্করীকে দেখা দাও ॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা ।—অনুতাপমাহ হা নাথেতি ॥ ৩৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—বিলাপমেবাহ হা নাথেতি। হা খেদে আর্ত্তিসম্বোধনে বা। তচ্চ সর্ব্বত্রৈব যোজ্যং। নাথ স্বামিতয়া পালক। রমণ কান্তোচিতসুখপ্রদ। প্রেষ্ঠ মদ্বিষয়কতদুচিতপ্রেমবিস্তারক। ক্বাসি এবমেবং ময়ি স্নিগ্ধোঽপি সংপ্রত্যেকাকী ক্ব বর্ত্তসে। হা হা তদজ্ঞানেন মম চিত্তং ক্ষুভ্যতীতি ভাবঃ। বিপ্রাপ্তিবৈয়গ্র্যেণ। পুনরালিঙ্গনাদিনিজসৌভাগ্যস্মাকরেণ নিজরসোদ্দীপকতদঙ্গবিশেষসৌন্দর্য্যস্মরণেন মুহুস্তীবাহ মহাভুজেতি। পুনরতিদৈন্যেনাহ দাস্যা ইত্যাদি। তত্রৈব কিং পুনরপি মমালিঙ্গনাদিলাভায় মমাবাসং মৃগয়সীত্যাশঙ্ক্য নহি নহীত্যাহ। সখে দত্তনিজসাহচর্য্যসৌভাগ্যসন্নিধিং নিজসন্নিধানমপি দর্শয় জ্ঞাপয় মাত্রং। সাহচর্য্য-দানেন ভবতৈব জনিতব্যসনানি সম্প্রতি তত্র মা গৃহ্লামি কিন্তু ত্বমত্র বিন্যস ইতি মনসাপি নিশ্চয়তঃ স্বস্থা তবেয়মিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ—দাস্যাঃ সখ্যাদাবযোগ্যায়াঃ কিন্তু তাদৃশতৎকৃপয়ৈব বলাদুৎপাদিতত্বাদেক-সুখানুকূল্যতাৎপর্য্যায়া ইত্যর্থঃ। তত্রাপি কৃপণায়াঃ তদিদং দুঃখং সোঢ়ুমশক্তায়াঃ পরিহর্ত্তুঞ্চাজানত্যা ইত্যর্থঃ। অতো ন ময়ি বঞ্চনা কার্য্যা নাপি নিজানুতাপবীজং ব্যপ্তব্যমিতি ভাবঃ। ঔদার্য্যনামা চানু-ভাবোঽয়ং। যথোক্তং। ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধা ইতি। ততশ্চ সা বিমুহ্য হন্ত ভূমাবপতৎ ইতি জ্ঞেয়ং। অগ্রে মোহিতামিত্যুক্তেঃ ॥ ৩৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—শ্রীকৃষ্ণান্বেষণরতা ব্রজবনিতাগণ বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন ও তৎপরে তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহাতে তাঁহারা নানাবিধ ভাবের আবেগে কত কথাই বলিলেন এবং পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পচয়ন এবং প্রিয়তমার কেশ প্রসাধন প্রভৃতি লীলার সম্ভাবনা করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন এবং ঈর্ষা, অসূয়া, মাৎসর্য্য প্রভৃতি নানাবিধ ভাবের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনী ব্রজরমণীকে শ্রীরাধিকা বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই কিংবা নানা ভাবের সম্ভাবনা ব্যতীত প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকার প্রেম ব্যবহারই দেখিতে পারেন নাই। এইজন্য পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব "রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ" প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার বিবিধ প্রেম-ব্যবহার বর্ণনা করিয়াছেন।

তাহার মধ্যে "রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীশুকদেব প্রতিপাদন করিয়াছেন যে—শ্রীভগবান্ স্বাত্মরত, আত্মারাম এবং অখণ্ডিত হইয়াও তাঁহার সঙ্গিনী সেই ব্রজরমণীর (শ্রীরাধিকার) সহিত রমণ করিলেন। আত্মরত, আত্মারাম এবং অখণ্ডিত এই তিন বিশেষণে শ্রীভগবানের যে পরিচয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে – যদিও তাঁহার কাহারও সহিত রমণের কিংবা মিলন বিহারাদির কোনই প্রয়োজন নাই, কিন্তু তথাপি শ্রীভগবান্ তাঁহার সঙ্গিনী সেই ব্রজরমণীর সহিত রমণ করিয়াছেন। স্বাত্মরত প্রভৃতি তিনটি বিশেষণে শ্রীভগবানের যে অনন্যসাধারণ স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে—তিনি "স্বাত্মরত" "স্বস্য আত্মনা স্বভাবেনৈব রত স্তুষ্টঃ" তাঁহার স্বভাবই এই যে তিনি কোন প্রকার বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া, কিংবা অন্য কাহারও কোন প্রকার সাহায্য ব্যতীতই সর্ব্বদা তুষ্ট। কোন প্রকার অসন্তোষ কিংবা অপূর্ণতা তাঁহাতে কখনই স্থান পায় না। সেইজন্য তাঁহাকে "স্বাত্মরত" বলা হয়। তিনি সর্ব্বদাই স্ব-স্বরূপানন্দে পরিপূর্ণ। তাঁহার আনন্দোপভোগ করিবার জন্য কোন প্রকার বাহ্য বস্তুর প্রয়োজন হয় না। এজন্য তিনি "আত্মারাম" (আত্মনি আরমতে নতু পরং কিঞ্চিদপেক্ষতে)। যদিও তিনি শতকোটী গোপ-রমণীগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সহিত বিবিধ বিলাসবিহারাদি করেন এবং গোপরমণীগণের নানাপ্রকার প্রেমসেবাগ্রহণ করেন, তথাপি তিনি "অখণ্ডিত" অর্থাৎ শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত বিলাসেও তাঁহার চিত্ত তাহাতে আবিষ্ট কিংবা আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই আত্মরত, আত্মারাম ও অখণ্ডিত ভগবান্ও তাঁহার সঙ্গিনী সেই গোপরমণীর (শ্রীরাধিকার) সহিত রমণ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় যে—

অতঃ প্রেমনির্জ্জিতত্বেন তস্যাং সর্ব্বস্বমর্পিতমিতি সূচিতং। তচ্চ ভক্তবৎসলবরস্য প্রিয়জনপ্রেমপরবশস্য তস্য ন দোষঃ কশ্চিৎ। প্রত্যুত নিজ ভগবত্তাসারপ্রকটনরূপো মহাগুণ এব। (বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

প্রেমাধীন শ্রীভগবান্ পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার আত্মারামতা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গুণই বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহাতে সেই ভক্তবৎসল-শিরোমণি এবং ভক্তাধীন ভগবানের কোনই দোষ নাই। প্রত্যুত তিনি তাঁহার ভগবত্তার সারস্বরূপ মাধুর্য্যের প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ভক্তবাৎসল্য গুণেরই প্রকাশ হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত এই যে—স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য এই তিনের পরিপূর্ণতার নামই ভগবত্তা। শ্রীভগবানের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ, ঐশ্বর্য্য সর্ব্ববশীকারিত্ব এবং মাধুর্য্য সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্ব। শ্রীকৃষ্ণলীলায় এই তিনেরই পূর্ণাভিব্যক্তি দেখা যায় বলিয়া "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই শ্রীমদ্ভাগবত-বচনে শ্রীকৃষ্ণেরই পূর্ণতমতা ঘোষিত হইয়াছে। জ্ঞানিগণ জ্ঞানযোগে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপমাত্রের অনুসন্ধান করেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার ঐশ্বর্য্য কিংবা মাধুর্য্যের অনুসন্ধান করেন না। সেইজন্য তাঁহারা জ্ঞান-সাধনার সিদ্ধিদশায় সচ্চিদানন্দস্বরূপে বিলীন হইয়া যান, কিন্তু ভগবত্তার অনুসন্ধান পান না। ঐশ্বর্য্যজ্ঞাননিষ্ঠগণ শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান পাইলেও মাধুর্য্যাস্বাদন করিতে পারেন না। কিন্তু প্রেমবান্ ভক্তগণ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ মনন করিয়া তদুচিত সেবায় তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীভগবান্ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইলেও, মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার এবং ব্রজলীলাতেই তাহার পূর্ণ প্রকাশ।

মাধুর্য্য ভগবত্তাসার, ব্রজে কৈল পরচার, তাহা শুক, ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানামতে, যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

সুতরাং শ্রীভগবান্ স্বাত্মরত, আত্মারাম ও অখণ্ডিত হইয়াও যে পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভগবত্তাসার মাধুর্য্যেরই পূর্ণবিকাশ হইয়াছে। একমাত্র গোপীভাব-দর্পণ ব্যতীত আর কুত্রাপি শ্রীভগবানের এই মাধুর্য্যের বিকাশ হয় না। সমস্ত গোপীগণ মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয়বিগ্রহ। সুতরাং তাঁহার সৎপ্রেমদর্পণে শ্রীভগবানের যে প্রকার মাধুর্য্য বিকাশ হয় তাহা আর কুত্রাপি হয় না। এই জন্য তিনি শতকোটি ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ প্রেমব্যবহারে রত হইয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এক অভিনব ধারণা দিয়াছেন—

নন্থ তস্য বৈষম্যমেতদিত্যাহুঃ—আস্থ বিরহিতাস্থ গোপীষু আত্মরতঃ আত্মনা মনসা রতং রমণং যস্য সঃ তয়া সহ নীতয়া রেমে। নন্থ কথমেতজ্জ্ঞাতমিত্যাহুঃ—আত্মারামঃ অচিন্ত্যপরমৈশ্বর্য্যঃ অতএব অখণ্ডিতঃ অখণ্ডপ্রেমা তুল্যপ্রেমেত্যর্থঃ। দক্ষিণনায়কত্বাৎ, "ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতমিতি তস্য স্বোক্তেশ্চ। তেন তাস্থ মানসং রমণমস্যাং কায়িকমিতি॥ (বৃহৎক্রমসন্দর্ভটীকা)

শ্রীভগবান্ শতকোটি ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ বিহারে রত হইলেন বলিয়া তাঁহার বৈষম্য দোষ হয় নাই। কেননা, তিনি শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত মানসিক সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন (আস্থ পরিত্যক্তগোপীষু আত্মনা মনসৈব রতং রমণং যস্য সঃ) এবং সঙ্গিনী ব্রজরমণীর সহিত বিলাসে রত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান "আত্মরাম" অর্থাৎ অচিন্ত্য পরমৈশ্বর্য্যনিকেতন—সুতরাং তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। তিনি "অখণ্ডিত" অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গিনী ব্রজরমণী এবং পরিত্যক্তা ব্রজরমণীগণকে তুল্য ভাবেই ভালবাসিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ যখন এই সমস্ত পরিত্যক্তা ব্রজরমণীগণের সহিত আবার মিলিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের বলিয়াছিলেন "আমি তোমাদের অলক্ষ্যে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম" (ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং) অতএব শ্রীভগবান্ তাঁহার সঙ্গনী ব্রজরমণীর সহিত দৈহিক রমণ এবং অন্যান্য শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত মানস রমণ করিয়াছিলেন।

শতকোটি ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাসহ রমণে শ্রীভগবান্ যেমন তাঁহার প্রেমবশ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ আবার জগতের জীবের কল্যাণ বিধানও করিয়াছেন।

ন চৈবং কেবলং নিজপ্রিয়া এব আনন্দিতাঃ; অন্যেষামপি হিতং কৃতমিত্যাহ কামিনামিতি। কামবশৈঃ স্ত্রীবশৈশ্চ ন ভাব্যমিতি লোকান্ শিক্ষয়ামাসেত্যর্থঃ। তত্র যথা শ্রীভগবান্ নিজাচরিতেন পুংসঃ শিক্ষয়তি তথা তৎপ্রিয়াপি স্ত্রিয়ঃ শিক্ষয়ন্তী দুরাত্মতাং দর্শয়ামাস॥ (বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীটীকা)

"রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ" প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনায় জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ নিত্যতৃপ্ত, আত্মারাম এবং সর্ব্ববিধ স্ত্রীবিভ্রমে অনাকৃষ্টচিত্ত হইয়াও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রেমবশ্যতা গুণে পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য তাঁহার সহিত রমণ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের এই রমণে ইহা ছাড়া আরও কিছু উদ্দেশ্য এই যে—ইহাতে তিনি জগতের জীবের প্রভূত হিতাচরণ করিয়াছেন। "কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাং" এই শ্লোকার্দ্ধে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা দ্বারা তিনি জগতের জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে—কখনও কামবশ কিংবা স্ত্রীবশ হইতে নাই। কামাসক্ত স্ত্রীবশীভূত ব্যক্তির সর্ব্বদাই দীনভাবে ও অপূর্ণ চিত্তে দিন যাপন করিতে হয় এবং স্ত্রীগণ স্ত্রীবশীভূত পুরুষের উপর নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। এই লীলায় শ্রীভগবান্ শ্রীরাধিকার বশীভূত হইয়া নানাপ্রকার দৈন্য পোষণ করিয়া স্ত্রীবশীভূত ব্যক্তির কি প্রকার দৈন্য ঘটিয়া থাকে, তাহাই জগতের পুরুষগণকে শিক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়াছেন এবং শ্রীরাধিকাও শ্রীভগবানের সহিত নানাপ্রকার দৌরাত্ম্যের ব্যবহার করিয়া জগতের স্ত্রীগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন যে—স্ত্রীগণ, তাহাদের প্রেমে বশীভূত পুরুষের প্রতি এইপ্রকার দৌরাত্ম্য ব্যবহারই করিয়া থাকে।

এই লীলায় শ্রীভগবান্, কামাসক্ত ব্যক্তিগণের দৈন্য এবং কামিনীগণের দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করিবার জন্য নিজে কামাসক্তের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাও কামিনীর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিও কামাসক্ত নহেন কিংবা তাঁহার প্রেয়সী শ্রীরাধিকাও কামিনী নহেন। শ্রীভগবান্ এই লীলায় যে সমস্ত কামাসক্ত ও কামিনীগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী সমালোচনা করিয়াছেন—

অত্র কামিনামিতি মলমূত্রাদিতয়া পরিণামিভিরন্নজলাদিভিস্তর্প্যমাণো যো দেহস্তত্তর্পণেচ্ছারূপকাম-স্বভাবানাং নতু সচ্চিদানন্দবিগ্রহতয়া স্বতস্তৃপ্তানাং, নতুবা প্রিয়জনতর্পণমাত্রস্বসুখলক্ষণপ্রেমস্বভাবানামি-ত্যর্থঃ। তেষাং দৈন্যং দুর্গতত্বং। তথা স্ত্রীণামপি মলমূত্রেত্যাদিলক্ষণানাং নতু তস্যাপি রমণহেতুতাবগত-সচ্চিদানন্দেত্যাদিলক্ষণানামিত্যর্থঃ॥ (লঘুতোষণীটীকা)

মলমূত্রাদিই যাহার পরিণাম, সেই অন্নজলাদির দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেহের তৃপ্তি সাধনের প্রবৃত্তির নাম কাম। (আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং।) যাহারা এই মলমূত্রাদির আকর স্বরূপ জল অন্নাদির দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেহের তৃপ্তি সাধনের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত তাহারাই প্রকৃত-পক্ষে কামাসক্ত। শ্রীভগবান্ এই লীলায় তাহাদেরই দৈন্য প্রদর্শন করিয়া শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যে দেহ সচ্চিদানন্দেরই ঘনীভূত অবস্থা এবং স্বভাবতঃই পূর্ণতৃপ্তিময় ও প্রিয়জনের আনন্দবর্দ্ধনই যে দেহের আনন্দভোগ, তাদৃশ প্রেমস্বভাবময় সচ্চিদানন্দদেহের কথা এখানে বক্তব্য নহে। এই লীলায় যে শ্রীভগবান্ কামিনীগণের দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও পূর্ব্বোক্ত মলমূত্রাদির আকর স্বরূপ অন্নজলাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেহের তৃপ্তিসাধনরতা স্ত্রীগণের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু যে সমস্ত স্ত্রীদেহ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের রমণের উপকরণ, সে দেহ কদাপি অন্নজলাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত কিংবা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা রত হইতে পারে না। সুতরাং এ লীলায় শ্রীভগবান্ কামাসক্তের অনুকরণ করিলেও তিনি কামাসক্ত নহেন কিংবা শ্রীরাধিকার ব্যবহার দেখিয়া দৌরাত্ম্য বলিয়া মনে হইলেও তাহা দৌরাত্ম্য নহে। শ্রীভগবানের প্রেমাধীনতাকেই সাধারণ দৃষ্টিতে কামাসক্তি বলিয়া মনে হয় এবং শ্রীভগবানের আনন্দবর্দ্ধনার্থ শ্রীরাধিকার বাম্যবক্রতাদি ব্যবহারকেই দৌরাত্ম্য বলিয়া মনে হয়।

"কামিনাং দর্শয়ন দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাং" এই শ্লোকার্দ্ধের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলিয়াছেন—

কামিনাং দৈন্যং দর্শয়ন্ স্ত্রীণাঞ্চ দুরাত্মতাং দর্শয়ন্ অনুমানপ্রকারেণ বোধয়ন্। তথাহি যো যঃ কামী স স দীনঃ অনীশ্বরত্বাৎ, যত্র যত্রানীশ্বরত্বং তত্র তত্র দীনত্বং পুরুরবোযযাতিপ্রভৃতিবৎ। যো যো নৈবং স স নৈবং যথাহং। ইত্যন্বয় ব্যতিরেকিণানুমানেন কামিনাং দৈন্যম্। এবং গোপ্যাদয়ো ন দুরাত্মানঃ মদঙ্গ-সঙ্গবত্ত্বাৎ, যত্র যত্র মদঙ্গসঙ্গবত্ত্বং তত্র তত্র ন দুরাত্মত্বং যথা লক্ষ্ম্যাদৌ। যা মদঙ্গসঙ্গবত্যো ন ভবন্তি তা দুরাত্মানো ভবন্তি যথা গোপ্যাদিভিন্নাঃ স্ত্রিয়ঃ। ইত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সামান্যস্ত্রীণাং দুরাত্মতাং দর্শয়ন্নিতি যাবৎ। এতেন নাহং কামী নৈতাশ্চ স্ত্রীত্বেন দুরাত্মানঃ অপিতু মল্লীলোপয়িকত্বাদাসাং স্ত্রীত্বাভাবাৎ বাম্যাদিকং মৎসুখার্থমেব। মম তু আসামনুবর্ত্তনং লীলয়ৈবেতি বাক্যার্থঃ। (বৃহৎক্রমসন্দর্ভটীকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ তাঁহার পরমপ্রীত্যাস্পদ শ্রীরাধিকার সহিত নির্জ্জন বিহার লীলায় কামাসক্ত ব্যক্তিগণের দীনতা এবং কামিনীগণের দৌরাত্ম্য ঘোষণা করিলেন অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা (অনুমান-প্রকারে) জগতের জীবগণকে বুঝাইয়া দিলেন। এবিষয়ে অনুমানের প্রণালী এই যে—কামাসক্ত ব্যক্তিমাত্রেই দীন হইয়া থাকে, কেননা কোনপ্রকার বিষয় ভোগেই কামপরতন্ত্র ব্যক্তিগণের কামনা পূর্ণ হয় না। কামের অপূর্ণতাকেই দীনতা বলা হয়। দরিদ্র তাহার ভিক্ষা লব্ধ অর্থে যেমন অপূর্ণ, সেইরূপ রাজা তাহার রাজ্য ভোগেও অপূর্ণ। সুতরাং দরিদ্র এবং রাজা উভয়েই দীন। যতদিন পর্য্যন্ত কামপরতন্ত্রতা (অনীশ্বরত্ব) থাকে ততদিন কিছুতেই কাম্যবস্তু ভোগে কামনা পূরণ হয় না। সূর্য্যবংশীয় রাজা পুরুরবা উর্ব্বশীর সহিত বিবিধ ভোগবিলাসে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াও অপূর্ণকামনার পার পান নাই এবং চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্য-কন্যা দেবযানী এবং অসুর-রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত সুদীর্ঘকাল ভোগবিলাসে রত থাকিয়াও ভোগকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে পারেন নাই। এই প্রকার কত শত কামাসক্ত ব্যক্তিগণ যে দুর্ব্বার কামানলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া দৈন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু যেখানে কামপরতন্ত্রতা (অনীশ্বরত্ব) নাই সেখানে দৈন্যের লেশগন্ধেরও চিহ্ন পাওয়া যায় না। শ্রীভগবান্, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বনিয়ন্তা; কাজেই তাঁহার কদাপি কামপরতন্ত্রতা সম্ভবপর নহে। সুতরাং তাঁহার কখনই কোন প্রকার দৈন্য কিংবা অপূর্ণতার সম্ভাবনা নাই।

কামাসক্ত এবং কামপরতন্ত্র ব্যক্তিগণের যেমন সর্ব্বদাই দৈন্য ও অপূর্ণতা লইয়া জীবন যাপন করিতে হয়, সেইরূপ কাম্যবস্তু মাত্রেই কামাসক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্বদাই নানাবিধ দৌরাত্ম্য এবং দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকে। কেননা কোনও কাম্যবস্তুই কদাপি কোনও কামাসক্ত ব্যক্তির মনের মত হয় না। জগতের সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তুই তাহাদের স্বভাবিক প্রতিকূলতা বশতঃ সর্ব্বদাই কামাসক্ত ব্যক্তিগণকে নানাভাবে পীড়ন করিয়া থাকে। স্ত্রীসঙ্গকামনার বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা স্ত্রীগণের সহিত সম্বন্ধ করে, তাহারা সর্ব্বদাই স্ত্রীগণের বাম্যবক্রতা প্রভৃতি ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। যাহারা ধনকামনার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা ধনার্জ্জন, ধনসঞ্চয় প্রভৃতিতে লিপ্ত হয়, তাহারাও ধনার্জ্জন, ধনরক্ষা প্রভৃতির অসহনীয় ক্লেশে সর্ব্বদাই ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের স্ত্রীকাম, ধনকাম প্রভৃতি কোন প্রকার কামনাই নাই তাহাদের কদাপি স্ত্রী এবং ধনাদির দৌরাত্ম্য ভোগ করিতে হয় না। কামাসক্ত ব্যক্তিগণই সর্ব্বদা কাম্যবস্তুর দৌরাত্ম্যে দৈন্যময় জীবন যাপন করিয়া থাকে। স্ত্রী এবং ধনাদি সর্ব্ববিধ ভোগ্যবস্তুই নানাবিধ দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ এবং যে সমস্ত কামাসক্ত ব্যক্তিগণ কামনাবাসনাদিপরবশ হইয়া তাহাদিগকে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা কদাপি পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। রাসলীলায় শ্রীভগবান্ স্ত্রীবিলাসে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি স্বতঃপূর্ণ বলিয়া তাঁহার অপূর্ণতা নাই কিংবা তাঁহার ভোগ্য গোপরমণীগণও কোন প্রকার দৌরাত্ম্যদোষদূষিত নহেন। যে সমস্ত ভোগ্যবস্তুর সহিত অশেষসদ্‌গুণমহোদধি শ্রীভগবানের সম্বন্ধ নাই, সেই সমস্ত স্ত্রী এবং ধনাদি ভোগ্যবস্তুই দৌরাত্ম্য প্রভৃতি বিবিধ দোষের আকর এবং যে সমস্ত বহির্ম্মুখ জীবগণ শ্রীভগবানের সেবা ভুলিয়া তাহাদিগকে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা সর্ব্বদাই অপার দৈন্যসাগরে ভাসমান থাকে।

শ্রীভগবান্ স্বতঃপূর্ণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। সুতরাং তাঁহার কোন প্রকার কামাসক্তি কিংবা দৈন্য থাকা সম্ভবপর নহে। শ্রীভগবৎসঙ্গিনী গোপরমণীগণও আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাপূরণনিরতা সামান্য বনিতা নহেন, কাজেই তাঁহাদেরও কোন প্রকার দৌরাত্ম্য থাকা সম্ভবপর নহে। শ্রীভগবান্ আত্মারাম হইয়াও প্রেমাধীনতাস্বভাবে ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিলেন এবং ব্রজরমণীগণও আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা রহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াও শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানার্থ নানাপ্রকার বাম্যবক্রতাদি দৌরাত্ম্য ব্যবহার করিয়া তাঁহার সহিত বিহারাদি করিয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। এই লীলায় শ্রীভগবান্ অনাসক্ত হইয়াও কামাসক্তের ন্যায় ব্যবহার করিয়া কামাসক্ত ব্যক্তিগণের দৈন্য এবং ব্রজরমণীগণও সর্ব্বসদ্‌গুণ পূর্ণ হইয়াও বাম্য বক্রতাদি ব্যবহারে জাগতিক রমণীগণের দৌরাত্ম্যের ইঙ্গিত প্রদর্শন করিলেন।

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ, শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন দর্শন, শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন বিন্যাস দর্শনে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বিলাস সম্ভাবনা বর্ণনা করিয়া "রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীরাধিকার সহিত আত্মারাম-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের রমণ বর্ণনা করিলেন। তাহার পর "ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্য স্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ" প্রভৃতি অর্দ্ধ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের অবস্থা বর্ণনা করিলেন যে—এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন এবং তাহার সহিত অন্য কোনও রমণীর পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস সম্ভাবনা করিয়া তাহারই চিহ্ন দর্শন এবং তৎসম্বন্ধে নানাকথা অলোচনা করিতে করিতে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের কথা শেষ করিয়া ইহার পরেই "যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো-বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে" এই অর্দ্ধশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণসহগামিনী ব্রজরমণীর (শ্রীরাধিকার) কথা আরম্ভ করা হইয়াছে। এই শ্লোকের ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় "সাচ মেনে তদাত্মানাং" প্রভৃতি পরবর্ত্তিশ্লোকের অর্থ যোজনা করিবার জন্যই এই শ্লোকের অবতারণা। "শ্রীকৃষ্ণ, অন্যান্য সমস্ত ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যে পরমপ্রেয়সী ব্রজরমণীকে নির্জ্জন বনে লইয়া গিয়াছিলেন—" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী শ্লোকে যোজনা করিলে বাক্য সমাপ্তি হয় যে—সেই গোপী তখন সকল গোপী অপেক্ষা নিজেকেই অধিকতর সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিলেন। (সাচ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাং)।

যাহা হউক, "ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ" এবং "যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে" এই দুই শ্লোকার্দ্ধের শ্রীধরস্বামিপাদ কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও তাঁহার বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকায় ইহার কোনই ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ এবং বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় এই দুই শ্লোকোর্দ্ধের কোনই ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু তিনি লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

"অত্রেত্যেবমিতি পন্থার্দ্ধদ্বয়ং তেষামসম্মতং। পূর্ব্বার্দ্ধে সতি রেমে তয়েত্যস্য শুকোক্তিত্বাসঙ্গতেঃ উত্তরার্দ্ধে সতি "সাচেতি" মাত্রোত্থাপনাসঙ্গতেঃ।" "ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাঃ" এই শ্লোকার্দ্ধের শ্রীধরস্বামিপাদ কোনই ব্যাখ্যা করেন নাই বলিয়া এই দুই শ্লোকার্দ্ধ তাঁহার সম্মত বলিয়া মনে হয় না। "ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাঃ" প্রভৃতি শ্লোকার্দ্ধ স্বীকার করিলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী "রেমে তয়া স্বাত্মবতঃ" প্রভৃতি শ্লোকটিকেও গোপ-রমণীগণের উক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। "যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণঃ" প্রভৃতি শ্লোক স্বীকার করিলে তাহার পরবর্ত্তী "সাচ মেনে তদাত্মানং" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায়—"শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য সমস্ত গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে নির্জ্জন বনে লইয়া গিয়াছিলেন সেই গোপী নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী মনে করিলেন" এই মাত্র তাৎপর্য্য লাভ হয়। কিন্তু "রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ" প্রভৃতি শ্রীশুকদেববচনে সর্ব্ব-গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্যানুসন্ধানের পরই "সা চ মেনে তদাত্মানং" প্রভৃতি শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইলে "শ্রীকৃষ্ণ স্বাত্মরত এবং অখণ্ডিত হইয়াও যে গোপীর সহিত রমণে রত হইলেন, সেই গোপী নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিলেন"—এই প্রকার সঙ্গতি লাভ হয় এবং তাহাতে ব্যাখ্যাও অতি সরস হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রেমেতয়া স্বাত্মরতঃ" প্রভৃতি শ্লোকে আত্মারাম এবং অখণ্ডিত ভগবানের, যে গোপরমণীর (শ্রীরাধিকার) সহিত রমণের কথা জানা গিয়াছে, সে গোপরমণী যে সর্ব্বজগতে অতুলনীয়া তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাঁহার সহিত রমণ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ আত্মারামতা পর্য্যন্ত তুচ্ছ করেন, তাঁহার প্রেম যে কত উচ্চ তাহা ধারণা করাই দুর্ঘট। যাহা হউক, রমণপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানের নিকট বিবিধ প্রেমব্যবহার এবং সমাদর পাইয়া "সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাং" সেই রমণী (শ্রীরাধিকা) তখন মনে করিলেন যে—গোপরমণীগণের মধ্যে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। কেননা শ্রীকৃষ্ণ, সে সমস্ত গোপরমণীগণকে তাঁহার সঙ্গে বিলাসের জন্য উৎসুক জানিয়াও তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রীতিবিধানার্থ আমাকে নির্জ্জন বনপ্রদেশে লইয়া আসিয়া নানাভাবে আমারই মনোরঞ্জন করিতেছেন।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাপুলিনে শতকোটি গোপরমণীগণ সহ মিলিত হইয়া নানাভাবে তাঁহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, (শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ২৯ অধ্যায়ে "বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরু" প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য) সে সময়েও এই গোপরমণী (শ্রীরাধিকা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট নানা ভাবে প্রেমব্যবহার ও সমাদর পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহার এতদৃশ সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রকাশ পায় নাই; প্রত্যুত সে সময়ে তাঁহার প্রেমদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের শতকোটি গোপীগণের সহিত সমব্যবহার ভাল লাগে নাই বলিয়া মানের উদ্রেক হইয়াছিল (সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটিলপ্রেম হইল বামতা॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং) তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন শতকোটি গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং নির্জ্জন বনপ্রদেশে তাঁহার সহিত বিবিধ বিহার করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মানের অবসান হইয়া সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রকাশ পাইল। (সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাং)। শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্যান্য গোপরমণীগণেরও সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রকাশের কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। (এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ। আত্মানং মেনিরে স্ত্রীনাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি। দশমস্কন্ধ ২৯ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে সমাদর লাভে শতকোটি ব্রজরমণীগণের সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রকাশ হইয়াছিল, তাদৃশ সমাদরে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গোপরমণীর (শ্রীরাধিকার) সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রকাশ না হইয়া তাঁহার মানেরই প্রকাশ হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে—শতকোটি গোপরমণীর সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রকাশের সহিত শ্রীরাধিকার সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রকাশের বিশেষ তারতম্য আছে। একমাত্র প্রেমতারতম্য ব্যতীত ইহার আর কোনই কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীরাধিকার প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উক্ত আছে—

সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

মাদন নামক মহাভাবে সর্ব্ববিধ ভাবেরই উল্লাস হইয়া থাকে এবং এই প্রেমই হ্লাদিনী শক্তির পরমসার বলিয়া শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। এই প্রেম একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই বিরাজিত। সুতরাং এই প্রেমে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন হয়, তাহা আর কুত্রাপি সম্ভবপর হয় না। এই প্রেমের নিকট শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃসিদ্ধ আত্মারামতা পর্য্যন্ত তুচ্ছ হইয়া যায় এবং তিনি সর্ব্বতোভাবে এই প্রেমের পরমাধার শ্রীরাধার বশবর্ত্তী হইয়া যান। শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী গোপরমণীগণ যখন বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার পদচিহ্নবিন্যাস দেখিয়া শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত বিলাসের ইঙ্গিত পাইয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ কখনও শ্রীরাধিকাকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন, কখনও তাঁহার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়াছেন, কখনও সেই

 CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত পুষ্প দ্বারা বিবিধ আভরণ প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা তাঁহাকে সাজাইয়াছেন, কখনও বা তাঁহার কেশপ্রসাধন করিয়াছেন ইত্যাদি প্রকার বিবিধ বিলাসের কথা জানা যায়। কিন্তু অন্যান্য গোপরমণীগণের সহিত আলিঙ্গন, করগ্রহণ, নর্ম্মবচনপ্রয়োগ প্রভৃতি বিলাস ব্যতীত অন্য কোনও বিলাসের কথাই জানা যায় না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার বিলাসেই সৌভাগ্যগর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন শতকোটি গোপরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাসহ বিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহাকে স্কন্ধে বহন, তাঁহার কেশ প্রসাধন প্রভৃতি বিবিধ প্রকার প্রেমাধীনতার ব্যবহার করিলেন, তখন তাঁহার সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রকাশ হইল। এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় সমালোচনা করিয়াছেন—

তচ্চৈবং তাদৃশভাবে হিতাসাং দ্বিধা মানাবস্থা সম্ভবতি। কান্তৈকস্ফুরণে হর্ষ্যাদিপ্রচুরস্থায়িময়ী। কথঞ্চিদন্যস্ফুরণে গর্ব্বাদিপ্রচুরস্থায়িময়ীতি। অতস্তস্যা গাঢ়ানুরাগপ্রাধান্যেন তদেকস্ফূর্ত্তিময়ী বহুকালং ব্যাপ্য হর্ষাদি মধ্যেব জাতা। সম্প্রতি কথঞ্চিৎ বাহ্যে জাতে তু পরেতি। (লঘুতোষণীটীকা)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সময়ে দুই প্রকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদের চিত্তে যখন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই স্ফূর্ত্তি থাকে তখন তাঁহাদের স্থায়িভাব-সমুদ্র (শ্রীকৃষ্ণে মধুর রতিই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের স্থায়িভাব) নিরন্তর হর্ষতরঙ্গসমাকুল থাকে। কিন্তু যখন তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তির সঙ্গে অন্য কাহারও স্ফূর্ত্তি হয়, তখন তাঁহাদের স্থায়িভাবসমুদ্র গর্ব্বতরঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপরমণীগণ সকলেই পরমপ্রেমবতী হইলেও প্রেমতারতম্য বশতঃ তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তিরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার চিত্তে যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি স্থায়ী হয়, অন্য কোন গোপরমণীর হৃদয়ে ততক্ষণ স্থায়ী হয় না। শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাপুলিনে শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে বিবিধ বিলাসে রত হইয়াছিলেন, তখন সেই সাধারণবিলাসমাত্রেই শতকোটি গোপরমণীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং কিছুক্ষণ পরেই বাহ্যস্ফূর্ত্তিতে তাঁহাদের মনে হইয়াছিল যে, ত্রিজগতে আমাদের মত ভাগ্যবতী আর কেহই নাই। কিন্তু যমুনাপুলিনের সেই সাধারণ বিলাসে পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিকে গ্রহণই করে নাই, প্রত্যুত শ্রীকৃষ্ণের শতকোটি গোপরমণীর সহিত সমব্যবহার দেখিয়া তাঁহার চিত্তে মানের উদয় হয় এবং তিনি গোপীমণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা।

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তাঁহারে না দেখিয়া ইহা ব্যাকুল হৈলা হরি॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধবিলাসরসাস্বাদনে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া যখন শতকোটি গোপরমণীহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্য স্ফূর্ত্তি হইল, তখনই তাঁহাদের স্থায়িভাব (মধুররতি) সমুদ্রে গর্ব্বতরঙ্গ প্রকাশ পাইল এবং তাঁহাদের তখন মনে হইল যে ত্রিজগতে আমাদের মত সৌভাগ্যবতী আর কেহই নাই। শ্রীকৃষ্ণ তখন শতকোটি গোপরমণীগণের সৌভাগ্য এবং সর্ব্বপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকার মানের উপশম করিবার জন্য রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

পূর্ব্বে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নানা কথা আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং এখানে আর তাহার পুনরুক্তি হইল না। শতকোটি গোপরমণীগণের সৌভাগ্যগর্ব্ব এবং শ্রীরাধিকার মান দেখিয়া, রসিকেন্দ্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে—গর্ব্ব এবং মানের উপশম ব্যতীত গোপরমণীগণের সহিত মিলনবিহারাদিতে কোনই রসাস্বাদন হইবে না। কাজেই তিনি একমাত্র মানিনী শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন, এবং তাহাতে শতকোটি গোপরমণীর সৌভাগ্যগর্ব্ব এবং শ্রীরাধিকার মানের অবসান হইল। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে শতকোটি গোপরমণীর হৃদয়ে প্রবল বিরহবহ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় তাহাতে তাঁহাদের সৌভাগ্যগর্ব্ব ভস্মীভূত হইয়া গেল, এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শ্রীরাধিকা তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাসরসসাগরে নিমগ্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই বিরহবহ্নি স্পর্শ হয় নাই। এই ভাবে দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের সহিত নির্জ্জন বনে বিচিত্র বিলাসরসাস্বাদন করিতে করিতে যখন শ্রীরাধিকারও চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্য স্ফূর্ত্তির প্রকাশ পাইল, তখন তাঁহারও সৌভাগ্যগর্ব্বের উদয় হইল। "সা চ মেনে তদাত্মানং" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীরাধিকার সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রকাশের কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে—যমুনা পুলিনে শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত সাধারণ ভাবে বিলাসারম্ভ মাত্রেই শতকোটি গোপরমণীগণের সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার তখন সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রকাশ হয় নাই। কেননা ইঁহার প্রেম, শ্রীকৃষ্ণের নিকট যেরূপ প্রীতিব্যবহার ও সমাদরাদির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা শত কোটি গোপরমণীসহ বিলাসের সধারণ ব্যবহার মাত্রেই সম্পন্ন হয় না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যখন শত কোটি গোপরমণীকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাকে লইয়া নির্জ্জনে বিবিধবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে স্কন্ধে করা, তাঁহার কেশপ্রসাধন, পুষ্পসজ্জা রচনা প্রভৃতি বিবিধ প্রীতি ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তখন দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন বিলাসরসে মগ্ন থাকিয়া পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি-পরিভাবিত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ অন্য স্ফূর্ত্তির উদ্গম হইল ও তাহাতে তাঁহারও সৌভাগ্যগর্ব্বের সূচনা হইল।

শ্রীরাধিকা এবং শতকোটি গোপরমণীগণের অন্য স্ফূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও বিশেষ তারতম্য দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণবিলাসরসে নিমগ্ন শতকোটি গোপরমণীগণের অন্য স্ফূর্ত্তিতে মনে হইল যে—"ত্রিজগতে আমাদের মত সৌভাগ্যবতী আর কোন রমণীই নাই।" (আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি) কিন্তু পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার অন্য স্ফূর্ত্তিতে কেবলমাত্র গোপীগণের কথাই মনে আসিয়াছিল। "হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ" শতকোটি গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসের জন্য সমুৎসুক হইলেও শ্রীকৃষ্ণ আমারই প্রীতিবিধান করিবার জন্য তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমাকে লইয়াই এই নির্জ্জন বনে বিবিধ বিহার করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে—আমার প্রীতিবিধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন, এবং আমার কেশ প্রসাধন করিয়াছেন, স্বহস্তে কুসুমচয়ন করিয়া তাহাদ্বারা বিবিধ আভরণ প্রস্তুত করিয়া আমাকে সাজাইয়া দিয়াছেন। এই প্রকার কতভাবে যে—শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রীতিবিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সুতরাং শতকোটি গোপরমণীগণের মধ্যে আমার মত সৌভাগ্যবতী আর কেহই নাই। এইরূপে যখন পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিময় চিত্তে কথঞ্চিৎ বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইয়া বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণপরিত্যক্ত গোপীমণ্ডলীর স্ফূর্ত্তি হইল, তখন তাঁহার স্বসৌভাগ্যমননে অন্যহেলন রূপ গর্ব্বের প্রকাশ হইল। তাঁহার এ গর্ব্ব প্রাকৃতজীবের দেহধনজনাদির অভিমানের মত বহির্মুখতার উপসর্গ বিশেষ নহে, এ গর্ব্ব তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেরই পূর্ণ পরিণতি এবং শ্রীকৃষ্ণে মধুর রতিরূপ স্থায়িভাব-সমুদ্রেরই তরঙ্গ বিশেষ। এই সমস্ত গর্ব্বাদি রসশাস্ত্রে সঞ্চারিভাব নামে অভিহিত—

সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং সর্ব্ব ঈর্য্যতে॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের নিকট নানাবিধ প্রেম ব্যবহার এবং সমাদর পাইয়া পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার মনে হইল যে শতকোটি গোপরমণীগণের মধ্যে কেহই এরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই যে—শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্কন্ধে বহন এবং নানাবিধ পুষ্পসজ্জায় সুশোভিত করিয়া আমার মানবর্দ্ধন করিয়াছেন। অতএব শত কোটি গোপরমণীগণের মধ্যে একমাত্র আমার সৌভাগ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপে নিজ সৌভাগ্যদৃষ্টিতেই শ্রীরাধিকার প্রেমসমুদ্রে গর্ব্বের তরঙ্গ প্রকাশ পাইল। তখন তিনি গর্ব্বভারাক্রান্ত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তি স্থানে গমন করিলেন এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—

"যদ্যহং ন চলামি তদায়মপি ন চলিষ্যতি তাবতা সর্ব্বা অপি মিলিষ্যন্তীতি" (বৃহৎক্রমসন্দর্ভটীকা)

আমি যদি এখান হইতে স্থানান্তরে না যাই, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণও স্থানান্তরে যাইতে পারিবেন না! এইভাবে কিছুক্ষণ বিলম্ব করিলে শ্রীকৃষ্ণপরিত্যক্তা সমস্ত গোপরমণীগণই এখানে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইতে পারিবে।

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূগ্রন্থেও শ্রীরাধিকার এই প্রকার মনোভাবই বর্ণিত আছে—

অথ সা পরমকোমলহৃদয়া হৃদয়ালুনামগ্রণীঃ সুভগানাং সুভগানাং সুচিরদুরাপতাকা পতাকেব কেবলমাত্ম-নিষ্ঠয়াবত নিষ্ঠয়ারতমানসা বিচারয়ামাস—

ময্যেকস্যামতিশয় রতিঃ প্রাণনাথো মদাল্য স্তা বি.চ্ছেদাদহহদধতে হা কথং প্রাণযোগং।
তস্মাদাম্যং কিমপি করবৈ যেন নেতো বিদূরং গচ্ছেদেবক্রমত ইহতাস্তাশ্চসর্ব্বামিলন্তি॥

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

অনন্তর সেই পরমকোমলহৃদয়া সহৃদয়াশিরোমণি পরম সৌভাগ্যবতীগণেরও সুদুর্লভা শ্রীরাধিকা কেবলমাত্র তাঁহারই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রমণে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া মনে মনে বিচার করিলেন যে—আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র আমাকেই অতিশয় প্রীতি করেন বলিয়া আমারই সঙ্গে রমণে রত আছেন, কিন্তু হায়! তাঁহার বিচ্ছেদে আমার ললিতা বিশাখাদি সখীবর্গ না জানি কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে! অতএব আমি এখন কোনও প্রকারে বাম্য অবলম্বন করিয়া এই স্থানেই অপেক্ষা করি, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণও আমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিবেন না এবং সেই অবসরে আমার সখীগণও এখানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবে।

টীকাকার শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ, তাঁহার বৈষ্ণবানন্দিনী টীকায় শ্রীরাধিকার মনোভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন—

সর্ব্বমৎসখ্যো বিনা আবাভ্যাং সন্তপ্তাঃ খিদ্যন্তে। মদ্‌বিপক্ষাশ্চতটস্থপক্ষাশ্চ কৃষ্ণং বিনা। তস্মাৎময়ি মৎ-প্রিয়েচ রুক্ষতাদোষহভ্যুদিতঃ। তৎ পরিহারায় ময়া কিঞ্চিদ্বাম্যমাচরণীয়ং। যেনৈব প্রিয়োমন্মনোগতাভিজ্ঞস্তদ্‌দ্রুত-সম্পাদনায়শনৈর্যায়াৎ তেন তাঃ সর্ব্বা মিলেয়ুর্যেনোভয়োরাবয়ো স্তদ্দোষশ্চ নিবর্ত্তেত, মদধিষ্ঠিতা রাসক্রীড়াচ সিধ্যেদিতি বিমর্ষোহৃদি উদভূৎ॥

(বৈষ্ণবানন্দিনীটীকা)

শ্রীকৃষ্ণে সহিত নির্জ্জন বনে বিবিধ বিলাসরসে মত্ত থাকিয়া যখন শ্রীরাধিকার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল তখন তাঁহার ললিতা বিশাখাদি সখীবর্গ এবং বিপক্ষা, তটস্থপক্ষা ও সুহৃৎপক্ষা গোপরমণীর কথা মনে পড়িল (বাহ্য-স্ফূর্ত্তির পূর্ব্বে যখন শ্রীরাধিকার হৃদয়ে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ছিল তখন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন কথাই মনে পড়ে নাই) এবং তাহাতে তাঁহার প্রথমতঃ মনে হইল যে—"শ্রীকৃষ্ণ আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালবাসেন বলিয়া সমস্ত গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমাকে লইয়া নির্জ্জন বনে বিবিধ বিহার করিতেছেন" এইপ্রকার নিজ সৌভাগ্য মননে শ্রীরাধিকার প্রেমসমুদ্রে গর্ব্বতরঙ্গের আবির্ভাব হইল এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কোনও উচ্চস্থানে দাঁড়াইলেন এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিতে করিতে স্বাভাবিক করুণার্দ্রচিত্তে ভাবনা করিলেন যে—হায়! আমার ললিতা বিশাখাদি সখীবর্গ ক্ষণকালও আমাদের না দেখিয়া থাকিতে পারে না। এতক্ষণ আমাদের না দেখিয়া না জানি তাহারা কতই বিরহসন্তাপ ভোগ করিতেছে। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি আমার বিপক্ষাগণ এবং শ্যামলা প্রভৃতি সুহৃৎপক্ষা এবং অন্যান্য তটস্থাগণ আমার জন্য দুঃখিত না হইলেও তাহারা শ্রীকৃষ্ণবির'হ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে সন্দেহ নাই। তাহাদের ছাড়িয়া এই নির্জ্জন বনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিশ্চিন্তবিলাসরসে মগ্ন থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের ও আমার রূক্ষতাদোষ অপরিহরণীয়। এই দোষ পরিহারের জন্য আমার একটু বামতা অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্যত্র না গিয়া এখানেই দাঁড়াইয়া থাকা উচিত। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহা পূরণ করিতে চেষ্টা করিবেন এবং সেই অবসরে আমার সখীবর্গ ও অন্যান্য গোপীবর্গ সকলেই এখানে আসিয়া মিলিত হইবে ও তাহাতে আমাদের সর্ব্ববিধ দোষ পরিহার হইবে। বিশেষতঃ আমি যে রাসক্রীড়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি তাহাও সমস্ত গোপীগণের আগমনে সিদ্ধ হইবে!

ইতঃপূর্ব্বে যখন শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনে বনে বিচরণ করিতেছিলেন এবং বিবিধ বিহারে মত্ত ছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে এমনই তন্ময় ও আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন যে—তখন আর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু জগতে আছে কিনা তাহারও ধারণা ছিল না। এই ভাবে দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাভাবে বিহার করিতে করিতে যখন তাঁহার কথঞ্চিৎ বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল, তখনই তাঁহার ললিতা বিশাখাদি সখীবর্গ এবং অন্যান্য গোপীবর্গে কথা মনে পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যমুনাপুলিনে বিহাররতা শতকোটি গোপরমণীগণের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ স্থানান্তরে চলিয়া গেলেই তাঁহাদের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বনবিহার করিতে করিতেই বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। শতকোটি গোপরমণীগণের বাহ্যস্ফূর্ত্তিতে ত্রিজগতের সমস্ত রমণীর কথা মনে হইয়াছিল, সেজন্য তাঁহাদের সৌভাগ্যগর্ব্ববশতঃ ধারণা হইয়াছিল যে—"ত্রিজগতে আমাদের মত সৌভাগ্যবতী আর কেহই নাই। কেননা একমাত্র আমরা ব্যতীত আর কোন রমণীরই এমন সৌভাগ্যলাভ হয় নাই যে, তাহারা নায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসরসাস্বাদন করিতে পারে।" কিন্তু শ্রীরাধিকার বাহ্যস্ফূর্ত্তিতে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপরমণী ব্যতীত আর কাহারও কথা মনে পড়ে নাই। সেজন্য তাঁহার মনে হইয়াছিল যে-"হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ" সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণকে চায় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আমি ব্যতীত আর কাহাকেও চান না। সেইজন্য তিনি সকল গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমারই প্রীতিবিধানার্থ বনে বনে আমারই সহিত বিবিধ বিলাস করিতেছেন। অতএব শতকোটি গোপরমণীগণের মধ্যে আমার মত সৌভাগ্যশালিনী আর কেহই নাই।

যাহা হউক, এই প্রকার প্রেমোচ্ছ্বাসবশতঃ সৌভাগ্যগর্ব্ববতী শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে কিছু দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া গর্ব্ববিজড়িত স্বরে তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"ন পারয়েঽহং চলিতুং" "আমি আর চলিতে পারিতেছি না"। শ্রীরধিকার এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন যে—বোধ হয় বনভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়াই শ্রীরাধিকা এইরূপ বলিতেছেন, সেজন্য তিনি শ্রীরাধিকাকে বলিলেন এস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার জন্য বিলম্ব করা আমাদের পক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরাপদ নহে; কেননা আমার যাহাদের যমুনাপুলিনে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে সমস্ত গোপীগণ নিশ্চয়ই বনে বনে আমাদের অন্বেষণ করিতেছে। তাহারা যদি এখানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাদের নির্জ্জনবিহারে বাধা পড়িয়া যইবে। অতএব চল, আমরা নিকটস্থ কোনও নিভৃত নিকুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে পুষ্পশয্যায় বিশ্রাম করিবার ব্যবস্থা করি, কিংবা তোমার যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে কোনও নিভৃত কুসুম কাননে প্রবেশ করিয়া সেখানকার কুসুম দ্বারা তোমাকে মনের মত করিয়া সাজাইয়া দেই। এই কথা শুনিয়া স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধিকা গর্ব্বভরে বলিলেন "নয় মাং যত্র তে মনঃ" তোমার যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানেই আমাকে লইয়া যাও। আমি বনভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়াছি, সুতরাং আমার আর চলিবার শক্তি নাই। তুমি ইতঃপূর্ব্বে যেমন আমাকে কণ্টকাকীর্ণ বনভূমিতে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলে এখনও আমাকে সেইভাবেই লইয়া চল।

ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছিল যে—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন এবং তাহার পাশে পাশে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দেখিয়া এবং স্থানে স্থানে ভ্রষ্টকুসুম এবং ছিন্নকেশাদি দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহগামিনী পরমপ্রিয়া ব্রজরমণীকে কখনও স্কন্ধে বহন করিয়াছেন, কখনও বা তাঁহাকে পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিয়াছেন, কখনও বা তাঁহার কেশ প্রসাধন করিয়াছেন ইত্যাদি বহুবিধ বিলাসের ধারণা করিয়াছেন এবং পরস্পর তাহা বলাবলি করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে—শ্রীরাধিকা স্বাধীনভর্তৃকাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই সমস্ত বিলাস করিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার লক্ষণ জানা যায় যে—

স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা। (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

যে নায়িকার প্রেমে বশীভূত হইয়া নায়ক সর্ব্বদাই তাঁহার মনোরঞ্জন করিবার জন্য নিকটস্থ থাকেন, সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলা হয়। ইহারই দৃষ্টান্তরূপে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে প্রদর্শিত আছে—

মুদকুর্ব্বং পত্রাঙ্কুরমনুপমং পীতকুচয়োঃ শ্রুতিদ্বন্দ্বে গন্ধাহৃতমধুপমিন্দীবর যুগং।
সখেলং ধম্মিল্লোপরি চ কমলং কোমলমসৌ নিরাবাধাং রাধাং রময়তি চিরং কেশিমথনঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন—কেশিমথন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে পরমানন্দে নিরুপম পত্রাঙ্কুর রচনা করিলেন, দুই কর্ণে দুইটি নীলপদ্ম অর্পণ করিলেন, তাহার গন্ধে ভ্রমরকুল আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং তাঁহার কেশপাশে সুকোমল কমলমালা বেষ্টন করিলেন—এইভাবে শ্রীরাধিকার সহিত অবাধে বহুতর বিলাস করিতে লাগিলেন।

এই লীলাতেও শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকাকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন এবং তাঁহার কেশপ্রসাধন, তাহাতে বেণীরচনা ও মল্লিকা মালা দ্বারা তাহার শোভাবর্দ্ধন প্রভৃতি বিবিধ বিলাস করিয়াছেন, সুতরাং এই লীলায় শ্রীরাধিকার স্বাধীনভর্তৃকা ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছিল।

স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার গর্ব্ববচন এবং সগর্ব্বব্যবহার নায়কের পক্ষে বড়ই সুখাবহ হইয়া থাকে। কাজেই শ্রীরাধিকা যে—শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ" আমি আর চলিতে পারিতেছি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাও" শ্রীরাধিকার এই গর্ব্ববচন শ্রীকৃষ্ণের বড়ই প্রীতিপ্রদ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

যোঽন্যমুখে দুর্ব্বাদঃ প্রিয়তমবদনে স এব পরিহাসঃ। ইতরেন্ধনজোধূমঃ সোঽগুরুসম্ভবো ধূপঃ॥ (প্রাচীন শ্লোকঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ লোকের মুখে উচ্চারিত হইলে যে কথা অত্যন্ত কটূক্তি বলিয়া মনে হয়, সেই কথাই যদি কোন প্রিয়তম ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হয় তাহা হইলে তাহাকে পরিহাস বলিয়া মনে হয় এবং শ্রবণে পরমানন্দ হয়। জগতে দেখা যায় যে সাধারণ কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহার ধূম কাহারও প্রীতিপ্রদ হয় না, কিন্তু অগুরুকাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহার ধূম, ধূপরূপে ব্যবহৃত হয় এবং তাহা সকলেরই নিরতিশয় প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে।

শ্রীরাধিকা ঘে—গর্ব্ববিজড়িত স্বরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ" ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর পরমানন্দরসে আপ্লুত হইয়া গেল। কেননা স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার গর্ব্ববচন দক্ষিণ নায়কের পক্ষে বড়ই মধুর।

শ্রীরাধিকার "নয় মাং যত্র তে মনঃ" এই বাক্যের মধ্যে কিছু বক্রোক্তিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

"মাং নয়েতি ক নেয়েঽহং যত্রতে মনঃ, তে তব মনঃ যত্র যাত্বিত্যর্থঃ। মনস্তত্তব বিরহিতাসুতাস্বেব, ময়িতু তব শ্রীবিগ্রহএবেতিবক্রোক্তিঃ। অতস্তত্রৈব নয় কিমেতেন নির্ম্মমব্যাপারেণ ব্যবহারেণেতি বহির্বাম্য প্রকাশঃ।" (বৃহৎক্রমসন্দর্ভটীকা)

স্বাধীনভর্তৃকা ভাবে গর্ব্ববতী শ্রীরাধিকা যখন তাঁহার প্রেমাধীন দক্ষিণনায়ক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "আমি আর চলিতে পারিতেছি না; তুমি আমাকে (স্কন্ধে করিয়া) লইয়া যাও" তখন শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাকে কোথায় লইয়া যাইব?" তদুত্তরে শ্রীরাধিকা বলিলেন "যত্রতে মনঃ" তোমার মন যেখানে যায় সেইখানেই আমাকে লইয়া যাও। শ্রীরাধিকার এই বক্রোক্তিভঙ্গিতে জানা যায় যে—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—আমার নিকট তোমার কেবলমাত্র দেহই আছে; কিন্তু তোমার মন সেই বিরহিণী গোপরমণীগণের নিকটেই বাঁধা। অতএব আমাকে তাহাদের নিকটই লইয়া চল। তাহাদের সহিত বৃথা নির্ম্মমব্যবহারের প্রয়োজন কি? এইভাবে শ্রীরাধিকার বাহ্যবাম্য প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীরাধিকার গর্ব্ব, নর্ম্ম ও বাম্যবিজড়িতবচন শ্রবণে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে নর্ম্ম ও সহানুভূতিসূচক মধুর স্বরে বলিলেন—"স্কন্ধমারুহ্যতাং" যদি তোমার বনভ্রমণে পরিশ্রম হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার স্কন্ধে অরোহণ কর। ("স্কন্ধঃ প্রকাণ্ড কায়েচ বাহুমূল সমূহয়োঃ" এই বিশ্বপ্রকাশ বচনে জানা যায় যে—বৃক্ষকাণ্ড, কায়, বাহুমূল এবং সমূহার্থে স্কন্ধশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধিকাকে স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিলেন তাহাতে তাঁহার কায়ে অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে আরোহণ করিতে বলিবারও নিগূঢ় ভঙ্গি আছে।) যাহা হউক, রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধিকাকে স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিলেন তাহাতে তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি এই যে—দীর্ঘকাল আমার সঙ্গে নির্জ্জনবনে বিচরণ ও বিবিধবিলাসরসাস্বাদন করিয়া পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকা এতই আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন যে সুনায়িকাগণের স্বাভাবিক বাম্য বিসর্জ্জন দিয়া তিনি এখন দাক্ষিণ্য অবলম্বন করিয়াছেন। সেইজন্য আমি তাঁহাকে লইয়া নিভৃতনিকুঞ্জে গমনের বাসনা জানাইলেও তিনি তাহাতে বাম্য প্রকাশ না করিয়া স্পষ্টই আমাকে বলিলেন "নয় মাং যত্র তে মনঃ" (তোমার যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই লইয়া যাও।) সুনায়িকাগণ কখনও নায়কের এই প্রকার বিলাস বাসনায় স্পষ্ট ভাষায় সম্মতি প্রদান করেন না। বাম্য-বশতঃ অসম্মতি প্রকাশ এবং লজ্জায় সঙ্কুচিত থাকাই সুনায়িকাগণের স্বাভাবিক ব্যবহার। কিন্তু সুনায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধিকা আমার সঙ্গে বিবিধ বিলাসরসে আত্মহারা হইয়া নিজ স্বভাব ভুলিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সময়ে আমি যদি সুনায়কের স্বভাবানুসরণ করিয়া সম্ভুক্ত-নায়িকা শ্রীরাধিকার প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করি, তাহা হইলে আমাদের বিলাসরসাস্বাদনে বাধা পড়িয়া যাইবে। কেননা নায়ক ও নায়িকা উভয়েই যদি দাক্ষিণ্যভাবাপন্ন কিংবা বাম্যভাবাপন্ন হন, তাহা হইলে পরস্পরের মিলনরসাস্বাদনে ব্যাঘাত হয়। নায়ক ও নায়িকা যদি দাক্ষিণ্য ও বাম্য বশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হন, তাহা হইলেই মিলনের প্রকৃত রসাস্বাদন হয়। অতএব শ্রীরাধিকা যেমন তাঁহার স্বাভাবিক বাম্য বিসর্জ্জন দিয়া দাক্ষিণ্য অবলম্বন করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ আমার স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য বিসর্জ্জন দিয়া বাম্য অবলম্বন করিব এবং তাহাতে আমাদের পরিপূর্ণরূপে মিলনরসাস্বাদন হইবে।

বিশেষতঃ পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার আমার সহিত মিলনরসমত্ততা এবং আমার বিরহজনিত তীব্র সন্তাপ এই উভয় অবস্থাই আমার দেখিতে ইচ্ছা ছিল এবং অন্যান্য সমস্ত গোপীবর্গকে দেখাইতে ইচ্ছা ছিল। তাহার মধ্যে আমার সহিত মিলনে শ্রীরাধিকার যে পরমানির্ব্বচনীয় রসমত্ততার আবির্ভাব হয় তাহা আমি এতক্ষণ প্রত্যক্ষ করিলাম। অন্যান্য গোপীবর্গ ইহা সাক্ষাৎ না করিলেও অনুমানে শ্রীরাধিকার অনন্যসাধারণ সৌভাগ্যের পরিচয় পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বিরহে পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার কি যে পরমানির্ব্বচনীয় দশার প্রকাশ হয়, তাহা আমিও জানি না কিংবা অন্যান্য কোনও গোপরমণীরই তাহার ধারণা নাই। যদিও এখন শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত গোপরমণীই আমার বিরহে ব্যাকুল হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছে, তথাপি তাহাদের বিরহদুঃখ পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার বিরহদুঃখের সহিত তুলনায় অতীব অকিঞ্চিৎকর হইবে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। দীপশিখায় অঙ্গদাহ হইলে তাহা মহাবাড়বানলের তীব্র জ্বালার তুলনায় যে অতি তুচ্ছ তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীরাধিকার সহিত নির্জ্জন বিলাস বাসনায় আমি যে সমস্ত ব্রজরমণীগণকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাহারা আমার বিরহদুঃখে সন্তপ্তা হইয়া বনে বনে আমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন আমার বিরহবাড়বানলদগ্ধা পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবে, তখন তাহাদের আর নিজ নিজ বিরহ দশার তুচ্ছ অনুভূতির ধারণাই থাকিবে না এবং সকলেই একমত হইয়া শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়া আমাকে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। তখন আমি যথাসময়ে সকলের সহিত মিলিত হইয়া রাসনৃত্য রসাস্বাদন করিব। পরিত্যক্তা ব্রজরমণীগণ যদি শ্রীরাধিকার বিরহদশা প্রত্যক্ষ না করিয়া কেবলমাত্র আমার সহিত শ্রীরাধিকার মিলনানন্দ উপভোগেরই ধারণা পোষণ করে তাহা হইলে তাহাদের চিত্তে কখনই সন্তোষ কিংবা আনন্দ হইবে না। কজেই তাহাদের সহিত রাসনৃত্যরসাস্বাদন করাও সম্ভবপর হইবে না। অতএব আমি যদি এখন দাক্ষিণ্য পরিত্যাগ করিয়া বাম্যভাবালম্বন করি এবং শ্রীরাধিকার "নয়মাং যত্র তে মনঃ" (তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমাকে লইয়া যাও) এই সম্মতি অনুসারে তাঁহাকে নিভৃত নিকুঞ্জে লইয়া না গিয়া কোনও ক্রমে আমি অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমার নানাপ্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এই কথা মনে করিয়া স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, পরমপ্রেমবতী, মিলনানন্দে আত্মহারা শ্রীরাধিকাকে বলিলেন—"স্কন্ধ আরুহ্যতাং" ॥

পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার সহিত বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিভৃত নিকুঞ্জে বিহার-রসাস্বাদন করিবার বাসনা বলবতী হইলে তিনি শ্রীরাধিকাকে লইয়া নিভৃত নিকুঞ্জে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীরাধিকার ন্যায় সুনায়িকা যে তাহাতে—"নয় মাং যত্র তে মনঃ" বলিয়া দাক্ষিণ্যময় সম্মতি প্রদান করিলেন; তাহাতে তাঁহার মনোভাব এই যে—শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাব বুঝিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি মনে করিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনে বনে বিচরণ করিয়া আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি এবং শ্রীকৃষ্ণও যদি আমার সহিত এইভাবে সারা রাত্রি বনে বনে বিচরণ করেন, তাহা হইলে জাগরণে এবং পথশ্রমে তাঁহারও দেহ অসুস্থ হইতে পারে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাকে লইয়া নিভৃত নিকুঞ্জে প্রবেশ করেন তাহা হইলে ভালই হইবে, আমরা দুইজনে সেখানে পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইব এবং তাহাতে আমাদের দুইজনেরই বনভ্রমণশ্রান্তি দূর হইবে। এই কথা মনে করিয়া শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"নয় মাং যত্র তে মনঃ" ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকার এই দাক্ষিণ্যভাবকে রসাবহ হইবে না মনে করিয়া বাম্যভাব প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়া বলিয়াছেন—"স্কন্ধ আরুহ্যতাং"।

এইভাবে শ্রীরাধিকাকে স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিয়া স্বজন-প্রেমবিবর্দ্ধনচতুর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"তস্যাং স্কন্ধারোহণোদ্যতায়াং অন্তর্হিত ইত্যর্থঃ।" শ্রীরাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন চতুরশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু ইহাতে কিভাবে শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, কিভাবে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যতা শ্রীরাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন তাহা ধারণা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর টীকা সমালোচনায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানপ্রকার এবং শ্রীরাধিকার প্রেমপরিণতি সম্বন্ধে যাহা ধারণা হয় তাহা জগতে অতুলনীয়—

"স্কন্ধ আরুহ্যতামিত্যুক্তেঃ প্রেমোৎকণ্ঠ্যকৃতেন বৈচিত্ত্যেন পুরোবর্ত্তমানস্যাপি কৃষ্ণস্য তয়ানবলোকনাদন্তর্দ্ধধে-কৃষ্ণ ইত্যুক্তং। বস্তুতস্তু কৌতুকাদেব স তত্র তুষ্ণীং স্থিতঃ। ততঃ প্রেমবৈচিত্ত্যভাজস্তস্যা অনুতাপঃ, তথান্যা গোপীঃ সন্নিহিতা দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেনান্তর্হিতমেবেতি জ্ঞেয়ং।"

(শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামিকৃত বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধিকাকে স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিলেন,—তখন পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার প্রেমসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া নানাবিধ অভিনব ভাবের তরঙ্গ প্রকাশ হইল এবং তাহাতে তিনি এমন আত্মহারা হইয়া গেলেন যে—তিনি আর সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকেও দেখিতে পাইলেন না। উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্রে এই প্রকার ভাব "প্রেমবৈচিত্ত্য" নামে অভিহিত।

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

প্রিয়ব্যক্তির নিকটে থাকিয়াও যদি গাঢ় অনুরাগবশতঃ বিরহস্ফূর্ত্তি হয় এবং তজ্জন্য নানাবিধ বিরহবিকার প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেই ভাববিশেষকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলা হয়। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী "প্রেমবৈচিত্ত্য" শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—"প্রেম্না যদ্বৈচিত্ত্যং চিত্তস্যান্যথা ভাবস্তন্ময়ত্বাত্তদেবোচ্যত ইত্যর্থঃ॥" প্রেমবশতঃ চিত্তের অন্যথা ভাব (মিলনেও বিরহস্ফূর্ত্তি) হয় বলিয়া এই অবস্থাবিশেষকে "প্রেমবৈচিত্ত্য" বলা হয়।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "প্রেমবৈচিত্ত্যের" সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"প্রেমোৎকর্ষোঽনুরাগঃ স্থায়ী ; স চ তৃষ্ণাতিপ্রাবল্যমূলক এব মুহুরনুভূতস্যাপি বস্তুনোঽননুভূতত্বভাণসমর্পকো ভবেৎ। যথা কশ্চিদতিবুভুক্ষুস্বভাবো বিপ্রো ভোজয়িত্বোচ্যতে ব্রহ্মন্! সুষ্ঠু ভুক্তং ভবতেতি, ততস্তেন প্রত্যুচ্যতে ন কিঞ্চিদপি ভুক্তমিতি তথৈব। যত্র সতি শ্রীকৃষ্ণং সাক্ষাৎশশ্বদনুভবতোঽপি জনস্য বুদ্ধিবৃত্তেরপি তথা লোপঃ স্যাৎ, যথা শ্রীকৃষ্ণং নানুভবামীতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ। যথা সন্নিপাতবতো জনস্য প্রতিক্ষণং জলং পিবতোঽপি হা হা মাং জলং পায়য়েত্যুক্তিঃ। অত্রেয়ং যুক্তিঃ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরাগে ক্বচিদ্বুদ্ধিবৃত্তেস্তথা সূক্ষ্মত্বং স্যাৎ যথা শ্রীকৃষ্ণং তদীয়গুণগণমাধুর্য্যঞ্চ যুগপন্ন বিষয়ীকরোতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণানুভবে তদীয়গুণাদ্যননুভবঃ। তদীয় গুণাদ্যনুভবে তদননুভবঃ। যথা কাচিদতিসূক্ষ্মা সূচীবস্ত্রস্যৈতাবতি-সূক্ষ্মমপ্যেকমেবসূত্রং বিধ্যতি নতু সূত্রদ্বয়সন্ধিমিতি, তথৈব সম্ভোগাখ্যে রসে কান্তোঽয়ং মাং সম্ভুক্তে যস্য সুরত-লাম্পট্যবাক্‌চাতুর্য্যগীতবাদ্যনৃত্যাদয়ো গুণা অপারা ইতি গুণেষু প্রতিষ্ঠায়াং বুদ্ধিবৃত্তৌ ক্ষণান্তরে চ যস্য গুণা ঈদৃশাঃ স ক্ব ইতি গুণানপি ত্যক্ত্বা তন্মার্গণে প্রবিষ্টা বিরহমেবানুভাবয়ন্তী পুরঃস্থিতমপি তং ন বিষয়ীকরোতীতি জ্ঞেয়া॥

(আনন্দচন্দ্রিকা)

শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগই প্রেমোৎকর্ষ। এই অবস্থায় তৃষ্ণার প্রকাশ হইয়া থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অনুভূত শ্রীকৃষ্ণসঙ্গকেও অননুভূত বলিয়া মনে হয়। যেমন কোনও অতি বুভুক্ষুস্বভাব ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে—হে ব্রাহ্মন্! আপনি উদর পূরণ করিয়া ভোজন করিয়াছেন ত? তাহাতে তিনি বলেন যে—আমি কিছুই খাই নাই। সেইরূপ গাঢ় অনুরাগজনিত প্রবল তৃষ্ণাতেও নিরন্তর কৃষ্ণদর্শন করিয়াও মনে হয় যে আমার কৃষ্ণদর্শন হইল না।

কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই। তাহাতে নিমিষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুই॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শনাদি করিলেও গাঢ় অনুরাগে এমনই বুদ্ধি লোপ হইয়া যায় যে—তাহাতে মনে হয় যে আমি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করি নাই। যেমন সান্নিপাতরোগী নিরন্তর জলপান করিলেও জল পিপাসায় অধীর হইয়া—হা জল! হা জল! করে, সেইরূপ গাঢ় অনুরাগেও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণদর্শন এবং তাঁহার সহিত বিবিধ প্রেমব্যবহারে রত থাকিয়াও "হায়! হায়! আমার ভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইল না"—এই প্রকার মনে হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে যুক্তি এই যে—গাঢ় অনুরাগে সময়ে সময়ে এমনই বুত্তিবৃত্তি সূক্ষ্ম হইয়া যায় যে—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার গুণমাধুর্য্যের যুগপৎ ধারণা করা যায় না। এই অবস্থায় যখন শ্রীকৃষ্ণানুভব হয় তখন তাঁহার গুণের অনুভব হয় না এবং যখন গুণের অনুভব হয় তখন শ্রীকৃষ্ণানুভব হয় না। যেমন কোনও অতি সূক্ষ্ম সূচী দ্বারা বস্ত্র সীবন (সেলাই) করিতে গেলে তাহাতে একটি মাত্র সূত্র গ্রহণ করা যায়, কিন্তু একত্র সংমিলিত দুইটি সূত্র তাহাতে গ্রহণ করা যায় না, সেইরূপ যখন গাঢ়ানুরাগবশতঃ বুদ্ধিবৃত্তি সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে "আমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ আমার সহিত বিলাসে রত হইয়াছেন, তিনি সুরতলাম্পট্য, বাক্‌চাতুর্য্য এবং গীতবাদ্যনৃত্যাদি অনন্তনায়কগুণে সমলঙ্কৃত" এইভাবে যখন তাঁহার গুণে প্রবিষ্ট হয়, তখন বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহার গুণমাত্র গ্রহণেই পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া স্বরূপহারা হইয়া যায় এবং ক্ষণান্তরেই মনে হয় যে—যিনি এই প্রকার অশেষনায়কগুণবিভূষিত, আমার সেই প্রাণবল্লভ কোথায়? এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথাও ভুলিয়া গিয়া যখন বুদ্ধিবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে রত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণবিরহস্ফূর্ত্তিতে নিকটস্থ শ্রীকৃষ্ণকেও দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ যখন পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকাকে স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিলেন—তখন শ্রীরাধিকার গাঢ়ানুরাগসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে এতই সূক্ষ্ম করিয়াছিল যে তাঁহার আর শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার এই পরমদাক্ষিণ্যময় নায়কগুণাবলী একসঙ্গে ধারণা করিবার শক্তি রহিল না। কাজেই তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী গ্রহণ করিয়া তাহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং নিকটস্থ শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া ফেলিয়া বিরহবিধুর হইয়া গেল। শ্রীরাধিকা তখন মনে করিলেন যে—শঠশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ যেমন অন্যান্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বনে চলিয়া আসিলেন, সেইরূপ তিনি এখন আমাকেও ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপে যখন পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকা প্রেমবৈচিত্ত্যবশে বিবশ হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি নিজ নিকটস্থ কৃষ্ণকেও দেখিতে না পাইয়া নানাভাবে অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরাধিকার প্রেমবৈচিত্ত্যের দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে—

আভীরেন্দ্রসুতে স্ফুরত্যপিপুরস্তীব্রানুরাগোত্থয়া, বিশ্লেষজ্বরসম্পদা বিবশধীরত্যন্তমুদ্‌ঘূর্ণিতা।
কান্তং মে সখি দর্শয়েতি দশনৈরুদ্‌গূর্ণশষ্পাঙ্কুরা, রাধা হন্ত তথা ব্যচেষ্টতযতঃ কৃষ্ণোঽপভূদ্বিস্মিতঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

ব্রজরাজনন্দন সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও পরমানুরাগবতী শ্রীরাধিকা এমনই বিরহতাপে বিবশা হইয়া পড়িলেন যে—তিনি অত্যন্ত উদ্‌ঘূর্ণিতা হইয়া দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—সখি! আমার প্রাণবল্লভ কোথায় আছেন শীঘ্র দেখাও! শ্রীরাধিকার এই প্রেমচেষ্টা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতীব বিস্মিত হইলেন।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের পদেও শ্রীরাধিকার প্রেমবৈচিত্ত্যের পরিচয় পাওয়া যায়—

রসবতী বৈঠি রসিকবর পাশ। রোই কহই ধনী বিরহ হুতাশ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম। বিরহ জলধি কব পঙরব হাম॥
নিকটহি নাহ না হেরই রাই। সহচরী কত পরবোধই তাই।
কানু চমকি তব রাই করু কোর। গোবিন্দ দাস হেরি ভেল ভোর॥

পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার প্রেমবৈচিত্ত্যের বিচিত্র ভঙ্গি এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়াও অপূর্ব্ব বিকার দেখিয়া স্বজনপ্রেমরসাস্বাদনকৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ, পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং নির্ব্বাক্ হইয়া শ্রীরাধিকার এই পরমাদ্ভুত প্রেমবিকারবৈচিত্রী দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধিকার বিরহবিকার এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি আর তখন স্থির থাকিতে না পারিয়া "হা নাথ! রমণ! প্রেষ্ঠ! ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ" প্রভৃতি বিলাপ বচনে অন্তরের নিদারুণ বিরহবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

প্রেমবৈচিত্ত্যবিরহবিকলা শ্রীরাধিকা, তাঁহার নিকটস্থ প্রাণবল্লভের অদর্শনস্ফূর্ত্তিতে পরমব্যাকুলা হইয়া আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিলেন—হা নাথ! তোমার বিরহদাবানলে দহ্যমান দেহবৃক্ষ হইতে এখনই প্রাণপাখী উড়িয়া যাইবে, আমি শতচেষ্টা করিয়াও তাহাকে রাখিতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছি, হা নাথ! আমার প্রাণের তুমিই একমাত্র বল্লভ, তুমি যদি আসিয়া প্রাণকে রাখিতে পার তাহা হইলে এ দেহে প্রাণ থাকিবে, নচেৎ আর কিছুক্ষণ যদি তোমার অদর্শনজনিত মহাতাপ ভোগ করিতে হয়. তাহা হইলে আমার দেহে আর কিছুতেই প্রাণ থাকা সম্ভবপর হইবে না। হে রমণ! আমি কোনপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমার দেহে প্রাণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছি না। তুমি আমার রমণ বলিয়া কেবলমাত্র তোমারই আনন্দবর্দ্ধনের জন্য, তোমারই বিলাসবাসনা পূরণ করিবার জন্য আমার দেহে প্রাণ রাখিবার জন্য আমি এত ব্যাকুল হইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে তুমি শতকোটি গোপরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমার সঙ্গেই রমণসুখাস্বাদনের জন্য আমাকে লইয়া এই নির্জ্জন বনে আসিয়াছ। ইহাতে মনে হয়, আমার সঙ্গে রমণবিলাসাদিতে নিশ্চয়ই তোমার কোনও আনন্দবিশেষের অনুভব হয়। শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত রমণে যদি তোমার সে আনন্দের অনুভূতি হইত, তাহা হইলে তুমি কখনও তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে লইয়া এই সুদূর নির্জ্জন বনে আসিতে না। তাই বলিতেছি, হে রমণ! তোমার বিরহে যদি আমার দেহ পতন হয় তাহা হইলে তুমি আর সে আনন্দ পাইবে না এবং আমার জন্য বিলাপ করিবে। তুমি যদি এখনও আমাকে দর্শন দান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর তাহা হইলে আমি তোমারই আনন্দবর্দ্ধনের জন্য তোমার বিলাসসঙ্গিনী হইয়া থাকিতে পারি। হে প্রিয়তম! যদি তুমি হঠবশতঃ মনে কর কিংবা বল যে "আমার দুঃখের জন্য অন্য কাহারও ব্যস্ত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই" তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে—তুমি আমার প্রেষ্ঠ। তোমার চরণনখরশিখর নির্ম্মঞ্ছনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশুক উবাচ

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীং ॥ ৪০

জন্য আমার কোটি কোটি প্রাণও অতি তুচ্ছ। সুতরাং তোমার যদি কোন দুঃখ হয় তাহা হইলে সেই দুঃখ কোটি কোটি গুণিত হইয়া আমার হৃদয়ে কোটি কোটি বজ্র প্রহার হইতেও কোটি কোটি গুণিত দুঃখ প্রদান করিবে। অতএব কৃপাপূর্ব্বক একবার দেখা দিয়া আমার সেই মরণাধিক দুঃখ নিবারণ কর। হে মহাভুজ! যদিও আমার বিরহতাপদগ্ধ দেহে প্রাণ থাকার কোনই সম্ভাবনা নাই, তথাপি যদি তোমার মৃতসঞ্জীবনী মহৌষধিসদৃশ ভুজদ্বারা একবার আমাকে স্পর্শ কর, তাহা হইলে আমার দেহ সুস্থ ও সুশীতল হইবে এবং নির্গতপ্রায় প্রাণও তখন সেই দেহে পরমানন্দে অবস্থান করিবে।

তুমি পরমসুকুমার ব্রজরাজকুমার; তুমি ব্রজের সকলেরই পরম আদরের ধন, তথাপি আমি বন-বিহারশ্রমে খিন্ন হইয়া এবং নিদ্রা ও আলস্যে অভিভূত হইয়া তোমাকে "নয় মাং যত্র তে মনঃ" বলিয়া ঔদ্ধত্য ও প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া তুমি কুপিত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ? হে সখে! আমি সর্ব্বতোভাবেই তোমার সেবার অযোগ্যা হইলেও তুমিই কৃপাপূর্ব্বক আমার সহিত প্রীতি ব্যবহার করিয়া আমার স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া দিয়াছ, সেইজন্যই আমি তোমাকে প্রাণবল্লভ মনে করিয়া বিবশভাবে নানা কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি যদি এই সুদীনা কিঙ্করীর উপর রুষ্ট হও, তাহা হইলে আমার কোনই গতি নাই। আমি তোমার বিরহে এতই ব্যাকুল হইয়াছি যে, তুমি যদি নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে লুকাইয়া থাক, তাহা হইলেও আমি তোমাকে খুঁজিয়া লইতে পারিব না। তোমার অদর্শনে আমার দৃষ্টিপথ রুদ্ধ এবং সকল ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া গিয়াছে। তাই বলিতেছি "হে সখে—সন্নিধিং দর্শয়"। তুমি যদি দূর হইতে বংশীনাদে কিংবা মধুরবচনে আমাকে আহ্বান কর তাহা হইলেও আমি তোমার নিকট যাইতে পারিব না; আমি তোমার বিরহে গতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি সকলই হারাইয়াছি। তুমি কোথায় আছ, আমার কাছে এস! কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেও আমি তোমাকে দেখিতে পাইব না। তুমি তোমার মৃতসঞ্জীবনীবনৌষধিতুল্য করপল্লব দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর। হা নাথ! আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিও না। কোথায় আছ, এখনই আসিয়া আমাকে তোমার ভুজদ্বারা বেষ্টন করিয়া আমার মৃতপ্রায় দেহে জীবন সঞ্চার কর।

প্রেমবৈচিত্ত্যবিরহোন্মাদিনী শ্রীরাধিকা এই প্রকার নানাভাবে বিলাপ করিতে করিতে একেবারে প্রবল বিরহে বিকলা হইয়া পড়িলেন। তখন আর তাঁহার বিলাপ করিবারও শক্তি রহিল না, গদ্‌গদ কণ্ঠে "ক্বাসি" "ক্বাসি" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

প্রেমরসাস্বাদনকৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ, পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার এই প্রকার প্রেমবৈচিত্ত্যবিকার দেখিয়া প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং নির্ব্বাক্ হইয়া এই পরমাদ্ভুত বিরহভঙ্গি দেখিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে যখন শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে পরিত্যক্তা প্রবলবিরহসন্তপ্তা গোপবনিতাগণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা বনে বনে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতেছেন, তখন আর তিনি বিলম্ব না করিয়া পার্শ্ববর্ত্তি ঘনতরুসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলীর অন্তরালে আত্মগোপন করিলেন ॥ ৩৫—৩৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) মার্গং (পন্থানং) অন্বিচ্ছন্ত্যঃ (অন্বেষয়ন্ত্যঃ) গোপ্যঃ (ব্রজরমণ্যঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ। অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাৎ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৪১
ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে। তমঃপ্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিবব্রুতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪২

অবিদূরতঃ (নাতিদূরে) প্রিয়বিশ্লেষাৎ (শ্রীকৃষ্ণস্য বিচ্ছেদাৎ) দুঃখিতাং (বিরহভারপীড়িতাং) মোহিতাং (মূর্চ্ছিতাঞ্চ) সখীং (তামেব শ্রীকৃষ্ণসহগামিনীং ব্রজরমণীং শ্রীরাধিকাং) দদৃশুঃ (দৃষ্টবত্যঃ)। [অথবা বিদূরতঃ অতিদূরস্থামপি তাং দদৃশুঃ। রাকেশশোভাবিজয়িশোভাবিশেষেণ দূরেঽপি দর্শনসম্ভবাৎ] ॥ ৪০

মূলানুবাদ ঃ—গোপরমণীগণ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের গমনপথের অনুসরণ করিতে করিতে অনতিদূরে কোনও শ্রীকৃষ্ণবিরহভারপীড়িতা ও মূর্চ্ছিতা গোপরমণীকে (শ্রীরাধিকাকে) দেখিতে পাইলেন ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা ঃ—অন্বিচ্ছন্ত্যঃ মৃগয়মানাঃ। অবিদূরতঃ সমীপে ॥ ৪০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ—অবিদূরতো নাতিদূরত ইত্যর্থঃ অতিদূরে ব্যবধানসদ্ভাবাৎ। রাকেশশোভাবিজয়ি-শোভাবিশেষেণ দূরেঽপি দর্শনসম্ভবাৎ। দুঃখিতামতএব মোহিতাং মূর্চ্ছিতাং। সমদুঃখভাবনয়া বিশেষতস্তস্যা একাকিন্যা অপি পরিত্যাগদর্শনেন সুতরামীর্ষাপগমাদৈকমত্যাচ্চ সখীমিত্যুক্তং কিন্তু নিজসখীনামত্র প্রেমাবেশবিশেষো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ ঃ—তয়া (শ্রীকৃষ্ণান্বেষণপরা গোপ্যঃ যাং বনমধ্যে মূর্চ্ছিতাং দদৃশুঃ তস্যা মূর্চ্ছাপনোদনানন্তরং তয়ৈব) কথিতং (বর্ণিতং) মাধবাৎ (লক্ষ্যা অপি স্পৃহণীয়াৎ) শ্রীকৃষ্ণাৎ মানপ্রাপ্তিং চ (নির্জ্জনবনবিহারাদিসম্মান-প্রাপ্তিঞ্চ তথা) দৌরাত্ম্যাৎ (মানগর্ব্বাদেঃ) অবমানঞ্চ (পরিত্যাগলক্ষণমবমানঞ্চ) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) পরমং (নিরতিশয়ং) বিস্ময়ং যযুঃ (প্রাপুঃ) ॥ ৪১

মূলানুবাদ ঃ—তাঁহারা সেই মূর্চ্ছিতা গোপীর মূর্চ্ছাপনোদন করিয়া তাঁহার নিকট "শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে নির্জ্জনবনবিহারাদিদ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধান করিয়াছেন এবং পরিশেষে তাঁহার মানগর্ব্বাদি দৌরাত্ম্যবশতঃ কি ভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন" এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া পরম বিস্মিত হইলেন ॥ ৪১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ—অতএব চ তয়া কথিতমাকর্ণ্যেতি রোদনসংজ্ঞাপ্রাপণপ্রশ্নানন্তরমিতি জ্ঞেয়ং। কথিতং কথং ভবতীভ্যো বিচ্ছিন্না বভূবাহমিতি নাজ্ঞাসিষং কিন্তু দূরত এবাত্মানুসন্ধানমকার্যমিত্যাদিপ্রকারকং সর্ব্বং বৃত্তমাকর্ণ্য। তত্রাপি মাধবাৎ নূনং লক্ষ্যাপি রমণতয়া স্পৃহণীয়াৎ, সর্ব্বগুণাদিসম্পত্তেঃ পত্যুর্ব্বা তস্মাৎ। স্বতএব পরমসৌভাগ্যলাভলক্ষণাং সম্মানপ্রাপ্তিঞ্চাকর্ণ্য তত্রৈব গর্ব্বলক্ষণান্নিজদৌরাত্ম্যাৎ পরিত্যাগলক্ষণমবমানং চাকর্ণ্য বিস্ময়মিত্যাদিকোঽন্বয়ঃ। অত্র তু দৌরাত্ম্যশব্দপ্রয়োগস্তদ্দৈন্যবচনানুবাদাৎ। বস্তুতস্তু শ্রীকৃষ্ণাদ্দূরে আত্মা দেহো যস্যাঃ, দূরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণো বা যস্যাঃ সা দূরাত্মা তস্যা ভাবো দৌরাত্ম্যং তস্মাদ্দূরবিশ্লেষাদিত্যর্থঃ। পরমং বিস্ময়মিত্যাদিকস্য তয়া কথিতমিত্যাদিনা ত্রয়েণাপ্যন্বয়শ্চ। তৎসহিতান্তর্দ্ধানাদি সর্ব্বতশ্চরিতস্য স্বসহিত তচ্চরিতাদপি দুর্ব্বিতর্ক্যত্বাৎ। তত্রাপি তাদৃশমানপ্রাপ্তেঃ স্বেষু পরঃ কোটিষ্বপ্যদৃষ্টচরত্বাৎ। তত্রচ সতি তস্যামপ্যব-মানস্য পরমাসম্ভবাদিতি ॥ ৪১

অন্বয়ঃ ঃ—ততঃ (শ্রীরাধিকাবচনশ্রবণানন্তরং) স্ত্রিয়ঃ (শ্রীরাধিকাপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা এব গোপরমণ্যঃ) যাবদ্বনং (সুবিস্তৃতবৃন্দাবনভূমেঃ যাবৎপ্রদেশপর্য্যন্তং) চন্দ্রজ্যোৎস্না (চন্দ্রকিরণং) বিভাব্যতে (লক্ষ্যতে তাবৎ পর্য্যন্তং) অবিশন্ (প্রবিশ্য শ্রীকৃষ্ণমন্বেষয়ামাসুঃ)। ততঃ (তদনন্তরং) তমঃপ্রবিষ্টং (মহান্ধকারময়গহনপ্রবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং) আলক্ষ্য (পদচিহ্নাদিনা বিতর্ক্য) নিবব্রুতুঃ (শ্রীকৃষ্ণান্বেষণান্নিবৃত্তা বভূবুঃ) ॥ ৪২

মূলানুবাদ ঃ—তদনন্তর (শ্রীরাধিকা প্রভৃতি) সমস্ত ব্রজরমণী মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ। তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥ ৪৩
পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ। সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং শ্রীকৃষ্ণান্বেষণং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

জন্য বনে প্রবেশ করিলেন এবং যতদূর চন্দ্রকিরণে দৃষ্টিগোচর হইল ততদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নাদি দেখিয়া বুঝিলেন যে তিনি ঘনান্ধকারসমাচ্ছন্ন নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা সেস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—ততস্ত্বয়াপি সহিতাঃ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণায় বনমবিশন্। ততো হরেরন্বেষণান্নিবৃত্তাঃ ॥ ৪১।৪২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততঃ পরমবৈয়গ্রেণ সখীভির্দত্তাবলম্বনয়া তয়ৈব সহিতাঃ পুনরপ্যন্বেষয়ামাসুরিত্যাহ তত ইতি। যাবদ্বনং ব্যাপ্য জ্যোৎস্না বিভাব্যতে লক্ষ্যতে তাবদ্বনমবিশন্ প্রবিশ্য তমন্বেষয়ামাসুরিত্যর্থঃ। তমসি মহাগহনগতে প্রবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং পদচিহ্নাদিনা বিতর্ক্য ততস্তস্মাদ্বনান্নিবৃত্তাঃ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে। প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে। নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচর ইতি। স্ত্রিয় ইতি স্ত্রীণামন্ধকারবন-প্রবেশনাসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। শঙ্কাদিগ্ধস্নিগ্ধস্বভাবতয়া নিজদয়িতস্য স্বেভ্য এবাপন্নতয়া তত্র প্রবিষ্টোঽয়মিতি বিতর্কিতঃ। তস্য তস্মাৎ দুঃসঞ্চরস্থলান্নিষ্ক্রমণায় ব্যগ্রাঃ সত্য ইত্যর্থঃ। হরেরিতি পাঠোঽত্র কেষাঞ্চিন্মতঃ। সচ টীকাকৃতাম-সম্মতোলক্ষ্যতে। ততইতি পুনরুক্তেঃ সমাধানার্থং তত ইত্যস্যৈব হরেরন্বেষণাদিতি ব্যাখ্যানাৎ। অন্যথা তত ইত্যস্য প্রাগ্‌বিশেষণাযোগ্যতা স্যাৎ। হরেস্তত ইত্যন্বয়াত্তসৌষ্ঠবং চ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—তন্মনস্কাঃ (তস্মন্ শ্রীকৃষ্ণ এব মনাংসি যাসাং তাঃ শ্রীকৃষ্ণৈকচিত্তাঃ) তদালাপাঃ (তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে এব আলাপঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বনভ্রমণদুঃখস্মরণময়া এব সংলাপা আসাং তাঃ শ্রীকৃষ্ণকথালাপপরায়ণাঃ) তদ্বিচেষ্টাঃ (তস্মিং শ্রীকৃষ্ণ এব নিমিত্তে বিচেষ্টাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বনান্নিষ্ক্রমণসম্ভাবনয়া তদ্বনং পরিতঃ পরিক্রমণরূপা যাসাং তাঃ) তদাত্মিকাঃ (সদৈব শ্রীকৃষ্ণভাবনয়া শ্রীকৃষ্ণময্যঃ) তদ্‌গুণান্ (শ্রীকৃষ্ণগুণান্) এব গায়ন্ত্যঃ (কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ ব্রজরমণ্যঃ) আত্মাগারাণি (দেহগেহাদিকং কিমপি) ন (নৈব) সস্মরুঃ (স্মৃতবত্যঃ) ॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণনিবিষ্টচিত্তা শ্রীকৃষ্ণকথালাপরতা শ্রীকৃষ্ণান্বেষণপরায়ণা এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণাবেশে তন্ময়তাপ্রাপ্তা ব্রজরমণীগণ, দেহগেহাদি বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই গুণগান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—এবং তমপ্রাপ্তা অপি স্বগৃহানৈব স্মৃতবত্যঃ। তদাত্মিকাঃ স এব আত্মা যাসাং তাঃ তন্ময্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততশ্চ ততো নিবৃত্তাস্তত্র প্রবিষ্টস্য তস্য ব্যথতে ন কিং স্বিৎ কূর্পাদিভিরিতি বক্ষ্যমাণরীত্যা দুঃখশঙ্কয়া পরমদুঃখমগ্না বভূবুরিত্যাহ তন্মনস্কা ইতি। তাদৃগবরোধস্থলং প্রবিষ্টেতস্মিন্নেব মনো যাসাং। ততস্তাদৃশে তস্মিন্নেব বিষয়ে আলাপস্তদ্দুঃখস্মরণময়ঃ সংলাপো যাসাং ততস্তস্মিন্নেব নিমিত্তে বিচেষ্টা বর্ত্মান্তরেণ তন্নিষ্ক্রমণসম্ভাবনয়া পরিতঃ পরিক্রমণরূপা যাসাং। ততস্তস্মিন্নেব আত্মা যত্নো যাসাং তথা ভাবাঃ সত্যস্তস্য নিলীনতাকারণাপন্নাঃ তাদৃশ বশীভাবময়কৃপাদিলক্ষণান্ গুণানেব কেবল তয়া স্ফুরিতান্ নতু স্বপরিত্যাগাদি-দোষান্ গায়ন্ত্যঃ গানেন তং শ্রাবয়ন্ত্যঃ আত্মানমপি ন সস্মরুঃ কিমুতাগারাণীত্যর্থঃ ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—সমবেতাঃ (সম্মিলিতাঃ) তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ (শ্রীকৃষ্ণাগমনাকাঙ্ক্ষানিরতাঃ) কৃষ্ণভাবনাঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(শ্রীকৃষ্ণভাবনাযুক্তাস্তাব্রজরমণ্যঃ) পুনঃ (পূর্ব্বং যত্র তাসাং শ্রীকৃষ্ণেন মিলনমাসীৎ পুনস্তদেব) কালিন্দ্যাঃ (যমুনায়াঃ) পুলিনং আগত্য কৃষ্ণং জগুঃ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণভাবনাপরায়ণা ব্রজাঙ্গনাগণ পুনরায় যমুনাপুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীকৃষ্ণগুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৪

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুরপুরন্দরপ্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবত মূলানুবাদে দশমস্কন্ধস্য ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ পূর্ব্বং যত্র শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতিরাসীত্তদেব কালিন্দ্যাঃ পুলিনমাগত্য কৃষ্ণং ভাবয়ন্তি ধ্যায়ন্তীতি তথা তাঃ কৃষ্ণস্যাগমনে কাঙ্ক্ষিতং যাসাং তাঃ মিলিতাঃ সত্য কৃষ্ণমেব জগুরিতি ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততস্তত্রাপি স্বৈস্তস্যাবরোধশঙ্কয়া সর্ব্বমপি তদন্বেষণমার্গং পরিত্যজ্য সর্ব্বাসাং সমেতানামস্মাকং নিকটমিদং নির্ব্যবধানতয়া দূরপ্রসরচ্ছন্দং তদেব লীলাপুলিনং গতানাং দৈন্যোপালম্ভাদিময়মুচ্চৈর্গান-মাকলয্য স্বয়মেব করুণয়া শ্রীকৃষ্ণস্ত্বরিতমাগমিষ্যতীতি তং ভাবয়মানাস্তথা চক্রুরিত্যাহ পুনরিতি ॥ ৪৪

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটীপ্পন্যাং ত্রিংশঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—প্রেমবৈচিত্ত্যবিরহবিকারব্যাকুলা শ্রীরাধিকা যখন বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন, তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে কিংবা তাঁহার কোন প্রকার শুশ্রূষাদি করিতে কেহই সেখানে উপস্থিত হইলেন না। এমন কি, তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিবার জন্যও সেখানে কেহই আসিল না। যদিও তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, অদূরবর্ত্তি স্থানেই বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া তাঁহার অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিতেছিলেন, তথাপি শ্রীরাধিকার এই অভূতপূর্ব্ব বিরহবিকার দেখিয়া তিনি এমনই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে—তাঁহার তখন একপদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অদূরে বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া বিস্ময়বিস্ফারিতদৃষ্টিতে সেই ধারণাতীত বিরহবিকারের অনির্ব্বচনীয় ভঙ্গি দেখিতেছিলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন যে—রাধাপ্রেমের কি অপার মহিমা! আমি যখন শত-কোটি গোপবিলাসিনীগণকে যমুনাপুলিনে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলাম, তখন তাহারা আমার বিরহে অধীরা হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিরহবেদনায় কাহারও সংজ্ঞালোপ হয় নাই। তাহারা উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে বিচরণ ও আমার অনুসন্ধান করিতে করিতে এখন এইদিকেই আগমন করিতেছে। কিন্তু রাধাপ্রেমের কি অনির্ব্বচনীয় মহাপ্রভাব যে, আমার নিকটে থাকিয়াই আমার বিরহবেদনায় শ্রীরাধা এতই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে—তাহাতে তাঁহার সংজ্ঞাপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল! শ্রীরাধার সহিত মিলনে আমা অপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দাস্বাদনে শ্রীরাধিকার যে অনির্ব্বচনীয় ভাবের প্রকাশ পায় তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার বিরহবিকারের বিচিত্র ভঙ্গি কখনও দেখি নাই, সৌভাগ্যবশতঃ তাহাও আমার দৃষ্টিগোচর হইল। যমুনাপুলিনে পরিত্যক্তা গোপবণিতাগণের বিরহোন্মাদজনিত আর্ত্তনাদ অদূরেই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। তাহারা এখানে আসিয়া যখন শ্রীরাধিকার এই বিরহবিকার দেখিবে, তখন দাবদাহের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট দীপদাহের ন্যায় তাহাদের বিরহবেদনা অতি তুচ্ছরূপে পরিণত হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি যাহার সহিত মিলনরসাস্বাদন করিবার জন্য শতকোটি গোপরমণীগণকে যমুনাপুলিনে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সেই পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কুত্রাপি যাইব না। এইস্থানে গোপনে থাকিয়া আমি এই অপূর্ব্ব প্রেমবিকারের ভঙ্গি দেখিব। এই কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এদিকে শ্রীরাধিকার এই প্রবল বিরহভাবের প্লাবনে বনভূমি প্লাবিত হইয়া গেল এবং বনভূমির পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত শ্রীরাধিকার বিরহবেদনায় সমবেদনা প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

স্বচ্ছায়ৈব সরোজিনীদলময়ী শয্যেব তস্যা অভূৎ, জ্যোৎস্নৈবাজনিগন্ধসারসলিলাসেকঃ শরীরোপরি॥

বাহূ এব মৃণালবল্লিবলয়স্তস্যা বিয়োগজ্বরে, মূর্চ্ছৈবাভবদুত্তমা প্রিয়সখী দুঃখানুভূতিচ্ছিদে॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

প্রেমবৈচিত্ত্যবিরহপীড়িতা শ্রীরাধিকা যখন "হা নাথ! হা নাথ" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন তখন তাঁহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর কোমলদেহখানিকে ধরিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইল না কিংবা শ্রীকৃষ্ণের পরমাদরের বস্তু বলিয়া কেহ সেই দেহ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেও অগ্রসর হইল না। শ্রীরাধিকার ভূপতিত দেহের ছায়াই কমলদলরচিত শয্যারূপে তাঁহাকে আশ্রয় দিল। তাঁহার মূর্চ্ছিত দেহে জলসেক করিবার জন্য কেহই উপস্থিত নাই দেখিয়া গগনস্থ পূর্ণশশধর সুবিমল জ্যোৎস্নাধারাসম্পাতে সুগন্ধিসলিলসেচনের কার্য্য করিল! তাঁহার তীব্র বিরহজ্বর শান্তির জন্য কেহ কোন প্রকার ঔষধি প্রয়োগ করিতেছে না দেখিয়া, তাঁহার বাহুযুগলই মৃণালবলয়ের ন্যায় তাঁহার অঙ্গতাপ শান্তি করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তাঁহার প্রবলবিরহদুঃখানুভূতি ভুলাইবার জন্য মূর্চ্ছাই প্রিয়সখীর ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিল।

বল্লঃ পুষ্পরসৈঃ সহৈব সিষিচুর্ভৃঙ্গ্যো ভৃশং বীজয়া-ঞ্চক্রুঃ পক্ষবিধূননৈঃ খগঘটা হাহেতি নাদং ব্যধুঃ।
সারঙ্গ্যো গলদশ্রুকাতরদৃশো সাশঙ্কমাবব্রিরে বন্যৈরেব সমাদধে পরিজনৈঃ কালোচিতং সেবনং॥
(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকা নির্জ্জনবনমধ্যে মূর্চ্ছিতা হইলে তাঁহার শুশ্রূষাদি করিবার জন্য কেহ সেখানে উপস্থিত না থাকিলেও বনের লতাবৃন্দ তাঁহার অঙ্গে পুষ্পরস সেচন করিতে লাগিল, ভ্রমরীকুল ব্যাকুল হইয়া চঞ্চল-পক্ষ সঞ্চালনে তাঁহার অঙ্গে ব্যজন করিতে লাগিল। বিহগকুল ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল এবং হরিণী-বৃন্দ অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে সেই হরিবিরহপীড়িতা শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছিতদেহের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এইভাবে বনের লতা, ভ্রমরী, হরিণী প্রভৃতি সকলেই বিরহমূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকার সেবা ও তাঁহার বিরহদুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল।

কিশলয়কুলৈর্লোলৈর্বক্ষঃ করৈরিবতাড়য়ন্ বিহগবিরুতৈস্তারৈরার্ত্তস্বরৈরিববিক্রুশন্॥
কুসুমমধুনঃ স্যন্দৈঃ কুর্ব্বন্নিবাশ্রুবিমোক্ষণং প্রিয়পরিজনব্রাতপ্রায়োবভূবলতাগণঃ॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

শ্রীকৃষ্ণবিরহমূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকার অবস্থা দেখিয়া বনের লতাগণ, প্রিয়পরিজনের ন্যায় মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন হইল এবং চঞ্চলকিশলয় সঞ্চালনচ্ছলে বক্ষঃস্থলে করাঘাত, বনস্থবিহগকুলের উচ্চকাকলীচ্ছলে ক্রন্দন এবং পুষ্পমধুক্ষরণচ্ছলে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

এবং তথাস্থিতায়ামেতস্যাং চরণলক্ষ্মণানুসারসারসারস্যেন ততইতো বিচিন্বত্যস্তা এব মৃগনয়না নয়নান্তে-রকস্মাদেব নাতিদূরে তৎক্ষণাদেব নভসঃ পতিতাং নির্জলদাং সৌদামিনীমিব গুরুতয়া ভূবি নিপতিতাং কৌমুদীনাং সারপটলীমিব ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা মুকুটকোটিতো বিচ্যুতাং কনকরত্নমালামিব ধরয়ৈব সমুদ্গীণাং নিজসৌভাগ্যকনক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পত্তিমিব স্বয়মুদ্ভিন্নাং কুঙ্কুমবাটিকামিব কুসুমধনুষশ্চ্যুতাং চম্পকমালামিব ভুব এব গোরোচনাতিলকলেখামিব কাননলক্ষ্মীগৃহস্থ কিমতৈলপূরিতাং দীপকলিকামিব কৃতশয়নাং জলন্তীং দিব্যৌষধিলতিকামিব তামেকাকিনীং গোচরীকৃত্য অহো কিমিদং! সৈবেয়ং যামস্মান্ বিহায় বিদ্যুতমিব জলদঃ চন্দ্রিকামিব চন্দ্রঃ প্রভামিব মণিবরো গৃহীত্বান্তরধাৎ গোকুলরাজতনয়োঽনয়োদয়েন দারুণো দারুণোঽপি॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

শ্রীকৃষ্ণবিরহমূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকা এইভাবে সেই নির্জ্জন বনপ্রদেশে ভূমিশয্যাশায়িনী হইলে যমুনাপুলিনে পরিত্যক্তা গোপবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নানুসারে ইতস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে অকস্মাৎ দেখিতে পইলেন যে—অনতিদূরে নভস্থল হইতে ভূতলে পতিত জলদবিহীন সৌদামিনীর ন্যায়, ভূপতিত ঘনীভূত জ্যোৎস্নার ন্যায়, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর মুকুটাগ্র হইতে স্খলিত কনকরত্নমালার ন্যায়, ধরণী কর্ত্তৃক প্রকাশিত নিজ সৌভাগ্যসম্পত্তির ন্যায়, স্বয়ং সমুদ্ভূত কুঙ্কুমবাটিকার ন্যায়, পুষ্পধনু হইতে বিচ্যুত চম্পকমালার ন্যায়, পৃথিবীললাটস্থিত গোরোচনাতিলকলেখার ন্যায়, কাননলক্ষ্মীর গৃহস্থিত তৈলবিহীন দীপকলিকার (মণিদীপ) ন্যায়, ভূমিশায়িতা সমুজ্জ্বল দিব্যৌষধিলতিকার ন্যায়—কি যেন এক অদৃষ্টশ্রুতপূর্ব্ব পরমানির্ব্বচনীয় বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে! শ্রীকৃষ্ণ-পরিত্যক্তা গোপবনিতাগণ এই পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—অহো! আমাদের গোকুলরাজকুমার অন্যায়ভাবে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া মেঘ যেমন সৌদামিনীসহ অন্তর্হিত হয়, চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নাসহ অন্তর্হিত হয়, কিংবা মণি যেমন তাহার জ্যোতির সহিত অন্তর্হিত হয়—সেইরূপ শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন হৃদয়ে যাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন এই কি সেই?

ভবতি চেৎ সৈব কথমেকা খরমঞ্জরীমঞ্জরীচেতসা তেনৈব কিমেষাপি নিঃসহায়া হা যাপিতা বিরহবেদনাং? কিংবা চিরসুরতবিহরণবনপরিশ্রমেণ নিদ্রায়ামস্যাঃ স চাত্রৈব কুত্রাপি বর্ত্ততে। নাস্মাকং স্মাকম্পমানমানসানাং বিরহরহস্যাতঙ্কেন দুর্ভগানাং নয়নবিষয়ীভবতি, অস্যাঃ পুনঃ সমীপ এব বর্ত্ততে। (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

তাহাই যদি হয় তাহা হইলে কি সেই অপামার্গমঞ্জরীর ন্যায় কর্কশচিত্ত ব্রজরাজনন্দন তাঁহার পরম-প্রিয়া এই রমণীকেও নিঃসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া বিরহবেদনা ভোগ করাইতেছেন? অথবা সুরত ও বনবিহারশ্রমে পরিশ্রান্তা হইয়া এই রমণী নিদ্রিতা হইলে ব্রজরাজনন্দন এই স্থানেই গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার বিচ্ছেদজনিত-দুর্ভাগ্যসিন্ধুমগ্না বলিয়া তিনি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন না, অথচ গোপনে এই রমণীর নিকটেই অবস্থান করিতেছেন?

যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণপরিত্যক্তা গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহপীড়িতা হইয়া বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে যখন তাঁহার পদচিহ্নানুসরণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, তখন এইভাবে মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধাকে দেখিয়া প্রথমতঃ মনে করিলেন - শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যে পরমপ্রিয়া গোপরমণীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, এতক্ষণ আমরা বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের পাশে পাশে তাঁহার পদচিহ্নই দেখিতেছিলাম, কিন্তু এইবার আমরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ভাবেই দেখিতে পাইলাম। ঐ যে অনতিদূরে যাঁহাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পতিত দেখিতেছি ইনিই যে সেই কৃষ্ণপ্রেয়সীশিরোমণি গোপরমণী, ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। অতএব আমরা এখনই ইঁহার নিকটে গিয়া দেখি যে—যাহার মনোরঞ্জনের জন্য আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ভাগ্যবতী গোপরমণী কে!

এই কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণপরিত্যক্তা ব্রজরমণীগণ মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৈবেয়ং বা ন ভবতি, যতো দৃশ্যতে নাত্র কৃষ্ণঃ সৈবেবেতি প্রতিফলতি যৎ তদ্ধি নো ভ্রান্তিরেব। সর্ব্বাসাং নো মদবিহ্বতয়ে মাধুরী নাম দেবী কাচিৎ মূর্ত্তা জয়তি জগতি মোহমুৎপাদয়ন্তী। (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

যাহাকে অনতিদূরে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পতিত দেখিতেছি, সে বোধ হয় সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপরমণী নহে। কেননা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কদাপি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এই মূর্চ্ছিত রমণী যদি সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীই হইত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকেও এখানে দেখিতে পাইতাম। আমাদের যে এই মূর্চ্ছিতা রমণীকে দেখিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপরমণী বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা আমাদের ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা হউক, এই মূর্চ্ছিতা রমণীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হয় যে—আমাদের সৌন্দর্য্যগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য মাধুরী দেবীই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং অঙ্গমাধুর্য্যে জগতের মোহ উৎপাদন করিয়াছেন।

ইতি নিকটমুপসর্পয়ন্ত্যঃ পুনরপি সংশেরতে স্ম। নাপ্যেবং; যতঃ ম্লানা মৃণালীব নিপত্য বর্ত্ততে, স্পন্দো মন্দোঽপি ন লক্ষ্যতে। ইয়ং হি মূর্ত্তিঃ করুণস্য কিং ন বা? মূর্চ্ছৈব কিংবা প্রিয়বিয়োগজা? ইতি নিকটতরমুপসর্পন্তি স্ম। (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

এইরূপ নানা প্রকার সম্ভাবনা করিতে করিতে ব্রজরমণীগণ মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকার নিকট অগ্রসর হইতে হইতে অবার সন্দিগ্ধ ভাবে বলিতে লাগিলেন—না না ইহাকে ত মূর্ত্তিমতী মাধুরী বলিয়া মনে হইতেছে না। কেননা এই রমণী ম্লানা মৃণালিনীর ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং ইহার দেহে কিছুমাত্র স্পন্দন দেখা যাইতেছে না। তবে বোধ হয় এই রমণী করুণরসেরই ঘনীভূত মূর্ত্তি কিংবা প্রিয়বিয়োগজনিত মূর্চ্ছাই মূর্ত্তিমতী হইয়া বনভূমিতে পতিত রহিয়াছে। এই প্রকার নানা কথা বলিতে বলিতে ব্রজরমণীগণ মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের নানাবিধ কথা বার্ত্তায় তখন শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছা শিথিল হইয়া অর্দ্ধবাহ্য দশায় প্রকাশ হইল।

ততশ্চ তাসামাগমনমাকলয্য প্রসূয়াসূয়ামেব সা তস্যা মূর্চ্ছা সখী তাং তত্যাজ। গতায়াং তস্যাং সা সুপ্তপ্রবুদ্ধেব হা নাথ ক্বাসীতি কলকোমলগদ্‌গদগদনপরা ন পরাপরবিবেকবতী বিবর্ত্তমানা বর্ত্তমানাস্তাঃ প্রতি নাতিদূরে নয়নে ব্যাপারয়ামাস। (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

শ্রীকৃষ্ণপরিত্যক্তা ব্রজবনিতাগণ এই প্রকার নানা কথা বলিতে বলিতে যখন মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন যেন মূর্চ্ছা-সখীর মনে অসূয়া ভাবের উদ্গম হইল। মূর্চ্ছা তখন মনে করিলেন যে—শ্রীরাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণবিরহসন্তাপে জর্জ্জরিত হইয়া বনভূমিতে পতিতা ছিলেন তখন তাঁহার বিরহজ্বালা নিবারণ করিবার জন্য কোনও ব্রজবনিতাই আসেন নাই। কিন্তু আমি (মূর্চ্ছা) তাঁহার বিরহানুভূতি বিলুপ্ত করিবার জন্য এতক্ষণ তাঁহার সেবায় রত থাকার পর, শত শত ব্রজবনিতা আসিয়া—হায়! হায়! করিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং এখন তাহারাই তাহাদের সখীর সেবা করুক, আমি চলিয়া যাই। এই কথা মনে করিয়া মূর্চ্ছা যখন শ্রীরাধিকাকে পরিত্যাগ করিল, তখন শ্রীরাধিকার কিঞ্চিৎ চৈতন্য সঞ্চার হওয়ায় তিনি হা নাথ! কোথায় আছ! এই কোমল মধুরাস্ফুট গদ্‌গদ বচন বলিতে বলিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নিকটে সমাগতা গোপবনিতাগণের দিকে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে দৃষ্টিসঞ্চার করিতে লাগিলেন। তাহাতে সমস্ত ব্রজবনিতাগণ শ্রীরাধিকাকে চিনিতে পারিলেন এবং সকলেই বিস্মিত হইয়া তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

তদা অপি সৈবেয়মিতি সহর্ষবিষাদবিস্ময়সম্ভ্রমৌৎকণ্ঠ্যমুপকণ্ঠ্যমুপসর্পয়ন্ত্যঃ কনককমলিনীমূলং নিষ্কলহং কলহংসবধ্বইব সুরসরিতং সরিদন্তরাণীব অমৃতকিরণকন্দলীং চকোরললনা ইব নবোত্থানলক্ষ্মীং নানাবিধবিহগ-বধ্ব ইব কমলাকরসম্পদং কমলিনী বিততয় ইব সকলাঃ পরিতঃ পরিবব্রুঃ॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন সকলেই সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণশিরোমণি শ্রীরাধিকাকে চিনিতে পারিলেন এবং এই সেই! এই সেই! এই ভাগ্যবতী রমণীর সহিত রমণলালসাতেই আমাদের প্রাণবল্লভ নির্জ্জন বনে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, এই কথা বলিতে বলিতে হর্ষ, বিষাদ, সম্ভ্রম ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে সকলেই শ্রীরাধিকার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন—দেখিলে মনে হয়, যেমন কলহংসবধূগণ কনককমলিনীমূলের দিকে ধাবিত হয়, ক্ষুদ্র নদীধারা যেমন সুরধুনীধারার দিকে ধাবিত হয়, চকোরীগণ যেমন পূর্ণসুধাকরের দিকে ধাবিত হয় কিংবা কমলিনীবিততি যেমন কমলাকর-বক্ষে প্রসারিত হয়, সেইরূপ সমস্ত ব্রজবনিতা শ্রীরাধিকার নিকট অগ্রসর হইয়া চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সমস্ত ব্রজবনিতাগণ, সকলেই শ্রীকৃষ্ণবিরহপীড়িতা এবং শ্রীকৃষ্ণান্বেষণরতা হইলেও ইহাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ আছে এবং তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার সহিত সম্বন্ধ ও ব্যবহারের কিছু বিশেষত্ব আছে।

আসাং চতুর্বিধো ভেদো সর্ব্বাসাং ব্রজসুভ্রুবাং। স্যাৎ স্বপক্ষঃ সুহৃৎপক্ষস্তটস্থঃ প্রতিপক্ষকঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থপক্ষ এবং বিপক্ষভেদে ব্রজরমণীগণ চারি ভাগে বিভক্ত। তাহার মধ্যে যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইলে নিজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দানুভব করেন এবং "কিসে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইবে" সর্ব্বদা তাহার উপায় চিন্তা এবং সেজন্য বিবিধ চেষ্টায় সর্ব্বদা রত থাকেন, সেই সমস্ত ব্রজরমণীগণকে—স্বপক্ষা বলা যায়। শ্রীললিতা বিশাখাদি সখীবর্গ স্বপক্ষা গোপীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধা এবং ইহাদের অনুগতা আরও অসংখ্য গোপবনিতা আছেন, তাঁহারাও শ্রীললিতা বিশাখাদির আদেশানুসারে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটনের জন্য নানাবিধ চেষ্টা করেন এবং নানাভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন। যে সমস্ত ব্রজবনিতাগণ শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণমিলনের অনুকূল এবং সর্ব্বদাই তাহার প্রতিকূলতা নিবারণের জন্য ব্যাপৃতা তাঁহাদিগকে সুহৃৎপক্ষা বলা হয়। শ্যামলা প্রভৃতি গোপরমণীগণ সুহৃৎপক্ষা বলিয়া প্রসিদ্ধা। যে সমস্ত গোপরমণীগণ শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণমিলনের পরিপন্থিনী এবং সর্ব্বদাই নিজের সহিত শ্রীকৃষ্ণমিলনের উপায় চিন্তা এবং নানাবিধ চেষ্টায় রত, তাঁহাদের বিপক্ষা বলা হয়। চন্দ্রাবলী, পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি গোপরমণীগণ বিপক্ষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে সমস্ত গোপরমণীগণ, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বিপক্ষাগণের সুহৃৎপক্ষ, তাঁহারাই তটস্থা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রসিকমুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণ, যমুনাপুলিনে এই চতুর্ব্বিধ গোপবনিতাগণকে একত্র সংমিলিত করিয়া তাঁহাদের সহিত "বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবিস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ" প্রভৃতি ঊনত্রিংশাধ্যায়ে বর্ণিত প্রকারে বিবিধ বিলাসে রত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে শ্রীরাধিকার সহিত নির্জ্জনবিলাস করিবার জন্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যমুনাপুলিনে বিলাসরসাস্বাদনে এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর তীব্রবিরহবেদনাভোগে এই চতুর্ব্বিধ গোপবনিতাগণের কোন প্রকার ভাববৈষম্য না থাকিলেও শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনে এই চতুর্ব্বিধ গোপবনিতাগণ স্বপক্ষা বিপক্ষা প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ভাবে পরিভাবিত হইয়া যান এবং স্ব স্ব ভাবোচিতরূপে শ্রীরাধিকার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহারা যখন শ্রীকৃষ্ণবিরহে অধীরা হইয়া বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতেছিলেন, তখন ইহাদের কোন প্রকার ভাববৈষম্য পরিলক্ষিত না হইলেও যখন ইহারা নির্জ্জন বনমধ্যে মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকাকে দেখিতে পাইলেন এবং নিকটে আসিয়া শ্রীরাধিকাকে চিনিতে পারিলেন, তখন তাঁহাদের স্বভাবগত ভাববৈষম্যের প্রকাশ হইল। কাজেই ললিতা বিশাখাদি স্বপক্ষা গোপবনিতাগণ শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলাস সম্ভাবনা করিয়া পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বিপক্ষা গোপরমণীগণ বিষাদসাগরে মগ্না হইয়াছিলেন। সুহৃৎপক্ষা গোপবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকাকে পরিত্যাগ করা দেখিয়া অতীব বিস্মিতা হইয়াছিলেন এবং তটস্থাগণ, পরিত্যাগের বিবরণ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া চতুর্ব্বিধ গোপবনিতাগণ প্রথমতঃ স্বস্ব ভাবানুসারে হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, সম্ভ্রম প্রভৃতি নানাভাবে অন্দোলিত হইলেও তাঁহারা যখন শ্রীরাধিকার প্রবল বিরহবিকারের বিশেষত্ব ধারণা করিলেন, তখন তাঁহাদের ভাববৈষম্যের অবসান হইয়া গেল। তখন তাঁহারা সকলেই মনে করিলেন যে—আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত বিলাসে যেরূপ পরমানন্দ উপভোগ করেন, আমাদের সঙ্গে বিলাসে তিনি তাহা পান না বলিয়াই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাকে লইয়াই এই সুদূর নির্জ্জন বনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীরাধিকার বিরহবিকার দেখিয়া আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা হইতেছে যে—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে আমরা যে পরিমাণে দুঃখানুভব করিতেছি, তদপেক্ষা শ্রীরাধিকার অনেকগুণে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। কেননা আমরা শ্রীকৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি কিন্তু শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণবিরহে এমনই অবস্থা হইয়াছে যে তাঁহার দেহে আর জীবন থাকে কি না সন্দেহ। অতএব ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে—শ্রীরাধিকা এই পরমপ্রেমবলেই শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রবল বিরহবিকারে যদি শ্রীরাধিকার জীবনান্ত হয় তাহা হইলে আমরা বোধ হয় আর কোন দিনই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইব না। অতএব আমাদের যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যে কোন প্রকারে শ্রীরাধিকার জীবনরক্ষা করা উচিত। এই কথা মনে করিয়া শত কোটি গোপী নিজ নিজ ভাববৈষম্য ভুলিয়া একমত হইয়া গেলেন এবং শ্রীরাধিকার জীবনরক্ষা করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকার বিরহবিকার দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ বিরহের কথা ভুলিয়া গেলেন এবং সকলেই পরমাগ্রহে শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছিত দেহে চেতনা সঞ্চারের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কাচিদ্বীজয়তি স্ম পল্লবকুলৈঃ কাচিৎ কচানাং ততিং বগ্নাতি স্ম চকার কাচন করেণাস্যাম্বুজোন্মার্জ্জনং।
উচে কাচন মদ্বিধেব ভবতী হা হন্ত কষ্টাং দশামেতাং প্রাপ্তবতী কথং ক্ব স তব প্রাণাধিনাথঃ শঠঃ॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

সমাগতা ব্রজবনিতাগণের মধ্যে শ্রীললিতা বিশাখাদি স্বপক্ষাগণ মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য নবপল্লব সঞ্চালন দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার আলুলায়িত কেশপাশ সংযত করিয়া বন্ধন করিতে লাগিলেন এবং কেহবা তাঁহার মূর্চ্ছাম্লান মুখকমল মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বিপক্ষাগণ শ্রীরাধিকার প্রবল বিরহদশা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়! তোমারও শ্রীকৃষ্ণবিরহে আমাদের মত দশা ভোগ করিতে হইল? তটস্থপক্ষাগণ বলিলেন, হায়? তোমার কি জন্য এমন দশা উপস্থিত হইল এবং তোমার সেই শঠশিরোমণি প্রাণবল্লভ বা কোথায় গেলেন?

আস্মান্ বিহায় ভবতীং যদসাবহার্ষীৎ তেনৈব হি প্রশমিতো বিরহজ্বরো নঃ।
সোঽয়ং পুনর্দ্বিগুণ এব বভূব ধিঙ্নো যদ্বীক্ষ্যতে তব দশেয়মভূতপূর্ব্বা॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

বিপক্ষা ও তটস্থা গোপবনিতাগণ, শ্রীরাধিকার সহিত সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিবার জন্য করুণস্বরে বলিলেন, আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তখন আমরা প্রবল বিরহ-তাপে দগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু যখন আমরা জানিতে পারিলাম যে তিনি তোমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, তখন আমাদের বিরহতাপ প্রশমিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! এখন তোমার এই অভূতপূর্ব্ব দশা দেখিয়া আমাদের আবার দ্বিগুণ ভাবে বিরহবহ্নি প্রজ্বলিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন কশ্চিত্তে দোষঃ সুমুখি মনসো বাথ বচসো জগত্যেব খ্যাতা ত্বমসি গুণরত্নাবলিখনিঃ॥

ত্বয়ি প্রেমা তস্য প্রথিত ইতি সর্ব্বস্য বিষয়ঃ কুতো জাতা তস্য ব্যবসিতিরিয়ং হন্ত কঠিনা॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে সুমুখি! তোমার মনে কিংবা বাক্যে কোন প্রকার দোষ থাকা সম্ভবপর নহে, সেই জন্য তুমি অশেষগুণরত্নের খনি বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকেই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আজ তিনি তোমার সহিত এইরূপ নির্ম্মম ব্যবহার করিলেন কেন তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না।

এতেন তে সুমুখি কষ্টতরেণ দুঃখেনাস্মকমন্তরিতমন্তরগামি দুঃখং।
ভৈষজ্যমাত্রপরিভূতিকৃতো বিষস্য বীর্য্যং হি নশ্যতি মহাবিষসঙ্গমেন॥

তৎ কথয় ভাবিনি কিংবীজমিদং তে বৈশসং? কাচিদন্যাহ কিং পৃচ্ছত ভোঃ সখ্যঃ তস্যৈব প্রেম্ন এবায়ং স্বভাবঃ।

তৎপ্রেম কো বত বিভাবয়িতুং সমর্থস্তল্যং বিষেণ সুধয়াপ্যনুরাগিণীষু।
সন্তাপয়ন্তি রসয়ন্তি বিমূর্চ্ছয়ন্তি সংজীবয়ন্তি যুগপদ্বত যস্য ভাবাঃ॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে শ্রীকৃষ্ণদয়িতে শ্রীরাধিকে! তোমার এই তীব্র বিরহদুঃখ দেখিয়া আমাদের অন্তরের বিরহদুঃখ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মহাবিষের সঙ্গবশতঃ ঔষধাদিতে প্রযুক্ত স্বল্প বিষের কোনই কার্য্যকারিতা থাকে না।

যাহা হউক, হে ভাবিনি! তোমার এই বিরহদুঃখ ভোগের কারণ কি তাহা আমাদের নিকট বল। এই কথা শুনিয়া অন্য একজন গোপবনিতা বলিলেন, হে সখীগণ! পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার এই মহাদুঃখের কারণ আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ! কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবই এইরূপ।

জগতে এমন কে আছে যে সে কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ ভাবনা করিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতে সমর্থ হয়। ইহা প্রেমানুরাগিণীগণের নিকট বিষ ও অমৃতের মিলনাবস্থারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই প্রেমে যুগপৎ সন্তাপ, আনন্দ, মূর্চ্ছা ও জীবনদান করিয়া থাকে।

ইতি তস্যা বচনাবসানে সানেকপ্রযত্নেনামূষাং মূষাং প্রেমহেমাবর্ত্তিনীমিব হৃদয়বৃত্তিমুদ্ঘাট্য সবাষ্পোষ্ণং সকলং কলং সমুজ্জগার যদি, তদা তদাকর্ণনেন বিস্মিতবিস্মিতমুখ্যস্তামগ্রেতঃ কৃত্বা সমবেতীভূয় ভূয় এব তমিতস্ততো গবেষয়িতুং বেবয়িতুং চ নিজনিজমনোজ্ঞরং দিশি বিদিশি বিহিতসঞ্চারা ঘনতরবিটপবিতানাচ্ছাদিত-হিমকরকরনিকরতয়া তমোবহুলং বনপ্রদেশং সমাসাদ্য ভগ্নপ্রক্রমাস্ততো নিববৃতিরে॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

এই প্রকার নানাকথা বলিয়া যখন ব্রজবনিতাগণ নিরস্ত হইলেন, তখন পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকা তাঁহার প্রেমহেম গলাইবার মূষাতুল্য হৃদয়বৃত্তি উদ্ঘাটন করিয়া (প্রাণ খুলিয়া) তাঁহাদের নিকট অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে সকল বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীরাধিকার নিকট সমস্ত শুনিয়া ব্রজবনিতাগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অগ্রে করিয়া বনে বনে ইতস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ও তাহাতে তাঁহাদের মনস্তাপও যেন সমস্ত বনে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর তাঁহারা ঘন ঘন তরুলতাচ্ছাদিত বনপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে সেখানে চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিতে না পারায় ঘন-তিমিরে পরিব্যাপ্ত। কাজেই তখন তাঁহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া সেস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

সমাগতা ব্রজবনিতাগণের সমবেত চেষ্টায় যখন মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছাপগম হইল, তখন তাঁহারা শ্রীরাধিকার নিকট নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন এবং তদুত্তরে শ্রীরাধিকা তাঁহাদের নিকট সর্ব্ববিধ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে সখীবর্গ! তোমাদের সহিত যমুনাপুলিনে অবস্থান করিতে করিতে কি ভাবে যে আমি তোমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম, তাহা আমার কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণা নাই। তাহার পরে নিবিড় নির্জ্জন বনপ্রদেশে আসিয়া দেখিলাম যে আমি একাকিনী শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছি। হে সখীবর্গ! আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কথা আর কি বলিব, তাঁহার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি সমস্তই নারায়ণপ্রেয়সী লক্ষ্মীরও পরম স্পৃহণীয় হইলেও প্রীতি-বশতঃ তিনি আমার ন্যায় তুচ্ছ গোপরমণীর সহিত যে প্রকার প্রেমব্যবহার করিয়াছেন তাহা আর কি বলিব! তিনি আমার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য আমাকে লইয়া বনে বনে বিচরণ করিয়াছেন, স্বহস্তে বনের কুসুম চয়ন করিয়া তাহা দ্বারা মালা গাঁথিয়াছেন এবং নানা ভাবে আমাকে সাজাইয়াছেন। অধিক আর কি বলিব, কণ্টকাকীর্ণ বনপথে চলিতে আমার কষ্ট হইবে বলিয়া তিনি সময়ে সময়ে আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু হায়! আমার দৌরাত্ম্যের কথা আর কি বলিব, আমি এই অশেষ-গুণরত্নখনি নায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই প্রকার অসম্ভাবিত সমাদর পাইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম, তাই তাঁহার সঙ্গে নানাভাবে গর্ব্ব ও মানের ব্যবহার করিয়া তাঁহার অন্তরে ব্যথা প্রদান করিয়াছি। তিনি কত আদর করিয়া আমার সহিত প্রেম ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি গর্ব্ববশতঃ তাহা উপেক্ষা করিয়াছি এবং মানবশতঃ বিমুখী হইয়াছি ও বাম্যভাব প্রকাশ করিয়াছি। হায়! হায়! আমার এই সমস্ত দৌরাত্ম্যই আমার এই দুরবস্থার মূল। আমার মানগর্ব্বাদির দৌরাত্ম্যই আমার বর্ত্তমান দৌরাত্ম্যের একমাত্র কারণ। (দূরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণো যস্যাঃ সা দুরাত্মা তস্যা ভাবো দৌরাত্ম্যং। অথবা শ্রীকৃষ্ণস্য দূরে আত্মা দেহো যস্যাঃ সা দুরাত্মা তস্যা ভাবো দৌরাত্ম্যং। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ (আত্মা) হইতে দূরে আছেন বলিয়া তাঁহার বিরহাবস্থাকে দৌরাত্ম্য বলিয়াছেন।)

শ্রীরাধিকার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সমাগতা ব্রজবনিতাগণ অপার বিস্ময়পারাবারে নিমগ্ন হইলেন, কেননা, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে সমস্ত প্রেমব্যবহার পাইয়াছেন তাহার তুলনায় শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমব্যবহার যে কত কোটি কোটি গুণে উচ্চ তাহা তাঁহারা ধারণাই করিতে পারিলেন না। শতকোটি গোপরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধাকেই লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, স্বহস্তে কুসুমচয়ন ও তাহার দ্বারা মাল্য গ্রন্থন করিয়া শ্রীরাধিকার বেশরচনা, স্থানে স্থানে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বনপথাক্রমণ এবং এই প্রকার আদরের পর সেই আদরিণীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ধান প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই গোপবনিতাগণের অদৃষ্ট এবং অশ্রুতপূর্ব্ব; কাজেই এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। সেই জন্য শ্রীরাধিকার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে সমাগতা ব্রজবনিতাগণ পরমবিস্মিতা হইয়া একদৃষ্টে শ্রীরাধিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এসম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য তাঁহাদের কিছুতেই বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

শ্রীরাধিকার মুখে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন বিহারাদি এবং পরিশেষে তাঁহার সহিত বিরহের বৃত্তান্ত শুনিয়া সমাগতা ব্রজবনিতাগণ কিছুক্ষণ বিস্মিতা হইয়া অবস্থান করিলেন। তাহাতে শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে সখীগণ! আমরা যদি নির্জ্জনবনে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের হারানিধি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব চল, আমরা সকলে মিলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত বনভূমি অন্বেষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করি। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এই বনমধ্যেই আছেন এবং লুকাইয়া থাকিয়া আমাদের ভাবভঙ্গি দেখিতেছেন। কিন্তু আমরা শতকোটি গোপরমণী মিলিত হইয়া অন্বেষণ করিলেও কি তাঁহাকে ধরিতে পারিব না? তিনি কি শতকোটি গোপরমণীর দৃষ্টি বঞ্চনা করিয়া লুকাইয়া থাকিতে পারিবেন? অতএব আর হতাশ হইয়া বসিয়া থাকিবার কোনই প্রয়োজন নাই, এস আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের হারানিধির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধিকার উৎসাহবাক্যে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী গোপরমণীগণের হৃদয়ে আশার ক্ষীণ রেখা দেখা দিল এবং সকলেই মনে করিলেন যে—আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীশিরোমণি শ্রীরাধিকাকে পাইয়াছি তখন শ্রীকৃষ্ণকেও নিশ্চয়ই পাইব। এইরূপে নবীন উৎসাহে উৎসাহিত ব্রজবনিতাগণ সকলেই আবার শ্রীকৃষ্ণান্বেষণের জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইলেন এবং শ্রীরাধিকাকে অগ্রগামিনী করিয়া সকলেই তন্ন তন্ন করিয়া বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা বনভূমির প্রতিবৃক্ষের অন্তরালে, প্রতিলতামণ্ডপে, প্রতিপথপার্শ্বে, মৃত্তিকাস্তূপের আড়ালে, ঘনলতাগুল্মবেষ্টিতস্থানে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহাদের হারানিধির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা শারদ সুধাকরের জ্যোৎস্নায় সমুদ্ভাসিত বনভূমির নানাস্থানে দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের উদ্দেশ পাইয়া সকলে মিলিয়া তাঁহারই অনুসরণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ঘন তরুলতাদি সমাকীর্ণ নিবিড় গহনের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন ও দেখিলেন যে সেস্থানের বৃক্ষলতাদি এমন ঘনসন্নিবিষ্ট যে তাহার মধ্যে চন্দ্রকিরণেরও প্রবেশাধিকার নাই। চন্দ্রকিরণে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলীর শ্যামল শিরোভাগ আলোকিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার নিম্নে সূচীভেদ্য ঘনান্ধকার ছড়ান। ব্রজবনিতাগণ সম্ভাবনা করিলেন যে এই বনেই নিশ্চয়ই আমাদের বনমালী আছেন। এমন অন্ধকারময় স্থান ব্যতীত শতকোটি ব্রজরমণীর দৃষ্টি বঞ্চনা করিয়া লুকাইয়া থাকা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে।

প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে। নিবর্ত্তধ্বং শশঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচর॥ (বিষ্ণুপুরাণং)

ব্রজবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে গহনবনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে সখীগণ! দেখ দেখ! এখানকার বনভূমিতে আর শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এই গহনবনে প্রবেশ করিয়াছেন। আমরা শতকোটি গোপরমণী মিলিত হইয়া যদি এই বনের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করি এবং কেহ কেহ এই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে ধরিতে পারিব। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া এই গহন বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করা উচিত। এই বনে যেরূপ লতাজাল পরিবেষ্টিত ঘন ঘন বৃক্ষসমাবেশ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় যেন চতুরশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ এই গুপ্তস্থানেই লুক্কায়িত আছেন। বিশেষতঃ এই বনের প্রান্তভাগে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহার পর আর পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে—শ্রীকৃষ্ণ এই বনেই প্রবেশ করিয়াছেন। এই প্রকার পরামর্শ করিয়া যখন শতকোটী ব্রজরমণীগণ সেই গহন বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকা, তাঁহাদের বলিলেন হে সখীগণ! শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবতঃ এই গহনবনেই লুক্কায়িত আছেন। কেননা এখানে লতাজাল পরিবেষ্টিত ঘনঘন বৃক্ষাবলীর সমাবেশ থাকায় পূর্ণ শশধরের সমুজ্জল কিরণমালাও এই বনমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই এবং তাহাতে এই বনভূমি ঘনান্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই বনে যদি কেহ লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা একেবারেই অসম্ভব। তবে আমরা শতকোটি গোপরমণী মিলিত হইয়া অন্বেষণ করিলে বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ এখান হইতে পলায়ন করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমরা তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি ধরা পড়িবার ভয়ে আরও গুপ্তস্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই। সেইজন্য আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইতেছে যে—এই ঘনান্ধকার পরিব্যাপ্ত এবং অগণিত বৃক্ষাবলী সন্নিবিষ্ট বনে লুকাইতে গিয়া যদি আমাদের প্রাণবল্লভের চরণে কণ্টক বিদ্ধ হয় কিম্বা গমনকালে তাঁহার কোমল অঙ্গে বৃক্ষকাণ্ডের আঘাত লাগে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলে তিনি বড় কষ্ট পাইবেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁহাকে অন্বেষণ না করিয়া বনপ্রান্তেই বসিয়া থাকি, তাহা হইলে তিনি আর স্থানান্তরিত না হইয়া যেখানে আছেন সেইখানেই থাকিবেন। অতএব তাঁহাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাঁহাকে অন্বেষণ করিবাব প্রয়োজন নাই। তিনি যেখানে আছেন সেইখানেই থাকুন এবং আমরাও তাঁহার বিরহভার লইয়া এই বনপ্রান্তেই বসিয়া থাকি। আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনই আমাদের সর্ব্বত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন বনভূমিতে আগমনের একমাত্র কারণ। আমাদের বিরহসাগরে ভাসাইয়া যদি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ হয়, তাহা হইলে আমরা চিরজীবন তাঁহার বিরহসাগরেই ভাসিব। আমাদের দেখা না দিয়া লুকাইয়া থাকিতেই যদি তাঁহার ভাল লাগে, তাহা হইলে তাহাতে বাধা দেওয়ায় আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। তিনি যাহাতে সুখে থাকেন তাহাই আমাদের একমাত্র বাঞ্ছনীয়। অতএব আমরা এই ঘনান্ধকার পরিব্যাপ্ত গহন কাননে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উদ্বেগ প্রদান করিতে চাহি না। তিনি মনের আনন্দে লুকাইয়া থাকুন এবং আমরা তাঁহার বিরহসম্ভার লইয়া এই গহন কানন প্রান্তে তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়া থাকি।

পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার এই প্রেমপূর্ণ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া শতকোটি গোপরমণীগণ মনে করিলেন, সত্য সত্যই ত, বনে বনে অন্বেষণ করিয়া করিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণকে নানা প্রকারে উদ্বেগ ও দুঃখ প্রদান করিয়াছি! আমরা তাঁহাকে যতই অন্বেষণ করিয়াছি, ততই তিনি লুকাইবার জন্য বন হহতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং গুপ্ত স্থানের অনুসন্ধান করিয়া সেখানে প্রবেশ করিয়াছেন। না জানি ইহাতে তাঁহার কোমল চরণে কতই বেদনা লাগিয়াছে। আমরা আমাদের প্রাণবল্লভের কিসে আনন্দ হয় তাহার অনুসন্ধান না রাখিয়া নিজ বিরহদুঃখ দূর করিবার অভিলাষে তাঁহাকে বনে বনে অন্বেষণ করিয়াছি। কিন্তু এখন পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার কথায় আমাদের চৈতন্যলাভ হইল। শ্রীরাধিকা কায়মনোবাক্যে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্যই ব্যাপৃতা থাকেন বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং এই জন্যই তিনি শতকোটি ব্রজরমণী পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাকে লইয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। এই প্রকার নানাভাবে শ্রীরাধিকার প্রেমমহিমা ভাবনা করিয়া শতকোটি ব্রজরমণীগণ, শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়া সেই গহনকানন পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে বিরত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীরাধিকাদি শতকোটি ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে বিরত হইয়া কেহই নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন না। তাঁহারা সকলেই দেহগেহাদি বিস্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের কোনও দোষলেশেরই স্ফুরণ হইল না। শ্রীকৃষ্ণের করুণা, প্রেমকোমলতা প্রভৃতি অপার গুণাবলী স্মরণে তাঁহাদের চিত্ত এমনই অভিভূত হইয়া গেল যে—তাঁহারা সকল ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুর গুণলীলাবলী গান করিতে. করিতে আত্মহারা হইয়া গেলেন।

ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণগুণগানে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের চিত্ত সেই গহনকাননচারী শ্রীকৃষ্ণেই লগ্ন হইয়া গেল। তাঁহারা তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন গহনকানন মধ্যে তাঁহাদের প্রাণবল্লভ না জানি কি অবস্থাতেই কালক্ষেপ করিতেছেন। তিনি যদি সেখানে ইতস্তত বিচরণ না করিয়া কোনও বৃক্ষমূলে স্থিরভাবে বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় বিনাক্লেশেই আছেন। কিন্তু যদি তিনি গহনকানন মধ্যে নানাস্থানে বিচরণ করেন, তাহা হইলে চরণে কণ্টক বিদ্ধ হইতে পারে এবং বৃক্ষকাণ্ডের সংঘর্ষে কোমল গাত্রে বেদনা লাগিতে পারে। এইভাবে গোপরমণীগণের চিত্তে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণেরই সুখ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখসম্ভাবনায় নানাবিধ সংকল্প বিকল্পের উদয় হইতে লাগিল। তাঁহাদের মনে তখন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচিন্তা ব্যতীত আর কোন প্রকার চিন্তাই স্থান পাইল না। এইভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণগতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ গুণাবলী গান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণগতচিত্তা ব্রজবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে যখন শ্রীকৃষ্ণকথালাপে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বনে বনে পরিভ্রমণে এবং গহনকাননে আত্মগোপনে নানাপ্রকার দুঃখসম্ভাবনা করিয়া পরস্পর তাহাই আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যখন মনে হইল যে "চতুরশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ যদি এই গহনকাননের অন্য পার্শ্ব দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব হইবে। তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া সেই বনের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং কোনও দিক্ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র চলিয়া যান কিনা তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ব্রজরমণীগণের কায় মনঃ এবং বাক্য শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ, ভাবনা এবং আলাপে একতান হওয়ায় তাঁহারা দেহ দৈহিকাদি সমস্ত ভুলিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গেলেন।

টীকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় আলোচনা করিয়াছেন—

তন্মনস্কত্বেনৈব পূর্ব্ববদুন্মাদস্য মান্দ্যে তদালাপাঃ। "দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থেতি" বৎ তমালাপন্ত্যঃ, উন্মাদস্য মধ্যত্বে তদ্বিচেষ্টাঃ, "কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনং" ইতি বত্তচ্চেষ্টামনুকৃতবত্যঃ, উন্মাদস্য প্রৌঢ়ত্বে তদাত্মিকাঃ "কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং" ইতিবৎ আত্মবিস্মৃতৌ তন্ময়ীভূতাঃ পূর্ব্বসংস্কারবশাদেব "গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেবেতি বত্তদ্‌গুণানেবেতি॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচিন্তাপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোনও ভাবনাই মনে স্থান পায় নাই। তাহাতে তাঁহাদের "উন্মাদ" নামক সঞ্চারিভাবের আবির্ভাব হয় এবং ক্রমশঃ তাহার মন্দ, মধ্য এবং প্রৌঢ় এই তিন প্রকার অবস্থার অভিব্যক্তি হয়। উন্মাদ নামক সঞ্চারিভাবের মন্দাবস্থায় তাঁহারা সকলে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক আলাপে রত থাকেন। যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণান্তর্ধানের পর যেমন তাঁহারা অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি বৃক্ষগণের নিকট "দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ" প্রভৃতি বচনে অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবারও তাঁহারা সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণালাপে রত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উন্মাদদশার মধ্যাবস্থায় তাঁহারা পূর্ব্ববৎ কেহ বা পূতনা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ, কেহবা শ্রীকৃষ্ণ হইয়া স্তনপান প্রভৃতি নানাপ্রকার শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ করিয়াছেন। উন্মাদ-দশার প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহারা পূর্ব্ববৎ "কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং" "আমি কৃষ্ণ, এই দেখ আমার ললিত গতি-বিন্যাস" প্রভৃতি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণানুকরণ করিয়াছেন এবং সেই সেই ভাবে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ তাঁহারা নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণগান এবং শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর টীকায় এই প্রকার উন্মাদভাব এবং তাহাতে পূর্ব্ববৎ অশ্বত্থাদি বৃক্ষের নিকট শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা, শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ এবং "কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং" প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাঁহারা যে ভাবে "তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টা স্তদাত্মিকাঃ" প্রভৃতি ভাবের প্রকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপার প্রেমপারাবার ব্রজরমণীগণের সময়ভেদে সর্ব্ববিধ ভাবেরই প্রকাশ হইতে পারে। কাজেই মতানৈক্য দেখিয়া বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণবিরহতপ্তা ব্রজবনিতাগণ, কিছুক্ষণ সেই গহনকাননের সন্নিকটে অবস্থান করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণগুণ গান, সেই গহনকাননের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ এবং নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের বনভ্রমণদুঃখ ভাবনা করিয়া তাহারই অলাপ প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিয়া পরিশেষে সকলেই মনে করিলেন যে—আমাদের এই ঘনান্ধকার-পরিব্যাপ্ত গহনকানন নিকটে অবস্থান করা অপেক্ষা সুবিমল চন্দ্রকিরণসমুদ্ভাসিত যমুনাপুলিনে গমন করাই ভাল। কেননা আমাদের করুণক্রন্দনে বিগলিত হইয়া যদি সেই স্বভাবপ্রেমার্দ্র কোমলহৃদয় শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসেন, তাহা হইলে এই ঘনান্ধকার পরিব্যাপ্ত এবং ঘনবৃক্ষাবলী সমন্বিত স্থানে আমরা তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইব না এবং সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া অনুনয় বিনয়াদি করিতে পারিব না। শ্রীকৃষ্ণ যদি কৃপা-পূর্ব্বক যমুনাপুলিনভূমিতে আগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার দর্শনাদিতে আমাদের কোনই বাধা হইবে না। বিশেষতঃ আমরা ইতঃপূর্ব্বে যমুনাপুলিনভূমিতেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাবিধ বিহাররসাস্বাদন করিয়াছি এবং শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ প্রেমব্যবহার পাইয়া জীবন ধন্য করিয়াছি। যদিও আমরা এখন আমাদের প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিরহতাপে দগ্ধ হইতেছি, তথাপি আমরা যদি তাঁহার ক্রীড়াস্থানে যাই, তাহা হইলে তাঁহার বিচিত্র ক্রীড়ার স্মৃতিতে শান্তি লাভ করিতে পারিব। যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইয়া যদি আমাদের শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপে জীবনান্ত হয়, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থানে জীবনান্ত হইবে এবং তাহার ফলে আমরা জন্মান্তরে তাঁহার চরণসেবাধিকার পাইব। এই প্রকার নানাকথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যমুনাপুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলে মিলিত হইয়া উচ্চ মধুরকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া যমুনাপুলিনে আগমন এবং সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণগানের ভঙ্গিতে সাধকভক্তগণের শিক্ষা হওয়া উচিত যে—অন্বেষণে শ্রীকৃষ্ণ পাওয়া যায় না, তিনি যাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিবেন একমাত্র তিনিই তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইবেন। তাঁহার লীলাস্থান আশ্রয় করিয়া তাঁহার গুণগানই তাঁহার কৃপাপ্রাপ্তির হেতু। কাজেই ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার লীলাস্থানে আসিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪০—৪৪

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতায়াং
শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী সমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং দশমস্কন্ধস্য ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমঃ স্কন্ধঃ

—— ০ঃ)*(ঃ০ ——

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

—— ০ঃ)*(ঃ০ ——

শ্রীগোপিকা ঊচুঃ ॥

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—গোপিকাঃ ঊচুঃ ॥ ০ ॥ দয়িত! (হে প্রাণকোটিতোঽপি পরমশ্রেষ্ঠ) তে (তব) জন্মনা (ব্রজভূমৌ জন্মগ্রহণেন) ব্রজঃ (চতুরশীতিক্রোশব্যাপিনী ব্রজভূমিঃ) অধিকং (পূর্ব্বতঃ সর্ব্বতঃ বৈকুণ্ঠাদিলোকেভ্যশ্চ) জয়তি (উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে) ইন্দিরা (সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্রীমহালক্ষ্মীঃ) অত্র (ব্রজে) শশ্বৎ (নিরন্তরং) শ্রয়তে (ব্রজমেবাশ্রিত্য বর্ত্ততে। কিন্তু হা!) ত্বয়ি (সর্ব্ববিষয়াং স্ত্যক্ত্বা তয়্যৈব) ধৃতাসবঃ (ধৃতেন্দ্রিয়প্রাণাঃ) তাবকাঃ (ত্বদীয়া এব গোপীজনাঃ) দিক্ষু (চতুর্দ্দিক্ষু) ত্বাং (জীবনীভূতং ত্বাং) বিচিন্বতে (মৃগয়ন্তে, অতস্ত্বয়া) দৃশ্যতাং (প্রত্যক্ষীভূয়তাং) ॥ ১

মূলানুবাদ।—গোপীগণ বলিলেন—হে দয়িত! তোমার জন্মসময় হইতে ব্রজভূমি সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে এবং সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী এই ব্রজভূমি অলঙ্কৃত করিতেছেন। কিন্তু হায়! এই ব্রজে ত্বদ্‌গতজীবনা ব্রজাঙ্গনাগণ (তোমাকে হারাইয়া) ইতস্ততঃ তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাই বলিতেছি— ॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—একত্রিংশে নিরাশাস্তাঃ পুনঃ পুলিনমাগতাঃ। কৃষ্ণমেবানুগায়ন্ত্যঃ প্রার্থয়ন্তে তদাগমং ॥ ০ ॥ জয়তীতি। হে দয়িত তে জন্মনা ব্রজ অধিকং যথা স্যাত্তথা জয়তি উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। হি যস্মাত্ত্বমত্র জাতঃ, তস্মাদিন্দিরা লক্ষ্মীরত্র শ্রয়তে ব্রজমেব অলঙ্কৃত্য বর্ত্ততে। এবং ব্রজে সর্ব্বস্মিন্ মোদমানে তত্রতু তাবকাস্ত্বদীয়া গোপীজনাস্ত্বয়ি তদর্থমেব কথঞ্চিদ্ধৃতাসবঃ ধৃতাঃ অসবো যৈস্তে ত্বাং বিচিন্বতে মৃগয়ন্তে অতস্ত্বয়া দৃশ্যতাং প্রত্যক্ষীভূয়তামিতি। যদ্বা অস্মাভির্ভবান্ দৃশ্যতামিতি। যদ্বা এবং ত্বয়া দৃশ্যতামেতে বিচিন্বতি ইতি ॥ ১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—কৃষ্ণৈকগম্যো বাগর্থো যাসাং লেখিতুমিষ্যতে। তা এব করুণাময্যঃ স্বীকুর্ব্বন্তু মদাগ্রহং। পীতশ্রীগোপিকাগীতসুধাসাররসশ্রিয়াং! শ্রীধরস্বামিনাং কিঞ্চিদবশিষ্টং বিচীয়তে। অধিকং সর্ব্বতঃ। ব্রজে ন তত্র তত্র হ্যালক্ষ্যন্তে। হি যতঃ। অত্র ব্রজে। শশ্বৎ নিরন্তরং। যদ্বা। অধিকমিত্যস্যাত্রাপ্যন্বয়ঃ। প্রতিমুহূরাধিক্যেনেত্যর্থঃ। ইন্দিরেতি সম্পত্তদধিষ্ঠাত্র্যোরভেদেন নির্দ্দেশঃ। তদধিষ্ঠানেনৈব তদ্বদ্ধেঃ এবং তৎপ্রভাবেণাত্রত্যানাং সর্ব্বেষামেব সর্ব্বমঙ্গলং জাতং। কেবলং দৈবহতানামস্মাকমেব সদা দুঃখং তত্রাপ্যধিকমিদং। সর্ব্বজ্ঞেন পরমদয়ালুনাস্মৎপ্রাণবল্লভেনাপি ত্বয়া ন জ্ঞায়ত ইতি। তদধুনাস্তাবদস্ত তন্মাত্রমপি জ্ঞায়তামিতি ব্যঞ্জয়িতুং প্রার্থয়ন্তে দয়িতেতি। দৃশ্যতাং জ্ঞায়তাং। দুঃখদর্শনে সতি পরদুঃখকাতরোঽবশ্যং সাক্ষাদ্ভবেদিতি তু

CC0. In Public Domain, Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিগূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। কিং তদ্দুঃখং তদাহুর্দিক্ষিতি। অনেন বহুলপরিশ্রমাদিকং পরিভ্রমণঞ্চ সূচিতং। তাবকা ত্বয়া স্বীকৃতাস্বদীয়তাভিমানবত্যো বা, অতএব বিচিন্বতে অন্বেষণেন বহুদুঃখমনুভবন্ত্যর্থঃ। অতস্তাবকত্বেনৈবৈতদ্দুঃখম্, অন্যথা তদনুৎপত্তিরিতি ভাবঃ। তত্র দয়িতেত্যনুকম্পাং জনয়ন্তি, দয়তেঽনুকম্পতে ইতি নিরুক্ত্যা দৈন্যাৎ। দয়তে চিত্তমাদত্তে দয়িত ইতি ক্ষীরস্বামিনিরুক্ত্যনুসারেণ তু কিঞ্চিদুপালম্ভতোঽপি তামেব। ননু। কৈঅব রহিঅং পেম্মং ণহু চিট্ঠ মাণবে লোএ। জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোত্তম্মি কো জিঅই। কৈতবরহিতং প্রেম ন তিষ্ঠতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে ভবতি কো জীবতি। ইতি ন্যায়েন দয়িতস্য বিরহে দয়িতা ন জীবেয়ুর্নাম? সত্যং; ত্বত্ত এব ন ম্রিয়ন্তে ইত্যাহুস্ত্বয়ি নিমিত্তে ধৃতাসবঃ ত্বৎপ্রাপ্ত্যাশয়া জীবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা। ত্বয়ি বিষয়ে অসবঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণীতি যাবৎ। ত্বন্ময়ত্বেন পশ্যন্তীত্যর্থঃ। এষু শ্লোকেষু পদবর্ণাদিসাম্যাপেক্ষয়া প্রায়ঃ প্রতিপাদং দ্বিতীয়াক্ষরস্যৈক্যং। তথা দলদ্বয়ে কুত্রচিদন্যত্রাপি ক্বচিৎ প্রথমাক্ষরসপ্তমাক্ষরয়োশ্চেতি কুত্রাপি কথঞ্চিদ্বিচার্য্যং। তচ্চ মুক্তাফলটীকায়াং বিবৃতমস্তি। তত্র দৃশ্যতামিত্যত্র তেষাং প্রথমার্থঃ পচের্বিক্লিত্তি বিক্লেদনাবদ্দৃশেরপি প্রকাশ প্রকাশনার্থত্বাৎ সমর্থনীয়ঃ॥ ১॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীশিরোমণি শ্রীরাধিকাকে সঙ্গে লইয়া গহনকাননপ্রান্ত হইতে যমুনাপুলিনভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যমুনাপুলিন ভূমি অতি সুবিস্তৃত; শারদসুধাকর-পরমসমুজ্জ্বলিত; বিবিধ বিহঙ্গ কাকলীমুখরিত, মত্তভ্রমর-গুঞ্জনঝঙ্কৃত, বিবিধ বিটপি-লতাদি পরিবেষ্টিত, মন্দমারুত পরিসেবিত এবং কুমুদকহ্লার কমলাদি বিবিধ জলজ কুসুম পরিশোভিত। এইস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অস্ফুটস্ফূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল এবং নৈরাশ্যবিদলিত হৃদয়ে আশার মধুরিমা ফুটিয়া উঠিল। তাঁহারা সকলেই মনে করিলেন যে আমরা এই সুবিমল যমুনাপুলিনে নিশ্চয়ই আমাদের হারানিধিকে পাইব। আশার প্রেরণায় যেন তাঁহাদের নৈরাশ্যবিপর্য্যস্ত হৃদয়-তন্ত্রীতে অভিনব ভাবের রাগিণী বাজিয়া উঠিল, তাই তখন সেই শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের প্রাণ-বল্লভকে লক্ষ্য করিয়া নানাভাবে প্রার্থনাগীতি গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রজরমণীগণ যমুনাকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া যমুনাতীরস্থ কাননভূমির সম্মুখীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণগানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কেননা তাঁহারা যদি যমুনাভিমুখী হইয়া উপবেশন করেন, তাহা হইলে কানন-ভূমি হইতে শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ক্রান্ত হইলেই তাঁহাকে দেখিতে পান না। তাঁহারা যমুনাগর্ভ হইতে সদ্যঃসমুত্থিত পুলিন-ভূমিতে (তোয়োত্থিতং তৎপুলিনং সৈকতং সিকতাময়ং ইত্যমরঃ) উপবেশন করিলে তাঁহাদের সম্মুখে যমুনাসৈকত, তাহার পর তীরভূমি ও তাহার পর অগণিত বৃক্ষাবলিপরিশোভিত কাননভূমি অবস্থিত ছিল। ব্রজরমণীগণ যখন প্রার্থনাগীতি গাহিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের সুদৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে তাহাদের করুণ ক্রন্দন সমন্বিত প্রার্থনাগীতিতে তাঁহাদের প্রাণবল্লভের প্রেমার্দ্রকোমলহৃদয় নিশ্চয়ই বিগলিত হইবে এবং তিনি তাঁহাদের নিকট আসিয়া সর্ব্ববিধ দুঃখ মোচন করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ একত্রিংশাধ্যায়ে উনিশটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের প্রার্থনাগীতি বর্ণিত আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর টীকা দেখিলে মনে হয় ব্রজরমণীগণের প্রার্থনাগীতির মর্ম্মোদ্ঘাটন করা দুরূহ।

কৃষ্ণৈক গম্যো বাগর্থো যাসাং লেখিতুমিষ্যতে। জ্ঞাত্বাপরাধং দেব্যস্তা ভক্তিং তন্বন্তু মে নিজাং॥

(বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের বাক্যের অর্থ একমাত্র তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই জানেন। তথাপি আমি যে তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি, ব্রজদেবীগণ আমার এই অপরাধ জানিয়াও তাঁহাদের চরণে ভক্তি প্রদান করুন।

কৃষ্ণৈকগম্যো বাগর্থো যাসাং লেখিতুমিষ্যতে। তা এব করুণাময্যঃ স্বীকুর্ব্বন্তু মদাগ্রহং॥ (লঘুতোষণীটীকা)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের বাক্যের অর্থ একমাত্র তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই জানেন। তথাপি আমি যে তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহাতে সেই করুণাময়ী ব্রজরমণীগণ কেবলমাত্র আমার আগ্রহের দিকেই কৃপাদৃষ্টি সঞ্চার করুন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দৈন্যময় প্রার্থনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—হে দয়িত! তোমার জন্মাবধি ব্রজভূমি সর্ব্ববিধ সম্পদের আকর হইয়াছে। এখানে কাহারও কোনও দুঃখ দৈন্যাদির লেশমাত্রও নাই, সকলেই সন্তোষ ও পরমানন্দ লইয়া নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করিতেছে। এখানকার সম্পদ্ দেখিলে মনে হয়, তোমার জন্মের পূর্ব্বে ব্রজের এ সম্পদ্ ছিল না কিংবা পৃথিবীর কুত্রাপি এরূপ সম্পদ্ নাই। এখানকার অনন্যসাধারণ সম্পদ্ দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে—সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইন্দিরা (লক্ষ্মী) এই ব্রজভূমি অলঙ্কৃত করিয়া সর্ব্বদাই বিরাজমানা। সম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবী যেন ব্রজভূমির সেবা করিবার জন্য এখানে সর্ব্ববিধ সুখসম্পদ্ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। বৈকুণ্ঠাদি সর্ব্বত্রই লক্ষ্মীই সেবিত হইয়া থাকেন, কিন্তু এখানে তিনিই ব্রজভূমির সেবা করিতেছেন। তাই বলিতেছি, এরূপ সুখসম্পদ্ আর কুত্রাপি নাই।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবধি ব্রজের সমৃদ্ধিবৃদ্ধির কথা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবপ্রসঙ্গে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবও বর্ণনা করিয়াছেন—

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্। হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবধি নন্দব্রজ সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শ্রীহরির নিবাসগুণে ব্রজ যেন সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্রীদেবী লক্ষ্মীর ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে দয়িত (দয়তে অনুকম্পতে ইতি দয়িতঃ পরম দয়ালুরিত্যর্থঃ) তোমার জন্ম হইতে ব্রজে সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবী ইন্দিরার অধিষ্ঠান এবং ব্রজবাসী নরনারী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি সকলই সর্ব্ববিধ সুখসম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা তোমার বিরহদুঃখে নিপীড়িত হইয়া তোমারই অন্বেষণে ব্রজের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তুমি আমাদের নিজ দাসী বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ এবং আমাদেরও দৃঢ় ধারণা এই যে—আমরা তোমারই (তাবকাঃ)। কিন্তু আমরা যদি এই সর্ব্বসুখসম্পৎপূর্ণ ব্রজে নিরন্তর অসহনীয় দুঃখ ভোগ করি তাহা হইলে তাহা আমাদের দুরদৃষ্ট ছাড়া আর কি বলিব? আমরা "তোমারই" (তাবকাঃ) বলিয়াই আমাদের এত দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে কি না তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সর্ব্বসুখনিকেতনের চরণে দেহ মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াও যদি আমাদের নিরন্তর মর্ম্মান্তিক দুঃখভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা যে কেবল আমাদেরই দুরদৃষ্ট, তাহা নহে, তোমার পক্ষেও তাহা বিশেষ লজ্জাজনক।

নিষেব্য সরিতাং পত্যুস্তটীং পক্ষিগণাশ্চিরং। যৎ পিবন্তি সরস্তোয়ং সৈব লজ্জা মহোদধেঃ॥ (প্রাচীনশ্লোকঃ)

সমুদ্রতটনিবাসী পক্ষীগণ যে পিপাসা শান্তির জন্য সরোবরের জল পান করে. ইহা অপার অগাধ জলনিধির পক্ষে বড়ই লজ্জাজনক।

যদিও দয়িতের বিরহে দয়িতার জীবন ধারণ করা সম্ভবপর নহে, তথাপি আমরা কেন যে এখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবিত আছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় আমাদের প্রাণ তোমাতে সমর্পিত বলিয়াই তোমার বিরহাগ্নিতে আমাদের দেহ দগ্ধ হইলেও এখনও প্রাণ বিপন্ন হয় নাই। অথবা বিরহাগ্নিতাপের ভয়ে মৃত্যু আসিয়া আমাদের প্রাণকে আক্রমণ করিতে পারিতেছে না।

বিরহার্ত্ত্যগ্নি ভীতোঽয়ং মৃত্যুশ্চেনো বিমুঞ্চতি। প্রাণ পক্ষিণমেতদ্ধি নিশ্চেতব্যং দয়ানিধে॥ (প্রাচীনশ্লোকঃ)

হে দয়ানিধে! প্রবল বিরহাগ্নির ভয়ে ভীত হইয়া মৃত্যুরূপ শ্যেনপক্ষী আমাদের প্রাণরূপ ক্ষুদ্র পক্ষীকে গ্রাস করিতেছে না, ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

দয়িতের বিরহে যে দয়িতার জীবনধারণ করা সম্ভবপর নহে তাহা চিরপ্রসিদ্ধ—

কৈঅব রহিঅং পেম্মং নহি হোই মানুষে লোএ। জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোত্তম্মি কো জীঅই॥
(প্রাচীনপ্রাকৃতভাষানিবদ্ধশ্লোকঃ)

ইহার অনুরূপ সংস্কৃত ভাষার শ্লোকও দেখা যায়—

কৈতবরহিতং প্রেম নহি ভবতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে ভবতি কো জীবতি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপবচনে এই শ্লোকের উল্লেখ দেখা যায় এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ইহার বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়াছেন—

অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, হেন প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ, বিরহ হইলে কেহ না জীয়য়। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

জম্বুনদীজাত সুবর্ণ যেমন অতীব বিশুদ্ধ, তাহাতে অন্য কোনও ধাতুর সংমিশ্রণ নাই, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমও স্বভাবতঃই বিশুদ্ধ। তাহাতেও আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্রও সংমিশ্রিত থাকে না। এতাদৃশ বিশুদ্ধ প্রেম নরলোকে অতীব দুর্লভ। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা সম্বন্ধ ব্যতীত নরলোকে কেহ কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। "নবা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" (শ্রুতিবাক্যং)। কাহারও প্রীতি সম্পাদনের জন্য কেহ কাহাকেও ভালবাসে না। আত্মপ্রীতিলাভের আশাতেই সকলে সকলকে ভালবাসিয়া থাকে। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারহিত অকৈতব প্রেম যদি কেহ কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্য বশতঃ লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার আর কদাপি প্রিয়ের সহিত বিয়োগ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। এই প্রেমের বিরহাবস্থা এতই তীব্র যে তাহাতে প্রেমিকের জীবনধারণ করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। ব্রজরমণীগণ, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বিহীন অকৈতব প্রেমপয়োনিধি হইয়াও যে শ্রীকৃষ্ণবিরহে জীবিত আছেন, তাহার কারণ তাঁহারাই দেখাইয়াছেন—"ত্বয়ি ধৃতাসবঃ"। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির আশাতেই তাঁহাদের বিরহতাপতপ্ত দেহে এখনও প্রাণ আছে। কিংবা প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ চরণে সমর্পিত বলিয়া তাঁহাদের দেহ শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপে দগ্ধীভূত হইলেও প্রাণের কোনই অনিষ্ট হয় নাই।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এইরূপে ব্রজের সুখসম্পদ্ এবং তাঁহাদের অপার শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখভোগের কথা বিজ্ঞাপন করিয়া পরিশেষে বলিলেন—হে দয়িত! আমরা তোমারই বিরহতাপে জর্জ্জরিত হইয়া বনে বনে তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, তাহা তুমি একবার দেখ, কিংবা একবার আমাদের দেখা দিয়া আমাদের সর্ব্ববিধ তাপ নিবারণ কর।

কবি কর্ণপূর অতি সুললিত ভাষায় এই গোপীগীত বর্ণনা করিয়াছেন—

জয়তি প্রিয় তেঽবতারতো ব্রজ এবাশ্রয়তে যমিন্দিরা। বত তত্র বসন্নয়ং জনঃ কথমেবং লভতে পরাভবং॥
অনুরাগিণমঙ্গনাগণং বনভূমাবপহায় তাবকং। কথমন্তরধাঃ কৃপানিধে প্রিয়দৃশ্যো ভব তস্য চক্ষুষাং॥
(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২

হে প্রিয়! তোমার জন্মাবধি ব্রজভূমি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে এবং সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মীও ব্রজভূমি আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু হায়! অমরা সেখানে এত দুঃখভোগ করিতেছি কেন? তোমারই চরণানুরাগিনী ব্রজরমণীগণকে বনভূমিতে বিসর্জ্জন দিয়া, হে কৃপানিধে! তুমি কেন অদৃশ্য হইলে? হে প্রিয়! একবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হও।

শুনহে দয়িত ব্রজে জনমে তোমার।
ব্রজের সমৃদ্ধি সুখ অপূর্ব্ব অপার ॥
শুন শুন প্রাণপতি, আনন্দে ইন্দিরা সতী
তোমা লাগি ব্রজভূমে করেন বিহার।
কিন্তু হায়! গোপিকার দুঃখের নাহিক পার
তোমার বিরহ তাপে তপ্ত অনিবার ॥
দেখহে প্রাণের প্রাণ, তোমাতে ধরিয়া প্রাণ
তোমার গোপিকা তোমায় খুঁজে চারিধার ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সুরতনাথ! (বহুসম্ভোগপতে) বরদ (হে অভীষ্টপ্রদ!) শরদুদাশয়ে (শরৎকালীনে সরসি) সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা (সাধুজাতং সম্যগ্‌জাতং যৎ সৎসরসিজং সুবিকসিতং পদ্মং তস্য উদরে গর্ভে যা শ্রীঃ শোভা তাং মুষ্ণাতি হরতীতি তথা) দৃশা (নয়নেন) যা অশুল্কদাসিকাঃ (মূল্যং বিনৈব দাসিকাঃ অস্মান্ ব্রজরমণীঃ) নিঘ্নতঃ (মারয়তঃ) ইহ তে (তব) কিং ন বধঃ (কিং শস্ত্রেণৈব বধো বধঃ? দৃশা বধঃ কিং বধো ন ভবতি?) ॥ ২

মূলানুবাদ।—হে সুরতনাথ! হে বরদ! শরৎকালীন স্বচ্ছসরোবরের মধ্যে সুবিকসিত কমলের গর্ভপত্রের কান্তিহারি নয়ন দ্বারা তোমার এই বিনামূল্যের দাসীগণের জীবনহরণ করিলে কি তাহাদের বধ করা হয় না? ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—অত্র স্বতন্ত্রাণাং বহ্বীনাং বক্তৃত্বাদপরা আহুরিতি সর্ব্বশ্লোকেষ্ববতারণা। তথাপি সঙ্গতিরুচ্যতে। তত্র বিচিন্বন্ত নাম মম কিমিতি চেত্তত্রাহুঃ শরদিতি। শরদুদাশয়ে শরৎকালীনে সরসি সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা সাধুজাতং সম্যগ্‌জাতং যৎ সৎ সরসিজং সুবিকসিতং পদ্মং তস্যোদরে গর্ভে যা শ্রীস্তাং মুষ্ণাতি হরতীতি তথা ত্বয়া দৃশা নেত্রেণ। হে সুরতনাথ সম্ভোগপতে বরদ অভীষ্টপ্রদ অশুল্ক-দাসিকা অমূল্যা দাসীর্নঃ নিঘ্নতো মারয়তস্তে তব ত্বয়া ক্রিয়মাণঃ ইহলোকে অয়ং বধো ন ভবতি কিং? কিং শস্ত্রেণৈব বধো বধঃ কিং দৃশা বধো বধো ন ভবতি কিন্তু ভবত্যেব। অতস্তব দৃশাঽপহৃতপ্রাণপ্রত্যর্পণায় ত্বয়া দৃশ্যতামিতি যথাসম্ভবং সর্ব্বত্র বাক্যশেষঃ ॥ ২ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—শরদুদাশয়ে ইতি জন্মকালস্থানয়োঃ সাদগুণ্যং দর্শিতং। সাধুজাতেতি জন্মনঃ। সদিতি জাতের্ব্যক্তেশ্চ। উদরেতি তত্রাপি তদন্তঃকোষস্য ইতি কমলস্য শোভা পরমকাষ্ঠা বর্ণিতা। তাদৃশতৎ-শ্রীমুষা স্বশ্রিয়া তচ্ছ্রিয়ং হরত্যেবেত্যর্থঃ। যত্র যত্র সা স্ফুরতি তত্র তত্র তৎশ্রীর্ন দৃশ্যতে ইতি নবনবশ্রী-যুজানয়া নূনং চোর্য্যতে এব সেতি ভাবঃ। দৃশেত্যেকবচনমেকয়ৈব ভাবসূচনাৎ। একয়াপি কিমুত দ্বাভ্যামিতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লেষাৎ। দৃশেতি সুরতনাথেত্যত্রাপ্যন্বয়ঃ। হে দৃশৈব সুরতযাচকেতি ত্বয়ৈবাস্মাসু তদিচ্ছাকারিতা তত্র চ বরদেতি বরদানেন দৃঢ়ীকৃতা চেতি-তত্রাস্মাকং ন দোষঃ। অশুল্কদাসিকা ইতি প্রত্যুত গুণা এব ভবতস্তু সোঽপি দোষঃ. সম্প্রতি তু মহানেবেত্যাহুঃ নিঘ্নত ইতি। শ্লেষেণাপি তস্মিন্নেয় দোষার্পণায় চৌর্য্যক্রিয়াভিনিবেশো দর্শিতঃ। সহি চৌরেষু ত্রিধা সম্ভবতি সাধূনামপি সম্পত্ত্যাদানাদত্যুৎকটদেশস্যাগণনেন অতিনিগূঢ়পরবস্তু জ্ঞানেনাতিদুর্লক্ষ্যনেনচ। তত্র প্রথমং সৎসরসিজেতি পর্য্যন্তেনোক্তং। শরদুদাশয় ইতি স্বচ্ছতাদিগুণযুক্তস্য জনয়িতুঃ, সাধুজাতেতি জন্মনঃ, সদিতি স্বরূপগুণস্য চ প্রশংসনাৎ। দ্বিতীয়ং মহাজলান্তঃ সরসিজোদরে বিলীয়-স্থিতত্বেন। তৃতীয়ঞ্চ বর্ষানন্তরকালীনত্বাৎ অতিপূর্ণস্যোদাশয়স্য দুরবগাহ মধ্যদেশত্বেন সহস্রপত্রাখ্যসৎসরসিজোদরস্য দৃগ্‌ভির্দুর্ভেদ্যত্বেন চেতি। কিঞ্চ ত্বদ্ভয়াদিব তথা নিগূঢ়াপি শ্রীনায়িকামুষ্টা; ততঃ সরলানাং ব্রজবৃন্দাবনয়ো নির্ভয়ং ভ্রমন্তীনামস্মাকং বা কা বার্ত্তা ভবত্বস্মাকমপি তদ্দ্বারা মোষণং, কিন্তু সা কৃততাদৃশকৌটিল্যাপি স্বচক্ষুষোরন্তরে রক্ষিতা বয়ন্তু তাদৃশসরলা অপি বলান্মোষণে প্রত্যুতাশুল্কদাসিকাঃ, তত্রের্ষ্যাং ত্যক্ত্বা নিরুপাধিতয়া সেবমানা অপি তদ্দ্বারা পুনর্নিহন্তুমারব্ধাঃ ইতি পরমান্যায্যং ইত্যাহুঃ নিঘ্নত ইতি। নেহ কিং বধ ইতি চৌর্য্যাল্লোকেন ন জ্ঞায়তাং নাম হত্যাপি কিং ন স্যাদিত্যর্থঃ। সম্বোধনদ্বয়েন চেদং জ্ঞাপ্যতে—অহো জ্ঞাতং তত্তৎ সর্ব্বং ত্বয়ৈবতদর্থমেব মৃষা প্রপঞ্চিতমিতি অন্যত্তৈঃ। যদ্বতদ্রূপেণৈব শুল্কেন দাসিকা ইত্যর্থঃ। তাদৃশীরপি নিঘ্নতঃ ত্যাগেন মারয়তঃ। হে সুষ্ঠুরতানাং জনানামুপতাপক! নাথতেরুপাতাপার্থত্বাৎ। তথা হে নিজবরচ্ছেদক! অতো নিজদোষপরিহারার্থমপ্যাগম্যতামিতি ভাবঃ॥ ২॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, যখন যমুনাপুলিনে আসিয়া অদৃশ্য শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দৈন্য বিনয়াদি বিজড়িত প্রার্থনাগীতি গাহিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া গাহিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কেননা যুগপৎ শতকোটি গোপরমণীর মিলিত কণ্ঠস্বরে মহাকোলাহলের সৃষ্টি হয় ও প্রার্থনাবিজ্ঞাপনের পক্ষে তাহা কিছুতেই সুসঙ্গত হয় না। সেইজন্য শত শত গোপীযূথের এক একজন মুখ্যা গোপী নিজ নিজ ভাবানুসারে প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। সমস্ত গোপীর প্রার্থনাবচন বর্ণনা করা অসম্ভব বলিয়া পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের প্রার্থনাবচনের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতি শ্লোকে পৃথক্ পৃথক্ গোপীর বচন প্রকাশ হইলেও সকলেই সমভাবাপন্না বলিয়া শ্লোকের কোনও অসঙ্গতি নাই। যমুনাপুলিনে সমবেত অগণিত গোপীযূথের কোনও মুখ্যা গোপী "জয়তি তেঽধিকং" প্রভৃতি শ্লোকে মনোদুঃখ জ্ঞাপন ও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রার্থনা করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলে অন্য এক যূথের মুখ্যা বলিলেন—হে সুরতনাথ! তুমিই নয়নভঙ্গিতে আমাদের নিকট সুরত যাচ্ঞা করিয়াছ, আবার বস্ত্রহরণ দিনে বরদান করিয়া তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ। কিন্তু হায়! আমাদের দুর্দ্দৈববশতঃ তুমি তোমাতে সুরত গোপীগণকে বিরহতাপে পীড়িত করিতেছ এবং নিজেরই প্রতিশ্রুতি খণ্ডন করিতেছ। শুধু তাহাই নহে, তুমি যে নয়নভঙ্গিতে আমাদের নিকট সুরত যাচ্ঞা করিয়াছ, আজ সেই নয়ন ভঙ্গিতেই আমাদের বধ করিতেছ। তোমার নয়নের গুণের কথা আর কি বলিব! তাহার মত মহাচৌর, ত্রিলোকে আর আছে কিনা সন্দেহ। শরৎকালীন অগাধ স্বচ্ছসরোবরমধ্যস্থ সুবিকশিত কমলের গর্ভপত্রে যে অতুলনীয় শোভাসম্পদ্ সযত্নে সুরক্ষিত থাকে, তোমার নয়ন তাহাও হরণ করিয়া সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের লোভ দেখাইয়া আমাদের বিনামূল্যে বিনা বেতনে তোমার দাসী করিয়া রাখিয়াছ। তোমার নয়নের চৌর্য্যচাতুরীর কথা আর কি বলিব! শরৎকালীন স্বচ্ছসরোবরজাত কমল, স্বয়ং অতি নির্ম্মলস্বভাব এবং নির্ম্মল জলে তাহার জন্ম। কিন্তু তোমার নয়ন এরূপ সাধুর ধন হরণ করিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না কিংবা দোষ গণনা করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরৎকালীন অগাধ জলপূর্ণ সরোবরের মধ্যস্থলে প্রস্ফুটিত কমল, তাহার সহস্রদলের মধ্যদলে শোভাসম্পদ লুকাইয়া রাখিয়াও তোমার নয়নতস্করের হাত এড়াইতে পারে নাই। সুতরাং তোমার নয়ন-তস্কর এই পরমদুর্লঙ্ঘ্য এবং সুগুপ্ত স্থান হইতেও অনায়াসে চৌর্য্যক্রিয়া সাধন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। তোমার নয়নের এই প্রকার স্বভাব ও প্রভাব জানিয়াই বোধ হয় কমল, অগাধজলে বাস করে এবং তাহার সহস্রদলের মধ্যস্থলে শোভা লুকাইয়া রাখে; কিন্তু এই সুরক্ষিত সম্পদ চুরি করিবার জন্য তোমার দুই নয়নেরও প্রয়োজন হয় নাই, তোমার এক নয়ন দ্বারাই (দৃশা) এই কার্য্য সাধিত হইয়াছে।

যাহা হউক, আমরা সরলা ব্রজবালা ইতঃপূর্ব্বে তোমার নয়নের কোনও গুণই জানিতাম না। আমরা নিরন্তর বনভূমিতে স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতাম, সেইজন্য তোমার নয়নতস্কর আমাদেরও সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। তোমার নয়নতস্কর আমাদের ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, লজ্জা, কুল, শীল, মান, প্রাণ, মনঃ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া চিরদিনের জন্য তোমার চরণের অশুল্ক দাসী করিয়া দিয়াছে। কিন্তু হায়! আমাদের দুর্দ্দৈব বশতঃ আমরা তোমার নিকট কোনই সুবিচার পাইলাম না। তুমি নয়ন দ্বারা কমলের শোভা হরণ করিবে বলিয়া কমল পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া অগাধ জলে বাস করিয়াছে এবং সহস্রদল পরিবেষ্টিত গর্ভদলে তাহার শোভা সম্পদ্ লুকাইয়া রাখিয়াছে। তাহার এই কঠিন ব্যবহার দেখিয়াও তুমি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ কিংবা রুষ্ট হও নাই, সেজন্য তুমি তাহার শোভা হরণ করিয়া পরমাদরে নয়নে রাখিয়াছ। আমরা কোন দিনই কোন প্রকার কুটিল ব্যবহার না করিয়া সরল ভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছি বলিয়া তুমি অনায়াসেই—ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, লজ্জাদি অপহরণ করিয়াছ এবং আমাদের অশুল্ক দাসী করিয়াছ, কিন্তু হায়! নয়নের কথা দূরে থাক, আমরা তোমার চরণেও স্থান পাইলাম না। আমরা তোমার এই বৈষম্য ব্যবহারের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কিংবা কোনওরূপ ঈর্ষ্যাপরবশ না হইয়া অকপটে নিষ্কাম ভাবে তোমার সেবা করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমারই চরণপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু তুমি আমাদের এই গভীর রজনীতে গহন বনে পরিত্যাগ করিয়া বিরহাগ্নিতে দগ্ধ করিতেছ। তাই বলিতেছি, হে সুরতনাথ! হে বরদ! ইহাতে কি আমাদের বধ করা হইতেছে না? যদিও তুমি কোনও অস্ত্রাঘাতে আমাদের বধ করিতেছ না, তথাপি এক নয়নভঙ্গিতেই যাহা করিয়াছ এবং এখন অদর্শনে যাহা করিতেছ তাহা বধ অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন নহে। অতএব হে দয়িত! যদি তোমার শতকোটি রমণী বধের পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হও। আর কিছুক্ষণ তোমাকে দেখিতে না পাইলে আমরা কেহই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না।

নিশিতেন দৃগঞ্চলেন হে সবিষেণেব শরেণ নো মনঃ।
বিনিকৃন্তসি হন্ত যোষিতাং তদয়ং কিং বত নৈব নো বধঃ॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে প্রাণবল্লভ! তুমি তোমার নিশিত শরের ন্যায় নয়নপ্রান্ত দ্বারা শত কোটি ব্রজরমণীগণকে বিদ্ধ করিতেছ। কিন্তু হায়! ইহাতে কি তাহাদের বধ করা হইতেছে না?

শুনহে সুরতনাথ তোমার নয়ন। সবার সর্ব্বস্ব ধন করয়ে হরণ॥
শারদ সরসীজল তাতে ফুল্ল শত দল,
তার গর্ভ পত্রে যেই অসম সুষমা।
তাহা চুরি করি আনি সে চোরের শিরোমণি,
ঘোষিতেছে অবনীতে আপন মহিমা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥ ৩

এবে গোপিকার পুনঃ হরি ধর্ম্ম প্রাণ মনঃ,
বিনাপণে দাসী ক'রে দিয়েছে তোমার,
করিয়া তাদের বধ বরদ! না মান বধ,
না জানি তোমার এই কিবা ব্যবহার ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।—ঋষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) বিষজলাপ্যয়াৎ (বিষজলং কালিয়হ্রদজলং তেন পীতেন অপ্যয়াৎ গবাং গোপানাঞ্চ মরণাৎ) ব্যালরাক্ষসাৎ (ব্যালঃ মহাসর্পঃ তদ্রূপধরো রাক্ষসঃ অঘাসুরঃ তস্মাৎ) বর্ষমারুতাৎ (ইন্দ্রকৃতাৎ প্রবলবর্ষণসহিতমহাঝটিকাপ্রবাহাৎ) বৈদ্যুতানলাৎ (ইন্দ্রকৃতাশনিপাতাৎ) বৃষাময়াত্মজাৎ (বৃষাসুরাৎ ব্যোমাসুরনামকময়াত্মজাচ্চ) বিশ্বতো ভয়াৎ (অন্যস্মাদপি দাবানলাদিবিবিধভয়াৎ) তে (ত্বয়া) বয়ং (গোপিকা অন্যে চ ব্রজবাসিনঃ) রক্ষিতাঃ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি কালিয় হ্রদের বিষজল হইতে এবং মহাসর্পরূপধারী অঘাসুরের কবল হইতে ব্রজের গো এবং গোপগণকে রক্ষা করিয়াছ। কুপিত ইন্দ্রকৃত প্রবল বর্ষণ, মহাঝটিকা সঞ্চারণ এবং অশনিপাতন হইতে সমস্ত ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছ; বৃষাসুর, ব্যোমাসুর এবং বহুতরঅ সুরকবল হইতে ও দাবানলাদি বহুতর দুর্ঘটনা হইতে তুমি ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছ ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ বহুভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃপয়া রক্ষিত্বা কিমিতীদানীং দৃশা মন্মথং প্রেষ্য ঘাতয়সীত্যাহুঃ বিষেতি। হে ঋষভ শ্রেষ্ঠ! বিষময়াজ্জলাদ্যোঽপ্যয়ো বিনাশস্তস্মাৎ। তথা ব্যালরাক্ষসাৎ অঘাসুরাৎ। বর্ষাৎ মারুতাচ্চ। বৈদ্যুতানলাৎ অশনিপাতাৎ। বৃষোঽরিষ্টস্তস্মাৎ ময়াত্মজাৎ ব্যোমাৎ। বিশ্বতঃ অন্যস্মাদপি সর্ব্বতো ভয়াচ্চ কালিয়-দমনাদিনা রক্ষিতাঃ। কিমিদানীমুপেক্ষস ইতি ভাবঃ ॥ ৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং পরম্পরয়া সর্ব্বসাধারণতয়া চ ত্বয়া বয়ং সদা রক্ষিতাঃ স্ম এব। তর্হি বিষ-বৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতমিতি নীতিঃ কথং নঃ স্মর্য্যতামিত্যভিপ্রেত্যাহ বিষজলাপ্যয়াদিতি। বিষজলং কালিয়হ্রদজলং তেন পীতেনাপ্যয়াৎ গবাং গোপানাঞ্চ মরণাৎ ব্যালরাক্ষসাদঘাৎ, রক্ষো বিদিত্বাখিলভূত-হৃৎস্থিত ইত্যনেন তস্যৈব ব্যালরূপস্য রাক্ষসত্বেন নির্দ্দেশঃ কৃত, ইতি তস্মাদ্বালবৎসান্ গিলিতবন্তো বয়ং রক্ষিতা ইতি সর্ব্বগোকুলজীবনরূপাণাং তেষাং রক্ষণেন গোকুলস্য রক্ষণাৎ বয়মপি রক্ষিতা ইত্যর্থঃ। ইতি পরম্পরা দর্শিতা। বর্ষমারুতাৎ বর্ষমিশ্রান্মারুতাত্তত্রৈব বজ্রাশ্মবর্ষানিলৈরিত্যুক্ত্যা বৈদ্যুতানলাচ্চ শ্রীগোবর্দ্ধনধারণেন ত্বয়া রক্ষিতা ইতি সর্ব্বসাধারণতা দর্শিতা। বৃষময়াত্মজাদিতি সমাহারং, বৃষাৎ বৎসাকারত্বেন গতাদপি পরিণামে বৃহত্ত্বদর্শনাৎ বৃষাৎ বৎসাসুরাৎ ময়াত্মজাৎ। তল্লীলয়া অতিবাল্যচরিতত্বেনৈব নির্ণেয়্যমাণত্বাৎ পূর্ব্বমেব ব্যোমাসুরাচ্চেতি পুনঃ পরম্পরা দর্শিতা বরাহতোকো নিরগাদিতিবৎ। বৃষাত্মজাদ্বৎসাৎ ময়াত্মজাদ্ব্যোমাচ্চেতি বা। অথ সর্ব্বমেব সংগৃহ্য আহুঃ বিশ্বতো ভয়াদিতি। তত্র তত্র যোগ্যতামাহু হে ঋষভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতি ॥ ৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার নয়নকটাক্ষে শতকোটী গোপরমণীগণ তোমার অশুল্কদাসিকা হইয়া তোমার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির অভাবে বিরহানলে দগ্ধ হইয়া জীবন ত্যাগ করিলে যদি তোমার কোনই আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তোমার চরণনিকটে আগমনের পূর্ব্বে তাহাদের অনেকবার মরণের উপক্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল, কিন্তু তুমিই তাহাদের নানাভাবে রক্ষা করিয়াছ। যেদিন কালিয়হ্রদের বিষজলস্পর্শে ব্রজের সমস্ত গোমহিষাদি পশুগণ এবং পশুপালকগণ প্রাণ হারাইয়াছিল এবং তোমাকে কালিয়নাগ-ভোগ পরিবেষ্টিত দেখিয়া ব্রজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা জীবনান্ত দশায় উপনীত হইয়াছিল, সেদিন, হে ব্রজজীবন, তুমিই কালিয়দমন করিয়া সকলের জীবন রক্ষা করিয়াছ এবং কালিয় সর্পকে যমুনা হ্রদ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া যমুনার বিষজলকে অমৃতরূপে পরিণত করিয়াছ। প্রকাণ্ড অজগর রূপধারী অঘাসুর যেদিন সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসগণকে গ্রাস করিয়াছিল, সেদিনও তুমিই অঘাসুরকে বিনাশ করিয়া গোপবালক ও গোবৎসগণকে রক্ষা করিয়াছিলে। দেবরাজ ইন্দ্র যখন কুপিত হইয়া গোকুল ধ্বংস করিবার জন্য প্রবল জলবর্ষণ, ঝটিকা সঞ্চারণ ও পুনঃপুনঃ অশনি পাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন আমরা সমস্ত ব্রজবাসিগণ তোমারই শরণ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তুমি তখন বাম করে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া আমাদিগকে তাহার নিম্নে স্থান দিয়াছিলে কিন্তু তাহাতেও দেবরাজ ইন্দ্র বিরত না হইয়া বজ্রপ্রহারে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া তাহারই নিম্নে অবস্থিত ব্রজবাসিগণকে বিনষ্ট করিবার জন্য অনবরত সাতদিন প্রবলভাবে মূষলধারায় জল বর্ষণ, প্রলয়কালীন মহাঝটিকা সঞ্চারণ এবং নিমিষে নিমিষে বজ্রপাতন করিয়াছিলেন! কিন্তু হে গিরিধারিন্! তোমার কৃপায় আমাদের কোনই অনিষ্ট হয় নাই, তুমি সাতদিনই সেই মহাগিরি ধারণ করিয়া আমাদের তাহার নিম্নে সযত্নে স্থান দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছ। তাহার পর ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব হইলে তুমি যথাস্থানে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত স্থাপন করিয়া আমাদের লইয়া ব্রজে ফিরিয়া আসিয়াছ। শুধু তাহাই নহে—অরিষ্টাসুর, ব্যোমাসুর প্রভৃতি আরও অনেক দৈত্যবিনাশ করিয়া তুমি ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছ।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে (৩৬শ অধ্যায়ে) অরিষ্টাসুরের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে যে—

অরিষ্ট মহাবলপরাক্রমশালী বৃষরূপধারী অসুর ছিল। সে এমনই মহাকায় ছিল যে—পর্ব্বতে যেমন 'মেঘমালা' সংলগ্ন হয়, সেইরূপ তাহার ককুদেও (স্কন্ধস্থিত ঝুঁটিতে) মেঘমালা সংলগ্ন হইত। কংসের প্রেরণায় এই অরিষ্টাসুর একদিন গোগোপগোপী সহ ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার জন্য ব্রজে আসিয়া ব্রজনাদ অপেক্ষাও ভীষণ গর্জ্জন এবং পদাঘাতে ব্রজভূমি বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল। ব্রজের গো ও গোপীগণ তখন মহাভয়ে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিলেন এবং 'রক্ষ রক্ষ' বলিয়া শরণাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া ব্রজবাসিগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বাহু আস্ফোটন করিয়া অরিষ্টাসুরের সম্মুখীন হইলেন এবং তাহার দুই শৃঙ্গ ধারণ করিয়া তাহাকে ভূপাতিত করিলেন ও তাহার জীবনান্ত করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ সপ্তত্রিংশাধ্যায়ে (৩৭শ অধ্যায়ে) ব্যোমাসুরের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে যে একদিন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ সহ গোচারণ প্রসঙ্গে গোবর্দ্ধন গিরিতটে উপস্থিত হইলেন এবং গোগণকে তৃণক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়া গোপবালকগণসহ নিলায়নক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। তাহাতে কতকগুলি গোপবালক মেষের অনুকরণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতকগুলি চোর সাজিয়া তাহাদের চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি গোপবালক তাহাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ময়নামক অসুরের পুত্র ব্যোমাসুর সেখানে উপস্থিত হইল এবং গোপবালকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিলায়ন ক্রীড়ায় যোগদান করিল এবং চোর সাজিয়া বহুতর মেষানুকরণকারী গোপবালককে হরণ করিয়া পর্ব্বত-গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া শিলাদ্বারা গুহাদ্বার আচ্ছাদন করিয়া রাখিল। এই ভাবে ব্যোমাসুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন বহুতর গোপবালককে হরণ করিল তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সিংহবিক্রমে আক্রমণ করিলেন। ব্যোমাসুর তখন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণহস্ত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তখন দৃঢ়ভাবে তাহাকে ধারণ করিয়া ভূমিতে নিপাতিত করিলেন এবং পশুর ন্যায় তাহাকে বধ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ, মথুরাগমনের কিছু পূর্ব্বে অরিষ্ট, কেশী এবং ব্যোমাসুরকে বধ করেন এবং সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বয়স কিঞ্চিদধিক একাদশবর্ষ। গোপরমণীগণ যখন রাসলীলারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে বিরহাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাকথা বলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স আট বৎসর। সুতরাং অরিষ্ট এবং ব্যোমাসুর বধের তিন বৎসর পূর্ব্বে গোপরমণীগণের মুখে এই লীলাকথা প্রকাশ হইয়াছিল। ইহাতে মনে হয় যে—গোপরমণীগণ, গর্গাচার্য্য, ভাণ্ডরি প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ কালের লীলাও বর্ণনা করিয়াছেন। অথবা—শ্রীকৃষ্ণবিরহদশায় গোপরমণীগণের স্বাভাবিক সর্ব্বজ্ঞতা শক্তির আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎকালীন লীলা স্ফূর্ত্তি হওয়াও অসম্ভব নহে।

এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীটীকায় বলিয়াছেন—

তত্র বৃষময়াত্মজাদিতি ভাবি সূচনং সহজসার্ব্বজ্ঞ্যাৎ। বিশেষতশ্চ বিরহার্ত্ত্যা প্রেম্নাং বিশেষোচ্ছলনাৎ স্বতএব তত্তৎপরিস্ফূর্ত্তেঃ! তস্য ভাবিত্বেঽপি ভূতনির্দ্দেশঃ সুনিশ্চিতত্বাৎ। (বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীটীকা)

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যে অরিষ্টাসুর এবং ব্যোমাসুরের (বৃষময়াত্মজ) কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের স্বাভাবিক সর্ব্বজ্ঞতাশক্তিপ্রভাবে ভবিষ্যৎ কালীন শ্রীকৃষ্ণলীলার সূচনা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহাদের প্রবল বিরহকালে প্রেমবিশেষের উচ্ছলনে শ্রীকৃষ্ণের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের লীলাই তাঁহাদের চিত্তে স্ফুরিত হইয়া থাকে। "বৃষময়াত্মজাৎ বিশ্বতোভয়াৎ ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ" এই গোপীবচনে "আমরা অরিষ্টাসুর ও ব্যোমাসুর প্রভৃতির অত্যাচারে তোমার কৃপায় রক্ষা পাইয়াছি" এই প্রকার অতীত কালের নির্দ্দেশ থাকায় জানিতে হইবে যে—শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যৎকালে নিশ্চয়ই এই লীলা করিবেন। ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত কার্য্যের অতীতরূপে নির্দ্দেশ শিষ্টগণের অসম্মত নহে। (ভাবিনি ভূতবদুপচারাৎ)।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার সারার্থদর্শিনীটীকায় এসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন—

অরিষ্টব্যোমবধস্য ভাবিত্বেঽপি গর্গভাণ্ডর্য্যাদিমুখতঃ কৃষ্ণজন্মপত্র্যাং শ্রবণস্য ভূতত্বেনৈব ভূতত্বনির্দ্দেশঃ॥

(সারার্থদর্শিণীটীকা)

যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে নিজমনোদুঃখ জ্ঞাপনের জন্য প্রার্থনা গীতি গাহিয়া ছিলেন, তাহার অনেকদিন পরে শ্রীকৃষ্ণ, অরিষ্টাসুর এবং ব্যোমাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু গর্গাচার্য্য এবং ভাণ্ডরি প্রভৃতি মুনিগণ যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মপত্রী শুনাইয়াছিলেন, তাহা ব্রজবাসীগণ এবং সেই প্রসঙ্গে গোপরমণীগণও অনেকদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অরিষ্টাসুর ও ব্যোমাসুর-বধ লীলা ভবিষ্যৎ কালীন হইলেও সেই সেই লীলাকথা শ্রবণের অতীতত্ব লইয়াই ব্রজরমণীগণের কথাতেও অতীতনির্দ্দেশ হইয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে প্রার্থনাবিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, হে ব্রজজীবন! তুমি যে কত বিপদে কতভাবে আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছ তাহা আর কত বলিব!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি যে কেবলমাত্র কালিয়দমনে, অঘাসুরমারণে, গোবর্দ্ধনধারণে এবং অরিষ্টব্যোমাদিঘাতনেই আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছ, তাহা নহে; ইহা ছাড়াও, দাবানলপানাদি কত প্রকারে যে তুমি আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছ তাহার ইয়ত্তা নাই। তুমি ব্রজরক্ষক বলিয়াই আমরা পঞ্চশর জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি, কিন্তু হায়! আমাদের দুর্দ্দৈব বশতঃ তুমি তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণে অধিক বিরহানল জ্বালায় আমাদের দগ্ধ করিতেছ। হে ব্রজজীবন! আমাদের জীবনান্ত হইলেই যদি তোমার আনন্দ হয়, তাহা হইলে গোবর্দ্ধন ধারণাদি করিয়া আমাদের জীবন রক্ষার কি প্রয়োজন ছিল? "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসামম্প্রতং" এই শিষ্টবচনে জানা যায় যে বিষবৃক্ষকেও রোপণ করিলে তাহা স্বহস্তে ছেদন করিতে নাই। কিন্তু হে ব্রজজীবন! তুমি আমাদের কত শত শত বার জীবন দান করিয়াও আজ কেন আমাদের জীবনান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তাই বলিতেছি, হে সর্ব্বগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আমাদের কোটি কোটি প্রাণ হইতেও পরমপ্রেষ্ঠ! হে ব্রজজীবন! অদর্শনে আমাদের জীবনান্ত না করিয়া দর্শনদানে আমাদের জীবন রক্ষা কর। চরণাশ্রিত জনকে উপেক্ষা করা কদাপি সজ্জনের ব্যবহার নহে।

দোষাকরোঽপি কুটিলোঽপি কলঙ্কিতোঽপি মিত্রাবসানসময়ে বিহিতোদয়োঽপি।
চন্দ্রং তথাপি গিরিশঃ শিরসা বিভর্ত্তি নৈবাশ্রিতেষু গুণদোষবিচারণা স্যাৎ॥ (প্রাচীনশ্লোকঃ)

চন্দ্র, দোষাকর (রজনীকর) কুটিল, কলঙ্কিত এবং মিত্রের (সূর্য্যের) ক্ষয়কালে উদিত হন; কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীশঙ্কর তাহাকে উপেক্ষা করেন না। শ্রীশঙ্কর চন্দ্রের সর্ব্ববিধ দোষের কথা জানিয়াও তাহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। আশ্রিতজনের গুণ কিংবা দোষের বিচার করা উচিত নহে।

অতএব হে গোপীজনপ্রাণবল্লভ! তোমার চরণাশ্রিত গোপীজন শত শত দোষে দূষিত হইলেও তাহাদের পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

অথ নো বধ এব তে মতো যদি হাহন্ত বৃথা স্ম রক্ষিতাঃ। বিষবারিদাবানলাদিতো ঘনবর্ষাকরকাদিপাততঃ॥
অথবা সকলাবনেঽবিতা বত যূয়ঞ্চ তথেতি ভাষসে। পরুষৈরুদিতৈর্বিনাশ্য কিং পুনরস্মাভিমস্থনপালয়ঃ॥
ন তবেহিতহেতুরীক্ষ্যতে পরমস্বেচ্ছ কুতূহলাৎ পরঃ। ন বত ব্যতিরিক্তমিষ্যতে মৃতসংজীবনতঃ কুতূহলং॥
নহি জীবয়িতুং পরিশ্রমস্তব দূরস্থিতজীবিতা হি নঃ। তব দর্শন এব তদ্ভবেৎ ত্বদৃতে নো নহি জীবিতং পরং॥
(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে ব্রজজীবন! আমাদের জীবনান্তই যদি তোমার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে বিষজলে, দাবানলে এবং ইন্দ্রকৃত ঝড় বৃষ্টি বজ্রাপাতাদি হইতে আমাদের কেন বৃথা রক্ষা করিয়াছিলে? যদি বল যে—তুমি আমাদের পৃথক্‌ভাবে রক্ষা কর নাই, ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও রক্ষা করা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে—ইতঃপূর্ব্বে তোমার উপেক্ষাবচন শ্রবণে আমাদের মৃতপ্রায় দশা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তুমিই আবার মধুরহাস্যযুক্ত বচনপ্রয়োগে আমাদের জীবনদান করিয়াছ। হে পরমস্বতন্ত্র! একমাত্র কৌতূহল ব্যতীত তোমার কোনও কার্য্যেরই কোনও কারণ দেখা যায় না। তোমার কৌতূহলও মৃতকে জীবিত করা এবং জীবিতের জীবনান্ত করা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাই বলিতেছি. হে ব্রজজীবন! আমাদের জীবন দান করিতে তোমার একটুও পরিশ্রম হইবে না। কেননা তুমি ব্যতীত আমাদের জীবন অন্য কিছুই নহে, তোমার দর্শনেই আমাদের জীবন লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

হে কৃষ্ণ পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্রজের জীবন।
কত শত বার ব্রজের রেখেছ জীবন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪

কালিয়ের বিষজলে মৃত ব্রজের প্রাণ দিলে
অজগর গ্রাসে পুনঃ করিলে রক্ষণ।
ইন্দ্রের প্রচণ্ড কোপে বর্ষ বায়ু বজ্রতাপে
গোবর্দ্ধন গিরি তুমি করিলে ধারণ ॥
অরিষ্ট ব্যোমাদি কত অসুর করিলে হত
দাবানল পান তুমি করিলে হেলায়।
এইরূপে বারে বারে ব্রজবাসী রক্ষা ক'রে
এখন কি লাগি বধ কর গোপিকায় ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—সখে (হে পরমপ্রেমাস্পদ!) ভবান্ খলু (নিশ্চিতমেব) গোপিকানন্দনঃ (শ্রীযশোদাসুতঃ) ন (নৈব ভবতি, কিন্তু) অখিলদেহিনাং (সর্ব্বজীবানাং) অন্তরাত্মদৃক্ (অন্তর্য্যামী, ত্বং) বিশ্বগুপ্তয়ে (বিশ্বপালনার্থং) বিখনসা (ব্রহ্মণা) অর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) সাত্বতাং (ভক্তানাং যাদবানাং) কুলে (বংশে) উদেয়িবান্ (উদিতো বভূব) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—হে সখে! তুমি যশোদার পুত্র নহ। তুমি সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী, কিন্তু ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বপালনের জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—অপিচ বিশ্বপালনায়াবতীর্ণস্য তব ভক্তোপেক্ষা অত্যন্তমনুচিতেত্যাশয়েনাহুঃ ন খল্বিতি। হে সখে ভবান্ খলু নিশ্চিতং যশোদাসুতো ন ভবতি কিন্তু সর্ব্বপ্রাণিনাং বুদ্ধিসাক্ষী। নন্বু স কিং দৃশ্যো ভবতি তত্রাহুঃ বিখনসা ব্রহ্মণা বিশ্বপালনায় প্রার্থিতঃ সন্ সাত্বতাং কুলে উদেয়িবান্ উদিত ইতি ॥ ৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেবং প্রভাবত্বাদিদমনুমিমীমহ ইতি স্তুত্যর্থমাহুঃ। ন খল্বিতি শ্রীগোপেশ্বর্য্যা অপি স্বকুলশ্রেষ্ঠত্বেন স্বান্তঃপাতং বিধায় স্বদৈন্যেনৈব ন্যূনতয়োক্তির্ন দোষায় অতোঽস্মাকমিদং হৃত্তাপবৃত্তং ভবান্ জানাত্যেব কিম্বস্য বহুবর্ণনেনেতি ভাবঃ। অবতারকারণমনুমীয়তে বিখনসেতি। অতঃ স্বভক্তবরপ্রার্থনয়া ভক্তকুলেঽস্মিন্নুদিতমাত্রত্বেনাপি ভবতা ভক্তা অনবসরেঽপি পরিপাল্যা এবেতি ত্বৎপ্রিয়াণামস্মাকমপ্যবসরাপেক্ষা ন যুক্তা। সোঽয়ন্তু পরম এবাবসর ইতি ভাবঃ। নন্বু যূয়ং ন মদ্ভক্তা ইতি চেত্তথাপি পরিপাল্যাঃ শ্রীব্রহ্মণা কিল সর্ব্বেষামেব পালনস্য প্রার্থনাদিত্যাহুঃ বিশ্বগুপ্তয়ে ইতি। বস্তুতস্তু ভক্তেষ্বপি ভাববিশেষভাজো বয়ং বিশেষতঃ পরিপাল্যা ইত্যাশয়েনাহুঃ সখেতি। যদ্বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিদং মুন্যাদিমুখতঃ তন্মাহাত্ম্যশ্রবণেন ততো নিজভাবানুরূপ্যেণ শ্রীগোপিকানন্দনতাময়কেবলমাধুর্য্যানুভবেঽপি তদেতদৈশ্বর্য্যং যাচকরীত্যা নিজাভীষ্টসাধনমাত্রায় প্রযোজিতমিতি জ্ঞেয়ম্। এবমুত্তরত্রাপি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা খল্বিতি প্রতিষেধে খলূক্তেরিবৎ অন্তরাত্মদৃগপি ভবান্ গোপিকানন্দনো ন ভবতি খল্বপি তু ভবত্যেব ইত্যর্থঃ। কথং তদাহুঃ বিখনসেতি। অতো বয়ং পাল্যা এবেতি ভাবঃ। যদ্বা সের্ষ্যমাহুর্গোপিকায়াঃ পরমদয়ালুতয়া অস্মৎপালিকায়া শ্রীব্রজেশ্বর্য্যা নন্দনো ভবান্ন ভবতি কিন্তু পরমাত্মৈব স্বতঃ সর্ব্বত্রৌদাসীন্যাৎ। এবং নূনমপি ব্রহ্মভক্তিবশীকৃতত্বাদেব ভবান্ এতন্নন্দনন্দনতাব্যাজেন বিশ্বগুপ্তয়ে প্রকটোঽস্তি তত্রচ বাল্যক্রীড়াময়াদ্যনুবৃত্ত্যাস্মাকং সখিতাঞ্চ প্রাপ্তোঽস্তীতি ভবতা প্রতিপাল্যা এব বয়মিত্যাহুঃ বিখনসেতি। অথবা নঞঃ প্রাঙ্নির্দ্দেশাৎ সর্ব্বপদৈরেবান্বয়ঃ। তেন হে অসখে প্রতিকূল! খলু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিতর্কে। ভবান্ শ্রীযশোদানন্দনো ন ভবতি, তত্র তৎসম্বন্ধেনাস্মাকমুপেক্ষানুপপত্তেঃ। তথাখিলদেহিনা-মন্তরাত্মদৃগপি ন ভবতি তত্রাস্মদ্দুঃখজ্ঞানসম্ভবাৎ। ন চ ব্রহ্মণা বিশ্বগুপ্তয়েঽর্থিতস্তত্রাস্মাকমপি রক্ষায়া যোগ্যত্বাৎ। সাত্বতাং ভক্তানাং কুলে চ নোদেয়িবান্। তত্র তৎসম্বন্ধেন নিরুপাধিকৃপালুতাসম্ভবাদিতি॥ ৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—শ্রীকৃষ্ণবিরহসন্তপ্তা ব্রজবণিতাগণ শ্রীকৃষ্ণচরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে করিতে যখন শ্রীকৃষ্ণের কালিয় দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ, অঘাসুর মোক্ষণ—অরিষ্ট ব্যোমাদি ঘাতন প্রভৃতি লীলার উল্লেখ করিলেন, তখন তাঁহাদের বিরহতপ্তহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্যোতি প্রকাশ হইল, তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ পরমৈশ্বর্য্য কীর্ত্তন করিতে করিতে সদৈন্যে বলিলেন—হে সখে! আমরা সকলেই জানি যে তুমি আমাদের ব্রজেশ্বরী যশোদার নন্দন, কিন্তু তুমি যে কেবলমাত্র যশোদানন্দনই তাহা নহে। তুমি "অখিল দেহিনাং অন্তরাত্মদৃক্" সর্ব্বজীবের সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষী। তুমিই অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বিরাজিত। অতএব তোমার অদর্শনে আমাদের হৃদয়ে যে কি মর্ম্মান্তিক যাতনার অনুভব হইতেছে তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে। তুমি অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বজীবের হৃদয়বৃত্তান্ত অবগত আছ, সুতরাং তোমাকে আমাদের বিরহবেদনার কথা আর কি জানাইব! যদিও অন্তর্য্যামী সকলের হৃদয়েই অদৃশ্যরূপে বর্ত্তমান থাকেন, কেহ কখনও তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তথাপি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, বিশ্বপালনের জন্য তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন বলিয়া তুমি তোমার ভক্তচূড়ামণি যদুর বংশে অবতীর্ণ হইয়া সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইয়াছ এবং অসুরমারণাদি দ্বারা ব্রহ্মার সৃষ্টি পালন করিতেছ। তুমি যে কেবলমাত্র তোমার ভক্তগণকেই পালন করিতে আসিয়াছ তাহা বলা যায় না, কেন না, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বিশ্বপালনের জন্যই তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছেন এবং তুমি বিশ্বপালনের জন্যই সর্ব্বদৃশ্য হইয়াছ। তাই বলিতেছি, আমরা তোমার ভক্ত না হইলেও বিশ্বপালনের অবসরেও আমাদের পালন করা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের নিরুপাধিক পরমপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদির অনুসন্ধান না থাকিলেও সময়ে সময়ে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদির অনুসন্ধান হওয়ার কারণ সম্বন্ধে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিদং মুন্যাদিমুখতস্তন্মাহাত্ম্যশ্রবণেন। ততো নিজভাবানুরূপ্যেণ শ্রীগোপিকানন্দনাতাময়কেবল-মাধুর্য্যানুভবেঽপি তদেতদৈশ্বর্য্যং যাচকরীত্যা নিজাভীষ্টসাধনমাত্রায় প্রযোজিতমিতি জ্ঞেয়ং। এবমুত্তরত্রাপি।

(লঘুতোষণী টীকা)

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বান্তর্য্যামী এবং ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বপালক বলিয়া তাঁহার স্বরূপৈশ্বর্য্য ঘোষণা করিলেন, তাহা তাঁহারা গর্গাচার্য্য, ভাগুরি প্রভৃতি মুনিগণের মুখে বহুবার শুনিয়াছিলেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদি জ্ঞান তাঁহাদেব মুনিগণ মুখে শ্রুত কিন্তু অন্তরে অনুভূত নহে। কাজেই তাঁহারা নিজ ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে যশোদানন্দন ও নিজ প্রাণবল্লভ জ্ঞানে সর্ব্বদাই তাঁহার মাধুর্য্যানুভবরসমত্ত থাকিলেও সময়ে সময়ে অভীষ্ট সাধনের জন্য যাচকরীতিতে ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করেন এবং দৈন্য বিজ্ঞাপনের সময় তাহা ভাষায় ব্যবহার করেন। নিজের অলঙ্কারাদি না থাকিলেও যেমন কোন কোনও রমণী কোনও ধনীগৃহ হইতে অলঙ্কার চাহিয়া আনিয়া তাহাতে সুসজ্জিত হইয়া কোনও নিমন্ত্রণাদিতে গমন করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া যাঁহার অলঙ্কার তাঁহাকেই ফিরাইয়া দেন, সেইরূপ পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদি জ্ঞানবিহীনা হইলেও যখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন গর্গাচার্য্য ভাগুরি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যজ্ঞানশালী মুনিগণের বাণী হইতে যাচ্ঞা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্য গ্রহণ করেন এবং দৈন্য বিজ্ঞাপন করা হইয়া গেলে তাঁহাদের জ্ঞান তাঁহাদের নিকট ফিরাইয়া দেন। যেখানে যেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের বচনে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদির উদ্দেশ পাওয়া যাইবে, সেখানেই এই যাচকরীতির কথা মনে করিলেই সর্ব্ববিধ সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী, তাঁহার বৃহৎক্রমসন্দর্ভ টীকায়—"ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্" প্রভৃতি শ্লোকের এক অভিনব ব্যাখ্যা দেখাইয়াছেন—

অপিচ কেচিত্ত্বাং গোপিকাসুতমেব বদন্তি, কেচিৎ সর্ব্বপ্রাণিনামন্তর্য্যামীতি, কেচন বিশ্বরক্ষণার্থমেবাবতীর্ণো-ঽসীতি মতত্রয়ঃ প্রসিদ্ধঃ। তত্রাস্মান্ প্রতি মতত্রয়ভিন্নদ্ব্যবহরসি, তৎ কেয়ং তে লীলেতি দর্শয়তি ন খল্বিত্যাদি। খলু ভো কৃষ্ণ? ভবান্ ন গোপিকানন্দনঃ, তথা চেদস্মাসু সজাতীয়াসু কৃপা অভবিষ্যৎ। নাপ্যখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্, তথা সত্যস্মাকমপ্যন্তরাত্মদুঃখগতা অভবিষ্যৎ। নাপি বিখনসা ব্রহ্মণার্থিতঃ ন বিশ্বগুপ্তয়ে সাত্বতাং কুলে উদেয়িবান। তথা সতি বিশ্বান্তর্ব্বর্ত্তিনীনামস্মাকমপি গুপ্তিরভবিষ্যৎ। তস্মাদদ্ভুতৈবেয়ং তব লীলেতি ভাবঃ।

(বৃহৎক্রমসন্দর্ভটীকা)

হে কৃষ্ণ! তোমার সম্বন্ধে ব্রজে নানাপ্রকার কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রজের গোপগোপীগণ সকলেই তোমাকে যশোদানন্দন বলিয়া থাকেন। গর্গাচার্য্য ভাণ্ডরি প্রভৃতি মুনিগণ তোমাকে সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া থাকেন এবং পৌর্ণমাসী প্রভৃতি সর্ব্বপূজ্যা তপস্বিনীগণ বলেন যে—তুমি ব্রহ্মার আরাধনায় এবং প্রার্থনায় বিশ্বপালন করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ। কিন্তু হে সখে! তুমি আমাদের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতেছ তাহাতে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার মতের কোনটিতেই আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। কেননা তুমি যদি পরমদয়াবতী যশোদার নন্দন হইতে, তাহা হইলে কখনই এরূপ নির্দ্দয় হইতে পারিতে না। বিশেষতঃ গোপবংশে জন্মগ্রহণ করিলে তোমার গোপীগণের উপর নিশ্চয়ই কৃপা হইত এবং তাহাদের উপর তোমার প্রীতি থাকিত। "স্বজাতৌ পরমা প্রীতিঃ" এই শিষ্টবচন কখনই অন্যথা হইতে পারে না। তুমি যদি সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী হইতে, তাহা হইলে তুমি আমাদেরও অন্তরের বেদনা জানিতে পারিতে এবং তাহাতে কখনই আমাদের সহিত এই প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে পারিতে না। তুমি যদি ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বপালন করিবার জন্য যাদবকুলে অবতীর্ণ হইতে, তাহা হইলে বিশ্বপালন প্রসঙ্গে আমাদেরও পালন করিতে। আমরাও যখন বিশ্বেরই অন্তর্গত, তখন বিশ্বপালকের কৃপাদৃষ্টি হইতে আমাদের বঞ্চিত হওয়ার কোনই কারণ ছিল না। তাই বলিতেছি—তুমি গোপিকানন্দন, অন্তর্য্যামী নারায়ণ কিংবা ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বপালনের জন্য ভক্তকুলে অবতীর্ণ এই তিনের কোনটিই নহ। অতএব তোমার অদ্ভুত লীলা সম্বন্ধে আমাদের কিছুই ধারণা করিবার সাধ্য নাই।

"ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্" প্রভৃতি গোপীবচনের এভাবেও তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যাইতে পারে যে—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে সখে! আমরা শিশুকাল হইতেই তোমাকে ভালবাসি এবং তুমি যশোদার নন্দন বলিয়া তোমার সঙ্গে আমাদের সজাতীয়তা নিবন্ধন প্রীতিবন্ধন শিশুকাল হইতে অদ্যাপি অচ্ছেদ্যভাবেই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তোমার ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় তুমি যশোদানন্দন নহ, তুমি সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী। অন্তর্য্যামী যেমন সর্ব্বজীবের অন্তরে থাকিয়াও তাহাদের দুঃখে তাঁহার অন্তর বিগলিত হয় না, তোমার ব্যবহারও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ। আমরা হৃদয়বল্লভরূপে তোমাকে চিরতরে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; কিন্তু তোমার বিরহানলে আমাদের হৃদয় জর্জ্জরিত হইলেও তোমার তাহাতে একটুও হৃদয় বিগলিত হইতেছে না। আমাদের দুঃখে যদি তোমার হৃদয়ে একটুও আঘাত লাগিত তাহা হইলে, হে হৃদয়বল্লভ! তুমি অন্তরে থাকিয়া নিরন্তর আমাদের অন্তরে দুঃখ প্রদান করিতে পারিতে না। ইহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহং ॥ ৫

তোমাকে আর কি দোষ দিব! আমাদেরই দুর্দ্দৈব বশতঃ তুমি আমাদের যশোদানন্দন হইয়াও অন্তর্য্যামীর মত আমাদের দুঃখে নির্লিপ্ত হইয়া রহিয়াছ। গর্গাচার্য্য প্রভৃতি বিজ্ঞগণের কথায় জানা যায় যে—ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বপালন করিবার জন্য বিশ্বপালক নারায়ণ নাকি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমার ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় তুমিই বোধ হয় সেই। তিনি যেমন সর্ব্বদা গোপনে থাকিতে ভালবাসেন এবং কাহাকেও ধরা দিতে চান না, তুমিও আমাদের সহিত সেইরূপই ব্যবহার করিতেছ। তুমি যদি আমাদের প্রাণবল্লভ যশোদা-নন্দন হইতে, তাহা হইলে আমরা তোমার নিকট প্রেমোচিত ব্যবহারই পাইতাম।

নহি বল্লববংশেজো ভবান্ গতভীর্বল্লবযোষিতাং বধে। সহবাসসগোত্রসম্পদে বত যঃ কোঽপি ভবেদনুগ্রহী ॥
দ্রুহিণেন ন বিশ্বগুপ্তয়ে ত্বমভিষ্টুত্য ভুবি প্রকাশিতঃ। অথ বিশ্বগতা হি মাদৃশীর্বত গোপায়সি কিং ন মুহ্যতোঃ ॥
(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে কৃষ্ণ! তোমার গোপরমণী বধে কোনই ভয় হয় না দেখিয়া মনে হয় তুমি কখনই গোপিকানন্দন নহ। জগতে যে কোনও ব্যক্তিরই সহবাসী এবং সগোত্রগণের সম্পদ্‌বর্দ্ধনের জন্য আন্তরিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জগৎপালনের জন্য আরাধনা করিয়া ব্রহ্মা তোমাকেই জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাও মনে হয় না। তাহাই যদি হইত তাহা হইলে তুমি কখনই আমাদের প্রবল দুঃখ দেখিয়াও আমাদের রক্ষাবিধানে শৈথিল্য প্রকাশ করিতে না।

সখে! তুমি নহ শুধু গোপিকানন্দন।
সকলের অন্তর্য্যামী তুমি নারায়ণ ॥
ব্রহ্মার প্রার্থনে তুমি পালিবারে মর্ত্ত্যভূমি,
ভক্তের কুলেতে আসি হ'য়েছ উদয়।
কিন্তু কেন গোপিকারে না হও সদয় ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—বৃষ্ণিধূর্য্য (হে বৃষ্ণিকুলধুরন্ধর!) কান্ত (হে প্রিয়!) সংসৃতেঃ ভয়াৎ (পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি-রূপসংসারভয়াৎ) তে (তব) চরণং ঈয়ুষাং (শরণং প্রাপ্তানাং) বিরচিতাভয়ং (বিরচিতং দত্তং অভয়ং যেন তৎ অভয়প্রদং) কামদং (সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং) শ্রীকরগ্রহং (শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ করং গৃহ্লাতীতি তথা) করসরোরুহং (তব কর-কমলং) নঃ (অস্মাকং) শিরসি (মস্তকে) ধেহি (অর্পয়) ॥ ৫

মূলানুবাদ।—হে বৃষ্ণিকুলতিলক! হে কান্ত! সংসারদুঃখভয়ে চরণে শরণাগতজনের অভয়প্রদ, সর্ব্বকামপূরণসমর্থ এবং কমলাকরলাঞ্ছিত তোমার করকমল আমাদের মস্তকে অর্পণ কর ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—তস্মাৎ ত্বদ্ভক্তানামস্মাকং এতৎ প্রার্থনাচতুষ্টয়ং সম্পাদয়েত্যাহুঃ বিরচিতাভয়মিত্যাদি চতুর্ভিঃ। হে বৃষ্ণিধূর্য্য সংসৃতের্ভয়াৎ তে চরণমীয়ুষাং শরণং প্রাপ্তানাং, বিরচিতং দত্তং অভয়ং যেন তত্তথা। হে কান্ত কামদং বরদং, তথা শ্রিয়ঃ করং গৃহ্লাতীতি তথা তৎ তব করসরোরুহং নঃ শিরসি ধেহি ॥ ৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—পূর্ব্বানুসারেণৈবৈশ্বর্য্যং সম্ভাব্যাহুঃ বিরচিতাভয়মিতি মোক্ষপ্রদত্বমুক্তং। কামদ-মিতি ধর্ম্মার্থিনাং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদমিতি ত্রিবর্গদত্বং ভক্তিপ্রদত্বং চ। শ্রীকরগ্রহমিতি প্রেম্না প্রিয়জনবশ্যত্বং রসিকত্বঞ্চ। এষাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যমুহ্যং। সরোরুহরূপকেণ সহজশীতলমধুরত্বাদিনা স্বতঃ ফলরূপকত্বং সূচিতং।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্র মোক্ষো নাম নির্ব্বিঘ্নপ্রেমসম্পদ্বৃদ্ধয়ে বিবিধদুঃখপরম্পরানিবৃত্তিরেব জ্ঞেয়ঃ। ত্রিবর্গোঽয়ং প্রেমসাধনোপযোগ্যেব। অন্যচ্চ ভক্তানামনেপক্ষ্যমেব। এতচ্চ সর্ব্বং তদ্গুণবর্ণনং প্রেমোল্লাসেনৈব জ্ঞেয়ং। নন্থ তদ্যোগ্যা ন যূয়মিতি চেৎ সত্যং; নিজমাহাত্ম্যাপেক্ষয়া ধেহীত্যাহুঃ—বৃষ্ণিধুর্য্য হে নিজাশেষমাধুরীপ্রকটনায় যদুবিশেষকুলেঽবতীর্ণেত্যর্থঃ। তচ্চ ভাববিশেষেণৈব ত্বয়াধ্যেয়মিত্যাশয়েনাহুঃ কান্ত হে প্রিয়েতি। অন্যত্তৈঃ। যথা বিরচিতেত্যাদিনা সংসারসম্বন্ধিযাবত্তয়াপহারিত্বেন শৌর্য্যমুক্তং, কান্তঞ্চ তৎ কামদঞ্চেতি স্বতঃ সুখদত্বেন সর্ব্বাভীষ্টপ্রদত্বেন চ দাতৃত্বং, শ্রীকরগ্রহং শ্রিয়ঃ সম্পদধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্বগোকুলে বশীকারাৎ করমিব গৃহ্লাতি যত্তদিত্যনেন সর্ব্বসম্পদাশ্রয়ত্বং। ততোঽস্মাকং বিরহভয়নাশঃ তদ্রূপাভীষ্টপ্রাপ্তিঃ। তৎপ্রাপ্ত্যানুষঙ্গিকসর্ব্বসম্পৎপ্রাপ্তিশ্চ তেনৈব সিধ্যেদিতি ভাবঃ। বৃষ্ণিধুর্য্য বৃষ্ণিবিশেষব্রজরাজকুলতিলকেতি বয়ং স্বাভাবিকত্বৎপাল্যা নৈবোপেক্ষ্যা ইতি ভাবঃ। উভয়থাপি শিরসি ধেহীতি তেনাস্মান্ বাঢ়মঙ্গীকুরুষ্বেতি তাৎপর্য্যং॥ ৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীঃ—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা বিজ্ঞাপনে প্রবৃত্ত হইলে যখন তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যস্ফূর্ত্তি হইল, তখন তাঁহারা নানাভাবে ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়া সদৈন্যে নিজ মনোবাসনা জানাইতে আরম্ভ করিলেন। "ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্" প্রভৃতি পূর্ব্ব বর্ণিত শ্লোকে ব্রজরমণীগণ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়া "বিরচিতাভয়ং" প্রভৃতি শ্লোকে প্রার্থনা করিলেন যে হে বৃষ্ণিকুলকমলপ্রভাকর! তুমি আমাদের মস্তকে করকমল অর্পণ করিয়া আমাদের নিজ দাসী বলিয়া অঙ্গীকার কর। তোমার করকমলের গুণ আর কত বলিব—প্রাকৃত কমল দৈহিক তাপ হরণ করে, কিন্তু তোমার করকমলস্পর্শে জীবের অন্তস্তাপ পর্য্যন্ত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। যাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া অনন্যভাবে তোমার সর্ব্বশরণ্য চরণে শরণ গ্রহণ করে, তোমার করকমল তাহাদের অভয়প্রদান করিবার জন্য সর্ব্বদাই সমুদ্যত। কোনও সকাম ব্যক্তি যদি তাহার কাম্যফললাভের আশায় তোমার চরণে শরণাগত হয়, তাহা হইলে তোমার করকমল তাহার কাম্যফল প্রদানের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। বস্তুতঃ মোক্ষ কিংবা ভোগ যে যাহাই প্রার্থনা করুক না কেন, তোমার চরণে শরণাগত হইলে কাহারও কিছুই অভাব থাকে না। তোমার করকমল ভোগীর ভোগ সম্পাদন এবং মুমুক্ষুর মোক্ষ সাধনের জন্য সর্ব্বদাই উদ্যত হইয়া আছে। কিন্তু শরণাগতি ব্যতীত কেহই কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। এই জন্যই বিজ্ঞগণ, সর্ব্বাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা তোমার চরণে শরণাগত হইবার জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং)

অকাম (একান্তভক্ত) সর্ব্বকাম (ভোগাকাঙ্ক্ষী) এবং মুমুক্ষুগণ যদি সুবুদ্ধি হন তাহা হইলে সর্ব্বত্যাগ করিয়া পরমপুরুষ শ্রীভগবানের চরণ ভজন করিয়া থাকেন।

ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়। গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

"বিরচিতাভয়ং" প্রভৃতি শ্লোকে যে—মোক্ষ ও ভোগের কথা জানা যায়, সে সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী সমালোচনা করিয়াছেন—

তত্র মোক্ষো নাম নিখিলপ্রেমসম্পদ্বৃদ্ধয়ে বিবিধদুঃখপরম্পরানিবৃত্তিরেব জ্ঞেয়া। ত্রিবর্গোঽয়ং প্রেমসাধনোপযোগ্যেব। অন্যচ্চ ভক্তানামুপেক্ষ্যমেব। এতচ্চ সর্ব্বং তদ্গুণবর্ণনং প্রেমোল্লাসেনৈব জ্ঞেয়ং।

(লঘুতোষণীটীকা)

সর্ব্ববিধ প্রেমসম্পদ বর্দ্ধনের জন্য নানাবিধ দুঃখ দৈন্যাদির নিবৃত্তিই এখানকার মোক্ষ শব্দের তাৎপর্য্য। নানাবিধ দুঃখদৈন্যাদিতে চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইলে প্রেমসম্পদ লাভের পক্ষে ব্যাঘাত হয়। সেজন্য প্রেমবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬

ভক্তগণ প্রেমসেবার সর্ব্ববিধ প্রতিবন্ধকনিবৃত্তি কামনা করিয়া থাকেন। একান্ত ভক্তগণের কোনপ্রকার ভোগাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী ত্রিবর্গসম্পদ্ কামনা করিয়া থাকেন। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ যে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ গুণ বর্ণনা করিয়া এবং তাঁহার শরণাগতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের প্রেমোল্লাস বশতঃই প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ, নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকরকমলের গুণ বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিলেন—হে বৃষ্ণিকুলতিলক! তোমার করকমলের গুণ আর কত বলিব, তোমার করকমল, "শ্রীকরগ্রহং"।

শ্রিয়ঃ—সম্পদধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্বগোকুলে বশীকারাৎ করমিব গৃহ্লাতি যৎ তদিত্যনেন সর্ব্বসম্পদাশ্রয়ত্বং। অতোহস্মাকং বিরহভয়নাশঃ তদ্রূপাভীষ্টপ্রাপ্তিঃ। তৎপ্রাপ্ত্যানুষঙ্গিকসর্ব্বসম্পৎপ্রাপ্তিশ্চ তেনৈব সিধ্যেদিতি ভাবঃ।

(লঘুতোষণীটীকা)

সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী, তোমার বশীভূত হইয়া গোকুলে অবস্থান করিতেছেন, তাহাতেও মনে হয় কমলা যেন তোমার করকমল ধারণ করিয়াই আছেন। অতএব তোমার কর যে সর্ব্বসম্পদের আশ্রয়, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। হে কান্ত! তুমি যদি আমাদের মস্তকে তোমার করকমল অর্পণ কর, তাহা হইলে আমাদের বিরহভয়নাশ, সর্ব্বাভীষ্টপ্রাপ্তি এবং তোমার সেবার উপযুক্ত সর্ব্বসম্পদ লাভ হইবে। তাই বলিতেছি—আমরা তোমার চরণসেবার অযোগ্য বলিয়া আমাদের উপেক্ষা করিও না, আমাদের মস্তকে তোমার করকমল অর্পণ করিয়া আমাদের দাসীরূপে অঙ্গীকার কর।

ভবভীতিজুষা কৃতাভয়ং রতিভাজামভিলাষবর্ষুকং। কমলাকরলালিতং প্রভো কুরু নঃ শীর্ষণি পাণিপল্লবং ॥

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

ভবভীত জনের ভয়হারক, সকামের কামনাপূরক এবং কমলার করলালিত তোমার করকমল আমাদের মস্তকে অর্পণ কর।

শুন ওহে বৃষ্ণিকুল-কমল-প্রভাকর।
মোদের মাথায় দাও তোমার কমল কর।
ভব ভয়ে হ'য়ে ভীত যে তব শরণাগত
তব করে করে তার সর্ব্বভয় দূর।
কামনা যাহার যাহা তব করে পায় তাহা
হে কান্ত তোমার কর সর্ব্বকামপুর ॥
কমলা যে করে ধরি নিয়ত বসতি করি
সকল সম্পদে পূর্ণ রেখেছে গোকুল।
কি দুর্দৈব গোপিকার সে করে নাই অধিকার
তাই শিরে ধরিবারে সদাই ব্যাকুল ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ ।—ব্রজজনার্ত্তিহন্ (হে ব্রজনানাং সর্ব্বার্ত্তিহরণপরায়ণ) বীর (হে সর্ব্বসমর্থ!) নিজ জনস্ময়ধ্বংসনস্মিত (নিজজনানাং যঃ স্ময়ঃ সৌভাগ্যহেতুকো গর্ব্ব তস্য ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং হাস্যং যস্য হে তথাভূত!)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সখে (অস্মাকং বাল্যসহচর!) স্ম (নিশ্চিতমেব) ভবৎকিঙ্করীঃ (তব নিজদাসীঃ) নঃ (অস্মান্) ভব (মনোরথপূরণেনানুবর্ত্তস্ব) চারু (সুন্দরং) জলরুহাননম্ (তব বদনকমলং) যোষিতাং (ব্রজরমণীনাং অস্মাকং) দর্শয়॥ ৬

মূলানুবাদ।—হে ব্রজজনের আর্ত্তিনাশন! হে বীর! হে নিজজনের গর্ব্বহর! হে সখে! তোমার এই দাসীগণের মনোরথ পূরণ কর। একবার তোমার মনোহর বদনকমল দেখাও॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—হে ব্রজজনার্ত্তিহন্ হে বীর নিজজনানাং যঃ স্ময়ো গর্ব্বঃ তস্য ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যস্য হে তথাভূত হে সখে ভবৎকিঙ্করীর্নঃ অস্মান্ ভজ আশ্রয়। স্ম নিশ্চিতং। প্রথমং তাবৎ জলরুহাননং চারু যোষিতাং নো দর্শয়॥ ৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং বৈয়গ্র্যেণাদাবঙ্গীকারমাত্রং প্রার্থ্যাভীষ্টবিশেষান্ প্রার্থয়ন্তে ত্রিভিঃ। তত্র প্রথমেন সামান্যসঙ্গং প্রার্থয়ন্তে ব্রজেতি। ভজ অস্মদ্দুঃখং প্রতি কুর্ব্বন্নিকটে তিষ্ঠ; অহো আস্তাং তাদৃশোঽপি মনোরথঃ। প্রথমং তাবচ্চারু মনোহরং জলরুহতুল্যমাননমপি দর্শয়। তত্র ব্রজজনার্ত্তিহন্নিতি ভজনস্য যোগ্যত্বমুক্তং। অন্যথাঽস্মদন্ত্যদশাপত্ত্যা আর্ত্তিহননাসিদ্ধিঃ স্যাৎ। বীরেত্যদেয়স্যাপি দানসামর্থ্যমুক্তং। নিজজনো নিজপ্রিয়াজনঃ। স্ময়ো মানঃ। তব স্মিতমাত্রেণাপি মানো নিরস্যতে, তদর্থমন্তর্দ্ধানেনালমিতি ভাবঃ। অনেনৈব পরমমনোহরত্বমপ্যভিপ্রেতং। অতস্তদবশ্যং দ্রষ্টুমপেক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ। সখে ইতি ভজনে প্রকারবিশেষঃ সূচিতঃ। যদ্বা অভজনে চাস্মাকং দুর্দ্দশয়া পশ্চাৎ ত্বয়াপি কিল দুঃখং লব্ধব্যং, সখ্যেন তুল্যব্যথত্বাৎ। কিংবা বিশ্বাসঘাতদোষপ্রসক্তেরিতি ভাবঃ। অথ সখ্যযোগ্যস্যাপ্যাত্মনো বিরহদৈন্যেনৌদ্ধত্যমাশঙ্ক্যাহুঃ ভবতঃ কিঙ্করীরিতি। যোষিতামিতি। তত্রাস্মাকং সামর্থ্যাভাবাৎ স্বয়মেব কৃপয়া দর্শয়েতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা যোষিতাং মধ্যে যে নিজজনাস্ত্বৎপরিগ্রহা তেষাং স্ময়ধ্বংসনস্মিত অতএব নিজদাসীরস্মান্ ভজ তৎপ্রকারমেবাহুঃ জলেত্যাদিনা আপ্যায়য়স্ব ন ইত্যন্তেন। যদ্বা পরমার্ত্ত্যা প্রণয়কোপেনাহুঃ ব্রজজনার্ত্তিহন্ হে তথাভূতোঽপি যোষিতাং বীর যোষিদ্বধে সমর্থেত্যর্থঃ। অতো বয়ং মৃতপ্রায়া এব বৃত্তাস্তথা নিজজনসুখম্লাপনকপটস্মিত তদধুনা অভবৎকিঙ্করীরন্যা অদাসীরেব ভজ, চারু জলরুহাননং চ নো দর্শয় মরণস্যৈব নিশ্চিতত্বাৎ। অন্যৎ সমানং॥ ৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণবিরহব্যাকুলা ব্রজরমণীগণ প্রথমতঃ মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাদের দাসীরূপে অঙ্গীকার করিবার প্রার্থনা জানাইয়া ক্রমশঃ তাঁহাদের মনোবাসনা জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, হে ব্রজজনার্ত্তিহন্! তুমি ব্রজজনের দুঃখ হরণ করিয়া থাক। তোমার কৃপায় ব্রজজনের কখনও কোনও দুঃখে নিপীড়িত হইতে হয় নাই। অঘবকাদিমারণ, কালিয়দমন, দাবানল মোক্ষণ, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি কতরূপে যে তুমি ব্রজজনের দুঃখ হরণ করিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যেভাবে যাহার দুঃখ দূর করা প্রয়োজন, তুমি সেই ভাবেই তাহার দুঃখ দূর করিতে সমর্থ। সুতরাং আমরা যে তোমার বিরহদুঃখ ভারে নিপীড়িত হইয়া তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি, তাহাতে আমাদের কোনই অপরাধ নাই। কেননা ব্রজজনের দুঃখহরণ করিতে তুমি কোন দিনই পশ্চাৎপদ হও নাই এবং তুমি তাহাদের কোন প্রকার দুঃখহরণ করিতে অসমর্থ নহ। তোমার স্বভাব এবং সামর্থ্য দেখিয়াই আমরা পুনঃ পুনঃ তোমার চরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতেছি। ইতঃপূর্ব্বে যমুনাপুলিনে তোমার সঙ্গে মিলনরসে মত্ত হইয়া সৌভাগ্যগর্ব্বে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম বলিয়াই যদি তুমি অদর্শনে আমাদের দণ্ডবিধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই যে—যাহাদের তুমি নিজজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ এবং যাহারা তোমার চরণে দেহ, মনঃ, প্রাণ অর্পণ করিয়াছে, তাহাদের যদি কোনও সময়ে তোমারই প্রীতিব্যবহার পাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনং।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং ॥ ৭

মান গর্ব্বাদির উদয় হয়, তাহা হইলে তাহা খণ্ডন করিবার জন্য কোন প্রকার দণ্ডবিধানেরই প্রয়োজন হয় নাই, তোমার মধুর হাস্যেই সকলের সর্ব্ববিধ গর্ব্বখণ্ডন হইয়া যায় এবং তোমার দাস্য পাইবার জন্য অন্তরে লালসা জাগিয়া উঠে। তাই বলিতেছি, হে সখে! অদর্শনে আমাদের জীবনান্ত করিও না; এখন হঠ বশতঃ আমাদের অগোচরে থাকিয়া আমাদের দুঃখ দিতে তোমার আনন্দ হইলেও আমাদের জীবনান্তে তোমায় নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইতে হইবে। তুমি ব্রজজনের আর্ত্তিহারী হইয়াও আমাদের আর্ত্তিপ্রদ হইও না এবং বীর হইয়াও কেবল মাত্র রমণীবধের বীরত্ব প্রকাশ করিও না। আমরা তোমার দাসী; সুতরাং তোমার দাস্য ব্যতীত আমরা আর কিছুই চাই না। তোমার চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির লালসাতেই আমরা ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, লজ্জা, কুল-শীল, মান, ভয়াদি সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমারই চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। সেজন্য আমাদের প্রার্থনা এই যে—তোমার চরণ সেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের মনোরথ পরিপূরণ কর। হায়! হায়! আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমাদের ভাগ্যে তোমার চরণসেবাধিকার লাভ হইবে কিনা তাহাও আমরা ধারণা করিতে পারিতেছি না। কেননা আমরা তোমার চরণ দর্শনেও বঞ্চিত রহিয়াছি এবং অদর্শনজনিত মহাদুঃখে এতই জর্জ্জরিত হইয়াছি যে আমরা আর অধিকক্ষণ জীবনধারণ করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। তাই তোমার চরণে শেষ প্রার্থনা জানাইতেছি "জলরুহাননং চারু দর্শয়"। আমাদের একবার তোমার বদনকমল দর্শনের সুযোগ প্রদান কর। তুমি কোথায় আছ, অন্বেষণ করিয়া তোমার বদনকমল দর্শন করা আর এখন আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। তুমি আমাদের নিকটে আসিয়া একবার তোমার বদনকমল দেখাইয়া যাও। একবার তোমার বদনকমলের দর্শন পাইলে আমাদের সর্ব্ববিধ তাপ শান্তি হইবে এবং আমাদের মৃতপ্রায় দেহে পুনর্জীবন সঞ্চার হইবে; তাই আবার প্রার্থনা করিতেছি—হে সখে! জলরুহাননং চারু দর্শয়॥

স্বজনস্ময়খণ্ডন প্রিয় ব্রজদুঃখক্ষয় বীর ধীর নঃ। ভজ নির্গতশঙ্ক কিঙ্করীর্মুখচন্দ্রং দ্রুতমেব দর্শয়॥

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে প্রিয়! হে স্বজনগর্ব্বখণ্ডনকারিন্! হে ব্রজদুঃখক্ষয় বীর! হে ধীর! হে অভয়! তোমার দাসীগণের মনোরথ পূরণ কর, একবার তোমার বদন চন্দ্র প্রদর্শন কর॥

ব্রজ জনের আর্ত্তিহর হে গোকুল বীর।
তোমার বিরহে মোরা হয়েছি অধীর॥
তোমার মধুর হাসি, নিজজনের গর্ব্ব নাশি,
দাসী ক'রে বেঁধে রাখে চরণে তোমার।
তোমার কিঙ্করী মোরা, বাসনা পূরাও ত্বরা,
বদনকমল তব দেখি একবার॥ ৬

অন্বয়ঃ।—প্রণতদেহিনাং (তব চরণে সকৃৎপ্রণামকারিণামপি জনানাং) পাপকর্ষণং (সর্ব্বপাপপ্রণাশনং) তৃণচরানুগং (তৃণচরাঃ গবাদিপশবঃ তামনুসৃত্য গচ্ছতীতি তৎ) শ্রীনিকেতনং (লক্ষ্ম্যা অপি আশ্রয়স্থলং অথবা সর্ব্বশোভাস্পদং) ফণিফণার্পিতং (কঠোরাসু কালিয়ফণাস্বপি নৃত্যচ্ছলাৎ সমর্পিতং) তে (তব) পদাম্বুজং (পাদপদ্মং) নঃ (অস্মাকং) কুচেষু কৃণু (নিধেহি) হৃচ্ছয়ং (হৃত্তাপঞ্চ) কৃন্ধি (নাশয়)॥ ৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলানুবাদ।—প্রণত জনের পাপনাশক, গোচারণ কালে গবাদি পশুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত, সর্ব্বশোভানিকেতন এবং কালিয় ফণায় নৃত্যচ্ছলে সমর্পিত তোমার পাদপদ্ম, আমাদের বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া আমাদের হৃদয়ের তাপ হরণ কর॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—অবিশেষেণ প্রণতানাং দেহিনাং পাপকর্ষণং পাপহন্তৃ তৃণচরান্ পশূনপ্যনুগচ্ছতি কৃপয়েতি তথা সৌভাগ্যেন শ্রিয়ো নিকেতনং বীর্য্যাতিরেকেণ ফণিনঃ ফণাস্বর্পিতং তে পদাম্বুজং নঃ কুচেষু কৃণু কুরু। কিমর্থং হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধি ছিন্ধি॥ ৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ দ্বিতীয়েন হৃদয়ান্তরঙ্গতদ্বিরহতাপশান্তয়ে প্রলেপৌষধমিব প্রথমং হৃদয়বহিরেব তদঙ্গসঙ্গং প্রার্থয়মানা দৈন্যেন তচ্চরণমাত্রস্যৈব সঙ্গং তদ্‌গুণানুবাদপূর্ব্বকং প্রার্থয়ন্তে প্রণতেতি। চরণপঙ্কজং তে তাবকমসাধারণং কিংবা ত্বদীয়ানামস্মাকং কুচেষু কৃণু নিধেহি। নন্থ নির্ভয়াঃ পাপাদহং বিভেমি তত্রাহুঃ প্রণতেতি। সকৃৎপ্রণামকারিণামপি যথাকথঞ্চিচ্ছরণাগতানামপি নলকূবরকালিয়াদীনাং প্রাণিনাং পাপহন্তঃ কুতস্তব পাপ-শঙ্কেতি। কিংবা মদাদিনা সাগঃসু যুষ্মাসু তদাচরণময়ুক্তমিতি চেত্তত্রাহুঃ প্রণতেতি। কালিয়াদিবৎ ত্বৎপ্রণতানা মস্মাকমাগো নশ্যেদেব। নন্থ তথাপি পরমক্রূরেষু মৃদুলতরং কর্ত্তুং তৎ ন শক্যতে তত্রাহুস্তৃণেতি। পশুসঙ্গত্যা বনে বনে ভ্রমণাদিকং নাধিকং দুঃখমিতি। যদ্বা অনভিজ্ঞাভির্যুষ্মাভিঃ সঙ্গোঽনর্হ এব তত্রাহুঃ তৃণেতি। তৃণান্যেব নন্বগ্রতো হ্যস্তানি শর্করাদীনি অপি চরন্তীতি পরমাজ্ঞতা সূচিতা। পশব ইব বয়মনুকম্প্যা ইতি ভাবঃ। নন্থ সুষ্ঠু শোভনেষু যুষ্মাকং স্তনেষু কথং পদার্পণং কর্ত্তুং যুজ্যতে ইত্যত আহুঃ শ্রীতি। সর্ব্বাতিশায়ি-শোভাস্পদত্বাদলঙ্করণবর্য্যমেব ভাবীত্যর্থঃ। নন্থ ভীরুস্বভাবত্বাৎ যুষ্মৎপতিভ্যো বিভেমি তত্রাহুঃ ফণীতি। এতেন বিষাগ্ননর্থধ্বংসনত্বাৎ বিষোপমহৃচ্ছয়ধ্বংসনযোগ্যতাপ্যুক্তা। এবং চতুর্ভির্বিশেষণৈঃ পাপহন্তৃত্বাদিকং উক্তং। নন্থ তত্তদর্থমেবেষ্যতে নেত্যাহুঃ হৃচ্ছয়ং কৃন্ধীতি। অস্মাকমেতদেব প্রয়োজনমিতি ভাবঃ। যত্তে সুজাতেতি রীত্যা হৃচ্ছয়োঽপ্যয়ং স্নেহময়ত্বেনৈব স্থাপয়িষ্যতে। শিরসীতি পূর্ব্বমেকবচনং দৈন্যেনৈকস্মিন্নপি করধারণাৎ সর্ব্বা এব বয়মঙ্গীকৃতাঃ স্যামেতি। অধুনা তু কুচেষ্বিতি বহুত্বং প্রত্যেকং লোভেন কিঞ্চিৎ সম্বন্ধেন পর্য্যাপ্তত্বাদ্দৈন্যস্য তেনাপর্য্যাপ্তত্বাৎ প্রত্যেকং লোভস্যেতি॥ ৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন দুঃখে অধীরা হইয়া প্রথমতঃ মনে করিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল দর্শনমাত্রেই তাঁহাদের সর্ব্ববিধ তাপ শান্তি হইবে। কিন্তু তাহার পর তাঁহাদের মনে হইল যে শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল দর্শনে নয়নের তাপ শান্তি হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের তাপ শান্তি করিবার কি উপায় হইবে? সেইজন্য আবার বলিতে লাগিলেন—হে ব্রজজীবন! আমাদের আর একটি প্রার্থনা এই যে—তুমি যদি তোমার বদনকমল দেখাইয়াই আবার অন্তর্হিত হও, তাহা হইলে আমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে না। তোমার অদর্শনে যেমন আমাদের নয়নের বিষম তাপ ভোগ করিতে হইতেছে, সেইরূপ তোমার স্পর্শের অভাবে আমাদের হৃদয়ও দাবানল অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণিত তাপে দগ্ধ হইতেছে। তাই বলিতেছি, আমাদের হৃদয়ে একবার তোমার চন্দ্রসুশীতল চরণকমল অর্পণ কর।

গর্গাচার্য্য, ভাগুরি প্রভৃতি বিজ্ঞ মুনিগণের নিকট তোমার চরণের গুণ নানাভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তোমার চরণে যদি কেহ একবার প্রণত হয় তাহা হইলে তাহার সর্ব্ববিধ পাপ মোচন হইয়া যায়।

একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতপ্রণামঃ দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়॥ (পদ্মপুরাণং)

দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথস্নানের সহিতও একবার শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণামের তুলনা হয় না। কেননা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও তাহার পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে আবার মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচরণে একবারমাত্র প্রণাম করিলেই আর কদাপি জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তচূড়ামণি অর্জ্জুনের নিকটেও প্রণামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তোঃ মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা)

হে অর্জ্জুন! তুমি মদেকচিত্ত হও, আমার ভজনা কর, আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার পরমপ্রিয়, তোমার নিকট আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে প্রিয়! তোমার চরণে প্রণত হইলেই সর্ব্ববিধ পাপতাপের অবসান হইয়া যায়, ইহা আমরা বিজ্ঞজনের মুখে ভূয়োভূয়ঃ শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তুমি আমাদের উপর প্রসন্ন হও, আমরা তোমার চরণে চিরতরে প্রণত হইলাম। আমাদের সর্ব্ববিধ অপরাধ ক্ষমা কর এবং আমাদের তোমার অদর্শনজনিত তীব্র তাপ মোচন কর। কোনও অপরাধী যদি তোমার চরণে প্রণত হয়, তাহা হইলে তুমি তাহার দুঃখমোচন কর না একথা বলা যায় না, কেননা নলকূবর মণিগ্রীব প্রভৃতিও তোমার চরণে নত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। অতএব তোমার সর্ব্বতাপনাশক চরণস্পর্শাধিকার দিয়া আমাদের পাপতাপ মোচন কর।

যদি বল, তোমার সুকোমল চরণতল আমাদের কঠিন বক্ষঃস্পর্শে ব্যথিত হইবে, কিংবা আমাদের মত অনভিজ্ঞার পক্ষে তোমার চরণস্পর্শাধিকার প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে—তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে—তোমার "তৃণচরণানুগ" চরণের পক্ষে আমাদের কঠিন বক্ষঃস্পর্শ কিংবা আমাদের ন্যায় অনভিজ্ঞার সঙ্গ, কোন প্রকারেই অযোগ্য নহে। তুমি যখন গোমহিষাদি তৃণচর পশু চারণ করিতে যাও, তখন তোমার তাহাদের পাছে পাছে কণ্টক কঙ্করাদি সমন্বিত বনপথে বিচরণ করিতে যদি চরণে ব্যথা না লাগে, তাহা হইলে আমাদের বক্ষঃস্পর্শেও ব্যথা লাগিবে না এবং গো মহিষাদি অপেক্ষা বোধ হয় আমরা অনভিজ্ঞা নহি। অতএব হে প্রিয়! আমাদের আর বঞ্চনা করিও না। আমাদের বক্ষঃস্থলে চরণ অর্পণ করিয়া আমাদের তাপ মোচন কর। তোমার চরণস্পর্শে আমাদের যে কেবল তাপমোচনই হইবে তাহা নহে; তোমার চরণ আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কাররূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিব। তোমার চরণ সর্ব্ববিধ শোভা এবং সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারও আশ্রয়স্থল (শ্রীনিকেতনং)। সুতরাং তোমার চরণের মত আর কোনও অলঙ্কারই বক্ষঃস্থলের শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে না। আমরা সেই জন্যই সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত করিবার জন্য তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। হে কান্ত! তুমি আমাদের এ আশায় নিরাশ করিও না। যদিও আমাদের বক্ষঃস্থল অতি কঠিন এবং মণিমুক্তাদি পরিবেষ্টিত, তথাপি আমরা তাহাতে তোমার চরণস্থাপনে ভীত হইতেছি না। কেননা তোমার চরণ "ফণিফণার্পিতং"। তোমার চরণ অগণিত মণিবিরাজিত সুকঠিন কালিয় মস্তকে পরমানন্দে নৃত্য করিয়াছে তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং সেই সাহসেই আমরা আমাদের কঠিন বক্ষঃস্থলে তোমার চরণ ধারণ করিবার প্রার্থনা জানাইতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। আমাদের বক্ষঃস্থল কঠিন এবং মণিমুক্তাদি, অলঙ্কার পরিশোভিত হইলেও তাহা কালিয় নাগের অগণিত মণিবিরাজিত সুকঠিন মস্তক হইতেও কঠিন বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ তুমি নৃত্যভঙ্গিতে কালিয়ের শত ফণায় দৃঢ়ভাবে পদ প্রহার করিয়াছ বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥ ৮

আমরা যদি ধীরে ধীরে আমাদের বক্ষঃস্থলে তোমার চরণধারণ করি, তাহা হইলে তোমার চরণ ব্যথিত হইবে না। তোমার চরণস্পর্শে যেমন কালিয়ের বিষবীর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ আমাদেরও হৃদয়স্থ তীব্র বিরহবিষও প্রশমিত হইবে সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি—হে প্রিয়! আমাদের বক্ষঃস্থলে তোমার চরণকমল অর্পণ কর এবং আমাদের হৃদয়ের তীব্রতাপ প্রশমিত কর (কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং)। তোমার কালিয়মস্তকে নৃত্য করার কথা মনে করিলে মনে হয় যে, তোমার মত নির্ভয়শিরোমণি জগতে আর কেহ নাই। তুমি তীব্র বিষবীর্য্যসমন্বিত কালিয়ের মস্তকে নৃত্য করিতে কোন প্রকার ভয় সম্ভাবনা কর নাই, সুতরাং আমাদের বক্ষঃস্থলে পদার্পণ করিতেও তোমার আমাদের আত্মীয়বর্গের অপেক্ষায় তোমার কোন প্রকার ভয় সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। অতএব হে পরমশ্রেষ্ঠ! আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ বিষম বিরহতাপ শান্তির জন্য প্রলেপ-ঔষধের ন্যায় বক্ষঃস্থলে তোমার চরণস্থাপন ব্যতীত অন্য কোনই উপায় নাই। তুমি আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া আমাদের বক্ষঃস্থলে তোমার চরণ অর্পণ করিয়া তোমার বিরহে দগ্ধপ্রায় হৃদয় শীতল কর।

ভজতামঘখণ্ডনং গবানুগং শ্রীভরভূরিলাঞ্ছনং।
ফণিমৌলিমণিপ্রভাঞ্চিতং স্তনয়োরর্পয় নঃ পদাম্বুজং ॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে প্রিয়! তোমার শরণাগতের পাপহারক, ধেনুপালের পাছে পাছে বিচরণপরায়ণ, কমলাকরলালিত এবং কালিয়শিরোমণি সমর্চ্চিত পদকমল আমাদের বক্ষঃস্থলে অর্পণ কর।

প্রণতজনের সর্ব্ব পাপ বিমোচন।
বক্ষঃস্থলে দাও মোদের তব শ্রীচরণ ॥
তোমার চরণ দুটি ধেনুপালের পাছে ছুটি
ব্রজের কানন ভূমি করয়ে পাবন।
পরম যতন করি লক্ষ্মী যাহা হৃদে ধরি
নিরবধি কায় মনে করেন সেবন।
যে চরণ কালিয় শিরে নানা ছলে নৃত্য করে
সে চরণ হোক মোদের হৃদয়-ভূষণ।
প্রবল হৃদয় জ্বালা হউক খণ্ডন ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—পুষ্করেক্ষণ (হে কমললোচন!) বীর (হে নিজজনার্ত্তিহরণসমর্থ!) মধুরয়া (অমৃত-নিন্দিতমাধুর্য্যবিশিষ্টয়া) বল্গুবাক্যয়া (মনোহরপদলালিত্যাদিসমন্বিতয়া) বুধমনোজ্ঞয়া (বিজ্ঞানাং চিত্তাকর্ষিণ্যা) গিয়া (পূর্ব্বকথিতয়া তব বাচা) মুহ্যতীঃ (মোহং প্রাপ্নুবতীঃ) ইমাঃ (পুরোবর্ত্তিনীঃ) বিধিকরীঃ (তব কিঙ্করীঃ) অধরসীধুনা (তব অধরমধুনা) আপ্যায়য়স্ব (তর্পয়স্ব)॥ ৮

মূলানুবাদ।—হে কমললোচন! হে বীর! তোমার মধুর পদলালিত্যসমন্বিত এবং বিজ্ঞচিত্তাকর্ষক বচনে মুগ্ধ এই কিঙ্করীগণকে তোমার অধরমধু দ্বারা আপ্যায়িত কর॥ ৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধরটীকা ঃ—হে পুষ্করেক্ষণ! তবৈব মধুরয়া গিরা, বল্গূনি বাক্যানি যস্যাং তয়া, বুধানাং মনোজ্ঞয়া হৃদ্যয়া গম্ভীরয়া ইত্যর্থঃ। মুহুস্তীরিমা নো বিধিকরীঃ কিঙ্করীঃ অধরসীধুনা চাপ্যায়য়স্ব সংজীবয়েত্যর্থঃ॥ ৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ—অথ তন্মুখসৌরভনিভৃতস্তাবিতবিশেষজনিততৎপানেচ্ছাত্মকস্য মোহপর্য্যন্তদশাগামিনস্তাপস্য পুনরন্যদ্দুশ্চিকিৎস্যতামাশঙ্কমানাস্তস্মিন্নেবাঙ্গসঙ্গে পেয়ৌষধমিবান্তরঞ্চ সঙ্গমনীয়মিতি তন্মুখসুধাকরসুধারসমপি প্রার্থয়ন্তে মধুরয়েতি। অধরসীধুনাস্মানাপ্যায়য়স্ব অন্যথা সদ্য এব ম্রিয়েমহীতি ভাবঃ। কুতস্তব গিরা স্মর্য্যমাণয়া স্বাগতং বো মহাভাগা ইত্যাদিলক্ষণয়া। কঠোরা ভব মৃদ্বী বা প্রাণাস্ত্বমসি রাধিকে। অস্তি নান্যা চকোরস্য চন্দ্রলেখাং বিনা গতিরিত্যাদি লক্ষণয়া বা, যয়া কয়াচিদ্বা মুহুস্তীঃ অন্যদশানুগং মোহং প্রাপ্তবতীঃ। কীদৃশ্যা গিরা? মধুরয়া স্বরবিশেষেণ বর্ণবিন্যাসবিশেষেণ প্রেমমৃদুতয়া প্রাণিমাত্রাণাং রুচিরতয়া। তথা বল্গূনি আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্তিসৌষ্ঠববন্তি বাক্যানি সুপ্তিঙন্তবর্গা যত্র তাদৃশ্যা। তথা বুধানামর্থজ্ঞানাং মনোজ্ঞয়াহভিধালক্ষণাব্যঞ্জনাদিবৃত্তিপ্রতিপাদিতবস্তুরসভাবালঙ্কারার্থগাম্ভীর্য্যেণানন্দপ্রদয়া। ইমা ইতি প্রত্যক্ষত্বাদিনা অসন্দিগ্ধত্বং তৎকালীনত্বং চ মোহস্যোক্তং। কথমদেয়ং দাতব্যমিত্যত আহুঃ—হে বীর দয়াবীর দানবীরেতি বা। পুষ্করেক্ষণেতি উক্তাবসরে সস্মিতবিলাসসুন্দরদৃষ্ট্যাদিনা গির এব বিমোহনত্বমধিকমভিপ্রেতং। তথাচ কর্ণামৃতে। পর্য্যাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গী বল্গূনি বল্গিতবিশালবিলোচনানীতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা। গিরা মুহুস্তীঃ অতএব বিধিকরীঃ দাসীত্বং গতাঃ মোহেন বিবেকাপগমাৎ। যদ্বা। গিরৈব বিধিকরীঃ অধুনা বিরহার্ত্ত্যা ইমা মুহুস্তীরিতি॥ ৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ঃ—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনোৎকণ্ঠায় অধীরা হইয়া তাঁহার উদ্দেশে নানাবিধ প্রার্থনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ নানাভাবে নিজ দুঃখ প্রকাশ করিয়া পরিশেষে "হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আমাদের দাসীরূপে অঙ্গীকার কর" এইরূপ প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল দর্শন ও বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া ব্রজরমণীগণ বলিলেন, হে প্রাণবল্লভ! আমাদের অন্তরের তীব্র তাপ শান্তির জন্য তোমার বদনকমল দর্শন এবং প্রলেপ-ঔষধের ন্যায় বক্ষঃস্থলে তোমার শ্রীচরণ স্থাপন করিলেই আমাদের তাপ নিবারণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। অন্তরে কোনও ব্যাধি অক্রমণ মাত্রেই বাহিরে প্রলেপ-ঔষধ ব্যবহার করিলে তাহার উপশম হইতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকাল ঔষধ ব্যবহার না করায় যদি অন্তরের ব্যাধি কঠিন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কেবল মাত্র বাহ্য প্রলেপ ব্যবহার মাত্রেই তাহা নিবারণ হয় না। তখন বাহ্য প্রলেপ ব্যবহারের সঙ্গে কোনও পেয় ঔষধ ব্যবহারেরও প্রয়োজন হয়। দীর্ঘকাল তোমার অদর্শনে আমাদের অন্তরের বিরহ তাপ এতই প্রবল হইয়াছে যে, এখন আর প্রলেপ-ঔষধের ন্যায় তোমার চরণদ্বয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেই তাহার শান্তি হইবে না। এখন কিছু পেয় ঔষধ আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরেও ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের এই সুদুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে কি ঔষধ ব্যবহার করিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। শুনিয়াছি অমৃত পানে সকলের নানা প্রকার ব্যাধি নিবারণ হয়, কিন্তু সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত অমৃতে আমাদের এই তীব্র ব্যাধির চিকিৎসা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত অমৃত অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণিত গুণবিশিষ্ট অমৃত পান করিয়াই আমাদের এই ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই তদপেক্ষা অধিক গুণ বিশিষ্ট কোনও অমৃত পান করিলে আমাদের ব্যাধি নিবারণ হইতে পারে। আমাদের অন্তরের ব্যাধির নিদান বিচার করিলে জানা যায় যে—তোমার অধরামৃত হইতেই এই ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে। কেননা তোমারই অধরে উচ্চারিত মধুর বচন এবং বংশীনাদ আমাদের কর্ণ দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্তরে এমনই তীব্র তাপ সৃষ্টি করিয়াছে যে—আমরা আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুতেই সে তাপের শান্তি করিতে পারিতেছি না। আমরা সেই তাপের প্রতীকার করিবার জন্য তোমার নিকট নানাপ্রকার প্রার্থনা জানাইয়াছি। আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, তোমার সর্ব্বতাপহারক করকমল আমাদের মস্তকে অর্পণ করিলেই আমাদের অন্তরের তাপের শান্তি হইবে। তাহার পর মনে হইল, তোমার সর্ব্বতাপহারক বদনকমল দর্শন করিলেই আমাদের অন্তরের তাপ শান্তি হইবে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, মস্তকে তোমার করকমল স্পর্শে কিংবা নয়নে তোমার বদনকমল দর্শনে মস্তকের এবং নয়নের তাপ শান্তি হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের তাপ শান্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। সেই জন্যই আমরা ইতঃপূর্ব্বে আমাদের বক্ষঃস্থলে তোমার পদকমল ধারণ করিয়া প্রলেপ-ঔষধ ব্যবহারে রোগ নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ তীব্র তাপের চিকিৎসায় প্রলেপ-ঔষধই পর্য্যাপ্ত নহে, তাই আমরা তোমার নিকট কোনও পেয় ঔষধের প্রার্থনা জানাইতে বাধ্য হইলাম। এই ঔষধ যদি অন্য কুত্রাপি পাওয়া যাইত তাহা হইলে আমরা তোমাকে বিরক্ত করিতাম না। কিন্তু একমাত্র তোমার নিকট ছাড়া অন্য কুত্রাপি আমাদের হৃদয়তাপ নিবারণের মহৌষধী পাওয়া যায় না। তাই বলিতেছি—"হে পুষ্করেক্ষণ! অধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ"—হে কমলনয়ন! তোমার অধরামৃত দ্বারা আমাদের আপ্যায়িত কর। তোমার অধরে সমুচ্চারিত মধুর বচন শুনিয়াই আমরা তোমার চরণে বিকাইয়াছি এবং দাসী হইয়া তোমার চরণ সেবা করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু তুমি আমাদের চরণসেবাধিকার না দিয়া আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইয়া গিয়াছ। কাজেই আমরা এখন অদর্শনজনিত তীব্র তাপে অধীর হইয়া তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি যে—তুমি একবার আমাদের নয়নগোচর হও এবং অধরামৃত দ্বারা আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ তাপ দূর কর। হে কমলনয়ন! আমরা বহুদিন হইতেই তোমার মধুর অধরে সমুচ্চারিত মধুর বচনামৃত পান করিতেছি। এখনই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যমুনাপুলিনে যখন আমাদের ভাগ্যে তোমার সহিত মিলন সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল, তখনও আমরা তোমার মধুর অধরে সমুচ্চারিত কতই মধুর বচন শুনিয়াছি। তোমার মধুর বচনের তুলনা ত্রিজগৎ খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না এবং এরূপ মধুর বচন প্রয়োগের সামর্থ্য তুমি ভিন্ন অন্যত্র কদাপি সম্ভবপর নহে। হে বিবিধবাক্‌চাতুর্য্যচতুরচূড়ামণে! তোমার মনে পড়ে কিনা তাহা জানি না, কিন্তু তুমিই একদিন তোমার প্রেয়সীশিরোমণি শ্রীরাধিকাকে বলিয়াছিলে—

কঠোরা ভব মৃদ্বী বা প্রাণাস্ত্বমসি রাধিকে। অস্তি নান্যা চকোরস্য চন্দ্রলেখাং বিনা গতিঃ॥

(বিদগ্ধমাধবনাটকং)

হে রাধিকে! তুমি বাম্যমানাদি বশতঃ কঠিনাই হও কিংবা মিলনবিহারাদি রসাস্বাদন প্রদানে মৃদুলাই হও, তুমিই আমার জীবন! একমাত্র চন্দ্রলেখা ব্যতীত চকোরের আর অন্য কোনই গতি নাই।

হে জীবিতবল্লভ! তুমি আমাদের এই প্রকার কতই যে মধুর বচন বলিয়াছ তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তোমার এইপ্রকার মধুর বচনামৃত পানে আমরা তোমার চরণে বিকাইয়া গিয়াছি এবং চিরতরে তোমার দাসী হইয়াছি। তোমার মধুরবচনের কথা আর কত বলিব, তোমার বচনের সুললিত সুভগসমুচ্চারণ, মধুর বর্ণবিন্যাস এবং তাহাতে মধুর স্বরযোগ জগতে অতুলনীয়। শুধু তাহাই নহে, তাহাতে যে রসভাব অলঙ্কারাদি যুক্ত এবং আসত্তি যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষাদি সমন্বিত পদবিন্যাস ও নানাবিধ ধ্বনিব্যঞ্জনাদি সমলঙ্কৃত বাক্যপ্রয়োগচাতুর্য্যের বিকাশ হয় তাহা শ্রবণে বুধজনের হৃদয়ে অর্থজ্ঞানজনিত পরমানন্দের ধারা প্রবাহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় এবং অবুধজনের অর্থজ্ঞান না হইলেও স্বরমাধুর্য্যেই তাহাদের হৃদয়ে অফুরন্ত আনন্দসিন্ধু উচ্ছলিত হয়।

লীলাশুক শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের এই মধুরবচনাবলী প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

পর্য্যাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গিবল্গূনি বল্গিতবিশালবিলোচনানি।
বাল্যাধিকানি মদবল্লভামিনীভির্ভাবে লুঠন্তি সুকৃতাং তব জল্পিতানি॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতং)

হে গোপীজনবল্লভ! তুমি যখন মদগর্ব্বিতা গোপাঙ্গনাগণের সহিত প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হও, তখন তোমার অপ্রাকৃত অমৃতরসে পরিপূর্ণ পদভঙ্গি ও অর্থভঙ্গিতে অতীব মনোরম এবং বিশাললোচন সঞ্চালন সহ সমুচ্চারিত কৈশোরবয়সোচিত চপল বচনাবলী, সুকৃতিগণের ভাবাক্রান্তচিত্তে উদিত হইয়া তাহাদের পরমানন্দ-রসে পরিসিঞ্চিত করে।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে কমলনয়ন! তোমার এই মধুর বচনাবলী শ্রবণে আমরা আত্মহারা হইয়াছি এবং সর্ব্বত্যাগ করিয়া জন্মজন্মান্তরের মত তোমারই চরণে দাসী হইয়াছি। কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ তোমার চরণসেবাধিকারে বঞ্চিত হইয়া প্রায় মৃত্যুদশায় উপনীত হইয়াছি। এখন যদি তুমি তোমার অধরামৃত দানে আমাদের জীবন রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমাদের আর গতি নাই। হে বীর! তোমার কোনবস্তুই অদেয় নাই, সুতরাং তোমার মত দানবীরের পক্ষে পরমদুর্লভ অধরামৃত দান করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে এবং তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়াবীর বলিয়া সর্ব্বভাবেই দয়া করিতে সমর্থ। তাই তোমার চরণে আমরা বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি যে—তুমি দয়া করিয়া তোমার অধরামৃত দানে আমাদের আপ্যায়িত কর॥

বচসা মধুনোঽপি মঞ্জুনা মধুরার্থেন সুকোমলেন নঃ। চিরকালমুপোষিতে ইব শ্রবণে জীবিতনাথ তর্পয়॥
দরহাসসুধানুধারিণা মধুরেণাধরবিম্বসীধুনা। ত্বদদর্শনশোকশোষিতা দয়িতাপ্যায়য়িতুং ত্বমর্হসি॥

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে জীবিতনাথ! মধু হইতেও মনোহর, মধুরার্থ সমাযুক্ত এবং সুকোমল বচনাবলী প্রয়োগে আমাদের বহুদিনের উপোষিত কর্ণদ্বয়ের তৃপ্তিবিধান কর। হে দয়িত! আমরা তোমার অদর্শনজনিত মহাদুঃখে বিশুষ্কপ্রায় হইয়াছি, তোমার মন্দহাস্যবিধৌত মধুরাধরামৃত দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর॥

মধুর হইতেও সুমধুর বচন তোমার।
শ্রবণে উথলে' উঠে প্রেম পারাবার॥
কিবা স্বরের মাধুরী পদ বাক্যের চাতুরী
শব্দে অর্থে তৃপ্ত করে সবাকার মন॥
সে বচন শুনি মোরা হ'য়ে আছি আত্মহারা
দাসী হ'য়ে তব পদে সঁপেছি জীবন॥
কিন্তু তব অদর্শনে তপ্ত মোরা রাত্রি দিনে
হৃদয় মাঝারে জ্বলে বিরহ-দহন।
তব অধর-সীধুদানে আপ্যায়িত কর প্রাণে
নতুবা রহে না আর মোদের জীবন॥ ৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—তপ্তজীবনং (তপ্তান্ ত্বদ্বিরহতাপখিন্নান্ কিমুত সংসারতাপখিন্নান্ জীবয়তি মৃত্যুপর্য্যন্তদশাতো রক্ষতীতি তৎ সর্ব্ববিধতাপতো মুক্তিপ্রদং) কবিভিরীড়িতং (বিজ্ঞজনৈর্বিবিধভাবেন স্তুতং) কল্মষাপহং (সর্ব্বদুঃখনিবারকং) শ্রবণমঙ্গলং (শ্রবণমাত্রেণৈব সর্ব্বমঙ্গলপ্রদং সর্ব্বার্থসাধকঞ্চ) শ্রীমৎ (সর্ব্বতঃ পরমোৎকৃষ্টং) আততং (সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্তং) তব কথামৃতং (সর্ব্বদুঃখবিস্মারকত্বাৎ পরমমধুরত্বাচ্চ কথৈবামৃতং) যে (জনাঃ) গৃণন্তি (উচ্চারয়ন্তি) ভুবি (জগতি) তে (তএব জনাঃ) ভূরিদাঃ (সর্ব্বতএব শ্রেষ্ঠদাতারো ভবন্তি)॥ ৯

মূলানুবাদ।—তোমার কথামৃত বিবিধ তাপদগ্ধজনের জীবনপ্রদ, বিজ্ঞজনসংস্তুত, সর্ব্বদুঃখনিবারক, শ্রবণমঙ্গল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বত্র পরিগীত—অতএব যে ব্যক্তি তোমার কথা কীর্ত্তন করে জগতে তাহার মত দাতা আর কেহ নাই॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ অস্মাকং ত্বদ্বিরহে প্রাপ্তমেব মরণং কিন্তু ত্বৎকথামৃতং পায়য়দ্ভিঃ সুকৃতিভির্ব্বঞ্চিতং ইত্যাহুস্তবেতি। কথৈবামৃতং তত্র হেতুঃ তপ্তজীবনং। প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহুঃ কবিভির্ব্রহ্মবিদ্ভিরপি ঈড়িতং স্তুতং দেবভোগ্যং ত্বমৃতং তৈস্তচ্ছীকৃতং। কিঞ্চ কল্মষাপহং কামকর্ম্মনিরসনং তত্ত্বমৃতং নৈবম্ভূতং। কিঞ্চ। শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ তত্তদনুষ্ঠানাপেক্ষং। কিঞ্চ। শ্রীমৎ সুশান্তং তত্তু মাদকং এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং আততং যথা ভবতি তথা ভুবি যে গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনা ভূরিদা বহুদাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ। যদ্বা, এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ পূর্ব্বজন্মসু বহু দত্তবন্তঃ সুকৃতিনঃ ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। যে কেবলং কথামৃতং গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তেঽপি তাবদতিধন্যাঃ কিং পুনর্যে ত্বাং পশ্যন্তি অতঃ প্রার্থয়ামহে ত্বয়া দৃশ্যতামিতি॥ ৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ কথং তর্হি জীবথেত্যাশঙ্ক্য প্রেমময়স্বানুভবপ্রমাণনির্ণীততৎকথামহিমাবর্ণনেন তত্র কারণমাহুঃ তবেতি। কথৈবামৃত অমৃতবৎ স্বতঃ ফলং ফলান্তরসাধনঞ্চ। তত্তদ্রূপত্বং দর্শয়ন্তি তপ্তান্ তদ্বিরহতাপখিন্নান্ কিমুত সংসারতাপখিন্নান্ জীবয়তি মৃত্যুপর্য্যন্তদুর্দ্দশাতো রক্ষতীতি তৎ। পূর্ব্বেষাং জীবনরূপঞ্চেতি তথা বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈরিত্যাদেঃ। শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ কশ্মলং যযুরিত্যাদেশ্চ দর্শনাৎ। কবিভির্ব্রহ্মশিবচতুঃসনাদিভিরাত্মারামৈঃ কিমুতান্যৈরীড়িতং। বর্ত্তমানে ক্তঃ। অস্মদ্রূজবাসিভির্যদ্বর্ণ্যতে তদেবানুশ্লাঘ্যতে নতু স্বয়ং বর্ণয়িতুং শক্যতে ইত্যর্থঃ, রহস্যজ্ঞানাৎ। তথা কল্মষং সর্ব্বরোচকত্বাদিপ্রভাবময়ত্বাৎ স্বান্তরায়মপি কিমুত সংসারহেতু পুণ্যপাপরূপং হন্তীতি তৎ। এবমেবং ভূতমপি শ্রবণমাত্রেণৈব মঙ্গলং তত্তৎসর্ব্বার্থসাধকং কিমুতার্থবিচারেণ? অতএব শ্রীমৎ সর্ব্বত উৎকর্ষযুক্তং। আততং সর্ব্বব্যাপকঞ্চেতি প্রসিদ্ধামৃতাদ্বৈলক্ষণ্যমপ্যুক্তং। তদীদৃশং কথামৃতং ভুবি যত্র কুত্রাপি যে গৃণন্তি কথনরূপেণ দদতি তে ভূরিদাঃ সর্ব্বেভ্যোঽপি সর্ব্বার্থপ্রদাতারঃ। কিমুত গোকুলে তত্রাপ্যস্মাসু তু ত্বদ্বিরহতপ্তাসু জীবনমেব দদতীতি ভাবঃ! তে চান্যত্র পূর্ব্বোক্তা ব্রহ্মাদয়ঃ, ব্রজে সর্ব্ব এবাস্মাসু তু বিশেষতঃ সখ্য ইতি জ্ঞেয়ঃ। যদ্বা অহো পরমব্যগ্রা যাবদাপ্যায়য়েয়ং তাবৎ ক্ষণং মিথো মদ্বার্ত্তয়া কালো নীয়তামিতি চেত্তত্র সত্রাসমাহুঃ। কথৈব মৃতং মৃতিঃ কথৈব মারয়তীত্যর্থঃ। কুতঃ? তপ্তং জীবনং যস্মাৎ। তপ্তে তৈলাদৌ জলমিবেতি শ্লেষঃ। কবিভিস্তাবকৈরেব কল্মষাপহং যথা স্যাত্তথেড়িতং তন্নাশকতয়া শ্লাঘিতমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ শ্রবণেনৈব মঙ্গলং মঙ্গলমিতি শ্রূয়তে ন ত্বনুভূয়তে ইত্যর্থঃ। শ্রীমদাততং শ্রিয়া সৌন্দর্য্যাদিনা তৎকৃতেন মদেন নিজজনানাদরাদিলক্ষণেন চাততং সর্ব্বতঃ প্রসৃতং।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতো যে তদগৃণন্তি তে ভূরিদা মহাপ্রাণঘাতকা ইত্যর্থঃ। এষা পরমার্ত্ত্যুক্তিরেব। দো অবখণ্ডনে। অতোঽধুনা ত্বদাশয়া ক্ষণং জিজীবিষূণাং তেনালমিতি ভাবঃ॥ ৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—শ্রীকৃষ্ণবিরহতপ্তা ব্রজবনিতাগণ নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে দৈন্য জানাইয়া পরিশেষে বলিলেন—হে জীবিতবল্লভ! তোমার বিরহতাপদগ্ধ এই দেহে এখনও জীবন আছে কেন, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারিতেছি না। বোধ হয় তোমার কথামৃতের মহাপ্রভাবেই এখনও আমাদের জীবনান্ত হয় নাই। তোমার কথামৃতের মহাপ্রভাবের কথা আর কত বলিব, তোমার কথা, অমৃতই বটে, কিন্তু অমৃত বলিতে সাধারণতঃ যাহা ধারণা হয় তদপেক্ষা তোমার কথামৃতের বিশেষ কিছু বিশেষত্ব আছে। অমৃত বলিতে সাধারণতঃ সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত স্বর্গ-সুধা এবং জন্মমৃত্যুর অতীত মোক্ষই ধারণা হয়। কিন্তু তোমার কথামৃত স্বর্গসুধাও নহে, মোক্ষও নহে, তোমার কথামৃত কথামৃতই। অন্য কোনও অমৃতের সহিত এ অমৃতের তুলনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বর্গসুধা পরমমধুর হইলেও তাহার মধুরতার অবসান আছে এবং মোক্ষরূপ অমৃতও অনুভববিহীন আনন্দস্বরূপতা মাত্র। কিন্তু তোমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে যে পরমমাধুর্য্যের আস্বাদন পাওয়া যায়, তাহার অবসান নাই এবং তাহা তোমার রূপ, গুণ লীলাদির অনুভবে পরিপূর্ণ। তোমার কথামৃতাস্বাদনে আনন্দস্বরূপতাদাত্ম্য প্রাপ্ত না হইয়া নিরন্তর তরঙ্গায়িত আনন্দসমুদ্রে ভাসমান থাকা যায়। সুতরাং এ অমৃতের কুত্রাপি তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তোমার কথামৃত রসাস্বাদনে সংসার-তাপতপ্ত জীবের ত পরম শান্তি লাভ হয়ই, তোমার বিরহতাপতপ্ত জনেরও নবজীবন লাভ হইয়া থাকে। সেই জন্যই ভক্তচূড়ামণিগণ নানাভাবে তোমার কথামৃতের মহামহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, নারদ, ব্যাস, শুক, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি সমস্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ (কবি) নিরন্তর তোমার কথামৃত রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। তোমার কথামৃত যে স্বর্গসুধা এবং মোক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠ তাহা তাঁহাদের কথাতেই প্রসিদ্ধ—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি নিজমহিমন্যপি নাথমাভূৎ কিংত্বন্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুববচনং)

ভক্তচূড়ামণি ধ্রুব যখন যমুনা তীরস্থ মধুবনে সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার স্তব প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—হে নাথ! তোমার পাদপদ্ম ধ্যানে এবং তোমার ও তোমার ভক্তচূড়ামণিগণের কথা শ্রবণে জীবের যে পরমানন্দ রসাস্বাদন হয়, সে আনন্দ তোমার মহিমস্বরূপ পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও নাই। পুনঃ পুনঃ কালকবলিত স্বর্গাদির ত কথাই নাই।

ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে শ্রীভগবানের কথামৃত মোক্ষসুখ এবং স্বর্গসুখ অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ।

এক কৃষ্ণ নামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

সুতরাং তোমার কথামৃত অতুলনীয় এবং সেই জন্যই ভক্তচূড়ামণিগণ, স্বর্গসুধা এবং মোক্ষ তুচ্ছ করিয়া তোমার কথামৃতরসেই সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন। তোমার কথামৃতের আরও একটি বিশেষ গুণ এই যে—এ অমৃতে কাহারও অরুচি হয় না এবং ইহা সর্ব্ববিধ পাপনাশক। তোমার কথা শ্রবণে যদি কাহারও প্রবৃত্তি না থাকে, তাহার কর্ণেও তোমার কথামৃত প্রবেশ করিলে ক্রমশঃ তাহার অপ্রবৃত্তি দূর হইয়া যায় এবং কথা শ্রবণে আসক্তি জন্মায়। অতএব তোমার কথামৃতে সর্ব্ববিধ কল্মষ দূর করিয়া এক পরমানির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ প্রদান করে।

তোমার কথামৃতের এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে—তাহা কর্ণে প্রবেশ করিলেই সর্ব্ব জীবের সর্ব্ববিধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে (শ্রবণমঙ্গলং)। কেবলমাত্র কর্ণগত হইলেই স্বর্গসুধা কিংবা মোক্ষ এই দ্বিবিধ অমৃতে কাহারও কোনও মঙ্গললাভ হয় না। তীব্র সাধনানুষ্ঠানে দেবদেহ লাভ করিতে পারিলে স্বর্গসুধা ভোগের অধিকার হয় এবং দেহগেহাদির অভিনিবেশমুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণই মোক্ষের অধিকারী। কাজেই এই দুই অমৃতে সকলের অধিকার নাই কিংবা শ্রবণ মাত্রেই ইহাতে কোনও ফল লাভ হয় না। কিন্তু তোমার কথামৃতে সকলেরই অধিকার আছে এবং শ্রবণ মাত্রেই সকলের সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। এই জন্যই তোমার কথামৃত শ্রীমৎ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তচূড়ামণিগণ স্বর্গসুধা এবং মোক্ষলাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তোমার কথামৃতাস্বাদনে রত হন, কিন্তু তোমার কথামৃত পরিত্যাগ করিয়া কাহারও অন্য কোন অমৃতে প্রবৃত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। তোমার কথামৃত "আতত" অর্থাৎ ভক্তজন মুখে সর্ব্বত্রই পরিগীত। ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, নারদ, ব্যাস ও শুকাদি পূর্ব্বসিদ্ধ ভক্তচূড়ামণিগণ এবং আধুনিক ভক্তচূড়ামণিগণের মুখে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিগীত হইয়া তোমার কথামৃত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ কোন প্রকার অধিকার বিচার না করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবেই তোমার কথামৃত পান করিতে পারে বলিয়াও তোমার কথামৃতকে "আতত" বলা যায়। একমাত্র তোমার কথামৃত ব্যতীত কোনও সাধন কিংবা সাধ্যবস্তু এরূপ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত নহে। অতএব তোমার কথামৃতই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এই কথামৃত পানেই আমরা তোমার বিরহতাপদগ্ধ দেহে জীবন রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। তোমার এই কথামৃত যাঁহারা কীর্ত্তন করিয়া জগতে দান করেন, তাঁহাদের মত দাতা আর কেহই নাই। কেহ যদি প্রচুর ধনজন গ্রামাদি দান করেন, তাহা হইলে তাহা পাইয়া কাহারও অভাব পূরণ কিংবা দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু কেহ যদি তোমার কথা কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাহা শ্রবণে সকলের সর্ব্ববিধ অভাব পূরণ হয় এবং সাধারণ দুঃখের কথা দূরে থাক, পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোকমোহাদি দুঃখময় সংসার যন্ত্রণারও চিরনিবৃত্তি হইয়া যায়। অতএব তোমার কথা যাঁহারা কীর্ত্তনাদি দ্বারা দান করেন তাঁহারাই জগতে শ্রেষ্ঠ দাতা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে—মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মুখে এই শ্লোক শুনিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবেশে অধীর হইয়াছিলেন—

এই মত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে। হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে॥
সার্ব্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ। একলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেই দেশ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা নিলা জোড়কর হঞা। প্রভুপদ ধরি পরে সাহস করিয়া॥
আঁখি মুদি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন। নৃপতি নৈপুণ্যে করে পদ সম্বাহন॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করেন স্তবন। "জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করেন পঠন॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার। বোল বোল বলি প্রভু বলে বারে বার॥
"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল। উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন। মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার। দুইজনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জল ধার॥
"ভুরিদা" "ভুরিদা" বলি করে আলিঙ্গন। ইহা নাহি জানে ইহো হয় কোন জন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর টীকায় "তব কথামৃতং" প্রভৃতি শ্লোকের অর্থান্তরে গোপীগণের কিছু বক্রোক্তিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে গোপীজনবল্লভ! তোমার অদর্শন জনিত তীব্র বিরহে আমাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি তুমি ক্ষণকাল পরে আমাদের দর্শন দিতে স্বীকৃত হইলেও আমাদের ধৈর্য্যধারণ করিবার শক্তি নাই। তোমার কথাই আমাদের জীবন ও ধৈর্য্যধারণের প্রতিবন্ধক হইয়াছে। আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই তোমার কথা শুনিতে পাই, বনের পক্ষিগণ পর্য্যন্ত তোমার কথা বলিয়া থাকে। কাজেই তোমার কথা হইতে আমাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনই উপায় নাই। তোমার কথা যদি আমাদের কর্ণগোচর না হইত, তাহা হইলে আমরা কোন প্রকারে তোমাকে ভুলিয়া জীবনধারণ করিতে পারিতাম। কিন্তু তোমার কথা নিরন্তর কর্ণগোচর হইয়া আমাদের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। অতএব—

"তব কথৈব মৃতং মৃতিঃ কথৈব মারয়তীত্যর্থঃ।" তোমার কথাই মরণ। কেননা তোমার কথা শ্রবণে তোমার বিরহানল শতশতগুণে প্রজ্বলিত হইয়া মরণপথে অগ্রসর করিয়া দেয়। তোমার কথা যে কেবলমাত্র মরণের সহায় তাহা নহে। তোমার কথা "তপ্তজীবনং"—"তপ্তেষু তৈলাদিষু জীবনং জলমিব" তপ্ততৈলাদিতে জল প্রক্ষেপ করিলে যেমন তাহা তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ বিরহতপ্তহৃদয়ে তোমার কথা শ্রবণমাত্রেই শতশতগুণে বিরহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তোমার কথা ব্যাসাদি কবিগণ পুরাণাদিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহাদের বর্ণনা করা স্বভাব হইতেই প্রকাশ হইয়াছে। (কবিভি-র্ব্যাসাদিভিরীড়িতং কবীনাং বর্ণনমাত্রস্বভাবেন তস্যাপি বর্ণনাদিতি ভাবঃ) "কিংবা কবিভিস্তাবকৈরেব কল্মষা-পহমিতীড়িতং" তোমার স্তাবকগণই তোমার কথা সর্ব্বকল্মষহারক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তোমার কথা "শ্রবণমঙ্গলং"—মঙ্গলমিতি শ্রূয়তে ন ত্বনুভূয়তে। লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে—তোমার কথা শ্রবণে মঙ্গল হয়, কিন্তু আমরা কদাপি তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। তোমার কথা শুনিতে বড়ই মধুর বলিয়া দেশে দেশে অনেক লোক তোমার কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে (শ্রীমদাততং) (অথবা শ্রীমদৈর্জনৈনাট্যগীতাদিদ্বারা আততং) ধনবান্ ব্যক্তিগণ নাট্যগীতাদি দ্বারা নানাস্থানে তোমার কথা প্রকাশ করিয়া তোমার কথা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে—সাক্ষাৎ মরণপ্রদ এবং তপ্ততৈলে জল প্রক্ষেপণের ন্যায় তাপবর্দ্ধক তোমার কথা যাহারা কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে তাহাদের মত প্রাণঘাতক আর জগতে কেহই নাই। (দো অবখণ্ডনে ইতিধাতোঃ ভূরি যথা স্যাৎ তথা ত্বতি প্রাণান্ খণ্ডয়তীতি তথা।)

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণকথার দোষোদ্গারে অনির্ব্বচনীয় বিরহার্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং ব্যাজস্তুতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের কথার মাহাত্ম্য জানা যায়।

অঘহন্তু নূনং কবীশ্বরৈঃ শ্রুতিকান্তং বত তপ্তজীবনং। কথয়ন্তি তব কথামৃতং মৃতসঞ্জীবননন্বহং বুধাঃ॥
অনুরাগবতান্তু চেতসামমৃতং বা কিমু বা হলাহলং। সুখদঞ্চ সুদুঃখদং তন্নহি বিদ্মস্তব কীদৃশং বচঃ॥
অমৃতেন নিষেবিতং বহিঃ ক্ষুরসারোদ্ধতধারমন্তরে। চরিতঞ্চ বচশ্চ তে সমং রতিমন্তো হি বিদন্তি তত্ত্বতঃ॥
(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

তোমার কথা বিজ্ঞগণ পাপনাশক, শ্রবণসুখদ, বিবিধ তাপতপ্তজনের জীবনপ্রদ এবং মৃতসঞ্জীবন বলিয়া থাকেন। কিন্তু যাহাদের তোমাতে অনুরাগ আছে—তাহাদের পক্ষে তোমার কথা, অমৃত কি হলাহল, সুখদ কিংবা দুঃখদ তাহা ধারণা করা কঠিন। তোমার কথা ও চরিত্র আপাততঃ অমৃতের ন্যায় মধুর মনে হইলেও তাহাতে ক্ষুরধার লুক্কায়িত আছে। একমাত্র যাহাদের তোমাতে রতি আছে, তাহারাই তোমার কথার এই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলং।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ১০

তোমার বিরহতাপে তপ্ত যেই জন।
তব কথামৃত পানে সে লভে জীবন ॥
ধ্রুবপ্রহ্লাদ আদি যত ভক্তগণ অবিরত
কথার মহিমা তব করেন কীর্ত্তন।
সর্ব্বপাপ করে ক্ষয় শ্রবণে মঙ্গল হয়
মধুর তোমার কথা ব্যাপ্ত ত্রিভুবন ॥
তোমার কথা যেবা গায় তুলনা নাহিক তায়
ত্রিজগতে দাতা নাহি তাহার সমান।
তব দীর্ঘ অদর্শনে কথামৃত নিষেবণে
এখনও দেহেতে আছে গোপিকার প্রাণ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—প্রিয় (হে পরমপ্রেষ্ঠ!) কুহক (হে কপটশিরোমণে!) তে (তব) প্রহসিতং (অস্মাকং দর্শনে ভাবোল্লাসাৎ সমুদ্ভটং মৃদুহাস্যং) প্রেমবীক্ষিতং (সপ্রেমাবলোকনং) ধ্যানমঙ্গলং (ধ্যানে অনুচিন্তনে মঙ্গলং আশাবন্ধকারকং) বিহরণং (গোপবালকৈঃ সহ বিবিধভঙ্গিপূর্ব্বকং বিচিত্রক্রীড়নং) যাঃ (তথৈব যাশ্চ) হৃদিস্পৃশঃ (হৃদয়ঙ্গমাঃ) রহসি সংবিদঃ (স্বয়ং নির্জ্জনে গত্বা বেণুনাদাদিনা নর্ম্মোক্তয়ঃ তাঃ) নঃ (অস্মাকং) মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি (ব্যাকুলয়ন্তি)॥ ১০

মূলানুবাদ।—হে প্রিয়! হে কপটশিরোমণে! তোমার মৃদুহাস্য সপ্রেমকটাক্ষদৃষ্টিসঞ্চার এবং মিলন সংকেতযুক্ত অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া এবং তোমার নির্জ্জনে বাদিত বংশীনাদের পরিহাসবচন শুনিয়া আমাদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—ননু তর্হি মৎকথাশ্রবণেনৈব নির্বৃতা ভবত কিং মদ্দর্শনেন তদ্বিলাসক্ষুভিতচিত্তা বয়ং তত্রাপি শান্তিং ন বিন্দাম ইত্যাহুঃ প্রহসিতমিতি। হে প্রিয় কুহক কপট। সম্বিদঃ সঙ্কেতনর্ম্মাণি ॥ ১০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্র প্রথমেঽর্থে। ননু বিচারিলুব্ধাঃ দুর্ল্লভে ময়ি কথমেতাবন্তং অনুরাগং কুরুথ যদি কুরুত তদা মৎকথাশ্রবণেনৈব নির্বৃতা ভবত ইত্যাদিকমাশঙ্ক্য তেনানির্বৃতৌ তস্যেব পূর্ব্বানুরাগময়ং চরিতং দূষয়ন্তি ত্রিভিঃ। দ্বিতীয়েঽর্থে। আশয়াপি চিরং জীবিতুং ন শক্নুম ইত্যাহুঃ প্রহসিতমিতি ভাবে ক্তঃ। বীক্ষিতমিত্যত্র বীক্ষণমিতি তু ক্বচিৎপাঠঃ। প্রথমতঃ প্রহসিতং তাসাং দর্শনমাত্রেণ ভাবোল্লাসাৎ প্রকৃষ্টং সহজস্মিতাৎ কিঞ্চিদুদ্ভটং হসিতং। কীদৃশং ততঃ প্রেম্না বীক্ষিতং যত্র তাদৃশং। ততো বিহরণং সখিভিঃ সহক্রীড়াবিশেষঃ। তচ্চ কীদৃশং ধ্যানে মঙ্গলং তদনুচিন্তনে আশাবন্ধকারকং নিজভাবাভিব্যঞ্জনাময়ত্বাৎ। ততশ্চ রহসি সম্বিদঃ স্বয়ং নির্জনে গত্বা বেণ্বাদিনা নর্ম্মোক্তয়ঃ, তাশ্চ কীদৃশ্যঃ যা হৃদিস্পৃশো হৃদয়ঙ্গমা ইতি সর্ব্বতোঽন্তরঙ্গত্বং দর্শিতং। যচ্ছব্দোঽত্র চমৎকারবিশেষার্থঃ। ততো পিঙ্গবিভক্তিবিপরিণামেন পূর্ব্বপূর্ব্বত্রাপ্যনুষঞ্জনীয়ঃ। তেষু যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। কুহকেতি উদর্কে দুঃখময়ত্বাৎ। তদুচ্চতরকুহকানাময়মেবেতি ভাবঃ। ন ইতি তত্র বহূনামনুভবং প্রমাণয়ন্তি। ক্ষোভয়ন্তি আকুলয়ন্তি। হি নিশ্চিতং। ক্ষোভণে হেতুঃ প্রিয় হে লোভনেত্যর্থঃ। এবং ত্বদেকপ্রিয়ত্বেন বয়ং সদ্যঃ মনঃক্ষোভদুঃখং লভামহে ত্বং পুনরস্মান্ বত বঞ্চয়স ইত্যাশয়েন চ সম্বোধয়ন্তি হে কুহকেতি ॥ ১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকথামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিলেন, হে পরমপ্রেষ্ঠ! তোমার কথালাপমাত্রেই সকলের সর্ব্ববিধ তাপ শান্তি হয় বটে, কিন্তু আমরা কেবলমাত্র তোমার কথালাপেই পরিতুষ্ট হইয়া জীবনধারণ করিতে পারিতেছি না! যাহারা তোমাকে কখনও দেখে নাই, যাহারা তোমার বিচিত্রবিলাসভঙ্গি দেখিয়া তোমার সঙ্গে মিলনাশায় প্রলুব্ধ হয় নাই এবং যাহারা তোমার নানা ভঙ্গিপূর্ণ নর্ম্মবচন শ্রবণ করে নাই, তাহারা তোমার কথালাপে পরিতৃপ্ত হইয়া কোনও দিন তোমার কৃপাপ্রাপ্তির আশায় জীবনধারণ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা কদাপি সম্ভবপর নহে, কেননা তুমি আমাদের নানাভাবে আশান্বিত এবং প্রলুব্ধ করিয়া আমাদের চিত্তে এমনই ব্যাকুলতা সঞ্চার করিয়াছ যে—আমরা আর তোমার ক্ষণকালের অদর্শনও সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। হে প্রিয়! একে ত তোমার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রতি ভাবভঙ্গি এবং স্থিতিগতি বচন প্রভৃতি সমস্তই আমাদের দৃষ্টিতে পরম মনোহর এবং লোভনীয়, তাহার উপর তুমি আবার আমাদের এমনভাবে লোভ দেখাইয়াছ তাহা আমাদের শতশত জন্মেও ভুলিবার সাধ্য নাই। আজ আমাদের বহুজন্মের সৌভাগ্য-বশঃত একবার এই যমুনাপুলিনে তোমার সহিত মিলনের সৌভাগ্যলাভ হইয়াছিল, সুতরাং আজ আমরা সেই ক্ষণকালের মিলনে তোমার নিকট যাহা পাইয়াছি তাহা আর কি বলিব! কিন্তু মিলনের পূর্ব্বে (পূর্ব্বরাগাবস্থায়) যখন আমরা দূর হইতে সলজ্জনয়নে তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম, সেই সময়ের কথা মনে করিয়া দেখ—যখন তোমার সহিত আমাদের দূর দেখা হইত তখন তুমি তোমার ঐ স্বাভাবিক হাসিমাখা মুখে এমন মৃদু অথচ সমুদ্ভট হাস্যভঙ্গি প্রকাশ করিতে যে তাহা দেখিয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গ বিবশ হইয়া যাইত। তাহার পরই তুমি এমনভাবে আমাদের দিকে অনুরাগমিশ্রিত কটাক্ষদৃষ্টি সঞ্চারণ করিতে যে তাহা দেখিয়া আমাদের মনে হইত যে—আমাদের ধৈর্য্য ধর্ম্ম লজ্জা ভয় কুলশীলাদি সবই অধঃপাতে যাউক, আমরা তখনই গিয়া তোমার চরণে দেহ মন ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া জন্মজন্মান্তরের মত তোমার দাসী হইয়া জীবন সার্থক করি। এইরূপে মধুর মৃদুহাস্য এবং সপ্রেমকটাক্ষদৃষ্টি সঞ্চারণে আমাদের আত্মহারা করিয়া তুমি যখন তোমার সমবয়স্ক গোপবালকগণ সঙ্গে গোচারণ রঙ্গে বনভূমির দিকে অগ্রসর হইতে, তখন তুমি গোপবালকগণের স্কন্ধে বামবাহু অর্পণ এবং দক্ষিণহস্তে লীলাকমল সঞ্চালন করিয়া এমনই মনোহর অঙ্গ ভঙ্গি প্রকাশ করিতে যে তাহা দেখিয়া আমরা কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতাম এবং সেই ভঙ্গির কথা মনে হইলেই তোমার সহিত মিলনের জন্য অন্তরে এক অদম্য আশা এবং লালসা জাগিয়া উঠিত। তাহার পর তুমি গোচারণ করিতে করিতে যখন আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে দূরবনে প্রবেশ করিতে, তখন, ওহে কপটশিরোমণে! আমাদের হৃদয়ে তোমার সহিত মিলনবাসনাবীজরোপণের বাসনা তোমার নিবৃত্তি হইত না। তখনও তুমি কোনও নির্জ্জনস্থান হইতে আমাদের প্রত্যেকের নাম ধরিয়া বংশীনাদ করিতে এবং বংশীনাদেই আমাদের সহিত কতপ্রকার নর্ম্মালাপ করিয়া আমাদের অন্তরে কি যেন এক অভিনব ভাবের উন্মাদনা প্রকাশ করিয়া দিতে। তাই বলিতেছি, হে প্রিয়! তোমার সেই মৃদুহাস্য, সেই মিলন-সঙ্কেতময় এবং আশাপ্রদ বিহরণ, নির্জ্জনের বংশীনাদ নর্ম্মলাপ, এখনও প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নব নবায়মান হইয়া আমাদের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে এবং আমাদের চিত্ত তাহাতেই অধিকতর ব্যাকুল হইতেছে। আমরা যদি তোমাকে এইভাবে না দেখিতাম কিংবা তুমি যদি আমাদের এইরূপে প্রলোভন দেখাইয়া কপটাচরণ না করিতে, তাহা হইলে আমরা তোমার কথামৃত পান করিয়া পরমসুখে জীবন যাপন করিতে পারিতাম, কিংবা কোনও দিন তোমার চরণসেবাধিকার পাইব এই আশায় দিন যাপন করিতে পারিতাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদং।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১

কিন্তু এখন আর আমাদের সে সাধ্য নাই। আমরা তোমার মৃদুহাস্য, সপ্রেম কটাক্ষপাত প্রভৃতিতে একেবারেই আত্মহারা, ধৈর্য্যহারা, দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। এখন যদি আমাদের আর ক্ষণকালও তোমার অদর্শনদুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহা হইলে আর আমাদের দেহে জীবন থাকিবে না। তাই বলিতেছি, হে ব্রজজীবন! অচিরাৎ আমাদের দর্শন দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর।

হসিতং প্রণয়ার্দ্রমীক্ষিতং কিমপি ধ্যেয়মপীহিতং তব।
নিভৃতাশ্চ হৃদিস্পৃশঃ কথাঃ কিতবক্ষোভয়তেঽখিলং হি নঃ ॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে কিতব! তোমার মধুরহাস্য, প্রণয়মাখা দৃষ্টিপাত, চিন্তায় সুখপ্রদ অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গি এবং নির্জ্জনে (বংশীনাদাদিতে উচ্চারিত) হৃদয়ঙ্গম কথা, নিরন্তর আমাদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করিতেছে।

হাসিমাখা মুখে তব সে মধুর হাসি।
সে বাঁকা নয়নে তব কটাক্ষের রাশি ॥
ধরিয়া সখার গলে গোঠে যবে যাও চ'লে
কিবা অঙ্গভঙ্গি তব কিবা বিহরণ।
নির্জ্জন বনেতে গিয়া মোহন বেণু বাজাইয়া
কিবা তব সুমধুর নর্ম্ম আলাপন ॥
সে সব ইঙ্গিত স্মরি নিরবধি আশা করি
হবে বুঝি তব সনে মধুর মিলন।
কিন্তু এবে অদর্শনে ভরসা নাহিক মনে
ব্যাকুল হৃদয়ে জ্বলে বিরহদহন ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—নাথ! (হে প্রাণবল্লভ!) কান্ত! (হে মনোহর!) যৎ (যদা ত্বং) পশূন্ (গবাদীন্) চারয়ন্ (চরয়িতুং) ব্রজাৎ (গোষ্ঠাৎ) চলসি (বনং গচ্ছসি তদা) তে (তব) নলিনসুন্দরং (পদ্মকোষাদপি মনোহরং কোমলতরঞ্চ) পদং (চরণতলং) শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ (শিলৈঃ পাষাণকণৈঃ তৃণাঙ্কুরৈঃ গোদন্তকৃত্ত-তীক্ষ্ণতৃণাগ্রৈশ্চ) সীদতি (ব্যথতে) ইতি (এবং সম্ভাব্য) নঃ (অস্মাকং) মনঃ কলিলতাং (বৈকল্যং) গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)॥ ১১

মূলানুবাদ।—হে নাথ! হে কান্ত! যখন তুমি গোচারণ করিবার জন্য গোষ্ঠ হইতে বনভূমিতে গমন কর, তখন তোমার পদ্মকোষ হইতেও সুকুমার এবং সুকোমল চরণতল কঙ্কর ও তৃণাঙ্কুরাঘাতে ব্যথিত হইতেছে, সম্ভাবনা করিয়া আমাদের চিত্ত বিকল হইয়া পড়ে॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ ত্বয়ি বয়মতিপ্রেমার্দ্রচিত্তাঃ ত্বং পুনরস্মাসু কেন হেতুনা কপটমাচরসীত্যাহুঃ শ্লোক-দ্বয়েন। হে নাথ কান্ত যৎ যদা ব্রজাৎ চলসি পশূংশ্চারয়ন্ তদা নলিনবৎ সুন্দরং কোমলং তে পদং শিলৈঃ কুলিশৈঃ-তৃণৈরঙ্কুরৈশ্চ সীদতি ক্লিশ্যেদিতি নো মনং কলিলতাং অস্বাস্থ্যং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তচ্চ ভবতা ক্ষোভদানং সংযোগবিয়োগয়োরবিশেষমেব নতু কদাচিৎ কমিত্যাহ-শ্চলসীতি দ্বাভ্যাম্। ব্রজাদিতি। ততশ্চলনমারভ্য। গমনপর্য্যন্তমেব কলিলতাসূচিতা। পশূংশ্চারয়ন্নিতি বিবি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধানামনন্তানাং তেষাং চারণার্থং বর্ত্মপরিত্যাগেনেতস্ততো ভ্রমণাচ্ছিলাদিভিরবসাদঃ সম্ভাবিতঃ। তথা পশুতয়া নির্ব্বুদ্ধিত্বেন তে ত্বৎপাদাব্জদুর্গমপথেঽপি বত ভ্রমন্তীতি শ্লেষেণ সূচিতম্। শিলং পতিতসশৃঙ্গবন্যধান্যাদিকম্। অঝিল্লিকণ্টকবনমিত্যাদি হরিবংশোক্তেঃ। সর্ব্বত্র কণ্টকাভাবাত্তু ন তদুল্লেখঃ। নাথ হে ব্রজেশ্বরেতি তত্তবাযুক্ত মিবেতি। কান্তেতি অস্মৎকোমলকরস্পৃশ্যমেব তদিতি প্রেমসম্বোধনদ্বয়ম্। কলিলতায়াং হেতুবিশেষঃ। যদ্বা নাথত্বেন সর্ব্বেষাং ব্রজজনানাং কান্তত্বেন চ বিশেষতোঽস্মাকমিতি ভাবঃ। যদ্বা। নাথ এবং প্রিয়জনোপতাপক। নন্থ বিবেকিন্যস্তর্হি অবসাদহেতুমদ্বিষয়কচিন্তা ত্যজ্যতাং তত্রাহুঃ কান্তেতি। প্রিয়জনচিন্তায়া বিবেকেঽপ্যপরিহার্য্যত্বাৎ! যদ্বা। কলিলতা গমনে হেতুঃ নাথ হে প্রাণেশ্বর ইতি। নন্থ যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্। তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কব ইত্যাদিবচনেন প্রীতের্দোষত্বপ্রতিপাদনাৎ। প্রীতিরেব নিরস্যতাং তত্রাহুঃ মনোগচ্ছতীতি সঙ্কল্পমাত্রাত্মকং তন্নাস্মাকং বুদ্ধিবৃত্তিং বিবেকমপেক্ষত ইতি ভাবঃ। নন্থ মনোঽপি যুষ্মাকমেবেত্যাশঙ্ক্য তস্যাপি ন দোষ ইত্যাহুঃ। কান্ত হে মনোহর ইতি। অতো বনভ্রমণং বিহায়াত্র দ্রুতমেহীতি ভাবঃ॥ ১১॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, তাঁহাদের পূর্ব্বরাগাবস্থায় যে শ্রীকৃষ্ণের মধুর হাস্য, সপ্রেমদৃষ্টিপাত এবং মিলনসঙ্কেতময় অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়ায় তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে কপটশিরোমণে! তোমারই কপটতার জালে বিজড়িত হইয়া আমাদের চিত্তে শান্তি নাই। আমাদের চিত্ত সর্ব্বদাই তোমার জন্য ব্যাকুলতার ভার বহন করিতেছে। আমাদের চিত্তে কিসে যে শান্তি হইবে তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। কেননা তোমার সহিত মিলন এবং বিরহ এই উভয় অবস্থাতেই আমাদের চিত্ত তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। তুমি যখন পূর্ব্বাহ্ণে অগণিত গোপবালক পরিবেষ্টিত হইয়া এবং অসংখ্য ধেনুপাল অগ্রে করিয়া ব্রজভূমি হইতে কাননভূমির দিকে অগ্রসর হও, তখন তোমার অদর্শনে ব্রজভূমি একেবারে নিরানন্দের ঘনান্ধকারে ডুবিয়া যায়। তুমি তোমার বয়স্যবর্গসহ গোচারণ গোষ্ঠক্রীড়া প্রভৃতিতে তখন আনন্দ উপভোগ কর বটে, কিন্তু ব্রজে তোমার পিতৃবর্গ, মাতৃবর্গ এবং প্রেয়সীবর্গের তখন কি দুরবস্থা হয় তাহা তুমি একটুও মনে কর না। তুমি যখন গোচারণ করিবার জন্য বনভূমির দিকে অগ্রসর হও তখন আমরা তোমার পশ্চাৎ হইতে তোমার সুকোমল চরণতল দেখিয়া নিরন্তর তাহাই মনে মনে চিন্তা করি, কিন্তু তাহাতে আমাদের অন্তরে কিছুমাত্র শান্তিলাভ হয় না। কেননা তখন আমাদের মনে হয় যে তোমার চরণতল সহস্রদলপদ্মের গর্ভপত্র হইতেও সুকুমার এবং সুকোকল এবং বনভূমির মৃত্তিকা স্বভাবতঃ অতি কঠিন এবং রুক্ষ। তাহাতে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণখণ্ড মিশ্রিত এবং গোদন্তকৃত সূক্ষ্মাগ্র ও অতি কর্কশ তৃণাঙ্কুরে পরিব্যাপ্ত। তৃণলুব্ধ ধেনুপাল যখন অপথ বিপথ না দেখিয়া বিক্ষিপ্ত গতিতে বনভূমির চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, তখন তুমিও তাহাদের পাছে ধাবিত হও। না জানি তখন তোমার চরণতল সেই কঙ্কর ও তৃণাঙ্কুরে কতই না ব্যথিত হয়। আমরা একেত তোমার অদর্শনে বিরহবেদনায় ব্যথিত, তাহার উপর আবার তোমার চরণের ব্যথা মনে করিয়া আমরা আর কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারি না। তখন মনে হয়, যদি বিধাতা আমাদের সমস্ত বনভূমিতে হৃদয় বিছাইয়া রাখিবার শক্তি দিতেন তাহা হইলে আমরা তাহাই করিতাম। কিন্তু হায়! বিধাতা আমাদের সে শক্তি প্রদান করেন নাই। কাজেই আমরা তোমার চরণের ব্যথা মনে করিয়া হৃদয়ের ব্যথায় অধীর হইয়া যাই। তখন আমাদের হৃদয়ে কি যে দুঃসহ বেদনানুভব হয়, তাহার কোটি কোটি অংশের এক অংশও যদি তুমি অনুভব করিতে পারিতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলে হে, হৃদয়বল্লভ! তুমি আমাদের হৃদয়ারাধিত চরণকমলের এই প্রকার অপব্যবহার করিতে পারিতে না!

হে নাথ! আমরা বিজ্ঞজনের মুখে শুনিয়াছি যে—কাহাকেও ভালবাসিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না। কেননা কাহাকেও ভালবাসিলেই তাহার সুখ দুঃখে লিপ্ত হইতে হয়। তাহাতে আবার ইষ্ট সম্ভাবনা হইতে অনিষ্ট সম্ভাবনাই অধিক হয় বলিয়া সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক ভোগ করিতে হয়। হে গোষ্ঠবিহারিন্! তুমি গোপ-বালকগণ সঙ্গে গোধনচারণ রঙ্গে গোষ্ঠক্রীড়া করিতে ভালবাস বলিয়া প্রত্যহই পূর্ব্বাহ্ণে বনে গমন করিয়া থাক, কিন্তু আমরা তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই নিরন্তর আমাদের মনে অনিষ্ট সম্ভাবনারই উদয় হইয়া থাকে। সেজন্য তোমার গোষ্ঠক্রীড়া তোমার পক্ষে আনন্দপ্রদ হইলেও আমরা তাহাতে বড়ই দুঃখভোগ করিয়া থাকি। কেননা আমাদের সর্ব্বদাই মনে হয় যে ব্রজের কঠিন মৃত্তিকাস্পর্শে এবং কণ্টককঙ্করাদিবেধে তোমার চরণ কতই ব্যথিত হইতেছে। হয়ত তুমি আমাদের ছাড়িয়া বনে গিয়া গোষ্ঠক্রীড়ারঙ্গে পরম সুখেই আছ, কিন্তু আমরা তোমাকে ভালবাসি বলিয়া আমাদের মন কিছুতেই আশ্বস্ত হয় না, আমাদের সর্ব্বদাই মনে হয় যে তোমার কোমল চরণে না জানি কতই ব্যথা লাগিতেছে। হায়! হায়! আমাদের ভালবাসাই আমাদিগকে নানাভাবে পীড়ন করিতেছে। একমাত্র ভালবাসার জন্যই জগতের জীব নানাভাবে নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা যদি তোমাকে ভাল না বাসিতাম, তাহা হইলে তোমার চরণে তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হইতেছে মনে করিয়া আমাদের কোনই দুঃখ হইত না; এই জন্যই বিজ্ঞজন বলিয়া থাকেন—

যাবতঃ কুরুতেজন্তুঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্। তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥

(প্রাচীন বাক্যং)

প্রীতিসম্বন্ধবশতঃ যতজনকে "আপনার" করিয়া লওয়া হয়, হৃদয়ে ততগুলি শোকশঙ্কু (খুঁটা) প্রোথিত হইয়া যাইবে।

তাই বলিতেছি, হে কান্ত! তোমাকে ভালবাসিয়াই আমরা নানাপ্রকার দুঃখকে আবাহন করিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছি এবং এখন আমরা তাহারই পীড়নে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া দুর্ব্বহ জীবন যাপন করিতেছি।

অণুমাত্রমপীহবর্ত্ততেনতরাং প্রেম হি মাদৃশীষু হি বঃ। তিলমাত্রমপীহতুক্রমং ন সমর্থাবয়মীক্ষিতুং তব॥
ব্রজতিব্রজতোগবাং ব্রজং বিপিনে চারয়িতুং যদা ভবান্। চরণোতবখিদ্যতস্তৃণৈরিতি নঃ খিদ্যতি মানসং তদা॥
নবপদ্মপলাশকোমলং ক্ব তব শ্রীময়মাঙ্ঘ্র যুগ্মকম্। ক্ব স তীক্ষ্ণতরস্তৃনাঙ্কুরঃ স্মরণং তন্মরণায় নো ভবেৎ॥

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে প্রাণবল্লভ! আমরা তোমার অদর্শনে অতীব দুঃখিত হইলেও তুমি আমাদের দুঃখে একটুও দুঃখিত হও না, ইহাতেই জানিতে পারা যায় যে তোমার আমাদের উপর অণুমাত্রও ভালবাসা নাই। কিন্তু আমরা তোমাকে ভালবাসি বলিয়া তোমার দুঃখ সম্ভাবনা করিয়া আমরা সর্ব্বদাই দুঃখিতচিত্তে কালযাপন করি। তুমি যখন গোধনচারণ করিবার জন্য বনে যাও, তখন তৃণকণ্টকাদিব্যাপ্ত ভূমিতে বিচরণ করায় চরণ ব্যথিত হইতেছে মনে করিয়া আমরা ব্যাকুল হইয়া পড়ি, আমাদের এই ব্যাকুলতার কোনই কারণ নাই, তাহা বলা যায় না। কেননা তোমার চরণতল সদ্য প্রস্ফুটিত কমলের গর্ভদল অপেক্ষাও কোমল এবং বনভূমির তৃণাঙ্কুর ও কণ্টকাদি অতীব তীক্ষ্ণতর। কাজেই তোমার চরণ স্মরণে আমাদের মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতং।
ধনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২

হে কান্ত যখন তুমি যাও গোচারণে।
তখন নিতান্ত ব্যথা পাই মোরা মনে॥
তোমার চরণতল নবনীত সুকোমল
শিল তৃণাঙ্কুরে ব্যাপ্ত ব্রজের বনভুমি।
বিচরণে চরণে কত ব্যথা পাও তুমি॥ ১১

অন্বয়ঃ।—বীর (হে ব্রজস্ত্রীণাং ধর্ম্মধ্বংসন সমর্থ! ত্বং) দিনপরিক্ষয়ে (দিবাবসানবেলায়াং) নীলকুন্তলৈঃ (ঘনকৃষ্ণকুঞ্চিতালকাবলীভিঃ) আবৃতং (ললাটোপরিতঃ পরিতোব্যাপ্তং) ধনরজস্বলং (গোরজশ্ছুরিতং) বনরুহাননং (অলিমালাকুলপরাগচ্ছুরিতকমলতুল্যমাননং) বিভ্রৎ (প্রকটয়ন্) মুহুর্দর্শয়ন্ (তচ্চাননং গো-সন্তালনাদিচ্ছলেন পুনঃ পুনর্দর্শয়ন্) নঃ (অস্মাকং) মনসি (হৃদয়ে) স্মরং যচ্ছসি (কন্দর্পমুদ্দীপয়সি)॥ ১২

মূলানুবাদ।—হে গোকুলবীর! দিবাবসান সময়ে তুমি যখন ঘনকৃষ্ণকুঞ্চিত অলকাবলী সমাবৃত ও গোরজশ্ছুরিত কমলাননখানি আমাদের নানাছলে বারে বারে দেখাও, তখন আমাদের হৃদয় কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত হইয়া যায়॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—এবম্ভূতাস্ত্বদ্দুঃখশঙ্কিতচিত্তা বয়ং ত্বন্তু দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে নীলকুন্তলৈরাবৃতং ধনরজস্বলং গোরজশ্ছুরিতং বনরুহাননং অলিমালাকুলপরাগশ্ছুরিতপদ্মতুল্যমাননং বিভ্রৎ তচ্চ মুহুর্মুহুর্দর্শয়ন্ নো মনসি কেবলং স্মরং যচ্ছসি অর্পয়সি নতু সঙ্গং দদাসীতি কপট ইতি ভাবঃ॥ ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—দিনস্য পরিতঃ ক্ষয়ে অত্যন্তপ্রান্তে সতীতি দুঃখাধিক্যং সূচিতং নীলাঃ কুন্তলা অলকাস্তেষাং ললাটোপরি শ্রীমুখস্যাবরণেন শোভাভরাপাদনাৎ তৈরাবৃতমিতি সহজপরমসৌন্দর্য্যমভিপ্রেতম্। অতএব ধনরজস্বলম্। ধনং গোধনবিত্তয়োরিতি বিশ্বপ্রকাশাদ্গোরচশ্ছুরিতমিতি। রজসাপি তদুল্লাসেঽভিপ্রেতঃ। পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবিতিবৎ। বিশেষতস্তু গোপোচিতবেশস্য তস্য গোপীজাতিষু স্ববুদ্দীপনত্বাদনুবাদঃ। তত্তচ্চ সামান্যতঃ স্মরার্পণে হেতুঃ। বিশেষতস্তু দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈরিতি দর্শয়ন্নিতি চ পূর্ব্বস্য কামোদয়-বেলাত্বাৎ উত্তরস্য চ ভাবাতিশয়সূচকত্বাৎ। যদি চাদর্শয়ন্ স্বগৃহান্তঃ প্রবিশসি তথাপি তাদৃশং কামার্পণং ন স্যাদিতি ভাবঃ। তত্রাপি মুহুরিতি। গোসন্তালনাদিচ্ছলেন পুনঃ পুনঃ পরিতো বহুধা নিরীক্ষণেন স্মরার্পণস্যাপি পৌনঃপুন্যং দর্শিতম্। তচ্চ কথঞ্চিৎ বিচারভরেণ সম্বরীতুমীষ্যমাণস্যাপি তস্য মুহুরুদ্ভটীকরণং মনসীতি স্মরস্যাত্যন্ত মনোব্যাপকত্বমপ্রতিকার্য্যত্বঞ্চ শ্লেষেণ স্মরমিতি যঃ কান্তজনস্মরণমাত্রেণ ক্ষোভকঃ তং সাক্ষাদ্যচ্ছসীতি তস্য মহত্ত্বং সূচিতম্। তত্র সামর্থ্যং দর্শয়ন্তি হে বীরেতি। তত্রৈব তব বীরত্বং নত্বন্যত্রেতি সপ্রণয়রোষনর্ম্মধ্বনিতম্। বস্তুতস্তু তাদৃশত্বস্বীয়ভাবোদ্দীপনমিতিভাবস্য ভাবনৈব মুহুরনুগুতে। অহো ব্রজান্তস্তাদৃশবেশদর্শনোপি স্মরো অভূৎ। অধুনা চ বনান্তর্নিশিরত্যর্থনাগরবেশেন তত্রাপি বিরহে স্মরণবিশেষেণাসৌ বর্দ্ধতেবেতি বিলম্বং মাকুরু ইতি ভাবঃ। এবং শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্নিদমপি ব্যজ্যতে নিত্যমেবাস্মদভীষ্টমপূরয়িত্বাপি গচ্ছতি ত্বয্যস্মাকং মনঃ স্নেহমেব বহতি নতু তদভাবেনৌদাসীন্যং যৎ স্মরং বহতি তত্তু ত্বৎপ্রেরিততয়ৈব নতু স্বতঃ। তথা ত্বৎস্নেহময় তয়ৈব নতু রূক্ষতয়া স্নেহস্য স্বভাবজত্বাৎ ত্বং পুনরস্মাসু সঙ্গেচ্ছয়া সঙ্গচ্ছমানাসু স্মরমেব দদাসি নতু মিথঃ স্নেহোচিতং সঙ্গং তস্মাদস্মাকং সর্ব্বং স্নেহময়মেব ভাবতাস্তু কপটময়মেবেতি॥ ১২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—হে বীর! ব্রজরমণীগণের ধর্ম্মধ্বংসনে এবং পুনঃপুনঃ তাহাদের উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলে হে, হৃদয়বল্লভ! তুমি আমাদের হৃদয়ারাধিত চরণকমলের এই প্রকার অপব্যবহার করিতে পারিতে না!

হে নাথ! আমরা বিজ্ঞজনের মুখে শুনিয়াছি যে—কাহাকেও ভালবাসিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না। কেননা কাহাকেও ভালবাসিলেই তাহার সুখ দুঃখে লিপ্ত হইতে হয়। তাহাতে আবার ইষ্ট সম্ভাবনা হইতে অনিষ্ট সম্ভাবনাই অধিক হয় বলিয়া সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক ভোগ করিতে হয়। হে গোষ্ঠবিহারিন্! তুমি গোপ-বালকগণ সঙ্গে গোধনচারণ রঙ্গে গোষ্ঠক্রীড়া করিতে ভালবাস বলিয়া প্রত্যহই পূর্ব্বাহ্ণে বনে গমন করিয়া থাক, কিন্তু আমরা তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই নিরন্তর আমাদের মনে অনিষ্ট সম্ভাবনারই উদয় হইয়া থাকে। সেজন্য তোমার গোষ্ঠক্রীড়া তোমার পক্ষে আনন্দপ্রদ হইলেও আমরা তাহাতে বড়ই দুঃখভোগ করিয়া থাকি। কেননা আমাদের সর্ব্বদাই মনে হয় যে ব্রজের কঠিন মৃত্তিকাস্পর্শে এবং কণ্টককঙ্করাদিবেধে তোমার চরণ কতই ব্যথিত হইতেছে। হয়ত তুমি আমাদের ছাড়িয়া বনে গিয়া গোষ্ঠক্রীড়ারঙ্গে পরম সুখেই আছ, কিন্তু আমরা তোমাকে ভালবাসি বলিয়া আমাদের মন কিছুতেই আশ্বস্ত হয় না, আমাদের সর্ব্বদাই মনে হয় যে তোমার কোমল চরণে না জানি কতই ব্যথা লাগিতেছে। হায়! হায়! আমাদের ভালবাসাই আমাদিগকে নানাভাবে পীড়ন করিতেছে। একমাত্র ভালবাসার জন্যই জগতের জীব নানাভাবে নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা যদি তোমাকে ভাল না বাসিতাম, তাহা হইলে তোমার চরণে তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হইতেছে মনে করিয়া আমাদের কোনই দুঃখ হইত না; এই জন্যই বিজ্ঞজন বলিয়া থাকেন—

যাবতঃ কুরুতেজন্তুঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্। তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥

(প্রাচীন বাক্যং)

প্রীতিসম্বন্ধবশতঃ যতজনকে "আপনার" করিয়া লওয়া হয়, হৃদয়ে ততগুলি শোকশঙ্কু (খুঁটা) প্রোথিত হইয়া যাইবে।

তাই বলিতেছি, হে কান্ত! তোমাকে ভালবাসিয়াই আমরা নানাপ্রকার দুঃখকে আবাহন করিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছি এবং এখন আমরা তাহারই পীড়নে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া দুর্ব্বহ জীবন যাপন করিতেছি।

অণুমাত্রমপীহবর্ত্ততেনতরাং প্রেম হি মাদৃশীষু হি বঃ। তিলমাত্রমপীহতুক্রমং ন সমর্থাবয়মীক্ষিতুং তব॥
ব্রজতিব্রজতোগবাং ব্রজং বিপিনে চারয়িতুং যদা ভবান্। চরণোতবখিদ্যতস্তৃণৈরিতি নঃ খিদ্যতি মানসং তদা॥
নবপদ্মপলাশকোমলং ক তব শ্রীময়মাঙ্ঘ্র যুগ্মকম্। ক্ব স তীক্ষ্ণতরস্তৃনাঙ্কুরঃ স্মরণং তন্মরণায় নো ভবেৎ॥

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে প্রাণবল্লভ! আমরা তোমার অদর্শনে অতীব দুঃখিত হইলেও তুমি আমাদের দুঃখে একটুও দুঃখিত হও না, ইহাতেই জানিতে পারা যায় যে তোমার আমাদের উপর অণুমাত্রও ভালবাসা নাই। কিন্তু আমরা তোমাকে ভালবাসি বলিয়া তোমার দুঃখ সম্ভাবনা করিয়া আমরা সর্ব্বদাই দুঃখিতচিত্তে কালযাপন করি। তুমি যখন গোধনচারণ করিবার জন্য বনে যাও, তখন তৃণকণ্টকাদিব্যাপ্ত ভূমিতে বিচরণ করায় চরণ ব্যথিত হইতেছে মনে করিয়া আমরা ব্যাকুল হইয়া পড়ি, আমাদের এই ব্যাকুলতার কোনই কারণ নাই, তাহা বলা যায় না। কেননা তোমার চরণতল সদ্য প্রস্ফুটিত কমলের গর্ভদল অপেক্ষাও কোমল এবং বনভূমির তৃণাঙ্কুর ও কণ্টকাদি অতীব তীক্ষ্ণতর। কাজেই তোমার চরণ স্মরণে আমাদের মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতং।
ধনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২

হে কান্ত যখন তুমি যাও গোচারণে।
তখন নিতান্ত ব্যথা পাই মোরা মনে॥
তোমার চরণতল নবনীত সুকোমল
শিল তৃণাঙ্কুরে ব্যাপ্ত ব্রজের বনভুমি।
বিচরণে চরণে কত ব্যথা পাও তুমি॥ ১১

অন্বয়ঃ।—বীর (হে ব্রজস্ত্রীণাং ধর্ম্মধ্বংসন সমর্থ! ত্বং) দিনপরিক্ষয়ে (দিবাবসানবেলায়াং) নীলকুন্তলৈঃ (ঘনকৃষ্ণকুঞ্চিতালকাবলীভিঃ) আবৃতং (ললাটোপরিতঃ পরিতোব্যাপ্তং) ধনরজস্বলং (গোরজশ্ছুরিতং) বনরুহাননং (অলিমালাকুলপরাগচ্ছুরিতকমলতুল্যমাননং) বিভ্রৎ (প্রকটয়ন্) মুহুদর্শয়ন্ (তচ্চাননং গো-সন্তালনাদিচ্ছলেন পুনঃ পুনর্দর্শয়ন্) নঃ (অস্মাকং) মনসি (হৃদয়ে) স্মরং যচ্ছসি (কন্দর্পমুদ্দীপয়সি)॥ ১২

মূলানুবাদ।—হে গোকুলবীর! দিবাবসান সময়ে তুমি যখন ঘনকৃষ্ণকুঞ্চিত অলকাবলী সমাবৃত ও গোরজশ্ছুরিত কমলাননখানি আমাদের নানাছলে বারে বারে দেখাও, তখন আমাদের হৃদয় কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত হইয়া যায়॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—এবম্ভূতাস্বদ্দুঃখশঙ্কিতচিত্তা বয়ং ত্বন্ত দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে নীলকুন্তলৈরাবৃতং ধনরজস্বলং গোরজশ্ছুরিতং বনরুহাননং অলিমালাকুলপরাগশ্ছুরিতপদ্মতুল্যমাননং বিভ্রৎ তচ্চ মুহুর্মুহুর্দর্শয়ন্ নো মনসি কেবলং স্মরং যচ্ছসি অর্পয়সি নতু সঙ্গং দদাসীতি কপট ইতি ভাবঃ॥ ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—দিনস্য পরিতঃ ক্ষয়ে অত্যন্তপ্রান্তে সতীতি দুঃখাধিক্যং সূচিতং নীলাঃ কুন্তলা অলকাস্তেষাং ললাটোপরি শ্রীমুখস্যাবরণেন শোভাভরাপাদনাৎ তৈরাবৃতমিতি সহজপরমসৌন্দর্য্যমভিপ্রেতম্। অতএব ধনরজস্বলম্। ধনং গোধনবিত্তয়োরিতি বিশ্বপ্রকাশাদ্গোরজশ্ছুরিতমিতি। রজসাপি তদুল্লাসেঽভিপ্রেতঃ। পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবিতিবৎ। বিশেষতস্তু গোপোচিতবেশস্য তস্য গোপীজাতিষু স্বেষুদ্দীপনত্বাদনুবাদঃ। তত্তচ্চ সামান্যতঃ স্মরার্পণে হেতুঃ। বিশেষতস্তু দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈরিতি দর্শয়ন্নিতি চ পূর্ব্বস্য কামোদয়-বেলাত্বাৎ উত্তরস্য চ ভাবাতিশয়সূচকত্বাৎ। যদি চাদর্শয়ন্ স্বগৃহান্তঃ প্রবিশসি তথাপি তাদৃশং কামার্পণং ন স্যাদিতি ভাবঃ। তত্রাপি মুহুরিতি। গোসন্তালনাদিচ্ছলেন পুনঃ পুনঃ পরিতো বহুধা নিরীক্ষণেন স্মরার্পণস্যাপি পৌনঃপুন্যং দর্শিতম্। তচ্চ কথঞ্চিৎ বিচারভরেণ সম্বরীতুমীষ্যমাণস্যাপি তস্য মুহুরুদ্ভটীকরণং মনসীতি স্মরস্যাত্যন্ত মনোব্যাপকত্বমপ্রতিকার্য্যত্বঞ্চ শ্লেষেণ স্মরমিতি যঃ কান্তজনস্মরণমাত্রেণ ক্ষোভকঃ তং সাক্ষাদ্যচ্ছসীতি তস্য মহত্ত্বং সূচিতম্। তত্র সামর্থ্যং দর্শয়ন্তি হে বীরেতি। তত্রৈব তব বীরত্বং নত্বন্যত্রেতি সপ্রণয়রোষনর্ম্মধ্বনিতম্। বস্তুতস্তু তাদৃশত্বস্বীয়ভাবোদ্দীপনমিতিভাবস্য ভাবনৈব মুহুরনুস্যতে। অহো ব্রজান্তস্তাদৃশবেশদর্শনোপি স্মরো অভূৎ। অধুনা চ বনান্তর্নিশিরত্যর্থনাগরবেশেন তত্রাপি বিরহে স্মরণবিশেষেণাসৌ বর্দ্ধতেবেতি বিলম্বং মাকুরু ইতি ভাবঃ। এবং শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্নিদমপি ব্যজ্যতে নিত্যমেবাস্মদভীষ্টমপূরয়িত্বাপি গচ্ছতি ত্বয্যস্মাকং মনঃ স্নেহমেব বহতি নতু তদভাবেনৌদাসীন্যং যৎ স্মরং বহতি তত্তু ত্বৎপ্রেরিততয়ৈব নতু স্বতঃ। তথা ত্বৎস্নেহময় তয়ৈব নতু রূক্ষতয়া স্নেহস্য স্বভাবজত্বাৎ ত্বং পুনরস্মাসু সঙ্গেচ্ছয়া সঙ্গচ্ছমানাসু স্মরমেব দদাসি নতু মিথঃ স্নেহোচিতং সঙ্গং তস্মাদস্মাকং সর্ব্বং স্নেহময়মেব ভাবতাস্তু কপটময়মেবেতি॥ ১২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—হে বীর! ব্রজরমণীগণের ধর্ম্মধ্বংসনে এবং পুনঃপুনঃ তাহাদের উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কন্দর্পশর বর্ষণে তোমার অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় আমরা প্রতি পদে পদেই অনুভব করিতেছি। তুমি যখন পূর্ব্বাহ্ণে গোচারণের জন্য বনে গমন কর, তখন আমরা তোমার বিরহপীড়ায় অধীরা হইয়া সতীধর্ম্ম এবং গৃহ কর্ম্ম ভুলিয়া তোমারই চিন্তায় মগ্ন থাকি ও মর্ম্মন্তুদ মনঃপীড়া ভোগ করি। তাহার পর যখন তুমি অপরাহ্ণকালে বন হইতে ব্রজে আগমন কর তখন আমরা তোমার অদর্শনজনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করি বটে, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমরা স্মরশরে জর্জ্জরিত হইয়া যাই। তাই বলিতেছি, তোমার অদর্শন এবং দর্শন উভয়ই আমাদের পক্ষে সমান দুঃখকর। তোমার অদর্শনে বিরহশরে এবং দর্শনে স্মরশরে এমনই ব্যথা পাই যে তাহা বর্ণনার ভাষা নাই। তোমার অদর্শনে আমাদের নিকট এক নিমিষ কালও কোটিযুগ বলিয়া মনে হয় এবং সে সময়ে নানাভাবে তোমার দুঃখ সম্ভাবনা করিয়া অপার দুঃখসাগরে ভাসমান থাকিতে হয়। এইভাবে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে সায়াহ্ণ পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইলে যখন তোমার ব্রজে আগমন হয় তখন, হে শ্যামজলধর! আমরা দাবদগ্ধ-করিণীর ন্যায় তোমার দিকে ধাবিত হই এবং দূর হইতে তোমার বদন দেখিয়া মদনশরে জর্জ্জরিত হইয়া যাই। বন হইতে ব্রজে আগমন কালে তোমার বদনের যে অপরিসীম শোভাবিকাশ হয়, তাহা দেখিয়া বোধ হয় ত্রিজগতে কাহারও পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। গোচারণ কালে তৃণলুব্ধ উচ্ছৃঙ্খল ধেনুপালের পাছে পাছে ধাবিত হওয়ায় তোমার চূড়াকারে সন্নিবদ্ধ কেশকলাপ স্খলিত হইয়া লাঙ্গাটোপরি বিপর্য্যস্তভাবে পতিত এবং দ্রুতগমন ও মৃদু পবনবেগে সঞ্চালিত হয়। সেইভাবে যখন তুমি ব্রজে আগমন কর তখন তোমার সেই ঘনকৃষ্ণ সুকুঞ্চিত কেশকলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন তোমার মুখনীলকমলের মধু পান করিবার জন্য অসংখ্য ভ্রমরকুল আকুল হইয়া উড়িয়া পড়িতেছে। তাহা দেখিয়া আমাদের নয়নভ্রমর এবং মনভ্রমরও ব্যাকুল হইয়া তোমার মুখকমলের মধুপান করিবার জন্য অতীব চঞ্চল হইয়া পড়ে। তোমার মুখকমলের সৌন্দর্য্যের কথা আর কত বলিব! ধেনুপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমনে তাহাদের খুরোত্থিত ধূলিতে তোমার মুখকমল পরিব্যাপ্ত হয় বলিয়া তাহা দর্শন করিলে মনে হয় যেন কমলকোষের পরাগরাশি পরমোচ্ছলিত হইয়া কমলকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। হে বীর! তুমি এইভাবে কুলরমণীগণের হৃদয়ে খরশর বর্ষণ করিয়া তোমার বীরত্ব প্রকাশ কর কিন্তু তাহাতে আমরা অধীর হইয়া পড়ি। তুমি যদি বন হইতে ব্রজে আসিয়া গৃহে প্রবেশ কর, তাহা হইলে আমাদের এত অধীর হইতে হয় না। কিন্তু তুমি ব্রজে আসিয়া ধেনুগণকে যথাস্থানে স্থাপন, তাহাদের অঙ্গ মার্জ্জনা প্রভৃতি ছল করিয়া পুনঃপুনঃ অঙ্গনে বিচরণ কর বলিয়া পুনঃপুনঃ তোমার বদন দর্শনে আমাদের পুনঃপুনঃ মদন শরে জর্জ্জরিত হইতে হয়। তোমার এইভাবে পুনঃপুনঃ অঙ্গনে বিচরণ দেখিয়া মনে হয়, আমাদের কন্দর্পশর প্রহারে বিবশ করিবার জন্য তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক নানাছলে আমাদের নয়নগোচর হইবার চেষ্টা কর। তাই বলিতেছি যে আমরা সরল হৃদয়ে তোমাকে ভালবাসিলেও তুমি কপটতা অবলম্বন করিয়া নানাভাবে আমাদিগকে ক্লেশ প্রদান কর। আমাদের স্নেহ ও সরলতাময় ব্যবহারের প্রতিদানরূপ তুমি যে কপটতাময় ব্যবহার করিতেছ তাহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে তাহা আমরা আর কি বলিব! উহা তুমিই বিবেচনা কর। তোমার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্মরণমাত্রেই আমরা স্মরবিকারে অভিভূত হইয়া যাই, সাক্ষাৎ দর্শনে আমাদের যে কি অবস্থা হয় তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। ব্রজমধ্যে গুরুজনাদির সমীপে তোমার গোচারণোচিত বেশের সৌন্দর্য্যেই আমরা আত্মহারা হইয়া যাই। এই নির্জ্জন বনপ্রদেশে তোমার নাগরোচিত বেশ ও ভাবাসির সৌন্দর্য্য এবং তোমার নিকট বিবিধ প্রেমব্যবহার পাওয়ার পর তোমাকে হারাইয়া আমাদের যে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা আর তোমাকে কি বলিব, একবার আমাদের নিকট আসিয়া যদি তুমি সাক্ষাতে দেখ তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে। তাই বলিতেছি: হে কান্ত! আমরা নিতান্ত অধীরা হইয়া পড়িয়াছি, অবিলম্বে দেখা দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্ ॥ ১৩

সকলং দিনমেবমেব হে রমণত্বদ্ঘন খেদ চিন্তয়া। অথ মর্ম্মনি মর্ম্মনি ভ্রমন্ ব্যথয়ত্যেব স কোঽপিবদ্ব্রণঃ॥
অথ তদ্দিববাবসানতো বিপিনাস্তাদ্ব্রজমধ্যমাবিশন্। ঘনগোখুর ধূলিধূসরৈরলকৈশ্চারুমুখঞ্চ দর্শয়ন্॥
হৃদয়ে মনসোঽপ্যগোচরং কুসুমেষু সংহসা প্রবেশয়ন্। বিবিধৈরভিলাষ কল্পলৈকলিং নাথ করোষি নো মনঃ॥
অয়মেষ্যতি নোঽস্যমন্দিরং রজনীরিত্যভিলাষ রংহসা। সকলং রজনীং প্রজাগরৈরতিখেদাদ্ময়া মহে বয়ম্॥
ইতি নৈব কদাপিনোর্ভবান্ সুখদোঽভূদনুভূতসৌহৃদঃ। অকরোৎপ্রিয়মদ্য যৎক্ষণং বতস্মিন্ পরিণাম ঈদৃশঃ॥

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে রমণ! এই প্রকারে সারাদিন তোমার গোচারণপ্রসঙ্গে বনে বিচরণের দুঃখ কামনা করিয়া কোনও অভাবনীয় হৃদয়বেদনা আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে বিচরণ করিয়া থাকে। তাহার পর দিবাবসানে যখন তুমি বন হইতে ব্রজে প্রবেশ কর, তখন তুমি গোখুরোত্থিত ধূলিধূসরিত অলকাবলী পরিব্যাপ্ত মনোহর বদন-সৌন্দর্য্য দেখাইয়া হৃদয়ে ধারণাতীত মদনাবেশ সঞ্চার কর এবং তাহাতে বিবিধ অভিলাষ কল্পনার সৃষ্টি হওয়ায় আমাদের অন্তর অতীব ব্যথিত হয়। "আজ রজনীতে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার মন্দিরে আগমন করিবেন" এই অভিলাষ লইয়া আমরা সমস্ত রজনী জাগরণে অতিবাহিত করি। তাই বলিতেছি—তোমাকে ভালবাসিয়া আমরা কোনও দিন কোনও সময়েই সুখ পাই নাই। আজ যে আমরা তোমার সহিত মিলনে ক্ষণমাত্র পরমানন্দ ভোগ করিয়াছিলাম তাহার পরিণাম ফল কি—তাহা আমরা এখন তোমার বিরহে বেশ অনুভব করিতছি।

দিবা অবসানে দেখি বদন তোমার।
মোদের হৃদয়ে জাগে মদন বিকার॥
কিবা সে মোহন বেশ লালাট কুঞ্চিত কেশ
ধূলায় ধূসর মুখ কিবা শোভা তার
পরাগ মাখা পদ্মে যেন ভ্রমর সঞ্চার॥ ১২

অন্বয়ঃ।—রমণ (হে বিচিত্রবিহার পরায়ণ!) আধিহন্ (হে সর্ব্বদুঃখহারিন্) প্রণতকামদং (শরণাগতানাং সর্ব্বাভীষ্টপূরকং) পদ্মজার্চ্চিতং (ব্রহ্মণোসমর্চ্চিতং) ধরণিমণ্ডনং (পৃথিব্যাভূষণ স্বরূপং) আপদিধ্যেয়ং (ধ্যানমাত্রেণ সর্ব্বাপদাং নিবর্ত্তকং) শন্তমং (সেবা সময়ে পরম সুখপ্রদং) তে (তব) চরণপঙ্কজং (পদকমলং) নঃ (অস্মাকং) স্তনেষু অর্পয়॥ ১৩

মূলানুবাদ।—হে রমণ! হে সর্ব্বদুঃখহারিন্! শরণাগতজনের সর্ব্বভীষ্টপ্রদ, বিরিঞ্চি সমর্চ্চিত, ধরণীর ভূষণ, ধ্যানমাত্রে সর্ব্বাপদবিনাশন ও পরমানন্দনিকেতন তোমার চরণপদ্ম আমাদের বক্ষঃস্থলে অর্পণ কর॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—অতোঽধুনা কপটং বিহায় এবং কুর্ব্বিতি প্রার্থয়ন্তে শ্লোকদ্বয়েন প্রণতকামদমিতি। হে আধিহন্ হে রমণ পদ্মজার্চ্চিতং পদ্মজেনার্চ্চিতং আপদি ধ্যেয়ং ধ্যানমাত্রেণাপন্নিবর্ত্তকং শন্তমঞ্চ সেবাসময়েঽপি সুখতমং তব চরণপঙ্কজং কামতাপশান্তয়ে নঃ স্তনেষ্বর্পয়েতি॥ ১৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেবং প্রহসিতং ইত্যাদিভিস্তাসামেব প্রেমোক্তিদ্বারা পূর্ব্বমবর্ণিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তাসু পূর্ব্বরাগঃ শ্রীমুনীন্দ্রেণ স্পষ্টিকৃতঃ তাসু তদীয় রাগস্য তাভিরনুভূয়মানতয়া বর্ণনেনৈব রসাবহত্বাৎ ইতি জ্ঞেয়ম্। এবং তদঙ্গসঙ্গানুরাগে তস্যৈব দোষং বিন্যস্য তথৈব তৎপ্রার্থনাদ্বয়মুপসংহরন্ত্যঃ স্বয়ং গীতেন জাতস্মরক্ষোভাঃ পুনঃ প্রার্থয়ন্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণতেতি দ্বাভ্যাম্। প্রণতানাং নলকূবর-নাগ-তৎপত্ন্যাদীনাং অভীষ্টদং ইতি সর্ব্বার্থপ্রদত্বমুক্তম্। অতএব বালবৎসান্ হত্বা জ্ঞাতত্বেন বন্দ্যমানচরণঃ পথিবুদ্ধৈরিত্যনুসারান্নিত্যমেবাগচ্ছতা বা বিনসার্থিতইত্যস্য ব্যাখ্যানুসারেণ বা পদ্মজেনার্চ্চিতমিতি পারমৈশ্বর্য্যং ধরণিং ভূতলং সুন্দরাসাধারণলক্ষণৈর্ধ্বজাদিভির্ম্মণ্ডয়তীতি তথা তদিতি সৌন্দর্য্যং কৃপালুত্বঞ্চ ধ্যেয়মাপদি ইতি ইন্দ্রকৃতবৃষ্ট্যাদাবনুভবাৎ। সর্ব্বাপন্নিবর্ত্তকত্বম্। এবং সর্ব্বার্থসাধনত্বমুক্ত্বা স্বতঃ পরমফলত্বমাহুঃ শন্তমঞ্চেতি। এবং দুখঃহানিসুখাবাপ্তিহেতুত্বং যদুক্তং তদনুসার্য্যেব সম্বোধনদ্বয়ং বিবেচনীয়ম্। অতো-হস্মাকং বিরহাদি ব্যথাং নাশয় বিচিত্রক্রীড়াদিনা সুখঞ্চ সম্পদয়েতি ভাবঃ॥ ১৩

[অন্যতরব্যাখ্যাতুর্মঙ্গলাচরণং বিজ্ঞপ্তিশ্চ—

অন্তর্ধায় স্থিতং কৃষ্ণং শৃণ্বন্তং স্বগুণাবলীম্। নৌমি তদ্বিরহখিন্নান্ বন্দেগোপীজনান্ মুহুঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদায় সুবিস্তৃতম্। অমৃতবর্ষি ভক্তানাং রাধাবিনোদশর্ম্মণা॥
গোপীগীতে সতাৎপর্য্যং শ্লোকং দ্বাদশসংখ্যকম্। সান্বয়ং কুর্বতা যাবদ্ব্যাখ্যানং বঙ্গভাষয়া॥
শ্রীকৃষ্ণবিরহস্ফূর্ত্ত্যা দেহং সদ্যজ্যনশ্বরম্। সিদ্ধদেহং সমাসাদ্য প্রাবেশি নিত্যধামনি॥
অতস্তৎপূর্ত্তিকামেন রাধারমণশর্ম্মণা। শ্রীমদদ্বৈতবংশ্যেন ব্যাখ্যানং ক্রিয়তেঽধুনা॥

যিনি অন্তর্হিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়াও নিজের গুণাবলী শ্রবণ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করি এবং তাঁহার বিরহদুঃখে কাতর গোপীজনসমূহকে পুনঃপুনঃ বন্দনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদনের নিমিত্ত গোপীগীতপ্রকরণে দ্বাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত অন্বয় ও তাৎপর্য্যসমেত ভক্তজনগণের অমৃতবর্ষিণী ব্যাখ্যা সম্পাদন করিতে করিতে শ্রীরাধাবিনোদ শর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণবিরহস্ফূর্ত্তি অনুভব করেন। বিরহস্ফুর্ত্তির বশে নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া তিনি সিদ্ধদেহলাভে নিত্যধামে প্রবেশ করিয়াছেন। অতএব সেই অসমাপ্ত কাজের পূরণ ইচ্ছায় শ্রীমদদ্বৈতবংশোদ্ভব শ্রীরাধারমণ শর্ম্মা এক্ষণে উহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন]।

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের ঘনকৃষ্ণকুঞ্চিত কেশকলাপ পরিব্যাপ্ত এবং গোরজশ্ছুরিত বদনকমলের কথা বলিতে বলিতে কামশরে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন এবং ধৈর্য্যলজ্জাদি বিসর্জ্জন দিয়া স্পষ্ট ভাষায় তাহা বর্ণনা করিয়া বক্ষঃস্থলে তাঁহার চরণকমল স্পর্শের প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যদিও "প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং" প্রভৃতি শ্লোকে তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে একবার এইপ্রকার প্রার্থনাই জানাইয়াছেন, তথাপি মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রবলতা বশতঃ তাঁহারা তাহারই পুনরুক্তি এবং স্পষ্টোক্তিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না।

তাঁহারা সুস্পষ্ট এবং সমুচ্চস্বরে বলিলেন—হে রমণ! তোমারই ইঙ্গিতে আমরা তোমার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিলেও আমরা এতদিন তাহা অতি গোপনেই রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আজ তোমার বংশী-নাদের আকর্ষণে আমাদের আর কোনপ্রকার ভাব গোপন করিবার সামর্থ্য না থাকায় আমরা কুলবতী রমণী হইয়া ঘরের বাহির হইয়াছি ও এই নির্জ্জন বনে তোমার সহিত মিলিত হইয়াছি। তাহার পর তুমি নানাভাবে (বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবিস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ॥ প্রভৃতি ভাবে) আমাদের সহিত রমণ করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছ। হে আধিহন্! আমাদের যখন যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তুমিই তাহা নিবারণ করিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছ, তাই আজও আমরা তোমারই বিরহদুঃখে নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া তোমার চরণে বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি যে—তোমার ঐ চরণকমল আমাদের এই তীব্র বিরহতাপসন্তপ্ত বক্ষঃস্থলে অর্পণ কর। জলজাত কমল দেহের তাপ নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরের তাপ শান্তি হয় না। তোমার চরণকমল আমাদের হৃদয়ে সমর্পিত হইলেই আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত নিদারুণ বিরহতাপের চিরশান্তি হইবে। হে রমণ! তুমি ইতঃপূর্ব্বে আমাদের সহিত নানাভাবে বিহার করিয়া তোমার চরণ স্পর্শের অধিকার প্রদান করিয়াছ এবং নানাভাবে আমাদের দুঃখ নিবারণ করিয়াছ, তাই আমরা সাহসে নির্ভর করিয়া তোমার নিকট এই প্রার্থনা জানাইতে কুণ্ঠিত হইতেছি না! হে কৃপানিধে! তুমি কৃপাবিতরণে কৃপণতা না করিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর।

লোকপিতামহ ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম আরাধনা করিয়া থাকেন। গোপবালক ও গোবৎসগণকে হরণ করায় তিনি অপরাধ করেন সত্য, কিন্তু সেই অপরাধক্ষালনে নিখিলপাপনাশন শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রচরণযুগলই ভক্তিভরে আশ্রয় করেন। ব্রহ্মা যে শ্রীকৃষ্ণকে অর্চনা করেন ও বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে একান্ত প্রার্থনা করেন, ব্রজরমণীগণ তাহা পূর্ব্বেও স্বীকার করিয়াছেন—"বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে" (ভা, ১০, ৩১, ৪)। ব্রজাঙ্গনাগণ ব্রহ্মার বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতে গিয়া এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ পরমৈশ্বর্য্য কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী বিশুদ্ধমাধুর্য্যময়ী ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যাদির অনুসন্ধান নাই সত্য—তাঁহারা জানেন রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ, তাঁহাতে ঐশ্বর্য্য সম্পর্ক নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য বিষয়ে যদি তাঁহাদের অনুসন্ধান থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা সঙ্গোপনে সুনিভৃতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভে ব্যগ্র হইতেন না। তবে নিরুপাধিক পরমপ্রেমে স্বরূপৈশ্বর্য্যাদির অনুসন্ধান না থাকিলেও ব্রজরমণীগণের কোন কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদির জ্ঞান উদিত হইত। সে বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিদং মুন্যাদিমুখতস্তন্মাহাত্ম্যশ্রবণেন। ততো নিজভাবানুরূপ্যেণ শ্রীগোপিকানন্দনতাময়কেবল-মাধুর্য্যানুভবেঽপি তদেতদৈশ্বর্য্যং যাচকরীত্যা নিজাভীষ্টসাধনমাত্রায় প্রযোজিতমিতি জ্ঞেয়ম্॥ (তোষণীটীকা)

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদকমল যে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্চিত এবং ব্রহ্মার প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্বপালকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই কথা বলিয়া তাঁহার স্বরূপৈশ্বর্য্য ঘোষণা করিতেছেন। তাঁহারা ইহা গর্গাচার্য্য, ভাণ্ডরি প্রভৃতি প্রাচীন মুনিগণের মুখে বাহুবার শুনিয়াছিলেন বলিয়াই মাঝে মাঝে এইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক উক্তি করিয়া থকেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের অন্তঃকরণে সেই অনুভূতির সঞ্চার নাই, উহা কেবল মুনিগণের মুখ হইতে শ্রুত। নিজ হৃদয়ের ভাবানুসারে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কেবল যশোদানন্দন ও নিজপ্রাণবল্লভ বলিয়াই জানিতেন। তবে মাধুর্য্যরসমত্তা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ সময়ে সময়ে যাচকরীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিয়া দৈন্যবিজ্ঞাপনচ্ছলে ভাষায় সেইরূপ ব্যবহার করিতেন মাত্র। কোনও ব্যক্তি কাহারও নিকট কোন কিছু যাচ্ঞা করিতে গেলে স্তুতিচ্ছলে তাহার এমন গুণাবলীরও উল্লেখ করেন যাহা তাহাতে প্রকাশ পায় না। কারণ সেরূপ স্তবস্তুতিতে প্রার্থিত জন অতিশয় প্রসন্ন হন ও সত্বর যাচকের অভীষ্ট-পূরণে উদ্যত হন। বিশেষতঃ প্রাচীন মুনিগণের মুখে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যকাহিনী শুনিয়াছেন—অতএব দৈন্যনিবেদন প্রসঙ্গে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন—তাহাতে তাঁহাদের নিজ পরমমাধুর্য্য-ভাবের হানি হয় নাই। পরমপ্রেমময়ী ব্রজাঙ্গনাগণের বচনভঙ্গীতে যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদির ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে--সেখানেই এই যাচকরীতির কথা মনে করিলেই সর্ব্বসন্দেহ নিরাস হইবে।

ব্রজাঙ্গনাগণ যাহা কামনা করিতেছেন, পরমার্থজ্ঞাপক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাহা পূরণ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। প্রণতজনগণের কামনাপূরক বলিয়াই তাঁহার চরণপঙ্কজ সকলার্থপ্রাপক। সেই রাতুল চরণে একবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয়লাভ করিলে অন্যবিধ সর্ব্ববাঞ্ছানিবৃত্তি হয়, কারণ সেই চরণসেবায় পাদপ্রণত জনগণ সর্ব্বকামনাসার পরমপুরুষার্থ লাভ করে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎপুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥

(ভাগবত ৫।১৯।২৬)

শ্রীভগবানের নিকট যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, শ্রীভগবান তাঁহাকে তাহা দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে যথার্থ পরমার্থ লাভ হয় না; কারণ প্রার্থিত বস্তুলাভের পরও অন্যান্য বস্তুলাভের জন্য পুনরায় শ্রীভগবান্ অন্যবিধ-বাসনানিবারক চরণপদ্ম দান করেন। যে ব্যক্তি কামনা বাসনার তাড়নায় জর্জ্জরিত হইয়া কামপুরকৃপানিধি শ্রীগোবিন্দের চরণ ভজন করে, শ্রীগোবিন্দ কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে তাঁহার চরণাশ্রয় দান করেন। সেই পরমার্থসার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎকারলাভে অন্যবাসনা হৃদয় হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে। কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে॥

হরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থে শ্রীধ্রুব বলিয়াছেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

'হে প্রভো! সামান্য পিতৃসিংহাসনলাভে ইচ্ছুক হইয়া তোমার তপস্যা করিতে করিতে দেবতা ও মুনিগণের দুর্ল্লভ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্ষণভঙ্গুর কাচ অন্বেষণরত ব্যক্তি যেরূপ দিব্যরত্ন লাভ করে, আমিও সেইরূপ তোমাকে লাভ করিয়াছি। ইহাতে আমি পরমকৃতার্থ হইয়াছি। অন্য কোনও বর প্রার্থনায় আমার প্রয়োজন নাই।'

বিষ্ণুপুরাণের ধ্রুবোপাখ্যানের বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়, রাজা উত্তানপাদের সুনীতি ও সুরুচি নামক দুই পত্নীর গর্ভে ধ্রুব ও উত্তম নামে দুই পুত্র হয়। সুরুচিপুত্রকে রাজক্রোড়ে আসীন দেখিয়া সুনীতি-নন্দন ধ্রুব যখন পিতৃক্রোড়ে উঠিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন বিমাতা সুরুচি বলিয়াছিলেন—পদ্মপলাশ-লোচন ভগবানকে তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া সন্তুষ্ট করিলে তুমি যখন আমার গর্ভে জন্মলাভ করিবে, তখনই রাজক্রোড় বা রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবার অধিকার পাইবে; নচেৎ রাজার অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ অধিকার লাভের বাসনা, ধৃষ্টতা ও বিফলতারই পরিচায়ক। ধ্রুবের মাতা সুনীতিও ভগবদারাধনার নিমিত্ত উপদেশ দিলেন। ফলে দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে উপাসনামন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধ্রুব ঐকান্তিক ভক্তিভরে ভগবদারাধনার অমোঘ ফলস্বরূপ ছয়মাস মধ্যেই শ্রীভগবৎসাক্ষৎকার লাভ করেন, কিন্তু পিতৃক্রোড় বা পিতৃ সিংহাসন লাভের পূর্ব্ববাসনা হৃদয় হইতে নিঃশেষে অপগত হইয়া যায়।

বাস্তবিক মানবহৃদয়ের বাসনা দুর্দ্দম ও অশান্ত। উপভোগের দ্বারা উহা দূর হয় না—বরং বাসনা হইতে বাসনান্তরে আসক্তি নিত্যই উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করে। অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপের ন্যায় উহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। কারণ—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ (মনুঃ ২।৯৪)

তাই অপার করুণাসিন্ধু ভগবান্ ভক্তকে চরণকমল দান করিয়া তাহার অন্যবাসনার নিবৃত্তি সাধিত করেন। নির্ব্বোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালক আগ্রহবশে মাতাপিতার নিকটে অনেক কিছুই প্রার্থনা করে সত্য, কিন্তু মাতাপিতা বালকের অভিলষিত সকল বস্তুই তাহাকে দান করেন না। পুত্র কোন বিষসম্পর্কিত দ্রব্যের আপাতমনোহর রূপে আকৃষ্ট হইয়া উহা প্রার্থনা করিলেও অমঙ্গলাশঙ্কায় স্নেহময় মাতাপিতা সেই দ্রব্য বালককে প্রত্যাখ্যান করেন, পক্ষান্তরে হিতকর পদার্থের প্রতি পুত্রের আসক্তি জাগাইবার জন্য চেষ্টা করেন, ফলে পুত্রের সেই অহিত পদার্থের বসনা দূর হইয়া যায়। তাই পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ তাঁহার ভজননিষ্ঠ ভক্তকে বিষয়বাসনাপূর্ত্তির সুযোগ না দিয়া পরমশ্রেয়োলাভের সুযোগই ঘটাইয়া দেন। শ্রীভগবানের চরণকমলই সেই পরমশ্রেয়ঃস্বরূপ পরম পুরুষার্থ। জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস হইয়াও মায়ামুগ্ধ হওয়ার ফলে সেই নিজ স্বরূপ ভুলিয়াই গিয়াছে বলিয়া পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখ হইতে সে বঞ্চিত। এক্ষেত্রে তাহাকে বিষয়াদি দিয়া বাসনার জালে আবদ্ধ রাখা বা ভুলাইয়া রাখা পরমকারুণিক শ্রীভগবানের অভিপ্রেত নহে। অতএব যাহাতে জীবের স্বরূপানুবন্ধী ব্রহ্মরুদ্রাদিবাঞ্ছিত শ্রীভগবানের চরণ সেবা লাভ হয় এবং অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ আয়ত্ত হয়, তাহাই পরমকরুণানিদান শ্রীভগবানের ইচ্ছা। মায়ামুগ্ধ জীব অনাদি কর্ম্মফলের অধীন হইয়া বিষয়সুখের জন্য লালায়িত, কিন্তু এই উৎকট বিষয়বাসনা দূর না হইলে শ্রীভগবানের চরণসেবায় জীব উন্মুখ ও একান্ত আসক্ত হইতে পারে না। তাই পরমদয়ানিধি শ্রীভগবান্ ভক্তকে তাঁহার চরণকমল দান করিয়া সেই চরণসেবার সুখে তাহাকে ধীরে ধীরে প্রলুব্ধ করেন। শ্রীভগবানের চরণসেবার মাধুর্য্যামৃতকণিকা আস্বাদন করিয়া জীব বিষয়সুখকে অকিঞ্চিৎকর ও ঘৃণ্য বলিয়া দূর করিয়া দেয়; তাহার বিষয়সুখবাসনা দূর হয় ও সাধুসঙ্গে ও শ্রীভগবৎকথায় আসক্তি জাগে। তাই শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

"লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা"।

অতএব যে চরণপল্লবের সেবাধিকারলাভে পরমপুরুষার্থ অধিগত হয়, তাহার পূতস্পর্শে প্রণত জনগণের হৃদয়ে প্রেমসুরধনী প্রবাহিত হয়। সেই সকলাভীষ্টপূরক শ্রীপাদপদ্মলাভের নিমিত্ত ব্রজরমণীগণ দৈন্যভরে বলিলেন—হে দুঃখসন্তাপহারিন্! আমরা তোমার চরণস্পর্শ প্রার্থনা করিতেছি। যেভাবে যাহার দুঃখ দূর করা প্রয়োজন, তুমি সেইভাবেই তাহার দুঃখ দূর করিয়া থাক। সুতরাং তোমার বিরহদুঃখভারে আমরা যে নিপীড়িত হইয়া সন্তাপজর্জ্জরিত হৃদয়ে তোমার চরণকমলের স্পর্শ যাচ্ঞা করিতেছি সে প্রার্থনা তুমি অবশ্যই শুনিবে। কেননা তুমি দুঃখহারী ও তোমার চরণকমলের স্পর্শ পরমকল্যাণ সাধিত করে। উহা যে কেবল সর্ব্বকামনা পূরণ করে তাহা নহে, বরং দুঃখ দুরদৃষ্ট ঘুচাইয়া সঙ্গে সঙ্গে পরমনিঃশ্রেয়স সুখলাভ করাইয়া দেয়। কারণ তোমার চরণই যে পরমসুখময়। ওই বিশ্ববন্দিত রাতুলচরণ সার করিয়া যে উহার আশ্রয় লয়, তাহার কি কখনও দুঃখস্পর্শ থাকিতে পারে? কারণ সে যে তৎক্ষণাৎ এক চিদানন্দময় সুখরাজ্যের মলয়হিল্লোলপ্রবাহ অনুভব করে। অতএব হে আর্ত্তিহর! তোমার পরমসুখস্বরূপ পাদপদ্মের স্পর্শ দিয়া আমাদের বিরহসন্তাপ দূর কর ও পরমশ্রেয়স্কর তোমার চরণসেবাসুখ দান কর।

অহো! ব্রহ্মার্চিত তোমার শ্রীপাদপদ্মের কিই না অপূর্ব্ব শোভা! অসাধারণ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিশোভায় রাতুল চরণযুগল শোভিত হওয়ায় ধরণীর কতই না সৌন্দর্য্যবিকাশ হইয়াছে। ওই পদকমল ধরিত্রীর বক্ষে শোভিত হওয়ায় তাহার শ্রী বর্দ্ধিত হইয়াছে। তুমি কৃপাভরে পৃথিবীতটে তোমার সুশোভন পাদপদ্মের স্পর্শ দিয়া তাহাকে বড়ই শোভাবিভূষিত করিয়াছ। তুমি একাধারে পরমরমণীয় সৌন্দর্য্য ও কৃপালুতার মণিখনিস্বরূপ। তোমার চরণপদ্ম ধ্যান করিলে বিপদ্, আপদ্, বিঘ্ন ও অন্তরায় সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। আপৎকালে তোমার চরণচিন্তনে যে বিপদ্ দূর হয়, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইতঃপূর্ব্বে তোমার গোবর্দ্ধনধারণ প্রসঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ১৪

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্র কুপিত হইয়া যখন প্রবল ঝঞ্ঝা ও বর্ষণধারায় গোকুলভূমিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হন, তখন তোমাকে স্মরণ করিলে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণে তুমিই সেই আসন্ন প্রলয়করাল বিপদের গ্রাস হইতে তোমার চরণাশ্রিত ব্রজবাসিজনগণের ত্রাণ করিয়াছিলে। শ্রীকৃষ্ণচরণ একাধারে দুঃখনাশ ও সুখলাভের কারণস্বরূপ বলিয়া ব্রজরমণীগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন—'হে আধিনাশন' 'হে রমণ'! অর্থাৎ তুমি ত্রিতাপদুঃখ দূর কর, এবং পরমপ্রীতির নিকেতন বলিয়া তুমি প্রিয়বর, তোমার রতি সত্যসত্যই সুখস্বরূপ। অতএব আমাদের বিরহবেদনা দূর কর, এবং বিচিত্র বিলাসবিহারে আমাদের সুখবিধান কর। গোপরমণীগণ নিজেদের গীতগানে স্মরক্ষোভে ক্ষুভিতা হইয়া বিরহতাপসন্তপ্ত স্তনতটে শ্রীকৃষ্ণচরণসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। করুণ পরমসুখ-স্বরূপ ও দুঃখোচ্ছেদকর সেই চরণপঙ্কজস্পর্শে তাঁহাদের সকল বেদনা দূর হইবে এবং অঙ্গসঙ্গের ফলস্বরূপ পরম-নিঃশেয়স শ্রীকৃষ্ণরতিসুখও লাভ হইবে। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূও এই প্রার্থনার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

প্রনতাভিমতপ্রদং বিধেরপি বন্দ্যং ধরণীভূষণম্। স্মৃতিমাত্রবিপদ্বিশোধনং পাদপদ্মং স্তনয়োর্বিধেহি নঃ ॥
(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

প্রণত জনগণের অভিমতফলপ্রদ, বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মারও বন্দনীয়, পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ, স্মরণমাত্রে বিপদ্‌বিনাশী তোমার চরণপদ্মযুগল আমাদের (বিরহতাপিত) স্তনতটে স্থাপিত কর।

প্রণত জনের কাম পূরণের তরে
যে-পদপঙ্কজ তব অভীষ্ট বিতরে,
পদ্মযোনি ব্রহ্মা যার পূজা করে অনিবার,
ধরণীর শোভা লাগি' যে-পদ ভূষণ;
বিপদে ধেয়ান-ধ্যেয় চরণকমল প্রিয়,
শ্রেষ্ঠসুখ-বিধায়ক যে তব চরণ,—
দুখহারী প্রিয়বর সে পদযুগল—
স্পর্শে তার স্নিগ্ধ কর তপ্ত হিয়াতল ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—বীর (হে দানশূর) সুরতবর্দ্ধনং (প্রেমবিশেষময়সম্ভোগেচ্ছাং বর্দ্ধয়তীতি তথা তৎ) শোক-নাশনং (শোকং ত্বদপ্রাপ্তিদুঃখস্যানুভবমপি নাশয়তি বিস্মারয়তি তথা তৎ) স্বরিতবেণুনা (স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা) সুষ্ঠু (সম্যক্‌তয়া যথা স্যাৎ তথা) চুম্বিতং (ওষ্ঠপুটাভ্যাং স্বাদিতং নাদামৃতবাসিতমিত্যর্থঃ) নৃণাং (মনুষ্যমাত্রাণাং) ইতররাগবিস্মারণং (ইতরেষু অধরামৃতব্যতিরিক্তেষু সার্ব্বভৌমমোক্ষান্তসুখেষু রাগম্ ইচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলোপয়তীতি তথা তৎ) তে (তব) অধরামৃতং (অধর এব অমৃতং) বিতর (দেহি)॥ ১৪

মূলানুবাদ।—হে বীর! স্বরসংযোজিত বেণু যাহাকে সুন্দরভাবে চুম্বন করিতেছে, যাহা মনুষ্যগণের ইতর-রাগবিস্মারক, তোমার সেই সুরতবর্দ্ধন ও শোকনাশন অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—অপি চ হে বীর তে অধরামৃতং নো বিতর দেহি। স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং ইতি নাদামৃতবাসিতমিতি ভাবঃ। ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং ইতরেষু সার্ব্বভৌমাদিষু সুখেষু রাগমিচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলোপয়তীতি তথা তৎ॥ ১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অধরামৃতম্ অধর এবামৃতম্। সুরতং প্রেমবিশেষময়সম্ভোগেচ্ছাং বর্দ্ধয়তীতি তথা তৎ ইতি মধ্বাদিবন্মাদকত্বমুক্ত্বা মুহুর্লব্ধেঽপি তস্মিন্ন তৃপ্তিঃ সূচিতা। নিজধার্ষ্ট্যাদিকঞ্চ পরিহৃতং শোকং ত্বদপ্রাপ্তিদুঃখস্যানুভবমপি নাশয়তি বিস্মারয়তীতি তথা তদিতি চোক্তং ইতররাগবিস্মারণন্তু নৃণামপি কিমুত নারীণাং তাস্বপ্যস্মাকং তু তদ্বিস্মারণং ইতি কিং বাচ্যং শাশ্বতস্বস্পৃহয়া তদত্যন্তভাবস্যাপি সম্পাদকমিত্যর্থঃ। তদেব প্রমাণয়ন্তি স্বরিতেতি। বেণোঃ পুম্ভাবেন খ্যাতত্বাত্তেষাং তৎপ্রাপ্তিস্তাম্বূলচর্ব্বিতাদিসম্বন্ধেন তদীয়রসে তদুপচারাৎ ক্রমতস্ত্রয়েণ স্বেচ্ছাবর্দ্ধনদুঃখান্তরস্ফূর্ত্তিনাশনবিষয়ান্তরবিস্মরণানি উক্ত্বা তস্য পরমপুরুষার্থত্বং দর্শিতম্। এবমর্থত্রয়মেব পূর্ব্বপদ্যেঽপি দর্শিতমিত্যৈকার্থ্যঞ্চ জ্ঞেয়ম্। ন চ তবাদেয়ং কিঞ্চিদস্তীত্যাশয়েনাহুঃ বীর হে দানশূরেতি। অন্যৈস্তৈঃ তত্র নাদামৃতবাসিতমিতি বেণুদ্বারা সুষ্ঠু গায়কমিত্যর্থঃ। ইদঞ্চ লোভবিশেষোৎপাদকতাগমকম্। সুগায়নস্য শ্রোতৃষু সুখাদিনা স্পর্শাদীচ্ছাজনকত্বাৎ তত্র চামৃতস্যাপ্যমৃতবাসিতত্বং গন্ধযুক্তিন্যায়েন পরস্পরবিঞ্চিদ্বৈলক্ষণ্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা স্বরিতেন সঞ্জাতষড়্জাদিস্বরেণ বেণুনা চুম্বিতমিতি তস্য মাদকত্বমেব দর্শিতম্। বেণোস্তচ্চুম্বনং গানপৌনঃপুন্যেন বৈজাত্যাভিব্যক্তেস্তৎসম্পর্কজস্বরেণাপি জগতোঽপুন্নাদকত্বাভিব্যক্তেশ্চ॥ ১৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা ব্রজরমণীগণ বিরহসন্তাপপ্রশমনের নিমিত্ত তাঁহাদের স্তনতটে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলস্পর্শ প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাও সম্ভাবনা করেন যে হয়তো বা হৃদয়ের আকুল প্রেমপিপাসা শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শে দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে। তাই অন্তরের সেই পিপাসা নিবৃত্তির জন্য স্মরক্ষোভিতা ব্রজাঙ্গনাগণ বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণকে বীর বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, কারণ দানবীর শ্রীকৃষ্ণ অধরামৃতদানে কখনও কার্পণ্য বা কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে পারেন না। আবার শ্রীকৃষ্ণের অধরই অমৃতস্বরূপ—সে অধরামৃতের মাধুর্য্য এতই অধিক যে তাহা পান করিলে অন্তরের যাবতীয় বেদনা দুঃখ, শোক ও ক্ষোভের বিষদিগ্ধজ্বালা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়। শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্রজরমণীগণের যে তীব্র বিরহসন্তাপ, তাহা শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতস্পর্শে দূরীভূত হইবে এবং হৃদয়ের মদনক্ষোভও প্রশমিত হইবে। তাই সে অধরামৃত শোকনাশন। কিন্তু মদনক্ষোভ ও বিরহজ্বালা প্রশমিত করিলেও উহা নিজ স্বভাববশতঃই সুরতবর্দ্ধন। উহার স্পর্শে প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছা বর্দ্ধিত হয়। অধরই অধরলাভের বাসনাকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে এবং সেই বাসনা ভিন্ন অন্য দুঃখের স্ফূর্ত্তিকে উহা সমূলে বিনষ্ট করে। সেই সুরতবর্দ্ধন অধরামৃতের মাদকতায় প্রলুব্ধ হইয়া প্রমদাগণ বারম্বার অধরামৃত লাভ করিয়াও তাহাতে তৃপ্তিলাভ করে না। কারণ সেই অধরামৃত পানে নিত্যবর্দ্ধিত প্রেমাকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়। তাই ব্রজরমণীগণ সুরতবর্দ্ধন বিশেষণেও ইহাকে বিশেষিত করিয়াছেন। ইহার প্রভাবে মনুষ্যগণের অন্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ অবলুপ্ত হইয়া যায়, কেবল অধররূপ অমৃতের নিত্যস্থায়িনী আকাঙ্ক্ষাই চিত্তপ্রদেশে উদ্বেল হইয়া উঠে। তাই সে অধরামৃত মনুষ্যগণের ইতররাগবিস্মারক। স্ত্রীপুরুষ সকলেরই হৃদয়ে সেই মদিরাময়ী অধরসুধা তাহার আত্মবিশ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করিয়া নরনারীনির্ব্বিশেষে অন্যাশ্রিত অনুরাগ—এমন কি সার্ব্বভৌম রাজ্যাধিকার হইতেও শতগুণ বর্দ্ধিত যে ব্রহ্মসুখ-বাসনা—তাহাও নিঃশেষে ভুলাইয়া দেয়। উহা যখন স্থিরমতি পুরুষগণেরও অন্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ভুলাইয়া দেয়, তখন স্বভাবচঞ্চলা রমণীগণের, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গলুব্ধা তদনুগতা উদ্‌ভ্রান্তা ব্রজবনিতাগণের যে অন্য বিষয়ের অনুরাগ—আত্মীয়, স্বজন বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা প্রভৃতি সমূলে দূর করিবে, তাহাতে বলিবার আর কি আছে? অধররূপ অমৃতস্পর্শ যে পুরুষজনেরও অন্য বিষয়াসক্তি বিলুপ্ত করে—তাহার প্রমাণ উল্লেখে ব্রজগোপীগণ বলিলেন "স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্"। বেণু অভিধানশাস্ত্রে পুংস্ত্ব বা পুরুষরূপেই প্রসিদ্ধ। সেও তোমার ওষ্ঠপুট চুম্বন করিয়া রহিয়াছে। অতএব কে অস্বীকার করিবে যে তোমার অধরামৃত পুরুষজাতিরও অন্য বিষয়ের অনুরাগ বিনষ্ট করে? বেণু নীরস কাষ্ঠময়, কিন্তু তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওষ্ঠপুট চুম্বন করায় অধরামৃতের গুণসৌরভে উহাতে পরমমধুর শ্রুতিসুখকর সুরলহরীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইতেছে। পরমমাধুর্য্যময় তোমার অধরসুধাস্পর্শেই বেণুধ্বনির এত মাধুর্য্য। তাই কৃপাভরে তুমি তোমার কৃপাপাত্র পুরুষজনকে অধররসসিক্ত চর্ব্বিত তাম্বুলাদি প্রদান করিয়া থাক। সেই উচ্ছিষ্ট তাম্বুলসেবায় তোমার ভক্তগণের হৃদয় অলৌকিক আনন্দরসধারায় পরিপ্লুত হয়। অতএব হে অকৃপণ রসরাজ! আমাদিগকে সাক্ষাৎ অধররূপ অমৃত বা তাদৃশ অধরামৃত দান কর।

সুরতবর্দ্ধন, শোকনাশন ও জনগণের ইতররাগবিস্মারণ--অধরামৃতের এই তিনটী বিশেষণে যথাক্রমে স্বীয় ইচ্ছার বর্দ্ধন, দুঃখান্তরের স্ফূর্ত্তিনাশন ও বিষয়ান্তরের বিস্মারণ এই অর্থত্রয় প্রতিপাদিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত যে পরমপুরুষার্থ এস্থলে ইহাই সূচিত হইল। ইতররাগবিস্মারণ বিষয়ে বিল্বমঙ্গলে কথিত হইয়াছে—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বারাজ্যসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ। শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

'অর্থাৎ—আমরা অদ্বৈত বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান মার্গের পথিকগণের আরাধ্য ছিলাম এবং নিজানন্দ সিংহাসনে পূজালাভ করিতাম, কিন্তু কোনও গোপবধূলম্পট শঠ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে দাসরূপে পরিণত করিয়াছে,—জ্ঞানমার্গের সাধন প্রভাবে আমরা ব্রহ্মানন্দানুভব করিতেছিলাম, জ্ঞানমার্গের সাধকগণের ব্রহ্মানুভবই যে কাম্যবস্তু—তাহা আমরা লাভ করিয়াছি—ইহাই সকলে মনে করিত এবং আমরা সকলের দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদিগণ মধ্যে রাজার ন্যায় অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলাম। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে কোনও গোপস্ত্রীলম্পট বলপূর্ব্বক আমাদিগকে দাসরূপে পরিণত করিয়াছে। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়—আমরা রাজসম্মানে সম্মানিত ছিলাম, কিন্তু এখন হইলাম শঠ ও ধূর্ত্তচূড়ামণি গোপস্ত্রী লম্পটের দাস। এই শ্লোকটী ব্যাজস্তুতি, অর্থাৎ ইহাতে নিন্দাচ্ছলে স্তুতিই প্রকাশ পাইতেছে। এই শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয় যে বক্তৃগণ নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথাই যেন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন। তাঁহারা অদ্বৈতসম্পদের অধীশ্বর ছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টের দোষে তাঁহাদিগকে নিজের অনিচ্ছায় একজন শঠ ও লম্পটের দাস হইতে হইল—(ইহাই নিন্দাবাচক অর্থ)। (স্তুতিপক্ষে) ক্ষুদ্রজীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে অভেদ মনে করিয়া অপরাধে লীন হয়। জ্ঞানমার্গে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকিয়া জীবের যথার্থস্বরূপকে ভুল বুঝিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে মায়িক মনে করিয়া অপরাধপঙ্কেই নিমজ্জিত হইতেছিল। জ্ঞানিন্মন্য অজ্ঞান লোকগণ তাহাদিগকে সম্মান ও আদর করিত। নির্ব্বিশেষব্রহ্ম যে বৈচিত্রহীন আনন্দসত্তামাত্র, সেই আনন্দসত্তাই তাহাদের লক্ষ্য। কিন্তু তাহারা জানিত না যে ব্রহ্মের সবিশেষ স্বরূপের পরমকৃপা ভিন্ন সেই আনন্দসত্তারূপ ব্রহ্মানুভবও সুদুর্ল্লভ। ব্রহ্মের সবিশেষ স্বরূপকে তাহারা মায়িক বিগ্রহ বলিয়া জ্ঞান করায় যে অপরাধের উদয় হইত, তাহাতে তাহাদের সবিশেষ ব্রহ্মের কৃপালাভের আশা নাই, সুতরাং প্রকৃত ব্রহ্মানন্দানুভবও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহারা শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়ত্ব খণ্ডন করিয়া এবং ভক্তিমার্গের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদন করিয়া নিজেদের দম্ভ ও অহঙ্কারের তৃপ্তিমূলক যে আত্মশ্লাঘা অনুভব করিত, সেই আত্মশ্লাঘাকেই ব্রহ্মানন্দ মনে করিত। তাহারা ভ্রান্ত ধারণার বশে ইহাও মনে করিত যে সাধনভুবনের রাজসিংহাসনে তাহারা—সমাসীন। কিন্তু ইহা যে তাহাদের দুরদৃষ্টের চরম পরিণতি তাহাও বুঝিতে পারিত না। এরূপ অবস্থাতে কোটিমন্মথমদন রসিকেন্দ্রচূড়ামণি গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া যখন তাহাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার মাধুর্য্যকিরণরাশির উজ্জ্বল আলোকে তাহাদের দম্ভ অহঙ্কার প্রভৃতি তমোরাশি ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত হইল। তখনই তাহাদের মনে হইল—'তিনি মহান্ আমরা ক্ষুদ্র।' আকর্ষক চুম্বকরাশির নিকট যেমন ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড আকর্ষণের প্রভাব এড়াইতে পারে না, জ্ঞানিগণও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসম্ভারের নিকটে শুষ্ক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে মনকে আর নিবিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিতে পারিলেন না; তাঁহাদের দেহ মন প্রাণ সকলই সেই পরমমাধুর্য্যবিগ্রহের পদতলে সমর্পণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীমদ্‌ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

আজন্ম করিনু আমি নিরাকার ধ্যান। তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর বিদ্যমান॥

ব্রহ্মানন্দ ভারতী চিরদিনই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করিতেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনলাভে কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিরাকার ধ্যান তিরোহিত হইয়াছিল। পরমমাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পানে বাস্তবিক সত্য সত্যই দিব্য মাদনার উদ্রেক হয়। ইহার প্রভাবে অন্য রসানুভূতি বা ব্রহ্মানন্দও হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া নিজ পার্ষদগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথার আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীগোবিন্দদাস মহাপ্রসাদ আনয়ন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু, রামানন্দ সার্ব্বভৌম ও স্বরূপাদিগণকে সেই মহাপ্রসাদ বণ্টন করিয়া দিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের লোকোত্তর গুণাবলীর চমৎকার বিবরণ প্রদান করিলেন—

প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন। অলৌকিকাস্বাদে সভার বিস্মিত হইল মন॥
প্রভু কহে এই সব প্রাকৃতদ্রব্য। ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লঙ্গ গব্য॥
রসবাস (কাবাব চিনি) গুড়ত্বক্ (দারচিনী) আদি যত সব। প্রাকৃতবস্তুর স্বাদু সবার অনুভব॥

* * * * * * * *

সেই দ্রব্যের এই স্বাদু গন্ধ লোকাতীত। আস্বাদ করিয়া দেখ সভার প্রতীত॥
আস্বাদ দূরে রহু যার গন্ধে মাতে মন। আপনা বিনু অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল। অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্য বিস্মারণ। মহামাদক এই কৃষ্ণাধরের গুণ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের গুণ ভক্তগণের নিকট বর্ণনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে অধরামৃতের গুণবর্ণনা শ্লোক পাঠ করিবার আদেশ করিলেন—

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা। রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

শ্রীরায় রামানন্দ তৎকালে "সুরতবর্দ্ধনং" এই শ্লোকটি পাঠ করেন। সেই প্রসঙ্গে কথিত আছে—

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥
এত কহি গৌরপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া।
দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া॥
তনুমন করে ক্ষোভ, বাড়ায় সুরতলোভ,
হর্ষশোকাদি ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্যরস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়॥

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে উক্ত আছে—

রতিবর্দ্ধমর্দনং শুচাং মুরলীচুম্বনলব্ধসৌভগম্। বিষয়ান্তররাগনাশনং মধুরং পায়য় নোঽধরামৃতম্॥
(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥ ১৫

রতিবর্দ্ধন, শোকনিবারক, মুরলীচুম্বনে প্রাপ্তসৌভাগ্য, বিষয়ান্তরের অনুরাগনাশক তোমার মধুর অধরামৃত আমাদিগকে পান করাও।

তোমার অধর-সুধা বাড়ায় সুরত ক্ষুধা
শোক দুঃখ বিরহের তাপ করে দূর।
আন্ প্রতি রতি যত ভুলাইয়া দেয় শত
তোমার অধরামৃত, ওহে কামপুর!
নিনাদিত বেণু যাহে চুমে ঘন ঘন—
দাও সে অধরসুধা ব্রজেশ-নন্দন ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—যদ্ (যদা) ভবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অহ্নি (দিবসে) কাননং (বৃন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদা) ত্বাং (শ্রীকৃষ্ণং) অপশ্যতাং (অপ্রেক্ষমাণানাং জননাং) ত্রুটি (ক্ষণার্দ্ধমপি) যুগায়তে (যুগবদ্ ভবতি এবমদর্শনে দুঃখমুক্তং) (পুনশ্চ কথঞ্চিদ্দিনান্তে) তে (তব) কুটিলকুন্তলং (কুটিলা বক্রাঃ কুন্তলাঃ অলকাঃ উপরিভাগে যস্মিন্ তৎ) শ্রীমুখং (শোভাযুক্তং মুখং) উদীক্ষতাং (উচ্চৈঃ প্রেক্ষমাণানাং তেষাং) দৃশাং (চক্ষুষাং) পক্ষ্মকৃৎ (নিমেষকর্ত্তা ব্রহ্মা) জড়ঃ (মন্দ এব) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—(হে প্রিয়!) তুমি দিবসে যখন বৃন্দাবনে গমন কর তখন (তোমাকে না দেখাতে আমাদের কথা কি বলিব, সমস্ত ব্রজবাসিগণেরই) ক্ষণার্দ্ধকালও যুগ তুল্য মনে হয়; যদিও তাহারা (দিবাবসানে) কুটিলকুন্তলমণ্ডিত তোমার সুশোভন বদন ঊর্দ্ধমুখে নিরীক্ষণ করে, তথাপি (নিমেষমাত্র ব্যবধানও অসহ্য হওয়ায় সেই ব্রজবাসিজনগণের নিকট) নয়নাবলীর নিমেষাচ্ছাদনসৃষ্টিকারী (ব্রহ্মা) হীনবুদ্ধি বলিয়া গণ্য হইলেন ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ ক্ষণমপি ত্বদদর্শনেন দুঃখমতুলং তদ্দর্শনেন তথা সুখঞ্চ দৃষ্টা সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন যতয় ইব বয়ং ত্বামুপগতাঃ, ত্বন্তু কথমস্মান্ ত্যক্তুমুৎসহসে ইতি সকরুণমূচুঃ—অটতীতি দ্বয়েন। যৎ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদা ত্বামপশ্যতাং প্রাণিনাং ত্রুটিঃ ক্ষণার্দ্ধমপি যুগবদ্ভবতি এবমদর্শনে দুঃখমুক্তং পুনঃকথঞ্চিদ্দিনান্তে তব শ্রীমন্মুখং উৎ উচ্চৈর্বীক্ষমাণানাং তেষাং দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ ব্রহ্মা জড়ো মন্দ এব নিমেষ-মাত্রমপ্যন্তরমসহমিতি দর্শনসুখমুক্তম্ ॥ ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী—যুগায়তে দুঃখসময়স্য দুরতিক্রমত্বেন ইতি পরমদুঃখং অতশ্চিরমদর্শনদুঃখমসহমিতি সত্বরং দর্শনং দেহীতি ভাবঃ। অপশ্যতাং সর্ব্বেষামপি ব্রজজনানাং কিমুতাস্মাকম্। কুটিলাঃ কুন্তলাশ্চূর্ণকুন্তলা উপরি-ভাগ যস্মিংস্তৎ। অতএব শ্রীযুক্তং মুখং উদীক্ষতাং চেতি চকারান্বয়ঃ। ভবত্বন্যেষাং পক্ষ্মকৃৎ উদীক্ষমাণানামপীত্যাক্ষে পার্থঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা দুর্বিতর্কপ্রকৃতে কদাপি ত্বত্তোঽস্মাকং ন কিঞ্চিৎ সুখং জাতং প্রত্যুতাদর্শনকালেঽপি দুঃখমেবেত্যাহুঃ অটতীতি পূর্ব্বার্দ্ধেন। দর্শনকালে দুঃখমুক্তম্। দর্শনকালেঽপি দুঃখমাহুঃ কুটিলেতি জড়ঃ অনভিজ্ঞঃ অপক্ষ্মত্বাকরণাৎ শপনীয় ইতি শেষঃ। যদ্বা। উদীক্ষমাণানাং সতাং পক্ষ্মকৃৎ। কৃতীছেদনে যঃ পক্ষ্মাণি কৃতস্তি স এব অজড়ঃ রসজ্ঞঃ বিদ্বান্ বা। যদ্বা। স্বদৃশাং পক্ষচ্ছিদেবাজড়ঃ স এব চ উদীক্ষতাং ঊচ্চৈঃ পশ্যতু বয়ন্তু পক্ষ্মচ্ছয়-দৃশোজড়াঃ সাক্ষাদপি কিং পশ্যাম ইতি ভাবঃ ॥ ১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণবিরহসন্তপ্তা ব্রজাঙ্গনাগণের অত্যল্পকালের শ্রীকৃষ্ণবিরহও অতি দুঃসহ, তাই তাঁহারা সদৈন্যে বলিতেছেন—'হে নাথ! যে সময়ে তুমি বনভূমিতে গোচারণ করিতে যাও, সেই সময়ে বিরহ-কাতরহৃদয় আমাদের ও ব্রজবাসিগণের ক্ষণকালও যুগতুল্য মনে হয়। আবার সায়ংকালে যখন তুমি বিপিনস্থল হইতে ধেনু লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর, সে সময়েও তোমার বদনকমল আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্যক্‌রূপে দেখিতে পাই না, কেননা নয়নের উপরে পলক আচ্ছাদন রহিয়াছে। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা আমাদের চক্ষুতে পক্ষ্ম সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহাতেই পলক হয়। এই কারণেই তুমি সম্মুখে থাকিলেও আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে নির্নিমেষলোচনে তোমার বদনকমল দর্শন করিতে পারি না! ব্রহ্মা যদি চক্ষুতে পক্ষ্ম না দিতেন, তাহা হইলে পলক হইত না, আমরাও নিরবচ্ছিন্নভাবে তোমার মুখ দর্শন করিতে পারিতাম। তোমার অদর্শনে দুস্তর দুঃখসমুদ্র উদ্বেলিত হয় এবং দর্শনাবসরেও আবার পক্ষ্মজনিত নিমেষই দর্শন বিরোধী হয়। তুমি যখন দিবসে বিনা প্রয়োজনে বনে ভ্রমণ কর, তখন তোমার অদর্শনের বেদনা তীব্র ও অসহ্য হইয়া উঠে, আবার সায়ংকালে যদিও বা আমরা তোমার বদনচন্দ্রমা দর্শন করিতে পাই, কিন্তু ওই বদন আবার তরঙ্গায়িত কুটিলকুন্তলদামে আবৃত থাকায় সম্যক্‌রূপে দর্শনানন্দলাভ হয় না। অতএব তোমার অদর্শন বা দর্শন উভয়ই আমাদের দুরদৃষ্টবশে দুঃখপ্রদ হয়। যেখানে নিমেষকালপ্রতিবন্ধ অসহ্য ও বেদনাদায়ক, সে স্থলে বহুকাল আমরা তোমার বিরহ কেমন করিয়া সহ্য করিব? অতএব কৃপা করিয়া দর্শন দাও। বিধাতা নিশ্চয়ই বিবেকহীন, যেহেতু তিনি তোমার শ্রীমুখদর্শনের সুখ অপেক্ষাও স্বল্পাতিস্বল্প বস্তু দর্শনের সুবিধার্থ দেবতাদের চক্ষুতে পক্ষ্ম সন্নিবেশ করেন নাই, কিন্তু অলৌকিক সৌন্দর্য্যের আধার তোমার বদনারবিন্দ দর্শনে বাধা জন্মাইবার জন্য আমাদের চক্ষুতে পক্ষ্ম নিবেশ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই বিধাতা জড়বস্তুর ন্যায় ভালমন্দ বিচারশূন্য, সৃষ্টিকার্য্যে অনিপুণ, অথবা রসজ্ঞানশূন্য। বিধাতার যদি রসানুভূতি থাকিত তাহা হইলে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল যাঁহারা দর্শন করিবেন, যাঁহারা নয়ন মনের আকুল পিপাসায় তাঁহার রূপসুধা পান করিবেন, তাঁহাদিগকে তিনি নিশ্চয়ই কোটি কোটি নয়ন দিতেন, কখনই দুইটী মাত্র নয়ন দিতেন না; আবার দুইটী নয়ন দিলেও তাহাতে নিমেষরূপ আচ্ছাদন দিতেন না।' শ্রীরাধাভাবে ভাবিতচিত্ত প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন—

না দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিল আঁখি দুটী,
তাতে দিল নিমিষ আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন।
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার॥

(চৈতন্যচরিতামৃতম্। ২।২১।১১২-১৩।)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-শ্রীপাদরূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে স্থায়িভাবপ্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন ও দর্শন উপলক্ষ্য করিয়া দুই প্রকার অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন—যে ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণবিরহে ক্ষণমাত্র সময়কেও এক কল্পতুল্য দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়—সেই অবস্থাকে ক্ষণকল্পতা বলা হইয়াছে এবং যাহাতে নিমিষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদর্শনও অসহ্য হয়—তাহাই নিমেষাসহতা। একযুগব্যাপী কৃষ্ণবিরহে যে প্রকার উৎকণ্ঠা জন্মে, ত্রুটিপরিমিত সময়ের শ্রীকৃষ্ণবিরহেও যেন সেই পরিমাণ দুঃখ ও উৎকণ্ঠা জন্মে। শ্রীকৃষ্ণদর্শন সময়েও চক্ষুর পলক পড়িবার কালে নিরবচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণবদন দর্শন হয় না ও উহাতে বাধা জন্মে—এই কারণে নিমিষের অসহিষ্ণুতাহেতু উহাকে নিমেষাসহতা বলা হয়।

এই শ্লোকে প্রথমতঃ "ভবান্" শব্দে ভবৎশব্দের প্রয়োগ আছে, তারপর "ত্বামপশ্যতাং" শব্দে "ত্বাং" এই যুষ্মৎশব্দের প্রয়োগ আছে। সম্মানার্হ ব্যক্তির প্রতিই 'ভবৎ' (আপনি) শব্দের প্রয়োগ হয়; সম্ভবতঃ প্রণয়ের্ষ্যাবশতঃই শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ এস্থলে ভবৎশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রকার বাৎসল্যরসেও ক্ষেত্রবিশেষে সম্মানোক্তি দেখা যায়। যে সময় শ্রীকৃষ্ণ মৃদ্ভক্ষণ করেন, তখন নন্দগেহিণী, শ্রীযশোদা বলদেব প্রভৃতির নিকট শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণ অবগত হইয়া নিজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

কস্মান্মৃদমদান্তাত্মন্ ভবান্ ভক্ষিতবান্রহঃ। বদন্তি তাবকা হ্যেতে কুমারাস্তেঽগ্রজোঽপ্যয়ম্॥ (শ্রীভাগবতম্ ১০।৮।৩৪)

'রে চপলগাত্র! "আপনি" কি কারণে গোপনে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন? তোমারই সখা কুমারগণ ও তোমার অগ্রজ বলদেব মৃদ্ভক্ষণের কথা বলিতেছে।' বাৎসল্যপ্রেমময়ী নন্দগেহিণী শ্রীযশোদার নিকট ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের চৌর্য্যচাতুর্য্যের কথা প্রতিবেশিনীগণ বলিতেন, তাহাতে স্নেহময়ী শ্রীযশোদা বালককে কোন শাসনাদি করেন নাই, মনে করিয়াছেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এসব চপলতা দূর হইবে। কিছুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণের কথা তাহার সখাগণ ও ভ্রাতা বলদেব যশোদার নিকট বলিলেন। ইহাতে নন্দগেহিণী ক্রুদ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে "আপনি নাকি মাটী খাইয়াছেন" এই প্রকার বলিয়াছিলেন। ইহাও বাৎসল্য রসের ঈর্ষ্যাতেই "ভবান্" অর্থাৎ আপনি—এই সম্মানসূচক উক্তির নিদর্শন।

যাহা হউক, গোপরমণীগণ ক্ষণার্দ্ধকালও শ্রীকৃষ্ণবিরহ সহ্য করিতে পারেন না—"ত্রুটিযুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্। এখানে 'ত্রুটি' শব্দ ক্লীবলিঙ্গে আর্ষপ্রয়োগ হইয়াছে, ইহা শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ সারার্থদর্শিনীটীকাতে বলিয়াছেন (ক্লীবত্বমার্ষ্যম্)। শ্রীধরস্বামিপাদ ত্রুটি শব্দের অর্থ করিয়াছেন ক্ষণার্দ্ধকাল; ত্রুটিকালসম্বন্ধে মৈত্রেয় ঋষি বলিয়াছেন—

স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুঙ্‌ক্তে পরমাণুতাম্। সতো বিশেষভুগ্ যস্তু স কালঃ পরমো মহান্॥
অণুদ্বৌ পরমাণুঃ স্যাৎ ত্রসরেণুস্ত্রয়ঃ স্মৃতঃ। জালার্করশ্ম্যবগতঃ খমেবানুপতন্নগাৎ॥
ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ সা ত্রুটিঃ স্মৃতা॥ (শ্রীভাগবতম্ ৩।১১।৪-৬)

যে কাল এই প্রপঞ্চের পরমাণু অবস্থা ভোগ করে উহা পরমাণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম, আর যে কাল তাহার অস্তিত্বময় অবস্থায় বিশেষ বিশেষ রূপ ভোগ করে তাহাকে পরমমহান্ স্থূল কাল বলে। শ্রীধরস্বামিপাদ উপরোক্ত শ্লোকের টীকাতে বলিয়াছেন—

'গ্রহর্ক্ষতারাচক্রস্থ ইত্যাদিনা যৎসূর্য্যপর্য্যটনং বক্ষ্যতে, অত্র সূর্য্যো যাবতা পরমাণুদেশমতিক্রামতি তাবান্ কালঃ পরাণুমঃ। যাবতা চ দ্বাদশরাশ্যাত্মকং সর্ব্বং ভুবনকোষমতিক্রামতি স পরমমহান্ সংবৎসরাত্মকঃ কালঃ।'

"গ্রহনক্ষত্র তারাগ্রহস্থ" ইত্যাদি শ্লোকে সূর্য্যের যে পর্যটন বৃত্তান্ত বলা হইবে, সে প্রসঙ্গে জানা যায়—সূর্য্য যে পরিমাণ কালে পরমাণুদেশ অতিক্রম করে সেই পরিমাণ কাল পরমাণু। আর যে পরিমাণকালে দ্বাদশরাশ্যাত্মক সকল ভুবন অতিক্রম শেষ করে, তাহাকে পরম মহান সংবৎসরাত্মক কাল বলে"। দুই পরমাণুতে এক অণু হয়। তিন অণু ত্রসরেণু বলিয়া কথিত হয়। এই ত্রসরেণু প্রত্যক্ষযোগ্য, গবাক্ষপথ দিয়া সূর্য্যকিরণ গৃহের অভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট হইলে তন্মধ্যে উহা স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। ঐ প্রকার যে কাল তিন ত্রসরেণুকে ভোগ করে তাহার নাম 'ত্রুটি'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১৬ ॥

টীকাকার শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"ত্রুটিঃ ক্ষণস্য সপ্তবিংশতিভাগঃ"—ত্রুটিকাল বলিতে একক্ষণের সাতাইশভাগের একভাগ সময়। ফল কথা, এখানে ত্রুটি শব্দের অর্থ অতি অল্পমাত্র সময়ই বুঝিতে হইবে। যুগায়ত শ্রীকৃষ্ণবিরহে প্রতিটী ক্ষণ যুগতুল্য বলিয়া মনে হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগে যে সময় অতীত হয় তাহাকে এক দিব্যযুগ বলে। যুগ বলিতে দ্বাদশ সহস্র পরিমিত দিব্যযুগের কালই প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থকৃত পদরত্নাবলী টীকাতে—'যুগায়তে যুগবদাচরতি দিব্যদ্বাদশসহস্রপরিমিতসমানো বর্ত্ততে', এইরূপ বলা হইয়াছে। রসঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্রমার বিরহ শ্রীব্রজাঙ্গনাদিগের বড়ই দুঃসহ! বড়ই প্রাণান্তকর! নিতান্ত নয়নসম্মুখে পাইয়াও সে মূর্ত্তি তাঁহারা নির্নিমেষনয়নে দর্শন করিতে পান না। নিমেষের ব্যবধানে যে ত্রুটিকালমাত্র বিরহ ভোগ করিতে হয় তাহাও তাঁহাদের নিকট দিব্য যুগোপম বলিয়া মনে হয়।

অটতো বিপিনে দিনে তব স্মিতপীযূষসুপেশলং মুখম্। ন দৃশাং বিষয়ো যদা ভবেৎ ত্রুটিরেকাপি তদা যুগায়তে ॥
বিষয়োঽপি দৃশাং যদা ভবেদ্বদনং তে কমলেন্দুনিন্দকম্। নয়নস্য নিমেষ এব নো ব্যথয়ত্যেব মনো যুগান্তবৎ ॥
(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে কৃষ্ণ! দিবাভাগে যখন তুমি বিপিনে বিহার কর, তখন হাস্যামৃতে মাধুরীময় তোমার সুন্দর মুখমণ্ডল আমাদের চক্ষুর গোচর হয় না, সেই সময় এক ত্রুটি (ক্ষণার্দ্ধকালও) যুগের ন্যায় মনে হয়। আবার কমল ও চন্দ্রমার মাধুর্য্যনিন্দিত তোমার বদন যে সময়ে (সায়ংকালে) আমাদের চক্ষুর গোচর হয়, তখন আমাদের নয়নের নিমেষই যুগান্তের ন্যায় বিরহসন্তাপে মনকে ব্যথিত করে।

দিবসে কাননে যবে করগো বিহার,
যুগ মনে হয় ক্ষণ-বিরহ তোমার।
সন্ধ্যায় কানন হ'তে ফের যবে গৃহ-পথে,
অলকা-শোভিত হেরি' বদন সুন্দর—
নয়ন-নিমেষ-পাতে দরশনে বাদ সাধে,
বুঝিনু পলকস্রষ্টা বিধি বুদ্ধি-জড় ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।—(হে) অচ্যুত! (হে স্বগুণাদব্যভিচারিন্!) গতিবিদঃ (অস্মদাগমনং জানতঃ) তব (তে) উদ্গীতমোহিতাঃ (উচ্চৈর্গানেন বেণুগীতেন হতবিবেকীকৃতাঃ সত্যঃ বয়ং) পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ (পতয়ঃ পতিন্যস্যাঃ সুতাঃ সপত্নীভগিনীপুত্রাস্তেষামন্বয়ঃ সম্বন্ধঃ ভ্রাতরশ্চ বান্ধবাশ্চ তান্) অতিবিলঙ্ঘ্য (অতিশয়েন বিশেষেণ লঙ্ঘয়িত্বা তেষাং নিষেধবচনান্যতিক্রম্য) তে (তব) অন্তি (সমীপে) আগতাঃ। কিতব! (হে কপটিন্!) নিশি (রাত্রৌ) যোষিতঃ (স্বয়মাগতাঃ স্ত্রিয়ঃ) কঃ (ত্বাং বিনা কো জনঃ) ত্যজেৎ (জহ্যাৎ) ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—হে অচ্যুত! তুমি আমাদের আগমনের কারণ বিদিত আছ। তোমার উচ্চ বেণুগীতে মোহিত হইয়া পতি পুত্র জ্ঞাতি ভ্রাতা ও বান্ধবসকলকে অনাদর করিয়া তোমার নিকটে আমরা আগমন করিয়াছি। হে শঠ! রাত্রিকালে কোন্ ব্যক্তি প্রমদাজনকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে? ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—তস্মাৎ হে অচ্যুত পতীন্ সুতান্ অন্বয়ান্ তত্তৎসম্বন্ধিনো ভ্রাতৃন্ বান্ধবাংশ্চাতিবিলঙ্ঘ্য তব সমীপমাগতা বয়ম্। কথংভূতস্য গতিবিদঃ অস্মদাগমনং জানতঃ গীতগতীর্বা জানতঃ। গতিবিদো বয়মিতি বা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবোদ্গীতেন উচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ। হে কিতব শঠ এবম্ভূতা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতাঃ স্বয়মাহূতা বা ত্বাং ঋতে কস্ত্যজেৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ॥ ১৬॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবঞ্চ সতি তদেতদত্যকৃতমত্যন্তমযুক্তমিত্যাহুঃ পতীতি। বান্ধবা মাতাপিত্রাদয়ঃ অতি তেষাং বাক্যাতিক্রমাৎ স্নেহাদিপরিত্যাগাচ্চাতিশয়েন বিশেষেণ চ ধর্ম্মাত্মনপেক্ষয়া সমূলত্বেন লঙ্ঘয়িত্বাঽতিক্রম্য আগমনে হেতুস্তবোদ্গীতমোহিতা ইতি হরিণ্য ইবেতি ভাবঃ। ন চ যাদৃচ্ছিকমুদ্গীতমপি তু জ্ঞানপূর্ব্বকমেবেত্যাহুর্গতিবিদ ইতি। অস্মদাগমনং জানত ইতি ভাবঃ। যদ্বা। নন্থ ভবত্যঃ পরমধীরাঃ গীতমাত্রেণ কথং মোহিতাস্তত্রাহুঃ। গীতগতিবিশেষান্ জানত ইতি। যৈঃ শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগা ইতি ভাবঃ। যদ্বা। ভবত্যো বিদগ্ধা মমৈতাদৃশং স্বভাবমপি জানন্তীতি কথং ন সাবধানা জাতাস্তত্রাহুস্বভাববিদোঽপি বয়মিতি মোহনমন্ত্রপ্রায়ত্বাত্তদ্গানস্যেতি-ভাবঃ। অহো তদপ্যাস্তাং স্বয়মেব তথানীতা যোষিতঃ পুনর্নিশি কস্ত্যজেৎ, সম্ভাবনায়াং লিঙ্ ন কোঽপীত্যর্থঃ। অতএব হে কিতব বঞ্চনাশীল অনেনান্যোঽপি কিতবঃ কস্ত্যজেৎ সর্ব্বস্যাপি তস্য কৈতবে লব্ধেনৈবার্থেন স্বব্যবহার-সাধকত্বং ভবতু, তস্যাপি তিরস্কারিত্বমিতি তত্রাপি বিশেষঃ। অতএব হে অচ্যুত স্বগুণাদব্যভিচারিন্নিতি সান্বয়ৈব তবৈষা সংজ্ঞেতি ভাবঃ॥ ১৬॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বর্ত্তমান শ্লোকে অচ্যুত বলিয়া সম্বোধন করিলেন। নিখিলগুণধাম শ্রীকৃষ্ণে গুণবিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না সত্য কিন্তু এক্ষণে সেই অচ্যুতেরও কারুণ্যবিচ্যুতি দেখিয়া ব্রজগোপীগণ মনোব্যথা জানাইতে গিয়া মিনতিপূর্ব্বক বলিতেছেন—'হে শঠশিরোমণি! হে কিতব! তুমি অচ্যুত—গুণচ্যুতি তোমাতে সম্ভব নয়। কিন্তু কেমন করিয়া তুমি আজ আমাদের প্রতি অকরুণের ন্যায় আচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ! তুমি বিশেষভাবে অবগত আছ যে আমরা তোমার নিমিত্তই তোমার রসঘনমূর্ত্তির সঙ্গলাভের আকুলবাসনায় তোমার নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছি। তুমিই আমাদের একমাত্র গতি। কিন্তু হে শঠচূড়ামণি! তুমি কেমনে নিদয় হইয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ?'

'আর আমরা কেবলমাত্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তোমার নিকটে আসি নাই। তোমারই সুমধুর উচ্চ বেণুগীতের অকর্ষণী আহ্বান আমাদের কর্ণের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া মর্ম্মস্থান আলোড়িত করিয়া মনপ্রাণ আকুল করিয়া দিয়াছিল। তাহার মঞ্জুলরবে আমরা মোহিত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আমাদের পতিপুত্র আত্মীয়স্বজন—সকল বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সেই মোহনবংশীধারীর চরণতটে ছুটিয়া আসিয়াছি। হরিণীগণ যেমন নিষ্ঠুর ব্যাধের বেণুগীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া আসে, আমরাও তেমনি সুরযাদুকরের বংশীধ্বনিতে মোহিত হইয়া তোমার পদপ্রান্তে ছুটিয়া আসিয়াছি। হরিণী যেমন সে আহ্বানে ভাবী বিপদাশঙ্কা বুঝিতে পারে না, আমরাও তেমনি বিচার বিবেচনা প্রভৃতি সকল চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়া পতিপুত্র ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। তুমিই তো আমাদিগকে বেণুধ্বনিতে আহ্বান করিয়া এখানে আনিয়াছ। এক্ষণে অকরুণ হওয়া সঙ্গত কি?' শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতশ্রবণে ধৈর্য্যশীল দেবগণও অবাক্‌বিস্ময়ে মুগ্ধ হন্, কারণ গোচারণ-ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ যখন মুরলীবাদন করেন তখন ইন্দ্র, শিব ও ব্রহ্মাদি প্রভৃতি দেবগণ মুগ্ধ হইয়া ছুটিয়া আসেন, এবং সেই যশোদাদুলালের মুরলী শুনিয়া পুলকিতহৃদয়ে অবনতমস্তকে সুরসংলাপ ও রাগতানাদির তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারেন না। অতএব ধৈর্য্যে অপটু রমণীগণ যে সেই বংশীরবে মুগ্ধ হইবেন ইহাতে আর বলিবার কি আছে? মুগ্ধা ব্রজাঙ্গনাগণ তাই বলিতেছেন—যাহারা আমাদিগকে পত্নী বলিয়া মনে করে তাহাদিগকে এবং ভগিনী ও যায়ের পুত্রদিগকে এবং সকল বন্ধুবান্ধবকে ত্যাগ করিয়া এবং তাহাদের নিষেধবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া, হে নিষ্ঠুর! তোমার বংশীধ্বনির আকর্ষণে আমরা তোমার কাছে আজ সমাগত। কিন্তু হে অকরুণ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমারই বংশীধ্বনিতে নিজ নিকটে আকর্ষণ করিয়া গভীর নিশাকালে এই সুগভীর বনমধ্যে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া তুমি অন্তর্হিত হইলে।

'কাহাকেও আহ্বান করিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া শঠ প্রবঞ্চকের কার্য্য, কিন্তু যে প্রবঞ্চক, সে ছলাকৃষ্ট জনগণের দ্বারা নিজপ্রয়োজন সাধিত করে। কিন্তু তুমি প্রবঞ্চনার নিমিত্ত আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াও পরিত্যাগ করিয়া রহিলে, যে বিষয়ের জন্য কপটতা করিলে তাহা লাভ করিয়াও অবজ্ঞাভরে তাহা পরিত্যাগ করিতেছ। অতএব তুমি কেমন শঠ? তোমাকে ইহাও জিজ্ঞাসা করি—হে নিষ্ঠুর! যামিনীযোগে প্রেমসর্ব্বস্ব যুবতিজন যদি অনুরাগভরে কোনও নায়কের অঙ্গসঙ্গ ও প্রেমবিলাস বিহার কামনায় স্বয়ং সমাগত হয়—তাহা হইলেই বা কোন্ রসিক জন তাহাকে পরিত্যাগ করে? বঞ্চনশীল শঠজনের মধ্যে এমন কে আছে যে এইরূপভাবে রজনীতে সমাগতা প্রেমবতী যুবতিজনের মনোরথ পূর্ণ না করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করে? নিশ্চয়ই তুমি ভিন্ন আর কেহ এরূপ করিতে পারে না! তোমার স্বভাব আমরা না যে জানি তাহা নয়, কিন্তু তথাপি তোমার সেই মুরলীগীতের মোহন মন্ত্রে বিমোহিত হইয়াই আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি। এখন দেখিতেছি সত্য সত্যই কপটতা তোমার একমাত্র গুণ। কপটতা গুণ হইতে কখনও তোমার বিচ্যুতি নাই—তাই তোমার অচ্যুত নামের যে এই বিশেষ সার্থকতা আছে তাহা আজ আমরা বুঝিতেছি। তাই তুমি আমাদিগকে এমন করিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ।'

গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ-জীবগোস্বামিকৃত বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভটীকার তাৎপর্য্য গ্রহণে জানিতে পারা যায়—যে সকল সাধনসিদ্ধা ব্রজাঙ্গনা পতিপুত্রাদি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া গুণময়দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন ইহা তাহাদেরই উক্তি।

তৎকালত্যক্তদেহাঃ সত্যো যাঃ সদ্যঃ সঙ্গতাস্তা এবোচুঃ পতিসুতেত্যাদি॥ (বৃহৎক্রমসন্দর্ভঃ)

'বেণুধ্বনি শ্রবণ সময়ে যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়া সদ্যঃ মিলিত হইয়াছিলেন তাহাদেরই বাক্য—'পতিপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি' ইত্যাদি। শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদও তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় বলিয়াছেন, 'যাস্তু বেণুবাদনসময়ে পতিভিরন্তর্গৃহনিরুদ্ধা আসংস্তাঃ সের্য্যমাহুঃ পতিসুতান্বয় ইতি'॥ যাহারা বেণুবাদন সময়ে অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন ও পতিসুতাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন—ইহা তাঁহাদেরই বাক্য'।

শ্রীকবিকর্ণপূর আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থে স্পষ্টই বর্ণনা করিয়াছেন—

অথ পতিভির্নিরুদ্ধ্যমানা মানাপগমে যা গুণদেহং বিহায় কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসমুচিতং দেহমাসাদিতাস্তা এব সাভিমানমাক্রোশন্ত্য উচুঃ—

পতিপুত্রসুহৃৎসহোদরান্ তৃণকল্পানতিমুচ্য তেঽন্তিকম্।
কিতবোপগতাঃ পুনঃ কথং বিপিনে নো নিশি কষ্টমত্যজঃ॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

'পতিগণ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ্যমান হইয়া যে সকল গোপী মূর্চ্ছাসময়ে সত্ত্বাদিগুণলিপ্ত দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-সমুচিত দেহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহারাই অভিমানের সহিত আক্রোশপূর্ব্বক বলিতেছেন—

'হে কিতব! (শঠ) আমরা পতিপুত্র সুহৃৎ সহোদর প্রভৃতিকে তৃণতুল্য মনে করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। পুনর্ব্বার কেমন করিয়া এই বনে রাত্রিতে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ? ইহা বড়ই কষ্টকর।' ইহাতে বলা হইল যে পুনরায় সেই সেই গোপীগণের আর একবার যেন দেহত্যাগের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োজিত করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায়, যে সকল সাধনসিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণ নিত্যসিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীর সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ করেন, আর যে সকল সাধনসিদ্ধা গোপীগণের ভাবসিদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু দেহসিদ্ধ হয় নাই, তাঁহারাই পতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ হন এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহ-স্মৃতিতে গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ লাভের উপযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়া সদ্যই শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হন। তাঁহারা পতিপুত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। "পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যো-হপ্রসূতিকাঃ"—উজ্জ্বলনীলমণির এই বচনে জানা যায়—পরোঢ়া কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের পুত্রলাভ হয় নাই। এখানে যে পুত্রের কথা বলা হইয়াছে তাহা ভগিনী বা যায়ের পুত্র বুঝিতে হইবে। আর বৃহৎক্রমসন্দর্ভ অনুসারে বা কবি কর্ণপূরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর বর্ণনানুসারে যদি এই অর্থ করা যায় যে, সাধনসিদ্ধা গৃহাবরুদ্ধা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ গৃহমধ্যেই গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভের উচিত দেহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তৎকালে ইহারা যে পুত্রাদির কথা বলিয়াছেন গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীবগোস্বামীর বৃহৎক্রমসন্দর্ভটীকানুসারে এবং কবি কর্ণপূরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর বর্ণনানুসারে বুঝিতে হইবে—ইহাঁদের উদরজাত পুত্রের কথাই ইহাঁরা বলিয়াছেন। কারণ এই গৃহরুদ্ধা সাধনসিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের পুত্রাদি জন্ম হওয়াতেই কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গপ্রাপ্তির যোগ্যদেহ পূর্ব্বে হয় নাই। হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কেন সন্তানাদি জন্ম হইল, ইহার মীমাংসায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকাতে বলিয়াছেন—

ন চ বক্তব্যং গোকুলজাতানাং প্রাকৃতদেহাদিত্বং ন সম্ভবতীতি অবতারলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ শ্রীদেবকীদেব্যামপি ষড়্গর্ভসংজ্ঞকানাং জন্ম শ্রূয়তে॥—ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

গোকুলে গোপীগর্ভজাত সাধনসিদ্ধা গোপীগণের দেহে প্রাকৃতাংশ থাকা সম্ভব নহে, এই প্রকার অপসিদ্ধান্ত করা চলে না। কেননা শ্রীভগবান্ যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন তখন তাঁহার অবতার লীলায় কিঞ্চিৎ প্রপঞ্চাংশেরও মিশ্রণ থাকে। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণজননী দেবকীদেবীর অপ্রাকৃতগর্ভেই প্রাকৃত ছয় গর্ভের (কংস হস্তনিহত পুত্রগণের) উৎপত্তি হইয়াছিল। সাধনসিদ্ধা গোপীগণও সেইরূপ প্রাকৃতাংশ দেহ লইয়াই গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং সাধনসিদ্ধা গোপাঙ্গনাগণ মধ্যে কতকগুলি গোপীর সন্ধানলাভ হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। অতএব এস্থলে সাধনসিদ্ধা গৃহরুদ্ধা গোপীগণ গুণময়দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিহারযোগ্য দেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হন। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়ায় তাঁহারা তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন—ইহাই বুঝিতে হইবে।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে শঠ প্রবঞ্চক বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। এই তিরস্কার বা ভর্ৎসনা দুই প্রকারে হইতে পারে। দ্বেষবশতঃ যেমন শত্রুকে লোকে তিরস্কার করে, প্রীতির আধিক্যবশতঃও সেইরূপ লোকে তিরস্কার করে। যেমন মাতাপিতা পুত্রের অন্যায় কার্য্য দেখিয়া তিরস্কার করেন, সেইরূপ গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। ইহা দ্বেষপ্রসূত নহে, প্রীতি বা মমতা বুদ্ধির আধিক্য বশতঃই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। পতিপ্রাণা স্ত্রী পতিকে যদি উৎকৃষ্ট খাদ্য দেয় আর স্বামী তাহা না খাইয়া যদি অন্যকে দেয়, তাহা হইলে স্ত্রীর মনে সত্য সত্যই কষ্টোদ্রেক হয় এবং সময়ে সেই কষ্ট এত অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় যে উহা ক্রোধে পরিণত হয় এবং অভিমান হেতু স্ত্রী স্বামীকে তিরস্কার পর্য্যন্তও করিতে প্রয়াস পায়। স্বামির প্রতি এই তিরস্কার বিদ্বেষের ফল নহে কিন্তু মমতাধিক্যের ফল। গোপীগণের তিরস্কারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥ ১৭ ॥

এই প্রকার মমতাধিক্য বশতঃই বুঝিতে হইবে। গোপীগণের তিরস্কারও প্রেমেরই বৈচিত্রী বিশেষ। কারণ—গোপীগণের শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন। প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে এই তার চিহ্ন ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত। ৩।৭।৩৮)

ছাড়ি' সব পতি সুত বান্ধবনিচয়
আসিয়াছি তব পাশে ওহে যাদুময়!
তোমার স্বরূপ জানি, হে কপটশিরোমণি!
তথাপি মোহের বশে ছাড়ি' ধর্ম্মলাজ—
তোমার বাঁশরীতানে মোরা সবে মুগ্ধ প্রাণে
আসিয়াছি হেথা প্রিয় হে অচ্যুত! আজ ॥
প্রীতিভরে আসি যবে কামিনী তরুণী সবে
সঙ্গমলালসা মাগে গভীর নিশীথে,
হেন জন কেবা আছে ছাড়ে উহা নিশিমাঝে?
নারিনু বুঝিতে তব কিবা বুদ্ধি ইথে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।—রহসি একান্তে) তে (তব) সম্বিদং (রতিপ্রার্থনব্যঞ্জকসম্ভাষণং) হৃচ্ছয়োদয়ং (অস্মদবলোকনহেতুকং কন্দর্পভাবোদয়ং) প্রহসিতাননং (প্রকৃষ্টং হসিতং যত্র তথাভূতমাননং) প্রেমবীক্ষণং (প্রেমযুক্তমীক্ষণঞ্চ) শ্রিয়োধাম (শোভাস্পদং) বৃহৎ (উত্তুঙ্গং) উরঃ (বক্ষঃ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) বীক্ষ্য (বিশেষতো দৃষ্ট্বা স্থিতানামস্মাকং) অতিস্পৃহা (অতিস্পৃহয়া) মনঃ (অন্তঃকরণং) মুহ্যতে (মুহ্যতি) ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—নির্জ্জনে তোমার সহিত রতিপ্রার্থনাব্যঞ্জক আলাপ এবং যাহাতে কামোদয় হয় তাদৃশ স্মিতবদন, সপ্রেম দৃষ্টি এবং লক্ষ্মীর নিকেতন ত্বদীয় বিশাল বক্ষঃস্থল নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের যে অতিশয় স্পৃহা জন্মিয়াছে, সেই স্পৃহাবশতঃ আমাদের মন পুনঃপুনঃ মোহগ্রস্থ হইতেছে ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—অতস্ত্বয়া ত্যক্তানামস্মাকং প্রাক্তনত্বদ্দর্শননিদানহৃদ্রোগস্য ত্বৎসঙ্গত্যৈব চিকিৎসাং কুর্ব্বিত্যাশয়েনাহুর্দ্বয়েন রহসীতি। শ্রিয়ো ধাম তে বৃহদ্বিশালম্ উরশ্চ বীক্ষ্য অতিস্পৃহা ভবতি তয়া চ মুহুর্মুহুর্মনো মুহ্যতি ॥১৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তে তব হৃদয়স্য কামস্য উদয়ং বীক্ষ্য। কীদৃশং? রহসি সম্বিৎ যত্র তম্। অলুক্সমাসঃ। তথা প্রকৃষ্টং হসিতং যস্মিন্নাননে তদাননং যত্র তথা প্রেম্না বীক্ষণং যত্র তত্তাদৃশং তদনন্তরমুরশ্চ বীক্ষ্য। তত্র বৃহদিতি গাঢ়ালিঙ্গনেচ্ছাকারকঃ সৌন্দর্য্যদিশেষ উক্তঃ। শ্রিয়ঃ সর্ব্বসম্পন্নিধেঃ স্বাভাবিকপীতরেখারূপায়া ধামেতি চ বীক্ষ্যাস্মাকমতিস্পৃহেত্যস্মচ্ছব্দবাচ্যকর্ত্তৃকবীক্ষণস্পৃহায়াঃ ক্রিয়ায়া বীক্ষণস্য পূর্ব্বকালত্বাৎ ক্ত্বা প্রত্যয়ঃ। স্বাতন্ত্র্যবিবক্ষয়া স্পৃহায়া এব বা বীক্ষণ কর্ত্তৃত্বোপচারঃ। অত্রোদ্ভবতীতি শেষঃ। অতিস্পৃহেতিতৃতীয়াপদং বা সম্পদাদিবদ্ভাবোঽপি ক্বিপ্। অতিস্পৃহয়া মনো মুহ্যতীত্যর্থঃ। অতিস্পৃহমিতি চিচ্ছুকঃ। অতিস্পৃহা চ তত্তদনুভবায় তৎসঙ্গমমাত্রায় বা। তয়া চ মনো মুহ্যতীতি স্পৃহায়াঃ পরমোৎকণ্ঠ্যং দ্যোত্যতে। যদ্বা বীক্ষ্যেতি পূর্ব্ববৃত্তমিদং পূর্ব্বমপি তথা তথৈব ভবেৎ অধুনা তত্তদতিশয়েন মরণমেবাসন্নমিতি ভাবঃ। এবং স্পৃহায়া দুর্নিবারত্বাদপ্রতিকার্য্যত্বম্। তেন নিজপরমদৈন্যঞ্চ সূচিতম্ ॥ ১৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—বিদগ্ধশিরোমণি ব্রজরাজনন্দনের পাঁচটী মোহন অঙ্গের ভাবাভিব্যক্তি কামদেবের পঞ্চশরের ন্যায় ব্রজসুন্দরীগণের নেত্ররন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের কোমল হৃদয় বিদ্ধ করিতেছিল। তাই তাঁহাদের চিত্তপ্রদেশের অতি স্পৃহার যে অসহ্য মোহাবেশ প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই অভিব্যক্তি করিয়া ব্রজরমণীগণমধ্যে কাত্যায়নীব্রতপরা গোপকুমারীগণ এই উক্তি করিতেছেন। কাত্যায়নীব্রতোদ্‌যাপন দিবসে বস্ত্রহরণকালে কালিন্দীতটভূমিতে নির্জ্জনে গোপকুমারিকাগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ আলাপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রার্থিত বাসনায় ভরসা দিয়া প্রতিজ্ঞাবচন শুনাইয়াছিলেন "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ"! 'হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, এখন ব্রজভূমিতে ফিরিয়া যাও, আগামী রাত্রিতে তোমাদের সহিত আমার রমণবিলাস হইবে'। নায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞাবচনে গোপকুমারীবৃন্দের পূর্ব্বাসক্ত চিত্তের কামক্ষোভ বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন এই প্রতিশ্রুতি দেন, তখন সেই রতিব্যঞ্জক মধুর আলাপের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর আননে সপ্রেম হাসি এবং কর্ণায়ত নয়নযুগলের প্রেমব্যঞ্জক চপল চাহনী যুক্ত ছিল। নবনটবরমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের যে সুন্দর আনন ও নয়ন শোভা অনুরাগময়ী ব্রজকুমারীগণের মন পূর্ব্ব হইতেই আকৃষ্ট করিয়াছিল, সেই আননে যদি প্রেমপ্রকাশক মৃদু মধুর হাস্য ও নয়নযুগলে চপল চাহনীভঙ্গী প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সে আকর্ষণ যে কত তীব্র হয় তাহা একমাত্র ব্রজকুমারীগণই বলিতে পারেন। হাস্য ও নয়নভঙ্গীতে যে কথার ইঙ্গিত রহিয়াছে, বাক্যে তাহার প্রকাশ হইলে উহা বুঝিতে আর কোন সংশয় থাকে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের রতিস্বীকারমূলক প্রতিজ্ঞাবাক্য তাঁহার হাসি ও নয়নভঙ্গীর ইঙ্গিতকে স্পষ্টতর করিয়াই প্রকাশ করিয়াছিল। ইহা হইতে কুমারিকাগণ যথার্থই স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের অভীপ্সিত নায়কবর শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণেও কাম জাগরিত হইয়াছে। কারণ কামোদয় ব্যতীত প্রেমপ্রার্থিনী কুমারীকাবৃন্দের নিকটে নির্জ্জনে ঐরূপ মৃদু হাসি ও কুটিল নয়নভঙ্গী এবং বিশেষ স্পষ্ট প্রেমবচনবিন্যাস সম্ভব নহে। নায়কের চিত্তের কামাবির্ভাব অনুরাগবতী নায়িকার প্রেমভাবকে স্বতঃই বর্দ্ধিত করে। অতএব প্রেমার্থিনী ব্রজকুমারীগণের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভস্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই গেল। আবার তদুপরি শ্রীকৃষ্ণের বৃহৎ ও আয়ত বক্ষস্থল দর্শন করিয়া গোপকুমারীগণের আলিঙ্গনেচ্ছা চরমসীমায় উপনীত হইল। সৌন্দর্য্যনিকেতন সেই বক্ষঃস্থল পীতশোভায় শোভিত—আহা সুবিশাল ওই বক্ষঃতটের গাঢ় আলিঙ্গন আশ্রয় করিয়া লক্ষ্মী দেবী কতই না পরমানন্দ উপভোগ করেন! তাই আজ কুমারিকাগণ নিখিলসৌন্দর্য্যগুণধাম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ স্পৃহায় মোহাবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের হাসি, দৃষ্টি, প্রেমবাক্য, অন্তঃকরণের প্রেমাবির্ভাব ও আয়ত বক্ষঃ—এই পরম মনোহর অঙ্গশোভা ও ভাবোদয়ের পঞ্চবিধ প্রকাশ মদনের পঞ্চশরের ন্যায় কুমারিকাগণের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া সঙ্গলাভস্পৃহা পঞ্চগুণে বর্দ্ধিত করিতেছে। তাই তাঁহারা বলিতেছেন—হে দয়িত! তোমার সঙ্গোপনে আলাপ, মধুর হাসি, চপল নয়নভঙ্গী, কন্দর্পভাবের স্ফুরণ ও সৌন্দর্য্যময় আয়ত বক্ষস্থল—এই সকল লক্ষ্য করিয়া সঙ্গসুখের অতিস্পৃহায় পুনঃ পুনঃ আমরা মোহাবিষ্ট হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণমধ্যে ক্যাতায়নীব্রতপরা কন্যকাগণই যে এই উক্তি করিয়াছিলেন, এই শ্লোকের উক্তিই তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। শ্রীজীবগোস্বামিপাদও বৃহৎক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"অথ কুমারিকা উচুঃ রহসীত্যাদি।"

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপাঙ্গনাগণ নিত্যসিদ্ধা ও সাধননসিদ্ধা ভেদে দুই প্রকার, তন্মধ্যে শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার সহচরী প্রভৃতিকে নিত্যসিদ্ধা বলা হয়। কেননা শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র সাধনায় শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কথিত হইয়াছে। আর সাধনসিদ্ধা গোপীগণ ত্রিবিধ—মুনিচরী, শ্রুতিচরী ও দেবকন্যা;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে দণ্ডকারণ্যবাসী শ্রীকৃষ্ণোপাসক ঋষি ছিলেন, পিতৃসত্য পালনের জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণসহ দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া সেই মহর্ষিগণের নিজোপাস্য শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মাধুর্য্য উপভোগ করিবার জন্য প্রবল বাসনা হয়, কিন্তু তাঁহারা লজ্জাবশতঃ যদিও শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কোনও বর প্রার্থনা করেন নাই, তথাপি বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামচন্দ্রের দয়াতে তাঁহারা রাগভক্তিসাধনানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করিয়া গোকুলে গোপীগর্ভে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ বাসনানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার লাভ করেন। ইঁহাদিগকে মুনিচরী গোপকন্যা বলে।

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। রামং দৃষ্ট্বা হরিং তত্র ভক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥

বামনপুরাণে কতকগুলি গোপীর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে যাঁহারা ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তাঁহাদের গোপীগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির লালসা হয় এবং ওই শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাঁহারই সেবাধিকার প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণকৃপায় তাঁহারা গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভ করেন। তাঁহারা প্রার্থনা করেন—

কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্যসংশয়ঃ॥
যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা॥ (বামনপুরাণম্)

ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'হে কৃষ্ণ! কোটি-কন্দর্প-বিনিন্দিত তোমার অঙ্গকান্তি দর্শনে আমাদের মন মদন বিক্ষুব্ধ হয় এবং কামিনীভাবে তোমার সেবা করিবার বাসনা হয়। তোমার শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী গোপীকাগণ যে প্রকার প্রাণবল্লভজ্ঞানে মধুরভাবে তোমার সেবা করেন, আমাদেরও সেই প্রকার ভজন করিবার প্রবল বাসনা হইয়াছে।'

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুসারে দেবকন্যাগণ গোকুলে গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সময় দৈত্যভারাক্রান্ত পৃথিবীর ভার অপনোদনের নিমিত্ত ব্রহ্মা ক্ষীরোদ সমুদ্রতীরে নারায়ণের উপাসনা করেন, সেই সময়ে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ আকাশবাণীতে শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার কথা জানাইয়া বলিয়াছিলেন—

বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্ত্যমরস্ত্রিয়ঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

'স্বয়ং ভগবান্ বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার প্রেয়সীবর্গের সেবার নিমিত্ত (অথবা তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধনজন্য) দেবকন্যাগণও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন।'

পদ্মপুরাণ, বামনপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের বচনানুসারে জানা যায় যে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ, ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং স্বর্গবাসিনী দেবকন্যাগণ, গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব সাধনসিদ্ধা গোপীগণকে ঋষিপূর্ব্বা, শ্রুতিপূর্ব্বা, ও দেবীপূর্ব্বা (মুনিচরী, শ্রুতিচরী ও দেবকন্যা) এই তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অতএব ঋষি, শ্রুতি দেবকন্যা ও গোপকন্যা—এই চতুর্ব্বিধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী।

গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা দেবকন্যকাঃ। গোপকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র! ন মানুষ্যঃ কদাচন॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধাভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে এই সাধনসিদ্ধা গোপীগণই আবার শ্রুতিচরী, ঋষিচরী, ও দেবকন্যা এই তিন প্রকার, এবং নিত্যসিদ্ধা এক প্রকার। অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ মোট চারি প্রকার।

আবার পরকীয়া ও কন্যকা ভেদে ব্রজে দুই প্রকার নায়িকার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়! যে সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নায়িকা ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষা না করিয়া উৎকট প্রীতিবশতঃ কোনও পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পরকীয়া নারিকা বলে। যদিও ভরতমুনি প্রভৃতি প্রাচীন রাসশাস্ত্রকারগণ প্রাকৃত নায়কনায়িকার প্রাকৃত রসবর্ণনায় জারভাবময় সম্বন্ধ অতি নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূতমূর্ত্তি শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণকে শিষ্টজন-নিন্দিত জারভাবেই ভাবিত করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসাদিলীলায় রসাস্বাদন করিয়াছেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥
নেষ্টা যদঙ্গিনী রসে কবিভিঃ পরোঢ়া। তদ্ গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আংশসয়া রসবিধেরবতারিতানাং, কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

শৃঙ্গার রসে জারভাবময় সম্বন্ধ, যাহা শিষ্টজনসমাজে নিন্দিত হইয়াছে—তাহা প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু অপ্রাকৃত নায়ক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নহে; কেননা তিনি কেবলমাত্র রসনির্যাস আস্বাদনের জন্যই স্বীয়স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীশক্তির অধীষ্ঠাত্রী ব্রজরমণীগণকে পরবধূভাবে ভাবিত করিয়া লীলা করিয়াছিলেন। প্রাচীন রসশাস্ত্রকারগণ কাব্যে বর্ণিত মুখ্যরসে পরোঢ়া নায়িকাকে যে মুখ্যস্থান দান করেন নাই, তাহা শ্রীব্রজাঙ্গনাগণ ব্যতীত অন্য নায়িকা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, যেহেতু রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাসাস্বাদনচাতুর্য্য দেখাইবার জন্যই গোকুলাঙ্গনাগণকে জারভাবময় প্রেমে বিভাবিত করিয়াছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ১।৪।৪২)

আবার কতিপয় ব্রজকুমারীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত পতিত্বভাবের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে পতিবুদ্ধি ছিল। কিন্তু বিবাহ বৃত্তান্ত পিতা, মাতা ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের অজ্ঞাত ছিল বলিয়া তাঁহারা উপপতির সঙ্গে মিলনের মত অত্যন্ত গোপনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন। কতকগুলি গোপকন্যা কাত্যায়নীব্রত উদ্‌যাপন করিয়া প্রার্থনা করেন—

'নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।'

ইতিসংকল্পমাচেরুরেতা গোকুলনায়িকাঃ। তাস্বেব কিয়তীনাঞ্চ পতিভাবো হরাবভূৎ॥
মুলমাধবমাহাত্ম্যে শ্রূয়তে তত এবহি। রুক্মিণ্যুদ্বাহতঃ পূর্ব্বং তাসাং পরিণয়োৎসবঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

নন্দনন্দনকে আমাদের পতি করিয়া দাও—এই মন্ত্রে যাঁহারা কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেই ব্রজকুমারীগণের শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য বলবতী বাসনা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্রজকুমারী শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন। 'মুলমাধবমাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থে শুনিতে পাওয়া যায় যে রুক্মিণীর সহিত বিবাহের পূর্ব্বে এই সকল ব্রজকুমারীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল।

গান্ধর্ব্বরীত্যা স্বীকারাৎ স্বীয়াত্বমিহ বস্তুতঃ। অব্যক্তত্বাদ্ বিবাহস্য সুষ্ঠু প্রচ্ছন্নকামতা॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

গান্ধর্ব্বরীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই সকল ব্রজরমণীগণের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া ইহাদিগকে স্বকীয়া নায়িকা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এই বিবাহ ব্যাপার গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতি বলিয়া জানিলেও পিতা মাতা বা আত্মীয়বর্গের জ্ঞাতসারে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারিতেন না। এই কারণে উপপতির সহিত মিলনের ন্যায়ই ইহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে "রহসি সংবিদম্"—এই শ্লোক কাত্যায়নীব্রতপরা গোপকুমারীকাগণের উক্তি, যেহেতু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিষূদনম্ ॥ ১৮

শ্রীকৃষ্ণ কাত্যায়নীব্রতপরা গোপাঙ্গনাদিগকেই উদ্দেশ করিয়া 'তোমাদের সঙ্গে আগামী রাত্রিতে রমণ করিব' ইত্যাদি বলিয়াছিলেন। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতেও উক্ত হইয়াছে—

হসিতং মৃদুচারুবীক্ষিতং রহসি প্রেমবচঃ স্মরোদয়ম্। ভুজদ্বয়স্তোরসশ্চ রম্যতাং বিমৃশন্মনো হৃদয়ং বিমুহ্যতি ॥
(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

—তোমার হাস্য, মৃদু মধুর দৃষ্টি এবং কন্দর্পোদয় হয় এমন প্রেমবাক্য, ভুজদ্বয় এবং বক্ষস্থলের রসস্নিগ্ধতা বিচার করিয়া আমাদের মন মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে।

তোমার চাহনী মৃদু প্রেম-সুকোমল
মধুর বয়ান তব হাসিতে উজল।
কমলা-বিলাস স্থল, বিশাল হৃদয়তল,
নেহারি সে সব আর শুনি' রহঃবাণী—
মদন-উদয় তব কামক্ষোভে নব নব
চঞ্চল করিয়া মুহু মোহিছে পরাণি ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ! (হে শ্রীকৃষ্ণ!) তে (তব) ব্যক্তিঃ (অবতারঃ প্রাকট্যং বা) ব্রজবনৌকসাং (ব্রজবনয়োঃ ওকঃ আবাসঃ যেষাং তেষাং ব্রজৌকসাং গোপাদীনাং বনৌকসাং মুনীনাঞ্চ) অলং (অতিশয়েন) বৃজিনহন্ত্রী (দুঃখনিরসনী তথা অলং অতিশয়েন) বিশ্বমঙ্গলম্ (বিশ্বশুভঙ্করম্) ত্বৎস্পৃহাত্মনাং (ত্বৎপ্রাপ্ত্যর্থমেব যা স্পৃহা, তস্যামেবাত্মা মনো যাসাং তাসাং) নঃ (অস্মাকং) স্বজনহৃদ্রুজাং (স্বজনানাং যাঃ হৃদ্রুজঃ কামাঃ উত্তাপা বা তাসাং হৃদ্রোগাণাং) যৎ (অতিগোপ্যং) নিষূদনং (বিনাশকং তৎ) মনাক্ (ঈষদপি) ত্যজ (বিতর)॥ ১৮

মূলানুবাদ।—হে শ্রীকৃষ্ণ! ব্রজবাসী ও বনবাসিগণের (মুনিগণের) দুঃখনিরাসার্থ তোমার অবতার, এই অবতার নিরতিশয় দুঃখনাশক ও বিশ্বের মঙ্গলস্বরূপ। তোমার স্পৃহাদ্বারা আমাদের মন (আজ) পীড়িত হইতেছে, অতএব যাহা তোমার এই স্বজনগণের মানসরোগনিবর্ত্তক ঔষধ, (যাহা তুমিই জান তাহা) আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র বিতরণ কর ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—তব চ ব্যক্তিরভিব্যক্তির্ব্রজবনৌকসাং সর্ব্বেষামবিশেষেণ বৃজিনহন্ত্রী দুঃখনিরশনী। বিশ্বমঙ্গলং সর্ব্বমঙ্গলরূপা চ। অতস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং তৎস্পৃহারূঢ়মনসাং নঃ মনাক্ ঈষৎ কিমপি ত্যজ মুঞ্চ কার্পণ্যমকুর্ব্বন্ দেহীত্যর্থঃ। কিং তৎ স্বজনহৃদ্রোগানাং যদতিগোপ্যং নিষূদনং নিবর্ত্তকমৌষধং তৎ ত্বমেব বেৎসীতি গূঢ়াভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেবং ভবতৈব নিজহৃচ্ছয়োদয়স্য ব্যঞ্জনয়াস্মাসু তে তে নানা ভাবা জন্যন্তে। হন্তাস্য হৃচ্ছয়তাপঃ এবমেবং শান্তং স্যাদিতি ভাবনয়া তদ্ভাবভাবিতত্বেন তত্তদ্বাসনোদয়াৎ। যতোঽস্মাকং ত্বয়ি স্নেহঃ স্বভাবজত্বাদ্বলবত্তর ইতি দ্যোতয়ন্ত্যস্তাদৃশস্নেহময়াভিলাষবিস্ফুটহৃদয়াঃ সদৈন্যং নিবেদয়ন্তি ব্রজেতি দ্বাভ্যাম্। ব্রজৌকসাং বনৌকসাং চেত্যর্থঃ। ব্যক্তিঃ প্রাকট্যং অতোঽন্তর্দ্ধানমযুক্তমিতি ভাবঃ। অঙ্গেতি প্রেমসম্বোধনে। ন কেবলং তেষাং বৃজিনহন্ত্রী অশেষস্যাপি মঙ্গলরূপা বৃজিনহন্ত্রী। যদ্বা। তেষামেব সর্ব্বসুখদা চ। অলমতিশয়েনেত্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তোভয়তোঽপ্যন্বয়ঃ। অতো নঃ সম্বন্ধে দুঃখোপশমকং কিমপি দেহি। নন্বু ব্রজৌকত্বেন ভবতীনামপি তত্তদুৎপাতজদুঃখ-শান্ত্যাদিকং ভবিষ্যত্যেব কিমন্যৎ প্রার্থয়ধ্বে তত্রাহুস্ত্বয়ি ত্বৎপ্রাপ্ত্যর্থমেব যা স্পৃহা তস্যামেবাত্মা মনো যাসাং তাসাং নঃ। নন্বু ব্রজবনৌকসামপি মৎস্পৃহাস্ততঃ কো বিশেষস্তত্রাহুঃ স্বজনেতি। তেষ্বপি স্বজনবিশেষো যোঽস্মদ্বিধস্তস্য হৃদ্রুজাং যন্নিষূদনমিতি মনাগিতি পরমদৌর্ল্লভ্যেন যাচকরীত্যা বা; বস্তুতস্তু হৃদ্রুজামিতি খহুত্বেন নিঃশঙ্কেন চ তথা তদ্বিষয়ককামানামনির্ব্বর্ত্ত্যত্বেন প্রত্যুত সদা নবনবতয়া বর্দ্ধিষ্ণুত্বেনৈব নিরন্তরং তদ্দৈবিধ্যমভিপ্রেতম্॥ ১৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "অঙ্গ" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, যেহেতু অঙ্গ শব্দ সাধারণতঃ সম্বোধনবাচক হইলেও এখানে প্রেমসম্বোধনই বুঝিতে হইবে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীবগোস্বামী বৈষ্ণবতোষণীতে বলিয়াছেন—'অঙ্গেতি প্রেমসম্বোধনম্",—অঙ্গ এই শব্দটী প্রেমসম্বোধন। ব্রজরমণীগণের এখানে শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ না করার কারণ সম্ভবতঃ পতিভাবনা, যেহেতু ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকেই পতি বলিয়া মনে করেন। প্রসিদ্ধি আছে—

ন নামগ্রহণং কুর্য্যাৎ কৃপণস্য গুরোরপি। অভিশপ্তস্য পত্ন্যাশ্চ তথা মাতুর্ব্বিশেষতঃ॥

'কৃপণের, গুরুজনের, অভিশপ্ত ব্যক্তির, পত্নীর ও বিশেষতঃ মাতার নাম গ্রহণ করিবে না।' এখানে গুরুর নাম উচ্চারণে নিষেধ থাকায় পতির নাম উল্লেখও নিষিদ্ধ হইল, কারণ স্ত্রীগণের পতিই পরমগুরু—"পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাম্"। এই কারণেই এখনও সাধারণতঃ স্ত্রী স্বামীর নাম গ্রহণ করেন না।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ পরম দৈন্যভরে বলিলেন, হে গোকুলযুবরাজ! তুমিই ত তোমার হসিত-সুচারুবদন ও মনোহর নয়নভঙ্গীর বিলাসে আমাদের মুগ্ধ করিয়া নিজের কামোদয় ব্যঞ্জিত করিয়া আমাদের অন্তঃকরণে নানাপ্রকার প্রেমোদ্দীপনা জাগাইয়াছ। তোমার প্রতি আমাদের অত্যধিক প্রীতি ও অনুরাগ বশতঃই অনেক সময় আমরা চিন্তা করি যে হায়! তোমার হৃদয়সন্তাপ কাম কি প্রকারে উপশম হইতে পারে? তোমার কামশান্তির সেই উপায় ভাবিতে ভাবিতে আমরাও তোমার ভাবে বিভোর ও তন্ময় হইয়া পড়ি। আমাদের মনেও সেই বাসনা সমুদিত হওয়ায় আমরা হৃদয়ব্যাধিতে কাতর হইয়া বড়ই অসহ্য কষ্ট অনুভব করি! আমাদের সেই হৃদ্রোগের ঔষধ একমাত্র তুমিই জান। অতএব উহার কিঞ্চিৎমাত্র দান করিয়া আমাদের এই নিদারুণ হৃদ্‌রোগের উপশম বিধান কর।

হে নাথ! তুমি যদি আমাদের হৃদ্রোগ নিবারক ঔষধ দান না কর, তাহা হইলে তোমার কর্ত্তব্যকার্য্য করা হইবে না, তোমাকে কর্ত্তব্যচ্যুত হইতে হইবে—কারণ তুমি বৃন্দাবনবাসী গোপ গোপীগণের ও বনবাসী মুনিগণের দুঃখ নিবারণের নিমিত্তই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং তুমি সকলের মঙ্গলবিধানকারী। সুতরাং আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হওয়া তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। হে ব্রজজনার্ত্তিহন্! আমরাও ত ব্রজবাসী, সুতরাং আমাদের দুঃখদান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

বৃন্দাবনবাস যে বহু ভাগ্যসাপেক্ষ তাহা গোবৎস হরণ করিবার পর ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করেন সেই সময় বলিয়াছিলেন—

তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্ গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বন্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥ (শ্রীভাগবতম্ ১০।১৪।৩২)

—অতএব মনুষ্যলোকে, তন্মধ্যেও অরণ্যে, এবং তন্মধ্যেও গোকুলে যে কোন জন্মলাভ মহদ্‌ভাগ্যসূচক! কারণ তাহাতে গোকুলবাসী যে কোন ব্যক্তির পদধূলিতে অভিষেক হইবার সম্ভাবনা আছে। গোকুল-বাসীরাই ধন্য, যেহেতু তাঁহারা মুকুন্দপরায়ণ, যাঁহাদের পদরজঃ অদ্যাপি শ্রুতিসকল অন্বেষণ করিতেছেন কিন্তু তথাপি প্রাপ্ত হন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং গোপিকাগীতকথনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

'হে গোকুলযুবরাজ! যদি তুমি মনে কর, ব্রজবাসিগণের দুঃখদুর্দ্দশা উপস্থিত হইলে আমি তাহা নাশ করিব এবং তোমরা—যখন ব্রজবাসী তখন তোমাদের দুঃখ আমি অবশ্যই নাশ করিব, কিন্তু তোমাদের দুঃখই বা কি?—তদুত্তরে আমরা বলি যে "ত্বৎস্পৃহাত্মনাম্ অস্মাকং"—আমাদের চিত্ত সর্ব্বদা তোমাকে পাইবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া আছে, তোমাকে না পাওয়াই আমাদের একমাত্র দুঃখ, এই দুঃখ যাহাতে নিবৃত্তি হয় তাহারই বিধান কর। হয়ত তুমি মনে করিতে পার যে অন্যান্য ব্রজাঙ্গনাও ত তোমাকে চায়, সুতরাং তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া আমাদিগের দুঃখ তুমি কেন নিবারণ করিবে? তাহারাও তো এই ব্রজভূমিতেই বাস করে—কিন্তু ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে আমরা তোমার স্বজন, একান্ত আপনার জন—সুতরাং আমাদের মর্ম্মপীড়াকর হৃদ্‌রোগ সকলের নিবারণ করা তোমার সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্বাগ্রেই উচিত। এই হৃদ্রোগের যাহাতে সম্যক্ উপশম হয় সেইরূপ অমোঘ ঔষধ কণামাত্র দান কর'। এই ঔষধের কোন নাম উল্লেখ না করিয়া ব্রজরমণীগণ কেবল বলিলেন—যাহা হৃদ্‌রোগের নিবর্ত্তক এবং যাহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই অবগত আছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় বলিয়াছেন—'তদেব কিং তত্রাহুঃ, স্বজনহৃদ্রুজাং যুষ্মজ্জনকুচরোগাণাং যন্নিষূদনমুপশমকমৌষধং করকমলমিত্যর্থঃ'। যাহা রোগোপশমক তাহা কিরূপ?—না স্বজন-হৃদ্‌রোগ সকলের অর্থাৎ তোমার প্রিয়জনগণের কুচরোগসমূহের যাহা নিষূদন, উপশমক ঔষধ অর্থাৎ করকমল—তাহাই আমাদের স্তনতটে অর্পণ কর।

ব্রজকাননবাসিনাং মুদে ভবতো ব্যক্তিরিতীয়তীং প্রথাম্।
ব্যভিচারবতীং স্ম মাকৃথাঃ প্রথয়াস্মন্মনসো রুজাং ক্ষয়ম্ ॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

ব্রজবাসী ও কাননবাসিগণের আনন্দের নিমিত্ত তোমার অবতার—এই খ্যাতির তুমি ব্যভিচার করিও না। আমরা ব্রজবাসী, আমাদের মনোব্যাধির ক্ষয়সাধন কর।

হে প্রিয় গো কান্ত! তব ব্রজেতে উদয়
কুশল নিখিল বিশ্বে সদা প্রকাশয়!
তোমার অমিয় লভে ব্রজবাসী জন সবে
দুঃখশোক তাহাদের কর তুমি দূর।
আমরা গো তব দাসী— হৃদয় বেয়াধি নাশি,
আর্ত্তিপ্রশমনে দাও নিদান মধুর।
তোমার স্পৃহায় জাত হৃদয় বেদনা—
শান্ত কর তুমি তারে দানিয়া সান্ত্বনা ॥ ১৮

অন্বয়ঃ ।— হে প্রিয় (হে প্রেমবিষয়!) তে (তব) যৎ সুজাতচরণাম্বুরুহং (সুজাতং পরমকোকলং চরণকমলং) ককুশেষু (কঠিনেষু) স্তনেষু (কুচেষু) ভীতাঃ (সম্মর্দনশঙ্কিতাঃ সত্যঃ বয়ং) শনৈঃ (শনৈঃশনৈঃ) দধীমহি (বিভৃমঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেন (চরণাম্বুরুহেণ) অটবীং (বনং) অটসি (নিশি বনে ভ্রমসি) তৎ (চরণাম্বুরুহং) কূর্পাদিভিঃ (তীক্ষ্ণসূক্ষ্ম-শিলাদিভিঃ) কিং স্বিৎ (কথং নু নাম) ন ব্যথতে (ন ব্যথামনুভবতি, ব্যথত এব ইতি) ভবদায়ুষাং (ভবানেব শ্রীকৃষ্ণ এব আয়ুঃ জীবনং যাসাং তাসাং) নঃ (অস্মাকং) ধীঃ (চিত্তং) ভ্রমতি (অনবস্থিতা ভবতি) ॥ ১৯

ইতি শ্রীধামশান্তিপুরপুরন্দর-প্রভুবরশ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধারমণ গোস্বামিকৃতে ত্রয়োদশ শ্লোকমারভ্য শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্যৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

মূলানুবাদ ।—হে প্রিয়! তোমার পরমকোমল পদকমল আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে আমরা ভীত হইয়া ধীরে ধীরে ধারণ করিতাম। তুমি সেই চরণে (এই রাত্রিতে) বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, উহা কি তীক্ষ্ণসূক্ষ্মশিলাদিতে ব্যথা পাইতেছে না? (এই ভাবিয়া) আমাদের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে। কারণ তুমিই যে আমাদের জীবন (অতএব বনভ্রমণে বিরত হইয়া আমাদের নিকট আবির্ভূত হও) ॥ ১৯

ইতি শ্রীধামশান্তিপুরপুরন্দর-প্রভুবরশ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধারমণগোস্বামিকৃতে ত্রয়োদশ শ্লোকমারভ্য শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদে দশমস্কন্ধস্যৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা ।—অতিপ্রেমধর্ষিতাঃ রুদত্য আহুঃ যদিতি। হে প্রিয় যত্তে তব সুকুমারং পদাজং কঠিনেষু কুচেষু সম্মর্দ্দনশঙ্কিতাঃ শনৈঃ শনৈর্দ্দধীমহি ধারয়েম বয়ম্। তেনাটবীমটসি গাচ্ছসি। নয়সীতি পাঠে পশূন্ বা কাঞ্চিদন্যাং বা আত্মানং বা নয়সি প্রাপয়সি। তত্তত্তৎপদাম্বুজং বা কূর্পাদিভিঃ সূক্ষ্মপাষাণাদিভিঃ কিং স্বিন্ন ব্যথতে কিন্তু ব্যথত ইতি ভবানেব আয়ুর্জীবনং যাসাং তাসাং নো ধীর্ভ্রমতি মুহ্যতীতি ॥ ১৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—নন্বু কান্তা হৃদ্রুজঃ কিংবা তন্নিসূদনমিত্যপেক্ষায়াং রুদত্য এবোদ্দিশন্তি যদিতি। অম্বুরুহরূপকেণ সিদ্ধেঽপি সুকোমলত্বে সুজাতেতি বিশেষণং ততোঽপি পরমকোমলত্ববিবক্ষয়া। শনৈরিত্যত্র হেতুঃ ভীতা ইতি। তত্র চ হেতুঃ কর্ক্কশেষ্বিতি। স্তনেষু দধীমহীত্যত্র হেতুঃ হে প্রিয়েতি। প্রিয়ত্বেন হৃত্তেব, তত্রাপি স্তনেষ্বেব ধারণস্য যোগ্যত্বাৎ। তেনাটবীমটসি অধুনা নিশি বনে ভ্রমসি ইত্যর্থঃ। স এব চরণস্যৈব ধারণে পুনঃ পুনস্তদুল্লেখে চ হেতুরুক্তঃ। অনিষ্টাশঙ্কয়া তত্রৈব বর্দ্ধিতস্নেহাতিশয়ত্বাৎ। পূর্ব্বং গোচারণায় তৃণময়প্রদেশ এব পরিভ্রমণাৎ প্রায়িকত্বেন শিলেত্যাদ্যুক্তম্। সম্প্রতি তু কর্ক্কশপ্রায়ত্বেন দৃশ্যমানে পুলিনোপরিতনযমুনাতটে ভ্রমণাৎ কূর্পাদিভীরিতি। যদ্যপি তদানীং শ্রীবৃন্দাদেব্যাদিপ্রযত্নেন শ্রীবৃন্দাবনস্য স্বভাবেন চ তেষামপি তত্র তত্রাশঙ্কা নাস্তি, তথাপ্যনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তীত্যাদিন্যায়েন শঙ্কা তাসাং সা জায়ত এব। ভ্রমতি মুহ্যতি। অত্র হেতুঃ ভবদায়ুষামিতি। ইত্থমেবোপক্রান্তং ত্বয়ি ধৃতাসব ইতি। মধ্যে চাভ্যস্তং চলসি যদ্ব্রজাদিতি। অতস্তৈর্যা ব্যথা সাস্মজ্জীবন এবোৎপদ্যতে। তদধুনা প্রাণান্ ধারয়িতুং কথঞ্চিদপি ন শক্নুম ইতি ভাবঃ। তদেবং তাদৃশশঙ্কা এব হৃদ্রুজঃ তন্নিসূদনঞ্চ স্বয়মেব পরমপ্রিয়তমাঙ্গে সলালনসুখনিরাসনমেব ইতি দ্রুতমেব সমাগচ্ছতি ভাবঃ। নয়সীতি পাঠে গচ্ছসীত্যেবার্থঃ। নয়পয়গতাবিতিধাতোঃ। তদেবং তাসাং সর্ব্বস্যাপি ভাবস্য প্রেমৈকময়ত্বে স্থিতে শ্রীভগবতোঽপ্যেবমেব স্তেয়ম্। হন্তেমা ময়ি প্রেমৈকমর্য্য ইত্যাদিভ্যঃ পরম-সুখময়াত্মদানমেব সমঞ্জসম্। তচ্চ যোগ্যত্বাদেবমেবমিত্যালোচ্য তাদৃশপ্রেমবিলাসময়তত্তদিচ্ছা জায়ত ইতি। এবমন্যদপি উহ্যং সহৃদয়ৈস্তদেকরসিকৈরিতি ॥ ১৯

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পন্যামেকত্রিংশঃ ॥ ৩১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতরা হইয়া সকলে একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাদের অভিলষিত শ্রীকৃষ্ণদর্শন এবং আপনাপন অভিলষিত অন্যান্য বিষয় ইতঃপূর্ব্বে বহুবার প্রার্থনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে সেই প্রার্থনাগীতের উপসংহারে পরম প্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণ মনে করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই এই গভীর নিশীথকালে বনে বনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু বনস্থলীতে অতি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ শিলাকণাদি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, অতএব বনভ্রমণকালে পদসঞ্চারে তাঁহাদের প্রাণারাম প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের সুকোমল চরণযুগলে ব্যথা লাগিবে—এই সম্ভাবনায় আপন আপন প্রার্থনার বিষয় পরিত্যাগ করিয়া পরম প্রেমভরে ব্রজবনিতাগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখ প্রার্থনাপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—'হে নাথ! বন ভ্রমণে তোমার ঐ চরণ যুগলে কতই না ক্লেশ হইতেছে। কারণ আমরা তোমার যে সুকোমল চরণপদ্ম আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে ধারণ করিতেও তোমার চরণকমলের ব্যথা সম্ভাবনায় ভীত হইতাম, সেই চরণ সুজাত অর্থাৎ পরম কোমল, আবার উহা কমল সদৃশ স্বতঃই অত্যন্ত কোমল।' কমলের সহিত চরণের উপমা দেওয়াতেই চরণের অতিকোমলত্ব সূচিত হইতেছে। তারপর আবার সুজাত শব্দের প্রয়োগের তাৎপর্য্য হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পেলব কমল অপেক্ষাও পরমকোমল। সেই কারণেই ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেই পেলব চরণ ব্যথা সম্ভাবনায় পূর্ব্বে তাঁহাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে ধারণ করিতে শঙ্কিত হইতেন। কারণ তাঁহাদের স্তনমণ্ডল কর্কশ কঠিন, উহার সংঘর্ষে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা ছিল এবং তাহাতে তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের ক্লেশ হইতে পারে ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা ও সঙ্কোচের কারণ। এক্ষণে কথা হইতেছে যে কঠিন স্তনমণ্ডলের সংঘর্ষে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কাই যদি ব্রজসুন্দরীগণের মনে থাকে, তাহা হইলে ঐ চরণ ব্রজসুন্দরীগণ কেনই বা বক্ষে ধারণ করেন্? এই শ্লোকে 'প্রিয়' এই সম্বোধন পদ আছে, তাহাতে ইহাই মীমাংসিত হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের প্রিয়তম প্রাণবল্লভ, তিনি যাহাতে সুখানুভব করেন তাহাই ব্রজসুন্দরীগণের কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজসুন্দরীগণের কঠিন স্তনমণ্ডলে চরণ স্থাপনে তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন্—তাহাতেই তাঁহাদের ঐরূপ ব্যথাশঙ্কাসত্ত্বেও তাঁহারা ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণসুখই ব্রজসুন্দরীগণের একমাত্র কাম্য। কঠিনস্তমণ্ডলে চরণ স্থাপনে শ্রীকৃষ্ণের সুখোদয় হয়—ইহা তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিজ নিজ স্তনের কঠিনত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণচরণের কোমলত্ব অনুভব করিয়া ব্যথার আশঙ্কাতে তাঁহারা ব্যাকুল হন, তাহাতেই তাঁহারা সে চরণ ধীরে ধীরে নিজ স্তনমণ্ডলে স্থাপন করেন। সুকোমল চরণদ্বয়কে কঠিন স্তনমণ্ডলের সংস্রবে আনিয়া ব্যথা দিতে তাঁহাদের নিজেদের ইচ্ছা নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান উদ্দেশ্যে স্তনমণ্ডলে সেই চরণ স্থাপনের একান্ত ইচ্ছা হইলেও আবার চরণপীড়ার আশঙ্কায় তাঁহাদের স্তনতটে চরণ স্থাপনের বলবতী অনিচ্ছা হয়। এই ইচ্ছা ও অনিচ্ছার দ্বন্দ্ববশতঃই যেন চরণকমলকে তাঁহারা ধীরে ধীরে স্তনমণ্ডলে স্থাপন করাইতেন, উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ যেন কোনরূপ ব্যথা না পান।

সেই সুকোমল চরণে রাত্রিকালে শ্রীগোবিন্দ আজ বনভূমিতে ভ্রমণ করিতেছেন। সেই বনে সর্ব্বত্র কণ্টক এবং কণ্টকসদৃশ সূক্ষ্ম প্রস্তরকণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যাহারা সর্ব্বদা বনভ্রমণে অভ্যস্ত তাহাদের চরণও উহাতে বিদ্ধ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণের স্তনমণ্ডল কঠিন হইলেও মসৃণ, তাহাতে কণ্টকের ন্যায় তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম বেদনাদায়ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা চরণে বিদ্ধ হইয়া ব্যথা দিবে। তথাপি কঠিন স্তনের সংঘর্ষে কোমল শ্রীকৃষ্ণচরণে আঘাত লাগিবে বলিয়া ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের স্তনমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের কোমল চরণ ধারণ করিতে ভীত হইতেন। তাই ব্রজসুন্দরীগণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ কোমল চরণে কণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম প্রস্তরখণ্ডময় বনপ্রদেশে বিশেষতঃ রাত্রিকালে ভ্রমণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার কতই না কষ্ট হইতেছে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের যে কি প্রকার মানসিক অবস্থা হইয়াছিল তাহা কেবল তাঁহারাই জানেন। তাহাতেই তাঁহারা বলিতেছেন যে এই কথা ভাবিয়া আমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের চরণে পাষাণখণ্ডাদির আঘাতবেদনা যেন তাঁহারা তাহাদের প্রাণের মর্ম্মস্থলেই অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তীব্র বেদনায় যেন তাঁহারা প্রাণধারণে অসমর্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন—হে দয়িত! তুমিই আমাদের জীবনের জীবন—তোমার চরণ ব্যথা ভাবিয়া আমরা মর্ম্মান্তিক হৃদয় ব্যথা অনুভব করিতেছি। হে নাথ! গোচারণকালে তুমি দিবাভাগে বনে বনে ভ্রমণ কর, তাহাতে শিলাখণ্ডকণা ও কণ্টকাদি দ্বারা তোমার চরণকমল যে ব্যথা প্রাপ্ত হয়, তাহা তোমার হয়তো সহনীয়, কেননা যাঁহারা দয়ালু কৃপাগুণনিধি তাঁহারা নিজের দুঃখ অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া পরের উপকারের জন্য নিজে সানন্দে কষ্ট বরণ করেন, সেই কষ্ট তাঁহাদের কষ্ট বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আজ তোমার এ কি প্রকার আচরণ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না! আমাদিগকে তুমি স্বয়ং বংশীরবে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ এবং আমরাও সদৈন্যে তোমার নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা জানাইয়াছি, তথাপি তুমি যে তোমার দর্শনসুখ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া তোমার বনভ্রমণ-জনিত চরণদুঃখের কথা ভাবিতে দিয়া আমাদিগকে দুঃখ দিতেছ, ইহাতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং তোমার মনোগত ভাবও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ নীতিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন—

তে বৈ মানুষরাক্ষসাঃ পরসুখং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে।
যে নিঘ্নতি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে॥ (বিজ্ঞৈরুক্তোঽয়ং শ্লোকঃ)

—যাহারা নিজের স্বার্থের জন্য পরের সুখ নষ্ট করে তাহারা নিশ্চিত মানুষমধ্যে রাক্ষস, আর যাহারা নিরর্থক পরহিতকে নষ্ট করে তাহারা কে তাহা আমরা জানি না। অতএব তোমার ভাব আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের চরণব্যথায় ব্যথিত হইয়া ব্রজরমণীগণ বলিয়াছেন –

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত! গচ্ছতি॥ (শ্রীভাগবতম্ ১০।৩১।১১)

'হে নাথ! তুমি যখন গবাদি পশুদিগকে চরাইবার জন্য ব্রজ হইতে চলিয়া যাও (বহু পশু চারণের জন্য পথ ছাড়িয়া এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ কর) তখন প্রস্তরখণ্ড, কঠিন তৃণ ও অঙ্কুরসমূহে কমল হইতেও পরমসুকোমল তোমার চরণদ্বয় ব্যথা পাইতেছে ভাবিয়া আমাদের চিত্ত অত্যধিক কাতরতা প্রাপ্ত হয়।'

আবার এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণচরণে ব্যথার আশঙ্কায় ব্রজসুন্দরীগণ ব্যাকুল হইয়া পুনরায় "যত্তে সুজাত" প্রভৃতি শ্লোকে সেই ব্যথার কথাই বলিতেছেন। প্রেমের উদ্রেক বশতঃ এইরূপ পুনরুক্তি হইলেও ইহাতে দোষ হয় নাই! আর বিশেষতঃ পূর্ব্বশ্লোকে (১০।৩১।১১) দিবসে বনভ্রমণের কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু এই শ্লোকে রাত্রিভ্রমণের কথা বলা হইতেছে। সুতরাং ইহাতে দ্বিরুক্তি দোষ হয় নাই। দিবাকালে সাবধানে ভ্রমণ করিলে পাষাণখণ্ড ও কণ্টকাদি হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাওয়া যায়, বিশেষতঃ গোচারণের নিমিত্ত তৃণময় বনপ্রদেশেই ভ্রমণ করিতে হয়, কিন্তু এখন রাত্রিকাল, এই রাত্রিকালে যমুনাতটের পাষাণখণ্ড ও তৃণাঙ্কুরাদি দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাতে নিশ্চয়ই চরণে ব্যথা লাগিতেছে ভাবিয়াই ব্রজাঙ্গনাগণের এইরূপ কাতরোক্তি।

শ্রীবৃন্দাদেবীর অত্যন্ত যত্নে ও শ্রীবৃন্দাবনের স্বভাবসিদ্ধ গুণে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনের যমুনা-পুলিনাদি স্থানে প্রস্তরখণ্ডাদি থাকিতে পারেন না সত্য, কিন্তু তবুও কেন ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণেরচরণ ব্যথা সম্ভাবনা করিতেছেন—এইরূপ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তদুত্তরে বলা যায়—

"অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি"

—বন্ধুগণের হৃদয় সর্ব্বদাই অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া থাকে—এই ন্যায় অনুসারে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সেই প্রকার আশঙ্কা হইয়াছিল—এস্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন কোন টীকাকার বলিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরা ব্রজাঙ্গনাগণ যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইয়া "জয়তি তেঽধিকং" প্রভৃতি শ্লোকানুরূপ বৃত্তান্তসকল কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রিংশদধ্যায়ের শেষ শ্লোকের সহিত অর্থগত সামঞ্জস্য বিবেচনায় বলিতে হয় যে উহা গীতচ্ছলেই উচ্চারিত হইয়াছিল। শ্রীশুকদেব ত্রিংশ অধ্যায়ের শেষে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

—কৃষ্ণভাবনায় ভাবিতা ব্রজাঙ্গনাগণ পুনরায় যমুনাপুলিনে আগমন করিয়া সকলে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন আকাঙ্ক্ষায় শ্রীকৃষ্ণগুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন।

অতএব "জয়তি" ইত্যাদি পদ্যে তাঁহারা যে সমবেতকণ্ঠে রাগতাল-লয়যুক্ত কৃষ্ণগুণগানই করিয়াছিলেন তাহাই বোঝা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকৃত বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভে বর্ণিত আছে—

সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণমিতি পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে জগুরিতি ক্রিয়য়া জয়তীতি পদ্যৈর্গানমেব তাসাং ন তু তত্তদ্দিতং কবিনা পদ্যৈর্নিবদ্ধং তেন রাগতালস্বরসহিতমেব গানমিদম্॥ (শ্রীজীবকৃত-বৃহৎক্রমসন্দর্ভঃ)

পূর্ব্বাধ্যায়ের (৩০ অধ্যায়ের) অন্তে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ মিলিত হইয়া কৃষ্ণগুণগান করিয়াছিলেন। সেই শ্লোকে 'গান করিয়াছিলেন' এই ক্রিয়াপদে এবং বর্ত্তমান "জয়তি" ইত্যাদি পদ্যে ব্রজসুন্দরীগণের গানই বুঝিতে হইবে, কিন্তু সেই সেই গোপীগণের কথা যে অন্য কবি কর্ত্তৃক পদ্যাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে না। আর এই গান রীতিমত রাগতালস্বরলয়যুক্ত।

"যত্তে সুজাত" এই শ্লোকটী ব্রজাঙ্গনাগণমধ্যে প্রথম যাঁহারা গান আরম্ভ করেন তাঁহাদের উপসংহারবাক্য —ইহাও শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বৃহৎক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

"অথ প্রথমবক্ত্র এবোপসংহরন্তি যত্তে ইতি॥"

"যত্তে সুজাত" এই শ্লোকটী যূথেশ্বরী শ্রীরাধিকার উক্তি। এখানে যে "আমাদের" এই বহুবচন প্রয়োগ আছে তাহা নিজ সখীবর্গাভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে অথবা নিজ হৃদয়ের ভাবানুসারে সকলকেই নিজ যূথের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিকৃত বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী টীকায় এই সিদ্ধান্তই করা হইয়াছে।

শ্রীব্রজরাজনন্দনের সুকোমল চরণকমলে ব্যথা লাগিবে বলিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ নিজেদের কঠিন স্তনমণ্ডলে সে চরণ ধারণ করিতে ভীত হইতেন। ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি যে কামগন্ধশূন্য ইহাও তাঁহাদের সেই ভয়প্রবণ হৃদয়ভাবে পরিস্ফুট হইতেছে। ব্রজসুন্দরীগণ তরুণী, শ্রীকৃষ্ণও তরুণ নাগররাজ, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগও অত্যধিক; ব্রজসুন্দরীগণের অন্তরে যদি দুর্দ্দম কাম বা স্বসুখ বাসনা বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে দুর্দ্দম কামের উন্মাদনায় তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দের চরণযুগল বক্ষে স্থাপন করিতে শঙ্কিত হইতেন না। তাঁহাদের স্তনমণ্ডল যতই কঠিন হউক, আর শ্রীকৃষ্ণের চরণ যতই সুকোমল হউক না কেন, স্তনমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণচরণ ধারণ করিতে ব্রজসুন্দরীগণ কখনই ভীত হইতেন না, কারণ নিজেদের স্তনমণ্ডলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের চরণসম্মর্দ্দনজনিত সুখস্পৃহায় প্রিয়তম চরণের ব্যথার কথা তাঁহারা ভুলিয়াই যাইতেন। কিন্তু প্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণ নিজ কামসুখের জন্য লালায়িত নহেন—তাই শ্রীকৃষ্ণের চরণে যে ব্যথা লাগিবে—কেবল সেই চিন্তাই তাঁহাদের চিত্তপটে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। কামগন্ধের স্পর্শ থাকিলে সে চিন্তা কখনই তাঁহাদের মনে স্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইত না। যদি কেহ প্রশ্ন করেন, তবে কেন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণ তাঁহাদের স্তনতটে স্থাপন করিতেন? তদুত্তরে বলা যায় যে উহাতে তাঁহাদের প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণ বেদনালাভের পরিবর্ত্তে সুখানুভবই করিতেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসুখৈকহৃদয়া ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাদের কুচতটে যে শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল স্থাপন করিতেন তাহাতে তাঁহাদের নিজসুখের বাসনা ছিল না পরন্তু শ্রীকৃষ্ণসুখের বাসনাই তাঁহাদিগকে ঐরূপ কার্য্যে প্রযোজিত করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন এই কারণেই নিজ নিজ কঠিন স্তনতটে শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল তাঁহারা ধারণ করিতেন, তবে সেই চরণের ব্যথা সম্ভাবনায় তাঁহারা উহা ধীরে ধীরে ভীতচিত্তে ধারণ করিতেন।

ইহাকেই কামগন্ধহীন প্রেম বলিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন —

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য প্রেম হয় মহাবল॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ। কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র প্রেমের সম্বন্ধ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থেও বর্ত্তমান শ্লোকের অনুরূপ বিবৃতি দৃষ্ট হয়—

তব যচ্চরণাম্বুজং বিভো কঠিনেষু স্তনমণ্ডলেষু যৎ। সভয়ং বিভৃমো বনেঽমুনা বিচরন্নো দুনুষে তৃণাঙ্কুরৈঃ॥

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

হে বিভো! তোমার যে চরণাম্বুজ আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে (চরণে ব্যথা লাগিবে বলিয়া) সভয়ে ধারণ করি, আহা! সেই চরণক্ষেপে তুমি বনে বিচরণ করিতেছ! তৃণাঙ্কুরস্পর্শে ঐ চরণে কতই না ব্যথা লাগিতেছে এবং তজ্জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখানুভব করিতেছি।

যেন শুভ-পরিমল নব শতদল
চরণযুগল তব অতি সুকোমল।
ধরিতাম শঙ্কাভরে কঠিন কুচের পরে
অতিধীরে ও-শ্রীপদ, পাছে ব্যথা বাজে।
'কিন্তু বনে চলি' হায় কতই না ব্যথা পায়
সে পদ কণ্টক-ঘন-কঙ্করের মাঝে॥
মোদের হে প্রাণকান্ত! সে দুঃখ ভাবিয়া
হৃদয় চঞ্চল হয় বুদ্ধি ব্যাকুলিয়া॥ ১৯

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুরপুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-নদীয়া চণ্ডীপুর-বাস্তব্য-শ্রীরাধারমণ-গোস্বামি-কৃতায়াং ত্রয়োদশশ্লোকমারভ্য শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং দশমকন্ধস্যৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমঃ স্কন্ধঃ

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—রাজন্! (হে নৃপ!) কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ (কৃষ্ণস্য সর্ব্বচিত্তাকর্ষকস্য দর্শনে লালসা যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ (কৃষ্ণবিরহিণ্যঃ ব্রজসুন্দর্য্যঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) প্রগায়ন্ত্যঃ (প্রকৃষ্টরূপং গীতং কুর্ব্বন্ত্যঃ) প্রলপন্ত্যশ্চ (বিরহব্যাকুলত্বাৎ অনর্থকান্যপি বচাংসি কথয়ন্ত্যশ্চ সত্যঃ) চিত্রধা (অনেকধা বহুপ্রকারেণ) সুস্বরং (করুণদীর্ঘস্বরেণ অর্থাৎ সুস্বরং যথা ভবতি তথা উচ্চৈঃ) রুরুদুঃ (রোদনং চক্রুঃ) ॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! এইরূপে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনলালসায় প্রকৃষ্টরূপে গান ও নানাপ্রকার প্রলাপ সহকারে সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১

শ্রীধরটীকা।—দ্বাত্রিংশে বিরহালাপবিক্লিন্নহৃদয়ো হরিঃ। তত্রাবির্ভূয় গোপীস্তাঃ সান্ত্বয়ামাস মানয়ন্। স্বপ্রেমামৃতকল্লোলবিহ্বলীকৃতচেতসঃ। সদয়ং নন্দয়ন্ গোপীরুদ্ভূতো নন্দনন্দনঃ ॥ ০ ॥ ইতি গোপ্য ইতি। ইত্যেবং প্রভৃতি চিত্রধা অনেকধা সুস্বরম্ উচ্চৈঃ কৃষ্ণদর্শনে লালসা অতিস্পৃহা যাসাং তাঃ ॥ ১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ইতিশব্দঃ প্রকারবচনস্তস্মাদেবংপ্রভৃতীত্যেবার্থঃ। প্রকর্ষেণ প্রেমোদ্রেকাদুচ্চৈর্গায়ন্ত্যঃ কদাচিৎ প্রকর্ষেণ লপন্ত্যশ্চ। কিংবা বিরহব্যাকুলতয়া কিঞ্চিদনর্থকং জল্পন্ত্যঃ চিত্রধেত্যস্য পূর্ব্বেণ পরেণাপ্যন্বয়ঃ। সুস্বরং করুণদীর্ঘস্বরেণেত্যর্থঃ। হে রাজন্নিতি তদ্দর্শনে লালসয়া তদ্যুক্তমেবেত্যাত্তিসম্বোধনম্ ॥ ১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বাধ্যায়ে গোপীগীত প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরা পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের অত্যন্ত বিরহার্ত্তি শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ দুঃখাভিভূত ও তন্ময় হইয়া আছেন। তাঁহাকে লীলাশ্রবনোন্মুখ করিবার জন্যই বর্ত্তমান শ্লোকে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব রাজন্ বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

দশমস্কন্ধ একত্রিংশদধ্যায়ে বর্ণিত গোপীগীতচ্ছলে ব্রজসুন্দরীগণ পরমদৈন্যভরে ও পরমাসক্তিভরে শ্রীরাধাদেবীর গীতই গান ও সংলাপ করিয়াছিলেন—"ইতি এতৎ পূর্ব্বোক্তং শ্রীরাধাগীতমেব সর্ব্বাঃ প্রকর্ষেণ তদ্বিদ্ধচিত্ততয়া পরমাসক্ত্যা গায়ন্ত্যঃ প্রকর্ষেণ লপন্ত্যশ্চ।" (বৈষ্ণবতোষণী।)

"ন হি সাধনসম্পত্ত্যা হরিস্তুষ্যতি কর্হ্যচিৎ। ভক্তানাং দৈন্যমেবৈকং হরিতোষণসাধনম্॥" (শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্যকৃত সুবোধিনী টীকা) সাধনসম্পত্তি দ্বারা শ্রীহরি কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট হন না, একমাত্র ভক্তগণের দৈন্যই হরিতোষণের সাধন। শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহার দর্শন পান নাই। অতঃপর তাঁহারা লীলাস্থলে আগমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণগুণগান করিতে লাগিলেন। কারণ যেখানে তাঁহার লীলাগীতি কীর্ত্তিত হয় সেখানে তিনি বিদ্যমান হন—যেহেতু তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"—'আমার ভক্তগণ যেস্থানে আমার গান করে সেইখানেই আমার স্থিতি'। কিন্তু এই গানের পরও যখন ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ পাইলেন না তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনলালসায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহাদের দৈন্যই প্রকাশ পাইতেছে। "যমেবৈষ বৃণুতে, তেন লভ্যঃ", যাহাকে তিনি বরণ করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ কৃপা করেন সেই তাঁহাকে লাভ করে। সুতরাং একমাত্র শ্রীভগবানের কৃপাই ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও যদি তাঁহার কৃপার উদ্রেক না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এই কৃপাপ্রাপ্তির উপায় হইতেছে, তাঁহার প্রতি একান্তভাবে উন্মুখ হওয়া! কিন্তু সকলের ভাগ্যে সে উন্মুখতা লাভ হয় না; সকলেই মনে করেন—মরণকালে যেন শ্রীগোবিন্দের নাম উচ্চারণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাও সকলের ভাগ্যে হয় না; ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলেন "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" শ্রীভগবানের নাম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নয়, কিন্তু যে জিহ্বা নামের সেবায় নাম করিতে উন্মুখ সেই জিহ্বাতেই নামস্ফূর্ত্তি হয়। অতএব যে ব্যক্তি নাম লইতে উন্মুখ হইয়াছেন তাঁহার প্রতিই নামের কৃপা হয়। এই প্রকার সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সেবায় যিনি উন্মুখ, তাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা প্রকাশিত হয়। অবশ্য সকল জীবের প্রতিই শ্রীভগবানের নিত্য কৃপা আছে। কিন্তু সেই ভগদুন্মুখতা ব্যতীত কৃপালাভ সম্ভব নয়। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চা প্যহম্॥ আমি সমস্ত প্রাণীতে সমান, আমার কেহ দ্বেষের পাত্র নাই বা কেহ প্রিয়ও নহে। কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিভরে ভজন করে তাহারা আমাতে এবং আমি তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যমান থাকি।

ইহাতে শ্রীভগবানের ভক্তপক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে—ইহা কেহ মনে করিতে পারেন, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবানের কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। সকল জীবের প্রতি নিত্যকৃপাময় শ্রীভগবানের কৃপা আছে সত্য, কিন্তু কেবল উন্মুখ ব্যক্তিই তাঁহার কৃপালাভ করিয়া থাকেন। সেই উন্মুখভাব আবার চরম সীমায় উন্নীত হইলেই কৃপাময়ের প্রকৃষ্ট কৃপালাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা হইয়া প্রথমতঃ বনে বনে প্রাণগোবিন্দের অনুসন্ধান করিলেন, তারপর সকলে একত্রিত হইয়া তাঁহার দর্শনলালসায় তদুদ্দেশ্যে গান করিলেন, তদনন্তর যখন অত্যন্ত কাতর হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—তখনই কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন। ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণদর্শনলালসা যখন অত্যধিক বর্দ্ধিত হইল—এবং যখন অবিরল ধারায় বিগলিত নয়নাশ্রু বহিতে লাগিল, তখনই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ পরমভক্তির অধিষ্ঠাত্রী ব্রজসুন্দরীগণকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিলেন। শ্রীগোবিন্দের বৃন্দাবনলীলার বহু স্থানে আমরা এই কৃপার পরিচয় পাই। ননীচুরির অপরাধে যখন ব্রজেশ্বরী যশোদা তাঁহার দুলাল গোপালকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইয়া, তাঁহার গৃহের যত রজ্জু ছিল তদ্দ্বারা গোপালের মুষ্টিমেয় নিম্নোদর বন্ধন করা গেল না, তখন জননীর শ্রমখেদ দর্শনে তাঁহার কৃপা হইল এবং অবশেষে গোপাল বন্ধন স্বীকার করিলেন—'দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥' (শ্রীমদ্ভাগবতম্) মা যশোদা গোপালকে বন্ধন করিতে গিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্তা ও ক্লান্তা হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া বন্ধন স্বীকার করিলেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

স্থিতেঽপি প্রেমণি তদ্বৈয়গ্র্যতজ্জাতকৃপাবিশেষাভ্যাং দ্বাভ্যামূনত্বেন তদ্বশীকরণং ন স্যাৎ॥

—প্রেম থাকিলেও তাহার ব্যগ্রতা এবং তজ্জাতকৃপাবিশেষ—এই দুইয়ের ন্যূনতাহেতু তিনি বশীভূত হন না।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের অবস্থা পর্য্যালোচনায় জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতরা হইয়া তাঁহারা যখন পরম ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন তখনই শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া দর্শন দিলেন। সাধন জগতেও ইহা হইতে এই উপদেশ পাই যে—সাধক ভক্তিভরে সাধনানুষ্ঠান করিলেও শ্রীভগবানের একান্ত শরণাপন্ন হইয়া দৈন্যভাবে তাঁহার নাম কীর্ত্তনাদি করিলেই তাঁহার কৃপালাভ হইতে পারে॥ ১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—তাসাং (রুদতীনাং গোপীনাং মধ্যে) স্ময়মানমুখাম্বুজঃ (স্ময়মানং তাসাং আনন্দার্থমেব প্রফুল্লীকৃতমুখাম্বুজমেব হৃদম্বুজন্তু সন্তপ্তমেব যস্য সঃ) পীতাম্বরধরঃ (পীতবসনং স্কন্ধাভ্যাং পুরোলম্বিতীকৃত্য হস্তাভ্যাং ধরতীতি তথা সঃ অপরাধং ক্ষমাপয়িতুমিতি ভাবঃ) স্রগ্বী (অম্লানবনমালঃ) সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ (নানাবাসুদেবাদিচতুর্ব্যূহেষু যে সাক্ষান্মন্মথাঃ স্বয়ং কামদেবাঃ নতু তদীয়শক্ত্যংশাবেশিপ্রাকৃতমন্মথবদসাক্ষাদ্রূপাঃ তেষামপি মন্মথঃ মন্মথত্বপ্রকাশকঃ) শৌরিঃ (শূরবংশে নিজগুণরূপাদ্যশেষ ভগবত্তাপ্রকটনার্থং অবতীর্ণো ভগবান্) আবিরভূৎ (আবির্বভূব)॥ ২

মূলানুবাদ।—সেই রোদনপরায়ণা গোপীগণের মধ্যে সহাস্যমুখপঙ্কজ পীতবসনধর বনমালাবিভূষিত সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ শূরবংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন॥ ২॥

শ্রীধরটীকা।—সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ জগন্মোহনস্যাপি কামস্য মনস্যুৎপাদকঃ কামঃ সাক্ষাত্তস্যাপি মোহক ইত্যর্থঃ॥ ২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তাসাং তথা রুদতীনামধুনা মদ্দুঃখসম্ভাবনয়া দৈন্যবিশেষাণাং রোদনাৎ প্রাণা গতপ্রায়া ইতি তেন বিতর্ক্যমানানামিত্যর্থঃ। এবমাত্মানপেক্ষয়া তদেকাপেক্ষয়ৈব দৈন্যবিশেষেণ তৎপ্রাপ্তিরিতি দর্শিতম্। শৌরিঃ শূরবংশাবির্ভূতত্বেন প্রসিদ্ধোঽপি তাসামেবাবিরভূৎ সর্ব্বতোঽপ্যপূর্ব্বাদাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ। তথা চ বক্ষ্যতে ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধদিতি। তত্রাতিশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুত ইতি। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং। দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমিত্যাদৌ চ তথৈব শ্রীগোপীষু বিশেষোক্তিঃ। এতাঃ পরমিত্যাদৌ বাঞ্ছতি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চেতি শ্রীমদুদ্ধবসিদ্ধান্তানুসারেণ সর্ব্বাধিকপ্রেমবতীষু তাসু যুক্তমেব চ তাদৃশত্বং। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুরিত্যাদিন্যায়েন তথৈব দর্শয়তি সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইতি। নানাবাসুদেবাদিচতুর্ব্যূহেষু যে সাক্ষান্মন্মথাঃ স্বয়ং কামদেবাঃ নতু তদীয়শক্ত্যংশাবেশি-প্রাকৃতমন্মথবদসাক্ষাদ্রূপাঃ তেষামপি মন্মথঃ মন্মথত্বপ্রকাশকঃ চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদিবৎ। যেষাং রূপগুণবিশেষাণামং-শেন তৎপ্রকাশকোঽসৌ তানখিলান্ এব প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ। অতএবাস্য মহামন্মথত্বেনৈকাক্ষরাদিমন্ত্রা ধ্যানানি চ সন্তি। কিন্তু তস্মিন্ ধ্যানেঽস্যাকারত্বং মন্মথত্বব্যঞ্জনার্থমেব স্ত্রেয়ং মন্মথপদস্য যৌগিকরূঢ্যা তেষামপি ক্ষোভ-কাদিরূপঃ সন্নিতি ধ্বনিতং। এবং তাদৃশরূপস্যাদিরসে পরমালম্বনতা ভক্ত্যন্তরাগম্যতা চ দর্শিতা। তদেবং স্বরূপাবির্ভাবস্যাপূর্ব্বতামুক্ত্বা বিলাসবেশয়োরপ্যাহ স্ময়েত্যাদি বিশেষণত্রয়েণ। তত্র স্ময়মানেতি বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ তাৎকালিকত্ববিবক্ষয়া সহজস্মিতাদ্বৈলক্ষণ্যপ্রতীতেঃ তথা পীতাম্বর ইত্যনেনৈব বিবক্ষিতে সিদ্ধে ধারণপ্রয়োগোঽতিরিক্ত এবেতি তেন তদানীমন্যবিশিষ্টধারণবোধনাৎ। তথা স্রগ্বীত্যত্রাপি প্রশংসায়াং মত্বর্থীয়বিধানাৎ। কিঞ্চ স্মিতেনা-ত্মনঃ সুপ্রসন্নত্বং ত্যাগস্য চ পরিহাসময়ত্বং পীতাম্বরধারণেন মূর্দ্ধপর্য্যন্তাবৃততয়া স্বস্য তাসাং পরিত্যাগতঃ সঙ্কুচিত-চিত্তত্বং। স্রগ্বিত্বেন কেবলতৎসঙ্গিতয়া তা বিনা স্বস্য সঙ্গান্তরারোচকত্বঞ্চ স্থাপিতং অথচ শ্রোতৃহৃদয়ে তৎপ্রবেশায় তাৎকালিকশোভাবর্ণনমিদমিতি॥ ২॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্দ্ধান করিলে তাঁহার বিরহকাতরা রোদনপরায়ণা ব্রজসুন্দরীগণের অবস্থা বড়ই নিদারুণ হইল। অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন, তাঁহার দুর্ব্বিষহ বিরহে ব্রজসুন্দরীগণ প্রায় গ প্রাণা হইয়াছেন, তখন তিনি কৃপাভরে হাস্যমুখে তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন—ইহাই বর্ণনা করিয়া পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ! স্মিতমানমুখাম্বুজ শ্রীকৃষ্ণের বদনমণ্ডল স্বতঃই অম্বুজ বা কমলের ন্যায় সুন্দর ও স্নিগ্ধ, অতএব উহা দর্শনমাত্রেই গোপীগণের সর্ব্বসন্তাপ নিবৃত্তি হইল, তাহার উপর আবার তাঁহার মন্দহাসিতে ব্রজসুন্দরীগণের বিরহদুঃখ দূরীভূত ও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাসিতে ইহাও প্রকাশ পাইল যে, তিনি ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি প্রসন্নই রহিয়াছেন—তবে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধানচ্ছলে তিনি কেবল পরিহাসই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সেই হাস্যচ্ছটা যেন বলিয়া দিতেছে, 'হে ব্রজসুন্দরীগণ! আমি (শ্রীকৃষ্ণ) তোমাদের প্রতি প্রসন্নই আছি, তবে তোমাদিগকে যে কিছুকাল ত্যাগ করিয়াছিলাম তাহাতে পরিহাসই প্রকাশ পাইতেছে। হে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীবৃন্দে! আমি কি তোমাদিগকে কখনও ত্যাগ করিতে পারি?'

পীতাম্বর বলিলেই বহুব্রীহিসমাসে পীতবসনধারী শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। কিন্তু এখানে "পীতাম্বরধর" এই ধরপদ অধিকন্তু যুক্ত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারগণ ভিন্ন ভিন্নরূপে 'পীতাম্বরধর' শব্দের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন—

ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণমুরলীরবের আকর্ষণে বিমোহিত হইয়া কুল, শীল, ধৈর্য্য ধর্ম্ম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন, এই অপরাধে তিনি যেন ক্ষমা প্রার্থনার জন্য স্কন্ধের উপরিভাগে পীতবসনের অগ্রভাগ লম্বিত করিয়া বদ্ধ হস্তে ধারণ করিয়াছেন—তাই তিনি পীতাম্বরধারী। অথবা শীঘ্র আবির্ভূত হইয়া দ্রুতপদে আগমন কালে কি জানি পরিপাট্যময় সুন্দর পীতবাস ভূমিতে পতিত হইয়া ধূলিধূসরিত হয়—এই মনে করিয়া হস্তে পীতবসন ধারণ করিয়াছেন। অথবা বিরহাক্তিময়ী গোপরমণীগণের গলদশ্রুধারা যত্নভরে মুছাইয়া দিবার জন্য পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ যেন নিজহস্তে তাঁহার পীতবসন ধারণ করিয়াছিলেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনের একদেশ ভূমি লুণ্ঠিত ছিল, তাহাই সম্বরণ করিবার নিমিত্ত উহা তিনি স্বহস্তে ধারণ করিয়াছেন। অথবা হাস্য গোপন করিবার জন্য পীতবসন হস্তে ধারণ করিয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অথবা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন "অয়ি ব্রজসুন্দরীগণ! তোমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম—ইহা আমার কখনই উচিত হয় নাই। কিন্তু এই লজ্জা নিবারণের উপায় কি?"—এই বিবেচনায় তিনি পীতবসনে আপনাকে অনেকাংশে আবৃত করিয়াছেন। অথব ব্রজরমণীগণ তাঁহার বিরহে যেমন দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের ন্যায় দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহাই বুঝাইবার জন্য পীতবসনে শ্রীকৃষ্ণ বদন আচ্ছাদন করিয়া আবির্ভূত হইলেন। অথবা বুঝি রাসরসবিহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইহাই মনোগত অভিপ্রায়—'হে গোপীগণ! তোমরা কাঞ্চনবর্ণা - পীতাম্বরও কাঞ্চনবর্ণ, তোমাদের সহিত সমবর্ণ হেতু আমি আমার পীতবসন গলদেশে ধারণ করি, কারণ তোমাদের বর্ণেই আমার শোভা। আমার অন্তর যেমন তোমাদের অনুরাগে ব্যাপ্ত, তদ্রূপ আমার বহিরঙ্গও তোমাদের অনুরাগে রঞ্জিত।' অথবা শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন পীতাম্বর হস্তে ধারণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণকে জানাইলেন—'আমার চিত্ত ও দেহ যেমন তোমাদের অনুরাগে আচ্ছন্ন, তেমনি আমার কৃষ্ণদেহও তোমাদের ন্যায় পীতবর্ণে আচ্ছাদিত।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ যখন এইভাবে গোপীগণ সম্মুখে আবির্ভূত হন তখন তাঁহার হস্তে যেমন পীতবসন ধৃত ছিল, তেমনি তাঁহার কমনীয় কণ্ঠে অম্লান বনমালা শোভা পাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার গলদেশে যে বনমালা দিয়াছিলেন তাহা এখনও ম্লান হয় নাই; তাঁহাদের উপহার-প্রদত্ত সেই বনমালা শ্রীকৃষ্ণ সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রসন্নতাই জ্ঞাপন করিতেছিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরহকাতরা ব্রজাঙ্গনাদিগের রোদনরোল শ্রবণে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না, তাই তিনি সাক্ষাৎ মদনমোহন মূর্ত্তিতে যমুনাপুলিনে আবির্ভূত হইয়া ব্রজসুন্দরীগণের গোচরীভূত হইলেন। যে দুর্দ্দম কামের বিশ্ববিমোহিনী শক্তির প্রভাবে জগতের জীবকুল নিত্য জর্জ্জরিত—যাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বপ্রমাথী শক্তিবৈভবে জীবচিত্ত বিমথিত—সেই জীবমন্মথ মদনকে মথিত করিয়া মদনবিমোহন রূপ, প্রভাব ও কান্তি বিজড়িত হইয়া সাক্ষান্মন্মথমন্মথরূপে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে গোপীজন সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সেই সাক্ষান্মন্মথমন্মথরূপের কথা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়—স্বয়ং মদন যাঁহার প্রভাবে মূর্চ্ছিত—তাঁহার রাসলীলা বিহারে যে কামজয়ই বিঘোষিত হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহামোহনতার সমুদ্র বিশেষ। সেই মহামোহনতা সমুদ্রের কণিকামাত্র লাভ করিয়াই কামদেব বিশ্বমোহনতা শক্তি লাভ করিয়াছেন। অতএব তিনিই মোহনশক্তির মূল আশ্রয়, তাঁহাকে বিমোহিত করিবে কে? বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে দ্বারকাস্থিত অনিরুদ্ধ মূল অপ্রাকৃত মন্মথ—প্রাকৃত জগতে যে কামদেবের প্রভাব দৃষ্ট হয়, সেই কামদেব অপ্রাকৃত কামদেব—অনিরুদ্ধের কিঞ্চিন্মাত্র আবেশ প্রাপ্ত হইয়াই জগৎকে তিনি মুগ্ধ করিয়া থাকেন। কিন্তু অপ্রাকৃত ধামে সেই প্রাকৃত কামদেবের শক্তির কোন বিকাশই নাই। সেখানে অনিরুদ্ধই সাক্ষাৎ মন্মথ। কিন্তু আজ রাসবিহার প্রসঙ্গে যে অনবদ্য মোহনতম মূর্ত্তিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন, তাহাতে তাঁহার অপ্রাকৃত মন্মথ-রূপী অনিরুদ্ধও পরাভব মানিয়াছেন। তাই 'সাক্ষাৎমন্মথ' যে অনিরুদ্ধ—তিনি তাঁহারও দর্প হরণ করিয়া আজ 'সাক্ষাৎমন্মথমন্মথ' রূপে গোপীজন সম্মুখে অবির্ভূত হইলেন।

'সাক্ষান্মন্মথমন্মথ' শব্দে এই নিম্নোক্ত তথ্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মন্মথ শব্দে যদি প্রাকৃত কাম বা কন্দর্পকেই বুঝিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—যে-কন্দর্প তাহার পুষ্পশর নিক্ষেপ করিয়া তপশ্চর্য্যায় সমাসীন ত্রিলোচন মহাদেবের তেজঃপ্রভাবে ভস্মীভূত হইয়াছিল—সেই কন্দর্পের মন্মথকারী নীলকণ্ঠ মহাদেবকেও শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রমন্থনজাত সুধা পরিবেশনকালে মোহিনীমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া বিমোহিত করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

মদীয়তি মথ্নাতীতি বা মদ্ মথ্ বা মদনঃ তং মথ্নাতীতি মন্মথো রুদ্রঃ, তস্যাপি মদং গর্ব্বং মথ্নাতীতি মোহিনীরূপেণ গর্ব্বং হৃতবানিতি॥ (বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভঃ)

—অর্থাৎ মদাভিভূত করে বা মথিত করে যে—এই অর্থে 'মদ্' বা 'মথ্' যে কোন শব্দেই মদনকে বোঝায় এবং সেই মদনকে যিনি মথিত বা মদাভিভূত করেন তিনি 'মন্মথ' অর্থাৎ রুদ্ররূপী মহাদেব। আবার সেই রুদ্রের 'মদ্' অর্থাৎ গর্ব্ব যিনি মথিত করেন—মোহিনীমূর্ত্তিতে যিনি তাঁহার গর্ব্ব হরণ করেন—তিনিই 'মন্মথমন্মথ' শ্রীকৃষ্ণ।

বস্তুতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষান্মন্মথমন্মথরূপেই তাঁহার মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ পরিলক্ষিত হয় এবং রাসলীলামণ্ডপে তাঁহার সেই মদনবিমোহন মূর্ত্তির পরমতম শোভাই বিচ্ছুরিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বর্ণিত হইয়াছে—

বৃন্দাবন পুরন্দর মদন গোপাল। রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার॥
শ্রীরাধা ললিতা সঙ্গে রাসবিলাস। মন্মথ মন্মথরূপে যাহার প্রকাশ॥
(চৈতন্যচরিতামৃতং)

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব বর্ত্তমান শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শৌরি বা শূরবংশে আবির্ভূত বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক অশেষ বীর্য্যশৌর্য্যসার শ্রীভগবানের পক্ষেই সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপে আবির্ভাব হওয়া সম্ভব। তিনি শূরবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহাতে তাঁহার শূরোচিত ক্ষত্রিয় স্বভাব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুলভ হৃদয়ের কঠিনতার প্রতিও এস্থলে ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাঁহার হৃদয় কঠিন না হইলে কি করিয়া তাঁহারই আহ্বানে সমবেতা অবলা ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া এমন ভাবে তিনি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন? তবে সান্ত্বনা এই যে অকরুণ-হৃদয় শূরপুত্র শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেও ব্রজরমণীগণের বিরহবেদনার অশান্ত ক্রন্দনরোলে আর স্থির থাকিতে পারেন নাই, শৌরি হইয়াও অবশেষে প্রেমভক্তির নিকট পরাজয় মানিয়া তিনি আবির্ভূত হইলেন। অতএব প্রকটলীলায় তাঁহার যেমন তিরোভাবের বিবরণ পাই, আবার সঙ্গে সঙ্গে অবির্ভাবের পরিচয়ও পাই।

"প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সা দ্বিবিধোচ্যতে" (লঘুভাগবতামৃতম্), শ্রীকৃষ্ণের লীলা দ্বিবিধ—প্রকট ও অপ্রকট, যাহা ভগবানের কৃপায় জগতের লোকের দৃষ্টিগোচর হয় তাহা প্রকটলীলা, আর যাহা জগতের লোকের দৃষ্টিগোচর হয় না তাহা অপ্রকটলীলা।

সূর্য্য যেমন সর্ব্বদাই গগনমণ্ডলে অবস্থিত আছেন কিন্তু পৃথিবীর পরিবর্ত্তনানুসারে কখন দৃষ্টিগোচর হন এবং কখনও অদৃশ্য থাকেন, সেই প্রকার শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই তাঁহার নিত্যধামে নিত্যপার্ষদগণসহ নিত্যলীলাপরায়ণ থাকিলেও শ্রীভগবানের স্বতঃস্ফূর্ত্ত কৃপাবশে কখন কখন তাঁহার লীলা জগতের দৃষ্টিগোচর হয় এবং কখনও বা অদৃশ্য থাকে। শ্রীভগবানের লীলা জগতের দৃশ্য না হইলেও নিখিল জগতের অতীত বৈকুণ্ঠাদি ধামে নিত্যই বিরাজিত।

উজ্জ্বলনীলমণির বিবরণে জানিতে পাই—

হরের্লীলাবিশেষস্য প্রকটস্যানুসারতঃ। বর্ণিতা বিরহাবস্থা গোষ্ঠবামভ্রুবামসৌ॥

—শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাবিশেষ অনুসারে ব্রজসুন্দরীগণের বিরহাবস্থা বর্ণনা করা হইল। কিন্তু বৃন্দাবনের নিত্যলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে যে বিরহের বর্ণনা দৃষ্ট হয় না—উহা অপ্রকটলীলারই বিবরণ।

বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ। হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিৎ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

—বৃন্দাবনে সর্ব্বদা রাসাদিক্রীড়াদিদ্বারা বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীগণের কখনই বিরহ হয় না। এই বচনটী অপ্রকট লীলাপর।

এ স্থানে কেহ বলিতে পারেন—'যিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া অক্রুরাদির প্রার্থনায় মথুরা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন তিনি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন নহেন, তিনি যদুনন্দন।' কেননা লঘুভাগবতামৃতধৃত যামলবচনে এইরূপ উল্লেখ আছে—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যো পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥ (যামলবচনম্)

—অর্থাৎ—যদুসম্ভূত বসুদেবনন্দন অন্য অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ হইতে পৃথক্, এই বসুদেবনন্দনের পর যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই কৃষ্ণ এবং তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না। (কোন কোন গ্রন্থে "যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ" স্থলে "যস্তু গোপেন্দ্রনন্দন" পাঠ আছে)।

উপরিধৃত যামলবচন হইতে যখন জানিতে পাই যে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্য স্থানে যান না—তখন মথুরায় কংসকারাগারে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই যিনি দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তিনি কৃষ্ণ নহেন, অন্যস্বরূপ অর্থাৎ আদ্যব্যূহ বাসুদেব।—কিন্তু এইপ্রকার অর্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতবিরুদ্ধ। তাঁহাদের মতে যিনি বসুদেবগৃহে প্রকট হইয়াছিলেন তিনি কৃষ্ণই, আদ্যব্যূহ বসুদেব নহেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিপাদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মহালক্ষ্মীপতি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভাবের অভিলাষী হইয়া আনকদুন্দুভির অর্থাৎ বসুদেবের হৃদয়ে প্রকটিত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ। আবির্ব্বভূব * * *
হৃদয়ে প্রকটস্তস্য ভবত্যানকদুন্দুভেঃ। (লঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃতম্)

বিষ্ণুপুরাণের বিবরণেও দৃষ্ট হয়—

যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্য নররূপী পরব্রহ্ম যে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই যদুবংশের কথা লোকে শ্রবণ করিয়া সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণই যদি বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যামল বচনের 'কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতঃ'—এই বাক্যের সার্থকতা কি? কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত যামলবচনের যথার্থ অর্থ করিলে উহার সার্থকতা উপলব্ধি হয়। অতএব পূর্ব্বে যে যথাশ্রুত অর্থ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত অর্থ নহে। প্রকৃত অর্থ হইতেছে এইরূপ—যদুসম্ভূত বসুদেবনন্দন অন্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অন্যতর প্রকাশ। যদুনন্দন ও নন্দনন্দন, একই স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। উভয়ে একই বিগ্রহ, কেবল তাঁহাদের ভাব এবং আবেশের পার্থক্য। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেন—

সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক যদি ভাসে। ভাবাবেশভেদে নাম বৈভব প্রকাশে॥ (চৈতন্যচরিতামৃত॥২।২০।১৪৩)

অতএব যিনি দেবকীনন্দন তিনিই ব্রজেন্দ্রনন্দন। ভাব ও আবেশের পার্থক্যবশতঃ তাঁহাকে প্রকাশ বলা হয়।

বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ। দ্বিভুজস্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ॥
যে কালে দ্বিভুজ নাম প্রভাব প্রকাশ। চতুর্ভুজ হইলে নাম বৈভব বিলাস॥
(চৈতন্যচরিতামৃত ২।২০।১৪৬—৪৮)

কখনও চতুর্ভুজ হইলেও ইনি শ্রীকৃষ্ণরূপ ত্যাগ করেন না। (কচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্। লঘুভাগবতামৃতম্) শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণও লিখিয়াছেন যে চতুর্ভুজ অবস্থাতেও তিনি যশোদাতনয়সুলভ স্বভাব পরিত্যাগ করেন না। যামল বচনের বিবরণে জানা যায় যে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমি ছাড়িয়া অন্য কোথাও যান না। অতএব স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ছাড়িয়া কি করিয়া মথুরাপুরীতে বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হইলেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমি ছাড়িয়া যে অন্যত্র যান না, উহা অপ্রকটপ্রকাশের কথা, একমাত্র অপ্রকটপ্রকাশেই তিনি ব্রজভূমি ছাড়িয়া অন্যস্থানে গমন করেন না। কিন্তু প্রকটপ্রকাশে শ্রীবৃন্দাবনভূমি ছাড়িয়া কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ মথুরাদিতে যাইয়া থাকেন বা গিয়াছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণির সংযোগবিয়োগ প্রকরণে "হরের্লীলাবিশেষস্য" শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় ইহাই পরিস্ফুট হইয়াছে—

ব্রজভূমের্যেষু প্রকাশেষু জন্মাদিলীলাঃ প্রাপঞ্চিকলোকৈঃ সর্ব্বথৈব ন দৃশ্যন্তে.....তেষু মথুরাপ্রস্থানলীলা নাস্তি, মথুরায়া অপ্রকটপ্রকাশেষু সপরিকরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তদুচিতলীলাবিশিষ্টস্য সদৈব বিদ্যমানত্বাৎ। (আনন্দচন্দ্রিকা)

ব্রজভূমির যে সকল প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা প্রাপঞ্চিক লোককর্ত্তৃক সর্ব্বথা দৃষ্ট হয় না, সেই অপ্রকট প্রকাশে মথুরাগমনলীলার অভাব রহিয়াছে, যেহেতু মথুরার অপ্রকট প্রকাশেও তদুচিতলীলাবিশিষ্ট সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছেন।

শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ"—এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গমো ব্রজেভূমেঃ সকাশাৎ মথুরাপুরীং প্রতি গমনম্ আগমো দ্বারকাতো দন্তবক্রবধানন্তরম্ আগমনং প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং ন ত্বপ্রকটলীলায়াম্।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট ব্রজলীলায় মথুরাগমনলীলা নাই। কিন্তু প্রকটলীলায় ব্রজভূমি হইতে মথুরায় গমন, তথা হইতে দ্বারকাপুরীতে গমন এবং দন্তবক্রবধের পর দ্বারকা হইতে ব্রজে পুনরাগমন—এই সকল গমনাগমন-বৃত্তান্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

লঘুভাগবতামৃতেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়—

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ। ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্॥
যো বাসুদেবো দ্বিভুজস্তথা ভাতি চতুর্ভুজঃ। তাস্তা মধুপুরে লীলা প্রকটয্য যদূদ্বহঃ॥
দ্বারবত্যাং তথায়াতি তাং তাং লীলাপ্রকাশকঃ॥ (লঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃতম্ ৪৬৪)

প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ব্রজেন্দ্রনন্দনত্ব সংগোপন করিয়া নিজের বসুদেবনন্দনত্ব প্রকাশ করিয়া যদুপুরী মথুরায় গমন করেন। যিনি বসুদেবনন্দনরূপে দ্বিভুজ এবং কখনও চতুর্ভুজরূপেও প্রকাশ পান, লীলাপ্রকাশক সেই শ্রীকৃষ্ণ যদুপুরী মথুরায় তত্তল্লীলা প্রকট করিয়া দ্বারকাতেও গমন করিয়া সেই সেই লীলা প্রকাশ করেন।

অনন্তর দন্তবক্রকে বধ করিবার পর তিনি যে পুনরায় বৃন্দাবনভূমিতে আগমন করেন—ইহা পদ্মপুরাণে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত আছে—

কৃষ্ণোঽপি তং (দন্তবক্রং) হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সৌৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য চ তাভ্যাং সাশ্রু-যেকমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুরত্নবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস॥ (পদ্মপুরাণম্)

শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রবধের পর যমুনা পার হইয়া ব্রজভূমিতে আগমন করিলেন, তথায় উৎকণ্ঠিত মাতাপিতা এবং গোপবৃদ্ধগণকে যথারীতি অভিবাদনাদি করিয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি বহুমূল্য উপকরণ দান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। এই সকল প্রমাণবলে সিদ্ধান্ত নিরূপণ করা যাইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলাকালে মথুরা ও দ্বারকাপুরীতে গমন করিতেন। যদি প্রকটপ্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাদিগমনের সম্ভাব্যতা নাই থাকে, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত অক্রুর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আনয়ন বৃত্তান্ত, শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্রজবাসিগণের মর্ম্মান্তিক দুঃসহযন্ত্রণা, আর ব্রজবাসিগণের সান্ত্বনাবিধানোদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রজভূমিতে উদ্ধবের প্রেরণ, শ্রীরাধিকা প্রভৃতির ভ্রমরগীতাভিব্যঞ্জিত দিব্যোন্মাদ, শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ ব্রজবাসিগণের কুরুক্ষেত্রগমন প্রভৃতি সকল বৃত্তান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে। দ্বারকানাথ ও মথুরানাথ যদি সেই এক গোপীজনবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনই না হন, তাহা হইলে ব্রজরাজনন্দনৈকপ্রাণা গোপীগণের, বিশেষতঃ পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার এত বিরহদুঃখ কেন? আর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত দূত উদ্ধবের নিকট তাঁহাদের নানা বিরহবেদনাময় ভাবের প্রকাশই বা কেন? শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে ব্রজগোপীগণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনের উৎকণ্ঠায় কুরুক্ষেত্রেই বা কেন গমন করেন? অতএব শ্রীব্রজরাজনন্দন ব্যতীত অন্য কোনও পৃথক্ স্বরূপ স্বীকার করিলে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা ব্রজসুন্দরীগণের এ প্রকার আচরণ কল্পনায় তাঁহাদের প্রেমের ব্যাঘাত হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই যে প্রকটলীলায় ব্রজভূমি হইতে মথুরাদিতে গমন করিয়াছিলেন ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও শাস্ত্রার্থসমর্থিত। কিন্তু অপ্রকটলীলাতে তিনি ব্রজ ছাড়িয়া অন্য কোথাও যান না—ইহাই 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি' এই যামল বচনের তাৎপর্য্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও এই অপ্রকটলীলা উপলক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাতে॥ (চৈতন্যচরিতামৃত, ৩।১।৬১)॥ ২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—তন্বঃ আগতং প্রাণমিব (তন্বঃ করচরণাদয়ঃ যথা বিযুক্তে প্রাণে পুনরাগতে সুস্থে সতি উত্তিষ্ঠতে তদ্বৎ আগতং প্রাণং প্রাপ্য তন্বঃ করচরণাদয়ঃ যথা যুগপৎ উত্তিষ্ঠন্তি তথা) প্রেষ্ঠং (প্রিয়তমং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) আগতং (তাসামভিপ্রায়ানুসারেণ সমাগতং কিংবা তাসাং মধ্যে প্রাদুর্ভূতং যথাদৌ দূরে প্রাদুর্ভূয় আগমনক্রমেণ নিজান্তিকং প্রাপ্তং সন্তং) বিলোক্য (বিশেষেণ লোকয়িত্বা দৃষ্টেঃতি রোদনবৈবশ্যেন ঈষদ্দর্শনেঽপ্যনিশ্চয়াৎ কিংবা দৃষ্টেঽপি পরমার্ত্ত্যা বিশ্বাসাভাবাৎ সম্যক্ নিরীক্ষ্যেবেত্যর্থঃ) প্রীত্যুৎফুল্লদৃশঃ (প্রীত্যা প্রকর্ষেণ উচ্চৈঃ ফুল্লাঃ বিকসিতাঃ দৃশঃ নেত্রাণি যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) সর্ব্বাঃ অবলাঃ (বিরহক্ষামতয়া উত্থাতুমসমর্থা অপি) যুগপৎ (একদৈব) উত্তস্থুঃ (উত্থিতাঃ)॥ ৩॥

মূলানুবাদ।—(দেহে) বিগত প্রাণ ফিরিয়া আসিলে করচরণাদি অবয়বনিচয় যেরূপ হর্ষে উৎফুল্ল হয়, তদ্রূপ অবলাগণ সেই প্রিয়তম (শ্রীকৃষ্ণকে) বিশেষরূপে অবলোকন করিয়া হর্ষোৎফুল্লনয়নে সকলে যুগপৎ উত্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—তন্বঃ করচরণাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—আগতম্ আদৌ সমুৎকণ্ঠয়া সদ্য এব দূরে প্রাদুর্ভূয়াগমনক্রমেণনিজান্তিকং প্রাপ্তং সন্তং তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশিমুখপঙ্কজমিতি। অতএব বিশেষেণ লোকয়িত্বা দৃষ্টেঃতি রোদনবৈবশ্যেন ঈষদ্দর্শনেঽপ্যনিশ্চয়াৎ। কিং বা দৃষ্টেঽপি পরমার্ত্ত্যা বিশ্বাসাভাবাৎ সম্যঙ্নিরীক্ষ্যেবেত্যর্থঃ। অবলা বিরহক্ষামতয়োত্থাতুমসমর্থা অপি সর্ব্বা যুগপদুত্থিতাঃ। তত্র হেতুঃ প্রেষ্ঠমিতি। তদেকপ্রেষ্ঠত্বেন মরণে জীবনে চ তদেকহেতুত্বাৎ। এতদেব দৃষ্টান্তেন সাধয়তি তন্ব ইতি। আগতমিতি পুনরুক্তিঃ উত্থানে আগমনৈকহেতুতা স্পষ্টার্থং কৃতা। বিলাসাখ্যোঽনুভাবোঽয়ম্। যথোক্তং—গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্। তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গতঃ ইতি ॥ ৩ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—দীর্ঘ বিরহের অবসানে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের নয়ন সম্মুখে প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নবনটবরমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রাণবল্লভের সম্মানার্থে যুগপৎ ভূমি হইতে উত্থিত হইলেন। ব্রজসুন্দরীগণ ইতঃপূর্ব্বে বিরহাবসন্ন হৃদয়ে ক্লান্তিভরে উপবিষ্ট হইয়াই গীতসংলাপ করিতেছিলেন, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া পরমসমাদরবুদ্ধিতে ও পরমানন্দিত চিত্তে সকলে উত্থিত হইলেন। বিরহাবসনে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ব্রজসুন্দরীগণের যে প্রকার চিত্তের অবস্থা হইয়াছিল, শ্রীশুকদেব তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। অবলা ব্রজসুন্দরীগণের স্ত্রীজনসুলভ দুর্ব্বলতা অবশ্যই স্বাভাবিক। তদুপরি প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অসহ্য বিরহসন্তাপে তাঁহাদের দেহ মনের সর্ব্ববিধ শক্তির স্ফূর্ত্তিমত্তা লোপ পাইয়াছে কোনও মতে তাঁহারা মৃতপ্রায় বিরহবিবশ দেহখানিকে শ্রীকৃষ্ণদর্শনলালসায় ধরিয়া রাখিয়াছেন মাত্র। তাই তাঁহারা আজ সত্যই অবলা, বিরহক্লান্তি খেদপীড়ায় জর্জ্জরিতা ও বলসামর্থ্যহীনা। কিন্তু যাঁহার চরণচিন্তনে মুমূর্ষুজনেরও হৃদয়ে নববলের সঞ্চার হয়, ম্রিয়মান দেহবল্লরীতে সঞ্জীবনীর পুলকশিহরণ প্রবাহিত হয়, সেই সকলখেদসন্তাপহারী পরমকাঙ্খিত প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণের আনন্দঘন রূপ দর্শনে ব্রজরমণীগণেয় বিরহাবসন্ন মৃতপ্রায় দেহে তৎক্ষণাৎ নব শক্তির উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইল। "যিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ ও মনের মন"—সেই গোপীজনপ্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ-প্রাণ হারাইয়া বিরহখেদমুহ্যমান গোপাঙ্গনাবৃন্দ এতাবৎকাল মৃতপ্রায় হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহমাত্র ধারণ করিয়া বিদ্যমান ছিলেন। বিগতপ্রাণ স্পন্দনহীন দেহে পুনরায় প্রাণশক্তি ফিরিয়া আসিলে যেরূপ পুনরুজ্জীবিত চৈতন্যের স্পন্দন অনুভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের প্রাণপ্রিয়তমকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া যেন পুনর্জীবনলাভে দেহে নববলের সঞ্চার লাভ করিলেন এবং পরম আনন্দে যুগপৎ উত্থিত হইলেন। দেহের সঙ্গে মনের নিত্য নিবিড় সম্বন্ধ বলিয়া পুনর্জীবনলাভে অবলাগণের ম্রিয়মাণ দেহে নবশক্তির সঞ্চার হইল ও সঙ্গেসঙ্গে অন্তর মন পরিব্যাপ্ত করিয়া এক অভিনবভাবের স্ফূর্ত্তি বিকাশলাভ করিল। যে নয়ন-মন-বিমোহন অনবদ্যমাধুরীমণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণে নয়নমন স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হর্ষাবেগে উৎফুল্ল হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণদর্শন-পিপাসু ব্রজাঙ্গনাগণের নয়ন, মন এবং সকল ইন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণরূপসুধাপানে পরম প্রীতি লাভ করিয়া উৎফুল্ল হইল। যাঁহার বিরহদুঃখ মর্ম্মস্থল হইতে উত্থিত হইয়া নয়নপ্রান্তে বিগলিত দুঃখাশ্রুরূপে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই অশ্রুসমাচ্ছন্ন নয়নকোণে সহসা এ কি মাধুর্য্যশোভা!—একি উৎসাহ! একি অপূর্ব্ব দীপ্তিচ্ছটা! যাঁহাকে না পাইয়া নয়নে অঝোর ধারার প্লাবন জাগে, প্রতি অঙ্গ লাগি' প্রতি অঙ্গ কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়—তাঁহাকে পাইলে সত্যই সকল ক্রন্দন থামিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের মৃদুমধুর মলয়হিল্লোলস্পর্শে সহসা পল্লবিত তরুমঞ্জরীর ন্যায় নববিকশিত পুলকমঞ্জরী দেহের সকল অঙ্গে সকল ইন্দ্রিয়ে ফুটিয়া উঠে। তাই পরম-প্রীতিগুণাকর প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের আনন্দরসঘনমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিরহবিবশা ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে প্রীতির উল্লাস ও আনন্দের উচ্ছ্বাস সহসা দেহ, মন, প্রাণ ও সকল ইন্দ্রিয়ে দোলা সঞ্চারণ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যুগপৎ ভূমিশয্যা হইতে সমুত্থিত হইলেন।

বিরহার্ত্তহৃদয়া ব্রজাঙ্গনাগণ কাতরকণ্ঠে বিরহদুঃখবিজ্ঞাপনে দৈন্যোক্তি করিয়া প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শনসুখ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শনের অদম্য লালসায় উৎকণ্ঠিতা গোপীগণ বৃন্দাবনের বনভূমি মুখরিত করিয়া অবশেষে করুণ বিলাপে রোদন করিতে লাগিলেন, তখনই বনমালালঙ্কৃত পীতাম্বরধৃত সাক্ষাৎ মদনমোহন-রূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নয়ন সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বতন শ্লোকে এই আবির্ভাবের উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান শ্লোকের বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই—ব্রজাঙ্গনাগণের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে সমাগত—এবং তাঁহাকে সমাগত দেখিয়াই ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের মৃতকল্পদেহে প্রাণসঞ্জীবনের ন্যায় নববল লাভ করিয়া সানন্দে যুগপৎ উত্থিত হইলেন। অতএব পর পর দুইটি শ্লোকের এইরূপ বর্ণনায় প্রতীতি হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের পুরোভাগে অথচ উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ কিছুদূরে প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু ভক্তকামপূরক কৃপাগুণনিধি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণের অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ তাঁহাদের নয়নসম্মুখে উপস্থিত হন। বিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত আছে যে, ব্রজগোপীগণ তাহার পর শ্রীকৃষ্ণকে সহাস্যবদনে আসিতে দেখিলেন—

ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাসিমুখপঙ্কজম্। (বিষ্ণুপুরাণম্)

বিশেষতঃ রোদনজন্য ব্রজবনিতাগণের নয়নেন্দ্রিয়ে যে বিহ্বলতা ছিল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে না পাইলে ভাল ভাবে নিশ্চয় করিয়া নিরীক্ষণের সুযোগ হয় না। তাই বুঝি কৃপাগুণনিধি শ্রীকৃষ্ণ অনুকম্পাভরে ধীরে ধীরে বিরহার্ত্তা পরমপ্রেমবতী ব্রজবনিতাগণের নয়নসম্মুখে সমাগত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব পুলকস্ফূর্ত্তি জাগাইয়া তুলিলেন।

এই শ্লোকে রসশাস্ত্রবর্ণিত বিলাসাখ্য অনুভাব ব্যক্ত হইতেছে। ভক্তিরসশাস্ত্র উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে ইহার লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে—

পতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্। তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গতঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

প্রিয়তমের সঙ্গবশতঃ গতি, স্থিতি, উপবেশন প্রভৃতি ও মুখনেত্র প্রভৃতির কার্য্যকলাপে তাৎকালিক যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জ্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনরূষিতম্ ॥ ৪ ॥

বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাহাকে বিলাস বলে। শ্রীভাগবতের এই শ্লোকে প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতে ব্রজাঙ্গনাগণের দেহ মন ইন্দ্রিয়াদির উৎফুল্লতা প্রকাশ পাওয়ায় বিলাসনামক অনুভাবই প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—কাচিৎ (গোপী) মুদা (হর্ষেণ) অঞ্জলিনা (সংহতকরদ্বয়েন) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) করাম্বুজং (দক্ষিণকরপদ্মং) জগৃহে (গৃহীতবতী।) কাচিৎ (গোপী) চন্দনরূষিতং (চন্দনলিপ্তং) তদ্বাহুং (তস্য কৃষ্ণস্য বাহুং বামবাহুং স্বস্য) অংসে (স্কন্ধে) দধার (ধৃতবতী) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—কোনও গোপী আনন্দসহকারে যুক্তকরে শ্রীকৃষ্ণের (দক্ষিণ) করকমল ধারণ করিলেন কোনও গোপী কৃষ্ণের চন্দনলিপ্ত (বাম) বাহু নিজের স্কন্ধদেশে স্থাপন করিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—পূর্ব্বং বিরহদৈন্যেন তুল্যবচনৈঃ সর্ব্বাসামেব তুল্যতাপ্রাপ্তিদর্শিতা ॥ অধুনা প্রাপ্ত-নিজালম্বনত্বেন স্বস্বভাবমনুসরন্তীনাং মুখ্যানাঞ্চেষ্টিতভেদৈর্ভাবভেদানাহ কাচিদিতি পঞ্চভিঃ। করাম্বুজং দক্ষিণং জগৃহে বনভ্রমণশ্রান্ততয়া মতস্য তস্য করাবলম্বনায় তথা ব্যবহারস্যৌচিত্যাৎ স্পর্শোৎসুক্যাচ্চ। করস্য দক্ষিণত্বঞ্চ নিজস্কন্ধে তদ্বাহুধারিণ্যা দ্বিতীয়ায়াঃ কান্তসমানস্থিতত্বেন বামভাগাবস্থানৌচিত্যাৎ দক্ষিণস্যৈব তথা গ্রহণৌচিত্যাচ্চ। এবমুত্তরোত্তরং জ্ঞেয়ম্। অঞ্জলিনেতি। নির্দ্দেশাদিয়ং মৃদুঃ সখ্যপ্রায়দাস্যা কান্তপরাধীনা দক্ষিণা চ। চন্দনেন রূষিতং ভক্তিচ্ছেদলিপ্তমিতি ইয়মাকৃষ্য ধারণাৎ প্রখরা ব্যক্তসখ্যা কিঞ্চিৎ পরাধীনকান্তা দক্ষিণা চ ॥ ৪ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—গোপীজনবল্লভ-শ্রীকৃষ্ণের গভীর বিরহদুঃখের মর্ম্মান্তিক ব্যথা ব্রজগোপী-নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই সমান ক্লেশদায়ক বলিয়া ঐকান্তিকপ্রেমরূপিণী ব্রজগোপীগণ ইতঃপূর্ব্বে স্ব স্ব ভাবনির্ব্বি-শেষে সকলেই তাঁহাদের সম্মিলিতকণ্ঠে আবেগময় করুণক্রন্দনে শ্রীবৃন্দাবনভূমি মুখরিত করিয়াছিলেন। আকাশবাতাস প্রতিধ্বনিত করিয়া যখন সেই সম্মিলিত রোদনরোলের কাতরতায় ঐকান্তিক প্রেমের অকপট উৎকণ্ঠা চরমসীমায় উপনীত হইল, তখনই সাক্ষাৎ মদনমোহনরূপে বনমালাবিভূষিত কণ্ঠে পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলীনয়নসম্মুখে সমুদিত হইলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা তাঁহাদের বিরহ-জর্জ্জরিত মৃতপ্রায় দেহে প্রাণস্পর্শের চেতনা লাভ করিয়া সকলে যুগপৎ সানন্দে অভিনব উৎসাহে উত্থিত হইলেন। কিন্তু এক্ষণে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া স্ব স্ব প্রেমের তারতম্য অনুসারে ব্রজগোপীগণ নিজ নিজ প্রেমভাবময় আচরণের ভিন্নতা প্রকাশ করিতেছেন।

প্রেমরূপিণী ব্রজবনিতাগণের প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করিলে প্রথমতঃ উপলব্ধি হয় যে উহা দুইটি বিশিষ্ট ধারায় বিভক্ত—একটি তদীয়তাময় ও অপরটি মদীয়তাময়। অভিমানভেদবশতঃ ইহাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। "আমি শ্রীকৃষ্ণের"—এইরূপ অনুভূতি যে প্রেমাভিমানের প্রধান উপজীব্য, তাহাই তদীয়তাময় প্রেমভাব। অতএব 'আমি তাঁহার অধীন, তাঁহার সেবা ও আদর যত্নেই আমার পরম সার্থকতা'—এইরূপ তদীয়তাভিমানবতী প্রেমিকা স্বভাবতই আনুকূল্যপরায়ণা, ধীরস্বভাবা ও দাক্ষিণ্যাদিভাবসম্পন্না! তাই তাঁহাদিগকে দক্ষিণা নায়িকা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। অত্যন্ত সমাদরবুদ্ধিতে তাঁহারা প্রেমিকের সেবা করেন বলিয়া—তাঁহাদের তদীয়তাময় স্নেহকে আদরময় ঘৃতস্নেহ বলিয়া রসশাস্ত্রে নিরূপিত করা হয়। দক্ষিণা নায়িকা ও ঘৃতস্নেহের লক্ষণ যথা—

অসহা মাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তিবাদিনা। সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা।
আত্যন্তিকাদরময়ঃ স্নেহো ঘৃতমিতীর্য্যতে। গাঢ়াদরময়ত্বেন স্নেহঃ স্যাদ্ ঘৃতবদ্ ঘৃতম্ ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম এইরূপ তদীয়তাময় আদরস্নেহের রসনির্য্যাসে নিষিক্ত। পক্ষান্তরে মদীয়তাময় প্রেমে 'শ্রীকৃষ্ণ আমার' এইরূপ হৃদয়াভিমান প্রকাশ পায়। যেখানেই প্রগাঢ়তম প্রেমের বিকাশ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইখানেই প্রেমিকপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবশ্যতা স্বীকার করেন। প্রেমাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধিকা ও তাঁহার যূথান্তর্গতা ব্রজগোপীগণ এই মদীয়তাময় অভিমানের অধিকারিণী। 'যদি আমার বলিয়া কেহ থাকে ও কিছু থাকে, তবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই আমার' ঐকান্তিক অনুরাগপ্রেমের এই যে চরম অভিমান—ইহা বড় কম কথা নহে। মদীয়তাময় প্রেমের নায়িকা বাম্যভাবপরায়ণা ও প্রখরস্বভাবা এবং তাঁহাদের আদরশূন্য মধুস্নেহই তাঁহাদের প্রেমের পরম-বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করে। ভক্তিরসশাস্ত্রে মধুস্নেহের লক্ষণে ইহাই নির্দ্দিষ্ট আছে—

মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্ প্রিয়ে স্নেহো ভবেন্মধু। স্বয়ং প্রকটমাধুর্য্যো নানারসসমাহৃতিঃ।
মত্ততোদ্গধরঃ স্নেহো মধুসাম্যান্মধূচ্যতে॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

মদীয়তাভিমানময় প্রেমে প্রেমাধীন নায়ক স্বয়ংই নায়িকার নিকট সমাগত হইয়া প্রেমলাভে কৃতার্থ হইবেন, নায়িকার পক্ষ হইতে প্রেমকৃত আদরপরিচর্য্যার তত প্রয়োজন নাই। প্রগাঢ়প্রেমের আতিশয্যে প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সখীবৃন্দের ইহাই অচলপ্রতিষ্ঠ দৃঢ় বিশ্বাস যে 'শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের, অতএব তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবশ্যতায় অবশ্য তাঁহাদেরই নিকটে আসিবেন—তাহা ছাড়া আর কোথায় যাইবেন?' এই অগাধ বিশ্বাসেই মানিনী শ্রীরাধাকে সখী একদিন এমন করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—

'মান কয়লি ত' কয়লি, সো কাঁহা যাওবি, আপনি হি আওবি, পুনহি লোটাওবি চরণে।'

বাস্তবিক যে প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে চিরতরে বশীভূত করিবার সাহস রাখে সে প্রেম কত বড়! কত মহীয়ান! উহাই ভগবদ্বিজয়ী প্রেমের পরমগৌরবময় অভিমান। তাই শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীবৃন্দ চন্দ্রাবলীযূথ অপেক্ষা প্রেমগরিমায় মহীয়সী। সম্ভবতঃ এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াই প্রেমতত্ত্বজ্ঞ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

—শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা প্রেমগরিমায় গুণাধিকা ও শ্রেষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী চন্দ্রাবলী এবং শ্রীরাধিকার তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় প্রেমের যে তারতম্য, ইহাঁদের উভয়ের অনুগত সমপ্রাণা সখীবৃন্দের প্রেমেও সেই প্রকার প্রেমাভিমানের তারতম্য বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীর মধ্যে চন্দ্রাবলী, শৈব্যা ও পদ্মা—এই তিনজন সরলস্বভাবময়ী অনুকূলভাবপরায়ণা তদীয়তাভিমানবতী দক্ষিণা নায়িকা। এবং শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা ও ভদ্রা—এই চারিজন বক্রস্বভাববিশিষ্টা মদীয়তাভিমানবতী মানপরায়ণা বামা নায়িকাএবং শ্যামা বা শ্যামলানাম্নী সখী উভয়প্রকার প্রেমাভিমানবিশিষ্টা, অতএব তিনি তটস্থা। তাঁহারা নিজ নিজ ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করিয়াছিলেন, গোপীপ্রেমরসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব 'কাচিৎ করাম্বুজং' এই শ্লোক হইতে পর পর পাঁচটী শ্লোকে তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম দুই শ্লোকের অর্দ্ধাংশক্রমে চন্দ্রাবলী, শ্যামা, শৈব্যা ও পদ্মা—এই চারিজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমান শ্লোকে প্রথমেই বিবৃত হইয়াছে যে কোনও গোপী যুক্তকরে পরমসমাদরে সানন্দচিত্তে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ করকমল ধারণ করিলেন। অনাহূত হইয়া অযাচিতভাবে এই গোপী শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমন করিয়া পরমপ্রীতিভরে শ্রীকৃষ্ণের করকমল ধারণ করিলেন ইহাতে তাঁহার তদীয়তাময় আদরময়স্বভাবযুক্ত প্রেমই প্রকাশিত হইল। প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শলাভের ঔৎসুক্যেই ইনি এইরূপ কান্তপরাধীনা দক্ষিণা নায়িকার স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। প্রেমরসতত্ত্বজ্ঞ গোস্বামিপাদগণ ইঁহাকে আদরময়ঘৃতস্নেহযুক্তা শ্রীচন্দ্রাবলী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৃন্দাবনের বনভূমিতে যাঁহার দর্শনলাভের নিমিত্ত এই প্রেমব্যাকুলা গোপাঙ্গনা কতই না অন্বেষণ করিয়াছেন, সেই রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া আজ ইনি সানন্দে ও সাদরে তাঁহার করকমল ধারণ করিলেন—আর যেন প্রাণবল্লভ তাঁহাকে দুস্তরবিরহদুঃখসমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়া না যান—ইহাই তাঁহার মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্লাত্তন্বী তাম্বূলচর্ব্বিতম্।
একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ ॥ ৫ ॥

অভিপ্রায়। আর এক গোপী শ্রীকৃষ্ণের চন্দনচর্চ্চিত আয়ত বামবাহু লইয়া নিজ দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করিলেন। ইঁহারও প্রেমভাব আংশিকভাবে তদীয়তাময়। তাই তিনি আদরবুদ্ধিতে প্রিয়তমের নিকটে স্বয়ং গমন করিয়া তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত বাম বাহু নিজস্কন্ধে স্থাপন করিলেন। কিন্তু ইঁহার আচরণে কথঞ্চিৎ স্বাধীনতারও পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত লইয়া আপন স্কন্ধে স্থাপন করায় তদীয়তাময় প্রেমের স্বভাবসুলভ সঙ্কোচভাবের পরিবর্ত্তে মদীয়তাময়প্রেমের স্বাধীনতাই প্রকাশ পায়। বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য গোস্বামিপাদগণের সিদ্ধান্তানুসারে ইনি শ্যামলানাম্নী গোপী। চন্দ্রাবলীর সহিত ইঁহার সম্পূর্ণ সখ্যভাব প্রকটিত হয় নাই, কারণ সহৃদয়তা বা সম্পূর্ণ সমপ্রাণতা না থাকিলে সখ্যভাব স্থাপিত হইতে পারে না। ইনি সম্পূর্ণ তদীয়তাময়ী চন্দ্রাবলীর সখী হইতে পারেন নাই, কারণ তদীয়তাময় প্রেমের স্বভাব ইহাতে কথঞ্চিৎ বর্ত্তমান থাকিলেও মদীয়তাময় প্রেমসুলভ স্বাধীনতাও ইঁহার আচরণে প্রকটিত হইয়াছে। অতএব তদীয়তাময় ও মদীয়তাময়—এই উভয়বিধ প্রেমাভিমান ইঁহাতে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকায় ইনি তটস্থা বা মধ্যবর্ত্তিনী। তথাপি বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গের সিদ্ধান্ত দর্শনে প্রতীতি হয় যে এই গোপী তটস্থা হইলেও ইঁহার আচরণে মদীয়তাময় ভাবের আধিক্য থাকায় ইনি মদীয়তাভিমানবতী শ্রীরাধিকারই সখী বলিয়া বিশেষভাবে পরিচিত।

গোপীপ্রেমের এই তারতম্যজ্ঞাপক তত্ত্বনির্ণয়ে ইহাও প্রকাশ পায় যে, তদীয়তাভিমানবতী শ্রীচন্দ্রাবলী মদীয়তাভিমানবতী শ্রীরাধিকার প্রতিপক্ষা। শ্রীবিল্বমঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে—

রাধামোহনমন্দিরাদুপগতশ্চন্দ্রাবলীমূচিবান্, রাধে ক্ষেমমিহেতি তস্য বচনং তদাহ চন্দ্রাবলী।
কংসক্ষেমময়ে বিমুগ্ধহৃদয়ে কংসং ক্ব দৃষ্টস্ত্বয়া, রাধা কেতি বিলজ্জিতো নতমুখঃ স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥

"রাধামোহন নামক কোন এক মন্দির হইতে শ্রীচন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ সমাগত। শ্রীকৃষ্ণ রাধাভ্রমে শ্রীচন্দ্রাবলীকে বলিলেন, 'হে রাধে! তোমার কুশল তো?' চন্দ্রাবলী তখন বলিয়াছিলেন—'অয়ে! কংস, তোমার মঙ্গল তো?' (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন)—'হে বিমুগ্ধহৃদয়ে! কোথায় তুমি কংসকে দেখিতেছ?' (তাহাতেই চন্দ্রাবলী বলিলেন)—'তোমার রাধাই বা কোথায়?' এই কথোপকথনে শ্রীকৃষ্ণ রাধাভ্রমে যে চন্দ্রাবলীকে রাধা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া সহাস্যবদনে নতমুখ হইয়াছিলেন—এবম্বিধ হরি তোমাদের সকলকে রক্ষা করুন॥"—বিল্বমঙ্গলবর্ণিত এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে রাধা বলিয়া সম্বোধন করায়, এবং চন্দ্রাবলীও শ্রীকৃষ্ণকে (শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিপক্ষ) কংস বলিয়া সম্বোধন করায় শ্রীচন্দ্রাবলী যে শ্রীরাধিকার প্রতিপক্ষস্বরূপা—তাহাই প্রতিপন্ন হইল॥ ৪॥

অন্বয়ঃ।—তন্বী (বিরহেণাতিকৃশা) কাচিৎ (গোপী) অঞ্জলিনা (সংহতহস্তদ্বয়েন শৌরেঃ) তাম্বূলচর্ব্বিতং (তাম্বূলমত্র ভগবতৈব নাগরশেখরেণ স্বয়মানীতং কিংবা বৃন্দাদেব্যাদ্যানীতং জ্ঞেয়ং) অগৃহ্লাৎ (জগ্রাহ)। একা (গোপী) সন্তপ্তা (বিরহময়রত্যাখ্যেন ভাবেন সম্যক্ সন্তপ্তা তাপযুক্তা সতী) তদঙ্ঘ্রিকমলং (তস্য কৃষ্ণস্য অঙ্ঘ্রিকমলং দক্ষিণচরণকমলমিত্যর্থঃ) স্তনয়োঃ (কুচয়োঃ) ন্যধ্যাৎ (ধৃতবতী অঞ্জলিনা সংহতহস্তদ্বয়েন)॥ ৫॥

মূলানুবাদ।—বিরহতাপতাপিতা অতি কৃশাঙ্গী কোন এক গোপী অঞ্জলিপুটে (শ্রীকৃষ্ণের) চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিলেন। অপর এক বিরহসন্তপ্তা ব্রজাঙ্গনা (শ্রীকৃষ্ণের) চরণকমল নিজ স্তনদ্বয়ে স্থাপন করিলেন॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—অঞ্জলিনা সংহতহস্তদ্বয়েন॥ ৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবৈষ্ণবতোষিণী।—তাম্বূলমত্র প্রতিকুঞ্জং মালাদিসাহিত্যেন শ্রীবৃন্দাদেব্যা স্থাপিতম্। যোগমায়য়ৈব বা সিদ্ধম্। শৌরেরিতি প্রকরণলব্ধম্। অঞ্জলিনাঽগৃহ্লাদিতি পূর্ব্ববৎ। অত্রৌৎসুক্যং ত্বধরামৃতার্থম্। ইয়ং মৃদুর্দাস্য-প্রায়সখ্যা কান্তপরাধীনা দক্ষিণা চ। অঙ্ঘ্রিকমলং দক্ষিণমেব স্তনয়োর্ন্যধাৎ। বামভুজেন প্রিয়াবলম্বনেন বাম-চরণস্যস্তাঙ্গভারতাপ্রাপ্তেঃ। সম্প্রতি স্থিত এব চায়ং উপবেশস্যাগ্রতো বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অত উপবিষ্টয়ৈব তয়া চরণধারণম্। তস্য তয়োর্নিধানে হেতুঃ সন্তপ্তেতি বিরহময়রত্যাখ্যেন ভাবেনেতি শেষঃ। হৃদয় ইতি পাঠে স এবার্থঃ। ইয়ং প্রখরা দাস্যপ্রায়সখ্যা কান্তাধীনা দক্ষিণা চ॥ ৫॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধন-চতুর শ্রীকৃষ্ণ যখন বিরহিণী ব্রজসুন্দরীগণমধ্যে সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপে আবির্ভূত হইলেন, তখন কৃষ্ণহারা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ তাঁহাদের হারানো রতন ফিরিয়া পাইয়া পরম পুলকাবেশে উৎফুল্ল হৃদয়ে যাঁহার যে প্রকার মনোবাসনা তদনুসারে তাঁহাদের প্রাণপ্রিয়তমের নিকটে তাহাই গ্রহণ করিলেন। কোনও শ্রীকৃষ্ণবল্লভা গোপবনিতা অঞ্জলিপুট ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণের অধরচর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন। রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন নিজেই এই তাম্বুল আনয়ন করিয়াছিলেন অথবা সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাস-লীলার সহায়কারিণী যোগমায়াকর্ত্তৃক উহা আনীত হয়; অথবা শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিস্তার উদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক উহা অর্পিত হইয়াছিল। মদনমোহন ব্রজরাজনন্দন যখন অনুরাগিণী ব্রজাঙ্গনাগণের নিজ নিজ ভাবের অনুকূল হৃদয়বাসনা পূরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই ইচ্ছাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছামাত্রে দেশকালপাত্র লীলার অনুকূল ভাবে পরিণত হইল এবং তাঁহার ইচ্ছামত লীলোচিত নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার ও উপকরণ রাসস্থলীর প্রতি কুঞ্জবীথিতে শ্রীবৃন্দাদেবীর সহায়তায় অথবা যোগমায়াশক্তিপ্রভাবে উপস্থিত হইল। অতএব যে গোপী অধরামৃত লাভের ঔৎসুক্যে অধররসনিষিক্ত চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই শ্রীব্রজরাজনন্দন তাঁহার করপুটে উহা প্রদান করিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের মাধুর্য্য এতই অধিক যে উহার কণিকামাত্র আস্বাদন করিলে অন্তরের যাবতীয় দুঃখ প্রশমিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেমমদিরার সুখাস্বাদে পরমানন্দ স্ফূর্ত্তিলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের আস্বাদন অন্তরের শতগুণ বর্দ্ধিত ব্যাকুল প্রেমপিপাসায় পরম শান্তি সুধা বিতরণ করে। অতএব অধরামৃতসিক্ত শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট তাম্বূলরসসেবায় প্রেমভক্তিনিষ্ঠিত ভক্তগণের হৃদয় অলৌকিক আনন্দরসধারায় পরিপ্লুত হয়। অধরামৃতের যে কি গুণ, একমাত্র ভাগ্যবান ভক্ত—যিনি তাঁহার উচ্ছিষ্ট তাম্বুলকণিকা সেবা করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সে লোকোত্তর মাধুরী প্রকাশ করিতে পারেন। (শ্রীভাগবতের ১০।৩১।১৪ শ্লোকের শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ব্যাখ্যায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব এখানে ইহার মাত্র সূচনা করা হইল।) যে গোপী পরমসমাদরে শ্রীকৃষ্ণের অধররসস্পৃক্ত চর্ব্বিত তাম্বুল অঞ্জলিপুটে গ্রহণ করিলেন, তিনি চন্দ্রাবলীদলভুক্তা মৃদুদাস্যস্বভাবা তদীয়তাপ্রেমময়ী পরিচর্য্যাপরায়ণা ও কান্তাধীনা দক্ষিণা নায়িকা শৈব্যা।

আর একজন গোপবনিতা বিরহতাপ নিবারণের জন্য উভয় হস্তে শ্রীব্রজরাজনন্দনের শীতল চরণকমল তাঁহার সন্তপ্ত স্তনদ্বয়ে ধারণ করিলেন। এই গোপবনিতা উপবিষ্ট অবস্থায় উভয় হস্তে পরমসমাদরে একটিমাত্র চরণই তাঁহার সন্তপ্ত বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন তৎকালে অন্যকান্তার স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া বামচরণে ভূমি অবলম্বন পূর্ব্বক দক্ষিণ চরণে বিরহসন্তপ্ত গোপীকুচতটে স্পর্শবিন্যাস করিয়া দণ্ডায়ম ন ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমহৃদয়া এই ব্রজগোপী শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহার সুকোমল হৃদয়ে দুর্বিসহ তীব্র বিরহসন্তাপ ভোগ করিয়াছেন। গোপীজনবল্লভ প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণের একটিমাত্র শীতলচরণস্পর্শে সেই স্তনতটের মদনক্ষোভিত বিরহজ্বালা দূর হইবে এই আশায় বিরহার্ত্তা ব্রজগোপী তাঁহার তপ্তকুচতটে শ্রীকৃষ্ণচরণ স্থাপন করিলেন। এই গোপী দক্ষিণা নায়িকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একা ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা।
ঘ্নন্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈর্নির্দ্দষ্টদশনচ্ছদা ॥ ৬

চন্দ্রাবলীর সখী তদীয়তাপ্রেমাভিমানবতী পদ্মা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার বৃহৎক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলিয়াছেন "কুমারিকাণাং মুখ্যা একা তদঙ্ঘ্রিকমলমিতি"—ব্রজকুমারিকাগণের মধ্যে একজন প্রধানা গোপী নিজ স্তনতটে শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম ধারণ করিয়াছিলেন। কোন কোন গ্রন্থে "স্তনয়োর্ন্যধাৎ" স্থানে "হৃদয়ে ন্যধাৎ" পাঠ দেখা যায়। সেরূপ স্থলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে অন্তঃকরণের তাপনিবৃত্তির জন্যই সেই গোপী শ্রীকৃষ্ণের চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতেও দৃষ্ট হয়—

কাচিৎ করাম্বুরুহমঞ্জলিনা স্ম ধত্তে কাপ্যংসসীমনি ভুজং মদরূষিতায়াম্।
তাম্বুলচর্ব্বিতমমুষ্য দধার কাচিৎ পাণৌ হিরণ্ময়পতদ্গ্রহকান্তিকান্তে ॥

কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণকরপদ্ম নিজ করাঞ্জলিপুটে ধারণ করিয়াছেন, কেহ বা স্কন্ধদেশে শ্রীকৃষ্ণের বাহু ধারণ করিয়াছেন, এবং কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বুল স্বর্ণময় কান্তিকমনীয় হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—একা (মুখ্যা গোপী) প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা (প্রণয়কোপাবেশেন বিহ্বলা বিবশা সতী) ভ্রুকুটিং (ভ্রুবং) আবধ্য (কুটিলীকৃত্য) নির্দ্দষ্টদশনচ্ছদা (নির্দ্দষ্টঃ দশনচ্ছদঃ অধয়োষ্ঠঃ যয়া তথাভূতা ভূত্বা) কটাক্ষেপৈঃ (কটাক্ষবিক্ষেপৈঃ কৃষ্ণং) ঘ্নন্তীব (তাড়য়ন্তীব) ঐক্ষৎ (দদর্শ) ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—প্রণয়কোপের আবেশে বিবশা হইয়া অধর এবং ওষ্ঠ দংশনপরায়ণা এক (মুখ্যা) গোপী ভ্রূদ্বয় বক্র করিয়া কটাক্ষবিক্ষেপে (শ্রীকৃষ্ণকে) যেন তাড়না করিতে করিতেই দৃষ্টিবিন্যাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—ভ্রুকুটিমাবধ্য ভ্রুবং কুটিলীকৃত্য প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়কোপাবেশেন বিহ্বলা বিবশা নির্দ্দষ্টাধরৌষ্ঠা কটাক্ষাস্তৈর্যে আক্ষেপাঃ পরিভবাস্তৈস্তাড়য়ন্তীবৈক্ষত ॥ ৬ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা সতী ভ্রুকুটিমাবধ্য নির্দ্দষ্টদশনচ্ছদা ভূত্বা কটাক্ষেপৈর্ঘ্নতীবৈক্ষতেত্যন্বয়ঃ। কটাক্ষেপৈঃ কটাক্ষবিক্ষেপৈঃ। সন্দষ্টেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। শৌরিমিতি প্রকরণাৎ। ঘ্নতীবেতি তস্যাপি ক্ষোভং ব্যজ্য তাভির্গৃহীতত্বেনৈব দাক্ষিণ্যমাত্রেণৈব চ স তত্র স্থিত ইতি ব্যজ্যতে। তথা বাম্যেন দূরস্থিতায়া অপি তস্যাঃ প্রেমসংরম্ভ ইত্যনেন তদীক্ষণে পরসুখং দর্শিতম্। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। কাচিদ্ ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্। বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপঙ্কজমিতি। অত্র বিব্বোকাখ্যানুভাবো দর্শিতঃ। যথোক্তম্—ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদর ইতি। তথা ললিতাখ্যোঽপি—যথোক্তং বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা। সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্॥ ইয়ং প্রখরা সুসখ্যাত্যন্তস্বাধীনকান্তা বামা চ ॥ ৬ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংসশিরোমণি ভাগবত-লীলারসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব তদীয়তাভিমানবতী ঘৃতস্নেহবিশিষ্টা কোমলস্বভাবা আনুকূল্যপরায়ণা দক্ষিণানায়িকা যূথেশ্বরী শ্রীচন্দ্রাবলী, তদীয়তা ও মদীয়তা প্রেমের মধ্যবর্ত্তিনী তটস্থা শ্যামা এবং তদীয়তাপ্রেমাভিমানা চন্দ্রাবলীযূথগতা শৈব্যা ও পদ্মার শ্রীকৃষ্ণদর্শনজাত স্বস্বভাবানুকূল প্রেমাচরণ অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশক্রমে ইতঃপূর্ব্বে শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রীশুকদেব মানপরায়ণা বামা মদীয়তাভিমানবতী মধুস্নেহবিশিষ্টা ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধিকা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণবল্লভার প্রেমচেষ্টা যথাক্রমে এক এক শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। বর্ণনার প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই—এক গোপী প্রণয়কোপে অধীরা হইয়া কোপব্যঞ্জনায় শুভ্রদন্তপঙ্‌ক্তিতে বিম্বাধর দংশন করিয়া ভ্রূভঙ্গীপ্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ পূর্ব্বক দৃষ্টিবিন্যাস করিতেছেন। সেই কুটিল কটাক্ষনিক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইঁহার তীব্র অভিমান ও কতই না তিরস্কারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদনা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছে। ইনিই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা মদীয়তাভিমানবতী যূথেশ্বরী শ্রীরাধিকা। ইহার প্রেমনিষ্ঠিত হৃদয়ে অচল প্রতিষ্ঠ দৃঢ়বিশ্বাস যে, 'শ্রীকৃষ্ণ আমার,' অতএব আমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট কেন যাইব—বরং তিনিই আমার নিকটে আসিবেন। সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেমের প্রতিপক্ষস্বরূপা শ্রীচন্দ্রাবলীকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সমাগত দেখিয়া তাঁহার অভিমানক্ষোভ দ্বিগুণিত হইয়াছে, তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ রোষকটাক্ষ নিক্ষেপে তিনি যেন ভৎর্সনা করিতেছেন!

যেখানেই গাঢ়তম প্রেম বিদ্যমান সেইখানেই প্রেমাধীন শ্রীভগবান্ বাঁধা পড়েন। তাই পরমপ্রেমময়ী শ্রীরাধিকা নিজ প্রেমভাবানুসারে 'শ্রীকৃষ্ণ আমার' এই প্রেমাভিমানে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমাধীন বলিয়াই বিবেচনা করেন। 'যদি আমার বলিয়া কিছু থাকে ও কেহ থাকে তবে একমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণই আমার'—শ্রীরাধার ঐকান্তিক অনুরাগ প্রেমের ইহাই চরম অভিমান। অতএব 'যিনি আমার, যিনি আমার প্রেমাধীন—সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কৃপাভিক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন আমার থাকিতে পারে না।' বরং সেই প্রেমপরবশ শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীরাধাপ্রেমের আকর্ষণে প্রেমাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধিকার নিকটে স্বয়ং উপস্থিত না হন, তখন মদীয়তাভিমানবতী শ্রীরাধিকা অবশ্যই তাঁহার প্রতি কোপকটাক্ষ করিতে পারেন। প্রেমিক ভক্তের ভগদ্বিজয়ী মহিমা ক্ষুণ্ণ হইলে প্রেমঘনীভূতমূর্ত্তি শ্রীরাধার অভিমান ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। অতএব প্রেমাভিমানক্ষোভ জন্য প্রণয়কোপ প্রকাশের ইহাই উপযুক্ত অবসর।

শ্রীভগবানকে যদি কেহ প্রেমপ্রচুরহৃদয়ে অকৃত্রিম অনুরাগভরে অন্তরের সহিত "আমার" বলিতে পারেন, তবে ভক্তাধীন প্রেমপরবশ শ্রীভগবান্ অবশ্যই তাঁহার হইবেন—তাঁহার ইচ্ছায় চলিবেন—স্বয়ং তাঁহার নিকটে যাইবেন—একান্তভাবে তাঁহারই অধীনতা মানিয়া লইবেন। উজ্জ্বলপ্রেমরসমূর্ত্তি শ্রীরাধিকার নিমিত্তই প্রধানতঃ রসমাধুর্য্যপ্রচুর শ্রীশ্রীরাসলীলাবিলাস। অতএব রাসরসিকেশ্বর ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাপ্রেমানন্দে তাঁহার অধীন হইবেন, স্বয়ং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবেন—ইহাতে বিচিত্রতা কি? তাই মদীয়তাভিমানবতী শ্রীরাধা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গেলেন না, বরং চন্দ্রাবলীযূথসেবিত শ্রীকৃষ্ণকে দূরে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার অভিমানক্ষোভ তীব্র প্রণয়কোপে পর্য্যবসিত হইল। হায়! হায়! যে অভিমানে তিনি অতিসযত্নে অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে এতকাল সংগোপনে পোষণ করিয়াছেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণ আমার'—সেই অভিমানে আজ বড়ই নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছে। তাই অভিমানক্ষোভের তীব্র জ্বালা তাহার মুখমণ্ডলের প্রতিটি অবয়বে রোষরূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ফলে প্রণয়কোপের অধীরতায় তাঁহার অধরতটে দন্তদংশন, নয়নের কুটিল ভ্রূকুটিবিন্যাস ও তীব্রকটাক্ষক্ষেপ—সবগুলি মিলিয়া যাঁহার জন্য এই তীব্র অভিমানক্ষোভ, তাঁহার প্রতি যেন তাড়নার প্রতিঘাত হানিতেছে।

এখানে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব 'একা গোপী' বলিয়া শ্রীরাধিকারই আচরণ বর্ণনপ্রসঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীরাধিকা 'একা' অর্থাৎ প্রধানা, সর্ব্বগোপবনিতা অপেক্ষা মুখ্যস্থানীয়া। শ্রীরাধিকা ও তাঁহার যূথান্তর্গতা ললিতা বিশাখা ইত্যাদি সখীবৃন্দ মদীয়তাভিমানবতী। তাই প্রেমপাশবদ্ধস্বভাব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের বাম্যভাবের স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পায়। তদীয়তাভিমানবতী চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণ কামবিহ্বলা হইয়া প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণসমীপে তদনুকূল আচরণ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীরাধিকা প্রভৃতি পরমপ্রেমস্বরূপিণী ব্রজাঙ্গনাগণ 'শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অধীন'—এই অভিমানবশে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশীভূত স্বভাবের প্রতি বিশেষ আস্থা রাখেন বলিয়াই বাম্যভাবপ্রকাশে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের গাঢ়তম প্রেমে এই বিশ্বাস অচঞ্চল ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বলিয়াই তাঁহারা চন্দ্রাবলীযূথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা এবং তন্মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীমুখ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরানিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥৭

শ্রীরাধিকাই পরম অভিমানভরে তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আজ ভ্রূকুটিকুটিল রোষকটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বর্ণনাতেও অনুরূপ ভ্রূভঙ্গীর আভাস পাওয়া যায়—

কাচিদ্ ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্। বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপঙ্কজম্॥

—কোনও প্রেয়সী গোপবনিতা ভ্রূভঙ্গীচ্ছলে শ্রীহরির আয়ত ললাটদেশ নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং নয়ন-মধুকরের সহায়তায় সেই শ্রীহরির মুখপদ্মমধু সানন্দে পান করিতেছেন।

বর্ত্তমান শ্লোকে ভক্তিরসশাস্ত্র নিরূপিত বিব্বোক ও ললিত নামক অনুভাব প্রদর্শিত হইয়াছে—

বিব্বোক যথা—ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ। (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

—গর্ব্ব ও মানবশতঃ অভিলষিত বস্তুতে (কান্তপ্রদত্তবস্তুতে অথবা কান্তে) যে অনাদর, তাহাকে বিব্বোক বলে। প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধিকার পরমকাঙ্ক্ষিত ধন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু মান ও গর্ব্ববশতঃ কুটিল ভ্রূভঙ্গীচ্ছলে সেই পরম-অভিলষিত শ্রীকৃষ্ণে ইঁহার অনাদর প্রকাশ পাইতেছে।

ললিত যথা—বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

—যাহাতে ভ্রূবিলাসবশতঃ অঙ্গসকলের অত্যন্তমনোহর সুকুমার বিন্যাসভঙ্গী পরিদৃষ্ট হয়, তাহাকে ললিত নামক অনুভাব বলে। এস্থলে ভ্রূভঙ্গিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণদর্শন করায় শ্রীরাধিকার ললিতাখ্য অনুভব প্রকাশ পাইল। উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে কৌটিল্যললিতের দৃষ্টান্তরূপে "একা ভ্রূকুটিমাধব্য" এই শ্লোকটি প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই স্থানে ললিতের আর একটি লক্ষণ দৃষ্ট হয়ঃ—

মধুস্নেহস্তু কৌটিল্যং স্বাতন্ত্র্যহৃদয়ঙ্গমম্। বিভ্রন্নর্ম্মবিশেষঞ্চ ললিতোঽয়মুদীর্য্যতে॥

মধুস্নেহ যখন স্বতন্ত্ররূপে কৌটিল্য প্রকাশ করিয়া নর্ম্মবিশেষকে ধারণ করে, তাহাকে ললিত বলে ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ।—সন্তঃ (শান্তদাস্যনিষ্ঠাঃ সাধবঃ) তচ্চরণং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণং পদং) যথা (তচ্চরণং পুনঃ পুনঃ অনুভূয়াপি কিং বা সেবমানা অপি ন তৃপ্যন্তি তদ্বৎ) অপরা (গোপী) অনিমিষদৃগ্‌ভ্যাং (নিমেষমকুর্ব্বতীভ্যাং নয়নাভ্যাং) আপীতমপি (পরমপ্রীত্যা সম্যগ্ দৃষ্টমপি) তন্মুখাম্বুজং জুষাণা (মুখপদ্মং পুনঃপুনঃ সেবমানা) ন অতৃপ্যৎ (ন তৃপ্তা বভূব) ॥৭॥

মূলানুবাদ।—ভক্তিনিষ্ঠ সাধুগণ যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণচরণ পুনঃপুনঃ সেবা করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, সেই প্রকার অপর কোনও গোপী নিমেষশূন্য নয়নযুগলে, শ্রীকৃষ্ণের বদনপদ্মের মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিলেন না॥ ৭॥

শ্রীধরটীকা।—অনিমিষদ্দৃগভ্যাম্ অনিমিষন্তীভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাম্ আপীতমপি সম্যক্ জুষ্টমপি পুনঃপুনঃ জুষাণা নাতৃপ্যৎ॥ ৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—জুষাণা আস্বাদয়ন্তী আপীতং সম্যগাস্বাদিত্য মাধুর্য্যমপি ইতি দৃশো রসনাত্বং মুখস্যাম্বুজতারূপকেণ তৎসৌন্দর্য্যস্য মধুত্বঞ্চ রূপিতম্। দৃশো রসনাত্বরূপকেণ তু তন্মাধুর্য্যাসক্তির্দর্শিতা। শান্তদাস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিনিষ্ঠা ইতি সাক্ষাদ্দর্শনেঽপি তৃপ্ত্যভাবমাত্রে দৃষ্টান্তঃ। বৈশিষ্ট্যন্তু তত্তদ্ভাবমাধুরীব্যঞ্জকশ্রীমুখালম্বনতয়া বিদ্বত এব ইয়ং সম্মুখদত্তদৃষ্টিত্বাৎ প্রখরা স্বয়মেবাসৌ মাং মিলিষ্যতীতি স্বস্থান এব স্থিতত্বাৎ সুসখ্যা স্বাধীনকান্তা বামা চ ॥৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেব মদীয়তাভিমানবতী শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকার ভ্রূভঙ্গিমণ্ডিত কটাক্ষ দৃষ্টিক্ষেপের বিবরণ বর্ণনার পর বর্ত্তমান শ্লোকে অপরা এক গোপাঙ্গনার বিবরণ প্রদান করিতেছেন। ইনি শ্রীরাধিকা হইতে পর নহেন বলিয়াই বুঝি পরমাত্মীয়স্বরূপা শ্রীরাধিকার পরমসুহৃৎ 'অপরা' সখী। "শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রেমাধীন"—এই মদীয়তাভিমানবশে ইনি শ্রীরাধিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসমীপে না যাইয়া দূর হইতেই তাঁহার কর্ণায়ত নয়নযুগল মেলিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে পরমমাধুর্য্যমণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মমধু নয়ন-ভৃঙ্গের সাহায্যে আকণ্ঠ পান করিতে লাগিলেন কিন্তু হায়! তৃপ্তি পাইলেন না। ভক্তসাধক যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণযুগল নিরবধি সেবা করিয়াও তৃপ্তির চরমসীমায় পৌঁছিতে পারেন না, তদ্রূপ এই ব্রজগোপীও নবনটবরমূর্ত্তি আনন্দরসপ্রচুর শ্রীকৃষ্ণমুখাম্বুজের রূপসুধা পান করিয়াও অতৃপ্তই রহিয়া গেলেন।

সাধক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দভজনে যে অপার আনন্দ লাভ কয়েন, সত্যই তাঁহারা তাহার সীমা খুঁজিয়া পান না। তাহাতে তাঁহাদের একান্তমনে নিরন্তর শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ ভজনের নিরবধি আকাঙ্খা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে থাকে, বুঝি বা কোটিকোটি জন্ম সেই পদারবিন্দ সেবার ভজনানন্দেও তৃপ্তিস্বাদের পার নাই, শেষ নাই। সেবানন্দে যে অসীম সুখানুভূতি লাভ হয়, ভক্তের নিকটে তাহার তুলনায় পরব্রহ্মপদও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। অতএব সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য এবং মুক্তি প্রভৃতি অযাচিতভাবে দান করিলেও ভক্ত সাধক উহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করেন—কারণ তিনি ভজনাধিকারের চির-বর্দ্ধমান সেবানন্দের অপার অতলসিন্ধুতলে নিমগ্ন থাকিতে চাহেন। তাই ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

(শ্রীভাগবতে)

পরমপ্রেমনিষ্ঠিতহৃদয়া এই ব্রজগোপীও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনিন্দ্যসুন্দর পরম রমণীয় মুখপদ্ম অনিমেষ নয়নযুগল মেলিয়া নিরীক্ষণ করিয়াও যেন দর্শনানন্দের অপার মাধুর্য্যে অতৃপ্তই রহিয়া গেলেন। অনির্ব্বচনীয় অপ্রাকৃত নিখিল সৌন্দর্য্যসুধা মথিত করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণমুখপদ্ম বিকশিত হইয়াছে, সেই শ্রীমুখরূপসুধা নিয়ত নির্নিমেষ আঁখিযুগল মেলিয়া পান করিলেও দর্শনপিপাসা তৃপ্তিলাভ তো করেই না, বরং উহা উত্তরোত্তর কোটিগুণ বিবর্দ্ধিত হইয়া অশান্ত অতৃপ্তিই জাগাইয়া তোলে। বাস্তবিক অনন্ত কৃষ্ণরূপমাধুরীর ইয়ত্তা কে করিবে? সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের অভিনব রূপমাধুরী অনুরাগবতী গোপী-হৃদয়ে নয়নপথে প্রবেশ করিয়া উহাকে যে অপার আনন্দের উদ্বেল তরঙ্গে ভাসাইয়া দেয়! পরমমধুর আনন্দঘনতমবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণরূপের যে বিন্দুমাত্র কণিকায় বিশ্বপ্রকৃতির সকল অঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্য্যের ঢেউ খেলিয়া যায়—বাহির হইতে ইন্দ্রিয়বোধের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া অন্তরের সুনিভৃত কোণে হানা দেয়, যে রূপমাধুরীর কণামাত্র আস্বাদনে প্রেমিকহৃদয়কে অতৃপ্তির উন্মাদনায় পাগল করিয়া দেয়—সেই রূপ দর্শনের পিপাসা দুই চক্ষুতে বুঝি শেষ হয় না। তাই সেই গোপীজনের মধুর অতৃপ্তির অশান্ত সুর প্রতিধ্বনিত করিয়া বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল!

প্রেমানুরাগের এই তো স্বভাব! বুঝি চিরকালের মত প্রিয়তমকে পাইয়াও নবনবায়মান আনন্দের শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গোপীপ্রেমের এই অতৃপ্তি, এই অশান্ত অনুভূতি রূপায়িত করিয়া বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি অনুরাগবতী গোপীমুখে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়!
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥ (বিদ্যাপতি)

অতৃপ্তনয়নে শ্রীকৃষ্ণমুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া এই ব্রজগোপী মদীয়তাময় শ্রীকৃষ্ণানুরাগের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। "শ্রীকৃষ্ণ আমার"—এই মদীয়তাভিমানবশে ইনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন বোধ করিলেন না বা তৎসমীপে গিয়া কোনও দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়া প্রেমভিক্ষাও করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ি-মদীয়তাপ্রেমাভিমানে শ্রীরাধিকার সমপ্রাণা ভক্তজনপরিচিতা ললিতা নাম্নী এই প্রধানা গোপী শ্রীরাধিকার পর নহেন বলিয়াই ইনি তাঁহার প্রধানা অপরা সখী। ভক্তিরসশাস্ত্রে ললিতা বাম্যভাবপরায়ণা ও প্রখরারূপে নির্দ্দিষ্টা হইলেও ইনি কর্কশপ্রখরা নহেন বরং ললিতমাধুর্য্যপ্রখরা। মদীয়তাভিমানবশে ইনিই এক-দিন কলহান্তরিতাবস্থা প্রাপ্তা শ্রীরাধিকাকে ভগবদ্‌বিজয়ী প্রেমগর্ব্বে বলিয়াছিলেন—'মান কয়লি ত' কয়লি, সো কাঁহা যাওবি, আপনি হি আওবি, পুনহি লোটাওবি চরণে'। বাস্তবিক যে প্রেম গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধায় শ্রীভগবানকে এমনভাবে বশীভূত করিতে পারে, সে প্রেম যে কত বড়, শ্রীললিতাসখীবৃন্দ কৃপা করিয়া না বুঝাইলে বুঝিবার উপায় নাই। যাহা হউক, শ্রীললিতাও শ্রীরাধার ন্যায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে না গিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণমুখকান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই নিরীক্ষণের মধ্য দিয়া অনুরাগবতী শ্রীললিতা নবনবায়মান অসীম আনন্দে বুঝি বা আত্মহারা হইলেন। অনির্ব্বচনীয় সেই পরম মধুর মদনমোহন রূপ দেখিয়া নয়নমুদ্রিত করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়, এমন নির্নিমেষ লোচনে সেই পরমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণরূপসুধা পান করিলেও চির অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। অতএব অতুলপ্রেমাধি-ষ্ঠাত্রী ললিতা অনিমেষ নয়নে আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল নিরন্তর দর্শন করিয়া দর্শন জন্য পরম অতৃপ্তিকেও পরম লোভনীয় ও পরম মধুর বলিয়া মানিলেন। সেই ভুবনমোহন মুখকান্তি যে একবার নয়ন মেলিয়া দেখিবে, সে কি আর নয়ন মুদ্রিত করিতে পারে? সে নয়নে আর কি পলক পড়ে? অসমোর্দ্ধরূপপিপাসু সেই নিমেষহীন নয়নযুগল সেই মুখশোভার পরম মধুর আকর্ষণে বিমোহিত হইয়া চির অতৃপ্ত পিপাসায় তাহাতেই যে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান শ্লোকে সাধুভক্তের পদারবিন্দ-সেবার দৃষ্টান্তে ইহাই জানিতে পারা যায় যে শান্ত দাস্য প্রভৃতি ভক্তি-ভাবের যাঁহারা অধিকারী, তাঁহারা সর্ব্বসন্তাপহারী শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল চরণচ্ছায়ে সমাশ্রিত। ঐ চরণযুগল তাঁহারা পরমভক্তিভরে নিরন্তর ধ্যান পূজা ও সেবা করিয়া আনন্দের অফুরন্ত মণিখনির সন্ধান পান। নিত্যদাস হইয়া সেই চরণসেবাধিকারের আনন্দে মগ্ন থাকিতে চাহেন বলিয়াই দাস্যনিষ্ঠ পরমভক্ত সেবানন্দের পরম মহাজন। তাই তিনি এমন করিয়া বলিতে পারেন—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্যৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে। ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিমুচ্যতে॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

—সংসার দুঃখ যাহাতে বিলীন হইয়া যায়, সেই ভববন্ধোচ্ছেদকর মুক্তিপদ আমি কামনা করি না, কেন না উহাতে 'তুমি প্রভু, আমি দাস'—এই ভক্তিকাঙ্ক্ষিত সেব্যসেবকতাময় প্রেমসম্পদ লুপ্ত হইয়া যায়। অতএব দাস্যনিষ্ঠ ভক্তসাধক একমাত্র চরণসেবানন্দই কামনা করেন এবং তাহাতেই তাঁহার ইয়ত্তাহীন অপার রসানুভূতি। কারণ শান্ত ও দাস্যভাবে একমাত্র শ্রীভগবানের চরণযুগলেই সাধকের অধিকার, কিন্তু সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যভাবের সেবায় শ্রীমুখকমলেও ভক্তের অধিকার রহিয়াছে। শ্রীরাধাসখী ললিতা মাধুর্য্য-প্রেমভাবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ। পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥ ৮

উজ্জ্বলরসমূর্ত্তি, তাই শ্রীভগবানের মুখপদ্মেই তাঁহার নয়নযুগল নিমগ্ন রহিল। সে রূপনিরীক্ষণ একাধারে যেমন নির্নিমেষ, তেমনি নির্ব্বাধ ও নিঃসঙ্কোচতাময়। কারণ পূর্ব্বশ্লোকের বিবরণে আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিমানরত শ্রীরাধিকার কটাক্ষশর প্রহারের যে চিত্র প্রতিফলিত দেখিতে পাই, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীমুখ্যা শ্রীরাধিকার অভিমানক্ষোভ দূর করিবার নিমিত্ত নাগরশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই একান্তভাবে কৃপাভিখারীর ন্যায় শ্রীরাধিকার প্রতি সর্ব্বক্ষণ আকুল দৈন্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার দিকেই সমাকৃষ্ট ও সমাহিত ছিলেন। অতএব শ্রীরাধার সখী ললিতার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অবধানপূর্ব্বক কোন দৃষ্টি সঞ্চালন করেন নাই বলিয়া ললিতার নয়নকোণে রমণীজনসুলভ লজ্জাসঙ্কোচ উদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনের অপার আনন্দে কোনও বাধা সৃষ্টি করে নাই। তাই আজ পিপাসাকুল নয়নমধুকর দিয়া শ্রীকৃষ্ণমুখকমলের অপরূপ রূপসুধা পানে শ্রীললিতাসখী কতই না অপার অসীম আনন্দলাভ করিলেন ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—কাচিৎ (গোপী) নেত্ররন্ধ্রেণ (নেত্ররন্ধ্রদ্বারেণ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) হৃদিকৃত্য (হৃদয়ং নীত্বা ভাগ্যবশান্মিলিতোঽয়ং চঞ্চলঃ কান্তঃ পুনর্মাপসরতু ইত্যশেষেন) নিমীল্য (নেত্রে ইতি শেষঃ পুনর্নেত্র-দ্বারেণৈব নিঃসরেদিতি শঙ্কয়া ইতি ভাবঃ নির্বিঘ্নপ্রাপ্তিবুদ্ধ্যা) পুলকাঙ্গী (রোমাঞ্চিতাঙ্গী সতী) উপগুহ্য (আলিঙ্গনম্ অনুকৃত্য) যোগী ইব (যথা আবির্ভূতানন্দে নিমগ্নো যোগী সমাস্তে তদ্বৎ) আনন্দসংপ্লুতা (আনন্দব্যাপ্তা চ সতী) আস্তে (তিষ্ঠতি) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—কোনও ব্রজসুন্দরী নেত্রপথে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে আনয়নপূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া পুলকিত শরীরে (ধ্যানরত) যোগীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—হৃদিকৃত্য হৃদয়ং নীত্বেত্যর্থঃ ॥ ৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তং নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্যেতি তস্যা হৃদয়ে তস্য স্বচ্ছোপাধৌ বিম্বস্যৈব পরমাসক্তিঃ সূচিতা। ততঃ সাক্ষাদ্ভাবাল্লব্ধলজ্জয়া নেত্রে নিমীল্য ভাবপারবশ্যেন পুলকাঙ্গী সতী উপগুহ্যালিঙ্গনমনুকৃত্যান্তে চিরং তথৈবাসীদিত্যর্থঃ। যোগীবেতি অনন্তস্ফূর্ত্তৌ দৃষ্টান্তঃ। যদ্বা যোগি ক্রিয়াবিশেষণং সংযোগি যথাস্যাত্তদিবেত্যর্থঃ॥ ইয়ং লজ্জয়ামূঢ়া পূর্ব্বস্মাদ্ধেতোঃ সুসখ্যা স্বাধীনকান্তা বামা চ এবং সপ্তোক্তাঃ অষ্টমী তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। কাচিদায়ান্ত-মালোক্য গোবিন্দমতিহর্ষিতা। কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়দিতি। প্রখরা সরলা চেয়ম্। অত্রেদং বিবেচনীয়ং রত্যাখ্যো ভাবস্তাবদুভয়বিধঃ। এক আত্মনি তদীয়তাভাবনাময়ত্বেন কান্তপরাধীনস্তদাক্ষিণ্যাদিময়ঃ। অন্যঃ কান্তে মদীয়তাভাবনাময়ত্বেন পরাধীনকান্তত্ববামত্বাদিময়ঃ। তদেবং ভাবদ্বয়মিশ্রিততারতম্যেনান্যেঽপি বিবিধভাবা বিভাব্যন্তে। তদেতন্নানাভাববতীনাং মধ্যে সজাতীয়ভাবানাং সখ্যং স্যাদ্রোচকত্বাৎ। বিজাতীয়-ভাবানাং প্রতিপক্ষতা স্যাৎ। অরোচকত্বাদেব সজাতীয়ভাবানাং সৌহৃদ্যং স্যাৎ। যৎকিঞ্চিদ্রোচকত্বেন হিতাশং-সনমাত্রাৎ অতিমিশ্রত্বেনাতিসূক্ষ্মত্বেন বা নাতিস্ফুটসজাতীয়াদিভেদভাবানাং তাটস্থ্যং স্যাৎ। অবধানহেতুত্বাভাবাৎ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়কনিজনিজভাবমাত্রাভিরুচিমতানাং তাসাং সখ্যাদ্যুদয়স্য তদেকমূলবেবোচিতমিতি। অত্র তদীয়তা-মদীয়তাময়য়োর্মুখ্যয়োর্ভাবয়োরুত্তরঃ শ্রেয়ান্। মমতাধিক্যেন হি গম্ভীরপ্রেমপ্রবাহাধিক্যং ভবতি। তত এব তদ্বিবর্ত্তরূপবাম্যাপরপর্য্যায়কৌটিল্যাভাসো জায়তে। অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেদিতি ভরতন্যায়াৎ। অতএব কান্তোঽপি তদ্বশঃ স্যাৎ। তথা চ রুদ্রঃ—বামতা দুর্ল্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধমিতি। যথা হরিবংশে সত্যভামায়াং দৃশ্যতে। রূপযৌবনসম্পন্না সৌভাগ্যেন চ গর্ব্বিতা। অভিমানবতী দেবী শ্রুত্বৈবের্য্যাবশং গতেতি। কুটুম্বস্যেশ্বরী সাসীদ্রুক্মিণী ভীষ্মকাত্মজা। সত্যভামোত্তমী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাভবদিতি চ। অত এবার্দ্ধেনার্দ্ধেন প্রথমচতস্থণাং বর্ণনম্ উত্তরতিস্থণাং ত্বেকৈনৈকেনেতি কবেরাদরোঽপি দৃশ্যতে। আসু তিসৃষু চৈকা ভ্রূকুটিমাবধ্যেত্যনেন যা বর্ণিতা সৈব শ্রেষ্ঠা ভাববৈশিষ্ট্যেন প্রথমত্বেন চোপন্যাসাৎ। তাদৃশসর্ব্ববিলক্ষণভাবশ্চ তস্যা এব স্বপরিত্যাগে স্যাৎ যস্যাঃ সর্ব্বপরিত্যাগেন স্বসঙ্গনীতায়াঃ সৌভাগ্যদানেন সর্ব্ববৈলক্ষণ্যং শ্রীভগবান্ স্বয়মাবিষ্কৃতবান্। তস্মাৎ সৈব সা ভবেৎ। অথ প্রথমচতস্থণাং প্রথমৈব জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা চ, অগ্রেস্থিতত্বাৎ সর্ব্বা অতিক্রম্য প্রথমত এব কান্তস্পর্শাৎ। দক্ষিণাসু সুমধুরচেষ্টত্বাৎ। এষা চোত্তরবর্গপ্রবরায়া বিজাতীয়ভাবেতি প্রতিপক্ষিকী জ্ঞেয়া। অথানয়োর্বর্গবিচারঃ। তত্রোত্তরপ্রথমায়াঃ সখ্যৌ তদনন্তরে দ্বে। প্রথমপ্রথমায়াস্ত্বেকব্যবহিততৃতীয়াদিকে দ্বে। ভাবসাম্যাত্তত্তদনুগততয়া বামদক্ষিণয়োঃ স্থিতেশ্চ। যা তু প্রথমদ্বিতীয়া সা খলু প্রথমগণান্তঃ প্রবিশ্য স্থিতাপি কিঞ্চিদ্ব্যবহিতত্বাত্তদতিক্রমিচরিতত্বাচ্চ ন প্রথমায়াঃ সখী। পরাধীনকান্তস্মন্যতয়া কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যেনোত্তরায়াস্তু সুহৃদিতি জ্ঞেয়ম্। অথবা বিষ্ণুপুরাণোক্তা সা তু নাতিবিস্পষ্টভাবত্বাদ্বর্গয়া প্রবেশাচ্ছ্রীশুকেনাবর্ণনাচ্চ তটস্থৈব জ্ঞেয়া। অথ তাসাং নামবিচারঃ। তত্র ভবিষ্যোত্তরে মল্লদ্বাদশীপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে তন্নামানি যথা। গোপীনামানি রাজেন্দ্র প্রাধান্যেন নিবোধ মে। গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথেতি। বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকেতি পাঠং ক্বচিৎ। দশমীত্যপি নামৈকং তচ্চান্বর্থমিতি সর্ব্বান্তে পঠিতম্। যদ্বা। তথেতি দশম্যপি তারকানাম্ন্যেবেত্যর্থঃ। গোপালী চেয়ং নূনং পাদ্মোক্তগায়ত্রীচরী ভবেৎ। তথা স্কান্দপ্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে মায়াসরঃপ্রস্তাবে পুনরুদ্ধবাগমনে প্রিয়প্রাপ্তিবৎ প্রিয়দূতপ্রাপ্তাবপি স্বস্বভাবাভিব্যক্তেস্তত্তদ্ভাবোক্তিসহিতান্যেবাষ্টৌ নামানি নির্দ্দিষ্টানি। কিন্ত্বত্যন্তদুঃখময়োক্তিতান্নৈতাদৃশরসাবসরে দৃশ্যানি কদাচিদ্বিচারাবসরে ত্বপেক্ষ্যানীত্যন্যগতিকত্বেনৈব লিখ্যন্তে। যথা। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ললিতা ক্রোধমূর্চ্ছিতা। উদ্ধবং সশ্রুনয়না সোবাচ রুদতী তদা॥ শ্রীললিতোবাচ—অসত্যো ভিন্নমর্য্যাদঃ শঠঃ ক্রূরজনপ্রিয়ঃ। মা কৃথাঃ পুরতোঽস্মাকং কথাস্তস্যাকৃতাত্মনঃ। শ্রীশ্যামলোবাচ—কিন্তস্য মন্দভাগ্যস্য হ্রস্বপুণ্যস্য দুঃখদাঃ। মা কুরুধ্বং কথাঃ সখ্যঃ কথাঃ কথয়তাপয়াঃ। শ্রীধন্যোবাচ—কেনায়ং হি সমানীতো দূতো দুষ্টজনস্য চ। যাতু তেন পথা পাপো যেন নায়াতি বৈ পুনঃ॥ শ্রীবিশাখোবাচ—ন শীলং ন কুলং যস্য জ্ঞায়তে জন্ম কর্ম্ম চ। হীনস্য পুরুষার্থেষু তেন সঙ্গো নিরর্থকঃ॥ শ্রীরাধোবাচ—পূতনাঘাতনে যস্য নাস্তি পাপকৃতং ভয়ম্। তস্য স্ত্রীহননে সাধ্ব্যঃ শঙ্কা কাপি ন বিদ্যতে॥ শ্রীশৈব্যোবাচ—সত্যং ব্রূহি মহাভাগ কিংকরোতি যদুত্তমঃ। সংবৃতো নাগরস্ত্রীভিঃ কথাস্মাকং করোতি কিম্॥ শ্রীপদ্মোবাচ—কদোদ্ধব মহাবাহুর্নাগরীজনবল্লভঃ। সমেষ্যতীহ দাশার্হঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ। শ্রীভদ্রোবাচ—হা কৃষ্ণ গোপপ্রবর হা গোপীজনবল্লভ। সমুদ্ধর মহাবাহো গোপীঃ সংসারসাগরাৎ॥ ইতি। একে তু চন্দ্রাবলীমেবাষ্টানাং মধ্যে মন্যন্তে নতু ধন্যাং, তস্যা লোকেঽতিপ্রসিদ্ধেঃ তত্র দশসংখ্যাকং মতং নাত্রৈকার্থ্যং সমর্থয়তি সংখ্যাবৈষম্যাৎ। অষ্টসংখ্যাকয়োরপি মতয়োর্ধন্যাপক্ষো ন সংঘটয়িতুং শক্যতে। তত্র তৎসহিতত্বেন শ্রীললিতাদীনাং পঞ্চানাং বামপ্রখরপ্রায়ত্বাৎ! অত্র ত্বেকা ভ্রূকুটিমাবধ্যেতি তিসৃণাম্ এবেতি চন্দ্রাবলীপক্ষস্তু সঙ্গম্যেত। তস্যা দক্ষিণাবর্গাগ্রিমত্বেন স্থাপয়িষ্যমাণত্বাদ্বামদক্ষিণয়োর্দ্বয়োরপি বর্গয়োস্ত্রিসংখ্যকত্বেন ষট্ত্বে দ্বাভ্যাং শ্যামলভদ্রাভ্যাং চান্যাভ্যামষ্টতাপর্য্যাপ্তৌ সুঘটতা স্যাদিতি। তদেবং স্থিতের্যা পুনরুত্তরবর্গপ্রথমা একা ভ্রূকুটীত্যাদি বর্ণিতা সা পরমভাবসৌভাগ্যোপরিকাষ্ঠাপন্নত্বাচ্ছ্রীরাধৈব। যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভেতি পাদ্মোক্তেঃ। রাধা বৃন্দাবনে বন্ইতি মাৎস্যস্কান্দাদিভ্যঃ। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরেতি বৃহদ্গৌতমীয়ে চ। রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা ইতি ঋক্পরিশিষ্টে। বর্ণিতা চ সা তথৈব শ্রীজয়দেব সহচরেণ মহারাজ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্মণসেনমন্ত্রিবরেণোমাপতিধরেণ। ভ্রূবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিতজ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি। গর্ব্বোদ্ভেদকৃতাবহেললিতশ্রীভাজি রাধাননে সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ। ইতি বিবৃতং চৈতন্যদনুজবরৈঃ শ্রীরূপমহাভাগরতৈরুজ্জ্বলনীলমণেঃ স্থায়িভাববিবরণে। অতো গান্ধর্ব্বেতি যা শ্রীগোপালতাপন্যাং প্রসিদ্ধা সাপি মুখ্যত্বলিঙ্গেনেয়মেবেতি মন্যন্তে। অস্যাঃ প্রহ্লাদসংহিতায়াং পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষয়া বচনকৌমল্যান্মধ্যাত্বম্। অত্র চ কোপাবসরেঽপি লীলাবিশেষমাত্রব্যঞ্জিতপ্রাগল্‌ভ্যতয়া বাহুধারিণ্যাদ্যপেক্ষয়া মধ্যাত্বমিতি চ সমানম্। অথ যাপরানিমিষদিত্যাদিনা তৎসখী বর্ণিতা সা শ্রীললিতেত্যবগম্যতে। বাম্যপ্রাখর্য্যাভ্যাং সাম্যাৎ। সম্প্রতি নাতিবাম্যাদিকঃ তু নিজবরসখীনিশাতদৃক্‌পাতঘাতজাততৎক্ষোভদর্শনেনাতিসন্তোষাৎ। এষা চ রাধানুরাধা ইতি যা ভবিষ্যোত্তরপঠিতা তদপরপর্য্যায়ৈব বা। তত্র চ পাঠস্য নাম্নোশ্চ যুগ্মতাময়ত্বাবগতেরত্রাপি সমবর্গতাপ্রাপ্তসখীবৃন্দপ্রথমোক্তমুখ্যতাপ্রাপ্তিসাম্যাৎ। অথ তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণেত্যাদি-বর্ণিতা তৎসখী তু প্রায়ঃ শ্রীবিশাখৈব। বাম্যমার্দবাভ্যাং সাম্যাৎ। প্রহ্লাদসংহিতায়ামপি ন শীলমিত্যাদিকং তদ্বাক্যং তাদৃশমেব। অথ যা প্রথমবর্গস্য প্রথমা সা শ্রীচন্দ্রাবল্যেব। যতঃ শ্রীরাধয়া সহ প্রতিযোগিতয়ৈতিহ্যমস্যা এব বিরাজতে। তথা চ শ্রীবিল্বমঙ্গলচরণাঃ। রাধামোহনমন্দিরাদুপগতচন্দ্রাবলীমুচিবান্ রাধে ক্ষেমমিহেতি তস্য বচনং শ্রুত্বাহ চন্দ্রাবলী। কংসক্ষেমময়ে বিমুগ্ধহৃদয়ে কংসঃ ক্ব দৃষ্টস্তয়া। রাধা কেতি বিলজ্জিতো নতমুখ স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥ ইতি॥ অর্থসাম্যপ্রায়াদিয়ং ভবিষোত্তরখ্যাতা সোমাভৈব বা স্যাৎ অথ যা তস্যা দ্বিতীয়া কাচিদ্ধরার ইত্যাদিনা শ্রীরাধা সুহৃদ্বর্ণিতা সা শ্যমলা ভবেৎ। প্রহ্লাদসংহিতায়াং ললিতাদিগণে প্রবিশ্য হিতোপদেশদানেন তস্যাঃ সৌহৃদ্যলক্ষণাবগতেঃ। সখীনাং সমদুঃখপ্রলাপিতা ভবতি কিঞ্চিদ্ব্যন্তরিতস্যৈব তু হিতোপদেশদাতৃতা দৃশ্যত ইতি। ইয়মেব শ্রীমধ্বাচার্য্যৈর্ভাগবততাৎপর্য্যে দর্শিতা লীলাখ্যা ভবেৎ। অথ কাচিদঞ্জলিনেতি একা তদস্ত্রীতি বর্ণিতে যে চন্দ্রাবলীসখ্যৌ তথা বিষ্ণুপুরাণে যাস্তটস্থা বর্ণিতাঃ তাঃ ক্রমেণ শৈব্যাপদ্মাভদ্রাঃ স্যুঃ সেবকবদ্দৈন্যেন সঞ্জিগমিষয়া নাতিস্ফুটভাববিশেষত্বেন চ সাম্যাদিতি। মহানুভাবসংমত্যা যুক্তিপ্রায়ং ব্যলেখি যৎ। তত্র কৃষ্ণস্তদীয়াশ্চ মমানন্যগতের্গতিঃ। তা মদ্বর্ণ্যরহোলীলানাম্না সঙ্কোচমাপ্নুয়ুঃ। মুনিনৈবং হৃতাহ্বানাঃ ক্ষমন্তাং মম চাপল্যম্॥ ৮॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—গোপীজনপ্রাণবল্লভ নবনটবরমাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণরূপ নয়নরন্ধ্রপথে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসর্ব্বস্বা কোনও ব্রজসুন্দরী চক্ষু নিমীলন করিয়া আনন্দে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। গোপীগণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শঠশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বিশেষভাবেই জানেন। চতুরচূড়ামণি বঞ্চকস্বভাব নাগররাজ বুঝি দর্শন দিয়াই ক্ষণকাল পরে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিরা আবার চলিয়া যাইবেন এই আশঙ্কায় কোনও গোপী নেত্রছিদ্র দ্বারা দর্শন করিবার পর সেই পরমমাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া চক্ষু নিমীলন করিয়া রহিলেন—কেন না উন্মিলিত নয়নসম্মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন করিতে পারেন, কিন্তু ধ্যাননিমীলিত লোচনে যে রূপ বাহির হইতে হৃদয়ে অবরুদ্ধ, সে কিরূপে অন্তর্হিত হইবে? ভক্ত বিল্বমঙ্গলও শ্রীকৃষ্ণকে একদিন ঠিক এমন ভাবেই বলিয়াছিলেন—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্। হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

'ছলে হাত ছিনাইলে পৌরুষ কি তাহে তব? পার যদি হৃদয় হইতে পলাইতে তবে তো তোমারে গণি।

ইহাতে অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন যে হৃদয়কন্দরে এরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণের অবরোধ কিরূপে সম্ভব? তদুত্তরে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বহুপুষ্পমধুসেবী ভ্রমরও পদ্মের হৃদয়কন্দরে অবরুদ্ধ হয়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধনানি কিল সন্তি বহূনি প্রেমরজ্জুকৃতবন্ধনমন্যৎ। দারুভেদনিপুণোঽপি ষড়ঙ্ঘ্রি নিষ্ক্রিয়ো ভবতি পঙ্কজবন্ধে॥

বন্ধনের সামগ্রী অনেক আছে সত্য, কিন্তু প্রেমরজ্জুর বন্ধন সম্পূর্ণ পৃথক, কাষ্ঠ ভেদ করিতে সমর্থ যে ভ্রমর সেও পদ্মবন্ধে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে।

এই শ্লোকে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণরূপধ্যানরতা ব্রজগোপী যে কেবল চক্ষু নিমীলন করিয়া হৃদয়াবরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি মানসনয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে ভাববিমুগ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের হৃৎকর্ণরসায়ন গুণলীলাও যে কীর্ত্তন তিনি করিয়াছিলেন শ্লোকের "নিমীল্য চ"—এই চকার প্রয়োগে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে—

কাচিদায়ান্তমালোক্য গোবিন্দমতিহর্ষিতা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সা প্রাহ নান্যৎ কিঞ্চিদুদৈরয়ৎ॥ (বিষ্ণুপুরাণম্)

প্রাণগোবিন্দ আগমন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীগোবিন্দপ্রেমবতী কোন গোপী অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সম্বোধনে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; তিনি কৃষ্ণনাম ভিন্ন অন্য কিছু উচ্চারণ করেন নাই। বিষ্ণুপুরাণের এই বচনে জানিতে পারা যায় যে সেই গোপী পরাশরবর্ণিত শ্রীরাধিকার অষ্টমী সখী ভদ্রা। কারণ ইতঃপূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণে অপর সাতটি সখীর নিজ নিজ ভাবানুযায়ী আচরণের কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীভাগবতে এই ব্রজগোপীর প্রেমাচরণ বর্ণনায় এক চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রয়োগে শ্রীশুকদেব বলিলেন যে যোগী যেমন ধ্যানযোগে শ্রীভগবানে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করেন, তদ্রূপ এই ব্রজগোপীও সমাহিত চিত্তে কৃষ্ণদর্শনানন্দরসনিমগ্না হইয়া বিদ্যমান ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে—

কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিতবিলোচনা। তস্যৈব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারূঢ়েব চাবভৌ॥

কোনও গোপী পরমমধুর শ্রীগোবিন্দরূপ দর্শন করিয়া নিমীলিতনেত্রা হইয়াছিলেন, তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় রূপ ধ্যান করিতে করিতে তিনি যোগারূঢ়া হইয়াছিলেন। বাস্তবিক এই ব্রজগোপী ধ্যানাবস্থিত যোগীর ন্যায় আনন্দরসসংপ্লুতা। ইহাতে অন্তঃস্ফূর্ত্তি বিষয়ে সারগর্ভ এক অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। অন্তরে শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকারের স্ফূর্ত্তি হইলে যোগী যেমন আনন্দপরিপ্লুত হন, তদ্রূপ এই ব্রজগোপীর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হওয়ায় তিনিও প্রেমানন্দরসসিন্ধুগর্ভে নিমগ্না হইয়াছিলেন। এই ব্রজগোপী বিশাখানাম্নী শ্রীরাধিকার সখী; ইনি প্রখরা অথচ সরলা।

মদীয়তাপ্রেমের মদীয়তাভাবনার কথাপ্রসঙ্গে নাট্যাচার্য্য ভরতমুনি বলিয়াছেন—"অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ"—মদীয়তাময় প্রেমের গতি সর্পের ন্যায় কুটিল, এই প্রেমের এইরূপ স্বভাব যে ইহাতে নায়িকা প্রায়ই বাহ্যতঃ প্রতিকূলতা ও নিবারণাদিরূপ বাধা প্রদর্শন করেন। কারণ—

বামতা দুর্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধম্॥ (উজ্জ্বলনীলমণিধৃতরুদ্রবচনম্)

স্ত্রীগণের যে বামতা, দুর্লভতা ও নিবারণা—তাহাই পঞ্চশর কন্দর্পের পরম অস্ত্রস্বরূপ।

ইতঃপূর্ব্বে "কাচিৎ করাম্বুজং" প্রভৃতি শ্লোক হইতে দুই শ্লোকের অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশে যথাক্রমে চন্দ্রাবলী, শ্যামা, শৈব্যা, পদ্মা এবং তৎপরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকের এক একটিতে রাধা, ললিতা ও বর্ত্তমানে বিশাখা মোট এই সাতজনের আচরণ বর্ণনা করা হইয়াছে। শেষোক্ত তিন শ্লোকের এক একটিতে অখণ্ডভাবে এইরূপ বিবরণ উল্লেখ করায় পূর্ব্বোক্ত নায়িকাগণের বৃত্তান্ত অপেক্ষা পরবর্ত্তী তিনজন ব্রজগোপীর আচরণ বর্ণনায় শ্রীশুকদেবের সত্যই সমধিক আদর প্রকাশ পাইতেছে। রাধা, ললিতা এবং বিশাখা মদীয়তাপ্রেমময়ী। এই তিন গোপাঙ্গনা মধ্যে যিনি ভ্রূকুটি করিয়া রোষকটাক্ষপাতে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়াছিলেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, যেহেতু তাঁহাতে ভাবের সুদৃঢ় বৈশিষ্ট্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা যায় এবং তাঁহার কথাই এই তিন জনের মধ্যে প্রথম বলা হইয়াছে। সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রেমভাবের বিকাশ শ্রীরাধিকা ব্যতীত অপর কাহাতেও সম্ভব নহে। শ্রীরাধিকা সহ অন্তর্হিত হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, বংশীনাদাকৃষ্টচিত্তা অনুরাগিণী অন্যান্য ব্রজাঙ্গনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরমপ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকাকে অধিক সৌভাগ্যদানে তাঁহার বৈলক্ষণ্যই প্রকাশ করিয়াছেন। "একা ভ্রূকুটিমাবধ্য"—এই শ্লোকে বর্ণিত গোপী সেই কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধিকা। শ্রীচন্দ্রাবলীও তদীয়তাময় প্রেমবতী গোপাঙ্গনাগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও জ্যেষ্ঠা, তাই তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে করস্পর্শ দিয়াছিলেন। তদীয়তাভিমানবতী চন্দ্রাবলী প্রভৃতি দক্ষিণা নায়িকাগণের সমাদরসম্পর্কিত সুমধুর চেষ্টা বিদ্যমান, কিন্তু মদীয়তাভিমানবতী শ্রীরাধিকা প্রভৃতি বামা নায়িকাগণ আদরশূন্য স্নেহই প্রদর্শন করেন। অতএব ইঁহারা পরস্পর প্রতিপক্ষস্বরূপা। রাধা ও চন্দ্রাবলীর বর্গবিচার প্রসঙ্গে জানা যায় যে—চন্দ্রাবলী তাঁহার সখীপ্রভৃতির সহিত দক্ষিণবর্গের অন্তর্ভুক্তা, আর শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার সখীবৃন্দ উত্তরবর্গের অন্তর্ভুক্তা।

ব্রজাঙ্গনাগণ মধ্যে কেহ চন্দ্রাবলীর ও কেহ শ্রীরাধিকার সখী। দাক্ষিণ্য ও বাম্যভাবের সৌসাদৃশ্য এবং তাহার আনুগত্য বশতঃই বিভিন্ন দুই বর্গের সখীদের তত্তৎস্বজাতীয় সমপ্রাণতা প্রকাশ পায়। চন্দ্রাবলীর দাক্ষিণ্যভাব, শৈব্যা এবং পদ্মারও দাক্ষিণ্যভাব, সুতরাং শৈব্যা ও পদ্মা চন্দ্রাবলীর সখী। আর শ্রীমতী রাধিকার যেমন বাম্যভাব, ললিতা ও বিশাখারও সেইরূপ বাম্যভাব, সুতরাং এই উভয় ভাবের সমতা হেতু তাঁহারা শ্রীরাধিকার সখী। ইহার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শ্যামা ব্যতীত শৈব্যা এবং পদ্মা চন্দ্রাবলীর সখী; কিন্তু চন্দ্রাবলীর অব্যবহিত পরে শ্যামার আচরণ বিবৃত হইলেও ইনি চন্দ্রাবলীর সখী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। ইহার কারণ হইতেছে যে শ্যামা বা শ্যামলা প্রথমবর্গের (চন্দ্রাবলীর শ্রেণী) মধ্যে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহার তদীয়তাময় প্রেমের সহিত মদীয়তাময় প্রেমের বিমিশ্র সম্পর্ক বশতঃ ইনি চন্দ্রাবলীর সখী হইতে পারিলেন না, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিক সাদৃশ্য বশতঃ শ্রীরাধিকারই সখী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে "কাচিদায়ান্তম্" শ্লোকে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে সেই অষ্টম সখী ভদ্রার কোন বিশেষ ভাবের বর্ণনা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং তিনি উভয়বর্গের বহির্ভূতা বা তটস্থা। শ্রীশুকদেবও ইঁহার সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করেন নাই। অবশ্য গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীলসনাতনগোস্বামিপাদ তাঁহার বৃহৎবৈষ্ণবতোষণী টীকায় বিষ্ণুপুরাণ বর্ণিত ভদ্রা গোপীর নামোল্লেখে বলিয়াছেন—

নৌমি চন্দ্রাবলীং ভদ্রাং পদ্মাং শৈব্যাঞ্চ শ্যামলাম্। বিশাখাং ললিতাং রাধামিত্যষ্টৌ প্রেষ্ঠতাং গতাঃ॥

—চন্দ্রাবলী, ভদ্রা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা, বিশাখা, ললিতা ও রাধা—ইঁহাদিগকে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করি, এই অষ্ট গোপী রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রীতিলাভে কতই না সৌভাগ্যবতী।

যাহা হউক, শ্রীভাগবতে শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কোন গোপীরই নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। শ্রীভাগবতে স্পষ্টরূপে নামোল্লেখ না থাকিলেও অন্যান্য পুরাণাদিতে, বিশেষতঃ পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ মৎস্যপুরাণ, গর্গসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে অতি স্পষ্টরূপে গোপাঙ্গনাগণের নাম চেষ্টা ও আচরণের উল্লেখ আছে। পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব লীলাতত্ত্বশুশ্রূষু মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট গোপীপ্রেম সম্পর্কিত বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা প্রভৃতি বর্ণনা করেন. কিন্তু লীলাপ্রসঙ্গে সেই সেই গোপাঙ্গনাগণের নাম ও পরিচয় জানিবার জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ কোনও প্রশ্ন করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে নামোল্লেখ না থাকিলেও মহারাজ পরীক্ষিৎ পুরাণাদি শাস্ত্র-মর্ম্ম হইতে লব্ধব্যুৎপত্তিবশতঃ বস্ত্রহরণ প্রভৃতি লীলাপ্রসঙ্গে গোপীগণের নাম ও স্বরূপ ইত্যাদি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আর একটী কথা হইতেছে যে নানা পুরাণাদি রচনা করিয়াও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীব্যাসদেব যখন চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না, তখনই দেবর্ষি নারদের উপদেশে শ্রীভগবানের লীলাবর্ণনাপ্রধান সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীভাগবত প্রণয়ন করেন। সুতরাং অন্যান্য পুরাণে যাহার বিশেষরূপে উল্লেখ আছে তাহার পুনরুল্লেখ না করিলে কোনওরূপ ত্রুটি হইতে পারে না, বরং উৎকর্ষই প্রকাশ পায়। তৃতীয়তঃ, কৃষ্ণকমলতন্ত্রে যে যুক্তি ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে তাহারও সবিশেষ সারবত্তা রহিয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণও সেই সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কৃষ্ণকমলতন্ত্রের বচনটি এইরূপ :—

সর্ব্বং রহস্যং কৃষ্ণস্য প্রোক্তবান্ নারদঃ পুরা। বেদব্যাসায় বিবিধান্ রাধিকাকৃষ্ণয়োর্গুণান্॥
গোপয়িত্বা ততো ব্যাসঃ পুরাণাদিষু কেবলম্। কৃষ্ণলীলাং নিজগাদ ন রাধাসংশ্রিতাং কথাম্॥
(কৃষ্ণকমলতন্ত্রম্)

—পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ মহামুনি বেদব্যাসের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গোপন লীলাসমূহের রহস্যকথা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর বেদব্যাস উহা গোপন করিয়া পুরাণাদিতে কেবল শ্রীকৃষ্ণলীলাই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু অতি রহস্য ও গোপনীয় বলিয়া তিনি শ্রীরাধিকার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন নাই। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকাতে লিখিয়াছেন—

নো নঃ কথা বদ সদঃস্বিতি তন্নিসিদ্ধোঽপ্যানন্দনিষ্ন ইহ তাবদবোচমেব।
নামানি তু প্রথয়িতাস্মি একত্র নাসামিত্থং মুনির্মনসি সম্প্রতি নিশ্চিকায়॥

—পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব যখন মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকাশ করেন, সেই সময় ব্রজগোপীগণ তাঁহার অন্তরে এক আদেশবাণী প্রচার করিয়া বলেন—'হে শুকদেব! তুমি সভামধ্যে আমাদের কথা প্রকাশ করিও না।' শ্রীশুকদেব গোপীগণের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াও বেণুগীত, বস্ত্রহরণ ও সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলা প্রভৃতি বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং মনে মনে ভাবিয়াছেন—'আমি পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গোপীবৃন্দের সহিত গোপীনাথের যে পরমমধুর লীলাকথা—উহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপাঙ্গনাগণের নাম সঙ্গোপন করিয়া তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিলাম।'

যাহা হউক, ইহাদের নাম নিরূপণ প্রসঙ্গে বৈষ্ণবতোষণী টীকায় যে ব্রজসুন্দরীগণের নাম নির্দ্দেশ আছে তাহাই আলোচনা করিতে কথঞ্চিৎ প্রয়াস করিতেছি। ভবিষ্যোত্তরে মল্লদ্বাদশীপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠির-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

গোপীনামানি রাজেন্দ্র প্রাধান্যেন নিবোধ মে। গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকা॥
রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথেতি॥

হে মহারাজ! প্রধান গোপীগণের নামসকল শ্রবণ কর—গোপালী, পালিকা, ধন্যা, বিশাখা, ধ্যাননিষ্ঠিকা বা ধনিষ্ঠিকা, রাধা, অনুরাধা, সোমা, আভা এবং দশমী তারকা অথবা (কেহ মনে করেন যে সোমা ও আভা দুইজন পৃথক নহেন কিন্তু একজন—তাঁহাদের মতে) সোমাভা; তারকা এবং দশমী নাম্নী এই মোট দশটি। উপরিকথিত গোপালী নামক গোপী পদ্মপুরাণ বর্ণিত গায়ত্রীচরী গোপী, ইনি পূর্ব্বে গায়ত্রী ছিলেন।

স্কন্দপুরাণে প্রহ্লাদসংহিতার দ্বারকামাহাত্ম্যে মায়াসরোবর প্রসঙ্গে উদ্ধবাগমনে অভিমানিনী গোপীবৃন্দের নিজ নিজ ভাবের অনুবর্ত্তী অভিমানক্ষোভ প্রকাশিত হয়। উক্ত পুরাণে আটজন সখীর নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উদ্ধবদর্শনে গোপাঙ্গনাগণের সেই কঠোর দুঃখ ও নির্ব্বেদময় আত্মভাব প্রকাশক উক্তি সকল এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ললিতা ক্রোধমূর্চ্ছিতা। উদ্ধবং সাশ্রুনয়না সোবাচ রুদতী তথা॥

ললিতা উদ্ধবের সেই বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধা হইলেও সজলনয়নে রোদন করিতে করিতে উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন!

শ্রীললিতোবাচ—

অসত্যো ভিন্নমর্য্যাদঃ শঠঃ ক্রূরজনপ্রিয়ঃ। মা কৃথাঃ পুরতোঽস্মাকং কথাস্তস্যাকৃতাত্মনঃ॥

ধিক্ ধিক্ পাপসমাচারো ধিগসৌ নিষ্ঠুরাশয়ঃ। হিত্বা যঃ স্ত্রীজনান্ মূঢ়ো গতো দ্বারবতীং প্রতি॥

শ্রীললিতা বলিলেন—হে উদ্ধব! তুমি সেই মিথ্যাবাদী বিপথগামী, ক্রূরজনপ্রিয়, অকৃতজ্ঞ শঠের কথা পুনরায় আমাদের নিকট উত্থাপন করিও না। পাপাচার সেই নিষ্ঠুরকে শতবার ধিক্—কারণ সে নিজের স্ত্রীবৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া মূর্খের ন্যায় দ্বারকায় চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্যামলোবাচ—

কিং তস্য মন্দভাগ্যস্য হ্যল্পপুণ্যস্য দুঃখদাঃ। মা কুরুধ্বং কথাঃ সখ্যঃ কথা কথয়তাপরাঃ।

শ্রীশ্যামলা বলিলেন—হে সখীগণ! অপুণ্যবান্ হতভাগ্য সেই শ্রীকৃষ্ণের দুঃখদায়ক কথা তোমরা বারবার কেন বলিতেছ? বলিতে হয় তো অন্য কথা বল।

শ্রীধন্যোবাচ—

কেনায়ং হি সমানীতো দূতো দুষ্টজনস্য চ। যাতু তেন পথা পাপো যেন নায়াতি বৈ পুনঃ॥

শ্রীধন্যা বলিলেন—সেই দুর্জ্জনের দূতকে কে এস্থানে আনয়ন করিয়াছে? যে পথে চলিয়া গেলে আর তাহাকে আসিতে হইবে না, এই পাপ এখন সেই পথে চলিয়া যাউক!

শ্রীবিশাখোবাচ—

ন শীলং ন কুলং যস্য জ্ঞায়তে জন্ম কর্ম্ম চ। হীনস্য পুরুষার্থেষু তেন সঙ্গো নিরর্থকঃ॥

শ্রীবিশাখা বলিলেন—যাহার শীল, কুল, জন্ম এবং কর্ম্ম—ইহার কোনটাই পরিজ্ঞাত নহে, আর ধর্ম্মাদি-পুরুষার্থহীন তাদৃশ নিকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত মিলন নিরর্থক।

শ্রীরাধোবাচ—

পুতনাঘাতনে যস্য নাস্তি পাপকৃতং ভয়ম্। তস্য স্ত্রীহননে সাধ্বঃ! শঙ্কা কাপি ন বিদ্যতে॥

শ্রীরাধা বলিলেন—পূতনাবধে যাহার পাপভয় নাই, হে সখীগণ! সে যে স্ত্রীবধ করিবে তাহাতে আশঙ্কার বিষয় কি হইতে পারে?

শ্রীশৈব্যোবাচ—

সত্যং ব্রূহি মহাভাগ কি করোতি যদুত্তমঃ। সংবৃতো নাগরস্ত্রীভিঃ কথাস্মাকং করোতি কিম্॥

শ্রীশৈব্যা বলিলেন—হে মহাভাগ উদ্ধব! তুমি সত্য করিয়া বল, যদুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এখন কি করিতেছেন? তিনি নাগরীগণের সহিত পরিবৃত হইয়া আমাদের কথা স্মরণ করেন কি?

শ্রীপদ্মোবাচ—

কদোদ্ধব মহাবাহুর্নাগরীজনবল্লভঃ। সমেষ্যতীহ দাশার্হঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ॥

শ্রীপদ্মা বলিলেন—হে উদ্ধব! মহাবাহু নাগরীজনবল্লভ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ কতদিনে এস্থানে আবার আসিবেন?

শ্রীভদ্রোবাচ—

হা কৃষ্ণ গোপপ্রবর হা গোপীজনবল্লভ। সমুদ্ধর মহাবাহো গোপীঃ সংসারসাগরাৎ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভদ্রা বলিলেন—হে কৃষ্ণ! গোপশ্রেষ্ঠ! গোপীজনবল্লভ! মহাবাহো! এই গোপীগণকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার কর।

(অনেকে আবার চন্দ্রাবলীকে অষ্টসখীর মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন, সেরূপস্থলে ধন্যাকে অষ্টসখীর মধ্যে গণনা করেন না এবং চন্দ্রাবলীকেই ধন্যার পরিবর্ত্তে উল্লেখ করেন। কারণ ধন্যা অপেক্ষা চন্দ্রাবলীই প্রসিদ্ধা।)

পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে—'একা ভ্রূকুটীমাবধ্য'—শ্লোকে যাঁহার কথা শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীমতী রাধিকা।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বাগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ (পদ্মপুরাণম্)

শ্রীরাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহার কুণ্ডও সেই প্রকার প্রিয়, গোপীগণ মধ্যে এক সেই শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা।

মৎস্য ও স্কন্দপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে—"রাধা বৃন্দাবনে বনে" অর্থাৎ এই বৃন্দাবনের বনে শ্রীরাধিকাই প্রেয়সী।

শ্রীমতী রাধিকাই যে কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি বৃহৎগৌতমীয় তন্ত্রের নিম্নোক্ত বচনেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা। (বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রম্)

দেবী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণময়ী পরমদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিময়ী, সম্মোহিনী এবং পরমাধিকা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

দেবী কহি দ্যোতমানা পরমসুন্দরী। কিম্বা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।৭২—৭৩)

চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ "দেবী কহি দ্যোতমানা" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্য প্রকাশপ্রসঙ্গে বিশেষণগুলির সার্থকতা দেখাইয়াছেন। কারণ দিব্ ধাতু হইতে দেবী শব্দ নিষ্পন্ন—দিব্ ধাতুর কয়েকটী অর্থ আছে, তন্মধ্যে কবিরাজ গোস্বামিপাদ দ্যুতি, ক্রীড়া ও প্রীতি—এই অর্থগুলি পদ্যে নির্ণয় করিয়াছেন। 'দেবী কহি দ্যোতমানা' অর্থাৎ যিনি দ্যুতিশালিনী বলিয়া পরমসুন্দরী। অথবা দেবী শব্দের দিব্ ধাতুর ক্রীড়া ও প্রীতি এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অবলম্বনে অন্যপ্রকার অর্থ করিতেছেন—'কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতিনগরী।' যাঁহার পূজা করা হয়, পূজাতে তাঁহারই প্রীতিবিধান হইয়া থাকে। অতএব শ্রীকৃষ্ণপূজায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি, সেই প্রীতির পরমস্থানস্বরূপা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা শ্রীরাধিকা। আবার ক্রীড়া অর্থে লীলা—তাহার আশ্রয়রূপা শ্রীরাধিকা লীলার বসতিস্বরূপা। যে স্থানে নানাপ্রকার লোক বাস করে এবং যেখানে শিল্পবাণিজ্যাদি নিষ্পন্ন হয় তাহাকে নগর বা নগরী বলে। 'কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী',—ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার বাসস্থান-নগরীতুল্যা শ্রীরাধিকা, সেই শ্রীরাধিকারূপিনী নগরীতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির ও লীলার বহুপ্রকার উপকরণ বিদ্যমান। নগরীতে যেমন বহু মূল্যবান বস্তুও পাওয়া যায়, সেইরূপ শ্রীরাধিকাতে 'কিলকিঞ্চিত' 'বিব্বোক' ইত্যাদি বহুবিধ ভাব ও মানপ্রণয়াদি বহুপ্রকার প্রেমবৈচিত্রী বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার সমৃদ্ধ নগরে যেমন বহুবিধ লোক বাস করে, তাহারা সকলেই নগরের শোভাবর্দ্ধন করে এবং তাহারা নগরের অঙ্গীভূত, তদ্রূপ শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহরূপ সখীগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান নিমিত্ত শ্রীরাধিকারই অঙ্গীভূতা এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিপোষণে শ্রীরাধিকার সহচরী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জগতে শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব এবং শ্রীমাধবের সহিত শ্রীরাধিকা বিরাজ করিতেছেন। একটীকে বাদ দিয়া অপরের উপলব্ধি হয় না বলিয়াই শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর সাপেক্ষতা।

রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা····॥ ইতি। (খক্‌পরিশিষ্টম্)

জয়দেবের সহচর মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রমান মন্ত্রী উমাপতিধরও শ্রীরাধিকাকে প্রধানা রূপেই বর্ণনা করিয়াছেন—

ভ্রূবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-জ্যোৎস্নাবিস্ফূরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সন্তাবিতস্যাধ্বনি।
সর্ব্বোদ্‌ভেদকৃতাবহেল-ললিতশ্রীভাজি রাধাননে, সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ॥

পথিমধ্যে কোন স্ত্রীর ভ্রূলতার আকুঞ্চনে, কোন স্ত্রীর বিস্তৃত নয়নোন্মেষে, কোন স্ত্রীর জ্যোৎস্নার ন্যায় বিস্ফুরিত হাস্যের কতই না বিচিত্র ভঙ্গীতে গোপনে সমাদৃত শ্রীকৃষ্ণের যে নয়ন-যুগল, উহা সাবলীল মাধুরী-ভঙ্গিমণ্ডিত পরমকমনীয় শ্রীরাধার বদনকমলে আতঙ্কভরে সানুনয়ে নিপতিত হইল! পথিমধ্যে অন্যান্য রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সাদর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেও সকলকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীব্রজরাজনন্দনের দৃষ্টি আতঙ্কভরে শ্রীরাধিকাতেই নিপতিত হইল—ইহাতে অন্যান্য ব্রজরমণীগণ অপেক্ষা শ্রীরাধিকাতে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও চৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি। নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥ * * *
জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥ (চৈতন্যচরিতামৃত ১।৪ পরিচ্ছেদ)

যাহা হউক, শ্রীভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোকে যে ব্রজগোপীর বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে তিনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীরাধিকার সখী বিশাখা। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীরাধিকার প্রধানা সখী ললিতার মদীয়তাপ্রেমনিষ্ঠ আচরণের যে চিত্রখানি গোপীপ্রেমরসতত্ত্বজ্ঞ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ললিতা মদনমোহনের অপরূপরূপমাধুরী নির্নিমেষ নয়নযুগল মেলিয়া প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ করিলেন, তবুও তাঁহার আকুল নয়নের ব্যাকুল পিপাসা মিটিল না! আহা! এই অলৌকিকমাধুর্য্য-মণ্ডিত পরমবিমোহন রূপ লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া কোটি কোটি নয়ন মেলিয়া দেখিলেও বোধ করি দেখার সাধ মেটে না! তাই এই নিরীক্ষণের চিরনবায়মান আনন্দ সখী ললিতার অনুভূতির কাছে অসীম ও অপার। 'শ্রীকৃষ্ণ-আমার'—এই অভিমান বশে মদীয়তাময়ী ললিতা যূথেশ্বরী শ্রীরাধিকার ন্যায় বাম্যভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে না গিয়া দূর হইতেই নির্নিমেষ নয়নে আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের সেই মুখ কমল দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলে ঐরূপ অবাধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করায় ইহার প্রেমনির্ভর নিঃশঙ্ক ও স্বাধীন হৃদয়েরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান শ্লোকে বিশাখার আচরণে বাম্য অথচ মৃদুস্বভাবের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্য বটে মদীয়তাপ্রেমবশে ইনিও শ্রীরাধিকা ও ললিতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গেলেন না, পরন্তু দূর হইতেই সেই অনিন্দ্যসুন্দর পরমবিমোহন শ্রীগোবিন্দরূপ নিরীক্ষণ করিলেন, তবে ইনি ললিতার ন্যায় নয়ন যুগল মেলিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে শ্রীকৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। কারণ ইহার স্বভাবে কোমলতার প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। স্বাভাবিক ভীরুতায় ইহার চিত্তে স্বতঃই অশঙ্কা রহিয়াছে যে, 'শ্রীকৃষ্ণ আমার হইলেও বঞ্চনা করাই তাঁহার স্বভাব, দেখা দিয়া হয়তো আবার অন্তর্হিত হইবেন। কিন্তু হায়! সে পরমতম দুঃখ কোমল প্রাণে আমি আর কেমন করিয়া সহ্য করিব! অতএব নয়ন প্রহরী করিয়াও যাঁহাকে ধরিয়া রাখা যায় না সেই শঠশিরোমণি মদনমোহন প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রূপ আমার নয়ন পথে প্রবেশ করাইয়া অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে ধ্যানপ্রহরী করিয়া বন্দী করিয়া রাখিব। এবার দেখিব—তিনি কেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্ব্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥ ৯ ॥

করিয়া তাঁহার স্বভাব-সুলভ চাতুরী প্রকাশ করিয়া আমার এই হৃদয়ের বন্দিশালা হইতে পলায়ন করেন! আমিও নিরবধি তাঁহার রূপমাধুরী মানস-নয়নে অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিব। বিরহ দুঃখের বেদনায় অনেক কাঁদিয়াছি, আর কাঁদিতে পারি না! অতএব ধ্যানের নয়নে আজিকার নবনটবর মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণরূপ নিত্য নিরীক্ষণ করিয়া যোগীর ন্যায় পরমতম আনন্দে সেই রূপসুধাসিন্ধুতে অনন্তকাল ধরিয়া ডুবিয়া থাকিতে চাই।' শ্রীরাধাসখী বিশাখার এই পরমমধুর আচরণের সহিত মদীয়তাপ্রেমের সুদৃঢ় বাম্যভাব মিশ্রিত থাকায় উহা একাধারে পুষ্পের ন্যায় কোমল অথচ বজ্রের ন্যায় কঠোর। সুতরাং বামা নায়িকাবর্গের অন্তর্ভুক্তা হইলেও ইনি কোমলতায় মৃদুস্বভাবা ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—জনাঃ (মুমুক্ষবো লোকাঃ) প্রাজ্ঞং (ঈশ্বরং ভগবদ্ভক্তং বা) প্রাপ্য (প্রকর্ষেণ লব্ধা) যথা (সংসারতাপং জহতি তদ্বৎ) কেশবালোকপরমোৎসবনির্ব্বৃতাঃ (কেশবস্য কৃষ্ণস্য আলোকঃ ঈষদ্দর্শনং তদেব পরমোৎসবঃ চিত্তোল্লাসঃ তেন নির্ব্বৃতাঃ সুখিতাঃ সত্যঃ) তাঃ সর্ব্বাঃ (সকলাঃ তা গোপ্যঃ) বিরহজং (বিয়োগজাতং) তাপং জহুঃ (তত্যজুঃ) ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—মুমুক্ষু জনগণ প্রাজ্ঞ ঈশ্বর অথবা ভগবদ্ভক্তসঙ্গ লাভ করিয়া যেমন সংসারতাপ পরিহার করেন, তদ্রূপ কেশবসন্দর্শনরূপ পরম মহোৎসবে আনন্দিত হইয়া সেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহজাত সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—প্রাজ্ঞমীশ্বরং প্রাপ্য যথা মুমুক্ষবো জনাঃ। যদ্বা। প্রাজ্ঞং ব্রহ্মজ্ঞং প্রাপ্য যথা সংসারিণঃ যদ্বা। প্রাজ্ঞঃ সৌষুপ্তং প্রাপ্য যথা বিশ্বতৈজসাবস্থা জীবাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বন্যাসাং কা বার্ত্তা তত্র হি সর্ব্বা ইতি তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশব ইত্যত্রৈবাত্র চ কেশবশব্দঃ পরমতেজোনিধানতাপরঃ। ততশ্চ তদানীং যথা তস্যান্তর্দ্ধানং তাসাং তেজোঽন্তর্দ্ধাপনং তথা সম্প্রতি আবির্ভাবেন তদাবির্ভাবঃ। তস্যা লোক এব পরমানন্দপ্রদত্বাৎ পরমোৎসবস্তেন নির্ব্বৃতাঃ প্রাপ্তদুঃখ-নিবর্ত্তকসুখাঃ। তত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ। প্রাজ্ঞমিতি সুষুপ্তাববিদ্যয়া ইব পুনঃ পরিত্যাগশঙ্কায়া নিগূঢ়স্থিতেঃ। যদ্বা। প্রাজ্ঞঃ পরমভাগবতস্তং প্রাপ্য জনা যথেতি। এবমপারম্ভ এব দৃষ্টান্তো ন সম্যক্‌সিদ্ধৌ। পূর্ব্বস্মাদেব হেতোঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীপ্রধানা ব্রজবনিতাগণ ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের আনন্দামৃত আস্বাদনে নিজ নিজ তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় প্রেমভাবের বিভিন্ন স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আনুকূল্য-পরায়ণা তদীয়তাময়ী দক্ষিণা নায়িকা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীবৃন্দ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের করকমল নিজ করস্পর্শে পরমসমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার মদীয়তাময়ী অভিমানপরায়ণা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-মুখ্যা শ্রীরাধিকা ও তাঁহার যূথান্তর্গামিনী সখীগণ প্রণয়ের্ষাবশতঃ কুটিল ভ্রুভঙ্গি নিক্ষেপ ও নানা বাম্য-ভাবাভিব্যঞ্জক আচরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে 'কাচিৎ করাম্বুজং' প্রভৃতি পাঁচটি শ্লোকে শ্রীশুকদেব সেই সেই গোপীবৃন্দের মাত্র সাতটি প্রধানা ব্রজগোপীর প্রেমবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের রাসস্থলীতে আজ যে শতকোটী অন্যান্য ব্রজাঙ্গনা সমবেত হইয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত তিনি কিছুই বলেন নাই। রাসরসিকেশ্বর শ্রীব্রজরাজনন্দনের আকর্ষণী বংশীধ্বনির মোহন মন্ত্রে ব্রজরামাগণ বিমোহিত হইয়া কতই না দলে দলে রাসস্থলীতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহের দুর্বিসহ বেদনার গ্লানি বক্ষে করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরহার্ত্তহৃদয়া সেই ব্রজাঙ্গনাগণ ইতঃস্ততঃ অনুসন্ধানতৎপরা হইয়া বনভূমির সর্ব্বত্র তাঁহাদের মর্ম্মপীড়াদায়ক বিরহার্ত্তির পরমভেষজ সর্ব্বব্যাধিহর শ্রীকৃষ্ণদর্শন লালসায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অবশেষে পরমকাঙ্খিত শ্রীকৃষ্ণদর্শনের যথার্থ সুযোগ লাভ করিয়া বিরহযাতনা-প্রপীড়িতা অন্যান্য অগণিত ব্রজরামাগণের যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব বর্ত্তমান শ্লোকে ব্যক্তি ও বর্গ নির্ব্বিশেষে তাহার একটি সাধারণ বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন।

সংসারানলসন্তপ্ত জীবগণ পরমপ্রাপ্ত ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যেরূপ পরমাভীষ্টস্বরূপ সংসার তাপবিমুক্তি লাভ করে, তদ্রূপ বিরহানলসন্তপ্তা রাসস্থলীর ব্রজগোপিকাগণ সর্ব্বসন্তাপহারী প্রাণগোবিন্দের দর্শনলাভ করিয়া তাঁহাদের বিরহসন্তাপ দূর করিলেন। মায়াবদ্ধ জীবগণ অনাদি বহির্ম্মুখ বলিয়া নিরন্তর সংসারদুঃখের যাতনায় অশেষ দুঃখভোগ করিতেছে। ত্রিবিধ সংসারসন্তাপ যেন তাহাদিগকে অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ডে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। সেই অসহ্য ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইয়া জীব যদি মুক্তিপথের অনুসন্ধান করে তবে তাহারা পরমপ্রাপ্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়া অথবা পরম ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করিয়া দুর্ব্বিসহ সংসার সন্তাপ প্রশমিত করে। তখন সকল অনুভূতি পরিব্যাপ্ত করিয়া শ্রীভগবৎপ্রেমানন্দ আবির্ভূত হয় এবং সেই প্রেমানন্দের প্রবল প্রবাহে দেহ গেহ ও বিষয়াসক্তি—যাবতীয় সংসার দুঃখের বিষয়বস্তু—সব বাত্যালোদ্দিত প্রেমপ্রবাহমুখে তৃণসম কোথায় যে ভাসিয়া যায়, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই।

পরমসাধুস্বরূপ শ্রীভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভও সংসারসন্তপ্ত জনগণকে মুক্তিপথের সন্ধান দেয়। কারণ সংসার-দুঃখ যখন নিবৃত্তিমুখী হয় তখন সাধুসঙ্গের কৃপাফলে শ্রীকৃষ্ণরতি উদ্বুদ্ধ হইয়া পরম প্রেমানন্দের পথ দেখাইয়া দেয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকে তাই বলিয়াছেন—

কোন্ ভাগ্যে কার সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়। সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২২।২৯)

গৃহযাতনাপীড়িত জীবগণ শ্রীভগবদ্ভক্ত অচ্যুতজনগণেরই সঙ্গলাভে পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন—শ্রীভাগবতে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব উহা স্পষ্টই বলিয়াছেন—

'গৃহেষু তপ্তা নির্ব্বিণ্ণা যথাচ্যুত জনাগমে' (শ্রীভাগবতে)

শ্রীভাগবতে পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তেও ইহার স্পষ্টতর প্রমাণ দৃষ্ট হয়—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেদ্ জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ (শ্রীভাগবত ১০।৫১।৫৩)

—'এই ঘূর্ণ্যমান সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে সংসার-দুঃখের অবসানকাল যখন সত্যই উন্মুখ হয়, হে অচ্যুত! তখনই সজ্জনগণের সঙ্গলাভ হয় এবং ভক্ত সজ্জনের সঙ্গলাভ হইলেই সর্ব্বজগতের অধীশ্বর কার্য্যকারণের নিয়ন্তৃস্বরূপ তোমাতে রতি উদ্বুদ্ধ হয়।' অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তরূপী মহাজনের সঙ্গলাভে যুগপৎ সংসারদুঃখ নিবৃত্তি ও প্রেমানন্দ প্রবৃত্তির অমূল্য সুযোগ উপস্থিত হয়—ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

সংসারানলসন্তপ্ত জীবগণ যেমন শ্রীভগবান্ অথবা শ্রীভগবদ্ভক্তের সাক্ষাৎকারলাভে সংসারদুঃখের কঠোর পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রেমানন্দ লাভ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহসন্তপ্তা ব্রজাঙ্গনাগণও আজ পূর্ণতম প্রকাশ শ্রীকেশবসন্দর্শনজন্য পরমপ্রীতি লাভ করিয়া বিরহজনিত হৃদয়সন্তাপ পরিহার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শন জন্য পরমপ্রীতির সমাবেশে বিরহদুঃখের নিবৃত্তি বর্ণনা করিতে গিয়া মহাভাগ শ্রীশুকদেব 'কেশব' পদের প্রয়োগে ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার অগণিত দীপ্তিকণা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে, সেই পরমদীপ্তিশালী 'কেশবের' সৌন্দর্য্যঘনমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরমপ্রেমবতী বিরহার্ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজরামাগণ যে পরম প্রীতিলাভ করিবেন—তাহাতে আর বলিবার কি আছে? গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদ শ্রীভাগবতের ১০।২৯।৪৮ শ্লোকের "বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ"—এই উক্তির কেশব পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পরমদ্যুতিমত্তা স্থাপিত করিবার জন্য তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় নিম্নোক্ত প্রমাণ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তম॥
ইতি ভারতীয়বাক্যাৎ পরমদীপ্তিমানিত্যর্থঃ। (বৈষ্ণবতোষণী)

—'যে দীপ্তিচ্ছটাসমূহ বিশ্বে প্রকাশিত হয়, তাহাকে 'কেশ' নামে অভিহিত করা হয় এবং উহা আমা হইতেই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমাকে 'কেশব' সংজ্ঞায় অভিহিত করেন'—শ্রীভগবদুচ্চারিত মহাভারতের এই বাক্যে শ্রীভগবানের অত্যন্ত দীপ্তিশালী রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

যাহা হউক, নবনটবরবপুঃ নিখিলসৌন্দর্য্যসুধাকর রাসরসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেই দীপ্তিচ্ছটাবিভূষিত পরম-রমনীয় রূপ দর্শনে ব্রজসুন্দরীগণের হৃদয়ে অভিনব তেজঃস্ফূর্ত্তি ও আনন্দমহোৎসবের আবির্ভাব হইল। পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া ব্রজবনিতাগণের তদদর্শনজনিত বিরহসন্তাপজ্বালা মুহূর্ত্তেই বিলীন হইল এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শন-জন্য আনন্দমহোৎসবে তাঁহারা পরমনির্বৃতি লাভ করিলেন। গোপীগণ যেন প্রেমনেত্র উন্মীলিত করিয়া আজ সবিগ্রহ পরমপ্রাজ্ঞের দর্শন লাভ করিলেন। পরমানন্দময় মদনমোহনরূপ দর্শনে ভক্তের যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দসত্তার উপলব্ধি হয় তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। তবুও প্রাজ্ঞানন্দের অনুভূতির সহিত ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পরমহংসাচার্য্য শ্রীশুকদব আনন্দঘনতম শ্রীকৃষ্ণানন্দের ইঙ্গিতমাত্র সূচনা করিলেন।

পূর্ব্বে 'প্রাজ্ঞ' দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে ঈশ্বর বা ভগবদ্ভক্তের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও একটি তত্ত্বের ইঙ্গিত উহা হইতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার আলোচনা প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাকৃত জীবের তিনপ্রকার অবস্থা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রদবস্থায় সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের নাম বিশ্ব, স্বপ্নাবস্থার সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের নাম তৈজস এবং সুষুপ্তি অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ। জাগ্রদবস্থায় জীব স্থূলদেহ ও হস্ত পদাদি স্থূল কর্ম্মেন্দ্রিয় সঞ্চালনে কর্ম্মানুষ্ঠান করে এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দরূপাদি স্থূল বিষয় ভোগ করিয়া তাৎকালিক বিষয়ানন্দ উপলব্ধি করে, আবার অভিলষিত স্থূল বিষয়লাভে বঞ্চিত হইয়া দুঃখানুভবও করে। বিশ্ব নামক চৈতন্যই জীবের সেই জাগ্রদ-বস্থার সাক্ষী। স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহ ও স্থূল ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিশ্চেষ্ট থাকে, তখন সূক্ষ্মদেহে জীব সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়দ্বারা পূর্ব্ব-সংস্কার-কল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে ও স্বপ্নে সংস্কারকল্পিত সেই সকল বিষয়বস্তু ভোগ করিয়া ক্ষণিক আনন্দ অনুভব করে এবং তদভাবে দুঃখিত হয়। জীবের সেই স্বপ্নাবস্থায় তৈজসচৈতন্য সমভাবে সাক্ষিস্বরূপে প্রকাশমান থাকে। সুষুপ্তিকালে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ই বিলীন অবস্থায় থাকে; এমন কি, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন ও নিশ্চাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি বুদ্ধিও তৎকালে বিলুপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে। জীব তখন সুষুপ্তিসাক্ষী প্রাজ্ঞের সহিত মিলিত হইয়া প্রাজ্ঞানন্দের অনুভূতি বশতঃ নির্ব্বাধ শান্তিসুখ অনুভব করে। সুষুপ্তিকালে স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ক্রিয়া না থাকিলেও যে তৎকালে নির্ব্বাধ সুখ বা শান্তি উপলব্ধি হয়, জাগরণ মুহূর্ত্তে স্পষ্টই তাহা মনে জাগে, কে যেন বলিয়া দেয় 'সুখমহম্ অস্বাপ্সম্ ইতি'। 'অহো! আমি কি আরামেই না ঘুমাইয়াছিলাম!' অতএব উহা হইতে স্থির করা যায় যে সুষুপ্তিকালে জীবের প্রাজ্ঞচৈতন্যই সুষুপ্তিমূলক নির্ব্বাদ শান্তির সাক্ষী। সেই সুষুপ্তিকালে কোনও দুঃখের অনুভূতি থাকে না। যদি সুষুপ্তি অবস্থায় দেহান্তর্য্যামী প্রাজ্ঞনামক চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেই মায়িক জীবের এইরূপ অবিমিশ্র অবাধ শান্তিলাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যিনি সকল চৈতন্যের মূলস্বরূপ, সেই আনন্দরসঘন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণদর্শনলাভে ব্রজগোপীগণ যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় অপ্রাকৃত আনন্দ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাভির্ব্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত! পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥ ১০ ॥

সুধাসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। অতএব পরমপ্রেমনিষ্ঠ ব্রজাঙ্গনাগণের যাবতীয় বিরহদুঃখ যে সকলচৈতন্যের মূলস্বরূপ আনন্দরসঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণদর্শনে মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহের কি আছে? তাই আজ শ্রীকৃষ্ণদর্শনজন্য আনন্দের পরমমহোৎসবের বেদীমূলে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন জন্য পূর্ব্বানুভূত বিরহদুঃখসমূহ ব্রজগোপীগণ মুহূর্ত্তেই জলাঞ্জলি দিলেন। তাঁহাদের সেই আনন্দের অনুভূতি সুষুপ্ত জীবের প্রাজ্ঞচৈতন্যসাক্ষাৎকারের আনন্দ অপেক্ষা কোটিগুণবিবর্দ্ধিত। যদিও উহার তুলনা সম্ভব হয় না, তথাপি শ্রীশুকদেব প্রাজ্ঞদৃষ্টান্ত প্রয়োগে উহার ইঙ্গিতমাত্র প্রদান করিয়া জীবের প্রতি কৃপাভরে সহজবোধ্য উদাহরণে উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।—(হে) তাত! (হে বৎস! অনুকম্পার্থং সম্বোধনঞ্চ পরীক্ষিৎ! ইতি) পুরুষঃ (ঈশ্বর স যথা ভগবদ্রূপেণ) শক্তিভিঃ (ঐশ্বর্য্যাদিভিঃ স্বরূপশক্তিভিঃ বৃত এবাধিকং বিরোচতে ন তু ব্রহ্মরূপেণ, তাভিরাবৃত ইতি তথা) বিধূতশোকাভিঃ (বিগত-বিরহজশোকাভিঃ) তাভিঃ (প্রেমবিশেষময়রূপশক্তিভিঃ গোপীভিঃ) বৃতঃ (আবৃতঃ) ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণোঽপি) অচ্যুতঃ (কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কস্মাদপি শোভাভরাৎ চ্যুতিরহিতোঽপি) অধিকং (যথা স্যাৎ তথা) ব্যরোচত (বিশেষেণ অশোভত) ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—হে বৎস! (পরীক্ষিৎ) (ঈশ্বররূপী) পুরুষ যেমন (ঐশ্বর্য্যাদিময়) স্বরূপশক্তিসমূহে অধিকতর শোভা ধারণ করেন, সেইরূপ ভগবান্ অচ্যুত সেই বিরহশোকবিমুক্তা গোপিকাবৃন্দে পরিবৃত হইয়া নিরতিশয় শোভায় শোভিত হইলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—পুরুষঃ পরমাত্মা শক্তিভিঃ সত্ত্বাদিভিঃ যথা। যদ্বা। উপাসকঃ পুরুষো জ্ঞানবলবীর্য্যাদিভিঃ। যদ্বা। পুরুষোঽনুশায়ী প্রকৃত্যাদ্যুপাধিভির্বৃতো যথা বিরোচতে তদ্বৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততো মদমানৌ পরিত্যজ্য সর্ব্বা মিলিত্বৈব তদনুগতা বভূবুস্তাভিঃ শ্রীভগবতোঽপি পরমশোভাবির্ভাবো জাত ইত্যাহ তাভিরিতি ত্রিকেণ। বিধূতেত্যত্র কারণবিশেষশ্চোক্তঃ শ্রীপরাশরেণ—ততঃ কাশ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদ্ভ্রূভঙ্গবীক্ষিতৈঃ। নিন্যেঽনুনয়মন্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধব ইতি। ভগবান্ সর্ব্বসম্পূর্ণোঽপি অচ্যুতঃ তত্র কথঞ্চিচ্চ্যুতিরহিতোঽপি অধিকং পূর্ব্বপূর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টং যথা স্যাত্তথা তাভির্বিশেষেণারোচত তাদৃশস্যাপি তাভিস্তাদৃশত্বে তদাবির্ভাববিশেষ এব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ পুরুষ ঈশ্বরঃ। স যথা ভগদ্রূপেণ শক্তিভির্বৃতঃ এবাধিকং বিরোচতে ন তু ব্রহ্মরূপেণ তাভিরাবৃত ইতি তথা সোঽপি তাভিঃ প্রেমবিশেষময়-স্বরূপশক্তিভির্বৃত এবাধিকং ব্যরোচতেত্যর্থঃ। তাতেতি সম্বোধনং পরমানুকম্পায়াম্। তাতোঽনুকম্প্যে পিতরীতি নানার্থাৎ পরমানুকম্প্যত্বাদেব রহস্যমিদং ত্বয়ি প্রকাশয়ামিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবল্লীলারসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব ভাগবতকথামৃত-শুশ্রূষু পরম স্নেহ ও অনুকম্পার পাত্র পরীক্ষিৎকে বর্ত্তমান শ্লোকে 'তাত' সম্বোধনে স্নেহানুকম্পা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্ব-লীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলার লীলা ও তত্ত্বের একাধারে যে অপূর্ব্ব সমাবেশ সেই হৃৎকর্ণরসায়ন রহস্যামৃত পরিবেশনে কোনওপ্রকার কার্পণ্য প্রকাশ করিলেন না। যিনি একান্তমনে শ্রীভাগবতলীলাকথা শ্রবণে সমুৎসুক হইয়া পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবের শরণাপন্ন, পরমস্নেহ ও অনুকম্পার পাত্র সেই পরীক্ষিতের নিকটে গূঢ়াতিগূঢ় তত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন না করিলে বড়ই অবিচার করা হইবে সম্ভবতঃ এই ধারণায় পুত্রসম্বোধনে স্নেহভরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশুকদেব যেন বলিতে চাহেন—'হে বৎস! তুমি পরম স্নেহভাজন—পরমরহস্যমণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতকথা শ্রবণ করিতে তুমি যথার্থ সমুৎসুক—তোমার সেই অদম্য পিপাসা চরিতার্থ করিতে অবশ্যই আমায় সহায় হইতে হইবে। অতএব পরমনিগূঢ় হইলেও অসঙ্কোচে এবং বিনা দ্বিধায় শ্রীভাগবতীয় রাসলীলা ও তত্ত্বকথার দিব্য অমিয়-সুধা তোমার লীলাশ্রবণ পিপাসু মনের নিকটে বিতরণ করিতে আমি কখনও কুণ্ঠিত হইব না।' অতএব স্নেহ ও অনুকম্পা ভরে 'তাত' সম্বোধনে শ্রীশুকদেব সকল রহস্যকথাই পরীক্ষিৎকে শোনাইতেছেন।

পরমপ্রেমবতী ব্রজবনিতাগণ তাঁহাদের প্রাণকান্ত ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে দমান পরিত্যাগ করিয়া বিরহতাপজনিত দুঃখ শোক ভুলিলেন এবং পরম আনুগত্যে রাসরসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পরিবৃত করিয়া মণ্ডলী রচনা করিলেন। শক্তিস্বরূপিণী হ্লাদিনীমূর্ত্তি গোপীগণের পরিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ পরমশোভায় শোভিত হইলেন। তাই গোপীমণ্ডলীমণ্ডিত গোপিকানাথ শ্রীকৃষ্ণ আজ সমধিক শোভা বিচ্ছুরিত করিলেন। অহো! লীলাময়ের লীলার কি পরমাশ্চর্য্যকর মাধুর্য্য যে হ্লাদিনীস্বরূপিণী গোপীমণ্ডলে পরিবৃত না হইলে আনন্দের ঘনীভূতবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও শোভা অধিকতর বিকাশলাভ করে না। ঈশ্বররূপী পুরুষ ঐশ্বর্য্যাদি শক্তিসমূহে পরিবৃত হইয়া যেরূপ শোভাধিক্য প্রকাশিত করেন, সেইরূপ গোপীমণ্ডলী-বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ পরম শোভায় শোভমান হইলেন—এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগে শ্লোকের একাংশে সারগর্ভ এক নিগূঢ় তত্ত্বের সুন্দর বিশ্লেষণ প্রকটিত হইয়াছে।

নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির কোনও বিকাশ নাই বলিয়া শোভা বৃদ্ধির কথা দূরে থাকুক, তাহাতে শোভাসম্পর্কের কোনও অভিব্যক্তিই নাই। কিন্তু সেই পরব্রহ্মের ঘনীভূত ঈশ্বররূপী মূর্ত্তি পুরুষ যখন ঐশ্বর্য্যাদি স্বরূপশক্তিনিচয়ে-বিশেষিত হইয়া বিকাশ পান, তখন কতই না শোভার বিলাস মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে। অতএব ঈশ্বররূপী পুরুষ ঐশ্বর্য্যাদিস্বরূপশক্তিসমূহে মণ্ডিত হইয়া যেরূপ শ্রীবিমণ্ডিত হন, আনন্দঘনতমবিগ্রহ রাসরসিকেশ্বর মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণও হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা গোপীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া সেইরূপ সমধিক শোভায় শোভিত হইলেন: এই শোভার পরমরমণীয় মাধুর্য্য ভক্তসাধকের ভক্তিভাবিত চিত্তে আনন্দের প্লাবন জাগাইয়া দেয়—বৃন্দাবনের গোপীমণ্ডলবেষ্টিত গোপীজনবল্লভের দিব্য রূপমাধুরী ধ্যান করিয়া ভক্ত সাধক পুলকাঞ্চিত দেহে পরমানন্দের হিল্লোলস্পর্শ অনুভব করে ও প্রেমপরিপ্লুত হৃদয়ে সেই অপ্রাকৃত আনন্দের রসসিন্ধুতে নিত্য নিমগ্ন হয়।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ আত্মারামশিরোমণি এবং যদিও তিনি হ্লাদিনীস্বরূপভূতা নিজস্বরূপশক্তি গোপিকাবৃন্দের সহিত রাসলীলারস আস্বাদন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি আত্মারামতা অপেক্ষা প্রেমাধীনতাই তাঁহার নিকটে অধিকতর সুখকর; অতএব সেই জন্যই প্রেমরসাস্বাদন-চতুর শ্রীব্রজরানন্দন অসসোর্দ্ধ-প্রেমরসচিন্তামণি গোপী-মণ্ডলের প্রেমপরিবেশের ব্যূহমধ্যে আপনাকে পরমপ্রেমাধীনরূপে ধরা দিলেন। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমসিন্ধুর অতলতলে গোপীপ্রেমপরবশ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আত্মারামস্বরূপ লুক্কায়িত রাখিয়া প্রেমাধীনতার বিজয় পতাকা উড্ডীন করিলেন। প্রেমপরাভবের পরমানন্দে গোপীজনবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দঘনমূর্ত্তিতে পুলকোচ্ছ্বাসের সত্যই অপূর্ব্ব সমাবেশ হইল এবং তাঁহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মদনবিমোহন শ্রীকৃষ্ণরূপে আনন্দসমুদ্ভাসিত কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই না বিকশিত হইল! অসংখ্য তারকানিকরবেষ্টিত ষোড়শকলায় পূর্ণ শারদ শশধর যেরূপ মেঘনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল গগনতলে সমধিক শোভায় বিভূষিত হয়, সেইরূপ শতকোটী গোপ-রমণীবেষ্টিত রাসমণ্ডলীমধ্যস্থ নটবরবপুঃ শ্রীকৃষ্ণসুধাকরও বৃন্দাবনবিপিনে ও যমুনাপুলিনে কতই না পরমশোভার সুস্নিগ্ধকিরণ বিকীর্ণ করিতেছেন!

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃই আনন্দস্বরূপ। যিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, যিনি 'রসো বৈ সঃ' স্বতঃই রসস্বরূপ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার আনন্দরসাস্বাদনে বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি আত্মারাম, 'আত্মনি আ রমতে'—নিজের আত্মাতেই তিনি পরম রতিসুখলাভ করেন। অতএব সংশয়সমাকুল জীবচিত্তে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে—ব্রজবধূনিকরের সহিত রাসলীলারসাস্বাদনে তাঁহার প্রয়োজন কি? কেনই বা গোপীপরিমণ্ডল শোভায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভাবৃদ্ধি হইল? আর কেনই বা তাঁহার উজ্জ্বলরসস্বরূপে এরূপ রাসলীলা-চমৎকারিত্বের অমৃতবর্ষণ আবশ্যক হইল? সত্য বটে যিনি আত্মারাম, আত্মরতিসুখে পূর্ণকাম ও স্বয়ং আনন্দস্বরূপ—তাঁহার আনন্দাস্বাদন-ব্যাপারে কোনপ্রকার বাহ্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন হয় না। আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবানের কথা আর কি বলিব, ব্যাস, শুক প্রভৃতি আত্মারাম মুনিগণও স্বরূপানন্দে পরিপূর্ণ বলিয়া তাঁহারাও আনন্দাস্বাদন লাভ করিবার জন্য কোন বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা করেন না। আত্মানন্দের স্বয়ংপূর্ণ ফল্গুধারায় নিত্য রসানুভূতি করিয়া তাঁহারা পরম নির্বৃতি লাভ করেন। কিন্তু তথাপি অবিদ্যাগ্রন্থিবিহীন সর্ব্ববিধ বিধিনিষেধের অতীত আত্মারাম মুনিগণও শ্রীভগবানে বিনা কারণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। তাই শ্রীভাগবত বচনে উল্লেখ আছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১।৭।২৯)

সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ভগবান্ শ্রীহরির এমন কোনও অনির্ব্বচনীয় গুণবিশেষত্ব আছে যাহাতে আকৃষ্ট হইয়া আত্মারাম মুনিগণও সেই শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ ভজনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। অতএব শ্রীভগবান্ তাঁহার কোনও অনির্ব্বচনীয় গুণপ্রভাবে আত্মারাম মুনিগণকেও আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি আত্মারাম-গণাকর্ষী। কিন্তু সর্ব্বোপরি প্রেমবান্ ভক্তের প্রেমে এমনই কোনও পরমগুণবিশেষত্ব আছে, যাহার অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণে আত্মরামশিরোমণি পূর্ণকাম স্বয়ং শ্রীভগবানও তাঁহার আত্মারামস্বরূপত্ব ভুলিয়া প্রেমবশ্যতার পরমানন্দে প্রেমাধীনতা-স্বভাবেরই পরিচয় প্রদান করেন। উজ্জ্বলপ্রেমরস-শিরোমণি ব্রজগোপীগণের সুনির্ভর গভীর প্রেমের এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে তাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আত্মারামতা ভুলিয়া যান। তাই "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ"—স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও তিনি গোপীপ্রেমবশ্যতায় রাসরতিসুখের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ভগবদ্বিজয়ী প্রেমের এমনই মহিমা যে তাহার আকর্ষণে শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মারামতা ভুলিয়া প্রেমাধীনতাই অধিক-তর সুখহেতু বলিয়া মনে করেন। অতি সুস্পষ্ট ভাষায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন 'নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা' —'আমি আমার ভক্তগণকে ছাড়িয়া আমার আত্মাকেও চাহি না।' অতএব শ্রীভগবানের নিকট নিজ আত্মা অপেক্ষা ভক্তই প্রিয়। সুতরাং আত্মারামতা অপেক্ষা ভক্তপ্রেমাধীনতাই তাঁহার অধিকতর সুখবিধান করে। কাজেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও পরমপ্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত রাসলীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন বলিয়া যদি কেহ তাহার কারণ অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে বিনা দ্বিধায় স্বীকরে করিতে হইবে যে—"ইত্থম্ভূতপ্রেমাণো হি ব্রজদেব্যঃ'—ব্রজদেবীগণের প্রেমের এমনই কোনও অনির্ব্বচনীয় বিশেষত্ব আছে যে আত্মারামগণাকর্ষী আত্মারামশিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের চমৎকারাতিশয়িত প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া রাসলীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রেমভক্তিনির্ভরা ব্রজরমণীগণের সুগভীর প্রেমের কাছে শ্রীভগবান্ যেন কতই অনবাপ্তকাম, কতই অপূর্ণ ও অকৃতার্থ যে তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাহীন শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিস্বরূপ প্রেমরসাস্বাদনে ভক্তমনোরথ পূর্ণ করিয়া আজ তিনি যথার্থই ধন্য হইলেন, কৃতকৃতার্থ হইলেন। ধন্য গোপী-প্রেমের মহিমা! ধন্য প্রেমার্দ্রহৃদয় শ্রীভগবানের প্রেমাধীনতাময় স্বভাব! তাই আত্মারামশিরোমণি হইয়াও গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলীর শতকোটি গোপরমণীবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রেমাধীনতাময় আনন্দের অনির্ব্বচনীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুধাস্বাদে ও প্রেমলীলার অপূর্ব্ব শোভাবিভূষণে বিভূষিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের রাসস্থলীতে শোভমান হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। প্রেমমূর্ত্তি ব্রজগোপীগণের নির্ভর গভীর প্রেমের বন্যায় রসিকশেখর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মহারা হইয়া নিজ ভগবত্তা পর্য্যন্ত বিলীন করিয়া দিলেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার নিমিত্ত ঐশ্বর্য্য বিলাস ভুলিয়া পরমতম মাধুর্য্যে তিনি ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচয় দেন, এবং উহার যথার্থ পরমোৎকর্ষ গোপীসহ গোপীনাথের রাসলীলা বিলাসেই প্রকটিত হয়। এমন না হইলে সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলার রসাবহ সার্থকতা ও অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের অনির্ব্বচনীয় আস্বাদনীয়তা কিরূপে সম্ভব?

আবার, সুগভীর তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে পূর্ণানন্দস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই এই রাসলীলাবিলাস করিয়াছিলেন। স্বয়ং আনন্দস্বরূপ বলিয়া তাঁহার লীলারসাস্বাদনে কোনও বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধের প্রয়োজন হয় না। যদি কোনও সম্বন্ধ বা সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে একমাত্র তাঁহার স্বরূপশক্তিকেই আশ্রয় করিতে হয়। যদিও পূর্ণানন্দস্বরূপ ভগবানের ত্রিবিধ শক্তি,—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা, তথাপি বহিরঙ্গা শক্তি মায়া তাঁহার সম্মুখে বা নিকটে যাইতে পারে না বলিয়া গুণমায়া ও জীবমায়া—এই দুইবৃত্তিভেদে উহা নিরন্তর বাহিরে অবস্থিতি করে। অতএব যে-ভগবল্লীলায় ভক্তের প্রেমপ্লাবিত হৃদয়ে অপ্রাকৃত আনন্দরসের প্রবাহ উছলিয়া উঠে, সেই অলৌকিক ভগবল্লীলায় মায়িক প্রাকৃত সম্পর্ক থাকিতে পারে না। জীব তটস্থা শক্তি বলিয়া নদীতটস্থিত ব্যক্তির ন্যায় শ্রীভগবানের নিকটেও নয়, আবার বহুদূরেও নয়—এইরূপ ভাবে মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় অবস্থিতি করে। জীবমায়ার সম্পর্কবশতঃ জীবমায়ায় বিমোহিত হইয়া দ্বীপান্তরিত প্রবাসীর ন্যায় জীব এই দুঃখময় সংসারচক্রের আবর্ত্তনে বারংবার বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। কিন্তু শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি এরূপ নহে। এই অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান্ আপনার স্বরূপগত আনন্দ অনুভব করেন। শক্তিকে লইয়াই শক্তিমানের স্বরূপস্ফূর্ত্তি—তাই শক্তি ও শক্তিমানে এমনই নিবিড় এবং আন্তরিক সম্বন্ধ যে উহাদের পরস্পরের অভেদ সম্পর্ক স্বীকার করিতে হয়। দিবাকর সূর্য্য যেরূপ নিজ কিরণমালা হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না, কিরণরূপী প্রভাশক্তিতেই যেরূপ ভাস্বর সূর্য্যের প্রকাশ, সেইরূপ শ্রীভগবান্ তাঁহার এই অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই উহার নাম অন্তরঙ্গা শক্তি এবং সেই শক্তিদ্বারাই শ্রীভগবানের স্বরূপগত লীলাবিলাস। যোগমায়াশক্তি বলিতে শ্রীভগবানের লীলাসহায়রূপিণী এই অন্তরঙ্গশক্তিকেই বুঝিতে হইবে এবং ইহাকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীভগবানের রাসলীলাবিলাস।

আবার, সৎ, চিৎ ও আনন্দের স্বরূপ ও গুণোৎকর্ষক্রমে অন্তরঙ্গা শক্তির ত্রিবিধ ভেদ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। শ্রীভগবৎসন্দর্ভে বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী। তথা সত্তারূপোঽপি যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী। এবং জ্ঞানরূপোঽপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সম্বিৎ ইতি। তত্র চোত্তরোত্তরত্র গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনী সম্বিৎ হ্লাদিনীতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। (শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ)

স্বয়ং হ্লাদরূপী বা আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ যে-শক্তির সহায়তায় নিত্য আহ্লাদ বা আনন্দরসাস্বাদন করেন এবং সকলকে উহা অনুভব করাইয়া থাকেন, তাহাই তাঁহার হ্লাদিনীশক্তি। আবার, সত্তাস্বরূপ শ্রীভগবান্ যে-শক্তির সহায়তায় স্বয়ং সত্তা ধারণ করেন ও সকলকে সত্তায় স্থিত করিয়া রাখেন, তাহার নাম সন্ধিনীশক্তি। জ্ঞানস্বরূপ শ্রীভগবান্ যে-শক্তির সহায়তায় স্বয়ং জানেন এবং সকলকে জানাইয়া থাকেন—তাহার নাম সম্বিৎশক্তি। এই ত্রিবিধ শক্তিকে লইয়াই শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দঘন রূপের বিকাশ। তন্মধ্যে গুণোৎকর্ষ বিবেচনয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে সত্তাশক্তি সন্ধিনী অপেক্ষা জ্ঞানশক্তি সম্বিৎ শ্রেষ্ঠ এবং সম্বিৎশক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপেক্ষা আনন্দশক্তি হ্লাদিনী পরমশ্রেষ্ঠা। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ সিদ্ধান্ত-তথ্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করিয়া শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান। যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥
চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গা নাম। তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ। তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি তার অন্ত। মুখ্য তিনশক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ। এক চিচ্ছক্তি তাঁর ধরয়ে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অতএব শ্রীভগবান্ স্বকীয় হ্লাদিনী শক্তির সবিশেষ বিস্তার বা প্রচার পূর্ব্বক স্বয়ং আনন্দ আস্বাদন করিয়া সমুদয় জগতে সেই পূর্ণ পরমানন্দ বিকিরণ করিবার জন্যই রাসলীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বিলাসবাসনায় তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠ ও পরমশ্রেষ্ঠ হ্লাদিনীশক্তির বিলাসস্বরূপ তদীয় প্রেমবিশেষের প্রসারতা নিষ্পাদিত হয়। তাঁহার পরমানন্দসন্দোহময়ী পরমচমৎকারাতিশয়িত যে শক্তির প্রভাবে সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তদাদি ও তদন্তক্রমে ধারাবাহিক উল্লাস উচ্ছ্বসিত হয়, তাহারই প্রধানতম সহায়তায় অনির্ব্বচনীয় উজ্জ্বল প্রেমবিশেষ বিতরণ, বিস্তার, প্রচার ও প্রসার করিবার জন্যই সেই নিজ হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা ব্রজগোপীগণের সহিত রাসলীলা বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমশোভায় শোভমান হন। হ্লাদিনীশক্তিরূপা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দসন্দোহময়ী শক্তিমত্তা রক্ষা করেন, স্থাপন করেন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার করেন বলিয়াই তাঁহারা "গোপায়ন্তি সংরক্ষন্তীতি গোপ্যঃ।" সুতরাং হ্লাদিনীসারভূতা প্রেমমূর্ত্তি গোপিকামণ্ডলে পরিবৃত না হইলে পরমানন্দরূপের বিকাশ কিরূপে সম্ভব? পরমদ্যুতিমান্ সূর্য্য নিজ অসংখ্য কিরণমালায় পরিশোভিত না হইলে যেরূপ আত্মসত্তায় শোভমান হয় না, তেমনি স্বয়ং আনন্দরূপী শ্রীভগবান্ও হ্লাদিনীরূপা নিজস্বরূপশক্তি একমাত্র গোপীমণ্ডলেই পরমশোভায় শোভমান হইয়া প্রকাশ পান। আর, এই হ্লাদিনীশক্তির বৈচিত্র্য বশতঃই শ্রীভগবানের আনন্দরসাস্বাদেরও বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়। শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি গোপিকাগণ এই আনন্দরসঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা ও পরমপ্রেষ্ঠা হ্লাদিনীশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি মাত্র। রাসোৎসবে শ্রীভগবান্ তাঁহার পরমপ্রেয়সী শতকোটি গোপিকাবৃন্দের মিলনমেলায় নিজ গোপীজনবল্লভস্বরূপের অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বোদ্ধস্ফূর্ত্তি এবং সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ লাভ করিয়া যথার্থই আনন্দঘনতমস্বরূপ পরম শোভায় শোভমান হইয়াছেন। অতএব শ্রীশুকদেব দৃষ্টান্ত প্রয়োগে যথার্থই বলিয়াছেন ঈশ্বররূপী পুরুষ ঐশ্বর্য্যাদি স্বরূপশক্তিতে শোভিত হইয়া যেরূপ সমধিক শোভায় শোভমান হন, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও প্রেমবিশেষময়ী স্বরূপভূত-হ্লাদিনীশক্তি গোপাঙ্গনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমধিক শোভায় বিভূষিত হইলেন। ইহাই রাসলীলার নিগূঢ় তত্ত্বের অভিব্যঞ্জনা। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বার্থসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার শোভাসম্পৎ হইতে কখনও বিচ্যুত হন না বলিয়াই তিনি অচ্যুত, কারণ স্বরূপশক্তি তো তাঁহাতে নিত্যই অবস্থিতি করিতেছে। তথাপি অচিন্তনীয় প্রেমবিলাসের নিমিত্তই অন্তরঙ্গাশক্তির সহায়তায় পরমপ্রেমাধীনতা বরণ করিয়া শক্তি ও শক্তিমানের ভিন্ন রূপাবলী প্রকটিত করিয়া নিজস্বরূপশক্তি গোপিকাবৃন্দের সাহচর্য্যে তিনি আজ সমধিক শোভা ধারণ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ইহাই রাসলীলাবিলাসের লীলামাধুর্য্য। কারণ রসাস্বাদ লাভ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বার্থসম্পূর্ণ শ্রীভগবান্‌ও আত্মরামতা ভুলিয়া রাসরসরসিক বেশে গোপীপ্রেম-পারবশ্যের পরমানন্দে গোপীমণ্ডলীতে আবির্ভূত হইয়া পরমকৃতার্থতা লাভ করিলেন। যদিও শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ—তথাপি পরমমধুর লীলারস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত গোপী ও গোপীনাথের ভিন্ন রূপের বিলাস দৃষ্ট হয় এবং উহাতেই লীলার মাধুর্য্য সম্পাদিত হয়।

প্রেমসম্পদ্‌রূপিনী ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে কতই না অসহ্যসন্তাপে দগ্ধ হইয়া সর্ব্বসন্তাপহারী প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলালসায় সকাতর প্রার্থনা বিজ্ঞাপনে অবিরাম বিগলিত নয়ননীরে ভাসিয়াছেন। পরমভক্তিময়ী ব্রজগোপীর সেই রোদনরোলে প্রেমাধীন শ্রীভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারেন নাই, তাই ব্রজগোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ পরমসমুৎকণ্ঠিতা বিরহশোকার্ত্তা ব্রজাঙ্গনাগণের বিরহতাপ অপনোদনের নিমিত্ত কৃপাভরে তাঁহাদের নয়নসম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং কতই না সুমিষ্ট বচনসংলাপে, অনুনয়পরিপাটী-প্রকাশে, সপ্রেম দৃষ্টিভঙ্গী-সঞ্চারণে ও পরমশীতল সুকুমার করস্পর্শে নর্ম্মকলাকুশলী রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বিরহকাতরা প্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণের বিরহসন্তাপ প্রশমিত করিলেন। সেই বিরহসন্তাপ প্রশমনে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাবৃন্দের সহিত যে সকল বিভিন্ন মৃদু-মধুর চেষ্টা ও আচরণ প্রকাশ করিয়াছেন—বিষ্ণুপুরাণের নিম্নোক্ত বচনে তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে—

ততঃ কাশ্চিৎ ক্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদ্ ভ্রূভঙ্গীবীক্ষিতৈঃ।
নিন্যেঽনুনয়মন্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধবঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণম্)

—গোপীমণ্ডলীতে আবির্ভূত হইয়া গোপীপ্রেমাধীন মাধব কোনও কোনও গোপীদিগকে প্রীতিমধুর আচরণে ও পরমসুমিষ্ট সংলাপ বচনে, কাহাদিগকেও বা ভ্রূভঙ্গীসঞ্চালিত প্রেমদৃষ্টি সঞ্চারণে, আবার অন্য গোপীদিগকে সুশীতল করস্পর্শে নানা অনুনয় প্রকাশ করিয়া ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহজন্য দুঃখজ্বালা প্রশমিত করিয়াছিলেন।

বিশুদ্ধপ্রেমবতী ব্রজবনিতাগণের সুখেই গোপীজনবল্লভ ব্রজরাজনন্দনের পরমসুখানুভূতি ও তাঁহাদের দুঃখেরই তাঁহার পরমদুঃখানুভূতি। তাই নিজস্বরূপভূতা গোপীবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখের যে কি দুর্ব্বিষহ সন্তাপ, সে অনুভূতি গোপীপ্রেমাধীন সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মে মর্ম্মে পরিজ্ঞাত। অতএব অতি আপনার মনে করিয়া পরম প্রীতিমধুর আচরণ ও নানাবিধ শান্তিস্নেহকর প্রেমচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজগোপীগণের হৃদয়সন্তাপ প্রশমিত করিয়া সুখবিধান করিলেন। তাই বিরহদুঃখাবসানে বিধৌতদুঃখগ্লানি শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ কলারূপিণী ষোড়শসহস্র ব্রজগোপী কর্ত্তৃক রচিত রাসমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ণচন্দ্ররূপী শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্বশোভায় মণ্ডিত হইয়া অধিকতর শোভমান হইলেন। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডের বর্ণনায় এই চিত্রেরই অভিব্যঞ্জনা রহিয়াছে—

ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ। হংস এব মতঃ কৃষ্ণ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ। চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ॥
সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শী কলা। ষোড়শৈব কলায়াস্তু গোপীরূপা বরাননাঃ॥
একৈকশস্তাঃ সম্ভিন্নাঃ সহস্রেণ পৃথক্ পৃথক্॥ (স্কন্দপুরাণম্)

—সেই রাসমণ্ডলে ষোড়শ সহস্র গোপী সমাগত হইয়াছিলেন। উক্ত গোপীমণ্ডলীর মধ্যে পরমাত্মা জনার্দ্দন-শ্রীকৃষ্ণকে পরমপ্রেষ্ঠ হংসরূপী বলিয়া জানিবে। আবার, গোপীগণ তাঁহারই ষোড়শশক্তিরূপা ষোড়শ-কলারূপিণী এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণচন্দ্ররূপী। ইঁহাদের যে ষোড়শ কলা উহা সম্পূর্ণমণ্ডলা মালিনীস্বরূপা। বরাননসমাযুক্তা গোপীগণের কলাসমষ্টির ষোড়শভাগ ভিন্ন ভিন্ন ষোড়শ ভাগে সহস্র গোপীদেহে বিকাশলাভ করিয়াছে।

রাসস্থলীতে যে-সকল গোপিকাবৃন্দ সমবেত হইয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্শনী টীকায় বলিয়াছেন—

'প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিতে'—ইত্যাগমোক্তস্ত্রিংশৎকোট্যো গোপ্যঃ। তাসাং মধ্যে ষোড়শসহস্রাণি গোপ্যো মুখ্যা। তাসামপি মধ্যে সহস্রাণি মুখ্যতরাঃ। তাসামেব মধ্যে অষ্টাবেতা মুখ্যতমাঃ। অষ্টানামপি মধ্যে দ্বে রাধাচন্দ্রাবল্যৌ অতিমুখ্যতমে। তয়োরপি মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বমুখ্যতমেতি ভক্তিশাস্ত্রনির্ণয়ঃ। (সারার্থদর্শিনীটীকা)

—'রাসোৎসবে শতকোটি প্রমদাবৃন্দে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শোভমান হইয়া বিরাজিত ছিলেন'—এই আগমপ্রমাণ হইতে জানা যায় যে ত্রিশ কোটি গোপাঙ্গনা রাসমণ্ডলে যোগদান করেন। তন্মধ্যে ষোড়শ সহস্র গোপী প্রধান এবং সেই ষোড়শ সহস্রের মধ্যে মাত্র কয়েক সহস্র গোপী মুখ্যতরা। আবার তন্মধ্যে মাত্র আটজন মুখ্যতমা। সেই অষ্টগোপীর মধ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী—এই দুইজন যূথেশ্বরী অতিমুখ্যতমা। আবার এই উভয়ের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বমুখ্যতমা—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে রাধাচন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধিকারই গুণাধিক্য স্থাপন করিয়াছেন—

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীরাধিকার অনুরূপ উৎকর্ষ ঘোষিত হইয়াছে—

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম-সার ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥
সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা রাধিকা। রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

* * * * *

অতএব গোপীগণমধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীমুখ্যা শ্রীরাধিকাই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তিস্বরূপা। শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা এরূপ গভীর ও ব্যাপক যে শ্রীভগবান্‌ও উহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত কতই না লালায়িত হন। পরস্পর রসবিলাসের নিমিত্তই পরমশক্তি ও পরমশক্তিমানের বিগ্রহভেদে বিলাস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

সুতরাং আজিকার রাসলীলাবিলাসে গোপীপরিমণ্ডলে ও সর্ব্বোপরি শ্রীরাধিকার মিলনমেলায় রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ যে পরমতমশোভায় শোভিত হইলেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি?॥ ১০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্‌পদম্ ॥ ১১ ॥
শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্।
কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।—বিভুঃ (ব্যাপকঃ ইতি একস্যাপি সর্ব্বাসাং যুগপৎ সামদানাদিসমাবেশার্থং) তাঃ (গোপীঃ) সমাদায় (সম্যক্ প্রত্যেকং সর্ব্বামেব হস্তধারণাদিনা আদায় রাসযোগ্যপুলিনান্তরং গন্তুং পূর্ব্বপুলিনতো গৃহীত্যা) কালিন্দ্যাঃ (যমুনায়াঃ) বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্‌পদং (বিকসদ্ভিঃ বিকাসং প্রাপ্নুবদ্ভিঃ কুন্দৈঃ কুন্দপুষ্পৈঃ মন্দারৈশ্চ মন্দারকুসুমৈশ্চ সুরভয়ঃ সুগন্ধিনঃ যে অনিলাঃ বায়বঃ তৎসঙ্গিনঃ ষট্‌পদাঃ ভ্রমরাঃ যত্র তৎ) শরচ্চন্দ্রাংশু-সন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ (শরৎসম্বন্ধী যশ্চন্দ্রঃ তদংশূনাং কিরণানাং সন্দোহেন সমূহেন ধ্বস্তং ক্ষিপ্তং নাশিতং বা দোষায়াঃ রাত্রেঃ তমোঽন্ধকারঃ যস্মিন্ তৎ) শিবং (সুখতমং শীতলতমং বা) কৃষ্ণায়াঃ (যমুনায়াঃ) হস্ততরলাচিত-কোমলবালুকং (হস্তকল্পৈঃ তরলৈঃ তরঙ্গৈঃ আচিতা আস্তৃতা বালুকা যস্মিন্ তৎ) পুলিনং (পুলিনমধ্যপ্রদেশং) নির্ব্বিশ্য (প্রবিশ্য ব্যরোচত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)॥ ১১-১২ ॥

মূলানুবাদ।—যে স্থানে শারদশশধরের উজ্জ্বল কিরণ সন্তাপে রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছিল, যে স্থানে বিকশিত কুন্দ ও মন্দার কুসুমের সুগন্ধে সুরভিত সমীরণপ্রভাবে ভ্রমরসমাগম হইয়াছিল, যে স্থানে যমুনার তরল তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বারা সুকোমল বালুকারাশি সমভাবে আস্তৃত হইয়াছিল—সেই সুখসেব্য যমুনাপুলিনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রবেশপূর্ব্বক অধিকতর শোভা ধারণ করিলেন ॥ ১১-১২ ॥

শ্রীধরটীকা।—বিকসৎকুন্দমন্দারৈঃ সুরভির্যোঽনিলস্তস্মাৎ ষট্‌পদা যস্মিন্ তৎ। শরচ্চন্দ্রাংশূনাং সন্দোহৈঃ সমূহৈর্ধ্বস্তং দোষাতমঃ রাত্রিগতং তমো যস্মিন্ তৎ। অতঃ শিবং সুখকরম্। কালিন্দ্যা হস্তরূপৈস্তরলৈস্তরঙ্গৈরাচিতা আস্তৃতাঃ কোমলা বালুকা যস্মিন্ তৎ এবম্ভূতং পুলিনং তাঃ সমাদায় নির্ব্বিশ্য তত্র তাভির্বৃতঃ অধিকং ব্যরোচত ইতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ১১-১২ ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—বিশব্দোক্তস্য রোচনে বৈশিষ্ট্যস্যোপকরণান্তরমপি দর্শয়তি তা ইতি দ্বাভ্যাম্। সম্যক্ প্রত্যেকং সর্ব্বাসাম্ এব হস্তধারণাদিনা আদায় রাসযোগ্যপুলিনান্তরং গন্তুং পূর্ব্বপুলিনতো গৃহীত্বা নির্ব্বিশ্য প্রবিশ্য মধ্যমধিষ্ঠায়েত্যর্থঃ। বিভুর্ব্ব্যাপক ইত্যেকস্যাপি সর্ব্বাসাং যুগপৎ সামদানাদিসমাবেশার্থম্। পুলিনস্য ভাবোদ্দীপনসামগ্র্যা রাসক্রীড়াযোগ্যতাং দর্শয়ংস্তদ্বিশিনষ্টি বিকসদিতি সার্দ্ধেন। বায়োঃ শৈত্যসৌরভ্যে স্পষ্টে। মান্দ্যঞ্চ ষট্‌পদাস্পদত্বাৎ। শরদিতি চন্দ্রাংশূনাং সুপ্রসন্নতা সন্দোহেতি চন্দ্রস্য পূর্ণতা। ধ্বস্তদোষেতি দিনবৎ প্রকাশশ্চ সূচিতঃ। কৃষ্ণায়াঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সনামত্বেন সবর্ণত্বেন চ সখ্যং প্রাপ্তায়াঃ। অত এব হস্তেতি। কিংবা বিচিত্রশোভাদিনা তস্যাপি চিত্তাকর্ষকত্বেন তন্নাম্ন্যাঃ বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনমিত্যাদিঃ। হস্তেতি হস্তেরিবাবচয়নেন স্থলীবৈষম্যকঠিনাংশ-রাহিত্যাদিকং ধ্বনিতম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা। তাঃ সমাদায়েতি তাভিঃ সহ তদেব পুলিনং নির্ব্বিশ্য মধ্যপ্রদেশং প্রবিশ্যেত্যর্থঃ। বিশেষেণ ভবতীতি বিভুর্ব্বিভুব ইতি শেষঃ, নিজবৈভবং প্রকটয়ামাসেত্যর্থঃ। তচ্চ তদ্দর্শনেতি দ্বাভ্যাং বক্ষ্যতে। অন্যৎ সমানম্ ॥ ১১-১২ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানের যাঁহারা একান্ত অনুগত, যাঁহারা তাঁহার সেবানন্দে দেহ-মন-প্রাণ একান্তভাবে উৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেবানন্দ স্ফূর্ত্তির জন্য পরমস্বতন্ত্র শ্রীভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছায় প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতে তদনুকূল দেশ কালের অপূর্ব্ব সমাবেশ হয়। তাই কৃপাগুণনিধি শ্রীভগবানের ইচ্ছায় যমুনাপুলিনে আজ রাসলীলা বিলাসের জন্য অফুরন্ত শোভার বিলাস ফুটিয়া উঠিল ও রাসরসিকেশ্বর গোপী-জনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ পরমানুরাগিণী ব্রজবনিতাদিগকে সঙ্গে লইয়া পরমসুখসেব্য রাসলীলাবিলাসের উপযোগী ক্ষেত্র যমুনা পুলিনে প্রবেশ করিয়া সমধিক শোভা ধারণ করিলেন। যমুনার তটভূমিতে প্রকৃতির সকল অঙ্গে যে অপরূপ রূপমাধুরী আনন্দের প্লাবন জাগাইয়াছে, সেই আনন্দের অপূর্ব্ব সমাবেশে অপ্রাকৃতমাধুর্য্যমণ্ডিত শ্রীশ্রীরাসলীলার মহামহোৎসব আজি অনুষ্ঠিত হইবে। মেঘনির্ম্মুক্ত স্বচ্ছ সুনির্ম্মল শারদাকাশে পূর্ণ শশধর উজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণমালায় রজনীর অন্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া যমুনাপুলিনকে কতই না শুভ্র আলোকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছে! সেই পূর্ণচন্দ্রমার কি অপরূপ রূপশোভা! কৃষ্ণা যমুনার কালজলে চন্দ্রালোকের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া কতই না আলোর ঝিকিমিকি ও দ্যুতিচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিতেছে! তাহাতে আবার কালিন্দীপুলিনে পরমশোভাময় কুন্দ ও মন্দার কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সমগ্র পুষ্পবীথির শোভা সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে; একাধারে নয়নমনতৃপ্তিকর সৌন্দর্য্য ও সুখসেব্য সৌরভের সমাবেশে উহারা বুঝি নন্দন কাননের পারিজাতবনানীর সকল সৌন্দর্য্য ও সৌরভ ম্লান করিয়া দেয়! আবার যমুনাতরঙ্গের সুশীতল জলকনা স্পর্শে শৈত্য ও স্নিগ্ধতা বহন করিয়া মৃদুমন্দ সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। কুসুমসৌরভে সুরভিত হইয়া সেই ধীরপ্রবাহী মৃদু সমীরণ সকল দিক্ সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে। সমীরণের মৃদুপ্রবাহে ভর করিয়া ব্যাকুল পক্ষ মেলিয়া পুষ্পমধু-লোলুপ অলিকুল মৃদুমধুর গুঞ্জনে কতই না দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে ও প্রস্ফুটিত কুসুমদলের অন্তর্নিহিত হৃদয়মধু আকুল পিপাসায় পরম তৃপ্তিভরে পান করিতেছে। আর সেই যমুনাতটের সৈকতরাজি কতই না সুকোমলভাবে আস্তৃত রহিয়াছে! সৌন্দর্য্য ও আনন্দের এমনতর পরিবেশের মধ্যে মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ সেই কালিন্দীপুলিনের মধ্যস্থলে রাসলীলা বিলাস উদ্দেশ্যে ব্রজগোপীগণকে সঙ্গে করিয়া সমাগত হইলেন।

কৃষ্ণা যমুনা তাহার বিচিত্র শোভাসম্পদে অনন্তসুন্দর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে বলিয়াই সে আজ যথার্থই 'কৃষ্ণা' নামের যোগ্যা—'কর্ষতি ইতি কৃষ্ণা'। শিল্পী তাহার সুনিপুণ হস্তের দক্ষতায় ও কারুকার্য্যে কোনও লীলাভূমিকে মনোমত সুসজ্জিত করিয়া যেরূপ নিয়োগকর্ত্তার চিত্ত আকর্ষণ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণচিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত যমুনা শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছাবশে নিজ উর্ম্মিবাহু দ্বারা অতি সযতনে সুকোমল সিকতারাশি তীরভূমিতে সুবিন্যস্ত করিয়া সমভাবে বিস্তীর্ণ রাখিয়াছে এবং উহার তটভূমিতে থরে থরে সৌন্দর্য্য ও শোভার কতই না উপকরণ মনোহর ভঙ্গিতে সাজাইয়া রাখিয়াছে! যে-তীরভূমিতে রাসরসিকেশ্বর গোপীপ্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণ গোপবধূ-পরিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া-সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি রাসলীলাবিলাস করিবেন, সেই যমুনাপুলিন যদি তদুপযোগী অনন্তসৌন্দর্য্য-সম্ভারে বিভূষিত না হয়, তাহা হইলে উহা রাসলীলার ক্ষেত্ররূপে কেন নির্ব্বাচিত হইল? কেনই বা অনন্তসৌন্দর্য্য-সুধাকর কামপূরকৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রেমবতী রাসরসিকা গোপাঙ্গনাগণের রাসলীলাবাঞ্ছা পূরণ উদ্দেশ্যে পরম-সমাদরে নিজ করস্পর্শে তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া সেই কালিন্দী পুলিনে সমবেত হইলেন! অতএব বুঝিতে হইবে যে যমুনাপুলিন রাসলীলোপযোগী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও শোভায় বিভূষিত হইয়া যথার্থই রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে – যমুনার 'কৃষ্ণা' নাম তাই আজ সত্যই সার্থক হইয়াছে।

একক শ্রীকৃষ্ণ শতকোটী গোপাঙ্গনাদিগকে হস্তে ধরিয়া তাঁহাদিগকে পথপ্রদর্শন করিতে করিতে সেই কলিন্দীপুলিনে সমবেত হইলেন। তিনি বিভু ও ব্যাপকস্বরূপ বলিয়াই এইরূপভাবে একসঙ্গে করস্পর্শে সকলকে সমাদৃত করিয়া পরমযত্নে ভক্তের পরমাকাঙ্ক্ষিত তদুপযোগী লীলাক্ষেত্রে লইয়া গেলেন।

শ্রীভগবান্ আনন্দঘনতমবিগ্রহ ও অনন্ত-সৌন্দর্য্যাধার। সেই অনন্তসুন্দরকে বুঝিতে হইলে, অনন্তসুন্দরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাসলীলাবিলাসের মাধুরী আস্বাদন করিতে হইলে সত্যই এমন করিয়া সৌন্দর্য্যপরিবেশের মধ্যেই উহাকে বুঝিতে হয়। এই জন্যই বোধ করি রাসলীলার মহামহোৎসবে জগতে যত কিছু সৌন্দর্য্য আছে ও সম্ভবপর, সে সকলই শ্রীভগবানের অলঙ্ঘ্য ইচ্ছায় লীলাসহায়কারিণী যোগমায়ার মহাশক্তি প্রভাবে আজ যমুনাপুলিনে একত্র সমাবেশিত হইয়াছে। মেঘনির্ম্মুক্ত শারদ আকাশ স্বতঃই স্বচ্ছ ও সুন্দর। ষোড়শকলায় পূর্ণ শশধর আরও সুন্দর। পুলিনবনানীর শ্যাম শোভা সত্যই সুন্দর। তদুপরি মন্দারকাণ্ডে সহসা-বিকশিত সুশোভন কুসুমস্তবক ও কুন্দলতায় সমীরণপ্রবাহে লীলায়িত প্রস্ফুটিত পুষ্পমালা—কতই না শোভাময়। আবার সেই সুসজ্জিত সুন্দর কুসুমরাশির স্নিগ্ধ সৌরভ কত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী—যে-সৌরভে মৃদুমন্দ সমীরণ নিজে সুগন্ধিময়—আর যে পুষ্পের সুমধুর মধুলোভে শতশত মধুকর চঞ্চল, সুন্দর ও গুঞ্জনময়। বৃন্দাবন পরমারম্য স্থান—সেই পরমসুন্দর বৃন্দাবনের বনভূমিতে প্রবাহমানা মৃদুকল্লোলা যমুনা কতই না সুন্দর—আবার সেই নীল যমুনার কাল জলে শরতের পূর্ণ চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি আরও সুন্দর ও রহস্যময়! সেই যমুনার তটভূমিতে উহারই তরঙ্গহস্তে রচিত দুগ্ধফেননিভ জোৎস্নাবিধৌত সৈকতশয্যা কতই না সুমসৃণ সৌন্দর্য্যময়! যেখানে এত সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি সেখানে অনন্তসুন্দর নিখিল সৌন্দর্য্য-সুধাকর রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলীবেষ্টিত হইয়া যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন তাহা ভাষা ও বর্ণনার অতীত। কেবল যে ভাবুক ভক্তের দেখিবার মত যথার্থ নয়ন আছে শুধু সে-ই কালিন্দীপুলিনক্ষেত্রে এই পরমবিমোহন রাসলীলা-বিলাসচ্ছবি তাহার নয়নমন ভরিয়া দেখিতে পায়।

আনন্দঘনতমবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দরসপ্রতিমূর্ত্তি শ্রীরাধিকা প্রভৃতি হ্লাদিনী শক্তির পরিমণ্ডল ব্যতীত তাঁহার স্বরূপগত পরমতম শোভায় শোভিত হন না। তাই রাসবিহারযোগ্য নানাসৌন্দর্য্যমণ্ডিত কালিন্দীপুলিনে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন রাসরসিকেশ্বর ব্রজগোপীবল্লভ যখনই প্রেমমূর্ত্তি ব্রজরামা-পরিকরে পরিবৃত হইলেন, তখনই সকল সৌন্দর্য্যের চরম, অসীম ও অনন্ত স্ফূর্ত্তি বিকাশ লাভ করিল। যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণিকালেশমাত্রে বিশ্বের সকল অঙ্গে অপরূপ রূপ মাধুরীর ঢেউ খেলিয়া যায়, সেই অনন্তসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলী শোভায় অধিকতর সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইলেন। ইহাই ব্রজপ্রেমলীলার মাধুর্য্য! পরম-অনুরাগিণী ব্রজগোপীগণের অগাধনির্ভর প্রেমের নিকটে সত্যসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন কত অকৃতার্থ, কত দীন ও কত প্রেমপরাধীন যে একমাত্র তাঁহাদের সেবানন্দ, তাঁহাদের প্রেমাভিলাষ, তাঁহাদের রাসরমণেচ্ছা পরিপূরণের নিমিত্ত তাঁহাদেরই জন্য সৌন্দর্য্যসম্পদ্-ভূষিত রাসলীলার উপযোগী ক্ষেত্র সুখসেব্য কালিন্দীপুলিনে সমবেত হইয়া তাঁহাদেরই পরিমণ্ডল শোভায় শোভিত হইয়া তিনি ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন। শ্রীভগবানের যাঁহারা একান্ত শরণাগত ও অনুগত ভক্ত, তাঁহাদের যখন সেবানন্দ পরিস্ফূর্ত্তির জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ও সোৎকণ্ঠ অভিলাষ প্রকাশ পায়, তখনই প্রেমপরবশ শ্রীভগবান্ স্বয়ং পূর্ণকাম হইলেও তাঁহার অনন্ত কৃপাশক্তি-প্রভাবে তাঁহাদের সেবাগ্রহণে সমুৎসুক হন। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

—'আমি সর্ব্বভূতে সমান। সুতরাং আমার কেহ প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিভরে আমার নিরন্তর সেবা করেন, তাঁহারা আমার অনুগত থাকেন এবং আমিও তাঁহাদের মনোভিলাষ পূরণের জন্য সততই সচেষ্ট থাকি।'—অতএব সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একান্ত অনুগত ও পরমানুরক্ত পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মনোবাসনা পূরণ করিবার জন্য যখনই তাঁহাদের সহিত রাসরতি ইচ্ছা করিলেন তখনই তাঁহার অচিন্ত্য ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে দেশ কাল পাত্র—যাহা কিছু রমণলীলার উপযোগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎসমুদায়ই তদনুকূলভাবে পরিণত হইল। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা ব্রজবধূগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শন-সমুৎকণ্ঠায় যখন আকুলক্রন্দনে বৃন্দাবনভূমি ও যমুনাতট মুখরিত করিলেন—তখনই পরমভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সুগভীর প্রেমের সকাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তখনই বনমালাবিভূষিত কণ্ঠে সাক্ষাৎ মদনমোহনরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনা যূথমধ্যে আবির্ভূত হইয়া পরমসমাদরে তাঁহাদের হস্তধারণপূর্ব্বক যমুনা-পুলিন হইতে রাসলীলার পরমোপযোগী পুলিনমধ্যস্থলে সমবেত হইলেন—যেখানে তারকানিকর-বেষ্টিত পূর্ণ শশধর শারদগগনে উদিত হইয়া স্নিগ্ধ জোৎস্নালোকে কালিন্দীতটভূমি সমুদ্ভাসিত করিতেছিল। যেন রাসবিহারীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া গগনপ্রান্ত হইতে তারকাপতি পূর্ণচন্দ্র বলিলেন—'হে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ! তোমারই রাসক্রীড়ার জন্য পরমসুখসেব্য কালিন্দীপুলিন দিব্য জোৎস্নালোকে আলোকিত করিলাম, তুমি গোপীমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া তথায় স্বচ্ছন্দ রাসবিহার কর! ঐ দেখ, কৃষ্ণচিত্তাকর্ষিণী কৃষ্ণা যমুনা পরমসমাদরে তাহার তরঙ্গভুজমালায় কতই না যত্ন সহকারে তোমার জন্য দুগ্ধফেননিভ সুকোমল সৈকতশয্যা রচনা করিয়াছে—তুমি পরম সুখে শতকোটি গোপবধূ সনে উহাতে যথেচ্ছ রাসকেলি বিহার কর। আরও দেখ! কি অপূর্ব্ব রমণীয় শোভা এই যমুনা পুলিনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কুন্দ ও মন্দার কুসুমের অপরূপ রূপশোভা ও প্রাণামোদী সৌরভ তোমাদের লীলাবিলাসে স্ফূর্ত্তি ও উন্মাদনা জাগাইবে। হে রাসরসিকেশ্বর, ঐ দেখ, তোমাদের রাসরতি-ক্রীড়ার শ্রম অপনোদনের নিমিত্ত—যমুনাশিকরসিক্ত সুরভিত সমীরণ ব্যজনীকরে নিরন্তর তোমাদের সেবা করিতেছে,—মধুলোভী ভৃঙ্গকুল মধুর গুঞ্জনে—ওই শোন, তোমাদের শ্রবণমনঃ পরিতৃপ্ত করিতেছে—তদুপরি যমুনার সুমধুর কলতান—ওই শোন, রাগোদ্দীপক প্রেমগাথায় তোমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া নিরন্তর তোমাদের প্রাণে রাসরমণের উদ্দীপনা জাগাইতেছে,—আরও দেখ, মধুলোভী ভৃঙ্গকুল মধুর গুঞ্জনে পরম আনন্দে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে চুম্বন প্রদান করিতেছে। হে গোপবেশবেণুকর গোপী-প্রেমমধুকর নবনটবর! তুমিও পরম আনন্দে গোপীহৃদয়পুষ্পের সুগভীর ও অগাধনির্ভর প্রেমমধু আজিকার এই রাসলীলার মহামহোৎসবে স্বচ্ছন্দে ও অবাধে পান কর!'

যাহা হউক, রাসলীলার উপযোগী পরম সুখসেব্য যমুনা পুলিনের মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজগোপীগণকে পরমসমাদরে হস্তে ধারণ করিয়া সমবেত হইলেন, শ্লোকের 'সমাদায়' পদের প্রয়োগে ইহাই সূচিত হইতেছে। সম্যক্ প্রকারে হস্তধারণে গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহাদের সঙ্গে পরমরমণীয় কালিন্দীপুলিনে রাসলীলা-বিলাসের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'বিভু' বলিয়াই এইরূপ ভাবে একসঙ্গে প্রত্যেক ব্রজগোপীকে হস্তধারণ করিয়া যে যমুনা পুলিনে আনয়ন করিয়াছেন—ইহাতে কোনও বিস্ময়ের কারণ নাই। গীতার বচনে স্পষ্টই ধ্বনিত হয়—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্—(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩।১৩)

দেশ ও কালের ক্ষুদ্রসীমায় বিভুস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না বলিয়াই তাঁহার সকল দিকেই হস্ত, পদ, চক্ষু, শিরোদেশ ও মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে নরাকার পরব্রহ্মরূপে সমুদিত সেই বিভুস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে একই সময়ে শতকোটি গোপাঙ্গনাদিগের হস্তধারণে কালিন্দী পুলিনস্থলে সমবেত হইলেন—ইহাতে আশ্চর্য্যের বা সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বর্ত্তমান শ্লোকে বিভুপদের প্রয়োগে আরও একটি গূঢ় তত্ত্বের অভিব্যঞ্জনা রহিয়াছে। রাসরসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগের সহিত যমুনা পুলিনের মধ্যদেশে অধিষ্ঠান করিয়া আজ তিনি সত্যই বিশেষরূপে আনন্দঘনতম সত্তায় পূর্ণরূপে বিরাজমান হইলেন, তাই তিনি বিভু—"বিশেষণ ভবতীতি বিভুঃ"। ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরবর্ত্তি দুই শ্লোকে তাঁহার বৈভবপ্রকাশের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়াই এখানে বর্ণিত হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ বিভুরূপে প্রকাশমান হইয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদিগকে রাসলীলার উপযোগীক্ষেত্র কালিন্দীপুলিনের মধ্যস্থলে লইয়া গিয়াছিলেন—এই বিবরণে আরও কয়েকটি নিগূঢ় তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। অভিধানে পুলিন ও সৈকত শব্দের ব্যাখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায় যে "তোয়োত্থিতং তৎ পুলিনং সৈকতং সিকতাময়ম্"—অর্থাৎ নদীর জলভাগ হইতে উত্থিত ভূভাগকে পুলিন বলে এবং বালুকাময় স্থানকে সৈকত শব্দে অভিহিত করা হয়। যমুনানদীর সিকতাময় পুলিনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল,—এই শব্দার্থগত বিবরণ হইতে প্রতীতি হয় যে ঐ পুলিনভূভাগ যমুনার জলভাগ হইতে সমুত্থিত এবং উহা বালুকাময়। বৈষ্ণবশাস্ত্রাচার্য্যগণও সিদ্ধান্ত করেন যে শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থল কালিন্দীপুলিন-ভূভাগকে যমুনা অতি সযত্নে নিজ সলিলগর্ভে লুক্কায়িত রাখিতেন। যখনই সেই পুলিনভূমিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাস করিতে ইচ্ছা করিতেন, তখনই তাঁহার ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থল সেই পুলিনভূমি যমুনাগর্ভ হইতে সদ্যঃ সমুত্থিত হইত ও উহাতে যমুনার উর্ম্মিবাহুরচিত সুকোমল বালুকাশয্যা সমাস্তীর্ণ রহিত। শব্দার্থতত্ত্বকুশল সুধীশ্রেষ্ঠ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব যমুনার তটভূমিকে সিকতাময় 'পুলিন' শব্দে বিশেষিত করিলেন। আবার 'কালিন্দী' শব্দে কলিন্দদুহিতা যমুনার যে প্রসিদ্ধিগত অর্থ জানা যায়, তাহার সঙ্গে এই অর্থের ইঁহাই প্রতিপাদন করিতে দ্যোতনা রহিয়াছে যে—"কলিং কলহং ত্তি খণ্ডয়তীতি কলিন্দ স্তদপত্যং স্ত্রী কালিন্দীতি"—কলি অর্থাৎ কলহ দূর করে বলিয়া 'কলিন্দ',—তাহার তনয়া কালিন্দী। অতএব সেই কালিন্দীপুলিনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীগণের পরস্পর কোনও কলহ সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে রাসলীলারূপ পরম মিলনলীলার ইহাই উপযুক্ত স্থান। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কাতরা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ কালে সহসা শ্রীকৃষ্ণচরণ-চিহ্নের সহিত কোনও এক গোপাঙ্গনার চরণচিহ্ন দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া অভিমানক্ষোভে নানা প্রতিকূল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে কালিন্দীপুলিনে সকলকলহ, সকল দুঃখ ও সকল অভিমানক্ষোভ অবলুপ্ত হইয়া যায়, সেই কালিন্দীপুলিনের সৌন্দর্য্যসৌরভ সেবিত পরমমনোহর রাসলীলার পরমমিলন ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া রাসরসমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহনবেশে গোপনাগরী-পরিকরে বেষ্টিত হইয়া কতই না লীলা-রসাস্বাদনে মগ্ন হইলেন। আবার যমুনাকে 'কৃষ্ণা' নামে অভিহিত করিয়া শ্রীশুকদেব উহার বর্ণ বা অক্ষরগত সাদৃশ্য প্রদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যমুনার পরমমৈত্রী সম্বন্ধই প্রকাশ করিয়াছেন। রাসলীলার উপযোগী করিয়া সুমসৃণ সৈকতশয্যা রচনায় ইহার পরম যত্ন ও পরম আগ্রহই প্রমাণিত হয়। রাসবিহারীর রাসক্রীড়ার উপযোগী সৈকতভূমি রচনায় ইনি নিজ লীলায়ীত তরঙ্গহস্তে সুকোমল বালুকারাজি সমাহৃত করিয়া অতীব যত্ন ও প্রীতিসহকারে যেন পরিচর্য্যাপরায়ণা সহচরীর ন্যায় সুমসৃণ শয্যা রচনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাই ইনি কৃষ্ণা নামের যোগ্যা। অথবা "কর্ষতীতি কৃষ্ণা"—বিবিধ শোভাসম্ভারে পুলিনভূমি সুসজ্জিত করিয়া পরমস্বতন্ত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন বলিয়াই ইনি 'কৃষ্ণা'। যমুনা দর্শনে আনন্দঘনতম শ্রীকৃষ্ণেরও যে পরমপ্রীতি ও আনন্দের আবেশ উপস্থিত হয়—শ্রীভাগবতে ইহার স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে—

বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনা পুলিনানি চ। বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োর্নৃপ॥ (শ্রীভাগবতম্ ১০।১১।৩৬)

পরমরম্য বৃন্দবনভূমি, গোবর্দ্ধনগিরি, যমুনানদী ও তাহার পুলিনভূভাগ দর্শনে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই পরমা প্রীতি লাভ হইয়া থাকে।

তাই আজ পরমরম্যস্থল যমুনা পুলিনে সকল প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের একাধারে যে অপূর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈরচীকল্পন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥ ১৩ ॥

সমাবেশ হইয়াছে সেই নিখিলসৌন্দর্য্য পরিবেশের মধ্যেই সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলার স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্যপার্ষদরূপিনী ব্রজাঙ্গনাগণের রাসরমণেচ্ছা পরিপূরণের নিমিত্ত শ্রীভগবানের অচিন্ত্য ও অলঙ্ঘ্য শক্তিপ্রভাবে পরমসুখসেব্য যমুনাপুলিন রাসলীলোচিত অনন্তমাধুর্য্য মণ্ডিত হইয়া পরম শোভমান হইল। মেঘনির্ম্মুক্ত শারদাকাশে পূর্ণশশধর নিত্যই যথাকালে উদিত হয় সত্য, কিন্তু আজ তাহার সমুজ্জ্বল কিরণমালায় রজনীর সকল অন্ধকার সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গিয়াছে, দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট অথচ সুস্নিগ্ধ প্রভায় সমগ্র যমুনাপুলিন আজ কতই না আলোক-সমুদ্ভাসিত। তাই পুলিনভূমির বর্ণনায় শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ'। পুষ্পবনানীতে যথাকালে নানা পুষ্প বিকসিত হয় সত্য, কিন্তু আজিকার এই পরম মহোৎসবে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ গোপীজন সমভিব্যাহারে এই পুলিনভূমিতে প্রবেশ করিবামাত্র ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে তৎক্ষণাৎ মন্দারকাণ্ডে মন্দারকুসুম ও কুন্দলতায় কুন্দকুসুম যুগপৎ পুষ্পদলের পরমশোভায় বিকসিত হইল। যদি তাহারা পূর্ব্ব হইতেই বিকসিত হইত তাহা হইলে বর্ত্তমান-কালজ্ঞাপক 'বিকসৎ' পদের উল্লেখ না করিয়া শ্রীশুকদেব 'বিকসিত' পদে উহাকে বিশেষিত করিতেন। বাস্তবিক যে-যমুনাপুলিন রাসলীলার যোগ্য স্থান বলিয়া নিরূপিত হইল, তাহাতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে সেই পুলিনভূমি প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যে কুন্দমন্দার প্রভৃতি বিবিধ শোভমান পুষ্পের সমুদ্গম হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? যমুনাশীকর-সম্পৃক্ত সুশীতল সমীরপ্রবাহে সেই পুষ্পসৌরভ দিক্‌সমূহকে আমোদিত করিয়াছে। উহা কেবল সুস্নিগ্ধ ও সুরভিত নহে—উহার গতিও সুখসেব্য ও মৃদুমন্দ; কারণ মৃদুমন্দ-গতির সাহায্যেই ভ্রমরকুল মৃদুমধুর গুঞ্জনে পুষ্পমধু পান করিয়া এমন অবাধে উড়িয়া বেড়াইতে পারিতেছে। অতএব আজিকার সমীরণ প্রবাহে একাধারে শৈত্য, সৌগন্ধ ও মৃদুমন্দগতি প্রকাশ পাওয়ায় মনে হয় যে রাসকেলির শ্রমোপনোদনে পবনদেব কতই না সতর্কতায় ব্যজনীকরে গোপী ও গোপীনাথের সেবাপরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাবৈভবে সকলই সম্ভব। তাই প্রেমানুরাগিণী ব্রজাঙ্গনাদিগের রাসরমণরূপ মনোরথপূরণে পরমসুখসেব্য যমুনাপুলিনে রাসলীলোচিত দেশ কাল প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাবের সকল আয়োজনই সুসম্পন্ন হইয়াছে। অতএব রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ রাসরসনায়িকা ব্রজাঙ্গনাদিগকে সঙ্গে করিয়া রাসলীলার উপযোগী পরমমধুর ক্ষেত্র যমুনা পুলিনে সমবেত হইলেন এবং স্বয়ং গোপীপরিকরে বেষ্টিত হইয়া গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কতই না পরমশোভায় শোভিত হইলেন ॥ ১১-১২ ॥

অন্বয়ঃ।—শ্রুতয়ঃ যথা (কর্ম্মকাণ্ডে শ্রুতয়ঃ পরমেশ্বরমপশ্যন্ত্যঃ তত্তৎ কামানুবন্ধৈরপূর্ণা ইব ভবন্তি জ্ঞানকাণ্ডে তু পরমেশ্বরং দৃষ্ট্বা তদাহ্লাদপূর্ণাঃ কামানুবন্ধং জহতি তদ্বৎ অথবা শ্রুতয়ঃ ভগবৎপরা উপনিষদে যথা মনোরথান্তক-মনোরথস্য চিরকালকৃত-চরণারবিন্দঃ প্রাপ্তিরূপস্য অভিলাষস্য অন্তং পরিণামং গোপ্যন্তররূপেন প্রাপুঃ ততশ্চ বিধূতহৃদ্রুজোঽপি যথা বভূবুঃ তথা) তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজঃ (তস্য ক্রীড়াবিশেষোৎসুকা বিভোঃ দর্শনেন য আহ্লাদঃ তেন বিশেষতো ধূতা নাশিতা হৃদ্রুজঃ সর্ব্বা আধয়ো যাসাং তাঃ গোপ্যঃ) মনোরথান্তং (মনোরথস্য বাঞ্ছিতস্য অন্তং পরাং কাষ্ঠাং) যযুঃ (প্রাপুঃ ততশ্চ সুস্থিরচিত্তাঃ সত্যঃ) কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈঃ (কুচকঞ্চুকোপরি বিন্যস্তৈঃ কঞ্চুকস্য সূক্ষ্মতরবস্ত্রত্বাৎ বিরহরোদনধারাপাতাচ্চ কুচকুঙ্কুমেন অঙ্কিতৈঃ ভূষিতৈ-রিত্যর্থঃ) স্বৈঃ উত্তরীয়ৈঃ (স্বয়ং পরিহিতৈঃ উত্তরীয়ৈঃ) আত্মবন্ধবে (আত্মভ্যোঽপি বন্ধুঃ প্রেয়ান্ তস্মৈ আত্মকোটী-শ্রেষ্ঠায়) আসনং অচীকল্পন্ (বিচিত্র-চারুপ্রকারেণ রচয়ামাসুঃ) ॥ ১৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আনন্দে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের হৃদয়ার্ত্তি দূরীভূত হইল ও শ্রুতিগণের ন্যায় তাঁহারা মনোরথের পরমতম শান্তি লাভ করিলেন! (পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া শ্রুতিগণ সেই দর্শনজনিত আনন্দে পূর্ণচিত্ত হইয়া যেমন কামানুবন্ধ পরিত্যাগ করে—সেই প্রকার)। অতঃপর তাঁহারা কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত স্ব স্ব পরিহিত উত্তরীয়বাস বিন্যস্ত করিয়া আত্মবন্ধু প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন জন্য আসন রচনা করিলেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—তাশ্চ মনোরথানামন্তং যযুঃ পূর্ণকামা বভুবুঃশ্রুতয়োঃ যথেত্যয়মর্থঃ। যথা কর্ম্মকাণ্ডে শ্রুতয়ঃ পরমেশ্বরমপশ্যন্ত্যস্তত্তৎকামানুবন্ধৈরপূর্ণা ইব ভবন্তি জ্ঞানকাণ্ডে তু পরমেশ্বরং দৃষ্ট্বা তদাহ্লাদপূর্ণাঃ কামানুবন্ধং জহতি তদ্বৎ। আপ্তকামা অপি প্রেম্না তমভজন্নিত্যাহ স্বৈরিতি। অচীকল্পন্ রচয়ামাসুঃ। আত্মবন্ধবে অন্তর্য্যামিণে ॥ ১৩ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততোঽতিহৃষ্টানাং প্রেমসেবামাহ তদিতি। তস্য ক্রীড়াবিশেষোৎসুকস্য বিভো-র্দর্শনেন য আহ্লাদস্তেন বিশেষতো ধৃতা নাশিতা হৃদ্রুজঃ সর্ব্বাঃ আধয়ো যাসাম্। তথাবিধেন তেন সহ তত্রাগমনেন রাসক্রীড়াদিময় চিরস্থিতিনির্দ্ধারিতা পূর্ব্বশঙ্কাপগমাৎ। ন কেবলং পরমদুঃখশান্তিরেব অপি তু পরমসুখপ্রাপ্তিরপি জাতেত্যাহ মনোরথস্য বাঞ্ছিতস্যান্তং পরাং কাষ্ঠাঃ যযুরিতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ শ্রুতয়ো যথেতি। শ্রুতয়োঽপি তাদৃশলীলাবিশিষ্টং তং প্রকাশ্য নিজনিজনানাতাৎপর্য্যদৌস্থং পরিত্যজন্তি, পরমতাৎপর্য্যপর্য্যবসানঞ্চ প্রাপ্নু-বন্তীতি। তদুক্তমেকাদশে স্বয়ং শ্রীভগবতা—যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গকর্ম্মেত্যাদি। দ্বাদশে শ্রীসূতেন—স্বসুখনিভৃত চেতাস্তদ্ব্যুদস্তন্যভাব ইত্যাদি চ। তত্রাপ্যেষা পরমপ্রেমময়রাসলীলেতি। শ্রুতয়োঽপ্যত্রৈব কৃতার্থা জাতা ইত্যস্যা লীলায়া মহিমাপি দর্শিতঃ। অতঃ সহোক্তিনামালঙ্কারোঽয়ং ব্যঞ্জিতঃ। ততশ্চ সুস্থিরচিত্তাঃ সত্যঃ আসনমচী-কল্পন্ বিচিত্রচারুপ্রকারেণ রচয়ামাসুঃ। কৈঃ। স্বৈঃ স্বয়ং পরিহিতৈঃ উত্তরীয়ৈঃ সর্ব্বাঙ্গীনবস্ত্রস্যান্তর্গতৈঃ কুচপট্টিকাং বেতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ হৃদয়াবরণরূপৈঃ বিরহরোদনধারাপাতাৎ কুচকুঙ্কুমেনাঙ্কিতৈ রঞ্জিতৈরিত্যর্থঃ। নন্বু কথং লজ্জাশৈথিল্যমিব তাভিরঙ্গীকৃতং স্বোপযুক্তৈঃ বস্ত্রৈরাসনং দত্তঞ্চ। তত্রাহ আত্মেতি আত্মনো বন্ধবে। আত্মীয়ত্বেন মিত্রত্বেন চ ভাবা দিত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। আসনঞ্চেদং সর্ব্বাসাং সূক্ষ্মবস্ত্রময়বিস্তীর্ণমেকমেব বর্গশঃ পৃথক্ পৃথগেব জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানুরাগিণী ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমসেবা গ্রহণ জন্য তদুচিত পরমশোভা-মণ্ডিত রাসবিহারোপযোগী যমুনাপুলিনে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অদর্শনে পুঞ্জিভূত কতই না বিরহসন্তাপ ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে দুঃসহ হৃদয়ব্যাধি সৃষ্টি করিয়াছিল। যে কারণে ব্যাধির উদ্ভব সেই কারণ দূর করিতে পারিলেই ব্যাধি প্রশমিত হয়—ইহাই চিকিৎসাশাস্ত্রের বিধান। অতএব প্রাণপ্রিয়তমের অদর্শনে যে হৃদয়ার্ত্তির উদ্ভব, সেই অদর্শনের বেদনা দূর করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন বিরহকাতরা ব্রজবধূগণের নয়নসম্মুখে আবির্ভূত হন, তখনই সে হৃদয়ার্ত্তির উপশম হয়। কিন্তু বিরহবেদনার উপশম হইলেও পুনরায় অদর্শন ও বিরহের আশঙ্কায় চিত্তের অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার গ্লানি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয় না। এই সম্ভাবনায় পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নির্ব্বাধ আনন্দের পরিপূর্ণতায় ও মিলনসুখের অখণ্ডতায় ব্রজগোপীদিগের দুঃসহ মনস্তাপ আজ সত্যই নিঃশেষে দূর হইল। ইতঃপূর্ব্বে গোপীচিত্তাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী বংশীর অব্যক্ত মধুর কলতানে সমাকৃষ্ট হইয়া ব্রজভূমির অবলা গোপবণিতাগণ বিমোহিতচিত্তে কুল, শীল, মান, ধর্ম্ম, লজ্জা ও সম্ভ্রম—সকল পরিত্যাগ করিয়া মোহনবংশীধারীর নিকটে উপনীত হন। বিদগ্ধশিরোমণি শ্রীব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের যথার্থ অনুরাগের নির্ভরগভীর দৃঢ়তার পরিচয় জানিবার জন্য প্রথমতঃ নানাবিধ উপেক্ষাময় অথচ প্রার্থনাসূচক বাক্যভঙ্গী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ করেন। পরে যখন সত্যই তাঁহাদের অকপট ও সুদৃঢ় হৃদয়ানুরাগের পরিচয় পাইলেন, তখন বাহুপ্রসারণ, আলিঙ্গন প্রভৃতি কেলিবিলাসে রসিকেন্দ্রশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগিণী ব্রজবনিতাগণের হৃদয়ে কাম উদ্দীপিত করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভের সূচনাতেই সৌভাগ্যগর্ব্বে ও অভিমানাবেশে ব্রজগোপীগণ যেই আপনাদিগকে পরমগর্ব্বে গর্ব্বিতা মনে করিলেন, তখনই গর্ব্বপ্রশমন ও মানপ্রসাদন উদ্দেশ্যে কৃপাগুণনিধি শ্রীকৃষ্ণ গোপীনয়ন-সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাহাতে ব্রজাঙ্গনাগণ কামক্ষোভিত হৃদয়ে বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় পরমদুঃখিতান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণদর্শন লালসায় বন হইতে বনান্তরে ছুটিয়া বেড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহের দুর্ব্বিসহ অশান্ত সন্তাপে তাঁহাদের হৃদয়ে নিদারুণ ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সেই হৃদয়ার্ত্তির পরমদুঃসহ বেদনায় যখন ব্রজগোপীগণ মর্ম্মোত্থিত আকুলক্রন্দনে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া বিরহসন্তাপহারী শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের দর্শন প্রার্থনা করিলেন, তখন তাঁহাদের চরমতম প্রেমোৎকণ্ঠার সকাতর আহ্বানে সাড়া দিয়া গোপীজনবল্লভ শ্রীগোবিন্দ গোপীমণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনেই তাঁহাদের সেই শ্রীকৃষ্ণবিরহজাত হৃদয়সন্তাপের উপশম হইল।

কিন্তু রাসবিহারী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নর্ম্মবচন, হাস্যসংলাপ, করগ্রহণ প্রভৃতি পরমাহ্লাদক আচরণে পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে যখন মৃদুমন্দ সমীরণস্নিগ্ধ সৌরভনন্দিত শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত পরমসুখসেব্য রাসলীলোপযোগী কালিন্দীপুলিনে সমবেত হইলেন, তখন সত্য সত্যই শঠশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বপ্রবঞ্চিতা ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে কোনও অবিশ্বাস, আশঙ্কা বা সংশয়ের কণিকামাত্র স্থান পাইল না। তাঁহারা মনে করিলেন, হায়! আমাদের প্রাণবল্লভ অন্তর্হিত হইয়া আমাদিগকে কতই না অসহ্য মনস্তাপ দিয়াছেন, কিন্তু এবারে হৃদয়বল্লভ শ্রীগোবিন্দ নিশ্চয়ই আমাদিগকে সহসা অমন নির্দ্দয়ভাবে ছাড়িয়া যাইবেন না। যদি আবার পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত এমন ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া রাসক্রীড়াযোগ্য যমুনাপুলিনমধ্যে আমাদিগকে লইয়া আসিতেন না। হৃদয়ের এই যে অচঞ্চল বিশ্বাস—এই যে সুদৃঢ় নিশ্চয়তা—ইহা গোপীদিগের বিরহার্ত্তিকে কেবল উপশমিত করে নাই, হৃদয়ের বিরহজন্য নির্ব্বেদব্যাধি সমূলে নিঃসংশয়ে ও নিঃশেষে দূর করিয়াছে। অতএব আজ শ্রীকৃষ্ণদর্শন ও মিলনসুখের নির্ব্বাদ নিঃশঙ্ক ও অনবিচ্ছিন্ন আনন্দলাভে ব্রজগোপীগণের হৃদয়স্থিত পূর্ব্বসঞ্চিত বিরহব্যাধি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইল। তাই শ্রীশুকদেব যমুনাপুলিন সমাগতা গোপীবৃন্দের অবস্থা বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিলেন—"তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজঃ"—শ্রীকৃষ্ণদর্শনের পরম আহ্লাদে ব্রজগোপীগণের হৃদয়ার্ত্তি আজ সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে।

জগতে দেখা যায় কাহারও যদি কোনও দুঃখ বা বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইষ্টবিয়োগ বা অনিষ্টপ্রাপ্তিবশতঃই সে দুঃখের আবির্ভাব হয়। আবার যখন ইষ্টপ্রাপ্তি বা অনিষ্টনাশের কারণ উপস্থিত হয়, তখনই সেই দুঃখ ও বিপদ দূর হয়। অনাদি বহির্মুখ জীবগণ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন বিষয়বৈভব দেহগেহাদি প্রভৃতিকেই পরম ইষ্টবস্তু বলিয়া জ্ঞান করে ও ঐ সকল বস্তুতেই তাহারা আসক্ত থাকে। সুতরাং তাহারা তাহারই বিয়োগে বা অভাব আশঙ্কায় বিপদাপন্ন হইয়া মুহ্যমান হয়, এবং তাহাই তাহাদের নিকট অনিষ্টস্বরূপ। আবার যখন তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন বা বিষয়বৈভব লাভ হয়, তখনই তাহারা ইষ্টলাভের আনন্দে আহ্লাদিত হইয়া সুখলাভ করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজগোপীগণের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবাই ইষ্ট; শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দই তাঁহাদের পরমাহ্লাদ হেতু, আবার শ্রীকৃষ্ণবিরহের দুঃখই পরম অনিষ্টস্বরূপ। কারণ একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের সারসর্ব্বস্বরূপে অবলম্বন করিয়াছেন; দেহ, মন, প্রাণ সকলই তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণারবিন্দে সমর্পণ করিয়াছেন। সেই জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখ এবং মিলনসুখের ব্যাপকতা ও গভীরতা যে একাধারে কত বড় ও কিরূপ অতলস্পর্শী কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজগোপীগণই ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধমাধব নাটকে পৌর্ণমাসীবাক্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের এই অনুভূতি বর্ণনায় বলিয়াছেন—

পীড়াভিনবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো, নিস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরিনন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে, জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমেব বক্রমধুরাস্তৈরেব বিক্রান্তয়ঃ॥

(বিদগ্ধমাধবনাটকম্)

—যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম জাগরিত, তাঁহাদের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণবিরহের মহাদুঃখে ও শ্রীকৃষ্ণমিলনের পরমানন্দসাগরে ভাসমান থাকিতে হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহদুঃখের সহিত তুলনা করিলে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে দাবানল, বাড়বানল, কালকূট, হলাহল প্রভৃতি সদ্যঃ-প্রাণান্তকর যত কিছু বস্তু আছে, তাহাদের গর্ব্বও ম্লান হইয়া যায়। আবার যদি শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দের সহিত অন্য কোনও বস্তুর তুলনা করা যায়, তাহা হইলে স্বর্গের অমৃতমাধুর্য্যও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়। কোটীকোটী-গুণিত ব্রহ্মানন্দও সে আনন্দের সমতুল হইতে পারে কিনা সন্দেহ। শ্রীকৃষ্ণমিলনানন্দ-সিন্ধুর তুলনায় এ সমস্ত আনন্দকে বিন্দু পরিমাণ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইয়া যায়। যাঁহাদের হৃদয়ে এই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম জাগরিত, তাঁহারাই ইহার অতুলনীয় বক্রতা ও মাধুর্য্যের আস্বাদন অবগত আছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বচনে এই অপ্রাকৃত মাধুর্য্যমণ্ডিত প্রেমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে যে অবর্ণনীয় ও অসহ্য দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণদর্শনের অপার মিলনানন্দে তাঁহার আবার সেইরূপ পরমকাম্য পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন। পরমদুঃখের অবসানে তাঁহারা আজ পরমসুখের সন্ধান লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনলাভে যে সুখসিন্ধু উদ্বেলিত হয়, তাহারই অমৃতনিঃষেকে বিরহদুঃখের প্রচণ্ড দাবানলও নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সুখসিন্ধুর উদ্বেল তরঙ্গে চিত্ত ভাসমান হয়। একাধারে দুঃখনাশ ও সুখলাভ হয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দকে অশান্ত বিরহবেদনায় ইতঃপূর্ব্বে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—'হে অধিনাশন! হে রমণ! হে আর্ত্তিহর! হে সুখস্বরূপ প্রাণারাম! আমাদিগকে দর্শন দিয়া দুঃসহ বিরহসন্তাপ দূর কর এবং অঙ্গসঙ্গ ও চরণদর্শন দানে পরমানন্দ বিধান কর'—(শ্রীভাগবত ১০।৩১।১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা)। অপার কৃপাগুণনিধি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তজনগণের আকুল ক্রন্দনে স্থির থাকিতে পারেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানুরাগিণী ব্রজগোপীগণের হৃদয়ের সেই সেবাভিলাষ পূরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে নির্ব্বাধ ও অবিমিশ্র দর্শনানন্দ প্রদান করিয়া তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বতন হৃদয়সন্তাপ দূর করিলেন এবং যুগপৎ পরমা নির্বৃতি বিধান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দে তাঁহাদের হৃদয়ব্যথা অবশ্যই দূর হইল, ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দরূপ পরমনিঃশ্রেয়স লাভে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা চিরসঞ্চিত হৃদয়াকাঙ্ক্ষার শেষ সীমায় উপনীত হইলেন। বহুদিন ধরিয়া অতি সঙ্গোপনে ও সযতনে যে হৃদয়বাসনা অনুরাগপ্রেমের অমৃতবারি নিঃষেকে তাঁহারা এতকাল বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সেই হৃদয়বাসনা আজ তরুপল্লবে মঞ্জরিত হইয়া সত্যই অভিষ্ট ফল প্রদান করিল। 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'—যথার্থ রসস্বরূপ আনন্দঘনতমমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা আজ পরমতম আনন্দের আস্বাদনে পরমরসাস্বাদন করিলেন। প্রিয়তম প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শনের নির্ব্বাদ আনন্দ তাঁহাদের জীবন, যৌবন ও অনুরাগ সফল করিয়া দিয়াছে। আনন্দঘনতম বিগ্রহের অঙ্গস্পর্শ পাইয়া সবই আনন্দময় হইয়া গিয়াছে। অতএব সকল সন্দেহের অবসানে হারানিধি গোবিন্দ-রত্নকে এমন নিবিড়ভাবে পাইয়া 'প্রাণবল্লভ শ্রীগোবিন্দ আবার আসিয়াছেন—আর কখনই চলিয়া যাইতে পারিবেন না'—এই অগাধ প্রেমবিশ্বাসে আনন্দময়ের প্রেমসেবার নির্ব্বাদ আনন্দে বুঝি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজগোপীগণ প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবিলেন—"আজু মঝু দেহ ভেল দেহা" 'আজ আমার দেহ যথার্থই দেহ হইল'। এতক্ষণ শূণ্য মন্দিরে প্রাণহীন দেহের দুর্ব্বিষহ ভার বহিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, এখন যথার্থই প্রাণের প্রাণ উহাকে উজ্জীবিত করিল। আমার জীবন যৌবন সার্থক হইল সত্যই মনোরথের চরমসীমায় উপনীত হইলাম।' ব্রজগোপীগণ সর্ব্ব অভিষ্ট, সর্ব্ব কামফল লাভ করিয়া সত্যই পরমনির্বৃতির সন্ধান পাইলেন—আর তাঁহাদের কোনও কাম্য নাই। যে শ্রীকৃষ্ণসেবারতি তাঁহাদের জীবনের একমাত্র সর্ব্ব অভীষ্টের সার, সেই অভীষ্টসম্পদ্ লাভ করিয়া তাঁহারা যথার্থই আজ মনোরথের চরমসীমায় উপনীত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণসেবারতি লাভ করিয়া যে কিরূপ পরমতম অভীষ্টলাভ করিলেন তাহারই দৃষ্টান্ত উল্লেখে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব বলিলেন শ্রুতিসকল জ্ঞানকাণ্ডে সচিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের সন্ধান পাইয়া যেরূপ সকল কামবাসনার নিবৃত্তি লাভ করে, তদ্রূপ ব্রজরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণসেবারতি লাভ করিয়া পরমনির্বৃতির সন্ধান পাইলেন। যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠান ও নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ শ্রুতির বিধিবাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই সেই ক্রিয়াকলাপের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নানা মনোলোভন ফলেরও পরিচয় উহাতে রহিয়াছে। স্বর্গাদি ইষ্টলাভের নিমিত্ত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বহু কাম্যকর্ম্মের বিধান শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয়। (মহর্ষি জৈমিনি প্রবর্ত্তিত পূর্ব্বমীমাংসা বা কর্ম্মমীমাংসা দর্শনে ইহার বিস্তৃত বিবরণ ও বিচারপদ্ধতি নির্ণীত হইয়াছে)। কিন্তু 'অগ্নিহোত্রেণ যজেত স্বর্গকামঃ' 'কারীর্য্যা যজেত বৃষ্টিকামঃ' ইত্যাদি কাম্যকর্ম্মের বিধান দিয়া সেই সেই শ্রুতিবাক্যসকল পারলৌকিক ও ঐহিক কামনারই ইন্ধন জোগাইয়াছেন মাত্র। কামবাসনার শেষ নাই—উহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। কারণ—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ (মনুস্মৃতি ২।৯৪)

অতএব শ্রুতিসকল কাম্যকর্ম্মের বিধান দিয়া কামনালভ্য ইষ্ট বিবৃত করিতে গিয়া স্বয়ং অতৃপ্তি বা অপূর্ণতারই কশাঘাত পাইয়াছেন এবং যাহারা সেই বিধিবাক্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া শ্রুতিপ্রতিপাদিত কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারাও নিত্যবর্দ্ধমান কামনার কশাঘাতে দুঃখই পাইয়াছে। এমন কি কাম্য কর্ম্মবশে কিছুদিনের জন্য স্বর্গসুখ লাভ করিবার পর অবশেষে কর্ম্মজন্য পুণ্যের ক্ষয় হইলে পুনরায় তাহাদিগকে সংসার দুঃখই ভোগ করিতে হয়। তাই শ্রীভগবদ্গীতার বচনে শ্রুতি বলিতেছেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। (শ্রীভগবদ্গীতা ৯।২১)

সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডে অপূর্ণকাম হওয়ায় শ্রুতিসকল জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম অনুসন্ধানে তাহারা পরম নিবৃতি লাভ করিলেন। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' প্রভৃতি বিভিন্ন উপনিষদ্মূলক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতিবাক্য জ্ঞানমার্গগম্য ব্রহ্মানন্দেরই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া 'অতন্নিরাস' করিয়াছে অর্থাৎ শব্দবাচ্য সমস্ত প্রাকৃত পদার্থের ও সমস্ত ক্রিয়াকলাপের নিষেধ করিয়াছে। মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনে সেই ব্রহ্মতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং উপনিষদ্রূপ শ্রুতিবাক্যেই সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে উহার স্বরূপ বিঘোষিত হইয়াছি। 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'—আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ—এই সচ্চিদানন্দ পদার্থের সন্ধান পাইয়া শ্রুতিগণ সকল কামানুবন্ধ পরিত্যাগ করে এবং ফলে যথার্থই আনন্দলাভ করে। কারণ কামসুখের বাসনা হইতে ক্রমবর্দ্ধমান আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

দুঃখং কামসুখাপেক্ষা সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ। (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

—কাম্যসুখের কামনা হইতে দুঃখ হয়। সুখদুঃখের অতীত হইতে পারিলেই প্রকৃত সুখলাভ হয়। অতএব শ্রুতিসকল নির্বিকল্প ব্রহ্মানন্দলাভে কামবাসনা অতিক্রম করিয়া যেরূপ অবিমিশ্র আনন্দসত্তাই উপলব্ধি করিল, ব্রজগোপীগণও সেইরূপ আনন্দঘনতম বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের দর্শনানন্দে পরম মনোরথের অন্ত প্রাপ্ত হইলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব-গোস্বামিকৃত লঘুতোষণী টীকায় উক্ত শ্রুতিদৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরও একটী চমৎকার তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়—

শ্রুতয়োঽপি তাদৃশলীলাবিশিষ্টং তং প্রকাশ্য নিজনিজনানাতাৎপর্য্যদৌস্থ্যং পরিত্যজন্তি। পরম-তাৎপর্য্যপর্য্যবসানঞ্চ প্রাপ্নুবন্তীতি। তদুক্তমেকাদশে স্বয়ং শ্রীভগবতা—যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গকর্ম্মেত্যাদি। দ্বাদশে শ্রীসূতেন—স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ ইত্যাদি চ। তত্রাপ্যেষা পরমপ্রেমময়রাসলীলেতি শ্রুতয়োঽপ্যত্রৈব কৃতার্থা জাতা ইত্যস্যা লীলায়া মহিমাপি দর্শিতঃ। (বৈষ্ণবতোষণী)

শ্রুতিতে স্বর্গাদিপ্রাপক কাম্যকর্ম্ম, জ্ঞানগোচর ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহাদের পূর্ণতা লাভ হয় নাই। কেবল ভক্তিপ্রেমলভ্য তাদৃশলীলাবিশিষ্ট শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াই তাহারা যথার্থ চরম লক্ষ্যকেন্দ্রে পৌঁছিতে পারিয়াছে। উহাতে অন্যান্য কাম্যকর্ম্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ের প্রতিপাদনে যে-দুঃখ ও অসার্থকতা তাহাদের সার হইয়াছিল—সেই দুঃখও ইহাতে দূর হইয়াছে। কারণ শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গকর্ম্ম, স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্, বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।১১।২০)

—আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় স্বরূপ। অতএব যে-বাক্যে আমার পরমপবিত্র কর্ম্মবৃত্তান্ত অথবা আমার লীলাবতারে অভিলষিত জন্মচরিত-কথা প্রকাশ না পায়, সে বাক্য নিস্ফল। সুধীগণ সেই নিস্ফল বাক্যে সমাদর করেন না।

শ্রীভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধেও শ্রীসূতবচনে দেখিতে পাই—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১২।১২।৬৯)

—পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেব জন্মকাল হইতেই নিজ ব্রহ্মানন্দের সুখাস্বাদে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং অন্য সকল বিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন। তথাপি তিনি পিতা ব্যাসদেবের নিকট অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যমণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকথা শ্রবণে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দানুভূতি পরিহার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণলীলাত্মক শ্রীভাগবতপুরাণ কৃপা পূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন—সেই ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবের চরণে নমস্কার। অতএব ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রেমানন্দ যে বহুগুণে অধিক এবং পরমবাঞ্ছনীয়—ইহাই প্রতিপাদিত হইল এবং এই নিমিত্তই অবশেষে শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা প্রকাশ করিয়া শ্রুতিগণ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশের আনন্দ অপেক্ষা শতগুণবর্দ্ধিত পরমতম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীশুকদেব স্বয়ং মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্। অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২।১।৮-৯)

—হে পরীক্ষিৎ! আমি তোমার নিকটে যে ভাগবত পুরাণকথা বলিতেছি, সেই পুরাণ সত্যই বেদতুল্য। দ্বাপর যুগের আদিতে উহা আমার পিতৃদেব পরমপূজ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট অধ্যয়ন করি। হে রাজর্ষে! যদিও আমি এতকাল নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে চিত্তসমাহিত করিয়াছিলাম, তথাপি সকল গ্লানি দূর হইয়া যায় এমন হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীকৃষ্ণলীলাকথায় আকৃষ্ট হইয়া এই শ্রীভাগবতপুরাণ তাঁহার নিকটে অতি যত্ন সহকারে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই।

শ্রীকৃষ্ণলীলারসামৃতের মাধুর্য্য কোটিকোটি-গুণিত ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও সমধিক ও উহা পরমতম আনন্দ দান করে বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানীদের চিত্তকেও উহা সবলে আকর্ষণ করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বচনে স্পষ্টই উল্লেখ আছে—

ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস। ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥
ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২।১৭।১৩১-৩২)

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যায় ইহা অতি সঙ্গতভাবেই নির্ণয় করা হইয়াছে যে কাম্যকর্ম্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় নিরূপণ করিয়া শ্রুতিসকল পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। একমাত্র আনন্দঘনতম বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণাবলী প্রকাশ করিয়াই উহারা চরম অভিষ্টলাভ করিতে পারিয়াছে, নচেৎ তাঁহাদের অপূর্ণতার দুঃখই সার হইত। আবার শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যেও সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীরাসলীলা অন্যান্য লীলা অপেক্ষা পরমমধুর। রাসলীলার পরমমাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে আদিপুরাণে প্রিয় সুহৃৎ অর্জ্জুনের নিকট ভাবগদগদ চিত্তে বলিয়াছেন—

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো যে কীদৃশং ভবেৎ॥

—যদিও আমার নানাপ্রকার বিচিত্র লীলাবিলাস রহিয়াছে, তথাপি রাসলীলা এমন যে তাহার কথা মনে হইলে আমার মন যে কেমন হইয়া যায়, তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারি না! রাসলীলার অসমোর্দ্ধ মাধুরীর কথা বলিতে গিয়া স্বয়ং বাগীশ্বর শ্রীভগবানও ভাষার কাঙ্গাল হইয়াছেন—তাই তিনি সে আনন্দের, সে অনুভূতির স্বরূপ নির্ণয়ের অসামর্থ্য জ্ঞাপনে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। অতএব সেই পরমমাহাত্ম্যমণ্ডিত শ্রীরাসলীলার পরমমধুর তত্ত্ব প্রতিদান করিয়া শ্রুতিবচন সকল যথার্থই কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে এবং শ্রুতিগণ শ্রীরাসলীলার মহিমা বিঘোষিত করিয়া যেরূপ কৃতকৃতার্থ হইল, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণও যমুনাপুলিনের রাসলীলাক্ষেত্রে সমবেত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবারতির পূর্ণতালাভে সত্যই পরমকৃতার্থা হইলেন, সকল মনোরথের পরমান্তিম সীমায় উপনীত হইয়া তাঁহারা আজ পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম-প্রেমবতী ব্রজবনিতাগণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীব্রজরাজনন্দনের দর্শনানন্দে বিরহসন্তাপজন্য সকল মনোব্যথা দূর করিলেন এবং মনোরথের অন্ত্য-সীমা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর আত্মবন্ধু হৃদয়বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন জন্য তাঁহারা নিজ নিজ অঙ্গের পরিধেয় উত্তরীয় বসন বিন্যস্ত করিয়া তাঁহার আসন রচনা করিলেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে—সকল বাসনা যাহাতে নিবৃত্তি হয়—সেই মনোরথের সমাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও আবার ব্রজগোপীগণ কেন এইরূপ আসন রচনা ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন? কেনই বা আবার তাঁহাদের এই সেবানন্দের প্রবৃত্তি? তদুত্তরে বলিতে হইবে যে—প্রেমের স্বভাবই এইরূপ যে নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও প্রেম সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না—কারণ সেবাই প্রেমের ধর্ম্ম, সেবাকে আশ্রয় করিয়াই প্রেম আপনার সত্তাকে বিধৃত রাখে এবং সেবাই তাহার স্বভাব। আত্মারাম মুনিগণও প্রয়োজন ব্যতীতই শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দে মগ্ন থাকেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ইহাই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য। আত্মসুখ, আত্মশ্লাঘা বা আত্মসেবার দিকে প্রেমের কোন লক্ষ্য নাই, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই প্রেমিক ভক্তের সকল কর্ম্মে, সকল চেষ্টায় ও সকল চিন্তায় প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তির সহিত প্রেমের সত্যই অবিচ্ছেদ্য ও ওতঃপ্রোতঃ নিবিড় সম্পর্ক। শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেম তাহার আত্মসত্তাই হারাইয়া ফেলে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী কাম প্রেমের ভেদ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

প্রেমাস্পদের সেবা করিয়াই প্রেম পরিতুষ্ট। অহেতুক শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ইহাই মাধুর্য্য যে আত্মপ্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও প্রেমিক নিত্য আপনাকে প্রেমাস্পদের পদে উৎসর্গ করিয়া, নিরন্তর তাঁহার সেবা করিয়া, তাঁহারই সেবায় প্রতিনিয়ত আপনাকে নিয়োজিত করিয়া নিজ প্রেমসত্তাকে ধারণ করিয়া রাখে। সেবাতেই প্রেমের প্রতিষ্ঠা, স্থিতি ও বৃদ্ধি। অতএব প্রেমিক ভক্তের যে ভগবৎসেবা উহা কোনও বাহ্যহেতুকে অপেক্ষা করে না, উহা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত। সেবার জন্য ভক্তের যে উৎকট ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা, উহা উপলব্ধি করিয়াই তো শ্রীভগবান্ সবিগ্রহমূর্ত্তিতে স্বয়ং ভক্তের সেবাগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তের আনন্দবৃদ্ধি করেন।

অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের হৃদয়বল্লভ আত্মবন্ধু পরমপ্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরিচর্য্যায় নিজ নিজ পরিহিত উত্তরীয় বসনে ভূমিতে যে আসন রচনা করিলেন, সেই উত্তরীয়বসন তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমের রঙীন্ ছটায় রঞ্জিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণবিরহের গভীর দুঃখে অশান্ত নয়নাশ্রু তাঁহাদের দুই গণ্ডদেশ বহিয়া বক্ষোদেশ প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। অশ্রুপ্রবাহে সিক্ত ও দ্রবীভূত হইয়া কুচতটের কুঙ্কুম তাঁহাদের স্তনতট-ন্যস্ত উত্তরীয় বসনের সংস্পর্শে উহাকে কুঙ্কুমাঙ্কিত করিয়াছিল। অথবা হয়তো ইহাও সম্ভব যে নানা নর্ম্মবাদ করিবার পর প্রেমানুরাগিনী ব্রজাঙ্গনাগণের অনুরাগপ্রেমের দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া যখন প্রথমবিহার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সহিত আলিঙ্গন প্রভৃতি কামোদ্দীপক আচরণে প্রবৃত্ত হন, তখন সেই আলিঙ্গনের সুনিবিড় সংঘর্ষে সূক্ষ্মতন্তুময় স্তনতট-ন্যস্ত উত্তরীয়বসন কুচকুঙ্কুমে লিপ্ত হয়। যাহা হউক, প্রত্যেক গোপীযূথের গোপীগণ তাঁহাদের প্রাণবন্ধুর আসন রচনায় নানাভাবে কতই না বিচিত্র সুচারু ভঙ্গিমায় নিজ নিজ পরিহিত কুচকুঙ্কুমলিপ্ত উত্তরীয় বাস ভূমিতে বিন্যস্ত করিলেন। যিনি আত্মবন্ধু, প্রিয় আত্মা অপেক্ষাও পরমপ্রিয় সেই প্রাণকোটিপ্রিয়তম পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উত্তরীয়বাস উন্মোচন করিয়া প্রদান করিতে তাঁহাদের কোনরূপ লজ্জার কারণ নাই। যাঁহার নিমিত্ত দেহধারণ ও জীবনযাপন, সেই আত্মবন্ধু প্রাণগোবিন্দের সেবায় দেহের উত্তরীয় আবরণ প্রদান করায় তাঁহাদের কি লজ্জা, সঙ্কোচ বা দ্বিধা থাকিতে পারে? তিলতুলসী দিয়া তাঁহারা যে নিজ দেহই শ্রীকৃষ্ণপদে নিবেদিত করিয়াছেন! দৈন্য বিজ্ঞাপনে তাঁহারা তস্পষ্টই বলিয়াছেন—"দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পনু, দয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানি ছোড়বি মোয়"। যে-দেহই শ্রীকৃষ্ণসেবায় সমর্পিত, সেই দেহের সামান্য উত্তরীয়বাস তো অতি তুচ্ছ! শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমপূজারিণী ব্রজসুন্দরীগণ নিজ দেহেই প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত মঙ্গল উপচার সাজাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন—

পিয়া যব আওব ই মঝু গেহে। মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ করি—কুচযুগ রাখি। দরপণ ধরব কাজর দেহ আঁখি॥
বেদি বনাওব হম অপন অঙ্গমে। আড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হম গরুয় নিতম্ব। আম্রপল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প॥ (বিদ্যাপতি)

'প্রিয়তম আমার এই গৃহে আসিলে আমি অতিসযত্নে নিজদেহে সকল মঙ্গল উপচার সাজাইব। আমার কুচযুগল হইবে কনককুম্ভ এবং নয়নে কাজল পরিয়া দর্পণরূপে তাঁহার সম্মুখে ধরিব। নিজের অঙ্গকেই তাঁহার পূজার বেদী করিব। চিকুর বিসারিত করিয়া সম্মার্জ্জনীর কাজ করিব। আমার গুরুভার নিতম্ব দিয়া কদলীরোপণের কাজ হইবে এবং স্পন্দমান কিঙ্কিনী দিয়া মাঙ্গলিক আম্রপল্লব রচনা করিব।'

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ যমুনাপুলিনের সৈকতভূমিতে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিজ উত্তরীয়বাসে প্রাণকান্তের আসন রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের লজ্জাশৈথিল্যে কোনও প্রকার দোষস্পর্শ হয় নাই। আত্মবন্ধু প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তাঁহারা যে নিজ দেহই বিলাইয়া দিয়েছেন, দেহের উত্তরীয় আবরণ তো কোন্ ছার! অবশ্য যদিও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবোৎকণ্ঠায় উত্তরীয়বাস ত্যাগ করিতে কোনও দ্বিধা, সঙ্কোচ বা লজ্জা প্রকাশ করেন নাই, তথাপি গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে রাসলীলাসহায়কারিণী শ্রীযোগমায়ার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে তাঁহারা নিজ উত্তরীয় ত্যাগ করিলেও তৎক্ষণাৎ পুনরায় যোগমায়াপ্রদত্ত উত্তরীয়বাসে তাঁহারা সজ্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদজীবগোস্বামী তাঁহার বৃহৎক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলিয়াছেন—

স্বৈরুত্তরীয়ৈরাসনকল্পনে সর্ব্ব এব নিরুত্তরীয়া বভূবুরিতি ন মন্তব্যং তদৈব যোগমায়য়া প্রাগুক্তবদুত্তরীয়-সম্পাদনং কৃতমিতি। (বৃহৎক্রমসন্দর্ভঃ)

—নিজ উত্তরীয়বসনে প্রাণকোটিপ্রতিম শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের আসন রচনা করায় গোপাঙ্গনাগণ সকলেই যে উত্তরীয়-বসনরহিতা হইয়াছিলেন—এরূপ মনে করা সঙ্গত নয়। কারণ, যখন তাঁহারা আসন রচনায় উত্তরীয়বাস উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তখনই শ্রীযোগমায়া তাঁহাদের উত্তরীয়বসন সম্পাদন করিয়াছিলেন। কেবল উত্তরীয়বসন কেন? অঘটনঘটনপটিয়সী যোগমায়া রাসলীলার সর্ব্ববিধ আয়োজন সম্পাদন করিয়াছিলেন। যখনই যে সকল দ্রব্যসম্ভার বা স্থানকাল-পাত্রাদির সমাবেশ আবশ্যক, তখনই তিনি সেই সমুদায় তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। এমন কি ইতঃপূর্ব্বের বর্ণনায়ও আমরা দেখিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী গোপবধূ-বৃন্দের নিজ নিজ পতি যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়াবোধ না করে, তজ্জন্য রাসলীলা মহোৎসবের প্রধানা সম্পাদিকা শ্রীযোগমায়া সেই গোপবধূগণের মায়া-প্রতিকৃতি রচনা করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ পতিপার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন। ("মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্"—শ্রীভাগবতের এই ১০।৩৩।৩৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে ইহার উল্লেখ করা হইল মাত্র।)

যাহা হউক, পূর্ব্বালোচিত ব্রজগোপীগণের কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত বস্ত্রাঞ্চল সমর্পণপ্রসঙ্গে শ্রুতিগণের মনোরথের পরমকাষ্ঠা সিদ্ধির হেতু নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় বলিয়াছেন—

যথা শ্রুতয়ো মহোপনিষদোঽপি মনোরথানামন্তং পরমকাষ্ঠাং যযুঃ যতোঽধিকোঽন্যো মনোরথো ন সম্ভবতি তং প্রাপুঃ, যদ্দৃষ্ট্বা বয়মপি ব্রজে গোপ্যো ভূত্বা শ্রীকৃষ্ণেন সহৈবং স্বকুচকুঙ্কুমস্তিমিত-বস্ত্রার্পণাদিনা কদা বিলসাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যুৎকণ্ঠিতা বভূবুরিত্যর্থঃ। অতএব শ্রুতয়ো গোপীত্বপ্রাপ্ত্যর্থং তদনুগতিব্যঞ্জকং তীব্রং তপশ্চক্রুরিতি বৃহদ্বামনীয়া কথা।

স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ-ভুজদণ্ড বিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ। (শ্রীমদ্ভাগবতম্) ইতি তাসামুক্তিশ্চ। তত্র পূর্ব্বকল্পগত-কৃষ্ণাবতারদর্শিন্যঃ শ্রুতয়ো লব্ধচরমনোরথা এতস্মিন্ কল্পে গোপ্যো বভূবুরেব। এতস্মিন্ কল্পে তু লব্ধমনোরথা এতাঃ শ্রুতয়োঽগ্রিমকল্পে গোপ্যো ভবিষ্যন্তি শ্রুতীনামানন্ত্যাদিতি জ্ঞেয়ম্।

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত সারার্থদর্শিনীটিকা)

—শ্রুতিসকল অর্থাৎ এমন কি মহোপনিষদ্‌গণও পরম মনোরথ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনোরথের এমনতর পরমকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন যাহা অপেক্ষা অন্য কোনও মনোরথ থাকিতে পারে না—সেইরূপ মনোরথের চরমসীমায় কতিপয় শ্রুতিগণ আজ উপনীত হইলেন। শ্রুতিগণ অনন্ত। তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বকল্পে কতিপয় শ্রুত্যভিমানিনী দেবতা নিত্যসিদ্ধা ব্রজগোপীগণের আনুগত্যে শ্রীবৃন্দাবনে গোপীজন্ম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় পরমসার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব আমরাও শ্রীবৃন্দাবনে গোপকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক গোপীত্বলাভ করিয়া আজিকার ব্রজাঙ্গনাগণের ন্যায় নিজ কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত বস্ত্রাঞ্চলে আসন রচনা করিয়া আমাদের পরমাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সহিত কবে এইরূপ বিলাস করিব—এই উৎকণ্ঠাবশে শ্রুতিগণের হৃদয়ে সর্ব্বকাম-নিবর্ত্তক পরমতম মনোরথ আজ জাগরিত হইল। ইতঃপূর্ব্বেও কতিপয় শ্রুতি গোপাঙ্গনাদিগের অনুগতি প্রার্থনা করিয়া কতই না দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন ও গোপীজন্ম লাভে শ্রীকৃষ্ণসেবায় সেই পরমতম মনোরথ-সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যা ও সাধনবৃত্তান্তের কথা বহৎবামনপুরাণে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। উহাতে জানা যায় যে পূর্ব্বকল্পে ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ—শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ব্রজগোপীগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির লালসায় তাঁহার সেবাধিকার কামনা করেন এবং নিত্যসিদ্ধা গোপীবর্গের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় তাঁহারা সাধনবশে গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার অর্জ্জন করেন। বামনপুরাণধৃত সেই শ্রুত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের প্রার্থনাবচন—

কন্দর্পকোটীলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্যসংশয়ঃ।

যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি ন স্তথা॥ (বামনপুরানম্)

—'হে কৃষ্ণ! কোটিকন্দর্প বিনিন্দিত তোমার অঙ্গকান্তি দর্শনে আমাদের মনে কামক্ষোভ জাগরিত হইয়াছে, অতএব কামিনীভাবে তোমার সেবা করিতে বাসনা করিতেছি। তোমার শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী গোপিকাগণ যে প্রকার প্রাণবল্লভজ্ঞানে মধুরভাবে তোমার সেবা করেন, সেই প্রকার তোমাকে ভজন করিতে আমাদেরও প্রবল বাসনা হইয়াছে।'

শ্রীমদ্ভাগবতেও "স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ-ভুজদণ্ড বিষক্তধিয়ঃ"—এই শ্লোকে শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ যে যথার্থই গোপাঙ্গনাদিগের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন,—তাহা তাঁহাদের নিজ উক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা শ্রীভাগবতের সেই শ্লোকে বলিয়াছেন 'নাগরাজের দেহসদৃশ তোমার ভুজদণ্ডে আসক্তচিত্ত হইয়া তোমার যে নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধিকা প্রভৃতি প্রেয়সীগণ তোমার চরণকমল বক্ষে ধারণ করিয়া সুধাস্বাদ লাভ করেন, আমরাও তাঁহাদের আনুগত্যে তাঁহাদের ন্যায় সেই চরণকমল প্রাপ্ত হইয়া সত্যই পরমামৃতের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়াছি।'

অতএব শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ যাঁহারা পূর্ব্বকল্পে ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণসেবা বাসনা করিয়া গোপীগণের কৃপালাভে এই জন্মে সাধনসিদ্ধা গোপীরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবায় কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত বসনাঞ্চলে আসন রচনা করিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা কত সৌভাগ্যবতী, কতই না কৃতকৃতার্থা ও সার্থককামা! তাঁহাদের ঐকান্তিক প্রেমসেবার মাধুরী দর্শনে অন্যান্য শ্রুতিগণ আজ সেই সেবারূপ মনোরথ হৃদয়ে পোষণ করিয়া যথার্থই মনোরথের পরমতম সীমায় উপনীত হইলেন। শ্রীব্রজগোপীগণের আনুগত্যে শ্রুতিগণের আজিকার এই হৃদয়োদ্ভূদ্ধ পরমমনোরথ আগামী কল্পে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিবে। অতএব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাধিকার কামনায় শ্রুতিসকল যথার্থই পরমতম মনোরথের সন্ধান পাইলেন।

ব্রজগোপীগণের কৃপা ব্যতীত—তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত—রাসবিহারী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমসেবাধিকার লাভ হয় না। সাধকের হৃদয় গোপীভাবে ভাবিত করিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রীরাধাপ্রিয়া সখীবৃন্দের আনুগত্য অবলম্বন করিতে হয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমূর্ত্তি সখীদিগের অনুবর্ত্তিতা ব্যতীত প্রেমভাবের অনুবর্ত্তী হওয়া যায় না। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় তাঁহার সেবাধিকার লাভের সোপানস্বরূপ সখী হইতে সখ্যন্তরের অনুবর্ত্তিতা অভ্যাস করিয়া পরে ভাবমূর্ত্তি শ্রীমঞ্জরীদিগের অনুবর্ত্তিতায় তাঁহাদের কৃপা লাভ করিতে হয়। এইরূপে তাঁহাদের কৃপার ক্রমোচ্চ স্তর বহিয়া মহাভাবস্বরূপিণী ব্রজাঙ্গনাদিগের এবং পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-শিরোমণি ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধিকার আনুগত্যে সিদ্ধদেহ লাভে ব্রজে প্রকটলীলায় পরিপূর্ণ আনন্দঘনতমবিগ্রহ প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দসেবার সৌভাগ্য লাভ হয়। তাই গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য প্রণীত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে কোন সাধকভক্ত দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়া কতই না শ্রীমঞ্জরীবৃন্দের অন্যতমা শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছেন—

শ্রীরূপমঞ্জরি নিজেশ্বরয়োঃ পদাব্জ-সেবামৃতৈরবিরতং পরিপূরিতাসি।
ত্বৎপাদপঙ্কজগতৌ ময়ি দীনজন্তৌ দৃষ্টিং কদা বিকিরসি স্বকৃপাভরেণ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীকৃষ্ণসেবোপযোগী গোপীভাবের আনুগত্যরূপ সাধনতত্ত্বের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রিদিনে চিন্তি রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তে করে তাঁহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে। ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২।৮।১৮৩-৮৫)

অতএব শ্রুতিসকল যেরূপ গোপীভাবের আনুগত্যে গোপীজন্ম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দে পরমকৃতার্থতা লাভ করেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরামাগণও তাঁহাদের কোটিপ্রাণ-প্রতিম পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের দর্শনানন্দে হৃদয়ের সকল সন্তাপ পরিহার করিয়া সেইরূপ পরমনির্বৃতি লাভ করিলেন। তবুও অহেতুক প্রেমের স্বভাবই এই যে সেবা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। অতএব রাসলীলোপযোগী পরমসুখসেব্য কালিন্দী-পুলিনে সমবেত হইয়া প্রেসেবাপরায়ণা ব্রজবনিতাগণ প্রাণবল্লভ শ্রীগোবিন্দের আসন রচনায় তাঁহাদের পরিহিত কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত নিজ নিজ উত্তরীয়বসন যমুনাসৈকতভূমিতে স্থাপন করিলেন। প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন নিমিত্ত উত্তরীয়বাস প্রদান করিতে ব্রজগোপীগণ কোনও লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। দেহ-মন-প্রাণ সব কিছুই তো তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবায় সমর্পণ করিয়াছেন। অতএব প্রাণবন্ধুর সেবা পরিচর্য্যায় দেহের আচ্ছাদন উত্তরীয়বাস ত কোন্ ছার! শ্রীকৃষ্ণসেবায় তাঁহারা যথাসর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াই যে পরমতম সুখাস্বাদ লাভ করেন! শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজদেবীগণের যত কিছু চেষ্টা ও উদ্যম। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ যথার্থই বলিয়াছেন—

তাসাং শ্রীকৃষ্ণাসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ। (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসুখবিধান উদ্দেশ্যেই সকল উদ্যম ও সকল যত্ন॥ ১৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ।
চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিতস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দ্দধৎ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ (যোগেশ্বরৈঃ সিদ্ধসমাধিভিঃ শ্রীরুদ্রাদিভিরপি অন্তর্হৃদি একাগ্রচিত্তে কল্পিতং ভাবনামাত্রেণ স্থাপিতং আসনং যস্য সঃ তাদৃশোঽপি) ঈশ্বরঃ (নিত্যমপূর্ব্বাপূর্ব্ব তৎ প্রকাশনসমর্থোঽপি) ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং (ত্রৈলোক্য প্রাকৃতাধোমধ্যোর্দ্ধলোকে পরমব্যোমাখ্যমহাবৈকুণ্ঠপর্য্যন্তে যা লক্ষ্মীঃ তত্তদনন্তস্বাবির্ভাবপর্য্যন্তবস্তূনাং নানাশোভাদিসম্পত্তিঃ তস্যাঃ একং অনন্যৎ পদং আশ্রয়ভূতং) বপুঃ (প্রকাশং) দধৎ (তাসামগ্রে ধারয়ন্ প্রকটয়ন্) ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যাদিষড়্গুণসম্পন্নোঽপি) সঃ (প্রেমরসাম্বুধিবর্দ্ধনঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ) তত্র (তস্মিন্নাসনে) উপবিষ্টঃ গোপীপরিষদ্গতঃ (গোপীনাং পরিষদং সভাং গতঃ প্রাপ্তঃ বহুলমণ্ডলাকারেণ উপবিষ্টানাং তাসাং মধ্যবর্ত্তী সন্ তাভিঃ) অর্চ্চিতঃ (আসনকল্পনেনৈব কিংবা তাম্বূলাদিসমর্পণেন নর্ম্মাদিনা কটাক্ষাদিনা বা সম্মানিতশ্চ সন্) চকাস (শুশুভে) ॥১৪॥

মূলানুবাদ।—সমাধিসিদ্ধ যোগেশ্বরগণ আপন হৃদয়মধ্যে যাঁহার আসন কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীসভামধ্যে তাঁহাদের উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট ও তাঁহাদের কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া ত্রিভুবনের সকল সৌন্দর্য্যের আস্পদস্বরূপ বপুঃ ধারণ করিয়া পরম শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—গোপীসভাগতস্তাভিঃ অর্চ্চিতঃ সম্মানিতঃ সন্ চকাস শুশুভে ত্রৈলোক্যে যা লক্ষ্মীঃ শোভা তস্যাঃ একমেব পদং স্থানং তৎ বপুর্দ্দধৎ দর্শয়ন্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—সপ্রেমরসাম্বুধিবর্দ্ধনঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ স্বয়ং ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণসম্পন্নোঽপি তথা ঈশ্বরঃ নিত্যমপূর্ব্বাপূর্ব্ব তৎপ্রকাশনসমর্থোঽপি তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিষ্টঃ সন্ চকাস তত্র তত্রাসন্তবশোভাবির্ভাববান্ বভূব। অন্যত্র পুনরসৌ পরমদুর্ল্লভ এবেত্যাহ যোগেশ্বরৈঃ সিদ্ধসমাদিভিঃ শ্রীরুদ্রাদিভিরপি অন্তর্হৃদি একাগ্রচিত্তে কল্পিতং ভাবনামাত্রেণ স্থাপিতং আসনং যস্য তাদৃশোঽপি। অলুক্ সমাসঃ। অর্থাত্তৈরেব কল্পিতমিতি বা। তস্মাত্তাসাং সম্বন্ধস্যৈবৈষ মহিমেতি ভাবঃ। তত্র চ বৈশিষ্ট্যমাহ গোপীতি। যদ্বা। তাদৃশেন গোপীপরিষদ্গতত্বেনৈব যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসন ইতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ। অর্চ্চিত আসন-তাম্বুল-নর্ম্ম-সম্মিতাপাঙ্গাদিনা সম্মানিতঃ। কিং কুর্ব্বংশ্চকাশ ত্রৈলোক্যে প্রাকৃতাধোমধ্যোর্দ্ধলোকে পরমব্যোমাখ্য মহাবৈকুণ্ঠপর্য্যন্তে যা লক্ষ্মী স্তত্তদনন্তস্বাবির্ভাবপর্য্যন্তবস্তূনাং নানাশোভাদিসম্পত্তিঃ তস্যা একং অনন্যৎ পদমাশ্রয়ভূতং বপুঃ প্রকাশং বিভ্রৎ তাসামগ্রে ধারয়ন্ প্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ। তথাচ বক্ষ্যতে। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যেত্যাদি ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ যমুনাসৈকতে প্রাণকোটী প্রিয়তম রাসরসিকেশ্বর শ্রীগোবিন্দের উপবেশনার্থ তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত উত্তরীয়বাসে আসন রচনা করিলেন। কত যোগীন্দ্র মুণীন্দ্র শিব-সনকাদি সমাধিসিদ্ধ দেব ও মুনিগণের হৃৎপদ্মে সমাধিকল্পিত আসনে যিনি উপবেশন করিয়া থাকেন, আজ তিনি বিশুদ্ধপ্রেমবতী গোপাঙ্গনাগণের সামান্য উত্তরীয়াসনে উপবেশন করিয়াও পরমতম শোভাসম্পদ্ বিচ্ছুরিত করিলেন। ত্রিভুনের সকল সৌন্দর্য্য ও সকল মাধুর্য্য তাঁহার গোপীপরিষদ্বেষ্টিত গোপীজনবল্লভ রূপের মধ্য দিয়া এমনভাবে প্রকাশ পাইল যাহার তুলনা কোথাও দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিক সমাহিত চিত্ত যোগিবৃন্দের ধ্যানকল্পিত হৃদয়াসনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ পায় না। যোগীর সমাধিধৌত শুদ্ধ হৃদয়াসনে কেবল অন্তর্য্যামিরূপে শুদ্ধ ও বুদ্ধস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানসীমূর্ত্তিতে উপবেশন করেন, উহাতে দেখিবার বা বুঝিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু তিনি যখন আনন্দঘনতম মূর্ত্তিতে সবিগ্রহ মদনমোহনবেশে গোপরমণীপরিমণ্ডলে তাঁহাদেরই প্রদত্ত উত্তরীয়াসনে উপবেশন করিলেন, তখন তাঁহার অনন্ত রূপের ও ভাবের সুষমায় ত্রিজগৎ উদ্ভাসিত হইয়া গেল। মরি! মরি! সেই লোকোত্তর অপূর্ব্ব রূপমাধুরী নয়ন মন ভরিয়া দেখিতে ও অনন্দসাগরে ডুবিতে কাহার না সাধ যায়!—শ্রবণ-মন ভরিয়া সেই পরমপবিত্র প্রেমসংলাপ শুনিতে কাহার না বাসনা জাগে! ত্রিভুবনের সকল সৌন্দর্য্যের যেখানে এত ছড়াছড়ি—যেখানে সকল শোভা ও মাধুর্য্য এমন প্রাণবন্ত হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—তাহার অসমোর্দ্ধ শোভায় আজ কেবল যমুনাপুলিন নহে, কেবল শ্রীবৃন্দাবনভূমি নহে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সমুদ্ভাসিত হইয়া গেল।

প্রাণহীন বাহ্যশোভায় বাহিরের চাকচিক্য থাকে, আড়ম্বর থাকে, নানারূপ কল্পনার উদ্ভাবনা ও নানাবিধ কৃত্রিমতা থাকে। উহাতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইলেও চিত্তপ্রসাদ লাভ হয় না। কিন্তু যে শোভায় প্রাণের ও হৃদয়ের সম্পর্ক থাকে, নানাবিধ গুণসুষমায় ও ভাবের অকপটতায় উহাতে সত্যই মন হরণ করিবার মত পরমলোভনীয় সম্পদ থাকে। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়, কোনও প্রভূতবিত্তশালী ব্যক্তি নানাবিধ আড়ম্বর সহকারে তাঁহার সৌধালয়ে যদি কোনও অতিথির সমাদরের নিমিত্ত স্বর্ণসিংহাসনের ব্যবস্থাও করিয়া রাখেন এবং কেবল দাসদাসী প্রভৃতি পরিচারকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে সেই অতিথি সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে আড়ম্বরের গুরুত্বে অধিকতর বাহ্যশোভা প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু উহাতে হৃদয়ের অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগের সুষমা মিশ্রিত না থাকায় সেই অতিথিসেবা প্রাণহীন বোধ হয়। কিন্তু সেই অতিথি যদি পার্থিব বিত্তসম্পদ্‌হীন কোনও দরিদ্রের অনুরাগমিশ্রিত সযত্ন ও সমাদর আহ্বানে তাহার দীন পর্ণকুটীরে গমন করিয়া তৎপ্রদত্ত তৃণাসনে উপবেশন করে এবং তাহার প্রীতিমধুর বচনে পরম আপ্যায়িত হয়, তাহা হইলে সত্যই আন্তরিক প্রেমসম্পদে সে সম্বর্দ্ধনা অধিকতর শোভাময় হয়। তখন সেই প্রীতিদত্ত সামান্য তৃণাসন তাহার নিকটে স্বর্ণসিংহাসন অপেক্ষাও মূল্যবান্ বলিয়া বোধ হয়—হৃদয়ের সমুদয় প্রেম ও শ্রদ্ধাসুষমায় সেই তৃণাসনও অধিকতর মহিমাময় ও শোভাময় হয়। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন সর্ব্বত্যাগিণী প্রেমানুরাগিণী গোপকামিনীদিগের সকরুণ আহ্বানে যমুনাপুলিনে সমাগত হইয়া তাঁহাদের ব্যবহৃত দীন উত্তরীয়াসনে প্রীতিভরে উপবেশন করিলেন—তখন সমুদয় শোভা-সুষমায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া গেল। দীনাতিদীন বিদুরের ক্ষুদকণা তিনিই তো একদিন পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া অমৃতাস্বাদনের আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বন্ধুজনোচিত প্রেমব্যবহার সত্যই শাশ্বতকালের জন্য তাঁহার 'দীনবন্ধু' নাম সার্থক করিয়া রাখিয়াছে। অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীভগবান্ তাঁহার ভগবত্তাস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভক্তজনগণের সেবাকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য এই যে নানাবিধ প্রেমাধীন ব্যবহারের পরিচয় প্রদান করেন, ইহাতে তাঁহার লীলামাধুরীই খ্যাপিত হয়। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই তাঁহার এই পরমতম প্রেমাধীন স্বভাবের আস্বাদন লাভ করা যায়। তিনি যথার্থই ভক্তপরাধীন—কেবল ভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তাই শ্রীভগবান্ কৃপাভরে ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।১৪।১৯-২০)

'হে উদ্ধব! মদ্বিষয়ক সুদৃঢ় ভক্তি আমাকে যেরূপ প্রেমবশীভূত করে, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ, বেদপাঠ, তপশ্চর্য্যা এবং সন্ন্যাসব্রতচর্য্যাও আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না, কারণ আমি ভক্তের একমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি দ্বারাই বশীভূত হই। আমি আমার নিত্যসেবক সাধুগণের আত্মস্বরূপ ও পরমপ্রিয়। আমাতে ভক্তিভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুদৃঢ় হইলে উহার অসমোর্দ্ধ প্রভাবে হীন চণ্ডাল জাতিও জাতিদোষ হইতে মুক্তি পাইয়া পবিত্রতা লাভ করে'। ভক্তবৎসল ভগবান্ চিরকালই ভক্তপ্রেমাধীন। হরিভক্তিবিলাসধৃত গৌতমীয়তন্ত্রের বচনে জানা যায়—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলা॥

(গৌতমীয়তন্ত্রম্)

'মাত্র একটি তুলসীপত্র এবং এক গণ্ডুষ জল পাইয়াও ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন'। বাস্তবিক অন্তরে প্রেমসম্পদ থাকিলে সামান্য পত্রপুষ্প ও তৃণাসনও পরমগৌরবে মণ্ডিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় শ্রীভগবান্ ইহাই সুদৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯।২৬)

অতএব প্রেমময়ী গোপীগণ পরম প্রীতিভরে তাঁহাদের প্রাণের অতিথি শ্রীগোবিন্দের উপবেশনের জন্য নিজ পরিহিত সামান্য উত্তরীয়বসনে যে আসন রচনা করিয়াছিলেন, যোগিগণের যোগসমাধিধৌত শুদ্ধিপূত হৃদয়াসন অপেক্ষা উহা অতি মনোরম ও অতি সুখকর। বিশেষতঃ যোগীর হৃদয়াভ্যন্তরের আসনে অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ কেবল মনঃকল্পিত মূর্ত্তিতেই উপবেশন করেন, উহাতে রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শের জীবন্ত অনুভূতি নাই, পরমসুন্দর সচ্চিদানন্দবিগ্রহের প্রেমসেবার জন্য দেহমন ও ইন্দ্রিয়ের আকুল উৎকণ্ঠা নাই; অতএব উহাতে প্রেমাধীন ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলামূর্ত্তি সম্ভব হয় না বলিয়া লীলামাধুরীর শোভাও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যেখানে হৃদয়কন্দরের বহির্ভাগে নিবিড়বিন্যস্ত কুচকুঙ্কুমলিপ্ত উত্তরীয়বসনে প্রাণকোটী প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের উপবেশনের নিমিত্ত সৈকতভূমির উপরে আসন রচনা করা হয় এবং যেখানে সবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবোৎকণ্ঠায় প্রেমবতী ব্রজগোপীগণ দেহমনপ্রাণ ও সকল ইন্দ্রিয় দিয়া রাসরসিকেশ্বরের প্রেমপরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হন, সেখানে পরম মধুরতম অপরূপ রূপ-শোভার ঢেউ খেলিয়া যায়। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণের সেই অগাধ নির্ভর প্রেমের বন্যায় আপনার ভগবৎসত্তা হারাইয়া প্রেমপরাধীনতায় পরমতম লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইহাই প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন—

রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদিবিলাস। বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪ পরিচ্ছেদ)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসনির্যাস আস্বাদন করিয়া আপনার কৃপাবিভবে প্রেমভক্তিসুধা জগতে বিলাইবার নিমিত্তই পরমমাধুর্য্যবিগ্রহ গোপবেশ বেণুকর শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনরূপে ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই পরমমধুর লীলাতত্ত্ব প্রতিপাদনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

প্রেমরসনির্য্যাস করিতে আস্বাদন। রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪ পরিচ্ছেদ)

বাস্তবিক সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলায় পরমপ্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকার ভগবৎপ্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাদৃশ অনুগ্রহ শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলবিহারিণী লক্ষ্মীগণও লাভ করিতে পারেন নাই। তাই প্রেমমূর্ত্তি গোপীগণের প্রতি পরমভক্ত শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিয়াছেন—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ। স্বর্য্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ॥
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ। লব্ধাশিষাং য উদ্‌গাদব্রজসুন্দরীণাম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৬।৫৪)

অসংখ্য তারকানিকর বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্র যেরূপ অনিন্দ্যমাধুরী মণ্ডিত হইয়া নিজ শোভা বিকিরণ করে, সেইরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ প্রেমরসাম্বুধিবিবর্দ্ধন গোকুলেন্দু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণও গোপীমণ্ডলবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের উত্তরীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া আজ লোকোত্তর শোভা প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে মনে হয় যেন ত্রিলোকের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সকল সৌন্দর্য্য অনন্ত বৈভবে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। ত্রিলোকে যে সকল সৌন্দর্য্য ও সম্পদ্ বিদ্যমান, ব্রজরাজনন্দনের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যসমুদ্রের তুলনায় উহা বিন্দু কণিকামাত্র। বিশ্ববিমোহন অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণরূপের অনন্তমাধুরীর সত্যই তুলনা নাই। সেই স্বয়ংপূর্ণ সৌন্দর্য্যে কাহার না হৃদয় মুগ্ধ হয়? সেই রূপমাধুরী দেখিয়া নরনারী সকলেই পরমবিমোহিত হয়—"নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৯।২৪।৩৬); সেই রূপ-লালসায় আত্মহারা হইয়া কত মুণীন্দ্র যোগীন্দ্রও প্রেমপূজার অর্ঘ্যে তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য লালায়িত হন। সর্ব্বমনোহররূপী দিব্যাঙ্গকান্তি সাক্ষাৎ কন্দর্পও সেই অপরূপ রূপচ্ছটায় বিমোহিত হইয়া যান্। এমন কি যাঁহার রূপের এত মাধুরী, সেই শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং নিজরূপের সৌন্দর্য্যে ও লাবণ্যে অবাক্ বিস্ময়ে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া একদিন নববৃন্দাবনের মণিভিত্তিতে আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া মুগ্ধহৃদয়ে বলিয়াছিলেন—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী, স্ফুরতি মম গরীয়ানেব মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ, সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

(ললিতমাধব ১০।৩২)

'আহা! কতই না চমৎকারকারী অনির্ব্বচনীয় অত্যধিক সৌন্দর্য্যসমূহ আমার অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে! আমি এমন শোভা তো কখনই দেখি নাই! এই পরমমধুর নিজের রূপ দেখিয়া স্বয়ং আমিও লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। হায়! যদি শ্রীরাধিকার ন্যায় আমি ওই রূপ পরমকৌতুহলভরে সসম্ভ্রমে উপভোগ করিতে পারিতাম'! এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

দর্পণান্তে দেখি যদি আপন মাধুরী। আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি অস্বাদ উপায়। রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।২০ পয়ার)

এই প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী আরও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন। আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।১২৮)

এমন পরমমধুর শ্রীকৃষ্ণরূপের মাধুর্য্য ভক্তগণকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই কৃপাগুণনিধি স্বয়ং ভগবান্ নবকিশোর নটবর নররূপী লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অবতীর্ণ হন। উহা যোগিগণের ধ্যানকল্পিত মানসবিগ্রহ নহে, পরন্তু রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শাদির পরমতম সমাবেশে ভক্ত উহাকে দুই নয়ন মেলিয়া দর্শন করে এবং শ্রবণমন ভরিয়া উহার কণ্ঠকাকলী ও গুণলীলা শ্রবণ করে। এমনি করিয়াই সেই পরমবিমোহন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণরূপ দর্শনে ও শ্রবণে নিখিল জীবের সর্ব্ব মনঃপ্রাণ আকৃষ্ট হয়। যাহার দেখিবার মত নয়ন আছে ও শুনিবার মত শ্রবণপিপাসু কর্ণ আছে, সেই উহাতে মুগ্ধ হয়। শ্রীভাগবতে পরমভক্ত উদ্ধব নররূপী শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন।

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৩।৩।১২)

'নিজ যোগমায়াশক্তির বৈভব প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নরলীলার উপয়োগী এমনতর নবকিশোর নটবর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন—যাহাতে সৌন্দর্য্যের চরমস্ফূর্ত্তি বিকাশ পাওয়ায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও বিস্ময় হয়'।

তাই শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপমাধুরী দেখিয়া মথুরানাগরীগণ ব্রজগোপিকাগণকে যথার্থই পরম সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৪।১৩)

'আহা! গোপিকাগণ কি তপস্যাই না করিয়াছেন, যাহার পুণ্যফলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এমন অনির্ব্বচনীয় রূপসুধা নয়নমধুকরের সাহায্যে নিত্য নিরবধি পান করিয়া থাকেন। এ রূপের তুলনা নাই। বিশ্বে এমন কোনও বস্তু নাই যাহা উহার সমতুল বা অধিক। এই বিমোহন রূপ সর্ব্বলাবণ্য ও সর্ব্বসুষমার সারভূত। স্বয়ংসিদ্ধ সেই রূপের শোভা বৃদ্ধির নিমিত্ত অন্য কোনও আভরণের প্রয়োজন হয় না। উহা ক্ষণে ক্ষণে ও প্রতি মুহূর্ত্তে নব-নবায়মান। সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ সত্যই পরম ঐশ্বর্য্য ও দুর্ল্লভ যশের একান্ততম আশ্রয়'।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিত্যপার্ষদ শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীর নিকটে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্তমাধুরীমণ্ডিত মধুরতম রূপের বর্ণনায় বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপুঃ তাহার স্বরূপ।
গোপবশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে-রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন ভক্তগণের গূঢ় ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হইতে॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
সুসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এই রূপ তার নিত্যধাম॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছ নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা গোপীগণের মন॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা সে স্বরূপগণ,
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥
চড়ি গোপীমনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
যিনি পঞ্চশর দর্প স্বয়ং নবকন্দর্প,
রাস করেন লঞা গোপীগণ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২১।৮৩-৮৮)

নবকিশোর নটবরমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণরূপের মাধুরী সত্যই অনির্ব্বচনীয় ও অনুপম। যদিও স্বভাবতঃই উহা পরমসুন্দর ও রমণীয়, তথাপি গোপীমণ্ডলের পরিবেশ মধ্যে রাসবিহারী ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যে শোভা বিচ্ছুরিত হয়, তাহা সমধিক দীপ্যমান ও শ্রেষ্টতম মাধুর্য্যের পরিচায়ক। শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীমণ্ডলের মিলনমেলায় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের অসমোর্দ্ধ শোভায় স্বয়ং কন্দর্পও পরাভূত এবং এইজন্যই রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় লীলা-তত্ত্বরসিক শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন "সাক্ষাৎমন্মথমন্মথঃ"—তাঁহার রূপে মন্মথেরও মন মথিত হয়। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে এই নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে—

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্ ৮।৩২)

'শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধিকার সহিত বিদ্যমান থাকেন তখনই তিনি মদনমোহন। কিন্তু শ্রীরাধাসঙ্গে বিদ্যমান না থাকিলে যতই তিনি বিশ্ববিমোহন হউন না কেন তিনি নিজেই মদন কর্ত্তৃক বিমোহিত।'

অতএব শ্রীরাধিকা প্রভৃতি পরমপ্রেমবতী গোপাঙ্গনাবৃন্দের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য তিনি যে রাসলীলা-বিলাস করেন, সেই পরমমধুর লীলা উপলক্ষ্য করিয়া গোপীমণ্ডলীশোভায় তাঁহার মদনবিমোহন মধুরতম রূপের যথার্থ বিকাশ ঘটে। তাহাতে আবার প্রেমভাবমুগ্ধ প্রেমিকপ্রধান রাসবিহারী ব্রজেন্দ্রনন্দন যখন প্রেমসর্ব্বস্বা ব্রজবনিতাগণের পরিমণ্ডলে তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত উত্তরীয় বসনাঞ্চলে উপবেশন করিলেন, তখন যমুনাপুলিনে কি শোভাই না মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল! ত্রিলোকে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, এমন কি অধঃ, মধ্য ও ঊর্দ্ধলোকে পরব্যোম-নামক মহাবৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত যে সমুদয় শোভাসম্পদ্ আছে বা কখনও হইতে পারে—সে সকলই আজ পরমতম সমগ্রতায় ও অখণ্ডতায় এবং বহুবর্দ্ধিত গভীরতায় ও ব্যাপকতায় একাধারে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে যুগপৎ প্রকাশমান হইল।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্। ঐশ্বর্য্যাদি ষড়বিধ গুণবৈভব তাঁহাতে প্রকাশিত হয় বলিয়াই তিনি স্বয়ং ভগবান্ ঈশ্বর। শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধেই পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। (শ্রীভাগবতম্ ১।৩।২৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতোপম শ্লোকে এই সিদ্ধান্তই প্রকটিত করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অবতার সব পুরুষের কলা অংশ। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অবতংস॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।২ পরিচ্ছেদে)

শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, তিনি সর্ব্ব আদি ও সর্ব্বসংশ্রয়—শ্রুতিপ্রতিপাদিত তিনিই সর্ব্বকারণকারণ। 'য ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি তস্মিন্নেব প্রলীয়ন্তে'—তাঁহা হইতেই সকল বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি, তিনিই জীবজগতের আশ্রয় ও তাঁহাতেই প্রলয়কালে বিশ্ব বিলীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। তাই ব্রহ্মসংহিতায় তাঁহার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

'ভগবৎ' শব্দের তাৎপর্য্য নিরূপণে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—যাঁহাতে জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ—এই ছয়টি অশেষ গুণ বর্ত্তমান কিন্তু ইহাদের বিপরিত অজ্ঞান, অশক্তি প্রভৃতি হেয় গুণগ্রামের অভাব রহিয়াছে, তিনিই ভগবৎ শব্দের বাচ্য।

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণম্ ৬।৫।৭৯)

অতএব শ্রীভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোকে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব 'ঈশ্বর' ও 'ভগবৎ'শব্দে শ্রীকৃষ্ণের একাধারে সর্ব্বশক্তিমত্তা ও ঐশ্বর্য্যাদি সর্ব্বগুণসম্পন্নতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ব্রজলীলার এমনই মাধুর্য্য যে সর্ব্বার্থসম্পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন স্বয়ং শ্রীভগবান্ও ব্রজগোপীগণের প্রদত্ত উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজশোভাধিক্য লাভ করিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি—" যাঁহার প্রভায় পরিদৃশ্যমান্ সমস্ত জগৎ শোভা-সমুজ্জ্বল হইতেছে—সেই তিনিও স্বয়ং আজ গোপীমণ্ডলশোভায় আপনার শোভা বৃদ্ধি করিলেন। কোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার অশেষ বিভূতি ও অঙ্গকান্তির কণিকাশোভার রূপবৈচিত্রাবিলাস প্রকাশিত হয়—'যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্' (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪০)—যাঁহার প্রভার কণামাত্র প্রভাবে বিশ্বজগৎ প্রকাশমান, সেই অনন্ত তেজঃসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত প্রেমবশ্যতায় স্বয়ং এত দীন ও অকৃতার্থ যে নিজ শোভার সমধিক উজ্জ্বলতা ও দীপ্তি সম্পাদনে আজ তিনি ব্রজগোপীসভায় তাঁহাদের প্রদত্ত উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইলেন—নচেৎ তাঁহার শোভা বুঝি বা তেমন মধুরতম হইয়া প্রকাশ পায় না। ভক্তপ্রেমাধীনতা স্বভাবের ইহাই ধর্ম্ম যে ভক্তের প্রেমসেবা স্ফূর্ত্তির নিমিত্ত ভক্তের ইচ্ছায় পরমস্বতন্ত্র স্বয়ং শ্রীভগবানও আপনার ভগবত্তা বা ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়া মাধুর্য্য প্রকটিত করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করুণাকোমল মাধুর্য্যরস-প্রচুর ব্রজলীলাবিলাসের ইহাই তো চরমকথা। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

মাধুর্য্য ভগবত্তাসার ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে বর্ণিয়াছে নানামতে,
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।২১ পরিচ্ছেদ)

শুভ্র চন্দ্রকিরণস্নাত মৃদুমন্দপবনসুসেবিত কুন্দমন্দারকুসুম সুরভিত যমুনাপুলিনের মধ্যস্থলে আজ কতই না অপূর্ব্ব শোভার সম্মেলন হইয়াছে। জ্যোৎস্না প্লাবিত নির্ম্মল শারদগগন তলে শতকোটী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পরিবৃত করিয়া যমুনা সৈকতভূমিতে এক পরমরমণীয় সভাগোষ্ঠী রচনা করিয়াছেন। অসংখ্য ব্রজসুন্দরীর অনন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৌন্দর্য্যের পরিবেশমধ্যে তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীব্রজরাজনন্দন সভাপতিরূপে কতই না শোভায় বিভূষিত হইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে চতুর্দ্দিকের গোপীমণ্ডলীস্থিত ব্রজাঙ্গনাগণ সকলেই গোপীজনবল্লভ প্রাণগোবিন্দকে তাঁহাদের নিজ নয়নসম্মুখে দেখিতে পাইতেছেন।—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্"—যিনি বিভু, যাঁহার হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ ও মুখমণ্ডল বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, সেই ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের সম্পূর্ণতা সাধনে যে অচিন্ত্য বৈভবশক্তি প্রকাশিত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? অতএব বর্ত্তমান শ্লোকে 'ভগবান্' ও 'ঈশ্বর' শব্দে তাঁহাকে বিবৃত করিয়া শ্রীশুকদেব ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন যে রাসরসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজগোপীসভায় সভাপতিরূপে সকলের নয়নসম্মুখে যুগপৎ বিরাজিত হইলেন তাহাতে কোনও বিস্ময়ের কারণ নাই। চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্রজসুন্দরীগণের দৃষ্টি একমাত্র তাঁহাতেই নিবদ্ধ ছিল! তাঁহারা নয়নভৃঙ্গের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেই অপরূপ রূপামৃত পান করিয়া রূপমদিরায় প্রমত্তা হইয়াছিলেন।

ব্রজগোপবালকদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন বনভোজনলীলা অনুষ্ঠান করেন তখনও চতুষ্পার্শ্বস্থ গোপবালকগণ প্রত্যেকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৈভবশক্তিপ্রভাবে তাঁহাকে প্রত্যেকে নিজ সম্মুখীন অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের সেই বর্ণনায় শুকদেব বলিয়াছেন—

কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ .০।১৩।৬)

—প্রফুল্লবদন ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে পদ্মাকারে ঘন পঙ্‌ক্তিমালা রচনা করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের সকলেই তাঁহার অভিমুখী হইয়া বসিলেন। অতএব কমলকর্ণিকার দলগুলি যেরূপ উহাকে বেষ্টন করিয়া শোভা বিচ্ছুরিত করে, সেইরূপ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে যুগপৎ নিজ নিজ সাযুয্যে পরিবৃত করিয়া পরম শোভা সম্পাদন করিলেন।

অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে যমুনাপুলিনেও ব্রজগোপীগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ উত্তরীয় আসনে শ্রীকৃষ্ণকে উপবিষ্ট দেখিলেন এবং প্রত্যেকের সম্মুখে তাঁহার পরমরমণীয় প্রেমদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। প্রত্যেকেই মনে করিলেন 'হে প্রাণকোটিপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার সামান্য উত্তরীয় বসনাঞ্চলে উপবেশন করিয়া আজ আমাকে বড়ই ধন্য করিয়াছ! আমার প্রতি তোমার সপ্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপে তুমি যে আমার গৌরব বাড়াইয়াছ তাহা বুঝি ঘুচিবার নয়। বড় সাধ করিয়া, হে প্রাণবন্ধো! তোমার উপবেশনের নিমিত্ত উত্তরীয়বাসে তোমার আসন রচনা করিয়াছি। হে প্রাণপ্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দন! উহা গ্রহণ করিয়া আমার দীনতম সেবার আয়োজনকে সত্যই তুমি নিজকৃপাগুণে ধন্য করিয়াছ। তোমাকে আমার দিবার মত কিছুই নাই, আমার বলিতে যাহা কিছু ছিল সেই যথাসর্ব্বস্বই আমি তোমার সেবায় নিবেদন করিয়াছি। নূতন করিয়া দিবার মত আর ত কিছুই নাই! তুমি আজ আমার প্রাণের অতিথি। কিন্তু তোমাকে কি দিয়া পরিতৃপ্ত করিব—কি দিয়া তোমার মঙ্গল উপচারে তোমাকে অভিনন্দিত করিব! আমার বলিতে যাহা কিছু সবই তো তোমা-ময়! তোমারই প্রেমপূজার জন্য উহা নিবেদিত। অতএব হে প্রাণারাম! আমার এই নিবেদিত দেহের উত্তরীয়বাস আবার নূতন করিয়া তোমাকেই বরণ করিয়া দিলাম। নিজকৃপাগুণে তুমি উহাতে উপবেশন করিয়া আমাকে আজ সত্যই ধন্য করিয়াছ—কৃতকৃতার্থ করিয়াছ। আমার প্রতি সপ্রেমদৃষ্টি বিকিরণে বুঝিলাম যে তুমি সত্যই এতকাল পরে তোমার প্রেমানুরাগিণীর প্রেমসেবাসাধ পূর্ণ করিলে! তুমিই আমার গৌরব বাড়াইলে! তোমার গর্ব্বে আমার জগৎ পূর্ণ হইল!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাসস্থলীর ব্রজরমণীগণ প্রত্যেকেই তাঁহাদের প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে যুগপৎ নিজ নিজ সম্মুখে পাইয়া আজ কতই না আহ্লাদিত হইলেন। বিশেষতঃ সেই প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরই প্রত্যেকের প্রদত্ত উত্তরীয়বাসে যুগপৎ উপবেশন করিয়া সকলকে একই সময়ে পরম পরিতৃপ্ত করিলেন। অবশ্য ঈশ্বর বলিয়াই তিনি সকলের অলক্ষ্যে যুগপৎ অতগুলি আসনে উপবেশন করিয়া একই সঙ্গে সকলকে প্রেমসেবাগ্রহণরূপ কৃতকৃতার্থতার আনন্দে পরিপ্লুত করিতে পারিলেন। শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

নন্থ তাবৎসংখ্যেষ্বাসনেষু কথমেক উপবিষ্টস্তত্রাহ—ঈশ্বরঃ তত্তদলক্ষিত-তাবৎ প্রকাশবান্। তত্র হেতুঃ—ভগবান্ কামবান্। ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যমিত্যমরঃ। তস্য তাবৎসু সর্ব্বঘেবাসনেষু উপবেষ্টুং কামনামালক্ষ্য ঐশ্বর্য্যেব শক্ত্যা যোগমায়াদ্বারা তাবন্তস্তথা প্রকাশিতা ইত্যর্থঃ। (শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত-সারার্থদর্শিনী)

বহুসংখ্যক উত্তরীয়াসনে একা শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়া যুগপৎ উপবেশন করিতে পারেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে হেতুনির্ণয় করিয়া বলা হইল যে—তিনি ঈশ্বর। অতএব তিনি সকলের অলক্ষ্যে যুগপৎ বহুসংখ্যক প্রকাশরূপ অবলম্বন করিয়া উপবেশন করিতে পারেন। শ্রীভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোকে ঈশ্বর শব্দ ব্যতীতও অন্য একটি তাৎপর্য্যায়ক 'ভগবৎ' শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বিবৃত করায় দ্বিরুক্তি সম্ভাবনায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ উহার আর একটি সুসমঞ্জস অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উহা এইরূপঃ—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ অর্থাৎ কামনাবান; কারণ 'ভগ' শব্দে কামনা ও মাহাত্ম্য—এই উভয়বিধ অর্থই অমরকোষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রেমপরায়ণা ব্রজগোপীগণ সকলেই নিজ নিজ উত্তরীয় বসনে শ্রীকৃষ্ণের আসন রচনা করিয়া ইহাই কামনা করিয়াছেন যে তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন যেন কৃপা করিয়া উহাতে উপবেশন করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রেমসেবাবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। অতএব ব্রজাঙ্গনাগণের তাদৃশ কামনা উপলব্ধি করিয়া কামপূরকৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবাপ্তকাম হইলেও তাঁহাদের প্রত্যেকের সেবাকামনা পূর্ণ করিবার জন্য নিজেও তদ্রূপ বাসনাপরবশ হইলেন এবং যোগমায়ার সহায়তায় অচিন্ত্যনীয় ঐশ্বর্য্য-শক্তি প্রভাবে নিজের বহুতর প্রকাশরূপ কল্পনা করিয়া প্রত্যেকের প্রদত্ত বসনাঞ্চলে যুগপৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অথচ অপরের অলক্ষ্যে উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটন-পটীয়সী মহাশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ লীলারই যথাযথ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। যখন যেভাবে যে-কার্য্য সংঘঠিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের লীলারসাস্বাদনে সুবিধা হয় এবং লীলারসের পরিপুষ্টি সাধিত হয়, শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়া আপন প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। নচেৎ বহুতর ঘন মণ্ডলাকারে অবস্থিত শতকোটী ব্রজরমণীগণের সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই অভিমুখী হইয়া যুগপৎ তাঁহাদের প্রত্যেকেরই প্রদত্ত উত্তরীয় আসনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপবেশন করিয়া বিদ্যমান থাকিতে পারেন না। শ্রীভগবান্ যখন প্রেমসর্ব্বস্ব ব্রজরমণীগণের পরমপ্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাদের সহিত নানা বিলাসবিহারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যের বিস্মৃতি হইয়া যায়। তিনি তখন ব্রজরমণীগণের কোমলপ্রেমের পরমোৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রেমোচিত মধুরভাবে ভাবিত হইয়া কেবলমাত্র নায়িকাপ্রেমবিবশ নায়কের মতই লীলা করেন। নচেৎ কত শতশত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ শতশত বৎসর ধ্যানস্তিমিত-লোচনে ধ্যান করিয়াও যাঁহার মূর্ত্তি হৃদয়াসনে বসাইতে পারেন না, সেই বিভূস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজনায়িকাগণের পরিধেয় সামান্য উত্তরীয়াসনে উপবেশন করিয়া তাঁহার নিজস্বরূপের শোভাবৃদ্ধি করিলেন কেন? কিন্তু প্রেমবশ্যতায় তাঁহার নিজ ভগবত্তাস্বরূপ বিস্মৃত হইলেও যোগমায়ার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে যদি কোনও কারণে লীলারসাস্বাদনের পরিপাটী সম্পাদনায় কিছুমাত্রও ত্রুটী সম্ভাবনা থাকে—তাহা হইলে অনেক সময় তাঁহার অজ্ঞাতসারেই যোগমায়াশক্তি উহার সামঞ্জস্য বিধান করেন ও কখন কি ভাবে উহা সাধিত হয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরামাগণেরও তাহা কিছুই ধারণাগোচর হয় না।

সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের সহিত আজ যে রাসলীলা রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপলক্ষণে তৃতীয়া। স্বগিরৈবায়ং ব্যক্তদোষঃ স্যাদিতি মতিকৌটিল্যবঞ্চকেন তাদৃশভ্রূবিলাসেন ব্যক্ততৎকৌটিল্যং ইত্যর্থঃ। ব্যক্তীভবিষ্যতি চ তৎকৌটিল্যং প্রশ্নপরিপাট্যা ইতি ভাবঃ। তদেবমবহিত্থা নাম সঞ্চারী ব্যক্তঃ। তদুক্তম্—অনুভাব পিধানার্থোঽবহিত্থং ভাব উচ্যতে ইতি। অবহিত্থেতি স্ত্রীলিঙ্গতা চ। তথা—হেতুঃ কশ্চিদ্ভবেৎ কশ্চিদ্গোপ্য কশ্চন গোপনঃ। ইতি ভাবত্রয়স্যাস্য বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে—ইতি চ। যথা হেতুরত্র সতি কৌটিল্যমেব। গোপ্যোঽসূয়াময়োঽমর্ষঃ। গোপয়ন্ত্যনেনেতি গোপনঃ স চাত্র, তাদৃশতয়া তত্তৎস্পর্শসংস্তবাভ্যাং প্রত্যায়িতং হর্ষকৌটিল্যংসহাসাদিত্বঞ্চ মতিকৌটিল্যম্ অয়মপি তদেব প্রত্যায়তি, এবমত্রাপি যোগমায়াবৈভবমেব দর্শিতম্। সর্ব্বাভির্যুগপত্তথা ব্যবহারাৎ। অঙ্ঘ্রিহস্তয়োরিতি দ্বিত্বং প্রত্যেকং জাত্যপেক্ষয়া॥ ১৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—যমুনাপুলিনে রাসবিহারী গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের আসনরচনায় পরম প্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমলিপ্ত স্বোপভুক্ত উত্তরীয়বাস প্রদান করিয়াছিলেন। প্রেমমূর্ত্তি ব্রজগোপীগণের হৃদয়ের ভাবসুষমায় ও প্রেমানুরাগের ঐকান্তিকতায় সামান্য উত্তরীয়বাসও আজ পরমতম মহিমায় মণ্ডিত হইল। অতএব ব্রজগোপীগণের সেই উত্তরীয় আসনে উপবেশন করিয়া গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের যে মধুরতম শোভা রূপায়িত হইয়া উঠিল—ত্রিলোকের সকল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশেও তাহার বিন্দুমাত্র তুলনা হয় কিনা সন্দেহ। তারকানিকর-বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোপাঙ্গনাগণের রাসপরিমণ্ডলে পরিবৃত ও নানা উপচারে অর্চ্চিত হইয়া গোপিকানাথ রাসরসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কি অপূর্ব্ব শোভাই না বিচ্ছুরিত করিতেছেন! প্রেমপূজারিণী ব্রজগোপিগণ কতই না প্রেম উপচারে তাঁহার পূজা করিয়াছেন। নম্রবচন, হাস্যবিলাস ও অপাঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি প্রণয়ানুরাগের বিবিধ উপচারে প্রেমিকবর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমার্চ্চনায় তাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন। উহাতে একাধারে যেমন চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদের প্রেমসেবায় প্রেমসর্ব্বস্বা গোপীগণের উচ্চতম হৃদয়ের ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, তেমনি আবার বঞ্চনস্বভাব সহৃদয়তাহীন নায়কের প্রতি শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়িণী অভিমানিনী গোপীবৃন্দের প্রেমাভিমানের অভিনয়ও প্রকটিত হইয়াছে। ভাগবতলীলামোদী শ্রীশুকদেব বর্ত্তমান শ্লোকের বর্ণনায় উহাই প্রকাশ করিতেছেন।

প্রাণকোটিপ্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমসেবার আকুল উৎকণ্ঠায় উজ্জ্বলরসনায়িকা ব্রজবধূগণ কুল, শীল, লজ্জা, সঙ্কোচ গৃহকর্ম্ম ও নারীধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া পরমপ্রেষ্ঠের পদে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। নবনটবর আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী বংশীর মধুর কলনাদে যে-সুর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়—যে-সঙ্গীতে নিরন্তর প্রেমের আহ্বান বিঘোষিত হয়—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—'ওরে! সব ভুলিয়া, সব পিছনে ফেলিয়া, সব পাওয়া ও সব চাওয়ার দ্বন্দ্বকোলাহল দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া আমার কাছে ছুটিয়া আয়'—সেই আনন্দের আহ্বানে প্রিয়তমের আকর্ষণে প্রলুব্ধ হইয়া তন্ময়চিত্তে বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ব্রজগোপীগণ বৃন্দাবনের বনমাঝে ছুটিয়া আসিয়াছেন। যাঁহাকে পাইবার জন্য এত ব্যাকুলতা, এত তন্ময়তা ও এত উৎকণ্ঠা, তাঁহার অন্তর্ধানে তাঁহাকে হারাইয়া ব্রজগোপীগণ হৃতসর্ব্বস্বার ন্যায় কি অসীম বেদনা দুঃখই না অনুভব করিয়াছেন! কিন্তু আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া যখন তাঁহাদের পুঞ্জীভূত ব্যথা আকুল রোদনরোলে প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মস্থল আলোড়িত করিল, তখন ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে গোপীমণ্ডলীমধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের রাসরতিবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত রাসস্থলীতে সমবেত হইলেন। প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দকে পাইয়া তাঁহারা যেন মৃতদেহে প্রাণস্পর্শের চেতনা পাইলেন। যাঁহাকে না পাইয়া বিরহবেদনায় নয়নপ্রান্তে অঝোর ধারার প্লাবন জাগে, 'প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গ'—কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়, তাঁহাকে পাইলে সত্যই সকল ক্রন্দন থামিয়া যায়, সকল দুঃখ দূর হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে দেহ মন প্রাণ ও সকল ইন্দ্রিয়ে পুলকের স্পন্দন সঞ্চারিত হয়। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভ্যর্থনায় ও পরিচর্য্যায় আজ কতই না আনন্দভরে প্রেমপরিপাটী প্রকাশ করিতেছেন!

যমুনাপুলিনমধ্যে গোপীমণ্ডলীর মধ্যস্থলে কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত উত্তরীয় আসনে প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দকে উপবেশন করাইয়া ব্রজাঙ্গনাগণ তাম্বুল অর্ঘ্য প্রদানে তাঁহার সেবা করিলেন। প্রাণগোবিন্দ আজ তাঁহাদের প্রণের অতিথি। সেই অতিথিবরের সেবায় নূতন করিয়া দিবার মত সামগ্রী তাঁহাদের কিছুই নাই, তাঁহারা সর্ব্বস্বই যে তাঁহার পদতলে বিলাইয়া দিয়াছেন। তবুও তাঁহারা স্বোপভুক্ত পুরাতন উত্তরীয় বাস আবার নূতন করিয়া প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে তথায় উপবেশন করাইয়া হাস্য সংলাপ ও বিবিধ নর্ম্মবচনে সেই প্রাণকান্তের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। যিনি অনঙ্গের উদ্দীপক কামবর্দ্ধক, সেই মদনমনোহর শ্রীকৃষ্ণের সম্বর্দ্ধনা করিতে গিয়া পরমপ্রেমবতী গোপযুবতিগণের অবশ্যই প্রেমভাব উদ্দীপিত হইল। তাই প্রিয়তমের সম্বর্দ্ধনায় তাঁহাদের শুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তিতে যে সলজ্জ ঈষৎ হাস্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছিল—মনে হয় উহা যেন প্রেমাস্পদের পূজার শুচি শুভ্র পুষ্প উপচার। তাঁহাদের লীলাচঞ্চল নয়নপ্রান্তে সেই অর্দ্ধস্মিত বদনকমলের হাস্যশোভা মিলিত হওয়ায় মনে হয় যেন তাঁহাদের নয়নযুগলের অঞ্জলিবন্ধে পূজার পুষ্পাঞ্জলি বিধৃত হইয়াছে। তাহাতে আবার ভ্রূবিলাসের মৃদুমধুর সঞ্চালন যুক্ত হওয়ায় পূজার পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপের যে চঞ্চলতা, তাহা তাঁহাদের ভ্রূবিলাসচ্ছলে যেন যথার্থই প্রকটিত হইয়াছে। ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রিয়সম্বর্দ্ধনার এই তত্ত্বটী পরিস্ফুট করিয়া 'বিশুদ্ধরসদীপিকা' টীকায় শ্রীমৎ কিশোরপ্রসাদ বিদ্বৎপাদ বলিয়াছেন—

হাসেন মন্দস্মিতেন সহিতং যল্লীলেক্ষণং তেন বিভ্রমন্তী যা ভ্রূস্তয়া। অত্র হাস্যস্য পুষ্পত্বং, লীলেক্ষণস্যাঞ্জলিবদ্ধত্বং, বিভ্রমদ্‌ভ্রূবঃ পরিভ্রামণত্বঞ্চাভিপ্রেত্য ততশ্চ পুষ্পাঞ্জলিদানং কৃতমিতি সূচিতম্। (বিশুদ্ধরসদীপিকা)

প্রিয়তমের পূজায় স্তুতিবচনে তাঁহার আরাধনা করিতে হয় সত্য, কিন্তু আসন, অর্ঘ্য, পুষ্প প্রভৃতি সাধন ব্যতীত কোনও পূজা নিষ্পন্ন হয় না। অতএব প্রেমপূজার্থিণী ব্রজরমণীগণ প্রথমতঃ নিজ নিজ পরিহৃত উত্তরীয়বাসে আসন রচনা করিয়াছেন। প্রেমপূজার জয়যাত্রায় মৃদুমধুর সলাজ হাসি, লীলাকুশল প্রেমোদ্দীপক চেষ্টাভঙ্গী, অনুরাগবিলসিত অপাঙ্গদৃষ্টি, অনিমিষ আঁখি-প্রসারণ, নয়নের বিলাসবিভ্রম এবং ভ্রূভঙ্গী সঞ্চালন —এই সকল প্রেমপরিপাটিবহুল উপচারের প্রয়োজন। অতএব প্রেমমার্গের রীতি অনুসারে প্রেমসম্পৎশালিনী ব্রজরমণীগণ তত্তৎ প্রেমোপচারে প্রিয়তম প্রাণগোবিন্দের পূজাসম্বর্দ্ধনায় পরমকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের কামবিবর্দ্ধন রূপ দর্শনে অনুরাগিণী ব্রজসুন্দরীগণের হৃদয়ে কামের উদ্দীপন অনুভূত হইল। অঙ্গাবয়বহীন যে কাম অনঙ্গ, সেও যেন আজ অঙ্গ লাভ করিয়া মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। অমূর্ত্ত যে পদার্থ—যাহার অবয়ব নাই এবং দেশকালপাত্রের সীমায় যাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না, তাহার উপাধিবর্জ্জিত প্রভাব কোনও নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে সমধিক ও সর্ব্বাতিশায়ী হইতে পারে না। এমন কি উহাকে বুঝিবার পক্ষেও অসুবিধা আছে। কিন্তু উহা যদি রূপসত্তায় বিভূষত হইয়া মূর্ত্ত বিগ্রহ বা আকার ধারণ করে, তাহা হইলে দেশ কালের সীমায় তাহাকে ধরিতে পারা যায়, জানিতে পারা যায়, এবং তাহার সবিশেষ প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। অতএব ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে যে কাম অনঙ্গ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, শ্রীকৃষ্ণদর্শনের লোকোত্তর কামোদ্দীপন প্রভাবে সে আজ সত্যই মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। প্রেমরসমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের অন্তরের সুগভীর কন্দরে অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কামবাঞ্ছা জাগরূক আছে। কোনও উর্ব্বর ক্ষেত্রের নিহিত বীজ মেঘধারার সলিলবর্ষনে যেরূপ অঙ্কুরিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ ব্রজগোপীগণের অন্তরের নিত্যনিহিত অনঙ্গ বা কাম, কামবিবর্দ্ধক শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে অথবা মনোহর রূপকান্তি দর্শনে চিরবর্দ্ধমান হইয়া প্রকাশ পায়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে আছে কেবল প্রেমবতী ব্রজবনিতাগণের নির্ভরগভীর প্রেমভাব ও শ্রীভগবানের পূর্ণপ্রেমাধীনতা স্বভাবের অভিব্যক্তি। অতএব সেই লীলারসপুষ্টির নিমিত্তই অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়া সকলের অজ্ঞাতসারে লীলার পরিপাটী ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রত্যেক ব্রজগোপীর উত্তরীয় আসনে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ উপবেশন করায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিব্যবহারে তাঁহারা সকলেই পরম আহ্লাদিত হইলেন। নচেৎ প্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণের প্রেমসেবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিবর্গ-নির্ব্বিশেষে চরিতার্থ হইত না। মহাশক্তি যোগমায়া তাঁহার অচিন্ত্যনীয় মহাপ্রভাবে সেই ত্রুটি-সম্ভাবনা দূর করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বহুতর প্রকাশমূর্ত্তি কল্পনায় যুগপৎ প্রত্যেক ব্রজগোপীর বহুবাঞ্ছিত রাসবিলাসবাসনা পূর্ণ করিলেন। শ্রীভাগবতের পরবর্ত্তী বর্ণনাতেও এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বহুতর প্রকাশমূর্ত্তির স্পষ্ট বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশুকদেব রাসোৎসবের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥ (শ্রীভাগবতম্ ১০।৩৩।৯)

—ব্রজসুন্দরীগণ রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন—এবং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপীদিগের কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া দুই দুই গোপীর মধ্যস্থলে তিনি এরূপভাবে প্রবিষ্ট হইয়া উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন যে গোপীগণ প্রত্যেকে শ্রীকৃষ্ণকে স্ব স্ব নিকটস্থ বলিয়া মনে করিলেন।

রাসলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব প্রকাশমূর্ত্তি সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন—

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ। ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥
(শ্রীভাগবতম্ ১০।৩৩।২০)

—শ্রীবৃন্দাবনের রাসস্থলীতে যত সংখ্যক ব্রজগোপী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রার্থনা ও আপনার প্রতিজ্ঞাবচন স্মরণ করিয়া আপনাকে তত সংখ্যায় প্রকাশিত করিলেন। যদিও স্বয়ং তিনি আত্মারাম, তথাপি লীলারস পুষ্টির নিমিত্ত তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত তিনি এইরূপভাবে রাসকেলি করিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে একই শরীরে যুগপৎ বহুস্থানে যে আবির্ভূত হইয়া থাকেন তাহাকেই প্রকাশ বলা হয়। বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ লঘুভাগবতামৃতে প্রকাশের লক্ষণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা। সর্ব্বথা তৎস্বরূপেব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥

—একই সময়ে একই বিগ্রহের একাধিক স্থানে অথচ সর্ব্বপ্রকারে সেই বিগ্রহের একই স্বরূপে যদি আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে উহাকে প্রকাশ বলে।

অতএব রাসলীলার উপযোগী যমুনাপুলিনে গোপীবৃন্দসনে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যখন তারকানিকর-বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোপীমণ্ডলসভায় সমুদিত হইলেন এবং প্রত্যেক ব্রজগোপীর কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত উত্তরীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি সঞ্চালনে সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া ও তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রদত্ত প্রেমপূজার উপচারে অর্চ্চিত হইয়া তিনি একই বিগ্রহের একাধিক প্রকাশ প্রকটিত করিলেন। তাঁহার সেই পরমমধুর বিগ্রহে কি অপরূপ রূপশোভাই না মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল! কোটি কোটি জন্ম ধরিয়া রাসবিহারীর সেই মদনবিমোহন অনির্ব্বচনীয় রূপের সৌন্দর্য্যসুধা নিরবধি পান করিলেও বুঝি তৃপ্তি হয় না! গোপীবল্লভের এই মধুরতম রাসলীলাকথা কোটি রসনায় কীর্ত্তন করিলেও বুঝি ইহার মাধুর্য্যের কণিকামাত্রও আস্বাদন হয় না। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে ॥ ১৫

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোপীনাথের প্রেমবশ্যতা ও গোপীপ্রেমের পরমাস্বাদ্য মাধুর্য্য সম্বন্ধে লীলাতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া শ্রীল কবিরাজগোস্বামী তাঁহার অমৃতোপম শ্লোকে বলিয়াছেন—

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ। তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধে একমাত্র দেখি সমাধান। গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা। সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ। এত সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণশোভা বাড়ে যত। কৃষ্ণশোভা দেখি গোপী শোভা বাড়ে তত॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি। মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ১।৪ পরিচ্ছেদ)॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—ঈষৎকুপিতাঃ (অতিস্নেহগর্ভেণ কিঞ্চিৎ-কোপাভাসেন যুক্তাঃ যাঃ কাশ্চিৎ ভগবন্তং কেবলং কান্তমাত্রং জানন্তি তা এব গোপ্যঃ) সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা (সহাসলীলেক্ষণেন হাস্যসহিতলালিত্যযুক্তদর্শনেন বিভ্রমঃ বিলাসঃ যস্যাং তয়া ভ্রুবা) অনঙ্গদীপনং (অনঙ্গং অঙ্গরহিতমপি কামং দীপয়তি সাঙ্গীকৃত্য পূর্ব্বতোঽপি প্রকাশয়তি তথা তম্ অত্যন্তকন্দর্পবিবর্দ্ধনং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) সভাজয়িত্বা (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সম্মান্য) অঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রি-হস্তয়োঃ (অঙ্ককৃতয়ো তেনৈব তাসাম্ অঙ্কে ন্যস্তয়ো তাভিরেব বা স্বাঙ্কে ধৃতয়োঃ অঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ) সংস্পর্শনেন সংস্তুত্য (তাদৃশতয়া তত্তৎস্পর্শপূর্ব্বকং নানাগুণপ্রশংসয়া সন্তোষ্য কিংবা অহো তে চরণানাং শৈত্যম্ অপূর্ব্বং যৎ-সংস্পর্শনেনৈব অস্মৎসন্তাপঃ নির্ব্বাপণঃ তস্মাৎ ত্বং সত্যং সন্তাপদুঃখানভিজ্ঞঃ সদাসুখী বিধুরেবাসীরিতিব্যাজস্তুত্যা স্তুত্বা) বভাষিরে (পৃষ্টবত্যঃ)॥ ১৫

মূলানুবাদ।—(অন্তর্দ্ধানহেতু) ঈষৎকুপিতা ব্রজসুন্দরীগণ হাস্যযুক্ত লীলাবলোকনবিলসিত (কুটিল) ভ্রূভঙ্গি দ্বারা অনঙ্গবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করিয়া তাঁহাদের ক্রোড়দেশে তদীয় কর ও চরণযুগল স্থাপনপূর্ব্বক তত্তৎ সম্মর্দনে স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া কর ও চরণাদির প্রশংসাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমো বিলাসো যস্যাং তয়া ভ্রুবা উপলক্ষিতাঃ। সংস্পর্শনেন সংমর্দ্দনেন॥ ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্রচ প্রণয়স্বভাবেন তাসাং নিগূঢ়াং কোপোৎপত্তিমাহ সভাজয়িত্বা পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ সম্মান্য তং বভাষিরে পৃষ্টবত্যঃ। তা ইতি শেষঃ। কীদৃশ্যঃ সত্যস্তত্রাহ? ঈষৎকুপিতাঃ। নন্থ তাদৃক্ সভাজিত-ব্যতশ্চেত্তর্হি কথমীষৎকোপস্যাপ্যবসরমর্হন্তি? তত্রাহ অনঙ্গদীপনমিতি। তদ্দীপনকৃতে নানাবিলাসমভিব্যঞ্জন্তমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বং পরিত্যজ্য গতঃ সম্প্রত্যসাবেবং চেষ্টত ইতি প্রণয়-স্বভাববিমর্শনেনেতি ভাবঃ। নন্থ কুচকুঙ্কুমাক্তবস্ত্রোপ-বেশতয়া স্বেষামেব তদনঙ্গদীপনত্বে প্রাগেব জাতে সতি তস্য তদ্দীপনত্বং দৃষ্ট্বা সন্তমপি কোপং ব্যক্তীকর্ত্তুং কথমর্হন্তি? তত্রাহ—অঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রি-হস্তয়োঃ সংস্পর্শনেন সংস্তুত্য ইতি। তাদৃশতয়া তত্তৎস্পর্শপূর্ব্বকং নানাগুণপ্রশংসয়া সন্তোষ্যেত্যর্থঃ। তেন কোপস্তু গোপিতবত্য এবেতি ভাবঃ। তর্হি কোপ আসীদিতি কথং জ্ঞায়েত? তত্রাহ সহাসেতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপলক্ষণে তৃতীয়া। স্বগিরৈবায়ং ব্যক্তদোষঃ স্যাদিতি মতিকৌটিল্যবঞ্চকেন তাদৃশভ্রুবিলাসেন ব্যক্ততৎকৌটিল্যং ইত্যর্থঃ। ব্যক্তীভবিষ্যতি চ তৎকৌটিল্যং প্রশ্নপরিপাট্যা ইতি ভাবঃ। তদেবমবহিত্থা নাম সঞ্চারী ব্যক্তঃ। তদুক্তম্—অনুভাব পিধানার্থোঽবহিত্থং ভাব উচ্যতে ইতি। অবহিত্থেতি স্ত্রীলিঙ্গতা চ। তথা—হেতুঃ কশ্চিদ্ভবেৎ কশ্চিদ্গোপ্য কশ্চন গোপনঃ। ইতি ভাবত্রয়স্যাস্য বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে—ইতি চ। যথা হেতুরত্র সতি কৌটিল্যমেব। গোপ্যোঽসূয়াময়োঽমর্ষঃ। গোপয়ন্ত্যনেনেতি গোপনঃ স চাত্র, তাদৃশতয়া তত্তৎস্পর্শসংস্তবাভ্যাং প্রত্যায়িতং হর্ষকৌটিল্যংসহাসাদিত্বঞ্চ মতিকৌটিল্যম্ অয়মপি তদেব প্রত্যায়তি, এবমত্রাপি যোগমায়াবৈভবমেব দর্শিতম্। সর্ব্বাভির্যুগপত্তথা ব্যবহারাৎ। অঙ্ঘ্রিহস্তয়োরিতি দ্বিত্বং প্রত্যেকং জাত্যপেক্ষয়া॥ ১৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—যমুনাপুলিনে রাসবিহারী গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের আসনরচনায় পরম প্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমলিপ্ত স্বোপভুক্ত উত্তরীয়বাস প্রদান করিয়াছিলেন। প্রেমমূর্ত্তি ব্রজগোপীগণের হৃদয়ের ভাবসুষমায় ও প্রেমানুরাগের ঐকান্তিকতায় সামান্য উত্তরীয়বাসও আজ পরমতম মহিমায় মণ্ডিত হইল। অতএব ব্রজগোপীগণের সেই উত্তরীয় আসনে উপবেশন করিয়া গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের যে মধুরতম শোভা রূপায়িত হইয়া উঠিল—ত্রিলোকের সকল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশেও তাহার বিন্দুমাত্র তুলনা হয় কিনা সন্দেহ। তারকানিকর-বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোপাঙ্গনাগণের রাসপরিমণ্ডলে পরিবৃত ও নানা উপচারে অর্চ্চিত হইয়া গোপিকানাথ রাসরসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কি অপূর্ব্ব শোভাই না বিচ্ছুরিত করিতেছেন! প্রেমপূজারিণী ব্রজগোপিগণ কতই না প্রেম উপচারে তাঁহার পূজা করিয়াছেন। নম্রবচন, হাস্যবিলাস ও অপাঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি প্রণয়ানুরাগের বিবিধ উপচারে প্রেমিকবর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমার্চ্চনায় তাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন। উহাতে একাধারে যেমন চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদের প্রেমসেবায় প্রেমসর্ব্বস্বা গোপীগণের উচ্চতম হৃদয়ের ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, তেমনি আবার বঞ্চনস্বভাব সহৃদয়তাহীন নায়কের প্রতি শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়িনী অভিমানিনী গোপীবৃন্দের প্রেমাভিমানের অভিনয়ও প্রকটিত হইয়াছে। ভাগবতলীলামোদী শ্রীশুকদেব বর্ত্তমান শ্লোকের বর্ণনায় উহাই প্রকাশ করিতেছেন।

প্রাণকোটিপ্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমসেবার আকুল উৎকণ্ঠায় উজ্জ্বলরসনায়িকা ব্রজবধূগণ কুল, শীল, লজ্জা, সঙ্কোচ গৃহকর্ম্ম ও নারীধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া পরমপ্রেষ্ঠের পদে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। নবনটবর আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী বংশীর মধুর কলনাদে যে-সুর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়—যে-সঙ্গীতে নিরন্তর প্রেমের আহ্বান বিঘোষিত হয়—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—'ওরে! সব ভুলিয়া, সব পিছনে ফেলিয়া, সব পাওয়া ও সব চাওয়ার দ্বন্দ্বকোলাহল দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া আমার কাছে ছুটিয়া আয়'—সেই আনন্দের আহ্বানে প্রিয়তমের আকর্ষণে প্রলুব্ধ হইয়া তন্ময়চিত্তে বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ব্রজগোপীগণ বৃন্দাবনের বনমাঝে ছুটিয়া আসিয়াছেন। যাঁহাকে পাইবার জন্য এত ব্যাকুলতা, এত তন্ময়তা ও এত উৎকণ্ঠা, তাঁহার অন্তর্ধানে তাঁহাকে হারাইয়া ব্রজগোপীগণ হৃতসর্ব্বস্বার ন্যায় কি অসীম বেদনা দুঃখই না অনুভব করিয়াছেন! কিন্তু আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া যখন তাঁহাদের পুঞ্জীভূত ব্যথা আকুল রোদনরোলে প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মস্থল আলোড়িত করিল, তখন ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে গোপীমণ্ডলীমধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের রাসরতিবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত রাসস্থলীতে সমবেত হইলেন। প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দকে পাইয়া তাঁহারা যেন মৃতদেহে প্রাণস্পর্শের চেতনা পাইলেন। যাঁহাকে না পাইয়া বিরহবেদনায় নয়নপ্রান্তে অঝোর ধারার প্লাবন জাগে, 'প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গ'—কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়, তাঁহাকে পাইলে সত্যই সকল ক্রন্দন থামিয়া যায়, সকল দুঃখ দূর হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে দেহ মন প্রাণ ও সকল ইন্দ্রিয়ে পুলকের স্পন্দন সঞ্চারিত হয়। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভ্যর্থনায় ও পরিচর্য্যায় আজ কতই না আনন্দভরে প্রেমপরিপাটী প্রকাশ করিতেছেন!

যমুনাপুলিনমধ্যে গোপীমণ্ডলীর মধ্যস্থলে কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত উত্তরীয় আসনে প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দকে উপবেশন করাইয়া ব্রজাঙ্গনাগণ তাম্বুল অর্ঘ্য প্রদানে তাঁহার সেবা করিলেন। প্রাণগোবিন্দ আজ তাঁহাদের প্রাণের অতিথি। সেই অতিথিবরের সেবায় নূতন করিয়া দিবার মত সামগ্রী তাঁহাদের কিছুই নাই, তাঁহারা সর্ব্বস্বই যে তাঁহার পদতলে বিলাইয়া দিয়াছেন। তবুও তাঁহারা স্বোপভুক্ত পুরাতন উত্তরীয় বাস আবার নূতন করিয়া প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে তথায় উপবেশন করাইয়া হাস্য সংলাপ ও বিবিধ নর্ম্মবচনে সেই প্রাণকান্তের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। যিনি অনঙ্গের উদ্দীপক কামবর্দ্ধক, সেই মদনমনোহর শ্রীকৃষ্ণের সম্বর্দ্ধনা করিতে গিয়া পরমপ্রেমবতী গোপযুবতিগণের অবশ্যই প্রেমভাব উদ্দীপিত হইল। তাই প্রিয়তমের সম্বর্দ্ধনায় তাঁহাদের শুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তিতে যে সলজ্জ ঈষৎ হাস্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছিল—মনে হয় উহা যেন প্রেমাস্পদের পূজার শুচি শুভ্র পুষ্প উপচার। তাঁহাদের লীলাচঞ্চল নয়নপ্রান্তে সেই অর্দ্ধস্মিত বদনকমলের হাস্যশোভা মিলিত হওয়ায় মনে হয় যেন তাঁহাদের নয়নযুগলের অঞ্জলিবন্ধে পূজার পুষ্পাঞ্জলি বিধৃত হইয়াছে। তাহাতে আবার ভ্রূবিলাসের মৃদুমধুর সঞ্চালন যুক্ত হওয়ায় পূজার পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপের যে চঞ্চলতা, তাহা তাঁহাদের ভ্রূবিলাসচ্ছলে যেন যথার্থই প্রকটিত হইয়াছে। ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রিয়সম্বর্দ্ধনার এই তত্ত্বটী পরিস্ফুট করিয়া 'বিশুদ্ধরসদীপিকা' টীকায় শ্রীমৎ কিশোরপ্রসাদ বিদ্বৎপাদ বলিয়াছেন—

হাসেন মন্দস্মিতেন সহিতং যল্লীলেক্ষণং তেন বিভ্রমন্তী যা ভ্রূস্তয়া। অত্র হাস্যস্য পুষ্পত্বং, লীলেক্ষণস্যাঞ্জলিবদ্ধত্বং, বিভ্রমদ্ভ্রুবঃ পরিভ্রামণত্বঞ্চাভিপ্রেত্য ততশ্চ পুষ্পাঞ্জলিদানং কৃতমিতি সূচিতম্। (বিশুদ্ধরসদীপিকা)

প্রিয়তমের পূজায় স্তুতিবচনে তাঁহার আরাধনা করিতে হয় সত্য, কিন্তু আসন, অর্ঘ্য, পুষ্প প্রভৃতি সাধন ব্যতীত কোনও পূজা নিষ্পন্ন হয় না। অতএব প্রেমপূজার্থিণী ব্রজরমণীগণ প্রথমতঃ নিজ নিজ পরিহৃত উত্তরীয়বাসে আসন রচনা করিয়াছেন। প্রেমপূজার জয়যাত্রায় মৃদুমধুর সলাজ হাসি, লীলাকুশল প্রেমোদ্দীপক চেষ্টাভঙ্গী, অনুরাগবিলসিত অপাঙ্গদৃষ্টি, অনিমিষ আঁখি-প্রসারণ, নয়নের বিলাসবিভ্রম এবং ভ্রূভঙ্গী সঞ্চালন —এই সকল প্রেমপরিপাটিবহুল উপচারের প্রয়োজন। অতএব প্রেমমার্গের রীতি অনুসারে প্রেমসম্পৎশালিনী ব্রজরমণীগণ তত্তৎ প্রেমোপচারে প্রিয়তম প্রাণগোবিন্দের পূজাসম্বর্দ্ধনায় পরমকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের কামবিবর্দ্ধন রূপ দর্শনে অনুরাগিণী ব্রজসুন্দরীগণের হৃদয়ে কামের উদ্দীপন অনুভূত হইল। অঙ্গাবয়বহীন যে কাম অনঙ্গ, সেও যেন আজ অঙ্গ লাভ করিয়া মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। অমূর্ত্ত যে পদার্থ—যাহার অবয়ব নাই এবং দেশকালপাত্রের সীমায় যাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না, তাহার উপাধিবর্জ্জিত প্রভাব কোনও নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে সমধিক ও সর্ব্বাতিশায়ী হইতে পারে না। এমন কি উহাকে বুঝিবার পক্ষেও অসুবিধা আছে। কিন্তু উহা যদি রূপসত্তায় বিভূষত হইয়া মূর্ত্ত বিগ্রহ বা আকার ধারণ করে, তাহা হইলে দেশ কালের সীমায় তাহাকে ধরিতে পারা যায়, জানিতে পারা যায়, এবং তাহার সবিশেষ প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। অতএব ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে যে কাম অনঙ্গ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, শ্রীকৃষ্ণদর্শনের লোকোত্তর কামোদ্দীপন প্রভাবে সে আজ সত্যই মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। প্রেমরসমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের অন্তরের সুগভীর কন্দরে অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কামবাঞ্ছা জাগরূক আছে। কোনও উর্ব্বর ক্ষেত্রের নিহিত বীজ মেঘধারার সলিলবর্ষনে যেরূপ অঙ্কুরিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ ব্রজগোপীগণের অন্তরের নিত্যনিহিত অনঙ্গ বা কাম, কামবিবর্দ্ধক শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে অথবা মনোহর রূপকান্তি দর্শনে চিরবর্দ্ধমান হইয়া প্রকাশ পায়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভবতঃ এই তত্ত্বটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভাগবতরসিক শ্রীশুকদেব 'অনঙ্গবর্দ্ধন' 'অনঙ্গদীপন' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও 'অনঙ্গজনন' পদের ব্যবহার করেন নাই। অনুরাগবতী শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণের হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে কামানুরাগের অন্তঃসলিল ফল্গুপ্রবাহের ন্যায় প্রতিনিয়তই বহিয়া চলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ-বিবর্দ্ধক মুরলীনাদের বিমোহন সঙ্গীতে উহাতে আজ কতই না প্লাবন জাগিয়াছে। মুরলীর সেই কামোদ্দীপক সুরগাথা শুনিয়া অনুরাগিণী ব্রজললনাগণ তন্ময়চিত্তে দলে দলে বৃন্দাবনের বনভূমিতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। সে বেণুগীতে কামোদ্দীপনের যে তীব্র প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল তাহার বর্ণনায় লীলাতত্ত্বরসিক শ্রীশুকদেব ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছেন—

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥

(শ্রীভাগবতম্ ১০।২৯।৪)

—রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সেই কামোদ্দীপনকারী বেণুগীত শ্রবণ করিয়া আকৃষ্টমনাঃ ব্রজবধূগণ ব্যস্তত্রস্ত ভাবে কেহ কাহারও গমনোদ্যম লক্ষ্য না করিয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে তাঁহাদের প্রাণকান্তের উদ্দেশ্য ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহাদের কর্ণের মণিকুণ্ডল গতিবেগে কতই না চঞ্চল হইয়াছিল।

বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস রাসলীলার অনঙ্গবর্দ্ধন বংশীগীতের আকর্ষণপ্রভাব বর্ণনায় শ্রীভাগবতের ভাব অনুসরণ করিয়া গাহিয়াছেন—

মুরলী গান পঞ্চম তান
কূলবতী চিত-চোরণী।
শুনত গোপী প্রেম-রোপি
মনহি মনহি আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কল লোলনী॥
বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর রেহ,
বাহে রঞ্জিত মঞ্জির এক
এক কুণ্ডল দোলনী।
শিথিল ছন্দ নীবি নিবন্ধ,
বেগে ধায়ত যুবতী বৃন্দ,
খসত বসত রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনী॥
তত হিঁ বেলি সখিনী মেলি,
কেহু কাহুক পথ না হেরি,
ঐছন মিলল গোকুল চন্দ,
গোবিন্দদাস বোলনী॥

(গোবিন্দদাস)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান শ্লোকে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দনের বর্ণনায় শ্রীশুকদেব তাঁহাকে 'অনঙ্গদীপন' বা কামবর্দ্ধক শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন। তাঁহার অনঙ্গদীপন মনোহর রূপশোভা দেখিয়া কে না প্রলুব্ধ হয়? বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রতি ভাবভঙ্গি, স্থিতিগতি বচন, বিচিত্র বিলাস বিভব ও প্রতি নর্ম্মভঙ্গি পরম মনোহর ও পরম লোভনীয়! শ্রীকৃষ্ণের সেই স্বাভাবিক হাসিমাখা বদনকমলে যখন অনুরাগবিমণ্ডিত কটাক্ষ সঞ্চালন দৃষ্টিগোচর হয়, তখন প্রতিক্ষণে নবনবায়মান কামের উদ্দীপনায় ব্রজললনাকুল যথার্থই অদম্য আশা লালসায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। যাঁহার ওষ্ঠচুম্বিত মুরলীর অব্যক্তমধুর কলতানে কামের উৎসমুখে উন্মাদনার স্রোতঃপ্রবাহ ছুটিতে থাকে এবং সেই স্রোতঃসলিলে ব্রজনারীর ধৈর্য্য ধর্ম্ম লজ্জা ভয় কূলশীলাদি ব্যাত্যান্দোলিত প্রবাহমুখে তৃণসম ভাসিয়া যায়—সেই নিখিল-সৌন্দর্য্যসার নর্ম্মকলাকুশলী সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের কামোদ্দীপক পরমলোভনীয় অনবদ্য অনুপম রূপ ও পরম মনোহর বিচিত্র বিলাসভঙ্গি দর্শনে পরম অনুরাগবতী ব্রজবনিতাগণের হৃদয়ে কতই না কামোন্মাদনার প্রবল প্লাবন ও অশান্ত আন্দোলন প্রকাশ পায়! সে মধুর গীত শুনিয়া এবং সে মধুর রূপ দেখিয়া কে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারে? কামশর-জর্জ্জরিত ব্রজগোপীগণ তাই ইতিপূর্ব্বে মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-সম্মোহিতার্য্য-চরিতান্ন চলেৎ ত্রৈলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

(শ্রীভাগবতম্ ১০।২৯।৪০)

—হে প্রিয়তম! ত্রিভুবনে এমন রমণী কে আছে যে তোমার এই পরমমধুর বেণুগীতের অমৃতকাকলী শুনিয়া এবং ত্রিভুবন-সৌন্দর্য্যসার তোমার এই আনন্দঘনতম মঙ্গলরূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়া আর্য্যধর্ম্ম ও আচারমর্য্যাদা হইতে বিচলিত না হয়? আহা! তোমার বেণুগীতে ও বিমোহন রূপে গাভী, পক্ষী, দ্রুমলতা ও পশুকূল প্রভৃতি নিখিল চরাচর পর্য্যন্ত পরম পুলকে কণ্টকিত হয়!

শ্যামনাগরের অনুপম রূপশোভায় নিখিল জগতজনের মন বিচলিত হইয়া যায়। অতএব অবলাগণের কথা আর কি বলিবার আছে? বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ দাস সেই রূপের বর্ণনায় গাহিয়াছেন—

মৌলি-মিলিত শিখিশিখণ্ড, চলকুণ্ডল ললিত গণ্ড;
জলধর জনু ডগমগ তনু জগজন মনোহারি।
মদন-সদন বদন-ইন্দু, নিরখি যুবতি হৃদয়সিন্ধু,
ছল ছল দিঠি জল ছলে কি এ, উছলি পড়ত বারি॥
খঞ্জন গতি গরব ভঞ্জ, অঞ্জনযুত নয়ন-কঞ্জ;
অবিচল-কুল কুল-যুবতিক, কুল টলমলকারী!
হেরি অপরূপ রূপকূপ, নিরুপম রস-রসিক ভূপ;
কো হেন ধনি ধরব ধৈরজ, ধরিত্রি ধরি এ পারি॥
সুর-পুর বধূ পড়ল ধন্দ, সঘন খসত নীবিনিবন্ধ;
মনমথ মন-মথন মুরতি, নিরখি বদন কারী।
যাক লখিমী করত আশ, জগদানন্দ নবীন দাস;
রাতুল থল, জলরুহদল, পদতল বলিহারি॥

(জগদানন্দ দাস)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রীতিরসমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের অনঙ্গদীপক মদনমোহন রূপ দেখিয়া অবলা ব্রজগোপীগণ শতকোটিগুণ বিবর্দ্ধিত কামলীলাবিভ্রম প্রকাশ করিতেছেন। পরমবিনোদবর রাসরসরাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি-অঙ্গভঙ্গীতে অনঙ্গের উন্মাদনা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার কুটিল কটাক্ষে কত শত শত কুলবতী যুবতি কুলের অভিমানে জলাঞ্জলি দেয়। তাঁহার ভ্রূভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় যেন মদনের ধনুঃ বঙ্কিমভঙ্গিমায় কুসুমশর নিক্ষেপে উদ্যত হইয়াছে। গোবিন্দদাসের বর্ণনায় দেখিতে পাই—

পীরিতি-মূরতি বরদাতা।
প্রতি অঙ্গে অখিল অনঙ্গ সুখ সায়র
নায়র নিরমিল ধাতা॥

(গোবিন্দ দাস)

গোবিন্দদাস সেই রূপ বর্ণনায় আরও বলিয়াছেন—

শ্যামরু অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
ললিত ত্রিভঙ্গধারী॥
ভাঙ বিভঙ্গিম রঙ্গিম চাহনী
রঙ্গিণী নয়নে নেহারি॥

(গোবিন্দ দাস)

অতএব অনঙ্গতরঙ্গিম সেই সুললিত শ্রীকৃষ্ণরূপ দেখিয়া রাসরসনায়িকা ব্রজললনাগণ পরমপ্রিয়তম প্রাণ-গোবিন্দের সম্বর্দ্ধনা করিতে গিয়া কামোদ্দীপিত হৃদয়ে অর্দ্ধস্ফুট সুমধুর হাসি, বিচিত্র লীলাবিলাস, কটাক্ষভঙ্গীসহ নানা রভসরঙ্গ ও সপ্রেম নর্ম্মবাদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

অনঙ্গ শব্দের 'কাম' অর্থই সর্ব্বজনবিদিত। স্ত্রীপুরুষের মিলনেচ্ছা বিশেষকেই কাম শব্দে ব্যবহার করা হয়। অতএব ব্রজলীলায় একমাত্র গোপরমণীগণের মধুরাখ্য প্রীতিকেই কাম বলা যাইতে পারে। কারণ ব্রজলীলায় একমাত্র তাঁহারাই ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত বিবিধ স্ত্রীপুরুষ-জনোচিত কেলি বিহারাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু গোপরমণীগণের কাম স্ত্রীপুরুষ মিলনবিষয়ক হইলেও তাহা একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অপ্রাকৃত মিলন বিলাসের পরিচায়ক বলিয়া উহা সাধারণ প্রাকৃত কাম নহে। শ্রীকৃষ্ণ সকল আত্মার আত্মা—"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্" (শ্রীভগবতম্ ১০।১৪।৫৪)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দৃষ্ট হয়—

আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংশ। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২০।১৩৬)

সুতরাং মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সর্ব্বপ্রকাশী প্রভার প্রভাবে যেমন প্রদীপপ্রভার কার্য্যকারিতা প্রকাশ পায় না, সেইরূপ আত্মার আত্মা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাভিলাসে আত্মার কোনও পৃথক্ বাঞ্ছা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা থাকে না বলিয়াই উহা প্রেম নামে অভিহিত। ব্রজগোপীর সে প্রেম অতি মহৎ, অতি গভীর ও অতি সুন্দর। সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসুখই কামনা করিয়াছেন। কৃষ্ণসুখের নিমিত্তই তাঁহাদের সকল চেষ্টা ও উদ্যম। তাই তাঁহাদের আনন্দস্বরূপ রসানুভূতির মধ্য দিয়া পবিত্র প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়। ইহাই মাধুর্য্যভাবের তাৎপর্য্য। এই পবিত্র প্রেমের বিবরণ প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য। কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার। কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের বহুস্থলে গোপীপ্রেম প্রসঙ্গে 'প্রেম' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া শ্রীশুকদেব 'কাম' 'অনঙ্গ' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু উহাকে জীবজগতের প্রাকৃত কাম মনে না করিয়া অপ্রাকৃত পবিত্র প্রেম বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে, কারণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধনে যাঁহারা মহাধনী, তাঁহারা প্রেমকেই কামের ন্যায় ব্যবহার করেন; বিশেষতঃ গোপীগণের প্রেম নানাশাস্ত্রে কাম নামে কথিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে গৌতমীয় তন্ত্রের বচনে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্। ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ (গৌতমীয়তন্ত্রম্)

—গোপীগণের প্রেমই কাম নামে সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি পাইয়াছে, উদ্ধব প্রভৃতি নিষ্কাম ভক্তগণ প্রেমবতী গোপললনাবৃন্দের এই জারভাবময় কামামৃতসিন্ধুর বিন্দুমাত্র পাইবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। ভাবগদগদ কণ্ঠে নিষ্কাম ভক্ত উদ্ধব কতই না ব্যাকুলতা নিবেদনে প্রার্থনা করিয়াছেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপিগুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজ স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্ব্বিমৃগ্যাম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৭।৬১)

—যে সকল পরমপ্রেমবতী গোপাঙ্গনাগণ পতি, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন ও দুস্ত্যজ লোকধর্ম্ম এবং আর্য্যানুশীলিত পথ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববেদবেদ্য শ্রীগোবিন্দের চরণপদ্মসেবায় রত হইয়াছেন, আমি যেন সেই গোপললনাবৃন্দের চরণরেণুস্পৃষ্ট গুল্মলতা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের পুণ্যভূমিতে অবস্থান করিতে পারি।

অতএব আনন্দচিন্ময়রসস্বরূপ পরমপ্রেমবর্দ্ধক শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রূপমাধুরী দর্শনে ব্রজগোপীগণের হৃদয়স্থিত স্বভাবসিদ্ধ প্রেম বিবর্দ্ধিত হইয়া পরমপ্রেমরসময় রাসকেলির উপকরণরূপে পরিণত হইল। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অনঙ্গদীপন স্বভাব বশতঃই গোপীগণ কোটিকোটি অনঙ্গমোহন ব্রজরাজনন্দনের সহিত রাসরঙ্গ আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী 'অনঙ্গদীপন' শব্দের এক অনন্যসাধারণ অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া 'বৃহৎক্রমসন্দর্ভ' টীকায় বলিয়াছেন—

অনঙ্গদীপনং ন অঙ্গোঽনঙ্গঃ অঙ্গীতি যাবৎ তৎ প্রেম তস্য দীপনম্ (বৃহৎক্রমসন্দর্ভঃ)

—অনঙ্গদীপন অর্থাৎ যাহা কামকলারূপ অঙ্গ নহে, কিন্তু অঙ্গী যে-প্রেম—তাহার উদ্দীপক। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে সেই প্রেমরসেরই প্লাবন জাগিয়া উঠে। উহাতে জাগতিক প্রাকৃত কামকলার প্রেরণা সূচিত হয় না। অতএব প্রেমপূজার্থিণী ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছামূলক প্রেমেরই উপচারে ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভ্যর্থনা করিলেন।

কিন্তু স্তুতিবচন ব্যতীত কোন আরাধনা নিষ্পন্ন হয় না। তাই লীলারসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব শ্লোকের পরবর্ত্তী অংশে উহাই বর্ণনা করিতেছেন। পরমপ্রেমবতী ব্রজললনাগণ শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল করকমল ও চরণপদ্ম তাঁহাদের কোমল অঙ্কপ্রদেশে স্থাপন করিয়া সম্বাহনপরিচর্য্যা প্রসঙ্গক্রমে উহার প্রশংসা করিয়া যেন বলিতে লাগিলেন—প্রিয়তম! তোমার সুশীতল সুকোমল করচরণের কি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা! উহার স্পর্শমাত্রেই আমাদের হৃদয়ের পূর্ব্ববিরহজন্য তাপজ্বালা নিঃশেষে দূর হইল। পূর্ণচন্দ্রের সুশীতল স্নিগ্ধ কিরণমালায় যেরূপ প্রখরতপ্ত বনানীর সন্তাপ অপনোদিত হয়, সেইরূপ আজ পরম-আহ্লাদক তোমার সুশীতল করচরণ স্পর্শে আমাদের বিরহতপ্ত দেহবল্লরীতে পরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তির স্পর্শ মিলিল। স্বভাব-সুললিত তোমার স্নিগ্ধ করচরণ স্পর্শে মনে হয় তুমি বুঝি কোনও দিন সন্তাপদুঃখ অনুভব কর নাই। হৃদয়ের সন্তাপ জ্বালার গ্লানি যে কি মর্ম্মন্তুদ তাহা তুমি বোধ হয় জান না—আর তাহা জান না বলিয়াই বোধ করি আমাদের বিরহদুঃখে সাড়া না দিয়া এমন নিষ্ঠুরভাবে এতক্ষণ অন্তর্হিত ছিলে! যদি বিরহ-দুঃখের মর্ম্মন্তুদ বেদনার গ্লানি বুঝিতে, তাহা হইলে কখনই এই গভীর দুঃখসিন্ধুতে আমাদিগকে ভাসাইয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতে না! কিন্তু তোমার কোনও দোষ নাই। কারণ দুঃখসন্তাপে যে জন অনভিজ্ঞ সে কেমন করিয়া বুঝিবে দুঃখের কি জ্বালা? কারণ—

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?

ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবসুললিত করচরণের শীতল গুণগ্রামের প্রশংসাচ্ছলে তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বকৃত নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিও ইঙ্গিত করিতেছেন। কারণ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার সুমধুর বেণুগীতে আকর্ষণ করিয়া গোপললনাবৃন্দকে গভীর বনমধ্যে বিরহদুঃখের উদ্বেল সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন—সে নির্দ্দয় আচরণের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় অবশ্যই তাঁহাদের মনে ঈষৎ প্রণয়কোপ জাগরিত হইয়াছিল। তাহারই অভিব্যঞ্জনা তাঁহাদের ভ্রূকুটীকুটিল কটাক্ষক্ষেপে কথঞ্চিৎ রূপায়িত হইয়াছে। কারণ যাহাকে দেহ-প্রাণ-মন সর্ব্বস্ব দিয়া অগাধনির্ভর প্রেমভরে ভালবাসা যায়, যাহার জন্য ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, লজ্জা, কুল, শীল, মানভয়াদি পরিত্যাগ করা যায়, তাহার আচরণে সহৃদয়তার বা সমবেদনার সম্পর্ক না থাকিলে সত্যই অভিমান ক্ষোভ প্রকাশ পায়। অতএব ভ্রূকুটীকুটিল দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চালনে সেই ঈষৎ প্রণয়কোপ আজ অভিব্যক্ত হইল। তথাপি প্রণয়কলারসিকা গোপাঙ্গনাগণ নানা পরিহাসপ্রচ্ছন্ন আচরণে শ্রীকৃষ্ণের করচরণস্পর্শের সেবা পরিচর্য্যায় ও স্তুতিপরিপাটীময় চাটুবচনভঙ্গী দ্বারা সেই ঈষৎ উদ্বুদ্ধ কোপভাব গোপন করিয়া নানা নর্ম্মবচনে প্রাণকোটিপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের প্রীতিবিধানই করিলেন।

ব্রজগোপীগণ প্রণয়কোপ গোপন করিয়া যে সেবাপরিচর্য্যা ও চাটুবচন বিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহাতে ভক্তিরসশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে অবহিত্থা নামক সঞ্চারীভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে—

অনুভাবপিধানার্থোঽবহিত্থা ভাব উচ্যতে। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত বচনম্)

—অন্তরের যে অনুভার—তাহাকে গোপন রাখিবার জন্য আচরিত ভাবকেই অবহিত্থা বলে। বাহিরে অন্য ভাব প্রকটিত করিয়া প্রকৃত মনোভাব গোপন করার নামই অবহিত্থা। উহাতে তিন প্রকার ভাব বর্ত্তমান—হেতু, গোপ্য ও গোপন।

হেতুঃ কশ্চিদ্ ভবেৎ কশ্চিদ্ গোপ্যঃ কশ্চন গোপনঃ।
ইতি ভাবত্রয়স্যাত্র বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, দক্ষিণবিভাগে ৪র্থ লহর্য্যাম্)

—যাহার বশবর্ত্তিতায় প্রকৃত মনোভাব গোপন করা হয় তাহাকে হেতু বলে; যাহা গোপন করা হয়, তাহা গোপ্য এবং যাহা দ্বারা গোপন করা হয় তাহা গোপন ভাব। বর্ত্তমান শ্লোকের বিবরণে ব্রজগোপীগণের ভ্রূভঙ্গি দ্বারা অভিব্যক্ত প্রণয়কৌটিল্যই হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট, ও তাঁহাদের অসূয়াময় ঈষৎ উদ্বুদ্ধ কোপভাব গোপ্য, এবং করচরণস্পর্শ ও প্রশংসাবচনের দ্বারা কোপভাব গোপন করা হইয়াছে বলিয়া ব্রজগোপীবৃন্দের সেই সকল আচরণকেই 'গোপন' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে॥ ১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ।

ভজতোঽনু ভজন্ত্যেকে এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—ভোঃ (প্রাণবন্ধো কৃষ্ণ) একে (জনাঃ) ভজতঃ (ভজনং কুর্ব্বতঃ জনান্) অনুভজন্তি (অনুবর্ত্তন্তে তদ্ভজনানুসারেণ ভজন্তীত্যর্থঃ) একে (জনাঃ) এতদ্বিপর্য্যয়ং (যথা ভবতী তথা অভজতোঽপি তদ্ভজনানপেক্ষং ভজন্তি) অন্যে (তু জনাঃ) উভয়ান্ (ভজতঃ অভজতশ্চ ন ভজন্তি) এতৎ (প্রশ্নত্রয়ং) সাধু (যথা স্যাত্তথা) ব্রূহি (তে তে জনাঃ কে কিং বা তেষাং ফলং তৎ সর্ব্বং বিবিচ্য কথয় ইত্যর্থঃ)॥ ১৬

মূলানুবাদ।—গোপীগণ বলিলেন—'হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি ভজনাকারী প্রাণিগণকে তাহাদের ভজনানুসারে ভজন করিয়া থাকে; কেহ কেহ বা ইহার বিপরীত আচরণ করে। আবার কেহ কেহ কি ভজনকারী কি অভজনকারী এই উভয়প্রকার ব্যক্তিকেই ভজনা করে না, ইহার স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দাও॥১৬

শ্রীধরটীকা।—তত্র ভগবতোঽকৃতজ্ঞতাং তদ্বচনেনৈবোপপাদয়িতুকামা গূঢ়াভিপ্রায়া লোকবৃত্তান্তমিব পৃচ্ছন্তি ভজত ইতি। ভজতঃ প্রাণিনঃ অনু অনন্তরং কেচিদ্ভজনানুসারেন ভজন্তি কেচিদেতদ্বিপর্য্যয়ং যথা ভবতি তথা তদ্ভজনানপেক্ষম্ অভজতোঽপি ভজন্তি অন্যে তু নোভয়ানিতি॥ ১৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ সেয়ং পরিপাটিঃ স্বত্যাগপরিহারার্থমেব তাভিঃ কৃতেতি বোধয়ন্নাহ গোপ্য ঊচূরিতি। তত্র চৈতদিতি উভয়ান্ ভজতশ্চাভজতশ্চ ন ভজন্তীত্যন্তং প্রশ্নত্রয়ম্। সাধু যথা স্যাত্তথা ব্রূহীত্যর্থঃ। তে তে কে? কিং বা তেষাং ফলং? তৎ সর্ব্বং বিবিচ্য কথয়েত্যর্থঃ। ভো ইতি সম্বোধনেনাবধাপয়ন্তি। স্বস্মিন্ দোষপর্য্যবসানশঙ্কয়া তস্য মনোঽনভিনিবেশানুকরণাৎ॥ ১৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বাধ্যায়ের বিবরণে দেখা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হইয়া গোপীদিগকে বিরহের তীব্র দাবদাহে সন্তাপিত করিয়াছেন। দেহ মন প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ঐকান্তিক প্রেমভরে তাঁহারা প্রাণপ্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দনের অঙ্গসঙ্গলালসায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দ সহসা অন্তর্হিত হওয়ায় তাঁহাদের সে আকুল প্রেমসাধে পরমতম বাধা ও অন্তরায় উপস্থিত হইল। ফলে পরমপ্রেমবতী ব্রজগোপীগণ অভিমান সন্তাপে অতিশয় অন্তর্দগ্ধা, নিদারুণ মর্ম্মন্তুদ বিরহদুঃখে দুঃখিতা ও মৃতকল্পা এবং প্রণয়কোপে বড়ই অধীরা হইয়াছিলেন। অনন্তর প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাবৃন্দের সকাতর আহ্বানে কৃপাভরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। সত্য বটে হারানিধি প্রাণগোবিন্দকে পুনরায় ফিরিয়া পাওয়ায় তাঁহাদের হৃদয়ের বিরহদুঃখ দূর হইয়াছে এবং প্রাণের প্রাণকে লাভ করিয়া আনন্দের হিল্লোল স্পর্শে সঞ্জীবনী চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে। নয়নসম্মুখে তাঁহাদের মদনমোহন সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অনুপম রূপ দর্শনে এবং তাঁহার সুশীতল করচরণের সেবা পরিচর্য্যায় তাঁহারা অসীম আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছেন। তথাপি অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে পূর্ব্বসঞ্চিত প্রণয়কোপ ও অভিমানের ধূমায়িত বহ্নি এখনও অস্ফুটরূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। বাহিরের পরিহাসপ্রচ্ছন্ন আচরণে সেই নিগূঢ় মনোভাব তাঁহারা গোপন রাখিতেছেন সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষনিক্ষেপে উহা ঈষৎ অভিব্যক্ত হইতেছে। বর্ত্তমান শ্লোকে গোপললনাবৃন্দের ভাষানির্ব্বাচনের ছিদ্রপথেও আজ অন্তরস্থ সেই সুগুপ্ত প্রেমাভিমানের কথঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ ঘটিল। পরমপ্রেমবতী ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের অগাধনির্ভর প্রেমে অচঞ্চল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রেমের ভগবদ্বিজয়ী স্পর্দ্ধায় তাঁহাদের প্রাণবল্লভকে পরমপ্রেমাধীন বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু হায়! তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট হইতে বিনিময়ে এইরূপ নিষ্ঠুর ও অকৃতজ্ঞ আচরণ লাভ করায় তাঁহাদের সে প্রেমবিশ্বাসে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছে। তাই সহৃদয়তাহীন কঠিনপ্রাণ প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে অভিমান উৎকণ্ঠায় তাঁহারা দুই কথা শুনাইবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিলেন। শ্রীভগবানের উপর যাঁহাদের অকপট প্রেমের স্পর্দ্ধা আছে, যাঁহারা অকৃত্রিম প্রেমভরে শ্রীভগবানের পদে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে একান্ত আপনার বলিয়া মনে করিতে পারেন, শ্রীভগবানের নিকটে তাঁহাদের লজ্জা ভয় সঙ্কোচের কণিকামাত্র সংশয় গন্ধও থাকে না—তাঁহারা যে প্রণয়াভিমানবশতঃ শ্রীভগবানের অকৃতজ্ঞতার প্রতি ধৃষ্টতা প্রকাশে কটাক্ষ করিবেন—তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তাই বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা স্বভাব সম্ভাবনা করিয়া গোপরমণীগণ প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দকে প্রহেলিকা ভঙ্গিতে এক কূট প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলেন।

অকৃত্রিম প্রেমভরে ব্রজগোপীগণ শ্রীব্রজরাজনন্দনকে একান্তভাবে ভালবাসিয়া থাকেন। কিন্তু কঠিনহৃদয় বঞ্চনস্বভাব ব্রজরাজনন্দন তাহার কোনও প্রতিদান দেন না—বরং অবলা গোপরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ দিতেই তিনি ভালবাসেন। অতএব তাঁহাদের সকলেরই মনের অভিপ্রায় যে—'একবার নিষ্ঠুরহৃদয় ব্রজেন্দ্রনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব যে সে কেমন ও কি তাহার স্বভাব? তাহাকে আমরা এত ভালবাসি, অথচ সে আমাদিগকে উপেক্ষা করে! আজ তাহাকে এমন প্রশ্ন করিব যাহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া বচনকলাকুশলী চতুরশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণকেও ধরা পড়িতে হইবে এবং নিজমুখে আপনার অকৃতজ্ঞতা স্বভাব প্রকাশ করিতে হইবে।' সমপ্রাণা গোপীবৃন্দের সকলের হৃদয়েই এই একই মর্ম্মাভিলাষ। এক সুরে যাঁহাদের হৃদয়তন্ত্রী বাঁধা তাঁহাদের মর্ম্মব্যথার একটী আঘাতে একই সুরঝঙ্কার বাজিয়া ওঠে। অতএব গোপীগণ সকলেই একবাক্যে একই মর্ম্মের কথা ব্যক্ত করিয়া সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে মহাপ্রাজ্ঞ ব্রজরাজনন্দন! দেখ, আমাদের মনে একটী প্রশ্ন জাগিয়াছে। তুমি যথারীতি উত্তর দিয়া আমাদিগকে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও। বলিতে পার—কোন্ প্রকার লোক ভজনা করিলে ভজনা করে অর্থাৎ ভালবাসিলে ভালবাসে, আবার কোন্ প্রকার লোক ভাল না বাসিলেও ভালবাসে? বলিতে পার আর কোন্ প্রকার লোক জগতে আছে যে ভজিলেও ভজে না, না ভজিলেও ভজে না?' ব্রজগোপীগণের ইহাই মনের অভিপ্রায় যে এই প্রহেলিকা-প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে উদাহরণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেও কোনও না কোনও একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ও তাহা হইলে তাঁহার নিজমুখে আপনার অকৃতজ্ঞতার পরিচয়ই প্রকাশ পাইবে। কারণ তাঁহাকে যখন এমনভাবে ভজনা করিয়াও ব্রজগোপীগণ তাঁহার প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে নাই. অতএব তিনি নিশ্চয়ই অকৃতজ্ঞ।

ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক প্রেমোপচারে অভ্যর্থিত ও সমাদৃত হইয়া ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ তাঁহাদের উত্তরীয় বসনাঞ্চলে উপবিষ্ট হইয়া মৌনাবলম্বনে নীরব ছিলেন। তাহাতে ব্রজগোপীগণ ইহাও সম্ভাবনা করিয়াছেন যে হয় তো বা তাঁহাদের সেবাপরিচর্য্যায় তিনি অন্যমনস্ক রহিয়াছেন। কিন্তু এই প্রহেলিকা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইতে হইলে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। তাই যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কথায় সবিশেষ মনোযোগের সহিত কর্ণপাত করেন সেই উদ্দেশ্যে সুচতুরা ব্রজগোপীগণ "ভোঃ" 'ওহে'—এই সম্বোধনে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া তাঁহাদের প্রশ্ন-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

সত্য বটে রসঘনস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিকশিরোমণি। তথাপি তাঁহার আচরণের ইয়ত্তা নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। এমন কি তাঁহার পরমপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণের মনেও সংশয় প্রশ্ন জাগে যে তাঁহার প্রেম সোপাধিক না নিরুপাধিক, অথবা তিনি তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন কিংবা দ্রোহপরায়ণ? এক একটী করিয়া তাহারই বিশ্লেষণে ব্রজগোপীগণ আজ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেই স্বভাব বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াও নিজমুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে তথ্য ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেই প্রহেলিকা প্রশ্নে তাহার উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। লৌকিক জগতেও দেখা যায়, প্রেমিক কখনও প্রেমার্থিনী প্রেয়সীকে দুঃখ দিতে চান না, বরং প্রীতির বিনিময়ে প্রীতিব্যবহারই দেখাইয়া থাকেন এবং পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও প্রেমব্যবহারের নিত্য দান-প্রতিদান চলিতে থাকে। সে প্রীতিতে নিমিত্ত-সম্বন্ধ আছে সত্য—ভালবাসার মূল্য দিয়া ভালবাসা পাইতে হয় ইহাও সত্য, কিন্তু সে ভালবাসায় উপেক্ষা বা দ্রোহ নাই, অভীষ্টসিদ্ধিই তাহার চরম লক্ষ্য। সেই নিমিত্তই ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা প্রদর্শিত হয় এবং উহাই সোপাধিক প্রীতি। কিন্তু হায়! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা তো তেমন নহে! সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজাঙ্গনাগণ কতই না তাঁহাদের প্রাণ-প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দকে ভালবাসিয়াছেন—অগাধনির্ভর প্রেমসেবায় সেবা করিয়াছেন, কিন্তু বিনিময়ে প্রেমভালবাসা দূরে থাক—পাইয়াছেন অশেষ দুঃখজ্বালা! এমন কি প্রাণান্তকর বিরহসন্তাপে দগ্ধই হইয়াছেন। অতএব নিষ্ঠুর-শিরোমণি শ্রীগোবিন্দের সেই কঠোরতম আচরণে সোপাধিক প্রেমের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই।

আবার যে-প্রেম কোন কারণ বা নিমিত্তকে অপেক্ষা করে না, ভালবাসাই যাহার স্বভাব, অপরে না ভালবাসিলেও যাহাতে ক্ষতি নাই, নিজে নিরন্তর ভালবাসিয়াই যে-প্রেম নিত্যস্ফূর্ত্ত—সে প্রেমই বা তাঁহাতে কোথায়? ব্রজাঙ্গনাগণ একটী একটী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আচরণ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কৈ সে নিঃস্বার্থ নিরুপাধিক প্রীতিই বা তাঁহাতে কোথায়? যদি সত্যসত্যই তাঁহাদের প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দ অকপটে তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদের ভালবাসা না পাইলেও তাঁহার ভালবাসা যদি নিত্যনবায়মান রহিত, তাহা হইলে তাঁহাদের দুঃখে কি তিনি এতটুকুও চঞ্চল হইতেন না? ঘোরতম নিশাকালে গভীর অরণ্যমধ্যে অসহায়া অবলাবৃন্দ কতই না আকুলি-ব্যাকুলি করিয়াছেন—দরদরধারে হা প্রাণনাথ! বলিয়া সকাতরে ক্রন্দন করিয়াছেন! কিন্তু হায়! সেই মর্ম্মভেদী রোদনরোল শুনিয়াও তাঁহার নয়নপ্রান্তে সমবেদনার অশ্রু ত' প্রবাহিত হয় নাই! ইহাই কি নির্হেতু প্রেমের লক্ষণ? অতএব কেমন করিয়া তাঁহারা বলিবেন যে শ্রীগোবিন্দের প্রেম নিরুপাধিক? সত্যই তাঁহার আচরণ অবলা গোপীবৃন্দের দুর্ব্বোধ্য। তাই ব্রজগোপীগণ প্রহেলিকা প্রশ্ন করিয়া তাঁহার যথার্থ স্বরূপ জানিবার জন্য আজ এমনতর ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন।

তবে কি তিনি তাঁহাদের প্রতি উদাসীন? কিন্তু ঔদাসীন্যই বা তাঁহাতে কিরূপে সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি উদাসীন সে অপরের ভালমন্দ বা সুখদুঃখ কোন কিছুতেই আসক্ত নহে—সে সত্যই সর্ব্বতোভাবে উদাসীন বা নিরপেক্ষ থাকে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আচরণে নিরপেক্ষ স্বভাবেরই বা কি পরিচয় পাওয়া যায়? তিনিই তো সুমধুর বংশীনাদে তাঁহাদিগকে গভীর অরণ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন এবং তাঁহার রসঘন সুমধুর শ্রীমুখকান্তি ক্ষণেকের জন্য দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণপরায়ণা ব্রজাঙ্গনাগণের অসীম সুখ বিধান করিয়াছেন, আবার তাঁহারই অদর্শনের বিরহব্যথায় তাঁহাদিগকে অসীম দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন। এই কি উদাসীন স্বভাবের পরিচয়?

তবে কি স্বভাবনিষ্ঠুর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণের নিত্যদ্রোহী। তাহাই বা কিরূপে সম্ভব? কৈ, সর্ব্বদার জন্য তো তিনি দ্রোহভাব প্রকাশ করেন না? আবার দ্রোহপ্রকাশের হেতুই বা কি? সেরূপ বৈর আচরণের কারণই বা কি? ব্রজগোপীগণ প্রেমোপচারে তাঁহাকে নিত্য পূজাই করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের প্রেমসর্ব্বস্ব প্রাণ-গোবিন্দের প্রতি কোনদিনই তো তাঁহারা বিরোধিতা করেন নাই—যাহার বিনিময়ে এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া সম্ভব? অতএব তাঁহার এই দ্রোহ নিশ্চয়ই কোন কারণসম্ভূত নয়। তবে এই দ্রোহ কিরূপ? না—হৃদয়ের অগাধ বিশ্বাসে যাঁহারা তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই চিরবিশ্বস্ত সুহৃজ্জনের প্রতি অবশ্যই ইহা স্বভাবসিদ্ধ জিঘাংসারূপ বিশেষ প্রকারের দ্রোহ। কিন্তু তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দের প্রতি এমন নিষ্ঠুরতার ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাসঘাতকতার নিদারুণ অভিযোগ করিতে অবলা ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে। সে নিদারুণ অভিযোগ কিরূপে তাঁহারা নিজমুখে প্রকাশ করিবেন? তাই প্রশ্নভঙ্গীতে তাঁহারা এমন কথা বলিলেন যাহার উত্তর দিতে গিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে সেই নিজ স্বভাব নিজমুখেই প্রকাশ করিতে হইবে।

ব্রজগোপীগণের হৃদয়ের এই অভিসন্ধির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় বিশদভাবে কলিয়াছেন—

অত্র তাভিঃ প্রতি স্বমনস্যেবং বিচারিতম্।—অস্য যদয়ং প্রেমিমুকুটমণিরপ্যস্মানেবং দুরবস্থামলম্ভয়ৎ তত্রায়মেবং প্রষ্টব্যঃ। ভোঃ কৃষ্ণ! তবাস্মাসু প্রীতিরৌদাসীন্যং দ্রোহো বেতি ত্রয়ঃ পক্ষাঃ সম্ভাব্যমানা অপি বিচারতো ন ঘটন্তে। তত্র প্রীতিঃ সোপাধির্নিরুপাধির্ব্বা? নাদ্যা, সোপাধিপ্রীতিমান্ কিল স্বকামসম্পাদক জনাননুরঞ্জয়ত্যেব ন তু বিরঞ্জয়তি। ত্বং তু অস্মান্ স্ববিরহাগ্নৌ অধাক্ষীরেব বধার্থম্। নাপি পরা, নিশি ঘোরবনমধ্য এবাস্মত্ত্যাগাদস্মৎকষ্টদ্রষ্টুরপি তব ক্লমানুৎপত্তেশ্চ। নাপ্যৌদাসীন্যম্, অস্মৎসুখদুঃখ-সাধকত্বদর্শনাৎ। নাপি দ্রোহঃ, স কিং শাশ্বতিকঃ প্রাতিকুল্যনিবন্ধনো বা? নাদ্যঃ, তথা দর্শনাভাবাদেব। নাপি দ্বিতীয়ঃ, অস্মাসু তৎপ্রাতিকুল্যাভাবাৎ, কিন্তু আশ্বস্তপরিচারক-জিঘাংসালক্ষণো বিলক্ষণো যঃ কশ্চন দ্রোহস্তস্যৈবোদাহরণীভবতা ভবতা ভূয়ত ইত্যাদিকং স্বমুখেনাস্মাভিঃ স্ফুটং ন বাচ্যং, কিন্তু প্রহেলিকাভঙ্গ্যা তথা কিঞ্চন প্রষ্টব্যং যথায়মেব যথার্থতয়া তৎপ্রত্যুত্তরং দদান এতদাদিকমর্থং ব্যাচক্ষীতেতি। (সারার্থদর্শিনী টীকা)

—আজ ব্রজাঙ্গনাগণ সকলেই নিজ নিজ মনে বিচার করিতে লাগিলেন—যখন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিকমুকুটমণি হইয়াও তাঁহার প্রেমার্থিনী প্রেয়সীগণের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছেন—তখন ইঁহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিব—'হে কৃষ্ণ! আমরা বুঝিতে পারি না যে আমাদের প্রতি তোমার প্রীতি অথবা ঔদাসীন্য কিংবা দ্রোহভাব বিদ্যমান? এই তিনটির কোন একটির সম্ভাবনা করিয়াও প্রকৃত বিচারে কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আবার একটি সন্দেহ—সেই প্রীতি সোপাধিক বা নিরুপাধিক? সহেতুক যে প্রেম তাহাতে প্রীতিমান্ ব্যক্তি নানাপ্রকারে স্বকামপূরক প্রিয়জনের মনোরঞ্জনই করিয়া থাকেন, কখনও তাঁহাদের হৃদয়ে বিরাগ জন্মাইবার সুযোগ দেন না। কিন্তু হে নিষ্ঠুর! তুমি আমাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত তোমারই নিজ বিরহানলে আমাদিগকে দগ্ধ করিয়াছ। অতএব তোমার সোপাধিক (সহেতুক) প্রীতির কোনই পরিচয় আমরা পাই না। আবার, আমাদিগের প্রতি তোমার নিরুপাধিক (অহেতুক) প্রেমও নাই। তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে, হায়! ঘোরতর বনমধ্যে নিশিযোগে এই অসহায়া অবলাবৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কখনই যাইতে পারিতে না এবং আমাদের দুঃখে নিশ্চয়ই তোমার হৃদয়ে অন্ততঃ সমবেদনার দুঃখও জাগরিত হইত। কিন্তু তোমার হৃদয়ে যখন সেরূপ অনুভূতি নাই, তখন কি প্রকারেই বা বলিব যে আমাদিগের প্রতি তোমার নিরুপাধিক প্রীতি বিদ্যমান? আবার আমাদিগের প্রতি তোমার ঔদাসীন্যই বা কিরূপে বুঝিব? যে ব্যক্তি প্রকৃত উদাসীন সে অপরের ভালমন্দ সুখদুঃখ কোন কিছুতেই লিপ্ত হয় না। কিন্তু তুমি আমাদিগের সুখদুঃখ—এই উভয়ই বিধান করিয়া থাক। তাহাতে কেমন করিয়াই বা তোমাকে উদাসীন বলিব? যদি বলি, আমাদিগের প্রতি তোমার দ্রোহভাব বিদ্যমান, তাহা হইলে বলিতে হয়—সেই দ্রোহ কি নিত্য বা কোনও বিরোধিতারূপ নিমিত্তসাপেক্ষ। নিত্যদ্রোহ সম্ভব নয়, কারণ সর্ব্বদা উহা দৃষ্ট হয় না। আবার যদি বলি, বিরোধিতা নিবন্ধন দ্রোহ, তাহা হইলে উহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, আমাদিগের প্রতি সেরূপ বিরোধিতার নিশ্চয়ই কোন হেতু নাই। তবে নিশ্চয়ই ইহা সেইরূপ দ্রোহ যাহাতে আস্থাশীল পরিচর্য্যাপরায়ণ প্রিয়জনকে বধ করিবার নিমিত্ত বিনা কারণে ক্রূর ইচ্ছার উদ্রেক হয়। তুমি সেই বিশিষ্ট দ্রোহভাবেরই উদাহরণস্থল। কিন্তু একথা নিজমুখে স্পষ্ট করিয়া বলিব না। পরন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ।

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ! স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বাত্মানং তদ্ধি নান্যথা ॥ ১৭

জটিল প্রশ্নভঙ্গীতে এমন কথা জিজ্ঞাসা করিব যে তাহার যথোচিত প্রত্যুত্তর করিতে গিয়া আমাদের কথাই তোমাকে নিজমুখেই স্বীকার করিতে হইবে।'

ব্রজগোপীগণ কুট প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—কেহ কেহ এ জগতে ভালবাসা বা প্রীতিব্যবহারের বিনিময়ে প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই প্রীতিব্যবহার নিমিত্ত বা স্বার্থসাপেক্ষ। উহাকেই সোপাধিক প্রীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ব্রজগোপীগণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে কায়মনোবাক্যে ভজনা করিয়াছেন। সে ভজনের বিনিময়ে তাঁহার নিকট প্রেমব্যবহার না পাইয়া ব্রজগোপীগণ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার অদ্ভুততম অকৃতজ্ঞ স্বভাবের পরিমাপ করিতে না পারিয়াই এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন। বাহিরে পরিহাসময়ী চতুরতায় শ্রীকৃষ্ণের নিজমুখ দিয়াই তাঁহার অকৃতজ্ঞতারূপ অসদ্ব্যবহারের কথা ব্যক্ত করাইবার ইচ্ছায়ই তাঁহাদের এইরূপ প্রশ্নবচনভঙ্গী এবং অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে ইহাও তাঁহাদের জানিবার বাসনা যে, কেনই বা তাঁহাদের প্রেমাধীন ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেমাধীনতার পরিচয় না দিয়া তাঁহাদের নিকট আত্মগোপন করেন—তাঁহারই শ্রীমুখনির্গলিত বচনকুশলতায় সেই রহস্য জগতে বিঘোষিত হউক।

প্রণয়াভিমান প্রকাশ করিয়া ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের বাক্যজালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এমন করিয়া জড়াইতে চান, যাহাতে কোন মতেই তিনি উহা অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারেন। প্রশ্নভঙ্গীতে ইহাই পরিস্ফুট হইতেছে যে, ইহার যথোচিত উত্তর দিতে গিয়া তাঁহাদের ব্রজেন্দ্রনন্দনকে অবশ্যই ধরা দিতে হইবে। তাঁহাদের অকপট প্রেমের সুদৃঢ় বিশ্বাসে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে কোন ভয় বা সঙ্কোচের গন্ধমাত্রও নাই। তাই তাঁহারা প্রশ্নপ্রসঙ্গে আরও বলিতেছেন—যাহাদিগকে ভাল না বাসিলেও ভালবাসে এবং অযাচিত অহেতুক প্রেম প্রদর্শন করে, তাহারাই বা কিরূপ এবং যাহাদিগকে ভালবাসিলেও ভালবাসে না বা ভাল না বাসিলেও ভালবাসে না অর্থাৎ সম্পূর্ণ উদাসীন—তাহারাই বা কিরূপ? অবশ্যই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই তৃতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁহার বাক্যেই উহা জগতে প্রচারিত হউক—ইহাই গোপীগণের হৃদয়ের বাসনা ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস বিদিতাভিপ্রায়ঃ সন্ উত্তরমাহ)—(হে) সখ্যঃ! যে (জনাঃ) মিথঃ (পরস্পরম্ উপকার-প্রত্যুপকারাপেক্ষয়া) ভজন্তি (ভজনং কুর্ব্বন্তি) তে (জনাঃ) স্বার্থৈকান্তোদ্যমাঃ (স্বার্থে দৃষ্টাদৃষ্টস্বীয়ফলার্থে এব একান্তঃ তন্মাত্রনিষ্ঠঃ উদ্যমঃ যেষাং তে) হি (নিশ্চিতং) স্বাত্মানং হি (এব ভজন্তি নান্যম্)। তৎ (মিথোভজনং) নান্যথা (অন্যথা ন স্যাৎ, অতঃ তে স্বার্থপরাঃ স্বোপাধিপ্রীতিমন্তঃ কামিন এবেত্যর্থঃ)। তত্র (তেষু) সৌহৃদং (প্রেমা) ধর্ম্মঃ (নিরপবাদঃ ধর্ম্মশ্চ) ন (অস্তি ইতি শেষঃ) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে সখীগণ! যাহারা পরস্পর ভজনা করে অর্থাৎ ভালবাসিলে ভালবাসে, তাহাদের আচরণ কেবল স্বার্থের জন্য, অতএব তাহারা আপনাকেই আপনি ভজনা করে। তাহাতে সৌহার্দ্দ ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই। কারণ সে ভজন নিশ্চয়ই স্বার্থবর্জ্জিত নয় ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—বিদিতাভিপ্রায় উত্তরমাহ মিথ ইতি। হে সখ্যঃ উপকারপ্রত্যুপকারতয়া যে মিথো ভজন্তি তে ত্বন্যং ন ভজন্তি কিন্তু আত্মানমেব। কুতঃ? হি যস্মাৎ স্বার্থ এবৈকান্ত উদ্যমো যেষাং তে। তত্র চ ন সৌহৃদম্। অতো ন সুখং ন চ ধর্ম্মঃ দৃষ্টোদ্দেশাদ্গোমহিষ্যাদিভজনবদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ॥ ১৮
ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥ ১৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ—স্বার্থোঽত্র স্বীয়ং দৃষ্টমদৃষ্টঞ্চ ফলম্। ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তানিতি ন্যায়েন যজ্ঞাদিসন্তোষিতাভির্দেবতাদিভিরপি গোমহিষ্যাদিভির্দুগ্ধাদিকমিব স্বর্গাদিকং দীয়ত ইতি। তস্মিন্নেকান্ততন্মাত্রনিষ্ঠ উত্তমো যেষাম্। ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্ম ইতি প্রসিদ্ধমপি তদ্দ্বয়ং বক্ষ্যমাণরীত্যা সাপবাদমেব মন্যামহে ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মস্য স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থত্বেঽপ্যর্থকামাভ্যং পরিবর্ত্তনায় বিনিয়োগাপাতাৎ সৌহৃদস্য চ কৈতবময়ত্বাদিতি ভাবঃ। হি নিশ্চয়ে। অন্যথা উক্তাদন্যপ্রকারেণ তন্মিথো ভজনং ন স্যাৎ। যদ্বা। তত্র মিথ্যাত্বং নাস্তীত্যর্থঃ। তত্রাত্মনোঽপি তাসু তাদৃশভজনশঙ্কাং সহজসখ্যোল্লেখেন পরিহরন্ সম্বোধয়তি হে সখ্য ইতি। অন্যত্তৈঃ। অত্রাতো ন সুখমিত্যর্থবলাদ্ব্যাখ্যাতং যদ্যপি তত্রাপি দৃষ্টসুখং ঘটেত তথাপি সৌহৃদরাহিত্যেনোত্তমানাং সুখবৃদ্ধির্ন জায়ত ইতি ভাবঃ। কিন্তু পাঠোঽয়ং কল্পিত ইব লক্ষ্যতে। উত্তরত্রৈতৎপ্রতিযোগিবাক্যেঽপি নাপেক্ষিতব্য ইতি। স্বার্থার্থমিতি পাঠোঽপি ছিচ্ছুকাদীনাং বহূনাং সম্মতঃ। তত্র তদ্ভজনমন্যার্থং প্রতীয়মানমপি স্বপ্রয়োজনার্থমেবেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥ ১৭

অন্বয়ঃ ঃ—হে সুমধ্যমাঃ! পিতরৌ (মাতা চ পিতা চ তৌ) যথা অভজতঃ (বালান্ধবধিরান্ পুত্রান্ ভজতঃ তথা) যে (জনাঃ) অভজতঃ (ভজনম্ অকুর্ব্বতঃ জনান্) ভজন্তি (তে) বৈ করুণাঃ (কারুণিকাঃ)। অত্র (তদ্ভজনে) নিরপবাদঃ (নির্বাধঃ) ধর্ম্মঃ সৌহৃদঞ্চ (সর্ব্বভূতসুহৃত্ত্বম অস্তি)॥ ১৮

মূলানুবাদ ঃ—হে সুন্দরীগণ! যাঁহারা মাতাপিতার ন্যায় ভজন না করিলেও ভজনা করিয়া থাকেন তাঁহারা দয়ালু। তাঁহাদের সেই ভজনে নির্ম্মল ধর্ম্ম আছে এবং সৌহার্দ্দও আছে॥ ১৮

শ্রীধরটীকা ঃ—যে তু অভজতো ভজন্তি তে দ্বিবিধাঃ করুণাঃ স্নিগ্ধাশ্চ। তত্র তু যথাক্রমং ধর্ম্মকামৌ ভবত ইত্যাহ ভজন্ত্যভজত ইতি॥ ১৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ—বৈ প্রসিদ্ধৌ। যথেত্যুভয়েষামুদাহরণার্থম্। পিতরৌ চ ইতি চকারোঽধ্যাহার্য্যঃ। নিরপবাদো বিপ্রতিপত্তিরহিত ইত্যর্থঃ। সৌহৃদঞ্চ নিরপবাদম্। হে সুমধ্যমা ইতি সর্ব্বসল্লক্ষণোপলক্ষণত্বেন তাদৃশগুণত্বং যুষ্মাসু ভাত্যেবেতি ভবত্য এব তত্র সাক্ষিণ্য ইতি ভাবঃ। ইদঞ্চ তাসামাত্মভজনার্থম্ চাতুর্য্যম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা। পূর্ব্বং সোপাধিভজতামুদ্দিষ্টয়োরপি সৌহৃদধর্ম্ময়োঃ সাপবাদত্বমুক্তা সম্প্রতি নিরুপাধি ভজতামুদ্দিষ্টয়োরপি তয়োর্নিরপবাদত্বমাহ। তত্রাপ্যুদাহরণীকৃতানাং করুণানাং পিত্রোরপ্যবিশেষমাহ ভজন্ত্যভজত ইতি। করুণেষু সৌহৃদস্যাপি স্পষ্টত্বাৎ পিত্রোঃ পুত্রাদিপালনস্য গার্হস্থ্যধর্ম্মসহায়ত্বাদ্ধর্ম্মস্যাপি সামান্যতঃ প্রাপ্তেঃ॥ ১৮

অন্বয়ঃ ঃ—কেচিৎ আত্মারামাঃ আপ্তকামাঃ অকৃতজ্ঞাঃ গুরুদ্রুহঃ (জনাঃ) হি ভজতঃ (জনান্) অপি ন বৈ (নৈব) ভজন্তি, কুতঃ অভজতঃ (জনান্ ভজেয়ুঃ?)॥ ১৯

মূলানুবাদ ঃ—আবার কেহ কেহ ভজিলেও কখন ভজনা করে না। ইহারা কেহ আত্মারাম, কেহ আপ্তকাম, কেহ অকৃতজ্ঞ এবং কেহ গুরুদ্রোহী। অতএব না ভজিলে যে ইহারা ভজনা করিবে না তাহাতে বলিবার কি আছে?॥ ১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধরটীকা।—তৃতীয়প্রশ্নোত্তরং ভজতোঽপীতি। অয়মর্থঃ। তে চতুর্ব্বিধা। একে আত্মারামাঃ অপরাগদৃশঃ কেচিদাপ্তকামা বিষয়দর্শনেঽপি পূর্ণকামত্বেন ভোগেচ্ছারহিতাঃ। অন্যে অকৃতজ্ঞা মূঢ়াঃ। অন্যে চ গুরুদ্রুহঃ অতিকঠিনাঃ, স পিতা যস্ত পোষক ইতিন্যায়াদুপকর্ত্তা গুরুতুল্যঃ তস্মৈ দ্রুহ্যন্তীতি তথা তে॥ ১৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—বৈ এব, নৈব ভজন্তি। হি প্রসিদ্ধৌ। এবমকৃতজ্ঞানামজ্ঞত্বেনাভজনমভিপ্রেতম্। জ্ঞাত্বাপি যে ন ভজন্তি তে তু অশেষদোষযুক্তা ইত্যাহ গুর্ব্বিতি। গুরুপেক্ষকা ইত্যর্থঃ। প্রাণদণ্ডোচিতবিপ্রাদেরিব তাদৃশস্যোপেক্ষা এব দ্রোহ ইতি। অত্র তু পদার্থে তাৎপর্য্যং নাস্তি। কিন্তু গৌণ্যা বৃত্ত্যা কৃতোপকারোপেক্ষকা গম্যন্তে। তেন চ তেষামর্থধর্ম্মসৌহৃদ-দয়াপেক্ষারাহিত্যং ব্যজ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্॥ ১৯॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—চতুরচূড়ামণি বচনকলাকুশল ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাবৃন্দের চতুরতাপূর্ণ কূটপ্রশ্নের সমাধান করিতে উদ্যত হইয়া প্রথমেই তাঁহাদিগের প্রতি সখী সম্বোধনে সহৃদয়তা বিজ্ঞাপন করিলেন। এইরূপ সম্বোধনের অভিপ্রায় এই যে ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের অগাধনির্ভর প্রেমের বিনিময়ে প্রাণবল্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যে কেবল প্রতারণা প্রবঞ্চনা বা অসহৃদয়তাই লাভ করিয়াছেন তাহা নহে। প্রণয়াভিমান বশতঃ সেইরূপ ধারণা তাঁহাদের মনে জাগরূক হইলেও উহা যে ভ্রান্তিমূলক ও অযৌক্তিক—সম্ভবতঃ এই অভিসন্ধি লইয়াই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ সেই ভুল ভাঙ্গাইবার সুমধুর ছলে প্রীতিভাবময় সখী-সম্বোধন প্রয়োগ করিলেন। একটী 'সখী' সম্বোধনের ভিতর দিয়া প্রেমবিবশ ভগবানের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত যে সুগভীর প্রেমভাব পরিস্ফুট হইয়াছে -- সত্যই তাহার তুলনা নাই! বাক্যজাল বিস্তার করিয়া হৃদয়ের যে ভাবকে নানা ভাষায় রঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করা যায়, অনেক সময় উহা সামান্য দুই একটী শব্দের প্রয়োগকৌশলে গভীরতর ভাবের ব্যঞ্জনা সূচিত করে। অতএব কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণের প্রতি সখী-সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার সহৃদয়তাসূচক অকপটতাই ব্যক্ত করিলেন। সখী সম্বোধনে ইহাই তাঁহার মনের অভিপ্রায় যে—'হে সখীগণ! তোমরা আমার পরম সুহৃৎ ও আপনার জন। তোমাদের প্রতি কি আমি প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা করিয়া কপট আচরণ করিতে পারি? সখীর প্রতি স্বার্থমূলক প্রেমবিনিময়, ঔদাস্য, উপেক্ষা বা বৈরদ্রোহভাবই বা কিরূপে সম্ভব? অতএব তোমাদের প্রহেলিকা প্রশ্নে আমার অকৃতজ্ঞতা বা বৈরস্বভাবের প্রতি তোমরা যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করিয়াছ উহা ভ্রান্ত ধারণার পরিচায়ক। কারণ সমপ্রাণা প্রেমিকাবৃন্দের প্রতি সেরূপ আচরণ আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। অতএব হে সখীগণ! তোমরা তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করিয়া আমার ন্যায় আপ্তজনের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা পোষণ কর।' সখী-সম্বোধনে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপীবৃন্দের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তিনি যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব যথাক্রমে তিনটী শ্লোকে তাহা বিন্যস্ত করিয়াছেন।

পরমপ্রেমশিরোমণি ব্রজবনিতাগণ পূর্ব্ব শ্লোকে প্রশ্ন করিয়াছেন—জগতে এমন কাহারা আছে যাহাদিগকে প্রেমভরে ভজনা করিলে বিনিময়ে সপ্রেমভাব প্রদর্শন করে? তদুত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যাহারা ভালবাসিলে বিনিময়ে প্রেমভাব প্রকাশ করে তাহাদের সেই প্রেমসম্পর্কিত আচরণ স্বার্থমূলক। কারণ নিজকৃত প্রেমের মূল্যে তাহারা অপরের প্রেমসম্পদ্ ক্রয় করিয়া থাকে। প্রেমাস্পদের নিকট হইতে প্রেমবিনিময় লাভ করিয়া কেবল নিজ আত্মার তৃপ্তি সাধিত হয়; উহা আত্মসেবা বা আত্মপ্রীতিরই নামান্তর মাত্র। নিজ অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যে ভজন, ভালবাসার আশায় যে ভালবাসা, উপকারের প্রত্যাশায় যে প্রত্যুপকার, তাহাতে কেবল ভজনের আদান-প্রদান, ভালবাসার ক্রয়বিক্রয় এবং উপকার ও প্রত্যুপকারের বিনিময়-বাণিজ্যই সার হয়। সুপ্রচুর দুগ্ধলাভের আশায় যদি কেহ গোধন পালন করে তাহা হইলে স্বার্থসম্পর্কবশতঃ সেই গোধন সেবার মাহাত্ম্য অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়, পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তির গোধনসেবা আত্মসেবাতেই পর্য্যবসিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব যে উপাসনায় বা ভজনে ফলাভিসন্ধি থাকে, তাহা অহেতুক প্রেমের পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে না, বরং স্বার্থসম্পর্কবশতঃ উহাতে কপটতাই প্রকাশ পায়। প্রকৃত প্রস্তাবে উহাতে সৌহার্দ্দ্য নাই বা উহাকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। যে ধর্ম্মের মূলে লৌকিক ফলাকাঙ্ক্ষা বা কামনাভিলাষ থাকে তাহা সহৈতুক বা কপট ধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে অহৈতুকী অকৈতবা প্রেমভক্তির দ্বারাই তাহা পাওয়া যায়। তাই শ্রীভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সত্যং, বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ, সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

(শ্রীভাগবতম্ ১।১।২)

—মহামুনি বেদব্যাসবিরচিত এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর সজ্জনগণের সাধনোপযোগী অকপট পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে এবং ইহাতে জীবের অবশ্যজ্ঞাতব্য ত্রিতাপনাশন মঙ্গলপ্রদ পরমসত্য বস্তু প্রদর্শিত হইয়াছে। পরম অনুরাগের সহিত এই শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণ করিলে অবিলম্বে তৎক্ষণাৎ শ্রীভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারা যায়।'

ধনপুত্রাদি লাভ কামনায় লোকে যে ঈশ্বরোপাসনা করে কিংবা স্বর্গাদি ফল কামনায় উপাসনা বা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে—তাহাতে স্বার্থসাধনই একমাত্র লক্ষ্য। সে উপাসনায় যে ভক্তি বা শ্রদ্ধা থাকে, তাহা ধনপুত্রাদি কাম্যসামগ্রীর প্রতিই নিয়োজিত হয়, দেবতা বা ঈশ্বরের প্রতি নহে। এরূপ ভজনে ক্রয়বিক্রয়ের বা আদানপ্রদানের সম্পর্কই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভজনে এই প্রকার আদানপ্রদান বা স্বার্থানুসন্ধানের স্থান নাই। যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্মে এই প্রকার আদানপ্রদান রহিয়াছে সত্য। তাহাতে শ্রেয়ঃলাভ হইলেও পরমনিঃশ্রেয়স পরাশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় না। যজ্ঞাদিকর্ম্মে এইরূপ আদানপ্রদানের পরিচয় শ্রীভগবৎগীতার বচন হইতে জানা যায়—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥

(শ্রীভগবদ্‌গীতা ৩।১১)

—'দেবতাদিগকে যেরূপ ভজন করিবে তাঁহারাও তোমাদিগকে সেইরূপ ভজন করিবেন। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের ভজনায় শ্রেয়ঃলাভ করিবে।' গীতার এই বচনে যে কর্ম্মবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে দেবগণ যজ্ঞাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাদের ভজনকারী ব্যক্তিদিগকে নিজ নিজ অভীষ্ট স্বর্গাদিফল প্রদান করেন। কিন্তু কামনাসম্পর্ক থাকায় সেইরূপ যজ্ঞাদিকর্ম্ম যথার্থ ধর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে না। দেবদেবীর পূজা করিতে গিয়া লোকে বর, অভয়, ধন, পুত্র, স্বর্গ, অভ্যুদয় ইত্যাদি কত কি যাচ্ঞা করে। কিন্তু সেই সেই ক্ষয়স্বভাব নশ্বর পদার্থ লাভ করিয়া যথার্থ অনশ্বর আনন্দ পাওয়া যায় না। উহাতে নিরবচ্ছিন্ন নিত্যানন্দ লাভ হয় না। অতএব যেখানে অন্যবিধ কামনা বাসনার অভিসন্ধি আছে সেখানে পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নাই। কিন্তু যেখানে অন্য কামনা নাই, কেবল তাঁহাকে পাইবার জন্যই ভক্তের অনুরাগভাবিতহৃদয়ে ভক্তি-প্রেমোৎকণ্ঠা আছে—একমাত্র সেই অহৈতুক ভক্তির নিকটেই শ্রীভগবান্ নিজ কৃপাগুণে বশ্যতা স্বীকার করেন।

লৌকিক জগতের আচরণে দেখা যায় যে, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ সোপাধিক প্রীতিপ্রদর্শন করে। পরস্পর উপকার প্রত্যুপকার বাসনায় তাহাদের সেই যে প্রীতিসম্বন্ধ, উহাতে যথার্থ সৌহৃদ্য প্রকাশ পায় না। সেরূপ ভজনে ধর্ম্মও নাই, সৌহৃদ্যও নাই। কিন্তু অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে তাঁহার প্রতি অকপট সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করা প্রয়োজন, নচেৎ ভক্তির উপযোগী হৃদয়ের একনিষ্ঠতা না থাকায় কেবল শ্রম মাত্রই সার হয়। সেইরূপ ভজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা উপাসনায় যদিও বা কথঞ্চিৎ ধর্ম্মবত্তা প্রকাশ পায়, তথাপি উহাতে কামফলসম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় উহা সর্ব্বপ্রকারে গর্হিত ও নিন্দিত। উহাতে কথঞ্চিৎ সৌহার্দ্দ থাকিলেও কপটতাদোষে উহা দূষিত। অতএব উহা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মও নহে, সৌহার্দ্দও নহে। কারণ উহাতে সর্ব্বতোভাবে স্বার্থসম্পর্কই বিদ্যমান। সেইরূপ ভজন আপাততঃ দৃষ্টিতে অন্যের নিমিত্ত বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা নিজ প্রয়োজন উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ যথার্থই বলিয়াছেন—

"ততশ্চ তদ্ভজনমন্যার্থং প্রতীয়মানমপি স্বপ্রয়োজনমেবেত্যর্থঃ।"

ব্রজগোপীগণের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই জগতে যাহারা ভজনা করিলে ভজনা করে, উপকার করিলে প্রত্যুপকার করে এবং প্রীতিব্যবহার দেখাইলে বিনিময়ে প্রীতি-ভাব প্রদর্শন করে,– তাহাদের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ভুক্ত নহেন। অবশ্য ইহা সত্য যে শ্রীভগবান্‌কে প্রেম-ভক্তিদ্বারা ভজনা না করিলে পাওয়া যায় না। অতএব একমাত্র ভজন দ্বারাই ভক্তিবলে তাঁহার কৃপাশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। নিজমুখেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। (শ্রীভগবদ্গীতা ৪।১১)

'যাহারা আমাকে যেরূপভাবে ভজনা করে আমি তাহাদিগকে সেইরূপভাবেই ভজনা করিয়া থাকি।' ইহা ভগবানেরই শ্রীমুখনির্গলিত বাণী। অনন্ত কৃপানিধি শ্রীভগবান্ যে কিরূপ প্রেমপরাধীন ও ভক্তিপ্রেমবিবশ একমাত্র তাহাই জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তিনি এই প্রতিজ্ঞাবাণী শুনাইয়া জীবজগৎকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া কামনামূলক কপট ভজনায় তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারা যায় না। যাঁহারা সকল অভিলাষ জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র পরাশ্রয়স্বরূপ আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁহাদিগকেই তিনি কৃপা করিয়া থাকেন—ইহাই ওই শ্রীমুখনির্গলিত বাণীর মর্ম্মনিহিত তত্ত্ব। অকৃত্রিম ভগবদ্ভজনে ভক্ত ও ভগবানের সেবকসেব্য ভাবের মধ্যে কোনও রূপ ক্রয়বিক্রয় বা আদান-প্রদানের সম্বন্ধলেশ নাই। অতএব ভক্তসাধক প্রেমভক্তিপুষ্পে যদি তাঁহার ভজনা করেন তাহা হইলে তিনিও কৃপা করেন সত্য, কিন্তু উহা সাধকের লৌকিক স্বার্থসাপেক্ষ কৃত্রিম ভজনা নহে এবং তাঁহার কৃপা বিতরণও লৌকিক জগতের কপট দান-প্রতিদান মাত্র নহে।

'আনন্দ ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'—এই শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দঘনমূর্ত্তি। অতএব আনন্দঘনমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলে অবিচ্ছিন্ন পরমতম আনন্দেরই আস্বাদ লাভ হয়। যেখানে অন্যবিধ কাম্য বিষয়সুখের লোভ আছে—সেখানে সেই পরমতম আনন্দের আস্বাদনে বাধা জন্মে। বিষয়ান্তরের আসক্তি বর্জ্জন করিয়া একমাত্র নিরুপাধিক প্রেমনিষ্ঠায় তাঁহাকে ভজন করিতে পারিলেই তাঁহার কৃপালাভ করা যায়। লৌকিক সুখদুঃখের বাসনা জলাঞ্জলি দিয়া অকৃত্রিমভাবে তাঁহার ভজনা করিলে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বা আনন্দের ফল লাভ হয়। বিষয়সুখের কামনা বাসনা বা কোনও স্বার্থসম্পর্ক থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ লাভ হয় না, কারণ সেরূপ ভজনে শুদ্ধ সৌহৃদ্য নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অকপট প্রেমানুরাগই ভক্তি। সাণ্ডিল্যসূত্রেও উক্ত হয়—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" জ্ঞান ও কর্ম্মফলের সম্পর্ক নিঃশেষে দূর করিতে পারিলেই যথার্থ শুদ্ধভক্তি লাভ হয় এবং একমাত্র শুদ্ধভক্তি দ্বারাই একান্তভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উত্তমা ভক্তির লক্ষণ নিরূপণে বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

'যাহাতে অন্যবিধ কোনও অভিলাষ নাই এবং যাহাতে জ্ঞান ও কর্ম্মফলের সম্পর্ক নাই, একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্য বিধানই যাহার পরম লক্ষ্য, তাহাই সর্ব্বোত্তমা ভক্তি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজগোপীগণ দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, জগতে এমন কাহারা আছে যাহাদিগকে ভজনা না করিলেও তাহারা ভজনা করিয়া থাকেন ? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে গিয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে প্রথমেই সুন্দরী সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন। এরূপ সম্বোধনে বচনকলাকুশল শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবতঃ ইহাই বলিতে চাহেন—'হে সুমধ্যমে ব্রজসুন্দরিগণ ! তোমরা সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না ! তোমাদের রূপলাবণ্য ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবের পরিপাট্যগুণের কোনই অভাব নাই। এমনতর রূপলাবণ্য ও সুকুমার অঙ্গসৌষ্ঠব যাহাদের আছে, তাহাদের হৃদয়ে কখনই তদনুরূপ গুণসম্পদের অভাব থাকিতে পারে না। কারণ প্রসিদ্ধি আছে—"যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি"—যেখানে মনোজ্ঞ রূপ বিদ্যমান, যেখানে অবশ্যই তদুচিত গুণসম্পদের সমাবেশ আছে। অতএব নিশ্চয়ই রূপগুণের একত্র সমাবেশ তোমাদের মধ্যে আছে। কারণ দেহের বহিরাবরণের সৌষ্ঠব, সৌকুমার্য্য ও রূপসুষমার সহিত হৃদয়ের অন্তর্নিহিত গুণগরিমার অবশ্যই সামঞ্জস্যআছে। আর আছে বলিয়াই তোমাদের নিকট অকপটে যাহা ব্যক্ত করিব, তাহা নিশ্চয়ই তোমরা সহৃদয়তার সহিত বুঝিতে পারিবে এবং সে বিষয়ে তোমরাই প্রতিভূ। হে পরম গুণবতী ব্রজসুন্দরীগণ ! আমি যাহা বলিব তাহা তোমাদের হৃদয়ের অনুভূতি দিয়া অবশ্যই তোমরা সমর্থন করিবে এই আশাতেই এমন করিয়া তোমাদের নিকটে তোমাদেরই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি'।

পূর্ব্বশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ইহজগতে স্বার্থের প্রভাব অত্যধিক। সংসারে একে অপরকে যে ভালবাসে বা অপরের প্রতি উপকার আচরণ করে, বিনিময়ে সে ভালবাসা বা প্রত্যুপকারের প্রতিদানই কামনা করে। সেরূপ কপট ভালবাসায় সৌহার্দ্দ প্রকাশ পাইতে পারে না বা প্রকৃত ধর্ম্মপালনও হয় না। তবে আবার এই সংসারেই অতি অল্পসংখ্যক এমন লোকও আছেন যাঁহারা কোনও ভালবাসা বা প্রত্যুপকারের আকাঙ্ক্ষা না করিয়াও কেবল নিঃস্বার্থভাবে অপরকে ভালবাসিয়াই থাকেন বা অপরের উপকারই বিধান করিয়া থাকেন। শৈবালসমাকীর্ণ সরোবরের পঙ্কিল আবর্ত্তে যেরূপ একটি প্রস্ফুটিত শতদল তাহার অনবদ্য রূপমাধুরী ও সৌরভসুষমায় দর্শকের মনোরঞ্জন করে কিংবা ঘোরান্ধকার গহন বনভূমিতে পথহারা উদ্‌ভ্রান্ত পথিক যেরূপ কোনো এক দূর কুটীর প্রাঙ্গণের দীপশিখার ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখিতে পাইয়া হর্ষভরে পরম আশ্বস্ত হয়, সেইরূপ স্বার্থপ্রচুর জগৎসংসারে নিঃস্বার্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত বিরল থাকিলেও উহা আছে বলিয়াই জগতে যথার্থ পবিত্রতা আছে, নির্ম্মল ধর্ম্ম আছে ও পরম সৌহার্দ্দ আছে। একমাত্র দয়াশীল জনগণের অহৈতুক প্রেম ও মাতাপিতার নিঃস্বার্থ স্নেহই ধরণীকে স্বর্গের মহিমায় বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। নচেৎ স্বার্থকলুষিত জগৎসংসার কেবল কদর্য্যতার গ্লানিতেই পরিপূর্ণ থাকিত।

যাঁহারা দয়াশীল ও করুণাপর তাঁহাদের স্বভাবই পরোপকার সাধন। অপরের সহিত ইহাদের কোনও সহজাত স্নেহের সম্বন্ধ নাই, তথাপি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দয়ালু ব্যক্তিগণ নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার সাধন করিয়া থাকেন। অপরের কোন প্রীতি ভালবাসার অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহারা তাহাদের প্রতি অহৈতুকী প্রীতি প্রদর্শন করেন। করুণাপর সাধুভক্তের করুণার্দ্র হৃদয়ে পরোপকারের পবিত্র সুরধনী নিত্যই বহিয়া চলিয়াছে। সেই অমৃতধারার পূতস্পর্শে কত শত শত পাপী তাপী উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। ভক্ত প্রহ্লাদ দয়ার্দ্রহৃদয়, তাই তিনি নিজ কৃপাস্বভাব বশে সকল মায়াবদ্ধ বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি অহৈতুক কৃপাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভক্তদ্বেষী ছিলেন, তথাপি কৃপালুহৃদয় ভক্ত প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট নিজ পিতার সদ্গতি প্রার্থনা করিয়াছেন—

"তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত দুরন্তাদ্ভস্তরাদঘাৎ"। (শ্রীভাগবতম্ ৭।১০।১৭)

পরম করুণামতি ভক্ত প্রহ্লাদ সংসারাবদ্ধ সকল জীবের প্রতিই কৃপাপ্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবতবচনে প্রহ্লাদের সেই দৈন্যোক্তি যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো, নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে।

(শ্রীভাগবতম্ ৭।৯।৪৩)

—'এই সব দীনজনকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমি একাই মুক্তি কামনা করি না। পুনঃপুনঃ জন্মমরণশীল এই জীবসকলের আপনি ব্যতীত আর অন্য কোনও আশ্রয় নাই। অতএব আপনি তাহাদেরও মুক্তিপদ দান করুন।' এই বাক্যে তৎকালীন যাবতীয় সংসার দুঃখের কথা ভক্ত প্রহ্লাদের স্মরণপথে উদিত হয়। তাই তিনি পরম নিঃস্বার্থভাবে তাহাদের সকলেরই মুক্তিপদ কামনা করিয়াছিলেন।

ভগবদ্ভক্তগণ স্বভাবতঃই কৃপালুহৃদয়। তাঁহারা অপরের ভজনের অপেক্ষা রাখেন না। অভজনকারীকেও তাঁহারা ভজনা করেন বলিয়া তাঁহাদের প্রীতি যথার্থই নিরুপাধিক ও স্বার্থসম্পর্কবর্জ্জিত। ইহাতে যথার্থ পবিত্রতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এইজন্যই ইহা নির্ম্মল ধর্ম্ম ও প্রকৃষ্ট সৌহার্দ্দের পরিচায়ক। আত্মীয়তা বা স্নেহ প্রভৃতির কোনও সম্বন্ধ তাঁহাদের সহিত নাই, তথাপি তাঁহাদের দয়ার স্বভাবই এই যে তাঁহারা দয়া না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই দয়াই যথার্থ নিঃস্বার্থ প্রেম। দয়ার লক্ষণ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে শ্রীল রামানুজাচার্য্য বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন—

দয়া হি নাম স্বার্থনিরপেক্ষা পরদুঃখাসহিষ্ণুতা। (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩ শ্রীভাষ্যম্)

'স্বার্থসম্বন্ধরহিতভাবে যে পরদুঃখাসহিষ্ণুতা—নিজের কিছুমাত্র ইষ্টসম্বন্ধ না থাকিলেও যে পরদুঃখকাতরতা, তাহারই নাম দয়া।'

আবার এই সংসারের মধ্যে আত্মীয়তা সম্বন্ধবশতঃও সত্যকারের নিঃস্বার্থ স্নেহপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। যদি কোথাও সেরূপ নিঃস্বার্থ স্নেহপ্রীতি থাকে, তবে মাতাপিতার স্নেহসুগভীর হৃদয়ই তাহার একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল। কোমলহৃদয়া স্নেহপরায়ণা জননী কত কষ্টে সন্তানকে দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়া দুর্ব্বিষহ কষ্ট সহ্য করিয়া নিজ স্তন্যপীযুষ ধারায় অসহায় শিশুকে লালনপালন করিয়া থাকেন। স্নেহবিগলিত পিতৃহৃদয় সন্তানের ভরণপোষণে, কল্যাণচিন্তনে ও সুস্বাস্থ্য সম্পাদানে কতই না ব্যগ্র, উদ্‌গ্রীব ও যত্নশীল হন। মাতাপিতার নির্ম্মলহৃদয়ে যে অকপট নিঃস্বার্থ স্নেহের স্বচ্ছ প্রস্রবণ উৎসারিত হয়, তাহারই সুস্নিগ্ধ ও পবিত্র ধারায় নিত্য স্নান করিয়া স্নেহভাজন সন্তানগণ ধন্য, সুখী ও কৃতকৃতার্থ হয়। মাতাপিতা সন্তানের সেবাপরিচর্য্যায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন, যত্নভরে তাহাদের ভরণ-পোষণ করেন এবং ব্যাধি ও বিপদ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত নিজ প্রাণও তুচ্ছজ্ঞান করেন। মাতাপিতার স্নেহ সন্তানের ভজনার কোন অপেক্ষা করে না, তাঁহাদের নিঃস্বার্থমূলক অপত্যস্নেহ অন্ধখঞ্জ চক্ষুষ্মান, ভালমন্দ, অসহায় সকল সন্তানকেই নির্ব্বিশেষে উহার সুশীতল করস্পর্শে স্নিগ্ধ করিয়া দেয়। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ স্নেহের ঋণভার লাঘব করা বড়ই সুকঠিন; এই জন্যই মাতাপিতার ঋণ অপরিশোধ্য। মাতাপিতা যে স্নেহ প্রদর্শন করেন, তাহা নিরুপাধিক; উহাতে যথার্থ সৌহৃদ্য বা অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের পবিত্র স্নেহে নির্ম্মল ধর্ম্মেরও পরিচয় লাভ হয়। গার্হস্থ্যধর্ম্মের আনুকূল্য বিধান করায় মাতাপিতার স্নেহ হইতে সাধারণভাবে গার্হস্থ্যধর্ম্মেরও পরিপোষণ হয়। তনয়াদির যথারীতি ভরণপোষণে ও যথাশাস্ত্র গার্হস্থ্যধর্ম্মের সহায়তায় উহা হইতে ধর্ম্মলাভও হয়।

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে ব্রজগোপীবৃন্দের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনুরূপ উক্তিই করিয়াছিলেন—

প্রিয়াঃ প্রতিভজন্তি যে ভজত এব তেষামহো ঋণস্য পরিশোধনপ্রতিমমেব তৎ কেবলম্।
ভজন্ত্যভজতোঽপি যে সহজস্তমাত্রস্নিহো ভবন্তি পিতরাবিব স্বতনয়েষু বৎসলাঃ॥

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'হে প্রেয়সীগণ! ভজনকারী ব্যক্তিগণকে বিনিময়ে যাহারা ভজনা করে বা ভালবাসিলে ভালবাসে, তাহাদের ঋণ পরিশোধের যোগ্য। কারণ তাহারা যে প্রকার ভজনা করে ভজনকারীও তো তাহার সেই প্রকারই ভজনা করে। তবে যাঁহারা অভজনকারী লোকদিগকেও ভজনা করেন, তাঁহারা সহজাত স্নেহসম্বন্ধযুক্ত; যেমন সন্তান-বৎসল মাতাপিতা নিজ তনয়ের প্রতি স্নেহব্যবহার প্রদর্শন করেন।'

ব্রজগোপীগণের প্রহেলিকাপ্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে গিয়া চতুরচূড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রকারান্তরে নিজ স্বভাবেরও পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ এই অভিপ্রায়ই জানাইতেছেন যে, যাহারা পরস্পরের ভজনা করে, ভালবাসিলে ভালবাসে—তাহাদের সেরূপ ভজনে সৌহার্দ্দও নাই, ধর্ম্মও নাই। উহা ক্রয়-বিক্রয়েরই নামান্তরমাত্র। এরূপ স্বার্থমূলক সকৈতব ভজনের ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে আমি নাই। আমাকে অকপটে ভজনা না করিলে অন্য কোনও উপায়েই আমাকে পাওয়া যায় না। সর্ব্ব কামনা ও সর্ব্ব অভিলাষ বিসর্জ্জন দিয়া আমাতে শরণাপন্ন হইতে হয়, তবেই আমাকে পাওয়া যায়। আবার, যাহারা ভজনা না করিলেও ভজনা করে—যেমন দয়াশীল সজ্জনগণ অথবা স্নেহশীল মাতাপিতা,—তাহাদের দয়া কৃপা স্নেহে নিঃস্বার্থপরতার ধর্ম্ম আছে এবং হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুরাগের বিকাশ আছে সত্য; তথাপি লৌকিক জগতের দয়ালু ব্যক্তির কৃপা বা মাতাপিতার স্নেহব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত উহাও আমাতে প্রয়োজ্য নহে।' দয়ালু ব্যক্তির পরোপকার বৃত্তিতে পুণ্য অর্জ্জিত হয় ও জনকজননীর পুত্রস্নেহে স্বাভাবিক অনুরাগসম্পর্ক আছে ও পুণ্য বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু সকল পাপপুণ্যের অতীত শ্রীভগবৎস্বরূপে সেরূপ কোনও গুণসম্পর্ক বর্ত্তমান থাকিতে পারে না।

প্রথমতঃ ভজনা ব্যতীত কেহই শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারে না। একমাত্র প্রেমভক্তি ও ভজনের দ্বারাই ভক্ত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অতএব অভজনকারীকে ভজনা করার কোনও সম্ভাব্যতা শ্রীভগবানের নাই। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তাঁহাকে ভজনা করেন না, তাঁহাকেও যদি কৃপা করিয়া শ্রীভগবান্ আপনা হইতে ভজনা করেন, তাহা হইলে ভজনকারী ও অভজনকারী এই উভয়বিধ ব্যক্তির ঈশ্বরকৃপালাভে কোন পার্থক্য বা বৈষম্যই থাকে না। কিন্তু পক্ষান্তরে যাঁহারা তাঁহার প্রতি একান্ত উন্মুখ, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা তাঁহার ভজনানন্দ-সিন্ধুতে নিমগ্ন, একমাত্র তাঁহাদেরই প্রতি কৃপা প্রদর্শন করায় তাঁহার আচরণে বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্ব দোষ প্রকাশ পায় না। এইজন্যই বেদান্তদর্শনের সূত্রে ফলবৈষম্যের প্রতি জীবকৃত কর্ম্মের মধ্যস্থতা স্বীকার করিয়া মহর্ষি বাদরায়ণ বলিয়াছেন—

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।৩৪)

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ পরমকল্যাণগুণনিধি। জীবজগতে তাঁহার স্নেহ সর্ব্বজীবে সমভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে—তবে নিজ চেষ্টা দ্বারা, আত্যন্তিক প্রেমনিষ্ঠা ও ভজনের দ্বারা উহাকে পাইতে হয়। কারণ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়, অন্য কোন উপায়ে নহে। গীতার বচনে উল্লেখ আছে—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৮।২২)

সুতরাং না ভজিলেও ভজনা করার যে দৃষ্টান্ত, উহাও শ্রীভগবৎস্বরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে না। মাতাপিতা নিজ তনয়ের প্রতি বিনা কারণেই স্নেহপ্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের স্নেহ কেবল পুত্র নামক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপরেই অর্পিত হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের স্নেহ যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া—তবে যিনি তাঁহার শরণাপন্ন হন, তিনি কেবল তাহার প্রতিই কৃপা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি উচ্চকণ্ঠে ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯।২৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'আমি সর্ব্বপ্রাণীর প্রতিই সমান। আমার কেহ দ্বেষের পাত্রও নাই, প্রিয়ও নাই। তবে যাহারা আমাকে ভক্তিভরে ভজনা করে তাহারা আমাতে বর্ত্তমান থাকে এবং আমিও তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকি।'

দ্বিতীয়তঃ, দয়াশীল সজ্জনজনগণের দৃষ্টান্তও শ্রীভগবানে আরোপ করা অসঙ্গত। লৌকিক জগতের দয়াশীল জনগণের স্নেহদয়া হইতে সচ্চিদানন্দস্বভাব শ্রীভগবানের স্নেহ দয় সম্পূর্ণ পৃথক্। দয়ালুর দয়া সত্ত্বগুণের বিকার মাত্র; অপরের দুঃখ দয়ালু ব্যক্তির কোমলচিত্ত স্পর্শ করিয়া দুঃখানুভূতি জাগরিত করে, ফলে অন্যের প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। কিন্তু যিনি নিত্য আনন্দৈকস্বরূপ শ্রীভগবান্, তাঁহার চিত্তে দুঃখস্পর্শ-জন্য গুণবিকার সম্ভব নয়। অতএব বহির্মুখ জীবের দুঃখ দেখিয়া আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ আপনা হইতেই যে কৃপা করিয়া সেই দুঃখমোচন করিবেন—ইহা সম্ভব নহে। সাধুভক্তগণ যে স্বভাবতঃই দয়ালু—সে বিষয়ে শ্রীভাগবতের বচনই প্রমাণ—

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্। ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

—'যে ব্যক্তি যে প্রকারে দেবতাগণকে ভজনা করেন, দেবতাগণও ছায়ার ন্যায় কর্ম্মানুরূপ সেই প্রকার ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধুগণ কোনও ভজনের অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহারা দীনবৎসলতা বশতঃ নিরপেক্ষভাবে কৃপা করিয়া থাকেন।' বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

সতাং কৃপা চ দুরবস্থাদর্শনমাত্রোদ্ভবা ন স্বোপাসনাদ্যপেক্ষা, যথা শ্রীনারদস্য নলকূবরমণিগ্রীবয়োঃ।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ ১৮২ শ্লোকার্থ ব্যাখ্য)

—'জীবগণের দুরবস্থা দর্শনমাত্রেই সাধুগণের কৃপা উদ্বুদ্ধ হয়, কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বার্থবুদ্ধিতে উপাসনা বা ভজনা করিলে তাঁহাদের কৃপা জন্মে না। অপরাধী নলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি মহর্ষি নারদ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যে কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—তাহাই উহার দৃষ্টান্ত স্থল।' কুবেরনন্দন নলকূবর এবং মণিগ্রীবের আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে তাহারা উভয়ে শিবধাম কৈলাসপুরীর সন্নিহিত পদ্মবনশোভিত গঙ্গাতে মদ্যপানে নিরত হইয়া উলঙ্গ অবস্থায় বিবস্ত্রা রমণীবৃন্দের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিতেছিলেন। তৎকালে মহর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হন। বিবস্ত্র রমণীগণ ঋষিবরকে দেখিতে পাইয়া অভিশাপ আশঙ্কায় ত্রস্ত ও সলজ্জ ভাবে নিজ নিজ বস্ত্রপরিচ্ছদ পরিধান করে, কিন্তু অতিপ্রমত্ত কুবেরপুত্রদ্বয় কোনও সম্ভ্রমই প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু অনুগ্রহপরায়ণ মহর্ষি নারদ কৃপাবশে তাহাদিগকে স্থাবরযোনিপ্রাপ্তির অভিশাপ দিয়া যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে বৃন্দাবনের পুণ্যভূমিতে জন্মলাভের শাপপ্রদান করেন এবং ইহাও ব্যবস্থা করেন যে যথাকালে শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভ করিয়া তাহারা পরম ভক্তি অর্জ্জন করিবে। বৃন্দাবনের বাল্যলীলায় ব্রজগোপালরূপী বালক শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জ্জুন বৃক্ষ দুইটীকে ভূপতিত করিয়া তাহাদের মুক্তি বিধান করেন। ফলতঃ নারদের অহৈতুক কৃপা হইতেই তাহাদের ভক্তিলাভ হয়। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২২)

যাহা হউক, নিত্য আনন্দৈকস্বরূপ শ্রীভগবানে ঐ প্রকার চিত্তবৃত্তিবিশেষ কৃপাবিকার সম্ভব নয়। ঘনীভূত তেজঃপুঞ্জে যেমন অন্ধকারের যোগ সম্ভব হয় না, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের চিত্তে অজ্ঞানময় দুঃখের উদ্ভব সম্ভব নহে; অতএব অভজনকারী বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি আপনা হইতেই শ্রীভগবানের দুঃখবোধমূলক কৃপা উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না। তবে দৈন্যাত্মিকা ভক্তির দ্বারা যে ব্যক্তি একান্তভাবে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি সেই শক্তিবিশেষ ভক্তির চুম্বকোপম আকর্ষণে শ্রীভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হন। বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে ইহার সিদ্ধান্ত নিরূপণে বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'হে প্রেয়সীগণ! ভজনকারী ব্যক্তিগণকে বিনিময়ে যাহারা ভজনা করে বা ভালবাসিলে ভালবাসে, তাহাদের ঋণ পরিশোধের যোগ্য। কারণ তাহারা যে প্রকার ভজনা করে ভজনকারীও তো তাহার সেই প্রকারই ভজনা করে। তবে যাঁহারা অভজনকারী লোকদিগকেও ভজনা করেন, তাঁহারা সহজাত স্নেহসম্বন্ধযুক্ত; যেমন সন্তান-বৎসল মাতাপিতা নিজ তনয়ের প্রতি স্নেহব্যবহার প্রদর্শন করেন।'

ব্রজগোপীগণের প্রহেলিকাপ্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে গিয়া চতুরচূড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রকারান্তরে নিজ স্বভাবেরও পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ এই অভিপ্রায়ই জানাইতেছেন যে, যাহারা পরস্পরের ভজনা করে, ভালবাসিলে ভালবাসে—তাহাদের সেরূপ ভজনে সৌহার্দ্দও নাই, ধর্ম্মও নাই। উহা ক্রয়-বিক্রয়েরই নামান্তরমাত্র। এরূপ স্বার্থমূলক সকৈতব ভজনের ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে আমি নাই। আমাকে অকপটে ভজনা না করিলে অন্য কোনও উপায়েই আমাকে পাওয়া যায় না। সর্ব্ব কামনা ও সর্ব্ব অভিলাষ বিসর্জ্জন দিয়া আমাতে শরণাপন্ন হইতে হয়, তবেই আমাকে পাওয়া যায়। আবার, যাহারা ভজনা না করিলেও ভজনা করে—যেমন দয়াশীল সজ্জনগণ অথবা স্নেহশীল মাতাপিতা,—তাহাদের দয়া কৃপা স্নেহে নিঃস্বার্থপরতার ধর্ম্ম আছে এবং হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুরাগের বিকাশ আছে সত্য; তথাপি লৌকিক জগতের দয়ালু ব্যক্তির কৃপা বা মাতাপিতার স্নেহব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত উহাও আমাতে প্রয়োজ্য নহে।' দয়ালু ব্যক্তির পরোপকার বৃত্তিতে পুণ্য অর্জ্জিত হয় ও জনকজননীর পুত্রস্নেহে স্বাভাবিক অনুরাগসম্পর্ক আছে ও পুণ্য বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু সকল পাপপুণ্যের অতীত শ্রীভগবৎস্বরূপে সেরূপ কোনও গুণসম্পর্ক বর্ত্তমান থাকিতে পারে না।

প্রথমতঃ ভজনা ব্যতীত কেহই শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারে না। একমাত্র প্রেমভক্তি ও ভজনের দ্বারাই ভক্ত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অতএব অভজনকারীকে ভজনা করার কোনও সম্ভাব্যতা শ্রীভগবানের নাই। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তাঁহাকে ভজনা করেন না, তাঁহাকেও যদি কৃপা করিয়া শ্রীভগবান্ আপনা হইতে ভজনা করেন, তাহা হইলে ভজনকারী ও অভজনকারী এই উভয়বিধ ব্যক্তির ঈশ্বরকৃপালাভে কোন পার্থক্য বা বৈষম্যই থাকে না। কিন্তু পক্ষান্তরে যাঁহারা তাঁহার প্রতি একান্ত উন্মুখ, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা তাঁহার ভজনানন্দ-সিন্ধুতে নিমগ্ন, একমাত্র তাঁহাদেরই প্রতি কৃপা প্রদর্শন করায় তাঁহার আচরণে বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্ব দোষ প্রকাশ পায় না। এইজন্যই বেদান্তদর্শনের সূত্রে ফলবৈষম্যের প্রতি জীবকৃত কর্ম্মের মধ্যস্থতা স্বীকার করিয়া মহর্ষি বাদরায়ণ বলিয়াছেন—

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ (ব্রহ্মসূত্রম্ ২।১।৩৪)

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ পরমকল্যাণগুণনিধি। জীবজগতে তাঁহার স্নেহ সর্ব্বজীবে সমভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে—তবে নিজ চেষ্টা দ্বারা, আত্যন্তিক প্রেমনিষ্ঠা ও ভজনের দ্বারা উহাকে পাইতে হয়। কারণ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়, অন্য কোন উপায়ে নহে। গীতার বচনে উল্লেখ আছে—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৮।২২)

সুতরাং না ভজিলেও ভজনা করার যে দৃষ্টান্ত, উহাও শ্রীভগবৎস্বরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে না। মাতাপিতা নিজ তনয়ের প্রতি বিনা কারণেই স্নেহপ্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের স্নেহ কেবল পুত্র নামক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপরেই অর্পিত হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের স্নেহ যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া—তবে যিনি তাঁহার শরণাপন্ন হন, তিনি কেবল তাহার প্রতিই কৃপা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি উচ্চকণ্ঠে ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯।২৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'আমি সর্ব্বপ্রাণীর প্রতিই সমান। আমার কেহ দ্বেষের পাত্রও নাই, প্রিয়ও নাই। তবে যাহারা আমাকে ভক্তিভরে ভজনা করে তাহারা আমাতে বর্ত্তমান থাকে এবং আমিও তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকি।'

দ্বিতীয়তঃ, দয়াশীল সজ্জনজনগণের দৃষ্টান্তও শ্রীভগবানে আরোপ করা অসঙ্গত। লৌকিক জগতের দয়াশীল জনগণের স্নেহদয়া হইতে সচ্চিদানন্দস্বভাব শ্রীভগবানের স্নেহ দয় সম্পূর্ণ পৃথক্। দয়ালুর দয়া সত্ত্বগুণের বিকার মাত্র; অপরের দুঃখ দয়ালু ব্যক্তির কোমলচিত্ত স্পর্শ করিয়া দুঃখানুভূতি জাগরিত করে, ফলে অন্যের প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। কিন্তু যিনি নিত্য আনন্দৈকস্বরূপ শ্রীভগবান্, তাঁহার চিত্তে দুঃখস্পর্শ-জন্য গুণবিকার সম্ভব নয়। অতএব বহির্মুখ জীবের দুঃখ দেখিয়া আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ আপনা হইতেই যে কৃপা করিয়া সেই দুঃখমোচন করিবেন—ইহা সম্ভব নহে। সাধুভক্তগণ যে স্বভাবতঃই দয়ালু—সে বিষয়ে শ্রীভাগবতের বচনই প্রমাণ—

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্। ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

—'যে ব্যক্তি যে প্রকারে দেবতাগণকে ভজনা করেন, দেবতাগণও ছায়ার ন্যায় কর্ম্মানুরূপ সেই প্রকার ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধুগণ কোনও ভজনের অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহারা দীনবৎসলতা বশতঃ নিরপেক্ষভাবে কৃপা করিয়া থাকেন।' বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

সতাং কৃপা চ দুরবস্থাদর্শনমাত্রোদ্ভবা ন স্বোপাসনাদ্যপেক্ষা, যথা শ্রীনারদস্য নলকূবরমণিগ্রীবয়োঃ।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ ১৮২ শ্লোকার্থ ব্যাখ্য)

—'জীবগণের দুরবস্থা দর্শনমাত্রেই সাধুগণের কৃপা উদ্বুদ্ধ হয়, কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বার্থবুদ্ধিতে উপাসনা বা ভজনা করিলে তাঁহাদের কৃপা জন্মে না। অপরাধী নলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি মহর্ষি নারদ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যে কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—তাহাই উহার দৃষ্টান্ত স্থল।' কুবেরনন্দন নলকূবর এবং মণিগ্রীবের আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে তাহারা উভয়ে শিবধাম কৈলাসপুরীর সন্নিহিত পদ্মবনশোভিত গঙ্গাতে মদ্যপানে নিরত হইয়া উলঙ্গ অবস্থায় বিবস্ত্রা রমণীবৃন্দের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিতেছিলেন। তৎকালে মহর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হন। বিবস্ত্র রমণীগণ ঋষিবরকে দেখিতে পাইয়া অভিশাপ আশঙ্কায় ত্রস্ত ও সলজ্জ ভাবে নিজ নিজ বস্ত্রপরিচ্ছদ পরিধান করে, কিন্তু অতিপ্রমত্ত কুবেরপুত্রদ্বয় কোনও সম্ভ্রমই প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু অনুগ্রহপরায়ণ মহর্ষি নারদ কৃপাবশে তাহাদিগকে স্থাবরযোনিপ্রাপ্তির অভিশাপ দিয়া যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে বৃন্দাবনের পুণ্যভূমিতে জন্মলাভের শাপপ্রদান করেন এবং ইহাও ব্যবস্থা করেন যে যথাকালে শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভ করিয়া তাহারা পরম ভক্তি অর্জ্জন করিবে। বৃন্দাবনের বাল্যলীলায় ব্রজগোপালরূপী বালক শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জ্জুন বৃক্ষ দুইটীকে ভূপতিত করিয়া তাহাদের মুক্তি বিধান করেন। ফলতঃ নারদের অহৈতুক কৃপা হইতেই তাহাদের ভক্তিলাভ হয়। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২২)

যাহা হউক, নিত্য আনন্দৈকস্বরূপ শ্রীভগবানে ঐ প্রকার চিত্তবৃত্তিবিশেষ কৃপাবিকার সম্ভব নয়। ঘনীভূত তেজঃপুঞ্জে যেমন অন্ধকারের যোগ সম্ভব হয় না, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের চিত্তে অজ্ঞানময় দুঃখের উদ্ভব সম্ভব নহে; অতএব অভজনকারী বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি আপনা হইতেই শ্রীভগবানের দুঃখবোধমূলক কৃপা উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না। তবে দৈন্যাত্মিকা ভক্তির দ্বারা যে ব্যক্তি একান্তভাবে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি সেই শক্তিবিশেষ ভক্তির চুম্বকোপম আকর্ষণে শ্রীভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হন। বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে ইহার সিদ্ধান্ত নিরূপণে বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সা হি (কৃপা) সংসারদুরন্তানন্ত-সন্তাপসন্তপ্তেষ্বপি তদ্বিমুখেষু স্বতন্ত্রা ন প্রবর্ত্ততে, তদসম্ভবাৎ। কৃপারূপ-শ্চেতোবিকারো হি পরদুঃখস্য স্বচেতসি স্পর্শে সত্যেব জায়তে। তস্য তু সদা পরমানন্দৈকরসত্বেনাপহতকল্মষত্বেন চ শ্রুতৌ জীববিলক্ষণত্বসাধনাৎ তেজোমালিনস্তিমিরাযোগবৎ তচ্চেতস্যপি তমোময়দুঃখস্পর্শনাসম্ভবেন তত্র তস্যা জন্মাসম্ভবঃ। অতএব সর্ব্বদা বিরাজমানেঽপি কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থে তস্মিংস্তদ্বিমুখানাং ন সংসারসন্তাপাঃ সন্তি। অতঃ সৎকৃপৈবাবিশিষ্যতে।.....পরমেশ্বরকৃপা তু স এবাত্র মম শরণমিত্যাদি-দৈন্যাত্মিকা ভক্তিসম্বন্ধে-নৈব জায়তে।.....ভক্তিহি ভক্তকোটিপ্রবিষ্ট-তদাদ্রীভাবয়িতৃ-তচ্ছক্তিবিশেষ ইতি। দৈন্যসম্বন্ধেন চ সাধ্বিয়মুচ্ছলিতা ভবতীতি তত্র তদাধিক্যম্। তস্মাদ্ যা কৃপা তস্য সৎসু বর্ত্ততে সা সৎসঙ্গবাহনৈব বা সৎকৃপাবাহনৈব বা সতী জীবান্তরে সংক্রমতে ন স্বতন্ত্রেতি স্থিতম্।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ, ১৭৯ শ্লোকাঙ্ক ব্যাখ্যা)

—'ভগবদ্বহির্মুখ জীব সংসারের দুরন্ত অনন্ত সন্তাপ কর্ত্তৃক সন্তপ্ত হইলেও শ্রীভগবানের কৃপা স্বতন্ত্ররূপে আপনা হইতে প্রবর্ত্তিত হয় না, যেহেতু তাঁহাতে উহা অসম্ভব। কেননা নিজচিত্তে অপরের দুঃখের স্পর্শ হইলেই কৃপারূপ চিত্তবিকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্রুতিতে শ্রীভগবানকে নিত্য পরমানন্দৈকরস ও অপহতপাপ্মস্বরূপ বলিয়া জীব হইতে পৃথকরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব তেজঃপুঞ্জে যেমন অন্ধকারের যোগ হয় না, তদ্রূপ শ্রীভগবানের চিত্তে অজ্ঞানতাময় দুঃখের উদ্ভব সম্ভব নয়। সুতরাং দুঃখস্পর্শ না হওয়ায় তাঁহার চিত্তে কৃপা জন্মিতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান এবং তিনি যে কোনও কাজ করিতে, না করিতে বা অন্যথা করিতে অবশ্যই সমর্থ। তথাপি তাঁহার চিত্তে ঈশ্বরবিমুখ জীবগণের সংসারসন্তাপ স্পর্শ করে না। অতএব জগতে একমাত্র সাধুগণের কৃপাই অবশেষরূপে পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের সেই কৃপাবলেই ভক্তি উদ্বুদ্ধ হওয়ায় শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়। তবে 'শ্রীভগবানই একমাত্র রক্ষক ও আশ্রয়স্থল'—এই প্রকার দীনভাবে যে ব্যক্তি ভক্তিসম্বন্ধদ্বারা তাঁহার শরণাপন্ন হন, তিনি পরমেশ্বরকৃপা লাভ করেন। শ্রীভগবানের যে শক্তি ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সেই হৃদয় বিগলিত করিয়া শ্রীভগবানের হৃদয়কে উহাতে আর্দ্রভাবাপন্ন করে—সেই শক্তিবিশেষেরই নাম ভক্তি। দৈন্যসম্বন্ধ দ্বারা সেই ভক্তি অধিকরূপে উচ্ছলিত হয় বলিয়া ভক্তিবিষয়ে দৈন্যবুদ্ধিরই আধিক্য। অতএব সাধুভক্তগণের প্রতি যে শ্রীভগবানের কৃপা—সেই কৃপা দয়ালুস্বভাব সাধুগণের সঙ্গফলে অথবা সৎকৃপা দ্বারাই অন্য সংসারিক জীবে সংক্রমিত হয়, কিন্তু কোন সময়েই স্বতন্ত্ররূপে শ্রীভগবানের অহৈতুক কৃপা হয় না—ইহাই সিদ্ধান্ত।'

অতএব অভজনকারী ব্যক্তিগণের প্রতি সাধুদয়ালুগণ যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কৃপাস্নেহ প্রকাশ করেন, প্রাকৃত গুণের অতীত নিত্যানন্দ স্বরূপ শ্রীভগবানে সেইরূপভাবে ভক্তিভজন ব্যতীত আপনা হইতে কৃপাবিকার উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না এবং উহা পারে না বলিয়াই দয়ালু ব্যক্তির নিরুপাধিক প্রীতি বা মাতাপিতার স্বাভাবিক স্নেহের সহিত শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তির তুলনা সম্ভব নয়। অতএব দয়ালু সাধুগণের সমপর্য্যায়ে শ্রীভগবান্‌কে অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। জীবজগতের লৌকিক আচরণের সহিত তাঁহার অদ্বিতীয় স্বভাবের কোন তুলনাই হইতে পারে না। শ্রুতি বলিয়াছেন—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ্য কশ্চিৎ।

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৬।৮)

—'তাঁহার কার্য্যও নাই, কারণও নাই। তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, এইরূপভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে ব্রজগোপীগণের দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিবার পর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপীদিগের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল যে যাহারা ভজিলেও ভজে না, না ভজিলেও ভজে না, তাহারা কিরূপ এবং তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ভূক্ত কি না? পরমপ্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ঐকান্তিক প্রেমনিষ্ঠায় এতকাল ভজনা করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের জীবনের আশাই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিলে। তথাপি রাসবিহারী গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নয়নসম্মুখে উপস্থিত না হইয়া নিষ্ঠুরভাবে দূরে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই ব্রজগোপীগণ ধারণা করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিলেও তাঁহার প্রীতি লাভ করা যায় না, ভজনা না করিলে প্রীতিলাভের আশা অবশ্যই সুদূরপরাহত। অতএব তাঁহাদের বিশ্বাস—যাহারা ভজিলেও ভজে না, তাঁহাদের ব্রজেন্দ্রনন্দনও তাহাদেরই একজন।

ভক্তভাবগ্রাহী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদিগের সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন বলিয়াই প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বলিলেন—'হে ব্রজসুন্দরিগণ! তোমরা যে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ, ভজনা করিলে বা ভজনা না করিলেও কেহ কেহ ভজনা করে না তাহারা কিরূপ—তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে আত্মারাম প্রভৃতি এবম্বিধ লোক জগতে অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নহি।' প্রথমতঃ যাঁহারা আত্মারাম—'আত্মনি আরমতে'—নিজ আত্মাতেই যাঁহারা পরম সন্তোষলাভ করেন, তাঁহারা বাহ্য ভজনাদি বিষয়ে অনুসন্ধান রাখেন না। তাঁহাদের বাহ্যপ্রবৃত্তির প্রেরণা নাই। শমদম তিতিক্ষা প্রভৃতি সংযমবশে সকল চিত্তবৃত্তিই তাঁহাদের অন্তর্মুখী; পরমাত্মার ধ্যানে তাঁহারা নিত্য তন্ময় হইয়া থাকেন। বাহ্য বিষয়ে তাঁহাদের কোনও দৃষ্টি বা অনুসন্ধান নাই। অতএব বাহ্যজগতের সুখদুঃখ বা স্নেহপ্রীতির আকর্ষণ তাঁহাদের প্রতি কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না। বাহিরের জগতের কোন দ্বন্দ্ব কোলাহলবার্ত্তা বা রাগদ্বেষের ঘূর্ণাবর্ত্তের আন্দোলন তাঁহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ নির্ব্বিকার হৃদয়প্রান্তদেশে পৌঁছিতে পারে না। অতএব তাঁহাদিগকে ভজনা করিলেও বা ভজনা না করিলেও তাঁহাদের কোন প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। হিমালয়ের মত তাঁহাদের আত্মনিষ্ঠ হৃদয় অচল-প্রতিষ্ঠ ধীর, স্থির ও চিরপ্রশান্ত। অবিরত শিলাসম্পাতে অথবা প্রবল ঝঞ্ঝাবাতেও যেমন হিমালয়ের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের কোনও ব্যত্যয় হয় না, সেইরূপ কামক্রোধ রাগ দ্বেষ বৃত্তিনিচয়ের দুর্দ্দমনীয় সঙ্ঘাতেও আত্মারাম মুনিবৃন্দের হৃদয় নিত্য অচঞ্চল ও ধীর স্থির রূপে বিদ্যমান থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে তাঁহাদের কোনও আসক্তি নাই। তাঁহারাই যথার্থ জিতেন্দ্রিয়। কারণ—

দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ। ন হৃষ্যতি গায়তি বা স উচ্যতে জিতেন্দ্রিয়ঃ।

(মনুসংহিতা)

—দর্শন শ্রবণ ভোজন স্পর্শ ও ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি হৃষ্ট বা উল্লসিত হন না, তিনিই জিতেন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হন।'

সুতরাং যাঁহারা আত্মরতিসম্পন্ন ও আত্মতৃপ্ত তাঁহারা ভোগাপেক্ষা ব্যতীত আপনা হইতেই পরম নির্বৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়ভোগের আসক্তি না থাকায় তাঁহাদের কোনও বাহিরের কার্য্য থাকিতে পারে না, আত্মানন্দসুখেই তাঁহারা বিভোর হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

(শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৩।১৭)

'আত্মাতেই যাঁহার প্রীতি, আত্মাতেই যাঁহার তৃপ্তি অর্থাৎ আত্মানন্দ উপভোগেই যিনি চরিতার্থ, অতএব আত্মাতেই যাঁহার পরম সন্তুষ্টি, তাঁহার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই।' এতাদৃশ আত্মারাম জনগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ কোন পুণ্যলাভ হয় না বা কর্ম্মের অননুষ্ঠানবশতঃ কোন পাপও হয় না। সুতরাং এরূপ আত্মারাম ব্যক্তিগণকে ভজনা করিলে বা ভজনা না করিলেও তাঁহাদের কোন লাভক্ষতি নাই এবং তাঁহাদের পক্ষ হইতে কোন কর্ত্তব্যাপলাপও নাই।

কিন্তু শ্রীভগবান্ স্বয়ং আত্মারাম শিরোমণি হইলেও তিনি নিখিল জীবের অন্তর্য্যামী। প্রতিনিয়তই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবের অন্তরবাহির সবই তাঁহার গোচরীভূত। সুতরাং কেমন করিয়া তিনি সেই অনন্ত জীবের প্রতি নিত্য উদাসীন থাকিবেন? জগতের সর্ব্বভূতের ও প্রাণিবৃন্দের হৃদয়ে বাস করিয়া সাক্ষিরূপে তিনিই যে নিত্য বিরাজ করিতেছেন। শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ (শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৯।১৮)

—'আমিই জগতের প্রাণিগণের একমাত্র গতি, প্রভু, সাক্ষী, নিবাসস্থল, পরম আশ্রয়, সুহৃৎ, প্রভব, প্রলয়, আধার ও লয়স্থান, পরমবীজ ও অব্যয়স্থান।'

ভক্ত প্রেমিকের সকাতর আহ্বান নিত্য তাঁহার কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে। চরাচর সকল বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া তাঁহারই নিজ বিভুস্বরূপ বিস্তৃত রহিয়াছে।

সর্ব্বতঃ পানিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩।১৩)

—'সকল দিকেই তাঁহার হস্তপদ এবং সকল দিকেই তাঁহার চক্ষু, শিরোদেশ ও মুখমণ্ডল, সকল দিকেই তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল সমাবৃত করিয়াই বিদ্যমান আছেন।'

বিশ্বের অন্তর বাহির সকলই যখন তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রুতিপথের অন্তর্ভুক্ত, তখন আত্মারাম ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বাভিব্যাপক বিভুস্বরূপ শ্রীভগবানের কোন তুলনাই সম্ভব নহে। বিশেষতঃ যাঁহারা অনন্যভাবে শ্রীভগবানের ধ্যানে বিভোর হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে উপাসনা করেন, সেই ভক্তজনগণের অযাচিত কল্যাণ বিধানে তাঁহাকেই যে সর্ব্বদা যত্ন লইতে হয়। তাঁহার যে অনেক প্রিয়, অনেক ভক্ত। তিনি কেমন করিয়া তাঁহাদের ভুলিয়া আত্মারাম জনগণের ন্যায় উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবেন? তিনিইত বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯।২২)

—'যাঁহারা অনন্যচিত্তে আমাকে চিন্তা করতঃ উপাসনা করে আমি সেই সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের যোগক্ষেম বহন করি।'

সত্য বটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃই আনন্দস্বরূপ ও আত্মারাম। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে যে যিনি আত্মারাম, আত্মরতিসুখে কৃতকৃতার্থ, প্রেমবান্ ভক্তের মনোবঞ্ছাপূরণের তাঁহার দায়িত্ব বা কর্ত্তব্যই বা কি? তদুত্তরে মনে রাখিতে হইবে যে প্রেমবান্ ভক্তের প্রেমশক্তিতে এমনই কোন অনির্ব্বচনীয় গুণবিশেষত্ব আছে যাহার পরমতম অত্যদ্ভুত আকর্ষণে আত্মারামশিরোমণি স্বয়ং শ্রীভগবান্ও আত্মারামস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তপ্রেমবশ্যতার আনন্দকে পরমতম অভীষ্ট বলিয়া মনে করেন। তাই তিনি স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও গোপীপ্রেমের মাধুর্য্যে লুব্ধ হইয়া রাসরতিসুখের ইচ্ছা করিলেন—'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ।' ভক্তাধীন শ্রীভগবানের নিকটে নিজ আত্মা অপেক্ষা ভক্তই প্রিয়। অতি সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি বলিয়াছেন—

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্ব্বিনা— (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৯।৪।৬৪)

—'আমি ভক্তগণকে ছাড়িয়া আমার আত্মাকেও চাহি না' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হয়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ। আত্মা হইতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হইতে কৃষ্ণ 'ভক্ত বড়' করি মানে। তাহাতে বহুত শাস্ত্রবচন প্রমাণে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ১।৬।৮৭-৮৮)

অতএব ভক্তবাঞ্ছাপূরণের নিমিত্তই স্বয়ংপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মারামতা ও সমস্ত ঐশ্বর্য্যবৈভব ভুলিয়া ভক্তপ্রেমাধীনবেশে লীলাবিলাস করিয়া পরমতম মাধুর্য্য প্রকাশ করেন—ভক্তের সেবা করিয়া, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া, ভক্তের প্রেমামৃত আস্বাদন করিয়া তিনি যথার্থই ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন। ধন্য ভক্তপ্রেমের মহিমা! ধন্য ভক্তপ্রেমাধীন ভগবানের প্রেমবৈবশ্যস্বভাব! ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ আত্মারাম জনগণের ন্যায় ভক্তের প্রেমে কখনই উদাসীন থাকিতে পারেন না, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়—আপনার মাধুর্য্যভাবের হানি হয় এবং অসমোর্দ্ধ লীলাবিলাসস্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা আপ্তকাম, পূর্ণমনোরথ—তাঁহারাও আত্মারাম মুনিগনের ন্যায় অপরের প্রতি উদাসীন থাকেন। কেহ তাঁহাদের ভজনা করুক বা না করুক প্রয়োজনের কোন অবসর না থাকায় তাঁহারা ভজনকারী অথবা অভজনকারী—কাহারও উপরে কোন অপেক্ষা রাখেন না। অবশ্য আপ্তকাম ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আত্মারামগণের ন্যায় অন্তর্মুখী নহে বা কেবল আত্মরতিসুখের ফল্গুধারায় তাঁহারা পরমপরিতৃপ্ত হন না। তাঁহাদের বাহ্য বিষয়ানন্দে তন্ময়তা আছে এবং বাহ্যবিষয়াদির আনন্দে অভিনিবেশও আছে। কিন্তু তাঁহাদের সকল কামনা পরিপূর্ণ হওয়ায় পূর্ণকামতাবশতঃ নূতন করিয়া ভোগেচ্ছার আর কিছুই নাই। ইচ্ছামাত্রেই যাহার সকল অভিলাষ পূর্ণ হয় তাহার আর নূতন করিয়া চাহিবার কি আছে? এরূপ ব্যক্তির পক্ষে অন্যের আচরিত উপকার বা অপকারের প্রতি অপেক্ষা বা নির্ভরতা থাকিতে পারে না; তাঁহার কোন কিছুরই অভাব নাই—ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টনাশ বিষয়ে তাঁহার যত কিছু কামনা সবই সফল হইয়া থাকে। অতএব তাঁহার প্রয়োজনই বা আর কি রহিয়াছে? দৈন্য, অভাব বা রিক্ততাবশতঃ লোকে অভিলষিত বস্তু চাহিয়া থাকে বা পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। কিন্তু সকল ভাণ্ডার যাহার পূর্ণ, তাহার ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন কোথায়? ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিই ভোজ্য ও পেয় সামগ্রীর জন্য লালায়িত হয়, কিন্তু উদর যাহার পরিপূর্ণ, বহুবিধ ভোজ্য ও পেয় সামগ্রীর নানা উপচার তাহার সম্মুখে ধরিলেও তাহাতে সে আকৃষ্ট হয় না। কল্পবৃক্ষের ফল যে ব্যক্তি লাভ করিয়াছে, অন্য ফলে তাহার প্রয়োজন হইবে কেন? অতএব যে আপ্তকাম ব্যক্তি যোগসিদ্ধিবশতঃ সকল অভিষ্ট লাভ করিয়াছেন, তিনি অপরের নিকটে প্রীতি বা উপকৃতি—কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। অপর ব্যক্তি তাঁহাকে ভজনা করুক বা নাই করুক, তাহার প্রতি তিনি উপেক্ষাই করিয়া থাকেন। যাঁহারা আপ্তকাম তাঁহাদের বহির্দৃষ্টি থাকিলেও অভাব না থাকায় কিছুতেই কোন কিছু লাভের ইচ্ছার উদ্রেক হয় না—অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত অপরকে ভালবাসিবার কোন প্রয়োজনই তাঁহাদের নাই।

কিন্তু সেরূপ আপ্তকাম ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রযোজ্য হইতে পারে না। যদিও শ্রীভগবান্ আপ্তকাম, তাঁহার কোন কিছুরই অভাব নাই, তথাপি নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি ভক্তের ইচ্ছায় প্রয়োজন স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব আপ্তকাম ব্যক্তির সহিত ভগবানের তুলনা হয় না। কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩।২২-২৩)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'হে পার্থ! এই ত্রিলোকমধ্যে যখন আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বস্তু কিছুই নাই, তখন আমার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মও নাই বলা যাইতে পারে, কিন্তু তথাপি কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কেননা, যদি আমি নিরলস-ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে মনুষ্যমাত্রেই সকলে আমার পথ অনুসরণ করিয়া কর্ম্মে অপ্রবৃত্ত হইবে—ফলে লোকযাত্রারই ব্যাঘাত ঘটিবে।'

বিশেষতঃ, শ্রীভগবান্ যখন ভক্তপরাধীন তখন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত অবশ্যই তাঁহাকে ভক্তের ইচ্ছা পোষণ করিতে হয়। সত্য বটে তিনি স্বয়ংপূর্ণ আপ্তকাম ও অন্যনিরপেক্ষ—তাঁহার কোন কিছুরই অভাব নাই। তথাপি তাঁহার ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবের ইহাই মাধুর্য্য যে ভক্তের ইচ্ছায় তিনি যে কেবল ভক্তাধীন হন তাহা নহে, প্রয়োজন হইলে স্বয়ং ভক্তভাবও অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং অন্যের ভজন নিরপেক্ষ আপ্তকাম ব্যক্তির সহিত ভক্তপ্রেমাধীন শ্রীভগবানের কোন তুলনাই হইতে পারে না। এই তত্ত্বটিকে পরিস্ফুট করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

কৃষ্ণমাধুর্য্যে এক অদ্ভুত স্বভাব। আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৭।৯)

তৃতীয়তঃ, যাহারা অকৃতজ্ঞ তাহারা উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। সুতরাং তাহাদিগের প্রতি কেহ প্রীতিব্যবহার করুক বা নাই করুক, তাহাতে তাহাদের মনের উপর কোন প্রভাব দেখা যায় না। যদিও তাহাদের বাহ্যপদার্থে আসক্তি আছে, অপরের নিকট উপকার পাইবার লোভ আছে, প্রত্যুপকারের শক্তিও আছে, তথাপি তাহাদের অকৃতজ্ঞতা স্বভাববশতঃ তাহারা কখনই অপরের উপকৃতির মর্য্যাদা প্রদর্শন করে না। কিন্তু সেইরূপ অকৃতজ্ঞস্বভাব ব্যক্তিগণের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না, কারণ ভক্তের প্রেমের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য প্রেমাধীন ভগবান্ নিত্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। ভক্তের ভজনানুরূপ ফল প্রদান করিবার জন্য তিনি নিরন্তর ব্যগ্র। সামান্য তুলসীদল পাইয়াও শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকটে চিরতরে বাঁধা থাকেন। হরিভক্তিবিলাসধৃত গৌতমীয়তন্ত্রের বচনে জানা যায়—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

(গৌতমীয়তন্ত্রম্)

—'মাত্র একটি তুলসীপত্র এবং এক গণ্ডুষ জল পাইয়াও ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন।' অতএব এরূপ ভক্তপ্রেমাধীন শ্রীভগবান্ কখনও অকৃতজ্ঞ হইতে পারেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীভগবানের নিম্নোক্ত বচনে উহাই প্রচার করিয়াছেন—

আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সেই ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪)

আর শেষতঃ, যাহারা গুরুদ্রোহী—নিষ্ঠুরস্বভাব ও জিঘাংসাপরায়ণ তাহারা উপকারীর উপকার না করিয়া প্রত্যুত অপকারই করে। এইজন্য তাহাদিগকে ভজনা করিলে বা ভজনা না করিলেও প্রতিদানে তাহারা ভজনা তো করেই না, বরং অপকার করিয়া থাকে। গুরুদিগকে যাহারা দ্রোহ করে, তাহাদেরই এই প্রকার স্বভাব। গুরুশব্দে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে বুঝিতে হইবে—

জন্মদো বৃত্তিদশ্চৈব প্রাণদো জ্ঞানদস্তথা। গুরুর্ভবতি ধর্ম্মেণ শ্রেষ্ঠাঃ স্যুরুত্তরোত্তরাঃ॥ (প্রাচীনোক্তিঃ)

—'জন্মদাতা ও যিনি জীবিকাবৃত্তি বিধান করেন, প্রাণদাতা এবং যিনি জ্ঞানদান করেন—ইঁহারাই ধর্ম্মতঃ গুরু! এবং উক্ত ক্রম অনুসারে পর পর ইঁহাদের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সকল ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি দ্রোহ আচরণ করে, তাহাকেই গুরুদ্রোহী বলা হয়। এই গুরুদ্রোহী ব্যক্তি অধর্ম্ম আচরণ করে বলিয়া পতিত ও পাষণ্ড বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই সকল পাষণ্ড ব্যক্তির তুলনা হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ স্বয়ংই সেই সকল পাষণ্ডের শমনস্বরূপ। তাহাদের দমন করিবার নিমিত্ত তিনি উদ্যতদণ্ড, কারণ যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় তখনই শ্রীভগবান্ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪।৭-৮)

—'হে ভরতকুলোদ্ভব অর্জ্জুন! যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রভাব প্রকাশ পায়, তখনই আমি দেহধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই। সজ্জন ব্যক্তিগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারী পাষণ্ডদিগের বিনাশ করিবার জন্য এবং এইরূপে ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।'

দুষ্টের দমন করায় শ্রীভগবানের আচরণে নিষ্ঠুরতা বা নৃশংসতার দোষ প্রকাশ পায় না। কারণ—

লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ॥

—'মাতা যেমন শিশু সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত লালন তাড়ন ও ভর্ৎসন করেন এবং তাহাতে যেরূপ তাঁহার কোন স্নেহহীনতা প্রকাশ পায় না, সেইরূপ যিনি গুণদোষের নিয়ামক পরম ঈশ্বর, তাঁহারও সেইরূপ অকারুণ্য দোষ হয় না।'

আনন্দবৃন্দাবনচম্পু গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপিকাবৃন্দের প্রশ্নের উত্তরে অনুরূপ চারিপ্রকার লোকের বিবরণই প্রকাশ করিয়াছেন—

ভজন্তি ভজতো ন যে ত্বভজতঃ কথং তে ভজন্ত্যেহো বত ভবন্তি তে ভুবি চতুর্ব্বিধাঃ সুভ্রুবঃ।
পরাত্মনি লসদ্ধি যে নিজসুখেন পূর্ণান্তরাঃ কৃতোপকৃতিবিদ্রহঃ সুকঠিনা কৃতঘ্না অপি॥

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

—'অয়ি সুভ্রু সুন্দরীগণ! ভজনকারী ব্যক্তিগণকে যাহারা ভজন করে না, অভজনকারী ব্যক্তিগণকে তাহারা কেন ভজন করিবে? সেই প্রকার লোক পৃথিবীতে চারি প্রকার। পরমাত্মরতি সুখে যাঁহারা বিলাস করেন, যাঁহারা নিজসুখে পরিপূর্ণ হৃদয়, যাহারা উপকারী জনের প্রতি দ্রোহী অতএব নিষ্ঠুরস্বভাব এবং যাহারা কৃতঘ্ন।'

এইভাবে চতুরচূড়ামণি বচনকলাকুশল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বাগ্‌জালের তিন গ্রন্থি হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইলেন। প্রশ্নোত্তরের বচনভঙ্গিতে ইহাই তিনি ব্যক্ত করিলেন—'হে সখী ব্রজসুন্দরীগণ! আমাকে তোমরা ভুল বুঝিয়াছ। তোমরা যে তিন প্রকার ব্যক্তির সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ উহাদের মধ্যে আমি কেহই নই। মানব প্রকৃতির সহিত আমার কোনও সাদৃশ্য নাই। লৌকিকদৃষ্টিতে ভ্রান্ত ধারণায় আমার অচিন্ত্য স্বভাবের প্রতি তোমরা ভুল ধারণা পোষণ করিয়াছ। কেহ ভজন করিলে ভজন করে, কেহ ভজন না করিলেও ভজন করে, আবার কেহ ভজন করিলেও বা ভজন না করিলেও ভজন করে না—লৌকিক জগতের এই ত্রিবিধ ব্যক্তিবর্গের আচরণ সম্বন্ধে তোমরা জানিতে চাহিয়াছ এবং প্রকারান্তরে ইহাও তোমরা জানিতে চাহ যে আমি উহাদিগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিনা? এক্ষণে তোমরা অবশ্যই বুঝিতে পারিলে যে আমি ঐ ত্রিবিধ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত নহি। লৌকিক জগতের আচরণের পরিমাপ দ্বারা আমার স্বরূপের ইয়ত্তা করা যায় না।' ১৭—১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—হে সখ্যঃ! অহন্তু অমীষাং (মাং ভজতাং জন্তূনাং) অনুবৃত্তিবৃত্তয়ে (অনুবৃত্তিনাং নিরন্তর-ধ্যানানাং বৃত্তিঃ যস্মাৎ মদনুধ্যানরূপস্য অবিচ্ছেদায় সন্ততপ্রেমপ্রকর্ষায়েত্যর্থঃ) ভজতঃ অপি জন্তূন্ (ন ভজামি) (এতদ্দৃষ্টান্তমাহ;—যথা অধনঃ (নির্ধনঃ পুমান্ কদাচিৎ দৈবাৎ) লব্ধধনে (প্রাপ্তধনে) বিনষ্টে (বিনাশমাপন্নে সতি) তচ্চিন্তয়া (নষ্টধনচিন্তয়া) নিভৃতঃ (নিতরাং ভৃতঃ ব্যাপ্তঃ সন্) অন্যৎ (ক্ষুৎপিপাসাদ্যপি) ন বেদ (ন স্মরতি কিন্তু তদেব নষ্টং ধনম্ অবিচ্ছেদেন অনুস্মরন্ অবতিষ্ঠতে তদ্বৎ)॥ ২০

মূলানুবাদ।—হে সখীগণ! ধনহীন ব্যক্তি দৈবলব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে যেমন সেই চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া কিছুই জানিতে পারে না, কেবল ওই নষ্টধন বিষয়েই চিন্তা করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভজনকারী জনের ধ্যানের অবিচ্ছেদের নিমিত্ত আমি কিন্তু ভজনকারী ব্যক্তিগণকেও ভজনা করি না॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—অত্র চরমকোটিগতমাত্মানং মত্বা অক্ষিনিকোচৈঃ পরস্পরং গূঢ়স্মিতমুখীস্তা দৃষ্ট্বাহ নাহন্ত্বিতি। হে সখ্যঃ অহং তেষাং মধ্যে ন কোঽপি, কিন্তু পরমকারুণিকঃ পরমসুহৃচ্চ। কথম্? অমীষাং ভজতাম্ অনুবৃত্তিবৃত্তয়ে নিরন্তরধ্যানপ্রবৃত্ত্যর্থং তান্ ন ভজামি। এতদ্দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। তস্য ধনস্যৈব চিন্তয়া নিভৃতঃ পূর্ণো ব্যাপ্ত ইতি যাবৎ অন্যৎ ক্ষুৎপিপাসাদ্যপি ন বেদ॥ ২০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেবং তাসাং মতে তদাদিভিঃ সহ বিচিত্রক্রীড়য়া রমমাণস্য তস্যাত্মারামত্বাদিদ্বয়ং ন ঘটত এব। বিরহার্ত্তিপ্রদত্বেন ন চ পূর্ব্বোক্তে সাপেক্ষনিরপেক্ষভজনে। তাদৃশোত্তরাদিচাতুর্য্যেন বিজ্ঞতাভিব্যক্তের্ন চাকৃতজ্ঞত্বং ততো গুরুধ্রুক্ত্বং নির্ব্বিশেষং কাঠিন্যমেব পর্য্যবসিতমিত্যভিপ্রেত্য তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র চরমেতি পূর্ব্বম্ অকৃতজ্ঞতামাত্রমাপাদয়িতুমপৃচ্ছন্, অধুনা তু ততোঽপি দোষবৈশিষ্ট্যপর্য্যবসানেন সন্তুষ্টা জাতা ইত্যভিপ্রেত্য ব্যাখ্যাতম্। অক্ষিনিকোচৈরিতি। অথবা কাঠিন্যাপাদনার্থ এবায়ং প্রশ্নোত্তম ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অথাভজনেঽপি মম সর্ব্বেভ্যো ভজনকৃদ্ভ্যঃ উত্তমভজনত্বং কিমুত ভজন ইত্যাহ নেতি। তুশব্দো ভিন্নোপক্রমে। আত্মারামাদি-চাতুর্ব্বিধ্য-রহিতোঽপ্যহং ভজতোঽপি জনান্ ন ভজামি। নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদেত্যাদিমদুক্তিভিস্তন্নিকটে স্থিতমপি স্বং তেভ্যো ন দর্শয়ামীত্যর্থঃ। নঞঃ সর্ব্বাদৌ প্রয়োগঃ স্ববাক্যেনৈব স্বস্য যন্ত্রণাপত্ত্যা পরমবৈয়গ্র্যাৎ। হে সখ্য ইতি আত্মারামত্বাদি রাহিত্যমেব সাধিতম্। জন্তুনিত্যবশেষাৎ সর্ব্বত্রৈবেদৃশো মম ব্যবহারো, ন তু ভবতীষ্বেবেতি নাত্মনি মমৌদাসীন্যং শঙ্কনীয়ম্ ইতি ভাবঃ। কথং ন ভজামি? তত্রাহ অমীষামিতি অনুবৃত্তীনাং নিরন্তরধ্যানানাং বৃত্তির্যস্মাত্তস্মৈ সন্ততপ্রেমপ্রকর্ষায়েত্যর্থঃ। নন্বস্মাকং ত্বয্যনুবৃত্তিবৃত্তিঃ সদা বর্ত্তত এবেতি চেৎ, সত্যং, তথাপি বৈশিষ্ট্যার্থমিতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি, বিশেষতো নষ্টে হারিতঃ ইতি বৈয়গ্র্যবিশেষো দর্শিতঃ। অতএব তচ্চিন্তয়া নিতরাং ভৃতো ব্যাপ্তঃ। তদেবং রূপগুণাদিনা সর্ব্ববশিত্বাৎ সর্ব্বার্থপূর্ণত্বেন প্রেমমাত্রসাপেক্ষত্বেন চ প্রত্যুপকারানপেক্ষতয়া সাম্যেঽপি করুণপিতৃনপ্যতিক্রম্য স্বস্য হিতৈষিত্বং দর্শিতং, স্বাদেয়স্ববশীকার-সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণিস্বপ্রেমদানাৎ। তথা প্রিয়প্রেমরসাস্বাদাধিক্যং চ বোধিতম্। সন্তত-তদ্বর্দ্ধনলালসাৎ তদর্থং তদ্বিরহদুঃখসহনাচ্চেতি জ্ঞেয়ম্॥ ২০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বচনকলাকুশল চতুরচূড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবনিতাদিগের প্রশ্নের উত্তরে যে কুশলতাপূর্ণ বচনবিন্যাস করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আচরণের সহিত লৌকিক জীবের আচরণের তুলনা হইতে পারে না। যাহারা ভালবাসিলে ভালবাসে, ভজনা করিলে ভজনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, তাহাদের স্বার্থকুশলতাময় ক্রয়বিক্রয়ের বাণিজ্য মধ্যে ভগবান্ অন্তর্ভুক্ত নহেন। আবার ভজনা না করিলেও যাহারা ভজনা করে—যেমন দয়াশীল সাধুগণ ও স্নেহশীল জনকজননী, তাঁহাদের দৃষ্টান্তও শ্রীভগবানে প্রযোজ্য নহে। পরের দুঃখ হৃদয়ে স্পর্শ করিলে আপনা হইতেই ভজনানিরপেক্ষ দয়া নামক সত্ত্বগুণাত্মক চিত্তবিকারের উদ্ভব হয়। কিন্তু প্রাকৃত গুণের অতীত নিত্যানন্দময় শ্রীভগবৎস্বরূপে জীবজগতের দুঃখে যে দুঃখের অনুভূতি হইবে এবং তন্নিমিত্ত সমবেদনার অনুভূতি প্রকাশ পাইবে—এইরূপ সম্ভাবনা করা যায় না। আবার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া যাঁহার স্নেহ পরিব্যাপ্ত, তাঁহার সহিত মাতাপিতার পুত্র নামক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিতে অর্পিত সঙ্কীর্ণস্নেহসীমারও কোন তুলনাই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, ভজনা করিলেও বা ভজনা না করিলেও যাঁহারা উদাসীন—যেমন আত্মনির্বৃত আত্মারাম ব্যক্তি বা যথাসঙ্কল্পসিদ্ধ পূর্ণকাম ব্যক্তি এবং উপকৃতিবোধহীন অকৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠুর গুরুদ্রোহী ব্যক্তি—তাহাদের কাহারও সহিতই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তুলনা হইতে পারে না। স্বয়ং আত্মারাম হইলেও প্রতিনিয়ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর বাহির সবই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে হয়। আবার আপ্তকাম হইলেও ভক্তের ইচ্ছায় ভগবানকে ইচ্ছাময় হইতে হয়। তিনি অকৃতজ্ঞও নহেন, কারণ ভক্তের ভজনানুরূপ ফল তাঁহাকেই প্রদান করিতে হয়। গুরুদ্রোহী কৃতঘ্ন ব্যক্তিগণ পাষণ্ডস্বভাব, তাহাদের মধ্যে কখনই পাষণ্ডদলন ভগবান্ গণনীয় হইতে পারেন না। অতএব মানব প্রকৃতির সহিত অচিন্ত্যস্বভাব শ্রীভগবানের সাদৃশ্য নাই—ব্রজগোপীদিগের প্রশ্নের উত্তরে গোপী-দিগকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাই সাধারণ মানবকে জানাইয়া দিলেন।

বর্ত্তমান শ্লোকে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন—'হে সখীগণ! দৈবলব্ধ ধন হারাইলে যেমন নির্ধন দরিদ্র ব্যক্তি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিষয়াসক্তির প্রবলতম উৎকণ্ঠায় অনুক্ষণ তাহাই চিন্তা করে, তদ্রূপ আমার ভজনকারী ব্যক্তিগণ আমাকে পাইবার জন্য যাহাতে সর্ব্বস্ব ভুলিয়া একমনে আমারই ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকে, যাহাতে আমাকে লাভ করিবার নিষ্ঠা, আকুলতা ও উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, এই মহদুদ্দেশ্যেই আমি আমার ভজনকারীকে ভজনা করি না—তাহার নিকট ধরা দিই না—হয় তো বা মাত্র ক্ষণিকের দেখা দিয়া অন্তর্হিত হই।'

ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর ভঙ্গীতেই বুঝিয়াছেন যে তাঁহাদের ব্রজেন্দ্রনন্দন আত্মারাম বা পূর্ণকাম নহেন। যদি তিনি আত্মারামই হইতেন তাহা হইলে কখনই তাঁহার বাহ্যবিলাসাদিতে বহির্দৃষ্টি থাকিত না এবং যদি তিনি পূর্ণকাম হইতেন তাহা হইলে কখনই রাসরমণ ইচ্ছায় তাঁহার প্রেমানুরাগিণী ব্রজবনিতা-দিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য মোহনবংশীনাদে এমনভাবে প্রলুব্ধ করিতেন না বা তাঁহাদের সহিত প্রেম বিলাসব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু ভালবাসা দেখাইলে বিনিময়ে যে প্রীতিব্যবহার দেখান উচিত—তাহা তাঁহার আচরণে প্রকটিত হয় নাই। আবার, গোপীবৃন্দের ভজন বা অভজনের প্রতি তিনি যে সম্পূর্ণ উদাসীন বা নিরপেক্ষ তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণভজনবতী অনুরাগময়ী ব্রজাঙ্গনাদিগকে বিরহপীড়াদুঃখে যাতনা দিতেই তিনি ভালবাসেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার যেরূপ বচনভঙ্গী ও উত্তর প্রদানের কুশলতাপূর্ণ চাতুরী তাহাতে তাঁহার বিজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে। যে-ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ সে মূর্খ, তাহার উপকৃতিবোধের শক্তি নাই। কিন্তু বিজ্ঞবর বচনকলাকুশল ব্রজেন্দ্রনন্দনের বচনভঙ্গী হইতে সেরূপ অজ্ঞতার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না—কাজেই তাঁহার স্বভাবে অজ্ঞতামূলক অকৃতজ্ঞতার সম্ভাবনাও করা যায় না। যাহারা গুরুদ্রোহী তাহারা বড়ই নৃশংসস্বভাব, কাহারও প্রাণে দুঃখ দিতে তাহারা কোন সঙ্কোচবোধ করে না। অতএব ব্রজেন্দ্রনন্দন যখন তাঁহার অনুরাগিণী ললনাবৃন্দের কোমলপ্রাণে বিরহদুঃখের বিষদিগ্ধ শরনিক্ষেপ করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করেন নাই, ঘোরতম নিশাকালে গভীর অরণ্যমধ্যে তাঁহাদিগকে দুঃখের উদ্বেল সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ গুরুদ্রোহী জনগণের ন্যায় সুকঠিন নৃশংস ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন। শ্রীকৃষ্ণবিরহের দুর্ব্বিষহ বেদনার জ্বালায় ব্রজগোপীগণ কতই না সন্তাপ ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাণের আশাই সুদূরপরাহত হইয়াছিল। ইহার জন্য নিষ্ঠুরপ্রাণ আপ্তদ্রোহী শ্রীকৃষ্ণই দায়ী। শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তর হইতে ব্রজগোপীগণ বুঝিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আজ তাঁহারই কথায় ধরা পড়িয়াছেন—তিনি যে সুকঠিনহৃদয় গুরুদ্রোহী ব্যক্তিবর্গের অন্যতম তাহা তাঁহার কথা হইতেই প্রতীতি হইতেছে। অতএব ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর অক্ষিনিকোচ করিয়া ঈষৎ ইঙ্গিতের হাসিই প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি চতুরকুলচূড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহাদের সে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝিলেন। তাই আত্মস্বভাবের সবিশেষ পরিচয় দিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান শ্লোকে ব্রজগোপীগণকে সখী সম্বোধনে বলিলেন—'আমি কিন্তু ভজনকারীজনকে যে ভজনা করি না, তাহার কারণ ভজনকারীর ভজনপিপাসা যাহাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইজন্য এইরূপ আপাততঃ প্রতীয়মান ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকি। তোমরা আমার সমপ্রাণা সখী! তোমরা আমার স্বরূপতত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে আর কে বুঝিবে? আমার ভক্ত যাহাতে আমার ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন হইয়া স্ত্রীপুত্র বিষয়বৈভব এমন কি সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হইয়া আমাকেই ভজনা করে, সেই মহদুদ্দেশ্যেই আমি তাহাকে ভজনা করি না। প্রত্যুত সেই ক্লেশপ্রদানের মধ্যেও আপনার বিশুদ্ধ সুহৃদ্‌ভাবেরই পরিচয় দিয়া থাকি। তাহাতে নৃশংসতা বা কঠোরতার দুষ্ট অভিসন্ধি আমার নাই। অতএব আমাকে গুরুদ্রোহী পর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করিতে পার না। আর দেখ, যাহারা ভজন করিলেও ভজন করে না—হয় তাহারা আত্মারাম, না হয় পূর্ণকাম, অকৃতজ্ঞ অথবা গুরুদ্রোহী, আমি কিন্তু এই চারি প্রকার ব্যক্তির মধ্যে কোন মতেই অন্তর্ভুক্ত নহি।'

সত্য বটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণরূপে আত্মারাম; তথাপি পূর্ণমনোরথ না হইয়া, রসঘনস্বরূপ শ্রীনন্দনন্দনরূপে তিনি আত্মারামতা ও পূর্ণকামতা ভুলিয়া ভক্তপ্রেমাধীনতায় ব্রজবাসিগণের ইচ্ছা পূরণেই নিত্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। রসিকশেখর রাসবিহারীরূপে তিনি "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ"—আত্মারাম হইয়াও ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রাসরতিবিলাসে প্রবৃত্ত। যদিও তিনি ব্রজের গোপালক—নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠচর্চ্চায় তাঁহার অভিনিবেশ নাই, তথাপি সর্ব্বজ্ঞ ভগবানে অজ্ঞতামূলক অকৃতজ্ঞতা সম্ভব নয়। অনুরাগবতী ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করায় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে গুরুদ্রোহরূপ বা আপ্তদ্রোহরূপ নিষ্ঠুরতার প্রতীতি হইতেছে সত্য, তথাপি সে পরিত্যাগের মহদুদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে কোনমতেই তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরতা দোষ আরোপ করা যায় না। বিশেষতঃ পরক্ষণেই যখন তিনি ভজনকারীকে দর্শনসুখ দান করিয়া থাকেন, তখন গুরুদ্রোহরূপ কাঠিন্যদোষ তাঁহার স্বভাবে আরোপ করা যায় না। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কিরূপ স্বভাবের তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন বলিয়াই বর্ত্তমান শ্লোকে নিজমুখেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা ব্যক্ত করিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

সখ্যঃ শৃণুত নারায়ণত্বেনাত্মারামোঽপূর্ণকামশ্চ ভবন্নপি নন্দপুত্রত্বাদনাত্মারামোঽপূর্ণকামশ্চ গোপবালকত্বেনানধীত-নীতিশাস্ত্রত্বাদকৃতজ্ঞো ভবন্নপি নারায়ণত্বেনৈব সার্ব্বজ্ঞাৎ কৃতজ্ঞশ্চ, সবিলাসাদিভিমুহুঃপ্রণীতানামপি যুষ্মাকং সকৃন্মাত্রত্যাগেন দ্রোহাদ্ গুরুঘ্নগপি ভবন্ পুনঃ স্বদর্শনানন্দদানান্ন গুরুঘ্নক্ চ। তর্হি নিশ্চয়েন কো ভবতি ভবানিতি চেত্তত্রাহ নাহস্মিতি। (শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা)

কোনও কার্য্যের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। পরমকল্যাণময় শ্রীভগবান্ ভক্তের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত যে ক্ষণেকের দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হন তাহাতে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ পায়। অদর্শনের আপাততঃ প্রতীয়মান ক্লেশে ভজনকারী ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি হয় তো এই বলিয়া দোষারোপ করেন যে তিনি ভজনকারীকে ভজনা করেন না, তৎক্ষণাৎ দেখা দিয়া অদর্শনের দুঃখ দূর করেন না—অতএব তিনি নিষ্ঠুর। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ তাহার সেই ক্লেশপ্রদানের মধ্যেও বিশুদ্ধ সৌহৃদ্য আছে, পরমতম কল্যাণের অভিপ্রায় আছে এবং মহত্তম উদ্দেশ্যবিশেষ আছে।

সংসারযাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শাশ্বতকালের জন্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানকে পাইতে হইলে নিরন্তর ভগবদনুধ্যান চাই—সকাতর হৃদয়ে অনুক্ষণ শ্রীভগবানকে ডাকা চাই, তাঁহারই ধ্যানে নিত্য বিভোর হইয়া থাকা চাই। বিষয়াসক্ত মানবগণ ধন ও অর্থসম্পদের প্রতি কতই না উৎকট অনুরাগ প্রদর্শন করে। প্রাপ্তধন সহসা বিনষ্ট হইলে বিষয়াসক্ত দরিদ্র ব্যক্তি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর সেই ধনচিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে, কাতরহৃদয়ে তাহারই অনুসন্ধান করে, এবং আকুল ব্যগ্রতায় তাহারই উদ্বেগে কালযাপন করে। শয়নে স্বপনে ও জাগরণে অনুক্ষণ সেই চিন্তা, সেই ধ্যান! পাওয়া ধন হারাইলে তাহার জন্য যে উৎকট চিন্তা জাগিয়া উঠে তাহা সকল কর্ম্ম ও সকল অনুভূতি ছাপিয়া মনের উপর এমনই প্রভাবজাল বিস্তার করে যে তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করা বড়ই কঠিন হয়। তাই সেই বিষয়াসক্ত জীবের দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন যে যাঁহারা তাঁহাকে ভজনা করেন, যাঁহারা তাঁহার ক্ষণেকের দর্শনলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাকে হারাইয়া বিষয়ী জীবের বিষয় চিন্তার ন্যায় যাহাতে সর্ব্বস্ব ভুলিয়া, সর্ব্বচিন্তা পরিহার করিয়া একমাত্র তাঁহারই চিন্তায় অনুক্ষণ নিমগ্ন থাকেন, সেই মঙ্গল অভিপ্রায়েই তিনি অন্তর্হিত অবস্থায় নিকটেই বিদ্যমান থাকেন। শ্রীভগবানকে পাইয়া শ্রীভগবল্লাভের অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাঁহাকে না পাওয়ার পূর্ব্বানুভূত উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্যের তীব্রতা প্রায়ই হ্রাস পায়। অতএব যাহাতে ভক্তের উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং নিরন্তর তাঁহারই ধ্যানে ভক্ত বিভোর হইয়া থাকেন সেই উদ্দেশ্যেই ভক্তহিতকারী শ্রীভগবান্ ক্ষণেকের দেখা দিয়া ভক্তের নয়নসম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হন।

দেবর্ষি নারদের আখ্যায়িকা হইতেও অনুরূপ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়। দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বজন্মে দাসীপুত্র অবস্থায় চাতুর্ম্মাস্যব্রতযাজী ব্রাহ্মণবর্গের সঙ্গলাভ করিয়া চিত্তশুদ্ধি অর্জ্জন করেন। পরে নির্জ্জন বনমধ্যে গমন করিয়া শ্রীভগবদুপাসনায় শ্রীভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যানে নিযুক্ত হন। তখনই শ্রীহরি তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আবার মুহূর্ত্ত মধ্যেই তিরোহিত হন। দেবর্ষি নারদ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধ ষষ্ঠাধ্যায়ে পরাশরনন্দন ব্যাসদেবের নিকট তাঁহার তৎকালীন মনের অবস্থা বিবৃত করিয়া বলিতেছেন—

ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জ্জিতচেতসা। ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃষ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ॥
প্রেমাভিভরনির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ। আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে॥

—'ভক্তিপ্রভাবিতচিত্তে শ্রীহরির চরণপঙ্কজ ধ্যান করায় উৎকণ্ঠাহেতু আমার নয়নদ্বয় অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ হইল এবং ক্রমে শ্রীহরি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তাঁহাকে দেখিয়া আমার অঙ্গে পুলকসঞ্চার হইল, প্রেমভরবশতঃ অন্তরে পরম সন্তুষ্টি লাভ করিলাম। কিন্তু হায়! শ্রীহরি আমার হৃদয়তট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। শোকনাশন চিত্তপ্রসাদক পরময়মণীয় শ্রীহরির রূপমাধুরী পুনরায় দর্শন করিতে সমুৎসুক হইয়া বহু চেষ্টা করিয়াও আর সেই পরমবিমোহন রূপ দর্শন করিতে পারিলাম না! তৎকালে দৈববাণীসম উদাত্ত গম্ভীরকণ্ঠে শ্রীহরির মঙ্গলবাণী শুনিলাম'—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি মা মা দ্রষ্টুমিহার্হতি। অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥
সকৃদ্ যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ। মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১।৬।২২-২৩)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'হে নারদ! ইহজন্মে, হায়! আর তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না! যাহাদের অন্তঃকরণের মালিন্য দূর হয় নাই এরূপ কুযোগিগণ আমাকে প্রায়ই দেখিতে পায় না। তবে তোমাকে যে একবার মাত্র আমার রূপ দেখাইলাম তাহা কেবল আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত। আমাতে ঐকান্তিক অনুরাগ বা কামনা হইলেও সজ্জনগণ কামক্রোধ প্রভৃতি হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার মালিন্য বর্জ্জন করিতে ক্রমশঃ সমর্থ হয়।'

সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন অনুধ্যানের যাহাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেই মহদুদ্দেশ্যেই শ্রীভগবান্ ভজনকারী ব্যক্তিবর্গের ভজনার্থ তাঁহাদিগকে দর্শন দান করেন না। তাহাতে ইহা মনে করা যাইতে পারে না যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদাসীন, নিশ্চিন্ত বা ভজনকারীর প্রতি উপেক্ষাশীল। সত্য বটে ভক্তের ধ্যানে যাহাতে সাতত্য নষ্ট না হয় সেইজন্য তিনি ভক্তকে দর্শন দান করেন না, কিন্তু তিনি তাঁহার নিকটেই অন্তর্হিতভাবে অবস্থান করেন। ভক্ত নিরন্তর তাঁহার স্মরণে ও চিন্তনে হৃদয়ের যে ব্যাকুলতা নিবেদন করেন, ভাবগ্রাহী প্রেমাধীন শ্রীভগবান্ তাহা সবই দেখিতে পান, কারণ তিনি যে তাহারই সন্নিহিত হইয়া অবস্থান করেন। ভক্তের নিরন্তর ভগবচ্চিন্তার পরিপোষণ জন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্ত বা ভজনকারীর নিকটে সর্ব্বদাই অবস্থান করেন কিন্তু কেবল দর্শন দান করেন না। শ্রীভগবান্ তাঁহার পরমভক্ত নারদকে বলিয়াছেন—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

—'হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠধামে কিংবা যোগযুক্ত যোগিবৃন্দের হৃদয়াভ্যন্তরে বাস করি না। কিন্তু আমার ভক্তগণ আকুল আগ্রহে যেখানে আমার নামকীর্ত্তন করেন আমি সেইখানেই বিদ্যমান থাকি।'

অনন্তকালের জন্য শ্রীভগবান্‌কে পাইতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের প্রয়োজন। কেবল সেই নিমিত্ত ভক্তের নিকটে তিনি অন্তর্হিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহাকে দর্শন দান করেন না। ভক্ত উদ্ধবের দৌত্যে এই বার্ত্তাই তিনি ব্রজাঙ্গনাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন—

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্। মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৭।৩৪)

—'হে ব্রজসুন্দরীগণ! আমি তোমাদের নয়নপ্রীতিকর হইয়াও দূরে বিদ্যমান রহিয়াছি, তাহার কারণ তোমরা আমাকে না দেখিয়া নিরন্তর ধ্যান করিবে এবং আমিও সেই ধ্যানবশতঃ তোমাদের ধ্যাননিষ্ঠ অন্তরের সান্নিধ্য লাভ করিব।'

বর্ত্তমান শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"অনুবৃত্তিবৃত্তয়ে"। 'অনুবৃত্তি' আর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের 'বৃত্তি' অথবা প্রবৃত্তি যাহা হইতে হয় সেই নিমিত্ত। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—যে- বস্তু লাভ করিলে ভক্ত সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কেই চিন্তা করিতে চায় এবং তাঁহাতেই প্রবৃত্তি প্রকাশ করে, অন্য কোন পদার্থে বাঞ্ছা করে না—সেই পরম বস্তুর নাম হইল 'অনুবৃত্তিবৃত্তি'। নিরবচ্ছিন্ন প্রেমপ্রকর্ষ ব্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? প্রকৃতপক্ষে ভক্তের হৃদয়ে যদি প্রেমের প্লাবন জাগে তাহা হইলে কখনই সে স্রোতঃ ক্ষীণ হইতে পারে না, কখনই তাঁহার অন্তরলোক হইতে শ্রীভগবচ্চিন্তা বা শ্রীভগবদনুধ্যানের প্রবৃত্তি দূর হয় না। আকুল প্রেমোৎকণ্ঠায় নয়নযুগল হইতে নিরন্তর বিগলিত অশ্রুধারা নির্গত হয়, ভগবদ্বিরহের দুর্ব্বিষহ দুঃখে হৃদয় কাঁদিয়া আকুল হয়, সকাতর আহ্বানে জিহ্বা নিরবধি সেই নামপ্রেমামৃত পান করে। সর্ব্বস্ব ভুলিয়া সর্ব্বচিন্তা জলাঞ্জলি দিয়া হৃদয়ের উদগ্র বাসনায় শ্রীভগবানের চরণপঙ্কজই পরমার্থ জ্ঞান করিয়া ভজননিষ্ঠ ভক্ত নিরন্তর তাঁহারই ধ্যানে বিভোর হইয়া থাকে, তবেই তাঁহাকে চিরকালের মত পাওয়া যায়। ইহা ঘোরতম পরীক্ষা। সংসারের সকল অনুরাগ আমূল উৎপাটন করিয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে নিবেদন করিতে হইবে, দুঃখের কঠোরতম পরীক্ষায়ও তাঁহার প্রতি অনুরাগ অটল অচল রাখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে, নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের মধ্য দিয়া সোৎকণ্ঠ প্রেমানুরাগের সত্তা বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। বিষয়ী ব্যক্তির বিষয় চিন্তা বড়ই প্রবল; কাজেকাজেই কোনও নির্ধন ব্যক্তি যদি সহসা প্রাপ্তধন হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সে যেমন সকল ভুলিয়া সেই ধনচিন্তাতেই দিবারাত্রি মগ্ন থাকে, সেইরূপ সর্ব্ববিস্মারণী ব্যাকুলতায় শ্রীভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন হইতে হইবে।

শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকট হইতে কোনও প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাঁহার অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত রূপগুণবৈভবের দ্বারা সকলকেই বশীভূত করিয়া স্বপ্রয়োজন সাধিত করিতে পারেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং সর্ব্বার্থসম্পন্ন। তবে একমাত্র প্রেমসম্পদের এমনই কিছু অনির্ব্বচনীয় গুণবিশেষত্ব আছে যাহা পাইবার জন্য তিনি সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। তিনি অন্য কিছুর অপেক্ষা করেন না সত্য, কিন্তু প্রেম-মাধুর্য্যের নিকটে তিনি যথার্থই অনবাপ্তকাম। অতএব যাহাতে ভক্তের প্রেমবৃদ্ধি হয়, তাহাই তিনি নিরন্তর কামনা করেন এবং সেই নিমিত্তই ভজনকারী ভক্তের নয়নসম্মুখে ক্ষণেকের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া সহসা অন্তর্হিত হন। প্রেমসম্পৎ তাঁহার নিকটে যে কত বাঞ্ছিত ধন তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা পদ্যাবলীর শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে—

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা, তাবৎ সুখায় ভবতো নমু ভক্ষ্যপেয়ে॥ (পদ্যাবলী ১৩)

—'হে ভক্ত! নানা উপচারের সহিত যে প্রেমের অর্চ্চনা উহাতে আর্ত্তবন্ধু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় অনায়াসেই বিগলিত হইয়া যায়। উদরে যে পর্য্যন্ত প্রবল ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে সেই পর্য্যন্ত ভোজ্যপেয় সামগ্রীতে প্রীতি-লাভ হয়।'

প্রেমের প্রতি শ্রীভগবানের এমনই লালসা যে তাহা বুঝি আর কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। অপূর্ণ জীবের প্রতি আর্ত্তবন্ধু ভগবানের ইহাই পরমতম কৃপা, নচেৎ জীবজগৎ কিসে পরিত্রাণ পাইবে? প্রেমসম্পদের দ্বারাই তো আনন্দঘনতমবিগ্রহ শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়। প্রেমের আকর্ষণ যদি না থাকিত তাহা হইলে পরমস্বতন্ত্র ভগবানকে কিসের উপচারে তৃপ্তিবিধান করা যাইত? কারণ তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডপালক, তাঁহার তো কিছুরই অভাব নাই। প্রেম ব্যতীত অপূর্ণ জীবের তাঁহাকে দিবার মত আর কি আছে? তাই সর্ব্বাধীশ্বর সর্ব্বার্থসম্পূর্ণ লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কোন অচরিতার্থ সাধক বলিয়াছিলেন—

কিমাসনস্তে গরুড়াসনায় কিং ভূষণং কৌস্তুভভূষণায়।
লক্ষ্মীকলত্রায় কিং দেয়মস্তি বাগীশ কি তে বচনীয়মস্তি॥ (বৃহদ্ভাগবতামৃতম্)

—'হে ভগবন্! গরুড় যাঁহার আসন তাঁহাকে আর কি আসন দিবার রহিয়াছে? মহামূল্য কৌস্তুভ যাঁহার ভূষণ তাঁহাকে কি ভূষণ দিবার আছে? সর্ব্বসম্পদের অধীশ্বরী লক্ষ্মী যাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে দিবার মত আর কিছুই নাই। হে বাগীশ্বর! তোমার শুনিবার মত বাগ্বিলাসই বা আমাদের কি আছে?' অতএব ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে পরমেশ্বরকে দিবার মত জীবের কিছুই নাই। তথাপি আর্ত্তবন্ধু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরমমাধুর্য্যে প্রেমপরাধীনতা স্বীকার করিয়া ভক্তের নিকট হইতে প্রেমসম্পৎ নিত্য কামনা করেন। ভক্তের প্রেমই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র প্রীতিহেতু। প্রেমভক্তিপুষ্পে অর্চ্চিত হইলেই তিনি প্রীতিলাভ করেন। পূজার উপচার যাহাই হউক না কেন, প্রেম থাকিলেই তাহা শ্রীভগবানের নিকট পরম আদরণীয় হয়। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহমুপহৃতমশ্নামি নিয়তং প্রযতাত্মনঃ॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯।২৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'যে-ব্যক্তি পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি যাহাই ভক্তিসহকাকে আমাকে প্রদান করে আমি সেই ভক্তি প্রযত্নবান্ ব্যক্তির নিকট হইতে নিয়ত তাহার প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া থাকি।'

প্রেমেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন এবং প্রেমসম্পদের কাছে প্রেমাধীন ভগবান্ আত্মবিক্রয় করেন। এমন কি তিনি স্বয়ং রসস্বরূপ হইয়াও ভক্তের প্রেমরসে পরমতম মধুরতার আস্বাদ অনুভব করেন। যে প্রেমে তাঁহার পরম পুলক, সেই প্রেম তাঁহার নিকট কত বড়! সর্ব্বপুরুষার্থসার সেই নিজপ্রেম তিনিই বিতরণ করিবার জন্য সদাই ব্যগ্র। যে প্রেমসুরধনীর অমৃতাস্বাদে ভগবান্ স্বয়ং পরম পরিতৃপ্ত হন, সেই প্রেমতরঙ্গিণী কিসে কোটি কোটি গুণ উচ্ছ্বসিত ও বহুধা পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রেমসিন্ধুর প্লাবন জাগাইবে—ইহার জন্য প্রেমপিপাসু ভগবান্ নিরন্তর লালায়িত। এমন কি সেই প্রেমপ্রবাহের পরিপুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও তাহারই পরিপোষণের নিমিত্ত তিনি তাঁহার প্রিয় ভক্তজনের অসহ্য বিরহদুঃখ পর্য্যন্ত সহ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন না—আর কুণ্ঠিত হন না বলিয়াই ভক্তের প্রেমবৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে দেখা না দিয়া দূরে অন্তর্হিত থাকেন। তাঁহার প্রিয়জনের বিরহ তাঁহার নিকটে কম বেদনাদায়ক নহে, তথাপি প্রেমমহাধনের পরিপোষণে সেই দুর্ব্বিসহ দুঃখও তিনি হাসিমুখে বরণ করিয়া লন, ফলে নিষ্ঠুরতার অপবাদও তাঁহাকে সহ্য করিতে হয়। ব্যাকুলহৃদয়ে সকাতরপ্রাণে ভক্ত তাঁহাকে ভজনা করেন, অনুরাগের সহিত কতই না দৈন্যবিজ্ঞাপনে তাঁহার চরণ দর্শন প্রার্থনা করেন, তথাপি তিনি দেখা দেন না। দেখা না দেওয়ার দুঃখ তাঁহার পক্ষেও কম নয়। তিনি দেখা দেন না বলিয়া ভক্তও অসহ্য দুঃখ পান এবং তিনি যে ভজনকারীর প্রতি উদাসীন—এই অপবাদও তাঁহার উপর আরোপিত হয়। কিন্তু হায়! এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত অপবাদের গ্লানি সব তিনি নীরবে সহ্য করেন কেবল ভক্তহৃদয়ের সর্ব্বপুরুষার্থসার প্রেমসম্পদের অভ্যুদয় দেখিবার জন্য। তাঁহার মত করুণাময় আর কে আছে? মহামূল্য যে প্রেম সেই পরমমহার্ঘ্য বস্তু দান করিবার জন্যই তিনি উদ্‌গ্রীব ও নিত্য সমুৎসুক।

প্রেম বা প্রীতি শ্রীভগবানের স্বরূপগত ধর্ম্ম। অতএব প্রেমের অস্তিত্ব যেখানে আছে তিনি সেখানে বর্ত্তমান আছেন। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসেই যে স্বরূপস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। ভগবানের আনন্দসন্দোহময়ী হ্লাদিনী শক্তি দ্বারাই রসপ্রচুর প্রেমপ্রবাহ তিনি বিস্তার করেন, নিজে সেই প্রেমসুধা আস্বাদন করেন এবং জগতে তাহার মাধুর্য্যামৃত বিতরণ করেন। অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি পরমৈশ্বর্য্যরূপী নারায়ণস্বরূপে ভগবানের এই প্রকার মাধুর্য্যবিলাস নাই—যেমন বিলাস তাঁহার আনন্দঘনতমবিগ্রহ নবনটবর রসিকেশ্বর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন রূপের মধ্য দিয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করে। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সিদ্ধান্ত বর্ণনায় শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—

সিদ্ধান্তস্তত্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

—'যদিও লক্ষ্মীনাথ শ্রীনারায়ণে এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই, তথাপি কেবল প্রেমরসময়তা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণে উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। বাস্তবিক প্রেমের ইহাই স্বভাব যে তাহার আশ্রয়স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উহাই উৎকর্ষ বিধান করে।'

অতএব প্রিয়জনের প্রেমরসে রসঘনস্বরূপ ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের অফুরন্ত আনন্দের অনুভূতি হয়। সেই প্রেমরসের যাহাতে উৎকর্ষ হয়, যাহাতে সর্ব্বস্ব ভুলিয়া সকল জগৎ বিস্মৃত হইয়া ভগবদ্ভজনানন্দী ভক্ত একান্তমনে ভগবদনুধ্যানে প্রেমরসপুষ্টি অর্জ্জন করে, সেই পরমমঙ্গল উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার প্রিয় ভক্তজনের বিরহদুঃখও বরণ করিয়া লন। ভজনকারীর প্রতি শুভ সাধনাই ইহার উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগকে বিরহদুঃখ দিয়া তাঁহার কঠোর বা নৃশংস স্বভাবের পরিচয় দেওয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত নহে। ভগবদ্ভজনকারীর প্রেমানুবৃত্তি বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমপ্রকর্ষই তাঁহার একমাত্র কাম্য। ভগবান্ প্রকাশ্যভাবে ভক্তকে তৎকালে ভজনা না করিলেও সেই প্রেমসম্পদের যখন বৃদ্ধি হইবে তখন প্রেমাধীন ভগবান্ তাঁহাকে অনন্তকালের নিমিত্ত ভগবদ্দর্শনের আনন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন রাখিবেন। অতএব তৎকালে ভজনকারীর প্রতি প্রকাশ্যে দর্শন না দিয়াও নিগূঢ়ভাবে যে তিনি তাঁহার ভক্তেরই ভজনা করেন, ভক্তেরই প্রেমধন বৃদ্ধির চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন—ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। তাঁহার শ্রীমুখনির্গলিত প্রতিজ্ঞাবাণী "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ (গীতা ৪।৬)"—এই বচনের কি কখনও অন্যথা হয়? ভক্ত যে ভাবে তাঁহার ভজন করেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেইভাবে তাঁহার ভজনা করেন। ভক্তপ্রেমবিবশ ভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার নিমিত্ত ভক্তাধীন হইয়া স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া কতই না লীলা করিয়াছেন। কেবল ভক্তের ভজনোৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত কৃপাগুণনিধি শ্রীভগবান্ বিলম্বে ধরা দিয়াছেন মাত্র। ভাগবতের এই শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি করিয়া আনন্দবৃন্দাবনচম্পু গ্রন্থে কবিকর্ণপুর শ্রীকৃষ্ণকথিত বচনের এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন—

অহমনুভজতো ভজামি নো যৎ তদিহ তদুৎকলিকাবিবৃদ্ধিহেতোঃ।
উপনতধনহানিতো যথায়ং ভজতি জনস্তদনুস্মৃতৌ নিমগ্নঃ॥

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

—'আমি যে এই জগতে ভজনকারী ব্যক্তিদিগকে ভজন করি না, তাহা ভক্তের বিশেষ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্তই। লব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে লোকে যেমন তাহার স্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমার ভজনকারী ভক্ত যাহাতে নিরন্তর আমারই ধ্যানসিন্ধুতে নিমগ্ন থাকে—সেই উদ্দেশ্যে আমি তাহাকে ভজনা করিয়া সহজেই ধরা দিই না।'

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্বভাবতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাতে একটি পরমসুন্দর সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া গেল। যাঁহারা রাসলীলার পরতত্ত্বকথামৃতকে প্রাকৃত প্রণয়কেলির কাহিনী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশবচন হইতে স্পষ্টই জানিতে পারিবেন যে রাসলীলাকথা প্রাকৃত কামবিলাসের কত ঊর্দ্ধে। তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন—'আমি একমাত্র অকৃত্রিম প্রেমানুরাগে বশীভূত হই—কিন্তু সে প্রেমানুরাগের কঠোরতম পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, যে নিরবধি সর্ব্বস্ব ভুলিয়া আমার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া ঐকান্তিক প্রেমনিষ্ঠার পরিচয় দেয়, অনুতপ্তচিত্তে সকাতর প্রাণে অনুক্ষণ আমারই নাম চিন্তা করে—কেবল সে-ই আমার চিরদিনের মত সন্ধান পায়। নচেৎ আমার ভজনকারী ব্যক্তি সহজে আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না। তাহার প্রেমবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনঃপুনঃ তাহাকে ক্লেশ প্রদান করিতে আমি ব্যথিত হই সত্য, তথাপি সেই দুঃখ আমি বরণ করিয়া লই।' এই উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে জীবের প্রেমবৃদ্ধির নিমিত্ত পরমকল্যাণময় আনন্দঘনমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কি অনির্ব্বচনীয় নিগূঢ় করুণা! ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে গোপীসহ গোপীনাথের বিচিত্র রাসবিলাসবার্ত্তার অন্তরালে এমনই নিগূঢ় তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে যে ব্যাস, শুক ও সনক প্রভৃতি নিষ্কাম ঋষিগণ তাহাই নির্জ্জনে ধ্যান করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিলে জীবহৃদয়ের কামাদি সর্ব্ববিধ চিত্তদোষ চিরতরে বিদূরিত হয়। সুতরাং গোপীবৃন্দের সহিত গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসকাহিনী তত্ত্বহীন শৃঙ্গারকথার ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নহে। ইহাতে শুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মল প্রেমের অনুসন্ধান আছে—যাহার আনন্দরসাস্বাদনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরাভক্তি লাভ হয়॥ ২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—হে প্রিয়াঃ! হে অবলাঃ! এবং (দুহন্ত্যোঽভিষযুঃ কাশ্চিদিত্যাদিপ্রকারেণ) মদর্থোজ্ঝিত-লোকবেদস্বানাং (মদর্থং মন্নিমিত্তম্ উজ্ঝিতানি ত্যক্তানি লোকবেদস্বানি যাভিঃ তাসাং, মদর্থম্ উজ্ঝিতঃ লোকঃ যুক্তাযুক্তপ্রতীক্ষণাৎ বেদস্য ধর্ম্মাধর্ম্মপরীক্ষণাৎ স্বানি আত্মাত্মীয়ধনজ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভিরিত্যর্থঃ তাসাং) বঃ (যুষ্মাকং) ময়ি অনুবৃত্তয়ে (উক্তলক্ষণানাম্ অন্যেষাং ভক্তানামিব অনুবৃত্তিবৃদ্ধ্যৈ ভবতীনাং মদঙ্গসঙ্গোৎসবেন পূর্ণমন্যানাং পুনরুৎকণ্ঠাং বর্দ্ধয়িতুমিত্যর্থঃ) পরোক্ষং (অদর্শনং যথা স্যাৎ তথা) ভজতাং (প্রেমালাপাদিমনু-মোদমানেন যদ্বা যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতা) ময়া তিরোহিতং (অন্তর্ধ্যানেন স্থিতং) হি (নিশ্চিতং) তৎ (তস্মাৎ) প্রিয়ং মা (মাং) অসূয়িতুং (দোষারোপণেন প্রষ্টুং যূয়ং) মার্হথঃ (ন যোগ্যাঃ স্থ)॥ ২১

মূলানুবাদ।—হে প্রিয়া অবলাগণ! তোমরা এই প্রকারে আমার জন্য বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম এবং আত্মীয় ধন জ্ঞাতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, আমি কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্তই তিরোহিত হইয়াছিলাম এবং তিরোহিত হইয়াও তোমাদের অদৃশ্য থাকিয়া আমি তোমাদের প্রেমালাপ প্রভৃতি শ্রবণ করিতে করিতে তোমাদেরই ভজনা করিতেছিলাম। অতএব হে প্রেয়সীগণ! আমি তোমাদের প্রিয়, সুতরাং আমার প্রতি তোমাদের অসূয়াপ্রকাশ করা উচিত নহে॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং মদর্থমুজ্ঝিতা লোকাযুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণাৎ বেদা ধর্ম্মাধর্ম্মাপরীক্ষণাৎ স্বা জ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসাং বো যুষ্মাকং পরোক্ষম্ অদর্শনং যথা ভবতি তথা ভজতা যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতৈব তিরোহিতম্ অন্তর্দ্ধানেন স্থিতং ততস্মাৎ হে অবলাঃ হে প্রিয়াঃ মা মাম্ অসূয়িতুং দোষারোপণেন প্রষ্টুং যূয়ং মর্হথ ন যোগ্যাঃ স্থ॥ ২১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অন্যৈব চ ভবতীনাং নিকট এব স্থিতবানস্মীত্যাহ। এবং দুহন্ত্যোঽভিষযুঃ কাশ্চিদি-ত্যাদিপ্রকারেণ মদর্থেত্যাদি। হে অবলা ইতি তৎপরিত্যাগে দুষ্করত্বং সূচয়তি। মাসূয়িতুমিত্যত্র হেতুবিশেষমপ্যাহ প্রিয়ং প্রিয়া ইতি। হি নির্দ্ধারণে। যদ্বা। এবং যথাধন ইত্যাদিপ্রকারেণ বো যুষ্মাকং ময্যনুবৃত্তিবৃত্তয়ে এব ময়া তিরোহিতম্। পদানি ব্যক্তমেতানি। নন্দসূনোর্ম্মহাত্মন ইত্যাদিভগবদ্বাক্যানুসারেণাগ্রতঃ পার্শ্বতঃ স্থিত্যৈব ভবদ্দৃষ্টি মাত্রা গোচরীবভূব ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বতা? পরোক্ষং ভজতা প্রেমালাপাদিমনুমোদমানেন। তথানুগ্রহে হেতুঃ মদর্থেতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা মাদ্বয়ং নিষেধে, তথাপি প্রিয়ং মল্লক্ষণং মাসূয়িতুং মার্হথ, অপি তু ময়া দত্তদুঃখা যূয়মর্হথৈবেত্যর্থঃ। কুতঃ? প্রিয়ং প্রিয়াঃ। প্রিয়স্য প্রিয়াসু তথা কর্ত্তুমযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। এতচ্চানুনয়চাতুর্য্যম্॥ ২১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধন-চতুর ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরম অনুরাগিণী ব্রজবনিতা-দিগের প্রেমোৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত রাসস্থলী হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ইহাতে ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে নিস্করুণ ও কঠিনস্বভাব বলিয়া অনুমান করিয়া তাঁহার প্রতি আপ্তদ্রোহের অভিযোগ করিয়াছেন। প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন সেই অভিযোগের হাত হইতে আপনাকে অনেকখানি মুক্ত করিয়াছেন। প্রেমরসমূর্ত্তি ব্রজবনিতাদিগের অগাধনির্ভর প্রেমের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম বশীভূত। যদিও তিনি তাঁহাদের সম্মুখ হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহাদেরই প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অবাক্‌বিস্ময়ে তাঁহাদেরই ধ্যানে তন্ময় হইয়াছিলেন, নির্জ্জনে তাঁহাদেরই ভজনা করিতেছিলেন। বর্ত্তমান শ্লোকে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ তাহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, প্রেয়সী ব্রজগোপীবৃন্দের প্রতি রূঢ় অবিচারে তাঁহাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। কারণ সেই প্রেমসর্ব্বস্বা ব্রজাঙ্গনাবৃন্দের অগাধনির্ভর সর্ব্ববিস্মারক প্রেমের পরিচয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। দুস্ত্যজ লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম স্বজনপরিজন সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই অবলাবৃন্দ ঐকান্তিক প্রেমনিষ্ঠায় তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দের চরণ লাভের আশায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমের পরিচয় সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞতাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অবিদিত নহে। কত শতশত যোগী ঋষি ন্যাযী তপস্বী এবং বলপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিও যাহা করিতে সক্ষম হয় না—সেই লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম ও সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া অবলা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। প্রেমসর্ব্বস্বা ব্রজরমণীগণের সেই প্রেমের কি অত্যদ্ভুত বিশেষত্ব! সেই সর্ব্বত্যাগিনী প্রেমপূজার্থিনী ব্রজবনিতাদিগকে গোপীবল্লভ কোন্ প্রাণে ত্যাগ করিবেন? তিনি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, কেবল অন্তর্হিত অবস্থায় তাঁহাদের অসাক্ষাতে তাঁহাদেরই নীরব ভজনানন্দে এতক্ষণ বিভোর ও তন্ময় হইয়া ছিলেন। তাই প্রেমভাববিবশ শ্রীভগবান্ বলিলেন—"ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতম্"—'আমি তিরোহিত হইয়া তোমাদের অসাক্ষাতে তোমাদিগকেই ভজনা করিতেছিলাম।'

পূর্ণচন্দ্রোদ্ভাসিত রাসরজনীতে ব্রজগোপীবৃন্দের রাসবিলাসবাঞ্ছা পূরণের অভিপ্রায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাস-রতি বাসনা করিলেন এবং তাঁহার গোপী-মনোবিমোহন বেণুনাদে গোপবধুগণের হৃদয়মনঃ ও দেহ এমন সবলে আকর্ষণ করিলেন যে, সেই আকর্ষণের প্রবলপ্রবাহে তাঁহাদের লোকধর্ম্ম গৃহধর্ম্ম আত্মীয়স্বজন ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক সব স্রোতোমুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। আনন্দময়ের আকর্ষণীবংশীর গান তাঁহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাই প্রেমময়ের প্রেমের আহ্বানে বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় তাঁহারা আনন্দসিন্ধুর পানে ছুটিয়া আসিলেন। প্রেম-শিরোমণি ব্রজগোপীগণ আনন্দময়ের যে আহ্বান শুনিতে পাইয়াছিলেন, কৃষ্ণপ্রেমসার ভক্তজনের ভক্তিপ্রেমশোধিত শ্রুতিমূলে আনন্দময়ের সেই আকর্ষণী সঙ্গীত নিত্য বাজিয়া উঠে ও তাহার আহ্বান মর্ম্মমাঝে সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। তাই কৃষ্ণপ্রেমসর্ব্বস্বা ব্রজগোপীগণ সেই সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া প্রেমের প্রবল উন্মাদনায় আনন্দের অপূর্ব্বতম প্রেরণায় বিষয়বৈভব গৃহপরিজন প্রভৃতি যাবতীয় মায়িক অসার বস্তু সব দূরে ফেলিয়া আনন্দঘনবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সমাগত হইলেন।

আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের বংশী অনাদিকাল হইতে নিত্য নিরন্তর মধুর মুরলীরবে জীবকুলকে আকর্ষণ করিতেছে, সেই বংশীনাদে নিত্য ধ্বনিত হয়—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮।৬৪)

—'সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই আশ্রয় কর। আমি তোমার ধর্ম্মত্যাগ নিমিত্তক পাপ ও সকল দুঃখ দূর করিব। তুমি শোক করিও না।'—এই যথার্থ শাশ্বত আনন্দের আহ্বান শুনিবার মত ভক্তিশোধিত কর্ণ যাহার আছে, সে কি সেই আহ্বানে স্থির থাকিতে পারে? ধর্ম্ম কর্ম্ম আত্মীয়স্বজন বিষয়আশয় সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া তখনই সে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়।

প্রেমরসশিরোমণি ব্রজগোপীগণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে বিমুগ্ধ হইয়া প্রাণগোবিন্দের নিকটে আকুল প্রেমলালসায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। প্রাণকোটিপ্রতিম শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া তাঁহারা কুলশীল লজ্জা ধৈর্য্য ধর্ম্ম মানভয়াদি সকলই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া আজ রাসবিহারী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন গোপীকাবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "এবং মদর্থোজ্ঝিত-লোকবেদস্বানাম্"—'আমার নিমিত্ত প্রবলতম অনুরাগে তোমরা ভালমন্দ কিছুই বিচার কর নাই; লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, আত্মীয়স্বজন ও স্নেহসম্বন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি সব ত্যাগ করিয়া আমার নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছ। আহা! তোমাদের সেই প্রেমনিষ্ঠার কি গভীর ব্যাকুলতা, কি সে উদগ্র চঞ্চলতা এবং কি সে সর্ব্ববিস্মারণী উন্মাদনা!'

'কৃষ্ণগৃহীতমানসা' ব্রজবধূগণের শ্রুতিমূলে যখন রাসরসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেই মোহন আকর্ষণী বংশীর কলস্বর ধ্বনিত হইল, তখন সেই সর্ব্ববিস্মারণী মুরলীর প্রবলতম আকর্ষণে তাঁহাদের কুল শীল দেহ গেহ লোকধর্ম্ম আত্মীয়স্বজন বিবেকবুদ্ধি সব প্রবল স্রোতমুখে ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। তাঁহারা সব ভুলিয়া সব চাওয়া পাওয়া পিছনে ফেলিয়া তাঁহাদের প্রাণকান্ত রাসবিহারী বংশীধারীর চরণপ্রান্তে আকুল আগ্রহে ছুটিয়া আসিলেন—'আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ' (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০-১৯ ৪)। শ্রীমদ্ভাগবতের এই অনুপম বর্ণনাভঙ্গী অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণবপদকর্ত্তা কবি চণ্ডীদাস কৃষ্ণপ্রেমসারা ব্রজরমণীগণের সেই আকর্ষণ-চঞ্চলতার একখানি সুন্দর অনবদ্য হৃদয়গ্রাহী আলেখ্য রচনা করিয়াছেন—

অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘনে,
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল, রমণী সকল,
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া, রহিল পশিয়া,
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখরাশি॥
আনন্দে অবশ, পুলক মানস,
সুকুমারী ধনি রাধে।
গৃহধর্ম্ম যত, হইল বিসরিত,
সকল করিল বাধে॥
রাইয়ে অগ্রেতে, যতেক রমণী,
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান,
কেমন করয়ে প্রাণী॥
সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী, হইল বাউরী,
হরিল কুলের লাজে॥
কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে,
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল, সখীর সহিত,
কহিতে রভস ভঙ্গ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
চুলাতে রাখি' বেসালি।
ত্যজি আবর্ত্তন, হই আনমন,
ঐছনে সে গেল চলি॥
কেহ শিশু লইয়া, কোলেতে করিয়া,
দুগ্ধ করায়ে পান।
শিশু ফেলি' ভূমে, চলি' গেল ভ্রমে,
শুনি মুরলীর গান॥
কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া,
নয়নে আছিল নিদ।
যেন কেহো আসি, চোরাই লইল,
নয়নে কাটিয়া সিঁধ॥
কেহো বা আছিল, রন্ধন করিতে,
তেমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হইয়া, মুরলী শুনিয়া,
সব বিসরিত ভেল॥
সকল রমণী, ধাইল অমনি,
কেহো কাহো নাহি মানে॥
যমুনার কুলে, কদম্বের মূলে,
মিলল শ্যামের সনে॥

(দ্বিজ চণ্ডীদাস)

এইরূপে প্রেমিকাশিরোমণি ব্রজরামাগণ শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুগীত শ্রবণমাত্র গৃহকর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, শাস্ত্রমর্য্যাদা, কুলশীল, আত্মীয়স্বজন যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়া গোকুল-যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মত এমনভাবে ভজন করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। তাই প্রেমাকৃষ্টহৃদয় ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমশিরোমণি ব্রজাঙ্গনাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'হে অবলা রমণীগণ! তোমরা অবলা হইলে কি হইবে? তোমাদের মত ভজন করিবার শক্তি ও বল কদাপি কাহারও নাই। তোমরা ধৈর্য্য লজ্জা সম্ভ্রম কুল শীল মান ভয়াদি সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য আমারই ভজনা করিয়াছ। সত্য বটে কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী ঋষি তপস্বী প্রভৃতি সকলেই কোন না কোন প্রকারে যথাশক্তি আমার ভজন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের ভজনে ভুক্তি মুক্তি ও সিদ্ধি কামনাই একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহারা তোমাদের মত এমন নিষ্কামভাবে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আমার ভজনা করিতে পারেন না। আবার যাহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে আমাকে ভজনা করে, তাহাদের ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিবশতঃ ভয়সঙ্কোচ প্রভৃতি বাধা থাকায় নিঃশঙ্কচিত্ততা প্রকাশ পায় না এবং সেই ঐশ্বর্য্যবোধ জন্য তাহাদের শিথিলীভূত প্রেমে আমি প্রীতিলাভ করিতে পারি না। কারণ—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষান্তরে যে সকল ভক্ত শ্রীভগবানে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি প্রকাশ না করিয়া দাস্য সখ্য বাৎসল্য বা স্বকীয়া মধুরভাবে ভজন করেন তাঁহারাও সকলে ব্রজগোপীগণের ন্যায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্যাগ করিতে পারেন না। যাঁহারা দাস্যভাবে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত, তাঁহাদের ভজনে প্রভুবুদ্ধিবশতঃ সঙ্কোচভাব আছে। সখ্যভাবে দাস্যভাবের ভজন অপেক্ষা উৎকর্ষ আছে, কারণ ইহাতে প্রভুবুদ্ধিমূলক সঙ্কোচভাব নাই, তথাপি সখাগণ শ্রীভগবানের প্রতি কদাপি সমবুদ্ধি ব্যতীত হীনবুদ্ধি করিতে পারে না। মাতাপিতা গুরুবর্গ বাৎসল্যভাবে শ্রীভগবানকে লাল্যপাল্যরূপ হীনবুদ্ধিতে সেবা করিলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের ন্যায় দেহার্পণ ও নানা বিচিত্র বিলাসবিহারাদি দ্বারা শ্রীভগবানের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারেন না। আবার বৈকুণ্ঠলক্ষ্মী ও রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ মধুররতিতে বিলাসবিহারাদি দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মানুমোদিতভাবে পতিবুদ্ধিতে সেবা করিয়া থাকেন। অতএব ইঁহাদের সকলেরই শ্রীভগবৎসেবায় কিছু না কিছু মর্য্যাদাবোধ আছে। কিন্তু সর্ব্বত্যাগিনী ব্রজগোপীগণ বেদধর্ম্ম কুলধর্ম্ম প্রভৃতি মর্য্যাদাবুদ্ধি সবই উপেক্ষা করিয়া ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় মধুর রতির অসমোর্দ্ধ বিলাস দেখাইয়াছেন। তাই তাঁহাদের সে ভজনের সত্যই তুলনা নাই। পৌর্ণমাসী তাঁহাদের সেই অসমোর্দ্ধ প্রেমানুরাগের মাহাত্ম্য খ্যাপনে বলিয়াছেন—

রাগোল্লাসবিলঙ্ঘিতার্য্যপদবী-বিশ্রান্তয়োঽপ্যুদ্ধুর-শ্রদ্ধারভ্যদরুন্ধতীমুখসতীবৃন্দেন বন্দ্যোহিতাঃ।
আরণ্যা অপি মাধুরীপরিমল-ব্যাক্ষিপ্তলক্ষ্মীশ্রিয়স্তাস্ত্রৈলোক্য-বিলক্ষণা দদতু বঃ কৃষ্ণস্য সখ্যঃ সুখম্॥

(উজ্জ্বলনীলমণিধৃতশ্লোকঃ)

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের পরমতম উল্লাস বশতঃ ব্রজরমণীগণ আর্য্যধর্ম্ম মর্য্যাদার যাবতীয় সীমারেখা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, তথাপি অরুন্ধতীপ্রমুখ মহাসতীবৃন্দ পরমশ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের অভিসারাদি লীলার কতই না প্রশংসা করিয়াছেন। আবার, তাঁহারা বনচরী হইলেও তাঁহাদের মাধুর্য্যপরিমলের শোভায় স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর শোভাও ম্লান হইয়া যায়। অতএব ত্রিভুবনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেই সকল কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ তোমাদের হর্ষ বিধান করুন!"

প্রকৃতপক্ষে প্রেমবতী গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ ভজনের পরাকাষ্ঠার ইয়ত্তা নাই। প্রেমার্দ্রহৃদয় শ্রীব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের সেই প্রেমভজননিষ্ঠায় কখনও কি উদাসীন থাকিতে পারেন? তাঁহাদের সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমবিশেষত্বে প্রেমরসাস্বাদনরঙ্গী ব্রজেন্দ্রনন্দন কখনও অনাস্থা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। তথাপি স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধন-চতুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলীতে সমাগতা প্রেমানুরাগিণী ব্রজগোপীগণের সহিত প্রথম সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই তাঁহাদেরই নয়নসম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া যান। ইহাতে তাঁহাদের প্রতি তিনি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা নহে। কারণ বর্ত্তমান শ্লোকে স্পষ্টই তিনি বলিতেছেন—'তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমি দূরে চলিয়া যাই নাই—বরং তিরোহিত হইয়া একান্ত মনে নীরবে তোমাদেরই ভজন করিতেছিলাম।'

স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগবতী ব্রজগোপীগণকে ত্যাগ করিয়া কেন যে সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন ইতঃপূর্ব্বে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণণা করিয়াছেন—

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২৯।৪৮)

—'ব্রজরমণীগণের তাদৃশ সৌভাগ্যগর্ব্ব এবং মান দর্শন করিয়া উহার প্রশমন এবং প্রসাদনের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বিহারস্থলেই অন্তর্হিত হইলেন।'

আত্মারামশিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদিগের পরমপ্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাদের প্রেমরস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সর্ব্বনায়কশ্রেষ্ঠ দিব্যাতিদিব্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ব্রজরমণীগণ যে ভাবে সমাদর ও প্রেমব্যবহার লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহারা আপনাকে পরম সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কৃপাগুণনিধি ভগবান্ বুঝিলেন ইঁহাদের হৃদয়ে যেরূপ প্রেমের মান ও গর্ব্বের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাতে প্রেমের উচ্চতম বিলাস সম্ভব নয়। তাই প্রেমবিবর্দ্ধনচতুর ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের মানপ্রসাদন এবং গর্ব্বপ্রশমন উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারই বিলাসসুখে আত্মহারা হইয়া তাঁহারা মান ও গর্ব্ব বোধ করিতেছেন! অতএব তিনি যদি ইঁহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হন তাহা হইলেই তাঁহার বিরহে ইঁহাদের মান ও গর্ব্বের অবসান হইবে এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্রজরমণীগণ পুনরায় অত্যন্ত ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইবেন—এই কথা মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবধূগণের প্রেমবর্দ্ধন করিয়া তাঁহাদের সহিত বহুবিবর্দ্ধিত প্রেমরস আস্বাদন করিবার জন্যই তাঁহাদের দৃষ্টিতে অগোচরভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তাই তিনি বর্ত্তমান শ্লোকে বলিলেন—"ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মা মাসূয়িতুমর্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ"—'হে প্রেয়সীগণ! আমি তোমাদের প্রেমবর্দ্ধন করিবার জন্য তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থকিয়া তোমাদেরই ভজন করিতেছিলাম। তোমরা সেজন্য তোমাদের প্রিয়তমের উপরে কোনও দোষদৃষ্টি করিও না, কিংবা অভিমানক্ষোভে দুঃখিত হইয়া আমার প্রতি রূঢ় অবিচার করিও না। তোমরা মনে করিতে পার যে আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের প্রতি অবিচার করিয়াছি। কিন্তু ইহা ভুল। তোমাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্তই ক্ষণকাল তোমাদিগকে বিরহদুঃখের ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলাম মাত্র। প্রিয়জনকে ক্লেশ দিতে আমারও প্রাণে কম দুঃখ হয় নাই, কিন্তু কি করিব? তোমাদের মঙ্গল অভিপ্রায়েই তোমাদিগের প্রতি ঐরূপ আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমি অন্তর্হিত হইলেও তোমাদের নিকটেই কেবল দৃষ্টির অগোচরে ছিলাম মাত্র। শুধু তাহাই নহে—অন্তর্হিত হইয়া আমি তোমাদেরই ভজনে নিরন্তর প্রবৃত্ত ছিলাম। আমার বিরহে মদ্‌গতচিত্ত হইয়া প্রেমাবেশে তোমরা যে প্রেমসংলাপ করিতেছিলে—আমার গুণলীলার অনুকরণ করিয়া যে প্রেমাভিনয় করিতেছিলে—উৎকণ্ঠাবর্দ্ধিত প্রেমলালসায় হৃদয়ের যে সুতীব্র আকুলতার আবেদন ও দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতেছিলে, সে সকল শুনিয়া দেখিয়া ও অনুভব করিয়া আমি কতই না আনন্দে অনুক্ষণ বিভোর হইয়াছিলাম। এই বিবেচনা করিয়া, হে সহৃদয়া প্রাণপ্রেয়সীগণ! আমার প্রতি দোষারোপ করা তোমাদের যুক্তিযুক্ত নহে। তোমরা আমার প্রিয়! প্রিয়জন কখনও প্রিয় ব্যক্তির উপরে দোষারোপ করিতে পারে না। যদি প্রিয় ব্যক্তির কোন আচরণে দোষই হইয়াই থাকে, প্রিয়জন সে অপরাধ নিজ প্রীতিগুণে ক্ষমা করিয়া থাকে! তোমরা আমার পরমপ্রেষ্ঠা এবং আমিও তোমাদের ঐকান্তিক প্রেমনিষ্ঠায় তোমাদের নিত্যহিতৈষী। অতএব আমার প্রতি বৃথা দোষারোপ করিও না। আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই প্রেমবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে ক্ষণকাল ক্লেশ দিয়াছি মাত্র। তাহাতেও যদি কোন দোষ মনে কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি আমার প্রীতিনিষ্ঠা বিবেচনা করিয়া উহা ক্ষমা করিবে।'

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজগোপীপ্রেমবিবশ ব্রজরাজনন্দন তাঁহার পূর্ব্বকৃত আচরণে লজ্জিত হইয়া উজ্জ্বলরসমূর্ত্তি প্রেমনিষ্ঠিতহৃদয়া ব্রজাঙ্গনাবৃন্দের নিকটে ত্রুটী স্বীকার করিয়া যে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছেন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার ব্যাখ্যায় তাহার একটী মনোজ্ঞ সিদ্ধান্ত বিবৃত করিয়াছেন। জাতপ্রেম বা অজাতপ্রেম যে কোন ভক্তের প্রতিই যদি প্রেমভক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রেমবিবর্দ্ধনস্বভাব শ্রীকৃষ্ণ এরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেইরূপ ব্যবহার অযৌক্তিক নহে। কিন্তু নিত্যসিদ্ধা প্রেমরসশিরোমণি ব্রজগোপীবৃন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগাধনির্ভর প্রেমের হ্রাস নাই। তাঁহাদের হৃদয় নিত্যই প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ যাঁহারা লোকধর্ম্ম কুলশীল ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিচারে প্রবলতম প্রেমানুরাগে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ প্রেমানুরাগের তীব্রতার কখনও হ্রাস হইতে পারে না। অতএব তাঁহাদের প্রেমপ্রবৃত্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত ভাবগ্রাহী সর্ব্বজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন—ইহা অনুচিতই হইয়াছে। কারণ সাধারণ ভক্তের ন্যায় তাঁহাদের ইয়ত্তাহীন অগাধ প্রেমের আবার বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? অতএব তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত থাকায় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সত্যই তাঁহাদের প্রতি অন্যায় করিয়াছেন। সেই অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্তই অনুনয়পূর্ব্বক সবিনয়ে প্রেমকারুণ্যহৃদয়া প্রাণপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণের নিকটে প্রেমাধীনস্বভাব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থ-দর্শিনী টীকায় বলিয়াছেন—

নন্থ জন্তূন স্বভক্তান্ অজাতপ্রেম্ণো জাতপ্রেম্ণশ্চ যদেবং ভজসি তৎ সম্যক্ করোষি। কিন্ত্বস্মাস্বপি তথৈব তদ্ব্যবহরণাদ্ বয়মপি জন্তুমধ্য এব গণ্যা অভূমেতি তাসাং সানুশয়ং বাক্যমাশঙ্ক্য ভো মৎপ্রাণপরার্দ্ধ-প্রিয়পদপয়োজ পাংশুপরমাণবঃ সখ্যো যুষ্মাসু যদন্যসাধারণ্যেনাত্ত ব্যবহৃতং তদেতন্মে দৌরাত্ম্যং ক্ষমধ্বমিত্যাহ এবম্ ইতি। ততশ্চ মদর্থে উজ্ঝিতো লোকো যুক্তাযুক্তপ্রতীক্ষণাৎ, বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতীক্ষণাৎ, স্বান্যাত্মাত্মীয়-ধনজ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসামপি বঃ তদ্বদনুবৃত্তয়ে উক্তলক্ষণানমন্যেষাং ভক্তানামিবানুবৃত্তিবৈদ্ধ্যে পরোক্ষম-দর্শনং যথা স্যাত্তথা ভজতাং যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতা তিরোহিতমিতি কাকুস্তস্মাদ্ অতীবানৌচিত্যং কৃতমিত্যর্থঃ। ন হি প্রাচীনা অর্ব্বাচীনা ভাবিনো ভক্তা এবং সন্তবেয়ুঃ। ন হেতাবতা অপ্যনুবৃত্তেরপরা বৃদ্ধিরস্তি; ন হি পরমাণুপরমমহতোঃ হ্রাসবৃদ্ধী কেনাপ্যাশাস্যেতে। তস্মাদন্যপ্রেমিভক্তান্ প্রতি যুষ্মৎপ্রেমবৈপ্রলম্ভিক প্রতাপ-মহোৎকর্ষ-জিজ্ঞাপয়িষাময়ী মমেয়মসমীক্ষ্যকারিতা ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ।

(শ্রীলবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিকৃত-সারার্থদর্শিনী টীকা)

'জাতপ্রেম এবং অজাতপ্রেম যে কোন প্রকার ভক্ত-প্রাণিমাত্রকেই যদি তুমি এইরূপে তিরোহিত হইয়া উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত ভজনা কর, তাহা হইলে তোমার কোন অন্যায় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া যদি তুমি আমাদিগের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর তাহা হইলে আমরাও তো সেই সাধারণ প্রাণিগণের মধ্যে পরিগণিত হইলাম'—গোপীগণের এই প্রকার খেদোক্তি সম্ভাবনা করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—'হে আমার কোটিপ্রাণপ্রিয় পদপঙ্কজের ধূলিপরমাণুস্বরূপা সখীগণ! তোমাদের প্রতি আমি যে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নির্ব্বিশেষ ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে আমার অন্যায়ই হইয়াছে। তোমরা তাহা ক্ষমা কর।'—ইহাই বলিবার নিমিত্তই 'এবং মদর্থোজ্ঝিত'—ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিলেন। 'তোমরা যুক্তাযুক্তের বিচার না করিয়া লোকধর্ম্ম কুলশীল ও সমাজ এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার না করিয়া বেদস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিধি মর্য্যাদা এবং স্নেহত্যাগে আত্মীয় ধন জন প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলে, আর আমি কিনা অনুরূপ অন্যান্য ভক্তগণের ন্যায় যাহাতে দৃষ্টির অন্তরালেও দর্শন হয়—সেইরূপে ভজননিষ্ঠ তোমাদের সেই প্রেমপ্রবৃত্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত তোমাদের প্রেমসংলাপ শ্রবণ করিতে করিতে অন্তর্হিত হইয়াছিলাম! যদি অন্তর্হিত হইয়া থাকি তাহা হইলে সত্যই উহা নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। তোমাদের মত এমন ভক্ত অতীতে কেহ হয় নাই, বর্ত্তমানে কেহ নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ সম্ভব হইবে না। অতএব সেইরূপ ভক্তের এই প্রকারে প্রেমবৃদ্ধির জন্য কোনও চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ পরমাণু এবং পরমমহান্ পদার্থের হ্রাস বৃদ্ধির আশা পোষণ করিতে কেহ পারে না। অতএব তোমাদের অসীম প্রেমের বিরহকালীন অসীম দুঃখানুভূতির পরমতম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২২
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
রাসক্রীড়ায়াং গোপীসান্ত্বনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

উৎকর্ষ অন্য প্রেমিক ভক্তের প্রতি জানাইবার নিমিত্তই আমি ঐরূপ অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। তাহাতে অবশ্যই অবিবেচকের মত তোমাদের প্রতি আমার আচরণ অন্যায় হইয়াছে। অতএব আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।'

মূল শ্লোকের "মা মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ" এই শেষ চরণে দুইটী 'মা'-শব্দের প্রয়োগ আছে। একটীর অর্থ 'মাম্' 'আমার প্রতি' এবং অন্যটীর অর্থ 'নিষেধার্থক' অর্থাৎ 'হে ব্রজগোপীগণ তোমরা আমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিও না; আমি তোমাদের প্রিয়জন, তোমরাও আমার প্রেয়সী। "প্রিয়স্য দোষং প্রিয়াঃ খলু ন মনস্যানয়ন্তীতি" (সারার্থদর্শিনী)—'প্রিয়জনের দোষ প্রিয়জন কখনও মনে করে না—ইহাই নিয়ম।' পক্ষান্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের লঘুবৈষ্ণবতোষণী অবলম্বনে 'মা'-শব্দ দুইটীকেই নিষেধার্থক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে উহার এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে—'তোমরা যে আমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিতে না পার তাহা নহে, পরন্তু আমি তোমাদিগকে দর্শন না দিয়া যেরূপ দুঃখ দিয়াছি তাহাতে তোমরা দোষারোপ করিতেই পার। কারণ তোমাদের ন্যায় প্রেয়সীজনের প্রতি আমার ন্যায় প্রিয়জনের তাদৃশ ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।' যাহা হউক, বচনকলাকুশল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট এইরূপ-ভাবে বচনবিন্যাস করিয়া তাঁহার অনুনয়-চাতুর্য্যই প্রকাশ করিলেন ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।—অহং (শ্রীকৃষ্ণঃ) বিবুধায়ুষাপি (বিবুধানাং দেবানাং আয়ুষাপি চিরকালেনাপি) নিরবদ্য সংযুজাং (নিরবদ্যা কামময়ত্বেন প্রতীয়মানত্বেঽপি বস্তুতঃ নির্ম্মলপ্রেমবিশেষময়ত্বেন নির্দ্দোষ সংযুক্ সংযাগঃ সম্যঙ্মদ্বিষয়ক-চিত্তৈকাগ্রতা স্বস্বপত্যাদিস্পর্শাভাবেন চ নির্দোষা সংযুক্ সঙ্গমো যাসাং তাসাং) বঃ (যুষ্মাকং যুষ্মান্ প্রতি) স্বসাধুকৃত্যং (স্বীয়ম্ অসাধারণং তৎ) অহং ন পায়য়ে (তৎসদৃশপ্রত্যুপকারেণ ন সমর্থোঽস্মি ইত্যর্থঃ) যাঃ (ভবত্যঃ) দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ (দুর্জ্জরাঃ কুলবধূত্বেন চ্ছেত্তুমশক্যা অপি গেহশৃঙ্খলাঃ গৃহসম্বন্ধিন্যঃ ঐহিক-পারলৌকিক-সুখকরলোকধর্ম্মমর্য্যাদাঃ) সংবৃশ্চ্য (নিঃশেষং ছিত্বা) মা (মাং) অভজন (পরমানুরাগেণ ময়ি আত্মনিবেদনং কৃতবত্যঃ তস্মাৎ) বঃ (যুষ্মাকং) সাধুনা (সাধুত্বেনৈব) তৎ (যুষ্মৎসাধুকৃত্যং) প্রতিযাতু (প্রত্যুপকৃতং ভবতু যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈবমানন্ত্যং ন তু মৎকৃতপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ) ॥ ২২

ইতি শ্রীধামশান্তিপুরপুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীশ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধারমণগোস্বামিকৃতে তথা তদাত্মজ
শ্রীকৃষ্ণগোপালগোস্বামি-সম্পাদিতে চ শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—'হে ব্রজসুন্দরীগণ! তোমাদের নির্দ্দোষ প্রেমময় মিলন ও তোমাদের প্রেমময় ব্যবহারের ঋণ আমি দেবপরিমিত আয়ুষ্কাল পাইলেও পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমরা অচ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে যে ভজনা করিয়াছ তাহার ঋণ কেবল তোমাদের গুণেই পরিশোধ হইতে পারে, কিন্তু তোমাদের এই ঋণ পরিশোধ করিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই' ॥ ২২

ইতি শ্রীধামশান্তিপুরপুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীশ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব শ্রীরাধারমণগোস্বামিকৃতে তথা তদাত্মজ
শ্রীকৃষ্ণগোপালগোস্বামি-সম্পাদিতে চ শ্রীমদ্ভাগবত-মূলানুবাদে দশমস্কন্ধস্য দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধরটীকা ঃ—আস্তামিদং পরমার্থস্তু শৃণুতেত্যাহ নেতি। নিরবদ্যসংযুজাং নিরবদ্যা সংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বঃ বিবুধানাম্ আয়ুষাপি চিরকালেনাপি স্বীয়ং সাধুকৃত্যং প্রত্যুপকরণকর্ত্তুং ন পারয়ে ন শক্নোমি। কথম্ভূতানাম্? যা ভবত্যো দুর্জ্জরা অজরা যা গেহশৃঙ্খলাস্তাঃ সংবৃশ্চ্য নিঃশেষং ছিত্ত্বা মা মাম্ অভজন্ তাসাং—মচ্ছিত্তস্তু বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈবমেকনিষ্ঠং তস্মাৎ—বো যুষ্মাকমেব সাধুনা কৃত্যেন তৎ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রত্যুপকৃতং ভবতু যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈবমমানৃণ্যং ন তু মৎকৃতপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ॥ ২২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ—ব ইতি সম্বন্ধমাত্রে ষষ্ঠী। যুষ্মান্ প্রতীত্যর্থঃ। স্বসাধুকৃত্যং স্বীয়প্রত্যুপকারকৃত্যং ন পারয়ে কর্ত্তুং ন শক্নোমি। যদ্বা। বো যুষ্মাকং যৎ স্বীয়ম্ অসাধারণং সাধুকৃত্যং তদহং ন পারয়ে তৎসদৃশ-প্রত্যুপকারে ন সমর্থোঽস্মীত্যর্থঃ। স্বসাধুকৃত্যত্বমেব দর্শয়তি। নিরবদ্যা কামময়ত্বেন প্রতীয়মানত্বেঽপি বস্তুতো নির্ম্মলপ্রেমবিশেষময়ত্বেন নির্দ্দোষা সংযুক্ সংযোগঃ সম্যঙ্মদ্বিষয়ক চিত্তৈকাগ্রতা স্বস্বপত্যাদি-স্পর্শাভাবেন চ নির্দ্দোষা সংযুক্ সঙ্গমো যাসাম্। কিঞ্চ যা ইতি দুর্জ্জরাঃ কুলবধূত্বেন ছেত্তুমশক্যা অপি গেহশৃঙ্খলা গৃহসম্বন্ধিন্য ঐহিক-পারলৌকিকসুখকরলোকধর্ম্মমর্য্যাদাঃ সংবৃশ্চ্য মা মামভজন্ পরমানুরাগেণ ময্যাত্মনিবেদনং কৃতবত্য ইত্যর্থঃ। অতো মমান্যত্রাপি প্রেমযুক্তত্বান্ন পারয়ে ইত্যর্থঃ। অত্রোত্তরং ব ইতি পদমনপেক্ষ্যৈব যা ইতি প্রযুজ্যতে পশ্চাদেব চ তেন যোজ্যতে। অতঃ প্রথমপুরুষত্বম্। অন্যত্তৈঃ যদ্বা। বিগতো বুধো গণনাভিজ্ঞো যস্মাত্তেনানন্তেনায়ুষাপীত্যর্থঃ। শৃঙ্খলামিতি ক্বচিদেকবচনান্তঃ পাঠঃ॥ ২২

নিজশেষরসাশেষ-প্রদানেন সদানুগম্।
মাং পুষ্টং পাতি যস্তুষ্টঃ স্বামিনং যামি তং গতিম্॥
ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পন্যাং দ্বাত্রিংশঃ॥ ৩২॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ঃ—প্রেমপরায়ণা ব্রজাঙ্গনাগণ যেরূপভাবে দুর্জ্জর গৃহশৃঙ্খল, ধর্ম্ম ধৈর্য্য কুল শীল লজ্জা প্রভৃতি সকল বন্ধন নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া তাঁহাদের প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন, সেইরূপ একান্তভাবে সর্ব্বত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। তাই ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্যাগিনী ব্রজগোপীগণের নিকট চিরঋণী হইয়া রহিলেন। এই নিমিত্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান শ্লোকে নিজমুখে গোপীগণের নিকটে আপনাকে ঋণী বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন বাসনায় যে সমবেত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের পরমবিশুদ্ধ প্রেমেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উহাতে ইহকাল ও পরলোকের আত্মসুখবাঞ্ছার কণিকামাত্র সংস্পর্শও নাই। উহাতে লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম ও গৃহধর্ম্ম প্রভৃতি মর্য্যাদাবোধের বিন্দুমাত্র অপেক্ষা নাই—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাসনাই সেই প্রেমরসময় মিলনাভিলাষের মূল লক্ষ্য। ব্রজরমণীগণ অবিচলকুল কুলধূ হইয়াও গৃহসম্বন্ধীয় আত্মীয়স্বজন, ঐহিক ও পারলৌকিক ধর্ম্মমর্য্যাদাদিরূপ শৃঙ্খলপাশ নিঃশেষে ছেদন করিয়া আর্য্যানুশীলিত ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক প্রেমভরে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে সৌশীল্য ও সাধুত্ব আচরণ করিয়াছিলেন, তদনুরূপ প্রত্যুপকার আচরণের সামর্থ্যহীনতায় বর্ত্তমান শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিঃসংশয়ে নিজঋণ স্বীকার করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'আমি দেবতাদিগের মত সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত হইলেও তোমাদের এই প্রেমনিষ্ঠাময় সদাচারের প্রতিদান দিতে পারিব না। তোমরা মাতা পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বান্ধব সমস্ত বর্জ্জন করিয়া একমাত্র আমারই সুখবিধানের নিমিত্ত যেমন আমাতেই আত্মনিবেদন করিয়াছ, আমি কিন্তু তেমন করিয়া মাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা, ভাই, বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র তোমাদেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি নাই। অতএব আমি তোমাদের প্রেমঋণ শোধ করিতে অক্ষম।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাণী বিঘোষিত করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ (গীতা ৪।১১)

'যাহারা আমাকে যেরূপভাবে ভজন করে, আমিও তাহাদিগকে সেইরূপভাবে ভজন করি',—কিন্তু তাঁহার এই প্রতিজ্ঞাবাণী গোপাঙ্গনাদিগের অগাধনির্ভর প্রেমের নিকটে আজ পরাজয় স্বীকার করিল—গোপীপ্রেমের নিকটে সে বাণীর যথার্থতায় ব্যাঘাত ঘটিল। নিজমুখে গোপীপ্রেমের ঋণ স্বীকার করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ইহাই প্রকাশ করিলেন যে ভক্তের ভজনানুরূপ তাঁহার যে ভজনপ্রতিজ্ঞা—উহা গোপীবৃন্দের ঐকান্তিক ভজনপারিপাট্যের নিকটে আর রক্ষা হইল না। তাই তিনি দৈন্যভরে বলিলেন 'হে প্রেমশিরোমণি গোপীগণ! আমাকে ক্ষমা কর—আমার যে প্রতিজ্ঞা তাহা তোমাদের জন্য নহে। তোমাদের প্রেমের কাছে আজ আমি হার মানিলাম।' শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে ইহাই প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হইতে। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।১৫-৫২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীপ্রেমের নিকটে চিরঋণী। বাস্তবিক যাঁহারা নিষ্কামভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সার জ্ঞান করিয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীভগবান্ও ঋণী হইয়া থাকেন। প্রেমিক ভক্ত অনন্তকাল ভগবদানন্দ আস্বাদনে নিমগ্ন হইয়া থাকেন, ভক্তপ্রেমাধীন শ্রীভগবান্ও ভক্তের সেই আনন্দাস্বাদনের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য নিরন্তর যত্নবান্ হন। কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবদানন্দের আস্বাদ লাভ করিয়া ভক্তের পরিতৃপ্তিবাঞ্ছা নিঃশেষ হয় না—উত্তরোত্তর উহা বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। অতএব ভগবানের পক্ষ হইতেও ঋণ পরিশোধের কার্য্য নিরন্তর চলিতে থাকে, কিন্তু নিঃশেষিত হয় না। বিশেষতঃ ভক্ত তাঁহার নিরুপাধিক ভক্তির প্রভাবে ভগবানের প্রীতি বিধান করিতে পারেন, কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বত্যাগমূলক প্রীতি প্রদর্শন করিয়া ভক্তের তাদৃশ সন্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন না। ভক্ত সমস্ত সংসার ও বিষয়সুখ তুচ্ছ করিয়া সংসারের সকল সম্বন্ধ ও বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরমপুরুষার্থসার ভক্তি ও ভজনানন্দ আস্বাদন করিয়া জগতে সেই ভক্তিপ্রেমামৃত প্রচার করেন। ভক্তই তো ভক্তিভরে শ্রীভগবান্কে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের প্রেমাধীন স্বভাবের মহিমা ঘোষণা করেন, তাঁহারই হৃৎকর্ণরসায়ন লীলাকথা জগতে প্রচার করেন ও ভগবৎপ্রেমরসাস্বাদনের অপূর্ব্ব অপরিসীম মাধুর্য্য খ্যাপন করেন। ঐকান্তিক নিষ্কাম ভক্ত ঐহিক পারত্রিক সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আনন্দঘনতম ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে সর্ব্ব সার বলিয়া জানেন, তাই সে সব ভক্তজনের পরমপবিত্র নির্ম্মলবিশুদ্ধ ভক্তি প্রভাবেই শ্রীভগবানের মাধুর্য্যমণ্ডিত ভগবত্তা জগতে বিঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু নিখিল-ভুবনপতি শ্রীভগবান্ কাহাকেও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে কেবল ঐকান্তিকভক্তেরই প্রীতিসাধনে যত্নপর হইতে পারেন না। সত্য বটে তিনি ভক্তের প্রেমে অধীন এবং ভক্তের প্রীতি-সম্পাদন তাঁহার সুচির ব্রত, তথাপি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতিকে সকল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিই দৃষ্টি রাখিতে হয়। অতএব সর্ব্ব পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। ভক্ত অভক্ত, জ্ঞানী অজ্ঞান, জীব অজীব সকলেরই প্রতি তাঁহার লক্ষ্য রাখিতে হয়—বিশেষতঃ যে স্থানে একাধিক ভক্ত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে, সে স্থলে কিরূপে তিনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল একজন ভক্তেরই প্রীতি বিধান করিয়া ঋণ পরিশোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবেন? এইজন্যই ঐকান্তিক ভক্তের নিকট সত্যই শ্রীভগবান্ ঋণী। অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসর্ব্বস্বা গোপীগণের নিকটে যে তিনি বিশেষভাবে ঋণী সে কথা বলাই বাহুল্য।

সত্যই ব্রজগোপীবৃন্দের সুগভীর প্রেমের তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসর্ব্বস্বা ব্রজাঙ্গনাগণ ঐহিক পারত্রিক সকল ইষ্টসম্বন্ধ তুচ্ছ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। আহা! এমন না হইলে 'গোপী' নামের সার্থকতা কোথায়? গোপরমণীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দময়ী শক্তিমত্তার অনন্তপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত করিয়া, অনির্ব্বচনীয় উজ্জ্বল প্রেমরসের পরমমধুর ভাবধারা পোষণ ও বিস্তার করিয়া থাকেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আনন্দরসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দসন্দোহময়ী শক্তিমত্তা তাঁহারাই পালন করেন, রক্ষা করেন, বৃদ্ধি করেন—তাই তাঁহারা গোপী'—"গোপায়ন্তি সংরক্ষন্তীতি গোপ্যঃ"। গোপীপ্রেমেই মাধুর্য্যঘনতমবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা। অতএব সেই গোপীবৃন্দের পরমতম প্রেমের নিকটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অনন্তকালের জন্য ঋণী—ইহাতে আর বলিবার কি আছে? ধন্য গোপীপ্রেমের মহিমা! ধন্য প্রেমাধীন ভগবানের প্রেমবৈবশ্য স্বভাব!

সত্য বটে ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ ও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। কিন্তু তথাপি ভক্তপ্রেমের নিকটে তাঁহার ভগবত্তা-স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে। ইহাই লীলার পরমতম মাধুর্য্য। স্বয়ং সর্ব্বসমর্থ হইয়াও ভক্তের নিকটে তিনি অনন্তকাল বাঁধা, ভক্তিপ্রেমপাশে তিনি চির আবদ্ধ। সুস্পষ্ট ঘোষণায় তাই তিনি জানাইয়াছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভিগ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

(শ্রীভাগবতম্ ৯।৪।৬২)

—'হে ব্রাহ্মণ! আমি ভক্তপরাধীন। সাধুভক্তবৃন্দ আমার হৃদয়কে অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব আমি স্বাধীন নহি। ভক্তজনই আমার একমাত্র প্রিয়জন।'

প্রেমময় পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদত্ত অকৈতব প্রেমসম্পদের নিকটে চিরঋণী—এ ঋণ নিঃশেষ হইবার যোগ্য নহে। তাই সর্ব্বসমর্থ হইয়াও ব্রজগোপীগণকে সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—দেবতার মত সুদীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিলেও এই সর্ব্বত্যাগিনী গোপীবৃন্দের সুগভীর প্রেমনিষ্ঠার প্রতিদান সম্ভব নয়। পরিশোধের সামর্থ্য না থাকিলেও সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখনই সে ঋণভার অস্বীকার করিতে পারেন না। তাই ঋণবন্ধন তিনি স্বীকার করিলেন এবং সেই ঋণের চরম পত্র লিখিতে গিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিলেন—'এ ঋণভার লাঘব করিবার সামর্থ্য আমার নাই—চিরকাল ধরিয়া এই ঋণ শোধের জন্য যত্ন করিলেও উহা নিঃশেষিত হইবার নহে। অতএব হে ঔদার্য্যগুণময়ী প্রেমপবিত্রা ব্রজগোপীগণ! তোমরাই নিজনিজ উদারতাগুণে আমার সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া লও। দেবতার মত সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াও তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমরা যেরূপ দুশ্ছেদ্য কূল শীল লজ্জা আত্মীয় বন্ধু গৃহশৃঙ্খল ইহলোক ও পরলোক সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম নিরুপাধিক প্রেমে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছ, সেইরূপ একনিষ্ঠায় তোমাদিগকে ভজন করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু ঋণের বোঝা মাথায় করিয়া জীবনযাপন কষ্টকর। অতএব সেরূপ ক্ষেত্রে অসামর্থ্য থাকিলে অবশ্যই উত্তমর্ণের উদারতাগুণের শরণ লইতে হয়। তোমরা উদারহৃদয়া ও কৃপাদাক্ষিণ্যাদি গুণভূষিতা। সেই আশায় নির্ভর করিয়াই বলিতে চাই—অয়ি! উদারহৃদয়ে কৃপাশক্তিশালিনী ব্রজগোপীগণ! তোমাদের নিজ মহত্ত্বগুণেই আমার ঋণ পরিশোধ হউক—"তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।"

কবি কর্ণপূর তাঁহার আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থে বর্ত্তমান শ্লোকের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

অয়ি ময়ি ভবতীভির্যঃ ক্ষণেনানুরাগঃ সমততি ন ময়াসৌ হন্ত দেবায়ুষাপি।
প্রতিবিধিমুপনেতুং শক্যতে তেন যূয়ং স্বয়মুপকৃতভাবং স্বৈর্গুণৈঃ সংপ্রযাত॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'অয়ি ব্রজসুন্দরীগণ! তোমরা আমার প্রতি ক্ষণকালের নিমিত্ত যে অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াছ, দেবপরিমিত পরমায়ু লাভ করিলেও, হায়! আমি তাহার প্রতিদান দিতে সমর্থ নই! অতএব তোমাদের নিজগুণে আপনা হইতেই প্রত্যুপকার মানিয়া লও।'

শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা হইতেও জানা যায় যে ব্রজগোপীগণের উদারতাগুণ বা সৌশীল্যগুণের বলেই ব্রজগোপীবৃন্দের ঋণ পরিশোধ হইতে পারে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজকৃত আচরণের দ্বারা তাহার পরিশোধ করিতে সমর্থ নহেন। ইহাতে ভক্তপ্রেমের মাহাত্ম্য ভগবান্ নিজমুখে ঘোষণা করিলেন। তাই বলিয়া ভক্তঋণ পরিশোধের নিমিত্ত ভগবান্ যে একেবারেই যত্ন লন না তাহা নহে। ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত সদাই ব্যগ্র। এমন কি স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াও ভক্তের ঋণ প্রতিবিধানে তিনি নিত্যই প্রযত্ন করিয়া থাকেন। গোপীযূথশিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রেমঋণ পরিশোধার্থেই তিনি কলিযুগপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হন।

গোপীভাবে ভাবিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে নদীয়ার বক্ষে প্রকটিত হইয়া জীবের গৃহে গৃহে যে অযাচিতভাবে মহামূল্য গোপীপ্রেমসম্পদ্ বিলাইয়া দিয়াছিলেন—তাহা আমরা কেমন করিয়া ভুলিব? ব্রজগোপীবৃন্দের প্রেমভাবে বিভোর হইয়া তন্ময়তার ভাবাবেশে কখনও মিলনানন্দে খলখল হাসি, কখনও বিরহদুঃখে আকুল ক্রন্দন, লক্ষ্যহীন স্খলিত গমন, অনন্যমনে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ প্রভৃতি কতই না প্রেমোন্মত্ততা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকটিত করিয়াছেন। অতএব ব্রজগোপীগণের আচরণের অনুকরণ করিয়া ব্রজগোপীভাবসুবলিত শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভক্তের ন্যায় প্রেমরসাস্বাদের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া ব্রজগোপিকার সাধুকৃত্যের প্রতিদানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মকে প্রেমভক্তির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই প্রেমসুরধনি গোমুখী-নিঃসৃতা গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় দেশে দেশে তিনিই তো পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব যখন আপামর সাধারণকে হরিনামসুধা বিলাইয়া অবশেষে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহার প্রেমোন্মাদ দশায় সর্ব্বত্যাগময়ী আত্মবিস্মৃতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। তখন তাঁহার কর্ণায়ত নয়নযুগলে অশ্রুসমাকুল পবিত্র ব্যাকুল দৃষ্টি, মুখে উন্মাদের প্রসন্ন ব্যাকুল প্রলাপ, অন্তরে অশান্ত শ্রীকৃষ্ণবিরহের অপূর্ব্ব আকুলতা, কণ্ঠে নিরবধি উৎকণ্ঠাময় কাতর প্রশ্ন—"আমার কৃষ্ণ কোথায়? আমার কৃষ্ণ কোথায়?" আহার নাই, নিদ্রা নাই, শয়ন নাই, বিশ্রাম নাই, নিত্য নিরন্তর অতন্দ্র অন্বেষণ, স্খলিতচরণে মন্থরালস গতি, দেহে কদম্বকণ্টকের ন্যায় অহরহ সত্ত্বভাবের শিহরণ। সেই আত্মসমাহিত প্রেমোন্মত্ত মহামনস্বী কোলাহলচঞ্চল কলরবমুখরিত রাজপথের ধূলিকণায় সর্ব্বাঙ্গ লুটাইয়া নিরন্তর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"আমার কৃষ্ণ কোথায়? আমার কৃষ্ণ কোথায়?" ইহাই তো প্রেমিকের ঐকান্তিক ভজননিষ্ঠার আত্মবিস্মৃতি—ইহাই তো সর্ব্বত্যাগিনী ব্রজগোপীবৃন্দের ও গোপীকুলশিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রেমঋণের পরিশোধ-প্রয়াস। তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

রাধার প্রেমের ঋণ, শোধ যাবে সেদিন,
নবদ্বীপে যেদিন গৌর হবেন হরি।
সাধের গোলোক ত্যজে, পথের কাঙাল সেজে,
ধুলায় প'ড়ে ঠাকুর দেবেন গড়াগড়ি॥

রসনির্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা প্রকটিত করেন এবং তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির বিগ্রহস্বরূপা ব্রজগোপীবৃন্দের সহায়তায় অশেষবিশেষে সেই রসনির্য্যাসবৈচিত্রী তিনি আস্বাদন করিয়া থাকেন। প্রেমের বিষয়রূপে যতখানি রসের আস্বাদন সম্ভব বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা পরিপূর্ণরূপেই আস্বাদন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু প্রেমের আশ্রয়রূপে যে রসাস্বাদন সম্ভব ব্রজলীলায় তাহা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ হয় নাই। মদনাখ্য মহাভাবই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য রসাস্বাদনের একমাত্র উপায়। কিন্তু ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মদনাখ্য মহাভাবের অভিব্যক্তি ছিল না। একমাত্র ব্রজগোপীশিরোমণি শ্রীরাধিকাতেই সেই মহাভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি ছিল। অতএব ব্রজলীলারস আস্বাদন করিতে করিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার তিনটী বাসনা অপূর্ণ রহিয়াছে এবং স্বয়ং সেই বাসনাদিত্রয় আস্বাদন করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি জানিতে বাসনা করিলেন—ব্রজগোপীশিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রেমের মহিমা কিরূপ? সেই প্রেমে শ্রীরাধিকা যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করেন—সেই মাধুর্য্যই বা কেমন? এবং শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধিকা যে সুখলাভ করেন—সেই সুখই বা কিরূপ? অতএব সেই বাসনাদিত্রয় পরিপূরণের নিমিত্ত ব্রজগোপীশিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রেমভাবে ভাবিত হইয়াই শ্রীরাধিকার প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌররূপ প্রকটিত করেন। তাই বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন—

কৈছন রাধাপ্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন ভাবে তিহোঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
ভাবিয়া না পাইল ওর॥
রাধার স্বরূপ বিনে, এ রস আস্বাদনে,
অবসর কভু নাহি হয়।
(তাই) রাধাভাব কান্তি ধরি' রাধাপ্রেম গুরু করি,
নদীয়াতে করল উদয়॥

শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা-কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং চেতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

'শ্রীরাধিকা যে প্রেম দ্বারা আমার পরমাদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন তাঁহার সেই প্রেমের মহিমা কি প্রকার, সেই প্রেমে শ্রীরাধাকর্ত্তৃক আস্বাদিত আমার সেই মাধুর্য্যই বা কি প্রকার, এবং আমার অনুভব হইতে জাত যে সুখ শ্রীরাধিকা আস্বাদন করেন, সেই সুখই বা কি প্রকার?—এই তিন বিষয়ে অতিশয় লোভ হওয়ায় শ্রীরাধিকার ভাবে তন্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীরসমুদ্রে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইলেন।'

ভক্ত বৈষ্ণব কবি আক্ষেপ করিয়া যথার্থই গাহিয়াছেন—

যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত কি মেনে হইত,
কেমনে ধরিতাম দে?
রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা
জগতে জানাতো কে?
মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী-
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
ররজ যুবতি ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রানুমোদিত সিদ্ধান্ত যে শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন নিজ রসাস্বাদনে। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় রসমাধুর্য্য স্বয়ং আস্বাদন করিবার জন্য গৌড়মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আস্বাদনসৌষ্ঠবের নিমিত্ত তিনি যেমন আপনার অঙ্গ হইতে হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজগোপীকে পৃথক্ বিগ্রহ করিয়া লীলাবিলাস করিয়াছেন, তেমনি আবার একই দেহে শ্রীরাধাস্বরূপ আত্মসাৎ করিয়া ও একই দেহে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর হইয়া মাধুর্য্য আস্বাদনের পরম চমৎকারিত্বও তিনি স্থাপন করিয়াছেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রার্থনাশ্লোকে বলিয়াছেন—

রাধা-কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা যদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ১।১।৫)

'শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের পরমবিলাসরূপ হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা। অতএব শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্ম হইলেও অনাদিকাল হইতে শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে পৃথক্‌দেহ প্রাপ্ত হইয়া আছেন। সম্প্রতি সেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই একত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিযুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন; সেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে আমি প্রণাম করি।'

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীশচীনন্দন অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর—তাঁহার অন্তরে নবনীরদশ্যামতনু, আর বাহিরে যেন একখানি সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় গৌরকান্তি শোভা পাইতেছে। শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রসরাজস্বরূপ এবং শ্রীরাধিকা মহাভাবস্বরূপা। অতএব সেই রসরাজ ও মহাভাব স্বরূপের পরমতম সম্মেলনেই শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অবতার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তিতেও দেখিতে পাই—

'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীগৌরাঙ্গের এই গূঢ় স্বরূপ তাঁহার ভক্তপরিকর মধ্যে সকলে দেখিবার সুযোগ লাভ করেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে রায় রামানন্দ মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই স্বরূপ দেখিয়া আনন্দের আবেশে মূর্চ্ছিত হন। প্রথমে রায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসীরূপ দর্শন করেন, পরে নবজলধরতনু শ্রীশ্যাম-গোপরূপ দর্শন করেন। অনন্তর অন্তরের নবনীরদ শ্যামরূপের বাহিরে শ্রীরাধিকার স্বর্ণগৌরকান্তির যেন একখানি কাঞ্চন পাঞ্চালিকা ঝলমল করিতেছে—এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার অপূর্ব্ব রূপসম্মেলন দেখিয়া শ্রীল রায় রামানন্দ আনন্দাবেশে মূর্চ্ছিত হন। এই অপূর্ব্ব রূপের মধ্য দিয়া রসরাজ ও মহাভাবস্বরূপের অতি এক আশ্চর্য্য সম্মেলন যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার নয়নসম্মুখে আবির্ভূত হয়। নবগোরোচনা গৌরী মহাভাবময়ী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার প্রতিটী অঙ্গ যেন নবজলধরতনু শ্রীশ্যামচন্দ্রের প্রতি অঙ্গে প্রেমে বিগলিত হইয়া ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। রসরাজ শ্রীনন্দনন্দনের পরমবিমোহন জলদবরণ যেন শারদীয় জ্যোৎস্নায় বিমণ্ডিত ও গৌরকান্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও নবনীরদবরণ শ্রীশ্যামরূপের দ্যুতিচ্ছটা স্বতঃই যেন আপন মাধুরী প্রকটিত করিতেছে!

শাস্ত্রবচনেও এই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলিত পরমস্বরূপের বিবরণ জানিতে পারা যায়। কোন্ যুগে শ্রীভগবানের অবতারের কোন্ বর্ণ, কি নাম এবং কি প্রকার তাঁহার আরাধনা—ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথভাবে বলিতে গিয়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর প্রভৃতি যুগের অবতারের বিষয় বলিবার পরে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।৫।৩২)

'শাস্ত্রবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কলিকালে অঙ্গ (নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি) ও উপাঙ্গরূপ (তদবয়ব শ্রীবাসাদিরূপ), সাধনোপায় এবং গদাধরাদি পার্ষদগণযুক্ত অকৃষ্ণ বা গৌরকান্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সঙ্কীর্ত্তন বহুল পূজোপকরণে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।' এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে সেই ভগবানের অবতার অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণে আচ্ছন্ন। কলিযুগের ছন্নবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের এই রূপের বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ-বচনেও জানিতে পারা যায়—

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭।৯।৩৮)

'হে মহাপুরুষ! আপনি এই প্রকার মানুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, দেব এবং মৎস প্রভৃতি অবতার দ্বারা লোকসকলের পালন করেন এবং যাহারা জগতের প্রতিকুল তাহাদের বিনাশ করেন। আপনি যুগানুসারে ধর্ম্ম রক্ষা করেন। আপনি কলি ব্যতীত অন্য তিনযুগে স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—এইজন্য আপনাকে লোকে 'ত্রিযুগ' বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু কলিযুগে সেই আপনি ছন্নস্বরূপ হইয়া আবির্ভূত অর্থাৎ কলিযুগে আপনি স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হন নাই।'

শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উক্ত প্রহ্লাদবচনের ব্যাখ্যায় তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় বলিয়াছেন—

কলৌ চ্ছন্নঃ অন্যদীয়রূপভাবাভ্যাং বহিরাচ্ছন্নঃ। অতএব ত্বং ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধম্॥

(শ্রীলবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তীকৃত-সারার্থদর্শিনী)

'কলিযুগে চ্ছন্ন অর্থাৎ অন্য প্রকার রূপ ও ভাবের দ্বারা বাহিরে আচ্ছন্ন। অতএব এই নিমিত্তই ভগবান্ 'ত্রিযুগ' বলিয়া প্রসিদ্ধ।'

যুগাবতারতত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন। নচেৎ বিষয়টী অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। অতএব সংক্ষেপে ইহার কথঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং'—শ্লোকে স্পষ্টই জানা যায় যে কলিযুগের অবতার কৃষ্ণবর্ণ তবে কান্তিতে গৌর। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগের অবতার, কারণ তিনিই কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। লঘুভাগবতামৃতের নিম্নোক্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে হয় তো বলিতে পারেন যে কলিযুগের সাধারণ অবতার মাত্রেই তো কৃষ্ণবর্ণ, কারণ উল্লেখ আছে—

কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ-শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥

(লঘুভাগবতামৃতে যুগাবতারপ্রকরণে)

'সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণ এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ অবতার।'

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে লঘুভাগবতামৃতের বচনে যে বর্ণভেদের উল্লেখ—উহা সাধারণ যুগাবতারের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কিন্তু যুগবিশেষে যে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না তাহা নহে। প্রতি যুগের সেই মন্বন্তরাবতার যুগাবতাররূপে প্রকট হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন সেই যুগে সেই শ্যামবর্ণ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হন। তদ্রূপ যে কলিযুগে স্বর্ণকান্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন, তৎকালে সেই যুগের কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। শাস্ত্রমর্ম্ম হইতে ইহাও জানা যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন এবং সেই দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলিযুগের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন। লঘুভাগবতামৃতের বচনে সাধারণ কলিযুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া নির্ণীত হইলেও তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণ, তিনি কান্তিতে অকৃষ্ণ বা গৌর নহেন। তিনি অপর কাহারও কান্তি গ্রহণ করিয়া অকৃষ্ণ বা পীতবর্ণ ধারণ করেন না। কিন্তু যে বিশেষ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাতে তিনি শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত শোভা ধারণ করিয়াছে। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা এবং তাঁহারই ভাবকান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব তৎকালে কৃষ্ণবর্ণস্বভাব সাধারণ যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

পক্ষান্তরে গর্গাচার্য্য মুনি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ প্রসঙ্গে গোপরাজ শ্রীনন্দের প্রতি যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা হইতেও এই তথ্যের প্রতি আলোকসম্পাত হইয়াছে। উক্তিটী এইরূপ :—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৮।১৩)

'হে গোপরাজ! যুগে যুগে শ্রীমূর্ত্তিপ্রকটকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত, পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল। অধুনা ইনি কৃষ্ণত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ।'

সত্যযুগের যুগাবতার শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগের অবতার রক্তবর্ণ, আর যে দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষের বর্ণ পীত। শ্রীগৌরাঙ্গই শ্রীকৃষ্ণের সেই আবির্ভাববিশেষ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ টীকায় স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—

যদ্ দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তস্মিন্নেব কলৌ গৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। (শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।৩২ শ্লোকে ক্রমসন্দর্ভটীকা)

শ্রীমদ্ভাগবত পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়—যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হন তাহার পরবর্ত্তী কলিযুগের অবতার কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তিনি কান্তিতে অকৃষ্ণ বা পীত। গর্গাচার্য্য মুনি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামকরণপ্রসঙ্গে যে গোপরাজকে বলিয়াছেন—'তোমার এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই ত্রিবিধ বর্ণ ছিল, আধুনা ইনি কৃষ্ণত্বপ্রাপ্ত'—তাহাতে অতীত কালের প্রয়োগ থাকায় শ্রীকৃষ্ণাবতারের পরবর্ত্তী শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের পীতত্ব কিরূপে নির্ণয় করা যায়—এই সন্দেহমূলক প্রশ্ন আপনা হইতেই উঠে। ইহার মীমাংসা নিরূপণ করিতে হইলে বলিতে হয়, কল্পভেদে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎপূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে পীতবর্ণ গৌর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—সেই সেই অতীত যুগের অবতারের কথা স্মরণ করিয়াই গর্গাচার্য্য মুনি অতীত গৌরাবতারের পীতবর্ণের ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা অন্য প্রকারেও ব্যাখ্যা নির্ণয় করা যায়। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সারার্থদর্শিনী ব্যাখ্যায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

যত্তদোনিত্যসম্বন্ধাৎ ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়মবতারী। তথা তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগাদিভাগে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থূলকালমবলম্ব্য ইদানীমিতি পদার্থ উভয়ত্রাপ্যন্বেতীতি।

(শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত-সারার্থদর্শিনী)

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হস্য"—শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮।১৩) এই শ্লোকে 'তথা পীতঃ' এইরূপ উল্লেখ আছে। যৎশব্দ থাকিলে যেরূপ তৎশব্দের আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেইরূপ তথা শব্দের প্রয়োগে যথা শব্দের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে অর্থ এইরূপ হয়—'এক্ষণে যেরূপ কৃষ্ণত্বপ্রাপ্ত, সেইরূপ পীতত্বপ্রাপ্ত।' 'এক্ষণে'—এই কালবাচক শব্দটী ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কেবল শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবকালকে লক্ষ্য না করিয়া ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলির প্রথমভাগকেও বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে ঃ—এখন যেমন কৃষ্ণত্বপ্রাপ্ত, সেইরূপ এক্ষণে অল্পকাল পরেই কলির প্রারম্ভেই তিনি পীতত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

আবার, 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং'—ভাগবতের এই শ্লোকে যুগাবতার প্রকরণে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্বের প্রতি সূচনার অভিব্যক্তি আছে। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের যুগাবতারপ্রকরণে ঐরূপভাবে উল্লেখ বা সূচনা যুক্তিযুক্ত নহে—ইহা হয় তো অনেকেই বলিতে পারেন। তাঁহাদের সেই আশঙ্কার সমাধানকল্পে বলিতে পারা যায় যে—যেই দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন তখন দ্বাপরের যুগাবতার স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ না হইয়া যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহে অন্তর্ভূক্ত হন, এবং সেই কারণে তাঁহাকেও যেরূপ দ্বাপরের যুগাবতার বলিয়া বর্ণনা করিতে পারা যায়, তদ্রূপ কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে যখন অবতীর্ণ হন, তখন কলির যুগাবতার পৃথক্ বিগ্রহ অবলম্বন না করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের বিগ্রহেই প্রবিষ্ট হন এবং এই নিমিত্তই তাঁহাকেও তৎকালীন যুগাবতার বলিয়া পরিগণনা করা যাইতে পারে। অতএব শ্রীভাগবতের শ্লোকে যুগাবতার প্রকরণে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অবতারত্বের পরিগণনায় কোন দোষ হইতে পারে না। ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীলজীব গোস্বামিপাদ অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন—

অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্ যুগাবতারত্বম্, তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎপ্রয়োজনং তস্মিন্নেবাস্মিন্নেব সিধ্যতীত্যপেক্ষয়া।

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।১২ শ্লোকে ক্রমসন্দর্ভ টীকা)

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারকালে তৎকালীন যুগাবতার স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ না হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়াই যুগাবতারের কার্য্য সম্পাদন করেন। এই কারণেই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যুগাবতার মধ্যেও পরিগণিত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন দ্বাপরের যুগাবতার নহেন, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুও কলির যুগাবতার নহেন। তবে কলিযুগে অবতীর্ণ বলিয়া এবং যুগাবতার তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিমধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া গৌণ অর্থে তাঁহাকে কলিযুগাবতার বলা হয়। কলিযুগের সাধারণ অবতার পীতবর্ণ নহেন, তিনি যে কৃষ্ণবর্ণ ইহার পূর্ব্বেই 'কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং'—লঘুভাগবতামৃতের এই বচনেই তাহার আলোচনা করা হইয়াছে।

লঘুভাগবতামৃতের বর্ণনা অনুসারে মন্বন্তরাবতারই যুগাবতাররূপে প্রকটিত হন। কারণ উক্ত হয়—

উপাসনাবিশেষার্থং কৃতাদিষু যুগেষ্বসৌ। মন্বন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ॥

'উপাসনাবিশেষের নিমিত্ত সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগে সেই মন্বন্তরের অবতার যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ইত্যাদিরূপে যুগাবতার ভাবে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

হরিবংশ পুরাণের মতে কলিযুগের যুগাবতার কৃষ্ণ—"কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ"। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত মহাভারতের দানধর্ম্মের বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রের শ্লোকে উল্লেখ আছে—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

(মহাভারতের দানধর্ম্মে বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রের শ্লোক—চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত ১।৩।৯)

—'উত্তম বর্ণদ্বয়বিশিষ্ট কৃষ্ণনাম যাহাতে আছে তাঁহার নাম সুবর্ণবর্ণ। তাঁহার অঙ্গ স্বর্ণোজ্জ্বল বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার একটী নাম হেমাঙ্গ। তাঁহার অঙ্গ পরম সুন্দর বলিয়া তাঁহার এক নাম বরাঙ্গ। চন্দনের আহ্লাদজনক কেয়ূরভূষিত বলিয়া তিনি চন্দনাঙ্গদযুক্ত। চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বলিয়া তিনি সন্ন্যাসকৃৎ। শম অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি আছে বলিয়া তাঁহার নাম শম। অচঞ্চলচিত্ত বলিয়া তিনি শান্ত। ভক্তিনিষ্ঠাশীল এবং নিবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া তিনি নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ।'

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ চৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোকপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার। তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥
তপ্ত হেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর। নব মেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে। চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল হয় তার নাম। ন্যাগ্রোধপরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন; তিলফুলসম নাসা সুধাংশুবদন॥
শান্ত দান্ত নিষ্ঠা কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ। ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে দম॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দনভূষণ। নৃত্যকালে পরিকরে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন। সহস্র নামে কৈল তাঁর নাম গণন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৩ পরিচ্ছেদ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাভারতের উপরিলিখিত শ্লোকটী যেভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, মূল মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে উহা ঠিক ঐরূপভাবে রচিত হয় নাই। ইহা হইতে জানা যায় যে শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী মহাশয় মহাভারতের দুইটী পৃথক্ শ্লোকের দুইটি অংশ গ্রহণ করিয়া একটী শ্লোকে গ্রথিত করিয়াছেন। মহাভারতের শ্লোক দুইটি যথা—

ত্রিসামা সামগঃ সাম নির্ব্বাণং ভেষজং ভিষক্। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। বীরহা বীষমঃ শূন্যো ঘৃতাশীরশ্চলশ্চলঃ॥

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১০৭।৭৫ও৯৫ শ্লোক)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় মহাভারতের উপরিলিখিত শ্লোক দুইটীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমাংশ ও প্রথম শ্লোকটীর দ্বিতীয়াংশ গ্রহণ করিয়া এক শ্লোকে গ্রথিত করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাভারতে শ্রীভগবানের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের লীলা গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ আছে। কিন্তু তন্মধ্যে এই আটটি নাম শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া সম্ভবতঃ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় সেই সেই শ্লোকাংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থে এক শ্লোকাকারে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাভারতোক্ত আটটি নাম শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও মহাভারতে স্পষ্টভাবে এরূপ কোনও উল্লেখ নাই যে কলিযুগে সেই অষ্টগুণবিভূষিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবেন। তথাপি শ্রীমদ্ভাগবতে যখন পীতবর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গের কলিযুগে অবতার সম্বন্ধে স্পষ্ট সূচনা আছে এবং মহাভারতের বর্ণনার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুগৃহীত সন্ন্যাসব্রতচর্য্যা প্রভৃতির সৌসাদৃশ্য আছে, তখন উভয় শাস্ত্রের বর্ণনায় একবাক্যতা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে মহাভারতোক্ত 'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো....সন্ন্যাসকৃৎ' প্রভৃতির বিবরণে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতারের কথাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহাই জৈমিনিন্যায়ের অনুশাসন যে উভয় শাস্ত্রের একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ করা উচিত নহে—

"সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়া কলিপাপহৃত জীবকুলকে পবিত্র হরিনামসুধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিতরণ করিবেন—এ প্রতিজ্ঞা তিনি নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতধৃত উপপুরাণের বচনই এ বিষয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ—

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥

(উপপুরাণম্)

'হে ব্রহ্মন্! আমি কোনও সময়ে কলিযুগে (অর্থাৎ বিবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় কলিযুগে) সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিয়া পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব।'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আনন্দী নামক ভক্ত প্রণীত রসিকাস্বাদিনী টীকায় শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে যে সকল পুরাণশাস্ত্রোক্ত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতেও এ বিষয়ে অনেক তথ্যের অবগতি হয়। বায়ুপুরাণের উক্তি যথা—

শুদ্ধো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীরসম্ভবঃ। দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥

(বায়ুপুরাণম্)

'কলিযুগে শুদ্ধ গৌরকান্তিযুক্ত সুদীর্ঘাঙ্গ ধারণ করিয়া আমি গঙ্গাতীরে অবতীর্ণ হইয়া জীবকুলের প্রতি দয়াশীল হইয়া নামকীর্ত্তন পদ্ধতি গ্রহণ করিব।'

শ্রীমদ্ভাগবতে যে সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুই সেই কীর্ত্তনের অধিদেবতা। মহাপ্রভু রাত্রিদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলারসে বিভোর হইয়া কীর্ত্তনানন্দে উহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন। তিনিই প্রেমরসসীমারূপ শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা ও রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের নামমহিমা সঙ্কীর্ত্তনমুখরিত করিয়া দ্বারে দ্বারে দেশে দেশে অযাচিতভাবে বিতরণ করিয়াছেন। ভক্ত বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে কীর্ত্তনপ্রচার চৈতন্যাবতারের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি সঙ্কীর্ত্তন। এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্বসার। কীর্ত্তননিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার॥ (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

ভবিষ্যপুরাণে উল্লেখ আছে—

আনন্দাশ্রুকলারোমহর্ষপূর্ণং তপোধন। সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসরূপিণম্॥

(ভবিষ্যপুরাণম্)

'হে তপোধন! লোকে কলিযুগে আমাকে সন্ন্যাসিরূপী অবস্থায় দেখিতে পাইবে। আমার আনন্দাশ্রু, পুলককম্প, রোমহর্ষ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবাবেশও তাহারা লক্ষ্য করিবে।'

গরুড়পুরাণে কথিত হয়—কলিযুগের প্রথম প্রভাতবেলার সন্ধিক্ষণে লক্ষ্মীকান্ত শ্রীভগবান্ গৌরবিগ্রহ ধারণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বনে দারুব্রহ্ম জগন্নাথ সমীপে উপস্থিত হইবেন—

কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি। দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥

(গরুড়পুরাণম্)

বামনপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

কলৌ ঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচারবর্জ্জিতান্। শচীগর্ভে সম্ভূয় ভাবয়িষ্যামি নারদ॥

(বামনপুরাণম্)

'হে নারদ! আমি শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগে ঘোরপাপ-সমাচ্ছন্ন ও সর্ব্বসদাচার-রহিত লোক সকলের উদ্ধার সাধন করিব।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস্তবিকই প্রেমভক্তির অমৃতবারি নিঃষেকে পরমপ্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব কত শতশত অপামর জনসাধারণের পাপবিমোচন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিরহমথিত হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভগবৎপ্রেম বহু পথচ্যুত লক্ষ্যভ্রষ্ট উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে মহাপাপের ভীষণতম গ্রাস্ হইতে রক্ষা করিয়াছে। তাঁহারই শ্রীমুখনির্গলিত সুমধুর উপদেশকাকলী শুনিয়া, সর্ব্বখেদনাশন পরমমধুর হরিনামামৃত আস্বাদন করিয়া কত শত শত দস্যুতস্কর নাস্তিক অবিশ্বাসী অনাচারী লম্পট ও নৃশংস জনগণের কলুষিত জীবনে পরম মহত্ত্ব ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই কৃচ্ছ্রতপঃকৃশ নবীন ব্রহ্মচারীর ধৃতদণ্ড-কমণ্ডলু কৌষেয়বসন-পরিহিত সৌম্যশ্রী তপস্বিমূর্ত্তি দেখিয়া কত ধনদর্পী গর্ব্বোদ্ধত উন্নতশির আপনা হইতে অবনত হইয়াছে, কত পণ্ডিতম্মন্য বিদ্যাগর্ব্বস্ফীত ধুরন্ধর মিথ্যা অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। সেই দীপ্তগৌরাঙ্গ নবীন তপস্বীর ভক্তি প্রেম বিনয় ও ত্যাগশীলতার মহামহিমাময় আদর্শে মুগ্ধ হইয়া কোটি কোটি মানব তাঁহার সেবাধিকার লাভে ধন্য হইয়াছে, কৃতকৃতার্থ হইয়াছে।

নারদীয় পুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রীভগবান্ দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—'হে স্বর্গবাসী দেবগণ! তোমরা ভক্তরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর এবং আমি কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে শচীনন্দন হইয়া অবতীর্ণ হইব—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ। কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

(নারদীয়পুরাণম্)

নারদীয় পুরাণের অন্যত্র শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাণী শুনাইয়াছেন—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা॥

(নারদীয়পুরাণম্)

'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ভগবদ্ভক্তরূপে প্রচ্ছন্নবিগ্রহ হইয়া সর্ব্বদা লোকের উদ্ধার সাধন করিয়া রক্ষা করিব।' স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া 'আপনা আচরি ধর্ম্ম জীবেরেশিখায়'। তাই স্কন্দপুরাণে উক্ত হয়—ভগবান্ অন্তঃকৃষ্ণবহির্গৌররূপে শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া অঙ্গ উপাঙ্গ পার্ষদগণ পরিবৃত হইয়া মায়াবশে মনুষ্যের ন্যায় আচরণ প্রকাশ করিয়া জীবকুলকে প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন—

অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ। শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াৎ মায়ামানুষকর্ম্মকৃৎ।

(স্কন্দপুরাণম্)

যাহা হউক, রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং পরমমাধুর্য্যময়ী মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকার লীলারসে বিভোর হইয়া রাধাভাবকান্তিসুবলিত শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে প্রেমের যে জীবন্ত আদর্শ স্থাপিত করিলেন এবং সেই আদর্শের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনসুধার যে অমিয়প্রবাহে জগৎ প্লাবিত করিলেন সত্যই তাহার তুলনা নাই। বিশুদ্ধ প্রেমবতী শ্রীরাধিকার প্রেম, বিরহ ও উৎকণ্ঠা মহাপ্রভুর জীবনে বাস্তব হইয়া ফুটিয়া উঠিল। দুর্ল্লভ গোপীপ্রেমের আদর্শ মহাপ্রভু নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই মাহাত্ম্য নিজে আস্বাদন করিলেন ও জীবজগতে বিলাইয়া দিলেন।

বর্ত্তমান অধ্যায়ের উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—'সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর' গীতার এই যে আদর্শ—ইহার যথার্থ অনুশীলন যদি কোথাও দেখিতে হয় তবে তাহা একমাত্র ব্রজগোপীগণের স্বার্থসম্পর্কশূন্য সর্ব্বস্বপণ প্রেমের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণকোটিপ্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, তাঁহারই জন্য

—CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মাধর্ম্ম, লাভালাভ, শুভাশুভ, ইহকাল, পরকাল সব কিছুই তাঁহারা হেলায় পরিত্যাগ করিয়াছেন ও সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। গোপীপ্রেমের এই যে পরমমাহাত্ম্য, এই যে সর্ব্বস্বপণ আত্মসমর্পণ —ইহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের নিকট মুক্তকণ্ঠে অনন্ত ঋণ স্বীকার করিয়া বলিলেন—'ন পারয়েঽহং'—হে ব্রজগোপীগণ! 'আমিও তোমাদের এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।' তাই প্রেমবতী গোপীবৃন্দের সেই ঋণ, বিশেষ করিয়া গোপীকুলশিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রেমঋণ পরিশোধ করিতে গিয়া ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসন্ন্যাসী গৌরবিধুরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরাধিকার প্রেমভক্তি-বিরহ-করুণার অতলস্পর্শ ভাবসিন্ধুর প্রবল বন্যায় বিশ্বজগৎ প্লাবিত করিয়াছিলেন এবং নিজেও উহার অতলতলে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুরপুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীশ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধারমণগোস্বামি কৃতায়াং তথা তদাত্মজ শ্রীকৃষ্ণগোপালগোস্বামি সম্পাদিতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং দশমস্কন্ধস্য দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমঃ স্কন্ধঃ

—(:*:)—

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

—০*০—

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।—ইত্থং (অনেন পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) ভগবতঃ (তাদৃশবচনাদিনা নিজাশেষভগবত্তাং প্রকটয়তঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ঈদৃশীঃ) সুপেশলাঃ (পরমমনোহরাঃ) বাচঃ (বাক্যানি) শ্রুত্বা তদঙ্গোপচিতাশিষঃ (তস্য ভগবতঃ অঙ্গেন বপুষা কিংবা অঙ্গৈঃ করচরণাদ্যবয়বৈঃ উপচিতাঃ সমৃদ্ধাঃ আশিষো যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ বিরহজং (বিরহঃ ভূতঃ ভাবী চ তজ্জং) তাপং জহুঃ (তত্যজুঃ)॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—গোপীগণ শ্রীভগবানের পূর্ব্বোক্ত পরমমনোহর বচনাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার করচরণাদি অঙ্গ স্পর্শে পরিতৃপ্ত হইয়া বিরহজনিত সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—ত্রয়স্ত্রিংশে ততো গোপীমণ্ডলমধ্যগো হরিঃ। প্রিয়াস্তা রময়ামাস হৃদিনী-বনকেলিভিঃ॥০॥ তত্তদা হে অঙ্গ রাজন্। যদ্বা। তস্য ভগবতোঽঙ্গেন বপুষা করচণাদ্যবয়বৈর্বা উপচিতাঃ সমৃদ্ধাঃ আশিষো যাসাং তাঃ॥ ১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—রাসলীলা জয়ত্যেষা জগদেকমনোহরা। যস্যাং শ্রীব্রজদেবীনাং শ্রীতোঽপি মহিমা স্ফুটঃ॥০॥ইত্থম্ ঈদৃশীঃ সুপেশলাঃ পরমমনোহরাঃ। বিরহো ভূতো ভাবী চ, তজ্জং তাপং জহুঃ, বিরহেঽপরিত্যাগশ্রবণাত্তথা বিশেষতো নিজ-ঋণিত্বাদি-প্রতিপাদনেন চ দৈবাৎ পুনর্ব্বিচ্ছেদেঽপ্যত্যন্তপরিত্যাগশঙ্কাপগমাচ্চ। অতঃ পূর্ব্বমুক্তস্যাপ্যথ পুনরুক্তিরধুনৈব সম্যক্ তাপপরিত্যাগস্য বিবক্ষয়া। কিঞ্চ। তদঙ্গেতি আলিঙ্গনকর-গ্রহণাদিনা সম্পন্নমনোরথাঃ সত্যঃ। যদ্বা। ভগবত এব বিশেষণং সুপেশলবাগ্‌হেতুত্বেন তাসাং গোপীনামঙ্গৈরুপচিতাশিষ ইতি॥ ১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা প্রেমাভিমানিনী ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের প্রাণকোটি-প্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি হৃদয়ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া প্রশ্নভঙ্গীতে তাঁহার বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতার যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, বচনকলাকুশল বাগীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে একে একে সে সকল অভিযোগের হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছেন। গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে এই তথ্যই প্রচার করিলেন যে সাধারণ মানবের দৃষ্টান্তে তাঁহার আচরণের স্বরূপ নির্দ্ধারণ কখনই সম্ভব নহে। ভজনার বিনিময়ে ভজনার, ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসার যে অভিনয় বিশ্বের সর্ব্বত্র নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই ঐহিক স্বার্থসম্পর্কিত ভালবাসার বিক্রয়বাণিজ্যের মধ্যে শ্রীভগবান্ নাই। আবার যাঁহারা ভাল না বাসিলেও ভালবাসে—যাঁহাদের হৃদয়ে ঐহিক স্নেহসম্বন্ধের স্বাভাবিক ঈরণ অনুভূত হয়—যেমন স্নেহমূর্ত্তিস্বরূপ জনকজননী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের দৃষ্টান্তও শ্রীভগবানে প্রযোজ্য নহে, কারণ প্রাকৃত জীবের স্নেহকরুণা সত্ত্বগুণের বিকারমাত্র সকল গুণাতীত বিশুদ্ধস্বরূপ শ্রীভগবানে সেইরূপ কোন ভাববিকার সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে, যাঁহারা আত্মারাম বা আপ্তকাম তাঁহাদের ঔদাসীন্যময় নিশ্চেষ্টস্বভাবের সহিতও শ্রীভগবানের আচরণের তুলনা অসঙ্গত। শ্রীভগবান্ আত্মারামশিরোমণি হইলেও ভক্তপ্রেমনিষ্ঠার নিকটে আত্মারামস্বভাব ভুলিয়া ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচয় দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ স্বয়ং আত্মারাম হইলেও শ্রীভগবান্ নিখল জীবের অন্তর্য্যামী। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবের অন্তর বাহির তাঁহার গোচরীভূত। কেমন করিয়া সেই অনন্ত জীবের প্রতি তিনি নিত্য উদাসীন থাকিতে পারেন? অতএব আত্মারাম ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বাভিব্যাপক বিভূস্বরূপ শ্রীভগবানের কোন তুলনাই সম্ভব নহে। সত্য বটে তিনি অবাপ্তকাম ও পূর্ণমনোরথ—তাঁহার কোন কিছুরই অভাব নাই। সকল ঐশ্বর্য্যের যিনি অধীশ্বর সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীভগবানের ভাণ্ডার অক্ষয়, অব্যয় ও চিরপূর্ণ। তথাপি নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও ভক্তের ইচ্ছায় সমস্ত ঐশ্বর্য্যবৈভব ভুলিয়া তিনি ভক্তপ্রেমাধীনতার বিজয়বৈজয়ন্তী খ্যাপন করেন। ভক্তপ্রেমিকের সকাতর আহ্বান নিত্য তাঁহার শ্রুতিমূলে ধ্বনিত হইতেছে। ভক্তাধীন প্রেমপরবশ শ্রীভগবান্ সেই ভক্তিভাবিত প্রেমনিষ্ঠিত ভক্তজনগণের প্রেমের আহ্বানে সাড়া না দিয়া কেমন করিয়া নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারেন? অতএব লৌকিক দৃষ্টান্তে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য স্বভাবের তুলনা সম্ভব নহে। এইভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বাক্যজালের তিন গ্রন্থি হইতে প্রশ্নোত্তরের বচনভঙ্গীতে আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া লইলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উত্তরবচনে ঘোষণা করিলেন—'হে সমপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণ! আমার অন্তর্ধান-হেতু সুতীব্র বিরহসন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া আমাকে তোমরা অকৃতজ্ঞ অথবা বিশ্বস্তজনের প্রতি দ্রোহী বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছ তাহাতে তোমরা সত্যই ভুল করিয়াছ। তোমরা মানবজগতের যে তিন প্রকার ব্যক্তির সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ এবং প্রকারান্তরে প্রশ্নভঙ্গীতে ইহাই জানিতে চাহিয়াছ যে আমি উহাদের কোন একটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কি না—উহা তোমাদের ভ্রান্ত ধারণারই পরিচায়ক। প্রকৃত প্রস্তাবে মানবপ্রকৃতির সহিত আমার কোনও সাদৃশ্য নাই এবং আমি উহাদের মধ্যে কেহই নহি। লৌকিক জগতের স্বাভাবিক আচরণের পরিমাপ দ্বারা আমার অচিন্ত্য ভগবৎস্বরূপের ইয়ত্তা করা যায় না। অতএব হে সখীবৃন্দ! তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা পরিহার কর।'

শ্রীভগবানের এই প্রকার বচনভঙ্গীতে তাঁহার যেরূপ অশেষ ভগবত্তাস্বরূপের ইঙ্গিত রহিয়াছে, আবার তাহাতে হৃদয়মনোগ্রাহী বচনকলাপারিপাট্য ও হৃদয়ের সুপ্রচুর অকপটতাও প্রকাশিত হইয়াছে। গোপাঙ্গনাবৃন্দের চতুরতাপূর্ণ কূটপ্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া বচনকলাকুশল শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই তাঁহাদিগকে সখী সম্বোধনে সহৃদয়তা জানাইয়াছেন। রসিকশেখর প্রাণকোটিপ্রতিম শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেই একটিমাত্র সুমধুর প্রীতিভাবময় সখী-সম্বোধন হৃদয়ের অকৃত্রিম সুগভীর সৌহার্দ্দের পরিচয় বহন করিয়া আনে। প্রশ্নোত্তরের বচনভঙ্গীতে শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ের এই বার্ত্তাই ধ্বনিত করিয়া বলিয়াছেন 'হে সখীগণ! তোমরা আমার পরম সুহৃৎ ও আপনার জন। তোমাদের ন্যায় পরমপ্রিয় প্রেমিকার প্রতি আমি কেমন করিয়া নিষ্ঠুর আচরণ প্রকাশ করিতে পারি? বিশেষতঃ তোমরা দুষ্পরিহার্য্য কুল শীল লজ্জা ধর্ম্ম ইহকাল পরকাল সর্ব্বস্ব তৃণোপম জ্ঞান করিয়া অগাধনির্ভর প্রেমোৎকণ্ঠায় আমার নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছ। দেবতার ন্যায় সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল লাভ করিলেও তোমাদের সেই প্রেমঋণের বিনিময় দিবার মত শক্তি আমার নাই। একমাত্র তোমাদের উদারতাগুণেই সে ঋণের প্রতিদান সম্ভব।'—এই সুমধুর বচনকাকলি প্রেমনিষ্ঠিতহৃদয়া ব্রজাঙ্গনাবৃন্দের নিকটে কত প্রিয় ও কত তৃপ্তিকর তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। ভক্তপ্রেমাধীন শ্রীভগবানের এই সুমধুর বাণী ব্রজগোপীগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের সকল সন্তাপ দূর করিয়া দিল ও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-মুখনির্গলিত এই অমিয়মাখা মধুর বচনে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া সকল অন্তরের দুঃখ দূর করিলেন।

ব্রজগোপীবৃন্দের বিরহসন্তাপজাত অশেষ দুঃখজ্বালা তাঁহাদের প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের সুমধুর বচনকাকলির অমৃতনিঃশেকে নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বচনবিন্যাসে ইহাও বলিয়াছেন 'হে প্রাণপ্রিয়তমা গোপললনাগণ! তোমরা যখন আমার বিরহদুঃখে দুঃখিত হইয়া অবস্থান কর, তখনও আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুরের ন্যায় আচরণ করি না, বরং তোমাদের নয়নসম্মুখ হইতে কেবল অন্তর্হিত হইয়া তোমাদেরই ভজনানন্দে বিভোর হইয়া থাকি—কারণ আমি তোমাদের প্রেমনিষ্ঠার নিকটে চিরঋণী।' শ্রীভগবানের এই পরম সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে ইহারও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপী-বৃন্দকে ভক্তাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ইহাতে সত্যই ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে পরিত্যাগমূলক আশঙ্কার সমাধান হইল। অতএব এমনতর সান্ত্বনার বাক্যে তাঁহাদের চিত্তের ভাবী আশঙ্কার ব্যাকুলতা নিঃশেষে প্রশমিত হইল। সত্য বটে ইতঃপূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তাঁহাদের বিরহসন্তাপ দূর হইয়াছিল, কারণ লীলারসতত্ত্বজ্ঞ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব পূর্ব্বেই বলিয়াছেন "তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১৩।৩২।১৩)—প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে পুঞ্জীভূত বিরহসন্তাপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজবনিতাগণের হৃদয়ে যে দুঃসহ ব্যাধি সৃষ্টি করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনসুখে সে হৃদয়ার্ত্তির তখনই উপশম হইয়াছিল বটে কিন্তু বিরহজাত হৃদয়ব্যাধির উপশম হইলেও পুনরায় বিচ্ছেদ আশঙ্কায়, বিশেষ করিয়া পুনরায় পরিত্যাগমূলক ব্যাকুলতায়, চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতা ও অধীরতার গ্লানি সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-মুখনির্গলিত সুমধুর বাণীতে যখন এই সত্য প্রচারিত হইল যে ব্রজগোপীগণের প্রেমঋণের নিকটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিরঋণী এবং তাঁহাদিগকে একান্তভাবে পরিত্যাগ করিতে তিনি কখনই পারেন না—বরং তিরোহিত হইয়াও তাঁহাদেরই ভজনের আনন্দে তিনি নিমগ্ন থাকেন—তখন আর ভাবী পরিত্যাগ আশঙ্কার নির্বেদ ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্থানলাভ করিতে পারিল না। তখন সত্যই তাঁহারা পরমনির্বৃতি লাভ করিলেন।

আজ বিরহসন্তপ্তা ব্রজগোপীগণ বিশেষ করিয়া তাঁহাদের প্রাণকোটিপ্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দের শান্তস্নিগ্ধ করচরণের অঙ্গস্পর্শ লাভে দেহের ও মনের সর্ব্ববিধনির্ব্বেদজ্বালার পরমশান্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাই শ্রীশুকদেব বর্ত্তমান শ্লোকে বলিলেন—"তদঙ্গোপচিতাশিষঃ"—যে অঙ্গের সঙ্গলাভের আশায় তাঁহাদের সকল অঙ্গ কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল—সেই শান্তস্নিগ্ধ করচরণের সুশীতল স্পর্শলাভে তাঁহারা পরমপুলকিত হইয়াছেন, ধন্য হইয়াছেন ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। প্রাণপ্রিয়তমের অঙ্গসঙ্গলাভে তাঁহারা সর্ব্ববিধ পরমতম কল্যাণপদ লাভ করিয়াছেন; সত্যই তাঁহাদের মনোরথ আজ পূর্ণতার সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইয়াছে।

পক্ষান্তরে বলা যায় যে ব্রজগোপীগণের অঙ্গসঙ্গলাভে গোপীগতপ্রাণ ব্রজেন্দ্রনন্দনেরও পরমতৃপ্তি উপজাত হইয়াছিল; তাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও আজ পূর্ণমনোরথ হইলেন। (ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করিতে হইল; এরূপ স্থলে 'তদঙ্গোপচিতাশিষঃ' এই বিশেষণ পদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রযোজ্য।) বাস্তবিক যিনি ব্রজগোপিকার প্রেমঋণে চিরঋণী তাঁহার পক্ষে ব্রজগোপীজনের প্রেমসুগভীর সুদৃঢ় আলিঙ্গন ও স্নিগ্ধ করস্পর্শের পুলকোচ্ছাস কম নয়। ইহাই লীলার মাধুর্য্য যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমশিরোমণি ব্রজাঙ্গনাবৃন্দের অঙ্গসঙ্গলাভে আপনাকে ধন্য ও পূর্ণমনোরথ মনে করিয়া ব্রজগোপীপ্রেমেরই অত্যদ্ভুত পরম মহিমা বিশ্বে ঘোষণা করিলেন। প্রেমভক্তিনির্ভরা ব্রজরমণীগণের সুগভীর প্রেমের কাছে স্বয়ং শ্রীভগবান্ যেন কতই অপূর্ণ ও অকৃতার্থ যে তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাহীন শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিস্বরূপ পরমতম প্রেমের ভাববিলাসে, তাঁহাদের সুকোমল অঙ্গসঙ্গের আনন্দা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাদে, তিনিও আজ সত্যই কৃতকৃতার্থ হইলেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার নিমিত্ত ঐশ্বর্য্যবিলাস ভুলিয়া পরমস্বতন্ত্র সর্ব্বার্থসম্পন্ন শ্রীভগবানও পরমতম মাধুর্য্যের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইয়া তাঁহার ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচয় দিলেন এবং উহার যথার্থ পরোমৎকর্ষ তাঁহার হ্লাদিনীস্বরূপা গোপীজনসহ আনন্দঘনতমবিগ্রহ শ্রীগোপীনাথের পরমপবিত্র রাসলীলাবিলাসেই প্রকটিত হইল। এমন না হইলে সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলার সার্থকতা ও পরমাস্বাদ্যতা কিরূপে সম্ভবে?

ব্রজগোপীগণ শ্রীভগবানেরই হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা। স্বয়ং আনন্দঘনস্বরূপ হইয়াও তিনি এই হ্লাদিনীশক্তির সহায়তায় নিজে নিত্য আনন্দরস আস্বাদন করেন এবং জীবজগৎকে সেই আনন্দরসসুধা বিতরণ করেন। বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎসন্দর্ভ গ্রন্থে বলিয়াছেন—

স্বয়ং হ্লাদরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি সা হ্লাদিনী।

(শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির পরমতম বিলাস দেখাইবার জন্য এবং স্বয়ং সেই আনন্দরসামৃতে বিভোর হইয়া তাহারই অমিয়প্রবাহধারায় বিশ্বভূমিকে মাধুর্য্যরসসিক্ত ও পবিত্রিত করিবার জন্য তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠা হ্লাদিনীবিলাসভূতা শ্রীব্রজগোপীগণের সহিত রাসলীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অচিন্ত্যনীয় প্রেমবিলাসের নিমিত্তই নিজ স্বরূপশক্তি ব্রজগোপিকাবৃন্দের সাহচর্য্যে, তাঁহাদেরই মিলনমেলায় এবং তাঁহাদেরই অঙ্গসঙ্গলাভে তিনি আজ পরমশোভমান ও পূর্ণমনোরথ হইলেন। ধন্য উজ্জ্বলপ্রেমরসমূর্ত্তি শ্রীব্রজগোপীজনের প্রেমের মহিমা!

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী এই অধ্যায়ের লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকার উপক্রমে যথার্থই বলিয়াছেন—

রাসলীলা জয়ত্যেষা জগদেকমনোহরা। যয়া শ্রীব্রজদেবীনাং শ্রীতোঽপি মহিমা স্ফুটঃ॥

'নিখিল জগতের একমাত্র হৃদয়মনোহারিণী এই পরমমধুর বিচিত্র রাসলীলা জয়মণ্ডিত হউক। কারণ এই রাসলীলাবিলাসেই শ্রীব্রজদেবীবৃন্দের মহিমা গোলোকলক্ষ্মীগণ অপেক্ষাও সমধিক হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।'

শ্রীমদ্ভাগবতে পরমভক্ত উদ্ধব এই তত্ত্ব ঘোষণায় বলিয়াছেন—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ। স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৭।৬০)

'সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলার উৎসবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীবৃন্দের কণ্ঠদেশ তাঁহার ভুজবন্ধনে বেষ্টন করিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলবিহারিণী নিত্য অনুব্রতা গোলোকলক্ষ্মীগণও সেরূপ অনুগ্রহ লাভ করেন নাই, পদ্মগন্ধি ও পদ্মকান্তি স্বর্গাঙ্গনাগণও সেরূপ অনুগ্রহ পান নাই। অতএব অন্যান্য রমণীগণের কথা আর কি বলিব?'

এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে প্রেমরসমূর্ত্তি ব্রজসুন্দরীগণ নিজাঙ্গদ্বারা ব্রজরাজনন্দনের সেবাধিকার লাভের ফলস্বরূপ যেরূপ অনুগ্রহ অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ পরমতম উল্লাস সাধিত হইয়াছিল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে, স্বর্গলোকে ও গোলোকেও তাহার তুলনা নাই। সেরূপ অনুগ্রহ লাভের আশায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও কঠোর তপশ্চর্য্যা উদ্‌যাপিত করিয়াছিলেন, "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" কিন্তু তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। শ্রীভগবানের যেখানে যত প্রিয়জন থাকুক না কেন, তাহার মধ্যে ব্রজভূমির গোপরমণীগণের ন্যায় পরমপ্রেষ্ঠ তাঁহার আর কুত্রাপি কেহ নাই। তাই শ্রীভগবান্ আদিপুরাণে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি পর্য্যুপাসতে। তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ! নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্। জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যো জানাতি তত্ত্বতঃ॥

(আদিপুরাণম্)

'হে অর্জ্জুন! গোপীগণ তাহাদের নিজদেহও আমারই সেবার উপকরণ বলিয়া মনে করে এবং সেই জন্য তাহারা নিজদেহকে ভালবাসে ও নানাবিধ বসনভূষণাদিতে অলঙ্কৃত করে। অতএব তাহাদের মত আমার প্রেমপাত্র আর ত্রিজগতে নাই। গোপীগণ আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি সুদৃঢ় শ্রদ্ধা, আমার মনোগত ভাব প্রভৃতি সমস্তই জানে। তাহারা ব্যতীত ত্রিজগতে আর কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার যথার্থ মাহাত্ম্য প্রভৃতি অবগত নহে।'

আজি রাসলীলার মহামহোৎসবে প্রেমরসশিরোমণি ব্রজবধূগণ দেহমনঃপ্রাণ ও সকল ইন্দ্রিয় দিয়া রাস-রসিকেশ্বর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমপরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত আর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ব্রজগোপিকাগণের সেই অগাধনির্ভর প্রেমের বন্যায় আপনার ভগবৎসত্তা হারাইয়া প্রেমাধীনতায় পরমতম লীলারসাস্বাদনে ব্যগ্র। শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকে ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন—

রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদিবিলাস। বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪ পরিচ্ছেদ)

ইতপূর্ব্বে পঞ্চাধ্যায়ী রাসলীলার প্রারম্ভে 'বাদরায়ণিরুবাচ' বলিয়া শ্রীরাসলীলার বক্তা শ্রীশুকদেবের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে 'শ্রীশুক উবাচ' বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীনারায়ণাবতার মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে অবস্থান করিয়া নিরন্তর শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ ধ্যানে কালাতিপাত করিয়াছেন বলিয়া তিনি বাদরায়ণ নামে প্রসিদ্ধ। সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠপদ এই বদরিকাশ্রমে অবস্থান কালেই শ্রীভগবানের অপার কৃপাগুণে তিনি পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন এবং এই নিমিত্তই শ্রীশুকদেব বাদরায়ণি নামে খ্যাত। বাদরায়ণ শ্রীব্যাসদেবের শ্রীগোবিন্দ আরাধনার মহাতপঃ ফলস্বরূপ বলিয়া তাঁহার পুত্র শ্রীশুকদেব স্বভাবতঃই শ্রীগোবিন্দপ্রেমপূর্ণহৃদয় এবং শ্রীগোবিন্দাদিলীলাতত্ত্বজ্ঞ-শিরোমণি। সুতরাং পরমরহস্যপূর্ণ শ্রীগোবিন্দপ্রেমরসময় অসমোর্দ্ধ রাসলীলা বর্ণনায় একমাত্র তাঁহারই মুখ্য অধিকার। এই তত্ত্বের অভিব্যক্তি করিয়াই রাসলীলার প্রারম্ভিক শ্লোকে শ্রীশুকদেবকে বাদরায়ণি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বর্ণনা হইতে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিতেছেন—

ব্যাস! ত্বদীয়তনয়ঃ শুকবন্মনোজ্ঞঃ ব্রূতে বচো ভবতু তচ্ছুক এব নাম্না।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্)

'হে ব্যাস! তোমার এই পুত্র শুকপক্ষীর ন্যায় মধুরভাষী। অতএব ইঁহার শুক নামেই জগতে প্রসিদ্ধি হইবে।'

তাই বর্ত্তমান অধ্যায়ে ও শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকাংশ স্থলেই 'শ্রীশুক উবাচ' বলিয়া উল্লেখ আছে। শুকপক্ষী যেমন কোমলমধুর কলকাকলি শুনাইয়া শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশুকদেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর ভাষায় শ্রীভগবানের হৃৎকর্ণরসায়ন লীলাকথালাপ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চার করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার ন্যায় লীলারসতত্ত্বজ্ঞ পরমসাধকশ্রেষ্ঠের মুখনির্গলিত পরমমধুর লীলাকথাসংলাপে সহৃদয় প্রেমবান ব্যক্তির হৃদয়ই যে প্রেমরসসুধায় বিগলিত হইবে এবং গোপীজনসহ গোপিকানাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসরূপ পরমমধুর তত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইবে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থে ভগবতার্থতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেবের সহিত শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জস্থিত শুকের তুলনা করিয়াছেন—

বৃন্দেঙ্গিতজ্ঞঃ স বিচক্ষণঃ শুকঃ শুকো যথা ভাগবতার্থকোবিদঃ।
দক্ষঃ প্রবোধে জগতাং প্রভোরিতি প্রেমাস্পদত্বানুপমঃ সমভ্যধাৎ॥

(শ্রীলবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তীকৃত-কৃষ্ণভাবনামৃতম্)

'ভাগবতার্থতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব যেমন জগতের মায়ানিদ্রাভঞ্জনে অতি দক্ষ ও বিচক্ষণ, সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবন নিকুঞ্জপালিত দক্ষ ও বিচক্ষণ নামে দুইটি শুক বিহঙ্গমও জগৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঞ্জনে অতি দক্ষ ও বিচক্ষণ। শ্রীবৃন্দাবনের বনদেবতা বৃন্দাদেবীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া নিশান্তে বৃন্দাবনকুঞ্জপালিত দক্ষ ও বিচক্ষণ নামক শুকদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঞ্জনের নিমিত্ত অনুপম প্রেমরসময় বাক্যকাকলী উচ্চারণ করিয়াছিল।"

ইহাতে পরমমধুর রাসলীলার মহামহিমাও ঘোষিত হইল সন্দেহ নাই। এইজন্যই বৈষ্ণবতোষণীকার রাসলীলাপ্রসঙ্গে, 'শ্রীশুক উবাচ' পাঠান্তর গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইতঃপূর্ব্বে (শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৯।১ শ্লোক ব্যাখ্যায়) বলিয়াছেন—

শ্রীশুক উবাচেতি পাঠে তু পরমোজ্জ্বল রসস্বাভাব্যেন পরমকোমলালাপতা দর্শিতা। ততস্তাদৃশচিত্ততয়ৈব শ্রোতব্যমিতি ব্যঞ্জিতম্।

(শ্রীবৈষ্ণবতোষণী)

'শ্রীশুক উবাচ' এই পাঠ গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে যে পরমোজ্জ্বল প্রেমরসময় স্বভাব বলিয়াই শ্রীশুকদেব পরমকোমল মধুরতম রাসলীলা কথার আলাপ করিয়াছেন। অতএব তাদৃশচিত্তে অর্থাৎ শ্রীশুকদেবের ন্যায় পরমকোমল ও প্রেমভাবপ্রবণচিত্তেই এই পরম মধুর রাসলীলাকথা শুনিতে হয়। বাস্তবিক শ্রীভগবানের পরমমধুর রাসলীলা কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ ও রসাস্বাদন করিতে হইলে শ্রীশুকদেবের ন্যায় পরমকোমল ও প্রেমভাবিত অন্তঃকরণেই ইহা শ্রবণ করা উচিত এবং যথার্থই শ্রীশুকদেবের স্বরূপ পরিচয় ও মহামহিমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই নিগূঢ় লীলাকথা শ্রবণে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীভাগবতের বর্ত্তমান অধ্যায়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও ব্রজগোপীবৃন্দের পরস্পর লীলাবিলাস আস্বাদনে যে-সুখ অনুভূত হইয়াছে, ভক্তিরসশাস্ত্রের নির্ণয়ক্রমে ইহাকে লীলাবিলাসরূপ দ্বিতীয় প্রকার সম্ভোগের উদাহরণস্থল বলিয়া নিরূপিত করা যাইতে পারে। উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ ইহার লক্ষণ নিরূপণ করিয়া বলিয়াছেন—

বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা সুখম্। ন তথা সম্প্রয়োগেণ স্যাদেবং রসিকা বিদুঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—সম্ভোগপ্রকরণম্)

'রসিকজনগণের পরস্পর লীলাবিলাস আস্বাদনে যেরূপ সুখোদয় হয়, যুবকযুবতীগণের যথার্থ সম্ভোগেও সেরূপ সুখোদয় হয় না—ইহাই রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥ ২

শ্রীভগবান্ একমাত্র ভক্তিপ্রেমনিষ্ঠায় পরম প্রীতি লাভ করেন। ব্রজগোপীগণ সেই প্রেমনিষ্ঠার চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। তাই তাঁহাদের রাসলীলাবিলাসে পরমতম আনন্দের আস্বাদন অনুভূত হইয়াছে এবং রাসলীলা কথার বর্ত্তমান অধ্যায়ে লীলারসতত্ত্বজ্ঞ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব এই তথ্যই রাসকেলি বর্ণনায় প্রচার করিয়াছেন॥ ১

অন্বয়ঃ।—তত্র (তাভিঃ সহ একমতে সতি অথবা যমুনাপুলিনে) প্রীতৈঃ (তদ্বাক্যাদিনা উল্লসিতৈঃ অথবা প্রেমভরবিবশৈঃ) অনুব্রতৈঃ (তদেকাধীনৈঃ) অন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ (তেষামেব অন্যোন্যং পরস্পরম্ আবদ্ধাঃ সংগ্রথিতা বাহবঃ করাঃ যৈঃ তৈঃ) স্ত্রীরত্নৈঃ (স্ত্রিয় এব রত্নানি তৈঃ রত্নভূতৈঃ গোপীজনৈরিত্যর্থঃ) অন্বিতঃ (যুক্তঃ) গোবিন্দঃ রাসক্রীড়াম্ (পরমাভিলষিতানাং তাসাং লাভেন পূর্ব্বমেব কর্ত্তুমীপ্সিতাং মহোৎসবস্বরূপা তৎক্রীড়াং, কিংবা রাসঃ নৃত্যগীত-চুম্বনালিঙ্গনাদিনা রসানাং সমূহঃ রাসঃ তন্ময়া যা ক্রীড়া তাং) আরভত (কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ)॥ ২

মূলানুবাদ।—সেই যমুনাপুলিনে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ পরস্পর ভুজপাশে বদ্ধ প্রীতিভাবময়ী ও অনুব্রতা স্ত্রীরত্ন গোপীজনবৃন্দে মণ্ডিত হইয়া তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২

শ্রীধরটীকা।—রাসক্রীড়াং রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ তাং ক্রীড়াম্। অন্যোন্যমাবদ্ধাঃ সংগ্রথিতা বাহবো যৈস্তৈঃ সহ॥ ২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্রেতি। তদেবং তাভিঃ সহাত্মনঃ ঐকমত্যে সতীত্যর্থঃ। রাসক্রীড়ামারভত পরমাভিলষিতানাং তাসাং লাভেন পূর্ব্বমেব কর্ত্তুমীপ্সিতাং মহোৎসবরূপাং তৎক্রীড়াং কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ। গোবিন্দ ইতি শ্রীগোকুলেন্দ্রতায়াং নিজাংশৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবিশেষ প্রকটনেন পরমপুরুষোত্তমতা, স্ত্রীরত্নৈরিতি তাসাঞ্চ সর্ব্ব-স্ত্রীবর্গশ্রেষ্ঠতা প্রোক্তা। রত্নং স্বজাতিশ্রেষ্ঠঽপীতি নানার্থবর্গাৎ। ইতি রাসক্রীড়ায়াঃ পরমসামগ্রী দর্শিতা। অতএব প্রীতৈস্তৎপ্রেমভরবিবশৈঃ অতোঽনুব্রতৈস্তদেকাধীনৈঃ অতএবান্যোন্যমাবদ্ধবাহুভিঃ বাহবোঽত্র করা জ্ঞেয়াঃ। অন্যোন্যত্বঞ্চ তাসামেব। নন্থ তেন সহ তদ্বাহুভ্যাং তাসাং প্রত্যেকমুভয়তঃ কণ্ঠগ্রহণাৎ। এতদ্ধি রাসক্রীড়ালক্ষণম্। নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যান্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্ ইতি। অয়মস্মন্মণ্ডলীমধ্যেঽত্রৈ-বাস্তাং ন চ নিঃসরত্বিতি আবদ্ধেত্যাদিশব্দ-ব্যঞ্জিতস্তাসাং গূঢ়াভিপ্রায়ঃ॥ ২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—রসরাজশিরোমণি ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ শারদজ্যোৎস্নাবিধৌত যমুনাপুলিনে পরমপ্রেয়সী গোপরামাবৃন্দের সহিত সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসকেলিলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। অসমোর্দ্ধ রাসলীলাবিলাসের নিমিত্ত যমুনাপুলিনে আজ অফুরন্ত শোভা ও সৌন্দর্য্যের বিলাস ফুটিয়া উঠিল। যমুনার তটভূমিতে প্রকৃতির সকল অঙ্গে অপরূপ রূপমাধুরী বিকাশ পাইল ও সেই পরমতম শোভা ও সৌন্দর্য্যের পরিবেশে অপ্রাকৃত মাধুর্য্যমণ্ডিত শ্রীশ্রীরাসলীলার মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

পূর্ণচন্দ্রপরিসেবিত কুসুমকলাপ-সুরভিত সমীরণস্নিগ্ধ যমুনাপুলিনে রাসরসিকেশ্বর ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ রাসরসিকা গোপীবৃন্দের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। গোকুলেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ গোকুলশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষোত্তম। অতএব পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজ তাঁহার সর্ব্বোর্দ্ধ রাসলীলায় সর্ব্বরমণীকুলশ্রেষ্ঠা প্রেমবরিষ্ঠা স্ত্রীরত্নস্বরূপা গোপাঙ্গনাবৃন্দের সহিতই মিলিত হইলেন। গোপীসহ গোপিকানাথের এই রাসবিলাস সর্ব্ববিধ লীলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উর্দ্ধভূমিতে অধিষ্ঠিত। একদিকে যেমন অশেষ ভগবত্তাসার মাধুর্য্যরসসর্ব্বস্ব গোকুলযুবরাজ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই লীলার অধিপতি, তেমনি তাঁহারই হ্লাদিনীসারভূতা প্রেমসম্পৎশালিনী ললনা-ললামভূতা ব্রজরমণীগণ এই লীলার পরমতম সহায় ও অবলম্বন। প্রেমশিরোমণি ব্রজবধুগণের অগাধ নির্ভর অকৃত্রিম প্রেমবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্তই ভক্তবাঞ্ছাপরায়ণ শ্রীগোবিন্দ আজ যমুনাপুলিনে তাঁহাদের সহিত রাসলীলা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনিন্দ্যকান্তি গোপাঙ্গনাবৃন্দ তাঁহাদের কোমলপেলব ভুজবন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ হইলেন ও তারকানিকর পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোপীমণ্ডলীমধ্যস্থ রাসবিহারী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন মহারাসকেলি উৎসবে আপনাকে নিয়োজিত করিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলাপ্রসঙ্গে ব্রজরমণীগণের প্রতি এমনই কৃপাবিশেষ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার সহিত গোপিকাবৃন্দের অবাধ মিলন আজ তাঁহার কৃপাগুণেই সম্ভব হইয়া উঠিল। যদিও কৃপাগুণনিধি শ্রীভগবানের কৃপাবিতরণে কোনপ্রকার পক্ষপাতিত্ব নাই, তথাপি ভক্তজনগণের আন্তরিক আকুল উৎকণ্ঠা ব্যতীত তাঁহার কৃপাশক্তির বিকাশ হয় না। একমাত্র রাসলীলাতেই শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্রজরমণীগণের সেই চরমতম উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্তবিক তাঁহাদের সেই সর্ব্ববিস্মারণী উদ্‌গ্রীবতার তুলনা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীভগবানের অন্য কোনও লীলাতে শ্রীভগবানের পার্ষদগণের সহিত মিলনের নিমিত্ত এতাদৃশ উৎকট উৎকণ্ঠা প্রকটিত হয় নাই—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী ব্রজবনিতাগণের মিলনোৎকণ্ঠার কণিকামাত্রও তুলনা সম্ভব হয়।

সত্য বটে শ্রীভগবান্ স্বভাবতঃই কৃপাগুণনিধি, তথাপি যে-ভক্তের যেমন সেবাকাঙ্ক্ষা—যাহার যেরূপ ভজনাশক্তি—সেই ভক্তের নিকট তাঁহার কৃপাশক্তি তদ্রূপই উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসর্ব্বস্বা ব্রজবধুগণ কুলশীল লজ্জা ধর্ম্ম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় যেভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন তাহার তুলনা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাই শ্রীভগবানের অন্য কোনও লীলাতে এমন কৃপার বিকাশ দেখা যায় না। শ্রীভগবান্ অবাঙ্মনসগোচর হইয়াও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত নিজ কৃপাতেই তিনি ভক্তগণের দৃশ্য বাচ্য ভাব্য ও সেব্য হইয়া থাকেন।

নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং বিভুম্॥

(নারায়ণাধ্যাত্মম্)

শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইয়াও নিজ কৃপায় তাঁহার ভক্তগণের দৃশ্য হইয়া থাকেন। তাঁহার কৃপাশক্তি ব্যতীত কেহই অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মতত্ত্বকে জ্ঞানগম্য করিতে পারে না।

ব্রজরমণীগণের পরমতম প্রেমসেবার উৎকণ্ঠার পরিচয় পাইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে সে ঋণ ঘোষণা করিয়া তাঁহাদেরই প্রেমসেবা চরিতার্থ করিবার জন্য রাসলীলার অপূর্ব্ব মহাযজ্ঞে স্বয়ং পৌরোহিত্য বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাই স্ত্রীরত্নস্বরূপা প্রেমানুরাগিণী অগণিত ব্রজবনিতাগণের রাসমণ্ডলীতে পরম-পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নটবর মূর্ত্তিতে রাসরসিকেশ্বররূপে রাসলীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রুতি বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ" "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলায় তাঁহার রসঘনস্বরূপের পরমস্ফূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া ইহা তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলা বলিয়া পরম সমাদর লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ রাসলীলার কাহিনীকে ব্রহ্ম ও জীবাত্মার মিলনের প্রতীক বলিয়া রূপক-ব্যাখ্যাশৈলী প্রদর্শন করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাদৃশ রূপকব্যাখ্যার সমাদর করেন নাই। তাহাতে অভিনব ব্যাখ্যা-শৈলী প্রদর্শনের গৌরব প্রকাশ পাইলেও শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত লীলাকথার আক্ষরিক ও ভাষাগত বিবরণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতান্তর্গত রাসপঞ্চাধ্যায়ীর "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি প্রথম শ্লোকে "রন্তুং বীক্ষ্য মনশ্চক্রে" এই পদ্যবন্ধে শ্রীভগবানের যে রমণেচ্ছার কথা জানিতে পারা যায় সে রমণকেলি কি প্রকার—বর্ত্তমান শ্লোকের উপক্রমে তাহার সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে ও উত্তরোত্তর তাহাই স্পষ্ট ও বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইবে। শ্রীভগবান্ রমণেচ্ছা করিয়া পরিশেষে গোপরমণীবৃন্দের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং শ্রীভগবানের এই রমণকেলি জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনের প্রতীক হইতে পারে না। তাহা হইলে রাসপঞ্চাধ্যায়ীর বিবরণের আক্ষরিক সঙ্গতি রক্ষা হয় না।

শ্রীভগবান্ নবকিশোর নটবর দ্বিভুজ মুরলীধর পরমপুরুষোত্তম শ্যামসুন্দররূপে তাঁহারই দ্বিতীয়মূর্ত্তি ললনা-কুলশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গের সহিত রমণবিলাস ইচ্ছায় যে কেলিবিলাস করিলেন—উহা রাসক্রীড়া ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। "রসস্যায়ং রাসঃ" বা "রসানাং সমূহো রাসঃ" এই প্রকারে যৌগিক অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া "রাস" শব্দের ব্যাখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাস শব্দটী সঙ্গীতশাস্ত্রেও অতি প্রসিদ্ধ। অতএব সেই প্রসিদ্ধিলভ্য অর্থ অবলম্বনেও ইহার তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করা প্রয়োজন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার বৃহৎক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলিয়াছেন—

অথ ব্রহ্মেন্দ্রাগ্নিবরুণাদীনাং দর্পং শময়িত্বা কন্দর্পস্য দর্পং শময়িতুং যুগপদনেক-রমণী কদম্বসম্বলিতং রাসাখ্যং লাস্যমারিপ্সুর্ভগবানেকদা স্বযোগবৈভবং প্রাদুশ্চকার। তত্র রাসস্য লক্ষণং যথা—

নর্ত্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ। যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীশকং বিদুঃ॥
তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা। রাসঃ স্যান্ন স নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি॥

(ক্রমসন্দর্ভঃ)

—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া গো-গোপ-গোপিকাসহ বৈচিত্রীময় লীলারসাস্বাদন-প্রসঙ্গে ব্রহ্মমোহন লীলায় ব্রহ্মার, গোবর্দ্ধন-ধারণলীলায় ইন্দ্রের, দাবাগ্নি-মোক্ষনলীলায় অগ্নির এবং নন্দমোক্ষণ-লীলায় বরুণের দর্প চূর্ণ করিয়া পরিশেষে সর্ব্বজগতের চিত্তবিক্ষেপকারী দুর্ব্বার মদনের দর্প খণ্ডন করিবার জন্য একদিন যুগপৎ অগণিত ব্রজরমণীমণ্ডলে মিলিত হইয়া রাসনৃত্য করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাহাতে তিনি তাঁহার অচিন্তনীয় বৈভবশক্তি প্রকাশ করিলেন। রাসের লক্ষণ যথা—

যে নৃত্যকেলিতে মণ্ডলাকারে নৃত্যরতা অসংখ্য নর্ত্তকীর মধ্যে একক নট নৃত্যাভিনয় করে, সেই নৃত্যকে 'হল্লীশক' নৃত্য বলিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন। সেই হল্লীশক নৃত্য যদি বিবিধ তালবন্ধ ও বিচিত্র গতিবেগ সমন্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাসনৃত্য বলে। এই রাসনৃত্য স্বর্গের দেবতাগণও অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। অতএব পৃথিবীর লোকের কথা আর কি বলিব?

শ্রীধরস্বামিপাদও রাসলীলা বর্ণনায় শ্রীভগবানের এই কন্দর্প জয়ের ঘোষণা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়-দর্পকন্দর্পদর্পহা। জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥

—কামাধিষ্ঠাতা যে-মদনদেবের প্রভাবে ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও পরাজিত হয়, সেই মদনের গর্ব্ববোধ ক্ষুন্ন করিয়াছেন গোপীবৃন্দের রাস-মণ্ডলে মণ্ডিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

ত্রিলোকবিজয়-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া দর্পদৃপ্ত মদনদেব শ্রীহরিকে তাঁহার পঞ্চশর প্রহারে পরাভূত করিবেন আশায় তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন। কালক্রমে দ্বাপরের অন্তিমভাগে গোলোকপতি ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া গো-গোপ-গোপিকাসঙ্গে বিবিধ বিচিত্র লীলাবিলাস করেন। ভূলোকবিহারী শ্রীহরি বাল্যলীলার অবসানে যখন কৈশোরলীলা প্রকাশ করিলেন, যখন রমণীমনোমোহন নবনটবর মূর্ত্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনিন্দ্যকান্তি ও রূপশোভা বিকীর্ণ করিয়া বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে মধুর মুরলী বাদন করিতে লাগিলেন—যখন সেই শ্যামসুন্দরের পরম বিমোহন রূপ ও সুমধুর বংশীধ্বনি যথাক্রমে ব্রজরমণীগণের দৃষ্টিপথে ও শ্রুতিমূলে পতিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে নিত্য নব নব মিলন বাসনা জাগাইতে লাগিল—তখনই মদন মনে করিল—শ্রীহরিকে হার মানাইবার ইহাই উপযুক্ত সময়।

ক্রমে যেদিন শারদ পূর্ণিমার সমাগমে বৃন্দাবনের মেঘনির্ম্মুক্ত নির্ম্মলগগনে পূর্ণ শশধর সমুদিত হইয়া তাহার শুচিশুভ্র কিরণচ্ছটায় বৃন্দাবনের গোষ্ঠ, প্রান্তর, বনভূমি, কুঞ্জবীথি, যমুনাবক্ষঃ ও সৈকতভূমি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল—যখন—ফুল্লমল্লিকা, মালতী, কুন্দ, কহ্লার প্রভৃতি প্রসূনরাজি বর্ণে গন্ধে ও রূপসজ্জায় বৃন্দাবনের বনভূমিকে এক অভিনব ভাবসুষমায় মণ্ডিত করিল এবং রাসরসিকেশ্বর মূর্ত্তিতে ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মোহন আকর্ষণী মুরলীতে অব্যক্তমধুর সুর যোজনা করিলেন—এবং যাহার আকর্ষণে অসংখ্য গোপবধূ ও গোপকুমারিকাগণ গৃহধর্ম্ম কুলশীল লজ্জা ধৈর্য্য সকল বিসর্জ্জন দিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সেই যমুনাতীরে সমবেত হইলেন—তখন শতকোটি অসমোর্দ্ধ রূপমাধুরীমণ্ডিত গোপীমণ্ডল বেষ্টিত গোপীনাথকে পঞ্চশরে বিদ্ধ করিবার জন্য মদন তাঁহার পুষ্পধনুতে জ্যারোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যেই তিনি গোপীমণ্ডলীমণ্ডিত নবকিশোর নটবর শ্যামসুন্দরের দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন তখনই তাঁহার হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের বিদ্যুৎপ্রভা খেলিয়া গেল। তখনই তিনি বিবশ হৃদয়ে আক্ষেপভরে সকাতরে বলিতে লাগিলেন—'হা বিধাতঃ! তুমি আমাকে পুরুষদেহ দিয়া কেন এ জীবনের মত বঞ্চনা করিয়াছ! হায়! আমি যদি গোপীবৃন্দের ন্যায় রমণীদেহ পাইতাম, তাহা হইলে এই রমণীমোহন নবনটবর শ্যামসুন্দরের দাসী হইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে চিরতরে বিক্রীত হইয়া থাকিতাম। গোপাঙ্গনাদিগের ন্যায় দেহ, মনঃ, প্রাণ, জীবন, যৌবন সব তাঁহার চরণ যুগলে সমর্পণ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইতাম!'

শ্যামসুন্দরের গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত রাসরসিকেশ্বর মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া ইন্দ্রাদির দেবতাগণের মনোম্মথনকারী স্বয়ং মদনদেব এমনই আত্মহারা ও মোহিত হইয়া পড়িলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোপীমণ্ডলমণ্ডিত রাস-রসিকেশ্বর মূর্ত্তি মদনমোহনরূপে জগতে প্রচারিত হইল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলাপ্রসঙ্গেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলা হইয়াছে—"সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" (১০।৩২।২)। শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—

চড়ি গোপীর মনোরথে, মনমথের মন মথে, নাম ধরে মদনমোহন॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

অফুরন্ত লীলার উৎসস্থল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোপাঙ্গনাবৃন্দের সহিত এই রমণলীলাই মদনমোহন লীলা। তাই রাসলীলাকথা ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ সর্ব্বপ্রথমেই গোপীমণ্ডলমণ্ডিত মদন-মোহন শ্রীকৃষ্ণের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। রাসলীলার অধিনায়ক শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন মূর্ত্তির জয় ঘোষণায় তিনি বিশ্ববাসীকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন 'ওহে কামমুগ্ধ জীব! কামনা বাসনার কলুষ হইতে যদি মুক্তিপথের সন্ধান চাও, অতৃপ্ত বিষয়ভোগ বাসনার যদি বিরতি চাও, মদনের মোহপাশ হইতে যদি যথার্থই মুক্তি চাও, তাহা হইলে শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে নিরন্তর মদনমোহন রাসলীলার কথা স্মরণ কর, সতত উহার অনুধ্যান কর ও উহাতেই চিত্ত অনুরঞ্জিত করিয়া মদনমোহনের শরণ গ্রহণ কর।'

শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত যমুনাপুলিনে বিবিধ বিচিত্র সৌন্দর্য্যের পরিবেশ মধ্যে শ্রীভগবান্ যে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন—শ্রীধরস্বামিপাদ তাহার উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলিয়াছেন—'তস্মাদ্রাসক্রীড়াবিড়ম্বনং কামজয়খ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্' (ভাবার্থদীপিকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ 'আত্মারাম' ও 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথ'। যিনি মন্মথের মন্মথ—মদনেরও চিত্ত যিনি জয় করেন—তিনি যে অবশ্যই মদনের প্রভাব হইতে নিত্যমুক্ত ও স্বতন্ত্র হইবেন তাহাতে আর বলিবার কি আছে? আবার যিনি আত্মারাম, তাঁহার রমণের অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত গোপাঙ্গনাদিগের সহিত মিলনের কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপি "আত্মারামোঽপ্যরীরৎ"—আত্মারাম হইয়াও যখন তিনি শতকোটি গোপরমণীসহ রাসক্রীড়া করিয়াছেন—তখন তিনি এই লীলায় নিশ্চয়ই কামবিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ ভগবান্ আত্মারাম-শিরোমণি। তিনি সাধারণ জীবের ন্যায় দেহারাম বা বিষয়ারাম নহেন। অতএব কামের প্রভাব তাঁহার নিকটে চিরপ্রতিহত। তিনি তাঁহার ভুবনমোহন রূপে মদনকে মোহিত করিয়া কামবিজয় ঘোষণায় জগৎকে ইহাই ইঙ্গিত করিলেন যে, যদি যথার্থই কামজয় করিবার জন্য কামহত জীবের উদগ্র লালসা জাগরূক হয়, অথচ প্রবলপ্রতাপ কামের প্রভাব হইতে কিছুতেই সে জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে না—তখন ভগবান্ সাক্ষান্মন্মথমন্মথ রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে শরণাগতিই তাহার একমাত্র গতি ও কামজয়ের পরমশ্রেষ্ঠ সাধনোপায়। এ সম্পদ্ হেলায় হারান উচিত নহে!

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেবও রাসকেলি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে সুস্পষ্ট ঘোষণায় বলিয়াছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৩।৩৯)

—'শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে কেহ যদি ব্রজবধূগণের সহিত ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই পরম মধুর রাসলীলাকথা শ্রবণ কিংবা কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ের নিদারুণ কামব্যাধি অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয় এবং শীঘ্রই তিনি শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দে পরম ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীভগবানের রাসলীলাকথা যে কামজয়ের পরমসিদ্ধ মন্ত্র তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

রাসলালাকথায় গোপীসহ গোপীনাথের রসশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শৃঙ্গার-রসানুকূলে মিলন বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত প্রাকৃত রসশাস্ত্র নহে কিংবা প্রাকৃত নায়কনায়িকার কামক্রীড়াময় রসবর্ণনা প্রতিপাদন করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহা মুখ্যতম ভক্তিশাস্ত্র ও সর্ব্ববেদান্তসার। ইহাতে যে পরম অনির্ব্বচনীয় রসামৃতের উৎস আছে, সেই উৎসের সন্ধান পাইলে আর কোনও রসের প্রতিই কাহারও আগ্রহ থাকে না।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্রস্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১২।১৩।১৫)

—'শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তের সার এবং এই শ্রীমদ্ভাগবত যে মধুর লীলারসের সন্ধান দিয়াছেন, সেই অমৃতস্বরূপ রস আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ হইলে আর অন্য কোনপ্রকার রসস্পৃহা থাকে না।'

সাধারণতঃ বেদান্তশাস্ত্রে সংসার নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে নানাভাবে আলোচনা রহিয়াছে; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় মুখ্যতম ভক্তিশাস্ত্রে সংসারনিবৃত্তির পরও কি ভাবে শ্রীগোবিন্দচরণ-সেবাধিকার লাভ হয়—সেই তত্ত্বই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। অতএব শ্রীভগবানের পরম মধুর শৃঙ্গার-রসমূলক রাসলীলা বর্ণনার অন্তরালে যে পরমপুরুষার্থ ভক্তিরসতত্ত্ব নিহিত আছে তাহা এক পরমোজ্জল নিবৃত্তি পথের সন্ধান দিয়া শ্রীগোবিন্দসেবা-প্রবৃত্তিই উদ্বুদ্ধ করে। এই জন্য টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

কিঞ্চ শৃঙ্গার-কথোপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ।

(ভাবার্থদীপিকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত রাসলীলা শৃঙ্গার কথা হইলেও ইহাতে প্রবৃত্তির লেশমাত্র সম্বন্ধ নাই, ইহাতে শৃঙ্গার কথাচ্ছলে নিবৃত্তিরই পূর্ণসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত।

রাসলীলা কথার বাহ্য আবরণের অন্তরালে পরমভক্তিতত্ত্বের মণিখনির সন্ধান মিলে। ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতা, যোগেশ্বরত্ব, পরম প্রেমাধীনতায় ভক্তবাঞ্ছাপূরণলালসা, গোপীগণের সর্ব্বত্যাগ-মূলক কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষারূপ পরম প্রেম প্রভৃতি শত শত নিবৃত্তির রত্নসম্পদের পরিচয় লাভ হয়। রাসলীলায় প্রবৃত্তির আবরণে পরমতম নিবৃত্তির নন্দনকানন পরিশোভিত। গোপরমণীদিগের সর্ব্বত্যাগমূলক প্রেম-পরাকাষ্ঠা প্রবৃত্তিপ্রিয় জীবগণকে নিবৃত্তিপথে পরিচালিত করিয়া পরমোজ্জল ভক্তিরসমন্ত্রে দীক্ষিত করে। অনন্ত-লীলাবারিধি শ্রীভগবানের এই রাসলীলাকথা শ্রবণে পরম নিবৃত্তির সমুজ্জ্বল পথের সন্ধান লাভ হয়, তখন ভক্তিপিপাসু জীব বিষয়সুখ বা কামকাঞ্চন দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া লীলাময় শ্রীভগবানের চরণ সার করিয়া পরম পবিত্র আনন্দসিন্ধুতে চিরনিমগ্ন হয়।

যাহা হউক, বর্ত্তমান শ্লোকে সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলার সেই সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যকেলির বিবরণ উপক্রমরূপে বিবৃত হইয়াছে। পূর্ণ শারদশশধরের জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত যমুনাপুলিনে তারকানিকরবেষ্টিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় নবনটবরবেশী সাক্ষান্মন্মথমন্মথ শ্রীগোবিন্দ প্রেমবিবশা ব্রজগোপীগণের সহিত রাসক্রীড়ায় ব্যাপৃত হইলেন। স্ত্রীকুলললামভূতা পরম মাধুরীমণ্ডিতা ব্রজরামাগণ পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন ও তন্মধ্যে একক নায়ক রাসরসিকেশ্বর ব্রজরাজনন্দন শ্রীগোবিন্দ সেই রাসনৃত্যক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার লঘুবৈষ্ণবতোষণীটীকায় রাসনৃত্যের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥

(বৈষ্ণবতোষণী ধৃতলক্ষণম্)

—নটগণ যাহাদের কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া থাকেন এবং যে নর্ত্তকীগণ পরস্পর করধারণ করিয়া আছেন, তাদৃশী নর্ত্তকীবৃন্দের মণ্ডলাকারে যে নৃত্যভঙ্গী—তাহাকে রাস আখ্যা প্রদান করা হয়।

কিন্তু ক্রমসন্দর্ভধৃত রাস বা 'হল্লীশক' নৃত্যের যে লক্ষণ সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে বহুতর নটের উল্লেখ নাই। সেই নৃত্যপদ্ধতিতে নট একাই নর্ত্তকীমণ্ডলবেষ্টিত হইয়া নৃত্য করেন। 'তত্রারভত গোবিন্দঃ'—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে তালগতিসমন্বিত রমণীমণ্ডলমণ্ডিত এক-নটকৃত নৃত্যবিলাসেরই পরিচয় পাওয়া যায়। দেবতাদুর্ল্লভ এই রাসনৃত্য পৃথিবীতে সম্ভব নয়। একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দেই ইহা সম্ভব। কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

রসবতী সঙ্গে রসিকবর রায়। অপরূপ রাসবিলাস কলারসে কত মনমথ মূরছায়॥

এই অপূর্ব্ব রাসনৃত্য নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দরসাস্বাদন করিবার নিমিত্ত স্বর্গের দেবদেবীগণও নভো-মণ্ডলে বিমানারোহণে আবির্ভূত হন। এই অপরূপ রাসনৃত্যবিলাস স্বর্গের দেবতাগণও অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। অতএব দেবতাদুর্ল্লভ রাসনৃত্য দেখিবার জন্য তাঁহাদের উৎসুক্য বা কৌতূহল নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই শ্রীভাগবতের পরবর্ত্তী শ্লোকের (১০।৩৩।৪) বিবরণে জানিতে পারা যায়—নিজ নিজ পত্নীবৃন্দসহ স্বর্গের দেবতাগণ সমুৎসক হৃদয়ে নভোমণ্ডলে বিমানপথে আবির্ভূত হইয়া রাসনৃত্যকেলি দর্শন করেন। তাঁহাদের সেই অগণিত বিমানযানে আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ সেই অপূর্ব্ব রমণীয় রাসনৃত্য দর্শনে কতই না আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অপরূপ রাসনৃত্যের উপক্রম বর্ণনায় কবি জ্ঞানদাস গাহিয়াছেন—

ব্রজরমণীগণ হেরি হরষিত মন,
নাগর নটবর রাজ।
নটন বিলাস, উলাস হি নিমগন,
চৌদিকে রমণী সমাজ॥
যূথে যূথে মিলি করে কর ধরাধরি
মণ্ডলী রচিয়া সুঠান।
বাজত বীণ উপাঙ্গ পাখোয়াজ
মাঝ হি মাধব কান॥
শারদ সুধাকর গগন হি নিরমল
কাননে কুসুম বিকাশ।
কোকিল ভ্রমর গাওয়ে অতি সুন্দর
অমল কমল পরকাশ॥
হেরি হেরি ফিরি ফিরি বাহু ধরাধরি
নাচত রঙ্গিনী মিলি।
জ্ঞানদাস কহে নাগর রসময়
করে কত কৌতুক কেলি॥

(জ্ঞানদাস—পদামৃতমাধুরী)

বৈষ্ণব কবি শ্রীগোবিন্দদাসও পরম সুললিত ভাষায় উপমা ও উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কার প্রদর্শন করিয়া রাস-মণ্ডলীর এক অনবদ্য আলেখ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই পদ্যবন্ধে কত সুন্দর ভাবরাজি রূপায়িত হইয়াছে! সাবলীল ছন্দোভঙ্গিমায় সাধক কবি ভক্ত গোবিন্দদাস সেই অপূর্ব্ব চিত্র রূপায়িত করিয়া গাহিয়াছেন—

কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমায়ল
রমণীমণ্ডল সাজ।
মাঝই মাঝ মহা মরকত সম
শ্যামরু নটবর রাজ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাসবিহার।
থির বিজুরি সঞে চঞ্চল জলধর
রস বরিখায় অনিবার॥
কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহু কত কত চাঁন্দে।
কনক লতায়ে তমালহুঁ কত কত
দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩
যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্ বিমানশতসঙ্কুলম্ ॥
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্ ॥ ৪

কত কত পদুমিনী পঞ্চম গায়ত,
মধুকর ধর শ্রুতি ভাষ।
মধুকর মেলি কত, পদুমিনী গায়ত,
মুগধল গোবিন্দ দাস ॥

স্ত্রীরত্নস্বরূপা হেমকান্তি ব্রজসুন্দরীগণ যেন সুবর্ণনির্ম্মিত মণির ন্যায় এবং রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ সেই মণিবৃন্দদ্বারা রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন। নবনটবর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ সেই কাঞ্চন-মণির মধ্যে মহামরকত-মণির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। এই রূপক বর্ণনায় শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটীই বৈষ্ণব কবি শ্রীগোবিন্দদাসের কল্পনায় অনুপ্রেরণা জাগাইয়াছে।

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৩।৭)

ধন্য এই অপরূপ রাসবিহার! অপূর্ব্ব ইহার বিলাসভঙ্গী! নবজলধর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমায় চঞ্চল, আর বিদ্যুৎপ্রভারূপিণী শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীবৃন্দ ধীর, স্থির ও চাঞ্চল্যনির্ম্মুক্ত। আরও অপূর্ব্ব এই যে, চাঁদ ও আঁধার একস্থলে থাকে না, কিন্তু সেই কতশত চাঁদের পার্শ্বে থাকিয়া আঁধার রাশি এবং আঁধারের পাশে থাকিয়া কতশত চাঁদের রাশি পরমপুলকে নৃত্যভরে ক্রীড়া করিতেছে। আমরা জানি যে, কনকলতাই তমাল বিটপীকে তাহার কোমল বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া থাকে! কিন্তু আজ রাধাশ্যামের রাসলীলায় উভয়ই উভয়কে জড়াইয়া নৃত্যদোদুল ভঙ্গিমায় নাচাইতেছে। জগতে দেখিতে পাই—মধুলোভী মধুকর সহর্ষে মৃদুগুঞ্জনে গান করে, আর পদ্মিনীগণ মুগ্ধ হইয়া সে গান শ্রবণ করে; কিন্তু আজ রাসলীলায় পদ্মিনীরূপা ব্রজবধূগণই সুললিত কণ্ঠে গান করিতেছেন, আর কৃষ্ণরূপী ভ্রমর সেই মধুরগীতসংলাপ শ্রবণ করিতেছেন। ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।—স্ত্রিয়ঃ (গোপ্যঃ) যং (শ্রীকৃষ্ণং) স্বনিকটং মন্যেরন্ (মামেব আশ্লিষ্টবান্ ইতি অমংসত তথাভূতেন তেনৈব ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ তথাভূতেন তেনৈব) কণ্ঠে গৃহীতানাং তাসাং (মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং তাসাং) দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ মধ্যে প্রবিষ্টেন (ভ্রমণবেগেন অতিবেগবতা অনেন) যোগেশ্বরেণ (অচিন্ত্যপরমৈশ্বর্য্যেণ) কৃষ্ণেন (পরমানন্দমূর্ত্তিনা নিমিত্তেন) গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ (গোপীনাং মণ্ডলৈঃ মণ্ডিতঃ অলঙ্কৃতঃ) রাসোৎসবঃ (পরমরসকদম্বময়ঃ কশ্চিৎ বিলক্ষণঃ ব্রজলীলাবিশেষঃ তদ্রূপঃ উৎসবঃ তত্তৎপ্রেমপোষণময়ঃ। কিংবা রসঃ মুখ্য রসঃ শুদ্ধঃ প্রেমা সএব রাসঃ তদ্রূপঃ যঃ উৎসবঃ ক্রীড়াবিশেষরূপঃ সুখময়ঃ) সংপ্রবৃত্তঃ (সম্যক্প্রবৃত্তঃ কৃষ্ণেন কর্ত্রা রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ প্রাক্সিদ্ধ এব সংপ্রতি সংপ্রবর্ত্তিতঃ) ॥

(অথবা) কণ্ঠে গৃহীতানাং তাসাং দ্বয়োর্দ্বয়োঃ মধ্যে প্রবিষ্টেন (অতঃ) স্ত্রিয়ঃ যং স্বনিকটং মন্যেরন্ (তেন) যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ ॥ তাবৎ (তৎক্ষণমেব যর্হি রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাবৎ তৎক্ষণমেবেত্যর্থঃ) নভঃ (আকাশং নভস্তাবৎ সকলং নভঃ) অত্যোৎসুক্যভৃতাত্মনাং (দর্শনার্থম্ অত্যোৎসুক্য-ভৃতশ্চ আত্মানো মনাংসি যেষাং তেষাম্ অতিব্যাকুলচিত্তানাং) সদারাণাং (সস্ত্রীকাণাং) দিবৌকসাং (দ্যৌঃ আকশঃ ওকঃ নিবাসঃ যেষাং তেষাং ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবানাম্ ইতি স্বভাবত এব ব্যোম্নি ভ্রমতাম্ অকস্মাৎ রাসক্রীড়া-দর্শনাৎ সংহত্য তত্র স্থিতানামিত্যর্থঃ) বিমানশতসঙ্কুলং (বিমানশতৈঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্তং বভূব)॥ ৩।৪

মূলানুবাদ।—গোপীমণ্ডলমণ্ডিত রাসোৎসব সম্যক্ প্রবৃত্ত হইল। অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের দুই দুই জনের মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠদেশ ধারণ করিলেন, আর গোপীগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটে বিদ্যমান আছেন। এবং যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন সেই সময়ে অত্যন্ত ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে নিজ নিজ স্ত্রীবৃন্দ সহ সমাগত স্বর্গবাসী দেবগণের বিমানসমূহে আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল॥ ৩।৪

শ্রীধরটীকা।—তৎসাহিত্যমভিনয়েন দর্শয়তি রাসোৎসব ইতি অক্ষরচতুষ্টয়াধিকেন সার্দ্ধেন। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানামুভয়তঃ সমালিঙ্গিতানাম্। কথম্ভূতেন যং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বনিকটং মামেবাশ্লিষ্টবানিতি মন্যেরন্ তেন তদর্থং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ, নন্বেকস্য কথং তথা প্রবেশঃ সর্ব্বসন্নিহিতে বা কুতঃ স্বৈকনিকটস্থত্বাভিমানস্তাসামিত্যত উক্তং যোগেশ্বরেণেতি, অচিন্তশক্তিনেত্যর্থঃ॥ ৩ তাবৎ তৎক্ষণমেব অত্যোৎসুক্যমনসাং দেবানাং সস্ত্রীকাণাং বিমানশতৈঃ সঙ্কুলং সঙ্কীর্ণং নভো বভূব॥ ৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—রাসঃ পরমরসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ। স এবোৎসবঃ ক্রীড়াবিশেষরূপং সুখময়ং পর্ব্ব কৃষ্ণেন পরমানন্দঘনমূর্ত্তিনা নিমিত্তেন সম্যক্ প্রবৃত্তঃ। সম্যক্ত্বমেব দর্শয়তি। গোপীনাং মণ্ডলেন মণ্ডিতঃ ইত্যেবং তাসাং শোভাহেতুত্বমধিকং দর্শিতম্। তৎপ্রবর্ত্তনে তদ্বিশেষশ্চোক্তঃ শ্রীপরাশরেণ, রাসমণ্ডলিবন্ধোঽপি কৃষ্ণপার্শ্বমনুব্রজন্নতা। গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা। হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্। চকার তৎকরস্পর্শনিমীলিতদৃশঃ হরিঃ। ততঃ প্রবর্ত্ততে রাসশ্চলদ্বলয়নিস্বনঃ। অনুজাতশরৎকাব্যগেয়গীতিরনুক্রমাৎ। ইতি। কিঞ্চ তাসামিতি দ্বয়োরিত্যুক্তে একত্রৈব মধ্যে স্থিতির্বোধ্যতে। তন্নিবারণার্থং বীপ্সা। অত এব মধ্যে মণীনামিত্যত্র মধ্য ইতি সামান্যং বক্ষ্যতে কৃষ্ণস্যাপ্যুভয়তঃ স্থিতত্বেন দোর্ভ্যাং গৃহীতকণ্ঠ্য ইতি চ। তথাচোক্তং শ্রীবিল্বমঙ্গলেন,—অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা। ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ইতি। ব্যক্তীভবিষ্যতি চ ক্রমদীপিকাবচনেন সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগমিত্যনেন। অতএব তত্তদ্যূগ্মপূজৈব তত্র বিহিতা, নতু তত্তৎত্রিকপূজেতি। স্ত্রিয় ইতি স্ত্রীষু পরমানুরাগেণ যুগপদাত্মসঙ্গমমীপ্সুষু সৎপুরুষস্য তথৈব কৃত্যং ব্যক্তমিতি বোধয়তি। অন্যথা বৈষম্যে ন দোষাপত্তিঃ সুখভঙ্গশ্চেত্যর্থঃ। যং স্বনিকটমেব মন্যেরন্নমংস্যতেত্যত্রেদং বিবেচনীয়ম্। রাসমহোৎসবোঽয়ং পরস্পরসুখার্থমেব শ্রীকৃষ্ণেন প্রারব্ধঃ। তস্মাদ্রাসস্য সর্ব্বশোভাদর্শনং শ্রীগোপীনাং সর্ব্বাসামেবাবশ্যাপেক্ষ্যমিতি তাসামিদমেব ভানং যোগ্যম্। কয়াচিন্নাট্য-বিদ্যয়ৈবাসৌ বহুত্র ভাতি ময়ানুগৃহীত এব, অন্যথা স্বনিকটমেবাপশ্যন্নিত্যুচ্যতে। কিঞ্চ তাভিঃ প্রিয়স্য স্বস্বনিকট এব স্থিতিং মন্যমানাভিস্তস্য স্বপার্শ্বদ্বয়েঽপি বর্ত্তমানতাতুলানন্দগ্রস্তবুদ্ধিত্বেন বিবেক্তুং শক্তেতি গম্যতে। তস্মাৎ পূর্ব্বত্র চাত্র চানন্দমোহ এব মূলং কারণং জ্ঞেয়ম্। অত্র চৈকস্যৈব তথা প্রবেশাদিকং সমাদধদাহ যোগো যোগ-মায়াঽচিন্ত্যাদ্ভুতশক্তিবিশেষস্তস্যেশ্বরেণেতি স্বাভাবিকতচ্ছক্তিত্বেনৈব প্রেরণাং বিনাপীচ্ছামাত্রেণ তত্তদুদয় ইতি ব্যঞ্জিতং দ্যৌরাকাশ ওকো নিবাসো যেষামিতি স্বভাবত এব ব্যোম্নি ভ্রমতামকস্মাদ্রাসক্রীড়াদর্শনাৎ সংহতানা-মিত্যর্থঃ। অতএব বিমানশতসঙ্কুলং নভো বভূব। চন্দ্রদিশং পরিত্যজ্য চন্দ্রোপর্য্যেব বা জ্ঞেয়ম্। দিবৌকসাং ব্রহ্মরুদ্রাদীনামিতি। স্বর্গাদাবপি তাদৃশোৎসবাসম্ভাবঃ সূচিতঃ। তত্রৈবাত্যোৎসুক্যেতি ঔৎসুক্যমত্র নৃত্যাংশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এব নতু রহস্যবিলাসাংশেঽপি দাসত্বেন যোগ্যত্বাৎ। তত এবাধুনৈবাগতত্বাৎ। অতএব যোগমায়য়া তেষাং রহস্যং প্রতিদৃষ্ট্যাচ্ছাদনমপি জ্ঞেয়ম্॥ ৩।৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—নবনটবর রাসরসিকেশ্বর ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ পরমপ্রেমময়ী ব্রজরমণীগণকে লইয়া মহারাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলে ব্রজগোপীগণ পরমশোভাময়ী রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন। অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই মণ্ডলস্থ গোপীযুগলের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়া যুগপৎ তাঁহাদের সকলেরই কণ্ঠদেশ তাঁহার সুকোমল করবেষ্টনীতে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব রাসাভিনয় আরম্ভ করিলেন। যমুনাপুলিনে আজ গোপীমণ্ডলী-মণ্ডিত রাসলীলা সত্যই সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ঘনমণ্ডলাকারে সুসজ্জিত ব্রজরমণীগণ শ্রীরাসলীলার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিলেন, আর তারকানিকরবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোপরমণীপরিবৃত নবনটবর দ্বিভূজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ সেই রাসমণ্ডলীর অধিনায়করূপে কি পরম শোভাই না বিকিরণ করিলেন! তাই শ্রীশুকদেব ভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোকে বলিলেন—"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ" রাসলীলা সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়াছে। যথার্থই রাসলীলা পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। সে অনুষ্ঠানে ব্রজরমণীগণই অপূর্ব্ব শোভা বিধান করিয়াছেন আর তাঁহাদেরই পরিমণ্ডল শোভায় নিখিল-সৌন্দর্য্যসার শ্রীভগবান্ও আজ পরমতম শোভায় শোভিত হইয়াছেন। যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণিকাস্পর্শে বিশ্বের সকল অঙ্গে অপরূপ রূপমাধুরীর ঢেউ খেলিয়া যায়, সেই অনন্তসুন্দর নিখিল-সৌন্দর্য্যসার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও আজ গোপীমণ্ডলী মধ্যে পরিবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইলেন।

সত্যই সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলা আজ সম্যক্প্রকারে প্রবৃত্ত হইল। তাই লীলারসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব রাস-লীলাতেই কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া বর্ণনা করিলেন—"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ" রাসোৎসব সম্যক্রূপে প্রবৃত্ত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা প্রবর্ত্তিত করিলেন—এইরূপ না বলিয়া রাসলীলাই স্বয়ং প্রবৃত্ত হইল এইরূপ উল্লেখ করায় শ্রীরাসলীলারই প্রাধান্য ঘোষণা করা হইল। আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ আনন্দরসপ্রচুর রাসলীলার করণ বা সাধনরূপে বিবৃত হওয়ায় এই তথ্যই প্রকাশ পাইতেছে যে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমরসবিচিত্রতা আস্বাদন করিবার জন্য রাসোৎসব লীলাতেই কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া স্বয়ং করণরূপ গৌণ স্থানই বরণ করিয়া লইলেন। ফলে কর্ত্তার অভিরুচি অনুসারে যেরূপ ক্রিয়ার সাধনগুলিকে চলিতে হয়—যেমন রথনিয়ন্তা চালকের অভিপ্রায় অনুসারেই রথ আপনার গতিবেগ রক্ষা করিয়া চলিতে থাকে, তদ্রূপ রাসলীলাও যেভাবে অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে তিনিও সেইভাবে তাহার উপকরণরূপে আপনাকে নিয়োজিত করিলেন। ইহাতে সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীরাসলীলার পরম মাহাত্ম্যই খ্যাপিত হইল। ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের অন্যান্য লীলায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ই কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বলীলাতিশায়িনী রাসলীলায় শ্রীভগবান্ আপনাকে গৌণরূপে পর্য্যবসিত করিয়া রাসলীলাতেই ক্রিয়াকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। মহামহিমময়ী শ্রীরাসলীলা যে সকল-শক্তি ও সকল লীলাবিলাস অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষশালিনী এবং এই রাসরসাস্বাদনে পরম উৎকণ্ঠিতা হইয়া গোলোক-লক্ষ্মীগণও যে ইহার কণিকা লাভ করেন নাই এবং সর্ব্বলীলাশিরোমণি রাসলীলা, নিখিলকলাগুরু শ্রীভগবানেরও যে পরম বিস্ময় উৎপাদন করে—সম্ভবতঃ এই তত্ত্বই জগতে প্রচার করিবার জন্য লীলারসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব শ্রীরাসলীলাকে কর্ত্তৃত্বের গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন। এই রাসলীলার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীভগবান্ এমনই বিস্ময়াবিষ্ট হন, যে স্বয়ং বাগীশ্বর ভগবানও ভাষার কাঙাল হইয়া বলেন—

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'যদিও আমার হৃদয়-মনোহারী বহুবিধ লীলা রহিয়াছে, তথাপি শ্রীরাসলীলার কথা স্মরণ করিলে আমার মন যে কিরূপ আবিষ্ট হয় তাহা আমি বুঝিতে বা বলিতে পারি না।' রাসলীলার মাহাত্ম্য ঘোষণায় ইহা অপেক্ষা আর বলিবার কি আছে?

যাহা হউক, রাস শব্দের অর্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বশ্লোকে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান শ্লোকের বিবরণ হইতেও তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরিবৃত করিয়া ব্রজরমণীগণ রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন এবং প্রতি গোপীযুগলের মধ্যস্থলে আসিয়া রাসবিহারী শ্রীগোবিন্দ তাঁহাদের প্রত্যেকের কণ্ঠদেশ ধারণ করিলেন। রসশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট রাসক্রীড়ার লক্ষণের সহিত এই বিবরণের বিশেষ সামঞ্জস্য আছে—

নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥

(বৈষ্ণবতোষণী-ধৃতলক্ষণম্)

—নট ও নর্ত্তকীগণ মণ্ডলাকারে দাঁড়াইলে নটগণ নর্ত্তকীদিগের কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া যে-নৃত্য-বিলাস করেন এবং যাহাতে নর্ত্তকীগণ পরস্পর করধারণ করিয়া বিদ্যমান থাকেন, তাহার নাম রাস। শ্রীধরস্বামিপাদ উপরিকথিত লক্ষণ অবলম্বনেই বলিয়াছেন—"রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ"—অর্থাৎ বহুনর্ত্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষের নাম রাস। ভগবান্ রাসবিহারী শ্রীগোবিন্দ গোপিকামণ্ডলের গোপীবৃন্দের প্রতি দুই-জনের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। ভক্তকবি বিল্বমঙ্গল সুললিত বর্ণনা ভঙ্গীতে বলিয়াছেন—

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবঞ্চান্তরেণাঙ্গনা। ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ বেণুনা সংজগৌ দেবকীনন্দনঃ॥

(বিল্বমঙ্গলোক্তিঃ)

—'এক একটী গোপরমণী, আর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, এবং এক একটী শ্রীকৃষ্ণ এবং মধ্যে গোপরমণী—এই প্রকার রাসমণ্ডলী প্রকল্পিত করিয়া মণ্ডলী মধ্যে দাঁড়াইয়া শ্রীদেবকীনন্দন রাসবিহারী তাঁহার মুরলীতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।'

রাসলীলার 'যত গোপী তত কৃষ্ণ' এই বিবরণে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অঘটনঘটনপটীয়সী 'যোগা' বা যোগমায়াশক্তির অধীশ্বর বলিয়াই তিনি যোগেশ্বর। রাসপঞ্চাধ্যায়ীর উপক্রম শ্লোকেও বিবৃত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্যচিচ্ছক্তিস্বরূপা যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াই রাসলীলা বিলাস করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ গুণবৈভব তাঁহাতে প্রকাশিত হয় বলিয়াই তিনি স্বয়ং ভগবান্ পরম ঈশ্বর।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদিগোবিন্দং সর্ব্বকারণ-কারণম্॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী প্রত্যেক ব্রজরমণীই যুগপৎ অনুরাগ-প্রেমের ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসকেলি বিলাস-বাসনা হৃদয়ে পোষণ করেন। ভক্তবাঞ্ছাপূর কৃপাগুণনিধি শ্রীভগবান্ সেই ইচ্ছা পূরণের নিমিত্তই নিজ অনন্ত বৈভবশক্তিবশে যুগপৎ আপনার বহুতর প্রকাশমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসনৃত্যবিলাসে তাঁহাদের প্রত্যেকের সে মনোরথ পূর্ণ করিলেন। বিশেষতঃ ব্রজগোপীগণের অনুরাগপ্রেমের নিকটে তিনি এমন করিয়া ধরা দিয়াছেন যে, তাঁহার আচরণে কাহারও প্রতি কৃপা এবং কাহারও প্রতি অকৃপা—এইরূপ বৈষম্য দোষ যাহাতে প্রকাশ না পায় তজ্জন্যই তিনি যোগেশ্বররূপে ঐশ্বর্য্যশক্তিপ্রভাবে এইরূপ বহুতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশমূর্ত্তি প্রকটিত করিলেন এবং উহা হইতে যোগেশ্বর শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিরই পরিচয় পাওয়া গেল।

ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ শক্তিনিকেতন সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ এক হইয়াও অনন্তরূপে অনন্তলীলা করিয়া থাকেন—"একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।" তিনি স্বরূপতঃ এক হইলেও তাঁহার লীলার অনন্ততার সহিত মূর্ত্তিরও অনন্ততা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। শ্রীরাসলীলা তাঁহার অনন্তলীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠলীলা এবং সেই লীলায় নব-কিশোর নটবর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—তাঁহার অনন্তমূর্ত্তির অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোহর লীলামূর্ত্তি। যোগেশ্বর কৃষ্ণ-মূর্ত্তিতেই তিনি রাসলীলার অনুষ্ঠান করিয়া তাহার পরমতম সৌষ্ঠব প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই রাসলীলায় "যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ"—এইভাবে শত কোটি ব্রজগোপীর ন্যায় শত কোটি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া—অচিন্ত্য শক্তিনিকেতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার সৌষ্ঠব সম্পন্ন করেন। সত্য বটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ রাম ও নারায়ণাদি বিবিধ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া বিবিধ বিচিত্র লীলারস অস্বাদন করিয়া থাকেন, কিন্তু সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি রাসলীলা একমাত্র তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং এই লীলা তাঁহার এই মূর্ত্তিরই নিজস্ব।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে এই লীলামূর্ত্তির যেরূপ পরমতম প্রকাশ ও বিকাশ দৃষ্ট হয় সেরূপ আর অন্য কোন মূর্ত্তিতেই হয় না। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্যাদি ষড়বিধ শক্তির যেরূপ পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয় এরূপ আর কোথাও হয় নাই। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়—

সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্য বিলাস। ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহার অধিক উল্লাস॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—সন্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি ষড়্‌গুণৈঃ। ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা॥

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্)

—'ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ শক্তিসম্পন্ন হইয়া অনন্তমূর্ত্তিতে আমি অনন্তলীলা করিয়া থাকি, কিন্তু আমার ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপরূপের সহিত কোন রূপেরই তুলনা হয় না।'

বাস্তবিক সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলায় শ্রীভগবানের সর্ব্বজ্ঞতা স্বপ্রকাশতা প্রভৃতি অচিন্ত্যশক্তিরও অনুপম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীভগবান্ গোপীবৃন্দের হৃদয়ের অন্তরতম অভিলাষ বুঝিতে পারিয়াই "কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ"—রাসস্থলীতে যতগুলি ব্রজগোপী সমবেত হইয়াছিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তত মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সহিত বিলাসবিহার করিলেন। যোগেশ্বর-শিরোমণি বলিয়াই তিনি তাঁহার অচিন্ত্য বৈভবশক্তিপ্রভাবে এইরূপ বিচিত্র ভাবে রাসলীলার সৌষ্ঠবসাধনে ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করিলেন! এই লীলায় স্বয়ং ভগবান্ কৃপাভরে কত ভাবে যে তাঁহার ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির পূর্ণতম বিকাশ করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের অনন্তসুন্দর মধুর রসমূর্ত্তির মাধুর্য্যই প্রেমোজ্জ্বল-হৃদয়া ব্রজবধূগণের হৃদয়মনঃ আকর্ষণ করিয়া তাঁহারই আনন্দরসাস্বাদনে তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। নিজ নিজ হৃদয়ের ভাবসুষমায় প্রত্যেক গোপরমণী আপনার প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দের সহিত রাসনৃত্যের পরম আনন্দে নিমগ্না। ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ মাধুর্য্যস্বভাবই তাঁহাদের নিকট চিরপরিচিত। তাঁহাদের চিন্তাধারায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যবিলাসের অনুসন্ধান স্থান পায় নাই। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যশক্তির পরিপূর্ণ বিলাস থাকিলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যানুভূতিই তাঁহাদের সকল উপলব্ধি ছাপিয়া উঠিয়াছে। অতএব ঐশ্বর্য্যপ্রসঙ্গ থাকিলেও মাধুর্য্য-লীলা বর্ণনার মাহাত্ম্য খ্যাপনে শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর 'অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবঃ'—রাসলীলার যত গোপী তত কৃষ্ণ—এই বৃত্তান্তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

অস্য ব্রজাঙ্গনামধ্যগতত্বমলাতমিব দর্শনং চক্রভ্রমন্যায়েন নৃত্যবিশেষকৌশলেন ইতি বোধ্যং ন তু ঐশ্বর্য্যেণ।

(রাধামোহন ঠাকুর কৃত বৈষ্ণবপদাবলী টীকা)

অর্থাৎ এই যে যত গোপী তত কৃষ্ণ—গোপীমণ্ডলী মধ্যগত শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যেক গোপরমণীপার্শ্বে নৃত্যকেলি-পর দেখাইতেছে—তাহার তাৎপর্য্য এই যে একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ নৃত্য কৌশল প্রভাব বশতঃই চক্রভ্রমের ন্যায় এইরূপ যুগপৎ বহু শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির উপলব্ধি হইতেছে। বস্তুতঃ একই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে এইরূপ নৃত্যবিলাস দেখাইতেছিলেন। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনী টীকার আলোচনাতেও আমরা এই তথ্যেরই পরিচয় পাইব।

রাস শব্দের ব্যাখ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তাঁহার লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

"রাসঃ পরমরস-কদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ।" অর্থাৎ পরম রসময়ী লীলাই রাসশব্দের যৌগিক অর্থ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় বলিয়াছেন—

"নৃত্যগীতচুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী ক্রীড়া"। (শ্রীলবিশ্বনাথকৃত-সারার্থদর্শিনী টীকা)

অর্থাৎ—যে লীলায় নৃত্যগীত, চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি রসসম্পদ্ বিদ্যমান তাহাই রাসলীলা।

শ্রীধরস্বামিপাদ রাসলীলার প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"তস্মাদ্রাসক্রীড়াবিড়ম্বনং কামজয়-খ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্"—অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কামজয় প্রদর্শনের নিমিত্তই রাসলীলার অনুকরণ করিয়াছেন—ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যায় ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুনর্ত্তকীযুক্ত রাস-নৃত্যকেলির অনুকরণ করিয়া অপ্রাকৃত রাসতত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন—যাহার মাধুর্য্যে স্বয়ং মদনও বিমোহিত হইয়া রাসবিহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পরাজয়পত্র লিখিয়া দিয়াছেন।

রাসলীলার অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত জগতের সামান্য মানব নট নহেন ও রাসরসিকা ব্রজগোপী-গণও প্রাকৃত জগতের মানবী নর্ত্তকী নহেন। তাঁহারা যে রাসলীলায় আপাততঃ প্রতীয়মান শৃঙ্গাররসবিলাসের অনুকরণ করিয়াছিলেন—তাহা কেবল রসপুষ্টির নিমিত্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে রাসলীলাই নিত্যানন্দময়ী নিত্য-লীলার আদর্শ স্বরূপা। পরমানন্দঘনমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই শক্তিরূপিণী তাঁহারই আনন্দসন্দোহময়ী মূর্ত্তি গোপীগণের সহিত রাসবিলাস করিয়া পরম আস্বাদ্য রসের আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং সেই রসতরঙ্গিণীর প্লাবন জাগাইয়াছিলেন।

এই রসাপ্লুতিময়ী পরমমধুরা রাসলীলা—ভাবুক ও ভক্তজনগণের পরম আস্বাদনের সামগ্রী। সাহিত্য-দর্পণের অলঙ্কারশাস্ত্রে রসশব্দের ব্যাখ্যায় উক্ত হয়—"রস্যতে আস্বাদ্যতে অসৌ রসঃ"—অর্থাৎ যাহা আস্বাদন করা যায় তাহাই রস। সাহিত্যদর্পণে ইহাও উল্লেখ আছে—

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা। রসতামেতি রত্যাদিস্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্॥

(সাহিত্যদর্পণম্)

—'শৃঙ্গারাদি রসের রত্যাদি স্থায়ী ভাব বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া যখন সহৃদয়-গণের নিকটে আস্বাদ্যস্বরূপ রসতাপ্রাপ্ত হয় তখনই উহাকে রস বলা হয়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৃঙ্গারাদি নববিধ রসের অভিব্যক্তিতে আমরা আনন্দের আস্বাদ পাই। জীবমাত্রেই আনন্দলাভের নিমিত্ত ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত; কি বিষায়ারাম, কি দেহারাম সকল উপভোগেরই সেই এক লক্ষ্য—আনন্দানুভূতি। কটু তিক্ত অম্ল কষায় লবণ ও মধুর এই ষড়্‌বিধ রসনাস্বাদ্য রসের মধ্যেও আস্বাদ্য কেবল আনন্দ। রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ প্রভৃতিতে যে-আনন্দের উপলব্ধি হয়, তাহাই ইন্দ্রিয় ও মনের তৃপ্তি সাধন করে। আনন্দের জন্য জীব-কূল দিবানিশি অশান্তপ্রাণে আকুল হৃদয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সকলের বাহিরের আচরণ হইতে যদিও প্রতীতি হয় যে তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝি বা ভিন্ন ভিন্ন—কিন্তু বস্তুতঃ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, সকলেরই মূল উদ্দেশ্য, পরম লক্ষ্য—সেই আনন্দ। সেই আনন্দের সুরঝঙ্কারই সকলের হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিতেছে—সমস্ত জগৎ সেই এক আনন্দের সুরেই বাঁধা রহিয়াছে। শ্রুতিও বলেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥
(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।৬)

—আনন্দ হইতেই জীবজগৎ উৎপন্ন হয়—আনন্দেই তাহাদের জীবসত্তা বাঁচাইয়া রাখে এবং সেই আনন্দেই উহারা প্রবেশ করিয়া লয়প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং যাহা আস্বাদ্য তাহাই যদি অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচারে 'রস' নামে অভিহিত হয়, তাহা হইলে আনন্দ অপেক্ষা আস্বাদ্য সামগ্রী আর কি আছে? সত্য বটে সকলেই সেই আনন্দরসের জন্য ব্যাকুল উৎকণ্ঠা বুকে করিয়া অস্থিরভাবে বিচরণ করিতেছে—নিরন্তর সেই আনন্দরসের অনুসন্ধান করিতেছে, প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না—কিন্তু প্রকৃত আনন্দরসের সন্ধান সে পাইতেছে কি? জীব যাহাকে আনন্দের আস্বাদ্য সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, ক্ষণকালমধ্যেই তাহাতে সে আর আনন্দের সন্ধান পাইতেছে না। ক্ষণস্থায়ী সে আনন্দসুখে তাহার যথার্থ তৃপ্তি হইতেছে না। অতএব তাহার সে আনন্দ প্রকৃত আনন্দের আভাষ বা ছায়ামাত্র। তাই তাহার অশান্তিও বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়া নিরন্তর তাহাকে মর্ম্মপীড়া দিতেছে। কিন্তু আনন্দের যখন আভাষ রহিয়াছে, তখন যথার্থ আনন্দের ভাস বা কায়া অবশ্যই আছে। অতএব স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে—সেই রসস্বরূপ আনন্দ কি? শ্রুতি সেই জীবহৃদয়োত্থিত চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন প্রশ্নের উত্তরে সুস্পষ্ট ঘোষণায় বলিলেন—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। এষ হ্যেবানন্দয়তি।"

—সর্ব্বমূলস্বরূপ পরব্রহ্মই রসস্বরূপ এবং সেই রসস্বরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেই জীবগণ যথার্থ আনন্দ ভোগ করিতে পারে এবং তিনিই জীবজগৎকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন।

অতএব সর্ব্ববিধ আনন্দের মূলকেন্দ্রই হইলেন পরব্রহ্ম রসস্বরূপ শ্রীভগবান্। তিনি কেবল আনন্দরস-ভোক্তা নহেন—আনন্দরস প্রদাতাও বটে। সর্ব্বার্থসম্পূর্ণ নিত্যতৃপ্ত শ্রীভগবানের কোনপ্রকার অভাব পূরণের প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহার স্বভাবেরই এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে যে সেজন্য তিনি আনন্দরসপিপাসু অপূর্ণ জীবকে সর্ব্বদা নানাভাবে আনন্দ রসাস্বাদন করাইয়া থাকেন এবং তাহাদের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য বিবিধসৃষ্টি ও লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বরূপানন্দ বিতরণ করিয়া অপূর্ণ জীবকুলের পূর্ণতা সম্পাদনই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ইহাই তাঁহার নিজস্বভাবসুলভ আনন্দাস্বাদনস্ফূর্ত্তি। অতএব সেই রসঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবানের রসাস্বাদন লীলাই শ্রীশ্রীরাসলীলা। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ আপন শক্তিস্বরূপা গোপীগণকে লইয়া সেই রসময়ী লীলা প্রকাশ করিয়া জীবজগৎকে শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দ আস্বাদন করাইতেছেন, এবং নিজে আনন্দস্বরূপ হইয়াও প্রেমস্বভাবশুদ্ধা গোপীগণের সহজপ্রেমে স্বয়ং পরমানন্দ আস্বাদন করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (গীতা ৪।১১) —'যাহারা যে ভাবে যে অভিপ্রায়ে আমার ভজনা করে, আমি তাহাদের সেই ভাবে ভজনা করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় পূর্ণ করি।' সচ্চিদানন্দস্বরূপ একই পরব্রহ্মকে বিভিন্নভাবের ভজনকারী ব্যক্তি নিজ নিজ ভাবনানুরূপ বিভিন্নভাবে দেখিয়া থাকেন। তাই শ্রীভাগবতে উক্ত হয়—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১।২।১৪)

—'তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অদ্বয় জ্ঞানকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করেন। সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ বলিয়া কথিত হন।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইহাই বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যে, ২০ পরিচ্ছদ।)

জ্ঞানমার্গের সাধক, ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ অনন্ত সত্তায় আপন সত্তা মিশাইতে চান—তাই তাঁহারা 'সোঽহং' জ্ঞানের উপাসনায় সেই অভিপ্রায় করায়ত্ত করেন। ধ্যান-পরিশোধিত চিত্ত যোগিগণ ব্রহ্মের চিদংশ অন্তর্য্যামীর সহিত একাকার হইতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই মনোরথ অচিরে পূর্ণ হয়। কারণ "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতী তাদৃশী"। কিন্তু প্রেমনিষ্ঠিত ভক্তগণ পরব্রহ্মকে আনন্দঘনীভূত মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করেন, এবং অনন্তকাল ধরিয়া পৃথক্‌ভাবে তাঁহার সেবা করিয়া পরম আনন্দের আস্বাদন করেন। তাঁহাদেরও সেই অভিলাষ অবশ্য পূর্ণ হয় এবং তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা পরম আনন্দানুভূতি হয়।

চিত্তের যে-রসস্বরূপ ধর্ম্ম আছে, ভক্তি তাহারই ব্যাপার। ইহারই ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতা। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

—'নির্গুণ ভক্তিযোগের এই লক্ষণ—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে যে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা প্রীতি তাহারই নাম ভক্তি।' ইহা নির্ম্মল ও কামগন্ধবিবর্জ্জিত। তাই নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হয়—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। (নারদপঞ্চরাত্রম্)

ভক্তের এই ভক্তিভাব শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি পঞ্চধারায় বিভক্ত। তন্মধ্যে মাধুর্য্যভাবই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বে তাহার বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে ইহাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলা প্রসঙ্গেই এই সর্ব্বোর্দ্ধ মাধুর্য্যভাবের পরিপূর্ণ বিলাস প্রকটিত হইয়াছে। মাধুর্য্যময় ভগবৎপ্রেমই ভক্তের পরম আস্বাদ্য রসবিশেষ এবং মনে রাখিতে হইবে যে তাহারই লীলাবিলাস শ্রীশ্রীরাসলীলা।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে আত্মা আনন্দময়—কারণ আত্মাই পরমপ্রেমের বিষয়। পঞ্চদশী নামক বেদান্তগ্রন্থে বলা হইয়াছে—"অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদত্বতঃ"। আত্মা আনন্দময় বলিয়াই আত্মার প্রতি আমাদের স্বাভাবিক প্রেম হইয়া থাকে এবং আমরা প্রেমভাবের দ্বারাই সেই আত্মানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকি। শ্রীভগবান্‌ও গীতায় বলিয়াছেন—"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ"।—হে অর্জ্জুন! আমি সর্ব্বভূতের অন্তরে আত্মস্বরূপে বিরাজমান থাকি"। উপনিষদ্ সেই আত্মস্বরূপ পরমপ্রিয় পদার্থের পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন যে—তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং অন্য সকল পদার্থ হইতে প্রিয়। "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি.....আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি"—(বৃহদারণ্যক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদ্ ২।৪।৫) অতএব সেই আত্মাকে ভাল না বাসিয়া আমরা কেমন করিয়া আনন্দাস্বাদন করিতে পারি ? তাই আমাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করিয়া সকলের হইয়া কবি বলিয়াছেন—

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়
বিত্ত হ'তে প্রিয়তর যা কিছু আত্মীয়,
সব হ'তে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে
আত্মার অন্তরতম,—তাহার চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার ।

অতএব আনন্দঘনতম শ্রীভগবান্ পরমাত্মরূপে নিজপ্রেমে নিজানন্দ আস্বাদন করিয়া সর্ব্বজীবলোকে আনন্দ আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তাঁহার সেই আনন্দাস্বাদিনী হ্লাদিনী শক্তি আনন্দঘনস্বভাব তাঁহাকেও আনন্দ আস্বাদন করাইয়া থাকেন। কাজেই বুঝা যায় যে তিনি তাঁহার শক্তিস্বরূপিণী গোপীবৃন্দের প্রেমপ্রভাবে আপনার আনন্দাংশ আস্বাদন করেন এবং সেই প্রেমদ্বারাই ভক্তগণের নিকট হইতে আনন্দরসসুধা পান করেন। অতএব প্রেম ও আনন্দ যে নিত্য সহচর তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। এই প্রেমরূপা প্রকৃতি বা হ্লাদিনী শক্তি আনন্দস্বরূপ পরম রসঘনবিগ্রহের সহিত যে নিত্য আলিঙ্গিত তাহাতে আর বলিবার কি আছে ? অতএব এই যে অগণিত প্রেমরূপা সহচরীগণের সহিত আনন্দঘনতম রসস্বরূপ-বিগ্রহ নবনটবর শ্যামসুন্দরের নিত্য মিলন, নিত্য আলিঙ্গন বা নিত্য বিলাস-বিহার—ইহাই তো অফুরন্ত রসলীলাময়ী রাসলীলা।

এই অফুরন্ত আনন্দ-রসস্বরূপা রাসলীলার পরম পবিত্র রসধারায় অভিষিক্ত করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ পরমমধুর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলার অভিনয় করিয়াছেন। স্বয়ং সেই আনন্দঘন-মূর্ত্তি নবনটবর বেশ ধারণ করিয়া শত কোটি নিত্য সহচরীদিগকে গোপীসহচরী সাজাইয়া ঘন মণ্ডলাকারে নৃত্য করিয়াছেন—মধুরমুরলীতে গীতসংলাপ করিয়াছেন এবং আলিঙ্গনাদি অপূর্ব্ব রাসবিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন।

অখিলকলাগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সে নৃত্যভঙ্গীতে অপূর্ব্ব ও চরমতম নটশৈলীর বিকাশ আছে, তাল ও গতিভেদের পরমমধুর সমন্বয় আছে—সুরসংলাপে পরম সুললিত পঞ্চম তানের রেশ মিশিয়া আছে—শৃঙ্গাররসের অপূর্ব্ব বিলাসবিহারে পরম আস্বাদ্য প্রেমসামগ্রীর পরম পরিপাটী ও অপ্রাকৃত প্রেমানন্দের মাধুর্য্যস্ফূর্ত্তি আছে। উহাতে নিত্যরাসের অনন্ততা দেখাইবার জন্য আদ্যন্তহীন মণ্ডলাকারে নৃত্যবিলাস আছে। সীমাহীন মহাসাগরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করিলে মণ্ডলাকার দেখা যায়—এবং অনন্ত আকাশও মণ্ডলাকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব রাসকেলির মণ্ডলীমধ্যে সেই অনন্ততার অভিব্যক্তিই ফুটিয়া উঠে। তাই রাস বা হল্লীশক নৃত্যের বর্ণনায় সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

নর্ত্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্ । যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীশকং বিদুঃ ॥
তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা । লাস্যং সান্ন স নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভূবি ॥
(সঙ্গীতরত্নাকর)

—যে নৃত্যবিলাসে নর্ত্তকীগণ মণ্ডলী রচনা করিয়া নৃত্য করেন এবং তাহাদের মধ্যে একজন নট নৃত্য করেন, তাহাকে "হল্লীশক" নৃত্য বলে। সেই হল্লীশক নৃত্যই নানাবিধ তালবন্ধ ও গতিভেদ সমন্বিত হইলে তাহাকে লাস্য বলা হয় এবং সেইরূপ লাস্যবিলাস স্বর্গেও দৃষ্ট হয় না, মর্ত্ত্যভূমির কথা আর কি বলিবার আছে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্ত" প্রভৃতি শ্লোকের বর্ণনায় দেখা যায়, প্রত্যেক গোপরমণীর বামে ও দক্ষিণে উভয় পার্শ্বেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভুজপাশ প্রসারণ করিয়া প্রত্যেক ব্রজগোপীরই কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছেন। অসংখ্য গোপরমণীর মণ্ডলীশোভায় যেরূপ অনন্ততার অভিব্যক্তি আছে—সেইরূপ অসংখ্য শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির প্রকাশ-ভঙ্গীতেও সেই অনন্ততারই অভিব্যক্তি সূচিত হয়। বাস্তবিক কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজসুন্দরীগণের উভয় পার্শ্বেই শ্রীকৃষ্ণ। যত গোপী তত কৃষ্ণ—এই যুগল রূপের অনন্ত অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া আরও একটী সুন্দর তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অনন্ততার মধ্য দিয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপভাবে তাঁহার প্রেমিক ভক্ত ও প্রেয়সীগণের সহিত নিত্য-আলিঙ্গিত, কিরূপভাবে নিত্যবাঁধা ও নিত্যসংলগ্ন—শ্রীবৃন্দাবনের এই রাসমণ্ডলের যুগল নৃত্যবিলাস হইতে তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই প্রেমিক ভক্তগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলমাধুরীমণ্ডিত রূপেরই উপাসনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

মহর্ষি পরাশর শ্রীরাসমণ্ডলীর বর্ণনায় বলিয়াছেন—

রাসমণ্ডলিবন্ধোঽপি কৃষ্ণপার্শ্বমনুজ্ঞতা। গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা॥
হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্। চকার তৎকরস্পর্শনিমীলিতদৃশং হরিঃ॥
ততঃ প্রবর্ত্ততে রাসশ্চলদ্বলয়নিঃস্বনঃ। অনুজ্ঞাতশরৎকাব্য-গেয়গীতিরনুক্রমাৎ॥

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্ববর্ত্তিনী অথচ একস্থানে অবস্থিতা গোপীবৃন্দ কর্ত্তৃক রাসমণ্ডলীবন্ধ রচিত হইয়াছে! শ্রীহরি নিজ করস্পর্শে আনন্দনিমীলিতলোচনা গোপাঙ্গনাগণের প্রত্যেকের হস্তগ্রহণ করিয়া রাসমণ্ডল রচনা করিলেন। তদনন্তর করসঞ্চালনভঙ্গীবশতঃ চঞ্চল বলয়নিক্কনের সহিত শরৎকালীন কাব্যকথা অবলম্বনে মুখরিত সঙ্গীতে রাসনৃত্যকেলি অনুষ্ঠিত হইল।

মূলশ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—গোপরমণীগণ প্রত্যেকেই তাঁহাদের রাসবিহারী শ্রীগোবিন্দকে তাঁহারই নিজ নিকটে ভুজপাশে আলিঙ্গিত অবস্থায় বিদ্যমান বলিয়া মনে করিলেন। গোপেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে বহু গোপী-পার্শ্বে বিদ্যমান থাকিয়াও গোপীবৃন্দের হৃদয়ে তিনি এই অভিমানই জাগাইয়া দিলেন যে—তাঁহার প্রাণগোবিন্দ তাঁহারই নিকটে বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের তন্ময়তায় ব্রজরমণীগণ প্রত্যেকেই সেই আনন্দ-ঘনতম বিগ্রহের অঙ্গসঙ্গলাভে প্রেমানন্দের পরিপূর্ণতা আস্বাদনে আপনাকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন।

শ্রীমৎকিশোর প্রসাদ বিদ্বৎপাদকৃত বিশুদ্ধ রসদীপিকায় এতৎপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে—

যং স্বনিকটং মন্যেরন্ অমংসত কয়াচিন্নাট্যবিদ্যয়ৈবাসৌ বহুত্র ভাতি, ময়া তু গৃহীতকণ্ঠ এবেতি ভাবঃ। অন্যথা স্বনিকটমেবাপশ্যন্নিত্যুচ্যেতেতি। কিঞ্চ তাভিঃ প্রিয়স্য স্বস্বনিকটস্থিতিং মন্যমানাভিস্তস্য পার্শ্বদ্বয়ে বর্ত্তমানতা তু নানন্দগ্রস্তবুদ্ধিত্বেন বিবেক্তুং শক্তেতি গম্যতে। ততশ্চ সর্ব্বমধ্যগতং যুগলং সখীভিরপি পরিচীয়তে নান্যাভিরিতি সর্ব্বত্র যোগমায়ৈব বা হেতুঃ, এবঞ্চ তস্য তাসাঞ্চ নৃতগীতাদিকমপি তাভিরাকলিতমেবেতি দিক্। তত্রোভয়োর্নৃত্যং শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

আদিশ্য হল্লীশককেলিরঙ্গে রাধামুকুন্দৌ ললিতাদিকালীঃ।
তত্রাংসবিন্যস্তভুজৌ মিথস্তাবনৃত্যতাং লাস্যবিদাং বরিষ্ঠৌ॥
(শ্রীমৎকিশোরপ্রসাদ-বিদ্বৎপাদকৃত-বিশুদ্ধরসদীপিকাটীকা)

—'শ্রীভাগবতের বর্ণনায় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ নিকটে বিদ্যমান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। গোপীগণ মনে করিতেছেন যে 'অপূর্ব্ব নাট্যবিদ্যাপ্রভাবে নটরাজ শ্রীকৃষ্ণ বহুস্থানে প্রকাশিত হইতেছেন সত্য, তথাপি আমি তাঁহার কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া রাখিয়াছি।' অন্যথায় তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেন যে শ্রীকৃষ্ণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যেক গোপরমণী নিজ নিকটে অবস্থিত দেখিতে পাইতেছেন। আবার, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে আপনার নিকটে আলিঙ্গিত অবস্থায় বিদ্যমান জ্ঞান করায় অন্যত্র এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকিলেও আনন্দতন্ময়বুদ্ধি বশতঃ তাঁহারা বিবেচনা করিতে পারেন নাই যে তাঁহার পার্শ্বে অন্যত্রও শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গিত অবস্থায় বিদ্যমান আছেন; অতএব গোপীমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলে যে শ্রীরাধাগোবিন্দযুগল আলিঙ্গিত অবস্থায় বিদ্যমান, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তবে একমাত্র সখীগণ কর্ত্তৃকই সেই যুগলরূপের বিদ্যমানতা জ্ঞাপিত হইয়াছিল। এই সকল বিলাসবৈভব একমাত্র অঘটনঘটনপটিয়সী শ্রীযোগমায়াশক্তিপ্রভাবেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল। অতএব যোগমায়া প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অপর গোপাঙ্গনাবৃন্দের যে নৃত্যবিলাস ও গীতসংলাপ, তাহা অপর গোপীবৃন্দ আনন্দতন্ময়তায় লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই। রাসমণ্ডলীতে শ্রীরাধা-গোবিন্দ যুগলের নৃত্যপ্রসঙ্গে শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে উক্ত হয়—

'লাস্যকলা-শিরোমণি শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ হল্লীশক ক্রীড়ারঙ্গে ললিতা প্রভৃতি সখীবৃন্দকে নির্দ্দেশ দিয়া উভয়ের স্কন্ধদেশে পরস্পর বাহু বিন্যস্ত করিয়া নৃত্যকেলিতে রত হইলেন।'

শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলের নৃত্যকেলি বর্ণনায় বৈষ্ণব কবি সনাতন সুললিত ছন্দে গাহিয়াছেন—

মণ্ডিতহল্লীসক-মণ্ডনাং, নটয়ন্ রাধাং চলকুণ্ডলাম্। নিখিলকলাসম্পদি পরিচয়ী, প্রিয়সখি পশ্য নটতি মুরজয়ী॥
মুহুরান্দোলিত রত্নবলয়ং, সনয়নচলয়ন-করকিশলয়ম্॥ গতিভঙ্গিভিরবশীকৃতশশী, স্থগিতসনাতনশঙ্করবশী॥
(সনাতনগীতিকা)

—'হে প্রিয়সখি! দেখ দেখ, যাঁহার দ্বারা হল্লীশকরূপ শ্রীরাসমণ্ডলের শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে, চঞ্চল কুণ্ডলধারিণী সেই রাধাকে নাচাইয়া অখিলকলাগুরু মুরারি আজ নৃত্য করিতেছেন! তাঁহার রত্নবলয় আজ পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইতেছে! তাঁহার করকিশলয় চঞ্চল নয়নভঙ্গীর সহিত তালে তালে সঞ্চালিত হইতেছে। তাঁহার সেই নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া চাঁদ অলস হইয়া পড়িয়াছে এবং সনাতন যোগীশ্বর মহেশ্বর (পক্ষান্তরে সনাতন কবি), এবং অন্যান্য যতিগণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়াছেন'।

গোপীমণ্ডলীমধ্যস্থ শ্রীরাধাশ্যামের যুগল নৃত্যের বর্ণনায় বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

তবে সব গোপীগণ মণ্ডলী করি। শ্যামের বামে দাঁড়াইল নবীন কিশোরী॥
দুহুঁ অঙ্গ পরশিতে দুহুঁ ভেল ভোর। আজুক আনন্দ কো করু ওর॥
নব রঙ্গিনী রাধা, রসময় শ্যাম। চৌদিকে গোপিনী সব অতি অনুপম॥
অপরূপ রাধা কানু বিলাস। আনন্দে নিরখই গোবিন্দদাস॥
(গোবিন্দদাস)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ মূল শ্লোকের "তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ"—এই অংশের ব্যাখ্যায় তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় বলিয়াছেন—

অত্রাগ্রিমশ্লোকে "মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা" ইত্যত্র মধ্যে ইতি পদেন মরকত ইত্যেক-বচনেন চাত্র চ শ্লোকে সতা মিথ ইত্যনুক্ত্বা প্রবিষ্টেনেতি পদেন চ প্রযুক্তেন গোপীমণ্ডলমধ্যকর্ণিকাভূত এব কৃষ্ণো মধ্যে স্থিতঃ সন্নেব তথা গতিলাঘবং প্রকটয়ামাস যথা মণ্ডলস্থানাং গোপীনামপি দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টো নৃত্যতি স্ম ইত্যেকপরমাণুমাত্রকালেনৈব মধ্যপ্রদেশাদাগত্য মণ্ডলস্থাস্ত্রিশতকোটিগোপীঃ নৃত্যন্ পরিরভ্য পুনর্মধ্য-প্রদেশগত এব বভূবেত্যলাতচক্রাদপি তস্য গতিলাঘবমধিকমভূদিতি জ্ঞেয়ম্। যতো মণ্ডলকর্ণিকাগতত্বং মণ্ডলস্থ-প্রত্যেকগোপীমধ্যগতত্বং তস্য তদানীং সর্ব্বৈর্দৃষ্টম্।
(শ্রীপাদ বিশ্বনাথকৃত সারার্থদর্শিনী)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী (১০।৩৩.৭) শ্লোকে উল্লেখ আছে—'হৈমমণির মধ্যবর্ত্তী মহামারকতমণির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলীতে শোভা পাইতেছেন।' হৈমমণির মধ্যে মারকতমণি—এইরূপ একবচনের প্রয়োগ থাকায় এবং বর্ত্তমান মূল শ্লোকে 'সতা মিথঃ' 'পরস্পর দুয়ের মধ্যে বিদ্যমান'—এই প্রকার বর্ণনা না করিয়া 'প্রবিষ্টেন'—কেবল দুইয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন—এইরূপ উল্লেখ করায় প্রতিপাদিত হইতেছে যে গোপীমণ্ডলের মধ্যকর্ণিকাভূত শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলকেন্দ্রস্থলে বিদ্যমান থাকিয়াও এমন অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রগতিবেগ প্রকাশ করেন যে প্রায় যুগপৎ মণ্ডলীর মধ্যস্থলে এবং দুই দুই গোপীর মধ্যস্থলেও প্রবিষ্ট হইয়াও নৃত্যবিলাস করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক পরমাণু মাত্র সময়ের মধ্যেই রাসমণ্ডলের মধ্যভূমি হইতে অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতায় ছুটিয়া আসিয়া মণ্ডলীস্থিত ত্রিশতকোটি গোপীর পার্শ্বে আসিয়া নৃত্যভরে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মধ্যস্থলে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইহাতে অলাতচক্র অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যগতিবেগের ক্ষিপ্রতা যে সমধিক ইহাই সূচিত হইতেছে। যেহেতু অসংখ্য গোপীবৃন্দ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে একই সময়ে মণ্ডলীমধ্যে ও প্রত্যেকের নিজ নিজ পার্শ্বে যুগপৎ বিদ্যমান বলিয়া জ্ঞান করিলেন।

এই রাসনৃত্যের অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া নৃত্যরসশাস্ত্রে ইহাকে চক্রসংস্থারূপ অস্থির রাসনৃত্যের পর্য্যায়ে শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। স্থির ও অস্থিরভেদে রাসনৃত্য দ্বিবিধ—এইরূপ দ্বিবিধ রাসের লক্ষণ খ্যাপনে কথিত হয়—

স্থিরমস্থিরমপ্যেতদ্দ্বিবিধং রাসমণ্ডলম্। স্থিরং স্থলবিশেষস্থমস্থিরং চক্রসংশ্রয়ম্॥'

—স্থির ও অস্থির ভেদে রাসমণ্ডল দুইপ্রকার। কোনও স্থলবিশেষে অবস্থিত থাকিয়া যে-রাসনৃত্যের বিলাস হয়, তাহাকে স্থির রাস বলা হয় এবং চক্রসংস্থারূপে যে-রাস অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে অস্থির রাসনৃত্য বলে।

সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থে চক্রভ্রমী এই রাসনৃত্যের বর্ণনায় উক্ত হয়—

কৃষ্ণঃ শ্রীমানুহুরিহ সমাগত্য তাসাং স মধ্যান্নানাতালক্রমবশতয়া চালয়ন্ শ্রীপদাব্জে।
ধুন্বন্ পাণী নটতি নিগদমিত্থমানন্দয়ংস্তাঃ তত্তাততৈথে দৃগৃতি দৃগিথৈ দৃক্ ততৈথে দৃক্ ততৈথে থা॥

(সঙ্গীতরত্নাকরঃ)

—পরমশ্রীশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপাঙ্গনাগণের মধ্যস্থল হইতে ত্বরিদ্বেগে আগমন করিয়া বহুবিধ বিচিত্র তালক্রম অনুসারে চরণপঙ্কজদ্বয় সঞ্চালন করিতে করিতে এবং হস্তদ্বয় কম্পিত করিয়া 'তত্তা ততৈথে দৃগিতি দৃগি থৈ দৃক্ ততৈথে দৃক্ ততৈথে থা' প্রভৃতি তাল জ্ঞাপক শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গীতে গোপাঙ্গনাদিকে পরম আনন্দ দান করিতেছেন।

অপূর্ব্ব সেই রাসনৃত্যগীতের মৃদঙ্গোত্থ তালধ্বনির ব্যঞ্জনায় কবি রাধামোহন গাহিয়াছেন—

তত হি তাল মৃদঙ্গ ভাল
মধুর মধুর বোলনা।
ধোগরন ধোগতি ঝিন্নতি ঝাতিনী
ঝাতিনি না লঘু বাজনা॥
তিগরণ ধোগতিঃ ঝিন্নতি ঝা।
বাজে তিনি তিনি বাজনা
খেটি তা তা খেটে ঘেটে-দাঘিনাং
বাজে তিনাং না খেটে তিনি তিনাং না
ইহ গুরু বাজনা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত হি যন্ত্র বোলত তন্ত্র
অতিশয় ধ্বনি মোহনা।
বাজে রুনুত ঝুনু নু নু নু
ঝন ঝন ন ন ন ঝঙ্কনা॥
বাজে থোরন রগ ঝপ ঝিনি ঝিনি ঝিনি
লগ ঝিনি ধিনং ইহ সুলোহ বোলনা।
রাধা মোহন রচিত রাস
তত হি কতহু শোভনা॥
(রাধামোহন)

মূলশ্লোকের বর্ণনায় পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেব অতঃপর বলিলেন—দেবতা দুর্ল্লভ এই অপূর্ব্ব রাসনৃত্য দেখিবার জন্য দেবগণ শত শত বিমানারোহণে নভোমণ্ডলে সমবেত হইলেন। অন্তরীক্ষলোকে আকাশমার্গেই দেবগণ বিচরণ করেন, কিন্তু আজ তাঁহারা শ্রীভগবানের রাসোৎসব দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া নিজ নিজ পত্নীগণ সমভিব্যাহারে একত্র মিলিত হইয়াছেন। রাসলীলার এই অপূর্ব্ব আনন্দমহোৎসব স্বর্গলোকেও দুর্লভ। তাই আজ দেবগণ রাসনৃত্য দর্শনার্থ আকাশমার্গে সমবেত হইয়াছেন।

ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবগণ রাসনৃত্য দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছেন। রহস্যবিলাসাংশ দেখিবার কৌতূহল বা অধিকার তাঁহাদের নাই, কারণ দেবগণ শ্রীভগবানের দাস। যাঁহারা দাস্য ভক্তির উপাসক তাঁহারা শৃঙ্গার-রহস্য-বিলাস দর্শনের অনধিকারী। অতএব বুঝিতে হইবে যে অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়া মহাশক্তির প্রভাবেই তাঁহাদের রহস্যবিলাস বীক্ষণশক্তি আচ্ছাদিত। তথাপি দেবগণ কেবল সেই পরম উপভোগ্য অপূর্ব্ব রাসনৃত্য দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছেন। দেবতাগণ স্বর্গলোকের আনন্দসামগ্রীও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আজ আনন্দঘনতম-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাস্বাদনরূপ রাসনৃত্য উৎসব দেখিবার জন্য ব্যাকুল চিত্তে সমবেত হইয়াছেন।

রাসনৃত্য দেখিয়া অপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহারাও ভাবাবেশে নিজ নিজ পত্নীসহ নৃত্য বিলাস করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন দাস এই অপূর্ব্ব রাসনৃত্যবর্ণনায় গাহিয়াছেন—

নাচত ঘন নন্দলাল রসবতী করি সঙ্গে।
রবাব খমক পিনাক বীণা বাজত কত রঙ্গে॥
কোই গায়ত কোই নাচত কোই ধরত তাল।
সখিগণ মেলি নাচিছে গায়িছে মোহিত নন্দলাল।
শুক নাচিছে সারি নাচিছে বসিয়া তরুর ডালে।
কপোত কপোতী নাচিছে গাহিছে নব নব ঘন তালে॥
ব্রহ্মা নাচিছে সাবিত্রী সহিতে পুলকে পূরিত অঙ্গ।
বৃষভ উপরে মহেশ নাচিছে পার্ব্বতী করি সঙ্গ॥
কূর্ম্ম সহিতে পৃথিবী নাচিছে বলিছে ভালিরে ভালি।
গোবর্দ্ধনগিরি আনন্দে নাচিছে যার তটে রাসকেলি॥
যমুনা নাচিছে তরঙ্গের ছলে নাচিছে মকর মীনে।
এ যদুনন্দন হেরিয়ে মোহন যুগল উজ্জ্বল গানে॥

রাসরসনায়ক নবনটবর শ্যামসুন্দর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসরসনায়িকা ব্রজগোপাঙ্গনাগণের সহিত যে-রাসনৃত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্‌যশোঽমলম্ ॥ ৫

মহোৎসবে বিভোর হইয়াছেন—সেই অপূর্ব্ব রাসোৎসবের নৃত্য দেখিয়া নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আজ আনন্দের দোলা লাগিয়াছে। সেই আনন্দের হিল্লোলে সমগ্র ত্রিভুবন আজ আনন্দে নৃত্যপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে ও কপোতকপোতী, শুকসারি, ভ্রমরভ্রমরী সকলেই আজ পরম হর্ষভরে পুলক-আবেশে নৃত্যচঞ্চল। স্বর্গের দেবগণ আপন আপন বনিতাদিগকে সঙ্গে করিয়া অপূর্ব্ব এই রাসনৃত্যের তন্ময়তায় কত বিবিধ ভঙ্গীতে নৃত্যবিলাসে ব্যগ্র হইয়াছেন। স্থাবর জঙ্গম—নদী গিরি পর্ব্বত, সকলই আজ রাসনৃত্যের অপূর্ব্ব দোলায় আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। কি অপরূপ এই শ্রীভগবানের রাসনৃত্যকেলি বিহার—যাহার আবেশে নিখিল ত্রিভুবন আনন্দতরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। ॥ ৩—৪

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তদনন্তরং) দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ (স্বয়মেব দধ্বনুঃ দিব্যত্বাৎ মহামঙ্গলোৎসব-স্বভাবাচ্চ) পুষ্পবৃষ্টয়ঃ নিপেতুঃ (নিতরাং নিতরাং পেতুঃ) সস্ত্রীকাঃ (স্ত্রীভিরপ্সরোভিঃ স্বপত্নীভিশ্চ সহিতাঃ) গন্ধর্ব্বপতয়ঃ (গন্ধর্ব্বাণাং পতয়ঃ শ্রেষ্ঠা) অমলং (ন তিষ্ঠতি মলঃ কামবাসনা যস্মাদিতি অমলং পাপহরং বা) তদ্‌যশঃ (ভগবতঃ যশঃ) জগুঃ (গীতবন্তঃ) ॥ ৫

মূলানুবাদ।—অনন্তর দুন্দুভি সকল আপনা হইতে নিনাদিত হইল এবং অজস্রধারায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বপতিগণ পত্নীবৃন্দসহ শ্রীভগবানের সুনির্ম্মল যশোগাথা গান করিলেন ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—তত্তস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যামলং নির্ম্মলং যশো জগুরিতি ॥ ৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততস্তেভ্যো দিবৌকোভ্যঃ। কিংবা তদনন্তরং স্বয়মেব নেদুঃ দিব্যত্বাৎ মহামঙ্গলোৎসবস্বভাবাচ্চ। এবমগ্রেঽপি আদৌ দুন্দুভীনাং নাদো মঙ্গলার্থঃ স্বস্ববর্গসংমেলনার্থঞ্চ। নিরতাং পেতুঃ নিঃশব্দেন বৃষ্টয়ঃ ইতি বহুত্বেন চ রঙ্গস্থল্যাং পুষ্পান্তরণং কিল জাতমিতি বোধ্যতে। স্ত্রীভিরপ্সরোভিঃ সপত্নীভিশ্চ সহিতা ইতি সর্ব্বেষামেব তদেকনিষ্ঠতোক্তা ন তিষ্ঠতি মলো যস্মাদিত্যমলং ইতি তেষামপি তদানীং সর্ব্বদুর্ব্বাসনা নিরস্তা ॥ ৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শতকোটী গোপরমণীগণ সহ গোপিকানাথ শ্রীগোবিন্দের অপরূপ আনন্দমহোৎসব শ্রীরাসলীলার অপূর্ব্ব নৃত্যকলা দর্শনে স্বর্গের দেবগণও আনন্দাবেশে মগ্ন হইয়াছিলেন। ত্রিভুবনে যে আনন্দ হিল্লোলের স্পর্শ লাগিয়াছিল, তাহাতে স্থাবর-জঙ্গম, চেতন, অচেতন সমস্ত বিশ্বলোকেই এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সেই রাসনৃত্যদোলার আন্দোলন কত বিবিধ নৃত্য, গীত ও মঙ্গলধ্বনির চঞ্চলতাই না প্রকাশ করিয়াছিল। রাসনৃত্যের তালবন্ধের সহিত একতানতায় দ্রিম্ দ্রিম্ শব্দের গম্ভীর নির্ঘোষে মেঘমন্দ্রের ন্যায় স্বর্গের দুন্দুভি সকল আপনা হইতেই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল।

দুন্দুভি হইতে পরমমঙ্গলধ্বনি নিঃসৃত হয় বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "পরমা বা এষা বাক্ যা দুন্দুভাবিতি"—কিন্তু যেখানে "মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্" সর্ব্বমঙ্গলসার শ্রীভগবানের লীলানুষ্ঠান হইতে থাকে, যেখানে সর্ব্বকল্যাণনিকর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিখিলমঙ্গলাস্পদ আনন্দঘনবিলাস রাসনৃত্যবিহারের মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে অন্য কোনও কল্যাণকর ধ্বনির কি প্রয়োজন? সর্ব্বধ্বান্তবিনাশন সূর্য্যদেব তাঁহার সমুজ্জ্বল কিরণমালায় বিশ্বের সকল অন্ধকার দূরীভূত করিয়া তাঁহারই প্রোজ্জ্বল প্রভায় নিখিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎ আলোকিত করিয়া রাখেন। সেই ধান্তারি দিবাকর দেবের পূজোপচারে প্রদীপদানের কোন প্রয়োজন নাই সত্য, তথাপি সেই সূর্য্যদেবের পূজায় দীপদানের প্রথা রহিয়াছে। তদ্রূপ পরমমঙ্গলময় আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবানের রাসলীলায় দুন্দুভিনির্গত মঙ্গলধ্বনির কোন প্রয়োজন না থাকিলেও রাসলীলাযজ্ঞের অঙ্গক্রিয়ারূপে উহার সার্থকতা অবশ্যই আছে। বিশেষ করিয়া সকলে একত্রে সমবেত হইয়া যাহাতে রাসবিহারীর এই অদ্ভুত রাসনৃত্যকেলির মহামহোৎসব দর্শনে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়—সেই অপূর্ব্ব আবাহন দ্রিম্ দ্রিম্ নির্ঘোষে বিশ্বজগতে প্রচার করিবার জন্যই দুন্দুভিসমূহ আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া একসঙ্গে নিনাদিত হইয়াছিল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসব উপলক্ষে কুমুদ কহ্লার কুন্দ মালতী মল্লিকা ও যূথিকার অপূর্ব্ব শোভা ও গন্ধে যমুনাপুলিনের কুঞ্জবীথি স্বর্গপুরীর পারিজাতবনানীর সৌরভ ও সৌন্দর্য্যকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে। স্বর্গলোক হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া পুষ্পকুলশোভিতা রাসস্থলীকে কুসমাস্তৃতা করিতেছেন। অপূর্ব্ব এই রাসনৃত্য দর্শনের ঔৎসুক্যে স্বর্গের দেবগণ বিমানারোহনে আকাশপথে সমবেত হইয়া শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে রাসবেদী মূলে পুষ্পাঞ্জলি উপহার প্রদান করিতেছেন। তথাপি দেবগণ কর্ত্তৃক পুষ্পবৃষ্টির উল্লেখ না করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত পুষ্পবর্ষণের বৃত্তান্ত উল্লেখে ভাবুকপ্রবর রাসলীলামোদী ভক্ত শ্রীশুকদেব এই কথাই ধ্বনিত করিতেছেন যে—যিনি নিত্য জনগণের নিত্যস্বরূপ এবং চেতনগণের চেতনস্বরূপ, "নিত্যো নিত্যানাঞ্চেতনো চেতনানাম্"—সেই সর্ব্বচৈতন্যের অধীশ্বর শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়া আজ বৃন্দাবনের তরু-লতা গুল্ম ও কুসুমরাজি অপূর্ব্ব চেতনা লাভ করিয়াছে এবং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের ও প্রেমমূর্ত্তিশিরোমণি ব্রজগোপীজনের চরণ ও অঙ্গসঙ্গস্পর্শে কতই না প্রফুল্ল হইয়াছে। সেই পরমতম অভীষ্ট লাভ করিয়া বৃন্দাবনের কুঞ্জকুসুমরাজি তাহাদের জীবনের চরম সার্থকতায় আজ ধন্য। অতএব বৃন্দাবনের সেই কুঞ্জকুসুমনিচয়ের পরম সৌভাগ্যে লুব্ধ হইয়া স্বর্গের কুসুমনিচয়ও আকাশমার্গ হইতে নিরন্তর আপনা হইতেই বর্ষিত হইতে লাগিল।

অথবা বুঝি স্বর্গলোকের নন্দন-বনানীর দ্রুম সকল শ্রীভগবানের অপরূপ অনবদ্য মাধুরীমণ্ডিত মুখচন্দ্রমা দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া পুলকাঞ্চিত হৃদয়ে বৃষ্টিধারার ন্যায় পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং সেই পুষ্পসকল সত্ত্বগুণের প্রতীকরূপে কেহ বা শুক্লবর্ণ, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের তন্ময়তায় কৃষ্ণবর্ণ, কেহ বা অনুরাগরঞ্জিত হইয়া অরুণবর্ণ এবং কেহ বা পীতবসনধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পীত বাসের অনুকরণ করিয়া পীতবর্ণ—এইরূপ বিবিধ বিচিত্র বর্ণে বর্ষিত হইতে লাগিল। রাসলীলার আনন্দোল্লাসে উল্লসিত হইয়া এইরূপ কত অগণিত বিবিধ বিচিত্র পুষ্পসকল যে নভোমার্গ হইতে স্বতঃই উচ্ছসিত হইয়া রাসস্থলীতে পতিত হইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই শ্রীশুকদেব বলিলেন—"নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ"।

ব্রজভূমির রাসস্থলীতে আজ গোপিজনসহ গোপিকানাথের তাললয়-গীতসংবলিত যে নৃত্যবিলাস অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার অপূর্ব্ব উন্মাদনায় বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বপতিগণ নিজ নিজ পত্নী ও অপ্সরাস্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল যশোগাথা পরমদিব্য সুরসংযোগে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা শ্রবণে হৃদয়ের কামনা বাসনা প্রভৃতি কলুষসন্তাপ দূর হয়—হৃৎকর্ণ-রসায়ণ সেই পরম পবিত্র যশোগাথা শ্রবণে শ্রোতৃবর্গের অন্তরস্থিত সকল দুর্ব্বাসনা সমূলে নিঃশেষিত হয় এবং যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিশোধিত হৃদয়ে সেই পবিত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তিগাথা গান করেন, তাঁহার হৃদয়ের সকল পাপ ও গ্লানি নিঃশেষে অপনোদিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গন্ধর্ব্ব মাত্রেই সঙ্গীতকলায় নিপুণ—অতএব তাঁহাদের অধিপতি শ্রেষ্ঠগন্ধর্ব্বগণ যে শ্রীভগবানের সেই পরম পবিত্র যশোগাথা কীর্ত্তনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সকলকলাগুরু ভগবান্ শ্রীগোবিন্দকে তাঁহারই গুণগান শুনাইবার জন্য আজ গন্ধর্ব্বপতিগণ তাঁহাদের সকল গীত ও নাট্যশৈলী নিয়োজিত করিয়াছেন। নটগুরু রাসবিহারীর রাসলীলার নৃত্যোৎসবে পুলকাবেশে গন্ধর্ব্বপতিগণ, পত্নীগণ ও অপ্সরাবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া সম্মিলিত কণ্ঠে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের নির্ম্মল যশোগান কীর্ত্তন করিতেছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল পবিত্র যশোগাথা কীর্ত্তনে চিত্তের মালিন্য, কলঙ্ক ও দুর্ব্বাসনার গ্লানি যে নিঃশেষিত হয় এবং পরম ভাবাবেগে যে আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে—শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার মুখ-নির্গলিত অমিয় বাণীতে সে সত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন—

চেতোদর্পনমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

(পদ্যাবলী ২২)

—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জীবের চিত্তদর্পণকে পরিমার্জ্জিত করে, সংসার সন্তাপরূপ মহাদাবানল নির্ব্বাপিত করে এবং কল্যাণরূপ কৌমুদীজ্যোৎস্না বিতরণ করে। ইহা বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ এবং ইহা হইতে আনন্দসমুদ্র বিবৃদ্ধ হয়। ইহার প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদন লাভ হয়। ইহা মনঃ প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের পরম-তৃপ্তি বিধায়ক। এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্বাতিশায়ী হইয়া জয়যুক্ত হইতেছে।

দর্পণ যেমন ধূলাবালিসম্পর্কে মলিন হইলে তাহার স্বচ্ছতা নষ্ট হওয়ায় তৎসম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব যেরূপ তাহাতে প্রতিফলিত হয় না, তদ্রূপ জীবের চিত্তমুকুরে কামনা বাসনার গ্লানি লিপ্ত হওয়ায় মালিন্য-মণ্ডিত চিত্তমুকুরে সেই বিভুস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপলীলাধামাদি প্রতিফলিত হয় না। নির্ম্মল বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা যেরূপ মার্জ্জনা করিয়া দর্পনের মালিন্য দূর করা হয়—সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্ত্তন চিত্তদর্পনের মলিনতা দূর করিবার একমাত্র উপায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সংসাররূপ মহাদাবানলকে নিঃশেষে নির্ব্বাপিত করে। মায়ামুগ্ধ ঈশ্বরবিমুখ ও বহির্ম্মুখ জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ সন্তাপই সংসারজ্বালা। ইহাকেই মহাদাবাগ্নির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ঘনসন্নিবিষ্ট তরুলতাগুল্মের গভীর অরণ্য যখন অগ্নিপ্রজ্জলিত হয়, তখন সেই দাবাগ্নির লেলিহান শিখায় সমগ্র বন পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। সেইরূপ সংসারত্রিতাপজ্বালায় নিরবধি জ্বলিয়া জীব অসার অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বনে যে দাবাগ্নি উৎপন্ন হয় উহা সাধারণতঃ বাহির হইতে কেহ লাগাইয়া দেয় না, কিন্তু ব্যাত্যান্দোলিত বৃক্ষরাজির পরস্পর সংঘর্ষের ফলে সেই দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। জীবের সংসার জ্বালাও সেইরূপ বাহিরের কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা করে না; কামনাবাসনা প্রভৃতি অন্তর্নিহিত চিত্তবৃত্তির ঘাত প্রতিঘাতেই সে আগুন জ্বলিয়া উঠে ও আপনা হইতেই উহা সন্ধুক্ষিত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করে। বনের তরুলতাগুল্ম প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে থাকিয়াই যেরূপ নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়, দাবদাহ এড়াইবার জন্য তাহারা দূরে ছুটিয়া যাইতে পারে না, মায়ামুগ্ধ জীবকুলও সেইরূপ ত্রিতাপ জ্বালার অশান্ত সন্তাপে দগ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকে সত্য, কিন্তু সে জ্বালা হইতে নিবৃত্তিলাভের নিমিত্ত মায়াপাশ হইতে দূরে চলিয়া যাইতে পারে না। জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—ইহাই তাহার স্বরূপ, কিন্তু সেই পরম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ ভুলিয়া নিরন্তর সে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্ করে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনেই সেই ত্রিতাপজ্বালা নির্ব্বাপিত হয়। নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারায় যেরূপ বিকট দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অমিয়প্রবাহধারায় জীবকুলের সংসাররূপ ত্রিতাপজ্বালা নির্ব্বাপিত হয়। তখনই জীব তাহার স্বরূপ-গত শ্রীকৃষ্ণসেবক-রূপের সন্ধান পায় ও তাহার সকল গ্লানি দূর হয়।

চন্দ্রোদয়ে সুবিমল জ্যোৎস্নাকিরণপাতে কুমুদ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাদের পবিত্র সৌরভ বিতরণ করে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাবেও সেইরূপ মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে সুবিমল আলোকরশ্মি পতিত হয়—এবং তাহারই জ্যোৎস্নাকিরণে মায়াবদ্ধ জীবের অন্তরে কৃষ্ণোন্মুখতারূপ পরমশ্রেয়ঃ-স্বরূপ কুমুদ বিকশিত হইয়া তাহারই সৌরভে চিত্তজগৎ সুবাসিত করে।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিদ্যাবধূর জীবন সদৃশ। যাহা ব্যতীত যে জীবিত থাকিতে পারে না—তাহাই তাহার জীবন। যাহার দ্বারা জানা যায়—তাহাই বিদ্যা এবং যে বস্তুর জ্ঞান অর্জ্জন করিলে জেয় বস্তু জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না—তাহাতেই বিদ্যার পরাকাষ্ঠা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার একমাত্র উপায় ভক্তি। "সা পরানুরুক্তিরীশ্বরে"। অতএব কৃষ্ণভক্তিই পরমবিদ্যা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রায় রামানন্দের উক্তিতে ইহাই ঘোষিত হইয়াছে—

'শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর'

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।৮)

অতএব কৃষ্ণভক্তিই বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণভক্তি বধূর ন্যায় কোমলস্বভাবা, স্নিগ্ধা, সেবাপরায়ণা, মধুরস্বভাবা, হাস্যময়ী ও প্রসন্না এবং আত্মগোপনে চেষ্টিতা। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই এই বধূপ্রকৃতি কৃষ্ণ-ভক্তিস্বরূপ বিদ্যার জীবন সদৃশ। কারণ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনেই ভক্তি তাঁহার আত্মসত্তায় প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে সমুদ্র যেমন আনন্দে উদ্বেল হইয়া বিবিধ বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গী-লীলা প্রকাশ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রভাবে ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ-সমুদ্র উদ্বেলিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে এবং তাহাতে নানা ভাব-বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রত্যেক পদেই পূর্ণামৃত আস্বাদনের আনন্দ লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণকথা আলাপনে যে সকল পদ উচ্চারিত ও গীত হয়—তাহার প্রত্যেক পদটিতেই সকল অমৃতরসের আস্বাদন মেলে, কারণ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন স্বতঃই আনন্দস্বরূপ।

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত ২।১৭।১৩০)

তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নামসংকীর্ত্তন সব আনন্দস্বরূপ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১.১।৫৪)

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বর্গের তৃপ্তি-সংসাধক; শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন যখন কৃপা করিয়া জীবের বাগিন্দ্রিয় রসনাতে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন রসনা আনন্দরসে পরিপ্লুত হয় এবং ঐ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্। সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ৬

ভক্তচিত্তে বিহার করিয়া তাহারই আনন্দরসে ভক্তচিত্ত আপ্লুত করে। তখন আনন্দের যে উদ্বেল তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে সেই আনন্দতরঙ্গ ভক্তের সকল ইন্দ্রিয় ও মনকে আনন্দরসসুধায় অভিষিক্ত করে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সর্ব্বাত্মস্নপন।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে অন্তঃকরণের যাবতীয় গ্লানি দূর হয় এবং তাহার স্থলে পূর্ণানন্দের উজ্জ্বল প্রভা বিলসিত হইয়া উঠে। তাই গন্ধর্ব্বপতিগণ নিজ নিজ পত্নীগণসহ নানা তালরস সমন্বয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমল যশোগাথা কীর্ত্তন করিয়া পরম চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলেন এবং তাহারই ফলে সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি রাসলীলার নৃত্যোৎসবদর্শনের অধিকার লাভ করিয়া পরম আনন্দ আস্বাদন করিলেন ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—রাসমণ্ডলে (রাসেন রাসে বা যৎ মণ্ডলং মণ্ডলীবন্ধঃ তস্মিন্) সপ্রিয়ানাং (প্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণেন সহিতাঃ সপ্রিয়াঃ তাসাং) বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাং চ (কাঞ্চ্যাদিবর্ত্তমানানাং) যোষিতাং (স্ত্রীণাং ব্রজসুন্দরীণামেত্যর্থঃ) তুমুলঃ (সমন্বরতানাদিঃ নতু অসম্মিলিতঃ) শব্দঃ অভূৎ ॥ ৬

মূলানুবাদ।—রাসমণ্ডলে পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত সেই ব্রজরমণীনিকরের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণী সমূহ হইতে সমুত্থিত নিক্কণ ধ্বনিতে তুমুল শব্দ হইয়াছিল ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—সপ্রিয়াণাং শ্রীকৃষ্ণসহিতানাম্। তুমুলঃ সংকীর্ণঃ ॥ ৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং দেবকৃতোৎসবমুক্ত্বা রাসযোগ্যং বাদ্যগীতাদি বক্তুমাদৌ বাদ্যমাহ বলয়ানামিতি। কিঙ্কিণীনাং কাঞ্চ্যাদিবর্ত্তিনীনাং যোষিতামিতি। যোষিত্ত্বেন স্বভাবত এব বলয়াদিসদ্ভাবঃ সূচিতঃ। সপ্রিয়াণামিতি তাসাং প্রীত্যর্থং তাবত্তয়া প্রকাশমানস্য শ্রীভগবতোঽপি তাবদ্বলয়াদিশব্দোঽভিপ্রেতঃ। রাসেন যন্মণ্ডলং মণ্ডলীবন্ধস্তস্মিন্ ॥ ৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—গোপিসহ গোপিকানাথের অপূর্ব্ব রাসনৃত্য-বিলাস দর্শনে অন্তরীক্ষে—দেব ও গন্ধর্ব্বলোকে পরম উল্লাস ও আনন্দোৎসবের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। শত শত বিমানারোহণে দেবগণ পত্নীবৃন্দসহ আকাশ হইতে শ্রীভগবানের রাসলীলা নৃত্য দেখিতেছিলেন। গন্ধর্ব্বপতিগণ অপ্সরাবৃন্দ ও নিজ নিজ পত্নীগণ সহ পরম প্রফুল্ল হৃদয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল যশোগাথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। নভোমণ্ডল হইতে অগণিত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ও সুগম্ভীর দ্রিম্ দ্রিম্ শব্দে দুন্দুভি সকল আপনা হইতে বাজিয়া উঠিল। আর ঠিক সেই সময়ে ব্রজমণ্ডলের রাসলীলায় রাসনৃত্যপরায়ণ রাসবিহারী নবনটবর শ্যামসুন্দরের এবং রাসনৃত্যবতী রাসরসনায়িকা ব্রজবনিতাদিগের করস্থিত বলয়াদি, চরণধৃত নূপুর এবং কটিতটভূষণ কিঙ্কিণী প্রভৃতি অলঙ্কার হইতে নির্গত সুমধুর নিক্কণ ধ্বনি রাসনৃত্যের তাল ও গতিবন্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক পরমসুখসেব্য গীত ও তালধ্বনির সমন্বয় করিয়াছিল।

রাসমণ্ডলের সর্ব্বত্রই সেই অলঙ্কারধ্বনি মিশ্রিত হইতে লাগিল। রাসনৃত্যমণ্ডলে তদুপযোগী বিবিধ বাদ্য-গীতাদির সমাবেশ প্রয়োজন। তাই যথাক্রমে ঊর্দ্ধঃ, অধঃ ও মধ্যস্থল হইতে বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীধ্বনি নির্গত হইয়া রাসমণ্ডলীর ঊর্দ্ধ অধঃ ও মধ্যস্থল এক অপূর্ব্ব সুরঝঙ্কারে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভুজপাশে আবদ্ধা ব্রজবনিতাগণের অলঙ্কারসমূহ হইতেই এই সুমধুর নিক্কণ অনুরণিত হইয়া উঠিতেছিল। আরও কত তালজ্ঞাপক মুখশব্দ প্রভৃতিও উহার সহিত মিলিত হইয়া এক তুমুল শব্দঝঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিল। রাসমণ্ডলীর সেই তুমুল শব্দঝঙ্কারের সহিত তালে তালে মিশ্রিত হইয়া নৃত্যচঞ্চল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষিপ্র পাদক্ষেপে যে কলধ্বনি ও আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারই বর্ণনায় বৈষ্ণব-কবি মাধবদাস গাহিয়াছেন—

করে কর মণ্ডিত মণ্ডলী মাঝ।
নাচত নাগরী নাগররাজ ॥
বাজত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ মান করু গান ॥
কত কত অঙ্গ-ভঙ্গ করু কত কম্প
কঙ্কন কিঙ্কিণী বলয়া নিশান।
অপরূপ নাচত রাধা কান ॥
জনু নব জলধরে বিজুরিক ভাতি।
কহ মাধব দুহুঁ ঐছন কাঁতি ॥
(মাধব দাস)

নাগর নাগরী সনে রাসমণ্ডলীতে যে অপরূপ নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে ব্রজরমণীগণের নূপুর, বলয় ও কিঙ্কিণীর তুমুল ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত হইয়া উঠিল—

ভাল বাজে বলয়া পহিলে বাজে বলয়া,
নূপুরমণি কিঙ্কিণী করকঙ্কনা।
ভাল বাজে বলয়া নূপুরমণি কিঙ্কিণী করকঙ্কনা ॥
নাগর সঙ্গে নাচত কত যূথে যূথে অঙ্গনা ॥

সত্যই বৃন্দাবনের রাসস্থলীতে আজ যেন আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে। ভ্রমরভ্রমরীকুল ফুলগন্ধে মাতিয়া যেমন ফুলে ফুলে নাচিয়া বেড়াইতেছে, তেমনি ব্রজযুবতীগণ ও রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে নাচিয়া নাচিয়া লীলাভরে কতই না ক্রীড়া করিতেছেন। নৃত্যকুশলা ব্রজললনাগণের নৃত্যগীতও কম মনোরম নহে। তাঁহাদের লঘু তালক্ষেপের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চরণের নূপুর কতই না মধুর নিক্কণ ঘোষিত করিতেছে! করসঞ্চালন ও অঙ্গভঙ্গীর তালে তালে বাহুদেশে বলয় ও কটিতে কিঙ্কিণী সুমধুর ঝনৎকার নিক্কণ জানাইতেছে। ঊর্দ্ধভাগে বাহুদেশের বলয়, মধ্যভাগে কটিদেশস্থিত কাঞ্চীমালা বা কিঙ্কিণী এবং অধোভাগে চরণের নূপুর—আজি সব একসঙ্গে বাজিয়া উঠিয়াছে ও তাল-ঝঙ্কৃতির এই অপূর্ব্ব সম্মেলনে সম্মিলিত রাসোৎসবে তুমুল শব্দ হইতেছে। আবার তাহার সহিত দুন্দুভি বাদ্য ও মুখশব্দ যোজিত হওয়ায় দিঙ্‌মণ্ডল বিপুল ধ্বনিতে নিনাদিত হইয়া উঠিতেছে।

অখিলকলাগুরু রাসেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়া রাসমণ্ডলীতে নৃত্যরতা ব্রজসুন্দরীগণ বিবিধ অঙ্গভঙ্গী ও লাস্যবিলাস প্রদর্শন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। ব্রজসুন্দরীগণের প্রীতির নিমিত্ত কাম-পূরকৃপানিধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুতর প্রকাশমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেক গোপীর সহিত যুগলিত হইয়া রাসবিহার করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও নৃত্যচঞ্চল অঙ্গভঙ্গীর সহিত তাঁহার বলয় কিঙ্কিণী ও নূপুর ক্ষিপ্র শব্দঝঙ্কার প্রকাশ করিতেছে। "সপ্রিয়াণাম্" প্রভৃতি মূল শ্লোকে – প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমন্বিতা ব্রজবধূগণের বলয়ধ্বনি হইতেছিল—এইরূপ বিবরণ খ্যাপিত করায় ইহাও প্রতিপাদিত হইতেছে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও বলয়, কিঙ্কিণী ও নূপুর প্রভৃতি আভরণ শ্রীঅঙ্গে শোভা পাইতেছিল এবং নৃত্যের তালে তালে উহারাও সম্মিলিত ঝঙ্কারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাজিয়া উঠিয়াছিল। রাসলীলা বিবরণের প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে ব্রজবধূগণ তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ ও দর্শন আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারই প্রীতিসাধন উদ্দেশ্যে কেশবেশ রচনা করিয়া বলয়কিঙ্কিণী প্রভৃতি অলঙ্কার ধারণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-বংশীনাদ-সমাকৃষ্টা ব্রজরমণীগণ আজ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রাসস্থলীতে ছুটিয়া আসিয়াছেন, নূতন করিয়া অলঙ্কার যোজনা করার দিকে তাঁহারা লক্ষ্য দেন নাই—কারণ কেহ কাহাকেও না দেখিয়া ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাই ইয়াই তাঁহারা বংশীনাদের পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়াছেন—

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

তথাপি তাঁহাদের অঙ্গে যে-বলয়, কিঙ্কিণী ও নূপুর পূর্ব্ব হইতেই পরিহিত ছিল—রাসমণ্ডলীর নৃত্যে যোগ দেওয়ায় সেই স্বর্ণবলয় ও মেখলা হইতেই মধুর নিক্কণ উত্থিত হইতেছিল।

যাহা হউক, সেই ব্রজবধূগণ আজ রাসলীলার উৎসবে রাসরসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্যলীলায় যোগদান করিয়াছেন। অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় তাঁহারা যে করপদ্ম আন্দোলিত করিতেছেন—তাহাতে বাহুস্থিত বলয় হইতে মধুর নিক্কণ ঝঙ্কার হইতেছে, লাস্যভঙ্গীবশতঃ তাঁহাদের নিতম্বতটে কিঙ্কিণীমালা হইতে সুরঝঙ্কার নির্গত হইতেছে এবং ক্ষিপ্র পাদন্যাসবশতঃ পদকঞ্জাশ্রিত নূপুরমালা হইতে মধুর শিঞ্জন গুঞ্জরিত হইতেছে। নৃত্যতালের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাঁহাদের সম্মিলিত শব্দধ্বনি দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে।

নানাতালভঙ্গী সমন্বিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যভঙ্গী বর্ণনায় সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থে "কৃষ্ণঃ শ্রীমান্মুহুরিহ সমাগত্য" প্রভৃতি শ্লোকে উল্লিখিত হয়—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রাসমণ্ডলে ব্রজবধূগণের মধ্যস্থলে সমাগত হইয়া নানাতাল-ভঙ্গীতে পদকমল সঞ্চালন করিয়া এবং বাহুযুগল প্রকম্পিত করিয়া অপূর্ব্ব লাস্য বিলাস করিতেছেন। উহাতে ব্রজবধূগণ নিরতিশয় আনন্দলাভ করিতেছেন এবং 'তত্তা তথৈ দৃগিতি দৃগিথৈ দৃক্ তথৈ দৃক্ তথৈ থা' —এইরূপ সুমধুর তালঝঙ্কারে রাসমণ্ডলী নিনাদিত হইতেছে। ব্রজবধূগণের মধ্যে প্রধানা সখীবৃন্দের নৃত্যঝঙ্কার বর্ণনায় উল্লিখিত হয়—

ঝংঝংকুর্ব্বৎ কনকবলয়ে ধুন্বতী পাণিপদ্মে, তাসাং মধ্যাৎ সপদি ললিতাপ্যাগমৎ কৃষ্ণকান্তা।
শ্যামে রঙ্গে তড়িদিব ঘনে নৃত্যতীত্থং বদন্তী, থৈ থৈ থো থো তিগড় তিগড় থো তথৈ থো তথৈ তা॥
দৃমি দৃমি দৃমি ধোং ধোং ধোং মৃদঙ্গাদিবাদ্যৈঃ, কণকণবীণা-ক্বাণমিশ্রৈর্বিশাখা।
নটতি ঝণণ-ঝংঝংকার্য্যলঙ্কারজালা, দৃগিতি দৃগিতি দৃক্থৈ থো তথো থো ব্রুবাণা॥

(সঙ্গীতরত্নাকরঃ)

—'করপদ্ম আন্দোলিত হওয়ায় কনকবলয়যুগল ঝং ঝং ঝনৎকার করিতেছে, গোপীদিগের মধ্য হইতে হঠাৎ ললিতা কৃষ্ণকান্তিময় শ্যামরূপ মেঘে নিত্যচঞ্চলা বিজুরীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত রঙ্গভরে এইরূপে নাচিতে নাচিতে মুখে তালঝঙ্কার করিলেন—থৈ থৈ থো থো তিগড় তিগড় থো তথৈ তা; আবার কনক-বীণানিক্কণ মিশ্রিত দৃমি দৃমি দৃমি ধোং ধোং প্রভৃতি মৃদঙ্গসমূহের বাদ্য তালের সহিত বিশাখা নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিহিত স্বর্ণাভরণের ঝণন ঝং ঝং ঝণৎকার শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার মুখে দৃগিতি দৃগিতি দৃক্থৈ থো তথো থো—প্রভৃতি বাদ্যতালের অনুকারী শব্দ শ্রুত হইল'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ । মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥ ৭

এই রাসোৎসবের সম্মিলিত তুমুল নৃত্যগীত বর্ণনায় বৈষ্ণবকবি মাধবদাস গাহিয়াছেন—

রুণু রুণু রুণু রুণু ঝু নুনু নুনু ঝুনু
বাজে দৃগিদৃগি দৃগিদৃগি দৃগিতিয়া ।
বাজে তা তা তা তা তাথৈয়া রে
বাজে তাথৈয়া কত মধু মাদল ধনিয়া ॥
রুণু রুণু রুণু রুণু ঝুনুনু ঝুনুনু ঝুনু
করকঙ্কণ রণ রনিয়া ।
ঝম ঝম ঝমক ঘাঘরকটি কিঙ্কিনী
কঙ্কন ঝুমুর ধনি ধনিয়া ॥
ডগমগ ডগমগ ডম্ফ ডিমি কি ডিমি
পী পী বেণু নিশানে ।
চলত চিত্রগতি নর্ত্তন পদ অতি
মাধব ইহ রস গানে ॥ ৬

অন্বয়ঃ ।—তত্র (রাসমণ্ডলে) হৈমানাং (হেমবিকারাণাং হেমবর্ণানাং বা) মণীনাং (গোলকতয়া নির্ম্মিতানাং) মধ্যে যথা মহামরকতঃ (ইন্দ্রনীলমণিঃ যথা শোভতে তথা) তাভিঃ (স্বর্ণবর্ণাভিঃ ব্রজসুন্দরীভিঃ) ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যসর্ব্বশোভাভরসম্পন্নোঽপি) দেবকীসুতঃ (তত্তয়া ভবৎসু বিখ্যাতঃ দেবকীনন্দনঃ অথবা যশোদানন্দনঃ) অতিশুশুভে (অত্যন্তং শুশুভে) ॥ ৭

মূলানুবাদ ।—সুবর্ণরচিত মণিগণ মধ্যে মহামরকত (ইন্দ্রনীলমণি) যেমন শোভা পায়, তদ্রূপ স্বর্ণবর্ণা ব্রজসুন্দরীগণে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ দেবকীনন্দন সেই রাসমণ্ডলে অত্যন্ত শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭

শ্রীধরটীকা ।—মহামরকতো নীলমণিরিব হৈমানাং মণীনাং মধ্যে মধ্যে তাভিঃ স্বর্ণবর্ণাভিরাশ্লিষ্টাভিঃ শুশুভে । গোপীদৃষ্টাভিপ্রায়েণ বা বিনৈব মধ্যপদাবৃত্তিমেকবচনম্ ॥ ৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—দেবকীসুতস্তত্তয়া ভবৎসু বিখ্যাতো ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসর্ব্বশোভাভরসম্পন্নোঽপি তত্র তু রাসমণ্ডলে তাভিরত্যন্তং শুশুভে । যদ্বা তত্র যশোদাসুতত্বে অত্যন্তং শুশুভে তত্রাপি তাভিরত্যন্তং শুশুভে ইত্যর্থঃ । তাদৃশস্যাপি তাভিঃ শোভাতিশয়ং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি মধ্যে ইতি । সামান্যবিবক্ষয়ৈকত্বম্ । সর্ব্বেষু মধ্যেষ্বিত্যর্থঃ । অতো মণ্ডলমধ্যস্থোঽপ্যেকঃ প্রকাশো জ্ঞেয়ঃ । স এব হি শ্রীরাধিকাং সঙ্গে নিধায় বেণুবাদন-পূর্ব্বকং ভ্রমন্ সর্ব্বরাসমণ্ডলমত্যর্থং মণ্ডয়তি । তচ্চ ক্রমদীপিকাদ্যুক্তরাসান্তরানুসারেণ জ্ঞেয়ম্ । ইতরেতরবদ্ধকর-প্রমদাগণ-কল্পিতরাসবিহারবিধৌ । মণিশঙ্কুগমপ্যামুনা বপুষা বহুধা বিহিতস্বকদিব্যতনুম্ ॥ সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং দয়িতাগলবদ্ধভুজদ্বিতয়মিতি মণিশঙ্কুগতত্বমপ্যুক্ত্বা তদেব পুনর্বিশিষ্য বর্ণ্যতে । মণিনির্ম্মিতমধ্যগশঙ্কুলসদ্বিপুলারুণ-পঙ্কজমধ্যগতমিত্যাত্তনন্তরং—তরুণীকুচযুক্পরিরম্ভমিলদ্ব্যুস্থণারুণবক্ষসমুখ্যগতিমিতি । তথৈবোক্তং—মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনেতি । হৈমানাং হেমবিকারাণাং মণীনাং গোলোকতয়া মণিবন্নির্ম্মিতানাম্ । মহামারকত ইত্যতি-সামান্যতয়ৈকবচনম্ । মেঘচক্র ইতিবক্ষ্যমাণাৎ যথা মহামরকতমণেরপি হেমমণিমধ্যবর্ত্তিতয়ৈব শোভাধিকা স্যাৎ তথা তস্যাপি প্রিয়াজনাশ্লেষেণৈবাধিকা শোভা স্যাদিত্যর্থঃ । অন্যত্তৈঃ । তত্র মহচ্ছব্দপূর্ব্বঃ মরকতশব্দ ইন্দ্রনীলমণিবাচী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা তাসাং স্নুহেমগৌরীণাং কান্তিচ্ছটাসম্পর্কাদনতিশ্যামলমরকতমণিবর্ণতাপ্রাপ্ত্যা মহামারকত-ইত্যুক্তং ইতি, ততশ্চ নৃত্যশক্তিবিশেষ এব নতু কোঽপি ভগবত্তাবিশেষ ইতি॥ ৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—রাসৌলীনামক বৃন্দাবনের রাসস্থলীতে আজ অগণিত হেমপ্রভাশালিনী গৌরবর্ণা ব্রজসুন্দরীগণ অপূর্ব্ব রাসমণ্ডলী রচনা করিয়াছেন। সেই রাসমণ্ডলীর মধ্যভাগে যশোদানন্দন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ স্বর্ণমালার মধ্যস্থ গোলকের নীলকান্তমণির ন্যায় প্রভা বিকিরণ করিয়া পরম শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। স্বর্ণগোলকের মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রনীলমণি যেরূপ শোভা বিচ্ছুরিত করে, স্বর্ণকান্তিসদৃশা ব্রজসুন্দরীগণের পরিমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া শ্যামকান্তি শ্রীকৃষ্ণও আজ সেইরূপ পরমোজ্জ্বল শোভাসম্পদে ভূষিত হইয়াছেন। এ শোভাসম্পদের সত্যই তুলনা নাই।

শুভ্র চন্দ্রকিরণ-স্নাত কুন্দমন্দারকুসুম-সুরভিত সুখসেব্য যমুনাপুলিনে স্বর্ণকান্তি ব্রজসুন্দরীগণ নবনটবরবপুঃ শ্যামসুন্দরকে পরিবৃত করিয়া তাঁহাদের বর্ণচ্ছটায় যে-সৌন্দর্য্যের পরিবেশ রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে রাস-রসিকেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কতই না অপূর্ব্ব শোভাসম্পদে বিভূষিত হইয়াছেন। তিমিরাবরণযুক্ত প্রভাতসূর্য্য যেরূপ নিজ কিরণমালায় অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া আপনার শোভা বিচ্ছুরিত করে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ নিজ শক্তিস্বরূপিণী গোপিকাবৃন্দের গৌরকান্তিশোভার প্রচ্ছদপটে আপনার বিশ্ববিমোহন শ্যামরূপের প্রতিচ্ছবিকে অধিকতর শোভায় শোভমান করিয়াছেন। ধন্য গোপীপ্রেমের মহিমা! প্রেমমূর্ত্তি ব্রজগোপীবৃন্দের পরিমণ্ডল ব্যতীত আনন্দঘনতমবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শোভা বুঝি এত মাধুর্য্যমণ্ডিত হয় না—তাঁহার শ্যামরূপ বুঝি এমন করিয়া আর কখনও দীপ্তিমণ্ডিত হয় না! তাই তিনি গোপীমণ্ডলী মধ্যে আজ হেমমণিমাল্যের মধ্যস্থিত ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শোভা বিকিরণ করিয়া অধিকতর সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইলেন। বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস এই পরমশোভমান রূপের বর্ণনায় ভাগবতের বর্ণনার অনুকৃতি করিয়া গাহিয়াছেন—

কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমায়ল
রমণীমণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহা মরকত সম
শ্যামরু নটবর রাজ॥

আবার তত্ত্বের দিক্ দিয়া এ শোভার স্থান যে কত উর্দ্ধে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দঘনতমবিগ্রহ, আর হ্লাদিনীস্বরূপা গোপীবৃন্দ তাঁহারই উজ্জ্বলপ্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তি। প্রেমেই আনন্দের বিকাশ—প্রেমের উজ্জ্বল প্রভার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া স্নিগ্ধমধুর আনন্দসমুদ্রের সুগভীর নীল জলরাশি কতই না তরল দ্যুতিচ্ছটা বিকিরণ করে। তাই আজ প্রেমের বিজুরী আনন্দের শ্যামল মেঘে বিজড়িত হইয়া সেই কৃষ্ণকান্তি শ্যাম-নবজলধরের শোভা কতই না বর্দ্ধিত করিয়াছে। যিনি সকল শোভা ও সকল সৌন্দর্য্যের আকর—যাঁহার শোভার কণিকামাত্র প্রভায় অনন্ত রূপ ও সৌন্দর্য্যসুষমায় ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হইয়া যায়—যাঁহার প্রভায় সমস্ত জগৎ শোভমান—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি", যাঁহার কণিকাশোভায় অনন্ত রূপবৈচিত্রী ও দীপ্তি প্রকাশিত হয়—"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪০)—সেই অনন্ততেজঃ ও প্রভাসমন্বিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই শক্তিস্বরূপিণী ব্রজগোপীবৃন্দের রাসমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া পরমতম ও সমধিক শোভায় শোভিত হইলেন।

গৌরকান্তি ব্রজসুন্দরীগণে পরিবৃত রাসবিহারী গোপিকানাথ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ হৈমমণির মধ্যে ইন্দ্রনীল-মণির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন। ব্রজরমণীগণের গৌরকান্তি অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত পীতবর্ণের দ্যুতিচ্ছটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্যামল অঙ্গকান্তির উপর পতিত হইয়া শ্যামরূপে তরলতার লাবণ্যপ্রভা মিশ্রিত করিয়াছে। তাই তাঁহার অঙ্গশোভাকে অনতিশ্যামল ইন্দ্রনীলমণির দ্যুতিচ্ছটার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদজীব গোস্বামী তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

তাসাং সুহেমগৌরীণাং কান্তিচ্ছটাসম্পর্কাৎ অনতিশ্যামলমরকতমণিবর্ণতাপ্রাপ্ত্যা মহামারকত ইত্যুক্তম্।

—সেই পরমসুন্দর হেমবর্ণা গৌরীবৃন্দের কান্তিচ্ছটাসম্পর্কে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনতিশ্যামল মরকতমণির বর্ণশোভায় শোভিত হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে মহামরকতমণিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বাস্তবিক হেমমণির মধ্যগত ইন্দ্রনীলমণির শোভা যেরূপ বর্দ্ধিত হয়—অন্য কোনও সম্মেলনে উহাদের পরস্পরের সৌন্দর্য্যসুষমা কখনও সেইরূপ প্রকাশ পায় না। কারণ উহারা পরস্পর পরস্পরের শোভা বর্দ্ধিত করে। ঘনকৃষ্ণ মেঘের অঙ্গ ঘেরিয়া চপলা বিজুরীর যে-আলোকশোভার মাধুর্য্য প্রকাশ পায়, স্বচ্ছ সুনীল নদীবক্ষে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকিরণের তরলিত দ্যুতিচ্ছটা তরঙ্গভঙ্গে যে-মাধুরী রূপায়িত করিয়া তোলে, তিমিরাবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে উষার প্রথম আলোক পূর্ব্ব গগনকে যে অনুরাগে রঞ্জিত করে, তাহাদের সেরূপ পরস্পর প্রকাশ্য-প্রকাশক রূপের সম্মেলন আর কোথাও কোন প্রকারে সম্ভব নয়। সত্য বটে প্রেম-মূর্ত্তি গোপীগণকে লইয়াই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের শোভা, কারণ প্রেমেই আনন্দের বিকাশ, তথাপি আনন্দেই প্রেমের পরম পরিতৃপ্তি। অতএব উভয়ই উভয়ের পরস্পর-সাপেক্ষ। তাই আনন্দঘনবিগ্রহ জলদশ্যাম শ্রীকৃষ্ণকে লইয়াও প্রেমোজ্জ্বলস্বরূপা গৌরকান্তি ব্রজগোপীর শোভা কম নহে। আনন্দঘনতম ভগবান্ এবং প্রেমঘনতমা গোপী—পরস্পর পরস্পরের সহিত নিত্যসম্পর্কিত। শ্যামবর্ণ ও পীতবর্ণ—উভয়ের একত্র সমবায়ে শ্যামসন্নিধানে পীত উজ্জ্বলতর দেখায় এবং পীত সন্নিধানে শ্যামও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে—ইহা চিরপ্রসিদ্ধ, এবং এই পরস্পর প্রকাশ্যপ্রকাশক বর্ণ শোভার সম্বন্ধ অবলম্বনেই ব্রজগোপী ও গোপিকানাথের মিলন-মেলাকে স্বর্ণমালা ও মরকত মণির উপমায় উপমিত করা হইয়াছে। তাই হেমবর্ণা ব্রজাঙ্গনাবৃন্দের রাসমণ্ডলীর মধ্যে শ্যামসুন্দর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মরকত মণির ন্যায় অবস্থান করিয়া যেরূপ অধিকতর শোভায় শোভমান হইয়াছেন—তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ব্রজসুন্দরীগণও অসমোর্দ্ধমাধুরীমণ্ডিত নবনটবরবপুঃ শ্যামসুন্দরকে কেন্দ্র করিয়া রাসমণ্ডলী রচনায় নিজ নিজ শোভাসম্পদেরও কম বৃদ্ধি করেন নাই। তাই শ্রীভাগবতের পরবর্ত্তী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে—

স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো। গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥

(শ্রীভাগবতম্ ১০।৩৩।৮)

—কৃষ্ণবধূগণ করবী ও কাঞ্চী বন্ধন করিয়া (নৃত্যবিলাসের শ্রমবশতঃ) স্বিদ্যন্মুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে লাগিলেন, তৎকালে মেঘচক্রে তড়িৎপুঞ্জের ন্যায় তাঁহারা নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। গৌরবর্ণা রাধাপ্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম রূপের যেরূপ শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণযুগলিত গোপীদেহকান্তিরও সেইরূপ অপরূপ রূপশোভার বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাই বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

নাচত নটিনী, গাওয়ে নটশেখর,
গাওত নটিনী নাচে নটরাজ,
শ্যামরু গোরী গোরী সঞে শ্যামরু
নব জলধরে যৈছে বিজুরি বিরাজ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধাগোবিন্দের আলিঙ্গিত যুগলরূপের পরস্পর বিবর্দ্ধিত শোভাধিক্যের বর্ণনায় অলঙ্কার-কৌস্তভ গ্রন্থে উক্ত হয়—

রাধাভাসো মরকতময়ীং কুর্ব্বতে কৃষ্ণকান্তীং, কৃষ্ণস্যাভা অপি চ হরিতং কুর্ব্বতে ধাম তস্যাঃ।
স্থানে স্থানে যদি নিবসতস্তৌ তদা গৌরনীলা-বেকস্থানে যদি বত তদা তুল্যভাসৌ বিভাতঃ॥

(অলঙ্কারকৌস্তভঃ)

—শ্রীরাধিকার স্বর্ণগৌরকান্তি শ্যামল কৃষ্ণকান্তিকে মরকতময়ী করিতেছে, আবার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্ছটাও শ্রীরাধাকান্তিকে হরিতাভ করিতেছে। ইঁহারা উভয়ে যদি পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে শ্রীরাধা শুদ্ধ গৌরবর্ণা এবং শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণরূপে বিরাজ করেন। কিন্তু উভয়ে একত্র অবস্থিতি করায় পরস্পর পরস্পরের দেহকান্তির মিশ্রণে সম্মিলিত উভয়াভাসে তুল্যদ্যুতি বিচ্ছুরিত করিতেছেন।

বর্ত্তমান শ্লোকে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেব বর্ণনা করিয়াছেন—ভগবান্ দেবকীনন্দন ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় স্বর্ণকান্তি গোপাঙ্গনাবৃন্দের পরিমণ্ডল মধ্যে নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সকল ঐশ্বর্য্য ও সকল শোভার অধীশ্বর হইয়াও তিনি আজ প্রেমমূর্ত্তি ব্রজগোপীগণের অঙ্গকান্তিচ্ছটায় বিভূষিত হইয়া আপনার শোভা বর্দ্ধিত করিলেন। ভক্তপ্রেমাধীনতায় তিনি আজ প্রেমশিরোমণি রাধিকা ও ব্রজগোপীগণের অঙ্গশোভায় নিজ অঙ্গ শোভা বর্দ্ধিত করিলেন। ধন্য গোপীপ্রেমের মহিমা! ধন্য মাধুর্য্যরসপ্রচুর ব্রজলীলাবিলাস! ধন্য গোপিকাগণ সহ গোপিকানাথের রসকদম্বময়ী রাসলীলা!

যাহা হউক, মূল শ্লোকের 'দেবকীনন্দন' পদে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়াছেন তাহার তিন প্রকার ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া গোস্বামিপাদগণ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হে মহারাজ পরীক্ষিত! যিনি তোমাদের নিকটে বসুদেব ভার্য্যা শ্রীদেবকীর পুত্ররূপে বিখ্যাত, সেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলীর মধ্যে মরকতমণির ন্যায় অত্যধিক শোভায় শোভমান হইয়াছিলেন। অথবা "ব্রজরাজত্বাৎ দেব এব দেবকঃ শ্রীনন্দঃ, তৎপত্নী দেবকী, তস্যাঃ নন্দনঃ"—অর্থাৎ ব্রজরাজরূপে বিলসিত হইয়াছেন বলিয়া শ্রীনন্দই দেব বা দেবক (দেবকল্প), সেই দেবক বা শ্রীনন্দদেবের পত্নী যশোদাই দেবকী। অতএব তাঁহার নন্দন বলিতে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণের বচনে তৃতীয়মতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ সেই প্রমাণ বচণে দেবকীনন্দন বলিতে যশোদানন্দনেরই পরিচয় মেলে। উক্ত পুরাণের বচনটী এইরূপ—

দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া॥

(বিষ্ণুপুরাণম্)

—'নন্দপত্নীর যশোদা ও দেবকী এই দুই নাম ছিল। অতএব বসুদেবপত্নী দেবকীর সহিত অন্যতর নামসাদৃশ্য থাকায় নন্দপত্নী যশোদার সখীত্ব স্থাপিত হয়।' সুতরাং দেবকীনন্দন বলায় শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণীগণের সকলেরই মধ্যে হৈমমণির মধ্যস্থিত মহামারকতের ন্যায় পরমশোভায় শোভিত হইয়াছিলেন। গোপীবৃন্দের "মধ্যে মধ্যে" এইরূপ মধ্যে পদের পুনরাবৃত্তি না করিয়া "মধ্যে"—এই একবচন প্রয়োগে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে প্রত্যেক গোপীর নিজ নিজ অভিমান পরিপূর্ত্তির নিমিত্ত তাঁহাদের প্রত্যেকের মনে ভাবগ্রাহী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবই জাগাইয়া দিয়াছেন যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই নিকটে বিরাজমান রহিয়াছেন। এই অভিপ্রায়েই একটিমাত্র "মধ্যে"—এই একবচনান্ত শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাতে আরও একটি সুন্দর তত্ত্বের সন্ধান মিলিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের মধ্যস্থলে—অর্থাৎ গোপিকাবৃন্দ কর্ত্তৃক বিরচিত রাসমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলেও শ্রীভগবানের রাধালিঙ্গিত বিগ্রহের একমাত্র প্রকাশ বিদ্যমান আছে। শ্রীরাধাগোবিন্দযুগলের এই প্রকাশ নিখিল রাসমণ্ডলীর নিরতিশয় শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন। ভক্ত সাধকের ভক্তিভাবিত চিত্তমুকুরে এই রাসমণ্ডলী-শোভিত রাধাগোবিন্দের যুগলমূর্ত্তির কতই না অপূর্ব্ব শোভা বিচ্ছুরিত হয়! যে সে মাধুরী নিজ হৃদয়ে দেখিয়াছে বা বুঝিয়াছে সেই বলিতে পারে—উহা কিরূপ? সাধক ভক্তগণের ভক্তিভাবিত চিত্ত ব্যতীত বিষয়াসক্ত ব্যক্তি কেমন করিয়া সেই অপ্রাকৃত আনন্দানুভূতির পরিচয় পাইবে?

বৈষ্ণবতোষণীধৃত ক্রমদীপিকার বচনানুসারে জানিতে পারা যায়—

ইতরেতরবদ্ধকর-প্রমদাগণ-কল্পিতরাসবিহারবিধৌ
মণিশঙ্কুগমপ্যমুনা বপুষা বহুধাবিহিতস্বক-দিব্যতনুম্।
সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং দয়িতাগলবদ্ধভুজদ্বিতয়ম্॥

(বৈষ্ণবতোষণী)

—'পরস্পর বদ্ধহস্তা স্ত্রীবৃন্দের রাসমণ্ডলে রাসবিহারকালে একই নবনটবর শ্রীকৃষ্ণ মণিসকলের শঙ্কুগ বা কীলকরূপে নিজের দিব্যতনুকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই প্রকাশ্যরূপে বিদ্যমান কৃষ্ণবপুঃ ভুজদ্বয় প্রসারণ করিয়া পরমসুন্দরী প্রেয়সীবৃন্দের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক গোপীদ্বিতয়ের মধ্যে মধ্যে পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান ছিলেন।'

যাঁহার সৌন্দর্য্যলেশ-কণিকা-স্পর্শে বিশ্বের সকল অঙ্গে অপরূপ রূপমাধুরী ফুটিয়া উঠে, সেই নিখিল-সৌন্দর্য্যসুধাকর শ্যামতনু ব্রজরাজনন্দন আজ রাসমণ্ডলীর মধ্যস্থলে হেমকান্তি গোপাঙ্গনাবৃন্দে পরিবৃত হইয়া বহু হৈমমণির মধ্যে এক মরকতমণি যেরূপ শোভা ধারণ করে, সেইরূপ পরমতম শোভা ও সৌন্দর্য্য বিকিরণ করিলেন। একই শ্রীকৃষ্ণের এই যে নানামূর্ত্তিতে আবির্ভাব—ইহা শ্রীরাম ও নৃসিংহাদির ন্যায় নানা অবতার নহে। ইহাকে প্রকাশমূর্ত্তি বলিয়াই শাস্ত্রে নিরূপণ করা হইয়াছে। শ্রীলরূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামৃতে উল্লেখ আছে—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য চৈকদা। সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—পূর্ব্বখণ্ডে ১।২১)

—'একই বিগ্রহের গুণ, লীলা ও আকৃতির ঐক্যসত্ত্বেও একই সময়ে বহুস্থানে যে আবির্ভাব—তাহাকে প্রকাশ বলে।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারেতে ভেদ নাই একই স্বরূপ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস! ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য পরকাশ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ১।১।৩৬—৩৭)

নবনটবরবপুঃ শ্যামসুন্দর রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এক এক গোপীর পার্শ্বে আলিঙ্গিত অবস্থায় বিদ্যমান আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার স্বরূপমূর্ত্তির কোথাও ভেদ নাই। ঠিক এমনি ভাবেই রাসমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলেও শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। শ্রীরাধিকাকে সঙ্গে লইয়া সেই একই প্রকাশমূর্ত্তিতে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদন করিয়া ও রাসমণ্ডলী মধ্যে ভ্রমণ করিয়া কতই না রাসমণ্ডলীর শোভাবৃদ্ধি করিয়াছেন॥ ৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধূতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈর্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—পাদন্যাসৈঃ (পাদানাং চরণানাং ন্যাসাঃ ভূম্যাক্রমণভঙ্গাঃ তৈঃ চরণবিক্ষেপৈরিত্যর্থঃ) ভুজবিধূতিভিঃ (ভুজনাং হস্তানাং বিশেষেণ ধূতিভিঃ হস্তকভেদেন চালনৈঃ) সস্মিতৈঃ ভ্রূবিলাসৈঃ (হাস্যসহিতৈঃ ভ্রূবাং বিলাসৈঃ) ভজ্যন্মধ্যৈঃ (ভজ্যমানৈঃ স্বভাবতঃ কার্শ্যেন বিশেষতশ্চ নৃত্যার্থপরিবর্ত্তনাদিনা ভঙ্গমিব গচ্ছদ্ভিঃ মধ্যৈঃ কটিভাগৈঃ) চলকুচপটৈঃ (চলৈঃ চঞ্চলৈঃ কুচানাং পটৈঃ কঞ্চুকোপরিতনবস্ত্রৈঃ) গণ্ডলোলৈঃ কুণ্ডলৈঃ (গণ্ডেষু লোলৈঃ চঞ্চলৈঃ কুণ্ডলৈশ্চ উপলক্ষিতাঃ) স্বিদ্যন্মুখ্যঃ (স্বেদযুক্তানি মুখান্যেব যাসাং তাঃ ন তু সর্ব্বাঙ্গানি) কবরসনাগ্রন্থয়ঃ (কবরেষু কেশেষু রসনাসু কাঞ্চ্যাদিবন্ধনরজ্জুষু চ গ্রন্থয়ঃ দৃঢ়াঃ যাসাং তাঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) গায়ন্ত্যঃ তাঃ কৃষ্ণবধ্বঃ (কৃষ্ণস্য শ্যামসুন্দরস্য বধ্বঃ প্রিয়াঃ) মেঘচক্রে (মেঘসমূহে) তড়িত ইব (বিদ্যুৎ ইব) বিরেজুঃ (শুশুভিরে)॥ ৮

মূলানুবাদ।—কবরী ও কাঞ্চীর গ্রন্থি দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া চরণবিন্যাস, করচালন, সস্মিত ভ্রূবিলাস, ভজ্যমান কটিতট ও বিচঞ্চল কুচবসন এবং গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডলসমূহ দ্বারা শোভিত হইয়া স্বিদ্যন্মুখী অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণবধূ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে মেঘমণ্ডলে তড়িৎপুঞ্জের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—স যথা তাভিঃ শুশুভে তথা তা অপি তেন বিরেজুরিত্যাহ পাদন্যাসৈরিতি। ভুজবিধূতিভিঃ করচালনৈঃ ভজ্যমানৈর্মধ্যৈশ্চলদ্ভিঃ কুচৈশ্চ পটৈশ্চ গণ্ডলোলৈর্গণ্ডেষু লোলৈশ্চঞ্চলৈঃ স্বিদ্যন্মুখ্যঃ স্বিদ্যন্তি স্বেদমুদ্গিরন্তি মুখানি যাসাং তাঃ। কবরেষু চ রসনাসু চ গ্রন্থয়ো দৃঢ়া যাসাং তাঃ। যদ্বা তেষু তাসু চ অগ্রন্থয়ঃ শিথিলগ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। তত্র নানামূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণো মেঘচক্রমিব তাসু বহুবিধাস্তড়িত ইব, স্বেদস্তু আসার ইব, গীতং গর্জিতমিবেতি যথাসম্ভবমূহ্যম্॥ ৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ন কেবলং তাভিঃ সোঽধিকং শুশুভে কিন্তু তেন তাশ্চ তথা শুশুভিরে ইত্যাহ পাদেতি। পাদানাং ন্যাসাঃ নৃত্যগতিভির্ভূম্যাক্রমণভঙ্গ্যস্তৈঃ। ভুজানাং হস্তানাং বিশেষেণ ধূতিভিঃ হস্তকভেদেন চালনৈঃ। যদ্যপ্যন্যোন্যাবদ্ধবাহুত্বেন ভুজবিধুতয়ে ন সম্ভবেয়ুস্তথাপি কদাচিত্তদর্থমাবদ্ধত্বপরিত্যাগেনৈব। স্মিতসহিতৈর্ভ্রূবাং বিলাসৈস্তত্তদ্রাসাভিব্যঞ্জক-নর্ত্তনচাতুর্য্যৈর্ভজ্যমানৈঃ স্বভাবতঃ কার্শ্যেন বিশেষতশ্চ নৃত্যার্থপরিবর্ত্তনাদিনা ভঙ্গমিব গচ্ছদ্ভির্মধ্যভাগৈঃ কিংবা ভজ্যমানতা ভঙ্গং কৌটিল্যমিতি যাবৎ কুটিলীভবন্মধ্যভাগৈরিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র মুহুরিতি মন্তব্যম্। কুচপটাঃ ভগবদুত্থানে সতি পুনঃ পুনঃ পরিগৃহীতানি নিজনিজোত্তরীয়াণ্যেব। অন্যত্তৈঃ। তত্র গ্রন্থয় ইত্যেব পদচ্ছেদো যোগ্যো নত্বগ্রন্থয় ইতি। কৃষ্ণবধ্ব ইত্যাদিকং ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ম্। তং কৃষ্ণং গায়ন্ত্যঃ তা দৃষ্টান্তয়িতব্যবশাৎ কৃষ্ণস্য তত্তৎপ্রকাশচক্রে বিরেজুঃ। কুত্র কা ইব মেঘচক্রে তড়িত ইব। নন্বু মধ্যে মণীনামিত্যাদিপ্রোক্তদৃষ্টান্তো ঘটতে অদাম্পত্যেন তত্তদাগন্তুকসম্বন্ধাৎ, নত্বয়ং স্বাভাবিকসম্বন্ধাভাবাত্তদেতদাশঙ্ক্যানন্দবৈচিত্র্যেণ রহস্যমেব ব্যনক্তি কৃষ্ণবধ্ব ইতি। তদ্বদত্রাপি স্বাভাবিকাদেব সম্বন্ধাদ্দাম্পত্যমেবেতি ভাবঃ। অতএব তাসামভ্যাসবিশেষং বিনাপি তেষু তেষু গুণেষু পরম এবোৎকর্ষো বর্ত্ততে॥ ৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্যামকান্তিতনু নবনটবর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হেমকান্তি গোপরমণীবৃন্দের রাস-পরিমণ্ডলে যে-শোভা প্রকটিত করিয়াছেন তাহারই বর্ণনা দিয়া শ্রীশুকদেব পূর্ব্বশ্লোকে হৈমমণির মধ্যে অবস্থিত মরকতমণির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কেবল শ্রীকৃষ্ণশোভা বর্ণনা করিয়া নিরস্ত থাকিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাব্যরস বা পরমার্থ তত্ত্বের দিক্ দিয়া সেই বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিত। তাই শ্রীশুকদেব পূর্ব্বশ্লোকে গোপীমধ্যগত শ্রীকৃষ্ণের রূপশোভা বর্ণনা করিয়া বর্ত্তমান শ্লোকে কৃষ্ণমধ্যগত গোপীগণের শোভা বিবৃত করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দঘনতম বিগ্রহ ; তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তিরূপা ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহারই প্রেমের প্রভাসমুজ্জল জীবন্ত মূর্ত্তি। আনন্দ ও প্রেমের পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাই উভয়ে উভয়ের সহচর ও শোভা-সম্পাদক। রাসমণ্ডলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ শক্তিস্বরূপা গোপিকাবৃন্দের গৌরকান্তি শোভার মধ্যে নীলকান্তমণি মরকতের ন্যায় যেরূপ নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন—তদ্রূপ তাঁহারই নিজ শক্তিস্বরূপা শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গিত গোপাঙ্গনাবৃন্দও প্রেমের বিজুরীর ন্যায় আনন্দঘন শ্যামরূপ মেঘমণ্ডলে বিজড়িত হইয়া অপরূপ শোভায় শোভিত হইলেন। তাই একদিকে যেমন—

কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমায়ল
রমণী মণ্ডল সাজ।
মাঝই মাঝ মহা মরকত সম
শ্যামরু নটবর রাজ ॥

অপরদিকে তেমনি—

ধনি ধনি অপরূপ রাসবিহার।
থির বিজুরি সঞে চঞ্চল জলধর
রস বরিখয়ে অনিবার ॥
(গোবিন্দ দাস)

মেঘচক্রে যেমন চঞ্চল বিদ্যুৎপ্রভা তাহার তরলিত দ্যুতিচ্ছটা প্রকাশ করে, সেইরূপ হেমপ্রভা-তরলিতকান্তি পরমসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণমেঘশোভায় আপনার মাধুরী প্রকটিত করিলেন। যেরূপ মেঘমালা ব্যতীত বিদ্যুন্মালা শোভা পায় না, আবার বিদ্যুন্মালা ব্যতীতও মেঘমণ্ডলের যথার্থ শোভাবিকাশ হয় না—তদ্রূপ পরস্পর সাপেক্ষ মেঘ ও বিজুরীর শোভার ন্যায় রাসমণ্ডলীর গোপিকানাথসহ গোপিকাবৃন্দের পরস্পরবিবৃদ্ধ শোভায় যে কি অপরূপ সৌন্দর্য্যেরই না বিকাশ হইয়াছে—তাহা একমাত্র রসজ্ঞ ভাবুক ভক্তই যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। আনন্দঘনতমবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত হ্লাদিনীসারভূতা গোপরমণীবৃন্দের পরস্পর যে নিত্যসম্বন্ধ ও নিত্য শোভাতিশয্য তাহাই শ্রীশুকদেব মেঘবিজুরীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-দৃষ্টান্তে বর্ণনা করিতেছেন।

নবজলধররূপী শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে অপরূপ নৃত্যভঙ্গীবশতঃ স্বভাবতঃই চঞ্চল, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনী ব্রজরমণীগণও করচরণক্ষেপে নৃত্যদোলায় দোদুল্যমান। তাই চঞ্চল তড়িতদামের সহিত তাঁহাদের উপমাপ্রয়োগে ইহাও পরিস্ফুট হইয়াছে যে রাস-নৃত্যকেলিতে কেবল রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণই যোগদান করেন নাই—তাঁহার প্রেয়সী ব্রজরমণীগণও তাঁহার বহুবিধ প্রকাশমূর্ত্তির সহিত যুগলিত হইয়া রাসনৃত্যকেলির শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

নবমেঘোদয়ে যেমন গগনের জলধারা নিঃষিক্ত হইয়া ভূমণ্ডলে বৃষ্টিরূপে পতিত হয় এবং তাহারই রসনিঃষেকে শীতকণস্পর্শ অনুভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘসঙ্গস্পর্শে বিদ্যুন্মালারূপিণী গোপিকাবৃন্দেরও মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মস্বেদবিন্দু প্রকটিত হইয়াছে। মেঘের সুমন্দ্র রবে আকাশ যেরূপ ধ্বনিত হয়—সেইরূপ ব্রজগোপীবৃন্দের কণ্ঠোত্থিত সমবেত গীতধ্বনিতে রাসমণ্ডলী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব বর্ত্তমান শ্লোকে মেঘবিজড়িত বিদ্যুন্মালার দৃষ্টান্তে যথার্থই এক অনবদ্য রূপশোভার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণসহ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণের রাসনৃত্যের একখানি জীবন্ত চিত্র রূপায়িত হইয়াছে। নৃত্যপরায়ণা ব্রজসুন্দরীগণ ক্ষিপ্র অথচ লঘু পাদক্ষেপে অশেষ নৃত্যকলার পরিচয় দিতেছেন। তাঁহাদের কটিদেশের মধ্যভাগ স্বভাবতঃই কৃশ, তদুপরি নৃত্যভঙ্গিমা বশতঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের কলাকুশল-চাতুরী দেখিয়া মনে হইতেছে যেন সুমধ্যমা ব্রজসুন্দরীগণের দেহলতার মধ্যভাগ প্রকম্পিত হইয়া ভগ্নপ্রায় অবস্থা লাভ করিয়াছে। সমীরণ শিহরিত লতাপল্লবের ন্যায় তাঁহাদের করপল্লব বিচিত্র ভঙ্গিমায় আন্দোলিত হইতেছে। যদিও তাঁহারা পরস্পর হস্তবদ্ধা, তথাপি নৃত্যতালের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সহসা করবন্ধন ত্যাগ করায় এবং লঘুহস্ত সঞ্চালনে নৃত্যাভিনয়ের মাধুরীই প্রকটিত করিতেছেন। তাঁহাদের নৃত্যচঞ্চল পাদক্ষেপ, করপল্লবের আন্দোলন ও অঙ্গভঙ্গের দোলায় বক্ষঃস্থিত উত্তরীয়বাস আন্দোলিত ও চলচঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া ব্রজসুন্দরীগণ ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত বক্ষঃস্থিত নিজ নিজ উত্তরীয়বাস তাঁহার উপবেশনের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু রাসরসতাণ্ডবী ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন উত্থিত হইলেন—তখন ব্রজসুন্দরীগণ নিজ নিজ উত্তরীয়বসন গ্রহণ করেন। নৃত্যান্দোলনে উক্ত উত্তরীয়বাস শিথিল হইয়া পড়িল ও দোলায়মান মণিকুণ্ডল দুলিতে দুলিতে ব্রজসুন্দরীগণের কপোলতল স্পর্শ করিল। তাঁহাদের কেশপাশ ও কটিভূষণাদি সুবিন্যস্ত ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ছিল, কারণ রাসমণ্ডলী রচনা করিবার পূর্ব্বে অবশ্যই তাঁহারা বেণী-বন্ধন ও কেশপাশ সুবিন্যস্ত করিয়া নৃত্যকেলির নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাই নৃত্যপরায়ণা ব্রজবধূগণের সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিলেন,—"কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বঃ" 'তাঁহাদের কেশপাশ ও কাঞ্চিগ্রন্থি দৃঢ় সংবদ্ধ ছিল।' (অথবা ইহাও বিবৃত করা যাইতে পারে যে নৃত্যচঞ্চল গতিভঙ্গিমায় তাঁহাদের কেশপাশ ও নীবিনিবদ্ধ শিথিল হইয়া অগ্রন্থি অথবা বন্ধনহীন হইয়াছে।) নৃত্যবিলাস মাধুরী প্রদর্শন করিবার জন্য রসাভিনয়চ্ছলে পরমকলানিপুণা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ তাঁহাদের বিম্বাধরে প্রেমবিকশিত ঈষৎ হাস্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিতেছেন এবং আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগলে নানা বিচিত্রভঙ্গিমাময় ভ্রূবিলাস প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডলে স্বেদবিন্দু সঞ্চিত হইয়া ঘর্ম্মজাল রচনা করিয়াছে, তথাপি রাসনৃত্যকেলির আকুল উন্মাদনায় তাঁহারা পরিশ্রম বোধ করেন নাই বা ক্লান্তিবশতঃ কোন প্রকার কুণ্ঠা বা অলসতাময় শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণ কেবল যে রাসনৃত্যলীলায় যোগদান করিয়াছিলেন তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মধুর সুরলহরী তুলিয়া সমবেতকণ্ঠে তাঁহাদেরই প্রাণগোবিন্দ ব্রজরাজনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-লীলা গুণগানে বিভোর হইয়াছিলেন। মহর্ষি পরাশর বিষ্ণুপুরাণে সেই রাসগীতের বিবরণ প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্। জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণম্)

—ব্রজসুন্দরীগণের হৃদয়ে রমণভাবের উদ্দীপনার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যে-গান করিলেন উহাতে শারদ-শশধর, শারদীয়া জ্যোৎস্না ও অগণিত কুমুদ কুসুমে পরিশোভিত সরসীর বর্ণনা স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনী ব্রজগোপীগণ একই শ্রীকৃষ্ণনাম নানাভাবে গুণলীলা-প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ গান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণসহ ব্রজবধূগণের উদ্দাম নৃত্যগীতের বর্ণনায় বৈষ্ণবকবি অনন্ত দাস গাহিয়াছেন—

নব নায়রী নব নায়র
নৌতুন নব নেহা।
আঁখে আঁখে নিমিখে নিমিখে
বিছুরল সব দেহা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৌতুন গণ নৌতুন বন
নৌতুন সহি গানে।
তা তা দিগি দিগি থো দিগি দিগি দিগি
তাল ফুকরই বামে॥
নৌতুন রস কেলি রভস
নৌতুন গতি তালে।
দৃমি দৃমি দৃমি তা তা দৃমি দৃমি
বাওত সখী ভালে॥
চঞ্চল মণি- কুণ্ডল চল
চঞ্চল পটবাসে।
দোঁহে দোঁহা কর ধরিয়া নাচত
হেরত অনন্ত দাসে॥

(অনন্ত দাস)

এইরূপে রাসরসিকেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে নৃত্যপরায়ণা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ মেঘচক্রে ক্রীড়াপরায়ণা চঞ্চল বিদ্যুন্মালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মেঘচক্রের দৃষ্টান্তে ইহাও জানা যায় যে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া একখানি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উদিত হইলে তাহার মধ্যে যখন বিদ্যুল্লতা তাহার আলোকপ্রভা লইয়া চমকিয়া যায়—তখন মনে হয় যেন একই মেঘ বিজুরীজড়িত হইয়া বুঝিবা নানাভাগে বিভক্ত হইয়াছে—ফলে বহু মেঘচক্রের প্রতীতি হয়—সেইরূপ "আকাশশরীরং ব্রহ্ম"—সর্ব্ব নভোব্যাপক বিভুস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্যামসুন্দর স্নিগ্ধ-মধুর বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার শক্তিরূপা হেমকান্তিপ্রভা অসংখ্য গোপীতনুতে যুগলিত হইয়া তিনি বহুতর প্রকাশ মূর্ত্তিতে বহুধাবিভক্ত মেঘচক্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বিদ্যুন্মালায় যেরূপ চাঞ্চল্য বিস্ফূরণ প্রকাশ পায়, নৃত্যরতিবশতঃ ব্রজসুন্দরীগণেরও সেইরূপ চপলাচাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছে। সুরসপ্তক-যুক্ত তানলয়সমন্বিত গীত ও বাদিত্রধ্বনি মেঘমন্দ্ররবেরই অনুকৃতি করিতেছে। বৃষ্টিধারার ন্যায় আজ রাসমণ্ডলে আনন্দরসবৃষ্টি হইতেছে এবং ব্রজরামাগণের সুধাস্রাবী মুখচন্দ্রে তুষারবিন্দুবৎ স্বেদবিন্দুজাল রচিত হওয়ায় তাঁহাদের মুখচন্দ্রের কতই না শোভা পরিস্ফুট হইয়াছে!

বর্ত্তমান শ্লোকের ভাবে ভাবিত হইয়া ভক্তকবি গোবিন্দদাস যে অনবদ্য আলেখ্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে বর্ণিত হয়—

বাজত ডঙ্ক রবাব পাখোয়াজ
করতল-তাল তরল একু মেলি।
চলত চিত্রগতি সকল কলাবতী
করে কর নয়ানে নয়ানে কর খেলি॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী।
জলদ পুঞ্জে জনু তড়িত লতাবলী
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নটন হিল্লোল লোল মণিকুণ্ডল
ব্রজজন টলমল বদনহুঁ চন্দ।
রসভরে গলিত ললিত কুচ কঞ্চুক
নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ।
দুহুঁ দুহুঁ সরস পরম রস লালসে
আলসে রহ তনু লাই।
গোবিন্দ দাস পহুঁ মুরতি মনোভব
কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই॥

(গোবিন্দ দাস)

মূল শ্লোকে পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব ব্রজসুন্দরীগণকে "কৃষ্ণবধ্বঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে রাসনৃত্যপরা ব্রজরমণীগণকে শ্রীকৃষ্ণের পাণিগৃহীতা প্রেয়সী বলিয়া মনে করিলে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনায় পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য ক্ষুণ্ণ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক স্থলেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণকে পরবধূ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং প্রকটলীলাপ্রসঙ্গে রাসদানাদিলীলায় যে পরকীয়া রতিরই চরমতম উৎকর্ষের বিলাস, ইহা ভক্তিরসশাস্ত্র উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "যা দুস্ত্যজস্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা"—এই উদ্ধব-বচনেও দুস্ত্যজ-আর্য্যপথ ধর্ম্ম ও কুলশীল ত্যাগের স্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বেও পরকীয়া তত্ত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। তথাপি ইহাই এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাসলীলার বর্ণনাগত সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ব্রজবধুগণের পরকীয়াত্বই প্রতিপাদিত হইবে। রাসস্থলীতে সমবেত শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গ মধ্যে পরবধূ ব্যতীতও কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নীবৃন্দ ছিলেন—এইরূপ অনুমান করিয়া যদি কেহ 'কৃষ্ণবধূ' শব্দের অর্থপ্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে উহা যে কতখানি সঙ্গত হইবে বুঝিতে পারি না। রাসলীলার বিবরণের অন্তিমভাগে ১০।৩৩।২৬-২৭ শ্লোকে পরদারাভিমর্শন শঙ্কা উত্থাপিত করিয়া শ্রীমন্মহারাজ পরীক্ষিত যে-প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে বহির্মুখ জনের সংশয় নিরাকরণ উদ্দেশ্যে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য লীলারসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'তেজীয়সাং ন দোষায়'—'সর্ব্বতেজঃশক্তির কেন্দ্রভূমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে উহা দোষাবহ নহে।' বিশেষ করিয়া তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী। কারণ—

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৩।৩৫)

—অর্থাৎ গোপবধূগণ, তাহাদের নিজ নিজ পতিবৃন্দ এবং দেহধারী সকল জীবেরই যিনি অন্তর্য্যামী—তিনি এখানে রাসলীলায় লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়া গোপীসহ কেলি করিতেছেন।

অতএব গোপবধূগণকে শ্রীকৃষ্ণবধূরূপে নির্দ্দেশ করায় উহার গূঢ়ার্থ ও তাৎপর্য্য খ্যাপনপ্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

কৃষ্ণস্য শ্যামসুন্দরস্য বধ্বঃ তদাশ্লিষ্টা গৌরাঙ্গ্যস্তদেকাশ্রয়া ইত্যর্থঃ। তচ্চ দৃষ্টান্তেন ব্যঞ্জিতমেব॥

(বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী)

—শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ শ্রীশ্যামসুন্দরের বধূ অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা গৌরাঙ্গী শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়া প্রেয়সী-গণ। তড়িৎ ও মেঘের দৃষ্টান্তে উহাই প্রকটিত হইয়াছে অর্থাৎ তড়িৎ যেরূপ মেঘকে আশ্রয় করিয়া থাকে তদ্রূপ ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ। কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীপল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় "কৃষ্ণবধু" শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া গোপীবৃন্দের পরকীয়াত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন—

কৃষ্ণস্য বধ্বঃ ভোগ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ। বধূর্জ্জায়াস্নুষা স্ত্রীচেতি নানার্থবর্গঃ ॥

অত্র বধূশব্দস্য ভার্য্যাবাচকত্বে ব্যাখ্যায়মানে "প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ" ইতি ভীষ্মোক্ত্যা বিরুদ্ধ্যেত। তেন ন তথা ব্যাখ্যেয়ম্। কৃষ্ণস্য শ্যামসুন্দরস্য তদেকাশ্লিষ্টা গৌরাঙ্গ্যস্তদেকাশ্রয়তয়া তদেক-ভোগ্যতয়া চ বধ্বঃ ইতি প্রকৃতবৈষ্ণবতোষণী। (সারার্থদর্শিনী)

—'শ্রীকৃষ্ণের বধূগণ অর্থাৎ উপভোগ্যা স্ত্রীবৃন্দ। অমরকোষের নানার্থবর্গেও বধূশব্দের অর্থনির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—'বধূ বলিতে জায়া পুত্রবধূ অথবা স্ত্রীসাধারণ'। বধূ শব্দে ভার্য্যা অর্থ করিলে ভীষ্মদেবের উক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ ভীষ্ম বলিয়াছেন—গোপবধূগণ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রকৃতিপদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব এখানে ভার্য্যা অর্থে বধূশব্দের তাৎপর্য্য নির্ণয় করা উচিত নহে। বুঝিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ শ্যামসুন্দরের আলিঙ্গিতা গৌরাঙ্গী ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণাশ্রিতা বা একমাত্র তৎকর্ত্তৃক উপভোগ্যা বলিয়াই বধূর ন্যায় বধূস্থানীয়া—ইহাই বৈষ্ণবতোষণীর প্রকরণপ্রাপ্ত অর্থ' ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—নৃত্যমানাঃ (নৃত্যন্ত্যঃ) রক্তকণ্ঠ্যঃ (নানারাগৈঃ অনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ) রতিপ্রিয়াঃ (রতিঃ কৃষ্ণকর্ত্তৃকা প্রীতিঃ সৈব প্রিয়াঃ যাসাং তাঃ) কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতাঃ (কৃষ্ণস্য অভিমর্শেন স্পর্শাদিনা মুদিতাঃ, গান-কৌশলম্ আলোক্য ক্ষণেক্ষণে তদালিঙ্গিতা ইত্যর্থঃ এবম্ভূতাঃ) তাঃ (ব্রজসুন্দর্য্যঃ) উচ্চৈঃ জগুঃ (কিংবা শ্রীকৃষ্ণাগানাদপি উচ্চতয়াজগুর্গীতবত্যঃ) যদ্গীতেন (যাসাং গীতেন) ইদং (জগৎ) আবৃতম্ (ব্যাপ্তম্) ॥ ৯

মূলানুবাদ।—নানারাগে অনুরঞ্জিতকণ্ঠ রতিপ্রিয়া গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণসংস্পর্শে প্রমুদিতা হইয়া নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গীতধ্বনিতে এই বিশ্বজগৎ পরিব্যাপ্ত হইল ॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—নৃত্যমানা নৃত্যন্ত্যঃ রক্তকণ্ঠ্যঃ নানারাগৈরনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ কৃষ্ণস্যাভিমর্ষেন সংস্পর্শেন মুদিতা ইদং বিশ্বম্ ॥ ৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততশ্চ প্রহর্ষোদ্রেকেণ তাসাং নৃত্যস্য প্রাধান্যং বর্ণয়িত্বা গানস্যাপ্যাহ উচ্চৈরিতি। নৃত্যমানা ইতি নর্ত্তনেঽপি তাদৃশগানাত্তৎকৌশলবিশেষো দর্শিতঃ। গানাদিপ্রয়োজনমাহ—রতিঃ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকা প্রীতিঃ সৈব প্রিয়া যাসাম্। নচোচ্চৈর্গানাদিনা তাসাং শ্রমঃ শঙ্কনীয় ইত্যাহ—কৃষ্ণস্যাভিমর্ষেণ মুদিতা ইতি। অয়মপ্যেকো হেতুর্জ্ঞেয়ঃ গীতস্যোচ্চৈস্ত্বং দর্শয়তি—যাসাং গীতেনাবৃতং ব্যাপ্তম্। যদ্বা। যাসাং গীতেন স্বয়মুৎ-প্রেক্ষিতরাগসমূহেন ইদং জগদাবৃতং তদনুসারিগানপরং জাতমিত্যর্থঃ। তাভিঃ কৃত্বা ষোড়শসহস্রসংখ্যা রাগা এব জগতি বিভক্তা ইতি সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেঃ। যথোক্তং সঙ্গীতসারে। তাবন্ত এব রাগাঃ স্যু র্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ। তেষু ষোড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরেতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা। নৃত্যেন মানঃ শ্রীকৃষ্ণকৃত-সম্মানো যাসাং তাঃ। রক্তকণ্ঠ্যঃ প্রেমস্নিগ্ধকণ্ঠ্য ইতি পরমমধুরত্বমুক্তম্। উচ্চৈর্গানে হেতুঃ রতীতি কৃষ্ণেতি চ। যদ্বা উচ্চৈঃ শ্রীকৃষ্ণগানাদপ্যুচ্চতয়া, তথা চোক্তং শ্রীপরাশরেণ—রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবত্তা ব্যায়তধ্বনিঃ। সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবত্তা দ্বিগুণং জগুরিতি। তত্র হেতুমাহ রক্তেত্যাদিবিশেষণৈস্ত্রিভিঃ। এষাং যথেষ্টহেতু-হেতুমত্ত্বং জ্ঞেয়ম্। এবং তত্রাতিশুশুভে তাভিরিত্যত্র তাসাং শোভাবদ্গানাদিগুণস্যাপি পরমোৎকর্ষঃ সূচিতঃ। উত্তরত্র তু স্পষ্টমেব ॥ ৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের কোটিপ্রাণ-প্রতিম প্রাণগোবিন্দকে রাসলীলামণ্ডলের অধিনায়ক ও নটরাজরূপে পাইয়াছেন এবং তিনিও অতি সুনিবিড়ভাবে রাসলীলায় গোপীবৃন্দের প্রেমবেষ্টনীতে ধরা দিয়াছেন। অপূর্ব্ব নৃত্য বিলাসে নিজে তিনি নাচিয়াছেন ও তাঁহারই শক্তিরূপা প্রেমনিষ্ঠিত-হৃদয়া ব্রজবণিতাগণকে নাচাইয়াছেন। যিনি আনন্দঘনতমবিগ্রহ—আনন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি—তিনি প্রেমপ্রোজ্জ্বল-মূর্ত্তি গোপীবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাবেশে নৃত্য করিয়াছেন এবং সেই আনন্দের স্পন্দনে ব্রজগোপী-গণেরও আনন্দ বহুগুণে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহাকে তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছেন—সেই চির-অভীপ্সিত শ্রীগোবিন্দকে দেখিয়া এবং রাসবিহারীর নৃত্যদোদুল শ্রীঅঙ্গস্পর্শে আনন্দস্পন্দনের অপূর্ব্ব প্রেরণায় দোলায়িত হইয়া তাঁহারা নৃত্য করিয়াছেন—যেন আনন্দ ও প্রেম—উভয়ে সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের নৃত্যস্পন্দনে স্পন্দিত ও সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের স্পন্দনে আনন্দের স্পন্দন, আবার আনন্দের স্পন্দনে প্রেমের স্পন্দন। রাসমণ্ডলে প্রেমের পুত্তলি শ্রীব্রজগোপীগণ যত নাচিতেছেন, আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণও তত নাচিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও যত নাচিতেছেন ব্রজগোপীগণও তত নাচিতেছেন। এই রাসনৃত্যের বিবরণ আমরা পূর্ব্বশ্লোকে কিছু দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

ব্রজগোপীগণের কণ্ঠে যে-আনন্দস্ফূর্ত্তি রাসনৃত্যকালে সুমধুর সঙ্গীতরাগে প্রকটিত হইয়াছে তাহারই বর্ণনায় বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিলেন—"উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা" ইত্যাদি। আনন্দের হিল্লোলে দেহমন যেমন আপনা হইতেই নাচিয়া উঠে, কণ্ঠও তেমনি আপন মনে গুঞ্জরিয়া উঠে এবং ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাসে সমুচ্চ সঙ্গীত-লহরীতে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। গোপীগণ স্বভাবতঃই আনন্দপ্রিয়; তদুপরি আনন্দঘনতমবিগ্রহ শ্রীরাসবিহারীর সঙ্গলাভে সে আনন্দের ধারা আজ শতমুখী হইয়া উঠিয়াছে। আনন্দঘনতম শ্রীগোবিন্দকেই তাঁহারা জীবন সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,—এবং অনেকদিন পরে সেই বহু আরাধিত বহুকাঙ্ক্ষিত আনন্দঘনবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গস্পর্শে সত্যই তাঁহারা পরমতম আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন। অতএব পরমতম আনন্দের ভাবাবেশে আজ তাঁহারা যে সম্মিলিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন ও উচ্চকণ্ঠে গান করিতেছেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। তাঁহারা যে-শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকেই সারসম্পদ বলিয়া জ্ঞান করিতেন—সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিলুব্ধা ব্রজরমণীগণ পরমপ্রীত্যাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের রাসমণ্ডলে পাইয়া কতই না আনন্দে বিভোর হইয়াছেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাই শ্রীকৃষ্ণরতিপ্রিয়া ব্রজগোপীগণ আনন্দোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে সমবেত হইয়া উচ্চ কণ্ঠে গীতসংলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই সঙ্গীতধ্বনি বড়ই মধুর, কারণ ব্রজগোপীগণ রাগরঞ্জিতকণ্ঠা—নানাবিধ সুররাগে তাঁহাদের কণ্ঠ অনুরঞ্জিত। অতএব রাগসুমধুর কণ্ঠ হইতে যে-সঙ্গীত সুধা নির্গত হয়—তাহার মাধুর্য্যনিঃষেকে অবশ্যই নিখিলভুবন প্লাবিত, সঞ্জীবিত, আনন্দময় ও অমৃতময় হইয়া উঠে।

শ্রীকৃষ্ণপরায়ণা ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা কীর্ত্তন করিয়া যে-গান করিতেছিলেন তাহা কেবল সুললিত নহে, উহাতে বহু কণ্ঠের সমবেত সমুচ্চ ধ্বনিও রহিয়াছে। রাস-রসিকেশ্বর অখিলকলাগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে-গান করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও ব্রজগোপীকণ্ঠের সমুচ্চারিত সঙ্গীত যে বিশেষ উচ্চৈঃস্বরে গীত হইয়াছিল—তাহাই উল্লেখ করিয়া মহর্ষি পরাশর বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—

রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবত্তা ব্যায়তধ্বনিঃ।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবত্তা দ্বিগুণং জগুঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'শ্রীকৃষ্ণ রাসসঙ্গীতে যতটুকু ধ্বনি করিয়া গাহিয়াছিলেন—ব্রজরমণীগণ 'বলিহারী কৃষ্ণ, বলিহারী কৃষ্ণ'—এই সাধুবাদ সঙ্গীতে তাহার দ্বিগুণিত ধ্বনি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।'

ব্রজরমণীগণের সেই অপূর্ব্ব রাগরঞ্জিত গীতলহরী সমগ্র জগৎকে যেন সুরধারায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সম্মিলিত সুললিত কণ্ঠের সেই সুরমূর্চ্ছনা বিশ্বের সর্ব্বত্র আন্দোলিত করিয়াছে। তাই শ্রীশুকদেব বর্ণনা করিলেন —"যদ্গীতেনেদমাবৃতম্"—যে-গানে এই নিখিলভুবন অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত ও সমাবৃত হইয়াছে। ব্রজবধূগণের সুকণ্ঠসমুত্থিত গাতিঝঙ্কার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া নিখিল বিশ্বে বিসারিত হইয়াছে—যাহার শুনিবার মত কর্ণ আছে সেই তাহা শুনিতে পায়। ব্রজদেবীগণের কণ্ঠ হইতেই যে বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাগ সমূহ আত্মসত্তা লাভ করিয়াছে এবং সেই সমুদ্ভাসিত রাগসমূহে এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ও নিত্যবিনন্দিত—সঙ্গীতসার গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তই খ্যাপিত হইয়াছে—

তাবন্ত এব রাগা স্যুর্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ।
তেষু ষেড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরা॥

(সঙ্গীতসারঃ)

—'জগতে যতগুলি জীব বিদ্যমান, রাগও তদনুরূপ সংখ্যায় বিরাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে পুরা কালে ব্রজগোপীকৃত ষোড়শসহস্র রাগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।'

ব্রজগোপীগণের সে-সঙ্গীতে পরম মধুর সুরসংলাপ যোজিত হইয়াছে। প্রেমভাবমুগ্ধা শ্রীকৃষ্ণরতিপ্রিয়া ব্রজবধূগণের হৃদয় ও কণ্ঠ প্রেমরসসিক্ত। অনুরাগরঞ্জিত কণ্ঠে তাঁহারা যে গানের রাগরাগিণী যোজিত করিয়াছেন, সেই গান কৃষ্ণপ্রেমরসসিক্ত বলিয়া পরমমধুর। উহা হৃদয় ও মনের পরমশান্তিবিধায়ক।

রাসস্থলীতে ব্রজগোপীগণ সুমধুর কণ্ঠে গান গাহিয়া যেরূপ একাধারে সুরবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ আবার নৃত্য বিলাসের অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠাও দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের নৃত্যভঙ্গী দর্শনে অখিলকলা-গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। তাই তাঁহারা নৃত্য কৌশল প্রয়োগে লব্ধসম্মানা (নৃত্যমানা) হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। পরমচিত্তাকর্ষক আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ সে সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই, বরং স্বয়ং সর্ব্বচিত্তাকর্ষক হইলেও ব্রজবধূগণের নৃত্যগীত-বিলাসে তাঁহার চিত্তও আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তিনি সেই উল্লাসে তাঁহারই প্রেমমূর্ত্তি ব্রজগোপীগণকে আলিঙ্গন-স্পর্শ দিয়া আনন্দ দান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভে এবং তাঁহারই সাহচর্য্যে ব্রজবধূগণও পরম-শোভায় শোভিত হইয়াছেন; সমুচ্চকণ্ঠে তাঁহারা গীতসংলাপে এবং ক্ষিপ্রপদক্ষেপে যে নৃত্যবিলাসে রত হইয়াছেন তাঁহাতে তাঁহাদের শ্রমকুণ্ঠা প্রকাশ পায় নাই। কারণ পরমপ্রীতিনিলয় আনন্দঘনতম শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে তাঁহারা আজ আনন্দসিন্ধুতে নিমগ্না। সুতরাং রাসনৃত্যে শারীর শ্রমের গ্লানি তাঁহারা কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিকেই জীবনের সারসর্ব্বস্ব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বা সুখবিধানেই তাঁহাদের সকল চেষ্টা বা উদ্যম - "তাসাং শ্রীকৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ" (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)। অতএব শ্রীকৃষ্ণরতিনিষ্ঠা প্রেমশিরোমণি ব্রজগোপীগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি ব্যতীত আর কি আনন্দের সামগ্রী বিদ্যমান থাকিতে পারে? তাঁহারা তাঁহাদের আপন সত্তাকে তাঁহাদেরই প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্ত যে-নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে তুচ্ছ দৈহিক শ্রমের স্থান নাই। সর্ব্বস্ব ভুলিয়া আনন্দসিন্ধুর প্রবল বন্যায় তাঁহারা ভাসিয়া চলিয়াছেন। ইহাই প্রেমের সহিত আনন্দের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক—কারণ যেখানেই প্রেমের পরমস্ফূর্ত্তি সেইখানেই আনন্দের পরমতম অনুভূতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধুসাধ্বিতি।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥ ১০

প্রেমের পরম প্রতীক ব্রজগোপীগণ আজ আনন্দঘনতমবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নন্দিত করিয়াছেন, মোদিত করিয়াছেন, শোভিত করিয়াছেন ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আর সেই গোপীগণসহ গোপিকানাথের মিলনমেলার উৎসবে যে প্রেমরসসিক্ত রাগরাগিণীমণ্ডিত সুমধুর সঙ্গীতসুধা বিতরিত হইয়াছে সারা বিশ্বে তাহারই মূর্চ্ছনা লাগিয়াছে। সে প্রেমসঙ্গীতের অপরূপ রেশ আজিও আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়া অনুরণিত হইতেছে। বিশ্বোন্মাদন সেই প্রেমসঙ্গীত হইতেই যাবতীয় রাগরাগিণী জন্মলাভ করিয়াছে এবং সেই গানই নিখিল বিশ্বে সর্ব্বত্র অনুরনিত হইতেছে ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—কাচিৎ (সখী) মুকুন্দেন (স্মরণমাত্রতঃ মুক্তিপ্রদেন নাথেন) সমং (সহ) অমিশ্রিতাঃ (শ্রীকৃষ্ণোন্নীতাভিঃ অসঙ্কীর্ণাঃ সংহত্যগানেঽপি বিলক্ষণত্বেন পৃথগবগতাঃ) স্বরজাতীঃ (ষড়্জাদিস্বরালাপগতীঃ) উন্নিন্যে (উৎকৃষ্টং কল্পয়ামাস, ততশ্চ) প্রীয়তা (প্রীয়মাণেন) সাধু সাধু ইতি (বেদতা) তেন (মুকুন্দেন) পূজিতা (সম্মানিতা কিংবা প্রীয়তা তেন সাধু সাধু ইতি কৃত্বা স্তুতা)। (কাচিৎ ইতি অনুবর্ত্ততে কাচিৎ সখী) তদেব (স্বরজাত্যুন্নয়নমেব) ধ্রুবং (ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা) উন্নিন্যে (উৎকৃষ্টং নিন্যে গৃহীতবতী জগৌ ইত্যর্থঃ)। তস্যৈ (সখ্যৈ) মানং (সম্মানং) বহু (পূর্ব্বতোঽধিকং যথাস্যাৎ তথা) অদাৎ (দত্তবান্ মুকন্দ ইতি শেষঃ) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—কোনও গোপাঙ্গনা শ্রীমুকুন্দের সহিত অমিশ্রিত ষড়্জাদি ও জাতি স্বরের আলাপের উৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অপর একজন গোপী ষড়্জাদিস্বরের উৎকর্ষময় সঙ্গীতে ধ্রুবনামক তালবিশেষ সংযোজিত করিয়া উৎকৃষ্টরূপে গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব গোপী অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিলেন ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—মুকুন্দেন সমং স্বরজাতীঃ ষড়্জাদিস্বরালাপগতীঃ অমিশ্রিতাঃ শ্রীকৃষ্ণোন্নীতাভিরসংকীর্ণাঃ। প্রীয়তা প্রীয়মাণেন সম্মানিতা। তৎ ষড়্জাদ্যুন্নয়নমেব ধ্রুবং ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা উন্নিন্যে উন্নীতবতী ॥ ১০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অধুনা পূর্ব্ববত্তাসু মুখ্যানাং প্রেমচেষ্টিতানি পৃথক্ত্বেনাহ কাচিদিতি সার্দ্ধপঞ্চভিঃ। মুকুন্দেন সমং ইতি তস্যাপি তদনুগত্বং বিবক্ষিতম্। সহ যুক্তেঽপ্রধান ইতি স্মরণাৎ। উন্নিন্যে উৎকৃষ্টং কল্পয়ামাস অমিশ্রিতাঃ সংহত্য গানেঽপি বিলক্ষণত্বেন পৃথগবগতাঃ। ততশ্চ তেন মুকুন্দেন পূজিতা। কথং পূজিতা? তত্রাহ সাধ্বিতি বীপ্সা হর্ষেণ সাধুত্বদা ঢ্যায় বা বদতেতি শেষঃ। তদেবেত্যর্দ্ধকম্। তদেব তালানিবদ্ধং কেবলরাগময়মেব বা প্রাথমিকত্বেন প্রাপ্তত্বাদাদিতালময়মেব বা গীতং তৎক্ষণাদেব ধ্রুবং যতিনিঃসারসংজ্ঞতালদ্বয়ৈকতরাত্মক ধ্রুবা ভোগাখ্যাবয়বদ্বয়মাত্রযুতগীতবিশেষং রচয়িত্বা জগাবিত্যর্থঃ। তস্যৈ চ মানমদাৎ শ্রীমুকুন্দ ইতি শেষঃ। কিন্তু পূর্ব্বতো বহু যথাস্যাত্তথেতি। যদ্বা। স্বরা মত্তময়ূরাদিবর্দ্ধনয়ঃ ষড়্জাদয়ঃ সপ্ত। তদুক্তং। রঞ্জকাঃ শ্রোতৃচিত্তানাং স্বরাঃ সপ্তবিধা মতাঃ ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ সর্ব্বে স্যুঃ শ্রুতিসম্ভবাঃ। ময়ূরচাতকচ্ছাগক্রৌঞ্চকোকিলদর্দুরাঃ। মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্ ইতি। অথ জাতয়স্তত্র রাগোৎপত্তিহেতবঃ। তদুক্তম্। রাগস্তু জায়তে যস্যাঃ সা জাতিরভিধীয়তে। শুদ্ধা চ বিকৃতা চেতি সা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতা। শুদ্ধা সপ্তবিধা জ্ঞেয়া তজ্জ্ঞৈঃ ষাড়্জ্যাদিভেদতঃ। ষড়্জকৈশিক্যাদিভেদাদেকাদশবিধা পরেতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদিগ্রহণাদার্ষভীত্যাদয়ঃ ষট্। ষড়্জো দিব্যো বেত্যাদয়শ্চ দশ জ্ঞেয়াঃ। তা অমিশ্রিতাঃ স্বরজাত্যন্তরাস্পৃষ্টাঃ। পরমপ্রাবীণ্যেন কেবলতত্তজ্জ্ঞানাৎ। তত্রাপি উৎ উৎকৃষ্টম্। নিন্যে গৃহীতবতী জগাবিত্যর্থঃ॥ ১০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—রাসমণ্ডলীমধ্যস্থ পরমপ্রেমবতী অগণিত ব্রজসুন্দরীগণ প্রেমানুরাগমিশ্রিত সুমধুর-কণ্ঠে রাসনৃত্যবিলাসের সহিত সমুচ্চস্বরে যে সঙ্গীতালাপ করিয়াছিলেন, সেই সুমধুর সঙ্গীতলহরীতে বিশ্বজগৎ আজিও পরিব্যাপ্ত। প্রেমোল্লসিতহৃদয়া শত কোটি ব্রজবধূগণ নৃত্যগীতাদিরূপ যেরূপ বিবিধ বিলাসবিহারাদি দর্শন করিয়াছিলেন তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নহে। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে আদর্শস্থানীয়া কয়েকজন প্রধানা গোপাঙ্গনাগণের বিবরণ না জানাইলে লীলাকথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই লীলারসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব কয়েকটি প্রধানা গোপীগণের নৃত্যগীত-বিলসিত প্রেমচেষ্টা পৃথক্‌রূপে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত অর্দ্ধাধিক পাঁচটি শ্লোকে উহার অবতারণা করিতেছেন।

আত্মারামশিরোমণি পরমানন্দনিকেতন রাসবিহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিশাখা নাম্নী প্রধানা গোপাঙ্গনা রমণরসোদ্দীপক সঙ্গীতালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও তাঁহারা একসঙ্গেই গান করিতেছেন, তথাপি উভয় সঙ্গীতের পার্থক্য এতই সুস্পষ্ট যে উহারা পরস্পর মিশ্রিত হয় নাই। অথবা উহাতে রাগ-রাগিণীর এমনই বিশুদ্ধি রক্ষা করা হইয়াছে যে উহা কোন বিরুদ্ধ সুরগ্রামের সহিত মিশ্রিত হয় নাই। রাসমণ্ডলস্থ কোন গোপী—যিনি বিশাখা নামে প্রসিদ্ধা—তিনিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অতি মধুরস্বরে স্বরজাতির আলাপ করিতে লাগিলেন।

স্বরজাতি সম্পর্কে ইহা বলা প্রয়োজন যে স্বরগ্রাম সাতটি এবং জাতি অষ্টাদশবিধ। সঙ্গীতসাগর গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

রঞ্জকাঃ শ্রোতৃচিত্তানাং স্বরাঃ সপ্তবিধাঃ স্মৃতাঃ।
ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা॥
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ সর্ব্বে স্যুঃ শ্রুতিসম্ভবাঃ॥
ময়ূরচাতকচ্ছাগ-ক্রৌঞ্চকোকিল-দর্দ্দুরাঃ।
মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহুঃ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্॥

(সঙ্গীতসাগরঃ)

—'ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—এই সপ্ত প্রকার স্বর শ্রুতিসম্ভূত এবং ইহা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তরঞ্জক। এই সকল স্বর যথাক্রমে ময়ূর, চাতক, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ভেক ও মাতঙ্গ প্রভৃতি জীবগণের কণ্ঠোত্থিত স্বরশব্দের সহিত তুলনা করা হয় এবং ইহাদের অনুকরণ সহজসাধ্য নহে।

রাগোৎপত্তির মূল অষ্টাদশবিধ জাতি সম্বন্ধে উল্লিখিত হয়—

রাগস্তু জায়তে যস্যাঃ সা জাতিরভিধীয়তে। শুদ্ধা চ বিকৃতা চেতি সা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতা।
শুদ্ধাঃ সপ্তবিধা জ্ঞেয়া তজ্জ্ঞৈঃ ষড়্জাদিভেদতঃ। ষড়্জকৈশিক্যাদিভেদাদেকাদশবিধা পরা॥

(সঙ্গীতসাগরঃ)

—'যাহা হইতে রাগ উৎপন্ন হয় তাহাকেই জাতি বলে। সেই জাতি দ্বিবিধ—শুদ্ধা ও বিকৃতা। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ—সেই শুদ্ধা জাতিকে ষড়্জ প্রভৃতি ভেদবশতঃ সাতপ্রকার বলিয়া থাকেন। আর বিকৃতা জাতি ষড়্জ ও কৈশিক্যাদি ভেদে একাদশ প্রকার জানিবে। কৈশিক্যাদি বলিতে আদিশব্দে ঋষভাদি ছয়টী এবং ষড়্জ ও দিব্য—ইত্যাদি দশটী বুঝিতে হইবে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, সখী বিশাখা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিশুদ্ধ স্বরজাতির আলাপ করিয়া রাসসঙ্গীত গান করিতে লাগিলেন। উহাতে অপূর্ব্ব সুরমূর্চ্ছনার শৈলী প্রকটিত হইল এবং সেই উন্নীত সঙ্গীতরাগে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশাখাদেবীকে অজস্র সাধুবাদে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। বিশাখা পরমদুর্গেয় স্বরজাতির বিশুদ্ধি অব্যাহত রাখিয়া এমন মধুরমূর্চ্ছনায় মনোজ্ঞ সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন যে তাহা শ্রবণ করিয়া সকলকলাগুরু ভগবান্ শ্রীমুকুন্দও মুগ্ধ হইয়া বিস্ময়ানন্দে তাঁহাকে যথারীতি সম্মানিত করিয়াছিলেন।

আবার কোনও এক গোপাঙ্গনা উক্ত স্বরজাতিমণ্ডিত সঙ্গীতে ধ্রুব নামে সুপ্রসিদ্ধ তাল সংযোজিত করিয়া সঙ্গীতের অত্যুৎকৃষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার ধ্রুপদ সঙ্গীতে অত্যধিক মোহিত হইয়া বিদগ্ধ-শিরোমণি শ্রীব্রজরাজনন্দন তাঁহার প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ইনিই ললিতকলা-নিপুণা ললিতানাম্নী শ্রীরাধার প্রধানা সখী। ধ্রুপদ সঙ্গীতে ললিতা সখী যে বিশাখা অপেক্ষাও বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত অধিকতর সম্মান জ্ঞাপনে তাহা স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইতেছে। রাসোৎসবের উৎসমুখে রাগরাগিণী বিভিন্ন ধারায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ধ্রুপদ সঙ্গীতও এই সময়ে ললিতার কণ্ঠে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল। রাসস্থলীর সঙ্গীতনিপুণা ললিতার গীতিকলা উপলক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবকবি বলিয়াছেন—

নীরজনয়নী লইল বীণ,
সকল গুণক অতি প্রবীণ
মধুর মধুর বাওই তাল
মদনমোহন-মোহিনী।
ঝঙ্কৃত ঝঙ্কৃত ঝনন ঝঙ্ক
চলত অঙ্গুলি লোলত অঙ্গ
কুটিল নয়নে করত ভঙ্গ
ভাঙ-ভঙ্গী শোহিনী॥
ললিতা ললিত ধরত তাল
মোহিত মদনমোহন লাল
কহতহি অতি ভালি ভাল
রাধা গুণ-শালিনী।
* * * *
ললিতা কহত মধুর বাত
কানু নাচত রাই সাথ
অঙ্গভঙ্গ সরস রঙ্গি
কহত শেখর তুহিনী॥
(পদামৃতমাধুরী)

এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজরমণীগণের প্রেমচেষ্টা প্রভৃতি লীলাবিলাস বর্ণনায় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেব কোথাও তাঁহাদের নামোল্লেখে বিশেষ বিশেষ বর্ণনা করেন নাই। শ্রীভাগবতের দশম-স্কন্ধে 'কাচিৎ' 'কাশ্চিৎ' 'একা' 'সা' প্রভৃতি পদে তাঁহাদের নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা খ্যাপিত করিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র। যেমন—"দুহন্ত্যোঽভিযযুঃকাশ্চিৎ (১০।২৯।১), "কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ" (১০।৩০।১৫), "তত্রৈকা চাহ রে গোপা" (১০।৩০।১৯), "অনয়ারাধিতো নূনম্" (১০।৩০।২৪), "সা বধূরঘতপ্যত" (১০।৩০।৩২), "যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণঃ" (১০।৩০।৩৮), "কাচিৎ করাম্বুজম্" "কাচিদ্দধার তদ্বাহুম্" "একা তদভ্রি কমলম্" (১০।৩২।৫), "একা ভ্রূকুটিমাবধ্য" (১০।৩২।৬), "কাচিৎ সমং দুকুন্দেন" (১০।৩৩।১০ অর্থাৎ বর্ত্তমান শ্লোকে) এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে "কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা" (১০।৩৩।১১), "কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্" (১০।৩৩।১৩) ইত্যাদি।

এই সকল স্থানে শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণের নাম উল্লেখ না করিয়া "কাচিৎ" বা কোন এক গোপী—এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। স্পষ্ট পরিচয় না দিয়া এইরূপ ইঙ্গিতচ্ছলে বর্ণনা করিবার কি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য—সে বিষয়ে গোস্বামিপাদগণের সিদ্ধান্ত অনুসরণে একাধিকবার শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভাগবতামৃত-বর্ষিণী ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। তবে এতৎপ্রসঙ্গে যাহা পূর্ব্বে আলোচিত হয় নাই তাহাই এস্থলে বিবৃত হইতেছে। সত্য বটে প্রেমবৈবশ্য হেতু শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী দ্বারকামহিষীবৃন্দের তিনি যে মধ্যে মধ্যে নামোল্লেখ করিয়াছেন সে বিষয়ে প্রমাণ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে বলিয়াছেন—

অহো কৃষ্ণরসাবিষ্টঃ সদা নামানি কীর্ত্তয়েৎ। কৃষ্ণস্য তৎপ্রিয়াণাঞ্চ ভৈষ্মাদীনাং গুরুর্ণাম॥
গোপীনাং বিততাদ্ভুতস্ফুটতর-প্রেমানলার্চ্চিশ্ছটা-দগ্ধানাং কিল নামকীর্ত্তনকৃতাৎ তাসাং বিশেষাৎ স্মৃতেঃ।
তত্তীক্ষ্ণজ্বলনোচ্ছিখাগ্র-কণিকাস্পর্শেন সদ্যো মহা-বৈকল্যং স ভজন্ কদাপি ন মুখে নামানি কর্ত্তুং প্রভুঃ॥

—(পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইতেছেন। কিন্তু তিনি গোপাঙ্গনাবৃন্দের নাম উল্লেখ করিতেন না। এই বিষয়ে কারণ জানিবার জন্য মহারাজ পরীক্ষিতের মাতা উত্তরা দেবী প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে পরীক্ষিত বলিয়াছিলেন)—আমার গুরু শ্রীবাদরায়ণি শুকদেব কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়া নিরন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সী রুক্মিণীগণের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু যখনই তিনি অত্যদ্ভুত প্রেমশিখাপ্রোজ্জ্বলা পরমপ্রেমবতী গোপসুন্দরীগণের অসমোর্দ্ধ প্রেমের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতেন, তখনই সেই প্রেমাগ্নিশিখার কণিকাস্পর্শে তৎক্ষণাৎ তিনি পরম বিবশ হইয়া পড়িতেন, ফলে তাঁহার কণ্ঠ হইতে ব্রজসুন্দরীগণের নাম উচ্চারিত করিতে তিনি সমর্থ হন নাই।

ভক্তিরসামোদী ভাবুকশিরোমণি মহামতি শুকদেব শ্রীভগবল্লীলা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবাবেশে এতই বিহ্বল হইয়া পড়িতেন যে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যাইত। বিশেষতঃ ব্রজগোপীগণের প্রেমপরাকাষ্ঠার অত্যদ্ভুত চমৎকারিত্বের কথা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত এতই প্রেমবিবশ হইয়া পড়িত যে তাঁহাদের নামোল্লেখে তিনি অসমর্থ হইয়া পড়িতেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞানপ্রেমবিহ্বলতার বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানিতে পারা যায়—অঘাসুর মোক্ষণলীলা শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চমবর্ষ বয়সে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উহার এক বৎসর পরে ব্রজবালকগণ ব্রজভূমিতে এইরূপ ব্যক্ত করেন—যে আজ অঘাসুর বধ হইয়াছে। শ্রীশুকদেব যখন মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট এইরূপ বিবৃতি প্রদান করেন, তখন পরীক্ষিত সন্দিহান হইয়া প্রশ্ন করেন যে কালান্তরকৃত কার্য্যটী কি করিয়া তৎকালীন বলা যায়? এই প্রশ্ন শ্রবণমাত্র শ্রীশুকদেব ভাবাবেশে প্রেমবিবশ হইয়া পড়েন। যথা—

শ্রীসূত উবাচ—

ইত্থং স্ম পৃষ্ঠঃ স তু বাদরায়ণিস্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ প্রত্যাহৃতং ভাগবতোত্তমোত্তম॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।১২।৪৪)

—শ্রীসূত (শৌনকাদি ঋষিগণকে) বলিতেছেন—"হে ভাগবতোত্তম শিরোমণি। মহারাজ পরীক্ষিতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থাস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥ ১১

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণবশতঃ শ্রীশুকদেবের সকল ইন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত হইল। তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি লীন হওয়ায় তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। অতঃপর উচ্চ কীর্ত্তনের ফলে কথঞ্চিৎ কষ্টের সহিত ধীরে ধীরে বহির্দৃষ্টি লাভ করিবার পর শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত হইলেন।"

শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণের লীলাবর্ণন প্রসঙ্গে এইরূপ প্রেমমূর্চ্ছা ও প্রেমবিবশ ভাবের উদয় হইত। সেই প্রেমমূর্চ্ছা অপনোদনের নিমিত্ত প্রহ্লাদ, নারদ ও ইন্দ্র প্রভৃতি সমুচ্চস্বরে পরীক্ষিত-সভায় শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতেন। পদ্মপুরাণের শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্যবর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

প্রহ্লাদস্তানধারী তরলগতিতয়া চোদ্ধবঃ কাংস্যধারী বীণাধারী সুরর্ষিস্বরশনতয়া রাগকর্ত্তার্জ্জুনোঽভূৎ।
ইন্দ্রোঽবাদীন্ মৃদঙ্গং জয় জয় সুকরাঃ কীর্ত্তনে তে কুমারাঃ যত্রাগ্রে ভাববক্তা রসরচনয়তা ব্যাসপুত্রো বভূব ॥
(পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যম্ ৮।৮৬)

—যেখানে রসরচনাবশতঃ ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব প্রেমবক্তারূপে বিদ্যমান ছিলেন—সেখানে তরলগতিস্বভাব প্রহ্লাদ তানধারী, উদ্ধব কাংস্যধারী, দেবর্ষি নারদ বীণাধারী এবং অর্জ্জুন সঙ্গীতের রাগপ্রযোক্তা রূপে বিদ্যমান ছিলেন। স্বয়ং ইন্দ্র তথায় মৃদঙ্গ বাদ্য করিতেছিলেন এবং সনৎকুমারগণ—সেই কীর্ত্তনে 'জয় জয়' ধ্বনিতে মুখরিত করিতেছিলেন।

ফলতঃ বাহ্যজ্ঞানহীন প্রেম-বিহ্বলতাবশতঃ শ্রীশুকদেব যে যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজবধূগণের নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই—ইহাও অন্যতম সঙ্গতযুক্তি বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বীকার করেন। বর্ত্তমান শ্লোক হইতে পর পর কয়েকটী শ্লোকে ব্রজগোপীগণের গীতসংলাপ ও কাম্যবিলাসের বিশেষ বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। নামোল্লেখ না থাকিলেও শ্রীশুকদেব বর্ণিত বিশিষ্ট বিবরণ হইতেই প্রধানা গোপীবৃন্দের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে—বর্ত্তমান শ্লোকে স্বরজাতি সঙ্গীতের গায়িকা বিশাখার কথা বলা হইয়াছে এবং তদনন্তর ধ্রুপদ সঙ্গীতের বিবরণপ্রসঙ্গে সঙ্গীতকুশলা ললিতার কথাই বিবৃত হইয়াছে। ধ্রুবতাল সম্বলিত ললিতার ললিত কণ্ঠের সঙ্গীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বড়ই মনোহারী, তাই বিশাখা অপেক্ষা ললিতাই শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অধিকতর সম্মান লাভ করিলেন ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—রাসপরিশ্রান্তা (রাসেন পরিশ্রান্তা) শ্লথদ্বলয়মল্লিকা (শ্রমেণ নবমল্লিকাবৎ বিলুপিতাঙ্গায়াং শ্লথন্তঃ পরস্পরং বিচ্ছিন্ত সংঘট্টং কুর্ব্বন্তঃ বলয়াঃ তথাশ্লথন্তঃ গলন্ত্যঃ মল্লিকাশ্চ কবরস্থা যস্যাং সা) কাচিৎ (ব্রজাঙ্গনা) পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ (নটবৃন্দাধিপত্যুচিতাগদাকৃতিং যষ্টিং বিভর্ত্তি যঃ স তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) স্কন্ধং বাহুনা (দক্ষিণেন ভূজেন) জগ্রাহ (শিশ্রিয়ে) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—রাসশ্রমে পরিশ্রান্তা কোন ব্রজাঙ্গনা পার্শ্বস্থিত গদাধর শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশ নিজ বাহু দ্বারা গ্রহণ করিলেন। এই ব্রজাঙ্গনার বলয় ও মল্লিকাসমূহ শ্লথ হইয়া পড়িতেছিল ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—এবং নৃত্যগীতাদিনা শ্রীকৃষ্ণসম্মানিতাং তাসাং অতিপ্রীতিবিলসিতং বৃত্তমাহ কাচিদিতি। শ্লথন্তি বলয়ানি মল্লিকাশ্চ যস্যাঃ সা ॥ ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী—এবং কাসাঞ্চিদ্গুণোৎকর্ষপ্রাধান্যেন তত্রাপি তারতম্যেন গানাদ্যনুভাবকং প্রেম বর্ণয়িত্বা কাসাঞ্চিৎ সম্ভোগপ্রাধান্যেন বর্ণয়তি কাচিদ্রাসেত্যাদিনা। তথাপি কস্যাশ্চিৎ সৌভাগ্যপ্রাধান্যেনাহ কাচিদ্রাসেতি। পার্শ্বস্থস্যেতি শীঘ্রসুখগ্রহণং দর্শিতম্। অন্যথা রাসাবেশেন স্খলনং সম্ভবেৎ। গদাং নটবিন্দাধিপত্যুচিতাং গদাকৃতিং যষ্টিং বিভর্ত্তি ইতি। যদ্বা। গদতি বর্ণাত্মকং শব্দং নিগদতীতি গদা বংশী তাং তদুচিতত্বেনাপি বিভর্ত্তীতি গদাভৃৎ তস্য। অতএব মধ্যস্থাপি নটবৃন্দাধিপতিস্থানীয়োঽয়ং প্রকাশঃ পরিশ্রান্তিলক্ষণং শ্লথদিতি। শ্রমেণ নবমালিকাবদ্বিলুলিতাঙ্গায়াং শ্লথন্তঃ পরস্পরং বিচ্ছিন্ন সংঘট্টং কুর্ব্বন্তো বলয়াঃ তথা শ্লথন্তো গলন্ত্যো মল্লিকাশ্চ কবরস্থা যস্যাং সা। তথা শ্রীপরাশরেণাপ্যুক্তম্। পরিবর্ত্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্। দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ। ইতি। অত্র মল্লিকানাং শিথিলতা চ জ্ঞেয়া। শোভাদিদশানাং মধ্যে সোঽয়ং মাধুর্য্যনামানুভাবো জ্ঞেয়ঃ। যথোক্তম্। মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতেতি। এবমস্যাঃ স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্বং মধ্যস্থিতত্বঞ্চ দর্শিতম্। তস্মাৎ শ্রীরাধিকেয়ম্। অতো নিকটপঠিতে গানবিদ্যয়া তদ্দ্বয়সুখকারিণ্যৌ তৎসখ্যৌ শ্রীললিতাবিশাখে ভবেতাম্। পূর্ব্বস্যাস্তাদৃশচেষ্টত্বেন বর্ণনং স্বতন্ত্রনায়িকাত্বব্যঞ্জকম। উত্তরয়োর্গীতাদিগুণত্বেন বর্ণনং সাহায়কব্যঞ্জকমিতি॥ ১১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্ব শ্লোকে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব সদ্‌গুণপ্রধানা বিশাখা ও ললিতা—এই প্রধানা গোপীদ্বয়ের সঙ্গীত বৃত্তান্তের পরিচয় দিয়া বর্ত্তমান শ্লোকে উক্ত সদ্বীদ্বয়ের যূথেশ্বরী—শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকার বর্ণনা প্রদান করিতেছেন। রাসনৃত্যাবেশে পরিশ্রান্তা কোন এক গোপাঙ্গনা নিজ বাহুদ্বারা পার্শ্বস্থিত গদাধর শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধ অবলম্বন করিলেন। ইনিই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীমুখ্যা শ্রীরাধিকা। তাঁহার নৃত্যচঞ্চল বাহুযুগলের সুবর্ণবলয় দোলায়িত হইতেছিল, এক্ষণে উহা শিথিলবিন্যস্ত হইয়াছে, কবরীবন্ধের মল্লিকামালা ও কুসুমরাজি নৃত্যান্দোলনে শ্লথ হইয়া খসিয়া পড়িতেছে ও রাসাবেশে তাঁহার দেহতনু শ্রমবশে অলস হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক সেই সময়ে তাঁহার পার্শ্বস্থিত প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে তাঁহার অলস বাহু স্থাপন করিয়া তিনি আশ্রয় অবলম্বন করিলেন। শ্রীরাধিকা তাঁহার সখীর সহিত পরস্পর বাহু গ্রথিত করিয়া এতক্ষণ নৃত্য করিতেছিলেন। আন্দোলিত বাহুর তালে তালে তাঁহার হস্তস্থিত বলয় আন্দোলিত হইতেছিল এবং কেশপাশ হইতে মল্লিকামালা শ্লথ হইয়া স্থানচ্যুত হইয়াছিল। এমন সময়ে শ্রমক্লান্তা রাধিকা তাঁহার করপদ্ম পার্শ্বস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে সংলগ্ন করিয়া তাঁহার অলসদেহভার ন্যস্ত করিলেন। একমাত্র শ্রীরাধিকাই এমনতর শ্রীকৃষ্ণসৌভাগ্য লাভের অধিকারিণী।

কৃষ্ণপ্রেয়সীমুখ্যা শ্রীরাধিকা রাসরসতাণ্ডবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে বিদ্যমান থাকিয়া রাসনৃত্যবিলাস করিতেছিলেন। নৃত্যক্লান্তি অনুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতি সহজেই তাঁহার দক্ষিণভুজপাশ প্রসারিত করিয়া পার্শ্বস্থিত শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশ ভর করিয়া রাসাবেশজনিত পদস্খলনের সম্ভাবনা হইতে আপনাকে তিনি রক্ষা করিলেন। শিথিল বলয় ও শ্লথমল্লিকা মালার বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে রাসাবেশ ও নৃত্যশ্রমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীমুখ্যা ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধিকা কতখানি অসংযত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার হস্তস্থিত স্বর্ণবলয় সমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে সংঘট্ট করিতেছিল এবং কবরীস্থিত মল্লিকাকুসুমসমূহ স্খলিত হইতেছিল। শ্রমখেদপীড়িতা শ্রীরাধাও সম্ভবতঃ বিগলিতনবমল্লিকার ন্যায় বিলুলিতাঙ্গী হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণেও শ্রীপরাশর কর্ত্তৃক অনুরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

পরিবর্ত্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্। দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণম্)

—'কোন গোপাঙ্গনা ভ্রমণশ্রমে শ্রান্তা হইয়া চঞ্চলবলয়মুখরিত বাহুলতা মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে অর্পণ করিলেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধিকা শ্রমাবেশে কাতরা হইয়া তাঁহার বাহুলতা গদাধর শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে স্থাপন করেন—শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোকে এইরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়। এস্থলে গদাধারী পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে গোস্বামিপাদগণ বলিয়াছেন—গদা অর্থাৎ নটবৃন্দাধিপতির উপযুক্ত গদাকৃতি যষ্টি যিনি ধারণ করিয়াছেন—এই অর্থে গদাধর বলিতে রাসমণ্ডলীর অধিনায়ক শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। নটবৃন্দের অধিপতি যেরূপ নটগণের মধ্যস্থলে অবস্থান করেন, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ প্রকাশমূর্ত্তি রাসমণ্ডলীর মধ্যভাগে বিরাজ করিয়া অধিনায়কের কার্য্যভার সম্পন্ন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীমুখ্যা শ্রীরাধিকা তাঁহার পার্শ্বেই বিদ্যমান ছিলেন। এই বিবরণে ইহাও প্রতিপাদিত হয় যে সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকাও রাসমণ্ডলীর-কেন্দ্রস্থল শোভিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে বিরাজ করিতেছিলেন। আবার গদাধারী শব্দে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবতোষণীব্যাখ্যায় উল্লিখিত হয়—

"গদতি বর্ণাত্মকং শব্দং নিগদতীতি গদা বংশী তাং তদুচিতগুণাপি বিভর্ত্তীতি গদাভৃৎ তস্য।"

(বৈষ্ণবতোষণী)

অর্থাৎ যাহা বর্ণাত্মক শব্দ নিনাদিত করে এই অর্থে 'গদা' বা বংশী উচিত বিধায় উহা যিনি ধারণ করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্শিনীতে পক্ষান্তর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

গদনং গদা গদাগীতিবত্যোঃ সখ্যোগুর্ণতারতম্যজ্ঞানকথা তাং বিভর্ত্তি ধত্তে পুষ্যতি বা তস্য

(শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনী)

—গদা বলিতে নিগদন বা গীত-আলাপন। গীতবতী সখীদ্বয়ের গুণ-তারতম্যের জ্ঞানবৃত্তান্ত যিনি অবগত আছেন বা যিনি সেই জ্ঞানবৃত্তান্তের পুষ্টিবিধান করেন—তাঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের।

যাহা হউক, বর্ত্তমান শ্লোকে গদাভৃৎ শব্দে যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে, তেমনি 'কাচিৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেও শ্রীরাধিকারই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। শ্রীমৎকিশোরপ্রসাদ বিদ্বৎপাদকৃত বিশুদ্ধরসদীপিকা টীকাতে উল্লেখ আছে—

কাচিদনির্ব্বচনীয়া ইত্যর্থঃ। যদ্বা তাদৃশসৌভাগ্যোৎকর্ষবতী। শ্লেষেণ কেন ব্রহ্মেন ভানুনেতি যাবৎ। আচিতা অযোনিজাত্বাৎ সনাতনতয়া সংগৃহীতেতি কাচিৎ। অযোনিজেয়ং কল্যাণী কীর্ত্তিতা কীর্ত্তিনন্দিনী ইতি-ব্রহ্মবৈবর্ত্তাৎ। ভগবত ইব তস্যা অপি প্রাদুর্ভাবমাত্রমেবেতি ভাবঃ। মারুতে বেধসি ব্রহ্মে পুংসি কঃ কং শিরোম্বুনো-রিত্যমরঃ। তদেবং ককারস্যানেকার্থস্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যা ভানৌ শক্তিঃ। ততশ্চ নামৈকদেশে নামগ্রহণমিতি ন্যায়াদ্ বৃষভানুনন্দিনীতি নামাপি সংসাধিতম্। শ্লিষ্টৈঃ পদৈঃ পিশুনয়েচ্চ রহস্যবস্ত্বিত্যলঙ্কারানুসারেণ সঙ্গোপিতমপি। অথবা পদ্মপুরাণসংবাদেন কেন বেধসাংশ্যবতরণপ্রসঙ্গে বৃষভানুনাম্না গোপরাজেনাত্মজাত্বেনাচিতেতি কিবন্তোঽয়মিতি।

(বিশুদ্ধরসদীপিকা)

—'কাচিৎ শব্দের অর্থ অনির্ব্বচনীয়া কোনও এক জন, অথবা সেই প্রকার সৌভাগ্যবতী কোন এক জন। শ্লেষ অর্থাৎ একই শব্দের অর্থান্তর স্বীকার করিলে জানিতে পারা যায়—'ক' অর্থে ব্রহ্ম অর্থাৎ ভানু, এবং তৎকর্ত্তৃক আচিতা বা সংগৃহীতা, অযোনিজা বলিয়া চিরন্তনরূপে সংগৃহীতা। শ্রীরাধা যে অযোনিজা সে সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—কীর্ত্তিনন্দিনী (কৃত্তিকানন্দিনী) এই কল্যাণী শ্রীরাধা অযোনিজারূপে কীর্ত্তিতা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধিকারও প্রাদুর্ভাবমাত্রই জানিতে পারা যায় (কারণ ইঁহাদের জন্ম নাই এবং ইঁহারা অনাদি)। অমরকোষের বিবরণ হইতে জানা যায়—'কিম্' শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইলে মারুত, বিধাতা ও ব্রহ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অর্থ বুঝাইয়া থাকে। আর ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইলে উহা মস্তক ও জলকে বুঝাইয়া দেয়। অতএব যে ক-কারের অনেক প্রকার শব্দার্থ রহিয়াছে সেই ক-কারের মুখ্যবৃত্তি দ্বারা ভানুতেই শক্তি। আবার নামের একদেশ মাত্র গ্রহণ করিলে নামগ্রহণেরই সমান হয় এই ন্যায় অনুসারে ভানু বলিতে বৃষভানুনন্দিনী—এই নামও সাধন করিতে পারা যায়। শ্লেষের এই উপযোগিতা সম্বন্ধে আলঙ্কারিকগণ বলেন—সাহিত্যের রহস্যবস্তু সংগোপিত থাকিলেও শ্লেষযুক্ত বাদের সাহায্যে উহা উদ্ঘাটন করিবে। আবার 'কাচিৎ' পদের পদ্মপুরাণের বিবরণ অনুসারে এই অর্থও করা যায়—'ক' দ্বারা অর্থাৎ বিধাতার অংশাবতারণ প্রসঙ্গে বৃষভানু নামক গোপরাজকর্ত্তৃক আত্মজারূপে আচিতা অর্থাৎ সংগৃহীতা—এইরূপে কাচিৎ—একটী ক্বিবন্তপ্রত্যয়।'

যাহা হউক, 'কাচিৎ' এই পদে যে গোপাঙ্গনার কথা বলা হইয়াছে তিনিই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা পরম সৌভাগ্যবতী শ্রীরাধিকা। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা তাঁহার প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দের সহিত যে প্রীতি ব্যবহার করেন তাহাতে স্বাধীন ভর্ত্তৃকার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীন ভর্ত্তৃকার লক্ষণ সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়—

স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

—যে নায়িকার প্রেমে বশীভূত হইয়া নায়ক তাঁহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সর্ব্বদা নিকটে অবস্থান করেন সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা বলে।

নায়ক স্বাধীনভর্ত্তৃকার বিশেষ অনুগত হয় এবং নায়িকার অধীন হইয়া নায়িকার বাক্যানুসারে সকল কার্য্য করিয়া থাকে। জয়দেব প্রণীত গীতগোবিন্দের বর্ণনায় দেখা যায়, বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধা তাঁহার বেশবিন্যাস ও প্রসাধনের নিমিত্ত তাঁহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে আদেশ দিতেছেন—

রচয় কুচয়োঃ পত্রং কুরুষ্ব কপোলয়োঃ ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চপ্রজা কবরীভরম্।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পাদে কুরু নূপুরাবিতি নিনাদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ॥

(গীতগোবিন্দম্)

—হে গোকুলযুবরাজ! তুমি আমার বক্ষের কস্তূরীপত্র রচনা কর, কপোলদ্বয় চন্দনচিত্রিত কর, নিতম্বতটে মণিময়-মেখলা বিন্যাস কর, পুষ্পমালায় কবরীবন্ধ শোভিত কর, ভুজদ্বয়ে বলয় ও চরণে নূপুর পরিধান করাও। শ্রীমতী রাধিকার আদেশ লাভ করিয়া—প্রীতিভরে পীতাম্বর অনুরূপ আচরণ করিলেন।

শ্রীরাধিকার এইরূপ আজ্ঞা তাঁহার সখীগণ গোকুলযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থাপিত করিতেন এবং বৈষ্ণবপদকর্ত্তা চন্দ্রশেখর তাহার বর্ণনা গাহিয়াছেন—

সখীগণ কহে শুন নাগর কান।
বিরচহ রাইক বেশ বনান॥
সিঁথি রচন করি' দেহ সিন্দুর।
চিবুকহি মৃগমদ রচহ মধুর॥
নয়নহি অঞ্জন যাচক পায়।
পীন পয়োধর চিত্রহ তায়॥
ঐছে বচন তব শুনইতে পাই।
শেখর বেশ সাজলেই ধাই॥

(চন্দ্রশেখর)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোকে যদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার কেশরচনাদির নিমিত্ত আদেশ জ্ঞাপিত হয় নাই, তথাপি বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক নায়কবর শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে নিজ বাহু স্থাপনের বৃত্তান্ত হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই অধীন এবং শ্রীমতী রাধিকার আচরণে স্বাধীনভর্তৃকার ভাব বহুস্থলে প্রকটিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্লোকের বিবরণেও অনুরূপ ভাবের ইঙ্গিত জ্ঞাপিত হওয়ায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 'কাচিৎ' পদে শ্রীমতী রাধিকাকেই নির্ণীত করিয়াছেন।

ঘনমণ্ডলাকারে বিদ্যমানা গোপীবৃন্দের মধ্যস্থলে শ্রীরাধিকা গোকুলযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। ভক্তিভূষণে অলঙ্কৃত ভগবদ্ভক্তের ন্যায়, শ্রুতিদ্বারা অবভাসিত নিত্যপরমানন্দ ব্রহ্মের ন্যায় স্বাধীনভর্তৃকার সম্মানে প্রতিষ্ঠিতা পরমগৌরব ও সৌভাগ্যে গৌরবান্বিতা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীমুখ্যা শ্রীরাধা কর্ত্তৃক বাহু প্রসারণে আলিঙ্গিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজ কতই না শোভা বিচ্ছুরিত করিতেছেন! নটবৃন্দের অধিপতি যেরূপ নটগণের মধ্যস্থলে অবস্থান করেন, সেইরূপ শ্রীভগবানের রাধাযুগলিত প্রকাশমূর্ত্তিও গোপীজনকৃত রাসমণ্ডলীর মধ্যভাগে শোভিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অনন্দঘনতমস্বরূপ, শ্রীরাধিকাও প্রেমঘনতমস্বরূপা। আনন্দ ও প্রেমের চির অনবচ্ছিন্ন ও নিত্য বিজড়িত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাই উভয় উভয়ের সহিত মিলিত হইয়া রস ও রূপের পরমমাধুর্য্য ও শোভাতিশয় প্রকটিত করিলেন।

রসতত্ত্ব বিবেচনা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান শ্লোকসম্বন্ধে আরও কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন। ভক্তিরসশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ উজ্জ্বলনীলমণির সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে বর্ত্তমান শ্লোকে "মাধুর্য্য" নামক অনুভাব প্রকটিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে গৌড়ীবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিকভেদে অনুভাবকে তিন প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অলঙ্কার নামক অনুভাবের বিংশতি প্রকার ভেদ বিদ্যমান—যেমন, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য—এই সাতটী বেশভূষানিরপেক্ষ ও স্বতঃপ্রকাশিত; এবং হাব, ভাব, হেলা—এই তিনটী অঙ্গগত; আর লীলা বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিৎ, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত—নায়িকাবৃন্দের স্বস্বভাবজনিত এই দশটী—এইরূপ সর্ব্বসমেত বিংশতি প্রকার। উক্ত বিংশতি প্রকার ভেদের লক্ষণগুলির বিবরণ আলোচনা না করিয়া প্রসঙ্গপ্রাপ্ত মাধুর্য্য নামক অনুভাবের লক্ষণ আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই—

মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা

(উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবপ্রকরণম্)

—সকল অবস্থাতেই যে-সকল চেষ্টায় মনোহারিত্বগুণের প্রকাশ হয় তাহার নাম মাধুর্য্য অনুভাব। অনুভাব বলিতে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর কারিকায় জানিতে পাই—

অনুভাবস্তু চিত্তস্থভাবানামবরোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ২।২।১)

—'যে সকল বহির্বিক্রিয়া দ্বারা চিত্তস্থিত ভাবের অভিব্যক্তি হয় তাহাদিগকে অনুভাব ও উদ্ভাস্বর বলে।'

সুতরাং বর্ত্তমান শ্লোকে রাসপরিশ্রান্তা শ্রীরাধা যে তাঁহার বাহুলতা প্রসারণ করিয়া পার্শ্বস্থিত গোকুলযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার কবরীবন্ধ হইতে যে মল্লিকামালা স্খলিত হইয়া পড়িতেছে—এই বিবরণে যথার্থ সেই মাধুর্য্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে॥ ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—তত্র (তাসাং মধ্যে) একা (গোপী) অংসগতং (স্বস্কন্ধস্থিতং) উৎপলসৌরভং (স্বভাবত এব উৎপলপুষ্পতোঽপি অধিকং তজ্জাতীয়ং সৌরভং যস্য তং বিশেষতশ্চ) চন্দনলিপ্তং (চন্দনেন আসম্যক্ ভক্তিচ্ছেদাদিসাধুপ্রকারেণ লিপ্তং) কৃষ্ণস্য বাহুম্ আঘ্রায় (সৌরভম্ অনুভূয়) হৃষ্টরোমা (প্রেমবৈবশ্যাৎ হৃষ্টানি পুলকিতানি রোমাণি যস্যাঃ তথাভূতা সতী) হ (স্পষ্টং) চুচুম্ব (বাহুম্ অধরং বা চুম্বিতবতী)॥ ১২

মূলানুবাদ।—তন্মধ্যে এক গোপী নিজস্কন্ধস্থিত উৎপল পুষ্পাপেক্ষাও অধিক সৌরভযুক্ত ও চন্দনলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বাহু আঘ্রাণ করিয়া প্রেমবৈবশ্যে পুলকান্বিত কলেবরে উহা চুম্বন করিলেন॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—উৎপলস্য সৌরভমিব সৌরভং যস্য তং বাহুম্॥ ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ প্রাক্তনক্রিয়া-সাদৃশ্যেন নূনং শ্রীশ্যামলাবিলাসমাহ তত্রেতি। একা গোপী অংসগতং স্বস্কন্ধস্থিতং স্বভাবত এব উৎপলপুষ্পতোঽপ্যধিকং তজ্জাতীয়ং সৌরভং যস্য ইত্যর্থঃ। বিশেষতশ্চন্দনেন আ সম্যক্ ভক্তিচ্ছেদাদিসাধুপ্রকারেণ লিপ্তং হ স্পষ্টম্। চুম্বনে হেতুঃ হৃষ্টরোমেতি প্রেমবৈবশ্যাদিত্যর্থঃ। শ্লেষেণ রোমাণ্যপি হৃষ্টানি তস্যাশ্চ হর্ষঃ কিং বক্তব্য ইত্যর্থঃ। অয়ং প্রাগল্ভ্যাখ্যোঽনুভাবঃ যথোক্তম্। নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্ভতা ইতি॥ ১২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ইতঃপূর্ব্বে "কাচিৎ সমং মুকুন্দেন" প্রভৃতি দুই শ্লোকে রাসমণ্ডলীমধ্যস্থা প্রধানা গোপীত্রয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে। স্বরজাতির সুরলহরী প্রবর্ত্তিত করিয়া বিশাখসখী যে-সঙ্গীত আলাপন করিয়াছিলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিমোহিত হইয়া সাধুবাদ বিজ্ঞাপনে তাঁহার প্রতি প্রীতি ও আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন। আবার শ্রীরাধাসখী ললিতা ও তাঁহার সুললিত কণ্ঠে সেই স্বররাগে যখন ধ্রুবতাল সংযোজিত করিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গীতকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া নিখিলকলাগুরু শ্রীমুরারি তাঁহার প্রতি অধিকতর ও বহুবিধ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সদ্‌গুণপ্রধানা এই গোপীদ্বয়ের গীতিনৈপুণ্যের বিবরণ প্রকাশ করিয়া পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেব পরমসৌভাগ্যবতী কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীমতী রাধিকার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাই—রাসপরিশ্রান্তা শ্রীরাধিকার কবরীবন্ধ হইতে মল্লিকামালা স্খলিত হইয়া পড়িতেছে এবং বাহুস্থিত বলয় পরস্পর শিথিল হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে সংঘট্ট করিতেছে এবং নৃত্যশ্রমক্লান্তা শ্রীরাধিকা তাঁহার ভুজলতা প্রসারণ করিয়া পার্শ্বস্থিত রাসনটাধিপ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়াছে।

অতঃপর বর্ত্তমান শ্লোকের বিবরণে দেখা যায়, রাসনৃত্যপরায়ণ শ্রীব্রজরাজনন্দনও পরিশ্রান্ত হইয়া কোনও এক ব্রজাঙ্গনার স্কন্ধদেশে তাঁহার বাহুস্থাপন করিয়াছেন এবং সেই ব্রজাঙ্গনা তাঁহার স্কন্ধদেশে স্থাপিত রাসবিহারী নবনটবর শ্রীকৃষ্ণের কোমলপেলব চন্দনলিপ্ত সুরভিত বাহু চুম্বন করিতেছেন। কোমল ও সুগন্ধি উৎপল অপেক্ষাও সেই বাহু অধিকতর সৌরভ ছড়াইতেছে ও সেই বাহুর সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া প্রেমবিবশা গোপী পুলকাঞ্চিত দেহে উহাতে চুম্বন প্রদান করিতেছেন।

এই শ্রীকৃষ্ণ বাহু উৎপলের ন্যায় সুরভিত অথবা উৎপল অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সৌরভে সুরভিত। পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে উৎপলেও যাঁহার সৌরভ বিদ্যমান, এমন সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাহু প্রেমবৈবশ্যে ব্রজগোপী চুম্বনস্পৃষ্ট করিলেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব্বত্র যে-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সদ্‌গুণরাজি ব্যাপ্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে এবং তদ্বশতঃ উৎপলপ্রভৃতির সৌরভও যে পৃথিবীতে ছড়াইয়া রহিয়াছে—এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট প্রমাণ আছে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

রসোঽমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ
প্রণবং সর্ব্ববেদেষু শব্দং খে পৌরুষং নৃষু॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭।৮-৯)

—'হে অর্জ্জুন! আমি জলের রস, চন্দ্রসূর্য্যের প্রভা, সর্ব্ববেদের প্রণব, আকাশের শব্দ এবং মনুষ্যগণের পৌরুষ। আমি পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, সূর্য্যের তেজঃ, সর্ব্বভূতের জীবন এবং তপস্বীর তপঃ।'

অতএব দেখা যায় যে বিশ্বের সকল স্থানে ও সকল বস্তুতে যে গুণ-সমূহ বিদ্যমান তাহা শ্রীভগবানেরই অংশ। অন্যান্য বিষয়বস্তু পুনঃ পুনঃ ভোগে প্রতিক্ষণ বিরস হইয়া উঠে, কারণ উহা বিকারী জাগতিক বস্তু, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে বাহু-সৌরভ উহা তাঁহার স্বরূপাত্মক বলিয়া বিকারী নহে—উহা নিত্যপরিপূর্ণ; কাজেই সে-সৌরভে প্রতিক্ষণেই নিত্য নবনবায়মান পরমানন্দ অনুভূত হয়। অতএব 'উৎকৃষ্টমেব প্রতিপলং সৌরভং যস্য"—শ্রীমদ্ রামনারায়ণকৃত ভাবভাববিভাবিকটীকার এই ব্যাখ্যা অনুসারে বলা যায়—প্রতিপল বা প্রতিক্ষণে যাঁহার সৌরভ উৎকৃষ্ট উহাই 'উৎপল সৌরভ' বাহু। অথবা 'উৎপলসৌরভ' বলিতে ইহাও ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় যে 'উৎপল' বা রাত্রিকালীন কমল—যাহা রাত্রিকালেই শোভা পায়, এবং 'সৌর' বা দিনকমল—যাহা দিবাভাগে শোভা প্রকাশ করে—তদুভয়ের আভা বা শোভাই যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণবাহুতে বিদ্যমান ছিল। এমনতর পরম সৌরভমণ্ডিত শ্রীভগবদ্বাহুতে চন্দনাদি সৌরভের প্রয়োজন হয় না সত্য, তথাপি সূর্য্যদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রদীপের ন্যায় সেই সৌরভময় বাহুতেও চন্দন লিপ্ত ছিল। রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যক্লান্ত হইয়া চন্দনচর্চ্চিত সেই সৌরভময় বাহুকমল রাসমণ্ডলীর নৃত্যপরায়ণা জনৈকা গোপরমণীর স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই ব্রজাঙ্গনা সহর্ষে সেই শ্রীকৃষ্ণকরকমল চুম্বন করিয়াছিলেন।

প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃসৌরভময় চন্দনলিপ্ত সেই বাহুর স্পর্শে ব্রজগোপীর তনুমনঃ ব্যাপ্ত করিয়া কদম্ব-কুসুমের ন্যায় বুঝি বা সারাদেহে পুলক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ব্রজগোপিকার প্রেমবিবশ দেহে যেই সে করস্পর্শ লাগিল অমনই পুলক শিহরণ তাঁহার সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। শুষ্ক তৃণলতা বৃষ্টিধারা নিঃষেকে যেমন পুলকিত হইয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ব্রজগোপীর দেহে শ্রীকৃষ্ণভুজস্পর্শের অমৃতরসনিঃষেকে সহসা এক অত্যদ্ভুত চেতনার সাড়া জাগিয়া উঠিল। প্রতিলোমকূপে হর্ষ রোমাঞ্চিত হইল এবং পুলকবিবশা ব্রজগোপী পরম বিমোহিতা হইয়া সেই সৌরভময় করকমল চুম্বনে পরমতম অমৃতের আস্বাদ অনুভব করিলেন।

সখীজন সমাজে বিদ্যমান থাকিয়াও এই ব্রজাঙ্গনা নিঃশঙ্কহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের করকমল চুম্বন করিলেন। ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণের প্রেমবৈবশ্য সূচিত হইলেও সঙ্গে সঙ্গে কথঞ্চিৎ প্রগল্‌ভতাও প্রকাশ পাইয়াছে। রসশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে এই আচরণকে প্রাগল্‌ভ্য নামক অনুভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ কথিত আছে—

নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগে তু বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—অনুভাবপ্রকরম্)

—অর্থাৎ সম্ভোগ বা চুম্বনাদি প্রেমপরিপাটী প্রয়োগে চিত্তের যে-নিঃশঙ্কভাব প্রকাশিত হয় তাহাকে পণ্ডিতগণ প্রগল্‌ভতা বলিয়া নিরূপিত করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজগোপীগণের এই প্রগল্‌ভতাময় আচরণে রসরাজ শ্রীব্রজরাজনন্দন যে পরমানন্দ লাভ করেন, শ্রীল রূপ-গোস্বামিকৃত বিদগ্ধমাধব নাটকে বৃন্দাদেবীর নিকটে কথিত ললিতাসখীর উক্তিতে তাহার বিবরণ দৃষ্ট হয়—

প্রতিকূল্যমিব যদ্বিবৃণোতি রাধিকা রদনখার্পিণোদ্ধুরা।
কেলিকর্ম্মণি গতা প্রগল্‌ভতাং তেন তুষ্টিমতুলাং হরির্যযৌ॥

(বিদগ্ধমাধবম্ ৭ম অঙ্কঃ)

—শ্রীরাধা কেলিক্রিয়ায় দন্ত ও নখাঘাতে উদ্ধত হইয়া প্রগল্‌ভতা প্রকাশপূর্ব্বক যে প্রতিকূল আচরণ প্রদর্শন করেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় আনন্দলাভ করেন।

যদিও অনুরূপ অন্যান্য শ্লোকের ন্যায় বর্ত্তমান শ্লোকেও কোন ব্রজরমণীর নাম উল্লিখিত হয় নাই—তথাপি উক্ত ব্রজগোপীর আচরণ ও স্বভাব প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বর্ত্তমান শ্লোকের বিবরণ হইতে নিরূপণ করিয়াছেন যে এই ব্রজগোপী প্রাগল্‌ভ্যপরায়ণা শ্যামলা নাম্নী শ্রীরাধিকার অন্যতর সখী।

আনন্দঘনতমবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি অসংখ্য ব্রজগোপীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহস্বরূপা। শ্রীরাধিকা প্রেমকল্পলতা-রূপিণী, আর অসংখ্য ব্রজগোপীগণ তাঁহারই শাখাপ্রশাখা ও পল্লবরূপিণী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে মহাভাবরূপ চরম প্রেমের বশীভূত, সেই মহাভাবের মর্য্যাদা রক্ষা করেন বলিয়াই ব্রজরমণীগণ 'গোপী'—"গোপায়ন্তি রক্ষন্তীতি যাঃ গোপ্যঃ।"

গোপীগণের সকল চেষ্টা ও সকল অনুভূতি ছাপিয়া শ্রীকৃষ্ণসুখবাসনাই নিত্য জাগরূক। উহাতে নিজ সুখের বাসনা কিছুমাত্র নাই। নিজ সুখ ব্যতীত কোনও কার্য্যে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না—যদি কেহ এইরূপ প্রশ্ন করেন—তাহা হইলে তদুত্তরে বলিতে হয়—ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণসেবায় যে পরমানন্দ লাভ হয় তাহা তাঁহাদের নিজ সুখবাসনার ফল নহে। উহা গোপীজনগণের প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুখপ্রাপ্তির বাসনা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণসেবায় স্বভাবতঃই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্ভব হয়। উহা কোনরূপ আত্মকেন্দ্রিক বাসনার উপরে নির্ভর করে না। আনন্দানুভূতি শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি বা শ্রীকৃষ্ণসেবার বস্তুগত ধর্ম্ম। দাহশক্তি অগ্নির বস্তুগত ধর্ম্ম—উহা কোনও বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে না—কারণ উহার দাহধর্ম্ম না জানিয়াও যদি কেহ অগ্নিতে অঙ্গুলি স্থাপন করে তাহা হইলে সে অগ্নিজ্বালা অনুভব করে। সেইরূপ আনন্দানুভূতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অতএব যদিও গোপাঙ্গনাগণের হৃদয়ে নিজ সুখবাসনা বিন্দুমাত্র নাই এবং সেই সুখের জন্য তাঁহাদের কোনও লালসাও নাই, তথাপি তাঁহারা কৃষ্ণসেবায় যে নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করেন উহা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধর্ম্ম, কিন্তু উহা নিজ সুখবাসনার পরিণাম ফল নহে। অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপাঙ্গনাগণের আচরণে আত্ম-প্রীতিমূলক কামগন্ধ আরোপ করা সম্পূর্ণ অনুচিত।

ব্রজগোপাঙ্গনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে কান্তাভাবময়ী লীলা—উহা প্রাকৃত জগতের কামকেলি নহে। উহাতে দর্শন আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতি প্রাকৃত নায়ক নায়িকোচিত প্রেম-ব্যবহার দৃষ্ট হয় সত্য—কিন্তু উহা হ্লাদিনীশক্তির বিলাসবৈচিত্রীই সূচিত করে। নায়ক এবং নায়িকার মধ্যে পরস্পর প্রীতির আস্বাদন ও অভিব্যক্তির জন্যই তাঁহাদের মিলন বা সম্ভোগ। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে সম্ভোগ প্রকরণে বর্ণিত আছে—

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্মিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ইষ্যতে॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—সম্ভোগপ্রকরণম্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—অর্থাৎ 'দর্শন' ও আলিঙ্গনাদিতে যে সেবা ও আনুকূল্যকর আচরণের অনুশীলন করা হয় তাহা দ্বারা যুবক-যুবতির উল্লাসবিধায়ক যে-ভাব তাহাকে সম্ভোগ বলা হয়।'

অতএব দর্শন চুম্বন আলিঙ্গনাদির দ্বারা ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেবাময় আনুকূল্যকর প্রেমভাব প্রদর্শন করেন। চুম্বন আলিঙ্গনাদি তাঁহাদের প্রীতিভাবের অভিব্যক্তির দ্বারস্বরূপ এবং তাঁহাদের সে প্রীতিভাব আত্মসুখবাসনা বিবর্জ্জিত। মায়িক জগতে নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি যে-আসক্তি, উহা কামমূলক এবং তাহাদের আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতি ব্যবহার আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিমূলক। আবার প্রাকৃত জাগতিক ভালবাসায় আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতি বাহ্যব্যবহারেই প্রীতির সঞ্চার হয়, কিন্তু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাশূন্য অপ্রাকৃত ভালবাসায় বাহ্যব্যবহারের উপরে নির্ভর করিতে হয় না। কারণ উহাতে প্রথমতঃই প্রীতির সঞ্চার হয়, পরে সেই প্রীতিবশতঃ নায়কনায়িকোচিত বাহ্যব্যবহার প্রকটিত হয়; সুতরাং প্রাকৃত কাম ও অপ্রাকৃত প্রেমের মধ্যে যে কত পার্থক্য তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

কামপ্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লোহ আর হেম যৈছে বিভিন্ন লক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য হয় প্রেমেতে প্রবল॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্তজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন। কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।১৪০—৪৫)

লৌকিক জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে লোকে নিজ সুখের আশায় স্বাভীষ্ট পূরণের বাসনায় নিজ কামনা বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে বেদধর্ম্মাদি বর্জ্জন করে। পরপুরুষ-সঙ্গলাভের উদগ্র বাসনায় হয়তো কোন কুলটা রমণী লোকধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আর্য্যানুশীলিত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু নিজ সুখানুসন্ধান বা নিজ কামতৃপ্তিই তাহাদের সেইরূপ আচরণে প্রণোদিত করিয়া থাকে। উহা একমাত্র কামের প্রভাব বশেই সংঘটিত হয়। কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ যে লোকলজ্জা, ধর্ম্ম, ইহকাল পরকাল প্রভৃতি সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছেন, উহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-বিধানের নিমিত্ত। "সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের-ভজন"—ইহাই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক প্রেমের ধর্ম্ম।

প্রাকৃত মনের বৃত্তি কাম। ইহাতে মুখ্য ভাবে নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই বিদ্যমান। কারণ যাহাতে নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাত জন্মে উহাতে মন প্রবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি প্রেম। উহাতে আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা নাই—আছে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবিধানের নিরবচ্ছিন্ন প্রবলায়মান বাসনা। অগ্নির দাহিকা শক্তি যেরূপ সকল বস্তুকেই উত্তপ্ত করে, সেইরূপ হ্লাদিনী শক্তির সারভূত প্রেম নিজের আনন্দাত্মিকা শক্তি বশতঃ যে-কোন উপায়কে শ্রীকৃষ্ণসুখের সাধনরূপে পরিণত করিতে পারে। এই কারণেই পরমপ্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণের তিরস্কার-কঠোর বচনেও ব্রহ্মরুদ্রাদিপূজিত শ্রীব্রজরাজনন্দনের পরম প্রীতিলাভ হয় এবং উহা হইতে তাঁহার যে-প্রীতি হয়, এমন কি বেদস্তুতিতেও সেই প্রকার প্রীতি অনুভূত হয় না। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হইতে তাহা হরে মোর মন।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।২৩)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলতঃ ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিমূলক প্রেমে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। প্রেমসংলাপ, আলিঙ্গন ও চুম্বনাদিতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই প্রীতি বিধান করিয়া থাকেন। অতএব শ্যামলানাম্নী যে-ব্রজগোপী তাঁহার স্কন্ধদেশে স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণের উৎপল সৌরভময় চন্দনলিপ্ত বাহুতে পুলকাঞ্চিত দেহে চুম্বন প্রদান করিলেন, উহাতে প্রেমিকবর ব্রজরাজনন্দন কতই না প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে এখানেও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণের প্রেমকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ—কান্তা বা মধুরা রতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মধুরা রতি তিনপ্রকার—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা; উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—কুব্জার রতি সাধারণী, মহষীগণের রতি সমঞ্জসা এবং ব্রজগোপীগণের রতি সমর্থা।

সাধারণী রতির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়—

নাতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভবা। সম্ভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—স্থায়িভাবপ্রকরণম্)

—অর্থাৎ যে-রতি অত্যন্ত প্রগাঢ় নহে এবং যাহা প্রায় শ্রীকৃষ্ণদর্শন বশতঃই উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে তদ্বশতঃ সম্ভোগেচ্ছাই প্রধান, তাহাকে সাধারণী রতি বলে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীবগোস্বামীপাদ উজ্জ্বলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে লোচনরোচনী টীকায় সম্ভোগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

সম্ভোগঃ খলু দ্বিবিধঃ। প্রিয়জনদ্বারা স্বেন্দ্রিয়তর্পণ-সুখময়ঃ স্বদ্বারা তদিন্দ্রিয়তর্পণভাবনাময়শ্চেতি। তত্র পূর্ব্বেচ্ছা কামঃ স্বহিতোন্মুখত্বাৎ, উত্তরেচ্ছা তু রতিঃ প্রিয়জনহিতোন্মুখত্বাদিতি।

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—লোচনরোচনী টীকায়াম্)

—'সম্ভোগ দুইপ্রকার, প্রিয়জন দ্বারা নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিসুখময়, আর নিজদ্বারা প্রিয়জনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সংসাধক। প্রথমটীতে যে-ইচ্ছা উহা নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তিবিধায়ক বলিয়া কাম, যেহেতু উহা নিজহিতেই উন্মুখ। কিন্তু দ্বিতীয়টীতে যে-ইচ্ছা উহা প্রিয়জনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধায়ক বলিয়া রতি, কারণ উহা প্রিয়জনের হিতেই উন্মুখ।'

অতএব যাহাতে নিজের ইন্দ্রিয়সুখকর সম্ভোগ রহিয়াছে তাহা রতিপদবাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু কুব্জার সাধারণী রতিতে সম্ভোগেচ্ছা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণসুখেচ্ছা উহাতে বিদ্যমান আছে বলিয়াই উহাকে 'রতি' বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ মনোহর রূপ দর্শনে কুব্জা মোহিত হইলে তাঁহার অন্তঃকরণে প্রথমতঃ স্বসুখময়ী স্বসম্ভোগেচ্ছা উদিত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়—যিনি মাত্র দর্শন দিয়া তাহাকে এতখানি আনন্দ দিয়াছেন, তাঁহার সুখবিধানের জন্য অঙ্গদানে সমুচিত সপর্য্যা করাও কর্ত্তব্য। অতএব সেরূপ স্থলে শ্রীকৃষ্ণসুখবাসনা উদ্দীপ্ত হওয়ায় উহাকে রতি বলা হইয়াছে। কিন্তু এই রতি সম্ভোগেচ্ছা মূলক। সম্ভোগেচ্ছার হ্রাস হইলে রতিরও হ্রাস হয়। এইজন্যই ইহাতে প্রগাঢ়তার অভাব আছে বলা হইয়াছে।

কিন্তু সাধারণী রতি অপেক্ষা সমঞ্জসা রতি উৎকৃষ্টা। উহার লক্ষণ যথা—

পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা।
কাচিদ্ভেদিত-সম্ভোগ-তৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—স্থায়িভাবপ্রকরণম্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—অর্থাৎ পত্নীত্বাভিমান যাহার আত্মা বা স্বরূপ এবং যাহা গুণ এবং রূপ প্রভৃতির শ্রবণ ও দর্শন বশতঃ উদ্বুদ্ধ হয় এবং যাহাতে কখন কখন সম্ভোগতৃষ্ণার উদয় হয়—তাহাকে সমঞ্জসা রতি বলে।

শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদি শ্রবণের পূর্ব্বেও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা রুক্মিণী প্রভৃতির অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণরতি বিদ্যমান ছিল। তবে উহা প্রকটলীলার প্রথম অবস্থায় প্রচ্ছন্নভাবে ছিল এবং দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদির কথা শ্রবণ করিবার পরই ঐ রতি অভিব্যক্ত হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ উজ্জ্বলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় বলিয়াছেন—

গুণাদিশ্রবণাদিজাতেতি সাধনসিদ্ধাপেক্ষয়া রুক্মিণ্যাদিষু নিত্যসিদ্ধাসু তু নিসর্গাদেব প্রাদুর্ভূতা।

(আনন্দচন্দ্রিকা)

—গুণাদি শ্রবণ হইতে জাত—এই বাক্যে সাধনসিদ্ধা নায়িকাগণ অপেক্ষা নিত্যসিদ্ধা রুক্মিণী প্রভৃতির সম্বন্ধে বুঝিতে যে তাঁহাদের ক্ষেত্রে নিসর্গহেতুই রতির প্রাদুর্ভাব হয়, (রূপগুণাদি শ্রবণে উহার উদ্বোধ অকিঞ্চিৎকর বা সামান্যমাত্র)।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের উজ্জ্বলনীমণি গ্রন্থে স্থায়িভাব প্রকরণে কথিত আছে—

নিসর্গঃ সুদৃঢ়াভ্যাস-জন্যঃ সংস্কার উচ্যতে।
তদুদ্বোধস্য হেতুঃ স্যাদ্ গুণরূপশ্রুতির্মনাক্॥

—সুদৃঢ় অভ্যাসবশতঃ যে সংস্কার তাহার নাম নিসর্গ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রূপগুণ শ্রবণ ঐ নিসর্গকে কখনও কখনও কথঞ্চিৎভাবে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু জন্মান্তরীয় সুদৃঢ় সংস্কারবশতঃই এই রতি স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই রতি উদ্বুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কান্তাভাবের উদয় হয় এবং পত্নীরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবার ইচ্ছা প্রবলরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহার ফলে যে সম্ভোগেচ্ছা উদিত হয়—উহাতে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ পায়। এই কারণে সাধারণী রতি অপেক্ষা সমঞ্জসা রতি উচ্চ স্তরের—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। কারণ ইহাতে কদাচিৎ সম্ভোগেচ্ছা হইলেও সম্ভোগেচ্ছা ও শ্রীকৃষ্ণসুখেচ্ছা উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু সমর্থা রতি সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের রতি সমর্থারতি পদবাচ্যা। সমর্থারতি বলেই শ্রীব্রজদেবীগণ বেদধর্ম্ম লোকধর্ম্ম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন এবং তাহার ফলেই পরম-স্বতন্ত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের নিকট পরম বশ্যতা স্বীকার করেন। সমঞ্জসা রতি অপেক্ষা সমর্থারতিতে বিশেষ উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। সমঞ্জসা রতি স্বাভাবিক হইলেও উহার উন্মেষের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণরূপগুণাদি শ্রবণের কথঞ্চিৎ অপেক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু সমর্থারতিতে স্বরূপ-ধর্ম্মবশতঃ আপনা আপনিই সমর্থা রতির উন্মেষ হয়। আবার সমঞ্জসা রতিতে কখন কখন স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা উদিত হয়, কিন্তু সমর্থা রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের অন্তঃকরণে পৃথক্‌রূপে সম্ভোগেচ্ছার উদয় হয় না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার ইচ্ছাই তাঁহাদের বলবতী। তাঁহাদের যে-সম্ভোগেচ্ছা উহা শ্রীকৃষ্ণ-সুখবিধায়িনী রতি হইতে পৃথক্ নহে এবং এই নিমিত্তই উহাতে এক অনির্ব্বচনীয় গুণ বিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে শ্রীকৃষ্ণবাসনা পরিপূরণের মাত্র উপায়রূপে সম্ভোগেচ্ছা দৃষ্ট হয়। ব্রজসুন্দরীগণ নিজাঙ্গ দ্বারা তাঁহাদের প্রাণ প্রিয়তম শ্রীব্রজরাজনন্দনের যে-প্রেমসেবা করেন তাহাতে তাঁহাদের নিজ সুখ লালসার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব নাই। সমর্থা রতিমতী ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণসুখবিধানের বাসনা এতই প্রবল যে লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম আত্মীয়স্বজন ও আর্য্যপথ সমস্ত ভুলিয়া সকল ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা প্রগাঢ় প্রেমের সহিত আগ্রহভরে শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণসুখ ব্যতীত অন্য কোনও মনোভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্।
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতম্ ॥ ১৩

বা বাসনা সমর্থারতির ঘনীভূত সত্তায় প্রবেশলাভ করিতে পারে না। এই জন্যই ইহাকে সান্দ্রতমা বলা হয়। উজ্জ্বলনীলমণির প্রমাণ বচনে দৃষ্ট হয়—

কঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ। রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে ॥
স্বস্বরূপাত্তদীয়াদ্বা জাতা যৎকিঞ্চিদঘয়াৎ। সমর্থা সর্ব্ববিস্মারিগন্ধা সান্দ্রতমা মতাঃ ॥
(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

—'সাধারণী ও সমঞ্জসা রতি অপেক্ষা যে-রতিতে কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান এবং যাহাতে রতি ও সম্ভোগেচ্ছা একীভাবপ্রাপ্ত—তাহার নাম সমর্থা। ললনানিষ্ঠ স্বাভাবিক স্বরূপবশতঃ অথবা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শব্দাদির কোন প্রকার সম্বন্ধবশতঃ যখন এই সমর্থা রতির অভিব্যক্তি হয়, তখন কুলধর্ম্ম ইত্যাদি সর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হইয়া যায় এবং ঐ রতি অতিশয় প্রগাঢ় ভাব প্রাপ্ত হইয়া উদিত হয়—কারণ উহাতে ভাবান্তর ভেদ করিতে পারে না।'

অতএব দেখা যায় যে ব্রজগোপীগণের যে প্রেমব্যবহার—বা আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতি নায়িকোচিত ব্যবহার—উহাতে শ্রীকৃষ্ণসুখবিধানের ইচ্ছাই একমাত্র অভিষ্ট। সকল ইষ্টের সারভূত আনন্দঘনতমবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি পরমপ্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণ সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আত্মসুখবাসনা তাঁহাদের সুগভীর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের নিকট সম্পূর্ণ পরাভূত। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোকে এবং ইহার পূর্ব্বে ও পরে যে ব্রজগোপীগণের প্রেমচেষ্টার বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে উহাতে কামগন্ধসম্পর্ক বিন্দুমাত্র নাই ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং (নাট্যেন নৃত্যেন বিক্ষিপ্তয়োঃ চঞ্চলয়োঃ কুণ্ডলয়োঃ ত্বিষেণ ত্বিষা মণ্ডিতং) গণ্ডং (স্বকপোলং) গণ্ডে (তথাবিধে শ্রীকৃষ্ণকপোলে) সংদধত্যাঃ (সংযোজয়ন্ত্যাঃ) কস্যাশ্চিৎ (গোপ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তাম্বূলচর্ব্বিতং প্রাদাৎ (তস্যাঃ মুখং স্বমুখসম্মুখং কুর্ব্বন্ প্রকর্ষেণাদাৎ) ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—কোন গোপী নৃত্যবশতঃ দোদুল্যমানা কুণ্ডলদ্বয়ের কান্তি দ্বারা বিদ্যোতিত স্বকীয় গণ্ডস্থল শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডে সংযোজন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ (তাঁহার মুখে) তাম্বূলচর্ব্বিত প্রদান করিলেন ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—নাট্যেন নৃত্যেন বিক্ষিপ্তয়োশ্চঞ্চলয়োঃ কুণ্ডলয়োস্ত্বিষেণ ত্বিষা মণ্ডিতং গণ্ডং কপোলং তথাভূতে স্বগণ্ডে সংদধত্যাঃ সংযোজয়ন্ত্যাঃ ॥ ১৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তাম্বূলচর্ব্বিতাদানসাম্যেন নূনং পূর্ব্ববৎ শ্রীশৈব্যাবিলাসমাহ কস্যাশ্চিদিতি। স্বগণ্ডং শ্রীকৃষ্ণগণ্ডে নাট্যেতি শ্রমব্যাজেন সন্দধত্যা ইতি ভাবঃ। প্রাদাৎ তস্যা মুখং স্বমুখসম্মুখং কুর্ব্বন্ প্রকর্ষেণাদাদিত্যর্থঃ। তত্র দানে ষষ্ঠী নিগূঢ়ার্থা আর্ষী বা ॥ ১৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে রাসনৃত্যপরায়ণা ব্রজরমণীদিগের মধ্যে যথাক্রমে বিশাখা, ললিতা, শ্রীরাধা ও শ্যামলার প্রেমব্যবহারের বিবরণ প্রদর্শন করিবার পর বর্ত্তমান শ্লোকে শৈব্যা নাম্নী চন্দ্রাবলীসখী গোপাঙ্গনার আচরণ বর্ণনায় পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—এই ব্রজগোপী নাট্যবিলাস প্রদর্শনে যথেষ্ট ক্ষিপ্রতা ও কুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহার চঞ্চল অথচ সাবলীল নৃত্যবিলাসভঙ্গীতে আন্দোলিত হইয়া কর্ণের কুণ্ডল ইতস্ততঃ দোলায়িত হইতেছে। ইতস্ততঃ দোলায়মান মণিময় কুণ্ডলে চন্দ্রের শুভ্র আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় সেই আলোকপ্রভা যেন শতমুখী হইয়া ইঁহার গণ্ডদেশে বিচ্ছুরিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃত্যচঞ্চল মণিকুণ্ডলের দীপ্তিচ্ছটা হেমবর্ণা ব্রজগোপিকার সুগোল সুকুমার কপোলতটে কতই না শোভা বিকিরণ করিতেছে!- স্বজন-প্রেমবিবর্দ্ধন-চতুর শ্রীব্রজরাজনন্দন ব্রজগোপিকার সেই কুণ্ডলপ্রভাবিদ্যোতিত গণ্ডস্থল তাঁহার নিজ গণ্ডস্থলে স্থাপন করিয়া তাঁহার বিম্বাধরে চুম্বনচ্ছলে চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন। নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া সকল-কলাগুরু নটরাজ শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজগোপিকার সুচারুশোভিত মুখমণ্ডল নিজ মুখমণ্ডলের সম্মুখীন করিয়া উহাতে নিজ অধররাগরঞ্জিত চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন।

ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে গোস্বামিপাদগণ পক্ষান্তরে ইহাও বলিয়াছেন যে প্রেমাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দাস্বাদনের নিমিত্ত ব্রজগোপিকার মুখমণ্ডল হইতে চর্ব্বিত তাম্বুল আপনার মুখমণ্ডলে গ্রহণ করিলেন। কারণ 'আদান' অর্থে গ্রহণেরও ইঙ্গিত রহিয়াছে। ব্রজগোপিকার মুখোচ্ছিষ্ট গ্রহণে প্রেমাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কোন সঙ্কোচবুদ্ধির কারণ নাই, যেহেতু বিশুদ্ধ প্রেমমার্গে এইরূপ ব্যবহার দোষাবহ নহে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ হইলেও ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে তাঁহাদের প্রাণপ্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দন জ্ঞানেই তাঁহার প্রতি মাধুর্য্যসম্পুটিত প্রেমব্যবহার প্রদর্শন করেন।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম-মমত্ব হেতু ব্রজবনিতাগণের হৃদয়ে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি প্রকাশ পায় না। যথার্থ মাধুর্য্যপ্রেমে যাহার চিত্ত সমর্পিত, তাহার নিকটে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান স্ফুরিত হয় না। প্রাকৃতিক জগতে যে প্রকার সখা, পুত্র ও প্রাণপতি প্রভৃতির সহিত লৌকিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও তদুচিত ব্যবহার দৃষ্ট হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকরবৃন্দও অলৌকিক ঘনিষ্ঠ প্রেমসম্পর্কে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সে অব্যাহত প্রেমভাব কখনই ক্ষুণ্ণ হয় না। শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে প্রেমের লক্ষণপ্রসঙ্গে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—স্থায়িভাবপ্রকরণম্)

'ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোন মতেই যাহার ধ্বংস হয় না—যুবক যুবতির এইরূপ যে-ভাববন্ধন তাহাকেই প্রেম বলিয়া নিরূপিত করা হয়।' এখানে যুবক যুবতী পদটি উপলক্ষণ। সখ্য বাৎসল্যাদি স্থলেও যেখানে যেখানে প্রেমভাববশতঃ দৃঢ়ভাবের বন্ধন আছে সেখানেই তত্তদাশ্রয়কে বুঝিতে হইবে।

এই প্রেমের প্রভাব সন্ধন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার প্রণীত উজ্জ্বলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় 'প্রেমসম্পুট' গ্রন্থের একটী শ্লোক উল্লেখে বলিয়াছেন—

লোকদ্বয়াৎ স্বজনতঃ পরতঃ স্বতো বা প্রাণপ্রিয়াদপি সুমেরুসমা যদি স্যুঃ।
ক্লেশাস্তদপ্যতিবলী সহসা বিজিত্য প্রেমৈব তান্ হরিরিভানিব পুষ্টিমেতি॥

(উজ্জ্বলনীলমণৌ আনন্দচন্দ্রিকাটীকা)

'স্বজন অথবা পরজনের নিকট হইতে, ইহলোক অথবা পরলোক হইতে, নিজের নিকট হইতে অথবা প্রাণপ্রিয়জনের নিকট হইতে যদি সুমেরুপর্ব্বতসদৃশ ক্লেশসমূহও উপস্থিত হয়—তথাপি সিংহ যেমন হস্তিসমূহকে পরাভূত করে, তদ্রূপ অতি বলবান্ প্রেমই সকল জয় করিয়া উত্তরোত্তর পুষ্টি বা বৃদ্ধি লাভ করে।'

প্রেমের এমনই স্বভাব যে প্রাণবল্লভের কৃপা, অকরুণা, প্রীতি ও ঘৃণা সবই মধুময় হইয়া অনুভূত হয়। শ্রীরাধিকার প্রেমবিগলিত বাণী ইহাই ঘোষিত করে—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথঃ স এব নাপরঃ॥ (পদ্যাবলী)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আমি তাঁহার পাদসেবাভিলাষিণী—ইহা জানিয়া হয় আলিঙ্গনে তিনি আমাকে নিষ্পেষিতই করুন অথবা অদর্শনের মর্ম্মপীড়া দিয়া আমাকে দুঃখিতই করুন, তাহাতে আমার কিছুই বলিবার নাই। সেই লম্পট শ্রীকৃষ্ণ যাহাই করুন না কেন—তিনিই আমার একমাত্র প্রাণবল্লভ, আর কেহই নহে।'

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসর্ব্বস্ব ব্রজগোপিকার প্রেম কিছুতেই ক্ষুন্ন হয় না। অগাধনির্ভর সে প্রেমসিন্ধুর গভীরতার কে ইয়ত্তা নিরূপণ করিবে? হিমগিরির ন্যায় সে প্রেম চিরস্থির, অচল ও অটল। শত শত ঝঞ্ঝা ও শিলাপাতের উপদ্রব তাহার বক্ষে নিরন্তর আঘাত করিলেও হিমগিরি যেমন অচঞ্চল ও চিরপ্রশান্ত, তদ্রূপ যতই বাধা বিঘ্ন ব্রজরমণীগণের প্রেমে ঘাতপ্রতিঘাত হানিতে থাকে, সে প্রেম ততই চিরস্থির অবিচল ও সর্ব্বথা ধ্বংস রহিত হয়। ইহাকেই বিশুদ্ধ প্রেম বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নিরূপিত করেন। শ্রীবৃন্দাবনে এই প্রেমের এইরূপ অসমোর্দ্ধ বিলাস দৃষ্ট হয় যে বৃন্দাবন ব্যতীত অন্যত্র সেই সর্ব্বথাধ্বংসরহিত প্রেমের বিশুদ্ধির কোন না কোন প্রকারে ন্যূনতা সংঘটিত হয়। সখ্য বাৎসল্য অথবা মধুরভাবে তাঁহার প্রীতির জন্য যে স্নেহ প্রেম অর্পিত হয়, সেই সখ্য বাৎসল্য অথবা মধুরভাবের আশ্রয়স্বরূপ যে-জন—তাঁহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিলে পরস্পরের স্নেহপ্রীতি-সঙ্কুচিত হইয়া—সমাদর ও গৌরব বুদ্ধি প্রবল হয়, ও ফলে প্রেমপ্রবাহের নির্বাধগতি ব্যাহত হয়। কিন্তু বৃন্দাবনের প্রেমভাবাবলীর এমনই বৈশিষ্ট্য যে উহাতে কখনও ঐশ্বর্য্যানুভূতি স্থান পায় নাই। 'কেবল' বা বিশুদ্ধ প্রেমের ইহাই রীতি যে—ঐশ্বর্য্যস্ফূর্ত্তি প্রত্যক্ষগোচর হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসিজন কেহই ঈশ্বরজ্ঞান করেন নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানাতে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।১৯।৮১)

কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণসখা অর্জ্জুনকে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিরাট্ বিশ্বরূপমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া প্রদর্শন করান তখন অর্জ্জুনের সখ্যভাব সঙ্কুচিত হইয়া ঐশ্বর্য্যভাব প্রকটিত হয়। শ্রীভগবানের বিরাট্ বিভূতি প্রভৃতি দেখিয়া তিনি সভয়ে দৈন্যবিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন—"হে ভগবন্! প্রমাদ অথবা প্রণয়বশতঃ তোমার মহিমা না জানিয়া সখাবুদ্ধিতে তোমাকে হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা! প্রভৃতি সম্বোধন করিয়াছি। উহাতে তোমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হইয়াছে। অতএব আমাকে ক্ষমা কর।"

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১।৪১)

গীতার উপরোক্ত শ্লোকের বিবরণ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যদর্শনে অর্জ্জুনের সখ্যবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া গেল এবং তাহার স্থানে সমাদরবুদ্ধি ও গৌরবময় ভাবের আবির্ভাব হইল। কিন্তু ব্রজভূমির দৃষ্টান্ত এরূপ নহে। বৃন্দাবনে শ্রীদামাদি গোপবালকগণ স্বচক্ষে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিষ্পাদিত অঘাসুর ও বকাসুর বধ দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের সখাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ বলিয়া ঈশ্বরের সমুচ্চ আসনে স্থাপিত করেন নাই বা দৈন্যভরে স্তুতি জানাইয়া মিনতিও করেন নাই। এমন কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর অগ্রভাগে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করেন তখনও বিশুদ্ধসখ্যপ্রেমবান্ গোপবালকগণ বলিয়াছেন—

একেনৈব চিরায় কৃষ্ণ ভবতা গোবর্দ্ধনোঽয়ং ধৃতঃ
শ্রান্তোঽসি ক্ষণমাস্স্ব সাম্প্রতমমী সর্ব্বে বয়ং দধ্মহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যুল্লাসিতদোষ্ণি গোপনিবহে কিঞ্চিদ্ভুজাকুঞ্চন-
ন্যঞ্চচ্ছৈলভরাদিতে বিরুবতি স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥

(পদ্যাবল্যাং শরণস্য—২৬৫)

'হে কৃষ্ণ! তুমি একাকী বহুক্ষণ এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া আছ। তুমি অবশ্যই পরিশ্রান্ত হইয়াছ। এক্ষণে তুমি কিছুক্ষণ উপবেশন করিয়া বিশ্রাম লও—আমরা সকলে এক্ষণে উহা ধারণ করি। এই কথা বলিয়া গোপবালকগণ ঊর্দ্ধে বাহু উত্থিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ভুজ কুঞ্চিত করিয়াছিলেন এবং তখনই গোবর্দ্ধনগিরি নিম্নে পতিত হইবার ভঙ্গীতে কাঁপিয়া উঠিল, ফলে গোপবৃন্দ সভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে উহা ধারণ করিলেন। সেই গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ সকলকে রক্ষা করুন!'

সপ্তক্রোশব্যাপী গোবর্দ্ধনগিরি শ্রীকৃষ্ণ নিজ করাঙ্গুলিতে ধারণ করিলেন—ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও বিশুদ্ধ-সখ্যপ্রেমবান্ গোপবালকগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি জাগরিত হইল না। বরং শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদেরই মত গোপবালক—অতএব তাঁহারাও যে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিতে পারিবেন—এই আশা করিয়াই গোপবালকগণ ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন।

গোপবালকগণ গোষ্ঠক্রীড়াতে শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন—"উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং পরাজিতঃ"—ইহার বিবরণও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহার ভ্রূভঙ্গিমাত্রে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতে পারে—অজ, ভব, শেষ, সনকাদি দেববৃন্দ যাঁহার চরণবন্দনায় নিত্য নিরত—সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকবৃন্দসনে গোষ্ঠক্রীড়ায় পরাজয় স্বীকার করিয়া শ্রীদাম নামক গোপবালককে স্কন্ধে করিয়া বহন করিলেন! ইহাই ভগবদ্বিজয়ী বিশুদ্ধ সখ্যপ্রেমের বৈশিষ্ট্য।

বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমেরও অনুরূপ দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রজলীলা বর্ণনায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু বসুদেব ও দেবকীর বাৎসল্যস্নেহে অনুরূপ বিশুদ্ধি দৃষ্ট হয় না। কংসবধের পর যখন রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে কংসকারাগারে প্রবেশ করিয়া বসুদেব ও দেবকীর বন্ধন মোচন করিবার পর তাঁহাদের চরণ যুগলে শিরঃস্পর্শ করিয়া প্রণাম করেন, তখন বসুদেব ও দেবকী রামকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া জগদীশ্বর জ্ঞানে শঙ্কিত হৃদয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বন্দনা করিতে লাগিলেন—

মাতরং পিতরঞ্চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ। কৃষ্ণরামৌ ববন্দাতে শিরসাস্পৃশ্য পাদয়োঃ।
দেবকী বাসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ। কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সম্বজাতেন শঙ্কিতৌ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৪।৫০—৫১)

কিন্তু ব্রজলীলায় দেখা যায় যে গোপরাজ নন্দ ও নন্দগেহিনী শ্রীমতী যশোদার বাৎসল্য প্রেম কখনই ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি দ্বারা সঙ্কুচিত হয় নাই। গোপগণ সকলে যখন একবাক্যে বালক শ্রীকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত অলৌকিক কার্য্যাবলীর বর্ণনা করিলেন এবং মহারাজ নন্দের পুত্রকে পরমাত্মা বলিয়া খ্যাপিত করিলেন তখনও বিশুদ্ধ-বাৎসল্যপ্রেমাধার গোপরাজ নন্দ বলিলেন—'সূর্য্যকান্তমণিকে লোকে যেমন সূর্য্যসম বলে—সেইরূপ নারায়ণের আবেশ হেতু অলৌকিক কার্য্যাবলী দেখিয়া লোকে তাহাকে নারায়ণের ন্যায় জ্ঞান করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ও আমার পুত্র—ঈশ্বর নহে। কিন্তু লোকাতীত কার্য্যক্ষম বলিয়া আমার পুত্র সত্যই আমাদের কুলভূষণ।' নন্দগেহিনী শ্রীমতী যশোমতীর আচরণেও অনুরূপ বিশুদ্ধ বাৎসল্যস্নেহের মর্য্যাদা চির অক্ষুণ্ণ দৃষ্ট হয়। বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণের বদনমধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াও বিশুদ্ধবাৎসল্যময়ী যশোদার তাহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি হয় নাই—বা তদ্বশতঃ সমাদর ও সঙ্কোচ ভাবের উদয় হয় নাই। বরং তিনি গোষ্ঠগমনকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবাদিদেবপূজিত অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মস্তক চুম্বন করিয়া অকল্যাণ নিবারণার্থ মস্তকে নিজপদধূলি দান করিয়াছিলেন। আবার একদিন স্বপ্নাবেশে মা যশোদার ক্রোড়ে শায়িত গোপাল যখন অনুচিত কথা স্মরণ করাইয়া দেন, তখন পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় বিশুদ্ধবাৎসল্যময়ী মা যশোদা গোপালের চাঁদবদনে অমঙ্গল নিবারণার্থ থুৎকারও প্রদান করেন।

ব্রজের কান্তাপ্রেম সম্বন্ধেও দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রজগোপীগণের অগাধ প্রেমবিশ্বাস কখনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে উহা সমাচ্ছন্ন নহে অথবা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকূল আচরণে কখনও উহা সঙ্কুচিত হয় নাই। কিন্তু দ্বারকায় পট্টমহিষী শ্রীরুক্মিণী দেবীর আচরণে ইহার অন্যরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। রুক্মিণীদেবীর প্রেমবিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্য দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে শিশুপাল-জরাসন্ধ প্রভৃতি পাণিপ্রার্থী বীরগণের গর্ব্বপ্রশমনের নিমিত্ত তিনি রুক্মিণীকে তথায় আনয়ন করিয়াছেন। এই পরিহাস বাক্য শুনিবার পর পরিত্যাগদুঃখের আশঙ্কায় ব্যজনরতা রুক্মিণীদেবীর তালবৃন্ত হস্তচ্যুত হইল এবং তিনি কম্পিত ও মূর্চ্ছিত কলেবরে বাতাহতা কদলীর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধা প্রভৃতির কান্তাপ্রেম সর্ব্বদা ধ্বংসরহিত। একদিন ব্রজসুন্দরীগণের হাত ছিনাইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন সহসা অন্তর্হিত হন তখন মদীয়তাভিমানবশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

(বিল্বমঙ্গলম্)

ফলতঃ এই অগাধ প্রেমবিশ্বাসেই অভিমানপ্রত্যাখ্যাত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সম্বন্ধে ব্রজগোপী দৃঢ়ভাবে বলিতে পারেন—"সো কাঁহা যাওবি, আপনহি আওবি, পুনহি লোটাওবি চরণে"। তাঁহাদের এই বিশুদ্ধ প্রেমমার্গে ঈশ্বরবুদ্ধির স্থান নাই। ঈশ্বরবুদ্ধি নাই বলিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বিশুদ্ধ মাধুর্য্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন ও নিজ প্রেয়সীজনে উহা বিতরণ করেন।

অতএব ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমব্যবহারে চুম্বন, আলিঙ্গন ও তাম্বুল চর্ব্বিত গ্রহণ প্রভৃতি প্রাকৃত নায়কনায়িকোচিত আচরণে কোনও সঙ্কোচ প্রকাশ পায় নাই। বিশুদ্ধ প্রেমের মর্য্যাদা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়—ব্রজলীলার প্রেমসম্পুটিত ব্যবহার ও আচরণে—উহা বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অতএব বর্ত্তমান শ্লোকের বর্ণনা—নাট্যলীলাচ্ছলে যে-ব্রজরমণীর সুকুমার গণ্ডস্থল আপন গণ্ডস্থলে স্থাপিত করিয়া রাসরসরাজ নায়ক-কুলশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন চুম্বন প্রদানে চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন—উহাতে প্রেমরসশাস্ত্রের দিক্ দিয়া উৎকর্ষই খ্যাপিত হইয়াছে। "ন তেনাপি কর্ম্মণা বর্দ্ধতে ন কনীয়ান্"—তিনি কর্ম্মদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না বা ক্ষুদ্রত্বলাভ করেন না—এই শ্রুতিবচনের বিশেষ উপযোগীত্ত ব্রজগোপী ও ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমব্যবহারে বিঘোষিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের নিকটে এমনই বশীভূত ও পরাজিত যে তিনি আপনার ভগবত্তাস্বরূপ ভুলিয়া ভক্তাধীন স্বভাবের পরিচয় দিয়াই পরমতম আনন্দের আস্বাদ লাভ করেন। তিনি নিজ মুখে দৈন্য স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শিনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্—১১।১৪।১৬)

'আমি শান্তনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সমদর্শী মুনির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি। কারণ তাঁহার চরণরেণু আমার গাত্রস্পর্শ করিলে আমিও পবিত্র হই।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥ ১৪

লীলাবিহারচ্ছলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকটে কতই না অপকর্ষ স্বীকার করিয়াছেন ও তাহাতে প্রেমভক্তিরই বিজয়বৈজয়ন্তী ঘোষিত হইয়াছে। অতএব প্রেমনিষ্ঠিতহৃদয়া ব্রজসুন্দরীর মুখোচ্ছিষ্ট তাম্বুলকণা গ্রহণ করায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া গেল। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমেরই ঘনীভূত মূর্ত্তি। অতএব তাঁহাদের পরস্পরের যে-ব্যবহার তাহাতে প্রেমের উচ্ছ্বাসই স্বাভাবিক। তাম্বুলাদিতে উচ্ছিষ্টদোষের কোন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না, কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারেও রত্যাদিবিহারকালে স্ত্রীমুখের পবিত্রতাবশতঃ উহা দূষনীয় নহে। কারণ—

বৎসঃ প্রস্রবণে মেধ্যঃ শকুনিঃ ফলপাতনে।
শ্বা মৃগ-গ্রহণমেধ্যঃ স্ত্রীমুখং রতিচুম্বনে ॥
(ধর্ম্মশাস্ত্রবচনম্)

'গোদোহনকালে বৎসমুখোচ্ছিষ্ট দুগ্ধ পবিত্র, পক্ষিমুখোচ্ছিষ্ট হইয়া নিপতিত ফল পবিত্র, মৃগ শিকারকালে কুক্কুর পবিত্র এবং রতিকালীন চুম্বনে স্ত্রীমুখ পবিত্র।'

আবার তত্ত্বের দিক্ দিয়া শ্রীরাধিকা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীরূপা স্বরূপশক্তি বলিয়া শক্তি ও শক্তিমানের অভেদতত্ত্ব স্বীকার করিলে ইহাতে কোনওপ্রকার দোষ সম্ভাবনাই মনে উদিত হইতে পারে না। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে তত্ত্বগত ভেদ না থাকিলেও নিত্যলীলাবিলাসের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্বীকারের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং স্বরূপগত আনন্দানুভূতির নিমিত্তই পৃথক্ বিগ্রহে ইঁহাদের পরমানন্দ-সন্দোহময় লীলাবিলাস এবং রাসলীলাবিলাস তাহারই সর্ব্বোর্দ্ধস্থায়ী চরম প্রেমবিলাস। অতএব ইহাতে তদুচিত আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতি প্রেমব্যবহার সেই লোকোত্তর ঘনীভূত প্রেমবিলাসের আনুষঙ্গিক অভিব্যক্তি মাত্র—ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ১৩

অন্বয়ঃ—নৃত্যতী (নৃত্যন্তী) গায়তী (গায়ন্তী) কূজন্নূপুরমেখলা (কূজন্নূপুরে মেখলাশ্চ যস্যাঃ সা) কাচিৎ (গোপী চন্দ্রাবলী) শ্রান্তা (নৃত্যাদিনা পরিশ্রান্তা সতী শ্রমনিবৃত্ত্যর্থমেব) শিবং (স্বতঃ সুখকরং) পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং (পার্শ্বস্থিতস্য অচ্যুতস্য হস্ত এব অব্জঃ তৎ) স্তনয়োঃ অধাৎ (স্বহস্তাভ্যাং গৃহীত্বা স্তনয়োঃ ধৃতবতী) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—কোন গোপী (চন্দ্রাবলী) নৃত্য ও গান করিতে করিতে অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়া শ্রম নিবৃত্তির জন্য পার্শ্বস্থিত অচ্যুতের স্বতঃসুখকর করকমল নিজ স্তনদ্বয়ে ধারণ করিলেন। নৃত্যকালে তাঁহার নূপুর ও মেখলায় শব্দ ঝঙ্কার হইতেছিল ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—কূজন্তী নূপুরে মেখলা চ যস্যাঃ সা ॥ ১৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—শ্রীহস্তগ্রহণানুসারেণ নূনং পূর্ব্ববৎ শ্রীচন্দ্রাবলীবিলাসমাহ নৃত্যতী নৃত্যন্তী গায়তী গায়ন্তী চ কূজদিত্যত্র গানানুরূপতালযুক্তং কূজিতং জ্ঞেয়ম্। পার্শ্বস্থস্যাচ্যুতস্য নিশ্চয়ত্বেন তৎপার্শ্ব এব স্থিতস্য ভগবতো হস্ত এবাব্জং তাপহারিত্বাদিনা তৎ শ্রান্তা সতী শ্রমনিবৃত্ত্যর্থমেবেত্যর্থঃ। শিবং স্বতঃসুখরূপম্। এবং মুখ্যাঃ ষড়ুক্তাঃ তথৈব সপ্তমী পদ্মাপি জ্ঞেয়া। সারল্যেন লক্ষিতা পূর্ব্ববদ্বিষ্ণুপুরাণোক্তা ভদ্রা ত্বিয়ং স্ফুটমষ্টমী স্যাৎ। যথা। কাচিৎ পরিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তং গোপীগীত-স্তুতিব্যাজনিপুণা মধুসূদনমিতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীজয়দেবচরণাস্ত্বিমামেব বর্ণনাবিষয়েণ সরসচরিতাং সাধয়িত্বা ব্যঞ্জয়ামাসুঃ—রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতা-মাভীর-বামভ্রুবামিত্যাদিনা। ১৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—লীলারসতত্ত্বজ্ঞ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব সর্ব্বলীলামুকুমণি রাসলীলার বর্ণনায় নৃত্যবিহার বর্ণন প্রসঙ্গে ইতঃপূর্ব্বে যে-কয়েকটী ব্রজগোপীর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের মাধুর্য্য-প্রেমসম্পুটিত বিলাসব্যবহারের কয়েকটি বিশিষ্ট ও অনবদ্য আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে। একটীর পর একটী করিয়া ভক্ত-ভাবুকের চিত্তমুকুরের সম্মুখে ব্রজগোপীগণের প্রেমবিলসিত কয়েকখানি চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটীর মধ্যে তাঁহাদের স্বভাবগত বিচিত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এইভাবে বিশাখা, ললিতা, রাধা, শ্যামলা ও চন্দ্রাবলীসখী শৈব্যার বিশিষ্ট প্রেমব্যবহারের নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। অতঃপর বর্ত্তমান শ্লোকে যে-ব্রজগোপীর প্রেম-বিলাসব্যবহারের বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে, তিনি শ্রীরাধিকার প্রতিপক্ষ-যূথনায়িকা তদীয়তাপ্রেমময়ী শ্রীমতি চন্দ্রাবলী।

মূল শ্লোকের বিবরণে দেখা যায় কোন গোপসুন্দরী তাঁহার সুললিত কণ্ঠে গীতরাগ আলাপন করিয়া সঙ্গীত করিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কলাভঙ্গীসহকারে নৃত্য করিতেছিলেন। তাঁহার চরণের নূপুর নৃত্যচঞ্চল চরণের তালে তালে মৃদুমধুর ভাবে শিঞ্জিত হইতেছিল এবং জঘনদেশে পরিহিত কাঞ্চী বা মেখলা হইতে অঙ্গভঙ্গিময় নৃত্যবশতঃ সুমধুর ধ্বনি নির্গত হইতেছিল। কিন্তু রাস নৃত্যলীলার শ্রমে কাতরা হইয়া বিবশ হৃদয়ে এই ব্রজগোপী পার্শ্বস্থিত ব্রজরাজনন্দনের শ্রীকরকমল তাঁহার স্তনতটে ধারণ ধরিলেন। ব্রজরাজনন্দন ভগবান্ অচ্যুতের সুশীতল করকমল স্পর্শে হৃদয়ের সকল সন্তাপ ও শ্রমগ্লানি বিদূরিত হয়। তাই চন্দ্রাবলী নাম্নী এই ব্রজগোপাঙ্গনা প্রাণপ্রিয়তম ব্রজরাজতনয়ের সুশীতল সুকুমার করকমল শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত আপনার বক্ষতটে স্থাপিত করিয়া কতই না শান্তি লাভ করিলেন! সে করকমল স্বতঃই সুখস্বরূপ বলিয়া উহার স্পর্শে যে শ্রমখেদ দূর হইয়া যাইবে এবং স্বতঃই সুখস্পর্শ লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

ইতঃপূর্ব্বেও দশমস্কন্ধ দ্বাত্রিংশদধ্যায়ে 'একা তদঙ্ঘ্রি কমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যাধাৎ' প্রভৃতি শ্লোকে 'কোন একজন গোপাঙ্গনা সন্তপ্ত হৃদয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের করকমল তাহার স্তনতটে স্থাপন করিয়াছিলেন—এই বর্ণনায় তদীয়তাময়ী শ্রীচন্দ্রাবলীসখী পদ্মার কথা বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্লোকের বৃত্তান্তেও তদীয়তাময়ী শ্রীচন্দ্রাবলীর প্রেমভাবব্যঞ্জিত আচরণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীবৃন্দের প্রেমভাবে তদীয়তাময় প্রেমপরিপাটীর বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়, কারণ প্রাণপ্রিয়তম প্রেমিকবর রসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি তাঁহারা নিরন্তর প্রীতিসম্পুটিত সমাদর প্রদর্শনে ব্যগ্রতা দেখাইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপাঙ্গনা-গণ মদীয়তাময় প্রেমভাবের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। প্রেমঘনমূর্ত্তি ব্রজসুন্দরীগণের অভিমানভেদবশতঃ তাঁহাদের প্রেমের স্বভাব দুইটী বিশিষ্ট ধারায় আত্মসত্তা প্রকটিত করিয়াছে। একটী তদীয়তাময় ও অপরটী মদীয়তাময়। "আমি শ্রীকৃষ্ণের"—এই অনুভূতি যে-প্রেমে প্রধান সেই প্রেমই তদীয়তাভাবময়। "আমি তাঁহার অধীন, তাঁহার সেবা পরিচর্য্যা ও আদরযত্নেই আমার প্রেমের সার্থকতা"—এই উপলব্ধিই সেই প্রেমের প্রধান অবলম্বন। পক্ষান্তরে মদীয়তাময় প্রেমভাবে 'শ্রীকৃষ্ণ আমার—আমার প্রেমের নিকটে তিনি চিরপরাধীন'—এই অচলপ্রতিষ্ঠ বিশ্বাসময় প্রেমের অভিমান মদীয়তাময় প্রেমের বিজয়গৌরব ঘোষিত করে। 'যদি আমার বলিয়া কেহ থাকে ও কিছু থাকে তবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই আমার'—প্রেমের এই যে সুদৃঢ় অভিমান—ইহা বড় কম কথা নহে। মদীয়তাময় প্রেমভাবে আদর পরিচর্য্যার অবকাশ কম। সেবাপরিচর্য্যাদি বাহ্য প্রয়োজন অপেক্ষা হৃদয়ের অচলপ্রতিষ্ঠ যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমাভিমান উহাই এই-প্রেমের পরমতম বৈশিষ্ট। ভক্তিরসশাস্ত্রে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি তদীয়তাময়ী গোপীবৃন্দের আদরময় প্রেমপরিচর্য্যাকে ঘৃতস্নেহের অভিব্যক্তি এবং শ্রীরাধিকা প্রভৃতি মদীয়তাময়ী গোপীবৃন্দের আদর পরিচর্য্যাধীন প্রেমবিলাসকে মধুস্নেহের অভিব্যক্তি বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন।

অন্তঃকরণের যে-সর্ব্বথা ধ্বংসরহিত প্রীতিভাব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রদর্শিত হয় তাহাই প্রেম। সেই প্রেম যখন প্রেমবিষয়ক উপলব্ধির প্রকাশক হয় তখন তাহাকে স্নেহ বলে। স্নেহের এমনই স্বভাব যে উহাতে চিত্ত দ্রবীভূত হয়, কিন্তু উহার প্রকাশ উত্তরোত্তর এমনই বৃদ্ধি পায় যে উহাতে কখনও তৃপ্তির চরমসীমা লাভ করিতে পারা যায় না—বরং লালসা উদগ্র হইয়া উত্তরোত্তর নিত্য নবনবায়মান হইয়া বৃদ্ধি পায়। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে স্নেহ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—

আরুহ্য মাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ।
হৃদয়ং দ্রাবয়েন্নেব স্নেহ ইত্যভিধীয়তে॥
অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তির্দ্দর্শনাদিষু॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—স্থায়িভাবপ্রকরণম্)

'যে-প্রেম চরমসীমায় আরোহণ করিয়া চিত্তের দীপস্বরূপ প্রেমকে উদ্দীপিত করে ও হৃদয়কে দ্রবীভূত করে, তাহাকেই স্নেহ বলিয়া অভিহিত করা হয়। স্নেহ প্রকাশিত হইলে দর্শনশ্রবণাদিতে তৃপ্তির শেষ পাওয়া যায় না।'

অত্যন্ত আদরময় সেই স্নেহকে ঘৃতস্নেহ বলা হয়। "আত্যন্তিকাদরময়ো স্নেহো ঘৃতমিতীর্য্যতে" (উজ্জ্বল-নীলমণিঃ)। আদর পরিচর্য্যায় প্রগাঢ় বলিয়াই সম্ভবতঃ উহাকে ঘৃতস্নেহে অভিহিত করা হয়। কিন্তু প্রিয়জনের প্রতি আদরশূন্য অথচ 'প্রিয়জন আমারই'—এইরূপ মমতাময় যে-স্নেহ তাহাকে মধুস্নেহ বলে। উহার মাধুর্য্য স্বতঃই প্রকাশ পায় এবং সূক্ষ্মরূপে উহাতে নানাবিধ রসের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। মত্ততা ও উষ্মা (গর্ব্ব)—এই উভয়বিধ ভাব প্রকাশ করে বলিয়া মধুর সহিত সমতাবশতঃ উহা মধুস্নেহ নাম ধারণ করে। উক্ত হয়—

মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্ প্রিয়ে স্নেহো ভবেন্মধু।
স্বয়ং প্রকটমাধুর্য্যো নানারসসমাহৃতিঃ।
মত্ততোষ্ণধরঃ স্নেহো মধুসাম্যান্মধূচ্যতে॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—স্থায়িভাবপ্রকরণম্)

পূর্ব্বে তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় প্রেমভাব সম্বন্ধে ১০।৩২।৪ প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহাই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে—যে-ব্রজগোপাঙ্গনা নৃত্যগীতে পরিশ্রান্তা হইয়া সুখচ্যুতিরহিত ভগবান্ অচ্যুতের স্বতঃসুখকর করকমল সাদরে গ্রহণ করিয়া আপনার স্তনতটে স্থাপন করিলেন—তিনি তদীয়তাভাবময়ী শ্রীচন্দ্রাবলী। ইঁহার আদর পরিচর্য্যাময় প্রেমাচরণে ঘৃতস্নেহেরই অভি-ব্যক্তি দৃষ্ট হয়।

ব্রজসুন্দরী চন্দ্রাবলী গীতরাগ আলাপন করিয়া এবং নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া প্রাণ-প্রিয়তম ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের পরম প্রীতিবিধান করিয়াছেন। তাঁহার চরণের নূপুরে মৃদু শিঞ্জন ও মেখলার ঝনন্‌রণন্ প্রভৃতি ধ্বনি সঙ্গীতের সুমধুর তানের সহিত সম্মিলিত হইয়া কতই না শ্রুতিসুখকর গীতধ্বনি প্রকটিত করিয়াছে। কিন্তু সেই ব্রজবনিতা নৃত্যগীতে পরিশ্রান্তা হইয়া শ্রমখেদ নিবারণের নিমিত্ত পার্শ্বস্থিত ভগবান্ অচ্যুত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের নিকটে উপনীত হইয়া কতই না আদর পরিচর্য্যায় তাঁহার সুখস্বরূপ করকমল তাঁহার শ্রমগ্লানিতপ্ত নিজ স্তনতটে স্থাপন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপ্যো লব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে ॥ ১৫

ত্রয়স্ত্রিংশদধ্যায়ে এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী শ্লোকে রাসনৃত্যকেলির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, বৈষ্ণবকবি শ্রীগোবিন্দদাস তাহার ভাবে ভাবিত হইয়া একটী অনবদ্য কবিতা রচনা করিয়াছেন। নিম্নে উহা প্রদত্ত হইল—

যূথে যূথে গোপী লইয়া যশোদা নন্দন। রাসক্রীড়া বৃন্দাবনে কৈলা আরম্ভন ॥
হস্তক বন্ধনে গোপী করিয়া মণ্ডলী। মধ্যে মধ্যে যশোদা-নন্দন বনমালী ॥
যোগমায়া আশ্রয় করিয়া নটবর। দুই দুই নাগরী মধ্যে এক এক নাগর ॥
গোপীকার কাঁধে বাহু হেলি কুতুহলে। আমার নিকটে কৃষ্ণ সব গোপী বলে ॥
যূথে যূথে রমণী বিহরে বনমালী। রাসরস মহোৎসবে গোপীর মণ্ডলী ॥
হেমমণি আভরণ যত রূপবতী। মধ্যে মধ্যে মরকত শ্যাম যদুপতি ॥
কিবা সে মণ্ডলী-শোভা গোপিনী-গোপাল। মরকত গাঁথা জনু হেমমণি-মাল ॥
কোন গোপী নাচে গায় করে ধরে তাল। মধ্যে মধ্যে নৃত্য করে যশোদা-গোপাল ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ চড়িয়া বিমানে। রাসলীলা দেখে সবে সঙ্গে নারীগণে ॥
ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে রঙ্গে রসিক মুরারি। স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গীত গায় উচ্চ স্বরে। পুষ্পবৃষ্টি দেবগণ করিয়ে সাদরে ॥
অঙ্গভঙ্গ মন্দ হাস্য অঙ্গ বিলোকনে। নৃত্যগীত পুলকিত অঙ্গ গোপীগণে ॥
শ্যাম নটবর সঙ্গে কলাবতীর ঘটা। নব জলধরে জনু বিদ্যুতের ছটা ॥
বলয়া নূপুরমণি বাজয়ে কিঙ্কিণী। রাসরসে রতিরণে কি মধুর শুনি ॥
করয়ে নর্ত্তক রাস হরিষে মুরারি। গোবিন্দ সহিতে নাচে গোপের সুন্দরী ॥
কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চ স্বরে। সাধুবাদ দেন তাঁরে শ্যাম নটবরে ॥
কোন গোপী রাসরসে শ্রমযুত হৈয়া। আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে আউলাইয়া ॥
তাহারে ধরিয়া কৃষ্ণ দেন আলিঙ্গন। গোবিন্দদাস তাহে আনন্দিত মন ॥
(গোবিন্দদাস) ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।—শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যা অপি) একান্তবল্লভং (একান্তং, বৈকুণ্ঠনাথাদিতোঽপি অতিশয়ং নিতান্তং বল্লভং প্রেমবিষয়ং নতু লব্ধং) অচ্যুতং (কুতশ্চিদপি গুণশীলৈশ্বর্য্য-স্বরূপ-মাহাত্ম্যাৎ চ্যুতিরহিতং) কান্তং (কান্তিমন্তং রমণং বা) লব্ধা তদ্দোর্ভ্যাং (তস্য শ্রীঅচ্যুতস্য দোর্ভ্যাং বাহুভ্যাং) গৃহীতকণ্ঠ্যঃ (গৃহীতাঃ কণ্ঠাঃ যাসাং তাঃ অত এবাতিপ্রেমানন্দেন) তং (অচ্যুতমেব) গায়ন্ত্যঃ গোপ্যঃ বিজহ্রিরে (ক্রীড়াং চক্রুঃ ননৃতুর্বা) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—ব্রজগোপীগণ লক্ষ্মীদেবীর একান্তবল্লভ অচ্যুতকে কান্তরূপে লাভ করিয়া ও তাঁহার বাহুদ্বয়ে গৃহীতকণ্ঠা হইয়া তাঁহারই যশোগান করিতে করিতে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—এবমন্যা অপি গোপ্যা যথাযথং নানাবিভ্রমৈর্বিজহ্রিরে ইত্যাহ গোপ্য ইতি ॥ ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অচ্যুতং কস্মাচ্চিদপি রূপগুণাদিমাহাত্ম্যাচ্চ্যুতিরহিতম্। তস্য দুর্লভতামাহ শ্রিয়োঽপি একান্তং বৈকুণ্ঠনাথাদিতোঽপ্যতিশয়ন্নিতান্তং বল্লভং যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ ইত্যনুসারেণ প্রেমবিষয়ং ন তু লব্ধং তং কান্তং রমণং লব্ধ্বা। যদ্বা। শ্রিয়ং কান্তং কামনাস্পদং একান্তবল্লভং স্বৈকনিষ্ঠপ্রিয়তমং লব্ধ্বা ন কেবলং লেভে কিন্তু স্বল্পমপি বিশ্লেষমসহমানেন তেন স্বদোর্ভ্যাং গৃহীতঃ কণ্ঠো যাসাং তাদৃশ্য ইত্যর্থঃ। অত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবাতিপ্রেমানন্দেন তমেব গায়ন্ত্যো বিজহ্রিরে ইতি। এবং শ্রিয়োঽপি সকাশাত্তাসাং অতিমাহাত্ম্যমভিব্যক্তম্। তথৈব গম্যতে শ্রীমদুদ্ধবেন নায়ং শ্রিয়োঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণামিত্যাদি॥ ১৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—রসিকেন্দ্রচূড়ামণি আনন্দঘনতমবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীমুখ্যা ব্রজগোপীগণ একে একে নৃত্যগীতবিহারে পরিশ্রান্তা হইয়া করগ্রহণ, আলিঙ্গন প্রভৃতি যে সকল প্রেমবিলাসব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে সেই সেই গোপীগণের নিজ নিজ প্রেমভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে কয়েকটী শ্লোকের বর্ণনায় তাঁহাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট ভাবের অভিব্যঞ্জনায় মাধুর্য্যরসপুষ্টি প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর বর্ত্তমান শ্লোকে অন্যান্য গোপাঙ্গনাবৃন্দের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে।

শতকোটি গোপরমণীবৃন্দের সহিত রাসলীলাচ্ছলে নৃত্যগীত বিহারাদি করিলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি মাহাত্ম্যের বিচ্যুতি বা কোনও বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদি মাহাত্ম্যের কখনও বিচ্যুতি হয় না বলিয়াই তিনি অচ্যুত। সেই অচ্যুতস্বরূপ পরমপ্রিয় ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রেমনিষ্ঠিত-হৃদয়া ব্রজগোপীগণ বিরহ অবসানে রাসলীলার নায়করূপে প্রাপ্ত হইয়া বাহুদ্বয়ে তাঁহার কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া কতই না আনন্দে বিভোর হইলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের সেই পরমতম আনন্দোচ্ছ্বাসবার্ত্তা সঙ্গীতে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিল ও প্রেমানন্দ বিভোর হইয়া তাঁহারা সম্মিলিত কণ্ঠে তাঁহাদের প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দের নির্ম্মল যশোগাথা গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা পরম প্রফুল্ল হৃদয়ে আনন্দঘনতম রাসরসিকেশ্বর প্রাণবল্লভের সহিত প্রেমবিহার করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীদেবীর যিনি একান্তপ্রিয়, সেই লক্ষ্মীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশ বাহুযুগলে আবদ্ধ করিয়া নিজ নিকটে লাভ করার অপূর্ব্ব আনন্দে ব্রজগোপীগণ আজ কতই না বিভোর হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীর পরমপ্রিয়, তাই তাঁহার বর্ণনায় বলা হইয়াছে "শ্রিয় একান্তবল্লভম্"—শ্রীলক্ষ্মীদেবীর একান্ত প্রিয়। সত্যই লক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানকে একান্ত প্রিয় মনে করিয়া তাঁহাকে প্রেমকান্ত দয়িতরূপে পাইবার জন্য কতই না তপশ্চর্য্যা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত কালীয়দমন লীলায় নাগপত্নীগণ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সম্বন্ধে যে-উক্তি করিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পাই—

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা।

(শ্রীভাগবতম্ ১৬।১৬।৩২)

'যাঁহার চরণবাঞ্ছা করিয়া ললনোত্তমা শ্রীলক্ষ্মীদেবী সকল কামনা ত্যাগ করিয়া বহুকাল যাবৎ ধৃতব্রতা হইয়া তপশ্চর্য্যা করিয়া থাকেন।'

পরমসৌভাগ্যবতী গোপাঙ্গনাগণ তাঁহাদের অগাধনির্ভর ঐকান্তিকতায় যে-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন—সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও কতই না আরাধনা করিয়াছেন। তথাপি ব্রজাঙ্গনাগণ যেরূপ মাধুর্য্যসম্পুটিত-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে লাভ করিয়াছেন—শ্রীলক্ষ্মীদেবীও তাঁহাকে সেইরূপ ঐকান্তিকভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। শ্রীল রূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামৃতের শ্রীকৃষ্ণামৃতপ্রকরণের বর্ণনায় উল্লেখ আছে—

যৎস্পৃহাবক্ষসে যস্যৈ শ্রীরপ্যাচরতিস্পৃহাম্। তৎস্পৃহৈব পরং তস্যা ন তু তৎপ্রাপ্তিযোগ্যতা॥
সদাবক্ষঃস্থলস্থাপি বৈকুণ্ঠেশি তুরিন্দরা। কৃষ্ণোরঃস্পৃহয়াস্যৈব রূপং বিবৃণুতেঽধিকম্॥
পৌরাণিকমুপাখ্যানমত্র সংক্ষিপ্য লিখ্যতে। শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুর্ব্বতীং প্রাহতাং কৃষ্ণঃ কিন্তে তপসি কারণম্। বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপতেতি সাব্রবীৎ॥
তদ্দুর্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ। স্বর্ণরেখেব তে নাথ বস্তুমিচ্ছামি বক্ষসি॥
এবমস্ত্বিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতা॥ (লঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃতম্)

—অর্থাৎ 'শ্রীনারায়ণের মহিষী হইয়াও লক্ষ্মীদেবী যে-বক্ষঃস্থলের সঙ্গলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন সেই লক্ষ্মীদেবীর স্পৃহামাত্রই দৃষ্ট হয় কিন্তু বক্ষঃস্থল প্রাপ্তির যোগ্যতা তাঁহার লাভ হয় না। বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলস্থা হইয়াও তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের সঙ্গস্পৃহা প্রদর্শন করেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণরূপের উৎকর্ষই খ্যাপিত হয়। এই প্রসঙ্গে একটী পুরাণের (পদ্মপুরাণের) আখ্যায়িকা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে লুব্ধ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'তোমার এইরূপ তপস্যার কারণ কি?' তদুত্তরে লক্ষ্মীদেবী বলিয়াছিলেন—'আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে তোমার সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করি।' শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন—'উহা অতি দুর্ল্লভ'—তখন লক্ষ্মীদেবী পুনরায় বলিলেন—'হে নাথ! আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় তোমার বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতে ইচ্ছা করি।' শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য এই দ্বিতীয় প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন—তাহাই হউক। অতঃপর লক্ষ্মীদেবী স্বর্ণরেখার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজমান রহিয়াছেন।

উপরের বিবরণ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের মাহাত্ম্য এতই অধিক যে স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবী সুকঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াও সেই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীউদ্ধব মহাশয়ও সেই গোপীপ্রেম মাহাত্ম্যখ্যাপন প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রচার করিয়াছেন—

নায়ং শ্রিয়ঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্য্যোষিতাং নলিন গন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠঃ লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৭।৬০)

—রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণভুজলতা দ্বারা গৃহীতকণ্ঠা হইয়া শ্রীব্রজসুন্দরীগণ যে অনুগ্রহসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই সৌভাগ্য শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলবিলাসিনী নিতান্ত রতিমতী শ্রীলক্ষ্মীদেবীও লাভ করেন নাই বা পদ্মগন্ধি ও পদ্মকান্তিময়ী স্বর্গাঙ্গনা ও অপ্সরাবৃন্দও লাভ করেন নাই। অতএব অন্যসকল রমণীর কথা আর কি বলিবার আছে?

বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণকান্তাভাববতী প্রেমমূর্ত্তি ব্রজগোপীগণের অগাধ নির্ভর প্রেমের নিকটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরাজয়পত্র লিখিয়া দিয়াছেন ও তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত বিবিধ বিচিত্রভাবে মাধুর্য্যসম্পুটিত লীলাবিলাস করিয়া—বিশেষতঃ সর্ব্বোর্দ্ধস্থায়িনী রাসলীলার আনন্দ প্রদান করিয়া তাঁহাদের প্রতি যে সৌভাগ্য প্রদর্শন করিয়াছেন সত্যই তাহার তুলনা নাই। তিনি লক্ষ্মীদেবীর প্রিয় হইলেও লক্ষ্মীদেবী গোপাঙ্গনাবৃন্দের ন্যায় একান্ত নিবিড়ভাবে তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু আজ রাসকেলিচ্ছলে রাসরসশিরোমণি আনন্দঘনবিগ্রহ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন বাহুযুগল বেষ্টিত করিয়া প্রেমালিঙ্গনের স্পর্শ দিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণকে কতই না প্রেমানন্দ বিতরণ করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমার্থিনী ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের সহসা অদর্শনে বিরহের তীব্র দাবদাহে কতই না যাতনা সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরেই যমুনাপুলিনে রাসস্থলীতে তাঁহাদের সেই হারাধন তাঁহারা ফিরিয়া পাইয়াছেন এবং সেই প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দনের সহিত সম্মিলিত হইয়া রাসনৃত্যবিলাসে যে-সমধিক আনন্দ লাভ করিয়াছেন, আপনার কণ্ঠদেশে শ্রীকৃষ্ণ বাহুযুগলের আলিঙ্গনস্পর্শে সে আনন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্রোতোমুখে এমনই প্লাবন জাগিয়াছে যে তাহাতে তাঁহারা একেবারে নিমগ্না হইয়া গিয়াছেন। আনন্দের নদীতে যখন বান ডাকে তখন তাহার স্ফীত উচ্ছসিত বক্ষে আনন্দের দোলা লাগে এবং তাহারই স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণায় কুলুকুলুস্বরে নির্ব্বাধ স্রোতঃসঙ্গীত উত্থিত হইতে থাকে। ব্রজগোপীগণেরও আনন্দস্ফীত বক্ষে আজ তেমনি করিয়া অফুরন্ত সঙ্গীতধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে। যে কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গলাভে তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দের প্লাবন জাগিয়াছে, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের করযুগলের স্পর্শলাভ করিয়া তাঁহারা সেই কৃষ্ণচন্দ্রেরই অমল যশোগাথা গাহিয়া আজ আনন্দের প্লাবন গীতমুখে বিঘোষিত করিতেছেন।

পরম আনন্দনিকেতন রাসরসশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও আজ তাঁহার বিরহ দুঃখের অবসানে প্রেয়সীবৃন্দের আলিঙ্গনে করযুগল প্রসারিত করিয়াছেন। প্রেমশিরোমণি প্রেয়সীবৃন্দের নয়নমনোভিরাম গ্রীবাতট নিবিড়বন্ধনে আলিঙ্গনপাশে সংযোজিত করিয়া তিনিও মিলনানন্দে বিভোর হইয়াছেন। বিশেষতঃ প্রেমৈকহৃদয়া ব্রজবধুগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের নিমিত্ত তাঁহার বাহুযুগলে গৃহীতকণ্ঠা হইয়া প্রেমপ্লাবিত হৃদয়ে তাঁহারই যশোগান গাহিতেছেন। ভক্ত যেখানে ভক্তিভাবিত হৃদয়ে প্রেমপরিপ্লুত চিত্তে তাঁহার গান করিয়া থাকেন, সে-গানে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহারই নিকটে অবস্থান করেন। কারণ ইহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

এখানে হয়তো প্রশ্ন উঠিতে পারে যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম ও পূর্ণকাম, তাঁহার বিরহজনিত দুঃখই বা কি আবার মিলনজনিত আনন্দানুভূতিই বা কি? এ সকল সংশয় প্রশ্নের ঐ একই উত্তর যে, স্বয়ং ভগবান্ নিত্যতৃপ্ত ও সর্ব্বার্থসম্পূর্ণ হইলেও ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে সর্ব্বোত্তম নরলীলা বিলাসে ধরাধামে তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য এবং এইরূপে ভক্তবাঞ্ছা পরিপূরণের নিমিত্ত ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ তাঁহার ভগবত্তাস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচয় দেন। ভক্তকামপুরনিধি শ্রীভগবান্ ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য নিত্য উন্মুখ। ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের এমনই কোন ঘনিষ্ঠ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান যে তিনি ভক্তবশীভূত হইয়া ভক্তজনকে আনন্দ দান করেন এবং তাহাতেই তাঁহার আনন্দ। 'যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্' (গীতা ৯।২৯)—যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে বিদ্যমান থাকে এবং আমিও তাহাদিগের মধ্যে অবস্থান করি—এই কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই ঘোষণা করিয়াছেন।

যদিও শ্রীভগবানের কৃপা সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ" (গীতা ৯।২৯), কিন্তু তাঁহার সেই কৃপা—যাঁহারা প্রেমভরে ভক্ত বা ভগবানে উন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহারই লাভ করেন। কবি ভবভূতি বলিয়াছেন—

'প্রভবতি বিম্বোদ্গ্রাহে মণি ন মৃদাং চয়ঃ"
(উত্তররামচরিতম্)

অর্থাৎ—'সূর্য্যের প্রতিবিম্ব সর্ব্বত্রই সমানভাবে প্রকাশিত হয় সত্য, কিন্তু বিশুদ্ধ সূর্য্যকান্তমণিতে তাহার যেমন প্রভাসমুজ্জ্বল প্রকাশ দৃষ্ট হয় সেইরূপ প্রকাশ মৃণ্ময়পাত্র শরাবাদিতে দৃষ্ট হয় না।'

তদ্রূপ শ্রীভগবানের প্রেমাধীনতারূপ কৃপাগুণের অভিব্যক্তি একমাত্র ভক্তকে উপলক্ষ্য করিয়াই হয়। প্রেম-নিষ্ঠিতহৃদয়া ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেরই প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি। অতএব তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ প্রেমের বশ্যতা স্বীকার করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাসলীলা বিলাসের পরমতম আনন্দে তাঁহাদের কণ্ঠদেশ বাহুযুগলে বিজড়িত করিয়া আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবান্‌ও যে ভক্তপ্রেমাধীনতার আনন্দে বিভোর হইবেন—তাহাতে আর বলিবার কি আছে?

বর্ত্তমান শ্লোকের বিবরণ হইতে আরও একটী চমৎকার তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রাসনৃত্যশ্রমে কাতরা হইয়া কোন ব্রজগোপী ব্রজেন্দ্রনন্দনের করকমল আপনার স্কন্ধদেশে স্থাপন করেন। বর্ত্তমান শ্লোকেও তেমনি রাসরসতাণ্ডবী ব্রজেন্দ্রনন্দন আপনার করকমল ব্রজরমণীগণের কণ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া অনুরূপ প্রীতিভাব জানাইলেন। প্রেমসেবার্থিনী শ্রীব্রজাঙ্গনাগণ যে-প্রেমব্যবহারে তাঁহাদের প্রাণ-গোবিন্দকে সুখী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ভক্তপ্রেমসেবাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাদৃশ ব্যবহারে তাঁহার প্রেয়সী-বৃন্দকে সুখী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমবান্ ভক্তজনগণ যেভাবে ভজন করিয়া প্রেমভক্তি নিবেদন করে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ভক্তজনগণকে তাদৃশ ব্যবহারে প্রেমভক্তির প্রতিদান করেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—'আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে যেরূপভাবে আমার ভজনা করে আমিও তাহাকে তদনুরূপভাবে ভজনা করি'—গীতার এই প্রতিজ্ঞাবচনের সার্থকতা বর্ত্তমান শ্লোকের বিবরণে বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়বাহুযুগলের বেষ্টনী দ্বারা গোপীবৃন্দের কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছেন—বর্ত্তমান শ্লোকের এই বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে তাঁহার উভয় হস্তে গোপাঙ্গনাদিগকে আলিঙ্গন দিয়া মিলনানন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ একক হইলেও আপনার অশেষ ভগবত্তাবৈভব বশতঃ বহুতর প্রকাশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রত্যেক ব্রজরমণীগণের কণ্ঠদেশ নিজ করকমলে বেষ্টিত করিয়া বিভিন্ন অসংখ্য যুগলিত বিগ্রহের রূপ প্রদর্শিত করাইতে পারেন। স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে উহা ইচ্ছামাত্রেই সম্ভব। কত যোগীঋষিও অনায়াসে তাঁহাদের করায়ত্ত যোগবিদ্যাবিভূতি বলে যুগপৎ আপনার বহুতর মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়াছেন। পৌরাণিক উপাখ্যানে দৃষ্ট হয়—সৌভরি নামে কোন এক ঋষি যোগবিভবশক্তি বলে পঞ্চাশটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সূর্য্যবংশীয় নরপতি মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এইরূপে তিনি বহুতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পত্নীগণ সহ যথাযোগ্যভাবে গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। বহুতর মূর্ত্তি প্রকাশ করা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইচ্ছামাত্রেই সম্ভব। কিন্তু এস্থলে বহু গোপীজনের মনোবাসনা পরিপূরণার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুতর পৃথক্ মূর্ত্তি ধারণ করেন নাই। তাঁহার অশেষ ভগবত্তাগুণে একই নবনটবর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বহুতর প্রকাশমূর্ত্তিতে ব্রজগোপীজনের নিকটে প্রতীয়মান হয়। ইহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিরই প্রভাব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একই শ্রীমূর্ত্তি বহুতর রূপে প্রকাশিত হয় এবং ঐরূপ অভিব্যক্তিকে 'প্রকাশ' বলিয়া শাস্ত্র নিরূপিত করিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—শ্রীকৃষ্ণামৃতম্)

—'রূপ গুণ প্রভৃতির ঐক্য থাকা সত্ত্বেও একই বিগ্রহের যুগপৎ বহুস্থলে যে-আবির্ভাব, তাহাকে প্রকাশ বলা হয়।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়—

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারের ভেদ নাহি একই স্বরূপ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈলা রাস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মূখ্য বিলাস॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১। ১। ৩৬-৩৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারকা লীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একই বিগ্রহের বহুতর প্রকাশ মূর্ত্তি অবলম্বনে ষোড়শসহস্র মহিষীকে বিবাহ করেন। দেবর্ষি নারদ যখন এই বৃত্তান্ত অবগত হইলেন তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ।

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৬৯।২)

—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে শ্রীকৃষ্ণ একই বপুঃ ধারণ করিয়া যুগপৎ পৃথক্‌ভাবে ষোড়শসহস্র রমণীগণকে বিবাহ করিলেন'।

অবশ্য সৌভরি প্রভৃতি ঋষির ন্যায় কায়ব্যূহরূপে যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুতর পৃথকমূর্ত্তি ধারণ করিতেন তাহাতে নারদ ঐরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিতেন না—

সৌভর্য্যাদি প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হইলে নারদের বিস্ময় না হয়॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২২০।১৪২)

'প্রকাশ' এবং 'কায়ব্যূহের' মধ্যে পরস্পর বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ প্রকাশে একই বিভুদেহ বিভিন্নস্থানে একই রূপে অভিব্যক্ত হয়, আর কায়ব্যূহে একই জীবাত্মার বিভিন্নদেহে সংক্রমণ ঘটিয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহী ভেদ নাই। সুতরাং উহাতে কায়ব্যূহের ন্যায় জীবাত্মার সংক্রমণের কোনও ব্যাপার দৃষ্ট হয় না। শ্রীভগবানের দেহ-দেহী একই আনন্দস্বরূপ। কেবল তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে যখন যেখানে ইচ্ছা সেইস্থানে একই শ্রীবিগ্রহের বহুতররূপে লোকলোচনের গোচরীভূত করেন। রাসলীলাবিলাসের রসপুষ্টি বিধানের নিমিত্ত রাসলীলার প্রয়োজনবশতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়া প্রভাবে বহুতর প্রকাশমূর্ত্তি অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বেও দেখিয়াছি এবং বর্ত্তমান শ্লোকে যুগপৎ বহুগোপাঙ্গনার কণ্ঠালিঙ্গনবৃত্তান্তেও তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

যাহা হউক, ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের কণ্ঠদেশে বিন্যস্ত নবনটবর শ্রীকৃষ্ণের করকমল স্পর্শলাভে আনন্দে বিভোর হইয়া প্রাণদয়িত রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলাকীর্ত্তনে সেই অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের কণ্ঠোত্থিত সেই সুমধুর সঙ্গীতের বর্ণনায় শ্রীমৎকিশোরপ্রসাদ-বিদ্বৎপাদকৃত টীকায় শ্রীমৎ সুধানিধি গ্রন্থ হইতে উৎকলিত একটী কবিতাগীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা কীর্ত্তনে ব্রজগোপীগণ গাহিয়াছিলেন।—

অহো রসিকশেখরঃ স্ফুরতি কোঽপি বৃন্দাটবী-
নিকুঞ্জনবনাগরীকুচ-কিশোরকেলিপ্রিয়ঃ।
করোতু স কৃপাং সখীপ্রকটপূর্ণ-নাট্যোৎসবো।
নিজপ্রিয়তমাপদে মধুময়ে দধদ্ যঃ শিরঃ॥

—'অহো! কে সেই কিশোর রসিকচূড়ামণি বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ মাঝে নবনাগরীর কুচযুগে প্রেমকেলিপরায়ণ হইয়া প্রেমস্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছেন! সখীগণের দ্বারা তাঁহার নাট্যোৎসবের পরিপূর্ণতা খ্যাপিত হইয়াছে এবং তিনি নিজপ্রিয়তমার মধুময় পদকমল আপনার মস্তকে স্থাপন করিয়া আনন্দলাভ করিতেছেন। এমন সেই রসিকশেখর আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন।' ॥১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্ম-বক্ত্রশ্রিয়ো বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-স্রস্তস্রজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাম্ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্মশ্রিয়ঃ (কর্ণাবতংসৈরুৎপলৈশ্চ অলকবিটঙ্কৈঃ অলকালঙ্কৃতৈঃ অলকবিভ্রমৈশ্চ বা কপোলৈশ্চ ঘর্ম্মৈঃ স্বেদবিন্দুভিশ্চ বক্ত্রেষু বদনেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ) বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ (বলয়ানাং নূপুরাণাঞ্চ ঘোষাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ বাদ্যৈঃ উপলক্ষিতাঃ কিংবা বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ) স্বকেশস্রস্তস্রজঃ (স্বকেশেভ্যঃ স্রস্তাঃ ভ্রষ্টাঃ স্রজঃ মালাঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাং (ভ্রমরা এব গায়কাঃ যস্যাং তস্যাঃ রাসগোষ্ঠ্যাং) ভগবতা সমং (সহ) ননৃতুঃ (নর্ত্তিতবত্যঃ) ॥১৬

মূলানুবাদ।—সেই রাসমণ্ডলীতে অলিকুল গান করিতেছিল এবং বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীসমূহ বাদ্যধ্বনি করিতেছিল এবং গোপীগণ শ্রীভগবানের সহিত নৃত্য করিতেছিলেন। তখন তাঁহাদের কর্ণোৎপল,অলকাশোভিত কপোলদেশ এবং স্বেদবিন্দুজালে মুখমণ্ডলের শ্রী প্রকাশ পাইতেছিল এবং তাঁহাদের নিজ নিজ কেশবন্ধ হইতে পুষ্পমালা বিস্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল ॥১৬।

শ্রীধরটীকা।—তত্র বাদকেষু গায়কেষু চ সস্ত্রীকেষু গন্ধর্ব্বকিন্নরাদিষু রসাবেশেন মুহুৎসু নৃত্যৎসু চান্যামেব বাদ্যাদিসম্পত্তিং দর্শয়ন্ রাসসম্ভ্রমমাহ কর্ণোৎপলেতি। কর্ণোৎপলৈশ্চ অলকবিটঙ্কৈরলকালঙ্কৃতৈঃ কপোলৈশ্চ ঘর্ম্মৈশ্চ বক্ত্রেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ। ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্যঃ। বলয়নূপুরঘোষৈর্বাদ্যৈর্বাদিত্রৈঃ। স্বকেশেভ্যঃ স্রস্তাঃ স্রজো যাসাং তাঃ। এতেন তালগতিসন্তুষ্টাঃ কেশাঃ স্বশিরঃকম্পং পাদেষু পুষ্পবৃষ্টিমিবাকুর্ব্বন্ ইতুৎপ্রেক্ষিতং ভ্রমরা এব গায়কা যস্যাং তস্যাং রাসসভায়াম্। ১৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তথৈব তাসাং মাহাত্ম্যং দর্শয়তি দ্বাভ্যাম্। কর্ণেতি তাসাং রাসেন শ্রমেঽপি পরমোশোভা দর্শিতা তথাপি নৃত্যে হেতুমাহ। ভগবতা নিজাশেষমাধুর্য্যসারসর্ব্বস্বং প্রকটয়তা সমমিতি তৎসাহিত্যস্য পরমোল্লাসকত্বাৎ যতো গোপ্যস্তদেকপ্রেমবশত্বেন প্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ। তেন সমমিত্যনেন তাসাং তৎসদৃশবৈদগ্ধ্যাদিকমপি সূচিতং তথা তাসামিব তস্যাপি কর্ণোৎপলেত্যাদিকং সর্ব্বং বোধ্যতে। উৎপলধারণঞ্চ সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণেনৈব কারিতমিতি জ্ঞেয়ম্। ভ্রমরগায়কেতি তত্তদুচিতগানসমর্থত্বাত্তেষাম্ অসাধারণত্বং ব্যঞ্জিতম্। অন্যত্তৈঃ। তত্র বাদকেষ্বিতি দুন্দুভিনাদাভিপ্রায়েণ তদ্ধি নাদাদিকং তেষাং তন্নৃত্যানুকুলমেবাসীদিতি তৎ সম্মতম্। কিন্নরাদিষ্বিতি চ দিবৌকসামিত্যুক্তেস্তদন্তর্গতত্বসম্ভাবনয়েতি। এবং তত্র তাসাং ন কাচিদন্যতো গীতাদেরপ্যপেক্ষা কিন্তু স্বানন্দেনৈব তেষাং মধ্যে মধ্যে বাদনাদিচেষ্টিতেতি ॥ ১৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ণচন্দ্রজ্যোৎস্নাবিধৌত কুন্দমন্দারকুসুমসুরভিত যমুনাপুলিনে অশেষ মাধুর্য্যময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তৎপ্রেয়সী ব্রজগোপীবৃন্দের সহিত যে পরমানন্দ-বিস্তারময়ী রাসরসলীলার উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে সমস্ত বিশ্বে আনন্দের চেতনা প্রকাশ পাইয়াছে। দেবগণ আকাশপথ হইতে রাসনৃত্য দর্শনের পরমানন্দে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করিয়া রাসলীলার পবিত্র অঙ্গনে উপহার দিয়াছেন। লাস্যবিলাসরতা শতকোটি ব্রজবধূগণের কবরীমধ্য হইতে কুসুমদাম বিগলিত হইয়া পড়িতেছে। অগণিত ভ্রমরভ্রমরী মৃদুমধুর গুঞ্জনে কুসুমাস্তৃত রাসলীলাস্থলীতে সুললিত-সঙ্গীত-গুঞ্জন প্রকাশ করিতেছে। সুরভিত প্রসূনমালার মধুলোভে আমোদিত শত শত ষট্‌পদের সম্মিলিত গুণ্ গুণ্ ধ্বনি রাসোৎসবের গীতধ্বনি ব্যক্ত করিতেছে। গোপবনিতাগণ যখন নৃত্য করিতেছিলেন তখন সেই শতকোটি ভ্রমরনিকর মৃদুমধুর গুঞ্জনে গায়কের ন্যায় সুরসঙ্গীত গান করিতেছিল। গোপীবৃন্দের করধৃত সুবর্ণবলয় ও সুবর্ণকিঙ্কিনীসমূহ ঝন্‌ঝন্ ঝনৎকার শব্দে সম্মিলিত বাদ্যধ্বনি জানাইতেছে। ভ্রমর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রমরীর গুণ্‌গুণ্‌ সঙ্গীত ও গোপীগণের বলয়কিঙ্কিনীর ঝন্‌ন ঝন্‌ন বাদ্যনির্ঘোষ—উভয়ের অপূর্ব্ব সম্মেলনে পরমরমণীয় সঙ্গীতের একতানে আকাশ বাতাস আজ সংগীতমুখর হইয়া উঠিয়াছে।

আবার গোপসুন্দরীগণ তালে তালে বিবিধ বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে ভ্রমরভ্রমরীকৃত সঙ্গীতধ্বনির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে-নৃত্যশ্রী প্রদর্শন করিয়াছিলেন—তাহাও নিরতিশয় মনোরম। প্রেমিকবর নায়কশিরোমণি ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহাদের কর্ণভূষণরূপে যে-উৎপল পুষ্প পরাইয়া দিয়াছিলেন—সেই কর্ণাবতংশের এবং তরঙ্গায়িত অলকামঞ্জরীর রূপশোভায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণের মুখশ্রী কতই না বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহাদের মুখমণ্ডলে নৃত্যজনিত শ্রমবশতঃ যে-স্বেদবিন্দু সঞ্চিত হইয়া মুক্তামালার ন্যায় শোভা বিধান করিতেছিল তাহাতে সে-মুখমণ্ডলের কান্তিচ্ছটা আরও বহু গুণিত হইয়াছিল।

শৈবালজালসমাচ্ছন্ন জলাশয়ে বিকশিত কমলদলের মধুলোভে মুগ্ধ হইয়া শত শত অলিকুল যেমন গুণ্‌গুণ্‌ সঙ্গীত-ধ্বনি করিতে থাকে, তদ্রূপ ব্রজবনিতাগণের অলকাজালপরিশোভিত ঘর্ম্মবিন্দুসমাচ্ছন্ন মুখমণ্ডলের কর্ণোৎপলের মধুলোভে ভ্রমরকুলও প্রফুল্লহৃদয়ে পরম আনন্দে গান করিতেছিল। ব্রজগোপীগণ শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইয়া রাসস্থলীতে অপূর্ব্ব আনন্দে নৃত্য করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের সেই নৃত্যদোলায় আন্দোলিত হইয়া তাঁহাদের কবরীবন্ধ হইতে পুষ্পমালা সকল বিগলিত হইয়া পড়িতেছিল।

শ্রীভগবানের সহিত ব্রজরমণীগণ সমভাবে নৃত্য করিতেছিলেন—এই বর্ণনায় বুঝিতে পারা যায় যে নৃত্যভঙ্গির কুশলতায় কেবল যে ব্রজগোপীগণ শ্রীভগবানের সমতা রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাই নহে, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণসম্পদেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমভাবেই ভূষিত ছিলেন।

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যেমন অলৌকিক বৈদগ্ধ্যাদিগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বসদ্‌গুণ এবং মাধুর্য্যাদিভূষিত, তাঁহার প্রেয়সীবৃন্দও অনুরূপ বৈদগ্ধ্য ও সদ্‌গুণাদিতে বিভূষিতা। উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণে দৃষ্ট হয়—

হরেঃ সাধারণগুণৈরুপেতাস্তস্য বল্লভাঃ। পৃথুপ্রেম্ণাং সুমাধুর্য্যসম্পদাঞ্চাগ্রিমাশ্রয়াঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণম্‌)

—অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীহরির সাধারণ সুরম্যতা প্রভৃতি গুণে ভূষিতা এবং পৃথুতর প্রেম ও মাধুর্য্যাদি গুণসম্পদের ললামভূতা তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীজন।

শ্রীকৃষ্ণের যাঁহারা নিত্যপ্রিয়া তাঁহারা সকলেই যে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য গুণসম্পদে বিভূষিতা তাহার বর্ণনায় উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়—

রাধাচন্দ্রালীমুখ্যা প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ব্রজে।
কৃষ্ণবন্নিত্যসৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিগুণাশ্রয়াঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণম্‌)

—'বৃন্দাবনের মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা নিত্যপ্রিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় নিত্যসৌন্দর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদিগুণের আশ্রয়।'

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণের বৈদগ্ধ্যাদিগুণসম্পদের কথা মথুরাবাসিনী রমণীগণ প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রণতি বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন—

প্রণমামি তাঃ পরমমাধুরীভৃতঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জ-রমণীশিরোমণিঃ।
উপাসন্নযৌবন-গুরোরধীত্য যাঃ স্মরকেলিকৌশলমুদাহরন্‌ হরৌ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণম্‌)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যাঁহারা পরমমাধুর্য্যগুণের আশ্রয়স্থল এবং যাঁহারা ভূরি ভূরি পুণ্যাচরণকারিণী রমণীবৃন্দের শিরোমণি এবং যাঁহারা যৌবনরূপ গুরুর নিকট হইতে কন্দর্প-ক্রীড়া-কৌশল-বিদ্যা আপনা হইতেই অর্জ্জন করিয়া রাসক্রীড়ায় শ্রীহরির প্রতি সেই অধ্যয়নের উদাহরণস্বরূপ নৃত্যগীতাদির প্রয়োগকৌশল দেখাইয়াছিলেন, সেই রমণীগণকে প্রণাম করি।'

বর্ত্তমান শ্লোকে যে-নৃত্যোৎসবের বিবরণ দৃষ্ট হয় তাহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে ব্রজরমণীগণ নির্গীত নৃত্যের কৌশল প্রদর্শন করিতেছিলেন। অবশ্য ইতঃপূর্ব্বে সগীত নৃত্যের বিবরণও আমরা পাইয়াছি। নৃত্য সাধারণতঃ দুই প্রকার—গীতযুক্ত ও গীতবিহীন। কণ্ঠসঙ্গীতের অর্থানুরূপ হস্তপদ ও দেহাদির গতিভঙ্গী প্রদর্শনপূর্ব্বক যে-নৃত্যকলা প্রদর্শন করা হয় তাহাকে গীতযুক্ত বা সগীত নৃত্য বলে এবং কোন বাদ্যযন্ত্রের তালের সহিত ভ্রূনয়ন হস্তপদ ও দেহাদির গতিভঙ্গী প্রদর্শনে যে নৃত্যকলা অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে গীতবিহীন নৃত্য বলে। বর্ত্তমান শ্লোকের বিবরণে নির্গীত নৃত্যের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। কারণ এস্থলে কিঙ্কিণীবলয় প্রভৃতি বাদকের স্থান গ্রহণ করিয়াছে ও ভ্রমর ভ্রমরীর কৃত গুণ্‌গুণ্‌ধ্বনি গীতধ্বনি নিষ্পাদিত করিলেও উহা অব্যক্ত মধুর বলিয়া যন্ত্রসঙ্গীতেরই অনুরূপ বুঝিতে হইবে।

গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রভৃতি গীতিকুশল দর্শকবৃন্দ রাসদর্শনের প্রারম্ভে বাদ্যসহকারে আনন্দসঙ্গীত গাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রসাবেশজনিত বিস্ময়ে তাঁহারা ক্ষণকালমধ্যেই মোহিত হইয়া নৃত্যপরায়ণ হইয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—

গায়কেষু বাদকেষু গন্ধর্ব্বকিন্নরাদিষু রসাবেশেন মুহূৎসু নৃত্যৎসু চান্যামেব বাদ্যাদিসম্পত্তিং দর্শয়ন্ রাস-সম্ভ্রমমাহ।

(শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা)

—গায়ক ও বাদক গন্ধর্ব্বকিন্নর প্রভৃতি সকলেই মোহপ্রাপ্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতএব অন্যপ্রকার বাদ্যাদির বিবরণ প্রকাশিত করিয়া শ্রীশুকদেব সেই রাসলীলার গৌরব প্রকাশ করিতেছেন।

সুতরাং শ্রীশুকদেব বলিলেন—ভ্রমরকুল গুণ্‌গুণ্‌স্বরে অব্যক্তমধুর গীতধ্বনি রচনা করিল এবং গোপাঙ্গনাদিগের বলয়কিঙ্কিনী প্রভৃতিতে ঝন্‌ন ঝন্‌ন ঝনৎকার বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল এবং উহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অত্যদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিয়া ব্রজরমণীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্যবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। রাসরস-তাণ্ডবী শ্রীগোপীনাথের সহিত তাঁহার প্রেয়সী গোপীজনগণের পরমাদ্ভুত নৃত্য দর্শনে গন্ধর্ব্বকিন্নরগণ এমনই বিমোহিত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা তাঁহাদের স্বকৃত গীত বাদ্য ভুলিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নৃত্যাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই গীত স্তব্ধ হইয়া গেলেও কুসুমসৌরভলুব্ধ অগণিত ভ্রমরভ্রমরীগণের গুণ্‌গুণ্‌ধ্বনি সেই সঙ্গীতের স্থান পূরণ করিয়াছিল, এবং তাঁহাদের বাদ্যধ্বনি স্তব্ধ হইয়া গেলেও গোপাঙ্গনাদিগের বলয়কিঙ্কনী সেই বাদ্যনির্ঘোষের শূন্যস্থান পূর্ণ করিল।

ইতঃপূর্ব্বে (১০।৩৩।৫) গোপীবৃন্দের নৃত্যকালে রাসস্থলীতে আকাশমার্গ হইতে দেবগণকৃত পুষ্পবৃষ্টির বর্ণনায় শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ"। আবার বর্ত্তমান শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে—নৃত্যপরায়ণা শ্রীব্রজাঙ্গনাবৃন্দের কবরীবদ্ধ হইতে পুষ্পমালাসকল বিগলিত হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল—বুঝি বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজবনিতাদিগের নৃত্যভঙ্গীবশতঃ চরণক্ষেপভঙ্গির কলাকুশলতা দেখিয়া কবরীবন্ধের মুগ্ধা পুষ্পমালা সকল তাঁহাদের কবরীবন্ধ হইতে তাঁহাদের চরণতলে নিপতিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিল। শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার ভাবার্থদীপিকা টীকায় ইহাই উৎপ্রেক্ষা করিয়া বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্ষস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১৭

এতেন তালগতিসন্তুষ্টাঃ কেশাঃ সশিরঃকম্পং পাদেষু পুষ্পবৃষ্টিমিবাকুর্ব্বন্নিত্যুৎপ্রেক্ষিতম্।

(শ্রীধরস্বামিপাদকৃতটীকা)

'নিজ কেশপাশ হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িতেছিল—এই বিবরণে ইহা প্রতিপাদিত হয় যে নৃত্যতালগতির নিপুণতায় আনন্দলাভ করিয়া কেশপাশ যেন আনন্দচঞ্চল হইয়া শিরোদেশ কম্পিত করিয়া ব্রজগোপীগণের চরণতলে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল—ইহাই উৎপ্রেক্ষা দ্বারা জানা যাইতেছে।'

রাসস্থলীতে ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত সমভাবে বৈদগ্ধ্যাদি গুণপ্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ যখন অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের কর্ণাবলম্বিত উৎপল, চূর্ণকুন্তলালঙ্কৃত কপোলতল এবং হেমপ্রভামণ্ডিত মুখমণ্ডলে স্বেদবিন্দুর মুক্তামালা একাধারে কতই না মনোরম শোভার সমাবেশ করিয়াছিল ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—অর্ভকঃ (বালকঃ) যথা স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমৈঃ (স্বপ্রতিবিম্বৈঃ স্বচ্ছায়াভিঃ বিভ্রমঃ ক্রীড়া যস্য তথাভূতো ভবতি তদ্বৎ) এবং (ইত্থং) রমেশঃ (রমায়াঃ লক্ষ্ম্যাঃ ঈশঃ প্রভুরপি) পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্ষস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ (পরিষ্বঙ্গঃ আলিঙ্গনং করাভিমর্ষঃ করেণ হস্তেন স্তনাদীনাং সংশ্লেষঃ সম্যক্ স্পর্শনং স্নিগ্ধেক্ষণং সানুরাগাবলোকনম্ উদ্দামবিলাসঃ উদারলীনপরিষ্বঙ্গাদিরূপঃ বিহারঃ হাসশ্চ তৈঃ) ব্রজসুন্দরীভিঃ (ব্রজগোপীভিঃ) সহ রেমে (রমণঞ্চক্রে) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—বালক যেমন স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেই প্রকার রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের সহিত আলিঙ্গন, করমর্দ্দন, স্নিগ্ধ নয়নসঞ্চালন, উদ্দামবিলাস ও হাস্য বিলাসে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা—যথা গোপ্যো নানাবিভ্রমৈর্ভগবতা সহ বিজহ্রুঃ এবং ভগবানপি স্ববিলাসৈস্তাভিঃ সহ রেমে ইত্যাহ এবমিতি। তদ্বিলাসানভিভূতস্যৈব রতৌ দৃষ্টান্তঃ যথার্ভক ইতি। স্বপ্রতিবিম্বৈর্বিভ্রমঃ ক্রীড়া যস্য স ইব। অনেনৈতদ্দর্শিতং স্বীয়মেব সর্ব্বকলাকৌশলং সৌগন্ধলাবণ্যমাধুর্য্যাদি চ তাসু সঞ্চার্য্য তাভিঃ সহ রেমে যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্বৈরিতি ॥ ১৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবমিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্রাবতারিকা দৃষ্টান্তবলাদেব প্রতিপন্না—যথার্ভক ইত্যাদিকা স এবেত্যন্তব্যাখ্যা চাস্যা এবানুগতা। উভয়ত্রাপি প্রতিবিম্বস্থানীয়ানাং শ্রীগোপীনামর্ভকস্থানীয়স্য শ্রীভগবতশ্চ মুহুঃ পরস্পরমনুকরণাৎ। তত্র চ শ্রীভগবত এবার্ভকস্যেব বিলাসায় স্বয়ং প্রবৃত্তিস্তৎপ্রবর্ত্তনং তদীয়বিলাসবিশেষশ্চ লভ্যতে। ততস্তদ্বিলাসানভিভূতস্যৈব রতৌ দৃষ্টান্ত ইতীদন্ত্বাগন্তুকমিব লক্ষ্যতে। যত্ত্বনেনৈতদ্দর্শিতমিত্যাদিকং ব্যাখ্যাতম্। তত্র চ তা এব তদ্‌গুণপ্রকাশিকা ইতি প্রতিপদ্যতে। যথার্ভকঃ প্রতিবিম্বদ্বারত এব স্বীয়মুখমাধুর্য্যাদ্যনুভবতি ন তু স্বতঃ তথা শ্রীভগবানপি তাদৃশনিজপ্রেয়সীদ্বারত এবেতি হি গম্যতে তাসাং প্রেমময়মুদয়ং বিনা তদনুদয়াৎ। যদ্বা রমায়া ঈশঃ প্রভুরপি ব্রজসুন্দরীভিরেব রেমে নতু তয়েতি ততোঽপি তাসাং প্রেমগুণসৌন্দর্য্যমধিকমভিপ্রেতম্। যদ্বা রমায়া ঈশঃ প্রভুরেব নতু রমণঃ ব্রজসুন্দরীভিস্তু রেমে তথাপি তথৈবাভিপ্রেতং তদপি রমণমসাধারণমেবেতি। সচমৎকারমাহ এবমিতি তত্র পরিষ্বঙ্গস্তাসামাশ্লেষঃ। করাভিমর্ষস্তাসাং করালম্ভনং স্নিগ্ধেক্ষণং তন্মুখাদীনাং সরসাবলোকনম্ উদ্দামবিলাসঃ স্তনস্পর্শনাদিঃ হাসশ্চ ভাবোদ্রেকবিলসিতস্মিতং তৈঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং তস্য তাসামপি সর্ব্বোপরিচরগুণত্বেন পরস্পরং সাম্যমাসক্তিঞ্চ দৃষ্টান্তেন ব্যঞ্জয়তি যথেতি কশ্চিদর্ভকস্তদ্বয়ঃ-স্বভাবেনাত্যন্তক্রীড়াসক্তঃ স্বপ্রতিবিম্বে বিভ্রমো বিলাসো যস্য তাদৃশশ্চ যথা স্বতুল্যাভিস্তাভিঃ স্বপ্রতিমূর্ত্তিভিঃ রেমে, তস্যাসৌ প্রেমবশতাস্বভাবেন তন্ময়ক্রীড়াসক্তঃ সন্ স্বরূপশক্তিত্বেন স্বপ্রতিমূর্ত্তিত্বাৎ প্রতিবিম্বস্থানীয়াভিস্তাভী রেমে। অতএব তৎসদৃশত্বাভিপ্রায়েণ পূর্ব্বমপি গোপবধ্ব ইত্যনুক্তা কৃষ্ণবধ্ব ইত্যেবোক্তম্। তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং—আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তা এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দ-মাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি। অত্র চ যথার্ভকো যাদৃশং মুখচালনাদিকং কুরুতে তাদৃশং তৎপ্রতিবিম্বমূর্ত্তয়োঽপি যাদৃশং তাস্তাদৃশমেব ক্রীড়াকৌতুকিত্বাৎ সোঽপ্যেবং শ্রীকৃষ্ণশ্চ শ্রীগোপ্যশ্চ পরস্পরমাসক্তত্বাদনুচক্রুরিতি জ্ঞেয়ম্। অনেন তাসামিব তস্যাপ্যত্র স্নিগ্ধশব্দব্যঞ্জিতস্নেহবিকারো দর্শিতঃ। স চ সাত্ত্বিকোঽপ্যুক্তঃ শ্রীপরাশরেণ—গোপী-কপোলসংশ্লেষমভিগত্য হরের্ভুজৌ। পুলকোদ্গমশম্পায় স্বেদাম্বুঘনতাং গতাবিতি ॥ ১৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীমদ্ভাগবতপ্রবক্তা লীলারসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব রাসলীলাকথাচ্ছলে অপূর্ব্ব কৌশলে শ্রুতিসুখকর কাব্যরসের সাহায্যে অতত্ত্বদর্শী মানবগণকে ধীরে ধীরে দুর্ব্বোধ পরমার্থতত্ত্ব আস্বাদন করাই-তেছেন। গোপীজনসহ গোপিকানাথের রসপুষ্টিময় নৃত্যগীতাদি বিলাসব্যবহারের এক অনবদ্য আলেখ্য শ্রীশুকদেব সুমধুরভাষার রেখাসম্পাতে অঙ্কিত করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। আবার পাছে রসাবেশ-বশতঃ গোপীকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে কোনওপ্রকার ব্যাঘাত জন্মে এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত দ্বারা সুকৌশলে স্বরূপতত্ত্বের প্রতি বর্ত্তমান শ্লোকে একটি চমৎকার ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—বালক যেমন আপন প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে—সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কেলিবিলাস-বিবরণে শ্রীশুকদেব বলিলেন—কামপূরকৃপানিধি বিদগ্ধশিরোমণি রমাপতি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ঘনমণ্ডলাকারে সজ্জিতা প্রেমসেবার্থিনী ব্রজবনিতাদিগের মধ্যে কাহারও সহিত আলিঙ্গনে, কাহারও করকমল মর্দ্দনে, কাহারও বা কুঞ্চকাকর্ষণে, কাহারও বা চিবুকতট স্পর্শ করিয়া, কাহারও প্রতি স্নিগ্ধকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপে বা কাহারও বা প্রতি মৃদুমন্দ হাস্যবিকাশপ্রকাশে—এইরূপ বিবিধ বিচিত্র বিলাসব্যবহারে ব্রজবধূগণের অন্তরে উদ্বেলিত আনন্দতরঙ্গ প্রবাহিত করিলেন। গোপীবৃন্দের সহিত গোপিকানাথের অনুরূপ রমণবিলাসের দৃষ্টান্ত উল্লেখে শ্রীশুকদেব বলিলেন—ক্রীড়ামোদী বালক দর্পণপ্রতিবিম্বিত, নিজ মূর্ত্তির সহিত যেরূপ ক্রীড়া করে এবং প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির ক্রীড়াভঙ্গিতে নিজেও যেমন পুনঃ পুনঃ নানাবিধ ভাববিলাসের সহিত ক্রীড়া করিয়া আনন্দলাভ করে, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীভগবান্ তাঁহার আপন প্রতিবিম্ব বা নিজ ছায়ার সহিতই ক্রীড়া করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তিরূপা। অতএব তত্ত্বের দিক্ দিয়া ব্রজরমণীগণ যথার্থই ভগবানের প্রতিবিম্বস্থানীয়া। নিজ স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীরূপা ব্রজবনিতাগণের সহিত শ্রীভগবানের রাসরমণকেলি নিজ প্রতিবিম্বিত প্রতিচ্ছবির সহিত ক্রীড়া করিবারই অনুরূপ।

আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবানের এই রাসরমণকেলি লৌকিক জগতের আনন্দাস্বাদনের ন্যায় শব্দস্পর্শাদি-গ্রাহ্য বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে না, পরন্তু স্বরূপভূত নিজ প্রতিচ্ছায়াতুল্য শ্রীব্রজরমণীগণের সহিতই তাঁহার এই রাসরমণলীলা। শক্তি ও শক্তিমানে তত্ত্বগত ভেদ নাই। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি গোপীবৃন্দের সহিত আনন্দঘনতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই; উহারা যেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ছায়াস্বরূপা। তাঁহারই সেই হ্লাদিনীশক্তিই শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় অসংখ্য গোপীরূপে আত্মপ্রকটিত করিয়া লীলাবিলাসচ্ছলে পৃথক বিগ্রহের ভান করিয়া শ্রীভগবান্‌কে ও প্রেমবান্ ভক্তজনকে আনন্দাস্বাদন করাইয়া থাকেন। অতএব তত্ত্বদৃষ্টিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানের এই রমণলীলা কোনও বাহ্য ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের উপর নির্ভর করে নাই। ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির আধার আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবানের রমণলীলা প্রাকৃত জগতের কামক্রীড়ারূপ বিষয়ানন্দাস্বাদন নহে, ইহা বাহ্যসম্পর্ক-লেশহীন আত্মানন্দেরই আস্বাদন।

শ্রীভগবানের এই নিজ স্বরূপশক্তিসহ লীলাবিলাস নিত্য নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইলেও জগতে উহা সর্ব্বকালে প্রকাশিত হয় না। এই কারণেই প্রকট ও অপ্রকঠ ভেদে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দ্বিবিধ লীলার নির্দ্দেশ দিয়াছেন—"প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সা দ্বিবিধোচ্যতে" (লঘুভাগবতামৃতম্)। সূর্য্য যেমন সর্ব্বদাই আকাশমণ্ডলে বিদ্যমান আছে, কিন্তু পৃথিবীর চক্রাকার গতি ও পরিবর্ত্তনক্রমে সেই সূর্য্য কখনও দৃষ্টিগোচর হয় কখনও দৃষ্টির বহির্ভূত হয়, তদ্রূপ নিত্যধামগত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য পার্ষদগণসহ নিত্য লীলাবিলাস করিতেছেন, কেবল ভক্তপ্রেমাস্বাদনবশতঃ তাঁহারই কৃপায় সেই লীলা কখনও লোকলোচনের গোচরীভূত হয়, আবার কখনও অদৃশ্য থাকে। লোকলোচনের গোচর না হইলেও গোলোক বৈকুণ্ঠাদিধামে নিজ শক্তিবৃন্দের সহিত শ্রীভগবানের লীলা নিত্য বিরাজমান। শ্রীব্রহ্মসংহিতাগ্রন্থের সিদ্ধান্তে জানা যায়—

আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভিস্তা এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা—৫ম অধ্যায়)

'প্রেমময় উজ্জ্বলরসে প্রতিভাবিত নিজ শক্তিবৃন্দসহ অখিলজীবের আত্মভূত আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দ, যিনি প্রপঞ্চাতীত গোলোকধামে নিত্যলীলাবিলাস করেন—তাঁহাকে ভজনা করি।'

যাহা হউক, ব্রজবনিতাগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে-কান্তাকান্ত-ভাবময়ী লীলা উহা কামক্রীড়াবিলাস নহে, উহা হ্লাদিনীশক্তির বিলাসবৈচিত্রী বিশেষ—যাহার অবলম্বনে ভগবান্ নিজে আনন্দানুভব করেন এবং অপরকে আনন্দরসাস্বাদন করান। অতএব সেই প্রেমানন্দ বিলাসের নিমিত্তই নায়কনায়িকা-জনোচিত আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতি বিবিধ প্রেমব্যবহার। উহাতে অবশ্য প্রাকৃত নায়কনায়িকার আলিঙ্গন চুম্বন দৃষ্টান্ত কখনই প্রযোজ্য নহে। অপ্রাকৃত নবনটবরবপুঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা শ্রীব্রজকিশোরীগণের সহিত যে-আলিঙ্গনাদি বিলাস ব্যবহার—উহা পরস্পরের প্রেমানন্দ বিতরণের সাধন বা উপায় বিশেষ। ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিশালী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ছায়ামূর্ত্তি শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত রাসবিলাস করিয়াছেন। উহাতে কামগন্ধরূপ দোষ-সম্পর্ক লেশমাত্র বিদ্যমান থাকিতে পারে না।

প্রেম ও আনন্দের মধ্যে পরস্পর যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, গোপীজনের সহিত গোপিকানাথেরও সেইরূপ পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ। ইতিপূর্ব্বে গোপীকৃষ্ণের নৃত্যবিলাসপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, প্রেম ও আনন্দের মধ্যে পরস্পর যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, গোপীজনের সহিত গোপিকানাথেরও সেইরূপ পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ। ইতঃপূর্ব্বে গোপীকৃষ্ণের নৃত্যবিলাসপ্রসঙ্গে এবিষয়ে আমরা কথঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস করিয়াছি। এক্ষণে গোপীকৃষ্ণের প্রেমক্রীড়া সম্বন্ধে বলিতে হয় যে উহা যেন প্রেম ও আনন্দের পরস্পর-সাপেক্ষ কেলিবিলাস। আনন্দলাভে প্রেমপ্রবাহ স্ফীত হয়। আবার প্রেমরসধারায় আনন্দ প্রবাহিত হইয়া স্ফীত ও প্রবল হয়—অর্থাৎ উভয় যেন উভয়ের সহিত ওতপ্রোত সম্বন্ধে সম্পর্কিত। দর্পন সম্মুখস্থ বালক মুখভঙ্গী করিলে, হাসিলে বা নাচিলে দর্পনে তাহার প্রতিবিম্বও অনুরূপভাবে মুখভঙ্গী প্রকাশ করে, হাস্য করে বা নৃত্য করিতে থাকে—কারণ ছায়া কায়ার অধীন হইয়াই ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া থাকে। আবার ছায়ার মুখভঙ্গী, হাস্য বা নৃত্য দেখিয়া বালক যতই অধিকতর উৎসাহের সহিত মুখভঙ্গী, হাস্য বা নৃত্য করিতে থাকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার ছায়াও তদনুরূপ আচরণ করে। অতএব প্রেমমূর্ত্তি ব্রজগোপীগনসহ আনন্দঘনতম গোপিকানাথ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিলাসব্যবহারে ছায়াকায়ার নৃত্যের ন্যায় প্রেম ও আনন্দের পরস্পর বিবর্দ্ধিত উচ্ছ্বাসই প্রকটিত হয়। আবার এই ছায়া-কায়া বা বিম্ব-প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত উল্লেখে শ্রীশুকদেব এই তত্ত্বই ঘোষণা করিলেন যে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি রাধিকাদি গোপীগণের সহিত আত্মারামশিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানন্দলীলা আত্মানন্দলীলার অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বালক শ্রীকৃষ্ণও যে তাঁহার নিজ প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করেন, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাতে আমরা তাঁহার আচরণ হইতে জানিতে পাই। পদ্যাবলীর শ্লোকে উক্ত হয়—

সংমুষ্ণন্নবনীতমস্তিক-মণিস্তম্ভে স্ববিম্বোদ্গমং
দৃষ্ট্বা মুগ্ধতয়া কুমারমপরং সঞ্চিন্তয়ন্ শঙ্কয়া।
মন্মিত্রং হি ভবান্ ময়াত্র ভবতো ভাগঃ সমঃ কল্পিতো
মা মাং সূচয় সূচয়েত্যনুনয়ন্ বালো হরিঃ পাতু বঃ॥

(পদ্যাবলী)

'একদিন ব্রজেন্দ্রনন্দন নিজগৃহ হইতে নবনীত চুরি করিয়া বাহিরে পলায়ন করিতেছেন। তাঁহার প্রতিবিম্ব স্ফটিকমণিস্তম্ভে পতিত হওয়ায় তিনি ভাবিলেন এই (প্রতিবিম্বিত) অপর বালক আমার চৌর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং এ যদি আমার মাতার নিকটে সমস্ত বলিয়া দেয় তাহা হইলে মাতা আমাকে তাড়ন ভৎর্সন করিবেন। অতএব নিজচ্ছায়াস্বরূপ বালকটিকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'ভাই, তুমি আমার বন্ধু—এই যে আমি নবনীত চুরি করিয়া আনিয়াছি ইহা তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না এবং তুমি এই চোরিত নবনীতের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ কর।' যে বালকবেশী ভগবান্ এইরূপ অনুনয় করিয়াছিলেন তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।'

পদ্যাবলীর উপরিলিখিত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতিপাদিত হয় যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মুগ্ধ বালকের ন্যায় নিজ প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করেন। এই মুগ্ধতা তাঁহার অজ্ঞতাবশতঃ নহে। অজ্ঞ জীব যেমন মায়ায় মুগ্ধ, মায়াতীত শ্রীভগবানে সেইরূপ অজ্ঞতার মোহ স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু প্রেমবান্ ভক্তের বাসনা পরিপূরণের নিমিত্ত নিজে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও তিনি প্রেমাধীনরূপে মাধুর্য্য সম্পুটিত লীলাবিগ্রহ লইয়া নরলীলায় নানাভাবে বাৎসল্য সখ্য কান্তাভাব প্রভৃতির বিকাশ দেখাইয়া থাকেন। তাহা না হইলে ভক্তিরস পরিপুষ্টি হয় না এবং "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই প্রতিজ্ঞাবচনের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। শ্রীবৃন্দাবনে যখন বাল্য পৌগণ্ড প্রভৃতি লীলায় অসমোর্দ্ধপ্রভাবশালী শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপে লীলা বিস্তার করেন, তখনও তিনি তত্তৎভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ও ভগবত্তাশক্তি লুক্কায়িত রাখেন। বাৎসল্য লীলার বর্ণনায় শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং মুগ্ধপ্রতীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ। (শ্রীভাগবতম্ ১০।৮।৩৬)

'রাম ও কৃষ্ণের চরণস্থ কিঙ্কিণীশব্দে ব্রজবাসী জনগণের অন্তঃকরণ আনন্দে পূর্ণ হইত এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী জনগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন চারি পদ গমন করিয়া মুগ্ধ ও ভীত বালকের ন্যায় রামকৃষ্ণ তাঁহাদের মাতার নিকট গমন করিতেন।'

কাম ক্রোধাদি ভাব বিরহিত সরল বালকের বিহার যেমন লীলামাত্র, সেই প্রকার সৃষ্টি প্রভৃতি লীলার ন্যায় শ্রীভগবানের রমণ বিলাসও লীলামাত্র। শ্রীমদ্ধনপতিসূরিকৃত গূঢ়ার্থদীপিকা টীকায় বর্ণিত হইয়াছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথা চ বালকস্য কামক্রোধাদি-বিনিযুক্তস্য বিহারো যথা লীলামাত্রং, তথা ভগবতোঽপি সৃষ্ট্যাদিকমপি বিহরণলীলামাত্রমিতি ভাবঃ।

(শ্রীমদ্ধনপতিসূরিকৃতগূঢ়ার্থদীপিকা টীকা)

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীভগবানের সৃষ্ট্যাদিলীলা ও রমনণলীলা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। সৃষ্টিলীলা প্রসঙ্গে পরব্রহ্মের সৃষ্টি সঙ্কল্পের বৃত্তান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা বর্ণিত দেখিতে পাই। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়ং"—এই শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, সৃষ্টির প্রথম উষালোকে শ্রীভগবান্ "আমি বহু হইব"—এ প্রকার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। "তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ" এই শ্রুতি বাক্যে স্পষ্টই জানা যায় যে, জগৎকারণ ব্রহ্মই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করেন। নির্ব্বিশেষ নিষ্প্রয়োজন ব্রহ্ম যে অগণিত জীব ও বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন ইহার অবশ্যই কোন বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই প্রকার আত্মারাম, পূর্ণকাম ও স্বতঃ পরিতৃপ্ত শ্রীভগবান্ যে তাঁহার শক্তিস্বরূপা ব্রজরামাগণের সহিত রমণলীলাবিহার করিয়াছেন তাহারও বিশেষ কোন প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। অপূর্ণ জীবের পূর্ণতা সম্পাদন করাইয়া তাহার পরমানন্দ আস্বাদন করানই সেই লীলাবিলাসের মুখ্য প্রয়োজন।

জীবের ন্যায় অবশ্য পরব্রহ্মের সৃষ্টি প্রয়োজন কোন প্রকার নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য নহে। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না, যে শ্রীভগবান্ লীলাচ্ছলে প্রেমবান্ বা প্রেমবতী জনগণের বাসনা পরিপূর্ণ করিবার জন্যই লীলাবিগ্রহ অবলম্বনে অবতীর্ণ হন। বেদান্তদর্শনের, "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" (২।১।৩২) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের আলোচনায় দৃষ্ট হয়—

'চেতনো হি লোকে বুদ্ধিপূর্ব্বকারী পুরুষঃ প্রবর্ত্তমানো ন মন্দোপক্রমামপি তাবৎ প্রবৃত্তিমাত্ম-প্রয়োজনানুযোগিনীমারভমাণো দৃষ্টঃ। কিমুত গুরুতরসংরম্ভা চেয়ং প্রবৃত্তির্যদুচ্চাবচ-প্রপঞ্চং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতব্যম্। যদিয়মপি প্রবৃত্তিশ্চেতনস্য পরমাত্মন আত্মপ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্পেত পরিতৃপ্যত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোঽপি স্যাৎ। অথ চেতনোঽপি সম্মুগ্ধস্তো বুদ্ধ্যপরাধাদন্তরেণৈব প্রয়োজনং প্রবর্ত্তমানো দৃষ্টস্তথা পরমাত্মাপি প্রবর্ত্তয়িষ্যত ইত্যুচ্যেত। তথা সতি সর্ব্বজ্ঞত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মানং বাধ্যেত।'

(শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃতভাষ্যম্)

—অর্থাৎ জগতে দেখা যায় বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠাতা চেতনাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি কোন সামান্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহার নিজের প্রয়োজনানুরূপ প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে যে বিশেষভাবে নিজের প্রয়োজনানুরূপ প্রবৃত্তির প্রয়োজন হয়—তাহা বলাই বাহুল্য। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড—যাহাতে ছোট বড় নানাবিধ অসংখ্য জীবের উদ্ভব এবং যাহাতে তাহাদের বিবিধ ভোগ্য বস্তু বিদ্যমান—সেই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি একটি আশ্চর্য্য রকমের গুরুতর কার্য্য। এই গুরুতর জগৎ সৃষ্টি কার্য্যের প্রবৃত্তিতে শ্রীভগবানের কি কোনই প্রয়োজন নাই? যদি এই জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার কোন প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে—কেন তিনি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন? আবার যদি তাঁহার এই কার্য্যে কোন প্রয়োজন থাকে তাহা হইলেও প্রশ্ন ওঠে—শ্রীভগবান্ নিত্যতৃপ্ত নিরঞ্জন বলিয়া যে শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে তাহারই বা কিরূপে সার্থকতা রক্ষিত হয়? যদি বলা যায় উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি বুদ্ধিদোষে যেরূপ প্রয়োজন ব্যতীতও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় দেখা যায়, সেইরূপ শ্রীভগবান্ও প্রয়োজন ব্যতীতও বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন—তাহা হইলে তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ—সেই শ্রুতিবাক্য নিরর্থক হইয়া পড়ে।—ইহাই হইল বেদান্ত সূত্রের পূর্ব্বপক্ষীয় বিরোধী যুক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার নিরাকরণ করিয়া বেদান্ত দর্শনের "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" (২।১।৩৫) সূত্রে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যপাদ যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিয়াছেন তাহার আলোচনায় দৃষ্ট হয়—

'যথা লোকে কস্যচিদাপ্তৈষণস্য রাজ্ঞো রাজামাত্যস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎপ্রয়োজনমনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি। যথা চোচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়োঽনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং স্বভাবাদেব সম্ভবন্তি। এবমীশ্বরস্যানপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি। ন হীশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমানং ন্যায়তঃ শ্রুতিতো বা সম্ভবতি। ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে। যদ্যপ্যস্মাকমিদংজগদ্বিশ্বরচনা গুরুতরসংরম্ভো ভাতি তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলেব কেবলেয়ম্, অপরিমিতশক্তিত্বাৎ। যদি নাম লোকে লীলাস্বপি কিঞ্চিৎসূক্ষ্মং প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষ্যেত তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎপ্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে আপ্তকামশ্রুতেঃ নাপ্যপ্রবৃত্তিরুন্মত্তপ্রবৃত্তির্ব্বা সৃষ্টিশ্রুতেঃ সর্ব্বজ্ঞশ্রুতেশ্চ।' (শঙ্করভাষ্যম্)

—জগতে দেখা যায়, লব্ধকাম রাজা বা রাজার মন্ত্রী কখন কখন উদ্দিশ্য প্রয়োজন ব্যতীতও নানাপ্রকারে ক্রীড়া বিহার করিয়া থাকেন। আবার জীবজগতে দেখা যায় যে বাহ্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও জীবের শ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া আপনা হইতেই স্বভাববশতঃ হইতে থাকে। সেইরূপ অন্য কোনরূপ প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়াই ঈশ্বর স্বভাবতঃই লীলারূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরের অন্য কোন প্রয়োজন ন্যায় অনুসারে বা শ্রুতিবাক্যবশতঃ কোন প্রকারে নিরূপণ করা যায় না। ইহা যে তাঁহার স্বভাববশে হয় সে বিষয়ে কোন অনুযোগ চলিতে পারে না। যদিও আমাদের নিকটে জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি গুরুতর কার্য্য বলিয়া মনে হয় তথাপি ইহা পরমেশ্বরের লীলা বা ক্রীড়া মাত্র। কারণ তিনি অপরিমিত শক্তিময়। যদিও জগতের জীবের লীলা বা ক্রীড়াদিতে কিছু না কিছু (আত্মসুখরূপ) নিগূঢ় প্রয়োজন অনুমান করা হয়—তথাপি শ্রীভগবানের লীলায় সেরূপ কোন প্রয়োজন অনুমান করা যায় না। কারণ তিনি আপ্তকাম, আত্মতৃপ্ত এবং সেই মর্ম্মে শ্রুতিবাক্যের প্রমাণ রহিয়াছে। তাই বলিয়া তাঁহার যে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি নাই ইহাও বলা যায় না—কারণ শ্রীভগবানের সৃষ্টি বিষয়ে স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য-দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে ঈশ্বরের প্রবৃত্তিকে উন্মত্ত ব্যক্তির প্রয়োজনহীন অজ্ঞতামূলক প্রবৃত্তিও বলা যায় না। কারণ শ্রুতিতে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া নিরূপিত করা হইয়াছে।'

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত অনুসারেও জানা যায় যে শ্রীভগবানের লীলা বা ক্রীড়া জগৎ সৃষ্টির একমাত্র প্রয়োজন। উহাতে অন্য কোনও প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও এ সম্বন্ধে অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—

পরিপূর্ণস্যাপি বিচিত্রসৃষ্টৌ লীলৈব কেবলা। ন তু সফলাভিসন্ধি-পূর্ব্বিকা। অত্র দৃষ্টান্তো লোকেতি। লোকস্য সুখোন্মত্তস্য যথা সুখোদ্রেকাৎ ফলনিরপেক্ষা নৃত্যাদিলীলা দৃশ্যতে তথেশ্বরস্য। তস্মাৎ স্বরূপানন্দ-স্বাভাবিক্যেব লীলা। দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা ইতি মাণ্ডুকশ্রুতেঃ।

সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনপেক্ষ্য তু।
কুরুতে কেবলানন্দং যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্॥
পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ।
মুক্তা হি আপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমু তস্যাখিলাত্মনঃ॥ ইতি স্মরণাচ্চ॥

(শ্রীগোবিন্দভাষ্যম্)

'—শ্রীভগবান্ স্বয়ং পরিপূর্ণ হইলেও বিচিত্র জগৎ সৃষ্টির প্রতি তাঁহার যে প্রবৃত্তি হয় তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার লীলা বা ক্রীড়া ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ—তাঁহার সেই প্রবৃত্তিতে কোন ফলাভিসন্ধি নাই। তাই দৃষ্টান্ত দিয়া বেদান্তাদিশাস্ত্রকার বলিলেন—জগতের কোন কোন লোকের ন্যায় কেবল ক্রীড়া বা লীলাই ইহার প্রয়োজন (লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্)। যেমন আনন্দোন্মত্ত ব্যক্তি সুখোদ্রেক বশতঃ ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত নৃত্যগীত প্রভৃতি লীলায় প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ আনন্দময় শ্রীভগবানের ফলাভিসন্ধি না থাকিলেও জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে তিনি প্রবৃত্ত হন। এবং শ্রীভগবানের এই সমস্ত লীলা তাঁহার স্বরূপভূত আনন্দেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মণ্ডুকশ্রুতিও বলেন—দেবের (বিবিধ লীলাপরায়ণ শ্রীগোবিন্দ-দেবের) বহুপ্রকার লীলা করাই স্বভাব। কারণ তিনি আপ্তকাম, অতএব ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় লীলাই একমাত্র প্রয়োজন বা লীলার নিমিত্তই সৃষ্ট্যাদিলীলা। শ্রীনারায়ণসংহিতায় উক্ত হয়—,শ্রীহরি কোন প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন না। কিন্তু কেবল আনন্দোচ্ছ্বাসবশতঃই আনন্দোন্মত্ত ব্যক্তির নৃত্যের ন্যায় তাঁহার এই লীলা। তিনি পূর্ণানন্দময়—সুতরাং তাঁহার কোন প্রয়োজন বুদ্ধি বা ফলাভিসন্ধি থাকিতে পারে না। তাঁহার চরণ সেবা করিয়া মুক্ত জনগণও আপ্তকাম হইয়া থাকেন, অতএব শ্রীভগবান্ যে আপ্তকামশিরোমণি তাহাতে আর কি বলিবার আছে?'

বাস্তবিক কস্তূরীমৃগ যেমন আপনগন্ধে প্রমত্ত হইয়া পুলকাবেশে লম্ফপ্রদান করিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বরূপভূত আনন্দের পরমোচ্ছ্বাসে মত্ত হইয়া কোন প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া আপন স্বভাব বশেই বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টি করেন। জীবগণ অপূর্ণ—সময়ে সময়ে তাহারা আনন্দোচ্ছ্বাসে রত হয় সত্য, কিন্তু তাহাদের সেই আনন্দোচ্ছ্বাসেও নিজ সুখানুভূতিরূপ গূঢ় প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ স্বভাবতঃই আনন্দময়, তিনি আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ—তিনি পরিপূর্ণ আনন্দের অসীম জলধিস্বরূপ। অতএব নিত্যই তাঁহাতে আনন্দের উচ্ছ্বাস আছে এবং এই উচ্ছ্বাসবশতঃ আনন্দময় শ্রীভগবানের সৃষ্ট্যাদি লীলায় প্রবৃত্তি হয়, এবং এই আনন্দোচ্ছ্বাসবশতঃই সৃষ্ট্যাদি লীলার ন্যায় রাসাদি লীলাও অনুষ্ঠিত হয় এবং উহাতে তাঁহার স্বরূপানন্দ বিতরণই-পূর্ণানন্দস্বভাব শ্রীভগবানের স্বভাবগত আনন্দাস্বাদন। 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'—এই শ্রুতি বাক্যে জানা যায় যে আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের আনন্দ নিত্য, সত্য ও অসীম। তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাসও অবশ্যই নিত্য, সত্য, ও অপরিসীম। অসীম আনন্দের জলধিস্বরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দের উচ্ছ্বাস ও বিবিধ লীলাতরঙ্গ—সকলই সত্য নিত্য এবং সীমাহীন। যাঁহার স্বরূপানন্দের বিন্দুমাত্র লাভ করিয়া জীবগণ পরমানন্দে মত্ত হইয়া আত্মহারা হয়—"যস্যানন্দস্য মাত্রামুপজীবন্তি লোকে"—যাঁহার আনন্দলেশকণিকা জীবজগতের একমাত্র উপজীব্য—তিনি যে স্বয়ং অফুরন্ত আনন্দের অসীম জলধি এবং তাঁহাতে যে অফুরন্ত আনন্দোচ্ছ্বাস ও নিত্য নিরন্তর বিবিধ বিচিত্র লীলাভঙ্গী স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পায়—তাহাতে আর বলিবার কি আছে?

আনন্দের এমনই স্বভাব যে উহা তাহার নিজ আধারের বন্ধনসীমায় আবদ্ধ থাকে না। কারণ যেখানেই আনন্দ বিদ্যমান সেখানেই তাহার উচ্ছ্বাস রহিয়াছে। অতএব নিজ আধারের বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া সেই আনন্দোচ্ছ্বাস স্ফীত হইয়া চারিধারে উছলিয়া পড়ে। সেইরূপ নিত্যানন্দময় শ্রীভগবানের স্বরূপগত আনন্দোচ্ছ্বাসই তাঁহার বিবিধ লীলাভঙ্গীতে পরিব্যক্ত হয়। অতএব কি সৃষ্ট্যাদিলীলা, কি বাল্যপৌগণ্ডাদিলীলা, কি রাসদানাদিলীলা—সর্ব্বত্রই অন্য প্রয়োজন-নিরপেক্ষ আনন্দময় শ্রীভগবানের সেই অসীম আনন্দোচ্ছ্বাসেরই অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়।

জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই আনন্দাস্বাদনপ্রবৃত্তি রহিয়াছে। জীবের আনন্দাস্বাদনের প্রয়োজন দুঃখনিবৃত্তি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর ঈশ্বরের আনন্দাস্বাদনের প্রয়োজন তাঁহার স্বাভাবিক লীলা। আনন্দময় শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র সমভাবেই তাঁহার সেই স্বরূপানন্দ বিতরণ করেন। কিন্তু সূর্য্যকান্তমণিতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেমন সমুজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়, মৃন্ময়পাত্রে সেইরূপ প্রতিবিম্বিত হয় না—তদ্রূপ প্রেমবান্ ভক্তজনগণের সেবানন্দাস্বাদন ও প্রেমবিকার প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির মণিভিত্তিতে শ্রীভগবানের সেই স্বরূপানন্দ বিশেষ পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পায়।

প্রেমের প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ শ্রীভগবানেরই হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা। অতএব তাঁহারই প্রতিবিম্বস্বরূপা শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের অসমোর্দ্ধপ্রেমবিলাস বশতঃ আনন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসীম আনন্দাস্বাদন-স্ফূর্ত্তি হয়। তিনি কামপুরুকৃপানিধি, তাই পরমপ্রেমবতী শ্রীব্রজাঙ্গনাগণকে তাঁহারই স্বরূপানন্দের আস্বাদন করাইবার জন্য এমনভাবে রাসরমণ লীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তাধীন শ্রীভগবান্ ভক্তাভিলাষ পূরণের নিমিত্ত নিজ স্বরূপানন্দ-স্ফূর্ত্তিবশে নানাবিধ বিচিত্র লীলা বিলাস করিয়া থাকেন। তাঁহারই স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীরূপা গোপাঙ্গনাগণের প্রেমস্ফূর্ত্তির জন্য আত্মারাম-গণাকর্ষী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে রাসরমণেচ্ছা প্রকাশ করিবেন তাহাতে আর বলিবার কি আছে? তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন—

মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।

(পদ্মপুরাণম্)

'আমার ভক্তজনগণের আনন্দের নিমিত্ত আমি বিবিধ ক্রিয়া করিয়া লীলাবিলাস দেখাইয়া থাকি।'

প্রেমনিষ্ঠিতাহৃদয়া ব্রজাঙ্গনাগণের সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমের পরিচয় আমরা লঘুভাগবতামৃতের কয়েকটী শ্লোক হইতেও সুন্দরভাবে জানিতে পাই। প্রসঙ্গক্রমে সেই শ্লোকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহা হইতেই জানিতে পারা যায় যে ব্রজগোপীগণ প্রেমভক্তি নিষ্ঠায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কত আপনার জন ও কত প্রিয় এবং তাঁহাদের মাহাত্ম্য কত অধিক। যথা—

শ্রীবৃহদ্বামনে চ ভৃগ্বাদীন্ প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্যম্—

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা।
নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে।
তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ॥

ভৃগ্বাদিবাক্যম্—

বৈষ্ণবানাং পাদরজো গৃহ্যতে ত্বদ্বিধৈরপি। সন্তি তে বহবে লোকে বৈষ্ণবা নারদাদয়ঃ॥
তেষাং বিহায় গোপীনাং পাদদরেণুস্ত্বয়াপি যৎ। গৃহ্যতে সংশয়ো মেঽত্রকো হেতুস্তদ্বদ প্রভো॥

শ্রীব্রহ্মবাক্যম্—

ন স্ত্রিয়ো ব্রজসুন্দর্য্যঃ পুত্র! শ্রেষ্ঠা শ্রিয়োঽপি তাঃ॥
নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ ক্বচিৎ॥

আদিপুরাণে শ্রীমদর্জ্জুনবাক্যম্—

ত্রৈলোক্যে ভগবদ্ভক্তাঃ কে ত্বাং জানন্তি মর্ম্মণি।
কেষু বা ত্বং সদা তুষ্টঃ কেষু প্রেম তবাতুলম্॥

শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব। ন চ লক্ষ্মীর্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম॥
ভক্তা মমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে। কিন্তু গোপীজন এব প্রাণাধিকপ্রিয়ো মম॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন মাং জানন্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পরন্তপ। ন চ রুদ্রাদয়ো দেবা যথা গোপ্যো বিদন্তি মাম্॥
ন চ তপোভির্ন বেদৈশ্চ ন চান্যৈর্ন চ বিদ্যয়া। বশোঽস্মি কেবলং প্রেম্ণা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্। জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে। তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ! নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥

(শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্—ভক্তামৃতম্)

বৃহদ্বামন পুরাণে ভৃগু প্রভৃতির প্রতি ব্রহ্মার বাক্য, যথা—'নন্দগোপের ব্রজধামস্থিত গোপাঙ্গনাগণের চরণরেণু বাঞ্ছা করিয়া আমি ষাট হাজার বৎসর কতই না তপস্যা করিয়াছিলাম, তথাপি আমি তাঁহাদের পাদরেণু লাভ করিতে পারি নাই।' তদুত্তরে ভৃগু প্রভৃতি বলিয়াছিলেন—'ভবাদৃশ ব্যক্তিকেও যদি হরিভক্তের পাদ-রেণু গ্রহণ করিতে হয়, তবে নারদাদি তাদৃশ বহু ভক্তজন তো বিদ্যমান আছেন। অতএব তাহাদের পাদরেণু পরিত্যাগ করিয়া আপনি যে গোপাঙ্গনাগণের পাদরেণু গ্রহণে সমুৎসুক হইয়াছেন এ বিষয়ে আমাদের সংশয় হইতেছে। হে প্রভো! ইহার কারণ কি তাহা বলুন।' ব্রহ্মা তখন বলিয়াছিলেন—'হে বৎস! শ্রীব্রজসুন্দরী-গণকে সামান্যা স্ত্রী বলিয়া মনে করিও না। যেহেতু তাঁহারা মহালক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। শিব, অনন্ত, লক্ষ্মী এবং আমি ব্রহ্মা—আমরা কখনই কেহ তাঁহাদের সমান হইতে পারিব না।' আদিপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার সখা অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—'হে প্রভো! ত্রিলোকমধ্যে কোন্ ভক্তগণ আপনার মর্ম্ম অবগত আছেন? কোন্ ভক্তের প্রতিই বা আপনি নিত্য পরিতুষ্ট এবং কোন্ ভক্তগণেই বা আপনার অতুলনীয় প্রেম বিদ্যমান?' শ্রীভগবান্ তদুত্তরে বলেন—'হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মা, রুদ্র, মহালক্ষ্মী এবং আমার নিজবিগ্রহ ঐ সকল আমার সেরূপ পরমপ্রেষ্ঠ নয় যেরূপ ব্রজগোপীগণ আমার প্রিয়তম। পৃথিবীতে কত কত না ভক্ত আমার অনুরক্ত রহিয়াছেন। কিন্তু গোপীজন আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম। হে পরন্তপ! গোপীজন আমাকে যেরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, মুনি যোগী ও রুদ্রাদিদেবতা সেরূপ আমাকে উপলব্ধি করিতে পারেন না। বানপ্রস্থধর্ম্ম তপস্যা, ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম বেদাধ্যয়ন, গৃহস্থধর্ম্ম সদাচার এবং যতিধর্ম্ম বিদ্যা বা জ্ঞানযোগ—এই সকল ধর্ম্মে আমি বশীভূত হই না। কারণ আমি একমাত্র প্রেমেই বশীভূত হই এবং এ বিষয়ে গোপীগণই প্রমাণ। একমাত্র গোপীজনগণই আমার মাহাত্ম্য, আমার পূজা, আমার শ্রদ্ধা ও আমার মনোগত ভাব অবগত আছে। অন্য কেহই আমার মর্ম্ম অবগত নহে। যে-গোপীবৃন্দ তাহাদের নিজ নিজ অঙ্গ আমার (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ) বলিয়া বসনভূষণাদিতে সজ্জিত করিয়া উপাসনা করে, হে পার্থ! সেই গোপীগণ ভিন্ন আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহই নাই।'

প্রেমশিরোমণি গোপীগণের নিজ দেহের প্রতি যে প্রীতি উহা তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান-নিমিত্তমাত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এই তথ্য প্রকাশ করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত। সেহো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। তাঁর ধন তাঁর ইহা সন্তোষ সাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ। এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।১৫৩-৫৫)

অতএব দেখা যায়, যত ভক্তের যত প্রেমই থাকুক না কেন, ব্রজরমণীগণের প্রেম তাহার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং শ্রীভগবান্ এই প্রেমে সম্পূর্ণরূপে অধীন হইয়া ব্রজগোপীগণের প্রেমানুরূপ সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই ব্রজগোপীগণের পরম প্রেমবাসনাস্ফূর্ত্তির নিমিত্ত ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণপ্রেমাধীনতায় যে পরম অনির্ব্বচনীয় লীলার বিকাশ দেখাইয়াছিলেন—সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলায় তাহারই অভিব্যক্তি হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোকে সেই উদ্দীপিত অসমোর্দ্ধ প্রেমভাবের পরিস্ফূর্ত্তি বর্ণনা হইতে জানা যায় যে শ্রীভগবান্ কতই না বিবিধ বিচিত্রভঙ্গিতে ব্রজগোপীগণের প্রতি প্রেমব্যবহার প্রদর্শনে তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রণয়বিলসিত সস্মিত পুলকদৃষ্টি প্রেমসেবার্থিনী ব্রজরমণীগণের প্রেমবিভাবিত হৃদয়ে কতই না আনন্দসিন্ধু উচ্ছসিত করিয়া তুলিল। পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণসম্পাতে যেমন সমুদ্রবক্ষে প্লাবন জাগে, তেমনি প্রেম-পুলকোজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সপ্রেমদৃষ্টি, ব্রজবধূগণের প্রেমগভীর অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাস জাগরিত করিল। অতঃপর যখন নবনটবরবপুঃ রসঘনস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবিভাবিত হৃদয়ে ব্রজগোপীগণের করকমল প্রেম-সমাদরে গ্রহণ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবার্থিনী ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণসুখেচ্ছাবিধায়িনী প্রেমপরিচর্য্যা সত্যই সার্থক বলিয়া মনে হইল। আবার যখন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবাকাঙ্ক্ষিণী ব্রজগোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসুনিবিড় বক্ষের প্রেমালিঙ্গন লাভ করিলেন, তখন তাঁহারা যে পরমতম আনন্দ লাভে ধন্য হইলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণসেবায় উৎসর্গীকৃত তাঁহাদের দেহে যে আজ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণরতি-বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন—এই প্রেমানন্দের অসীম অনুভূতি তাঁহাদিগকে সত্যই ধন্য ও সার্থক করিয়া তুলিল।

এইরূপ বিবিধ বিচিত্র প্রেমভঙ্গীতে রাসরসরাজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা ব্রজগোপীগণের সহিত রাসরমণলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। কামগন্ধবিবর্জ্জিত শ্রীকৃষ্ণরতিবিধায়ক এই প্রেমলীলাবিলাসে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ আনন্দবিলাস জাগিয়া উঠিল। প্রেমঘনমূর্ত্তি শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত আনন্দঘনতমবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই যে রাসরমণলীলা ইহা প্রেম ও আনন্দের নিত্যালিঙ্গিত রূপেরই বিলাসমাত্র। তাই প্রেমতত্ত্বদর্শী শ্রীশুকদেব ইহার বর্ণনায় বলিলেন—বালক যেমন নিজ প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির সহিত বিবিধ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই স্বরূপশক্তিরূপা ব্রজবনিতাগণের সহিত লীলা-মোদে রত হইলেন। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। অতএব গোপীজনসহ গোপীনাথের এই যে মিলনরতি—ইহা শ্রীভগবানের আত্মারামময়ী লীলারই প্রকাশ। ভেদ না থাকিলেও শক্তি ও শক্তিমানের পৃথক্ লীলাবিগ্রহেই এই আনন্দাস্বাদন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, তাই শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হইয়াও যুগপৎ পৃথক্ লীলাবিলাস করিয়া পরস্পর আনন্দরসাস্বাদন করেন। ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রতিপাদ্য গোপীকৃষ্ণের যুগপৎ একত্ব ও পৃথক্ত্ব বা অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বই শ্রীশুকদেব বালকের প্রতিবিম্বস্বরূপ উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করিয়া বর্ত্তমান শ্লোকে প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই পরমমধুর রাসলীলায় শ্রীভগবান্ যে স্বয়ং পরমতম আনন্দ লাভ করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোক হইতেও তাহার প্রমাণ জানা যায়। বর্ত্তমান শ্লোকে "এবংপরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শ"—ইত্যাদি বলিবার পরে শ্রীশুকদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসরতিপ্রসঙ্গে "রেমে"—এই আত্মনেপদ প্রয়োগ করিয়াছেন। রাসলীলার প্রথম শ্লোকে "রন্তুং মনশ্চক্রে"—এই স্থলেও আত্মনেপদ প্রয়োগ আছে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কোন ক্রিয়ার ফল যদি কর্ত্তার অভিপ্রেত হয় এবং সেই ক্রিয়াফল যদি কর্ত্তা স্বয়ং লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আত্মনেপদী ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়। কিন্তু কর্ত্তা যখন ক্রিয়াফলভাগী না হয়, সেরূপ ক্ষেত্রে পরস্মৈপদী ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়। যজমানের প্রতিনিধিরূপে পুরোহিত যখন পূজাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তখন ক্রিয়াগত পূজাঅর্চ্চনার ফলের প্রতি পুরোহিতের অবশ্যই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজের কোন অভিপ্রায় নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে যজমানই ক্রিয়াফলের অধিকারী। পুরোহিত ক্রিয়াফলভাগী নহে বলিয়া সেরূপস্থলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরস্মৈপদী 'যজতি' এই ক্রিয়া পদের প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু পুরোহিত যদি নিজেই নিজের যজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের ক্রিয়াফলে সঙ্কল্প থাকায় 'যজতে'—এই আত্মনেপদের প্রয়োগ করা হয়। এখানেও সেইরূপ "রন্তুং মনশ্চক্রে" "রমেশো রেমে"—প্রভৃতি আত্মনেপদের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলারূপ মহাযজ্ঞে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কোন পুরোহিতের ন্যায় কর্ম্মকর্ত্তা নহেন, তিনি রাসলীলা মহাযজ্ঞে যজমানের ন্যায় নিজেই অনুষ্ঠাতা এবং স্বয়ং তাহার ফলভাগী। শ্রীভগবানের এই রমণেচ্ছা ও রমণ ব্যাপার কেবলমাত্র প্রেমবতী গোপাঙ্গনাদিগের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য নহে, আত্মারাম হইলেও ইহাতে তাঁহারও ফলাকাঙ্ক্ষা আছে। যদি প্রেমভাবিতহৃদয়া গোপবধূগণের সহিত রমণে শ্রীভগবানের কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন না থাকিত, ইহা যদি তাঁহার রমণেচ্ছার মিথ্যা অভিনয় মাত্রই হইত, তাহা হইলে লীলা-তত্ত্বজ্ঞ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম শ্লোকে "রন্তুং মনশ্চক্রে" না বলিয়া "রন্তুং মনশ্চকার" এইরূপ বলিতেন এবং বর্ত্তমান শ্লোকেও "রমেশো রেমে" না বলিয়া "রমেশো ররাম" এইরূপই বলিতেন।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় জানা যায় যে, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও প্রেমাধীন ভাবে—প্রেমবিভাবিত হৃদয়ে ব্রজগোপীদিগের সহিত রসপুষ্টিময় প্রেমলীলাবিলাসে যে রাসলীলার অনুষ্ঠান করেন, উহাতে তাঁহার স্বরূপানন্দের আস্বাদন হয়। অতএব তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে রাসলীলা প্রসঙ্গে রমণলীলা স্ত্রীবিলাস বা কামক্রীড়া নহে। আনন্দ শ্রীভগবানেরই স্বরূপ। তাঁহার স্বরূপশক্তি ব্রজবনিতাগণের সহিত বিবিধ বৈচিত্র্যময়ী রমণলীলায় শ্রীভগবানের সেই স্বরূপানন্দেরই বিস্তাররূপ বিলাস দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র তাঁহার সেই স্বরূপানন্দ বিতরণ করিলেও একমাত্র প্রেমবান্ ভক্তগণই সে আনন্দ গ্রহণ ও আস্বাদনে সমর্থ হন এবং সর্ব্ববিধ প্রেমবান্ ভক্তের মধ্যে মধুর রসের ভক্তগণই প্রধান এবং তাহার মধ্যে প্রেমঘনমূর্ত্তি ব্রজগোপীগণই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তাই তিনি আপ্তকাম ও আত্মারাম হইয়াও সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমের আধারস্বরূপা ব্রজরমণীগণের প্রেমবাসনানুরূপ সেবাপরিচর্য্যা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূরণ করিলেন এবং এই ভাবে আনন্দ বিতরণ করিয়াই নিজ স্বরূপানন্দের আস্বাদন করিলেন।

প্রাকৃতিক জগতে জীব যেমন দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ব সমর্পণ করিয়া নিজের মুখ নিজেই দেখিয়া আনন্দিত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রেমশিরোমণি ব্রজবনিতাগণের ভাবদর্পণে নিজেরই আনন্দস্বরূপের প্রতিবিম্ব সমর্পণ করিয়া তাহাই গ্রহণ করিয়া নিজে আনন্দলাভ করিলেন। ইহাই তাঁহার আনন্দাস্বাদন এবং ইহাই তাঁহার রমণবিলাস। গোপরমণীগণের প্রেমের এমনই কিছু বিশেষত্ব রহিয়াছে যে তাহার আকর্ষণে আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবান্ও রমণ-বিলাসে প্রবৃত্ত হন এবং তাহারই ফলে নির্ব্বিকার ভগবানেরও প্রেমভাববিকার প্রকাশ পাইয়াছে এবং পূর্ণকাম শ্রীভগবান্ও সকাম হইয়া গোপীজনগণের সহিত প্রেমমিলনসংঘটন ব্যাপারে সচেষ্ট হইয়াছেন। সেই পরমতম আনন্দাস্বাদনরূপ লীলাবিলাসের বর্ণনাই বর্ত্তমান শ্লোকের প্রতিপাদ্য। বর্ত্তমান শ্লোকের ছায়া অবলম্বনে কবিকর্ণপূর আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থে বলিয়াছেন—

আশ্লেষাধরপান-চুম্বনরসালাপস্মিতাবলোকনৈ-রাসাং রাসবিলাস-কৌতুকজুষাং যূথঃ স্বযূথাধিপৈঃ।
স্বচ্ছায়াবলিভিঃ স্বচেষ্টিতকলা-নৈপুণ্যভাগ্ভির্যথা বালঃ শ্রীরমণোত্তমোঽপ্যরমত প্রেম্ণা স মুগ্ধো হরিঃ॥

বালক যেমন তাহারই ক্রীড়ানৈপুণ্যের অনুযায়ী নিজচ্ছায়াসমূহের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ লক্ষ্মীপতি শ্রীহরি গোপীপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিজে যূথাধিপতিরূপে নিজের রাসরসবিলাসিনী কৌতুকপরা ব্রজাঙ্গনাযূথগণের সহিত আলিঙ্গন, অধরপান, চুম্বন, রসালাপ, সস্মিত অবলোকন প্রভৃতি প্রেমব্যবহার প্রদর্শন করিয়া ক্রীড়া করিলেন॥ ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমাল্যাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—কুরূদ্বহ (হে কুরুকুলগৌরব!) তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্গস্পর্শেন যা প্রমুৎ প্রহর্ষস্তেন আকুলানি ইন্দ্রিয়াণি যাসাং তাঃ) বিস্রস্তমাল্যাভরণাঃ (বিগলিতাঃ মালাঃ অলঙ্কারাশ্চ যাসাং তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (ব্রজরমণ্যঃ) কেশান্ দুকূলং (পরিধেয়ং ক্ষৌমবসনং) কুচপট্টিকাং বা (কঞ্চুলিকাং বা) অঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুং (যথোচিতং প্রতিবদ্ধুং) ন অলম্ (ন সমর্থা বভূবুঃ) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—হে কুরুকুলভূষণ পরীক্ষিৎ! ব্রজরমণীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভে আনন্দবশে এতই আকুলচিত্তা হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের মস্তকস্থিত পুষ্পমালা ও অঙ্গস্থ আভরণ সমূহ বিগলিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা তাঁহাদের আলুলায়িত কেশপাশ, শ্লথ পরিধেয়বাস ও স্থানচ্যুত কঞ্চুলি যথোচিতভাবে প্রতিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৮

শ্রীধরটীক।—তাস্ত ভগবদ্বিলাসৈরাকুলা বভূবুরিত্যাহ তদঙ্গেতি। তস্যাঙ্গসঙ্গেন প্রকৃষ্টা মুৎ প্রীতিস্তয়া আকুলানি অবশানি ইন্দ্রিয়াণি যাসাং তাঃ বিশ্লথবন্ধনান্ কেশাদীন্ অঞ্জসা প্রতিব্যোঢ়ুং যথাপূর্ব্বং ধর্ত্তুং নালং সমর্থা বভূবুঃ। বিস্রস্তা মালা আভরণানি চ যাসাং তাঃ ॥ ১৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততশ্চ তাসামত্যপ্রেমন্তানন্দবৈবশ্যেনৈব রাসবিরামোঽজনীত্যাহ তদঙ্গেতি। তদঙ্গসঙ্গৈঃ ক্রমেণ প্রকর্ষং প্রাপ্তা যা মুৎ হর্ষঃ তয়াকুলেন্দ্রিয়াঃ। আকুলেন্দ্রিয়তালক্ষণমাহ কেশানিত্যাদিনা। দুকূলং পরিধানীয়ক্ষৌমবস্ত্রং কুচপট্টিকাং কঞ্চুকস্থানীয়মুত্তরীয়ম্ ॥ ১৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু আনন্দঘনতমবিগ্রহ রমাপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমসেবার্থিনী ব্রজবনিতাগণের রাসরমণেচ্ছা পূরণ করিবার নিমিত্ত কতই না প্রেমাকলাকুশল ব্যবহারে তাঁহাদের সহিত আলিঙ্গন, চুম্বন ও স্নিগ্ধকুটিল প্রেমপ্রেক্ষণে তাঁহাদের প্রেমসেবানুরূপ পরমানন্দ বিতরণ করিলেন। নিত্যতৃপ্ত পূর্ণকাম শ্রীভগবান্ প্রেমশিরোমণি ব্রজরমণীগণের সহিত প্রেমাধীনরূপে নানা বৈচিত্র্যময় রসবিলাস প্রদর্শন করিয়া প্রেমবিভাবিত হৃদয়ে মুগ্ধভাবে প্রেমানন্দ আস্বাদন করিলেন। ব্রজরমণীগণের প্রেমরসধারায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দপ্রবাহে সত্যই প্লাবন জাগিয়াছিল। তাঁহার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীরূপা শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গের প্রেমধারার অফুরন্ত নিঃষেকে সত্যই এমনি করিয়া শ্রীভগবানের আনন্দ সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি রাসলীলাতেই শ্রীভগবান্ এমনভাবে ব্রজবনিতাগণের প্রেমসেবা পূরণের পরিপূর্ণ আনন্দে মত্ত হইয়া যান। পূর্ণকাম আত্মারাম হইয়াও ব্রজগোপীগণের অনির্ব্বচনীয় প্রেমবৈশিষ্ট্যের মোহে তিনি নির্ব্বিকার সত্ত্বেও নিজ ভগবত্তা ভুলিয়া প্রেমবিকার প্রদর্শনে স্বরূপানন্দ বিতরণ করেন ও স্বয়ং সেই আনন্দাস্বাদন করেন; ইহাই যে তাঁহার রমণলীলা—শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে ইতঃপূর্ব্বে তাহার বিশেষ আলোচনা প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু যে-রমণলীলায় আনন্দের জলধিস্বরূপ শ্রীভগবানেরও হৃদয় উদ্বেলিত হয়—সেই রমণলীলায় তাঁহারই শক্তিস্বরূপা ব্রজগোপীগণের হৃদয়ও যে আনন্দোচ্ছ্বাসে বিভোর হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? শক্তি ও শক্তিমানে এমন অভেদ সম্বন্ধ যে, একের পক্ষে যাহা আনন্দের, অপরের পক্ষেও তাহা অনুরূপ আনন্দের উৎসভূমি। বালক তাহার দর্পনপ্রতিবিম্বিত রূপ দেখিয়া আনন্দভরে যখন হাস্য করে, তখন প্রতিবিম্বিত ছায়ামূর্ত্তির অধরকোণেও অনুরূপ হাস্যচ্ছটা বিকাশ পায়। আবার সেই প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির হাস্যচ্ছটায় বালকের আনন্দোচ্ছ্বাসও বাড়িয়া উঠে। এমনি করিয়া পরস্পর পরস্পরের আনন্দোচ্ছ্বাসকে নিত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরন্তর বর্দ্ধিত করে। পূর্ব্ব শ্লোকে ভাবরসতত্ত্বজ্ঞ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আনন্দাস্বাদনরূপ রাসরমণের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভে ব্রজবনিতাগণ যে কিরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন—বর্ত্তমান শ্লোকে তাহারই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ আনন্দঘনতমবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভে যেন আনন্দসিন্ধুতে নিমগ্না হইয়া সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। গভীর ও অসীম আনন্দের জলধিতে তাঁহারা আত্মসমর্পন করিয়াছেন, তাই তাঁহাদের সকল সত্তা ও সকল অনুভূতি ব্যাপ্ত করিয়া সেই আনন্দেরই প্রবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইতেছে। আনন্দময়ের স্পর্শ লাভ করিয়া আনন্দঘনবিগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা এতই আনন্দবিবশা হইয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের দেহের বেশভূষার যথাযথ বিন্যাস পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারা বেশবিন্যাস করিতেন, পরম যত্নে কেশবন্ধে কুসুমমালা ধারণ করিতেন, অঙ্গে কনকবলয় প্রভৃতি আভরণ ধারণ করিতেন ও স্তনতটে কাঁচুলি বসন পরিধান করিতেন—তাঁহার অঙ্গসঙ্গলাভে আজ তাঁহারা এতই আনন্দবিবশ হইয়াছেন যে, তাঁহারা যথোচিতভাবে সেই বেশভূষণ প্রতিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। বাস্তবিক আনন্দময়ের অঙ্গসঙ্গ-লাভে তাঁহারা আনন্দে এমনই আত্মহারা হইয়াছেন যে, পরিধানের ক্ষৌম বাস ও বক্ষঃস্থ শিথিল আবরণ পূর্ব্বের ন্যায় আর যথাযথভাবে ধারণ করিতে পারিতেছেন না। আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে তাঁহারা আজ রমণীস্বভাবসুলভ লজ্জাও ভুলিয়া গিয়াছেন।

যে-দেহলতাকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য লজ্জাশীলতার প্রয়োজন, সেই দেহতনুতে আনন্দ-ময়ের স্পর্শ বশতঃ অপূর্ব্ব আনন্দের দোলা লাগিয়াছে। লজ্জাসংযম প্রভৃতি মনোবৃত্তিতে এমন পুলক-চাঞ্চল্যের স্পর্শ লাগিয়াছে যে, তাঁহারা আপনাকে আর প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারিতেছেন না। প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভের নিমিত্ত তাঁহারা কুল, শীল, ধৈর্য্য, লজ্জা ও আত্মীয়স্বজন সমস্ত বর্জ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে লাভ করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকলও স্ব স্ব কার্য্যমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়াছে। সকল ইন্দ্রিয়ের পরম অভিলষিত সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি প্রাণপ্রিয়তমকে লাভ করিয়া ব্রজবনিতাগণের হৃদয়, মনঃ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল আনন্দে তন্ময় হইয়া নিজ নিজ কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছে, তাই কেশবন্ধ, বেশ ও ভূষণ আজ অসংযত ও স্থানচ্যুত। কবরীবন্ধ আনন্দবিবশ হইয়া আলুলায়িত হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে—কবরীবন্ধের কুসুম মালা বিগলিত হইয়া পড়িতেছে। হস্তের বলয়, কটিবন্ধের কিঙ্কিনী ও কণ্ঠের হার বিগলিত হইতেছে। পরিধানের বসন ও বক্ষের কঞ্চুলি স্থানচ্যুত হইয়াছে। আনন্দবিবশ হইয়া ব্রজবনিতাগণ উহাদের পুনঃ সংস্থাপনের কথাও যেন ভুলিয়া গিয়াছেন। আনন্দময়ের স্পর্শ বশতঃই প্রেমভাবিতহৃদয়া ব্রজগোপীগণের আজ এইরূপ আনন্দতন্ময়তা লাভ হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন আনন্দময়, ভগবানের শ্রীবিগ্রহও তেমনি আনন্দময়। কারণ শ্রীভগবানে দেহ-দেহী ভেদ নাই। অতএব আনন্দময় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রজরমণীগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে যথার্থই আনন্দের সঙ্গলাভ করিয়াছেন। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ আনন্দেরই স্বরূপ। শ্রুতিও ঘোষণা করিয়াছেন "সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায় ক্লিষ্টকর্ম্মণে আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিকায়"—'সচ্চিদানন্দস্বরূপ অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণে নমস্কার—যাঁহার কর, চরণ, মুখ ও উদর প্রভৃতি অঙ্গাবয়ব আনন্দমাত্র।' দেহ ও দেহী ভেদ শ্রীভগবানে সম্ভব নয়। অবশ্য প্রাকৃত জীবের পক্ষে ইহা অন্যরূপ। প্রাকৃত জীবের দেহ একজাতীয় বস্তু, আর দেহী বা জীবাত্মা আর এক জাতীয় বস্তু। দেহ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জাত, অতএব উহা ধ্বংসশীল; কিন্তু দেহী বা জীবাত্মা শ্রীভগবানের চিৎকণ অংশ, অতএব নিত্যচিন্ময় বস্তু। সুতরাং জীবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ ও দেহীতে ভেদ বিদ্যমান। দেহ হইতে জীবাত্মা যে পৃথক্ তাহা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারাও প্রমাণিত হয়। আমাদের নিজ নিজ অনুভূতি দ্বারাও উহা প্রমাণিত হইতে পারে। জগতেও দেখা যায় যে, দুর্ব্বিষহ রোগযন্ত্রনায় কাতর হইয়া রোগী ছট্‌ফট্ করে ও বলিতে থাকে "আমি মরিলে বাঁচিতাম"—'অর্থাৎ আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিলে অবশ্যই শান্তিলাভ করিতাম।' ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, জীবের দেহ জীবাত্মা হইতে পৃথক্। জীবের দেহ জড় কিন্তু দেহী বা আত্মা চিদ্‌বস্তু। কিন্তু শ্রীভগবৎস্বরূপে দেহ ও দেহী একই চিদ্‌বস্তু। শ্রীল রূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামৃতের বচন হইতে জানা যায়—

সচ্চিদানন্দমাত্রত্বাদ্ দ্বয়োরেবাবিশেষতঃ।
ঔপচারিক এবাত্র ভেদোঽয়ং দেহদেহিনোঃ॥
দেহদেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—পূর্ব্বখণ্ডে)

—'শ্রীভগবান্ ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ উভয়ই অবিশেষরূপে সচ্চিদানন্দঘন। অতএব দেহ ও দেহী—এই বলিয়া কোনরূপ ভেদ নাই। তথাপি দেহ ও দেহীরূপ যে ভেদকল্পনা—উহা মাত্র উপচার প্রাপ্ত অর্থাৎ আরোপিত মাত্র। পরমেশ্বরের কখনই দেহ ও দেহী বলিয়া কোনও ভেদ বিদ্যমান নাই।'

পূর্ব্ব আলোচনা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, শ্রীভগবানে দেহ ও দেহী বলিয়া কোনপ্রকার ভেদাভেদ নাই। অতএব সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সেই আনন্দঘন শ্রীবিগ্রহের সঙ্গ লাভ করিয়া প্রেমসেবার্থিনী ব্রজবধূগণ যে আনন্দসিন্ধুর অসীম প্রবাহে আত্মহারা হইবেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের অঙ্গসঙ্গলাভজনিত আনন্দতন্ময়তায় ব্রজাঙ্গনাগণের বসন ভূষণ আজ স্খলিত হইতেছে। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ লাভে কোনও প্রকার ব্যবধান না থাকে বুঝি সেই কারণেই ব্রজগোপীগণের বসন ভূষণ আপনা হইতেই বিগলিত হইয়াছে। প্রেমসেবার্থিনী ব্রজগোপীগণের দেহলতা আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সুনিবিড় আলিঙ্গন স্পর্শে একান্তভাবে প্রাণগোবিন্দেরই আশ্রয় ভিক্ষা করে। তাঁহাদের বক্ষের বসন ও কণ্ঠের মালা প্রভৃতি আভরণ সে মনোরথ পূরণে বাধা না জন্মাইয়া আপনা হইতেই স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে।

মহানাটকের বর্ণনায় জানিতে পারা যায় যে, রঘুবর শ্রীরামচন্দ্র এমনি করিয়া সুনিবিড়ভাবে প্রাণপ্রিয়তম শ্রীসীতাদেবীর অঙ্গসঙ্গলাভ কামনায় কণ্ঠদেশে হার পর্য্যন্ত পরিধান করিতেন না। তাই দশাননাপহৃতা সুদূর সমুদ্রপারে স্থিতা সেই জানকীর বিরহে কাতর হইয়া শ্রীরামচন্দ্র হৃদয়ের সুগভীর বেদনা জানাইয়া বলিয়াছেন—

হারো নরোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ॥

(মহানাটকম্)

—'অয়ি প্রাণপ্রিয়তমে! তোমার অঙ্গসঙ্গলাভে কোনও বাধা বা ব্যবধান থাকিবে না বলিয়া বিচ্ছেদভয়ে আমি কণ্ঠে হার পর্য্যন্ত ধারণ করি নাই। কিন্তু হায়! আজ আমাদের উভয়ের মধ্যে কত নদ নদী সাগর ও পর্ব্বতের ব্যবধান বিদ্যমান।'

ঠিক এমনিভাবেই বিরহকাতর শ্রীরাধাহৃদয়ের মর্ম্মবাণী প্রতিধ্বনিত করিয়া বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চীর চন্দন হার উরে না দেলা।
সো অব নদী গিরি অন্তর ভেলা॥

(বিদ্যাপতি)

—'আমার প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের সুনিবিড় আলিঙ্গনলাভে বাধা হয় এই ভয়ে আমি বক্ষে বসন, চন্দন এবং হার রাখিতাম না। (অথবা 'চির'—এই পাঠান্তর অনুসারে বলিতে হয়—আমি চন্দন ও হার আমার বক্ষে অধিকক্ষণ রাখিতাম না।) কিন্তু হায়! সেই প্রিয়তম আমার কোথায়? তাঁহার আর আমার মধ্যে আজ কত নদী ও পর্ব্বতের ব্যবধান।'

অতএব রাসলীলামণ্ডলে নবনটবর রাসবিহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের প্রেমসেবাসাধ পূরণের নিমিত্ত বিবিধ বিচিত্র ভঙ্গীতে তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন, তখন সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সুনিবিড় আলিঙ্গনে যাহাতে কোন বাধা না হয়—যেন সেই নিমিত্তই বক্ষের ভূষণ ও নীবীবন্ধ প্রভৃতি আপনা হইতেই বিগলিত হইয়া খসিয়া পড়িতেছিল।

আনন্দময় শ্রীভগবানের প্রতি-অঙ্গের স্পর্শ পাইবার নিমিত্ত প্রেমসেবার্থিনী ব্রজবধূগণের প্রতি-অঙ্গ কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়। অতএব যাহাতে আনন্দময়ের শ্রীবিগ্রহের প্রতিঅঙ্গের মিলনস্পর্শে বাধা না হয় সেইজন্য যেন সকল অঙ্গের বসনভূষণ আজ শিথিল হইয়া সেই মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। প্রতি-অঙ্গের মিলনবাসনায় প্রতি-অঙ্গের উদ্বেল আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিয়া বৈষ্ণবকবি গাহিয়াছেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পুতলী মোর থির নাহি বান্ধে॥
কি আর বলিব আমি কি আর করিব।
যে পণ করেছি মনে সেই সে করিব॥
দেখিতে যে-সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতের সার॥
গুরু গরবিত মাঝে বসি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক লোক করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে নিজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥

(জ্ঞানদাস)

প্রাণপ্রিয়তম আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের অঙ্গসঙ্গলাভে ব্রজবনিতাগণের পরম আনন্দের অনুভূতি সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অঙ্গসঙ্গজনিত প্রহর্ষে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গুলি পুলকাকুল হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ব স্ব বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে। পুলকভাবাবেশে তাঁহাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়জ্ঞান আজ অবলুপ্তপ্রায়। বলয় কিঙ্কিনী উত্তরীয়বাস বা বক্ষের কঞ্চুলি শ্রান্ত ও শিথিল হইয়া স্থানচ্যুত হইয়াছে কিন্তু তথাপি তাঁহাদের সেদিকে লক্ষ্য নাই।

বর্ত্তমান শ্লোকের "তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ" এই বাক্যাংশের নানাপ্রকার ব্যাখ্যাভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া শ্রীমদ্‌রামনারায়ণ তাঁহার ভাবভাববিভাবিকা টীকায় বলিয়াছেন—

যদ্বা তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদা আকুলানি পরাগ্‌দর্শনান্তরাত্মকৃষ্ণদর্শনবিমুখত্বস্বভাবেন্দ্রিয়কুলবহির্ভূতানীন্দ্রিয়াণি যাসাং তাভিঃ তথা তাভিঃ স্বকুলমর্য্যাদাঃ ত্যক্তাস্তথা তাসামিন্দ্রিয়েরপীন্দ্রিয়কুলমর্য্যাদাস্ত্যক্তা ইতি ভাবঃ। যদ্বা তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদৈব।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসংবিৎ-সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

ইত্যাদিবচনৈঃ আ সমন্তাৎ কুং পৃথিবীং লান্তি সুখদানেনানুগৃহ্ণন্তি অঞ্জসা গীতাদিনা চ পবিত্রয়ন্তীন্দ্রিয়াণি পাদবাগাদীনি যাসাং (তাঃ)।

(রামনারায়ণকৃত-ভাববিভাবিকা-টীকা)

(পক্ষান্তর ব্যাখ্যা যথা)—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত আনন্দে ইন্দ্রিয়গুলি যাঁহাদের আকুল হইয়াছে অর্থাৎ যে-স্বভাব অনুসারে ইন্দ্রিয়গুলি সাধারণতঃ বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে বহির্মুখ—সেই ইন্দ্রিয়গুলি যাঁহাদের স্বাভাবিক কুলমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়াছে—এমন ব্রজগোপীগণ। ব্রজগোপীগণ যেরূপ তাঁহাদের কুলমর্য্যাদা ত্যাগ করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গুলিও তাহাদের কুল মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়াছে,—ইহাই তাৎপর্য্য। আর—যাহার চিত্ত অপার সম্বিৎসুখ-সাগররূপ পরব্রহ্মে লীন হয় তাহার কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থা হয়, এবং পৃথিবী পুণ্যমণ্ডিতা হয়—ইত্যাদি বচন হইতে পৃথিবীর পবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায় তদনুসারেও অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সেরূপ স্থলে "তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদা" অর্থে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত প্রহর্ষ দ্বারা এবং "আকুলেন্দ্রিয়াঃ" অর্থে পৃথিবী এবং ইন্দ্রিয় পবিত্র হয় যাহাতে—কারণ 'আ' অর্থে সম্যক্, 'কু' অর্থে পৃথিবী উহাকে 'লান্তি' অর্থে লালন করে, সুখ দানে প্রসন্ন করে এবং গীতাদির দ্বারা পবিত্রিত করে- এবং সেইরূপ পাদ বাক্ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলিকেও পবিত্রিত করে—এইরূপ "আকুলেন্দ্রিয়াঃ" পদে সুখ বশতঃ এবং গীতাদির দ্বারা যে-ব্রজগোপীগণের ইন্দ্রিয়াদি পবিত্রিত হইয়াছে—সেই ব্রজগোপীগণকে বুঝাইতেছে।

যাহা হউক, ব্রজগোপীগণ আজ আনন্দঘনতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভে এতই আনন্দে বিভোর হইয়াছেন ও তাঁহাদের ইন্দ্রিয় সমূহ পুলকাকুল হইয়া এইরূপ তন্ময় হইয়াছে যে তাঁহাদের নিজ নিজ দেহের শিথিল বসন-ভূষণ প্রভৃতির দিকে আর তাঁহাদের কোন লক্ষ্য নাই। তাঁহারা আনন্দতন্ময় হইয়া এতই আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন যে, রমণীস্বভাবসুলভ লজ্জারও কোনও অনুভূতি তাহাদের নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব বসন ভূষণ যথারীতি সন্নিবেশ করিতে পারিতেছেন না। আনন্দে বিভোর হইয়া সত্যই তাঁহারা আজ বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছেন। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূগ্রন্থেও অনুরূপ ভাবের বিবরণ দৃষ্ট হয়—

কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখমগ্নধিয়স্তদিচ্ছাস্রোতোনিবেশিততনুলতিকামৃগাক্ষ্যঃ।
নৈবাম্বরাণি কুচকঞ্চুলিকাশ্চ কেশপাশাংশ্চ হন্ত বিবিদুঃ স্খলিতানি তানি॥

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

—'মৃগনয়না ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত সুখের অনুভূতিতে নিমগ্না। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাস্রোতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য ব্যমুহ্যন্ খেচরস্ত্রিয়ঃ ॥
কামার্দ্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ১৯

তাঁহারা নিজ নিজ তনুলতা এমনি ভাবে ভাসাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহাদের বসন, কুচকঞ্চুলি ও কেশপাশ যে স্খলিত হইয়াছিল—তাহা তাঁহারা জানিতেই পারেন নাই।'

ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভে আনন্দে বিভোর হইয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয়া হইয়াছিলেন। এমন কি এই প্রেমবৈবশ্যের লীলাকথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতও প্রেমানন্দে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে শ্রবণোন্মুখ করিবার নিমিত্ত পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব তাঁহাকে 'কুরূদ্বহ' সম্বোধনে শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা শ্রবণে উন্মুখ করিলেন। প্রেমানন্দের অনুভূতি যখন প্রবল হয় তখন শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি সাধনভক্তির ক্রিয়া-কলাপে বাধা জন্মে। মহারাজ পরীক্ষিত ভগবৎপ্রাপ্তির অন্যতম সাধনরূপ শ্রবণভক্তির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত, কিন্তু ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতে ব্রজগোপীগণের প্রেমতন্ময়তার কথা শুনিয়া তিনিও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছেন। অতএব তাঁহার শ্রবণশক্তির বাধাস্বরূপ প্রেমতন্ময়তা দূর করিবার জন্যই শ্রীশুকদেব কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে লীলাশ্রবণোন্মুখ করিবার উদ্দেশ্যে কুরূদ্বহ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। প্রেমানন্দে বিভোর হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দে যে বাধা হয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার বিবরণ দৃষ্ট হয়—

নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১,৪।১৭১)

আবার মহারাজ পরীক্ষিতকে কুরূদ্বহ বলিয়া সম্বোধন করায় পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশুকদেব ইহাও প্রতিপাদিত করিলেন যে—হে পরীক্ষিৎ! তোমার কুরুকুলে উদ্ভব, কুরুবংশের ইহা বড়ই সৌভাগ্য যে, তোমার ন্যায় প্রেমবান্ ভক্ত এই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণে নিযুক্ত হইয়াছ। অতএব সেই লীলাশ্রবণ ভুলিয়া ব্রজগোপীগণের প্রেমতন্ময়তার বৃত্তান্ত শ্রবণে তোমারও যে প্রেমতন্ময়তা লাভ হইয়াছে তাহা পরিহার করিয়া শ্রবণভক্তিতে উন্মুখ হও ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—খেচরস্ত্রিয়ঃ (দেবাঙ্গনাঃ) কৃষ্ণবিক্রীড়িতং (কৃষ্ণস্য ক্রীড়াং রাসক্রীড়াং) বীক্ষ্য (বিমানাদ্দৃষ্ট্বা) কামার্দ্দিতাঃ (কৃষ্ণবিষয়কেণ কামেন অনুরাগেণ অর্দ্দিতাঃ পীড়িতাঃ) ব্যমুহ্যন্ (মোহং প্রাপুঃ) সগণঃ (সগ্রহ-নক্ষত্রঃ) শশাঙ্কশ্চ (চন্দ্রশ্চ) বিস্মিতঃ (বিস্ময়াবিষ্টঃ উদ্‌ভ্রান্তঃ) অভবৎ (বভূব) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—দেবাঙ্গনাগণ আকাশমার্গ হইতে ব্রজগোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ রাসক্রীড়া সন্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমভাবে বিমোহিতা হইলেন এবং নিশানাথ চন্দ্রও গ্রহনক্ষত্রগণসহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—ন কেবলং তা এব আকুলেন্দ্রিয়াঃ কিন্তু দেব্যোঽপীত্যাহ কৃষ্ণবিক্রীড়িতমিতি। কিঞ্চ শশাঙ্কশ্চেত্যনেনৈতৎ সূচিতম্। শশাঙ্কেন বিস্মিতেন গতৌ বিস্মৃতায়াং ততঃ প্রাক্তনাঃ সর্ব্বে গ্রহাস্তত্র তত্রৈব তস্থুঃ ততশ্চাতিদীর্ঘাসু রাত্রিষু যথাসুখং বিজহ্রুরিতি ॥ ১৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—কৃষ্ণস্য স্বয়ংভগবত্ত্বেন মাধুর্য্যাদিভিঃ পরমপরিপূর্ণস্য বিক্রীড়িতং পূর্ব্বপূর্ব্বতোঽপি বৈশিষ্ট্যেন ক্রীড়াং বীক্ষ্য সাক্ষাৎ সেবাদিময়-প্রীতিবৈশিষ্ট্যেন দৃষ্ট্বা খেচরা দেবাদয়স্তেষাং স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা অপি কামেন শ্রীভগবদ্বিষয়কেণ পীড়িতাঃ সত্যো ব্যমুহ্যন্। পূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তৌ নিজাযোগ্যত্বাদি-বিচাররাহিত্যেন পশ্চাদ্দেহাদেরপি বিস্মরণেন মোহবৈশিষ্ট্যং প্রাপুঃ। অন্যতৈঃ। তত্রাতিদীর্ঘাস্বিতি। অন্যথা স্বচ্ছন্দবহুলসুখ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রীড়ানামপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ। অতএবাগ্রবক্ষ্যমাণস্য ব্রহ্মরাত্র ইত্যস্যার্থং ব্রহ্মণশ্চতুর্যুগসহস্রপরিমিতায়াং রাত্রৌ গতায়ামিতি কেচিদ্ব্যাচক্ষতে তদপি সম্ভবেদেব, ভগবচ্ছক্ত্যাশেষবিরুদ্ধস্য সমাধেয়ত্বাৎ। বিস্ময়াদিনা গতিস্থগিতত্বং তূৎপ্রেক্ষামাত্রম্। তেষাং জ্যোতিশ্চক্রাধীনগতিত্বাৎ স্বগতেরত্যল্পত্বাৎ, প্রতিলোমত্বাচ্চ। বস্তুতস্তু তল্লীলা-মাধুর্য্যেণ নদীপ্রবাহস্যেব জ্যোতিশ্চক্রস্য স্তব্ধত্বং জ্ঞেয়ম্। রাত্রিদ্বিতি বহুত্বং চ তা রাত্রীরিত্যুক্তস্য নিশা ইতি বক্ষ্যমাণস্য চানুসারেণেতি। এবং রাসক্রীড়ায়াঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কভাববিশেষবর্দ্ধনেন পরমমোহনত্বং দর্শিতং তচ্চ যুক্তম্। তৎ প্রকৃত্যৈব তৎসম্বন্ধিনৃত্যগীতাদেস্তত্তদ্ভাববর্দ্ধনতাতিশয়াৎ তত্রাপি তস্য সাক্ষাত্তু কর্তৃকত্বাৎ। তত্রাপি লক্ষ্ম্যাদিদুর্ল্লভতাদৃশসৌভাগ্যাভিস্তাভিঃ সহিতত্বাৎ। তত্রাপি তাদৃশপরিপাটীসম্বলিতত্বাদিতি। অত্র কামার্দ্দিত ইত্যেকবচনান্তপাঠস্তেষামসম্মতঃ। কিন্তু দেব্যোঽপীত্যনেন তাসামেব কামার্দ্দিতত্বস্বীকারাৎ। কিঞ্চ। শশাঙ্ক-শ্চেতি তদাদের্ভিন্নবাক্যত্বাঙ্গীকারাচ্চ ॥ ১৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যমণ্ডিত রাসলীলায় ত্রিলোকের সকল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যনিকেতন নবনটবরবপুঃ রাসবিহারীর অনবদ্য রূপশোভা প্রকাশ পাইয়াছে। আনন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসরস পরিস্ফূর্ত্তিরূপ লীলাখেলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন মদনমোহনের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ শ্রীভগবান্ অগণিত হেমমণিবিজড়িত নীলকান্ত মণির ন্যায় প্রোজ্জ্বল প্রভায় দীপ্তি প্রকাশ করিতেছেন। তিনিই ত্রিলোকের নিখিল শোভাসৌন্দর্য্যের একমাত্র পরমাধাররূপে অবতীর্ণ হইয়া রাস-লীলাবিলাসে তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের বিকাশ দেখাইতেছেন। প্রেমময়ী গোপীবৃন্দের সহিত সেই পরমানন্দঘনমূর্ত্তি সর্ব্বচিত্তাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যপূর্ণ রাসলীলা দর্শন করিলে বেদবিধাতা ব্রহ্মারও মন মোহিত হয়, মদনদহন মহাদেবও বিমোহিত হইয়া যান। অতএব রাসলীলা দর্শনে অন্তরীক্ষে সমবেতা কোমলমতি স্বর্গাঙ্গনা দেবীগণ যে উহা দর্শন মাত্রেই বিমুগ্ধ হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

রাসলীলা শ্রীভগবানের পরম মাধুর্য্যময়ী প্রেমলীলা। উহাতে কামগন্ধ নাই। প্রাকৃত জগতে শৃঙ্গার রসের বিলাস যেখানেই দৃষ্ট হয়, সেখানেই কামক্রীড়ার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু গোপিকাবৃন্দের সহিত গোপীনাথের এই রাসলীলায় শৃঙ্গার রসের বিবিধ বৈচিত্রময় বিলাস আছে সত্য, কিন্তু উহাতে কামভাবের চিহ্ন-মাত্রও বিদ্যমান নাই। পঞ্চশর কামের প্রভাবে প্রায় সকলেই জর্জ্জরিত। মদনের প্রভাবে ব্রহ্মাদি দেবগণকে পর্য্যন্ত কুপথে পরিচালিত হইতে হইয়াছে। মদনের উন্মাদনায় দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যাদেবীতে উপগত হন, সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা নিজ দুহিতৃগমনে প্রবৃত্ত হন এবং নিশানাথ চন্দ্রদেব দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারার সহিত বিহারে রত হন। মদনের এই ত্রিভুবন-উন্মাদনী শক্তির নিকটে দেবদেবীও পরাভূত। কিন্তু মদনমোহন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অগণিত গোপীবৃন্দের সহিত এই রাসরমণলীলায় কামভাবের বিলাস নাই দেখিয়া অন্তরীক্ষে রাসলীলা দর্শনে সমাগতা স্বর্গের দেবীগণ পরম বিস্ময়ে আবিষ্ট হইলেন। পরমানন্দময় শ্রীভগবান্ কন্দর্পকে মোহিত করিয়া তাহার ত্রিলোকবিজয়িনী স্পর্দ্ধা দলিত করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের সহিত অনাসক্তভাবে শুধু ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করিবার নিমিত্ত বিশুদ্ধ প্রেমভাবের অভিব্যঞ্জনায় যে রাসলীলা অনুষ্ঠান করিলেন—উহা দেখিলে স্বর্গাঙ্গনা দেবীগণ অবশ্যই মুগ্ধ হইবেন। স্বর্গের দেবগণ বিমানারোহণে রাসনৃত্য দেখিয়া ইতঃপূর্ব্বেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে দেবপত্নীগণ রাসলীলা বিলাস দেখিয়া ইহার কামগন্ধবিবর্জ্জিত বিশুদ্ধপ্রেমের মাধুর্য্য দর্শনে পরম বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইলেন ও শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রেমবাঞ্ছায় পরমাকুলিতা হইয়া বিমোহিতা হইলেন। যে চন্দ্রদেব গুরুপত্নী তারাকে দেখিয়া কামের প্রভাবে আত্মহারা হইয়াছিলেন—সেই নিশানাথ চন্দ্রদেবও আজ কামগন্ধহীন পবিত্র রাসলীলায় মদনকে বিমোহিত দেখিয়া পরমতম বিস্ময়ে আবিষ্ট হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাসলীলা দর্শনে গগনে সমুদিত তারকাপতি নিশানাথ চন্দ্রদেব গ্রহ তারকাগণের সহিত বিস্মিত হইয়া অবস্থান করিলেন। গ্রহ নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মোহিত হওয়ায় অবশ্যই আকাশপথে তাঁহাদের গতি স্থগিত হইয়াছিল। শুক্র বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণও স্থগিত হইয়াছিল, কারণ চন্দ্রের গতি যেখানে স্থগিত হইয়াছে সেখানে গ্রহগণের গতিও বিস্মৃত হওয়া স্বাভাবিক এবং এই নিমিত্তই শ্রীশুকদেব বলিলেন "শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ"। চন্দ্র এবং গ্রহগণের গতি স্থগিত হওয়ায় রাত্রির পরিমাণ অবশ্যই দীর্ঘতর হইয়া গিয়াছিল, ফলে সহস্রযুগ পরিমিত যে ব্রহ্মরাত্রির সন্নিবেশ হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বসুদেবানুমোদিতাঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৩।৩৮) শ্লোকে দৃষ্ট হয়। উহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবান্ ব্রজবনিতাগণের সহিত রাসক্রীড়ায় নিরত আছেন—এইরূপে ব্রহ্মরাত্রির অবসান হইল এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুক্রমে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহা হইতে প্রতিপাদিত হয় যে রাসলীলার রাত্রিকাল মনুষ্য-লোকের চতুঃপ্রহরব্যাপী মানদণ্ডের দ্বারা নিরূপণ করা যাইতে পারে না। উহা সহস্রচতুর্যুগ পরিমিত ব্রহ্মরাত্রি। শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে এই দীর্ঘ রাত্রির সমাবেশ হওয়া রাসলীলাবিহারের ন্যায় আনন্দবিলাসময়ী লীলায় কোন প্রকারেই অসম্ভব নয়। বর্ত্তমান শ্লোকে গ্রহগণ সমেত চন্দ্রের যে বিস্ময়াবেশবশতঃ স্থগিত গতির বিবরণ দৃষ্ট হয়, উহা হইতে সেই তথ্যেরই সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

শশাঙ্কেন বিস্মিতেন গতৌ বিস্মৃতায়াং ততঃ প্রাক্তনাঃ সর্ব্বে গ্রহাস্তত্র তত্রৈব তস্থুঃ। ততশ্চাতিদীর্ঘাসু রাত্রিসু যথাসুখং বিজহ্রুরিতি।

(ভাবার্থদীপিকা টীকা)

রাসকেলি দর্শনে শশাঙ্ক বিস্মিত হইয়া আপন গতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তদনুবর্ত্তী গ্রহগণও একস্থানে অবস্থিত ছিল। অতএব সেই রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় শ্রীভগবান্ গোপাঙ্গনাগণের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়াছিলেন।

রাসরজনীর পরিমাণ যে বহুগুণিত হইয়াছিল সে বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে রাত্রি বা রাত্রিবাচক শব্দে বহুবচনের প্রয়োগ হইতেও জানিতে পারা যায়। অবশ্য গৌরবে বহুবচন বলিয়াও ইহার একটী ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু বস্ত্রহরণ কালে ব্রজাঙ্গনাগণের ব্রতসিদ্ধির কথা ঘোষণা করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন--

"যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ"

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

—'হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, এক্ষণে ব্রজে ফিরিয়া যাও। আগামী এই সকল রাত্রিতে আমার সহিত বিহার করিবে।' এখানেও রাত্রিবাচক 'ক্ষপাঃ' শব্দে বহুবচনের প্রয়োগ আছে। রাসলীলার অন্তিমভাগেও শ্রীশুকদেব বহুবচনের প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন—

এবং শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা নিশাঃ, স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণাঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৩।২৬)

—সত্যকাম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমানুরক্তা অবলাবৃন্দের সহিত চন্দ্রালোকিত সেই সকল নিশায় এইরূপে বিহার করিলেন।

অতএব কয়েকটী শ্লোকেই রাত্রিবাচক শব্দে বহুবচনের প্রয়োগ দেখিয়া শ্রীধরস্বামিপাদ বহুরাত্রি সম্ভাবনায় বলিয়াছেন যে বিস্ময়াবিষ্ট তারকাগণসহ নিশানাথ চন্দ্রের গতি স্থগিত হইয়াছিল। অচিন্ত্যশক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যসঙ্কল্প ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে সকলই সম্ভব। রাসরাত্রী যে ব্রহ্মরাত্রি পরিমিত হইয়াছিল সে বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। শ্রীভগবানের অনির্ব্বচনীয় শক্তির এমনই প্রভাব যে তাঁহার ইচ্ছায় সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্মেরও একত্র সমাবেশ হইতে পারে, কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'একই সময়ে অণু অপেক্ষা অণুতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর হইতে পারেন' "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" (কঠোপনিষৎ ১।২।২০)। লঘুভাগবতামৃতধৃত কূর্ম্মপুরাণের বচনে জানা যায়—

অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ।
অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তাক্তলোচনঃ॥
ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে॥

(লঘুভাগবতামৃতধৃত কৌর্ম্ম্যবচনম্)

—'যিনি সর্ব্বতোভাবে অস্থূল হইয়াও স্থূল, অণু না হইয়াও অণু, বর্ণহীন হইয়াও শ্যামবর্ণ এবং রক্তিমলোচন বলিয়া কথিত হন—তিনিই ঐশ্বর্য্যবশতঃ বিরুদ্ধবীর্য্যের আশ্রয় বলিয়া ভগবান্ শব্দে অভিহিত হন'।

পক্ষান্তরে ইহাও বলা হইতে পারে এবং শ্রীবৈষ্ণবতোষণীকারও তাহাই বলিয়াছেন—"গতি-স্থগিতত্বন্তৎ প্রেক্ষামাত্রম্।" বিস্ময়াবেশবশতঃ চন্দ্রদেবের গতি যে স্থগিত হইয়াছিল—ইহা উৎপ্রেক্ষা মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে রাসলীলার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য দর্শনে যমুনাপ্রবাহ যেমন স্তব্ধ হয়, সেইরূপ সমগ্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলও বিস্ময়াবেশবশতঃ নিস্তব্ধ হইয়াছিল। অতএব ইহার ফলেই রাত্রির গতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একই রাত্রির কাল বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরমমোহন রাসলীলায় গ্রহগণের এইরূপ বিমুগ্ধ ও স্তব্ধভাব খুবই স্বাভাবিক। কারণ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক পরমবিমোহন যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিও স্বয়ং তাঁহার এই রাসলীলার কথা স্মরণ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া নিজমুখেই বলিয়াছেন—

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥

—'যদ্যপি আমার নানাবিধ মনোহারিণী প্রচুর লীলা বিদ্যমান আছে, তথাপি রাসলীলার কথা স্মরণ করিলে আমার মন যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেশ অনুভব করে তাহা আমি বলিতে পারি না।'

শ্রীভগবানের কামসম্পর্কবিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ রাসলীলা দর্শনে স্বর্গের দেবীগণ বিস্ময়াবেশে মোহিত হইলেন। পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার শক্তিস্বরূপিণী ব্রজবনিতাগণের রাসবিহার লীলায় যে কামজনিত কোন প্রকার ভাববিকার প্রকাশ পায় নাই, তাহা দেখিয়া স্বভাবতঃই কামার্দ্দিতা দেবীগণ বিমোহিত হইলেন। মদন-বিমোহনী রাসলীলা দর্শনে তাঁহাদের হৃদয়স্থিত কাম মোহিত হইল। উহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে কামবৃষ্টি হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-কামরূপ প্রেম-বীজ অঙ্কুরে রোপিত হইল। অতএব "কামার্দ্দিতা" বলিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রেমেচ্ছায় স্বর্গের দেবীগণের চিত্ত যে অভিভূত হইল—এরূপ অনুমান করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। যে রাসলীলা শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে জীবের কামরূপ হৃদয়ব্যাধি দূর হয় বলিয়া পরমহংসাচার্য্য শ্রীশুকদেব রাসলীলার অন্তিম শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন—সেই লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিলে যে হৃদয়স্থিত কাম মোহিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

গুরুপত্নীগামী কামাত্মা চন্দ্রদেব কামের প্রভাব নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই বিশেষভাবে অবগত আছেন। তিনিও স্বভাবতঃ কামার্দ্দিত। কিন্তু তিনি যখন স্বচক্ষে দেখিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শতকোটী অনিন্দ্যসুন্দরী ব্রজবনিতাগণের সহিত নৃত্যবিলাসে আলিঙ্গিত হইয়াও মদনমোহিত না হইয়া স্বয়ং মদনমোহন রূপে বিরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন, তখন তাঁহার সত্যই বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাই তিনিও বিমুগ্ধ হৃদয়ে শ্রীভগবানের কামজয় লীলার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া যেন বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিলেন এবং এই অর্থে চন্দ্রদেবকেও কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছামূলক প্রেম-ভাবে আকুলিত বলা যায়। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় এই অর্থই প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন—

কামার্দ্দিতাঃ কৃষ্ণবিষয়কেন কামেন পীড়িতাঃ। 'কামার্দ্দিত' ইতি পাঠে শশাঙ্কোঽপি কৃষ্ণমালোক্য স্ত্রীভাবং প্রাপ্তঃ। কৃষ্ণবিষয়কেন কামেন পীড়িতশ্চ।

(সারার্থদর্শিনী টীকা)

—'কামার্দ্দিতাঃ' (বা কামপীড়িত) শব্দে জানা যায়—দেবস্ত্রীগণ রাসলীলাদর্শনে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক 'কাম' অর্থাৎ প্রেমভাবে ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন। 'কামার্দ্দিত' এই একবচনান্তপদ পাঠ গ্রহণ করিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শশাঙ্কও আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া স্ত্রীভাব অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক 'কাম' বা প্রেমে পীড়িত হইয়াছিলেন।

দেবস্ত্রীগণ আকাশমার্গ হইতে এই লীলাদর্শনে পরম বিমোহিত হইলেন। কিন্তু যদিও স্বর্গাঙ্গনাবৃন্দের পতিবৃন্দ আকাশপথে পত্নীগণসহ একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তথাপি রাসলীলার মাত্র নৃত্যবিলাস দেখিয়াই তাঁহারা বিমুগ্ধ হৃদয়ে নৃত্য করিয়াছিলেন—ইহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি। গোপাঙ্গনাগণ সহ গোপিকানাথের গুহ্যতম প্রেমরসপুষ্টিকরী রাসলীলা দর্শন করিবার যোগ্যতা বা অধিকার পুংস্ত্বাভিমানযুক্ত দেববৃন্দের নাই। অতএব তাঁহাদের দৃষ্টি অঘটন-ঘটনপটীয়সী যোগমায়ার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবেই অবরুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই মোহপ্রাপ্ত হইয়া রহিলেন বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের এই যে অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়াশক্তি প্রেমবতী গোপীবৃন্দের প্রেমবাঞ্ছাপূরণময়ী মাধুর্য্যপূর্ণা রাসলীলার অনুষ্ঠানে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন—পূর্ব্বে ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীশুকদেব রাসলীলার উপক্রমশ্লোকেই এই কথা সুস্পষ্ট ঘোষণায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২৯।১)

আবার রাসলীলার অন্তিম ভাগেও তিনি বলিয়াছেন—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৩।৩৮)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলে প্রেয়সীভাবাপন্না ব্রজরমণীগণকে মুরলীরবে বিমোহিত করিয়া যমুনাতীরে সমবেত করাইলেন এবং রাসকেলিরঙ্গে রজনী যাপন করিলেন। কিন্তু ব্রজবাসিগোপগণ ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের উপর কোন প্রকার দোষদৃষ্টি প্রকাশ করেন নাই, শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহারা নিজ নিজ পত্নীকে নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা যায় যে, অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের পরমমাধুর্য্যময়ী রাসলীলার প্রেমবিলাস যাহাতে সকল দিক দিয়া পরিপূর্ণ হয় এবং কোন দিক দিয়া উহার কিছুমাত্র অঙ্গহানি না হয়—এই নিমিত্ত শ্রীভগবানের যোগমায়া শক্তিই সকল ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করিতেছেন। এমন কি, অনেক সময়ে প্রেমমুগ্ধ শ্রীভগবানের অজ্ঞাতসারেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমলীলার পরিপাটী সাধনের নিমিত্ত যোগমায়া শক্তি আপন প্রভাবে তাঁহার ক্রিয়াশক্তির বিলাস দেখাইয়াছেন। যোগমায়া সর্ব্বভাবে সুসমঞ্জস করিয়া এই প্রেমলীলাকে শ্রীভগবানের ও শ্রীগোপীগণের পরস্পর আনন্দদানের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। এমন কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণরূপে শৃঙ্গাররসাস্বাদন করাইবার জন্য যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্যপ্রেয়সীবৃন্দের মধ্যে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে যে ঔপপত্যভাব সংঘটন করিয়া থাকেন তৎসম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীভগবানের উক্তিই প্রমাণ—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।২৬-২৭)

রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনিতে চৌরাশী ক্রোশ আয়ত ব্রজমণ্ডল নিনাদিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই বংশীধ্বনি একমাত্র প্রেয়সীভাবাপন্না ব্রজবনিতাদিগেরই শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। ইহাতেও যোগমায়াপ্রভাবই সূচিত হয়। ষড়ৈশ্বর্য্যনিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজশক্তি অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়ার উপরে সর্ব্বপ্রকার অঘটন ঘটনার ভার দিয়া নিজে বংশীনাদাকৃষ্টা ব্রজবনিতাগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বিবিধ বিচিত্র-ভাবে পরম মধুর রাসলীলায় আনন্দরসাস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণসেবাপরায়ণ প্রেমবান্ ভক্তজনগণের প্রেম-সেবাভিলাষ পরিপূরণার্থে ভক্তগণকে যে-মায়া মুগ্ধ করেন, এমন কি—যে-মায়া আনন্দাস্বাদনী লীলাপুষ্টির নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীভগবান্‌কেও মুগ্ধ করেন—সে মায়া শ্রীভগবানেরই যোগমায়া। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মমোহন লীলায় বলদেব বলিয়াছিলেন—

কেয়ং বা কুতঃ আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।১৩।৩৭)

—আমার যাহাতে মোহ জন্মিয়াছে সে কোন্ মায়া এবং কোথা হইতে উহা আসিল? উহা কি দেবতা-গণের, মানবগণের অথবা অসুরগণের মায়া? কিন্তু ইহা অন্য মায়া নহে, যেহেতু আমিও উহাতে বিমোহিত হইয়াছি। অতএব নিশ্চয় উহা আমার প্রভু শ্রীহরির মায়া।

বাস্তবিক শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত ভক্তগণ যে প্রকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিরূপা যোগমায়া তাঁহাদিগকে সেই ভাবে মুগ্ধ করিয়া তদনুসারে প্রেমসেবা ব্যবস্থা নিষ্পাদিত করেন। এই জন্যই ইহাকে শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা যোগমায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার নিজশক্তিরূপা যোগমায়া কর্ত্তৃক মুগ্ধ হন। শ্রীভগবান্ যে নিজ মায়ায় নিজেও মুগ্ধ হন মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যেও উহা দৃষ্ট হয়। উহাতে দেখা যায়—মহাপ্রলয়ে শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। যে যোগনিদ্রা চিৎস্বরূপ শ্রীভগবানকে নিদ্রায় অচেতন করিয়া রাখেন সেই যোগনিদ্রা শ্রীভগবানেরই শক্তিবিশেষ। যোগনিদ্রার স্তুতিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বলিয়াছেন—

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥

(মার্কণ্ডেয় পুরাণম্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ ২০

যাহা হউক, যোগমায়ার প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যলীলা পরিপুষ্টির নিমিত্ত—বিশেষ করিয়া সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলার সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত শ্রীভগবানের যোগমায়া আপন প্রভাবে সমস্ত নিষ্পন্ন করিয়াছেন। "কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য"—এই বর্ত্তমান শ্লোক হইতে জানা যায় যে, দেবাঙ্গনাগণ রাসলীলা সন্দর্শনে পরম বিমোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই শ্লোকে দেববৃন্দের কথা নাই। তাঁহারা নিজ নিজ পত্নীবৃন্দসহ আকাশপথে সমবেত হইয়াছিলেন—তাহার বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহারা রাসলীলায় নৃত্যকেলি মাত্র দেখিয়াই বিমোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু গোপীবৃন্দের সহিত শ্রীভগবানের শৃঙ্গাররসপুষ্টিময় অথচ বিশুদ্ধ প্রেমভাবের নিগূঢ় লীলাবিলাস তাঁহারা দেখিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহাদের সেই পরম নিগূঢ় লীলা দেখিবার যোগ্যতা নাই এবং নাই বলিয়াই যোগমায়া-শক্তি-প্রভাবে তাঁহাদের দৃষ্টি আবৃত ছিল।

ফলতঃ স্বর্গাঙ্গনাগণ এবং নিশানাথ চন্দ্র অনিন্দ্যসুন্দরী গোপিকাবৃন্দের সহিত আনন্দঘনবিগ্রহ নবনটবর-বপুঃ রাসরসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনী রাসলীলাবিলাস দেখিয়া পরম বিস্ময়ে বিমোহিত হইলেন। শ্রীরাধাকান্তের এই মদনমোহনী লীলা দেখিয়া তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রেমসেবার আকাঙ্ক্ষায় প্রেমবৈবশ্য লাভ করিলেন ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মারামোঽপি (স্বানন্দপূর্ণোপি) যাবতীঃ (যাবত্যঃ যৎসংখ্যকাঃ) যোষিতঃ (ব্রজরমণ্যঃ) আত্মানং (স্বং) তাবন্তং (তৎসংখ্যকং) কৃত্বা (দর্শয়িত্বা) তাভিঃ (ব্রজরমণীভিঃ সহ) লীলয়া (স্বচ্ছন্দেন) ররাম (রেমে) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও যত গোপী তত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই ব্রজগোপীগণের সহিত স্বচ্ছন্দে লীলাবিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ কৃত্বেতি। অয়ং ভাবঃ। কাত্যায়নি মহামায়ে ইতি শ্লোকেন প্রত্যেকং তাভিঃ প্রার্থনাৎ ভগবতাপি যাতাবলা ব্রজমিত্যাদিনা তথৈব প্রতিশ্রুতত্বাত্তাবন্তমাত্মানং কৃত্বা তাভিঃ রেম ইতি। যাবতী র্যাবত্যঃ ॥ ২০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ রাসানন্তরং বিশ্রম্য কৃতং লীলাবিশেষমাহ কৃত্বেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মানং আত্মনঃ প্রকাশমিত্যর্থঃ। ন চান্তর্ন বহির্যন্তেতি ন্যায়েন মধ্যমত্বেঽপি তচ্ছ্রীবিগ্রহস্য বিভুত্বাৎ। চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহদিত্যৈচ্ছিক প্রকাশাচ্চ। পৌনরুক্ত্যমিদং বিশ্রামসময় একীভূতত্বাৎ। গোপযোষিতো গোপজাতীয়যোষিতঃ। ততশ্চ কাশ্চিদ্বিবাহিতাঃ কাশ্চিৎ কন্যাশ্চেতি জ্ঞেয়ম্। একবিংশদ্বাবিংশয়োর্ব্যূঢ়াকন্যানাং পৃথক্ পৃথক্ পূর্ব্বানুরাগবর্ণনাৎ। যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিদিতি শ্রীহরিবংশোক্তেশ্চ। এতচ্চ স্বরূপেণ লিখিতে উজ্জ্বলনীলমণ্যাদৌ ব্যক্তম্। লীলয়া শৃঙ্গাররসখেলয়া ররাম রেমে। ভগবানিতি তদেব ভগবত্তাসারমাধুর্য্য-সর্ব্বস্বপ্রকটনমিতি ভাবঃ। তস্যৈব প্রেমরসপরিপাক-বিলাসবিশেষাত্মকত্বাৎ। তথা জগচ্চিত্তাকর্ষকেণ তেনৈব স্বতঃ প্রেমবিশেষবিস্তারণাৎ। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি শ্রীভাগবতামৃতে চ বিবৃতম আত্মারামোঽপীত্যুক্তার্থম্। তদ্রমণঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ তত্রৈব নিকটনিকুঞ্জাদিষু ইতি ॥ ২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধমহাশক্তিনিকেতন ও আত্মারামশিরোমণি। তিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ পূর্ণকাম এবং স্বয়ং নিত্যতৃপ্ত হইয়াও ভক্তবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত ভক্তাধীনরূপে লীলা করিয়া থাকেন। ভক্তের প্রেমভাব অনুসারে তিনি আত্মপ্রকটন করেন। নিত্যধামের নিত্যপ্রেমলীলাতেও তিনি অসংখ্য প্রেমভাবের প্রতিমূর্ত্তির সহিত অসংখ্যরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া নিত্য বিহার করিতেছেন। যে ভক্ত তাঁহাকে যে ভাবে ভজনা করেন, তিনি তাঁহার নিকটে তেমনিভাবে অবির্ভূত হইয়া থাকেন। অতএব ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ প্রেমের প্রোজ্জ্বলমূর্ত্তি অগণিত ব্রজবনিতাগণের প্রেমসেবাকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত রাসমণ্ডলীতে পরম চিত্তাকর্ষক মাধুর্য্যসম্পুটিত নবনটবর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির অসংখ্য প্রকাশবিগ্রহ অবলম্বনে তাঁহাদের সকলেরই রাসরতিবাঞ্ছা পূরণ করিলেন।

শ্রীভগবান্ আত্মারাম-শিরোমণি। "আত্মনি আরমতে"—এই ব্যুৎপত্তিলভ্য আত্মারাম শব্দের সমালোচনা করিলে জানা যায় যে, শ্রীভগবানের আনন্দাস্বাদন বিষয়ে কোন প্রকার বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন হয় না। আত্মারামগণ বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ব্যতীত আপনা হইতেই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ আত্মারামশিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বভাববশতঃই আনন্দাস্বাদন হইয়া থাকে। ব্রজগোপীগণ শ্রীভগবানের স্বরূপভূত হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বলিয়া স্বরূপশক্তি গোপীবৃন্দের সহিত রাসলীলানুষ্ঠান করায় আত্মারাম শ্রীভগবানের আত্মারামতার কোন প্রকার হানি হয় না। স্বরূপভূত প্রতিচ্ছায়াতুল্য ব্রজরমণীগণের সহিত তাঁহার এই রাসরমণলীলা বাহ্যসম্পূর্কশূন্য আত্মানন্দেরই অনুভূতি মাত্র। প্রেমতত্ত্বদর্শী শ্রীশুকদেব "যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ" এই শ্লোকে ইতঃপূর্ব্ব যে দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা হইতেও ব্রজগোপীগণের সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের অবিচ্ছেদ্য অভিন্ন সম্বন্ধেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বালক যেমন নিজ প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব-মূর্ত্তির সহিত বিবিধ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দ উপলব্ধি করে, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ তাঁহারই নিজশক্তিরূপা ব্রজরামাগণের সহিত রাসলীলায় ব্যাপৃত হইয়া লীলানন্দ আস্বাদন করিলেন। অতএব ইহাতে শ্রীভগবানের আত্মারাম স্বভাবের সত্যই কোন হানি হয় নাই। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পরস্পর যে অভেদ সম্বন্ধ সে বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী চমৎকারভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন—

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি অগ্নি জ্বালাচয় নাহি কোন ভেদ॥
তৈছে রাধা কৃষ্ণ দোঁহে একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।৮৩-৮৪)

সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ যেমন অবতারী এবং তাঁহা হইতেই সকল অবতারের প্রকাশ হয়, সেইরূপ তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তিরূপা শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণের শ্রীরাধিকাই অংশিনী বলিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত হয়। কারণ কথিত আছে—

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হইতে তিন গণের বিস্তার॥
লক্ষ্মীগণ তরে বৈভব বিলাসাংশ রূপ।
মহিষীগণ বৈভব প্রকাশস্বরূপ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাবে রস ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে একই আত্মা, কেবল লীলা-পরিপাটির নিমিত্তই তাঁহারা পৃথক্ বিগ্রহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতধৃত প্রাচীন শ্লোক হইতেও জানা যায়—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি-হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ.তৌ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতধৃত শ্লোক ১।১।৫)

শ্রীরাধিকা নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বিকৃতি অর্থাৎ মহাভাব-বিলাসস্বরূপা, অতএব তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তিরূপা। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদবশতঃ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা হইয়াও অনাদিকাল হইতে গোলোকে দুই দেহ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

আবার ব্রজললনাগণও শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা শ্রীরাধিকারই কায়ব্যূহরূপা। অতএব যে-শ্রীরাধিকার সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বগত অভেদসম্বন্ধ, সেই শ্রীরাধিকারই কায়ব্যূহরূপা অন্যান্য ব্রজগোপীবৃন্দের সহিত এবং তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার সহিত রাসরমণলীলায় ব্যাপৃত হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতার মর্য্যাদা সত্যই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শ্রীমৎকিশোরপ্রসাদ বিদ্বৎপাদকৃত টীকায় উল্লেখ আছে—

আত্মারাম ইতি আত্মনি তস্যামেব রামো রমণং যস্য সোঽপি লীলয়া শৃঙ্গাররসখেলয়া তত্তন্নায়িকারূপেণ তয়ৈব প্রকটিতয়া রেমে। তদুক্তমুজ্জ্বলে—

যথা সুর্নায়কাবস্থা নিখিলা এব মাধবে।
তথৈব নায়িকাবস্থা রাধায়াং প্রায়শো মতা॥

(উজ্জ্বলনীলমণৌনায়িকাভেদপ্রকরণে)

রমণঞ্চেদং পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জেষ্বিতি সংক্ষেপঃ॥

(কিশোরপ্রসাদবিদ্বৎপাদকৃত-বিশুদ্ধরসদীপিকা)

—আত্মারাম শব্দে ইহাই জানা যায় যে, 'আত্মায়' আর্থাৎ সেই স্বরূপশক্তিভূতা শ্রীরাধিকাতেই 'রাম' অর্থাৎ রমণ যাঁহার—তিনিও লীলাচ্ছলে অর্থাৎ শৃঙ্গাররসখেলায় সেই শ্রীরাধা কর্ত্তৃক প্রকটিত সেই সেই নায়িকারূপ গোপীবৃন্দের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। তাই উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উক্ত হয়—'যেমন অখিলাত্মভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে নিখিল নায়কবৃন্দের অবস্থা বিদ্যমান, সেইরূপ সকল নায়িকায় অবস্থাই শ্রীরাধিকাতে প্রায়ই বিদ্যমান।' অতএব শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহরূপা অন্যান্য গোপীবৃন্দের সহিত যে রাসলীলায় যত গোপী তত কৃষ্ণরূপে রমণবিলাস—উহা পৃথক্ পৃথক্ রাসকুঞ্জে নিষ্পাদিত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। ইহাই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে অসংখ্য ব্রজবনিতাগণের সহিত অসংখ্য কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া ভগবান্ যে রাসলীলাবিহার করিলেন তাহাতে নিজ স্বরূপশক্তির সহিত লীলারসাস্বাদনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানের আত্মারামতার কোন হানি হয় নাই। আবার শক্তি ও শক্তিমানের লীলাবিলাসহেতু যে-ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাতে লীলার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যনিকেতন, পূর্ণকাম, নিত্য-তৃপ্ত ও আত্মারাম হইয়াও প্রেমবান্ ভক্তের নিকট তিনি এতই অপূর্ণকাম ও অকৃতার্থ যে ভক্ত-বাঞ্ছা পূরণে আনন্দাস্বাদন করিবার নিমিত্ত তিনি নিত্য ব্যগ্র। তাই তিনি আত্মারামতা ভুলিয়া গিয়া ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচয় দেন। ইহাই তাঁহার অশেষমাধুর্য্যসার লীলাবিলাসের পরম বৈশিষ্ট্য। পরমস্বতন্ত্র শ্রীভগবান্ একমাত্র প্রেমভক্তিরই বশীভূত। তাই তিনি শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্" (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।১৪।২০)—'আমি সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ হইলেও আমার ভক্তজনগণের আমি পরম প্রিয় এবং তাহাদের ভক্তিতেই আমি তাহাদের বশীভূত হই।' অতএব আত্মানন্দপূর্ণ হইয়াও প্রেমবান্ ভক্তের নিকটে প্রেমাধীনতা স্বীকার করিয়া তিনি লীলারস আস্বাদনে পরম প্রীতিলাভ করেন।

প্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি ব্রজগোপীগণের অসমোর্দ্ধ প্রেমের সত্যই তুলনা নাই বলিয়াই শ্রীভগবান্ নিজমুখে সে প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়া ঋণপত্র লিখিয়া দিয়া বলিয়াছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩২।২১)

'হে ব্রজগোপীগণ! তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি পবিত্র প্রেমভাবে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছ, আমি দেবতাদিগের সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিলেও তোমাদের এই সদ্ব্যবহারের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। অতএব তোমরাই নিজ নিজ উদারতাগুণে আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া লও।'

প্রেমশিরোমণি ব্রজরমণীগণের আগাধনির্ভর প্রেমের কাছে নিখিলব্রহ্মাণ্ডপতি পূর্ণকাম স্বয়ং শ্রীভগবান্ কত দীন, কত অপূর্ণ ও ঋণী যে তিনি তাঁহাদের নিজ নিজ প্রেমভাবের নিকটে বশীভূত হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রেমসেবা বাসনার পরিপূর্ত্তির নিমিত্ত আত্মারাম হইয়াও যুগপৎ সকলের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং প্রত্যেকের সহিত রাসরমণলীলা করিয়া আনন্দরসাস্বাদন করিলেন ও যত গোপী তত কৃষ্ণ—এইরূপে বহুবিধ প্রকাশ-মূর্ত্তিতে রাসকুঞ্জে সমাগতা ব্রজবনিতাদিগের সহিত রাসরমণলীলায় তাঁহাদের প্রত্যেকের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন।

কামপূরকৃপানিধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবতী ব্রজগোপীবৃন্দের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থ রাসরমণলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। গোপকন্যাগণ সকলেই কাত্যায়নী পূজায় সমবেত হইয়া একই স্থানে একই সময়ে একই মন্ত্র উচ্চারণে একই প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২২।৪)

—'হে মহামায়ে! মহাযোগিনি ও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরি! তুমি কৃপা করিয়া শ্রীনন্দনন্দনকে আমার পতি করিয়া দাও। তোমায় নমস্কার।"

কাত্যায়নীব্রতপরা গোপকন্যাগণ প্রত্যেকেই শ্রীনন্দনন্দনকে পতিভাবে ভজনা করিবার জন্য প্রার্থনা জানান। ভক্তের অভিলাষ পূরণে ভগবান্ কখনও অন্যথা করেন না—তাই ভক্তবাঞ্ছাকারী ভগবান্ও প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিয়াছিলেন—"যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথঃ ক্ষপাঃ" (ভাগবতম্ ১০।২২।২৭) 'হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছ; আগামী রাত্রিতে তোমাদের সহিত আমি রমণবিহার করিব'। অতএব ভক্তাধীন ভগবানও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাসস্থলীতে একই স্থানে একই সময়ে একই ভাবে পৃথক্ পৃথক্ অগণিত গোপরমণীদিগের সহিত রাসরমণ লীলায় ব্যাপৃত হইয়া ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করিলেন। তাই শ্রীশুকদেব বর্ত্তমান শ্লোকে বলিলেন—"কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ। ররাম ভগবাংস্তাভিঃ" ইত্যাদি!

যত গোপরমণী ততরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাদের সহিত যুগপৎ রমণলীলা করিলেন—এই বিবরণ হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে গোপরমণীদিগের মধ্যে প্রেয়সীভাবাপন্না কতকগুলি বিবাহিতা ও কতকগুলি অনূঢ়া কন্যাও বিদ্যমান ছিলেন এবং এই নিমিত্তই 'গোপযোষিৎ' পদে সাধারণ ভাবে গোপরমণীদিগের কথাই শ্রীশুকদেব জ্ঞাপন করিলেন। হরিবংশের নিম্নোক্ত প্রমাণ বচন হইতেও উহার সমর্থন পাওয়া যায়—

যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ।
কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভির্মুমোদ হ॥

(হরিবংশম্)

—কালজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোন এক রাত্রিকালে গোপযুবতী ও গোপকন্যাগণকে রাসস্থলীতে একত্রিত করিয়া কৈশোরবয়সোচিত আচরণ করিয়া তাঁহাদের সহিত লীলাবিহারে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ আত্মারাম হইয়াও গোপীপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যেক গোপাঙ্গনার মনোবাসনা পূরণ করিবার নিমিত্ত যত গোপী তত কৃষ্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাসরমণলীলায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

অবশ্য বহুসংখ্যকরূপে প্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিগ্রহে বহুতর বিভিন্ন রূপ ধারণ করিবার প্রয়োজন হয় না। তাঁহার একই সচ্চিদানন্দ নবনটবর বিগ্রহ প্রেমবতী গোপাঙ্গনাবৃন্দের অভিলাষ পূরণার্থে যুগপৎ বহুতরস্থানে অভিব্যক্ত হয়। তাঁহার এই প্রকাশমূর্ত্তি তাঁহার নিজস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। দ্বারকালীলাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইয়া ষোড়শসহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া মহর্ষি নারদ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয়ঃ এক উদাবহৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৬৯।২)

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাকী একই বিগ্রহ অবলম্বনে যুগপৎ পৃথক্ পৃথক্ ষোল হাজার রমণীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রকাশমূর্ত্তির সম্বন্ধে কথিত হয়ঃ—

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারেতে ভেদ নাহি একই স্বরূপ।
মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈলা রাস।
তাহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য পরকাশ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ১।৫।৩৭

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই এইরূপ যুগপৎ বিভিন্ন প্রকাশমূর্ত্তিতে তিনি প্রত্যেক গোপাঙ্গনার সহিত রাসরমণলীলা করিয়াছিলেন; কারণ অচিন্ত্যশক্তি সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানে সকলই সম্ভব এবং এই নিমিত্তই বর্ত্তমান শ্লোকে তাঁহাকে 'ভগবান্' এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়া শ্রীশুকদেব বলিলেন—'ররাম ভগবাংস্তাভিঃ'॥ ২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শান্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥২১

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে রাজন্) করুণঃ (কৃপাময়স্বভাবঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রেম্ণা (প্রীত্যা) রতিবিহারেণ (অনুরাগময়ো বিহারস্তেন) শ্রান্তানাং (ক্লান্তানাং) তাসাং (ব্রজগোপীনাং) বদনানি (মুখমণ্ডলানি) শন্তমেন (সুখস্পর্শেন) পাণিনা (স্বহস্তেন) প্রামৃজৎ (প্রকর্ষেণ মৃজতি স্ম)॥ ২১

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! রাসরতিবিহারে নিরতিশয় ক্লান্তা ব্রজগোপীগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে নিজহস্তের সুখকর স্পর্শে তাঁহাদের বদনমণ্ডলের ঘর্ম্মবিন্দু অপনোদন করিলেন॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—কৃপাতিশয়মাহ তাসামিতি॥ ২১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—রতির্দম্পত্যোর্মিথোঽনুরাগস্তন্ময়ো বিহারঃ বিবিধবিদগ্ধচেষ্টা। অতিবিহারেণেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ, তেন শ্রান্তানাং শন্তমেন পরমসুখাত্মকেন পাণিনা প্রকর্ষেণ অমৃজৎ। স্বেদবিন্দ্বপসারেণালক-সংবরণাদিনা উজ্জ্বলয়ামাস। যতঃ করুণঃ পরদুঃখাসহিষ্ণুস্বভাবঃ সত্যপি কারুণ্যে ন সাধারণং তাসান্তু তানি বদনানি প্রেম্ণা প্রামৃজদিতি পরমবৈশিষ্ট্যং দর্শিতম্। প্রেমা হি সাদ্গুণ্যানুসন্ধানেনাহন্তা মমতৈকতরবিষয়ত্বে চ জাতা চেতসি স্নিগ্ধতা তত্রাপীদৃশভাবময়ীতি পরম এব বিশিষ্টঃ স্বয়ং কারুণ্যাদিকমন্তর্ভাবয়তি। শন্তমেনেতি স্পর্শমাত্রেণাপি স্বভাবতঃ পরমসুখকরত্বং, তত্র চ প্রমার্জ্জনং, তত্রাপি প্রেম্ণা, তত্র চ শন্তমেনেতি পরমসন্তোষণমুক্তম্। অঙ্গেতি প্রেমসম্বোধনে॥ ২১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের প্রেমসেবাসাধ চরিতার্থ করিবার জন্য স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও যত গোপী তত কৃষ্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত রাসরমণলীলা করিলেন। পরে রতিবিলাসে ক্ষান্ত হইয়া অপার করুণাময় শ্রীভগবান্ প্রেমবতী গোপরমণীদিগের রতিবিলাসজনিত শ্রমগ্লানি দূর করিবার নিমিত্ত নিজ সুশীতল করপল্লবের স্পর্শ দিয়া তাঁহাদের বদন-মণ্ডলের স্বেদবিন্দু মার্জ্জিত করিয়া দিলেন। অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীভগবান্ ভক্তজনগণের দুঃখকষ্ট ও শ্রম অপনোদনের জন্য নিজ হাতে সেবা করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না! ধন্য শ্রীভগবানের ভক্তাধীনতা! স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া গিয়া স্নিগ্ধ শান্ত মনোহর মূর্ত্তিতে রতিশ্রান্তা ব্রজগোপীগণের বদন মণ্ডলের স্বেদবিন্দু মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার অপার করুণা প্রকাশ করিলেন। তিনি স্বহস্তে ভক্তের সেবা করিলেন বলিয়াই তিনি ভক্তাধীন ও ভক্তবৎসল আখ্যায় ভূষিত হইয়া থাকেন।

ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের অগাধ প্রেমবিশ্বাসে যে প্রকারে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া ও সর্ব্বত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মাধুর্য্যরসে পরিপ্লুত হইয়া নানাপ্রকার প্রেমব্যবহারে মাধুর্য্যসম্পুটিত আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের আনন্দাস্বাদন করাইয়াছিলেন, শ্রীভগবানও সেইরূপ নিজ ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া ভক্তপ্রেমাধীনরূপে শান্ত স্নিগ্ধ নবনটবর নরলীলাবিগ্রহ অবলম্বনে ব্রজগোপীগণের প্রেমসেবাসাধ পূর্ণ করিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি প্রেমঘন প্রীতি ব্যবহারে অপার করুণা প্রদর্শন করিলেন। কৃপাগুণনিধি শ্রীভগবান্ যখন যে-ভক্তজনগণের প্রেমসেবা গ্রহণ করেন, তখন তিনি সেই ভক্তের প্রেমভাব অনুসারে বিভাবিত হইয়া আত্মপ্রকটিত করেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার এই ভক্তাধীনতারূপ করুণার বিকাশ দৃষ্ট হয়। তিনি বাৎসল্যময়ী মা যশোদার বাৎসল্যরসপূর্ণ সেবাসাধ পূর্ণ করিবার জন্য গোপাল বালক রূপে মা যশোমতির তাড়ন ভর্ৎসন হাসিমুখে বরণ করিয়া লন। সখ্য-প্রেমের লোভে লুব্ধ হইয়া তিনি রাখালের উচ্ছিষ্ট ভোজনে পরম তৃপ্তিকর আস্বাদ লাভ করেন এবং খেলায় হারিয়া শ্রীদাম সুবলাদি সখাবৃন্দকে নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া অপার আনন্দ লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। এইভাবেই প্রেমবতী ব্রজনিতাদিগের প্রেমসেবাসাধ পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং জগৎপতি হইয়াও তিনি ঔপপত্য ভাবে বিভাবিত হইয়া নানাভাবে ব্রজরমণীগণের সহিত বিহার করেন। এ সকলই অখিলনিয়ন্তা শ্রীভগবানের কৃপাতেই সম্ভব। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী এই অসমোর্দ্ধ করুণার কথা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন--

তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি—কে বুঝে তোমার মর্ম্ম॥

শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি তাঁহার অনন্তশক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীভগবান্ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বান্তর্য্যামী হইলেও ভক্তপ্রেমবশতঃ এই কৃপাশক্তির অধীন হইয়া নানাভাবে ভক্তের মনোবাসনা পূরণ করেন। ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের পরমপ্রেমনিষ্ঠায় ধৈর্য্য ধর্ম্ম লজ্জা কূলশীল মান ভয়াদি ত্যাগ করিয়া অবাধে শ্রীভগবানের সেবা করিবার জন্য যখন উৎকণ্ঠার চরমসীমায় উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীভগবানের পূর্ণকৃপাশক্তি প্রকাশিত হইয়া শ্রীভগবানকেও তাঁহাদের প্রেমসেবাগ্রহণের নিমিত্ত অনুরূপ ভাবে সাজাইয়া আত্মপ্রকটিত করাইয়া দিল এবং সেইভাবেই গোপীসহ গোপীকানাথের মিলন সংঘটিত হইয়া সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলা সম্পাদিত হইল। আবার সেই রাসরতিশ্রান্তা ব্রজরমণীগণের শ্রমগ্লানি দূর করিবার জন্য অপার কৃপাগুণে শ্রীভগবান্ তাঁহাদের বদনমণ্ডলের ঘর্ম্মবিন্দু নিজ করকমলে মার্জ্জিত করিয়া দিলেন।

ব্রজললনাগণ অখিলকলাগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রতিবিহার করিয়া অতিশয় পরিশ্রান্তা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বদনমণ্ডলে স্বেদবিন্দু প্রকাশ পাইয়াছিল, বক্ষের কুঙ্কুমরাগ মলিন হইয়াছিল, কেশ-পাশ আলুলায়িত হইয়াছিল, অঙ্গের প্রসাধন, বসন ভূষণ প্রভৃতি বিপর্য্যস্ত ও বিগলিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সেই রাসবিহারে দম্পতীসুলভ পরস্পর অনুরাগময় নানাবিধ বৈদগ্ধ্যচেষ্টার বিলাস প্রকাশ পাইয়াছিল। অতএব সেই নানা বৈদগ্ধময়ী বিলাসচেষ্টায় কোমলাঙ্গী অবলা ব্রজসুন্দরীগণ যে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাহা খুবই স্বাভাবিক। অশেষকৃপাগুণনিধি শ্রীভগবান্ তাঁহাদের সেই ক্লান্তি নিরীক্ষণ করিয়া রাসরতিবিহারে ক্ষান্ত হন এবং নানাভাবে তাঁহাদের শ্রমাপনোদন করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—

তাসাং রতিশ্রান্তিমালক্ষ্য করুণঃ রমণাদ্বিরতোঽভূদিত্যর্থঃ। শন্তমেন সুখময়েন প্রামৃজদিত্যুপলক্ষণম্ বীজনানুলেপন-প্রত্যঙ্গপ্রসাধনঃ বীটিকাপ্রদানাদ্যপি চক্রে।

(শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনীটীকা)

ব্রজরমণীগণের রতিবিহারজনিত ক্লান্তি দর্শন করিয়া শ্রীভগবান্ করুণাবশতঃ রতিলীলা হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং পরম সুখকর করকমল স্পর্শে তাঁহাদের বদনমণ্ডলের ঘর্ম্ম অপনোদন করিলেন। ঘর্ম্ম অপনোদন করিলেন—এই পদটী উপলক্ষণমাত্র। অতএব উহা হইতে জানা যায় যে ক্লান্তি অপনোদনের নিমিত্ত তিনি ব্যজন করিলেন এবং প্রসাধনাদির রতিবিহারজনিত গ্লানি দূর করিবার নিমিত্ত পুনরায় অনুলেপন ও প্রতিঅঙ্গের প্রসাধনাদি নিষ্পন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে তাম্বুল বীটিকাদি প্রদান করিলেন।

শ্রীভগবান্ তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া পরম করুণায় ব্রজগোপীগণের বদনমণ্ডলের স্বেদবিন্দু নিজ হস্তে অপনোদন করিয়া নিজেও আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তের সেবা করিয়া ভক্তাধীন ভগবান্ সত্যই আনন্দাস্বাদন করেন। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়, গোপীবৃন্দের স্বেদবিন্দু মার্জ্জন করিবার সময় তাঁহার সত্যই পুলকোদ্গম হইয়াছিল—

গোপীকপোলসংশ্লেষমভিগত্য হরের্ভুজৌ। পুলকোদ্গমশস্পায় স্বেদাম্বুঘনতাং গতৌ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্‌গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ॥ ২২

শ্রীহরির ভুজদ্বয় গোপীবৃন্দের কপোলদেশের সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া পুলকোদ্‌গমরূপ তৃণসমূহের নিমিত্ত যেন স্বেদাম্বুরূপ মেঘস্বরূপ লাভ করিল।

যাঁহার পাণিপাদ ও সকল অঙ্গ স্বতঃই সুখকর, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করকমল স্পর্শে কেবল যে ব্রজগোপীগণের বদনমণ্ডলস্থিত ঘর্ম্মবিন্দু অপনোদিত হইল তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে সুখকর কৃষ্ণকরস্পর্শে তাঁহাদের অপূর্ব্ব সুখানুভূতি ও পুলকোৎসাহ জাগিয়া উঠিল। ঊষার অরুণালোকে সূর্য্য যেমন তাহার কিরণস্পর্শে সরোবরের উৎপলরাজির উপরের পুঞ্জীভূত নৈশ শিশিরকণা দূর করিয়া পুষ্পগুলিকে প্রোজ্জ্বল প্রভায় প্রফুল্ল রূপে উদ্ভাসিত করে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার করস্পর্শে রতিবিহারশ্রান্তা ব্রজসুন্দরীগণের বদনমণ্ডলের স্বেদবিন্দু মার্জ্জিত করিয়া তাঁহাদিগকে পুলকোৎসাহে উৎফুল্ল করিয়া তুলিলেন। অপার করুণাময় শ্রীভগবান্ প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের শ্রমগ্লানি দূর করিবার জন্য নিজ হস্তে তাঁহাদের সেবা করিলেন। ধন্য তাঁহার করুণার বিলাস! ধন্য তাঁহার ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবের পরিচয়॥ ২১

অন্বয়ঃ।—তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নখরাণাং স্পর্শেন হর্ষা যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরট-কুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্‌গণ্ডশ্রিয়া (স্ফুরতাং সুবর্ণকুণ্ডলানাং কুন্তলানাঞ্চ ত্বিষা কান্ত্যা গণ্ডেষু যা শ্রীঃ শোভা তয়া) সুধিতহাসনিরীক্ষণেন (অমৃতায়িতেন হাসসহিতেন ঈক্ষণেন চ) ঋষভস্য (জগৎপতেঃ) মানং দধত্যঃ (আনন্দং বর্দ্ধয়ন্ত্যঃ) পুণ্যানি (পাবনানি) কৃতানি (কৃষ্ণচরিতানি) জগুঃ (অগায়ন্)॥ ২২

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণনখরস্পর্শে পরমানন্দিতা ব্রজগোপীগণ কপোলে দোলায়মান মনোহর স্বর্ণকুণ্ডলের প্রভায় ও সুকোমল কুন্তলকলাপের সৌন্দর্য্যে এবং অমৃতোপম বাক্যে ও সপ্রেম-সহাস নিরীক্ষণে জগৎপতি শ্রীভগবানের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া তাঁহারই পবিত্র চরিতকথা গান করিতে লাগিলেন॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—ততোঽতিহৃষ্টানাং গোপীনাং চরিতমাহ গোপ্য ইতি। স্ফুরতাং সুবর্ণকুণ্ডলানাং কুন্তলানাঞ্চ ত্বিষা গণ্ডেষু যা শ্রীস্তয়া সুধিতেন অমৃতায়িতেন হাসসহিতেন নিরীক্ষণেন চ ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মানং দধত্যঃ পূজাং কুর্ব্বত্যস্তৎকর্ম্মাণি জগুঃ। তস্য কররুহৈর্নখৈঃ স্পর্শেন প্রমোদো যাসাং তাঃ॥ ২২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততঃ প্রকৃষ্টা নিজদেহাদিনা ত্রিধা তস্য প্রহর্ষং সঞ্জনয়ামাসুরিত্যাহ গোপ্য ইতি। তত্র স্ফুরদিতি সৌন্দর্য্যেণ সুধিতেতি ভাবেন জগুরিতি সঙ্কীর্ত্তনেন। ঋষভস্য ইতি তৈর্বাখ্যাতম্, অত্র ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্যেত্যত্রায়মভিপ্রায়ঃ—কৃষ্ণবধ্ব ইত্যস্মিন্ স্বয়মেব শ্রীমুনীন্দ্রেণ ব্যক্তীকৃতে বয়ং কথং গোপয়ামঃ। তস্মাদস্মাভিরব্যাখ্যাতা অপি দয়িতরমণাদিশব্দাঃ কেন বান্যথা মন্তব্যা ইতি। তদাচ পরস্পরমনন্যভাবেনাব্যক্তে-র্দাম্পত্যস্ফূর্ত্ত্যা তস্য মানং দধত্য উক্তপ্রকারৈঃ পূজাং কুর্ব্বত্যঃ। যদ্বা—অহো মম ধন্যতা যস্যেদৃশ্যো বধ্ব ইত্যেতাদৃশং তস্য গর্ব্বমর্পয়ন্ত্যঃ পুণ্যানি পুণ্যকরাণি চারূণি চ জগুঃ। পুণ্যন্তু চার্ব্বপীত্যমরঃ। তস্যৈকশেষত্বাৎ গানে হেতুঃ তস্য কররুহৈঃ স্পর্শানুগানে গুণবত্যোঽপ্যেতাঃ কৃতমৌনা ইতি প্রণয়কোপেন তৎপ্রবর্ত্তনায় কিঞ্চিন্মোদ-নাৎ প্রকৃষ্টো মোদঃ কাসাঞ্চিদ্যাসাং তাঃ। ইতি রত্যাদিশ্রান্তানামপি গানে রসোল্লাসো বোধিতঃ। তাসামিত্যাদি-দ্বয়ে হেলা নামায়মনুভাবঃ। যথা—চিত্তস্যাবিকৃতিঃ সত্ত্বং বিকৃতেঃ কারণে সতি। তত্রাত্মোবিক্রিয়াভাবো বীজস্যাদি-বিকারবৎ। গ্রীবা রেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ। ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হা ইতি কথ্যতে। হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তশৃঙ্গারসূচক ইতি॥ ২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কৃপাগুণনিধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রতিবিহারশ্রমে পরিশ্রান্তা ব্রজগোপীবৃন্দের শ্রমাপনোদননিমিত্ত তাঁহার শ্রীকরকমলের সুখস্পর্শ দিয়া ব্রজবনিতাদিগের মুখমণ্ডলের ঘর্ম্মবিন্দু মুছাইয়া দিলেন। প্রভাতসূর্য্যের কিরণ স্পর্শে যেমন নলিনীদলের হিমকণাবিন্দু অপনোদিত হয় এবং বিকশিত নলিনীদল তাহার উৎফুল্ল শোভা ও সৌন্দর্য্যে যেরূপ দর্শকের মন মুগ্ধ করে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম সুখকর করনখর স্পর্শে ঘর্ম্মবিন্দু দূর হওয়ায় অনিন্দ্যসুন্দরী ব্রজরামাগণ প্রমুদিত হইয়া শ্রীভগবানের প্রীতিবিধান করিলেন। তাঁহাদের প্রফুল্ল আননে সুধাস্নিগ্ধ হাস্যচ্ছটা বিকিরণ হওয়ায় কতই না শোভা ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইল! রতিবিহারকালে ব্রজগোপীবৃন্দের কেশ বেশ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, ভূষণ ও প্রসাধনের পরিপাটী নষ্ট হইয়াছিল, এবং শ্রমখিন্ন মুখমণ্ডলে স্বেদবিন্দু সঞ্চিত হইয়াছিল। ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপার করুণায় তাঁহার সুখকর শ্রীকরস্পর্শে প্রেমবতী ব্রজগোপীবৃন্দের কেবল যে স্বেদবিন্দু মার্জ্জিত করিলেন তাহা নহে, ভূষণ ও প্রসাধনের লুপ্ত পরিপাটী পুনঃস্থাপনেও চেষ্টা করিলেন এবং পরম মনোহর ভাবে ব্যজনী দ্বারা তাঁহার প্রেয়সীবৃন্দের সেবা করিয়া তাম্বুলবীটিকা প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের সুখ শান্তি ও বিশ্রান্তি বিধান করিয়াছিলেন। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কত যত্নভরে তাঁহার প্রেয়সীবৃন্দের কেশ বেশ যথা-বিন্যস্ত করিয়া করনখর দ্বারা কুচতটে কুঙ্কুমরাগ রঞ্জিত করিলেন এবং কপোলতলে পত্রাবলী অঙ্কিত করিলেন। প্রতি রাসকুঞ্জে এমনিভাবে প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দ প্রতি গোপাঙ্গনাকে প্রসাধনে ও রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শোভার বিলাস দেখা গেল ও শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে তাঁহারা পরম প্রমুদিত হইলেন। তাঁহাদের হর্ষবিকশিত মুখমণ্ডলের দুই পার্শ্বে কর্ণভূষণ মণিকুণ্ডল কতই না দীপ্তিচ্ছটা প্রকাশ করিল এবং সেই পরম শোভায় শোভমান মুখমণ্ডলে সুধাময়ী স্নিগ্ধহাস্যচ্ছটা প্রকাশ পাওয়াতে উহা পরম মনোরম বলিয়া প্রতীত হইল।

অনিন্দ্যসুন্দরী ব্রজললনাগণের দীপ্তিচ্ছটাপূর্ণ মণিকুণ্ডলের শোভায় তাঁহাদের সুগোল ও সুকোমল গণ্ডস্থলের অনবদ্য রূপশোভা, সুধাসন্নিভ স্নিগ্ধ হাস্যযুক্ত বদনের প্রফুলতা ও সর্ব্বোপরি তাঁহাদের অনুরাগ বিলসিত দৃষ্টিসঞ্চালন—সবকিছু মিলিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতি উৎপাদন করিল। ব্রজসুন্দরীগণ কেবল যে তাঁহাদের অনুপম রূপ ও শোভাসৌন্দর্য্যে তাঁহাদের প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের প্রীতিবিধান করিলেন তাহাই নহে—অধিকন্তু তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে রাসরসনায়ক শ্রীগোবিন্দের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারই গুণগানে নিরত হইলেন এবং সেই জগৎপাবন কৃষ্ণগুণগানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। এইরূপে ব্রজসুন্দরীগণ একাধারে সৌন্দর্য্য, ভাববিলাস ও গীতিমাধুর্য্যে তাঁহাদের প্রাণকান্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের হর্ষবিধান করিলেন।

ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের সৌন্দর্য্যে, মনোরম ভাবভঙ্গীতে ও কৃষ্ণ গুণগানের গীতিমাধুর্য্যে তাঁহাদের প্রাণকান্ত 'ঋষভ' অর্থাৎ দয়িত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিলেন। 'ঋষভ' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ দয়িত বা পতি। শ্রীধরস্বামিপাদ তাহাই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদজীব গোস্বামী উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন—

ঋষভস্যেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। অত্র কৃষ্ণস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণসেত্যত্রায়মভিপ্রায়ঃ কৃষ্ণবধ্বঃ ইত্যস্মিন্ স্বয়মেব শ্রীমুনীন্দ্রেণ ব্যক্তীকৃতে বয়ং কথং গোপয়ামঃ। তস্মাদস্মাভিরব্যাখ্যাতা অপি দয়িতরমণশব্দাঃ কেন বান্যথা মন্তব্যা ইতি। তদা চ পরস্পরমনন্যভাবেনাব্যক্তর্দাম্পত্যস্ফূর্ত্ত্যা তস্য মানং দধত্য উক্তপ্রকারেণ পূজাং কুর্ব্বত্যঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'শ্রীস্বামিপাদ ঋষভ শব্দের 'পতি' অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব ঋষভ বলিতে দয়িত শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। সেই ব্যাখ্যার অভিপ্রায় এই যে—মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেব স্বয়ংই শ্রীভাগবতে (১০।৩৩।৮ শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণকে যে 'কৃষ্ণবধূ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—উহা আমাদের গোপন করা উচিত নহে। যদিও আমরা নিজে দয়িত বা রমণ শব্দাদির পৃথক্ ব্যাখ্যা করি নাই, তথাপি ঐ সকল শব্দের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে। অতএব এই প্রকার সিদ্ধান্ত জানিয়া লইলে, যদিও তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর দাম্পত্যস্ফূর্ত্তি ব্যক্ত ছিল না, তথাপি বুঝিতে হইবে যে ব্রজগোপীগণ বধূরূপেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিয়া সম্মান করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবতোষণীকারের ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বধূ অর্থাৎ স্বকীয়া পত্নী, তথাপি তাঁহাদের নিত্য-দাম্পত্য ভাব অব্যক্তভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত রাসলীলা প্রভৃতির পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলেও নবকিশোর নটবর শ্রীব্রজরাজনন্দনের এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-মুখ্যা শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সখীবৃন্দের প্রেমভাবাচরণের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, স্বকীয়াত্বভাবের সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। সম্ভবতঃ ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীবৈষ্ণবতোষণীকার বলিলেন—দাম্পত্য স্ফূর্ত্তি অব্যক্ত রহিয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে রাসলীলার যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রকৃত প্রস্তাবে জগৎপতি বা পাণিগ্রহীতৃরূপ নিজপতি বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। শ্রীশুকদেব ইতঃপূর্ব্বেও বলিয়াছেন—"তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ" (২০।২৯।১১)। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধেও শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন—"মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ"। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষনী বংশীনাদে মোহিত হইয়া "তাঃ বার্য্যমানাঃ পতিভিঃ"—নিজ নিজ পতিগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও রাসস্থলীতে পরম উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। জগৎপতির আহ্বানে জারবুদ্ধিতেই তাঁহারা সব ভুলিয়া গিয়াছেন—গৃহের সকল বাধা—প্রাকৃত পতির শত নিরোধচেষ্টা দূরে ফেলিয়া তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় শ্রীগোবিন্দের নিকট সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীব্রজরাজনন্দন ছলনাকুশল বাক্যভঙ্গীতে তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হইয়া বলিয়াছিলেন—"ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া" (১০।২০।২৩)—হে কল্যাণী ব্রজরমণীগণ! যদি তোমরা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল চাও, তাহা হইলে গৃহে ফিরিয়া অকপটে তোমাদের নিজ নিজ পতি ও পতিবন্ধুদিগের সেবা কর, কারণ উহাই পরম ধর্ম্ম; মনে রাখিবে উপপতিসঙ্গ করিলে কুলনারীর পূর্ব্বকীর্ত্তিসমূহ বিলুপ্ত হয়, দেশবিদেশে কলঙ্ক গ্লানি ছড়াইয়া পড়ে এবং পরজন্মে স্বর্গলাভেও বাধা উপস্থিত হয়—

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ"॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২৯।২৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীবৃন্দের অন্তর্নিহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের গভীরতা পরীক্ষার নিমিত্ত নানা বচন-ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের ঐহিক ও পারলৌকিক ধর্ম্মের কথা শুনাইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসর্ব্বস্বা ব্রজ-গোপীগণ কুলশীল, লজ্জা, ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, গৃহ, পতি প্রভৃতি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে উপপতি জানিয়াও পরমপুরুষার্থসার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে সর্ব্বাহুতি দিয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের অগাধ প্রেমের বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পরকীয়া রতিই তাঁহাদের প্রেমের পরমোৎকর্ষময় বিকাশ সাধিত করিয়াছে। ব্রজ ব্যতীত ইহার অন্য কোথাও তুলনা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য বটে যাঁহারা কান্তাভাবে মধুররসে আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের সেবা করেন তাঁহাদের প্রেমসেবা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে পরকীয়া গোপরমণীবৃন্দের প্রেমই যে সর্ব্বোর্দ্ধস্থানীয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধামে শ্রীভগবান্ নারায়ণাদিরূপে অনন্ত লীলা করেন এবং লক্ষ্মীগণ কান্তারূপে তাঁহার সেবা করেন। ভগবান্ শ্রীনারায়ণের প্রতি লক্ষ্মীগণের নিরন্তর ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি বিদ্যমান ও তাঁহাদের প্রেমভাবে ধর্ম্ম-মর্য্যাদা পালনের প্রয়োজন রহিয়াছে। রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণও শ্রীকৃষ্ণকে কান্তারূপে সেবা করেন এবং যদিও তাঁহার প্রতি মহিষীগণের নিরন্তর ঈশ্বরবুদ্ধি নাই, তথাপি মহিষীগণ শাস্ত্রবিধিমতে স্বীকৃতা স্বকীয়া কান্তা ও সেই কারণে তাঁহাদের দাম্পত্য প্রেমভাবে ধর্ম্মমর্য্যাদা পালনের প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মাদি পরিত্যাগরূপ অসামঞ্জস্যের স্থান নাই বলিয়াই এই উভয়বিধ কান্তাগণের শ্রীকৃষ্ণরতি সমঞ্জসা—এই প্রকার আখ্যা লাভ করিয়াছে। কিন্তু গোপবধূগণ প্রেমানুরাগবশতঃ ইহলোক পরলোক—সকল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পরকীয়া প্রেমের যে পরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন তাহাতে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গের লোভও অতি তুচ্ছ। সর্ব্ববিস্মারণ-সমর্থা তাঁহাদের সেই সমর্থারতিই পরমস্বতন্ত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরম প্রেমাধীনরূপে বশীভূত করিতে পারিয়াছে। ইঁহাদের প্রেম যথার্থই কৃষ্ণসেবাস্বাদনে পরিপূর্ণ ও অতুলনীয়। এইজন্যই ব্রজগোপীগণকে কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি বলা হয় এবং তন্মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ব্রজগোপীগণের সেই পরকীয়া প্রেমের উৎকর্ষ ঘোষণায় বলা হইয়াছে—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধিকায় ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল তাঁর ভাব সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদ কারণ॥

অতএব দেখা যায় যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঔপপত্যভাবময় প্রেমের সর্ব্বোর্দ্ধ বিকাশ দেখাইয়াছিলেন এবং তন্নিমিত্ত প্রেমের কঠোর পরীক্ষায় তাঁহাদের জয় ঘোষিত হইয়াছিল। নিষ্কাম ভক্ত উদ্ধব ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে সেই পরকীয়া প্রেমবতী ব্রজগোপাঙ্গনা-বৃন্দের প্রেমের মাহাত্ম্য ঘোষণায় তাঁহাদের চরণ-রেণু-স্পর্শ প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজস্বজনার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৭।৬১)

—'যে সকল পরম প্রেমবতী গোপাঙ্গনাগণ তাঁহাদের পতি, পিতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন ও দুস্ত্যজ লোকধর্ম্ম ও আর্য্যসেবিত পথ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববেদবেদ্য শ্রীগোবিন্দের চরণপদ্ম সেবায় নিরত হইয়াছিলেন, আমি যেন সেই গোপললনাবৃন্দের চরণরেণুস্পৃষ্ট গুল্মলতা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের পুণ্যভূমিতে অবস্থান করিতে পারি।'

যাহা হউক—রাসলীলার উপরিলিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে ব্রজগোপীগণের প্রেম পরকীয়া-ভাবময়। লীলাবর্ণনার বিষয়বস্তু হইতে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় এবং রাসলীলার অন্তিমভাগে শ্রীশুকদেবের প্রতি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন হইতেও উহার সমর্থন পাওয়া যায়। পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে রাসলীলার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার পর মহারাজ পরীক্ষিতের মনে দৃঢ় সংশয় উদিত হয় যে, ধর্ম্মসংস্থাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি কারণে পরবধূসহ বিলাস করিয়াছিলেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই তিনি সেই সংশয় নিরসনের জন্য সন্দিগ্ধচিত্তে শ্রীশুকদেবের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরেদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥
(শ্রীভাগবতম্ ১০।৩৩।২৭-২৮)

—'সর্ব্ব জগতের নিয়ন্তা শ্রীভগবান্ ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধর্ম্ম প্রশমন করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষক হইয়া এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ পরস্ত্রী সংসর্গ করিলেন কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণলীলাতত্ত্বজ্ঞ শুকদেব বলিলেন—'পরমাত্মস্বরূপ অচিন্ত্য শক্তিময় তেজীয়ঃস্বভাব শ্রীভগবানের উহাতে দোষ-সম্পর্ক নাই'—এবং তাহারই আলোচনা প্রসঙ্গে হেতু নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন—

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্॥

—'যিনি গোপীদিগের, গোপীপতিদিগের ও দেহধারী জীবমাত্রের অন্তরে অন্তর্য্যামী হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই লীলাবিগ্রহধারী এই শ্রীকৃষ্ণ।'

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রীশুকদেবের বর্ণনানুসারে মহারাজ পরীক্ষিৎ স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে রাসলীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরবধূগণের সহিতই প্রেমবিলাস করিয়াছিলেন। পরবধূসঙ্গ অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীশুকদেব উহার পবিত্রতা খ্যাপন প্রসঙ্গে স্বরূপ ও তত্ত্বভাব-সুগভীর বচনবিন্যাসে তাঁহাকে উহা বুঝাইয়াছিলেন। ব্রজরমণীগণ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা ও শ্রীকৃষ্ণরসতত্ত্বজ্ঞা—এই কথার কোন ইঙ্গিত তিনি করেন নাই, কিন্তু পরবধূ-রমণলীলায় সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবানের যে কোন দোষস্পর্শ হয় নাই, তাহাই তিনি প্রতিপাদন করিলেন। অতএব ইতঃপূর্ব্বের শ্লোকে "স্বিত্তনুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বঃ" বলিয়া শ্রীশুকদেব যে পরিচয় দিয়াছেন, উহাতে বধূ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া ব্রজগোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াকান্তা এইরূপ অর্থ নিরূপণে পূর্ব্বাপর অসঙ্গতি প্রকাশ পায় এবং এই নিমিত্তই বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য গোস্বামিপাদগণ "কৃষ্ণবধ্বঃ" শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'কৃষ্ণৈকভোগ্যাঃ'—'কৃষ্ণভোগ্যা রমণীগণ' এবং বর্ত্তমান শ্লোকের 'ঋষভ' শব্দের ব্যাখ্যায় ইহাই বর্ণিত হইয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের প্রেমকান্ত বা দয়িত;—তথাপি ইঁহাদের পরস্পর দাম্পত্যস্ফূর্ত্তি অব্যক্ত রহিয়াছে।

পূর্ব্বের আলোচনা হইতে জানিতে পারা যায় যে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজগোপীগণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঔপপত্যময় প্রেমভাবেরই বিলাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধিকার মদনাখ্য মহাভাবের যে তত্ত্ব উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি ভক্তিরসশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে, উহাতে পরকীয়া সম্বন্ধমূলক সমর্থারতিই স্থাপিত হইয়াছে। কারণ সমর্থারতি প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে—"ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ" (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)। সাধারণ প্রাকৃতনায়কের সহিত ঔপপত্য সম্বন্ধ অবশ্য নিন্দনীয় বলিয়া শাস্ত্রে বিঘোষিত, কিন্তু রসনির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাতে ঔপপত্য সম্বন্ধ নিন্দনীয় তো নহেই—বরং উহাতে পরমতম প্রেমরসের মাহাত্ম্যই খ্যাপিত হয়। কথিত হয়—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণে॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও গর্গসংহিতায় শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে বিবাহসম্বন্ধের বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া রাসলীলার বিবরণের সহিত উহার কিরূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ উক্ত শাস্ত্রের বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইতেছে। ব্রহ্মবৈর্ত্ত-পুরাণে দেখা যায় যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা শ্রীবৃন্দাবনে নির্জ্জন বনমধ্যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করেন।

প্রণম্য চ পুনঃ কৃষ্ণং সমর্প্য রাধিকাং হরিঃ। কন্যকাঞ্চ যথা তাতো ভক্ত্যা তস্থৌ হরেঃ পুরঃ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ সানন্দপুলকোদ্গমাঃ। দুন্দুভিং বাদয়ামাসুরানকং মুরজাদিকম্॥
পারিজাতপ্রসূনানাং পুষ্পবৃষ্টিং চকার হ। জগুর্গন্ধর্ব্বপ্রবরা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥
তুষ্টাব শ্রীহরিং ব্রহ্মা তমুবাচ হ সস্মিতঃ। যুবয়োশ্চরণাম্ভোজে ভক্তিং মে দেহি দক্ষিণাম্॥
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ হরিঃ স্বয়ম্। মদীয়চরণাম্ভোজে সুদৃঢ়া ভক্তিরস্তু তে।

(ব্রহ্মবৈর্ত্তপুরাণম্—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চদশাধ্যায়ে)

—ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণাম করিয়া পিতা যেমন কন্যা সম্প্রদান করেন সেইরূপ শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণকরে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে ভক্তিবিনতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই সময়ে দেবগণ পুলকিত-হৃদয়ে দুন্দুভি, আনক ও মুরজ প্রভৃতি বাদ্য করিতে লাগিলেন এবং তথায় পারিজাত প্রসূনসমূহের বৃষ্টি হইতে লাগিল। তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ গীতালাপ করিলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্যবিলাস করিলেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন—'আমার এই কার্য্যের (শ্রীরাধিকাসম্প্রদানরূপ কার্য্যের) দক্ষিণাস্বরূপ আপনার চরণ কমলে যাহাতে ভক্তি হয় তাহাই দান করুন।' ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সম্মতি জ্ঞাপনে বলিয়াছিলেন—'আমার চরণে তোমার সুদৃঢ় ভক্তি হউক।'

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই বিবরণে বুঝা যায় যে শ্রীরাধিকার সহিত নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এই বিবাহের বৃত্তান্ত কেহ অবগত নহেন। উহা নির্জ্জন বনপ্রদেশে ব্রহ্মার সম্প্রদাতৃত্বে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ যখন দুগ্ধপোষ্য শিশুমাত্র—তখন এই বিবাহ গোপনে সম্পন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই বিবাহের সময় মাত্র ক্ষণকাল কৈশোররূপ ধারণ করেন এবং এই বিবাহের পরক্ষণেই পুনরায় তাঁহার শিশুমূর্ত্তি ধারণ করেন—ইহাও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে। কারণ উল্লেখ আছে—

বেশং বিধাতুং কৃষ্ণস্য যদা রাধা সমুদ্যতা। বভূব শিশুরূপং স কৈশোরং ত্যক্তবিগ্রহম্॥
দদর্শ বালকং রাধা রুদন্তং পীড়িতং ক্ষুধা। যাদৃশং প্রদদৌ নন্দো ভীরুং তাদৃশমচ্যুতম্॥

—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস করিবার পর শ্রীরাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণের বেশ রচনা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর রূপ পরিত্যাগ করিয়া শিশুরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীরাধিকা তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে বালক কৃষ্ণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছে। গোপরাজ নন্দ ইতঃপূর্ব্বে যে প্রকার ভয়কাতর ক্ষুধাতুর শিশু শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে সেই প্রকার বালকরূপেই দর্শন করিলেন।

গোপরাজ নন্দ ইতঃপূর্ব্বে শিশু শ্রীকৃষ্ণকে যে শ্রীরাধিকার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত আছে যে, গোপরাজ নন্দ শিশু শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া গোচারণ উদ্দেশ্যে এক ভাণ্ডীরবনে গমন করেন এবং তথায় কোন এক বটবৃক্ষতলে উপবেশন করেন। এমন সময় সহসা শ্রীকৃষ্ণমায়ায় গগন-তল মেঘাচ্ছন্ন হয় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও প্রবল বারিবর্ষণ আরম্ভ হয়। গোপরাজ নন্দ তথায় একাকী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরূপভাবে শিশুকৃষ্ণ ও গোপগণকে রক্ষা করিবেন—এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া ভয়-ব্যাকুল শিশুকৃষ্ণকে কোলে ধারণ করিয়া বটবৃক্ষতলে অবস্থান করেন। সেই সময়ে শ্রীরাধিকা তথায় উপস্থিত হইলে গোপরাজ নন্দ তাঁহার নিকট শিশু শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করেন। গোপরাজ নন্দ শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া স্তুতিভরে বলিয়াছিলেন—'আমি গর্গাচার্য্যের মুখে তোমার স্বরূপতত্ত্ব শুনিয়াছি, তুমি লক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়া। আমি তোমাকে যদিও বিষ্ণুর অংশজাতা অচ্যুতস্বরূপা নির্গুণা পরা প্রকৃতি বলিয়া জানি, তথাপি আমি সামান্য মানব এবং সেই হেতু বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়াছি। হে ভদ্রে! তুমি এক্ষণে তোমার প্রাণনাথকে লইয়া যথাসুখে গমন কর। তোমার মনোরথ পূর্ণ হইলে পরে আমার শিশু পুত্রকে আমার করে প্রত্যর্পণ করিও।'—ইহা বলিয়া রোদনপরায়ণ শিশু পুত্রকে গোপরাজ নন্দ শ্রীরাধিকার করে সমর্পণ করিলেন। শ্রীরাধিকা গোপরাজ নন্দকে বরদান করিয়া তাঁহার শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণ কৈশোররূপ ধারণ করিয়া শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ প্রেমালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেই সময় ব্রহ্মা সেই নির্জ্জন বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর বিবাহ সম্পাদন করিলেন।

গর্গসংহিতাতেও অনুরূপ বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। ফলতঃ উভয় গ্রন্থের বর্ণনা হইতে ইহা মনে হইতে পারে যে, শ্রীরাধিকার বয়স শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক। কবিবর শ্রীজয়দেবের "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" প্রভৃতি শ্লোকে যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়—উহাতে গর্গসংহিতা বা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উপরিলিখিত আখ্যায়িকার ছায়াপাত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উহা দেখিয়াও অনেকে অনুমান করেন যে শ্রীরাধিকা বয়োধিকা। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণাপেক্ষা বয়োধিকা বলিয়া নির্দ্দেশ দেন নাই। তাহাতে মাধুর্য্যলীলাবিলাসের পরিপাটী ক্ষুণ্ণ হয়। বিশেষতঃ গোপরাজ নন্দের নির্দ্দেশে কৃষ্ণসহ শ্রীরাধিকা যখন গমন করেন তখন কৈশোররূপ ধারণ করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই নির্জ্জন বনমধ্যে শ্রীরাধিকার সহিত প্রেমসংলাপ করেন এবং ব্রহ্মা তখন তাঁহাদের উভয়ের বিবাহ সংঘটিত করাইয়া দেন। প্রসঙ্গক্রমে কবি জয়দেবের শ্লোকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

(গীতগোবিন্দম্)

—'মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বনভূমি তমালবৃক্ষে কৃষ্ণবর্ণ, দেখ এই বালক ভীতিপরায়ণ হইয়াছে, হে রাধে তুমিই ইহাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দাও,—এই প্রকার গোপরাজ নন্দের আদেশ অনুসারে পথের কুঞ্জ বিটপীর তলে তাঁহারা উভয়ে গমন করিলেন এবং তথায় কেলি করিলেন, রাধাকৃষ্ণের সেই যমুনাকূলের গোপন কেলিবিলাস জয়যুক্ত হউক।'

গর্গসংহিতা ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বর্ণনায় যদিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার নির্জ্জন বনমধ্যে বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল, তথাপি এ রহস্যবৃত্তান্ত কেহই জানিতেন না। ব্রহ্মা নিভৃত বনমধ্যে এই কার্য্য অতি গোপনে নিষ্পাদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দাম্পত্যসম্বন্ধ অব্যক্ত রহিয়া যায়। অতএব রাসলীলায় শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত যে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হয় তাহাতে দাম্পত্য সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বুঝিতে হইবে—স্বকীয়া সম্বন্ধ অব্যক্ত থাকায়, ঔপপত্যময় প্রেমভাবেই পরকীয়া ব্রজবধূগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। গর্গসংহিতা ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিবাহ বৃত্তান্ত যে প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে কৈশোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার বাসনা পরিপূর্ত্তির নিমিত্ত শ্রীরাধিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা যেরূপ ভাবে নিষ্পন্ন হয় তাহাতে শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই সঙ্গোপনে নিষ্পাদিত বিবাহের বিষয় সকলের নিকটেই অব্যক্ত। কাজেই এই সঙ্গোপনে নিষ্পাদিত বিবাহ-বৃত্তান্ত অনুসারে যদিও শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা কিন্তু রাসলীলার মিলনমেলায় শ্রীরাধিকাদি গোপী-বর্গ ঔপপত্যময় প্রেমভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে সঙ্গোপনে সম্পাদিত সেই বিবাহের সহিত শ্রীরাসলীলার কোন সম্পর্ক নাই। রাসলীলায় শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজরমণীগণ পরকীয়া নায়িকারূপেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হন। শ্রীরাসলীলায় তাঁহাদের জারভাবময় সম্বন্ধই বর্ণিত হইয়াছে এবং এই জারভাবময় সম্বন্ধই শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের প্রেমকে অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছে এবং এই জারভাবময় প্রেমে গোপাঙ্গনাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ কৃপাতিশয় লাভ করিয়াছিলেন, উহা পতিব্রতা-শিরোমণি লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেন নাই। তাঁহাদের জারভাবময় প্রেম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বাত্মভাবে নিবেদিত বলিয়া উহা প্রেমের সমুচ্চ বেদীতে স্থান পাইয়াছে এবং তাই শ্রীরাধিকা অরুন্ধতী প্রভৃতি সতী-শিরোমণি কর্ত্তৃক পরম বন্দিতা। বৃহদ্ভাগবতামৃতের বচনে শ্রুত হয়—

তৃণীকৃতত্যক্ত-কুলীননারীধর্ম্মাপি দূরোজ্ঝিতভর্ত্তৃকাপি।
সতী চ যাভীপ্সিতসচ্চরিত্রা রাধা বিধাত্রারচি চিত্রশীলা॥

—বিধাতা শ্রীরাধিকাকে বিচিত্র শ্রীভাবসম্পন্না করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কুলধর্ম্ম, নারীধর্ম্ম সকলই তিনি তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং নিজ পতি পর্য্যন্তও দূরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। তথাপি তিনি সতী ও অভীপ্সিত সচ্চরিত্রতার গৌরবে বিভূষিতা।

অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পূগ্রন্থে (৩৫ পূরণে) শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাদি ব্রজাঙ্গনাগণের যে বিবাহ বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন, উহা রাসলীলার বহু পরে যে সংঘটিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের একাদশ বৎসর বয়স মধ্যেই রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে তিনি বসুদেবনন্দন রূপে মথুরায় গমন করেন—তথায় কংসাদি বধ করিবার পর দ্বারকাতে অবস্থান করিয়া রুক্মিণী ও সত্যভামা প্রভৃতির পানিগ্রহণ করেন। অনন্তর দন্তবক্র বধের পরে যখন তিনি শ্রীবৃন্দাবনে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন গ্রীষ্মতপ্ত তরুলতা যেরূপ বর্ষার আগমনে বৃষ্টিধারায় নবজীবন লাভ করে—তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহ-সন্তপ্ত ব্রজবাসিগণ পরমানন্দে যেন নবজীবন লাভ করেন। তখন শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীবৃন্দের পিতৃগণ নিজ নিজ কন্যাদিগকে শ্রীকৃষ্ণকরে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করেন—এইরূপ পদ্ম-পুরাণের বর্ণনা অনুসারে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার গোপালচম্পূ গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে শ্রীঅভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধিকার যে বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছিল সেই স্মৃতি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমনের পর ব্রজ-বাসিগণের চিত্ত হইতে কৃষ্ণেচ্ছায় চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

যদিও রাসলীলার পরবর্ত্তী কালে উপরিলিখিত বিবাহ বর্ণনা বিষয়ে শাস্ত্রসিদ্ধান্তে নানাবিধ মতভেদ আছে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, রাসলীলা অনুষ্ঠানের সময় শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীগণ ঔপপত্য ভাবময় প্রেমেরই বিলাস প্রদর্শন করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনন্ত। তাঁহার প্রেমবান্ পার্ষদগণের প্রেমভাবেরও অন্ত নাই। অতএব যে ভক্তের অন্তঃকরণে যেরূপ প্রেমলীলাভাব ফুটিয়া উঠে তিনি সেইরূপ ভাবেই সেই লীলারস আস্বাদন করেন—

নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ নিজ ভাবে করে ভক্তির সাধনে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব যিনি স্বকীয়া ভাবের ভক্ত তিনি সেই ভাবেই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারস আস্বাদন করেন, আর যিনি পরকীয়া ভাবের ভক্ত তিনি নিজ ভাবানুসারে তদ্রূপই রসাস্বাদন করেন। কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াবলীমুখ্যা ব্রজগোপীগণ নিত্য পরকীয়া। আবার কেহ বলেন তাঁহারা প্রকটলীলায় পরকীয়া নায়িকার মত প্রেম ব্যবহার করিলেও অপ্রকটলীলায় স্বকীয়া,—আবার ইহাও কেহ বলেন যে তাঁহারা নিত্যই স্বকীয়া, কেবল প্রকটলীলায় পরকীয়ারূপে প্রতীয়মানা। উজ্জ্বলনীলমণির "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে"—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ প্রকটলীলায় পরকীয়াত্ব ও অপ্রকটলীলায় স্বকীয়াত্ব—এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণের নিত্য পরকীয়াত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা বর্ণনায় ব্রজগোপীগণের পরকীয়াত্বই প্রতিপাদিত হয়। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধব জারভাবময়ী ব্রজাঙ্গনাগণেরই চরণরেণু প্রার্থনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের এই জারভাবময় সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমসম্পদে মুগ্ধ হইয়া প্রেমবিবশ হৃদয়ে তাঁহাদের অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করিয়া গোপীপ্রেমমাহাত্ম্য খ্যাপনে বলিয়াছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

(শ্রীভাগবতম্ ১০।৩২।২২)

—'অয়ি প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণ! তোমাদের নির্দ্দোষ প্রেমময় মিলন ও তোমাদের প্রেমময় ব্যবহারের ঋণ আমি দেবপরিমিত আয়ুষ্কাল পাইলেও পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমরা গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে যে ভজনা করিয়াছ তাহার ঋণ কেবল তোমাদের গুণেই পরিশোধ হইতে পারে। কিন্তু এই ঋণ পরিশোধ করিবার আমার কোনও ক্ষমতা নাই।'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনাতেও দেখা যায় যে গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ জারভাবময় প্রেমের আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকা প্রভৃতি নিত্যপ্রেয়সীসহ ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যোগমায়া-প্রভাবে গোপীগণের ঔপপত্যময় প্রেমভাব প্রকটিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে এই সর্ব্বোর্দ্ধস্থায়ী গোপীপ্রেমের বিশেষত্বই দেখাইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমি হ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহু করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।২৬-৩)

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলায় জারভাবময় প্রেম সম্বন্ধে যে লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ অপেক্ষাও প্রেমের স্থান ঊর্দ্ধে স্থাপিত হইয়াছে। ব্রজলীলায় রাগনির্ভরা ব্রজগোপী-গণের অনির্ব্বচনীয় জারভাবময় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নবকিশোর নটবরমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব "গোপ্যঃ স্ফুরৎকুণ্ডলকুন্তলত্বিট্" এই বর্ত্তমান শ্লোকে উল্লিখিত 'ঋষভ' শব্দের অর্থ 'পাণিগ্রহীতা-রূপ পতি'—এইরূপ করিলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীটীকায় বলিয়াছেন—"ঋষভস্য পুরুষশ্রেষ্ঠস্য"—ঋষভ বলিতে পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের—অর্থাৎ অনবদ্য মাধুরীমণ্ডিতা রমণীললামভূতা শ্রীব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের সৌন্দর্য্য ও ভাবসুষমায় এবং সংকীর্ত্তন সুরলহরীর মাধুর্য্যে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কতই না হর্ষ উৎপাদন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, রাসলীলাবিলাসে ব্রজরমণীগণ এমনই আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের স্খলিত কেশ বেশ ও বসন ভূষণের দিকে তাঁহাদের কোন লক্ষ্য ছিল না। বিদগ্ধশিরোমণি শ্রীগোবিন্দ নিজ হস্তে তাঁহাদের সেই স্খলিত বসন ভূষণাদি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া পরিপাটী বিধান করিতেছেন। তাঁহাদের প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দ আপন হস্তে তাঁহাদের কেশ বেশ ও অলঙ্কার প্রভৃতি বিন্যাস করিয়া যে শোভা সাধন করিলেন—সেই নববিন্যস্ত বসনভূষণে শোভিত হইয়া মণিকুণ্ডল ও কুন্তলদামের মাধুর্য্য লীলায়িত করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ নিজ নিজ কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া কলাকুশলভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে রত হইলেন। প্রেয়সীজনগণের কণ্ঠোত্থিত সেই অপরূপ সুর সঙ্গীত শ্রবণে রাসবিহারী শ্রীগোবিন্দ কতই না পুলকিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দের দ্বারা যে কেশ-বেশবিন্যাস ও প্রসাধন প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া লইয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহাদের স্বাধীনকান্তা নায়িকার অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে। স্বাধীনভর্তৃকার লক্ষণ নির্দ্দেশে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রণীত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়—"স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা" (উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদপ্রকারণে)—'কান্ত যাহার অধীন হইয়া নিয়ত নিকটে অবস্থান করেন, তাহাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে।' শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় বর্ত্তমান শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

ততশ্চ তাঃ স্বাধীনকান্তাঃ কান্তপরিধাপিত-রত্নালঙ্কারাঃ কুঞ্জেভ্যঃ নিষ্ক্রম্য মিলিতা রাসোৎসবসমাপ্তি-সূচকং মঙ্গলং জগুরিত্যাহ গোপ্য ইতি॥

(শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিকৃত-সারার্থদর্শিনী)

—তাঁহারা স্বাধীনকান্তা নায়িকা—কারণ তাঁহাদের প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দ যেন তাঁহাদের অধীন হইয়া সযত্নে তাঁহাদের বেশবিন্যাস সম্পাদন করিয়া রত্ন অলঙ্কার প্রভৃতি পরাইয়া দিয়াছেন এবং সেই বেশে তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া সকলে মিলিত হইয়া রাসোৎসবের সমাপ্তিসূচক মঙ্গলগান করিলেন।

শ্রীমতী রাধিকার অধীন হইয়া প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধিকার আজ্ঞানুসারে তাঁহার বেশ রচনা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় দিয়া কবি জয়দেব গীতগোবিন্দে বলিয়াছেন—

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়োর্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চস্রজা কবরীভরম্।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরাবিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাঽকরোৎ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিধৃত-গীতগোবিন্দবচনম্)

—(শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন)—'হে গোকুলযুবরাজ! তুমি আমার কুচযুগলে কস্তূরী-পত্র বিরচন কর, কপোলতলে চন্দন চিত্রিত কর, নিতম্বতটে মণিময় মেখলা স্থাপন কর, পুষ্পমালায় কবরী শোভিত কর, বাহুদ্বয়ে বলয় পরিধান করাও এবং আমার পদযুগে নূপুর পরাইয়া দাও'—শ্রীমতী রাধিকার এই আদেশে প্রীত হইয়া পীতাম্বর শ্রীহরি তাহাই করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণবকবি শ্রীগোবিন্দদাসও অনুরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মুছই
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।
অলীকে তিলক দেই সীথি বনায়ই
চিকুরে কবরী পুন সাজি॥
সিন্দুর দেওল সীথে।
কতহু যতন করি উর পরে লেখই
মৃগমদ চিত্রক পাঁতে।
এ মণি মঞ্জীর চরণে পরায়লি
উর পর দেয়লী হার।
কর্পূর তাম্বুল বদন ভরি দেয়ল
নীছই তনু আপনার॥
নয়নক অঞ্জন করল সুরঞ্জন,
চিবুকহি মৃগমদ বিন্দু।
চরণ কমল তলে যাবক লেখই
কি কহব দাস গোবিন্দ॥

রসশাস্ত্রের অলোচনায় দেখা যায় যে, বর্ত্তমান শ্লোকে ভক্তিরস শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে 'হেলা' নামক অনুভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অন্তরস্থ ভাবের প্রকাশক বাহ্য চিহ্নকে অনুভাব বলা হয়। উহা অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর, ও বাচিকভেদে তিন প্রকার। মহভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভাবে আক্রান্ত। অতএব উহার বহির্বিক্ষেপ বশতঃ যে হাব ভাব লীলা হেলা বিলাস বিভ্রম প্রভৃতি বিংশতি প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশিষ্ট চেষ্টাভঙ্গী প্রকাশ পায়, তাহাকে অলঙ্কাররূপ অনুভাব বলে। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনে বা তাঁহার বংশীধ্বনি শ্রবণে অন্তরস্থ ভাবের বাহ্য অভিব্যক্তিস্বরূপ যখন অঙ্গের উত্তরীয় বা নীবিবন্ধ প্রভৃতি শিথিল হইয়া যায়—তাহাকে উদ্ভাস্বর নামক অনুভাব বলে। আর আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অনালাপ, সন্দেশ, অতিদেশ অপদেশ, নির্দ্দেশ, ব্যপদেশ প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার বাচিক অনুভাব।

উপরিলিখিত 'অলঙ্কার' অনুভাবের মধ্যে—'হাব' অন্যতম এবং শৃঙ্গারসূচক বৈশিষ্ট্য বশতঃই হাবকে 'হেলা' বলা হয়। 'হাব' সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে দেখা যায়—

গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ। ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥
(উজ্জ্বলনীলমণি—অনুভাবপ্রকরণম্)

—যাহা গ্রীবার বক্রভাবসহ ভ্রূ ও নেত্র প্রভৃতির বিকাশ প্রদর্শন করে এবং পূর্ব্বোক্ত ভাব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রকাশক, তাহাকে হাব বলে।

আবার ঐ হাবই যদি স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'হেলা' নামক অনুভাব বলে।

হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গারসূচকঃ।
(উজ্জ্বলনীলমণি—অনুভাবপ্রকরণম্)

সুতরাং বর্ত্তমান শ্লোকে অনিন্দ্যসুন্দরী ব্রজগোপীগণ যে সৌন্দর্য্য ও ভাবসুষমায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করিতেছেন উহাতে অমৃতময় হাস্যযুক্ত ভ্রূকটাক্ষ সঞ্চালনে 'হাব' রূপ অনুভাবের অভিব্যক্তি হইতেছে এবং উহাতে আবার নায়কের গুণগানরূপ স্পষ্ট শৃঙ্গারসূচক 'হেলা' নামক অনুভাবের লক্ষণও প্রকটিত হইয়াছে॥ ২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২৩
সোঽন্তস্থলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্নেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ।
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—গজীভিঃ (গজপত্নীভিঃ) ইভরাট্ ইব (ভিন্নসেতুঃ বিদারিততটঃ অতএব শ্রান্তাভিঃ গজীভিঃ যুতঃ গজরাজঃ যথা উদকং প্রবিশতি তদ্বৎ) অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ (তাসাম্ অঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টা সম্মর্দ্দিতা যা স্রক্ তস্যাঃ অতএব) কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (তাসাং কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ) গন্ধর্ব্বপালিভিঃ (গন্ধর্ব্বপাঃ গন্ধর্ব্বপতয়ঃ ইব গায়ন্ত্যঃ যে অলয়ঃ ভৃঙ্গাঃ তৈঃ) অনুদ্রুতঃ(অনুগতঃ) শ্রান্তঃ (স্বীকৃতসর্ব্বজনমনোহরগোপাললীলানুসারেণ শ্রান্তানুকরণশীলঃ) ভিন্নসেতুঃ (অতীতলোকবেদমর্য্যাদঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাভিঃ (গোপীভিঃ) যুতঃ (সন্) শ্রমম্ অপোহিতুং (অপাকর্ত্তুং) বাঃ (যমুনায়াঃ জলং) আবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—গজেন্দ্র যেমন শৈলসেতু বিদারণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া হস্তিনীগণের সহিত জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ শ্রান্তিদূর করিবার জন্য গোপীগণে পরিবৃত হইয়া যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে, শ্রীগোপাঙ্গনাগণের অঙ্গসঙ্গে সম্মর্দ্দিত তাঁহাদের পয়োধরকুঙ্কুমে রঞ্জিত কৃষ্ণকণ্ঠস্থিত পুষ্পমালার গন্ধে আকৃষ্ট গন্ধর্ব্বপতিসদৃশ গীতিপরায়ণ ভ্রমরগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছিল ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—অথ জলকেলিমাহ তাভিরিতি। তাসামঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টাঃ সম্মর্দ্দিতা যা স্রক্ তস্যাঃ অতস্তাসাং কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ গন্ধর্ব্বপালিভির্গন্ধর্ব্বপাঃ গন্ধর্ব্বপতয় ইব গায়ন্তি যেঽলয়স্তৈরনুদ্রুতঃ অনুগতঃ স শ্রীকৃষ্ণ বা উদকম্ আবিশৎ। ভিন্নসেতুঃ বিদারিতবপ্রঃ। স্বয়ং চাতিক্রান্তলোকবেদমর্য্যাদঃ ॥ ২৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততঃ পরমহৃষ্টস্য শ্রীভগবতোঽপি প্রেমচেষ্টিতমাহ তাভিরিতি ত্রিভিঃ। শ্রমং তাসামপোহিতুমপনেতুম্। তাদৃশপ্রেমময়-মধুরনরলীলাবিষ্টত্বাদাত্মনশ্চেত্যর্থঃ। অঙ্গসঙ্গেত্যনেন পদ্মিনীস্ত্রীবর্গপূজ্য-পাদানাং তাসামঙ্গতঃ স্বাভাবিকপরমামোদসঞ্চারোঽভিপ্রেতঃ। কিঞ্চ স্বকুচেতি স্বশব্দোঽত্রাসাধারণার্থঃ। অত এবানুদ্রুতঃ। স্রক্ কৌন্দী স্ত্রেয়া পরমশুভত্বেন কুঙ্কুমরঞ্জিতত্বসম্পত্তেঃ। এবং জলক্রীড়ায়াং কামোদ্দীপনসামগ্রী চ দর্শিতা। বাঃ যামুনম্ আবিশৎ আসক্ত্যা প্রাবিশৎ। দৃষ্টান্তো গজেন্দ্রস্য বহ্বীভির্গজীভিঃ সহ জলবিহারাসক্ত্যানুসারেণ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা গন্ধর্ব্বপা গায়নশ্রেষ্ঠাঃ। গন্ধর্ব্বো মৃগভেদে স্যাদ্গায়নে খেচরেঽপি চেতি বিশ্বঃ। ত ইব যেঽলয়শ্চ তৈঃ। ইতি জলক্রীড়াযোগ্যমুত্তমগীতমুক্তম্। যদ্বা। কাভিঃ শ্রীভগবদঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টস্রজো যাঃ। যাশ্চ নিজকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতা রত্যাবেশেন সর্ব্বাঙ্গেষু সংপৃক্তাস্তাভিঃ। অতএব তাসাং শ্রমমপনেতুং ন কেবলং তাসামেব স্বস্যাপীত্যাহ শ্রান্ত ইতি। ভিন্নেত্যুপমানেঽপি শ্রান্তত্বে হেতুঃ ভিন্নসেতুরিব কৃতলীলৌদ্ধত্য ইত্যর্থঃ। স কুচেতি স্বামিসম্মতঃ পাঠঃ। স শ্রীকৃষ্ণ ইতি ব্যাখ্যানাৎ স্বেত্যস্যাব্যাখ্যানাচ্চ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে রাজন্!) প্রহসতীভিঃ (পরিহাসরসাৎ প্রকর্ষেন হসতীভিঃ) যুবতিভিঃ (তাদৃশক্রীড়ারস-মত্তাভিঃ তাভিঃ) ইতস্ততঃ (সর্ব্বাসু দিক্ষু স্থিত্বা) অত্র (অস্মিন্ স্থানে) অন্তসি (জলমধ্যে অন্তসৈব) অলং (অত্যর্থং) পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্ণেক্ষিতঃ (প্রেম্ণা অবলোকিতশ্চ প্রেম্ণা ঈক্ষণেন অন্তরেঽপি সেব্যমান ইব অতএব প্রেম্ণোক্ষিত ইত্যপি পাঠঃ) কুসুমবর্ষিভিঃ (কুসুমানি পুষ্পাণি বর্ষন্তীতি তথা তৈঃ) বৈমানিকৈঃ (বিমানারূঢ়ৈর্দেবৈঃ) ঈড্যমানঃ (স্তুতঃসন্) গজেন্দ্রলীলঃ (গজেন্দ্রস্য করিশ্রেষ্ঠস্য লীলেব পরমা শক্তিময়ী লীলা যস্য সঃ) স্বরতিঃ আত্মারামোঽপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্‌তটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥ ২৫

কিংবা স্বরতিঃ স্বেষু নিজজনেষু রতিঃ রাগঃ যস্য সঃ যদ্বা স্বাসু তাস্বেব রতিঃ রাগঃ যস্য সঃ অতঃ স্বাসক্তয়া অপি জয়েন সন্তোষঃ অথবা স্বা অসাধারণী রতিঃ জলক্রীড়া যস্য সঃ) সঃ (ভগবান্) স্বয়ং (অপি) রেমে (রমণঞ্চক্রে)॥ ২৪

মূলানুবাদ।—হে মহারাজ! বিমানোপরিস্থিত কুসুমবর্ষী দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুয়মান আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থানে গজেন্দ্রের ন্যায় লীলাপরায়ণ হইয়া যমুনায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। প্রহসমানা যুবতীগণ ইতস্ততঃ তাঁহার গাত্রে বারিনিক্ষেপে পরমপ্রেমে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—স্বরতিরাত্মারামোঽপি। তত্র গোপীমণ্ডলেঽন্তসি বা॥ ২৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—জলক্রীড়ামাহ স ইতি। স পরমকৌতুকী যুবতিভিস্তাদৃশ-ক্রীড়ারসমত্তাভিস্তাদৃশ-প্রবীণাভিস্তাভিরিত্যর্থঃ। ইতস্ততঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু স্থিত্বান্তসি জলমধ্যেঽর্থাদন্তসৈব সিচ্যমানঃ প্রেম্ণেক্ষিতশ্চ প্রেম্ণেক্ষণে-নান্তরেঽপি সিচ্যমান ইবেত্যর্থঃ। অতএব প্রেম্নোক্ষিত ইত্যপি পাঠঃ। ন কেবলং তেন বহিরেব সিক্তঃ, অপি তু প্রেম্ণান্তরপি উক্ষিতঃ সিক্ত ইত্যর্থঃ। ইত্যন্তর্ব্বহিরপি তৎক্রীড়াসক্তং দর্শিতং কিং কুর্ব্বতীতি পরিহাসরসাৎ প্রকর্ষেণ হসন্তীভিস্তাদৃশঃ সন্ স্বয়মপি রেমে তথৈবান্তর্ব্বহিরপি তেন তাঃ সিঞ্চতি স্মেত্যর্থঃ। কথম্ভূতোঽপি স্বরতি-রপি তাদৃশোঽপি কথম্ভূতঃ সন্ গজেন্দ্রস্য লীলেব পরমা শক্তিময়ী লীলা যস্য তাদৃশঃ সন্। পুনঃ কীদৃশোঽপি সন্ বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানঃ সদা সর্ব্বত্র স্তূয়মানতয়া প্রকটপরমমহিমাপি সন্নিত্যর্থঃ। তেষাং তাদৃশলীলাপরি-করতায়ামযোগ্যত্বাৎ নান্যথা। তু ব্যাখ্যেয়ম্। অঙ্গেতি হর্ষসম্বোধনে। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা স্বেষু নিজজনেষু স্বস্য তাস্বেব বা রতিঃ রাগো যস্য সঃ। অতঃ স্বস্য জয়াদপি তাসাং জয়েন সন্তোষ ইতি ভাবঃ। যদ্বা। কৃপয়া তজ্জলক্রীড়াং বিস্তার্য্য বর্ণয়েতি চেত্তত্রাহ স্বা অসাধারণী রতির্জলাদিক্রীড়া যস্য সঃ। অতো দৃষ্টান্তাদ্যভাবেন। সা বিস্তরেণ বর্ণয়িতুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—ততঃ (জলক্রীড়ানন্তরং) চ (ত্বর্থে চকারঃ ভিন্নোপক্রমে) জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিল-জুষ্টদিক্‌তটে (জলস্থলপ্রসূনানাং জলস্থলজপুষ্পাণাং জলস্থলানাং কথনাৎ স্থলপ্রসূনানাং ভাতি কুন্দাদীনাং গন্ধঃ যস্মিন্ তেন অনিলেন শৈত্যসৌরভযুক্তেন বায়ুনা জুষ্টানি সেবিতানি দিশাং তটানি অন্তা দিগন্তা যস্মিন্ তস্মিন্) কৃষ্ণোপবনে (কৃষ্ণায়া যমুনায়া উপবনে) ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো (ভৃঙ্গানাং প্রমদানাং ভ্রমরস্ত্রীণামিত্যর্থঃ। অথবা ভ্রমরাণাং প্রমদানাং স্ত্রীণাং গণৈঃ সমূহৈঃ আবৃত সংবৃতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। মদচ্যুৎ (মধুধারাঃ স্রবন্) দ্বিরদঃ (মত্তগজঃ) যথা করেণুভিঃ (হস্তিনীভিঃ বৃতঃ বনে চরতি তথা) চচার (পুষ্পাবচয়নিকুঞ্জান্তনিলীনতাদিবিচিত্রপ্রকারেণ ক্রীড়ন্ ইতস্ততো বভ্রাম)॥ ২৫

মূলানুবাদ।—জলক্রীড়ার অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনীগণ পরিবৃত মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় ভৃঙ্গগণ ও প্রমদা-গণে, (অথবা ভৃঙ্গপ্রমদাগণে) পরিবৃত হইয়া যমুনার উপবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং সেই উপবনের দিগন্ত সকল জলজ ও স্থলজ কুসুমের গন্ধবাহী সমীরণে সংসেবিত হইতেছিল॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—স্থলজলক্রীড়ে দর্শিতে। বনক্রীড়াং দর্শয়তি ততশ্চেতি। যমুনায়া উপবনে জলস্থলপ্রসূনানাং গন্ধো যস্মিন্ তেনানিলেন জুষ্টানি দিশাং তটানি অন্তা যস্মিন্। যদ্বা। দিশশ্চ তটং স্থলঞ্চ যস্মিন্ তস্মিন্ বনে ভৃঙ্গাণাং প্রমদানাঞ্চ গণৈরাবৃতঃ॥ ২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততো জলক্রীড়ানন্তরমিতি পূর্ব্বনেপথ্যাপগমে তদানীং বন্যনেপথ্যস্য রোচকত্বাত্তৎ-প্রচুরক্রীড়াবিশেষেচ্ছয়েত্যর্থঃ। ত্বর্থে চকারো ভিন্নোপক্রমে। চচার পুষ্পাবচয়-নিকুঞ্জান্তর্নিলীনতাদি-বিচিত্রপ্রকারেণ ক্রীড়ন্নিতস্ততো বভ্রাম। ভৃঙ্গগণবৃতত্বং পুষ্পাবচয়ে তৎসাহিত্যেনৈবাগমনাৎ। জলক্রীড়ায়ামঙ্গেষু ধৌতেষু সহজমধুর-সৌরভ্যস্যাতিপ্রকাশাচ্চ। অতএব তেষাং মুহুরুক্তিঃ মদচ্যুদিতি ভৃঙ্গগণাবৃতত্বে হেতুতা, তথা দ্বিরদশ্রেষ্ঠতা স্ব কান্তাসক্ততা চ॥ ২৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—রাসমহোৎসবের নৃত্য, গীত ও লীলাবিলাসে পরিশ্রান্তা ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রাসরসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর শ্রমাপনোদন নিমিত্ত সকলে মিলিত হইয়া যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা যখন দলবদ্ধভাবে যমুনার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদের মাল্যকুসুমগন্ধলুব্ধ অলিকুল মধুর গুঞ্জনে গীতসংলাপ করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুধাবন করিতেছিল। ইতঃপূর্ব্বের বর্ণনায়ও দেখা গিয়াছে যে মধুকরগণ কুসুমসমাদৃত রাসমণ্ডলীতে গুণ্ গুণ্ ধ্বনি করিয়া গায়কের ন্যায় গীতরাগ আলাপ করিয়াছিল। গীতিকুশল গন্ধর্ব্বপতির ন্যায় তাহারা এক্ষণে ব্রজরমণীগণের পশ্চাৎ ধাবমানা হইয়া মৃদু-মধুর গুঞ্জনে শ্রুতিসুখকর সঙ্গীতরাগ রচনা করিতেছে। রাসবিহারী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আয়ত বক্ষে প্রসারিত কুন্দপ্রসূনমাল্যের মধুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা দলে দলে ধাবমান হইতেছিল। ইতঃপূর্ব্ব ১০।৩০।১১ শ্লোকের বর্ণনা হইতে জানা যায়—"কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ"—শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষে শোভিত কুন্দপ্রসূনমালা প্রেয়সীজনের অঙ্গসঙ্গবশতঃ কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়াছিল—এবং উহা হইতে সুমধুর গন্ধ নিঃসৃত হইয়া দিঙ্মণ্ডল সুরভিত করিয়া দিয়াছিল। এখানেও বলা হইতেছে যে সেই শ্রীকৃষ্ণবক্ষে বিন্যস্ত কুন্দপুষ্প-মালা ব্রজললনাগণের সহিত রাসনৃত্যকালীন সুনিবিড় আলিঙ্গন-বিহারে সম্মর্দ্দিত হইয়াছিল এবং সেই পুষ্পমালার গন্ধে সমাকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ দলে দলে তাঁহাদের পশ্চাৎ ছুটিতেছিল। ব্রজতরুণীগণের কুচযুগলে যে কুঙ্কুম প্রলেপ ছিল, দৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে উহা শ্রীকৃষ্ণবক্ষোলগ্না পুষ্পমালাকে কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিল। অতএব সেই সম্মর্দ্দিত ও কুঙ্কুমরঞ্জিত পুষ্পমালার গন্ধে ভ্রমর সকল গুণ্ গুণ্ শব্দে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিতেছিল এবং সেই রাসবিহারীকে ঘিরিয়া শতকোটী ব্রজসুন্দরীগণ যমুনা জলে অবতরণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন।

হস্তিনীগণের সহিত বিহার করিবার পর পরিশ্রান্ত হইয়া গজরাজ যেমন হস্তিনীগণসহ মিলিত হইয়া নদীতট ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে শ্রান্তি দূর করিবার জন্য জলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ রাসরসতাণ্ডবী নাগররাজ শ্রীকৃষ্ণ রাসরতিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া শ্রমাপনোদন মানসে ব্রজবনিতাগণের সহিত যমুনার জলে প্রবেশ করিয়া জলকেলি করিতে লাগিলেন।

যমুনাজলে প্রবেশ করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ বা ব্রজরমণীগণ যে তাঁহাদের কণ্ঠবিধৃতঃম্লান পুষ্পমালা যমুনা জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন অলঙ্কারকৌস্তভধৃত নিম্নোক্ত পদ্যে উহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়—

হারাদিভিঃ সত্রুটিতৈর্নিজাঙ্গাদ্ বিভূষয়ামাস পতঙ্গপুত্রীম্।
তস্যাঃ সরোজাদিভিরাত্মনোঽঙ্গং রাধালিবর্গো জলকেলিকালে॥

(অলঙ্কারকৌস্তভ)

—শ্রীরাধিকার সখীগণ জলকেলিকালে নিজ নিজ অঙ্গের ত্রুটিত মাল্য প্রভৃতির দ্বারা সূর্য্যপুত্রী যমুনাকে বিভূষিত করিতেন এবং যমুনার পদ্ম প্রভৃতি তুলিয়া উহা দ্বারা তাঁহাদের নিজ নিজ অঙ্গ বিভূষিত করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান শ্লোকে লীলারসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে 'অঙ্গ' শব্দের দ্বারা স্নেহপূর্ণ সম্বোধনে জলকেলির কথা বিবৃত করিতেছেন। বিশেষতঃ লীলার অন্তর্নিহিত তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই সহসা শ্রীশুকদেব এইরূপ সম্বোধন করিলেন। শ্রীভগবান্ আত্মারাম কিন্তু মায়িক জীব বিষয়ারাম এবং তাহারা যখন কোন আনন্দলাভ করিতে প্রয়াস পায় তখন তাহাদিগকে বাহ্য বিষয় বস্তুর উপর নির্ভর করিতে হয় এবং সে আনন্দও তাহাদের ক্ষণকালের নিমিত্ত ভোগ হয় এবং উহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ হয় না বরং কোন স্থলে আনন্দের পরিবর্ত্তে দুঃখই সার হয়। কিন্তু যে আনন্দের জন্য জীব সর্ব্বদাই লালায়িত, যাহার লালসায় জীব চির উৎকণ্ঠিত, সেই প্রকৃত আনন্দপদ লাভ করিতে হইলে নিত্যানন্দময় আত্মারাম শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহাকে অবলম্বন করিলেই তাঁহার দুস্ত্যজ মায়া হইতে মুক্তিলাভ করা সম্ভবপর হয়। শ্রীভগবান্ মায়িক জগতের উদ্দেশ্যে তারস্বরে বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭। ১৪)

—আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা দৈবী মায়া দুস্ত্যজা, কিন্তু আমাতে যাহারা শরণাপন্ন হয়, তাহারা এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়।

শ্রীভগবান্ আত্মারাম—তাঁহার আনন্দাস্বাদনের নিমিত্ত কোন বাহ্য বিষয়ের অপেক্ষা নাই; যদিও আত্মতৃপ্ত, তথাপি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত কামপূরকৃপানিধি শ্রীভগবান্ ভক্তবাঞ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হন না বরং সমুৎসুকই হন। তাই শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে 'অঙ্গ' সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে মহারাজ! আত্মারাম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবনিতাগণের সহিত জলকেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীভগবান্ ভক্তপ্রেমাধীন—এমন কি আত্মা অপেক্ষাও ভক্ত তাঁহার নিকটে প্রিয়তর। তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন—"নাহমাত্মানমাশসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুবির্ব্বিনা" (শ্রীভাগবতম্ ৯। ৪। ৬৮)—'আমি আমার সাধুভক্তগণকে ছাড়িয়া আমার আত্মাকেও চাই না'। অতএব আত্মারামতা অপেক্ষা ভক্তপ্রেমাধীনতাই তাঁহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। প্রেমবান্ ভক্তের প্রেমে এমন কোনও গুণবিশেষ আছে যাহাতে আত্মারামগণাকর্ষী ও আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবান্ পর্য্যন্তও ভক্তপ্রেমে বশীভূত হইয়া ভক্তজনগণের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। তাই নিত্যআত্মতৃপ্ত হইয়াও আত্মারাম ব্রজরাজনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে শতকোটী ব্রজতরুণীগণের সহিত জলকেলি করিয়া আনন্দরসাস্বাদনে ও ভক্তবাঞ্ছা-পূরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

যমুনার অতি স্বচ্ছ কালো জলে শ্যামরূপের প্রতিবিম্ব, আবার বাহিরে ব্রজরাজনন্দন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। তাই নদীজলের অন্তরে ও বাহিরে শ্যামরসমগ্ন শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া নবযুবতীবৃন্দ কতই না পুলকাঞ্চিত-হৃদয়ে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আননে হাস্যচ্ছটা ফুটিয়া উঠিল এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারা খল খল হাস্যে বারিনিক্ষেপ করিয়া পরম প্রীতিভরে তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। গজেন্দ্র যেমন বহুকরিণীগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া জলক্রীড়া করে—সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও আজ সুখোন্মত্তা প্রমদাগণের বহুধানিক্ষিপ্ত বারিবর্ষণে অভিষিক্ত হইয়া জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

গোপীগণসহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির একখানি জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-পাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উপহার দিয়াছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্দ্ধ বাহ্য দশার প্রলাপ বচনে এই চিত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে সমর্পিয়া সখী করে
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ কৈল জলাবগাহন,
জলকেলি রচিল সুঠাম॥
সখি হে! দেখ কৃষ্ণের অপরূপ রঙ্গে।
কৃষ্ণ মত্ত করিবর, চঞ্চল করপুষ্কর,
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে॥
আরম্ভিল জলকেলি অন্যোন্যে জল ফেলাফেলি
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলাধার।
সবে জয় পরাজয় নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার॥
বর্ষে স্থির তড়িদ্‌গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িৎ উপরে।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ,
সে অমৃত সুখে পান করে॥
প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি তবে যুদ্ধ করাকরি,
তবে পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি তবে হৈল রদারদি,
তবে যুদ্ধ হৈল নখানখি॥
সহস্র কর জলসেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্রপাদ নিকট গমনে।
সহস্র মুখ চুম্বনে সহস্র বপু সঙ্গমে
গোপী নর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে॥
কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠদঘ্ন জলে,
ছাড়িল তাহাঁ যাহাঁ অগাধ পানি।
তাহাঁ কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি ভাসে জলের উপরি,
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী॥
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সবার বস্ত্র করিল হরণ।
যমুনা জল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশন॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।১৮।৮০-৮৭)

শ্রীকৃষ্ণসহ ব্রজাঙ্গনাগণের জলবিহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—

নির্লেপতাং কুচযুগানি নিরঞ্জনত্বং নেত্রাণি মোক্ষমগমন্ রসনা কচাশ্চ।
নীব্যশ্চ নির্গুণদশাং সহহারমাল্যামগ্নাসু তদ্‌ঘনরসে রমণীষমূষাম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সেই আনন্দঘনরসে ব্রজযুবতীগণ নিমগ্ন হইলেন, তাঁহাদের কুচতটের কুঙ্কুমচিত্রলেপ মুছিয়া গেল, নেত্রসমূহ অঞ্জনহীন হইল, কাঞ্চী ও কেশবন্ধন বিমুক্ত হইল, এবং হার ও মাল্যসহ নীবীবন্ধন শিথিল হইয়া বন্ধনশূন্য হইল।

শ্রীব্রজললনাগণের সহিত ব্রজরাজনন্দন রসিকনাগর শ্রীকৃষ্ণের এই জলরসকেলি দর্শন করিয়া বিমানচারী দেবগণ পরম উল্লাসে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিমানস্থিত দেবগণ এই নির্দ্দোষ অথচ পরম আনন্দ-বিধায়ক জলকেলি দর্শনে পরম প্রীতিভরে আনন্দধ্বনি করিয়া 'সাধু সাধু' শব্দে উহার প্রশংসা করিতেছিলেন। এই কামগন্ধহীন রসকেলিতে সকলেই যেন ব্রহ্মানন্দরস অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দরস নিঃষেকে অভিষিক্ত হইলেন। ব্রজগোপীগণের প্রেমরসে ব্রজেন্দ্রনন্দনও অন্তরে ও বাহিরে উভয় প্রকারেই অভিষিক্ত হইলেন।

শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চাতীত ও প্রাপঞ্চিক ভাববর্জ্জিত। তথাপি প্রেমবান্ ভক্তগণের বাসনা পরিপূরণের নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে তিনি প্রাপঞ্চিক ভাবাবলী প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না। তিনি অসীম হইয়াও সসীম জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভক্তভাবানুরূপ লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। তিনি নির্ব্বিকার হইয়াও ভক্তের নিমিত্ত প্রেমভাবের বিকার প্রভৃতি দেখাইয়া থাকেন। অতএব ব্রজযুবতীবৃন্দের প্রেমবাঞ্ছা পরিপূরণ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাদের সহিত রাসলীলা বিলাস ও জলকেলি প্রসঙ্গে যে সকল প্রাকৃত নায়কোচিত ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা তাঁহার ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচায়ক ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

যাহা হউক, জলক্রীড়া শেষ হইলে গোপীগণ পরিবৃত গোপিকানাথ হস্তিনীগণ পরিবৃত মদস্রাবী গজেন্দ্রের ন্যায় যমুনা পুলিনের উপবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। স্নানশেষে তাঁহারা সিক্ত বস্ত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রা-লঙ্কারে সজ্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটনপটীয়সী মহাশক্তি যোগমায়ার মহাপ্রভাবে সে সকলই যমুনার পুলিনে সজ্জিত ছিল। রাসলীলার বিবরণে আমরা দেখিতে পাই যে, যে-সময়ে যে কার্য্য যে ভাবে সংঘটিত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপ্রেয়সীবর্গের লীলারসাস্বাদনের আনুকূল্য বা পরিপুষ্টি হয়, অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়া নিজ প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। অতএব যোগমায়া কর্ত্তৃক যমুনাপুলিনে স্থাপিত বসন ভূষণে ব্রজগোপীগণ স্নানশেষে সজ্জিত হইলেন—ইহাই বুঝিতে হইবে।

অনন্তর গোপীজন পরিবৃত গোপীকানাথ যমুনার উপবনে স্বচ্ছন্দ বিচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই যমুনা পুলিনের উপবনে মল্লিকা মালতী প্রভৃতি সৌরভময় কুসুমনিচয় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। শরৎকালেও স্বাধীনেচ্ছাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বসন্ত ঋতুকালীন জলজ পুষ্প কহ্লার কুমুদ উৎপল প্রভৃতি এবং স্থলজ মল্লিকা মালতী প্রভৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধীরস্নিগ্ধ সমীরণ পুষ্পবনানীর উপর দিয়া বহিয়া পুষ্পসৌরভে সুবাসিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল সৌরভব্যাপ্ত করিতেছে। মধু ও সৌরভলুব্ধ অলিকুল মধুর গুঞ্জনে দলে দলে পুষ্পে পুষ্পে নাচিয়া নাচিয়া গান করিয়া বেড়াইতেছে। শ্রীব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণসহ যমুনার উপবনে কুঞ্জে কুঞ্জে বিচরণ করিয়া সুগন্ধি ও সুমনোহর পুষ্প প্রভৃতি চয়ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। বিবিধ সতেজ ও সুন্দর পুষ্প শোভায় শোভিত হইয়া ব্রজগোপীগণ নিজ অঙ্গকান্তি শোভা বিচ্ছুরিত করিতেছেন এবং সৌরভে সুরভিত মৃদুমন্দ মলয় পবন বহিয়া ব্রজপ্রেয়সী ও ব্রজগোপিকানাথের অঙ্গে স্নিগ্ধ স্পর্শ বুলাইয়া তাঁহাদের তৃপ্তি বিধান করিতেছে। যুগপৎ সকল ঋতুশোভায় শোভিত হইয়া বৃন্দাবনের যমুনাপুলিনের উপবনরাজি আজ শ্রীরাধাগোবিন্দের তৃপ্তি বিধানে কতই না ব্যগ্র হইয়াছে।

ছয় ঋতুর সকল সৌন্দর্য্য ও সকল মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশে বৃন্দাবনভূমি সুশোভিত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরূপ সেবা বিধান করিয়া থাকে, তাহার চমৎকার বিবরণ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বিবরণটি এইরূপ ঃ—

অথাহ বৃন্দাবন-কাননেশৌ পাদাম্বুজে বামৃতুকারমুখ্যৈঃ।
নিবেদিতং ষড়্ভিরিহাস্তি যত্তৎ সার্দ্ধং সমালোকয়তং সখিভিঃ॥
প্রীত্যর্থং যুবয়োঃ সুচিত্রিতমিদং বৃন্দাবনং কিঙ্করৈ-
রস্মাভির্বহুযত্নতো নিপুণতা সর্ব্বস্বপ্রত্যর্পণৈঃ।
তন্নাথৌ কৃপয়া সমীক্ষ্য সফলং কর্ত্তুং যুবামর্হতং
ভৃত্যানাং হি বিশেষকৌশলকৃতেরীশাবলোকঃ ফলম্॥
বৃন্দাবনে স্থিরদ্রুমৈস্তত্তলীলাস্থলীস্থিতৈঃ।
নিবেদিতং পদাব্জে বাং যত্তচ্চাশৃণুতং প্রভো॥
অন্যোন্যসঙ্গোল্লসিতৌ ভবন্তৌ দ্রষ্টুং নিজার্থৈঃ করুণোদ্ভবৈর্বাম্।
নিষেবিতুং চাজনি যা সমীহা তামর্হতং নঃ সফলীবিধাতুম্॥
ততো বৃন্দাটবীং বৃন্দা স্ফীতাং তত্তদৃতুশ্রিয়া। দর্শয়ন্তী স্বনাথৌ তাবভাষত পুরোগতা॥
....
অথাবাদীৎ প্রিয়াং প্রেষ্ঠো দর্শয়ংস্তদ্বনদ্যুতিম্। প্রিয়ে যস্যাটবীয়ন্তে প্রমোদভরমঞ্চতি॥
ততঃ কদম্বাদবরুহ্য তূর্ণং তন্মণ্ডলীকৃত্য কলাপিবৃন্দম্। পুরো নরীনর্ত্তি স রাধিকায়াং নাম্না হরেস্তাণ্ডবিকং কল্যাপী॥
শুকাঃ সার্য্যো বর্ণয়ন্তি দ্বয়োঃ সুরতমাধুরীম্। জগুর্ভৃঙ্গা কোকিলাভিঃ পশ্যন্তি স্ম মৃগাদয়ঃ॥ ইত্যাদি—

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্)

অনন্তর শ্রীবৃন্দাদেবী বলিতেছেন—'হে বৃন্দাবন কাননের ঈশ্বর ঈশ্বরী (শ্রীরাধাগোবিন্দ)! ছয়টি প্রধান ঋতু তোমাদের পদকমল সেবায় নিযুক্ত। এই বৃন্দাবনের উপবনে যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা সখীগণসহ তোমরা অবলোকন কর। তোমাদের উভয়ের যাহাতে প্রীতিবিধান হয়, সেই নিমিত্ত আমরা কিঙ্করগণ বহু যত্নে আমাদের সর্ব্ববিধ নৈপুণ্য নিয়োজিত করিয়া এই বৃন্দাবনকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তোমরা উভয়ে এই বৃন্দাবনের অধীশ্বর—তোমরাই উহা দর্শন করিয়া সফল কর—কারণ ভৃত্যগণের বিশেষ কৌশলময় কার্য্যও যখন প্রভুগণ উহা অবলোকন করে, তখনই সফলতা লাভ করে। হে প্রভো! তোমাদের লীলাস্থলীস্থিত স্থির বৃক্ষগণ তোমাদের নিকট নিবেদন জানাইতেছে, উহা শ্রবণ কর। তোমরা উভয়ে পরস্পরের সঙ্গলাভে যে উল্লসিত হইয়াছ, এবং তোমাদের কৃপায় উদ্ভূত যে-লীলাদর্শনরূপ আমাদের নিজ ফল—এবং তোমাদের সেবা করিবার নিমিত্ত আমাদের যে-বাসনা উহা সফল কর।' তদনন্তর সকল ঋতুশোভায় শোভিতা বিবৃদ্ধশোভা বৃন্দাবন ভূমি প্রদর্শন করাইয়া বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সমস্ত সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিলেন। পরমশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণও বৃন্দাবনের বনশোভা দেখাইয়া প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে বলিতেছেন—যাহার এই অটবী উহা তোমার আনন্দবিলাস প্রার্থনা করিতেছে, তাই দেখ কদম্বতরু হইতে সত্বর অবতরণ করিয়া শ্রীরাধিকার সম্মুখে ময়ূরবৃন্দ পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতেছে এবং ময়ূরীও শ্রীহরির নামের সহিত তাল রাখিয়া যেন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে। শুক ও সারিগণ তাই শ্রীরাধাগোবিন্দের সুরতমাধুরী গান করিতেছে এবং মধুকর সমূহ কোকিলাগণসহ গান করিতেছে এবং মৃগগণ উহা দর্শন করিতেছে।

ব্রজতরুণীগণসহ নবনটবর শ্রীগোবিন্দ জলকেলি সাঙ্গ করিয়া যমুনা পুলিনের নানা শোভামণ্ডিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপবন সমূহ প্রদর্শন করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। বিবিধ পুষ্পসম্ভারসমূহ কুঞ্জবীথী মধ্যে ভ্রমণ করিবার সময় শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকভরে পুষ্প চয়ন করিতেছেন। পুষ্পচয়ন কৌতুক বর্ণনায় অলঙ্কার কৌস্তভ গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

সখ্যেকয়া মূর্দ্ধ্নি ধৃতাংশুকাঞ্চলা সংবীজ্যমানা ধৃতমালয়ান্যয়া॥
অবেক্ষমাণা দয়িতং বিদূরতশ্চিনোতি মন্দং কুসুমানি রাধিকা॥ ইতি॥

প্রিয়ালোকে রাধা কুসুমবিচয়ে কৌতুকবতী
ধুনীতে সত্রাসং করতলমদষ্টাপি মধুপৈঃ।
অথিন্নাপি শ্রান্ত্যা স্বসখিভুজপাণৌ ভুজশিরঃ
পরাবৃত্যাপশ্যত্যধৃতবসনাপি ব্রততিভিঃ॥ (অলঙ্কারকৌস্তভম্)

—এক সখী শ্রীরাধিকার বসনাঞ্চল মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন, আর এক সখী তাঁহার মালা ধারণ করিয়া ব্যজনীর দ্বারা বাতাস করিতেছে, কিন্তু শ্রীরাধিকা যেই তাঁহার প্রাণদয়িতকে দূরে দেখিতে পাইলেন, তখনই ধীরে ধীরে কুসুম চয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। আবার কৌতুকশিরোমণি শ্রীরাধা প্রাণপ্রিয় শ্রীগোবিন্দকে দেখিয়া কুসুমচয়নকালে ভৃঙ্গ কর্ত্তৃক অদষ্টা হইয়াও সভয়ে কর প্রকম্পিত করিয়া যেন ভ্রমরকে নিবারণ করিতেছেন; শ্রান্তিতে খেদপ্রাপ্তা না হইয়াও সখীগণের ভুজকমলে নিজভুজ ও শিরঃস্থাপন করিয়া অলসতার ভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছেন এবং বসনাঞ্চল যেন লতায় বিধৃত হইয়াছে এইরূপ ভাণ করিয়া অধৃতবসনা হইয়াও পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রাণনাথকে দর্শন করিতেছেন।

শ্রীরাধিকা যে নানা সুরভিত পুষ্পসজ্জায় বিভূষিতা হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনায় দৃষ্ট হয়—

নানাবর্ণসুগন্ধ-পুষ্পপটলৈর্দীব্যদ্দলৈঃ পল্লবৈঃ
কুন্তৈঃ কুণ্ডলহারকঙ্কণ-লসন্মঞ্জীরকাঞ্চ্যঙ্গদৈঃ।
লীলাবেশরসান্মুদা প্রিয়তনৌ যা বেশভঙ্গী কৃতা
সৈবাস্যা নয়নাব্জভূষণবিধৌ কামস্য ভূষায়তে॥
পৌষ্পৈরাভরণৈশ্চাথ রাধা কান্তপটাবৃতা
আলীভির্ভূষিতা স্তব্ধকৃষ্ণেন তদনুজ্ঞয়া॥

—নানাবর্ণমণ্ডিত সুগন্ধ পুষ্পসমূহ ও দ্যুতিময় নবদলযুক্ত পল্লবসমূহে প্রিয়তমার অঙ্গের আভরণস্বরূপ কুন্তল, কুণ্ডল, হার, কঙ্কণ, মঞ্জীর, কাঞ্চী ও বলয় প্রভৃতি যে বেশভঙ্গী লীলারসবশতঃ পরমানন্দে বিরচিল হইয়াছিল, সেই বেশভঙ্গী কন্দর্পের নয়নপদ্মের ভূষণের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। অনন্তর পুষ্পের বিবিধ আভরণে ও কমনীয় পট্টবস্ত্রে বিভূষিতা শ্রীরাধা বিস্ময়স্তব্ধ শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞায় সখীপরিবৃতা হইয়া কতই না শোভা বিধান করিতেছিলেন।

রাসলীলা অন্তে জলকেলির অনন্তর বনবিহার ও ভোজনাদিলীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবতন্ময় প্রলাপ বাক্যের বিবরণ হইতে জানা যায়—

ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি তীরে আইলা শ্রীহরি
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ তৈল মর্দ্দন আমলকী উদ্বর্ত্তন
সেবা করে তীরে সখীগণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনরপি কৈল স্নান শুষ্ক বস্ত্র পরিধান
রত্নমন্দির কৈল আগমন।
বৃন্দা কত সম্ভার গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার
বন্য বেশ করিল রচন॥

বৃন্দাবনে তরুলতা অদ্ভুত তাহার কথা
বার মাস ধরে ফুল ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ কুঞ্জ দাসী যত জন
ফল পাড়ি আনিয়া সকল॥

উত্তম সংস্কার করি বড় বড় থালি ভরি
রত্নমন্দির পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি ধরিয়াছে সারি সারি
আগে আসন বসিবার তরে॥

এক নারিকেল নানা জাতি এক আম্র নানা ভাঁতি
কলা কোলি বিবিধ প্রকার।
পনস খর্জ্জূর কমলা নারঙ্গ নাম সমতারা
দ্রাক্ষা কদাম মেওয়া যত আর॥

খরমুজা খিরিণী তাল কেশর পানীয়ন মৃণাল
বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত।
কোন দেশে কারো খ্যাতি বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি
সহস্র জাতি দেখা যায় কত॥

গঙ্গা জল অমৃত কেলি পীযুষগ্রন্থি কর্পূর কেলি,
সরপূলী অমৃত পদ্মবিনি।
খণ্ড সিরিসার বৃক্ষ ঘরে করি নানা ভক্ষ্য
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি॥

ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী
বসি কৈল বন্য ভোজন।
সঙ্গে লঞা সখীগণ রাধা কৈল ভোজন
দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন॥

কেহ করে বীজন কেহ পাদ সম্বাহন
কেহ করে তাম্বুল ভক্ষণ।
রাধা কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা সখীগণ শয়ন কৈলা
দেখি আমার সুখী হৈলা মন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩। ১৮। ৯৭—১০৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ২৬

বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদজীবগোস্বামী বিরচিত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থেও ভোজনলীলার বিবরণ দৃষ্ট হয়। যথা—

ততস্তৌ বৃন্দয়ানীতৌ ভোজনানন্দকুট্টিমম্। প্রবিষ্টাবুপবিষ্টৌ চ চেষ্টিতৌ স্বসখীগণৈঃ ॥
ততঃ পলাশপত্রাণাং রম্ভাবল্কলপত্রয়োঃ। কুণ্ডীস্থাল্যাদিপত্রাণি সম্ভৃতানি পৃথক্ পৃথক্ ॥
উপবিষ্টা পুরো বৃন্দা সংভৃতা স্বানুগালিভিঃ। আনীয়ানীয় দণ্ডানি ফলাদীন্যুপজীবিবৎ ॥
লড্ডুকানি সুগন্ধানি চন্দ্রকান্তিং সশর্করাম্। শর্করেন্দু লবঙ্গৈলামরিচ্যাদিভিরন্বিতাঃ।
স্থূলসন্তানিকাঃ পিষ্ট্বা কৃতানি লড্ডুকানি চ। পনসাম্রাদিকরসান্মধুচন্দ্রশিতান্বিতান্ ॥
পুনঃ সহিতয়া স্বচ্ছমানীতানি প্রিয়ালিভিঃ। পর্য্যবেশয়দেতানি ললিতা মঞ্জুভাষিণী।
ক্বচিদ্দর্শয়তী তাভ্যাং দত্তান্যালিভ্য এব চ। কর্পূরবাসিতং তোয়ং পপতুস্তৌ পরস্পরম্।
ততশ্চাচমতুস্তোয়ৈঃ সখীদত্তৈঃ সুবাসিতৈঃ। তাম্বুলবীটিকাঃ স্বস্বসখীভ্যঃ প্রবিভজ্য তৌ ॥
স্বয়মাপার্দ্ধখণ্ডঞ্চ ব্যত্যাসেন পরস্পরম্ ॥ (শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্)

অনন্তর শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীরাধাগোবিন্দকে ভোজনানন্দকুট্টিমে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে সেই স্থলে প্রবেশ করিয়া সখীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিলেন। তৎপরে পলাশপত্র, রম্ভাবল্কল ও পত্র প্রভৃতির দ্বারা কুণ্ডীস্থালী প্রভৃতি ভোজন পাত্র রচিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সজ্জিত করা হইল। অনুগত সখীবৃন্দের সহায়তায় শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন সামগ্রী ফল প্রভৃতি অনুগত সেবিকার ন্যায় আনয়ন করাইয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিতেছিলেন। সুগন্ধ লাড়ু, শর্করা-যুক্ত চন্দ্রকান্তি (পুলি বিশেষ), চিনি, কর্পূর, লবঙ্গ, এলাচি ও মরীচ মিশ্রিত করিয়া স্থূলসন্তানিকা পেষিত করিয়া উহা দ্বারা প্রস্তুত লাড়ু, এবং কাঁঠাল ও আম্ররস, মধু ও চন্দ্রসিতা প্রভৃতি ভোজ্য সামগ্রী প্রিয় সখীগণ জোগাইয়া দিতেছিলেন এবং মধুরভাষিণী শ্রীললিতা দেবী উহা পরিবেশন করিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল ভোজ্যসামগ্রীর (বিশিষ্ট স্বাদের বিবরণ জানাইয়া) উহা দেখাইয়া দিতেছিলেন। ভোজনান্তে শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ উভয়ে কর্পূরবাসিত জল পান করিলেন এবং তদনন্তর সখীপ্রদত্ত সুবাসিত জলে আচমন করিলেন। নিজ নিজ সখীবৃন্দের নিকট হইতে তাম্বুলবীটিকা গ্রহণ করিয়া উভয়ে পরস্পর বিভাগ করিয়া অর্দ্ধখণ্ড তাম্বুল ভোজন করিলেন ॥ ২৩—২৫

অন্বয়ঃ।—এবং (অনেন প্রকারেণ) সত্যকামঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ) অনুরতাবলাগণঃ (অনুরতঃ অবলানাং গণঃ সমূহঃ যস্য সঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মনি (স্বস্মিন্) অবরুদ্ধসৌরতঃ (নিরুদ্ধশুক্রঃ সন্) শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ (শশাঙ্কস্য চন্দ্রস্য অংশুভিঃ কিরণৈঃ বিরাজিতা উদ্ভাসিতাঃ) সর্ব্বাঃ নিশাঃ (দীর্ঘরাত্রীঃ) রসাশ্রয়াঃ (রসঃ শৃঙ্গার-রসঃ আশ্রয়ঃ যাসাং তাঃ) শরৎকাব্য কথাঃ (শরৎকালোচিতকাব্যকথাঃ) সিষেব (অসেবত) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—এইরূপে সত্যসংকল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপন শরীরেই শুক্রাবরোধনপূর্ব্বক অনুরক্ত অবলাগণের সহিত কবিপ্রসিদ্ধ শরৎকালোচিত শৃঙ্গার-রসের অভিনয়ে চন্দ্রালোকিত সেই সুদীর্ঘ শর্ব্বরী অতিবাহিত করিলেন ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—রাসক্রীড়ানিগমনম্ এবমিতি। স শ্রীকৃষ্ণঃ সত্যসঙ্কল্পঃ অনুরাগিস্ত্রীকদম্বঃ এবং সর্ব্বা নিশাঃ সেবিতবান্ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা রসাস্তেষামাশ্রয়ভূতা নিশাঃ। যদ্বা নিশা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি দ্বিতীয়াত্যন্তসংযোগে। শৃঙ্গাররসাশ্রয়ং শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাব্যেষু যাঃ কথাস্তাঃ সিষেব ইতি। এবমপ্যাত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ নতু স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ॥ ৩৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথাস্যাং শরদি পূর্ণিমায়াং কৃতাং রাসক্রীড়ামুপসংহরন্ তৎপ্রকারতামন্যত্রাপ্যুপদিশন্নন্যামন্যামপি ক্রীড়ামুপলক্ষয়তি এবমিতি। এবং পূর্ব্বোক্তরাসপ্রকারেণ শরৎকাব্যেতি বক্ষ্যমাণাৎ প্রতিশারদশশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ নিশাঃ সর্ব্বা এব সিষেবে পরমাদরেণ পরিচরিতবানিত্যর্থঃ। অন্যথা ঋত্বন্তরসম্ভবা জ্যোৎস্নীস্তামসীশ্চ রহস্তত্তদগৃহপ্রবেশতত্তদভিসারেণ কুঞ্জশয়নাদিনা কদাচিদ্রাসেন চেতি ভাবঃ। উত্তরাসাং বিশেষজ্ঞাপিকাঃ পূর্ব্বা এব বিশিনষ্টি। শরদি যে কাব্যকথারসাঃ সম্ভবন্তি তেষামাশ্রয়ো যাসু শ্রীভগবৎকৃতানন্তলীলাসু তাদৃশীনিশা ব্যাপ্যেতি। পক্ষে। সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথাঃ সর্ব্বদেশকালকবিভির্যাবত্যো বর্ণয়িতুং শক্যন্তে তাবতীস্তাঃ সিষেবে কিন্তু রসাশ্রয়া রস এব আশ্রয়ো যাসাং তা এব নতু কৈশ্চিদ্বিরসতয়া যা গ্রথিতাস্তা অপীত্যর্থঃ। উপলক্ষণং চৈতদন্যাসাম্। যদ্বা। শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ বসন্তাদিসম্বন্ধিন্যোঽপি যা নিশাস্তা এবং রাসপ্রকারেণ সিষেবে। তথা ঋতুষট্কাত্মকস্য শরদাখ্যস্য যাঃ কাব্যকথাঃ পূর্ব্ববদনন্তাস্তাশ্চ সর্ব্বাঃ সিষেবে কিন্তু রসাশ্রয়া এবেতি। কীদৃশঃ সন্ সিষেবে। তত্রাহ। আত্মন্যন্তর্ম্মনসি অবরুদ্ধাঃ সমন্ততঃ স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ তাসাং সুরতসম্বন্ধিনো ভাবহাবাদয়ো যেন তাদৃশঃ সন্নিতি ততস্তাঃ পরিত্যক্তুং ন শক্তবানিতি ভাবঃ। অত্র বিশেষানির্দ্দেশাদখিলা এব ভাবাদয়ো গৃহীতাঃ। এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্নিত্যত্র তু বিশেষনির্দ্দেশার্থমেব হি সংলাপশব্দো দত্ত ইতি। আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতত্বে হেতুঃ অনুরতাবলাগণঃ নিরন্তরমনুরক্তোঽবলাগণো যস্মিংস্তদ্বিধঃ। তেষাং সৌরতানামনুরাগপ্রভবত্বাদনুরাগ এব তত্র কারণং নতু কামিজনবৎ কাম-ইত্যর্থঃ। যতঃ সত্যকামঃ ব্যভিচাররহিততাদৃশাতিলাষ ইতি। এবমেবোক্তং শ্রীপরাশরবৈশম্পায়নাভ্যাম্—এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ। শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখীতি। টীকায়াং ত্বেবমপীত্যাদিনা স্মরপারবশ্যাভাবমাত্রপ্রতিপাদনায় সৌরতশব্দস্য ব্যাখ্যান্তরমপ্রসিদ্ধমপি কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্॥ ২৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেব পরম বৈচিত্রময়ী রাসলীলা বিলাসের যে বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে যমুনাতটে রাসরসবিহারী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শতকোটী গোপবধূগণের সহিত রাসনৃত্যে নিরত হইয়া হাস্য, লাস্য, সপ্রেমবীক্ষণ ও আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রেমভাবময় আচরণে বিবিধ বিচিত্র বিহার করিয়াছেন। তদনন্তর রাসরতিশ্রমক্লান্তা ব্রজবধূগণের শ্রমখেদ দূর করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ সঙ্গে লইয়া যমুনাজলে প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছন্দে জলকেলি করিবার পর যমুনার কুঞ্জবীথীতে যথেচ্ছ বিহারাদি করিয়া আনন্দরসাস্বাদন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণসহ শৃঙ্গার রসের বিবিধ বৈচিত্রময় যে লীলাবিলাস করিয়াছেন, তাহার বিবরণ শ্রবণ করিয়া যাহাতে পাঠক ও শ্রোতৃবৃন্দের মনে প্রাকৃত রমণলীলার সংশয় জাগরিত না হয় তজ্জন্যই বর্ত্তমান শ্লোকে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব সতর্কতার সহিত বলিলেন যে, সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মায় অবরুদ্ধসৌরত অবস্থায় এইরূপে তাঁহার প্রেমানুরাগিণী অবলাবৃন্দের সহিত লীলাবিলাস করিয়াছিলেন।

রাসলীলার উপক্রমশ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২৯।১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং মনে রাখিতে হইবে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যে, যশে, সম্পদে, জ্ঞানে ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তবাঞ্ছা পরিপূরণের নিমিত্ত রাসলীলাবিলাস করিতে ইচ্ছা করিলেন। উক্ত লীলাবিলাসে প্রাকৃত নায়ক নায়িকার শৃঙ্গার বিলাসের ন্যায় কামসম্পর্ক যে থাকিতে পারে না তাহা ঐ 'ভগবান' বিশেষণেই উপক্রমশ্লোকে শ্রীশুকদেব স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন এবং তিনি যে আত্মারাম বা পূর্ণানন্দস্বরূপ—তাঁহার আনন্দ-রসাস্বাদে যে বাহ্য বস্তুর কোন প্রকার অপেক্ষা নাই—তাহাও বহুশ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই জন্যই 'ভগবান্,' 'আত্মারাম' ও 'স্বাত্মরত' প্রভৃতি শব্দে শ্রীশুকদেব পুনঃ পুনঃ ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ও আত্মারাম, তিনি নিজানন্দে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ এবং তাঁহার রমণকামনা আত্মানন্দস্বাদেরই বিলাসমাত্র। বর্ত্তমান শ্লোকেও সেই প্রতিজ্ঞাত তত্ত্বেরই উপসংহার-স্বরূপে সুস্পষ্ট ঘোষণায় বলা হইল যে তিনি 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ—অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপন আত্মসৌরতসুখ অবরুদ্ধ করিয়া এইরূপ নানা বৈচিত্র্যময়ী রাসলীলা সম্পন্ন করিলেন।

রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মোহনবংশীধ্বনি হইতে আরম্ভ করিয়া যমুনার তীরে উপবন-বিহার-লীলা পর্য্যন্ত সবই যে বিবিধ বৈচিত্রময়ী রাসলীলার অন্তর্ভুক্ত তাহা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার বিরচিত একটী শ্লোকে বলিয়াছেন—এবং রাসলীলার সকল অবস্থাতেই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মায় অবরুদ্ধসৌরত অবস্থায় লীলা করিয়াছেন বর্ত্তমান শ্লোকে তাহাই সুস্পষ্ট ঘোষণায় বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের শ্লোকটী এইরূপ ঃ—

বংশীসঞ্জল্পিতমনুরতং রাধয়ান্তর্দ্ধি কেলিঃ
প্রাদুর্ভূয়াসনমধিপটং প্রশ্নকূটোত্তরঞ্চ ॥
নৃত্যোল্লাসঃ পুনরপি রহঃক্রীড়নং বারিখেলা
কৃষ্ণারণ্যে বিহরণমিতি শ্রীমতী রাসলীলা ॥

(শ্রীবলদেববিদ্যাভূষনকৃত-বৈষ্ণবানন্দিনীটীকায়াম্)

—'বংশীধ্বনি, তদনুসরণ, শ্রীরাধার সহিত শ্রীগোবিন্দের অন্তর্দ্ধানকেলি এবং প্রাদুর্ভূত হইয়া শ্রীগোবিন্দকর্ত্তৃক গোপীবৃন্দের বস্ত্রাঞ্চলরচিত আসন গ্রহণ, এবং কূটপ্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গ, নৃত্যোল্লাস ও পুনরায় রতিক্রীড়া, অনন্তর জলকেলি ও যমুনার উপবনে বিহার—এই সমস্ত লইয়াই শ্রীরাসলীলা।'

যাহা হউক, রাসলীলার কোন অবস্থাতেই যে, কামক্রীড়ার আভাস নাই পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ প্রেমেরই অভিব্যক্তি আছে তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীধরস্বামিপাদ রাসলীলার প্রস্তাবনাতেই বলিয়াছেন—"তস্মাদ্রাস-ক্রীড়াবিড়ম্বনং কামজয়খ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্"—অর্থাৎ রাসলীলার অনুকরণে কামজয় প্রদর্শনই উহার প্রকৃত তত্ত্ব। বর্ত্তমান শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার পূর্ব্ব প্রস্তাবনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বলিলেন—"এবমপি আত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ ন তু স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপীবৃন্দের সহিত নানাভাবে শৃঙ্গাররসের অভিনয় করিলেও তাঁহার সৌরত বা চরমধাতু আত্মাতেই অবরুদ্ধ ছিল অর্থাৎ উহা কখনও স্খলিত হয় নাই—এবং ইহাতে কামজয়ই প্রদর্শিত হইল। ফলতঃ মদন যাঁহাকে দেখিয়া স্বতঃই মূর্চ্ছিত, সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের নবনটবর রূপ দর্শনে মদন যেখানে আপনা আপনিই বিমোহিত, যখন আত্মানন্দময় শ্রীভগবানের নিকটে বাহ্য বিষয়সাপেক্ষ কাম দূর হইতেই পলায়ন করে, তখন কামের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক শ্রীভগবানের লীলায় প্রকাশ পাইতে পারে না। অতএব বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কামজনিত বিকারের সম্ভাবনা তাঁহার কিরূপে সম্ভব? সম্ভবতঃ এই অভিপ্রায়েই শ্রীধরস্বামিপাদ উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ 'অবরুদ্ধসৌরত' শব্দের স্বামিপাদসম্মত অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম। প্রাকৃত জগতের কামপরতন্ত্রতা তাঁহার লীলায় প্রকাশ পাইতে পারে না—অতএব কামের সম্ভাবনাই যেখানে নাই, সেখানে কামক্রীড়াপ্রসঙ্গ উল্লেখ করা বা কামজয়ের বৈভববিলাসের কথা উঠিতেই পারে না। তবে শ্রীধরস্বামিপাদ যে কামজয়ের কথা বলিয়াছেন—তাহাতে অবশ্য সমাধান প্রসঙ্গে ইহাই বলা যাইতে পারে যে তিনি রাসলীলার প্রস্তাবনাতেই বলিয়াছেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার অনুকরণ করিয়াছেন—অতএব সকলই যখন অনুকরণ বা অভিনয় মাত্র, তখন কামজয়ও অভিনয়। ভগবান্ স্বয়ং আত্মানন্দময়, অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাকৃত নায়ক নায়িকার ন্যায় তিনি রাসলীলায় ব্যাপৃত হইয়া রমণ করে নাই এবং নিজ দেহে শুক্রাবরোধ করিয়া তাঁহাকে কামজয় বৈভবও দেখাইতে হয় নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারামশিরোমণি। অতএব সুরতনিমিত্তক যে আনন্দ, রাসলীলাব্যপদেশে গোপবধূগণের সহিত যে মিলনানন্দ—উহা তাঁহাতে অবরুদ্ধ রহিয়াছে এবং এই কারণেই তাঁহাকে "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত" বলা হইয়াছে। সুরত অর্থাৎ পুরুষ ও রমণীর মিলন বিশেষে যে সকল আন্তরিক ও বাহ্যিক ভাববিশেষ প্রকাশ পায়, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অন্তরের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া আত্মারামশিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই স্বরূপশক্তি রাধিকাদি গোপীবৃন্দের সহিত রমণবিলাস করিয়াছিলেন। পরম অনুরাগবতী ব্রজবধূগণ তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা বিধান করিবার নিমিত্ত যে সকল প্রেম-পরিপাটী ও প্রেমভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ তৎসমুদয়ের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই; পরন্তু সেই সকল প্রেমভাব অঙ্গিকার করিয়াই নিজে উহার প্রকটন করিয়া তৎসমুদয় নিজের অন্তর্মনে স্থাপিত করিয়া রাসবিলাস করিয়াছেন—নচেৎ পরিপূর্ণ রসাস্বাদে ব্যাঘাত হয়; বিশেষ করিয়া তাঁহার ভক্তপ্রেমাস্বাদনরূপ স্বভাবের হানি হয়। সত্য বটে তিনি নিজানন্দে পরিপূর্ণ, তথাপি ভক্তপ্রেমের এমনই বৈশিষ্ট্য যে স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও ভক্তকৃপানিধি ভগবান্ পরবধূ রমণবিলাস পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া ব্রজগোপীগণের প্রেমসেবা গ্রহণে ভক্তপ্রেমাধীনতার পরিচয় দিয়াছেন।

সৌরত শব্দে যে সুরতসম্বন্ধীয় হাবভাব প্রভৃতিকে বোঝা যায়, শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে তাহা জানা যায়—

এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ জগদীশ্বরঃ। স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৬০।৫৮)

'আত্মারাম ভগবান্ জগদীশ্বর নরলোকের অনুকরণ করিয়া সুরতসম্বন্ধী প্রেমসংলাপের দ্বারা শ্রীরমার সহিত রমণ করিয়াছিলেন।'

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যসঙ্কল্প। ব্রজকুমারীগণের প্রেমসেবাভিলাষ জ্ঞাত হইয়া বস্ত্রহরণ দিনে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে-প্রতিজ্ঞা তিনি করিয়াছিলেন—"যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ"—হে অবলাবৃন্দ! তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও। আগামীতে নিশাকালে তোমরা আমার সহিত রমণলীলা করিবে'—এই বাক্যে যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন ও যে-সঙ্কল্প করিয়াছিলেন সেই সত্য রক্ষা করিবার জন্য শারদীয় পূর্ণিমা রজনীতে সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণের সহিত রাসরমণলীলা অনুষ্ঠান করিলেন। আবার শ্রীব্রজললনাগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে রাসলীলা উহা বাস্তবিক পরম বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম প্রেমবিলাসের পরমানন্দময়ী লীলা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কাম বা প্রেমাভিলাষ যথার্থই সত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও সুন্দর, এবং তিনি সত্যকাম বলিয়াই অপ্রাকৃত রাসলীলাবিলাসে প্রাকৃত কামগন্ধের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই। সে লীলায় প্রাকৃত কামবিলাসের অভিলাষ ছিল না—পক্ষান্তরে পরম পবিত্র সত্যপ্রচুর প্রেমানন্দ আস্বাদনেরই অভিলাষ ছিল। তাঁহার যে অভিলাষ উহা সৎ বলিয়াই নিত্যস্থিত। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" "আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ।" এই পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার আদি-কারণস্বরূপ সৎ বা আত্মাতেই অবস্থিত ছিল। লৌকিক জগতে আমরা দেখিতে পাই, ঘট তাহার উপাদানকারণ মৃত্তিকারূপে পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে। অতএব ভগবানের সৃষ্টিপ্রবাহ যেরূপ অনাদি, সেইরূপ তাঁহার প্রেমলীলা প্রবাহও অনাদিকাল হইতে চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন হইয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই নিত্যলীলাময় সচ্চিদানন্দ ঘনবিগ্রহের আনন্দাস্বাদনরূপ লীলাবিলাস তাঁহার 'সত্যকাম' বা নিত্যানন্দাভিলাষময় স্বভাবেরই পরিচয় প্রদান করে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যকাম। তাঁহার অভিলাষে কোন প্রকার ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম সম্ভাবনা নাই। অচিন্ত্যবৈভব শ্রীভগবানের ইচ্ছামাত্রে সকলই সম্ভব—এবং সে অভিলাষ কখনও বিফল হইতে পারে না। এইজন্যই তিনি সত্যকাম বা "অব্যভিচরিতাভিলাষ"। শ্রীমৎকিশোর প্রসাদ বিদ্বৎপাদ কৃত বিশুদ্ধরসদীপিকা-টীকায় "সত্যকাম" শব্দের উক্ত প্রকার অর্থ করায় আরও একটু নিগূঢ় অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যথা—

আত্মৈব সত্যপদাভিধেয়ঃ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি শ্রুতিঃ। ততশ্চ স্বরূপায়াং নিত্যসিদ্ধায়াং শ্রীরাধায়ামেব কামঃ অব্যভিচরিতাভিলাষো যস্যেতি অনুকূলত্বং সূচিতম্। শ্রীরাধিকৈকতানত্বমেব শ্রীভাগবত ইতি।

(বিশুদ্ধরসদীপিকা)

—পরমাত্মাই সত্যপদবাচ্য। কারণ শ্রুতি বলেন—'তিনি সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও ব্রহ্মস্বরূপ।' অতএব শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধিকাও সত্যস্বরূপা—এবং শ্রীভগবানের তাঁহাতে যে অভিলাষ উহা অব্যভিচারী। সত্যকাম শব্দের এইরূপ অর্থ দ্বারা শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সীজনের প্রতি শ্রীভগবান্ যে নিত্য অনুকূল ইহাই সূচিত হইল। একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই শ্রীকৃষ্ণ একান্তভাবে অনুরক্ত।

অনন্তলীলাময় শ্রীভগবানের লীলা নিত্য, তাঁহার লীলাপার্ষদগণও নিত্য। "স একাকী নারমত"—এই শ্রুতিবচন উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—সেই নিত্যলীলাময় শ্রীভগবান্ কখনও একাকী লীলা করেন না—তাঁহার স্বরূপশক্তি স্বরূপলীলা-পরিকরবৃন্দের সহিত তিনি অনন্তকাল অনন্তরূপে লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশমান "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।" প্রেমের প্রোজ্জ্বলমূর্ত্তি গোপাঙ্গনাবৃন্দের সহিত যে পরম মধুর রাসলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ব্রজগোপীগণের নিত্যানুরাগ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রকটিত হইয়ছিল। নিত্যনবনবায়মান প্রেমানুরাগে ব্রজগোপীবৃন্দ যেন প্রেমবিবশা ও অবলা হইয়া গোপেন্দ্রনন্দন নবনটবর শ্যামসুন্দরের প্রেমসেবা নিত্যই কামনা করিতেছেন। রাসলীলার পূর্ণচন্দ্রশোভিত সুদীর্ঘ রজনীও যেন সেই নিত্যলীলারই ইঙ্গিত করিতেছে এবং পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেবও সেই নিত্যলীলার ইঙ্গিত করিতে গিয়াই বলিলেন—"এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ"—চন্দ্রকিরণসমুদ্ভাসিত রজনীসমূহ এইরূপে রাসলীলা বিলাসে অতিবাহিত হইল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নবনটবর বেশে মদনমোহনরূপে প্রেমসেবাকাঙ্ক্ষিণী অসংখ্য ব্রজবধূগণের সহিত বিবিধ বিচিত্র বিলাসরসাস্বাদন করিয়া রাসলীলার রাত্রিসমূহ উপভোগ করিলেন। শারদীয় পূর্ণিমায় যখন মল্লিকা মালতী প্রভৃতি প্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়া প্রফুল্লতাময় সৌরভে দিঙ্মণ্ডল সুবাসিত করিল এবং যখন অসংখ্য নক্ষত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ণশশধর স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণরাগে পূর্ব্বদিগ্‌বধূর মুখমণ্ডল রঞ্জিত করিয়া গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়াছিল "তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ" (শ্রীভাগবতম্ ১০।২৯।২) তখনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার সংকল্প করিয়াছিলেন এবং যদিও সেই মহারাস এক শারদীয় পূর্ণিমা রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান শ্লোকে "নিশাঃ"- এই বহুবচন শব্দের প্রয়োগ থাকায় প্রতীত হইতেছে যে রাসলীলাবিলাস বুঝি বা বহু রজনীতে পরিব্যাপ্ত ছিল অথবা বহু পূর্ণিমা রজনীতে উহার অনুষ্ঠান হইত। সত্যই সারা বারো মাস ধরিয়া প্রতি রজনীতে নিত্যকালই শ্রীগোপীবৃন্দের সহিত শ্রীগোপিকানাথের এই রাসলীলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে সকল রজনীই পূর্ণ চন্দ্রালোকে শোভিত ও মল্লিকা মালতীবৃন্দে সুরভিত। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রতি রজনীতেই রসিকশেখর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন পরমপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের সহিত মহারাসের নৃত্যবিলাসাদিসুখ নিত্যই অনুভব করিতেছেন। অথবা হয় ত' প্রতি বৎসর শারদীয় পূর্ণিমার রজনীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনন্তকাল ধরিয়া গোপরমণীগণের সহিত রাসলীলারস আস্বাদন করিয়া নিত্য লীলা-বিলাস করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ। তাঁহার আকর্ষণী বংশী অনাদিকাল হইতে অনুক্ষণই বাজিতেছে এবং অনাদিকাল হইতে সেই সুরের অনুরণন হইতেছে। তাঁহার শক্তিস্বরূপা ব্রজগোপীগণ সেই বংশীস্বরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অনাদিকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত নিত্য রাসলীলাবিলাস করিতেছেন। যাহার শুনিবার মত কর্ণ আছে, সেই সে সঙ্গীত শুনিতে পায় এবং যাহার দেখিবার মত নয়ন আছে, সেই ভক্তসাধকই সেই লীলাবিহার দেখিয়া পরমানন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

তাই ভক্তিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্‌ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে॥

—'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে ক্রীড়া করিতেছেন, কোনও কোনও প্রেমবিবশ পরমভাগবত ভাগ্যবান্ ভক্তজন উহা দেখিয়া থাকেন।'

শ্রীভগবানের এই নিত্যলীলার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই রাসপঞ্চাধ্যায়ীর উপক্রম শ্লোকে "ভগবানপি তা রাত্রীঃ"—এই রাত্রি শব্দে বহুবচনের প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান শ্লোকেও বহুবচন প্রয়োগ করিয়া অনুরূপ বর্ণনায় বলা হইয়াছে—"এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ"।

আবার সেই রাসলীলার রজনীসমূহের বর্ণনায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, "শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়ঃ"। শরৎ কালে যে সকল কাব্যকথারসের উদ্ভব হয়, রাসলীলা রজনী তাহারই আশ্রয়স্বরূপা। "শরৎ" শব্দের অর্থে কেবল শরৎ কালকে বোঝায় না—কখনও কখনও বৎসর অর্থেও উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। অতএব প্রতি বৎসরের বিভিন্ন ঋতুকালে যে সকল কাব্যকথারসের উদ্ভব হয়, সেই সকল কাব্যকথারস নিত্যরাসলীলায় পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রকটিত হয়। ব্যাস, পরাশর, জয়দেব, লীলাশুক ও গোবর্দ্ধনাচার্য্য প্রভৃতি কবিগণ নিজ নিজ কাব্যগ্রন্থে বৎসরের বিভিন্ন ঋতুকালের উপযোগী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গাররসপ্রধান রসের যে কাব্য কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন, রাসলীলার রজনীসমূহে সে সমুদয়ের আস্বাদন রহিয়াছে। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

শরৎকাব্যকথাশ্চ সর্ব্বা সিষেবে। তত্র কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাঃ তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদিবর্ণিত-দানখণ্ডনৌকাখণ্ড-প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।

(লঘুতোষণী)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ।

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ।
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ব হ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্॥ ২৭

'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় সকল শরৎকাব্যরস আস্বাদন করিয়াছিলেন। কাব্য শব্দের প্রয়োগে সেই সকল লীলার পরম বৈচিত্রীও সূচিত হইয়াছে এবং উহা শ্রীগীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ এবং শ্রীচণ্ডীদাস প্রভৃতি কবির বর্ণিত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড প্রভৃতি কাব্যবর্ণিত লীলা বিবরণ বুঝিতে হইবে।'

রাসলীলা যে নিত্যই অনুষ্ঠিত হইত তাহার আরও প্রমাণ আছে। বিষ্ণুপুরাণে বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন—যে সকল রাত্রিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোপীবৃন্দসহ রাসলীলাবিলাস অনুষ্ঠিত হইত, সেই সকল রাত্রি পূর্ণ চন্দ্রের সমাগমে দিবাভাগের ন্যায় পরমোজ্জ্বল প্রভায় বিমণ্ডিত হইত। উক্ত বচনটি এইরূপ :—

এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ।
শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী॥

এইরূপে পরমানন্দী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালীন জ্যোৎস্নাবিধৌত রজনীসমূহে গোপীবৃন্দের মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া কতই না আনন্দাস্বাদন করিয়াছিলেন॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মস্বরূপ!) জগদীশ্বর (অখিলনিয়ন্তা) ভগবান্ হি (নিশ্চিতং) ধর্ম্মস্য (সদাচারস্য) সংস্থাপনায় (রক্ষণায়) ইতরস্য চ (অধর্ম্মস্য চ) প্রশমায় (দমনায়) অংশেন অবতীর্ণঃ (আবির্ভূতঃ) ধর্ম্মসেতূনাং (ধর্ম্মমর্য্যাদানাং) বক্তা (উপদেষ্টা) কর্ত্তা (প্রণেতা) অভিরক্ষিতা (সর্ব্বতঃ পালয়িতা) সঃ (ভগবান্) কথং (কিমর্থং) প্রতীপং (ধর্ম্মবিপরীতং) পরদারাভিমর্ষণম্ (পরস্ত্রীসংসর্গম্) আচরৎ (কৃতবান্)॥ ২৭

মূলানুবাদ।—পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! সমস্ত জগতের নিয়ন্তা স্বয়ং শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত এবং অধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত অংশের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নিজে ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষিতা হইয়া এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ পরস্ত্রীসংসর্গ করিলেন কেন? ২৭

শ্রীধরটীকা।—প্রতীপং প্রতিকূলং অধর্ম্মমিত্যর্থঃ। আচরৎ কৃতবান্। নচেদমধর্ম্মমাত্রং কলঞ্জভক্ষণাদিবৎ কিন্তু মহাসাহসমিত্যাহ পরদারাভিমর্ষণমিতি॥ ২৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—বংশীসংজল্পিতমনুরতং রাধয়ান্তর্দ্ধিকেলিঃ, প্রাদুর্ভূয়াসনমধিপটং প্রশ্নকূটোত্তরঞ্চ। নৃত্যোল্লাসঃ পুনরপি রহঃক্রীড়নং বারিখেলা, কৃষ্ণারণ্যে বিহরণমিতি শ্রীমতী রাসলীলা॥ এবং সুখবিশেষেণৈব মুনীন্দ্রেণ প্রশস্য বিস্তার্য্য চ বর্ণিতায়াঃ রাসক্রীড়ায়াঃ শ্রবণাদ্রাজ্ঞোঽপি তত্র তত্র সুখোদ্বোধ এব জাত ইতি লভ্যতে, নতু দোষদর্শনং বৈরস্যাপাতাৎ। তস্মাত্তত্রত্যানাং কেষাঞ্চিৎ সন্দেহং বিতর্ক্য তেষামেব হিতার্থং তমুত্থাপ্য স্বসন্দেহব্যাজেন পৃচ্ছতি সংস্থাপনায়েতি ত্রিভিঃ। তত্রাদ্য দ্বয়ং যুগ্মকম্। সংস্থাপনায় লুপ্তস্য প্রবর্ত্তনায় প্রবৃত্তস্য রক্ষণায়েত্যর্থঃ। ন কেবলং তদর্থমেব কিন্ত্বিতরস্য অধর্ম্মস্য প্রশমায় সর্ব্ববাসনোন্মূলনায়েত্যর্থঃ। অন্যথা ধর্ম্মসংস্থাপনস্যাপ্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ। হি প্রসিদ্ধং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ইত্যাদিবচনেভ্যঃ। ভগবানিতি তত এব ভগবদ্ভাবপ্রকটনমপি স্যাৎ ইতি ভাবঃ। অংশেন শ্রীবলদেবেন সহেতি তত্র তত্রাগ্রহো দর্শিতঃ যতো জগতামীশ্বরঃ প্রতিপালকঃ, অন্যথা জগন্নাশাপত্তিরিত্যর্থঃ। যদ্বা। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি ন্যায়েন যো জগদীশ্বরঃ স্বয়ন্তু পূর্ণৈশ্বর্য্যযুক্ত ইত্যর্থঃ তস্যান্যকামনা ন সম্ভবতীতি ভাবঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স ইতি পূর্ব্বত্র যচ্ছব্দস্যাধ্যাহারাদন্বয়ঃ। ধর্ম্মাঃ এব সেতবঃ লোকরক্ষামর্য্যাদাঃ ধর্ম্মে বৈদিকনিবন্ধা বা তেষাং বক্তৃত্বাদেব কর্ত্তা অন্যথা বাক্যব্যবহারয়োর্বিসংবাদেন লোকৈরগ্রাহ্যঃ স্যাৎ। কিঞ্চ অভিতো রক্ষিতা তৎপ্রতিপক্ষবধাদিনা বহুধা সংবর্দ্ধনেন চ পালকঃ। পরদারাভিমর্ষণরূপং প্রতীপং ধর্ম্মসেতূনামেব। ধর্ম্মসংস্থাপনাদের্ব্বা প্রতিকূলম্। ব্রহ্মন্ হে সাক্ষাদ্বেদমূর্ত্তে প্রতীপাচরণেন বেদাতিক্রমাৎ ভবাদৃশবিপ্রকুলাতিক্রমোঽপি স্যাৎ। তচ্চ ব্রহ্মণ্যদেবস্য তস্যাযুক্তমেবেতি ভাবঃ। যদ্বা। নন্বু তৎ কারণং কথং ময়া জ্ঞাতুং শক্যমীশ্বরচেষ্টিতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। হে সর্ব্ববেদাত্মকসর্ব্বজ্ঞত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা। প্রতীপমাচরদিতি অধর্ম্মমুক্তবান্ কৃতবান্ অভিরক্ষিতবাংশ্চেত্যর্থঃ। তত্রোক্তিঃ ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতমিত্যাদিনা রহোঽপি পরদারান্ ভজে ইত্যনুবাদাৎ কৃতিঃ সাক্ষাদেব রমণাৎ অভিরক্ষা পুনঃ পুনরাচরণাৎ তেন লোকে প্রবৃত্তিসম্ভবাচ্চেতি স্বয়মধর্ম্মকর্ত্তৃভ্যোঽপি তস্য মহানেব দোষবন্ধ আয়াতঃ। যদ্বা। ধর্ম্মং প্রকর্ষেণ নাশিতবান্ অধর্ম্মঞ্চ সম্যক্ স্থাপিতবানিতি শ্লেষেণ স্বয়ং সিদ্ধান্তমপ্যাহ সংস্থাপনায়েতি ধর্ম্মস্য স্থাপনং নাম সামান্যতঃ সংস্থাপনন্তু তত্রৈব শুদ্ধভক্তিযোগস্য সর্ব্বাতিক্রমিতয়া স্থাপনাৎ। স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যু রেতয়োরেব কিঙ্করা ইতি পাদ্মাদিশাস্ত্রেভ্যঃ। তদবতারস্য তন্মুখ্যপ্রয়োজনত্বঞ্চোক্তং প্রথমে শ্রীকুন্তীদেব্যা। ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয় ইতি। ভক্তিযোগবিধানার্থমবতীর্ণং ত্বামিতি টীকা চ। তদ্ধি তত্র বিনাপ্যুপদেশং তৎপ্রভাবেনৈব ভবতি। তথেতরস্য তদ্বিরুদ্ধস্য চ স্বত এব নাশো ভবতীতি। তথাভূতোঽসৌ পরদারাভিমর্ষণরূপং প্রতীপং কথমাচরৎ অপি তু নৈবাচরদিতি। কৃতো ধর্ম্মসেতূনাং সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ভূতানাং ভক্তিযোগভেদানাং বক্তৃত্বাদিহেতোরিত্যর্থঃ। অতো নিজাবতারমুখ্যপ্রয়োজনভক্তিবিশেষফলপ্রেমবিশেষবিস্তারণার্থং তাসাং পতিসেবাদিধর্ম্মত্যাজনেন অন্যধর্ম্মাস্থনাদরোযুক্ত এবেতি ভাবঃ। সচ তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ইত্যাদি বচনাৎ সাধনদশায়ামপি যুক্তঃ কিমুত তাসামিতি। যদ্বা। স ভগবান্ জগদীশ্বরশ্চেত্যেব বা প্রতীপত্বে হেতুঃ সর্ব্বাংশিত্বাদন্তর্যামিত্বাচ্চেত্যর্থঃ। যদ্বা। পরমস্বশক্তিরূপা যে দারাঃ স্বীয়রমণ্যস্তদভিমর্ষণমপি কথং প্রতীপমাচরৎ অপি তু নৈবেত্যর্থঃ। যতোভবদ্ভিরেবোক্তং কৃষ্ণবধ্ব ইতি ॥ ২৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব বর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলাকথায় যে পরম বিশুদ্ধ প্রেমভাবের স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব ভক্তিরসসেবি ভাবুকের চিত্তমুকুরে প্রতিভাত হয়, তাহা পূর্ব্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বহুস্থলে আলোচিত হইয়াছে। প্রাকৃত জগতের কামগন্ধময় রতিকথার সম্পর্ক ইহাতে বিন্দুমাত্র নাই। কিন্তু বহির্মুখ জনগণের চিত্তমুকুর নিত্যই মলীমসপূর্ণ—তাই অকৃত্রিম প্রেমভাবের স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব তাহাতে ধরা পড়ে না। বিষয়ামোদনিরত বহির্মুখ মনুষ্যচিত্ত প্রায়ই সংশয় সমাকুল—অতএব সেই বহির্মুখ জনগণের সংশয় প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করিয়া জগৎকে বুঝাইবার জন্য শ্রীমন্মহারাজ পরীক্ষিৎ বর্ত্তমান শ্লোকে এক প্রশ্ন উথাপন করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অবশ্যই অবগত আছেন এবং নির্ব্বিণ্নহৃদয় মুমূর্ষু পরীক্ষিৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাকথা শ্রবণে যে অশেষ আনন্দলাভ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি সকলের মনোগত ভাব অবগত আছেন বলিয়াই তিনি পরীক্ষিৎ—"পরি সর্ব্বতোভাবেন ঈক্ষতে সর্ব্বেষাং ভাবং জানাতীতি পরীক্ষিৎ" (বৈষ্ণবতোষণীটীকা)—অতএব সেই পরীক্ষিৎ নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার গঙ্গাতীর সভায় সমবেত অগণিত শ্রোতৃমণ্ডলের মধ্যে যাঁহারা, তার্কিক বিষয়ী বা সংশয়ী ছিলেন, তাঁহাদের অন্তর্মনের সংশয়ের প্রতিধ্বনি করিয়াই তিনি এইরূপ প্রশ্ন উথাপন করিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় কাহারও প্রবেশের অনধিকার ছিল না এবং এই নিমিত্ত সেই সভায় অগণিত ব্রহ্মর্ষি, কর্ম্মী, জ্ঞানী, বিষয়ী, তার্কিক, মীমাংসক প্রভৃতি সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমধিক ঔৎসুক্যের সহিত এত অধিক-সংখ্যক শ্রোতৃবৃন্দ সমবেত হইয়াছিলেন, তাহার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি এবং অনেকেই জানিতেন যে মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন অভিমন্যুপত্নী উত্তরার গর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দ্রোণাচার্য্যপুত্র অশ্বত্থমা সেই গর্ভ বিনষ্ট করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রেরণ করেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গুষ্ঠমূর্ত্তিতে গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষিৎকে রক্ষা করেন। কিন্তু সেই শ্রীভগবানের রক্ষিত ধন পরীক্ষিতের প্রতি পিতৃ-অবমাননার ফলে শমীকঋষিনন্দন সপ্তম দিবসে তাঁহার তক্ষকদংশনে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়াছেন। যাঁহাকে রক্ষার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণরক্ষিত ধনের প্রতি আজ নিদারুণ ব্রহ্মশাপ! এবার বুঝি শ্রীভগবান্ স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবেন—আমরাও উক্ত সভায় বিদ্যমান থাকিয়া শ্রীভগবানের আবির্ভাবে তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইব—সম্ভবতঃ এই আশায় অগণিত ব্যক্তিবর্গ সেই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন।

সেই গঙ্গাতীরসভায় পরমহংসশিরোমণি পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেব শ্রীভগবৎপ্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয়তুল্য পঞ্চাধ্যায়ে শ্রীভগবানের পরমতম রসের খেলা শ্রীশ্রীরাসলীলা বর্ণনা করিলেন। উহা শ্রবণ করিয়া ভক্তিরসামোদী ভাবুক ভক্তগণ সকলেই পরমানন্দসিন্ধুতে ভাসমান হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত সভায় উপস্থিত তর্কপরায়ণ মীমাংসকগণ ও শুষ্ক জ্ঞানযোগ-পরিশীলিত ভক্তগণের মনে বহুতর সংশয় প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে জ্ঞানগুরু শ্রীশুকদেব ব্রহ্মকথা পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত নায়কনায়িকাবৃন্দের শৃঙ্গারলীলাকথা বলিতেছেন কেন? শ্রীভগবান্ ধর্ম্মের রক্ষয়িতা কিন্তু তাঁহার একি বিসদৃশ আচরণ? কেন সেই ধর্ম্মসংস্থাপক শ্রীভগবান্ শৃঙ্গাররসনায়ক সাজিয়া পরবধূগণের সহিত লীলাবিলাস করিতেছেন—তাঁহাদের অন্তর্মনের সমুত্থিত এই সংশয় বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসাচ্ছলে পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট বক্ষমান প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন।

অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান্, ধর্ম্মসংস্থাপন এবং অধর্ম্মের প্রশমন করিবার নিমিত্তই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকেও পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪।৮)

—'(হে অর্জ্জুন!) সজ্জনজনগণের রক্ষার নিমিত্ত এবং দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।'

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সাধুজন যখন ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে আহ্বান করেন, তখন অপারকরুণাম্বুধি ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া নিজ ভক্তগণের ব্যাকুলতারূপ সন্তাপ দূর করিবার জন্য শ্রীমূর্ত্তির দর্শন দিয়া থাকেন। ভক্তদ্বেষী অসুরভাবাপন্ন জনগণের উৎপীড়নে যখন পৃথিবী উৎপীড়িত হয়, তখন সেই দুষ্কৃতকারী রাবণ বা কংস কেশী প্রভৃতির বিনাশের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন। ভক্তগণের পরিত্রাণ ও ভক্তদ্বেষী জনগণের বিনাশ সাধন করেন বলিয়া শ্রীভগবানের আচরণে হয় ত কেহ পক্ষপাত দোষের সম্ভাবনা করিতে পারেন। কিন্তু তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহাতে পক্ষপাত আদৌ নাই, বরং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করুণাই ইহাতে প্রকাশ পায়। কারণ তিনি ভক্ত ও ভক্তদ্বেষী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে পরমাগতি দান করেন, এবং এই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'হতারি-গতিদায়ক' বলিয়া নিরূপিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলার ইহাই অধিকতর বৈশিষ্ট্য যে এই লীলায় শ্রীভগবান্ অসুরগণকে মুক্তি প্রদান করিয়া হতারিগতিদায়ক স্বভাবের সুপ্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চবিধ অদ্ভুত গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ। অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ॥
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ। (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধঃ)

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে সকল-কল্যাণ-গুণনিলয় শ্রীভগবান্ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তমান সজ্জনগণের রক্ষণ ও প্রতিকূলাচারী দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন এবং ধর্ম্মের সম্যক্ সংস্থাপন করিয়া বিশ্বজগতের কল্যাণ ও শ্রেয়ঃ সম্পদ্ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই ধর্ম্মমর্য্যাদার উপদেষ্টা, স্বয়ং সেই ধর্ম্মমর্য্যাদা পালনে উহার কর্ত্তাস্বরূপ ও তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদার অভিরক্ষিতা বা পালক। তবে কেন তিনি রাসলীলাপ্রসঙ্গে পরদারাভিমর্ষণরূপ প্রতিকূল ও অধর্ম্ম্য আচরণ জগতে দেখাইলেন? ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাস্থাপনই যাঁহার ধর্ম্ম, তিনি অধর্ম্মের সেবা করিয়া আপন স্বভাবের বিরোধিতা করিয়াছেন ইহা কিরূপে সম্ভব? প্রভাত সূর্য্য একই নিয়মে প্রতিদিন পূর্ব্বদিঙ্মণ্ডল অরুণরাগে উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হন এবং যথানিয়মে দিবা শেষে পশ্চিমগগনে অস্তাচলের শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি যদি সহসা তাঁহার এই চিরাচরিত সনাতন প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া পশ্চিম গগনে উদিত হন, তাহা হইলে যেরূপ প্রশ্ন উঠে যে, কিরূপে এই আপন স্বভাবের ব্যাভিচার সম্ভব, সেইরূপ ধর্ম্মসংস্থাপক ও অধর্ম্মপ্রতিরোধক শ্রীভগবান্‌কে পরবধূসংসর্গরূপ অধর্ম্মাচরণে ব্রতী দেখিয়া অনুরূপ প্রশ্নের কথা জাগিয়া উঠে। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিলেন—'হে ব্রহ্মন্! হে দেবমূর্ত্তিস্বরূপ! স্বয়ং ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলাপ্রসঙ্গে কেন এইরূপ পরদারাভিমর্ষণরূপ ধর্ম্মপ্রতিকূল অধর্ম্মের পরিচয় দিলেন?

সত্য বটে রাসলীলাকথার প্রস্তাবনা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাপর পরদারসঙ্গের বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। কারণ বৃন্দাবনের মেঘনির্ম্মুক্ত শারদাকাশে যখন পূর্ণ শশধর তাহার শুচিশুভ্রকিরণচ্ছটায় বৃন্দাবনের গোষ্ঠ-প্রান্তর বনভূমি যমুনাবক্ষঃ ও সৈকততট উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল; ফুল্ল মল্লিকা, মালতী, যূথী, কুন্দ, কহ্লার প্রভৃতি প্রসূনরাজি বর্ণ, গন্ধ এবং বিবিধরূপসজ্জায় ও শোভাসম্পদে বৃন্দাবনের কুঞ্জবীথি মণ্ডিত করিল—তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসরতি বাসনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রসিকেশ্বর মূর্ত্তিতে তাঁহার আকর্ষণী মুরলীতে অব্যক্ত মধুর সুরযোজনা করিলেন। তাঁহার ওষ্ঠচুম্বিত মুরলীর অব্যক্তমধুর কলতানে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রবাহমুখে ব্রজগোপীগণের ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, লজ্জা, ভয় ও কুল শীল প্রভৃতি তৃণসম কোথায় ভাসিয়া গেল। অবিচলকুল কুলবধূ হইয়াও তাঁহারা সেই আকর্ষণী বংশীধ্বনির আকর্ষণে আত্মীয় স্বজন, ইহলোক পরলোক সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া ঘরের বাহির হইলেন।

ব্রজগোপীগণ সেই বংশীনাদে সমাকৃষ্ট হইয়া সব ভুলিয়া সব চাওয়া পাওয়া পিছনে ফেলিয়া রাসবিহারী শ্রীগোবিন্দের চরণপ্রান্তে আকুল আগ্রহে ছুটিয়া আসিলেন; এমন কি "শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিৎ" পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের প্রতিরোধ তুচ্ছ করিয়া সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিমুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহারা শ্রীগোবিন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২০।৭)

লোকাচার ও শাস্ত্রবিধি অনুসারে কুলস্ত্রীবৃন্দের জারভাবময় পরপুরুষসঙ্গ যে শাস্ত্রবিগর্হিত ও পরমনিন্দিত—

"ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২৯।২২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং "জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ"—এই সকল শাস্ত্রবাক্য উপেক্ষা করিয়া অচ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আত্মীয় স্বজন এবং আর্য্যানুশীলিত ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া ব্রজস্ত্রীগণ যমুনাপুলিনে সমাগত হইয়া শ্রীগোবিন্দের সহিত যে রাসলীলাবিলাস করিয়াছিলেন, তাহাতে পরদারাভিমর্ষণরূপ অধর্ম্মাচরণের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পরদারাভিমর্ষণ কেবলমাত্র অধর্ম্ম বা পাতক নহে—পরস্ত্রীপ্রসঙ্গরূপ মহাসাহসরূপ অপরাধের মধ্যেও ইহা পরিগণিত। কিন্তু যিনি ব্রহ্মণ্যদেব—সাক্ষাৎ ধর্ম্মের প্রতিপালক, তিনি কেমন করিয়া বেদ ও শাস্ত্রবিগর্হিত অধর্ম্মাচরণে ব্রতী হইলেন? অবিশ্বাসী বহির্মুখ জনগণের এ সংশয় দূর করিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণস্বরূপতত্ত্বজ্ঞ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবই সমর্থ। অতএব ইহার তাৎপর্য্য ও গূঢ় অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিলেন—হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অধর্ম্মাচারণের নিগূঢ় অর্থ আমাদের সকলের নিকট সুস্পষ্ট ভাবে বিবৃত করুন।

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যাখ্যাতৃসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্য ব্রজ-গোপীগণের স্বকীয়ারতিমূলক প্রেমভাবের তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা পদ্ধতির সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে বর্ত্তমান শ্লোক সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করা প্রয়োজন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় আপাততঃ প্রতীয়মান পরদারাভিমর্ষণ শঙ্কা উত্থাপন করিয়া আবার শ্লেষমুখে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বনে এই শ্লোকে সেই অধর্ম্ম সন্দেহ নিরাস করিয়া স্বকীয়াত্ব যুক্তি দেখাইয়া ধর্ম্মসিদ্ধান্তই স্থাপিত করিয়াছেন। অধর্ম্মের আশঙ্কা উল্লেখে বৈষ্ণবতোষণীকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

যদ্বা প্রতীপমাচরদিতি অধর্ম্মমুক্তবান্ কৃতবান্ অভিরক্ষিতবাংশ্চেত্যর্থঃ। তত্রোক্তিঃ 'ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতম্' ইত্যাদিনা রহোঽপি পরদারান্ ভজে ইত্যনুবাদাৎ। কৃতিঃ সাক্ষাদেব রমণাৎ। অভিরক্ষ্য পুনঃ পুনরাচরণাৎ তেন লোকে প্রবৃত্তিসম্ভবাচ্চেতি স্বয়মধর্ম্মকর্ত্তৃভ্যোঽপি তস্য মহানেব দোষবন্ধ আয়াতঃ যদ্বা ধর্ম্মং প্রকর্ষেণ নাশিতবান্ অধর্ম্মঞ্চ সম্যক্ স্থাপিতবানিতি।

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিকূল আচরণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা হইয়াও কি প্রকারে অধর্ম্মের কথা বলিলেন, অধর্ম্ম্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং অধর্ম্মকে পালন করিলেন। তিনি যে অধর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই যে রাসলীলার পূর্ব্বে অন্তর্দ্ধানের পর দেখা দিয়া ব্রজগোপী গণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—আমি পরোক্ষভাবে তোমাদের প্রেমসংলাপ শুনিবার জন্যই তিরোহিত হইয়াছিলাম—এই বাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে, আমি লুক্কায়িত হইয়াও পরবধূগণের ভজনা করিয়া থাকি, এবং ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অধর্ম্মবক্তৃতত্ত্বই প্রকাশ পায়। আবার তিনি প্রত্যক্ষ ভাবেও তাঁহাদের সহিত রমণ-বিহার করিয়াছেন—উহাতে অধর্ম্ম আচরণের কর্ত্তৃত্বও জ্ঞাপিত হইয়াছে। এবং পুনঃ পুনঃ সেই রমণবিহার করায় তদ্দৃষ্টান্তে লোক সমাজে অধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে বলিয়া অধর্ম্মাচরণের প্রতি-পালকত্বও তাহাতে দৃষ্ট হয়। অধর্ম্মানুষ্ঠানকারী জনগণ অপেক্ষা অধর্ম্মের প্রতিপালক জন যে অধিকতর দূষণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই—এবং এই নিমিত্ত পরদারাভিমর্ষণপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মহত্তম দোষ প্রকাশ পাইয়াছে। সত্যই তিনি ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং অধর্ম্মকেই স্থাপিত করিয়াছেন।

প্রথমে এইরূপ সন্দেহপক্ষ উত্থাপন করিয়া পরে শ্লেষ ব্যাখ্যায় উহা নিরাস করিয়া তোষণীকার স্বকীয়তা স্থাপনে পরীক্ষিতের উক্তি হইতেই সিদ্ধান্ত দেখাইতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লেষেণ স্বয়ং সিদ্ধান্তমাহ সংস্থাপনায়েতি। ধর্ম্মস্য স্থাপনং নাম সামান্যতঃ। সংস্থাপনন্তু তত্রৈব শুদ্ধভক্তি-যোগস্য সর্ব্বাতিক্রমিতয়া স্থাপনাৎ। স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুবিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধা স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ইতি পাদ্মাদিশাস্ত্রেভ্যঃ। তদবতারস্য তন্মুখ্যপ্রয়োজনঞ্চোক্তং প্রথমে শ্রীকুন্তীদেব্যা "ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয়ঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১।৮।২০) ইতি। ভক্তিযোগবিধানার্থমবতীর্ণং ত্বামিতি টীকা চ। তদ্ধি তস্য বিনাপ্যুপদেশং তৎপ্রভাবেনৈব ভবতি। তথেতরস্য তদ্বিরুদ্ধস্য চ স্বত এব নাশো ভবতীতি স তথাভূতোঽসৌ পরদারাভিমর্ষণরূপং প্রতীপং কথমাচরৎ? অপি তু নৈবাচরদিতি। কুতো ধর্ম্মসেতূনাং সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ভূতানাং ভক্তিযোগভেদানাং বক্তৃত্বাদিহেতোরিত্যর্থঃ। অতো নিজাবতারমুখ্যপ্রয়োজনভক্তিবিশেষফলপ্রেমবিশেষবিস্তারণাদ্যর্থং তাসাং পতিসেবাদি ধর্ম্মত্যজনেন অন্যধর্ম্মানাদরোযুক্ত এবেতি ভাবঃ। স চ 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত' (শ্রীমদ্ভা-গবতম্ ১১।২০।৯) ইত্যাদি বচনাৎ সাধনদশায়ামপি যুক্তঃ কিমুত তাসামিতি।..... যদ্বা পরে পরমশক্তিরূপা যে দারাঃ স্বীয়রমণ্যস্তদাভিমর্ষণমপি কথং প্রতীপমাচরৎ অপি তু নৈবেত্যর্থঃ। যতো ভবদ্ভিরেবোক্তং 'কৃষ্ণবধ্বঃ' (শ্রীভাগবতম্ ১০।৩৩।৭) ইতি॥ (বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

—অর্থাৎ রাসলীলার অদোষদর্শী মহারাজ পরীক্ষিৎ স্বয়ং শ্লেষমুখে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন:—ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অধর্ম্মনাশের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ অংশস্বরূপ শ্রীবলদেবের সহিত অবতীর্থ হইয়াছেন—এই বচনে 'ধর্ম্মের সংস্থাপন' বলা হইয়াছে। ধর্ম্মের স্থাপন সাধারণ কথা—কিন্তু ধর্ম্মের সংস্থাপন বলিতে বিশেষ রূপ ধর্ম্মের সম্যক্ স্থাপন বুঝিতে হইবে। অতএব সংস্থাপন বলিতে শুদ্ধ ভক্তিযোগকে সর্ব্বাতিশায়িরূপে স্থাপন করা—এবং ইহা পদ্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে জানা যায়। পদ্মপুরাণের বচন যথা—সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। কখনও তাঁহাকে বিস্মরণ করা উচিত নহে। শাস্ত্রে যত বিধি ও নিষেধ আছে—সমস্তই এই দুই বিধি নিষেধের অধীন। (শাস্ত্রে যতপ্রকার বিধি বচন দৃষ্ট হয়, সকলেরই মূল হইল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কর্ত্তব্য, এবং যতপ্রকার নিষেধ বচন দৃষ্ট হয়—তাহার সকলের সারকথা হইল শ্রীবিষ্ণুর অস্মরণ অকর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিধির তাৎপর্য্য হইল শ্রীকৃষ্ণস্মরণকে জাগ্রত করা বা জাগ্রত স্মরণকে উদ্‌যাপিত করা। যে বিধিতে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ সূচিত না করে—উহা বিধিই নহে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও বলিয়াছেন—"মনের স্মরণ প্রাণ"। শ্রীভগবৎস্মরণই প্রাণের পরিচয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিশক্তিহীন হইয়া শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের পালন করিলে প্রাণহীন দেহে অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় উহা নিরর্থক হইয়া থাকে)। অতএব শ্রীকৃষ্ণস্মরণমূলা বিশুদ্ধা ভক্তি সংস্থাপনের নিমিত্তই শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন—এবং উহাই যে শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মুখ্য প্রয়োজন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে কুন্তীদেবী স্পষ্টই বলিয়াছেন—("পরমহংস-গণেরও আত্মারাম মুনিগণেরও) ভক্তিযোগ বিধান করিবার জন্য (হে কৃষ্ণ!) তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। আমি স্ত্রীলোক হইয়া তোমার সেই অচিন্ত্য স্বরূপের কি তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারি?" শ্রীধরটীকাতেও ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—'ভক্তিযোগ বিধানের নিমিত্ত তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ।' শ্রীভগবানের উপদেশ ব্যতীতও তাঁহার প্রভাব বশতঃ সেই ভক্তিযোগ বিধান নিষ্পন্ন হয় এবং আপনা হইতেই সেই ভক্তিযোগের যে বিরোধী ধর্ম্ম উহা সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব দেখা গেল—শ্রীভগবান্ ভক্তিযোগ বিধায়করূপ পরমতম গুণসম্পদে বিভূষিত। অতএব যিনি এই প্রকার গুণসম্পন্ন তিনি পরদারাভিমর্ষণরূপ প্রতিকূল আচরণ কেন করিবেন? অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তিনি পরদারাভিমর্ষণরূপ প্রতিকূল আচরণ করেন নাই। কারণ সকল ধর্ম্মের আশ্রয়ভূত ভক্তিযোগরূপ পরম ধর্ম্মের তিনি বক্তা, কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিজাবতারের মুখ্য প্রয়োজন হইতেছে ভক্তি বিশেষের ফল স্বরূপ যে প্রেমবিশেষ তাহার বিস্তৃতি সাধন। অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমপ্রেমবতী ব্রজগোপীগণ যে পতিসেবারূপ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন তাহা সঙ্গতই হইয়াছে—কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে অন্য ধর্ম্মের আদর নাই। এমন কি সাধনদশাতে সাধকগণের পক্ষেও যখন উহা সঙ্গত—সিদ্ধাবস্থা-প্রাপ্তা শ্রীব্রজসুন্দরীগণের পক্ষে আর এ বিষয়ে কি বলিবার আছে? শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন—'সেই পর্য্যন্তই কর্ম্ম বা অন্য ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিবে—(যে পর্য্যন্ত নির্বেদ অবস্থা না জন্মে বা আমার প্রতি শ্রদ্ধা উদিত না হয়)।'....অথবা (অন্য প্রকার ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন)—পরদার বলিতে পরা অর্থাৎ পরম শক্তিরূপা যে দারা অর্থাৎ স্বীয় রমণীগণ। অতএব স্বকীয়া রমণীগণের যে অভিমর্ষণ তাহাতে ধর্ম্মের প্রতিকূল আচরণ কি করিয়া করা হইল? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ উহাতে অধর্ম্মাচরণ করেন নাই। যে হেতু ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৩।৮ শ্লোকে ব্রজসুন্দরীগণকে 'কৃষ্ণবধূ' বলিয়া নিরূপিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মসংহিতা বচনেও শ্রীগোপাঙ্গনাগণকে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের শক্তিরূপা ও কান্তা বলিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। বচনটি এইরূপ ঃ—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৭)

অর্থাৎ—আনন্দচিন্ময়রসস্বরূপ যে প্রেম, তাহাতে যাঁহারা প্রতিভাবিত, সেই নিজশক্তিবৃন্দ সহ যিনি প্রপঞ্চাতীত গোলোকধামে নিত্যবিলাস করিয়া থাকেন সেই নিখিলাত্মার আত্মা আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যাহা হউক, উপরিলিখিত শ্লেষব্যাখ্যার তাৎপর্য্য, বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয়, ব্রজগোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা, অতএব তাঁহাতে পরদারাভিমর্ষণরূপ ধর্ম্মের প্রতিকূল আচরণ সম্ভব নহে। ভক্ত ও ব্যাখ্যাতৃসম্প্রদায় নিজ নিজ ভাবের অনুরূপ—কেহ ব্রজগোপীগণকে স্বকীয়া কেহ বা পরকীয়া কান্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাতে অবশ্য আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলার যে বিবরণ দৃষ্ট হয় এবং পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব পূর্ব্বাপর যে শ্লোকবচন-গুলিতে সেই বিবরণ পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহার আক্ষরিক বা অর্থগত সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি দিলে ব্রজগোপীগণের পরকীয়া রতিভাবে সন্দেহ করিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান শ্লোকের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব এমন কোন কথা বলেন নাই যাহাতে মনে করিতে পারা যায় যে পরকীয়া প্রতীতি প্রতীতিমাত্র—এবং বস্তুতঃ ব্রজসুন্দরীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা। পক্ষান্তরে শ্রীশুকদেব ধর্ম্মব্যতিক্রম সম্ভাবনা মানিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মতা, তেজীয়ত্ব ও ভগবত্তা প্রভৃতি হেতু প্রদর্শন করিয়া পরদারাভিমর্ষণ দোষ খণ্ডন করিয়াছেন। এমন কি শ্লেষার্থ সম্ভাবিত স্বকীয়াত্বপক্ষের যে যুক্তি বর্ত্তমান শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় দৃষ্ট হইতেছে— বৈষ্ণবতোষণীকার নিজেই "ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্টঃ" (১০।৩৩।৩৯) এই পরবর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যায় উহা পরিহারের যুক্তি দেখাইয়াছেন।

বরং শ্রীব্রজললনাগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জারভাবময় প্রেমের বিলাসে যে পরম উৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার বহু উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতেই আছে। শ্রীরাসলীলার প্রথমেই ১০।২৯।১১ শ্লোকে স্পষ্ট বিবরণ দৃষ্ট হয়— "জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ"। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণবল্লভ বলিয়া জানিতেন—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মজ্ঞানে ভজনা করিতেন না। তাই পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিয়াছিলেন "কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে" (১০।২৯।১২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মজ্ঞানে অন্তর্মনে সাক্ষাৎ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন, জ্ঞানিগণ যাঁহাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে ধারণা করিয়া সাযুজ্য লাভ করেন, ভক্তগণ যাঁহাকে সকলগুণাকর ভগবান্ বলিয়া উপাসনা করিয়া সালোক্য লাভে সেবাসুখের অধিকারী হন, ব্রজসুন্দরীগণ যাঁহাকে জারভাবময় প্রেমে উপপতিরূপে সেবা করিয়া পরম কৃতার্থতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন—তাঁহাকে তাঁহারা যে জারবুদ্ধিতে মিলিত হইয়াই কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। স্বয়ং শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর বলিয়াছিলেন—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃসিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥

(শ্রীভাগবতম্ ১০।২৯।১৪)

—'একথা আমি পূর্ব্বেই (সপ্তম স্কন্ধে) তোমাকে বলিয়াছি যে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ করিয়াও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে জারভাবময় প্রেমে ভালবাসিয়া গুণময় দেহ হইতে মুক্ত হইবেন তাহাতে আর বলিবার কি আছে?'।

ব্রজরমণীগণের ঔপপত্যভাবেই রসের বৈচিত্রী প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীগোপাঙ্গনাগণের শ্রীগোপীজীবন-বল্লভের সহিত যে জারভাবময় সম্বন্ধ উহাই তো গোপাঙ্গনাপ্রেমকে জগতে অতুলনীয় করিয়া রাখিয়াছে। ইহলোক পরলোক প্রভৃতি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া ব্রজগোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অগাধ নির্ভর প্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন—জারভাবময় প্রেমেই উহা সম্ভব। এই জন্যই রসশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ঔপপত্যময় প্রেমকে সর্ব্বোর্দ্ধস্থায়ী বলা হইয়াছে। "অত্রৈব শৃঙ্গারস্য পরমোৎকর্ষঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।" (উজ্জ্বলনীলমণিঃ) সর্ব্ববিস্মারণী সেই পঞ্চমপুরুষার্থরূপা প্রেমভক্তিকেই সারসর্ব্বস্ব মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন—

গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই। ছাড়ে ছাড়ুক নিজ পতি আপদ এড়াই॥
বলে বলুক পাড়ার লোক তাহে নাহি ডর। না বলুক না ডাকুক তারা না যাব তাদের ঘর॥
ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই। মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই॥
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে। কানু গুণ যশঃ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু অনুরাগে রাঙ্গা বসন পরিয়া। দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
যদুনাথ দাস কহে এই মনে সাধ। হয় হউক জগ ভরি কালা পরিবাদ॥

(যদুনাথ দাস)

বৈকুণ্ঠলক্ষ্মী ও রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ পত্নীরূপে মধুর রতিময় বিলাসবিহারাদির দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সেই সেবা শাস্ত্রধর্ম্মানুমোদিত ভাবে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সর্ব্বত্যাগিনী ব্রজগোপী-গণের জারভাবময় প্রেমে বেদধর্ম্ম কুলধর্ম্ম প্রভৃতি মর্য্যাদাবুদ্ধির প্রতি কোন দৃষ্টি নাই। সে সকল উপেক্ষা করিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রেমসেবার তুলনা নাই। সেই জারভাবময় তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ প্রেমানুরাগের মাহাত্ম্য খ্যাপনে পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন—

রাগোল্লাসবিলঙ্ঘিতার্য্যপদবী-বিশ্রান্তয়োঽপ্যুদ্ধুর-শ্রদ্ধাবজ্যদরুন্ধতীমুখসতীবৃন্দেন বন্দ্যো হি তাঃ।
আরণ্যা অপি মাধুরীপরিমলব্যক্ষিপ্তলক্ষ্মাশ্রিয়স্তাস্ত্রৈলোক্যবিলক্ষণা দদতু বঃ কৃষ্ণস্য সখ্যঃ সুখম্॥

(উজ্জ্বলনীলমণিধৃতশ্লোকঃ)

—'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবশতঃ ব্রজরমণীগণ সকল আর্য্যধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তথাপি অরুন্ধতী প্রমুখ সতীবৃন্দ পরমশ্রদ্ধাভরে তাঁহাদের অভিসারাদি লীলার কতই না প্রশংসা করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা বনচরী হইলেও তাঁহাদের মাধুর্য্যপরিমলের শোভায় স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর শ্রীও ম্লান হইয়া যায়। ত্রিভুবনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেই সকল কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ তোমাদের হর্ষ বিধান করুন।'

ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাদের ঔপপত্যময় পরমপ্রেমে যে প্রকার কৃপালাভ করিয়াছিলেন, সাধ্বীশিরোমণি শ্রীলক্ষ্মী দেবীও উহা লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে এই তত্ত্ব ঘোষণার উল্লেখ আছে—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ, স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীণাম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৭।৬০)

—'স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার উৎসবে ব্রজগোপীবৃন্দের কণ্ঠদেশ ভুজবন্ধনে বেষ্টিত করিয়া তাঁহাদের মনোরথপূরণে যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন সেরূপ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলবিহারিণী নিত্যানুরতা গোলোকলক্ষ্মী-গণও লাভ করেন নাই। পদ্মগন্ধি ও পদ্মকান্তি স্বর্গাঙ্গনাগণও সেরূপ অনুগ্রহ পান নাই। অতএব অন্যান্য রমণীগণের কথা আর কি বলিব?'

সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা ভক্ত উদ্ধব মহাশয়ও পরমপ্রেমবতী শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের জারভাবময় প্রেম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া সেই প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের পদধূলি কণিকালাভের নিমিত্ত আকুল প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৭।৬১)

—'আহা! যে ব্রজবনিতাগণ দুস্তজ পতি পিতা প্রভৃতি স্বজনগণ পরিত্যাগ করিয়া ও বেদানুমোদিত আর্য্যপথ পাতিব্রত্যাদি বর্জ্জন করিয়া সকল বেদমার্গের অন্বেষণীয় শ্রীভগবানের পরম পদ আশ্রয় করিয়াছিলেন—আমি যেন সেই ব্রজললনাগণের চরণধূলিকণাস্পৃষ্ট গুল্মলতাদির মধ্যে জন্মলাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে পারি।'

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক এই পরমপ্রেমের বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বলা হইয়াছে—

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ। কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র প্রেমের সম্বন্ধ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ১।৪

শ্রীভগবানও জারভাবময় প্রেমভাবের অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করিয়া নিজমুখে ঘোষণা পত্র দিয়াছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩২।২২)

—'অয়ি প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ! তোমরা যে অচ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অনাবিল প্রেমে আমার সহিত মিলিত হইয়াছ—আমি যদি ব্রহ্মার পরমায়ু লাভ করিয়াও তোমাদের অধীন থাকি তথাপি তোমাদের সেই পরম প্রেমের অপরিশোধ্য ঋণের নিষ্কৃতি হইবে না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজগোপীগণের জারভাবময় বিচিত্র প্রেমের নিকট শ্রীভগবানের নিজমুখোচ্চারিত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (গীতা ৪।১) এই প্রতিজ্ঞাবাণীও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ১।৪।১৫১৫)

পূজ্যপাদ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার প্রণীত ভক্তিরসশাস্ত্র উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে বলিয়াছেন—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণী॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

'পূর্ব্বাচার্য্যগণ জারভাবময় সম্বন্ধকে যে নিকৃষ্ট স্থান দিয়াছেন উহা প্রাকৃত জগতের নায়কনায়িকা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যলীলায় দোষ হইতে পারে না; কারণ, তিনি কেবলমাত্র রসনির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই নিজস্বরূপশক্তি হ্লাদিনী-ঘনমূর্ত্তি ব্রজগোপীগণকে পরবধূভাবে ভাবিত করিয়া লীলা করিয়াছিলেন এবং সেই নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন'।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা ব্যতীত অন্য কোন লীলায় জারভাবময় প্রেমের বিলাসে রস আস্বাদন করেন নাই—আবার ব্রজগোপী ব্যতীত অন্য কোনও প্রেয়সীগণের জারভাবময় প্রেম-বিলাসের কথাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণমূর্ত্তির প্রেয়সী লক্ষ্মী, শ্রীরামচন্দ্রমূর্ত্তির প্রেয়সী সীতা, শ্রীশঙ্করমূর্ত্তির প্রেয়সী দুর্গা, এবং দ্বারকালীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীবর্গ। এই মহিষীবর্গের প্রেম দাম্পত্যভাবময়; কিন্তু ব্রজলীলায় যখন নবনটবর মূর্ত্তিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য প্রকাশ করেন, তখন প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত জারভাবময় প্রেমের বিলাস দেখা যায়। ব্রজলীলায় শ্রীভগবান্ প্রেমবশ্যতাময়ীলীলার বিলাস দেখান এবং সর্ব্বস্বপণ পরকীয়া প্রেমেই শ্রীভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বশীভূত হন।

অবশ্য তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায়—শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজপ্রেয়সীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নহেন। লীলারস আস্বাদনের নিমিত্তই এক হইয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন ও নিজ শক্তিরূপা শ্রীরাধিকাদি সহ লীলাবিলাস করিয়াছেন।

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি অগ্নিজ্বালাচয় নাহি কোন ভেদ॥
তৈছে রাধাকৃষ্ণ দুঁহে একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।৮৪-৫)

সর্ব্বনিয়ন্তা নিখিলব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ব্রজরমণীগণ জারভাবে ভাবিত হইয়া ব্রজলীলাবিলাস করিয়াছিলেন। যাঁহার ইচ্ছায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির শৃঙ্খলা এবং সুবিধান হইয়া থাকে, তাঁহার ইচ্ছায় অবশ্য দাম্পত্যভাবময় প্রেমবিলাসের বাধা হইত না। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীবর্গকে এবং সাধনসিদ্ধা গোপীবৃন্দকে দাম্পত্যপ্রেমে ভাবিত না করিয়া জারভাবে ভাবিত করিয়া লীলারস আস্বাদন করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে—দাম্পত্যভাবময় প্রেম অপেক্ষা জারভাবময় প্রেমের এমন কোন বিশেষত্ব আছে যে, তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত স্বতন্ত্রেচ্ছাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত লালায়িত হইয়াছিলেন এবং সেই ব্রজাঙ্গনাবৃন্দের সহিত রাসাদি লীলাবিলাস করিয়া মধুরতম রসনির্য্যাস আস্বাদন করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মসংহিতার বচনে জানা যায় যে, অখিলাত্মা আদিপুরুষ শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চাতীত গোলোকধামে প্রেমরস-বিভাবিতহৃদয়া নিজ শক্তিবর্গের সহিত নিত্যলীলাবিলাস করেন। অনেকের মতে সেখানে পরকীয়া ভাব নাই, সেখানে লীলার আদি বা আরম্ভও নাই—সেখানে কেবল বিদ্যমান রহিয়াছে মিলনোৎকণ্ঠারহিত নিত্যসংযোগ। অতএব রসিকেন্দ্রশিরোমণি শ্রীব্রজরাজকুমার নিজশক্তিবর্গকে পরকীয়াভাবে ভাবিত করিয়া মিলনবিরহময় রসনির্য্যাস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত ভূলোকে ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।৪২—৪৩)

প্রাকৃত জগতে দেখা যায় যে দুঃখ না থাকিলে সুখের যথার্থ উপলব্ধি হয় না এবং অন্ধকার না থাকিলে আলোর যেমন বিশদ অনুভূতি হয়না, সেইরূপ বিরহোৎকণ্ঠা না থাকিলে মিলনসুখেরও যথার্থ আস্বাদন হয়না। এইজন্যই উক্ত হয় "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে"—বিরহ ব্যতীত মিলনানন্দ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। দাম্পত্যভাবময় প্রেমে পতি-পত্নীর মধ্যে বিরহ বাধার সম্ভাবনা কম এবং পরস্পরের সঙ্গলাভ অতি সুলভ। কিন্তু জারভাবময় প্রেমে নায়কনায়িকার মিলনে লোকভয় ধর্ম্মভয় প্রভৃতি বহু বাধা বিদ্যমান। অতএব সে মিলনবিলাসে উৎকণ্ঠাও অতি তীব্র। অবশ্যই ইহাতে রাসাস্বাদ-বৈচিত্রী আছে। প্রাকৃত নায়কনায়িকার মধ্যে জারভাবময় সম্পর্ক দূষণীয় ও পাতিত্যজনক হইলেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবাঞ্ছামূলক সর্ব্বস্বপণ ব্রজগোপীগণের পরকীয়া রতিই সর্ব্বোর্দ্ধস্থায়িনী। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক জাগতিক মিলনে প্রেমের গন্ধলেশও নাই। কিন্তু আনন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান নিমিত্ত ব্রজগোপীগণের জারভাবময় প্রেমের মিলনে দোষাংশের কোন সম্ভাবনাই নাই; এই জন্যই উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে কথিত হইয়াছে—"ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি"। বিশেষ করিয়া প্রাকৃত জগতে পরপুরুষ ও পররমণীর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে পরসম্বন্ধই বিদ্যমান। কিন্তু পরাৎপর শ্রীভগবানের পক্ষে কেহই পর নহে। তিনি সকলেরই আপনার জন এবং তিনি সর্ব্বাত্মস্বরূপ হইয়া সকল জীবের হৃদয়াধিষ্ঠিত হইয়া অন্তর্য্যামী। "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্" (১০।৩৩।৩৫)—এই পরবর্ত্তী শ্লোকে এই তত্ত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব তত্ত্বের দিক্ দিয়া যখন ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি-রূপ মূর্ত্তিভেদমাত্র, তখন তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন পরকীয়াভাবে মণ্ডিত হইলেও উহাতে দোষ-সম্পর্ক হইতে পারে না।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং আত্মারামশিরোমণি। অতএব তাঁহার আনন্দের নিমিত্ত অপর রমণীর সহিত রতি-বিহার করিবার প্রয়োজন নাই। এই জন্যই লীলাবিলাস উদ্দেশ্যে তাঁহারই শক্তিরূপা হ্লাদিনীমূর্ত্তির সহিত তাঁহার যে রমণলীলা উহাতে আত্মরতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ ব্রজবধূগণ শ্রীভগবানেরই রূপান্তরিত বিগ্রহ। সুতরাং স্বকীয়া বা পরকীয়া যে কোন প্রেমভাবেই ভাবিত হউন না কেন—তাহাতে লীলারসাস্বাদনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ যদি তাঁহার নিত্যপ্রেয়সীবৃন্দ ব্রজগোপীগণকে পরকীয়া ভাবে ভাবিত না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রেম জগতে অতুলনীয় গৌরবে ভূষিত হইতে পারিত না। যে প্রেমের প্রবাহমুখে ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের কুলধর্ম্ম ইহকাল পরকাল সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন—সেই অপূর্ব্ব প্রেমের উহাই তো গৌরব। স্বকীয়া প্রেমে এমনতর সর্ব্বস্বপণ আত্মত্যাগ মূলক অনুরাগের অবকাশ কোথায়? স্বকীয়া কান্তা মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিবুদ্ধিতে সেবা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবার নিমিত্ত কুলধর্ম্ম গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় নাই। কিন্তু পরকীয়া-রতিমতী ব্রজবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণসেবায় দুস্ত্যজ কুলধর্ম্ম আত্মীয়স্বজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া প্রাণগোবিন্দের পদে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। প্রিয়তমের প্রেমসেবার নিমিত্ত ইহলোক ও পরলোকোচিত ধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনে যে দুঃখ উহাও সুখ বলিয়া অনুভূত হয়। প্রেমানুরাগের ইহাই বৈশিষ্ট্য। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে বলিয়াছেন—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কথ্যতে ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

অবশ্য ইতঃপূর্ব্বে বৈষ্ণবতোষণী টীকায় 'সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য'—এই শ্লোকেও শ্লেষব্যাখ্যায় ব্রজবনিতা-গণকে স্বকীয়া রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বকীয়া ও পরকীয়া লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রকটলীলাপ্রসঙ্গে সকলেই পরকীয়াত্ব মানিয়া লন বটে, কিন্তু অপ্রকটলীলাপ্রসঙ্গেই উক্ত মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবানের যে লীলা তাঁহার কৃপায় লোকলোচনের গোচরীভূত হয় তাহাকেই প্রকট লীলা বলা হয়, আর যে লীলা লোকলোচনের গোচরীভূত হয় না, তাহাকে অপ্রকটলীলা বলা হয়। দিবাকর সূর্য্য যেমন সর্ব্বদাই গগনমণ্ডলে বিরাজমান থাকেন, কেবল পৃথিবীর দিক্‌পরিবর্ত্তনের গতি অনুসারে সূর্য্য কখনও দৃষ্টির গোচরীভূত হন এবং কখনও অদৃশ্য হন, সেইরূপ অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যধামে নিত্যপার্ষদবৃন্দসহ নিত্য নিয়ত লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। তাঁহারই কৃপাবশে সেই লীলাবিলাস কখনও জগজ্জনের দৃষ্টিগোচর হয় কখনও উহা অদৃশ্য থাকে। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে যে লীলাবিলাস—কেহ কেহ বলেন—উহাদের মধ্যে স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে অপ্রকটলীলায় নিত্য স্বকীয়া রতিরই বিলাস রহিয়াছে—এবং প্রকটলীলায় পরকীয়া রতির বিলাস দৃষ্ট হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীব গোস্বামি-পাদ উজ্জ্বলনীলমণির লোচনরোচনী টীকায়, ব্রহ্মসংহিতার ব্যাখ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৭৭ শ্লোকাঙ্কের বিবরণে) শ্রীজীব গোস্বামিপাদ অপ্রকটব্রজলীলা সম্বন্ধে স্বকীয়াত্বই স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামিকৃত ললিতমাধব নাটকের বর্ণনা হইতেও যে অনুরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়—তাহাও শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"শ্রীমদুপজীব্যচরণৈরপি ললিতমাধবে স্তথৈব সমা-পিতম্"। প্রীতিসন্দর্ভগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"অথ বস্তুতঃ পরমস্বীয়া অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মানাঃ শ্রীব্রজদেব্যঃ"

(প্রীতিসন্দর্ভ—১৭৮ শ্লোকাঙ্কে)

—শ্রীব্রজদেবীগণ বাস্তবিক পক্ষে পরমস্বকীয়া কান্তা হইলেও প্রকটলীলায় পরকীয়া রূপেই প্রতীয়মানা বুঝিতে হইবে।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ উজ্জ্বলনীলমণির "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং"—এই শ্লোকের 'লোচনরোচনী' টীকায় এবং মুখ্যসম্ভোগপ্রকরণে "তবাত্র পরিমৃগ্যতা" শ্লোকের ব্যাখ্যায় অপ্রকটব্রজ বিষয়ে স্বকীয়াত্বই স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাতেও শ্রীজীব গোস্বামিপাদ স্থানে স্থানে অনুরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। শ্রীগোপালচম্পূ-বর্ণিত লীলাবৃত্তান্তেও উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীগোপালচম্পূগ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটব্রজলীলার বর্ণনা করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে স্বকীয়াভাবময়ী কান্তারতিরই বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে দেখা যায় যে, প্রকটলীলায় দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজধামে আগমন করেন তখন শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীর সহিত শাস্ত্র ও লৌকিক রীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ নিষ্পাদিত হইয়াছিল (উত্তরচম্পূ ৩১।৩২ পূরণ)। এই বিবাহের ক্ষণকাল পরেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজগোপীগণসহ ব্রজলীলা অন্তর্হিত করিয়া অপ্রকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলায় প্রবেশ করিলেন। অতএব দেখা গেল যে অপ্রকটলীলায় প্রবেশের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্রজ-গোপীগণ বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃতা হইয়াছিলেন এবং অপ্রকটলীলায় তাঁহারা স্বকীয়া বধূর ন্যায়ই লীলাবিলাস করেন। গোপালচম্পূ গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত আছে যে, অপ্রকটলীলায় শ্রীগোকুলের একই পুরীতে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি প্রেয়সীবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন, এবং তথায় শ্রীনন্দ, শ্রীমতী যশোমতী, শ্রীরোহিণী দেবী ও শ্রীবলদেবাদি সকলেই বাস করেন। যে সময়ে শ্রীনন্দ মহারাজের রাজসভায় স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠ উভয়ে সুমধুর স্বরে ভুবনপাবন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তিগাথা গান করেন, সে সময়ে ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদা মাতা শ্রীরাধিকা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীবর্গকে সঙ্গে করিয়া রাজসভায় দ্বিতল কক্ষে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্ণতন্তুজালের অন্তরালে উপবিষ্ট হইয়া হৃৎকর্ণরসায়ন সেই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রগাথা শ্রবণ করেন। এই সকল বিবরণ হইতে জানা যায় যে, অপ্রকটলীলায় শ্রীরাধিকা প্রভৃতি প্রেয়সীবর্গ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা, নচেৎ সকলের জ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে লইয়া একই পুরীতে মাতাপিতা প্রভৃতির সহিত বাস করা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হইত। একমাত্র স্বকীয়া প্রেয়সীবৃন্দের পক্ষেই উহা সম্ভব। স্বকীয়া নায়িকার লক্ষণ—

করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদচলিতাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

—যে নায়িকাবৃন্দ বিবাহবিধি অনুসারে পতিকরে সমর্পিতা হইয়া পতির আদেশ পালনে তৎপরা ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে অবিচলিতা, তাহাদিগকে স্বকীয়া নায়িকা বলে।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা প্রভৃতির বিবাহ বৃত্তান্ত ইতঃপূর্ব্বে যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমতী যশোদা শ্রীরাধিকা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীবৃন্দকে নিজতনয়বধূ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গোপালচম্পূ গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

মণিময়পীঠে যাতৃমুখ্যান্তরালে নবতনয়বধূভিঃ সেবিতারাৎ প্রদেশা।
সুতমুখবিধুকান্তিং সা গবাক্ষাৎ পিবন্তী সুতসুচরিততৃষ্ণক্ কৃষ্ণমাতা ব্যরাজিৎ॥

(শ্রীগোপালচম্পূঃ)

—ব্রজরাজমহিষী শ্রীযশোদা মণিময় পীঠাসনে উপবেশন পূর্ব্বক মাতৃগণের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। তখন তনয়ের নববধূগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিল। তিনি গবাক্ষ হইতে পুত্রের মুখচন্দ্রকান্তি দর্শন করিতেছিলেন এবং পুত্রের অপূর্ব্ব চরিত্রের প্রতি তাঁহার মন নিরতিশয় আসক্ত হইয়াছিল।

অপ্রকট ব্রজলীলা সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার বচনে উক্ত হয়—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।২৭)

—আনন্দচিন্ময়রসস্বরূপ প্রেমে প্রতিভাবিত নিজশক্তিবৃন্দসহ যিনি প্রপঞ্চাতীত গোলোকধামে নিত্য লীলাবিলাস করিয়া থাকেন—সেই সকল-আত্মার আত্মা আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ব্রহ্মসংহিতার উপরোক্ত শ্লোকের 'নিজরূপতয়া' শব্দের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্বব্যবহারেণেত্যর্থঃ। পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং পর-দারত্বাসম্ভবাদস্য স্বদারত্বময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিতয়া সমুৎকণ্ঠয়া পৌরুষার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ। য এবেত্যেবকারেণ যৎপ্রাপঞ্চিকপ্রকটলীলায়াং তাসু পরদারতাব্যবহারেণ নিবসতি সোঽয়ং য এব তদপ্রকটলীলাস্পদে গোলোকে নিজরূপতাব্যবহারেণ নিবসতীতি ব্যজ্যতে।

ইহার মর্ম্মার্থঃ—'নিজস্বরূপশক্তিবৃন্দসহ'—এই শ্লোকাংশে জানা যায় যে অপ্রকটলীলায় শ্রীগোলোকধামে নিজ পত্নীরূপেই গোপীবর্গের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াছিলেন। প্রকটলীলার মত তাঁহারা পরকীয়া কান্তা নহেন। বিশেষ করিয়া শ্রীগোপীগণ পরমলক্ষ্মী—তাঁহাদের পরদারত্ব সম্ভবপর হয় না। কিন্তু কৌতুকাবগুণ্ঠিত হয় বলিয়া সমুৎকণ্ঠার নিমিত্ত পুরুষার্থপ্রয়োজনে নিজ পত্নীসুলভ প্রেমরসকে মায়া দ্বারাই তদ্রূপ অর্থাৎ পরদারত্বে প্রত্যায়িত করা হইয়াছে। গোলোকস্থিত 'য এব' 'যিনিই'—এই নিশ্চয়ার্থক 'এব' শব্দের অর্থ হইতেছে--যিনি প্রাপঞ্চিক প্রকটলীলায় শ্রীব্রজগোপীগণের সহিত পরদাররূপে প্রেমব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই অপ্রকটলীলাধাম গোলোকে সেই গোপাঙ্গনাবৃন্দের সহিত স্বদাররূপে প্রেমব্যবহার করিয়াছেন। ব্রহ্ম সংহিতার "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ" (৫।৬)—এই শ্লোকেও অনুরূপ উল্লেখ আছে।

আবার গৌতমীয় তন্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণকে গোপীবৃন্দের পতিরূপেই বিবৃত করা হইয়াছে—কিন্তু উপপতিরূপে নহে। উল্লেখ আছে—

অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ।

(গৌতমীয়তন্ত্রম্ ২।২৬)

—যিনি ত্রিভুবনের আনন্দবর্দ্ধনকারী, সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অনেকজন্মসিদ্ধা ব্রজগোপীবৃন্দের পতিরূপে কথিত হইয়াছেন।

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতির উত্তর বিভাগে দুর্ব্বাসা ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজদেবীগণের সামগ্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন "স বো হি স্বামী ভবতি"। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়া উজ্জ্বলনীলমণির লোচনরোচনী টীকায় বলিয়াছেন—"স্বামিশব্দশ্চায়ং স্ত্রীপ্রসঙ্গে পত্যাবেব রূঢ়ঃ"—অর্থাৎ স্ত্রীজনপ্রসঙ্গে স্বামি শব্দের উল্লেখ থাকিলে প্রসিদ্ধিবশতঃ পতিকেই বুঝাইয়া থাকে। প্রকটলীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবও শ্রীমদ্ভাগবতে ইতঃপূর্ব্বে (১০।৩৩।৮ শ্লোকে) ব্রজগোপীগণকে 'কৃষ্ণবধ্বঃ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেবের এই বচনের উপর জোর দিয়া লোচনরোচনীতে বলিয়াছেন—

"তদেতত্তস্য তৎপতিত্বং শ্রীশুকোঽপি পরোক্ষবাদবিষয়ীকৃত্যানন্দাবেশেনোদ্ঘাটিতবান্ পাদন্যাসৈরিত্যাদৌ কৃষ্ণবধ্ব ইতি তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুরিতি দৃষ্টান্তঃ। স্বাভাবিকপতিসম্বন্ধত্বমেব দার্ষ্টান্তিকেঽপি দর্শিতম্। তথা ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা—ইত্যভ্যুপগমবাদেনাঙ্গীকৃতেঽপি তাসাং তৎপরদারত্বে পরিতোষমপ্রাপ্য পুনস্তদপি খণ্ডয়ন্ শ্রীবাদরায়ণিঃ সিদ্ধান্তমাহ গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বষাঞ্চৈব দেহিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্॥ ইতি খলু বহিরঙ্গান্ প্রতি অন্তর্য্যামিত্বেন তৎখণ্ডনময়মর্থান্তরং প্রসিদ্ধমেব। অন্তরঙ্গান্ প্রতি তু স্বভাবসিদ্ধদাম্পত্যসার্থকমর্থান্তরং তন্ত্রেণাহ।.....তস্মাদনাদিত এব তাভিঃ সমুচিতায়া রাসাদিক্রীড়ায়া অবিচ্ছেদাৎ পরদারত্বং ন ঘটত এবেতি।"

—শ্রীকৃষ্ণ যে গোপবনিতাদিগের পতি এ বিষয়ে শ্রীশুকদেবও পরোক্ষভাবে শ্রীভাগবতের "পাদন্যাসৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকে 'কৃষ্ণবধ্বঃ' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত বিবরণে দেখা যায়—'মেঘচক্রে তড়িৎগণের ন্যায় কৃষ্ণবধূ শ্রীব্রজসুন্দরীগণ নিরতিশয় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' এখানে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক এই উভয় পদার্থের মধ্যেও স্বাভাবিক একটা পতিপত্নীরূপ অভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। মেঘমণ্ডলে বিদ্যুৎ অভিন্নরূপেই বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ ব্রজগোপীগণ অভিন্ন বধূরূপে তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দের সহিত শোভা পাইতেছিলেন। তবে হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রজগোপীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া স্ত্রী, তাহা হইলে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নোত্তরে শ্রীশুকদেব যে বলিলেন (ভাগবত ১০।৩৩।২৯)—তেজস্বী ও ঈশ্বর জনগণের ধর্ম্ম ব্যতিক্রম ও দুঃসাহস দেখিতে পাওয়া যায়; অগ্নি সর্ব্বভোজী হইয়াও যেমন তেজোহীন বা অপবিত্র হয় না, তদ্রূপ তেজস্বী ব্যক্তিগণের ধর্ম্মব্যতিক্রম দোষের নহে—এই উক্তির গতি কি হইবে, এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলে বলিতে হয়—শ্রীশুকদেবের ঐ উক্তি অভ্যুপগমবাদ মাত্র অর্থাৎ যদিই বা তর্কের খাতিরে মনে করা হয় যে গোপাঙ্গনাবৃন্দ পরপত্নী, (যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে)—তথাপি শ্রীকৃষ্ণে কোন দোষ হইতে পারে না—(এইরূপ তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লওয়াকে অভ্যুপগমবাদ বলে) এবং এই পরদারত্বের পুনরায় খণ্ডন করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত উল্লেখে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন (ভাগবত ১০।৩৩।৩৬)—যিনি গোপীদিগের ও তৎপতিবৃন্দের এবং অখিল জগতের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে বিচরণ করেন এবং যিনি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ার নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন।

আবার (শ্রীভাগবতের ১০।৩৩।২২ শ্লোকে) শ্রীশুকদেব যে বর্ণনা করিয়াছেন "মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি"—শ্রীব্রজগোপীগণ তাঁহাদের পতি ('ঋষভ') শ্রীকৃষ্ণের সম্মান বিধান করিয়া তাঁহারই পবিত্র কীর্ত্তি-গাথা গান করিলেন—এই বর্ণনার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ ঋষভ শব্দের 'পতি' অর্থই দেখাইয়াছেন।

অতঃপর বিরহকাতরা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজবনিতাগণকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রত্যাগমন বার্ত্তা জানাইয়া উৎফুল্ল করিবার নিমিত্ত যখন প্রিয়সখা উদ্ধবকে আদেশ দিতেছেন—তখনও তাঁহাদিগকে 'বল্লবী' শব্দে নির্দ্দেশ করায় যে পত্নীত্ব বোঝা যাইতেছে তাহা সেই শ্লোকের (ভাগবত ১০।৪৬।৬) বৈষ্ণবতোষণীটীকায় বিবৃত হইয়াছে। শ্লোকটি এইরূপ ঃ—

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন। প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মকাঃ॥

(শ্রীভাগবতম্ ১০।৪৬।৬)

—'মদ্‌গতপ্রাণা আমার প্রিয়তমা (বল্লবীগণ) অত্যন্ত কষ্টে কোন রকমে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগকে আমার প্রত্যাগমন বর্ত্তায় প্রীত কর'।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজবনিতাগণ উদ্ধবকে দেখিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আর্য্যপুত্র বলিয়া পরিচয় উল্লেখ করিয়াছেন—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে। স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধূংশ্চ গোপান্॥

(শ্রীভাগবতম্ ১০।৪৭।২১)

—'হে সৌম্য! আমাদের আর্য্যপুত্র (স্বামী) এক্ষণে মধুপুরীতে আছেন। কিন্তু তিনি পিতৃগৃহের কথা এবং বন্ধু ও গোপবৃন্দের কথা স্মরণ করেন কি?'

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী 'আর্য্যপুত্র' শব্দের ব্যাখ্যায় 'স্বামী' বলিয়াছেন। কোষ বা অভিধান গ্রন্থেও দেখা যায়—পতিকেই আর্য্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিবার রীতি—"আর্য্যপুত্রেতি সম্বোধ্যঃ পতিঃ পত্নীজনেন বা।" অন্যত্রও বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যায় দেখা যায়, ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বাস্তব পতি জ্ঞানেই প্রেমসেবা করিতেন তবে—লোকে যাঁহাদিগকে তাঁহাদের পতি বলে—উহা লোকপ্রতীতি মাত্র। "স এবাস্মাকং বাস্তবঃ পতিঃ অন্যঃ লোকপ্রতীতিমাত্রময়ঃ" (বৈষ্ণবতোষণী)।

ফল কথা, এই সকল প্রমাণবচনের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীজীব গোস্বামিপাদ অপ্রকটলীলাপ্রসঙ্গে ব্রজ-গোপীগণের স্বকীয়ারতিমূলক সিদ্ধান্তই স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া এ বিষয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি অনেক আলোকপাত করিয়াছেন। স্বকীয়াবাদ স্থাপনে তিনি অনেক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং আপাততঃ প্রতীয়মান বিরোধবচনের সামঞ্জস্য সাধনেও যত্ন লইয়াছেন। 'লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং' এই উজ্জ্বলনীলমণি-বচনের ব্যাখ্যায় রসনির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে ঔপপত্য নিন্দনীয় নয়—এই অংশের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণে তিনি বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণে ঔপপত্য নিন্দনীয় নয়, কারণ তিনি রসনির্য্যাস অর্থাৎ মধুর শৃঙ্গাররসের সারসর্ব্বস্ব আস্বাদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব বুঝিতে হইবে এক-মাত্র অবতারসময়েই প্রকটলীলাকালেই তাঁহার সেই ঔপপত্য নিজ ইচ্ছায় প্রত্যায়িত হইয়াছিল। কিন্তু অন্য সময়ে অর্থাৎ অপ্রকটকালে নহে। ইহা ব্যতীত শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ইহাও বলিয়াছেন যে ব্রহ্মসংহিতার বচনে ও ভাগবতে ধৃত উদ্ধবাদি বাক্যে (পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) স্পষ্ট জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার শক্তিস্বরূপা শ্রীব্রজসুন্দরীগণের নিত্যসম্বন্ধ। কিন্তু পরকীয়া সম্বন্ধ স্বীকারে তাঁহাদের চির অবিচ্ছিন্ন নিত্য-সম্বন্ধের হানি হয়। অতএব পরকীয়াসম্বন্ধ অসঙ্গত বলিয়াই অবতারকালে প্রকটলীলায় পরকীয়াত্বের প্রতীতি মায়িক মাত্র; উহা কেবল লীলাপুষ্টির নিমিত্ত যোগমায়ার প্রভাব বশে সম্ভাবিত হইয়াছে। মায়িক প্রতীতির প্রমাণ স্বরূপ ললিতমাধব নাটকের গার্গী-পৌর্ণমাসীর বাক্যালাপ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামিপাদ উহা সমর্থন করিয়াছেন। গার্গী প্রশ্ন করিলেন—"নিশ্চয়ই গোবর্দ্ধনাদির সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহ মায়া কর্ত্তৃকই নিষ্পাদিত হইয়াছে?" ইহার উত্তরে পৌর্ণমাসী বলিলেন—"হ্যাঁ তাহাই বটে, কুমারীগণের প্রতি পতিম্মন্য (পতিত্বাভিমানী) গোপগণের যে ভার্য্যাত্ববুদ্ধি উহা কেবল মমতামাত্রেই পর্য্যবসিত, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদিগের দর্শনলাভও তাঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট হইয়াছিল।" (ললিতমাটব ১।৪৪ দ্রষ্টব্য)। ললিতমাধবীয় এই প্রমাণ বচনের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীজীবপাদ লোচনরোচনীতে বলিয়াছেন—

"তদেবং শ্রীকৃষ্ণেন তাসাং নিত্যদাম্পত্যে সতি পরকীয়াত্বে চ মায়িকে সতি নশ্যতে বাস্তবো মায়িকমন্তত-স্তত্ত্বনাশেঽনাদিত্বে চ সতি নিত্যমেব স্যাত্তদ্রূপত্বে সতি পূর্ব্বরীত্যা রসাভাসঃ স্যাদিত্যতোঽবতারসময়স্যাপরভাগে ব্যক্তীভবত্যেব দাম্পত্যম্। স এব পর্য্যবসানসিদ্ধান্তশ্চ ললিতমাধবপ্রক্রিয়য়া এব নির্ব্বাহয়িষ্যতে।

(শ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃত লোচনরোচনী)

—'শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের দাম্পত্যপ্রেমময় নিত্যসম্বন্ধ বলিয়া প্রকটলীলার শেষ সময়ে মায়িক পরকীয়াও অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু পরকীয়া সম্বন্ধই যদি নিত্য বলা হয় তাহা হইলে পূর্ব্বরীতি অনুসারে রসাভাসদোষ উপস্থিত হয়। কারণ প্রকটলীলার শেষভাগে যে দাম্পত্যই ব্যক্ত হইয়াছে, ললিতমাধব-বর্ণিত নিষ্পাদিত বিবাহ ব্যাপারের দ্বারা উহাই সমর্থিত হইয়াছে যে ব্রজধামেও প্রকটলীলার শেষভাগে উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ দাম্পত্যেই পর্য্যবসিত।

শ্রীরাধাগোবিন্দের বহুবর্ণিত বিরহলীলা নিরাস করিবার নিমিত্ত শ্রীজীব গোস্বামিপাদ নিত্যসংযোগময় সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া বিবাহাত্তিক মিলনের রসপুষ্টিবিধায়ক সকল স্তরই প্রদর্শন করিয়াছেন। মিলন লীলা-রস পরিপাটীর নিমিত্ত যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সকীর্ণ সম্ভোগ, সম্পন্ন সম্ভোগ, ও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের বর্ণনায় শ্রীরূপ গোস্বমিপাদ তাঁহার ললিতমাধব নাটকে বিবাহ লীলার উদাহরণ দিয়াছেন। এই তথ্যের উপর জোর দিয়া শ্রীজীবপাদ স্বকীয়া মত স্থাপনে বলিয়াছেন—প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ উপপতিরূপে প্রতীয়মান হন মাত্র এবং সেই জন্যই তাঁহাকে উপপতি বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকটলীলার অন্তিমভাগে দাম্পত্যই প্রকটিত হইয়াছে। বিপ্রলম্ভ বা বিরহের অঙ্গস্বরূপে যেরূপ ঔপপত্যবুদ্ধির প্রয়োজন রহিয়াছে, সেইরূপ আবার উহাতে বিবাহ অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগরসের পোষকতা সাধিত হওয়ায় তাদৃশ ঔপপত্যে নিন্দা করা তো যায়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, বরং উহার মহত্ত্বই যুক্তিযুক্ত। কারণ শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য একাধারে অবাস্তব ও মায়া-প্রতীতিমূলক হইয়াও রসপরিপাটীর পোষক। অতএব উহাকে নিন্দনীয় বলিবে কে? পরমলোভনীয় সুপথ্যকেও যদি কেহ কুপথ্য এই ভ্রমপ্রতীতি লইয়া সেবা করে, তাহা হইলেও যেমন সুপথ্যের সুপথ্যস্বরূপের কোন হানি হয় না, এখানেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

প্রকটলীলায় যে অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়ার মায়াশক্তি প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবনিতাগণের ঔপপত্য বুদ্ধি হইয়াছিল, উহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণপ্রমাণ বচনে জানা যায়—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪)

অপ্রকটলীলায় পরকীয়ারতিমূলক লীলাবিলাস প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু অপ্রকটলীলাবিলাস যে অন্য প্রকার উহাও অপ্রকটতান বলিয়া লীলা প্রকট করিবার সঙ্কল্প লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার বিস্তার। সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার॥

(চৈতন্যচরিতামৃত ১।৪)

উপরিলিখিত সিদ্ধান্তে অপ্রকট লীলাবিষয়ক স্বকীয়াত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ও তদনুগত বৈষ্ণবভক্তগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় শ্রীজীবকৃত সিদ্ধান্তই মানিয়া লইয়াছেন। অপর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নিত্যপরকীয়াত্ব স্থাপিত করিয়া তাহারই সমর্থন করিয়াছেন। এমন কি শ্রীজীবপাদও নিত্যপরকীয়াত্ব বিষয়ে যে সমর্থন করিয়াছিলেন তাহারও স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—এ কথা পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন। কারণ উজ্জ্বলনীলমণির লোচনরোচনী টীকায় যেখানে শ্রীজীব-পাদ বহুতর শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অপ্রকটলীলাগত স্বকীয়াত্ব স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার উপ-সংসারে "স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ" বলিয়া একটি শ্লোকে তাঁহার মনোগত যে ভাবের পরিচয় দিয়াছেন—তাহাতে স্বকীয়া মত যে তাঁহার নিজস্ব মত নহে—বরং পরকীয়া মতই তাঁহার নিজস্ব অভিমত—ইহাই বলা হইয়াছে। শ্লোকটি যথা :—

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎপূর্ব্বাপরসম্বন্ধং তৎপূর্ব্বমপরং পরম্॥

(লোচনরোচনীটীকা)

'এস্থানে যাহা আমি লিখিলাম তাহা কতকটা আমার নিজের ইচ্ছায় ও কতকটা পরের ইচ্ছায় লিখিত হইল। যাহার সহিত পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে তাহাই আমার নিজের ইচ্ছায়, আর যাহার সহিত পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য নাই তাহা পরের ইচ্ছায় লিখিত হইল।'

পরকীয়াবাদও যে শ্রীজীবগোস্বামিপাদের অভিপ্রেত, লোচনরোচনীর উক্ত কারিকাশ্লোকই তদ্বিষয়ে সংশয় দূর করে। অবশ্য পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ ব্যতীত হঠাৎ এই কারিকাটি স্বকীয়াবাদ সিদ্ধান্তের উপসংহারে ন্যস্ত হওয়ায় ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। কোন কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে নাকি এই শ্লোক নাই—এ কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ইহা নাকি পত্ববর্ত্তী কালের প্রক্ষিপ্ত শ্লোক—ইহাও কেহ কেহ বলেন। অবশ্য ইহা পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষিপ্ত শ্লোক কিনা—সে বিষয়ে অদ্যাপি ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকসম্পাতে দৃঢ়নির্ণয় করা হয় নাই। তবে আমরা ইহা বলিতে পারি যে, শ্রীল বিশ্বমাথ চক্রবর্ত্তীর সময়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা শ্রীজীব গোস্বামি বিরচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তৎকৃত আনন্দচন্দ্রিকা নাম্নী উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় প্রথমতঃ পরমপূজ্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন—

শ্রীলশ্রীজীবগোস্বামিচরণেভ্যো নমো নমঃ।
সমুদ্রকোটিগভীরং বচো যস্য বিরাজতে॥
একা তদীয়টীকায়াং কারিকা সংশয়ৌঘভিৎ।
অত্রৈব পরমোৎকর্ষ ইত্যত্র স্ফুটমীক্ষিতা॥
সা যথা—স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎপূর্ব্বাপরসম্বন্ধং তৎপূর্ব্বমপরং পরম্॥ ইতি

'শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের চরণে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।—যাঁহার সমুদ্রকোটির ন্যায় সুগভীর বচন-বিন্যাস আজিও বিরাজিত রহিয়াছে, তাঁহার প্রণীত টীকার একটি কারিকা আমার সকল সংশয়জাল ছিন্ন করিয়াছে। সেই কারিকাটী এই—(শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন)—'এই (উজ্জ্বলনীলমণি) গ্রন্থের টীকায় আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি তাহার কিয়দংশ আমার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং কিয়দংশ পরেচ্ছাপ্রণোদিত। যে অংশে পূর্ব্বাপর সমন্বয় অব্যাহতভাবে সুরক্ষিত হইয়াছে তাহাই প্রথম অর্থাৎ আমার স্বেচ্ছালিখিত অভিমত, আর তদ্বিরুদ্ধাংশই পরেচ্ছাপ্রণোদিত।'

শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের পূর্ব্ববর্ত্তীকালীন 'সারসংগ্রহ' নামক বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থেও উক্ত কারিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ সংস্কৃত গ্রন্থমালা সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। সারসংগ্রহ গ্রন্থকর্ত্তাও উক্ত কারিকার উপর জোর দিয়াছেন এবং নানা যুক্তি তর্ক ও শাস্ত্র প্রমাণের সাহায্যে নিত্যপরকীয়াত্ব স্থাপনে যত্ন লইয়াছেন।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঠাকুর নরহরি সরকার প্রভুর শিষ্য শ্রীগিরিধর দাস তৎকৃত "পরকীয়া মত স্থাপন" গ্রন্থে শ্রীজীবের উক্ত শ্লোক বিচার করিয়া শ্রীজীবের ঐরূপ পরকীয়া মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণধৃত প্রাচীন প্রমাণ হইতেও জানা যায় যে অপ্রকটলীলাতেও শ্রীব্রজদেবীগণের পরকীয়াভিমান বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত প্রমাণ বচন যথা,—

দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ! তত্তুল্যগুণশালিনঃ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ। গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনম্॥
পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা নিত্যপ্রিয়া জনাঃ। প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্॥
(পদ্মপুরাণম্—পাতালখণ্ডে ৫২।২—৬)

—(সদাশিব দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন)—'হে মুনিবর! শ্রীহরির দাসবৃন্দ, সখাগণ, মাতা, পিতা ও প্রেয়সীবর্গ সকলেই ইহলোকে নিত্য ও তত্তুল্যগুণশালী। যেমন প্রকটলীলাসম্বন্ধে পুরাণসমূহে বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ ভূবৃন্দাবনের নিত্যলীলাতেও তাঁহারা সেই প্রকার। অসুরবধ ব্যতীত বন ও গোষ্ঠ প্রান্তর হইতে নিত্যই শ্রীকৃষ্ণ গমনাগমন করেন এবং বয়স্যগণের সহিত গোচারণ করেন। তাঁহার নিত্য-প্রেয়সীবর্গও পরকীয়াভিমানিনী, অতএব তাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবেই নিজ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ বিলাস করিয়া থাকেন।'

পরকীয়া নায়িকার লক্ষণ উল্লেখে উজ্জ্বলনীলমণিকার শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥
(উজ্জ্বলনীলমণিঃ—কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণম্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—যে নায়িকাবৃন্দ উৎকট প্রীতিবশতঃ ইহকাল ও পরকালের অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করেন ও ধর্ম্মানুযায়ী বিবাহ বিধির অপেক্ষা রাখেন না—তাঁহারই পরকীয়া বলিয়া কথিত হন।

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাবিলাসের যে বিবরণ দৃষ্ট হয় তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, ব্রজবনিতাগণ অত্যুৎকট প্রেমানুরাগবশতঃ ইহলোক ও পরলোকের ধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাদের প্রেমাস্পদ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। প্রেমসমর্পিতাত্মা ব্রজবধূগণ শ্রীভগবানকে জগদীশ্বর কিংবা নিজপতি বলিয়া ধারণা না করিয়া উপপতিজ্ঞানেই যে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, "তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যপি সঙ্গতাঃ"—এই শ্রীশুকদেববাক্যে ইহাই বিঘোষিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে "মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ" প্রভৃতি শ্রীভগবানের বাক্যেও জানা যায় যে গোপীগণের এই ধারণা শ্রীভগবানেরও অগোচর নহে। গোপীগণ শ্রীভগবানকে নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছেন—'আমরা পতি পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি'—"পতিসুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতম্)। শ্রীভগবানও গোপীগণকে নিজ নিজ পতিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে সমাগত দেখিয়া এই অধর্ম্ম এবং গ্লানিকর ও অযশস্কর কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন—"জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতম্)। শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে পরবধূ জানিয়াও গোপীগণের প্রেমানুরূপভাবে তাঁহাদের প্রেমসেবা-বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নিজে সর্ব্বজগৎপতি ও সর্ব্বান্তরাত্মা হইয়াও উপপতির মত অতি সঙ্গোপনে নিভৃত যমুনা পুলিনে তাঁহাদের সহিত বিবিধ মধুররসোচিত লীলাবিহারাদি করিয়া রাসকেলি করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে গোপী-গণ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে পারেন ও তাঁহাদের যেরূপ শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি, তাহার আর কুত্রাপি তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী পরকীয়া রতিই তাঁহাদিগকে এই অতুলনীয় প্রেমসম্পদে ভূষিত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবান্ অনাদিকাল হইতেই তাঁহার পার্ষদ ও ভক্তগণের সহিত নিত্য লীলাবিলাস করিয়া থাকেন, তবে কখনও কখনও জগজ্জনকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সেই নিত্যলীলা মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হয়। তখনই তাহাকে প্রকট লীলা বলা হয়। জগতে মথুরা, ব্রজ প্রভৃতি যে সমস্ত শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র দেখা যায় তাহা তাঁহার নিত্যধামেরই প্রাপঞ্চিক প্রকাশ মাত্র। পদ্মপুরাণের নিম্নোক্ত বচনে উহারই সন্ধান পওয়া যায়—

যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পূর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে কৃতলীলার্থমাদৃতাঃ॥

(পদ্মপুরাণম্)

বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও তদনুকূল যুক্তি দ্বারা লীলাময় শ্রীভগবানের অনাদি লীলাপ্রবাহ সমর্থন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহার নিত্যলীলা উল্লেখে স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে—

বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সরামো বালকৈর্বৃতঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সদা ক্রীড়তি কংসহা॥

(স্কন্দপুরাণম্)

—কংসহারী শ্রীহরি গোপবালক ও গোবৎসগণ পরিবৃত হইয়া বলরামসহ নিরন্তর বৃন্দাবনান্তরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের এই অনাদি লীলাপ্রবাহ তাঁহার প্রিয় ভক্তগণ দেখিতে পান, কারণ তাঁহাদের অত্যুৎকট উৎকণ্ঠানিবৃত্তির নিমিত্ত ভক্তকৃপানিধি শ্রীভগবান্ তাঁহাদের সে মনোরথ পূরণে তত্তৎলীলাবিলাস দেখাইয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজিও কোন কোন শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ বৃন্দাবনান্তরের নিত্য লীলাবিলাসময় সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পান। শ্রীরূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামৃতে বৃন্দাবনান্তরের অপ্রকট নিত্যলীলা দর্শনের সৌভাগ্য বর্ণনায় উল্লিখিত হয়—

চেদত্যাপি দিদৃক্ষেরন্নুৎকণ্ঠার্ত্তা নিজপ্রিয়াঃ। তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েত্তান্ কৃপানিধিঃ।
কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্‌ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ। অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে॥

(লঘুভাগবতামৃতম্)

এতদ্ব্যতীত বহুতর শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে শ্রীভগবানের পরিকরবৃন্দসহ অনাদি অবিচ্ছিন্ন নিত্যলীলার বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়। "সদানন্তেঃ প্রকাশৈঃ স্বৈলীলাভিশ্চ স দীব্যতি"—এই লঘুভাগবতামৃত বচনে এবং "মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ", "পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবত বচনে ও অন্যান্য পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে শ্রীভগবানের নিত্যলীলার উদ্দেশ পাওয়া যায়। অনন্তলীলাময় শ্রীভগবানের লীলাপ্রবাহ যে অনন্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? এবং তাঁহার লীলার নিত্যতা স্বীকার করিলে লীলাপার্ষদগণেরও নিত্যতা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ শ্রুতি বলেন—"স একাকী নারমত"—তিনি একাকী কখনও লীলা করেন না। অনাদি কাল ধরিয়া তিনি অনন্ত পরিকরবৃন্দের সহিত অনন্ত লীলা করিতেছেন। অতএব তাঁহার ধাম, পার্ষদ ও লীলাদিরও নিত্যতা রহিয়াছে। শ্রীভগবান্‌কে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসেই আস্বাদন করা যায় এবং এই পঞ্চরসেই নিত্যপার্ষদগণ অনাদিকাল হইতে প্রপঞ্চাতীত ধামে নিজ নিজ ভাবানুসারে শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দাস্বাদন ও সেবানন্দাস্বাদন করিতেছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যপার্ষদগণসহ নিত্যধামে যে সমস্ত নিত্যলীলারস আস্বাদন করেন, সেই লীলাই তাঁহার কৃপায় ও ইচ্ছায় মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া থাকেন। তখন উহাকে প্রকটলীলা বলে। শ্রীমদ্ভাগবতে যে রাসলীলার কথা আমরা জানিতে পাই তাহাও শ্রীভগবানের নিত্যলীলারই প্রকট প্রকাশ। শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গসহ শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রপঞ্চাতীত ধামে অনাদিকাল হইতেই অপ্রকট অবস্থায় এই লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন। "গোপ্যৈকয়া যূতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা"—এই ব্রহ্মযামল বচনে জানা যায় যে শ্রীভগবান্ সর্ব্বগোপীমুখ্যা শ্রীরাধিকা সহ—অতএব সেই শ্রীরাধিকারই কায়ব্যূহস্বরূপা অন্য গোপীবৃন্দ সহ—গোলোকধামে নিত্য লীলাবিহার করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার দ্বিতীয়মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা ও তাঁহার কায়ব্যূহরূপা ললিতাবিশাখাদি গোপ-রমণীগণ সহ অনাদিকাল হইতে গোলোকে রাসক্রীড়াদি বিবিধ লীলারসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে জগতের জীবগণকে লীলারসে অভিষিক্ত করিবার জন্য ও ব্রহ্মাণ্ডগত সাধক ভক্তগণকে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট করাইবার জন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার এই নিত্যলীলা জগতে প্রকাশ করেন। তখনই উহা প্রকটলীলা বলিয়া কথিত হয়। শ্রীভগবানের অনাদিসিদ্ধ রাসলীলা কি ভাবে জগতে ব্যক্ত হইয়াছিল—শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের সেই বর্ণনায় স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণ পরকীয়া রতিবিলাসে শ্রীভগবানকে সেবানন্দে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তত্তল্লীলার নিত্যতা স্বীকার করিলে ইহাও মানিয়া লইতে হয় যে, অপ্রকট ব্রজধামে যে-লীলাবিলাস নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে ব্রজরমণীগণ পরকীয়া রতি-মূলক প্রেমরসনিঃষেকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাম্বুধি চির পরিস্ফীত করিয়া রাখিয়াছেন।

অতএব নিত্যপরকীয়াবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রকট ও অপ্রকট লীলার মধ্যে স্বরূপগত কোন ভেদ স্বীকার করেন না। একমাত্র প্রপঞ্চগোচর ও প্রপঞ্চে অগোচর এই দুই কারণ বশঃতই লীলার পার্থক্য। 'সারসংগ্রহ' গ্রন্থকর্ত্তা শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, প্রকট ও অপ্রকট লীলার যে দ্বৈবিধ্য, উহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলা ও রতিগত কোন ভেদ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে "প্রকটপ্রকটা চেতি দ্বৈবিধ্যমেকপ্রকারলীলাগতম্" (সারসংগ্রহঃ—৮৩ পৃষ্ঠা) এই বচনে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে প্রকটলীলাতেও যেরূপ গোপী প্রভৃতি প্রেয়সীবৃন্দ পরকীয়াভিমানিনী, তদ্রূপ অপ্রকট লীলাতেও প্রেয়সীগণ পরকীয়াভিমানিনী। শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী সমর্থা বা পরকীয়ারতিই মহাভাবরূপ চরমদশায় উপনীত হইতে পারে—শ্রীরাধিকায় এই মহাভাব নিত্য প্রকাশমান। অতএব অপ্রকটলীলায় যদি পরকীয়াত্ব স্বীকার না করা হয় তাহা হইলে লীলারস মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশে ব্যাঘাত জন্মে। কারণ স্বকীয়া বা সমঞ্জসা রতি অনুরাগের উপরিতন দশায় পৌঁছিতে পারে না—ফলে মহাভাবের অপরিস্ফূর্ত্তিবশতঃ লীলার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। সমর্থা রতিই একমাত্র মহাভাবদশা লাভ করিতে পারে—"ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ" (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)। উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

আদ্যা প্রেমান্তিমান্তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা। রতির্ভাবান্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

—'প্রথমস্থানীয়া সাধারণী রতি কেবল প্রেমান্তিম সীমায় পৌঁছিতে পারে। সমঞ্জসা বা স্বকীয়ারতি অনুরাগ দশা পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারে। একমাত্র সমর্থা বা পরকীয়া রতিই ভাব বা মহাভাবদশায় উপনীত হয়।'

প্রকট ও অপ্রকটলীলায় যে স্বরূপগত কোন ভেদ নাই তাহা শ্রীল বিশ্বানাথ চক্রবর্ত্তিপাদও উজ্জ্বলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্"—এই কারিকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

তা এব জন্মাদিলীলাঃ প্রপঞ্চজনেষু কৃপয়া দর্শিতাশ্চেৎ প্রকটাস্তা এব তচ্চক্ষুস্তিরোহিতাঃ পিহিতাশ্চেদপ্রকটা উচ্যন্তে, ন তু প্রকটাপ্রকটয়োর্লীলয়োঃ স্বরূপগতং কিঞ্চন বৈলক্ষণ্যমস্তি। যদুক্তং ভাগবতামৃতে—অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতাঃ। হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন॥ ইতি। (আনন্দচন্দ্রিকা)

—অর্থাৎ, সেই সকল জন্মাদিলীলা যখন শ্রীভগবানের কৃপায় প্রপঞ্চজনগণের দৃষ্টিগোচর হয়, তখনই উহাকে প্রকটলীলা বলে। আর সেই সকল লীলা যখন প্রপঞ্চজনগণের চক্ষুর অগোচর বা তাহাদের নিকট সমাবৃত অবস্থায় থাকে তখন তাহাকেই অপ্রকট লীলা বলে। কিন্তু প্রকট ও অপ্রকট লীলার মধ্যে স্বরূপগত কোন ভেদ নাই। লঘুভাগবতামৃতেও উক্ত হয়—অনাদি ও অদ্ভুত জন্মলীলা-প্রবাহ প্রভৃতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি জানি কি কারণে কখনও কখনও লোকলোচনের গোচরীভূত করান।

প্রকট ও অপ্রকটলীলায় যে স্বরূপগত কোন ভেদ নাই উহা প্রতিপাদন করিতে গিয়া সারসংগ্রহগ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামৃতের নিম্নোক্ত কারিকারও উল্লেখ করিয়াছেন—

প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা মতা। অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ॥

(শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্)

অর্থাৎ যে-লীলা প্রপঞ্চগোচর, সেই লীলা প্রকট বলিয়া কথিত হয় এবং অন্য যে সকল তাদৃশ অথচ প্রপঞ্চের অগোচর লীলা উহা অপ্রকট লীলা।

সারসংগ্রহের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে লঘুভাগবতামৃতের উক্ত কারিকায় অপ্রকটলীলা সম্বন্ধে বহুবচনের প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকটলীলা সম্বন্ধে একবচনেরই প্রয়োগ রহিয়াছে। অতএব অন্য যে সকল তাদৃশ লীলা প্রপঞ্চের অগোচর তাহারাই অপ্রকট—এখানে 'অন্য' বলিতে যাহা অতীত ও অনাগত অথচ বর্ত্তমান প্রপঞ্চজনগণের দৃষ্টির বহির্ভূত তাহাদিগকেও বুঝাইতেছে—এবং 'তাদৃশ' বলিতে রতি ও লীলাদিতে যে অন্য কোন ভেদ নাই তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঔপপত্যমূলক রতিবিলাস যে প্রকটলীলাতে স্পষ্টই দৃষ্ট হয় তাহাতে কোনই সংশয় নাই। প্রেমশিরোমণি ব্রজবনিতাগণ তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ ব্রজরাজনন্দনের প্রতি যে সর্ব্বস্বপণ সর্ব্ববিস্মারণ প্রেমভাব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে গৃহধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম ও পরলোকধর্ম্ম সব উল্লঙ্ঘন করিতে তাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী জারভাবময়ী শ্রীরাসলীলার আদি মধ্যে ও অবসানে কোথাও মায়াপ্রত্যায়িত অবাস্তব পরকীয়ার সম্পর্ক নাই। পরকীয়া সম্বন্ধ যদি কেবল মায়িক ও অবাস্তবই হইত তাহা হইলে শ্রীরাসলীলার উপাদেয়তা নষ্ট হইয়া যাইত। শ্রীশুকদেবের আদ্যোপান্ত বর্ণনায় পরকীয়াসম্বন্ধই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। শ্রীব্রজরাজকুমার যখন রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়া অব্যক্ত মধুর কলনাদে বেণুধ্বনি করিলেন, তখন শ্রীব্রজাঙ্গনাগণ পতি ও পিতৃগণের বাধা তুচ্ছ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীত হইয়াছিলেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—'হে ব্রজসুন্দরীগণ! তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ তোমাদিগকে গৃহে না দেখিয়া ব্যাকুল অন্তঃকরণে ইতঃস্তত অন্বেষণ করিতেছেন, সেই আত্মীয় জনগণের হৃদয়ে শঙ্কা উৎপাদন করিও না (শ্রীভাগবত ১০।২৯।২০)। শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা ব্রজললনাগণও আকুল ক্রন্দনে অন্তরের ভাষা ব্যক্ত করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩১।১৫)

—'হে অচ্যুত! আমরা তোমার সমুচ্চ বংশীগীত শ্রবণে মোহিত হইয়া পতি, পুত্র, ভ্রাতা, বান্ধব, এমন কি কুল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি, তাহা তুমি অবগত আছ। হে শঠ! তুমি ভিন্ন এমন করিয়া আর কে রাত্রিকালে সমাগতা কামিনীগণকে প্রত্যাখ্যান করে?'

শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—'হে অবলাগণ! তোমরা আমারই জন্য লোকাচার, বেদাচার ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছ। আমিও তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি নাই। কেবল আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত অদৃশ্যভাবে ছিলাম। তোমাদিগকে দেখিতেছিলাম এবং তোমাদের বিলাপ বাক্য শুনিতে ছিলাম। তোমরা আমার প্রিয়তমা এবং আমিও তোমাদের পরম হিতৈষী। অতএব আমার উপর দোষারোপ করা তোমাদের উচিত নহে।' (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩২।২১)। এইরূপ আরও অন্যান্য বহু শ্লোকেও শ্রীভাগবতের বর্ণনায় রাসলীলাপ্রসঙ্গে ঔপপত্যভাবময় প্রেমেরই অবিসংবাদী পরিচয় লাভ হয় এবং এই ঔপপত্যভাবময় প্রেমবিলাসের নিমিত্তই শ্রীরাসলীলা সর্ব্বলীলা-মুকুটমণির স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতএব ইহাকে অবাস্তব বলা যায় না। যদি উহা অবাস্তব বা মায়াপ্রত্যায়িত হইত তাহা হইলে পরদারাভিমর্ষণ শঙ্কা পরিহার করিবার নিমিত্ত শ্রীশুকদেব এক কথায় উত্তর দিতে পারিতেন যে পরকীয়া সম্বন্ধ প্রতীতি মাত্র। কিন্তু তাহা না বলিয়া পরমহংসাচার্য্য শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীভগবান্ পরম তেজীয়ান্, পরমাত্মা ও সর্ব্বেশ্বর, তাঁহাতে পরদারাভিমর্ষণ-দোষের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

প্রকটলীলাপ্রসঙ্গে রাসলীলায় যে ঔপপত্যসম্বন্ধ দেখা যায়, অপ্রকটলীলায় তাহার অন্যথা হইলে প্রেমরসোৎকর্ষের হানি হয়। ভক্তিরসশাস্ত্রের বিবরণে দেখা যায়—পরকীয়ারতিমতী শ্রীরাধিকাতে নিত্যই হ্লাদিনীসার মাদনাখ্য মহাভাব বিরাজ করে—

সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপ্রকট লীলাবশতঃ যদি শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীবর্গকে স্বকীয়া কান্তা বলা হয় তাহা হইলে পরকীয়া রতিমূলক মহাভাবের নিত্যতার হানি হয়। অতএব দেখা যায়—কি শাস্ত্রীয় প্রমাণে কি তদনুকূল যুক্তিতে—সর্ব্বত্রই নিত্যপরকীয়াত্ব সিদ্ধান্তেরই সমর্থন রহিয়াছে।

'গোপীজনবল্লভ' 'গোপীভর্ত্তা' "গোপীনাং পতিরেব" ইত্যাদি পদেও পরকীয়াত্বের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 'গোপী' বলিতে গোপের পত্নী বা গোপবধূ, 'তৎসমুদয়ের বল্লভ' বলিতে পত্যন্তর অর্থাৎ উপপতিরই প্রতীতি হইতেছে। শ্রীক্রমদীপিকায় শ্রীকৃষ্ণধ্যানপ্রসঙ্গে উল্লেখ আছে—"বিচিত্রাম্বরভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতং.....কৃষ্ণং ধ্যায়েৎ"—'বিচিত্র বস্ত্রাভরণা গোপনারী অর্থাৎ গোপপত্নীগণ পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে।' শ্রীভাগবতে "স্বিত্তন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বঃ" (১০।৩৩।৭) বলিয়া ব্রজসুন্দরীগণকে যে শ্রীকৃষ্ণের বধূ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে উহাতে বক্তব্য এই যে, 'বধূশব্দ' এখানে গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শক্তিস্বরূপিণী বলিয়াই ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের 'স্ত্রী' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণেরই একমাত্র ভোগ্যা' (উক্ত শ্লোকের শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। বধূ শব্দে যে কেবল পরিণীতা স্ত্রীকেই বুঝায় তাহা নহে, সাধারণ স্ত্রীমাত্রকেও বুঝাইয়া থাকে। অভিধানেও উল্লেখ আছে—"বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রী চ" (অমরকোষ) বধূ শব্দে জায়া, পুত্রবধূ ও স্ত্রী বুঝাইয়া থাকে। বধূ শব্দে যে কন্যাকেও বোঝায় তাহারও প্রমাণ শ্রীভাগবতেই আছে—"সা ত্বং ব্রহ্মন্নৃপবধূঃ কামমাশু ভজিষ্যতি" (৩।২১।২৬) এখানে নৃপবধূ অর্থাৎ রাজার কন্যা। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণকে গোপবধূ অর্থাৎ গোপপরিণীতা জায়া বলিয়াই জানিতেন—"প্রকৃতিমগমন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ"—(ভাগবতম্ ১।৯।৪০।) শ্রীগোপালতাপন্যুপনিষদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে "স বো হি স্বামী ভবিষ্যতি" বলিয়া যে গোপীজনপ্রসঙ্গে 'স্বামী' শব্দে নিরূপিত করা হইয়াছে তাহাতে স্বকীয়া সম্বন্ধের ইঙ্গিত থাকিলেও বলা যাইতে পারে—স্বামী শব্দ সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্যবাচক। পাণিনির মতে কেবল পরিণেতা অর্থেই উহা বোঝায় না, কিন্তু 'পালক' বা 'নেতা' অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অমরকোষ অভিধানে (৩।১।১৯-১১) বলা হইয়াছে—"স্বামী ত্বীশ্বরঃ পতিরীশিতা, অধিভূর্নায়কো নেতা প্রভুঃ পরিবৃঢ়োঽধিপঃ"। আবার 'মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি' (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৩।২২)—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রাচীন টীকাকার শ্রীধর-স্বামিপাদ বলিয়াছেন 'ঋষভ' অর্থাৎ 'পতি' (অবশ্য পতি শব্দে পালককেও বোঝাইয়া থাকে)। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী 'ঋষভ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'পুরুষশ্রেষ্ঠ'। ফলকথা, প্রকরণ ও উপসংহারগত সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, এবং সেই সামঞ্জস্য যাহাতে ব্যাহত না হয় তজ্জন্য শব্দের গৌণীবৃত্তি বা সাদৃশ্যবাচক যে কোন অর্থ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার বিবরণে আদ্যন্ত যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—তাহাতে পরকীয়া রতিমূলক প্রেমভাবেরই বিলাস দর্শিত হইয়াছে এবং সেই নিমিত্তই ব্রজবধূগণের সর্ব্ববিস্মারণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এং ইহারই ফলে পরমপুরুষার্থসার সেই প্রেমের পরমতম উৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে! ব্রজের সেই পরকীয়া প্রেমপ্রবাহ নিত্যব্রজলীলাতেও যে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া চলিতেছে—নিত্যপরকীয়াবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ব্রজগোপীগণের নিত্যপরকীয়াত্ব স্থাপনে উপরিলিখিত শব্দার্থ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া শ্রীনারায়ণ ভট্টের মত উল্লেখে বলিয়াছেন—

এবমেব শ্রীনারায়ণভট্টৈরপি স্বকৃতায়াং রসতরঙ্গিণ্যাং তৃতীয় উল্লাসে আলম্বনপ্রকরণে তস্যাঃ পরকীয়াত্ব-মেবোক্তং যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তে ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ প্রীতে দাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। প্রেয়সি স্যুঃ সখায়ো হি যশোদা বৎসলে স্মৃতাঃ॥
মধুরে রাধিকা জ্ঞেয়া হাস্যে স্যান্মধুমঙ্গলঃ। সখীযূথোঽদ্ভুতে জ্ঞেয়ো বীরে চারণগোবৃষাঃ॥
করুণে বৎসবৃক্ষাদির্জটিলাদ্যাস্তু রৌদ্রকে। গোবর্দ্ধনোঽভিমন্যুশ্চ ভয়ানক উদাহৃতৌ॥
তপস্বিন্যাদয়ো হত্র বীভৎসে পরিকীর্ত্তিতাঃ। ব্রজস্থা নিয়তা জ্ঞেয়া আলম্বনবিভাবকাঃ॥ ইতি॥

তত্রৈবান্যত্র—

ন রাধা ভর্ত্তারং ক্বচিদপি চ দৃগ্‌ভির্গৃহগতম্। সমদ্রাক্ষীন্নিত্যং তব সরসমূর্ত্তিং বিলিখতী।
তবাপ্যেতদ্বক্ষো বহতি রুচিরাং তৎপ্রতিকৃতিম্। ততঃ কৃষ্ণপ্রেম্ণাহমপি বিদধে দৌত্যমখিলম্॥ ইতি॥

(উজ্জ্বলনীলমণ্যা আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)

'শ্রীল নারায়ণ ভট্ট মহাশয়ও তাঁহার নিজ রচিত 'রসতরঙ্গিণী' গ্রন্থের তৃতীয় উল্লাসে আলম্বন-প্রকরণে এই প্রকার শ্রীরাধিকার পরকীয়াত্বই স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এইরূপ :—শান্তরসে ব্রাহ্মণ ও প্রীতিরসে দাস কথিত হয়। প্রেমরসে সখাগণ এবং বৎসলরসে শ্রীযশোদা। মধুররসে শ্রীরাধিকা, হাস্যরসে মধুমঙ্গল, অদ্ভুতরসে সখীর দল, বীররসে চারণ ও গোবৃষগণ, করুণরসে বৎসবৃক্ষাদি, রৌদ্ররসে জটিলা প্রভৃতি, ভয়ানকরসে চন্দ্রাবলীর পতি গোবর্দ্ধন ও রাধিকার পতি অভিমন্যু প্রভৃতি। বীভৎসরসে তপস্বিনী প্রভৃতি—এই সকল ব্রজস্থ লীলার নিত্য আলম্বনবিভাব বলিয়া কথিত হন। উক্ত রসতরঙ্গিণী গ্রন্থের অন্যত্রও (সখীর উক্তি) কথিত হয়—,শ্রীরাধা তাঁহার নিজ গৃহগত পতিকে কখনও নয়নযুগল দ্বারা দর্শন করিতেন না। কারণ (হে শ্রীকৃষ্ণ) তোমারই রসঘন মূর্ত্তি তিনি বিলেখন করিতেন। হে কৃষ্ণ! তোমার এই বক্ষঃস্থল তাঁহারই (শ্রীরাধারই) পরম রমণীয় প্রতিকৃতি ধারণ করিতেছে। এই কারণে কৃষ্ণপ্রেমবশতঃ আমিও তোমার যাবতীয় দৌত্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকি'।

প্রেমশিরোমণি শ্রীরাধিকার পরকীয়া প্রেমভাবই যে তাঁহার পরমমাহাত্ম্য খ্যাপিত করিয়াছে, বৃহদ্ভাগবতামৃতের নিম্নোক্ত বচনে তাহার স্পষ্ট বিবরণ দৃষ্ট হয়—

তৃণীকৃতত্যক্তকুলীননারীধর্ম্মাপি দূরোজ্ঝিতভর্ত্তৃকাপি।
সতী চ সাভীপ্সিতসচ্চরিত্রা রাধা বিধাত্রারচি চিত্রশীলা॥

(বৃহদ্ভাগবতামৃতম্)

—শ্রীরাধিকা কুলগত নারীধর্ম্ম তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছেন এবং তিনি নিজ পতিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তথাপি তিনি সতী ও অভীপ্সিত চরিত্রগৌরবে গৌরবান্বিতা। সত্যই বিধাতা বিচিত্রানুভাবা শ্রীরাধিকাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমিয়মাখা নাম বংশীগীতরবে যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখনই শ্রোতার মন-প্রাণ সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অতএব তাঁহার অনুভবের মহাপ্লাবনে যে সর্ব্ব ধর্ম্ম ডুবিয়া যাইবে—ইহাতে সন্দেহ কি?

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২৯।৪০)

(গোপাঙ্গনাগণ বলিতেছেন)—'হে গোকুলযুবরাজ! ত্রিভুবনে এমন কোন্ রমণী আছে, যে তোমার মধুর ও অস্ফুট পদাবলীর বেণুগীতসংলাপ শ্রবণে ও তোমার এই ত্রিলোকসুন্দর ভুবনমোহন রূপ নিরীক্ষণে নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত না হয়? অবলা রমণীর কথা দূরে থাকুক—তোমার রূপ দর্শনে ও বংশীগীত শ্রবণে ধেনুকুল, বিহগবৃন্দ, বৃক্ষ ও পশু প্রভৃতিও পুলকে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করে।'

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীলঘুভাগবতামৃতধৃত ভাগবতের উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

তথা চ ত্বদ্বোধকশব্দাৎ স্বধর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনস্ত্বদনুভবেন? ইতি ঔপপত্যং দোষাবহমিতি ন শক্যং বক্তুমিতি ভাবঃ।

—'অর্থাৎ তোমার নামবোধক 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ শ্রবণেই যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ স্বাভাবিক বলিয়া যুক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে (হে শ্রীকৃষ্ণ!) তোমার অনুভবে যে স্বধর্ম্ম অবলুপ্ত হইবে তাহাতে আর বলিবার কি আছে? অতএব তোমার প্রেমের নিমিত্ত ঔপপত্য যে দোষের—ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না'।

ইহাতেও শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের জারভাবময় প্রেমেরই পরমোৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে উক্ত হয়—"অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ"। ব্রজসুন্দরীগণ এমন করিয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দের সেবা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রেমগৌরব জগতে অতুলনীয়। দুস্ত্যজ আত্মীয় স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া পরমপুরুষার্থসার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকেই তাঁহারা সারসর্ব্বস্ব ভাবিয়া ছিলেন। এই জন্যই শ্রীভগবান্ নিজমুখে তাঁহাদের অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করিয়া জারভাবময় গোপীপ্রেমের জয় ঘোষণা করিয়াছেন, এবং উদ্ধবাদি ভক্তও সেই জারভাবময়ী প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণেরই চরণরেণুস্পৃষ্ট বৃন্দাবনের গুল্ম-লতৌষধির মধ্যে জন্মলাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

বৃহৎ বামনপুরাণের বর্ণনা হইতেও পরকীয়ামূলক প্রেমধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। বেদের অধিষ্ঠাত্রী শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সন্তুষ্টিভরে শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে বর দান করিতে স্বীকৃত হন। শ্রুতিগণ তদুত্তরে বলেন—'তোমার আনন্দঘন অনবদ্য রূপের মহিমা পুরাণে যেরূপ বিঘোষিত হয়—সেই রূপ আমাদিগকে দেখাও।' এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে প্রকৃতির অতীত অনুভবানন্দমাত্রসার অক্ষরলোক দেখাইলেন —যে-লোকে কামবর্ষী বৃক্ষরাজি সমূহে পরিবেষ্টিত মনোরম নিকুঞ্জে পরিপূর্ণ গোবর্দ্ধনগিরিসমন্বিত সর্ব্বঋতুসেব্যমান বৃন্দাবন নামে বন বিদ্যমান এবং যে-বৃন্দাবনে যমুনা নদীর উভয়তট রত্ন দ্বারা বদ্ধ এবং হংস ও পদ্মাদি দ্বারা শোভিত, সে স্থানে লীলারসপ্রমত্তা গোপীসমূহ বিদ্যমান এবং তাঁহাদের যূথমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে স্থিত কিশোরাকৃতি পরম শোভমান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতিগণোদ্দেশে দর্শন দান করিয়া বলিলেন—'যাহা অপেক্ষা আমার অন্য কোন প্রিয়তর ধাম নাই, সেই ব্রজধাম তোমরা দর্শন করিলে। বল, আমি তোমাদের কি করিব?' শ্রুতিগণ উত্তর করিয়াছিলেন—

কন্দর্পকোটীলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ।
কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্যসংশয়ম্॥
যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ।
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা॥

(বৃহদ্বামনপুরাণবচনম্)

'কন্দর্পের কোটিলাবণ্য তোমার রূপে প্রতিভাত দেখিয়া আমাদের মন কামিনীভাব প্রাপ্ত হইয়া যে কামক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমার নিজলোকবাসিনী গোপিকাগণ যেমন তোমাকে পরম রমণীয় মনে করিয়া রমণজ্ঞানে কামভাবে ভজনা করিতেছেন, সেই প্রকারে তোমাকে ভজনা করিবার জন্যই আমাদের আজ বাসনা হইতেছে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—

দুর্ল্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সুমনোরথঃ।.....
আগামিনি বিরিঞ্চৌ তু জাতে সৃষ্ট্যর্থমুদ্যতে।
কল্পং সারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ॥
পৃথিব্যাং ভারতে ক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে।
বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে॥
জারধর্ম্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকম্।
ময়ি সংপ্রাপ্য সর্ব্বেঽপি কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ॥

(বৃহদ্বামনপুরাণবচনম্—উজ্জ্বলনীলমণিধৃতম্)

—'তোমাদের এই শুভ মনোরথ অতি দুর্ল্লভ ও দুর্ঘট।.....তবে ব্রহ্মা আগামীতে সৃষ্টিপ্রকাশ করিয়া যখন সারস্বত কল্পের আরম্ভ করিবেন তখন তোমরা ব্রজধামে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ধরাধামে ভারতক্ষেত্রে আমার মাথুরমণ্ডল বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে তোমাদের প্রিয়তমরূপে আমি আবির্ভূত হইব। সেই সময় তোমরা সকলে জারধর্ম্মে (ঔপপত্যময় প্রেমধর্ম্মে) সুদৃঢ় স্নেহপাশে ও সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবে।'

উপরের এই বিবরণে জানা যায় যে, ব্রজগোপীগণ যে রমণজ্ঞানে কামভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন—উহা অবশ্যই অপ্রকট-লীলাসম্বন্ধী বিবরণ। অনুরূপ প্রেমসেবা করিবার নিমিত্ত শ্রুতিবৃন্দ যে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—তাহাতে সম্মতি দিয়া প্রকটব্রজলীলায় তাঁহারা যে জারধর্ম্মে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া ধন্য হইবেন—এইরূপ বর প্রদান করায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাই ঘোষণা করিতেছেন যে অপ্রকট ব্রজধামে গোপীগণ পরকীয়া প্রেমভাবেই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ লইয়া বহুদিন হইতে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। মুর্শিদাবাদের নবাব জাফরালির দরবারে পণ্ডিতমণ্ডলী সমাবেশে পরকীয়া ও স্বকীয়া লইয়া এক বিচারসভা আহূত হয়। উহাতে পরকীয়াবাদই বিচারে জয়লাভ করে। মুর্শিদাবাদকাহিনী নামক পুস্তকে উক্ত বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। শ্রীরূপদেব নামে কোন এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জয়পুর হইতে দিল্লীশ্বরের পরোয়ানা লইয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদের নবাব জাফরালির দরবারে উপস্থিত হইয়া স্বকীয়া ও পরকীয়া মতবাদ বিষয়ে বিচারপ্রার্থী হইয়াছিলেন। উক্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

॥ শ্রীশ্রীমদনগোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ জীউ ॥

শ্রীল চৈতন্যমহাপ্রভুধর্ম্মান্বিত শ্রীল রাধামোহন শর্ম্মা বরাবরেষু—

অজয়পত্রমিদং:—লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মণা ভট্টাচার্য্যেণ অজয়পত্রমিদং লিখনং কার্য্যঞ্চ শ্রীযুত পাৎসাহার হুকুম ফর্‌মান্ ও তয়নাতী মনসবদার লইয়া গৌড়মণ্ডলে আসিয়া সর্ব্বত্র গোসাঞি মোহান্ত অধিকারী বৈষ্ণব পণ্ডিত সকলকে বিচারে পরাভূত করিয়া স্বকীয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া অজয়পত্র লইয়াছিলাম, পরে তোমার সহিত বিবাদ করিয়া মোকাম মুর্শিদাবাদ শ্রীযুত নবাব সাহেবের ফর্‌মান্ দেখাইয়া তোমাকে তলব করাইয়া আনাইলাম, পরে তোমার আখেজ মতে শ্রীযুত নবাব সাহেব মধ্যস্থ দিলেন। মধ্যস্থ মোকাবিলাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীধরস্বামীর টীকা ও সন্দর্ভ তোষণী প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্র লইয়া তোমার সহিত স্বকীয়া পরকীয়া বিচার ছয় মাস পর্য্যন্ত করিয়া বিচারে স্বকীয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারিলাম না। তোমার সিদ্ধান্ত মতে পরকীয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম সংস্থাপন হইল। অতএব এই অজয়পত্র দিয়া তোমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলাম। ইতি সন ১১২৭ সাল, মীমাংসা সন ১১২৮সালের বৈশাখ।

ইশাদী—শ্রীঅদ্বৈত সন্তান—শ্রীকালাচাঁদ শর্ম্মা। সাং শান্তিপুর।

শ্রীনিত্যানন্দ সন্তান—শ্রীরত্নেশ্বর শর্ম্মা। সাং বসৎপুর।

বসু রামানন্দের সন্তান—শ্রীআত্মারাম বসু। সাং কুলীনগ্রাম।

শ্রীকৃষ্ণদেবশর্ম্মা দিগ্বিজয়িনঃ—সাং জয়নগর (জয়পুর)।"

"শ্রীলশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুস্বধর্ম্মান্বিত শ্রীল রাধামোহন শর্ম্মা বরাবরেষু

ইস্তাফাপত্র—লিখিতং শ্রীজগদানন্দ শর্ম্মা, পরমানন্দ শর্ম্মা, শ্রীমদনমোহন শর্ম্মা, শ্রীমুরলীধর শর্ম্মা, শ্রীহৃদয়ানন্দ শর্ম্মা প্রভৃতি প্রভুসন্তানবর্গাণাং ইস্থাফাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—শ্রীযুক্ত সেওয়াই জয়সিংহ মহারাজ স্বকীয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন কারণ বিরোধ করিয়া শ্রীযুক্ত মহাম্মদ সাহা পাৎসাহ বরাবর আরজি দিয়া হুকুম ফরমান্ ও জুল ফিকির কোমন সরদার তয়না ও দিগ্বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত অমরসিংহ ভট্টকে সঙ্গে দিয়া গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন। তাঁহারা পহুঁছিয়া সর্ব্বত্র গোসাঞি মহান্ত অধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণব পণ্ডিত সকলকে বিচারে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগের দস্তখতী অজয়পত্র লইয়া স্বকীয়া ধর্ম্ম ব্যবস্থান করিলেন, পরে তোমার সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহারা শ্রীযুত জাফর খাঁ নবাব সাহেবকে হুকুম ফরমান্ তলব করিয়া আনাইলেন। শ্রীযুক্ত নবাব সাহেব কহিলেন—সর্ব্বত্র সকল সন্ত মহান্ত দস্তখত করিয়া অজয়পত্র দিয়াছেন, তুমি দেও না কারণ কি? তাতে তুমি কহিলে—'ফরমানে বিচার লিখিতেছেন—আমার সহিত বিচার হয় নাই।' শ্রীযুত নবাব সাহেব কহিলেন—'তবে বিচার করহ'। তুমি কহিলে—'তবে বিচার করি যদি পাঁচজন পণ্ডিত মধ্যস্থ করিয়া দেন এবং দিগ্বিজয়ী প্রতিজ্ঞা পত্র দেন'। পরে শ্রীযুত নবাব সাহেব উৎকলের ভট্টাচার্য্য ও নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য ও ত্রিহোতের ভট্টাচার্য্য ও কাশীর ভট্টাচার্য্য ও বঙ্গের ভট্টাচার্য্য ও গোসাঞি মহান্ত অধিকারী বৈষ্ণব পণ্ডিত সকলকে মধ্যস্থ করিয়া দিলেন। মোকাম মুর্শিদাবাদ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণশাস্ত্রে ও শ্রীধরস্বামীর টীকা ও সন্দর্ভ তোষণী প্রভৃতি গোসাঞিদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া দিগ্বিজয়ী ভট্টাচার্য্যের সহিত ছয় মাস তোমার বিচার হইল। দিগ্বিজয়ী ভট্টাচার্য্য স্বকীয়া ধর্ম্ম ব্যবস্থাপন করিতে পারিলেন না, পরকীয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন হইল মতে দিগ্বিজয়ী ভট্টাচার্য্য পরকীয়া ধর্ম্ম মানিয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলেন। দিগ্বিজয়ী ভট্টাচার্য্যের অজয়পত্র ও তোমার সিদ্ধান্ত পত্র জয়নগরের শ্রীযুত সেওয়াই জয়সিংহ মহারাজার নিকট পাঠাইলেন, সেখানে মহারাজা অনেক পণ্ডিত সন্ত মহান্ত দেবালয়াদির গোস্বামি জিউদিগকে লইয়া তোমার সিদ্ধান্ত স্থির হইল এবং সেখানেও পরকীয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন হইল। পরে দিগ্বিজয়ী ভট্টাচার্য্যের অজয়পত্র ও তোমার সিদ্ধান্তপত্র পুনশ্চ গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন, আর দেবালয়াদির শিরোপা তোমাকে পাঠাইলেন। অতএব গৌড়মণ্ডলে পরকীয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন হইল এবং পরকীয়া ধর্ম্মের অধিকারী তোমাকে স্থাপন করিল। অতএব শ্রীমদাচার্য্য ঠাকুরের পরিবার ও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের পরিবারের উপর বিলাত সম্বন্ধে ইস্তাফা দিলাম। পুনশ্চ কালাকালে এই দুই পরিবারের উপর আমরা ও আমাদিগের সন্তানান্তর্গত কেহ দাবী করে, শ্রীশ্রী৺বহির্মুখ, এতদর্থে তোমাদের পরিবারের উপর বেদখলি ইস্তাফা পত্র দিলাম। ইতি সন ১১২৭ সাল মাহা বৈশাখ।

দস্তখত—শ্রীজগদানন্দ শর্ম্মণঃ দিগর।

ইশাদী—শ্রীকাশীশ্বর শর্ম্মা—সাং বারাণসী। শ্রীশম্ভুচন্দ্র মিত্র—সাং চূণাখালি। সহবতী—শ্রীরাজা প্রাণনাথ—সাং দিনাজপুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুর্শিদাবাদের নবাব জাফরালির দরবারে পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে যে স্বকীয়া ও পরকীয়া লইয়া বিচার হয়, তাহাতে পরকীয়া মতই জয়লাভ করে। স্বকীয়া মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে সম্ভবমত সর্ব্ববিধ যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ দিবার চেষ্টা ইতঃপূর্ব্বে করা হইয়াছে। যে ভাবুক ভক্ত নিজ নিজ সাধনানুযায়ী যে মত পোষণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি তাহাই করিবেন, তাহাতে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে রাসলীলা বিবরণের পৌর্ব্বাপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইলে পরকীয়া প্রেমভাবই মানিয়া লইতে হয়। অবশ্য প্রকটলীলায় পরকীয়া প্রেমবিলাসের বিরুদ্ধে বিশেষ আপত্তিজনক মতবাদ নাই। যদিও বা কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্য সেই রূপ অভিমত খ্যাপনে চেষ্টা করিয়াছেন—তথাপি উহা সহজে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের আক্ষরিক বিবরণের উপর নানাবিধ ব্যাখ্যাশৈলীর জাল রচনা করিয়া মূল শব্দার্থের অন্যপ্রকার রূপ দিতে হইয়াছে। অপ্রকটলীলা লইয়াই বিশেষ মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। নিত্যপরকীয়াবাদের পক্ষেও যে সকল যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ রহিয়াছে—তাহার সারবত্তাও কম নহে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ উক্ত মতবাদই স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের মতবাদে অপ্রকট লীলাবিষয়ক স্বকীয়াত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু লোচনরোচনীর স্বকীয়াপরকীয়া তত্ত্বের উপসংহার শ্লোকে "স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ" বলিয়া তিনি যে 'স্বাভিমত' পরকীয়াবাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন—তাহার মূল্যও কম নহে। অবশ্য উক্ত শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত কিনা—ঐতিহাসিক বিচারে তাহার নির্ণয় আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সময় এবং তৎপূর্ব্বেও 'সারসংগ্রহ' গ্রন্থকর্ত্তার সময়ে উহা শ্রীজীব রচিত বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে এবং উক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যও নিত্যপরকীয়াত্ব খ্যাপনে শ্রীজীবসম্মত স্বেচ্ছাশব্দে দ্যোতিত পরকীয়া মতেরই নজির দেখাইয়াছেন।

যাহা হউক, সর্ব্বকারণকারণ অখিলনিয়ন্তা শ্রীভগবান্ ধর্ম্মের রক্ষণ, পালন ও অভিবৃদ্ধির নিমিত্ত অংশের সহিত ধরাধামে অবতীর্ণ হন। শ্রুতি স্মৃতি সদাচারে সেই ধর্ম্মের স্বরূপ ঘোষিত হইয়াছে। কারণ মন্বাদিশাস্ত্রে কথিত হয়—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥

(মনুস্মৃতি ২।১২)

বিভিন্ন শাস্ত্রবাক্যেও দেখা যায় যে পৃথিবীতে যখন অধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তিনি গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

(গীতা ৫।৭)

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়োবৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ।
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৯।২৪।৫৭)

কিন্তু সেই শ্রীভগবান্ স্বয়ং ধর্ম্মের প্রণেতা, পালক ও অভিরক্ষিতা হইয়াও ধর্ম্মপ্রতিকূল পরস্ত্রীসংসর্গরূপ অধর্ম্মের যে আচরণ করিলেন, তাহাতেই বহির্মুখজনগণের অন্তর্মনের সংশয় প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করিয়া বর্ত্তমান শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ পরমহংসাচার্য্য শ্রীশুকদেবকে এবম্বিধ প্রশ্ন করিলেন। ইহা হইতেও প্রতীতি হয় যে, শ্রীভাগবতের রাসলীলা বিবরণে স্পষ্টতঃ পরকীয়া নায়িকা ব্রজবধূগণের সহিতই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলাস খ্যাপিত হইয়াছে। নচেৎ শ্রোতৃজনগণের মনে এরূপ প্রশ্ন উঠিল কেন? অতএব ভাষাগত ও পদার্থগত বিবরণে স্পষ্টতঃ যে স্বকীয়া-প্রেমবিলাসের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, বর্ত্তমান শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশে অবতীর্ণ হওয়ায় কথা উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েও রাজা পরীক্ষিৎ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেবকে বলিতেছেন—

যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।
অত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।১।২)

—'নিয়তধর্ম্মশীল যদুবংশে স্বকীয় অংশে অবতীর্ণ বিষ্ণুর প্রভাবময় চরিত কথা—হে মুনিবর!—আমাদিগকে বলুন।'

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে বলিতেছেন—

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥

(শ্রীমদ্ভাগতম্ ১০।২।১৬)

—'অয়ি সর্ব্বমঙ্গলে! আমি স্বকীয় অংশভাগে দেবকীর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিব এবং তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে।'

এই ভাবে শ্রীযোগমায়াকে আদেশ দেওয়ার পর ভগবান্ স্বকীয় অংশে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন। কালে শ্রীভগবান্ দেবকীর গর্ভ আশ্রয় করিলেন ও সেই সময় ব্রহ্মাদি দেবগণ দেবকীর নিকট আগমন করিয়া গর্ভগত ভগবানের স্তব করিয়া দেবকীকে বলিলেন—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ। আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২।১৬)

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ।
মাভূদ্ভয়ং ভোজপতের্মুমুর্ষোর্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২।৪১)

'ভগ্যক্রমে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ স্বকীয় অংশে আপনার গর্ভস্থ হইয়াছেন, অতএব আর আপনি মরণ-পথগামী কংসের ভয়ে ভীত হইবেন না।'

এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের বহু স্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অংশে অবতীর্ণ, তাহাই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পূর্ণাবতার—এবং অন্যান্য অবতারবিগ্রহ তাঁহার অংশাবতার—এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের নিম্নোক্ত শ্লোকটী বিশেষ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১।৩।২৮)

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন—এবং শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ প্রভৃতি টীকাকারগণ শ্রীমদ্ভাগবতের যে যে শ্লোকে 'অংশে অবতীর্ণ' এই কথার উল্লেখ আছে—তাহার নানাভাবে ব্যাখ্যা নিরূপণ করিয়া মূল সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। 'অংশেন'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পদে তৃতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে—উহা 'অংশের দ্বারা' বা 'অংশের সহিত'—এই উভয়ার্থেই প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব বুঝিতে হইবে যে পূর্ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অংশাবতার শ্রীবলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—এবং তাঁহারই লীলাকথার বিবরণ শ্রীভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং 'অংশেন' অর্থাৎ 'বলদেবেন সহ'—এইরূপ অর্থ করিবার সঙ্গত কারণও রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও ইহার স্পষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয়নাগ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও আবদ্ধ হন তখন বলদেব তাহা দেখিয়া তাঁহাকে নিজের যথার্থ স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দেন। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, বলরাম নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

জগত্যর্থং জগন্নাথ! ভারাবতরণেচ্ছয়া। অবতীর্ণোঽত্র মর্ত্ত্যেষু তবাংশশ্চাহমগ্রজঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণম্ ৫।৭।৩৭)

—'হে জগদীশ্বর! জগতের ভার দূর করিবার ইচ্ছায় এই মর্ত্ত ভূমিতে আমি যে অবতীর্ণ, সেই আমি তোমার অগ্রজ হইলেও তোমার অংশমাত্র।'

বিষ্ণুপুরাণের অন্যত্রও দেখা যায় যে, ব্রহ্মা বলরামকে কন্যা সম্প্রদান করিবার উপদেশ দিয়া রাজা রৈবতককে বলিয়াছিলেন—'শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ বলরাম এক্ষণে দ্বারকায় অবস্থিত আছেন—তুমি তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান কর'—

সা দ্বারকা সম্প্রতি তত্র আস্তে স কেশবাংশো বলদেবনামা॥

(বিষ্ণুপুরাণম্ ৪।১।৩৪)

শ্রীধর স্বামিপাদ "অথাহমংশভাগেন (ভাঃ ১০।২।৯) শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'অংশভাগ' শব্দের ছয় প্রকার অর্থ করিয়াছেন এবং ঐ সকল অর্থের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্বের সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে। "অংশভাগেনেতি অংশৈঃ শক্তিভির্ভজতে অধিতিষ্ঠতি সর্ব্বান্ ব্রহ্মাদস্তম্বপর্য্যন্তান্ ইত্যংশভাগস্তেন পরিপূর্ণেন রূপণেত্যর্থঃ।"—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল ব্যাপ্ত হইয়া তিনি বিদ্যমান থাকেন—অতএব তিনি পরিপূর্ণ রূপেই অবতীর্ণ। দ্বিতীয় অর্থে বলা হইয়াছে—"অংশৈঃ জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলাদিভির্ভাজয়তি যোজয়তি স্বীয়ানিতি যথা তেনেতি"—অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভগবত্তাংশসমূহ জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বল প্রভৃতি দ্বারা তিনি নিজকে যুক্ত করিয়া সেই ভাবে অবতীর্ণ বুঝিতে হইবে। অথবা বুঝিতে হইবে—"অংশেন পুরুষরূপেণ মায়য়া ভাগো ভজনমীক্ষণং যস্য তেন" অংশের দ্বারা অর্থাৎ পুরুষরূপের দ্বারা মায়ার ভজন ঈক্ষণ যিনি করেন—তদ্রূপে তিনি অবতীর্ণ। আবার কথিত হয়—"অংশেন মায়য়া গুণাবতারাদিরূপা ভাগা ভেদা যস্য তেন"—অর্থাৎ অংশ বা মায়া দ্বারা গুণাবতাররূপ বহুভেদ যাঁহার বিদ্যমান তিনি অবতীর্ণ। চতুর্থ প্রকার অর্থের উল্লেখে দেখিত পাই—"অংশা এব মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপা ভজনীয়া ন তু সাক্ষাৎ স্বরূপং যস্য তেন"—যাঁহার মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অংশরূপে ভজনীয় হয়—কিন্তু সাক্ষাৎ স্বরূপ সেপ্রকার অংশরূপে ভজনীয় হয় না তিনি অবতীর্ণ। আর একপ্রকার অর্থে বলা হয়—"অংশৈর্জ্ঞানবলাদিভির্ভজনমনুবর্ত্তনং ভক্তেষু যস্য তেন"—জ্ঞান বল প্রভৃতি স্বরূপ দ্বারা ভক্তজনগণের ভজন অর্থাৎ অনুবর্ত্তন যিনি করিয়া থাকেন তিনি তদ্রূপে অবতীর্ণ হইলেন। এই ষড়্বিধ অর্থের ইহাই তাৎপর্য্য যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অংশাবতার নহেন—তিনি পূর্ণাবতার। সর্ব্বপ্রকারেই তিনি পূর্ণ, কারণ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই নিজ নিজ উপাস্য ও আরাধ্য দেবতাকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রকল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে লীলাকথা বিবৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে, তাহার বহু স্থানে যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অংশে অবতীর্ণ বলা হইয়াছে—সেইরূপ আবার পূর্ণ ভগবান্, সাক্ষাৎ ভগবান্, ইহাও অনেকস্থলে একই শ্লোকে বলা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের শ্লোকেই অবতার বিবৃতি প্রসঙ্গে মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে। যখন তাঁহাকে পূর্ণও বলা হইয়াছে এবং অংশও বলা হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই একটা সিদ্ধান্ত স্থির রাখা প্রয়োজন। শাস্ত্রে পরস্পর বিরোধী বচন থাকিলে উভয় পক্ষই বিকল্পরূপে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। এ বিষয়ে ন্যায়ও রহিয়াছে—"তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ"। কিন্তু যেখানে কোন উপায় থাকে না, সেইখানেই শাস্ত্রবচনে বিকল্পার্থতা স্বীকার করিতে হয়। বিকল্পার্থ স্বীকারে উভয় বিধিরই পক্ষে প্রামাণ্য, পক্ষে অপ্রামাণ্য—এই রকম মোট আট রকমের দোষ প্রকাশ পায়। উহা বিশেষ যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া মীমাংসাদর্শন শাস্ত্রে বিকল্পপক্ষকে যতদূর পারা যায় ততদূর পরিহার করিবার জন্য উপদেশ রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া বলা হয়—"সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে"—যেখানে পরস্পর বাক্যগুলির মধ্যে একবাক্যত্ব করা সম্ভব, সেখানে বাক্যভেদ করা উচিত নহে। উহাতে শ্রুতিপ্রতিপাদিত অপৌরুষেয় বিধিবাক্যের পৌরুষেয় ভেদ করায় অন্যায়ই করা হয়। এখানেও আমাদের বক্তব্য এই যে শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণ সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই স্পষ্ট নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় পরবর্ত্তী আপাততঃ প্রতীয়মান বিরোধী শব্দের বা বাক্যের যে প্রকার অর্থকৌশল প্রদর্শন করিয়া একবাক্যত্ব স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্রমীমাংসা পদ্ধতিই অনুসৃত হইয়াছে। পূর্ব্বপূর্ব্ব উক্তির সারবত্তা রক্ষা করিতে হইলে যে শব্দবিশ্লেষ, অর্থসঙ্কোচ, লক্ষণা বা গৌণীবৃত্তি প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিতে না হয় তাহা নহে। আমরা যদি বলি "এই ঘোষ মহাশয় গঙ্গায় বাস করেন' ('গঙ্গায়াং ঘোষঃ')—তাহা হইলে গঙ্গা পদের যে স্বাভাবিক অর্থ উহা পরিত্যাগ করিয়া ইহাই বলিতে হয় যে গঙ্গা অর্থাৎ গঙ্গার তীরে এই ঘোষ মহাশয় বাস করেন। অতএব এখানে গৌণ অর্থই স্বীকার করিতে হইল। অতএব ভাগবতের প্রথমেই যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলা হইয়াছে, তখন 'অংশেন' বা 'অংশভাগেন' প্রভৃতি শব্দের স্বাভাবিক বা সহজ অর্থকে একটু সঙ্কুচিত বা সম্প্রসারিত করায় মূলসিদ্ধান্তকে রক্ষাই করা হইয়াছে। অনেক সময় জনসাধারণের আপাততঃ প্রতীতি অনুসারে যে অংশশব্দে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ হইয়াছে তাহাও শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায় দেখাইয়াছেন। মূলকথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলিয়াই ভক্তগণ অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন।

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহাদি সমস্ত মূর্ত্তিই শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলাবিগ্রহ সত্য, কিন্তু এই সকল মূর্ত্তির স্বরূপতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি শক্তি প্রকাশের তারতম্য বশতঃ অংশ ও পূর্ণাদি বিভিন্ন পরিচয়ে এই সমস্ত মূর্ত্তির কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উক্ত হয়—

শক্তের্ব্যক্তিস্তথাব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্ (শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে শ্রীভগবানের অবতার কথা প্রসঙ্গে যে বর্ণনা আছে—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—তাহাতে দেখা যায়—পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার সমূহে শ্রীভগবানের পুরুষাবতারের অংশও কলারূপে আবির্ভূত, কিন্তু শ্রীভগবানের কৃষ্ণমূর্ত্তি 'স্বয়ং' অর্থাৎ পরিপূর্ণ। ইহাতে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে, শ্রীভগবান্ যখন মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপে লীলা করেন তখন তাঁহার ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি মহাশক্তির পরিপূর্ণরূপে প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে লীলাবিলাস করেন তখন তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যাদি সর্ব্বশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ 'স্বয়ং ভগবান্' বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই 'ভগবান্' শব্দে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে এবং যে স্থলে 'অংশেন' বা 'অংশভাগেন'—এই সকল কথার উল্লেখ আছে—সেখানেও তাঁহাকে 'ভগবান্' বলা হইয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলেও বুঝিতে হইবে—সর্ব্বশক্তীশ্বর পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথাই যখন সেই সেই স্থলে বিবৃত হইয়াছে, তখন 'অংশ' শব্দের উল্লেখ থাকিলেও তিনি যে পূর্ণাবতার—তাহাই শ্রীশুকদেবের বচনের অভিপ্রেত অর্থ। আবার মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে তিনি অংশাবতাররূপে বিবিধ লীলারস আস্বাদন করেন সত্য—কিন্তু সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলা তাঁহার পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ শক্তির যেমন পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয়—সেইরূপ আর অন্য কোনও মূর্ত্তিতে হয় না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—

সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্য বিলাস। ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহার অধিক উল্লাস॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরম ঈশ্বর বলা হইয়াছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। (ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও কথিত হয়—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধসমান॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীকৃষ্ণলীলায় যেমন পরিপূর্ণাংশের ঐশ্বর্য্যবিলাস দেখা যায় সেইরূপ অচিন্ত্যমহাশক্তির পূর্ণতম বিকাশও পরিলক্ষিত হয়। অতএব শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি টীকাকারগণ অংশ শব্দের ব্যাখ্যায় সেই সিদ্ধান্তেরই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। (১০ম স্কন্ধের ১ম অধ্যায় ২য় শ্লোকে শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ব্যাখ্যার বিস্তৃতবিবরণ দ্রষ্টব্য)।

অখিলব্রহ্মাণ্ডপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতের অধর্ম্ম দূর করিয়া ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্তই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদার স্বয়ং বক্তা প্রণেতা ও পরিপালক বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হন। অতএব তাঁহার পরদারাভিমর্ষণরূপ ধর্ম্মপ্রতিকূল আচরণে যে স্বাভাবিক প্রশ্ন সাধারণ জনগণের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তাহা দূর করিবার নিমিত্তই বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিলেন। পরস্ত্রীসংসর্গ যে কেবল শাস্ত্রবিধি অতিক্রমনশতঃপাপজনক তাহা নহে—উহাতে মহাসাহসরূপ যে দণ্ডনীয় অপরাধ হয়—তাহাও শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রবিগর্হিত দণ্ডনীয় মহাসাহসরূপ আচরণ অনুষ্ঠিত করায় শ্রীভগবানের অবতারমহিমা ও উদ্দেশ্যের হানি হয় কিনা—ইহাও পরীক্ষিৎপ্রশ্নের জ্ঞাতব্য বিষয়। ব্রজগোপীগণ যে পরবধূ এবং রাসলীলা-ব্যপদেশে তাঁহাদের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে রমণবিলাস করিয়াছিলেন—ও তাহাতে যে পরকীয়া রতিবিলাসই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যথায় এই প্রকার প্রশ্ন উঠিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদের প্রত্যুত্তরে লীলাতত্ত্বদর্শী শ্রীশুকদেব সকল সংশয়জাল ছিন্ন করিয়া যথার্থ সিদ্ধান্ত খ্যাপন করিয়া বহির্ম্মুখ জনগণকে যে আশ্বস্ত করিবেন—এই অভিপ্রায়েই মহারাজ পরীক্ষিৎ এবম্বিধ প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। অবশ্য রাসলীলা বিবৃতির বহুস্থলেই ইহার উত্তর গূঢ় ভাবে নিহিত রহিয়াছে। কারণ রাসলীলার উপক্রমশ্লোকেই "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" বলিয়া যে ভগবান্ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন—তাহাতেই সূচিত হইয়াছে যে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ রাসলীলাবিহারে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বেশ্বর ও কর্ম্মাদিপারতন্ত্র্যরহিত, তাঁহার লীলাবিলাসে কোনপ্রকার দোষের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। কারণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের লীলাবিলাস পাপ ও পুণ্যের বহু উর্দ্ধে। কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব সে তত্ত্ব বুঝিতে পারে না—অতএব সেই সামান্যবুদ্ধি অনাদি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥ ২৮

বহির্মুখ জনগণের হৃদয়ের অজ্ঞতাবশতঃ যে-প্রশ্ন জাগরিত হয় তাহাই উত্থাপন করিয়া হৃদয়ের সেই সংশয়ান্ধকার দূর করিবার নিমিত্ত স্পষ্টতম তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রশ্নে সাধারণ জনগণের প্রতি পরীক্ষিৎ মহা অনুগ্রহই প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ যে-তত্ত্ব নিগূঢ় এবং যে তত্ত্ব সাধারণ্যে সহজবোধ্য নহে—তাহাকে স্পষ্টভাবে জানিবার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং এই জন্যই মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা।

অবশ্য ইহাও সত্য যে শ্রীমদ্ভাগবতে যে-ভাবে সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে—তাহা যদি স্থানে স্থানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া তৎস্থলে প্রযুক্ত শব্দগুলির প্রতি অবহিত হওয়া যায় তাহা হইলে অজ্ঞজনোচিত সন্দেহদৃষ্টি প্রকাশ করিবার অবসর আর থাকে না। শ্রীভগবান্ যে রাসরতিবিহারে ইচ্ছা করিলেন তাহাতে তাঁহারই অচিন্ত্যমহাশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। অতএব ভগবান্ যে তাঁহারই অচিন্ত্যমহাশক্তি-প্রভাবে এবম্বিধ অচিন্ত্যলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বহির্মুখ বুদ্ধি ও সামান্যযুক্তিতে আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবানের গোপবধূসহ বিবিধ বিহার ও রমণবিলাস বুঝিবার পক্ষে বাধা হয় বলিয়া পরীক্ষিৎ যে প্রশ্ন করিলেন—উহা তাঁহার নিজ হৃদয়ের প্রশ্ন না হইলেও উহা অনাদি-বহির্মুখ জনগণের হৃদয়স্থিত সংশয়প্রশ্ন ও উহার উত্তর শুনিবার সত্যই সকলের প্রয়োজন রহিয়াছে। অচিন্ত্যশক্তি স্বতন্ত্রেচ্ছ শ্রীভগবানের লীলা বুঝিতে পারে কয়জন?—একমাত্র তাঁহারই ভক্তগণ তাঁহারই কৃপালাভ করিয়া সে তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়—

তোমায় কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম্ম।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার মর্ম্ম ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্) ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—সুব্রত (হে ব্রহ্মচর্য্যাদিনিষ্ঠ) আপ্তকামঃ (স্বয়মবাপ্তকামোঽপি) যদুপতিঃ (যদূনাং পতিঃ) বৈ (প্রসিদ্ধঃ) কিমভিপ্রায়ঃ (কেন অভিপ্রায়েণ) এবং (ইদং) জুগুপ্সিতং (পরদারাভিমর্ষণরূপং নিন্দিতং কর্ম্ম) কৃতবান্ (অনুষ্ঠিতবান্) নঃ (অস্মাকং সন্দেহিবর্গাভিপ্রায়েণ বহুবচনঃ) সংশয়ং (আপ্তকামশিরোমণেঃ তস্য কৃতে দোষবুদ্ধির্নাস্ত্যেব কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধত্বেন তত্র অস্মাকং দার্ঢ্যাভাবাৎ চিত্তদোলনং সন্দেহং) ছিন্ধি (নিরাকুরু) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—হে সুব্রত! যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আপ্তকাম হইয়াও কি অভিপ্রায়ে এই পরদারাভিমর্ষণরূপ নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন?—আমাদের এই সন্দেহজাল ছিন্ন করুন ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—আপ্তকামস্য নায়মধর্ম্ম ইতিচেত্তর্হি কামভাবান্নিন্দিতং কেনাভিপ্রায়েণ কৃতবানিতি পৃচ্ছতি—আপ্তকাম ইতি ॥ ২৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—যদুপতিরিতি। কৃততাদৃশাকর্ত্তব্যশ্চেৎ পরমধার্ম্মিকাণাং যদূনাং পতিরপি ন স্যাৎ এবমিতি কুত্রাপ্যন্যঃ সংশয়ো নাস্তীত্যর্থঃ। ন ইতি বহুত্বং সন্দেহিবর্গাভি প্রায়েণ। সংশয়ং প্রাপ্তশিরোমুকুটাচরিতত্ব-শাস্ত্রবিরুদ্ধত্বাভ্যাং চিত্তদোলনম্। সুব্রত হে ব্রহ্মচর্য্যাদিনিষ্ঠ ইতি ভবাদৃশামাচরিতং বিরুদ্ধং, তত্তু জুগুপ্সিতমেবেতি। যদ্বা। হে সদাচারনিষ্ঠেতি অন্যথা ভবদাদিসম্মতসদাচারলোপ ইতি ভাবঃ। শ্লেষপক্ষে। যদূনাং ভক্তানাং পতিরিতি ভক্ত-কৃপয়া কদাচিদ্ধর্ম্মাতিক্রমার্হোঽপীত্যর্থঃ। জুগুপ্সিতং কিং কৃতবান্ অপি তু নৈব কিন্তু ভক্তবর্গসম্মতমেবাকরোদিত্যর্থঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুতঃ। আপ্তো লব্ধঃ কামো রাসক্রীড়াদিনা নিজপ্রেমভক্তিবিস্তারণমনোরথো যেন সঃ। সর্ব্বসাধ্যতম প্রেমভক্তিপ্রবর্ত্তনেন নিন্দিতানাচরণাৎ প্রত্যুত তেন সাধুবর্গসন্তোষণাদেবেত্যর্থঃ। তথাপি নঃ সংশয়মিতি সাঞ্জলি-করচালনেন তত্রত্যসন্দিহানবর্গাভিপ্রায়েণ তচ্চ বিনয়েন প্রায় ইতি তত্র কেষাঞ্চিচ্ছাস্ত্রার্থতত্ত্ববিদাং ভক্তিপরাণাং প্রেমভক্তিরসময়তদীয়রাসক্রীড়াদৌ সংশয়ান্তরাভাবাৎ অতোঽনবহিতানামেবাত্রত্যানাং কেষাঞ্চিৎ হিতার্থমেব ময়া পৃচ্ছ্যতে নচ নিজসন্দেহাদিতি ভাবঃ। তস্মাৎ অভি অভয়ং যথা স্যাত্তেভ্যো ভয়মকৃত্বা তেষাং সংশয়শৃঙ্খলাং ছিন্ধীত্যর্থঃ। সুব্রত হে ভক্ত্যেকনিষ্ঠ॥ ২৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—"সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য" প্রভৃতি পূর্ব্বশ্লোকে সংশয়ী জনগণের হৃদয়োত্থ সংশয়প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ পরমহংসাচার্য্য শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে স্বয়ং ধর্ম্মের বক্তা, পালক ও অভিরক্ষিতা হইয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরদারাভিমর্ষণরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ করিলেন কেন? বর্ত্তমান শ্লোকেও সেই জিজ্ঞাসারই অনুবৃত্তি করিয়া পরীক্ষিৎ বলিতেছেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মশীল যদুগণের অধিপতি এবং স্বয়ং আপ্তকাম—অতএব তাঁহার কি প্রয়োজনে এই লোকনিন্দিত পরস্ত্রীসংসর্গরূপ অধর্ম্মাচরণে মতি হইয়াছিল—আমাদের সেই সকল সংশয় জাল ছিন্ন করিয়া, হে সুব্রত! কৃপাপূর্ব্বক ইহার মীমাংসা খ্যাপন করুন'।

মহারাজ পরীক্ষিৎ এই প্রশ্ন উত্থাপন প্রসঙ্গে বর্ত্তমান শ্লোকে পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেবকে 'সুব্রত' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। শ্রীশুকদেব ব্রহ্মচর্য্যাদিনিষ্ঠ এবং যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ তাঁহারা যে পরস্ত্রীসংসর্গরূপ আচরণকে ব্রহ্মচর্য্যবিরোধী গর্হিত আচরণ বলিয়া মনে করেন তাহাতে সংশয় নাই। অতএব যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের এই লোকনিন্দিত সদাচারবিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরোধী পাতিত্যকর আচরণের মীমাংসাখ্যাপনে ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ সদাচারসম্পন্ন পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেব কি বলেন—তাহাও জানিবার জন্য 'সুব্রত' শব্দে পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। স্পষ্ট না বলিলেও পরীক্ষিতের সুব্রত সম্বোধনের অন্তরালে ইহাই ব্যঞ্জনা রহিয়াছে যে, 'হে ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ মহাত্মন্! আপনাদিগের ন্যায় মহাত্মা জনগণের আচরণবিরুদ্ধ যে-কার্য্য তাহা অবশ্যই নিন্দনীয়। ব্রহ্মচারিগণ স্ত্রীসংসর্গরূপ অষ্টবিধ মৈথুনকেই বর্জ্জন করিয়া থাকেন। অতএব আপনিই বলুন, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ পরদারাভিমর্ষণরূপ এই প্রকার নিন্দিত কর্ম্ম কি অভিপ্রায়ে অনুষ্ঠান করিলেন?'

'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম—অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তাঁহার কোন বাসনারই অপূর্ত্তি থাকে না। অভাব মিটাইবার প্রয়োজন যখন তাঁহার নাই, তখন তিনি কেনই বা পরদারসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন? উহাতে তাঁহার লাভ কি? বরং লোকনিন্দিত ও শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় জগতে অধর্ম্মব্যবস্থারই প্রচার করা হইল। কিন্তু যিনি ধর্ম্মপরায়ণ প্রসিদ্ধ যদুবংশে অবতীর্ণ, তিনি তো এমন গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। আপ্তকামমুকুটমণি বলিয়া যদি বা তাঁহার ইচ্ছামাত্র শাস্ত্রবিরুদ্ধ পরদারপ্রসঙ্গে প্রবৃত্তি হয় এবং তদ্বশতঃ বিবিধ বৈচিত্রময় রাসরতি বিহার অনুষ্ঠিত হয়—তাহাতে তাঁহার পক্ষ হইতে হয় তো কোন দোষবুদ্ধি নাই। কিন্তু সেরূপ আচরণ যে ধর্ম্মশাস্ত্রবিরোধী।—লোকমত ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবস্থাকেই পরম কল্যাণপ্রাপক ব্যবস্থা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। 'শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ'—শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচারমূলক ধর্ম্মে কোথাও পরদারপ্রসঙ্গের ব্যবস্থা নাই, বরং পরদারাভিমর্ষণ বশতঃ দুরপনেয় কলঙ্ক, নরকজনক দুরিত এবং রাজদণ্ড-ভাগী হইতে হয়। স্ত্রীপুংধর্ম্মের ইহাই বিশেষ উপদেশ—"স্বদারনিরতঃ সদা"। স্ত্রীপুংধর্ম্মের সেই ব্যবস্থার অন্যথা হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়—ধর্ম্ম নষ্ট হইলে কুল নষ্ট হয়, কুল নষ্ট হইলে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয় এবং বর্ণসঙ্করবশতঃ লোকব্যবস্থা উচ্ছন্নের পথে প্রধাবিত হয়। অতএব এইরূপ নিন্দিত আচরণের প্রতি আপ্তকাক যদুপতির কেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে আসক্তি হইল এবং ইহার মূলে তাঁহার কি অভিপ্রায় রহিয়াছে, সংশয়দোলায়মান চিত্তের সেই সংশয়জাল ছিন্ন করিয়া—হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মচারিন্—আপনি তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করুন।'

শ্রীশুকদেব আকুমার ব্রহ্মচারী। জন্মকাল হইতেই তিনি ব্রহ্মানন্দাস্বাদে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। পিতা ব্যাসদেবের নিকট হইতে অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যমণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলাময়ী শ্রীভাগবতকথা তিনি কৃপাপূর্ব্বক লোকসমাজে প্রচার করেন। পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্। অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২।১।৮-৯)

—'হে রাজর্ষি পরীক্ষিৎ! আমি তোমার নিকট যে ভাগবতপুরাণকথা বলিতেছি, উহা সত্যই বেদতুল্য। দ্বাপর যুগের প্রারম্ভে ইহা আমার পরমপূজ্য পিতৃদেব শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট অধ্যয়ন করি। যদিও আমি এতকাল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিয়াছিলাম—তথাপি যাহাতে চিত্তের সকল গ্লানি দূর হইয়া যায়—এমন হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীকৃষ্ণলীলাকথায় আকৃষ্ট হইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ তাঁহার নিকটে অতি আগ্রহ ও যত্ন সহকারে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই।'

অতএব আজন্মব্রহ্মচারী শ্রীশুকদেব বেদসম্মিত হৃৎকর্ণরসায়ন ভাগবতবর্ণিত যে লীলাকথায় আকৃষ্ট হইয়া উহা জগতে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন—সেই লীলাকথার নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রীশুকদেব যেমন জানেন এরূপ আর কেহই জানেন না। সুতরাং ভাগবতবর্ণিত রাসলীলাকথার পরদারাভিমর্ষণ বৃত্তান্ত-শ্রবণে শ্রোতার মনে যদি কোনপ্রকার সংশয় উদিত হয়—সেই সংশয়জাল ছিন্ন করিতে ভাগবততত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেবই একমাত্র অধিকারী। তাই বহির্মুখজনগণের হৃদয়োত্থ সংশয় ধ্বনিত করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে সুব্রত! হে ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ সদাচারপরায়ণ পরমহংসাচার্য্য! সবিস্তার বর্ণনে আমাদের সংশয়জাল ছিন্ন করুন। পূর্ব্বগগনে যখন দিবাকর উদিত হন তখন যেমন তাঁহার অরুণ কিরণচ্ছটায় রাত্রির ঘনান্ধকারসমূহ বিদূরিত হইয়া যায়, সেইরূপ আপনার রহস্যভেদী বাক্যচ্ছটায় মাদৃশ অজ্ঞানান্ধকারলীন বহির্মুখ জনগণের সংশয়কুহেলী নিঃশেষিত করিয়া যথার্থ তত্ত্বের সন্ধান দিন।'

আবার শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লঘুতোষণী টীকায় শ্লেষপক্ষে বর্ত্তমান শ্লোকের অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুপতি, যদুগণ তাঁহার প্রতি বড়ই ভক্তিমান্। অতএব যদুপতি বলিতে ভক্তপালক বলিয়া তাঁহাকে মনে করা যাইতে পারে। শ্রীভগবান্ ভক্তপ্রেমাধীন—তিনি আপ্তকাম ও আত্মতৃপ্ত—ভক্তবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত তিনি ভক্ত-ভাবানুরূপ লীলা করিয়া থাকেন। অনন্তকৃপাময় শ্রীভগবানের ভক্তের প্রতি অসীম কৃপা। অতএব ভক্তের সেবাসাধ পূর্ণ করিবার জন্য ভক্তের ইচ্ছায় ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ যদি কখনও পরদারাভিমর্ষরূপ ধর্ম্মবিরোধী লীলা করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে উহা অনুচিত বলা যায় না। কারণ ভক্তবাঞ্ছাপূরণই শ্রীভগবানের স্বভাব। ব্রজগোপাঙ্গনাগণ ঐকান্তিক প্রেমনিষ্ঠায় সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে যে-ভাবে সেবানন্দ দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন—ভক্তের সেই প্রেমসেবানুরূপ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য কৃপাভরে ভগবান্ যদি আপনাকে ঔপপত্যময় ভাবে বিভাবিত করিয়া থাকেন তাহাতে এমন কি নিন্দনীয় আচরণ হইয়াছে? কারণ তিনি তো ভক্তজনগণের অভিপ্রেত আচরণই করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার ভক্তাধীন স্বভাবের মর্য্যাদাই রক্ষিত হইয়াছে। রাসক্রীড়াচ্ছলে রাসবিহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমনিষ্ঠিতহৃদয়া ব্রজবধূ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণের ভক্তিরসপ্রচুর প্রেমরস আস্বাদন করিয়া আপ্তকাম বা লব্ধকাম হইয়াছেন, বিশেষতঃ নিজপ্রেমভক্তির প্রবাহ জগতে পরিব্যাপ্ত করিয়া ভক্তকৃপাপরায়ণ শ্রীভগবান্ জগতে উহারই সাধন করিয়াছেন। সকল সাধনার সাধ্য যে পবিত্র রাগানুগা প্রেমভক্তি—তাহাই বিশ্বে প্রবর্ত্তিত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাধু ভক্তগণের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন—অতএব ইহা অপেক্ষা লব্ধমনোরথ আর কি আছে? প্রেমভক্তিসন্দোহময়ী সেই লীলায় কিছুমাত্র নিন্দনীয় আচরণের সম্পর্ক নাই—বরং সর্ব্বপুরুষার্থসার প্রেমভক্তিরসের পরিপুষ্টি-সাধনরূপ মহৎকল্যাণই তাহাতে সাধিত হইয়াছে। তথাপি শ্রোতৃবর্গের কাহারও কাহারও চিত্তে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদের অঞ্জলি-বদ্ধ করচালনভঙ্গিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। পরীক্ষিতের সভায় যোগী, ঋষি, হ্যাসী ভক্ত অভক্ত সকলেই সমবেত রহিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন চিত্তের ভাবানুসারে বিভিন্নপ্রকার মনোভাব উদিত হইবে—ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। এইজন্য সমবেত শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে প্রায়ই সন্দেহ উদিত হইয়াছে। অবশ্য যাঁহারা শাস্ত্রার্থতত্ত্ব অবগত আছেন সেই সকল ভক্তিপরায়ণ প্রেমরসাভিষিক্ত ভক্তবৃন্দের মনে প্রেমভক্তিরসময়ী রাস-লীলা প্রভৃতির বিবরণ শ্রবণে কোন সন্দেহই স্থান পায় নাই। কিন্তু যাঁহারা এই গূঢ় শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত নহেন—তাঁহাদের সংশয়াকুল চিত্তের সন্দেহ দূর করা অবশ্যই কর্ত্তব্য—এই অভিপ্রায়েই তাঁহাদের হিতের নিমিত্তই আমি এরূপ প্রশ্ন করিয়াছি। আমি নিজ সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য এই প্রশ্ন করিতেছি না—কারণ আমার মনে শ্রীভগবৎকৃপায় সেরূপ কোন সন্দেহ উদিত হয় নাই। অতএব সেই সংশয়ী জনগণের সন্দেহ নিরাশ করিবার জন্য অপনি তত্ত্বকথা 'অভী' বা ভয়শূন্য হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ করুন। আপনি সুব্রত বা একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ, অতএব আপনি এই নিগূঢ় তত্ত্বখ্যাপনে যত সুন্দরভাবে প্রকৃত তত্ত্বার্থ বিশ্লেষণ করিতে পারিবেন—এমন কেহই পারিবে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

পরমেশ্বরস্য নায়মধর্ম্ম ইতি চেৎ নিন্দিতমিদং কেনাভিপ্রায়েণ চকারেতি পৃচ্ছতি—আপ্তকাম ইতি। তেন স্বকামপূরণার্থমিদং কৃতবানিত প্রত্যুত্তরং ন দাতব্যমিতি ভাবঃ। অবতারেঽস্মিন্নেতাদৃশং জুগুপ্সিতমেব কর্ত্তব্যমবশ্যমিতি চেদত আহ—যদুপতিরিতি। পরমধার্ম্মিকাণাং যদূনাং পতিস্তর্হি কথমভূদিতি ভাবঃ। ন ইতি নতু কেবলস্য মমাত্র সংশয়োঽস্তীত্যর্থঃ। তস্যাপ্তকামত্বেঽপ্যাত্মারামত্বেঽপি প্রেমানন্দস্বরূপাভিস্তাভিঃ সোৎকণ্ঠং রমণং যুজ্যত এবেতি জ্ঞানপ্রায়রহস্যসিদ্ধান্তত্বাদিতি ভাবঃ। সুব্রতেতি সদাচার-পরায়ণস্য তবাপ্যস্যামেব লীলায়া-মত্যাবেশাদর্শনাদেব সংশেরতে ইতি ভাবঃ।

(বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিকৃত-সারার্থদর্শিনী)

—'পরমেশ্বরের উহাতে অধর্ম্ম হয় না বটে, কিন্তু এইরূপ নিন্দিত আচরণের অনুষ্ঠান কি অভিপ্রায়ে তিনি করিলেন—তাহাই 'আপ্তকাম' এই শ্লোকে প্রশ্ন করিতেছেন। তিনি যখন আপ্তকাম তখন কামনা পূরণার্থ এইরূপ করিয়াছেন—এই প্রকার উত্তর দেওয়া সমীচীন হয় না। যদি বলা হয়—এই অবতারে এতাদৃশ নিন্দিত কার্য্য তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়াছিল—তাহা হইলেও উত্তর সঙ্গত হয় না;—কারণ তাহা হইলে তিনি যে পরমধার্ম্মিক যদুগণের অধিপতি ইহাই বা কিরূপে সম্ভব? অতএব কেবল মাত্র আমারই যে উক্ত বিষয়ে সন্দেহ তাহা নহে। অবশ্য আপ্তকাম বা আত্মারাম সত্ত্বেও প্রেমানন্দস্বরূপা ব্রজবধূগণের সহিত তাঁহার সাগ্রহরতিবিলাস স্বাভাবিক হইতে পারে, কারণ জ্ঞানপ্রায় রহস্যের ওই প্রকার সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু হে সুব্রত! আপনি তো সদাচার-পরায়ণ—কিন্তু আপনারও এই প্রকার লীলায় অতিশয় অভিনিবেশ দেখিয়া আমাদের সংশয় হইয়াছে। অতএব প্রকৃত কথা প্রকাশ করুন'॥ ২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশুক উবাচ।

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥ ২৯
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদযথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—(পরমেশ্বরে কৈমুতিকন্যায়েন পরিহর্ত্তুং সামান্যতঃ মহতাং বৃত্তমাহ—ধর্ম্মব্যতিক্রম ইতি)। ঈশ্বরাণাং (পরমেশ্বরানুগ্রহলব্ধৈশ্বর্য্যাণাম্ ইন্দ্রচন্দ্রাদীনামপি) ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ (অহল্যাভিমর্ষণাদিঃ) দৃষ্টঃ সাহসঞ্চ (গুরূপত্ন্যা বলাদাকর্ষণাদি দৃষ্টং) কিংবা ঈশ্বরাণাং (কর্ম্মাদিপারতন্ত্র্যরহিতানাং) ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ (শাস্ত্রোক্তধর্ম্মাতি-লঙ্ঘনং) দৃষ্টঃ, (তথা) সাহসঞ্চ (নির্ভয়তা চ বৃহস্পতেঃ উতথ্যপত্নীগমনাদৌ যথা দৃষ্টং) তত্তচ্চ তেজীয়সাং তেষাং (ব্রহ্মাদীনাং) সর্ব্বভুজঃ বহ্নেঃ যথা (বহ্নের্যথা সর্ব্বভুক্ত্বং ন দোষায় তদ্বৎ) দোষায় ন (ভবতি)॥ ২৯

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—তেজস্বী বা ঈশ্বরগণের ধর্ম্মব্যতিক্রম ও দুঃসাহসিকতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বভুক্ হইয়াও অগ্নি যেমন অপবিত্র হন না, সেইরূপ তেজস্বীগণের ধর্ম্মব্যতিক্রম ঘটিলেও উহা দোষাবহ নহে॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—অনীশ্বর (দেহাদিপরতন্ত্রঃ কর্ম্মাধীনঃ শাস্ত্রবশ্যঃ) এতৎ (ধর্ম্মব্যতিক্রমময়ম্ ঈশ্বরাচরিতং) জাতু (কদাচিদপি) মনসাপি (মনঃসঙ্কল্পেনাপি কিমুত বাচা কর্ম্মণা বা) সমাচরেৎ (ন সম্যগাচরেৎ একাংশেনাপি ন কুর্য্যাৎ) হি (ইতি নিশ্চিতং অথবা যতঃ) অরুদ্রঃ (রুদ্রাতিরিক্তো জনঃ মৌঢ্যাৎ) অব্ধিজং (সমুদ্রোদ্ভবং) বিষং (কালকূটং) আচরন্ (ভক্ষয়ন্) যথা (নশ্যতি তথা) মৌঢ্যাৎ (ঈশ্বরাণামৈশ্বর্য্যম্ আত্মনশ্চ অসামর্থ্যম্ অজ্ঞাত্বা আচরন্) বিনশ্যতি (ঈশ্বরস্তু ন নশ্যেদেব)॥ ৩০

মূলানুবাদ।—কিন্তু দেহাভিমানী অনীশ্বর জনগণ মনে মনেও ঐরূপ আচরণের সঙ্কল্পও করিবে না। দেবাদিদেব শঙ্কর ভিন্ন অন্য কেহ সাগরসম্ভূত গরল পান করিলে যেমন বিনষ্ট হইবেই, সেইরূপ অনীশ্বর ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ ঐরূপ আচরণ করিলে পাপস্পৃষ্ট এবং বিনষ্ট হইবেই॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—পরমেশ্বরে কৈমুত্যন্যায়েন পরিহর্ত্তুং সামান্যতো মহতাং বৃত্তিমাহ ধর্ম্মব্যতিক্রম ইতি। সাহসঞ্চ দৃষ্টং প্রজাপতীন্দ্রসোমবিশ্বামিত্রাদীনাং তচ্চ তেষাং তেজস্বিনাং দোষায় ন ভবতীতি॥২৯॥ তর্হি যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি ন্যায়েনান্যোঽপি কুর্য্যাদিতাশঙ্ক্যাহ নৈতমিতি অনীশ্বরো দেহাদিপরতন্ত্রঃ। যথা রুদ্রব্যতিরিক্তো বিষমাচরন্ ভক্ষয়ন॥ ৩০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—সহজকৃপালুতয়া শিষ্যস্নেহাপেক্ষয়া বা তদীয়াক্ষেপাভাসপরিহারপূর্ব্বকং শ্লেষ দর্শিততদীয়সিদ্ধান্তরমেব পরিহরতি ধর্ম্মেতি সপ্তভিঃ। ঈশ্বরাণাং কর্ম্মাদিপরতন্ত্র্যরহিতানামিত্যর্থঃ। তেষাং ধর্ম্মব্যতিক্রমো যদ্দৃষ্টঃ যথা ব্রহ্মাদীনাং দুহিতৃকামনাদৌ তথা সাহসং নির্ভয়তা চ যদ্দৃষ্টং তথা বৃহস্পতেরুতথ্যপত্নীগমনাদৌ তত্তচ্চ তেজীয়সাং তেষাং ন দোষায় প্রত্যবায়ায়। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সর্ব্বভুজো বহ্নের্যথা সর্ব্বভুক্ত্বং ন দোষায় নাপবিত্রায় তদ্বদিত্যর্থঃ॥২৯॥ তর্হ্যন্যেষাং কা বার্ত্তা তত্রাহ নৈতদিতি। এতদ্ধর্ম্মব্যতিক্রমাদিময়মীশ্বরাচরিতং ন সম্যগাচরেৎ। সম্যগিত্যস্য নিষেধে তাৎপর্য্যম্—একাংশেনাপি নাচরেদিত্যর্থঃ। জাতু কদাচিদপি তত্র চ মনসাপি কিমুত বাচা কর্ম্মণা বা। হি নিশ্চয়ে। বিশেষেণ সমূলতয়া লোকদ্বয়দুঃখিত্বাদিপ্রকারেণ নশ্যতি। মৌঢ্যাদীশ্বরাণাং ঐশ্বর্য্যং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মনশ্চাসামর্থ্যমজ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। ইতি ভক্ষণে মৌঢ্যমেব হেতুরুক্তঃ। অন্যথা ভক্ষণাপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। অব্ধিজং কালকূটম্ ইতি পরমতীক্ষ্ণতয়া সদ্য এব বিনাশোঽভিপ্রেতঃ। ঈশ্বরস্তু ন নশ্যেদেব প্রত্যুত ঐশ্বর্য্য-বিশেষপ্রকাশাদিনা শোভতে। যথা নীলকণ্ঠত্বাদিনা শিব ইতি ভাবঃ ॥ ৩০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্ব-শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিৎ সংশয়ান্দোলিত-চিত্ত অনাদি-বহির্মুখ জনগণের সংশয়-প্রশ্নের যে প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণলীলারসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব তন্নিরাসকল্পে 'ধর্ম্মব্যতিক্রমো' প্রভৃতি সাতটী শ্লোকে যুক্তি ও দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া রাসলীলার উপসংহার করিতেছেন। রাসলীলাপ্রসঙ্গে পরবধূ গোপরমণীবৃন্দের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেমবিলাস করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মব্যতিক্রমেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত ও অধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত করিবার জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। পূর্ণাবতার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা ব্যপদেশে অবতারধর্ম্মবিরোধী পরবধূসঙ্গরূপ অধর্ম্মের সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আচরণ ও স্বভাবের প্রতি বহির্মুখ জনগণেরও সন্দেহ উদিত হয়। জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই আচরণে স্বধর্ম্ম হানির সম্ভাবনা রহিয়াছে। স্বয়ং ধর্ম্মের উপদেষ্টা, রক্ষক, ও প্রতিপালক হইয়া তিনি ধর্ম্মপরিপন্থী পরবধূবিলাসরঙ্গে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন—ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? অতএব পরীক্ষিতের সেই প্রশ্নাবতারিত সংশয়জাল ছেদন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীশুকদেব বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানে সকলই সম্ভব। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের অলৌকিক কার্য্যকলাপ মনুষ্যের সাধারণ পরিমাপদণ্ডে ইয়ত্তা করা যায় না। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বানিয়ন্তা শ্রীভগবান্ কখনই কর্ম্মপরতন্ত্র নহেন, কারণ যাঁহারা কর্ম্মের বশীভূত—যাঁহারা "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন ভবতি পাপঃ পাপেন"—পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য অর্জ্জন করেন ও পাপ কর্ম্মের দ্বারা পাপে লিপ্ত হন—তাঁহাদের দৃষ্টান্ত পরমস্বতন্ত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রযোজ্য নহে। পাপ ও পুণ্যরূপ গুণকর্ম্মের অতীত বলিয়াই তিনি "ন হি কর্ম্মণা লিপ্যতে"। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যে বিধিনিষেধ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম উহা প্রাকৃত জীববিষয়েই প্রযোজ্য। কিন্তু যিনি সকল গুণাতীত, পরমস্বতন্ত্র এবং কার্য্যকারণের অতীত—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে"—তিনি লৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্মের গণ্ডীর বহু ঊর্দ্ধে।

এমন কি লোক-জগতের মধ্যেও যাঁহারা যোগবলে লোকোত্তর শক্তি অর্জ্জন করেন, তাঁহাদেরও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণকে বিশেষ দূষণীয় বলা হয় না। বিশ্বামিত্র অমেধ্য কুক্কুরমাংস ভক্ষণে যে দুষ্প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সপ্তর্ষিগণ শবভক্ষণোদ্যোগে যে লোকগর্হিত আচরণে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন, অজীগর্ত্ত তাঁহার পুত্র-বিক্রয়রূপ অনুষ্ঠানে যে অধর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সকল কার্য্যের গ্লানি যোগৈশ্বর্য্যবান্ তত্তদ্‌ঋষিবর্গের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। কারণ "তৎসাহসো মহতাম্"—সে সকল কার্য্য শক্তিমান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে হেতুশূন্য সাহসরূপ আচরণ মাত্র।

আবার যাঁহারা দৈবীশক্তিতে শক্তিমান্—যেমন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ—তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া ধর্ম্মব্যতিক্রমরূপ সাহসকার্য্য করিয়া থাকেন। মদনের উন্মাদনায় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিজ দুহিতৃসম্ভোগে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যায় উপগত হন, চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নীর সহিত বিবাহে রত হইয়াছিলেন, বৃহস্পতি উতথ্যপত্নী গমনে প্রবৃত্ত হন। ঐশ্বর্য্যশালী এই দেবগণ লোকধর্ম্মের প্রতিকূল এই সকল শাস্ত্রমর্য্যাদা-বিরোধী সাহসাচরণে প্রবৃত্ত হন্। তাঁহারা অদ্ভুততম ঐশ্বরী শক্তিতে শক্তিমান্ বলিয়াই এরূপ আচরণ করিতে পারিয়াছিলেন। অতএব কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিত ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবগণের সাহসমূলক ধর্ম্মব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাঁহাদের এই ধর্ম্মব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও উহা দোষাবহ নহে। ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যসত্তা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব পরমেশ্বর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরদারাভিমর্ষণরূপ সাহসাচরণে যে কোন দোষেরই সম্ভাবনা থাকিতে পারে না তাহাতে আর বলিবার কি আছে?

বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণ অমিত তেজঃশক্তি সম্পন্ন। তাঁহাদের যদি অসীম স্পর্দ্ধামূলক শাস্ত্রবিরোধী অধর্ম্মাচরণ দৃষ্ট হয় উহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় স্পর্শ হয় না। অসীম তেজঃপ্রভাবে তাঁহারা নিত্যসমুজ্জ্বল, পাপের মালিন্য তাঁহাদের তেজঃপ্রচুর কিরণপ্রভায় প্রতিহত হইয়া লীন হইয়া যায়। সর্ব্বভুক্ বহ্নি তাহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার লেলিহান জিহ্বায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে উদরস্থ করিয়া থাকে, কিন্তু উহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। সর্ব্বভক্ষণই তাহার স্বভাব এবং সর্ব্বভক্ষণের পূর্ণ ক্ষমতার নিকটে সকলই পরাভূত। কি পবিত্র কি অপবিত্র কোন কিছুই তাহার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কবল হইতে পরিত্রাণ পায় না। কিন্তু তাই বলিয়া বিশ্বগ্রাস করার অপরাধে বা অমেধ্যভক্ষণরূপ অন্যায় আচরণে তাহার কোন কলঙ্ক স্পর্শ হয় না, কারণ বহ্নি স্বয়ং এমনই তেজঃস্বরূপ যে যাহা কিছু তাহার লেলিহান শিখার দাহিকাশক্তির গ্রাসে কবলিত হয়—তাহাই তেজঃপদার্থে লীন হয়। তদ্রূপ অতি তেজস্বীদিগের এমনই প্রভাব যে তাহারা অনায়াসে সর্ব্বকর্ম্ম দহনে সমর্থ।

বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অতিতেজস্বী ঐশ্বর্য্যশালীদিগের পক্ষে সে সকল অনুশাসনের প্রয়োগযোগ্যতাই নাই। স্বয়ং যিনি অনন্ত শাস্ত্রের যোনি-স্বরূপ—সেই পরমেশ্বর কখনই শাস্ত্রশাসনের অধীন হইতে পারেন না। অতএব পরদারাভিমর্ষণরূপ শাস্ত্র-বিরোধী অধর্ম্মাচরণের দোষ নিখিলশাস্ত্রযোনি কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিত অনন্ততেজঃসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

মহারাজ পরীক্ষিতের সংশয় প্রশ্নের এবম্বিধ উত্তর দান করিয়া পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব মনে করিলেন—সত্য বটে—তেজঃসম্পন্ন ঐশ্বর্য্যশালী মহজ্জনগণের ধর্ম্মব্যতিক্রমাচরণ দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জনগণের আচরিত অধর্ম্মানুষ্ঠান যদি সাধারণ জনগণ অনুসরণ করে তাহা হইলে অধর্ম্মের প্রচলন জগতের কল্যাণ শৃঙ্খলার পরিপন্থী হইবে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরিত কর্ম্মপথই যে জনসাধারণ অনুসরণ করে তাহার প্রমাণও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দৃষ্ট হয়—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৩। ২১)

—মহৎ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর জনগণ তাহাই আচরণ করে। মহৎ ব্যক্তিগণ যে কার্য্যের প্রামাণ্য স্থাপিত করেন, লোকে তাহারই অনুগামী হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্ত বচন অনুসারে অপরাপর ব্যক্তিও মহজ্জনগণের আচরিত ধর্ম্মব্যতিক্রমরূপ দুঃসাহসমূলক কার্য্যের অনুসরণ করিতে পারে- এই সম্ভাবনায় তন্নিবৃত্তির জন্য "নৈতৎ সমাচরেৎ" প্রভৃতি শ্লোকের অবতারণায় শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—ঈশ্বরের লীলা অনীশ্বর জনগণের অনুকরণীয় নহে। কারণ ঈশ্বর সর্ব্বশক্তি-মান, পরমস্বতন্ত্র ও প্রাকৃতভাবনিচয়ের অতীত। কিন্তু স্বল্পশক্তিমান্ জীব দেহেন্দ্রিয়াদির অধীন ও প্রাকৃতভাবপরতন্ত্র। অনীশ্বর ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের অসীম বৈভবোচিত কার্য্যের অনুকরণে উদ্যত হয়, তাহা হইলে সেই দুরধিগম প্রয়াসে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কৈলাসপতি সর্ব্বেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত হলাহল পান করিয়া নীলকণ্ঠ শিবরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সামান্য মানবও যদি অনুরূপ বিষপান করিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান শ্লোকের বিশেষ বক্তব্য এই যে আপ্তকাম শ্রীভগবান্ কোনও কারণ বশতঃ বা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ লীলাবশতঃ যাহাই অনুষ্ঠান করুন না কেন তাহা অনবাপ্তকাম জীবের ন্যায় দুষ্পুরণীয় কামনাপরিপূর্ত্তির উপাদান বা উপায়রূপে গণ্য হইতে পারে না। শ্রীভগবানে যে সকল লীলা বা ব্যবহার দৃষ্ট হয় উহা প্রপঞ্চাতীত ভাবের প্রপঞ্চানুকরণ মাত্র। আনন্দঘনবিগ্রহ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনধামে গোপগোপীবৃন্দের সহিত সখ্য বাৎসল্য ও মধুররসের পরিপূর্ণ প্রেমপ্লাবনে যে আনন্দরসধারা প্রবাহিত করাইয়াছেন, উহা তাঁহার আনন্দঘনস্বভাবেরই স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি। যেমন করিয়া সহজ আনন্দে উহা আপনা হইতেই উথলিয়া পড়িয়াছে তাহার তুলনা অন্যত্র অসম্ভব। এই জন্যই পরিপূর্ণ কৃষ্ণস্বরূপে পূর্ণতম রসস্থিতি। তাঁহার এই স্বতঃচ্ছন্দিত লীলাবিলাস প্রেমরসাস্বাদনেরই চরম পরিণতি এবং উহাতেই তাঁহার মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ নিত্যানন্দস্বরূপের স্বধর্ম্ম প্রকটিত হইয়া থাকে। অতএব অচিন্ত্যশক্তি অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের লীলাবিলাস অনুকরণ করিবার যোগ্যতা, অধিকার ও সামর্থ্য প্রাকৃত জীবগণের নাই ও সেইরূপ প্রয়াস মূঢ়তারই পরিচায়ক মাত্র।

প্রেম বা প্রীতি শ্রীভগবানের স্বরূপগত ধর্ম্ম। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসেই স্বরূপস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের আনন্দসন্দোহময়ী হ্লাদিনীশক্তি ব্রজগোপবধূগণের সহিত প্রেমবিলাসেই সেই রসপ্রচুর প্রেমপ্রবাহ বিস্তার লাভ করে। তিনি সেই প্রেমসুধা স্বয়ং আস্বাদন করেন এবং তাহার মাধুর্য্যামৃত ভক্তগণমধ্যে বিতরণ করেন। তাই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

কিন্তু আনন্দঘনতমবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে হ্লাদিনীঘনমূর্ত্তি ব্রজগোপীবৃন্দের সহিত জারভাবময় প্রেমবিলাসে যে-রসাস্বাদন করিয়াছেন উহাতে স্বতন্ত্রেচ্ছাময় শ্রীভগবানে কোনপ্রকার দোষসম্পর্কের সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যময় লীলায় দোষস্পর্শ হইতে পারে না, কারণ তিনি প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই ঐরূপ লীলাবিলাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাকৃত জগতের নায়ক নায়িকার পক্ষে জারভাবসম্বন্ধ শাস্ত্রে সমর্থিত হয় নাই। এই জন্যই শ্রীরূপগোস্বামিপাদ উজ্জ্বলনীলমণির কারিকায় বলিয়াছেন—

লঘুত্বমত্র যৎপ্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, ইতর লোকে তাহার অনুকরণ করিলে জগতে অধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে এই সম্ভাবনায় শ্রীশুকদেব ঈশ্বর ও অনীশ্বর জনগণের আচরণের পার্থক্য বুঝাইয়া বর্ত্তমান শ্লোকে সাধারণ লোককে অবহিত হইতে বলিতেছেন যে ঈশ্বরাচরিত লীলার অনুকরণ করা তাহার পক্ষে অযৌক্তিক ও হানিকর। শ্রীরূপগোস্বামিপাদও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে স্পষ্ট বলিয়াছেন—

বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্ন তু কৃষ্ণবৎ।
ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ॥
রামাদিবদ্বর্ত্তিতব্যং ন কচিদ্রাবণাদিবৎ
ইত্যেষ মুক্তিধর্ম্মাদিপরাণাং নয় ঈর্য্যতে॥

—'যাঁহারা লোকজগতের কল্যাণ ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদের পক্ষে কৃষ্ণভক্ত জনগণের ন্যায় আচরণ করা কর্ত্তব্য, কদাচ তাঁহারা যেন শ্রীকৃষ্ণের তুল্য ব্যবহার না করেন। সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রে এইটিই নিশ্চিত তাৎপর্য্য। অপর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামচন্দ্রাদির ন্যায় ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু রাবণাদির ন্যায় আচরণ অকর্ত্তব্য—এই যে নীতি প্রদর্শিত আছে—ইহা কেবল মুক্তিধর্ম্মাদিকামী জনগণের প্রতি প্রযোজ্য, যেহেতু ঐরূপ আচরণ ভক্তজনের উপেক্ষণীয়।'

শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ ও পরমেশ্বর তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ গুণবৈভব তাঁহাতে প্রকাশিত হয় বলিয়াই তিনি পূর্ণতম ভগবান্। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধেই পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

(শ্রীভাগবতম্। ১।৩।২৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকেও এই সিদ্ধান্ত খ্যাপিত করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

অবতার সবপুরুষের কলা অংশ। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বঅবতংস॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ১।২ পরিচ্ছেদ)

শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বজগতের আদি ও সর্ব্বসংশ্রয়। তিনি সর্ব্বকারণকারণ। তাই ব্রহ্ম-সংহিতায় কথিত হয়—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

(ব্রহ্মসংহিতা। ৫।১)

অতএব অচিন্ত্যপ্রভাবময় পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবধূগণের সহিত রাসলীলায় প্রেমবিহার করিয়া যে পরিপূর্ণ আনন্দবিলাস প্রকটিত করিয়াছেন, উহার অনুকরণ করা প্রাকৃত জীবগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। উহাতে কেবল মূঢ়তাই প্রকাশ পায় না, স্বল্পসামর্থ্য জীবের পক্ষে অনুরূপ আচরণে অনর্থ ও বিনাশই অবশ্যম্ভাবী। এমন কি অনুরূপ আচরণের প্রবৃত্তিও মনের কোণে যাহাতে স্থান না পায়—তজ্জন্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেব বর্ত্তমান শ্লোকে সতর্কবাণী ঘোষণা করিয়াছেন।

যদিও কলিযুগে পুণ্যকর্ম্মরাজি সঙ্কল্পমাত্রেই সিদ্ধ হয়, কিন্তু পাপকর্ম্মসমূহ সঙ্কল্পমাত্রে সিদ্ধ হয় না, কেবল তাহাদের অনুষ্ঠানেই প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, তথাপি শ্রীশুকদেব বর্ত্তমান শ্লোকে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ঔপপত্যময় রাসলীলাচরণের অনুকরণ মনঃসঙ্কল্পমাত্রেও যে বর্জ্জনীয় তাহাই বলিতেছেন। স্বল্পসামর্থ্যবান্ জীবগণ মনঃসঙ্কল্পদ্বারাও সেইরূপ আচরণের অনুকরণ করিবে না, কারণ পরদারাভিমর্ষণ বলিতে যে অষ্টাঙ্গ মৈথুনের বৃত্তান্ত শাস্ত্রে জানা যায় তাহাতে মনঃসঙ্কল্পও সেই অষ্টাঙ্গ মৈথুনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

শ্রবণং স্মরণং কীর্ত্তির্দর্শনৈকান্তভাষণম্।
দৃঢ়সঙ্কল্প সঙ্গৌ চ ভোগোঽষ্টাঙ্গং হি মৈথুনম্॥

—পরস্ত্রী ও পরপুরুষ সম্পর্কে শ্রবণ, স্মরণ, পরস্পর আলাপন, দর্শন, গোপনভাষণ, দৃঢ় সঙ্কল্প, পরস্পর সঙ্গ ও সম্ভোগ—এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন।

শাস্ত্র বচনে দৃষ্ট হয়—"নৈব দেবাঃ পাপান্ স্পৃশন্তি নৈব ঋষয়ঃ"—'পরম তেজস্বী দেবগণ এবং ঋষিগণ তাঁহাদের আচরণের দ্বারা পাপস্পৃষ্ট হন না'—কারণ দেবতাগণের দেহকৃত পাপসম্ভাবনা নাই। অমিততেজাঃ দেবগণের পক্ষে বা দেবত্বশক্তিসম্পন্ন ঋষিগণের পক্ষে বিধিনিষেধময় শাস্ত্রশাসন প্রযুক্ত হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না। বিধিনিষেধমূলক শাস্ত্রশাসন একমাত্র মনুষ্যগণের প্রতিই প্রযোজ্য। যে স্থলে দেবতাগণের গর্হিত আচরণে দোষ সম্ভাবিত হইয়াছে, সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে উহা মনুষ্যগণের পাপভীতি উৎপাদন করিবার জন্যই ঐরূপ কথিত হইয়াছে। শ্রুতি স্মৃতি প্রতিপাদিত ধর্ম্মশাসন মনুষ্যজনগণের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। অতএব অমিততেজাঃ দেবগণের আচরণ অনুকরণে ধর্ম্মলঙ্ঘন করিলে সামান্য মানব মূঢ়তাবশতঃ বিনাশের পথেই প্রধাবিত হয়। সমুদ্রমন্থনে যে কালকূট হলাহল উত্থিত হইয়াছিল—উহা পান করিয়া মহাদেব রুদ্র নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। কিন্তু ইতরজনগণ তাহার একবিন্দু পান করিলেই উহা দ্বারা আপন বিনাশই আহ্বান করিয়া আনিবে। মহাদেবের বিষপানজনিত নীলকণ্ঠশোভার বিবরণে উল্লেখ হয়—

অকাণ্ডব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয়চকিতদেবাসুররূপাবিধেয়স্যাসীদ্ যস্ত্রিনয়ন বিষং সংহৃতবতঃ।
স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন্ন কুরুতে নিঃশ্রিয়মহো বিকারোঽপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ॥
(প্রাচীনৈরুক্তম্)

—হে ত্রিনয়ন! অকালে ব্রহ্মাণ্ডক্ষয় ভয়ে দেব ও অসুরগণ যখন সচকিত হইয়াছিল—তখন তুমি তাহাদের প্রতি কৃপা বিধান করিয়া বিষ সংহার কর, ফলে তোমার কণ্ঠে নীলবর্ণের কলঙ্করেখা স্থাপিত হয়, কিন্তু তথাপি উহা তোমাকে শোভাহীন করে নাই, কারণ ভুবনবিনাশ-ব্যসনী জনের বিকারও প্রশংসনীয়।

সত্য বটে মহাপুরুষগণ যেরূপ আচরণ করিবেন তাহা দেখিয়াই সাধারণ লোকে আপন আপন কার্য্যাকার্য্য শিক্ষা করিবে—ইহাই শাস্ত্রানুমোদিত নিয়ম—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"। অতএব জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ যদি পরদার সঙ্গ করেন, তাহা হইলে সাধারণ লোকে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে যে ধর্ম্মবিপ্লব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আশঙ্কায়ই শ্রীশুকদেব 'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু' প্রভৃতি শ্লোকের অবতারণা করিলেন ও দৃষ্টান্ত উল্লেখে স্পষ্টই বলিলেন—জ্ঞানরূপী দেবাদিদেব শঙ্কর মথিত-সাগর হইতে উত্থিত প্রলয়করাল গরল পান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্য কেহ তাহার বিন্দুমাত্র পান করিলে নিশ্চিতই বিনষ্ট হইবে। অতএব ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া স্বল্পসামর্থ্য জীব মহাজনদিগের আপাতঃ-প্রতীয়মান অসদাচরণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে সে নিশ্চয়ই তাহার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিবে। মহাদেব ভ্রূমধ্যস্থ জ্ঞাননেত্রের প্রদীপ্ত শিখায় ভুবনবিজয়ী কামকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, অতুলৈশ্বর্য্যশালিনী অলোকসুন্দরী মহামায়ার সংসর্গে থাকিয়াও তিনি নিত্য উদাসীন—ভস্মাচ্ছাদিতকায় দিগম্বর সন্ন্যাসী। এমন অলোকসামান্য ক্ষমতার যিনি অধীশ্বর কেবল তিনিই আকণ্ঠ বিষ পান করিয়া উহা জীর্ণ করিতে পারেন, অপরে তাঁহার অনুসরণ করিলে ধ্বংসের হাত হইতে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইবে?

ঈশ্বর বলিতে যাঁহারা সর্ব্বক্ষমতাসম্পন্ন—"কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুমপি শক্নোতি" তাঁহাদিগকেই বুঝায়। অতএব ইন্দ্রিয়ের অধীন না হইয়া তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্বই করিয়া থাকেন বুঝিতে হইবে ও তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়াই পাপ পুণ্যের বহু উর্দ্ধে। অমিত-তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নবনটবর রূপের অমিয়চ্ছটায় রাসলীলা মণ্ডপে ভুবনবিজয়ী মদনকে পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি "সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথঃ"। নিখিল জগতের অধীশ্বর স্বতন্ত্রেচ্ছ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসীম বৈভবের এইরূপ কতই না পরিচয় পাওয়া যায়। পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মবন্ধন প্রাকৃত জীবজগতের গণ্ডী ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে কেমন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিবে? রাসলীলা বিলাসে যে অপ্রাকৃত প্রেমের পরিপূর্ণ বিভব প্রকাশিত হইয়াছে—সামান্য মানব কোন্ স্পর্দ্ধায় তাহার কিঞ্চিন্মাত্রই বা অনুকরণ করিবে? সেরূপ অনুকরণ প্রচেষ্টায় তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীশুকদেব বলিলেন—দেহাভিমানী অজিতেন্দ্রিয় অনীশ্বর জন ঈশ্বরাচরিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ ৩১

কর্ম্মাচরণের সঙ্কল্পমাত্রও অবশ্যই বর্জ্জন করিবে, নচেৎ মূঢ়তাবশতঃ ঐরূপ আচরণের প্রয়াস করিলে—তাহার বিনাশ সুনিশ্চিত॥ ২৯।৩০

অন্বয়ঃ।—ঈশ্বরাণাং (কর্ম্মবশ্যতাভাবপ্রযুক্ত-শাস্ত্রবশ্যতাভাববতাং) বচঃ (আজ্ঞা) সত্যং (প্রামাণ্যেন গ্রাহ্যং) আচরিতং (চ) ক্বচিদেব (কিঞ্চিদেব) তথা (সত্যং), বুদ্ধিমান্ (জনঃ তত্তদ্বিচার্য্য) তেষাং (ঈশ্বরাণাং) স্ববচোযুক্তং (স্ববচসা যুক্তম্ অবিরুদ্ধং) যৎ (আচরিতং) তৎ সমাচরেৎ (তৎ কুর্য্যাৎ)॥ ৩১

মূলানুবাদ।—ঈশ্বর জনগণের বাক্যই সত্য, (অতএব তাঁহারা যাহা করিতে বলিবেন সাধারণ লোকে তাহাই প্রতিপালন করিবে), এবং কোন কোন স্থলে তাঁহাদের আচরণও অবিতথ-প্রমাণ; অবশ্য তাঁহাদের যে আচরণ তাঁহাদের উপদেশের অনুরূপ হইবে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিবেচনাপূর্ব্বক তাহারও অনুষ্ঠান করিবে॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—কথং তর্হি সদাচারস্য প্রামাণ্যমত আহ ঈশ্বরাণামিতি। তেষাং বচঃ সত্যং অতস্তদুক্তমাচরেদেব আচরিতন্তু ক্বচিৎ সত্যং অতঃ স্ববচোযুক্তং তেষাং বচসা যদ্যদুক্তং অবিরুদ্ধং তত্তদেবাচরেৎ॥ ৩১॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—বচ আজ্ঞা সত্যং প্রমাণত্বেন গ্রাহ্যং স্ববচনেনাবিরুদ্ধমিতি স্বশব্দেন তেষামেব তথা বিচারাদাজ্ঞায়া বলবত্তরত্বং ব্যঞ্জিতম্। বুদ্ধিমানিতি তত্তদ্বিচার্য্যেত্যর্থঃ। অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিরেবেতি ভাবঃ॥ ৩১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—যদিও শ্রেষ্ঠ ও মহৎ জনগণের আচরণ অনুসরণ করাই সাধারণ নিয়ম কিন্তু পূর্ব্বশ্লোকের বৃত্তান্তে দেহাভিমানী কর্ম্মপরতন্ত্র জীবের পক্ষে অল্পসামর্থ্য বশতঃ ঈশ্বর জনগণের আচরণ অনুকরণে যে মূঢ়তাই প্রকাশ পায় এবং তাহার ফলে যে অধঃপাতের পথই উন্মুক্ত হয়—ইহাই ঘোষিত হইয়াছে। শাস্ত্রে বলিয়াছেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, ইতর জন তাহার অনুসরণ করিবে, আবার ইহাও বলিতেছেন—ঈশ্বর জনগণের আচরণ অনুকরণে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই সকল পরস্পর বিরোধী শাস্ত্র শাসনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিরূপণ করা কঠিন। যদি যথার্থই শাস্ত্র-বাক্যের মধ্যে পরস্পর এইরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যাহারা সেই শাস্ত্র শাসন মানিয়া বর্ণ, সমাজ ও সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ ব্যবস্থায় আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, তাহারা পরস্পর বিরোধী বাক্যজালে বিজড়িত হইয়া যথার্থ শাস্ত্রপথ কেমন করিয়া খুঁজিয়া পাইবে? লোকাচার ব্যবস্থার যথার্থ মানদণ্ড হারাইয়া তাহারা পথভ্রষ্ট হইবে না কি? অতএব তাহাদের এই সমস্যাজাল অপনোদন করিয়া তাহাদের সম্মুখে সত্য সমুজ্জ্বল প্রশস্ত পথের সন্ধান দেখাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই প্রয়োজনেই গূঢ় ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব বর্ত্তমান শ্লোকে সেই সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত যথার্থ শাস্ত্রমর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতেছেন।

অশেষ-কল্যাণগুণমহোদধি শ্রীভগবানের ন্যায় জীবের আপ্ত জন আর কেহ নাই। আম্নায় প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিরূপণে ঈশ্বরবচনকেই যথার্থ প্রমাণ বলা হইয়াছে। অতএব ঈশ্বরোক্ত প্রমাণ বচনই যে একান্ত সত্য পথের সন্ধান দেয়—তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? "ঈশ্বরবচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"। বেদান্তদর্শনের শাস্ত্রযোনিত্ব নামক অধিকরণেও ঈশ্বরকে বেদ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ঈশ্বরবচন যখন নির্ব্যূঢ় প্রমাণ এবং যখন উহা "পরমার্থে অর্থবৎ সত্যম্"—তখন সেই সত্য সম্পৎকে জীব কেমন করিয়া হারাইবে? মানুষ সত্যভ্রষ্ট হইলে তাহার আর কি অবশিষ্ট রহিল? অতএব ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে নিঃশ্রেয়সরূপ সত্য প্রাণ-ধর্ম্মে স্থিত হইলে ঈশ্বরবচন নির্ব্বিচারে পালন করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম যে শ্রেয়ঃস্বরূপ ও সত্যপ্রচুর উহা উপনিষদে বহুস্থলে বিঘোষিত হইয়াছে। "স নৈব ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপ-মত্যসৃজত ধর্ম্মম্.....সত্যং বৈ তৎ"। সমগ্র বিশ্ব সেই ধর্ম্মের শাসন মানিয়া পরম সমঞ্জস কল্যাণের পথেই পরিচালিত হইতেছে—কারণ "ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মোধারয়তি প্রজাঃ" (মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব)।

সত্য বটে অমিততেজাঃ ঈশ্বরগণ কর্ম্মাধীন নহেন—এবং তাঁহারা তাঁহাদের নিজ প্রয়োজনে শাস্ত্রশাসন রচনা করেন নাই। কিন্তু লোকযাত্রা যাহাতে অব্যাহত কল্যাণ-শৃঙ্খলার মণিসূত্রে গ্রথিত হয়—তন্নিমিত্তই তাঁহারা শাস্ত্রসম্পদের ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছেন। সেই মহামূল্য সত্যসম্পদ্ হারাইলে লোকযাত্রাপথের পাথেয় হারাইতে হয়—তাহাতে নিখিল বিশ্ব মহা-অকল্যাণের অন্ধকূপে নিহিত হয়। অতএব লোকাচার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ঈশ্বরগণের যে আদেশবাক্য শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে সেই প্রভুসম্মিত বাক্য শিরোধারণ করিয়া মনুষ্য ও জীবলোক কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে। কারণ ঈশ্বরগণের শ্রীমুখনির্গলিত সেই কল্যাণবচন অবাধিত প্রমাণের পরিচয় দেয় এবং উহা হইতে লৌকিক ও পারমার্থিক সত্যের যথার্থ সন্ধান লাভ হয়। রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তির যাঁহারা অতীত—সেই স্বতন্ত্রেচ্ছ কর্ম্মপারতন্ত্র্যহীন ঈশ্বরগণের আজ্ঞানির্দ্দিষ্ট পথই জীবের একমাত্র পথ। অতএব মনুষ্যগণ ঈশ্বরাদেশ মানিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবে, তাহাতেই তাহাদের নিঃশ্রেয়স কল্যাণ ও সত্যের পথ আয়ত্ত হইবে।

তবে মনে রাখিতে হইবে যাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী—"কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুমপি শক্নুবন্তি"—অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে যাহা কিছুই করিবার, না করিবার বা অন্যথাচরণ করিবার শক্তি যাঁহারা রাখেন, তাঁহাদের আচরণ নির্ব্বিচারে অনুসরণ করিবে না। কেবলমাত্র তাঁহাদের আদেশ বাক্যই প্রতিপালনে যত্নবান্ হইবে। কারণ তাঁহদের যে আদেশবচন—তাহা মনুষ্য ও জীবলোকের নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তই পরম কৃপাভরে তাঁহারা ঘোষিত করিয়াছেন। তাই বলিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ আচরণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তুমি তোমার নিজের বিনাশ বা মূঢ়তা প্রকাশ করিও না। তাঁহারা সর্ব্বশক্তিশালী, অতএব অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে নিজ নিজ ছন্দোহ-নুবর্ত্তনে তাঁহারা নানাবিধ লীলাবিলাস করিতে পারেন, তাঁহাদের সেই লীলাচরণে এমন বৈভব-বিলাস-দৃষ্ট হইতে পারে—যাহা লৌকিক শাস্ত্রের বিচারে দূষণীয়। কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রশাসনের বহু উর্দ্ধে বিচরণ করেন, পাপ পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা অমিততেজাঃ অনন্তৈশ্বর্য্যবান্ দেবগণ কখনই লিপ্ত হইতে পারেন না। অতএব তাঁহাদের লীলাবিলাসের যে-আচরণ তাঁহাদেরই বিঘোষিত শাস্ত্রনিয়মের পরিপন্থী হইবে—মনে রাখিতে হইবে, উহা তোমার আমার নিমিত্ত নহে। কারণ তাঁহারা অদ্বিতীয়—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ কশ্চিৎ"—তাঁহাদের সেরূপ আচরণে তাঁহাদের ষড়ৈশ্বর্য্য স্বভাবেরই সহজ পরিচয় মেলে। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে ধর্ম্মবিরোধী কার্য্যকলাপের অনুসরণ করেন তাহা নহে। অধর্ম্ম দূর করিয়া ধর্ম্মের পরিপালনোদ্দেশে পরম করুণায় বিশ্বপ্রয়োজনে যখন তাঁহারা ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহাদের নিজনিমিত্তক কর্ম্ম-প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহারা নিজে ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া বিশ্ববাসীকে নিজ দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন—"আপনা আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"। অতএব কখনও কখনও তাঁহাদের সেরূপ আচরণে লৌকিক ও পারমার্থিক সত্যের অনুশীলনও দৃষ্ট হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন—

> ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
> যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
> উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্। সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥
> (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৩। ২২। ২৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'হে অর্জ্জুন! ত্রিভুবনে আমার কর্ত্তব্য বলিয়া কোন কার্য্য নাই, কারণ আমার অপ্রাপ্ত কোন বস্তুই নাই, এবং লব্ধব্য বস্তুও কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকি। কারণ যদি নিরলস হইয়া আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে আমার আচরিত পথ মনুষ্য সকল অনুবর্ত্তন করিবে। তাহা হইলে জগতের লোক ধর্ম্মনাশ হেতু বিনষ্ট হইবে, তাহার ফলে বর্ণসঙ্কররূপ যে অন্যায়াচার প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তজ্জন্য আমিই দায়ী হইব এবং প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব।'

অতএব দেখা যাইতেছে যে লোকযাত্রা ধর্ম্মপথে চালিত করিবার নিমিত্ত কর্ম্ম-প্রয়োজন না থাকিলেও কখন কখন পরমেশ্বর অশেষ কৃপাবশতঃ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপথ অনুসরণ করেন। কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্তই তাঁহার এই ধর্ম্মাচরণ। ঈশ্বরের অনুশীলিত আচরণ যেখানে তাঁহার নিজ বিধিবাক্যের অবিরোধী, সেখানে অবশ্য তাঁহার আচরণ অনুকরণে কোন বাধা নাই। তাই বুদ্ধিমান জনগণ বিশেষ বিবেচনা সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন যে ঈশ্বরাচরিত কর্ম্মসকল তাঁহার নিজ উপদেশ বাণীর অনুকূল কি না? যদি উহা তাঁহার নিজ বাণীর অনুকূল হয়—তাহা হইলে তাহাও অনুসরণ করিবে। কিন্তু যে স্থলে ঈশ্বরানুশীলিত আচরণ তাঁহার নিজ উপদেশ বচনের বিরোধী, সে স্থলে তাঁহার আচরণ অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে স্বল্পসামর্থ্যবান্ মনুষ্যগণ মূঢ়তাবশতঃ আপনার বিনাশই সাধিত করিবে। মনে রাখিতে হইবে—তিনি পরমেশ্বর—তাঁহার অচিন্ত্য প্রভাব—তাঁহার কর্ম্মসকল স্বল্পসামর্থ্য প্রাকৃত জনগণের অনুকরণীয় নহে। অতএব যে অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে ব্রজরাজনন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা গোপীবৃন্দকে জারপ্রেম-ভাবে বিভাবিত করিয়া মাধুর্য্যরস-আস্বাদন উদ্দেশ্যে রাসলীলাবিলাস করিয়াছিলেন—উহাতে পরদারাভিমর্ষণ-গ্লানি সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণতম বিগ্রহ শ্রীভগবানে স্পর্শ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া প্রাকৃতগুণাবিষ্ট জীবজগতের পক্ষে সেরূপ আচরণ অনুকরণে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ পরদারাভিমর্ষণরূপ সাহস আচরণ শ্রীভগবানের উপদেশবাণী কখনই সমর্থন করে না, বরং উহাতে যে লোকে প্রত্যবায়ভাগী হইয়া নিরয়গামী হয় এবং ইহলোকেও দণ্ডনীয় হয় তাহাই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে।

জৈমিনি মুনি মীমাংসা দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রে ধর্ম্মের লক্ষণ নিরূপণে বলিয়াছেন—"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ"—বেদবিধিই ধর্ম্মের প্রমাণ এবং উহা ইষ্টপ্রযোজক হইবে। বেদে শ্যেনযাগাদি বিহিত হইয়াছে সত্য কিন্তু উহাতে শত্রুমারণ ফল লাভ হইলেও উহা নিঃশ্রেয়সরূপ ইষ্টলাভের সহায়ক নহে, বরং প্রাণিবধবশতঃ উহাতে নরকরূপ অনর্থ-ই লাভ হয়। সেইরূপ যেস্থানে ঈশ্বরের আচরণ অনুসরণ করিলে সত্যার্থ লাভ হয়—অনর্থ প্রাপ্তির শঙ্কা থাকে না, কেবল সেরূপ স্থলেই ঈশ্বরের আচরণ অনুসরণ করা যাইতে পারে। লোকাচারের প্রামাণ্য নিরূপণেও উক্ত হয়,—যে-লোকাচার শিষ্টজন সমাদৃত—যাহা অনিন্দিত ও সত্যার্থের প্রাপক তাহাই প্রমাণ, কারণ তদ্দ্বারা শাস্ত্রবচন অনুমিত হয়। কিন্তু যে-লোকাচার প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত শাস্ত্রবচনের বিরোধী, তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া বর্জ্জনীয়। তদ্রূপ ঈশ্বরের যে আচরণ তাঁহারই নিজ মুখোচ্চারিত অনুশাসনের অবিরোধী—তাহাই অনুসরণ করিবে; কিন্তু যাহা তাঁহার বিরোধী—তাহা সাধারণ লোকের অনুসরণীয় নহে, সেরূপ আচরণ একমাত্র তাঁহাতেই সাজে—কারণ তিনি অমিততেজাঃ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী এবং কর্ম্মপারতন্ত্র্যহীন বলিয়া শাস্ত্রশাসনে আবদ্ধ নহেন। অতএব ঈশ্বরের বাক্যই সাধারণ লোক নির্ব্বিচারে পালন করিবে, কিন্তু তাঁহার আচরণ যেস্থলে তাঁহার উপদেশের অনুরূপ হইবে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাও অনুসরণ করিবে। কারণ ঐশ্বর্য্য প্রভাবে তিনি যখন যেরূপ যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, সেইরূপ তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে তিনি দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি কার্য্যকলাপও অশেষ করুণাবশতঃ নিজ আচরণের দ্বারা বিশ্বে প্রকটিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুশলাচরিতৈরেষামিহ চার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৩২
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥ ৩৩

করিতে পারেন এবং লোকশিক্ষার্থ কখন কখন যথার্থই তাহা করিয়া থাকেন। "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"—এই যে শাস্ত্রশাসন উহা কেবল সেরূপ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে ঈশ্বরাচরিত কর্ম্মসকল লোকশিক্ষার্থ তাঁহার নিজ উপদেশবাণীর অনুকূল; সুতরাং একমাত্র তখনই তাহার অনুসরণ করা বিধেয়, নচেৎ ঈশ্বরের উপদেশ বাণীই শিরোধারণ করিয়া যে কর্ত্তব্যপালন করা উচিত ইহাই শ্রীশুকদেব বর্ত্তমান শ্লোকে প্রতিপাদন করিয়া ধর্ম্ম ও লোকাচারের তত্ত্ববিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—প্রভো (হে বোদ্ধুং সমর্থ রাজন্) নিরহঙ্কারিণাং (অহঙ্কারিভ্যঃ ব্যতিরিক্তানাং) এষাং (ঈশ্বরাণাং) কুশলচরিতৈঃ (কুশলানি পুণ্যানি তেষাম্ আচরিতৈঃ অনুষ্ঠানৈঃ) ইহ চ (ইহলোকে পরলোকে চ) অর্থঃ (পুণ্যফলং) ন বিদ্যতে (নাস্তি) বিপর্য্যয়েণ বা (পাপৈর্বা) অনর্থঃ (নরকরূপনিষ্টাদিকং) ন (নাস্তি) ॥৩২

মূলানুবাদ।—হে মহারাজ! অহংভাব বর্জ্জিত এই ঈশ্বরগণের পুণ্যাচরণে ইহলোকে বা পরলোকে কোনরূপ ফল নাই এবং পাপাচরণেও তাঁহাদের কোনরূপ অনর্থ হয় না ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—নন্বু তর্হি তেঽপি কিমেবং সাহসমাচরন্তি তত্রাহ কুশলেতি। প্রারব্ধকর্ম্মক্ষপণমাত্রমেব তেষাং কৃত্যং নান্যদিত্যর্থঃ ॥ ৩২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—চকারাদমুত্রাপি। বাশব্দঃ সমুচ্চয়ে। অনর্থোঽপি নাস্তি। কুতঃ। নিরহঙ্কারিণাং অহঙ্কারিভ্যো ব্যতিরিক্তানাং অহঙ্কারাভাবেন কর্ম্মভিরলেপাদিত্যর্থঃ। প্রভো হে বোদ্ধুং সমর্থ। যদ্বা, তস্যাপীশ্বরত্বাভিপ্রায়েণ সম্বোধয়তি হে ঈশ্বরেতি। ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—(অহো যদ্যেবং তেষামপি নিরহঙ্কারতামাত্রেণৈব অনর্থাভাবঃ তর্হি তেষামপি হিতার্থমবতীর্ণস্য পরমেশ্বরস্য কুতোঽনর্থশঙ্কাপি ইতি কৈমুতিকন্যায়েন দ্রঢ়য়ন্নাহ—কিমুতেতি) (এবংসতি ঈশ্বরেষু অর্থানর্থসম্পর্কঃ ন বিদ্যতে তর্হি) তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাং (তির্য্যগাদিরূপেণ অবস্থিতানাং তামস-রাজস-সত্ত্বগুণান্বিতানাং) অখিলসত্ত্বানাং (অখিলানাং সত্ত্বানাং প্রাণিজাতানাং) ঈশিতব্যানাং (স্বভাবত এব নিয়ম্যানাং) ঈশিতুঃ (নিয়ামকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) তু কুশলাকুশলান্বয়ঃ (কুশলাকুশলাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যং যোঽন্বয়ঃ সম্পর্কঃ সঃ) কিমুত (সুতরামেব ন বিদ্যতে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—ঈশ্বরগণেরই যদি নিরহঙ্কারতাবশতঃ অর্থ বা অনর্থের সম্পর্ক না থাকে, তাহা হইলে তির্য্যগাদিরূপ পশু, পক্ষী, মনুষ্য ও দেবতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণাধীন জীবগণের যিনি নিয়ামক এবং তাহাদের সকল কর্ম্মের যিনি ফলপ্রদাতা, সেই স্বতন্ত্র পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অর্থ ও অনর্থের (পাপপুণ্যের) সহিত যে সম্পর্ক নাই তাহাতে আর বলিবার কি আছে? ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—প্রস্তুতমাহ কিমুতেতি। কুশলাকুশলান্বয়ো ন বিদ্যতে ইতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অহো যদ্যেবং তেষামপি নিরহঙ্কারমাত্রেণৈবানর্থাভাবস্তর্হি তেষামপি হিতার্থমবতীর্ণস্য পরমেশ্বরস্য কুতোঽনর্থশঙ্কাপীতি কৈমুতিকন্যায়েন দ্রঢ়য়ন্নাহ কিমুতেতি। অখিলসত্ত্বানাং ক্রমেণ তামসরাজসসাত্ত্বিকানাম্ ঈশিতব্যানাং স্বভাবত এব নিয়ম্যামাম্ ইতি মুক্তানামপি তদধীনতা চ সূচিতা। ত্বর্থে চকারঃ। ঈশিতব্যানাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুশলাকুশলাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং যোঽন্বয়ঃ সম্পর্কঃ স কিমুত সুতরামেব ন বিদ্যতে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেন নিয়ামকাভাবাৎ। এতদেব হি পরমেশ্বরত্বং নামেতি ভাবঃ। বলবৎ সুষ্ঠু কিমুত স্বত্যতীব চ নির্ভর ইত্যমরঃ॥ ৩৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বশ্লোকে আলোচিত হইয়াছে যে ঈশ্বরগণের আদেশ শাস্ত্রীয় বিধিবাক্যের প্রমাণ, তাঁহারা শাস্ত্রবাক্যনিহিত উপদেশে জীবগণকে নিয়ন্ত্রিত করেন। কিন্তু যাঁহাদের নিজবাক্যে পরম-কল্যাণ-প্রাপক ধর্ম্মলোকের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহারা স্বয়ং কেনই বা ধর্ম্মবিরোধী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও পাপলিপ্ত হন না—এই আশঙ্কা স্বতঃই জাগরূক হয়। তাই সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পরমহংসাচার্য্য শ্রীশুকদেব সেই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন—যাঁহাদের অহংভাব নাই—যাঁহাদের দেহাভিমান নাই—যাঁহারা প্রপঞ্চেন্দ্রিয়াতীত—তাঁহাদের পাপও নাই পুণ্যও নাই। ঈশ্ ধাতুর অর্থ পরিচালনা করা বা প্রভুত্ব করা। অতএব যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের অধীন না হইয়া ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব করেন, তাঁহারাই ঈশ্বর—তাঁহারাই পরম তেজীয়ান্। প্রাকৃত গুণকর্ম্ম সম্বন্ধবশতঃই দেহাভিমান নিমিত্তক কর্ম্মে পাপ পুণ্য ফলোদয় হয়। কারণ যাঁহাদের আত্মাভিমান নাই, তাঁহাদের কর্ম্মফল কেমন করিয়া থাকিবে? দেহে যদি আমিত্বই না রহিল, তাহা হইলে যদৃচ্ছাক্রমে দেহকৃত কর্ম্মের ফলও আমাতে আরোপিত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় উক্ত হয়—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩।২৭)

—সকল কর্ম্মই প্রকৃতির গুণস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, কিন্তু অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা আপনাকে সেই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।

কর্ত্তা বলিয়া যাঁহাদের অভিমান নাই, তাঁহাদের কর্ম্মফলের প্রতি কামনা বাসনাও নাই। তাঁহারা জানেন—যথার্থই তাঁহারা কিছু করেন না। কারণ ফলাকাঙ্ক্ষায় মানসিক সঙ্কল্প করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই কর্ম্ম কৃত হয় এবং তাহাই পাপ বা পুণ্যের জনক। কিন্তু ফলাভিসন্ধি না রাখিয়া অহংকর্ত্তৃত্বরূপ অভিমান বর্জ্জন করিয়া যদি কেহ কোন যদৃচ্ছাকৃত কায়িক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা পাপ পুণ্যের জনক হইতে পারে না। গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্ট ঘোষণায় বলিয়াছেন—

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ। শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ। সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪।২০—২৩)

—'যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক সত্যানন্দে নিত্য পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং কোন বিষয়ে কাহারও আশ্রয় অপেক্ষা করেন না, তিনি শাস্ত্রবিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত থাকিলেও যথার্থ-দৃষ্টিতে কিছুমাত্র কর্ম্ম করেন না। যাঁহার কামনা নাই, মন ও দেহ বশীভূত এবং সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ বর্জ্জিত—তিনি শরীরমাত্র নির্ব্বাহযোগ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও কোন প্রকার পাপভাগী হন না; যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও বৈরভাববিহীন, এবং যিনি সিদ্ধিকে অসিদ্ধিতুল্য জ্ঞান করেন, তিনি বিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হন না। যিনি কামনারহিত, রাগদ্বেষাদিবিমুক্ত এবং জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত তিনি যজ্ঞার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহার সকল কর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরগণ কর্ম্ম-পারতন্ত্র্য-রহিত, তাঁহারা ইন্দ্রিয়াধীন নহেন, ইন্দ্রিয় সকলই তাঁহাদের অধীন। সর্ব্ব-সামর্থ্যের অধীশ্বর বলিয়া তাঁহাদের কামনাবাসনায় প্রয়োজন নাই এবং তাঁহারা দেহাভিমানবিমুক্ত। অতএব তাঁহারা পাপ পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত নহেন। পুণ্যকর্ম্মের আচরণে ইহলোকে ইষ্টলাভ বা পরলোকে যে স্বর্গাদি ফল লাভ হয়—ঈশ্বরগণের পুণ্যাচরণে সেরূপ কোন প্রয়োজন বা ইষ্টলাভ সাধিত হয় না। অতএব কুশল কর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম রূপ সাধনের দ্বারা কোন প্রকার ইষ্ট প্রয়োজন লাভ তাঁহাদের হয় না। পক্ষান্তরে অশুভ কর্ম্ম সেবায় যে নরকাদিরূপ অনিষ্ট প্রাপ্তি হয়—তাহাও তাঁহাদের আচরিত কর্ম্মে দৃষ্ট হয় না। দেহাভিমান না থাকায় তাঁহারা পাপ পুণ্যের বহু উর্দ্ধে।

ঈশ্বরগণ ষড়ৈশ্বর্য্যনিকেতন। জ্ঞানবৈরাগ্যরূপ ঐশ্বর্য্যেও তাঁহারা অচিন্ত্যপ্রভাবের অধীশ্বর। অতএব তপোজ্ঞানৈশ্বর্য্যশালী ঈশ্বরগণের দেহাভিমান, অহঙ্কার বা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি যে কিছুমাত্র বিদ্যমান থাকিতে পারে না—ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? নচেৎ তাঁহাদের ঈশ্বরস্বরূপেই যে ব্যাঘাত জন্মে। অতএব পদ্ম-পত্রে বারিবিন্দু পতিত হইলে উহা যেমন পদ্মপত্রকে সিক্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ দেহাভিমানর্জ্জিত জ্ঞানবৈরাগ্যের অধীশ্বর ঈশ্বরজনগণের কর্ম্ম-নিমিত্তিক সুখদুঃখ বা পাপপুণ্যের কোন স্পর্শই তাঁহারা কখনও লাভ করেন না।

অজ্ঞান বা অবিদ্যা বশতঃই জীবের অহংভাবের উদয় হয়। অতএব জ্ঞানরশ্মির আলোকপ্রভায় যখন তাহার অজ্ঞানধ্বান্তজাল ছিন্ন হয়, তখন অহংভাবও অবলুপ্ত হইয়া যায়। তখন সর্ব্ববিশ্ব তাহার নিকট এক অখণ্ড সত্যের উপলব্ধিতে ব্যাপ্ত হইয়া প্রতিভাত হয়। সেই জ্ঞানমহিমা বশতঃ তখন তাহার কৃত শুভকর্ম্ম বা অশুভ কর্ম্ম, পুণ্য বা পাপ তাহাকে পরিতপ্ত করিতে পারে না,—সে তখন "সৎকর্ম্ম করি নাই, পাপ কর্ম্ম করিয়াছি" এই সকল দ্বন্দ্ব-চিন্তার বহু উর্দ্ধে বিরাজ করে—পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় সে দুষ্কৃত বা সুকৃত কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"নৈনং কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে তাপয়তঃ কিমহং সাধু নাকরবং কিমহং পাপমকরবং তৎসুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবং বিদি পাপ কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৪।১৪।৩)। আরও কথিত হয়—"তস্যৈবাত্মা পদবিত্তং বিদিত্বা ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৫।২৪।৩)

—সেই ব্রহ্মজ্ঞানী উপাসকের আত্মা পদনীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া পাপকর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না। বিশেষ করিয়া যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সকল কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্মাদৃষ্ট ও আগামীকর্ম্ম সকল নষ্ট হইয়া যায়—কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম উপভোগের দ্বারা তিনি জীবনকাল পর্য্যন্ত ক্ষয় করেন। ইহাকেই জীবন্মুক্ত দশা বলা হয়। তাই শ্রুতিতে উক্ত হয়—

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে॥
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ (শ্রুতি)

—যাহার অহংভাব নাই, যাহার বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, জ্ঞানরূপ অগ্নি তাহার সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া দেয়। সে ইহজগতে বধরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াও বধ করে না বা নিহত হয় না।

অতএব যাঁহারা যথার্থ জ্ঞানলাভে জ্ঞানৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন সেই জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বরগণ পুণ্য বা পাপকর্ম্মের ফলের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না, তাঁহাদের আচরণে কোন প্রকার দোষসম্ভাবনা করা যায় না—ইহাই শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতকে 'প্রভু' শব্দে সম্বোধন করায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাব-বিধুতাখিল-কর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥ ৩৪

প্রতীতি হইতেছে যে পরীক্ষিৎ বুদ্ধিমান, শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার পূর্ণরূপে রহিয়াছে, অথবা নির্ব্বিন্নমনাঃ মহারাজ পরীক্ষিতও যে ঈশ্বরগণের ন্যায় জিতেন্দ্রিয়, অহঙ্কারবর্জ্জিত ও কর্ম্ম-পারতন্ত্র্য-রহিত—ইহার প্রতিও এই সম্বোধনশব্দের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

যে সকল ঈশ্বর বা তেজস্বীগণ জ্ঞানবৈরাগ্যের মহিমা অর্জ্জন করিয়াছেন—যাঁহাদের অহংভাব বা দেহাভিমান নাই, তাঁহাদেরও যখন আচরিত পাপপুণ্য কর্ম্মের ফলে তাঁহারা লিপ্ত না হন—তাহা হইলে তাঁহাদেরই হিতার্থে অবতীর্ণ পরমেশ্বরের আচরিত কর্ম্মে অনর্থশঙ্কা করিবার অবসর কোথায়? তির্য্যক্ বা পশুপক্ষী, মনুষ্য ও দেবতা প্রভৃতি সকলই সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। পরমেশ্বরাধীন ঈশ্বরগণই যদি অহংভাব রাহিত্যহেতু কর্ম্মপাশে বদ্ধ না হন, তাহা হইলে সেই ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর সর্ব্বনিয়ামক পরমস্বতন্ত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মাচরণে কুশল অকুশল বা পাপপুণ্যের সহিত যে সম্পর্ক নাই—তাহাতে আর বলিবার কি আছে? অতএব শ্রীশুকদেব কৈমুতিক ন্যায়ের অবতারণা করিয়া ইহাও বলিতেছেন যে নিখিল জীবলোকনিয়ামক পরমাত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের আচরণে ভদ্রাভদ্রসম্পর্ক থাকিতেই পারে না। পুণ্য ও পাপের মধ্যে যে ইষ্টানিষ্ট ভেদ, ব্রহ্মজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বর জনগণের নিকট তাহা অবলুপ্ত। তাঁহারা "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ" সুখদুঃখ, লাভ ক্ষতি, জয় পরাজয় সকলই সমাণ দৃষ্টিতে দেখেন বলিয়া দ্বৈতভাব তাঁহাদের অন্তরে স্থান পায় না। দ্বৈতভাব বর্জ্জিত বলিয়াই তাঁহারা পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মবন্ধনে শৃঙ্খলিত হন না। কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞানলব্ধ মুক্তস্বভাব ঈশ্বরগণকে যিনি পরিচালিত করেন—তামস, রাজস, সাত্ত্বিক প্রভৃতি নিখিল প্রাণিজাত যাঁহার আদেশে নিজ নিজ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করে, যিনি সকলের ঊর্দ্ধে অবস্থিত—সেই অপহতপাপ্মা পরমাত্মরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে গুণদোষকৃত পাপপুণ্যের সম্পর্ক নাই।

বিশেষতঃ পাপ পুণ্য ও তৎকৃত গুণদোষ প্রভৃতি প্রাকৃত জগতের তত্তৎসীমানির্দ্দিষ্ট পদার্থ। সকল সীমার বহির্ভাগে যাঁহার স্থান সেই অসীম পরমৈশ্বর্য্যময় সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানে প্রাকৃত গুণদোষের সম্ভাবনা করা যায় না। উহাতে তাঁহার পরমেশ্বর স্বরূপের ব্যাঘাত জন্মে। অতএব সেই পরমেশ্বর যে অনন্ত কল্যাণময় ও অসীম কল্যাণগুণমহোদধি—তাঁহার সেই কল্যাণগুণের অনন্তশক্তি ও অনন্তবৈভব প্রাকৃত জীবজগতের নিত্য পুরাতন গুণরাজির মানদণ্ডে পরিমিত করা যায় না। পরমাত্মরূপী সর্ব্ব জগতের অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা অচিন্ত্যমঙ্গলময়ী—কারণ অপহতপাপ্মা শ্রীভগবানে লৌকিক পাপপুণ্যের সম্পর্ক থাকিতেই পারে না॥ ৩২—৩৩

অন্বয়ঃ।—(তদেব কৈমুত্যান্তরেণ স্ফুটং দর্শয়তি যদিতি) যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তাঃ (যৎ যস্য পাদপঙ্কজয়োঃ পরাগাণাং কান্তিপরমানূনাং নিষেবেন নিতরাং সেবনেন ধ্যানরূপেন অনুশীলনেন তৃপ্তাঃ ভক্তাঃ তথা) যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ (যস্যৈব যোগপ্রভাবেণ ভক্তিযোগতেজসা বিধুতাঃ বিধ্বস্তাঃ অখিলকর্ম্মবন্ধাঃ নিখিলকর্ম্মাত্মকবন্ধাঃ যেষাং তে চাপি) মুনয়ঃ অপি ন নহ্যমানাঃ (বন্ধনমপ্রাপ্তবন্তঃ সন্তঃ) স্বৈরং (যথেচ্ছং) চরন্তি (বিচরন্তি তস্মাৎ) ইচ্ছয়া (ইচ্ছামাত্রেণ) আত্তবপুষঃ (আত্তং তদ্ভক্তিসম্বন্ধাৎ প্রপঞ্চেঽপি আনীতং বপুঃ যেন তস্য) তস্য কুত এব বন্ধঃ (অপি তু নাস্তি বন্ধ ইত্যর্থঃ)

(অথবা) আত্তবপুষঃ (মোক্ষনৈরপ্যেক্ষণ ভজনানন্দাৎ গৃহীতদেহাঃ) যোগপ্রভাব-বিধূতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ অপি (যোগঃ অষ্টাঙ্গযোগঃ সমাধিজ্ঞানং বা তস্য প্রভাবেণ শক্ত্যা বিধূতঃ ছিন্নঃ কর্ম্মভিঃ অনন্তকোটি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মার্জ্জিতৈঃ বন্ধঃ বন্ধনং তদ্রূপঃ বা বন্ধঃ যৈঃ তে অপি) যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তাঃ (যেন পাদপঙ্কজপরাগস্য নিষেবণেন তৃপ্তাঃ সন্তঃ) ন নহ্যমানাঃ (শুভাশুভকর্ম্মভ্যাং ন বধ্যমানাঃ) মুনয়ঃ স্বৈরং চরন্তি (লোকবেদাতীতাঃ সন্তঃ বিচরন্তি অতঃ) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) কুত এব বন্ধঃ (যচ্চরণসেবা বন্ধকচ্ছেদিকা তস্য স্বচ্ছন্দাচরণেন কুতো বন্ধঃ ইতি ভাবঃ)॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—মুনিগণও যাঁহার পদকমলরজঃ আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া যোগবলে অখিল কর্ম্মবন্ধ ছেদনপূর্ব্বক যদৃচ্ছা বিহার করিয়াও বদ্ধ হন না, স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী সেই শ্রীকৃষ্ণের আবার বন্ধন কোথায়?॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা—এতদেব স্ফুটীকরোতি—যস্য পাদপঙ্কজপরাগস্য নিষেবেণ তৃপ্তাঃ। যদ্বা। যস্য পাদপঙ্কজপরাগাণাং নিষেবা যেষাং তে তথা তে চ তৃপ্তাশ্চেতি ভক্তা ইত্যর্থঃ। জ্ঞানিনশ্চ ন নহ্যমানা বন্ধনমপ্রাপ্তবন্তঃ॥ ৩৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেব কৈমুত্যান্তরেণ স্ফুটং দর্শয়তি যদিতি। যত্তদোরন্বয়াদ্যোগপ্রভাবেত্যাদেরপি তদন্তঃপ্রবেশাদ্যদিতি যস্যেত্যর্থঃ। সুবলুক্ ছান্দসঃ। যদ্বস্য পাদপঙ্কজয়োঃ পরাগাণাং কান্তিপরমাণূনাং নিতরাং সেবনেন ধ্যানরূপেণানুশীলনেন তৃপ্তাঃ অন্যত্রালংবুদ্ধয়ঃ তৎপ্রেমপূর্ণা ইত্যর্থঃ। যস্যৈব যোগপ্রভাবেণ ভক্তিযোগাখ্যসাধনতেজসা বিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধা যে তে চাপি মুনয়ঃ স্বৈরং স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা চরন্তি বিহিতমবিহিতমপি কুর্ব্বন্তি, তত্র নহ্যমানাশ্চ ন ভবন্তি তস্মাত্তস্য কুত এব বন্ধঃ। অপি তু নাস্ত্যেব বন্ধঃ ইত্যর্থঃ। তদেবং কৈমুত্যেন দর্শয়িত্বা বিশেষণবিশেষাদপি তস্য বন্ধাভাবং দর্শয়তি ইচ্ছয়েতি। ইচ্ছয়া ইচ্ছামাত্রেণ নতু জীববৎ কর্ম্মপারবশ্যেনাত্তং তত্তক্তিসম্বন্ধাৎ প্রপঞ্চেপ্যানীতং বপুর্যেন তস্যেতি। অতো ভক্তবিশেষানুগ্রহায় দুর্ব্বাসসঃ পরাভাবনাবৎ ক্বচিন্মর্য্যাদামপ্যসৌ লঙ্ঘয়তীতি ভাবঃ॥ ৩৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—অখিলবিশ্বনিয়ন্তা সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মবন্ধ থাকিতে পারে না, কারণ তাঁহার লীলাবলী লোকাতীত ও বেদাতীত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যমুক্ত, বিশুদ্ধ ও নিত্যবুদ্ধস্বরূপ। তিনি কর্ম্মাধীন হইয়া লীলাদেহ পরিগ্রহ করেন না বা কামাধীন হইয়াও কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। অতএব শুভাশুভরূপ কর্ম্মফল যে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না তাহাতে বলিবার কি আছে? তাঁহার কথা তো স্বতন্ত্র—এমন কি যাঁহারা তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়া তাঁহার পাদপঙ্কজরজঃ সেবায় পরিতৃপ্ত, তাঁহারাও ঐকান্তিক ভক্তিযোগপ্রভাবে সকল কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন; কারণ, কথিত আছে—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"। ভগবদ্ভক্তিমার্গে যাঁহারা আত্মা নিয়োজিত করিয়াছেন—সর্ব্বত্যাগ করিয়া সর্ব্ববেদবেদ্য শ্রীভগবানের পরমপদ যাঁহারা সার করিয়াছেন, সেই ভগবৎপাদপদ্মে শরণাপন্ন ভক্তজনেরও কর্ম্মনিমিত্তক শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব স্বতন্ত্রেচ্ছ শ্রীভগবান্ আপন ইচ্ছানুসারে বিগ্রহ অবলম্বনে যে লীলায় প্রবৃত্ত হন—তাঁহার আচরণে যে কর্ম্মবন্ধসম্বন্ধ থাকিবে না—ইহাতে বলিবার কিছু নাই।

জীবমাত্রেই স্ব স্ব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মাদৃষ্টবশতঃ জন্মগ্রহণ করে "জন্মান্তরং কর্ম্মযোগাৎ"। যে যেরূপ কর্ম্ম করে তাহাকে সেইরূপ জীবযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়—কারণ জীবমাত্রেই সাধারণতঃ কর্ম্মবদ্ধ। জীবের চিরাচরিত শুভ ও অশুভ কর্ম্ম জন্য সংস্কারকে অদৃষ্ট বলা হয়। উহা জীবাত্মার একটী বিশেষ গুণ এবং তদনুসারেই জীবের জন্মলাভ হইয়া থাকে। শুভাশুভ কর্ম্ম নিবন্ধন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট মানিতে হয়, কারণ কর্ম্মফল ও কর্ম্মের কার্য্যকারণভাব মানিতে হইলে অদৃষ্টরূপ অবান্তর শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন রহিয়াছে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম বশতঃ জীবের যে জন্ম প্রাপ্তির কথা আছে—শ্রুতি, স্মৃতি দর্শন ও পুরাণাদিতে তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। সামবেদান্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—'জীব শুভ কর্ম্মবশতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণাদি উচ্চ যোনিতে জন্মলাভ করে এবং অশুভ কর্ম্মবশতঃ কুক্কুরাদি নীচ যোনিতে জন্মলাভ করে। যথা—

তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা—য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১০।৭)

জীবের কর্ম্মভাব নিবন্ধন জন্মপ্রাপ্তির কথা বলিতে গিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"পূণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন॥" (৩।২।১৩)।

আবার কঠোপনিষদে উক্ত হয়—

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাশ্রুতম্॥

(কঠোপনিষদ্ ২।২।৭)

মনুস্মৃতিও বলিয়াছেন—'কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম কৃত হয় সেই কর্ম্মানুসারেই লোকের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি লাভ হয়'।

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্-দেহসম্ভবম্। কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥

(মনুস্মৃতিঃ ১২।৩)

এই কর্ম্মবন্ধ হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যায় শাস্ত্রকারগণ তাহার সন্ধান দিয়াছেন। বিভিন্ন তত্ত্ব অনুসারে সেই সকল সাধনোপায়ের মধ্যে ভেদ রহিয়াছে। কিন্তু ভক্তিযোগ দ্বারাই যে অতি সহজে নিঃশেষে কর্ম্ম-বন্ধ-মোক্ষ হয়—তাহাই ভক্তিশাস্ত্রে যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। সাংখ্যমতে আত্মা ও প্রকৃতির যে ভেদ আছে তাহা উপলব্ধি করিলেই কর্ম্মবন্ধনভয় অপগত হয়। পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শন বলেন—ধর্ম্ম হইতে সুখ এবং অধর্ম্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়—"তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ" (যোগদর্শন সূত্র ২।১৪) অবিদ্যাবশতঃ ক্লেশপূর্ব্বক যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, উহা সংস্কার-নিবন্ধন কখন কখন ইহজন্মেই ফলরূপে পরিণত হয় বা ভাবী জন্মে পরিপক্ক দশা লাভ করিয়া জন্ম, আয়ু ও ভোগ ইত্যাদি ত্রিবিধ বিপাক বা পরিণাম-ফল ঘটাইয়া থাকে। পাতঞ্জল যোগদর্শন মতে অবিদ্যামূলক কর্ম্মানুষ্ঠানের নিবৃত্তি হইলেই সংস্কার বা বাসনার নিবৃত্তি হয় এবং অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলেই মোক্ষ অধিগত হয়। যোগী ঈশ্বর প্রণিধানবশতঃ ("ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" ১।৩) যে-সমাধিসিদ্ধি লাভ করে তদ্দ্বারাই ক্লেশ ও কর্ম্মজন্য অদৃষ্টাদির বন্ধন নিবৃত্তি হয়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে জ্ঞানসাধনায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেই কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ অদৃষ্ট নষ্ট হইয়া যায় –কারণ "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।২।৮)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ আছে—

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪।৩৭)

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি উদিত হইলে স্বতঃই পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মাদৃষ্টসকল নষ্ট হইয়া যায়। নারদপঞ্চরাত্রে কথিত আছে—

কৃষ্ণসংকীর্ত্তনধ্যানাত্তন্মন্ত্রগ্রহণাদহো! মুচ্যন্তে পাতকৈস্তৈস্তে পাপিনস্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ॥

(নারদপঞ্চরাত্রম্ ১।১০।৭৯)

মহাপাতকী, উপপাতকী ও অতিপাতকী—এই ত্রিবিধ পাতকীই কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, কৃষ্ণধ্যান ও কৃষ্ণমন্ত্র-গ্রহণ মাত্রেই সেই সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ উপবর্হণ গন্ধর্ব্বকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

গন্ধর্ব্বরাজপ্রবর স্থিরো ভব ভয়ং ত্যজ। শুভাশ্রয়স্য ভক্তস্য ভয়ং কিন্তে ময়ি স্থিতে॥
সর্ব্বেভ্যোঽপি ভয়ং নাস্তি মদ্ভক্তানামকর্ম্মণাম্। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং তেষাং ন বিদ্যতে॥
মন্মন্ত্রোপাসকশ্চৈব স্বতন্ত্রো নিত্যবিগ্রহঃ। পুনর্ন বিদ্যতে জন্ম মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ॥
নাস্তি কালাদ্ভয়ং তস্য ন নিষেকাদ্বিধেরপি। মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বকর্ম্মণঃ॥
মন্মন্ত্রো হি দহেৎ পাপং কোটিজন্মকৃতঞ্চ যৎ। সুদীপ্তো জ্বলদগ্নিশ্চ তৃণপুঞ্জং দহেদ্ যথা॥

(নারদপঞ্চরাত্রম্ ১। ১৩। ৮—১২)

'হে গন্ধর্ব্বরাজ! হে সত্তম! স্থির হও, ভয় পরিত্যাগ কর। আমি বিদ্যমান থাকিতে মঙ্গলাধারভূত তোমার মত ভক্তের ভয় কি? আমার নিষ্কাম ভক্তগণের কুত্রাপি ভয় নাই। তাঁহাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি ভয় থাকে না। আমার মন্ত্রে উপাসক ব্যক্তি স্বাধীন ও অনিশ্বর-দেহধারী। মন্ত্রগ্রহণ মাত্রেই তাহার পুনর্জন্ম নিরোধ হয়। মৃত্যু হইতে তাহার ভয় থাকে না, সে বিধাতার সৃষ্টিরও অতীত; মন্ত্র গ্রহণ মাত্র সে সকল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। প্রদীপ্ত উজ্জ্বল অনল যেরূপ তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করে তদ্রূপ আমার মন্ত্রও কোটিজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জ দাহ করে।'

যোগ বলিতে ত্রিবিধ যোগ বুঝায়—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। তন্মধ্যে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ ও সহজ উপায়। কথিত হয়—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১। ২০। ৬)

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

—'মনুষ্যদিগের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগ নিরূপিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় কোথাও নির্ণীত হয় নাই।

তপস্যা বা যজ্ঞক্রিয়াদিতে যাহা কিছু ন্যূন থাকে উহা যাঁহার স্মরণে বা যাঁহার নামোচ্চারণে তৎক্ষণাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়—সেই অচ্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রয়োজিত হইলে শীঘ্রই উহা বৈরাগ্য ও অহেতুক জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।'

ভক্তিযোগ জ্ঞান বা কর্ম্মের অধীন নহে। উহা অন্যনিরপেক্ষ ও মহাফলপ্রদ বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনোপায়। শ্রীভগবান্ নিজমুখে যে ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন, উহা মুখ্যতম সাধনোপায় কি না—এ বিষয়ে যখন ভক্ত উদ্ধব প্রশ্ন করেন, তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতের সাতটী শ্লোকের বিবরণে শ্রীভগবান্ ভক্তিযোগেরই প্রাধান্য খ্যাপিত করেন। স্বর্গাদিতে যাঁহারা ফলবুদ্ধি স্থাপনা করেন—তাঁহাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে অনুসৃত ধর্ম্ম কর্ম্মাদি মার্গের তুচ্ছতাই প্রতিপন্ন হয়। তপস্যা ও যজ্ঞাদি দ্বারা যে স্বর্গফল প্রভৃতি লাভ করা হয় উহা ক্ষণস্থায়ী। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯। ২১)

শ্রুতিও বলিয়াছেন—"তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" ইষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিবার পর যজ্ঞানুষ্ঠাতা পরলোকে চন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতি স্থানে কর্ম্মানুরূপ সুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগ করিয়া পরে ইহলোকে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়। অতএব কর্ম্মফল যে অক্ষয় নহে—বরং কর্ম্মবন্ধ শৃঙ্খলেই আবদ্ধ করে—ইহার নিমিত্ত সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ জনগণের হৃদয়ে গভীর সন্তাপ উপস্থিত হয়। যথার্থ দৃষ্টিতে বলিতে গেলে বলিতে হয়—বেদে কর্ম্মসকলের যে বিধান আছে উহা অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের শিক্ষার নিমিত্ত পরিশেষ-কালে যাহাতে তাহাদের কর্ম্মত্যাগের বাসনা জন্মে—তন্নিমিত্তই উপদেশ। পিতা যেমন পুত্রকে আরোগ্য ফল কামনায় তিক্ত ঔষধ পান করাইবার উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকেন, 'তুমি এই ঔষধ খাও, আমি তোমায় সন্দেশ দিব'—তদ্রূপ বেদও কর্ম্মত্যাগরূপ নৈষ্কর্ম্ম জ্ঞানের প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করাইবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ প্রতীয়-মান পৃথক্ কর্ম্মফলের দ্বারা লোককে প্রলুব্ধ করেন। অবশ্য যে পর্য্যন্ত বৈরাগ্য বা শ্রীভগবৎকথায় শ্রদ্ধা না জন্মে সে পর্য্যন্ত বেদবিহিত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিবার নির্দ্দেশ আছে! "তাবৎ কর্ম্মাণি কর্ব্বীত—" (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।২০।৯)

আবার হৃদয়ে বৈরাগ্য উদিত হইলে জ্ঞানযোগের অধিকার আসিয়া পড়ে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"নির্ব্বিন্নানাং জ্ঞানযোগঃ" (১১।২০।৭)। কিন্তু নৈষ্কর্ম্মরূপ জ্ঞানসিদ্ধি উৎপন্ন হইতে বড়ই বিলম্ব হয়। এই নিমিত্তই শ্রীমদ্ভাগবতে উপদেশ রহিয়াছে—তরুর মূল সেচনে তাহার স্কন্ধশাখা সকল যেমন পরিপুষ্টি লাভ করে, তেমনি শ্রীভগবানের আরাধনায় সকলেরই আরাধনা হয়—অর্থাৎ উহাতে সর্ব্ব ধর্ম্ম পর্য্যাপ্ত হয়। অতএব নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি বা জ্ঞানযোগ দ্বারা লোকে যে হৃদয়ের কর্ম্মবন্ধগ্রন্থিরূপ অহংবৃত্তিকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন—উহা ঈশ্বরারাধনরূপ ভক্তিযোগ দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অতি শীঘ্র লাভ হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥
য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ। বিধিনা চ যজেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

—যে-ব্যক্তি আসক্তিহীন অর্থাৎ পৃথক্ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উহা ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি বা জ্ঞান প্রাপ্ত হন। বেদবিহিত কর্ম্ম সকলের পৃথক্ ফলশ্রুতি কেবল কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত। কিন্তু যে-ব্যক্তি নিজের হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ দুশ্ছেদ্য অহঙ্কার-বন্ধন অতি শীঘ্র ছেদন করিতে ইচ্ছুক, তিনি বেদোক্ত বিধিতন্ত্র-কথিত বিধান অনুসারে কেশবরূপ দেবতার পূজা করিবেন।

ঈশ্বরার্পণই কর্ম্মের যথার্থ অনুষ্ঠান, এবং তদ্বশতঃ ঈশ্বরানুগ্রহেই কর্ম্মসিদ্ধি লাভ হয়। অর্থাৎ ভক্তিযোগ দ্বারা কর্ম্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্মবন্ধন সত্বর বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিশেষ করিয়া ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা সুসাধ্য ও স্বয়ংই সর্ব্বপুরুষার্থসারের প্রাপক। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

সংসার-সিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ পুংসোর্ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য॥
শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

—"অতি দুস্তর সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহাদের পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথারস সেবা ব্যতীত অন্য ভেলা নাই। হে বিভো! তোমার মঙ্গলবর্ত্মস্বরূপ ভক্তিযোগ পরিত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া যাঁহারা জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ করেন,—তণ্ডুলবিহীন তুষের আঘাতে যেমন কেবল শ্রমমাত্রই ফল হয়—সেইরূপ তাঁহাদের শ্রম মাত্রই সার হয়।

সর্ব্বধর্ম্মোপায় অপেক্ষা ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ এবং উহাতেই যে ভগবান্ বশীভূত হন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে স্পষ্ট ঘোষণায় তাহা বলিয়াছেন—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।১৪।১৯)

হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য বা জ্ঞান, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারে না যেমন সুতীব্রা ভক্তি আমাকে বশীভূত করে।

কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির অপেক্ষা করে, কিন্তু ভক্তি কাহারও উপর নির্ভর করে না। এই কারণে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।২০।৩১)

যে যোগীবৃন্দ আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা আমার ভক্তিযোগে যুক্ত, তাঁহাদের ইহলোকে কর্ম্মযোগ দূরের কথা—জ্ঞান ও বৈরাগ্যও তাঁহারা মঙ্গলসাধন বলিয়া গ্রহণ করেন না।

অতএব ভক্তিযোগ দ্বারা যাঁহার চিত্তের মালিন্য অপগত হইয়াছে তাহার সকল কর্ম্মবন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। কারণ ভক্ত তাঁহার কর্ম্ম সকল শ্রীভগবানে সমর্পিত করেন ও ভক্তিদ্বারা তাঁহার যে স্বরূপবিজ্ঞান হয় তদ্বশতঃ পরমপদ লাভ হয়। তাই বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিলেন—যিনি পরম ভক্তিভরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দাত্মক আহ্লাদ-গুণবিভাবক পাদপঙ্কজের রজঃকণা সেবায় পরিতৃপ্ত, তিনি ঐ পাদপঙ্কজকেই সারসর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। অতএব ঐহিক ও পারত্রিক কোনপ্রকার ফল লাভের প্রতি তাঁহার বাসনা থাকে না এবং তদ্বশতঃ তাঁহার অখিল কর্ম্মবন্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়।

ঐকান্তিক ভক্তিযোগ বশতঃ যাঁহার পদপঙ্কজ সেবায় পরমানন্দ লাভ হয়, যাঁহার পরমানন্দাত্মক পদকমলের সুস্নিগ্ধ স্পর্শে ত্রিবিধ সন্তাপ বিদূরিত হওয়ায় এবং নিখিল কর্ম্মবন্ধ নষ্ট হওয়ায় পাপপুণ্য কর্ম্মফল বিমুক্ত হইয়া মুনিগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের যে কর্ম্মবন্ধ-সম্পর্ক কিছুমাত্র থাকিতে পারে না—ইহা বিশদভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। শ্রীভগবানে কখনই কর্ম্মবন্ধ সম্পর্ক নাই। কর্ম্মাধীন পাঞ্চভৌতিক দেহধারী জীবগণের কর্ম্মবন্ধ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই দেহধারী জীবগণও শ্রীভগবানের পদপঙ্কজ সেবা করিয়া কর্ম্মবন্ধ বিনির্মুক্তি হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারেন। অতএব আনন্দঘনতমবিগ্রহ স্বতন্ত্রেচ্ছ শ্রীভগবানে কর্ম্মবন্ধ সম্ভাবনা করাই যায় না।

শ্রীভগবানের স্বেচ্ছামূলক আত্মপ্রকটন বিষয়ে উল্লেখ আছে—

কিন্তু নির্দ্দোষচৈতন্যসুখনিত্যাং স্বকাং তনুম্।
আবির্ভাবয়তি নৈব জনিবিষ্ণোর্ন চাপরা॥

—দোষশূন্য চৈতন্যসুখস্বরূপ স্বীয় নিত্য বিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীভগবান্ উহার আবির্ভাব সাধন করেন। উহা কিন্তু বিষ্ণুর জন্মপ্রকার নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমস্বতন্ত্র শ্রীভগবান্ যে নির্দ্দোষ এবং কাল কর্ম্মের অধীনতা পাশে বদ্ধ নন—সে বিষয়ে 'প্রমেয়-রত্নাবলী' ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচনে বিশেষ প্রমান রহিয়াছে—

নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগত-ভেদবিবর্জ্জিতাত্মা॥

(প্রমেয়রত্নাবলীধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচনম্)

—শ্রীভগবানের বিগ্রহে মোহ প্রভৃতি অষ্টাদশ দোষ নাই। উহা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পদে পরিপুর্ণ এবং উহা কাল বা কর্ম্ম প্রভৃতির অধীন নয়, কারণ তিনি স্বতন্ত্র। জড়রূপ প্রাকৃত দেহের গুণ উহাতে নাই। তাঁহার কর পদ মুখোদর প্রভৃতি সবই আনন্দমাত্রস্বরূপ। তাঁহাতে স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই।

শ্রীভগবানের তনু অষ্টাদশ মহাদোষরহিত এবং ঐ তনু সকল ঐশ্বর্য্যসম্পদে বিভূষিত এবং সৎ, চিৎ ও আনন্দময়—

অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা ভগবত্তনুঃ। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী॥

উপরোক্ত অষ্টাদশ দোষের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে প্রমেয়রত্নাবলী ধৃত বিষ্ণুযামলবচনে উল্লেখ আছে—

মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ॥
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ॥
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ॥

(প্রমেয়রত্নাবলীধৃত বিষ্ণুযামল বচনম্)

মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উৎকট কাম, চাপল্য, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, শ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশাঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমতা ও পরাপেক্ষা—এইগুলি অষ্টাদশবিধ দোষ।

প্রাকৃতগুণাতীত শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহে মোহ তন্দ্রা প্রভৃতি প্রাকৃত দৈহিক দোষসমূহ বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অবশ্য তাঁহার লীলাবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অশেষ করুণায় পরমস্বতন্ত্র শ্রীভগবান্ ভক্তাধীন হইয়া ভক্তজনের হৃদ্‌গত আনন্দ বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও পরিপোষণ সাধন করিবার নিমিত্ত নানাভাবে মানুষী তনু ধারণ করিয়া লীলাবিলাসচ্ছলে কখনও কখনও মোহ তন্দ্রাদি দোষ প্রকটিত করেন। কিন্তু শ্রীভগবানের উহাতে প্রাকৃত দোষ-সম্পর্ক হয় না। উহা শ্রীভগবানের স্বরূপ ধর্ম্ম বশতঃই উদিত হয়। অপ্রাকৃত মোহ তন্দ্রার সম্পর্ক বশতঃ তাঁহার লীলারসপরিপাটিই খ্যাপিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত লীলাবৃত্তান্তে দৃষ্ট হয়—ব্রহ্মা যখন বৃন্দাবনপুলিন হইতে গোবৎস ও বৎসপালক বালকগণকে অপহরণ করেন, তখন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধের ন্যায় বনমধ্যে উহাদের অন্বেষণ করিয়াছিলেন; উহাতে তাঁহার মোহ প্রকটিত হইলেও লীলামাধুর্য্যই প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত বৃত্তান্ত যথা—

ততো বৎসা ন দৃষ্টেত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্।
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

আবার যখন যুদ্ধশ্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া বৃক্ষমূলে পল্লব-শয্যায় শয়ন করেন—তখন খেদ ও শ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়—

"ক্বচিৎপল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্ষিতঃ। বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গপ্রবর্হণঃ"।

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন মা যশোমতীর বাৎসল্যপ্রেমবিবশ গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ ও ভীত বালকের ন্যায় মাতার নিকটে গমন করিতেন—তখন তাঁহার বালকসুলভ ভ্রম প্রকটিত হইত; আবার যখন গোপাঙ্গনাবৃন্দের গৃহে গমন করিয়া বালকরূপী ব্রজরাজনন্দন চৌর্য্যাভিলাষে গোদোহনের পূর্ব্বেই বৎসগণকে মোচন করিয়া দিতেন, তখন তাহাদের ক্রোধ দর্শন করিয়া তিনি যে হাস্য কৌতুক করিতেন—তাহাতে বাল্যচাপল্যই প্রকাশ পাইত। উক্ত আছে—

"বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ"

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৮।২৯)

দশমস্কন্ধ পঞ্চত্রিংশদধ্যায়ে "মদবিঘূর্ণিতলোচনঃ"—এই বচনে যেমন শ্রীকৃষ্ণের মদদোষের প্রতি ইঙ্গিত আছে, তেমনি আবার গোবর্দ্ধন ধারণ কালে মৎসরান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন—"আমি লোকপালাভিমানী ইন্দ্রের মদগর্ব্ব হরণ করিব"—তখন উহাতে মাৎসর্য্যও সূচিত হয়।

পূতনা প্রভৃতির বধে তাঁহার হিংসার পরিচয় পাই, এবং মৃত্তিকাভক্ষণ নিমিত্ত শ্রীমতী যশোদা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার মৃত্তিকাভক্ষণ দোষ অস্বীকার করেন—উহাতে ছলনাবশতঃ অসত্যভাষণেরও ইঙ্গিত আছে। জরাসন্ধ বধ লীলায় তাঁহার ক্রোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। জননী যশোদার স্তন্যপানে উদগ্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয় বালক শ্রীকৃষ্ণে যে দৃষ্ট হয়—উহাতে শ্রীভগবানের আকাঙ্ক্ষাও প্রকটিত হয়। আকাঙ্ক্ষার পরিচয় তো বহুস্থলেই দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ কামনা করেন—'আমি বহু হইব' "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়ং" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৬।২)। সৃষ্টিলীলায় শ্রীভগবানের বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ করিবার যে ইচ্ছা উহাতে জগদাবেশরূপ বিশ্ববিভ্রমও প্রকাশ পায়। ভক্তপারবশ্য বশতঃ বিষমতা ও পরাপেক্ষাও দৃষ্ট হয়। অবশ্য রুক্ষরসতা ও দুঃখহেতুক কাম দোষ শ্রীভগবানে দৃষ্ট হয় না।

ভক্তপ্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্ত আত্মারাম শিরোমণি শ্রীভগবান্ লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। ভক্তের প্রেমবৃদ্ধির জন্য ও ভক্তের সেবানন্দ পরিস্ফূর্ত্তির জন্যই লীলা বিলাসের প্রয়োজন। আনন্দঘনতমবিগ্রহ শ্রীভগবানের লীলানন্দ বিতরণ করিবার যে নিত্য ইচ্ছা জগদ্রূক রহিয়াছে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্তিবশতঃ লীলাবিলাসের প্রবাহ ধরিয়া আনন্দরসধারার প্লাবন জাগায়। সে প্লাবনে তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবত্তাবৈভব ভাসিয়া যায় ও মাধুর্য্যসম্পুটিত হইয়া ভক্তের নিকট আসিয়া আপনাকে ভক্তাধীনরূপে প্রকাশ করে। তিনি তাঁহার মোহাবেশ প্রকটিত করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য লুক্কায়িত করেন এবং তদ্বশতঃ ঐশ্বর্য্যসংশয়ী ভক্তের প্রাণে বিস্ময়রস উৎপাদন করেন। বালকরূপী গোপালের মোহ খুবই স্বাভাবিক—এবং উহাতে বাৎসল্যরসপুষ্টিই সাধিত হয়। তাঁহার খেদ ও পরিশ্রম ভক্তচিত্তে শ্রমখেদাপনোদনের উদগ্র বাসনা জাগরিত করে—ভক্ত ব্যাকুলিত হৃদয়ে কতই না বিবিধ উপায়ে তাঁহার সেবাপরিপাটী বিধানে সেবাভিলাষ চরিতার্থ করে। চাপল্যকলায় গোপসখাবৃন্দের হৃদয়ে সখ্যপ্রীতি বর্দ্ধিত হয় এবং গোপাঙ্গনাবৃন্দের উজ্জ্বল প্রেমরসের প্রবাহ উথলিয়া উঠে। ভ্রম ও চাঞ্চল্যবশতঃই কৌতুক-রস বৃদ্ধি হয়, এবং ছলনাময় অসত্যভাষণে সখা ও সখীবৃন্দের অন্তরে যে কোপ ও অভিমান উদ্বুদ্ধ হয়, প্রেমরসের দিক দিয়া তাহার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। আবার জগদাবেশরূপ বিশ্ববিভ্রমে প্রকৃতির লীনভাবাপন্ন জীবগণের প্রতি অসীম অনুগ্রহ প্রদর্শিত হয়। ক্রোধ ও হিংসায় অসাধু ভর্ৎসনে ও দুষ্টজন বিনাশেও সাধু জনগণের পরিত্রাণ ব্যবস্থায় ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। বৈষম্য, পরাপেক্ষা, ও আকাঙ্ক্ষা বশতঃ ভক্তজন তাঁহার অনুগ্রহলাভে আকাঙ্ক্ষিত হয়—কারণ ভক্তপক্ষপাতবৈষম্য বশতঃ ভক্তগণ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভক্তাধীন শ্রীভগবানে ভক্তিরূপ পরমতম, অর্ঘ্য নিবেদনে একান্ত অভিলাষী হন। এমন না হইলে প্রেমভক্তিই অসিদ্ধ হয়—কারণ মুগ্ধত্বাদি ভাব সমূহ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিভূত লীলানন্দ হইতে ভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে শ্রদ্ধাভক্তি ও ধ্যানযোগে শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের যে উপদেশ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে উহা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্ন নামক ভাষ্যপীঠক গ্রন্থে (২।৬।৯ অঙ্কে) বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন—

তত্র তে মৌগ্ধ্যাদয়ঃ স্বরূপশক্তিসারভূত-লীলানন্দাত্মকা এব প্রেমস্বরূপানতিরেকিত্বাৎ নখরকুণ্ডলাদিবত্তস্মিন্ মন্তব্যাঃ। (সিদ্ধান্তরত্নম্)

—অর্থাৎ, শ্রীভগবানে যে মুগ্ধতা প্রভৃতি ভাবাবলী দৃষ্ট হয় সেগুলি শ্রীবিগ্রহের অংশভূত নখরকুণ্ডলাদির ন্যায় স্বরূপশক্তিসারভূত লীলানন্দাত্মক প্রেমস্বরূপই বুঝিতে হইবে।

শ্রীভগবানের মাধুর্য্যসম্পুটিত প্রেমলীলাবিলাসে মুগ্ধতা প্রভৃতি বিচিত্র ভাবাবলী প্রকটনের প্রয়োজন রহিয়াছে, নচেৎ ষড়ৈশ্বর্য্যময় শ্রীবিগ্রহের যদি কেবল ঐশ্বর্য্যবৈভবই প্রকটিত হয়, তাহা হইলে ভক্তের সেবানন্দরুচি ব্যাহত হয়। এই জন্যই ঐশ্বর্য্যসারময় গোলোকপতি নারায়ণের অসীম বৈভব দর্শনে ভক্তহৃদয় কুণ্ঠিত হইয়া দৈন্য ভরে বলিয়াছিলেন—

কিমাসনস্তে গরুড়াসনায় কিংভূষণং কৌস্তুভভূষণায়।
লক্ষ্মীকলত্রায় কিং দেয়মস্তি বাগীশ কিং তে বচনীয়মস্তি॥

(বৃহৎ ভাগবতামৃতম্)

—'হে অসীম বৈভবশালী নারায়ণ! গরুড় যাঁহার বাহন তাহাকে কি আসন উপহার দিব? কৌস্তুভ মণি যাঁহার ভূষণ তাহাকে কি ভূষণ দিবার রহিয়াছে? লক্ষ্মী যাহারা পত্নীরূপে ঘরে বাঁধা, তাঁহাকে দিবার মত কি সম্পদ রহিয়াছে এবং হে বাগীশ! তোমাকে স্তুতি করিবার ভাষা কিই বা আছে?'

বাস্তবিক পরমস্বতন্ত্র ষড়ৈশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানে মোহ প্রভৃতি অষ্টাদশ দোষ প্রকার বিদ্যমান থাকিতে পারে না সত্য, তথাপি মাধুর্য্যরসময়ী লীলার বিলাসে মোহ প্রভৃতি ভাবাবলীরও প্রয়োজন রহিয়াছে; কিন্তু উহাতে তাঁহার নির্গুণ অপ্রাকৃত স্বরূপের কোন হানি হয় না।

জীবমাত্রেই কর্ম্মাধীন, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যমুক্ত, শুদ্ধসত্ত্ব ও পরমস্বতন্ত্র। এমন কি যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগত হন, তাঁহারাও কর্ম্মবন্ধ ছিন্ন বলিয়া অনাসক্তভাবে সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন। যাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে বদ্ধজীবেরও কর্ম্মবন্ধন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাঁহার নিজের কর্ম্মবন্ধন কেমন করিয়া থাকিবে? অতএব পরব্রহ্ম ভগবান্ নরাকার ধারণ করিয়া চিন্ময় বিগ্রহ অবলম্বনে প্রেমসম্পৎশালিনী হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা ব্রজগোপাঙ্গনাদিগকে জারপ্রেমভাবে বিভাবিত করিয়া তাঁহাদের সহিত যে রাসলীলাবিলাস করিয়াছেন, উহাতে কর্ম্মবন্ধ আরোপ করা যায় না। কারণ পরব্রহ্মরূপ ভগবানে কার্য্যাকার্য্যরূপ পাপ পুণ্য স্পর্শ হয় না। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা"—কর্ম্ম সকল আমায় লিপ্ত করিতে পারে না। কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই—সুতরাং আমার কর্ম্মবন্ধনও নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেক করিয়া ভক্তিযোগবলে সকল কর্ম্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া মুনিগণ স্বেচ্ছায় "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে"—মুক্ত হইয়াও ভজনানন্দলোভে প্রলুব্ধ হইয়া দেহ ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের ভজনা করেন। অতএব যাঁহার চরণসেবায় ভববন্ধন পর্য্যন্ত ছিন্ন হইয়া যায়—স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বাধীন আচরণে কর্ম্মবন্ধ সম্ভাবনা থাকিতেই পারে না॥ ৩৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—(তদেবং গোপীনাং পরদারত্বমঙ্গীকৃত্যাপি দোষঃ পরিহৃতঃ, তত্র চ সতি কূলটাত্বং জারত্বং নাপযাতি, অতঃ তদসহমানঃ তাসাং তৎপরদারত্বমেব খণ্ডয়তি গোপীনামিতি) যঃ গোপীনাং তৎপতীনাং চ (গোপবধূনাং তাসাং পতীনাঞ্চ, তথা) অন্যেষাং সর্ব্বেষাং দেহিনাঞ্চ (জীবানাঞ্চ) এব অন্তঃ চরতি (অন্তর্য্যামিরূপেণ চরতি, অতএব) যশ্চ অধ্যক্ষঃ (বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী) স এষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ক্রীড়নদেহভাক্ (ক্রীড়নায় বা দেহভাক্ ক্রীড়নেন কৃত্বা নটবৎ পুরুষদেহং ভজতে ন তু অস্মদাদিবৎ সুখদুঃখাদিভোগায় কর্ম্মাধীনদেহভাক্) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—যিনি গোপরমণীগণের ও তৎপতিগণের এবং নিখিল দেহধারী জীবমাত্রের অন্তরে অন্তর্য্যামী হইয়া অধ্যক্ষরূপে বিরাজমান—তিনিই এই লীলাবিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—পরদারত্বং গোপীনামঙ্গীকৃত্য পরিহৃতম্। ইদানীং ভগবতঃ সর্ব্বান্তর্য্যামিণঃ পরদারসেবা নাম ন কাচিদিত্যাহ গোপীনামিতি। যোঽন্তশ্চরতি অধ্যক্ষো বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী স এব ক্রীড়নেন দেহভাক্ ন ত্বস্মদাদিতুল্যঃ যেন দোষঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেবং গোপীনাং পরদারত্বমঙ্গীকৃত্যাপি দোষঃ পরিহৃতঃ তত্র চ সতি কুলটাত্বং জারত্বং নাপযাতি, তন্নাম চ খলু ধিক্কারায় পরং পর্য্যবস্যতীতি তদসহমানস্তাসাং তৎপরত্বমেব খণ্ডয়তি গোপীনামিতি। তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী পরমাত্মেত্যর্থঃ। অতো ন তস্য পরো নাম কশ্চিদিতি কে বা পরদারা ইতি ভাবঃ। নন্বু স তু নিরাকার ইতি শ্রূয়তে তস্মাদাকারবত্ত্বাদস্মদাদিতুল্য এবাসৌ। ন, তত্রাহ স এবেতি। এবশব্দোঽয়ং চৈবেত্যস্মাদাকৃষ্টঃ। অত্র চশব্দঃ কচিন্নাস্তি। ক্রীড়নেন স্বৈরং তদিচ্ছয়ৈব নতু কর্ম্মপরবশত্বেন হেতুভাক্ তদুচিতে দেশে তদুচিতে নিজদেহপ্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। অন্তর্য্যামিতয়াকারাপেক্ষায়া অভাবাদেব তত্র নিরাকারত্বমুচ্যতে নতু বস্তুতঃ। কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিতি দ্বিতীয়োক্তেরিতি ভাবঃ। নত্বিতি ন ত্বস্মদাদিজীববৎ পরস্পরমনাত্মকর্ম্মপরবশশ্চেত্যর্থঃ। এষ ক্রীড়নদেহভাগিতি ক্রীড়নেনেহ দেহভাগিতি চ পাঠঃ। অথবা যো গোপ্যাদীনাং সর্ব্বেষামপি তত্তদ্যোগ্যতাপ্রদেশেন পরমাত্মরূপেণান্তশ্চরতি স এবাধ্যক্ষস্তত্তদধিষ্ঠাতা। গোপ্যঃ কিমচরন্নিত্যাদিনা কাত্যায়নি মহামায়ে ইত্যাদিনা অপি বত মধুপুর্য্যামিত্যাদিনা চ ব্যঞ্জিততত্রাদিশমমতাময়ভাববিশেষাণাং তাসান্তু পতিরূপ এবাধ্যক্ষ ইত্যর্থঃ। নন্বু কথং পরমাত্মরূপেণ ক্রীড়তি কথঞ্চানেন রূপেণ ক্রীড়তি তত্রাহ। এষ বহিঃপ্রকটরূপ এব স শ্রীকৃষ্ণস্তাদৃশক্রীড়াসাধ্যং দেহং ভজতে নিত্যমেবাশ্রয়তি নত্বন্তঃস্থঃ পরমাত্মরূপ ইতি। পাঠান্তরেঽপি ইহ বহিঃপ্রকটরূপত্ব এবেত্যাদি যোজ্যম্। এবমুত্তরত্রাপি। তদেবমন্তর্য্যামিত্বপক্ষে স্বদারত্বস্যাতিব্যাপ্তিপরিহারায় কিঞ্চিদন্যদাহার্য্য ব্যাখ্যাতম্। তথাপি বিন্মূত্রপরিপূরিতদেহাসু ত্বক্শ্মশ্রুনখরোমকেশেত্যাদি রুক্মিণীবাক্যানুসারেণ বিশুদ্ধসত্ত্বব্যক্তবিশেষময়পরমজ্যোতির্দেহস্য তস্য প্রবৃত্তিস্তজ্জুগুপ্সিততামেমাবগময়তি নতু ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেদিত্যনুসারেণ রোচমানতাম্। অতএবান্তর্গৃহগতানাং কাসাঞ্চিদসিদ্ধদেহানাং তদ্দেহপরিত্যাজনঞ্চ নির্দ্দিশ্যতে। নচ সৈরিন্ধ্র্যাদাবপি তৎপ্রবৃত্তিদর্শনাদন্যথা মন্তব্যম্। মুকুন্দস্পর্শনাৎ সদ্যো বভূব প্রমদোত্তমেতি তৎস্পর্শাদিনা স্পর্শমণিলোহবৃত্তান্তবৎ ধ্রুবদেহবচ্চ তদ্যোগ্যদেহলক্ষণপ্রমদোত্তমাত্বং প্রাপ্য তৎক্রীড়নযোগ্যতা তত্র জাতেতি গম্যতে। ন চাসামপি তাদৃশত্বং মন্তব্যম্। তাভির্বিধূতেত্যাদৌ প্রত্যুত তাভিরেব অসাবধিকং ব্যরোচতেত্যুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গেত্যাদৌ শ্রীতোঽপি স্বর্ষোষিদ্ভ্যোঽপি পরাভ্যোঽপি সর্ব্বাঙ্গনাভ্যোঽহর্ত্তমত্বং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরত্বঞ্চাসাং লভ্যতে। যতঃ সাধিক্ষেপমুক্তং কুতোঽন্যাঃ ইতি। তস্মাদাসাং বিলক্ষণত্বাবগমাদ্বিলক্ষণত্বেনৈব ব্যাখ্যান্তরং কর্ত্তব্যম্। তথাপি গোপীনাং তদ্বিশেষাণামাসাং তথা পতীনাং সম্প্রতি তাসাং পতিত্বেন প্রতীতানাং তথা সর্ব্বেষামপি গোপগবাদীনাং দেহিনাঞ্চ যোঽন্তর্মধ্যে চরতি জয়তি জননিবাস ইতি দৃষ্ট্যা অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমিতি রীত্যা যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গাঃ পালয়তীতি তাপনীশ্রুত্যা চ তন্মধ্যযোগ্যক্রীড়াভির্নিত্যমেব ক্রীড়তি সঃ শ্রীকৃষ্ণোঽধ্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ প্রাপঞ্চিকানাং প্রকটঃ সন্নপি চরতি তত্তদ্যোগ্যমেব ক্রীড়তি। উভয়থাপি ক্রীড়ায়াং হেতুঃ। এষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ক্রীড়াশীলঃ শ্রীগোপালবপুঃপ্রকাশনশীল ইতি। যদ্বা। স এব প্রাপঞ্চিকপ্রত্যক্ষঃ সন্নপি ক্রীড়নদেহান্ স্বক্রীড়াহেতুবিগ্রহান্ গোপ্যাদীংস্তানেব ভজন্ ক্রীড়তি। পাঠান্তরেঽপি ক্রীড়নেনোপলক্ষিতাংস্তদ্রূপান্ দেহানিতি। তদেবং তথৈব নিত্যবিহারাত্তাসাং তন্নিত্যপ্রেয়সীত্বম্। ততস্তৎপ্রতিমদেহত্বং চ দর্শিতম্। তত্র পরসম্বন্ধবর্ণনেন সন্দেহং প্রকটয়ন্ত্যাং প্রকটলীলায়ামপি সুখাবেশাৎ স্পষ্টমেবোক্তং তাসু তদ্রূপত্বং স্বয়ং শ্রীশুকদেবেন অধোক্ষজপ্রিয়া ইতি ভগবৎপ্রিয়া ইতি কৃষ্ণবধ্ব ইতি চ। তাপন্যাং দুর্ব্বাসসা তাঃ প্রত্যেব চ। যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতীত্যাদৌ স বো হি স্বামী ভবতীতি পরমসম্বন্ধবর্ণনেন সন্দেহরহিতায়ামপ্রকটলীলায়াং কৈমুত্যেন তদেব নির্ণীতম্। শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরপটলে শ্রীব্রহ্মণা স্বসংহিতায়াম্। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোকে এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীত্যত্র কলাত্বেন নিজরূপত্বপ্রাপ্তেঽপি প্রকটলীলাগতপরকীয়ত্বে সন্দেহনিরাসার্থম্। নিজরূপতয়েতি এতদেব চোপক্রমোপসংহরয়োস্তাসু লক্ষ্মীত্বস্য তস্মিন্ পরমপুরুষত্বস্য নির্দ্দেশেন তথৈব নির্দ্ধারিতং—তত্র চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসিত্যাদৌ লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্ ইত্যুপক্রমঃ, শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইত্যুপসংহারঃ। তত্র চান্যত্র চ। সাক্ষাৎ গোপীশব্দপ্রধানাঃ শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরপ্রমুখমন্ত্রাশ্চ তথৈব বদন্তঃ আসতে। তথাচ তত্ত্বমন্ত্রব্যাখ্যায়াং গৌতমীয়তন্ত্রে। তত্ত্বমন্ত্রদ্রষ্টারঃ শ্রীমদ্দেবর্ষিচরণাঃ তৎপ্রধানাঃ শ্রীভগবতো নামধেয়ং বহিরঙ্গদৃষ্টীনামপি প্রবৃত্ত্যর্থং রুচিমপি পরিত্যজন্তঃ সর্ব্বেশ্বরত্বং মায়াস্বরূপশক্ত্যোর্বৈভবভেদেন দ্বিধা নিরুচ্য তদ্ধ্যানগততদন্তরঙ্গপ্রেয়সীভক্তানাং প্রবৃত্ত্যর্থং শ্রীগোপালমূর্ত্তেস্তস্য শ্রীগোপালীপতিত্বমেবাশ্রিতরূঢ়িতয়া তত্রাপ্যুত্তরপক্ষতয়া পর্য্যবসায়িতবন্তঃ। তত্র চৈবকারেণ প্রকটলীলাপ্রসিদ্ধমৌপপত্যং নিরাকৃতবন্তঃ। যথা—গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকঃ। অনয়োরাশ্রয়ত্বেন কারণত্বেন চেশ্বরঃ। সান্দ্রানন্দপরং জ্যোতির্ব্বল্লভেন চ কথ্যতে। অথবা গোপী প্রকৃতির্জ্জনস্তদংশমণ্ডলম্। অনয়োর্ব্বল্লভঃ স্বামী ভবেৎ কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ। অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধন ইতি। অত্রানেকজন্মসিদ্ধানামিতি। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন ইতিবৎ তাসামনাদিকল্পপরম্পরাপ্রাপ্তশ্রুতিপুরাণতন্ত্রাদিপ্রসিদ্ধাবতারিত্বমেব ব্যনক্তি তস্মাদ্বস্তুতঃ পরদারত্বমেব নাস্তি কিমুতাযোগ্যত্বমিতিভাবঃ॥ ৩৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বহির্মুখ জনগণের সন্দেহ অপনোদন করিবার নিমিত্ত শ্রীমন্মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট প্রশ্নচ্ছলে জানিতে ইচ্ছা করেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্থাপন উদ্দেশ্যে ও অধর্ম্মনাশের নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া পরবধূ গোপরমণীগণের সহিত রাসরতিবিলাস করিয়া ধর্ম্মবিরোধী আচরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া প্রেমরসার্দ্রচিত্ত শ্রীশুকদেব গোপাঙ্গনাগণের পরবধূত্ব মানিয়া লইয়াই তজ্জনিত দোষসম্ভাবনা পরিহার করিবার জন্য কয়েকটী শ্লোকে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। পরব্রহ্মরূপী স্বতন্ত্রেচ্ছ শ্রীভগবানের যে পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মাচরণে কোন প্রকার দোষ বা কর্ম্মজনিত বন্ধন হইতে পারে না তাহা অতি বিশদভাবে তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরদার প্রসঙ্গ হেতু বশতঃ দোষের আশঙ্কা থাকিতে পারে না, কারণ জীবের ন্যায় তিনি কর্ম্মাধীন নহেন,—কর্ম্ম সকল তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না—এবং কর্ম্মফলে তাঁহার স্পৃহাও নাই। শ্রীশুকদেব ঐরূপ সিদ্ধান্ত খ্যাপনে পরদারসম্পর্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনিত দোষাপবাদ নিরস্ত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তথাপি গোপবধূগণের পরপুরুষসম্পর্কবশতঃ যে কুলটাত্ব দোষ, তাহা উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা অপনোদিত হয় নাই। ব্রজগোপীগণ পরবধূ, তাঁহারা যে শারদ পূর্ণিমা রজনীতে পতি ভ্রাতা পিতা আত্মীয়স্বজন সকল পরিত্যাগ করিয়া কুলধর্ম্ম প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দিয়া গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া যমুনাপুলিনে বৃন্দাবন কুঞ্জে রাসরতিবিহার করিয়াছিলেন—তাহাতে পরমস্বতন্ত্র অমিততেজাঃ ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ শুদ্ধসত্ত্ব মুক্তবুদ্ধস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সাধারণ লৌকিক আচারের দৃষ্টান্তে দোষারোপ করা যায় না সত্য। কিন্তু পরপুরুষ সম্পর্ক বশতঃ গোপবধূগণের যে নারীধর্ম্মের গ্লানি হয়, অসতীর অপবাদ তাঁহাদের নাম যে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখে তাহার খণ্ডন কিরূপে সম্ভব? কাজেই পূর্ব্বসিদ্ধান্ত প্রদর্শনে প্রেমরসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই বলিয়াই এক্ষণে তিনি উহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছেন।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"যে দেব অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে এবং যিনি নিখিলভুবনে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন সেই দেবতাকে নমস্কার।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" (গীতা ১৩।২)—'হে অর্জ্জুন! তুমি আমাকে সকল শরীরের পরমাত্মা বলিয়া জানিও।' শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণমেন মবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মানাম্"—'এই শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জীবের আত্মারও আত্মা বলিয়া জানিবে'। সুতরাং শ্রুতি যাহা বলেন, গীতা যাহা বলেন এবং শ্রীভাগবত যাহা বলেন—তদনুসারে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিখিল জীবের দেহাধারে অবস্থান করিয়া আপনিই আপনার সহিত ক্রীড়া করেন। তাঁহার আত্মপর নাই—কি স্ত্রী কি পুরুষ—দেহধারী জীবমাত্রেরই তিনি অন্তর্য্যামী। তিনি গোপাঙ্গনাগণের যেরূপ অন্তর্য্যামী, তৎপতিবৃন্দেরও তদ্রূপ অন্তর্য্যামী—অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল জীবসত্তাই তাঁহাতে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব বহির্দৃষ্টিতে দেখিলে "গোপীর সহিত কৃষ্ণের বিহার" বলা যায়, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে 'উহা কৃষ্ণেরই সহিত কৃষ্ণের বিহার'। বাহ্যদৃষ্টিতে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজরাজনন্দন ব্রজগোপীগণের সহিত রাসলীলাস্থলীতে আলিঙ্গিত হইয়াছিলেন—কিন্তু অন্তশ্চক্ষুঃ মেলিয়া দেখিলে দেখা যায় তিনি পরমাত্মারূপে ব্রজাঙ্গনাদিগের অন্তরে নিত্য আলিঙ্গিত। এই নিত্য আলিঙ্গন-বিহার ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া অন্তরে অন্তরে প্রতিনিয়তই হইতেছে - ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও অনাদিকাল হইতে এই নিত্যবিহার চলিয়া আসিতেছে। তিনি যে জীবজগতের অন্তর্য্যামী এবং সকলের অন্তর্হৃদয়ে বাস করেন যোগিগণ যোগবিভাবিত চিত্তে সেই রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যাহার দেখিবার মত নয়ন আছে সেই উহা দেখিতে পায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি"॥

—নিজের অন্তর্হৃদয়ের আকাশমধ্যে প্রাদেশ পরিমিত শঙ্খচক্রগদাধারী যে চতুর্ভুজ পুরুষ বাস করেন কোন কোন যোগিগণ তাঁহাকেই ধ্যানযোগে ধারণা করেন।

যাঁহারা নিজদেহের হৃদয় মধ্যে অবস্থিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী প্রাদেশমাত্র পরিমিত চতুর্ভুজ অন্তর্যামী পরমাত্মা পুরুষকে চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে সগর্ভ যোগী বলে, আর যাঁহারা হৃদয়ের বাহিরে ক্ষীরসমুদ্রে অবস্থিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পরমাত্মা পুরুষকে ধ্যান করেন তাহাদিগকে নির্গর্ভ যোগী বলে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এই দ্বিবিধ যোগীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

অন্তর্য্যামি উপাসক আত্মারাম কয়।
সেই আত্মারাম যোগী দুইবিধ হয়॥
সগর্ভ নির্গর্ভ এই হয় দুই ভেদ। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

অন্তর্হৃদয়ে অধিষ্ঠিত অন্তর্য্যামী ভগবানকে ধ্যানযোগে দর্শন করিয়া যোগীগণ আনন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন। ভক্তগণও সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেন। তবে যোগীজন ও ভক্তজনের সেই অন্তর্দৃষ্টির ভাবভেদ রহিয়াছে। যোগিগণের চিত্ত ধ্যানপ্রভাবে যখন পরমানন্দমূর্ত্তি সেই অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাঁহাদের সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয়; কিন্তু তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহারা মনকে উহা হইতে বিমুক্ত করিয়া আনেন। যোগিজনের সেই চিত্তবৃত্তির বর্ণনায় শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো ভক্ত্যা দ্রবদ্হৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকণয়া মুহুরর্দ্দ্যমানস্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৩। ২৮। ৩৪)

—'যিনি এই প্রকার শ্রীহরিতে হৃদয়ভাব স্থাপিত করিয়াছেন এবং ভক্তিবশতঃ যাঁহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হয়, প্রমোদ বশতঃ যাঁহার পুলক উপজাত হয়, এবং উৎকণ্ঠা প্রযুক্ত অশ্রুকণায় যিনি নিরন্তর আনন্দসাগরে লীন হন, তাঁহার চিত্ত কালক্রমে ধীরে ধীরে আবার তদ্রূপ ধ্যেয়বস্তু হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু যিনি প্রকৃত ভক্তিগ্রস্তহৃদয়—তিনি শ্রীভগবানের নিকট হইতে কখনই অন্তঃকরণকে দূরে সরাইতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত ভক্ত ও যোগিগণের উপাস্য বিষয়েও বিভিন্নতা আছে। ভক্তের উপাস্য স্বয়ং ভগবান্, আর যোগিগণের ধ্যেয় স্বয়ং ভগবানের অংশকলারূপী শ্রীবিষ্ণু।

শ্রীভগবান্ নিখিল জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। পূর্ব্ববাক্যের প্রমাণ অনুসারে যদি তিনি প্রাদেশমাত্র পরমিত আকারে জীবের অন্তর্হৃদয়ে নিত্য বাস করেন, তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে যে তিনি কি প্রকারে জন্মলীলাদি বিলাস করিয়া থাকেন? তাই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোকে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব বলিলেন—সেই জীবহৃদয়ের সাক্ষিস্বরূপ ভগবান্ অধ্যক্ষ পুরুষ হইয়া নিজ ইচ্ছানুসারে ক্রীড়াচ্ছলে দেহ ধারণ করিয়া লীলাবিলাস করেন। সত্য বটে তাঁহার কেহ পর নাই, অথচ তিনি পর লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে লীলা করেন। লীলাপ্রিয় শ্রীভগবান্ ভক্তজনের পরমাত্মীয় হইয়াও ভক্তজনকে পরকীয়ভাবে বিভাবিত করিয়া তাঁহাদের সেবানন্দ-পরিস্ফূর্ত্তির জন্য তাঁহাদের সহিত বিবিধ-বৈচিত্র্য সহকারে লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই তিনি এইরূপ লীলা করিয়া থাকেন। যদি তিনি বহুরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া পরকীয়রসের লীলা না করিতেন—কেবল নির্গুণ নিরাকার ও নির্ব্বিশেষে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" হইয়া থাকিতেন, তবে তাঁহার অনন্ত মহিমা, অচিন্ত্য বৈভব ও অসীমসত্তা আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক পদার্থ হইয়াই থাকিত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মার আত্মা পরমাত্মা, কিন্তু জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহারই নিজ ইচ্ছায় তিনি আপনাকে প্রকটিত করিয়া দেহধারী মনুষ্যের ন্যায় জীবজগতে লীলা করিয়া তাঁহার ভজনপ্রেমানন্দের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত রাখেন। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব তাহাই বলিয়াছেন—

কৃষ্ণমেনমবৈহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।১৪।২৪)

—'এই শ্রীকৃষ্ণকে নিখিল জগতের আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে। কিন্তু সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই জগতের হিতের নিমিত্ত মায়াযোগে দেহধারী মনুষ্যের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ ত্রিগুণময় অদ্ভুত উপাদানে এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া আপনিই আপনার পর সাজিয়া স্বকীয়দিগকে পরকীয় ভূমিকায় নট সাজাইয়া নটনাথরূপে জগৎনাট্য-শালায় অবতীর্ণ হন। লোকলোচনের গোচরীভূত তাঁহার যে প্রকটলীলা উহাই সম্পাদনের নিমিত্ত তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অনাদি তত্ত্ব হইয়াও নরলীলাসিদ্ধির জন্য যোগমায়াপ্রভাবে নিজ জন্মাদিলীলার অভিনয় করেন এবং সেই যোগমায়ার সহায়তায় মাতা, পিতা, সখা, কান্তা প্রভৃতির সহিত প্রেমরসপুষ্টিময়ী লীলা করিয়া ধরাধামে প্রেমানন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ নিত্যসিদ্ধ নিজ পরিকরবৃন্দের সহিত বৃন্দাবন লীলায় যে বিলাস করেন উহা পরকীয় লীলাবিলাস। সমগ্র বৃন্দাবনলীলাই পরকীয় লীলা। মথুরাধাম তাঁহার পিতৃভূমি কিন্তু তিনি সেই মথুরাধাম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে বিহার করিতে গমন করিলেন। অতএব বলা যাইতে পারে বৃন্দাবন তাঁহার পরকীয় নিবাস। তিনি বসুদেব ও দেবকীর সন্তান হইয়াও ব্রজগোপরাজ নন্দ ও তাঁহার পত্নী যশোদাকে পিতা ও মাতা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অতএব তাঁহার বাৎসল্য সম্বন্ধেও পরকীয়রসের অভিব্যক্তি আছে। বৃন্দাবনে তিনি গোপবালক বলিয়াই পরিচিত। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় হইলেও ক্ষত্রিয়োচিত পরিচ্ছদে বিভূষিত না হইয়া রাখালোচিত ধড়াচূড়াই ধারণ করিয়া গোচারণ করিতেন। তাঁহার বেশভূষা ও আচরণ পরকীয়। শ্রীদামাদি গোপবালকগণ তাঁহার ভিন্ন জাতীয় সখা,—অতএব জাতি গত ভেদে সখ্যসম্বন্ধ নিকট নহে—উহাও পরকীয়। প্রেমশিরোমণি ব্রজরমণী-গণের সহিত তিনি যে রাসলীলা বিলাসে প্রবৃত্ত হন—তাঁহারা যে পরকীয় রমণী—সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। যে পরকীয় রসের জন্য বৃন্দাবন লীলার মহিমা বা গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—তাহাও যে তত্ত্ব বিচারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আপনার সহিত আপনারই লীলাবিলাস—ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা। কি ব্রজগোপী—কি তাঁহাদের পতিবৃন্দ—নিখিল জীবমাত্রের হৃদয়েই সর্ব্বত্র ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়—

পরমাত্মা যেঁহো তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ২।২০।১৩৬)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই অন্তর্হৃদয়ে অধ্যক্ষরূপে বিদ্যমান। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পরমাত্মরূপী ব্রহ্মসম্বন্ধে বর্ণিত আছে—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধক্ষ্যঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৬।১১)

শ্রীমদ্ভাগবতে ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মমোহনলীলাপ্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে ব্রহ্মা যখন গোবৎস হরণ করেন তখন অপরাধ হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্তবস্তুতি করেন। উক্ত বচনে ব্রহ্মা বলেন—"তুমি যখন সর্ব্বজীবের আত্মা, তখন তুমি কি নারায়ণ নহ? কারণ 'নার' শব্দের অর্থ জীবকুল, এবং 'অয়ন' শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীবসমূহ যাঁহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই তো নারায়ণ। আবার, যিনি সকল লোককে জানেন বা সাক্ষাৎ দর্শন করেন তাঁহাকেও নারায়ণ বলা যায়। আবার, নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং তাহা হইতে উৎপন্ন যে জল—এই দুইটী যাঁহার আশ্রয় সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণ তোমারই অংশ অর্থাৎ মূর্ত্তি বিশেষ। তিনি তোমা হইতে ভিন্ন নহেন। সেই নারায়ণরূপে তোমার যে লীলামূর্ত্তি সেও সত্য—অবশ্য তোমার মায়া সত্য নহে।"

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণেনাঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।১৪।১৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত তত্ত্ব স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে—

শিশুবৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ। অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে মোর জন্মোদয়। তুমি পিতা মাতা আমি তোমার তনয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ। অপরাধ ক্ষমি মোরে, করহ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ। আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন॥
ব্রহ্মা বলে তুমি কিনা হও নারায়ণ। তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি যত জীবরূপ। তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়। জীবের নির্ম্মাণ তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥
নার শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়। অয়ন শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ। এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ॥
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার। তা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা। তোমার শক্তিতে তারা জগৎরক্ষিতা॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন। অতএব হও তুমি পূর্ণ নারায়ণ॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু কৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
ইথে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম্ম। তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান সর্ব্ব মর্ম্ম॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি। তুমি না দেখিলে কার নাই স্থিতি গতি॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন। তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন। জীবহৃদি-জলে বৈসে সেই নারায়ণ॥
ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ। সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।২ পরিচ্ছেদ)

শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চের অতীত হইয়াও ভক্তসেবাসাধ পূরণ করিবার নিমিত্ত ক্রীড়াচ্ছলে নর দেহ ধারণ করিয়া তাঁহারই শক্তিবর্গকে পরকীয়া ভাবে ভাবিত করিয়া তাঁহাদের সহিত লীলা করেন। ব্রজগোপীগণ তাঁহারই হ্লাদিনীশক্তি স্বরূপা। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই, কারণ শক্তি না থাকিলে শক্তিমানকে যেমন বুঝিবার উপায় নাই, তেমনি শক্তিমান্ না থাকিলেও শক্তির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতএব শক্তি ও শক্তিমান্ তত্ত্বতঃ অভিন্ন। এই অভেদ বশতঃ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি অগ্নি জ্বালাচয় নাহি কোন ভেদ॥
তৈছে রাধাকৃষ্ণ দোঁহে একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

যদিও শক্তি ও শক্তিমানে তত্ত্বতঃ অভেদ সম্বন্ধ, তথাপি শক্তিমান ও শক্তির আধার-আধেয় ভাবে একটু মুখ্যগৌণ ভাব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কেন না শক্তিই শক্তিমানে আশ্রিত থাকেন। রাধিকাদি শক্তিরূপিণী গোপীবর্গ, এমন কি তাঁহাদের পতিবৃন্দ ও নিখিল জীববৃন্দ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানও তাঁহারই আশ্রিত শক্তিবর্গের প্রতি অপার করুণায় প্রপঞ্চলোকে অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলা করিয়া থাকেন। ব্রজরাজনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা এতাদৃশ গুণেরই উল্লেখ করিয়াছেন—

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।১৪।৩৭)

—হে ভগবন্! আপনি প্রপঞ্চের অতীত হইয়াও প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চের অনুকরণে নানাবিধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলা করিয়া থাকেন এবং তাহাতে আপনার চিরশরণাগত ও আপনার বিবিধ সেবার জন্য সমুৎকণ্ঠিত ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন হয়।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

এই গীতার বচনেও জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ জন্মরহিত ও অব্যয়াত্মা হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন, এবং সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বকারণকারণ হইয়াও নিজ মায়াশক্তি অবলম্বনে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নিখিলেশ্বর হইয়াও নন্দগোপ, বসুদেব ও দশরথ প্রভৃতিকে পিতা বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া ভগবান্ পুত্ররূপে লীলা করেন; শুধু তাহাই নহে—ব্রজলীলায় তিনি ক্রীড়াচঞ্চল বালকের মত চাপল্য প্রকাশ করেন, ক্ষুধিত হইয়া রোদন করেন, নবনীতলুব্ধ হইয়া নবনীত চুরি করেন এবং তজ্জন্য মা যশোদার তাড়ন ভর্ৎসন সহ্য করেন। তিনি সাধ করিয়া দামবন্ধন স্বীকার করেন, গোপবালকবৃন্দের সহিত গোষ্ঠক্রীড়ায় পরাজয় অঙ্গীকার করেন, গোপাঙ্গনাবৃন্দের বাম্যকুটিল সপ্রেম তিরস্কার হাসিমুখে শ্রবণ করেন, গোপিকা চর্ব্বিত তাম্বুল সেবা করেন—এইরূপ যে সকল বিবিধ লীলাবৈচিত্রী প্রদর্শন করেন তাহা প্রপঞ্চানুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীভগবান্ অসীম হইয়াও সসীম জগতে অবতীর্ণ হন, নিষ্ক্রিয় হইয়াও সক্রিয় লীলার অনুষ্ঠান করেন, নির্ব্বিকার হইয়াও ব্যগ্রতায় চঞ্চল হন, অরূপ হইয়াও শ্যামসুন্দররূপে আবির্ভূত হন, অপ্রত্যক্ষ হইয়াও ক্রীড়াচ্ছলে লীলাবিগ্রহী হইয়া অধ্যক্ষ বা প্রত্যক্ষ গোচর হন। তিনি অন্তর্য্যামী পরমাত্মা হইয়াও বহিঃপ্রকটরূপে লীলাবিগ্রহধারী—কিন্তু তাঁহার সেই লীলাগৃহীতরূপ নবকিশোর নটবর নররূপ। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

এষ বহিঃপ্রকটরূপ এব স শ্রীকৃষ্ণস্তাদৃশক্রীড়াসাধনঃ দেহং ভজতে নিত্যমেবাশ্রয়তি ন স্বস্ত্রঃস্থ পরমাত্মরূপঃ ইতি। (লঘুতোষণী)

প্রকটলীলায় দ্বারকা ধামে রুক্মিণী প্রভৃতি রাজকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা পত্নী—কিন্তু রাসলীলারূপ অপ্রাকৃত পরম রসের আস্বাদন পরকীয়া ব্রজগোপীগণই লাভ করিলেন এবং নিখিলেশ্বর ভগবান্ তাঁহাদের নিকট সেই অতুলনীয় প্রেমৈশ্বর্য্যের চিরন্তন ঋণপত্র লিখিয়া দিলেন। শ্রীভগবান্ সর্ব্বেশ্বর হইয়াও নানাভাবে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। ব্রজগোপবধূগণ পরম প্রেমের উৎকণ্ঠায় ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, কুল, শীল, মান, ভয়াদি—সর্ব্বত্যাগ করিয়া অবাধে শ্রীভগবানের সেবায় আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীভগবানের পূর্ণ কৃপাশক্তি বিকশিত হইয়া শ্রীভগবান্‌কেও প্রেমসেবাগ্রহণের নিমিত্ত অনুরূপভাবে সাজাইয়া দিল এবং সেই ভাবেই গোপীজনসহ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হইয়া সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলা সম্পাদিত হইল।

শ্রীভগবান্ রাসলীলায় গোপীগণের সহিত তাঁহার যোগসংঘটনের জন্য যেমন অপার কৃপা প্রকাশ করিলেন—তেমনই গোপীগণের পতি, ভ্রাতা, পিতা, আত্মীয়, বান্ধব, গৃহ ও পরিজন প্রভৃতির সঙ্গে অযোগের জন্যও কৃপা প্রকাশ করিলেন। আত্মীয় পরিজন, বিষয় বৈভব—এমন কি স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্বধন পাতিব্রত্য ত্যাগ করিয়াও অসমোর্দ্ধ প্রেমের প্রেরণায় তাঁহারা ব্রজরাজনন্দন শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দ সার করিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের পরম প্রেষ্ঠ, পরম বান্ধব ও জীবনসর্ব্বস্ব। তিনি তাঁহাদের কোটী কোটী প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম—তাঁহার সেবাতেই তাঁহাদের চরম কৃতকৃত্যতা।

সত্য বটে গোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপা প্রকৃতি। ভগবান্ যদি স্বীয় প্রকৃতির সহিতই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রীড়াচ্ছলে রাসলীলা বিলাস করিলেন তাহা হইলে গোপীদিগকে পরিণীতা পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া লীলা করিলেই তো তাঁহার চলিত? তাঁহাদিগকে পরবধূরূপে সাজাইয়া রাসলীলা বিলাসে মিলন সংঘটিত করিয়া লোক-লোচনে তিনি কলঙ্কের ভাগী হইলেন কেন? তদুত্তরে বলিতে হয়—সাধন মার্গ অনুসারে সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি নিরন্তর জীবকুলকে ডাকিয়া বলিতেছে—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সব পাওয়া সব চাওয়া পিছনে ফেলিয়া আমার শরণাগত হও। ব্রজগোপীগণ সত্যই সর্ব্বত্যাগ করিয়াছিলেন—এমন কি স্ত্রীজাতির অত্যাজ্য পতি পর্য্যন্তও তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন—শ্রীভগবান্‌কে লাভ কবিবার নিমিত্ত। ইহাই তো সর্ব্বস্বপণ প্রেমের পরিচয়। শ্রীভগবানের জন্য সর্ব্বত্যাগের পরিচয় আর ইহা অপেক্ষা অধিক কি আছে? অন্যথায় অত্যাজ্য পতিত্যাগ বাকী রহিয়া যাইত। ইহাই জগৎকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তিনি অপার করুণায় রাসলীলা বিলাস দেখাইলেন।

এইভাবে সর্ব্বত্যাগ করিয়া, সর্ব্ব দুঃখদৈন্য সহ্য করিয়া একমাত্র কৃষ্ণসেবাই জীবনের সারসর্ব্বস্বরূপে গ্রহণ করিতে যাঁহারা পারেন, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ ও সেবাসুখ আস্বাদনে সমর্থ হন। অন্যের কথা দূরে থাক, শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার পার্ষদস্বরূপা অনুরাগিণী যজ্ঞপত্নীগণ পর্য্যন্তও পতি পুত্র প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইয়াও কৃষ্ণমায়ার মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে নিজগৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন—তখন তাঁহারা বলিলেন—'হে কৃষ্ণ! আমরা পতি পুত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে সমবেত হইয়াছি—এক্ষণে ফিরিয়া গেলে পতিগণ আর আমাদের গ্রহণ করিবেন না। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'আমি তোমাদের বর প্রদান করিতেছি। নিজগৃহে ফিরিবামাত্রই তোমাদের পতিগণ তোমাদিগকে পরমসমাদরে গ্রহণ করিবেন।' যজ্ঞপত্নীগণ তখন আর কোন আপত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণসঙ্গ ও কৃষ্ণসেবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিষেধ বচন অগ্রাহ্য করিয়া কৃষ্ণমায়ার মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণসঙ্গ লাভে কৃতার্থতা লাভ করিলেন। শ্রীভগবান্ যখন গোপীবৃন্দের প্রেম পরীক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া পতিপুত্রাদির সেবায় রত হইতে বলিলেন—তখন তাঁহারা শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন—

যৎপত্যপত্য-সুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২৯।৩২)

—'হে কৃষ্ণ! আমরা বুঝিলাম, ধর্ম্মশাস্ত্রে তুমি বড় পণ্ডিত—সেইজন্যই উপদেশ দিতেছ যে—পতি, পুত্র ও সুহৃদ্‌বর্গের সেবা করা স্ত্রীজাতির স্বধর্ম্ম, কিন্তু উহাতে আমরা বলিতে চাই, তোমার এই উপদেশ তোমাতেই থাকুক। কিন্তু হে কৃষ্ণ! আমাদের কাছে তুমিই যে পরমপ্রেষ্ঠ, দেহধারী জীবমাত্রের তুমিই যে পরমাত্ম স্বরূপ; তুমিই যে পরম বান্ধব—তোমার সেবাতেই যে আমাদের সকল সেবার সার্থকতা।'

ব্রজগোপীগণ অগাধ নির্ভর সর্ব্বস্বপণ প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই আনন্দঘনবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন—এমন কি তাঁহাদের সুগভীর প্রেমের ঋণে শ্রীভগবান্ আপনাকে নিত্যঋণী বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছিলেন।

পরাৎপর শ্রীভগবানের পক্ষে কেহই পর নহেন, বা কেহই পরদার নহেন। তিনি সকলেরই আপনার জন। তিনি সর্ব্বাত্মস্বরূপ হইয়া সকল জীবের হৃদয়াধিষ্ঠিত অন্তর্য্যামী পুরুষ। অতএব তত্ত্বের দিক্ দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজগোপীগণ যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপ মূর্ত্তিভেদমাত্র, তখন তাঁহাদের সহিত তাঁহার মিলন-বিহার বাহ্যদৃষ্টিতে পরকীয়াভাব মণ্ডিত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহাতে দোষসম্পর্ক হইতে পারে না। বর্ত্তমান শ্লোকে এই তত্ত্বই শ্রীশুকদেব অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

অবশ্য এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যায় ব্রজাঙ্গনাগণকে স্বকীয়া কান্তা বলিয়া নিরূপিত করা হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহিঃপ্রকটরূপে ব্রজাঙ্গনাদিগের পতিরূপেই রাসলীলাগোচর হইয়াছেন—"তাসান্তু পতিরূপ এবাধ্যক্ষঃ"—ইহাই শ্রীবৈষ্ণবতোষণীকারের অভিমত। শ্রীভগবান্ যে তাঁহাদের পতিরূপ অধ্যক্ষ—সেই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন যে উক্ত শ্লোকগুলিতে গোপাঙ্গনাগণ যে-প্রকার মমতাময় ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে পতিরূপেই যে গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন তাহাই জানা যায়। মথুরাবাসিনী রমণীগণ ব্রজগোপীগণের মমতাময় সেই প্রেমভাবের বিবরণ উল্লেখে বলিয়াছেন—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপনেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৪।১৪)

—'অহো! গোপীগণ কি তপস্যাই না করিয়াছেন যাহার পুণ্যফলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এমন অনির্ব্বচনীয় রূপসুধা নিরন্তর নয়নযুগলে পান করিতেছেন—এই রূপের তুলনা নাই—ইহার সমান বা অধিকতর সুন্দর আর কিছু নাই এবং এই রূপ অন্য কোথাও নাই—ইহা সকল লাবণ্যের সার। স্বয়ংসিদ্ধ এমন রূপের শোভার নিমিত্ত অন্য কোন অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই—সত্য সত্যই এই রূপ পরম ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত শ্রী ও যশের একান্ততম আধার।'

ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই রূপসুধা নিত্য পান করিতেন। অতএব তাঁহারা তাঁহাদের মমতাময় প্রেমভাবে শ্রীকৃষ্ণকে এমন ভাবেই বশীভূত করিয়া নিত্যসঙ্গী করিয়াছিলেন—যে তাঁহার সেই অনবদ্য রূপামৃত তাঁহারা নিত্য নিরবধি আস্বাদন করিতেন। বিশেষ করিয়া ব্রজগোপীগণ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে সেবা করিবার অভিলাষেই কাত্যায়নী ব্রত দিবসে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২২।৪)

—'হে কাত্যায়নি, মহামায়ে! হে মহাযোগিনি, ও অধীশ্বরি, নন্দগোপসুতকে আমার পতি করিয়া দাও—তোমাকে আমার নমস্কার'।

আবার, বিরহকাতরা ব্রজগোপীগণের নিকট উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণসংবাদ লইয়া মথুরা হইতে ব্রজে আগমন করেন, তখন ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ না করিয়া 'আর্য্যপুত্র' বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। 'আর্য্যপুত্র' শব্দ সংস্কৃত ভাষায় শিষ্টাচার অনুসারে স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হয়। ইহা হইতেও জানা যায় যে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা পত্নী অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীগণের পতিত্বাভিমান আছে। উদ্ধবের নিকট তাঁহারা বলিয়াছিলেন—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৭।২১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হে সৌম্য! আর্য্যপুত্র এখন তো মধুপুরীতে রহিয়াছেন? তিনি পিতৃগৃহ এবং সখা গোপদিগের কথা স্মরণ করেন তো? কখনও কি তিনি তাঁহার এই দাসীদিগের কথা বলিয়া থাকেন? হায়! কবে তিনি তাঁহার অগুরুসৌরভযুক্ত বাহু আমাদের মস্তকে স্থাপন করিবেন!'

উপরিধৃত এই তিনটী শ্লোকের বিবরণ হইতে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ লঘু বৈষ্ণবতোষণী টীকায় প্রতিপাদন করিয়াছেন যে ব্রজগোপাঙ্গনাগণ পতিবুদ্ধিবশতঃ তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ মমতাময় প্রেম-ভাব প্রদর্শন করিতেন।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্য্যামী, তখন গোপাঙ্গনাগণ তাঁহার বধূপদ কিরূপে লাভ করিলেন? বিশুদ্ধসত্ত্ব শ্রীভগবানের বধূপদ লাভে ব্রজগোপীগণের যোগ্যতাই বা কোথায় এবং তাহার প্রমাণই বা কি? এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বৈষ্ণবতোষণীকার বলিতেছেন—বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন সত্যই পরম জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, তেমনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী জ্যোতীরূপা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে ত্বক্-মাংস পূরিত প্রাকৃত দেহে রতিবিলাস করিতে পারেন না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বিশুদ্ধসত্ত্বস্বভাব পরম জ্যোতিঃশালী শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ দেহসঙ্গের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। এমন কি যে রমণী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-মকরন্দ একবার আঘ্রাণ করিয়াছেন, তিনি কখনই নখশ্মশ্রু-লোমকেশ বিশিষ্ট দেহ ভজনা করেন না। দ্বারকায় পট্টমহিষী শ্রীরুক্মিণী দেবী যথার্থই বলিয়াছেন—

ত্বক্শ্মশ্রু-রোমনখ-কেশপিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থি-রক্তকৃমিবিট্-কফ-পিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতিবিমূঢ়া যা তে পকাব্জমজিঘ্রতি স্ত্রী॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৬০।৪৫)

অতএব শুদ্ধসত্ত্বস্বভাব পরম জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বিগ্রহ ব্যাপিয়া আনন্দসত্তাই ওত-প্রোত হইয়া রহিয়াছে—'আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদি।' এতাদৃশ ভগবান্ যে ব্রজগোপীবৃন্দের সহিত রতিবিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—তাঁহারাও যে তাদৃশ গুণসম্পন্না এবং তাঁহারাও যে তাঁহারই আনন্দঘনতমবিগ্রহের হ্লাদিনী-শক্তিস্বরূপা—তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। তাঁহার লীলাকথা পরমপবিত্রময়ী না হইলে উহা শ্রবণ করিবার জন্য লোক উৎকণ্ঠিত হইবে কেন? কেনই বা শ্রীশুকদেব বলিবেন—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৩।৩৬)

প্রাকৃত গুণময় দেহে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ লাভ হয় না। ইতঃপূর্ব্বেও রাসলীলার বৃত্তান্তে দেখা গিয়াছে "অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ" (১০।২৯।৮)—গৃহাবরুদ্ধা কতকগুলি গোপাঙ্গনা সাধন-সিদ্ধ দেহ লাভে সমর্থ হন নাই বলিয়াই ধ্যানযোগে কৃষ্ণবিগ্রহ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহে দারুণ দুঃখ ভোগ করিয়া এবং তাঁহার ধ্যানপ্রাপ্ত আলিঙ্গন-সুখে পরম সুখ ভোগ করিয়া পাপ ও পুণ্য ভোগ নিঃশেষিত হওয়ায় সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত গুণময় মায়িক দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধিকাদি গোপাঙ্গনাগণ নিত্যসিদ্ধা বলিয়াই তাঁহারা অপ্রাকৃততনু। তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবানের সহিত নিত্য মিলিত আছেন। যেখানে আনন্দ, সেখানেই প্রেম, এবং যেখানে প্রেম সেখানেই আনন্দ। আনন্দের মূর্ত্তি যেমন শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমের মূর্ত্তি তেমনি শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণ। সেই প্রেমশক্তিরূপিণী শ্রীরাধা প্রভৃতি নিত্য প্রেয়সীবর্গের সহিতই আনন্দঘনমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নবকিশোরনটবর শ্যামসুন্দররূপ ধারণ করিয়া রাসরতিবিলাস করিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত নিত্যবিরাজিত ও নিত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলিঙ্গিত ও পরস্পর পরস্পরের শোভায় নিত্য শোভমান। পরমপ্রেমবতী ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের প্রাণকান্ত ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া যখন অদর্শন জনিত তীব্র বিরহ শোক ভুলিলেন এবং পরম আনুগত্যের সহিত রাসরসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পরিবৃত করিয়া রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন, তখন হ্লাদিনীমূর্ত্তি গোপীবৃন্দের পরিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সমধিক শোভায় বিমণ্ডিত হইয়াছিলেন। পরস্পর-বিবর্দ্ধিত এই রূপশোভার অনবদ্য আলেখ্য, অঙ্কন করিয়া শ্রীশুকদেব দেখাইয়াছিলেন—

তাভির্ব্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ। ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩২।১০)

আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের হ্লাদিনীমূর্ত্তির সহিত এই যে মিলন, ইহা শক্তিমানের সহিত শক্তিসম্পদেরই যথাযোগ্য মিলনস্বরূপ, তাঁহারই শক্তি ব্যতীত অনন্ত শক্তিমান ভগবানের সহিত এমন ভাবে মিলনলাভের যোগ্যতা আর কাহার হইবে? স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী বা স্বর্গাঙ্গনাগণও কখনও এমন সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। ব্রজগোপীগণ যে নিত্যসিদ্ধা এবং নিত্যবিহার হেতু তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী—ইহাই বৈষ্ণবতোষণীকার পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থেও তাঁহাদের নিত্যপ্রেয়সী রূপ বিবৃত হইয়াছে—

আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।২৭)

'যিনি আনন্দ ও চিন্ময়রসে পরিপূরিত নিজস্বরূপ নিজ শক্তিবর্গের সহিত গোলোকধামে নিত্য বিরাজমান, আমি সেই অখিলাত্মা আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি'।

নিত্যলীলাধাম গোলোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজগোপীগণের সহিত নিজদাররূপে বা স্বকীয়া কান্তারূপে প্রেমব্যবহার করিতেন তাহার বর্ণনাও ব্রহ্মসংহিতাতে দৃষ্ট হয়—"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ". (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৬)।

অতএব বর্ত্তমান শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যায় শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"গোপীনাং তদ্বিশেষাণাং হ্যাসাং তথা তৎপতীনাং সম্প্রতি তাসাং পতিত্বেন প্রতীতানাং তথা সর্ব্বেষামপি গোপগবাদীনাং দেহিনাঞ্চ যোঽন্তর্মধ্যে চরতি "জয়তি জননিবাস" ইতি দৃষ্ট্যা "অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্" ইতি রীত্যা "যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গাঃ পালয়তি" ইতি তাপনীশ্রুত্যা চ তন্মধ্যযোগ্যক্রীড়াভিঃ নিত্যমেব ক্রীড়তি স শ্রীকৃষ্ণোঽধ্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ প্রাপঞ্চিকানাং প্রকটঃ সন্নপি চরতি তত্তদ্‌যোগ্যমেব ক্রীড়তি। উভয়থাপি ক্রীড়ায়াং হেতুঃ এষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ক্রীড়াশীলঃ শ্রীগোপালবপুঃপ্রকাশশীলঃ ইতি।" (বৈষ্ণবতোষণী)

'যিনি এই বিশিষ্টা (নিত্যসিদ্ধা) গোপীগণের এবং তাঁহাদের পতিরূপে প্রতীয়মান গোপগণের এবং গবাদি সকল দেহিগণের মধ্যে বিচরণ করিয়া—তাহাদিগের মধ্যে যেরূপ ক্রীড়া উপযুক্ত—সেইরূপ ক্রীড়া দ্বারা যিনি নিত্যই ক্রীড়া করিতেছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রাপঞ্চিক লোক-লোচনের গোচর হইয়া তদনুরূপেই ক্রীড়া করিয়া থাকেন।'

বৈষ্ণবতোষণীর এই ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের মধ্যে, গোপদিগের মধ্যে এবং গোপগবাদি দেহিদিগের মধ্যে নিত্য যে সকল ক্রীড়াবিলাস করিয়া থাকেন তদ্রূপ ক্রীড়োপযুক্ত দেহ ধারণ করিয়া তিনি প্রপঞ্চগোচর হন। এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্য এই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই তাঁহার শক্তিরূপিণী প্রেয়সীবর্গের সহিত লীলা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধা গোপী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ যে নিত্যসিদ্ধা নিজরূপা প্রেয়সীবর্গের সহিত নিত্যলীলা করিয়া থাকেন তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেও ব্রহ্মসংহিতার বচন হইতে দেখাইয়াছি। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী—সুতরাং বর্ত্তমান শ্লোকে 'তৎপতীনাং' বলিয়া তাঁহাদের পতির কথা যে উল্লেখ আছে—তাহার ব্যাখ্যায় বলিতে হয়—তাঁহারা পতিরূপে প্রতীয়মান হইলেও কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা তাহাদের পতি নহেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে গোপ গোপী, ও গবাদির মধ্যে নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন তাহার প্রমাণও বৈষ্ণবতোষণীকার দিয়াছেন। যেমন—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষদ্ স্বৈর্দোর্ভিরস্তন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচর-বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৪০।৯০।৮)

'জীব সমূহের যিনি আশ্রয়, দেবকীর গর্ভে যাঁহার জন্ম—এই কথা যাঁহার অপবাদ মাত্র, যদুগণ যাঁহার সেবকরূপ পরিষদ্, যিনি নিজভুজবলে অধর্ম্ম বিনাশ করেন, যিনি স্থাবর ও জঙ্গমের দুঃখহারী এবং যিনি মধুরহাস্যযুক্ত মুখশ্রী দ্বারা বৃন্দাবন প্রভৃতি পুরসমূহের বনিতাবৃন্দের কাম বর্দ্ধন করেন—তিনি জয়যুক্ত হউন'।

তিনি যে যথাযোগ্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন—তাহারও প্রমাণ দৃষ্ট হয়—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

'নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসী জনগণের কিই না মহাভাগ্য, কিই না আশ্চর্য্য সৌভাগ্য যে পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্র'।

নিখিলেশ্বর ভগবান্ কাহারও সখা, কাহারও পুত্র, কাহারও প্রাণবল্লভ হইয়া কতই না বন্ধুজনোচিত প্রেমব্যবহারের পরিচয় দিয়াছেন। গোপ-গবাদিগণের মধ্যে তাঁহার ক্রীড়াব্যবহারের পরিচয় দিয়া গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন—

যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোপান্ পালয়তি (গোপালতাপনীশ্রুতি)

শ্রীকৃষ্ণ নিত্যক্রীড়াশীল—ক্রীড়াই তাঁহার স্বভাব—গো গোপ ও গোপিকার মধ্যেই গোপালরূপে তিনি নিত্য ক্রীড়া করেন—"গো-গোপ-গোপিকাসঙ্গে নিত্যং ক্রীড়তি কংসহা"। তাই তিনি ক্রীড়ার নিমিত্ত গোপালবপুঃই প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবতোষণীকার এবম্বিধ ব্যাখ্যায় গোপাঙ্গনাদিগের পরদারত্ব অপনোদন করিয়া স্বকীয়াত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। "যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি স বো হি স্বামী ভবতি" (গোপালতাপনী)—এই শ্রুতি অবলম্বনেও বলা হইয়াছে—ব্রজগোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা। গৌতমীয় তন্ত্রে 'গোপীজনবল্লভ' মন্ত্র ব্যাখ্যাতেও উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকঃ। অনয়োরাশ্রয়ত্বেন কারণত্বেন চেশ্বরঃ॥
সান্দ্রানন্দপরং জ্যোতির্বল্লভেঽপি চ কথ্যতে। অথবা গোপী প্রকৃতির্জনস্তদংশমণ্ডলম্॥
অনয়োর্বল্লভঃ স্বামী ভবেৎ কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ। অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব যঃ॥
নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দ বর্দ্ধনঃ॥ (গৌতমীয়তন্ত্রম্ ২।২৪—২৬)

(গোপীজনবল্লভ নামের ব্যাখ্যা যথা)—"গোপী" বলিতে প্রকৃতিকে বোঝায়, "জন" বলিতে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ এবং এই উভয়ের আশ্রয়রূপ কারণই হইলেন ঈশ্বর এবং এই নিমিত্তই "বল্লভ" পদে আনন্দঘনজ্যোতিঃ বলিয়া তিনি কথিত হন। অথবা "গোপী" বলিতে প্রকৃতি, "জন" বলিতে তাহার অংশমণ্ডল—এই উভয়ের "বল্লভ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ স্বামীই হইলেন কৃষ্ণনামধেয় ঈশ্বর। যিনি ত্রিলোকের আনন্দবর্দ্ধক এবং যিনি অনেক জন্মসিদ্ধ গোপীদিগের পতি বলিয়া কথিত হন তিনিই শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

গোপীদিগের স্বকীয়া ও পরকীয়া রতি লইয়া ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইতঃপূর্ব্বে 'সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য' (২৭) শ্লোকের শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ব্যাখ্যায় আমরা উভয় মতেরই অনুকূলে ও প্রতিকূলে যথাসম্ভব আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহা অবশ্য কেহই অস্বীকার করেন না—যে ব্রজগোপীগণ আনন্দঘনতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তিরূপা। সুতরাং স্বকীয়া বা পরকীয়া—যে ভাবেই কেননা তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলাবিলাসে আলিঙ্গিত হউন—তাহাতে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানের পবিত্র প্রেমলীলারস আস্বাদনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বাপর বিবৃতির প্রতি প্রণিধান সহকারে লক্ষ্য করিলে ইহাই জানা যায়—যে শ্রীভাগবত বর্ণিত রাসলীলায় পরকীয়া রতিভাবেরই সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। ভক্তি-রসশাস্ত্রের বিচারেও উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাওয়া যায়। গ্রন্থাবাহুল্য ভয়ে এ বিষয়ে আর পুনরালোচনা করা হইল না। ফলকথা দাম্পত্যভাবময় প্রেমে পতিপত্নীর মধ্যে বিরহ প্রভৃতি বাধার সম্ভাবনা কম। দুরতিক্রমণীয় বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়াই তো ভগবৎ প্রেমের পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় পরকীয়াভাববিভাবিতা ব্রজগোপীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রেম জগতে অতুলনীয় গৌরবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। যে-প্রেমের প্রবাহমুখে কুলধর্ম্ম নারীধর্ম্ম ইহকাল পরকাল—সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দেওয়া যায়—তাহারই মাহাত্ম্য বুঝিতে হইবে। তাহারই মাহাত্ম্য খ্যাপনে ভক্ত উদ্ধব বলিয়াছেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৭।৬১)

—'আহা! যে-ব্রজবনিতাগণ দুস্ত্যজ পতি পিতা প্রভৃতি স্বজনগণ পরিত্যাগ করিয়া ও বেদানুমোদিত আর্য্যপথ পাতিব্রত্যাদি বর্জ্জন করিয়া সকল বেদমার্গের অন্বেষণীয় শ্রীভগবানের পরম পদ আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমি যেন সেই শ্রীব্রজললনাগণের চরণধূলিকণাস্পৃষ্ট গুল্মলতাদির মধ্যে জন্মলাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিতে পারি।'

পূর্ব্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে স্বকীয়া প্রেমে অত্যাজ্য পতিত্যাগ বাকী থাকিয়া যায়। শ্রীভগবৎ প্রেমের প্লাবনে যদি সবই ভাসিয়া না গেল—তাহা হইলে সে প্রেমপ্রবাহের সর্ব্বপ্লাবনীশক্তি কোথায়? স্বকীয়া কান্তা মহিষীগণ এবং কাত্যায়নী ব্রতপরা গোপকন্যাগণ বা লক্ষ্মীগণ পতি বুদ্ধিতে শ্রীভগবানকে সেবা করিয়াছিলেন সত্য—কিন্তু তাঁহারা তো শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসেবার নিমিত্ত কুলধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। এই জন্যই মহিষীগণ বা লক্ষ্মী দেবী অপেক্ষা গোপীগণের গৌরব অধিক। অখিলাত্মা শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চাতীত ধামে প্রেমরসবিভাবিত হৃদয়ে নিজ শক্তিবর্গের সহিত নিত্যলীলাবিলাস করিয়া থাকেন এবং অনেকের মতে সেখানে পরকীয়া রতি ভাব নাই; এবং নাই বলিয়াই তো নিজশক্তিবর্গকে পরকীয়াভাবে ভাবিত করিয়া মিলনবিরহময় বৈচিত্রীবহুল রসনির্য্যাস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূলোকব্রজে অবতীর্ণ হন। ইহা তাঁহারই প্রতিজ্ঞাত বাণী—

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার বিস্তার।
সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহাও উক্ত হয়—

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।৪২—৪৩)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩৬

প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মধ্যে জারভাবময় সম্পর্ক অতীব পাতিত্যজনক ও গর্হিত। কিন্তু যে-লীলাবিলাসে নিখিলান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ নিজশক্তিবর্গকে পরকীয়াভাবে বিভাবিত করিয়া ভগবৎ-প্রীতি-বাঞ্ছা-মূলক সর্ব্বস্বপণ প্রেমের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন—শ্রীভগবানের জন্য সর্ব্বত্যাগের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত বিশ্বে প্রকটিত করেন—এবং যে সান্দ্রানন্দচমৎকারময়ী প্রেমরসসুধা স্বয়ং পান করিয়া আত্মারাম হইয়াও পরম আনন্দাস্বাদনসুখে পরিতৃপ্ত হন—সে লীলাবিলাস কুৎসিৎ ও কালিমাময় কেমন করিয়া হইবে ?

সত্য বটে শ্রীভগবানের কেহ পর নাই। নিখিল জীবহৃদয়ের মধ্যেই তিনি বিরাজমান এবং এই জন্যই তো তাঁহার কাছে স্বদার বা পরদার বলিয়া কোন ভেদ নাই। অথচ পর লইয়া তাঁহাকে খেলিতে হয়। এই খেলার জন্যই তিনি এক হইয়াও বহুরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া আপনিই আপনাকে পর করিলেন। কিন্তু আবার সেই পরকে আপনার করিবার জন্য অনাদিকাল-ব্যাপি বংশীতানে তিনি সকলকে আহ্বান করিতেছেন—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—আমিই যে তোমাদের একমাত্র বন্ধু, অতএব সব ছাড়িয়া আমার শরণ লও। সে উদাত্ত আহ্বান যাহার শ্রুতিমূলে পৌঁছায় সে বংশীধ্বনি কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া যাহার মনঃপ্রাণ আকুল করিয়া দেয়--সে তখন অবিদ্যারচিত দেহগেহাদির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া, আত্মীয় বন্ধু, পতি, পুত্র, পত্নী, ভ্রাতা সকল দূরে ফেলিয়া—সেই নিত্যবন্ধু পরমাত্মীয় শ্রীভগবানের সহিত সম্মিলিত হয়। প্রেমশিরোমণি ব্রজবনিতাগণ সেই বংশীধ্বনির আহ্বানে গৃহধর্ম্ম, লোক-ধর্ম্ম, নারীধর্ম্ম, পরলোকধর্ম্ম সব ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্বপণ ও সর্ব্ববিস্মারণ প্রেমের উন্মাদনায় রাসবিহারীর পদপ্রান্তে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। ইহাই তো শ্রীকৃষ্ণবিষয়িনী পরকীয়া রতির গৌরব। এই গৌরব আছে বলিয়াই স্বয়ং শ্রীভগবান্ও তাঁহাদের নিকট চিরঋণী।

ব্রজগোপীগণের পরকীয়া প্রেম যে আপাতঃ প্রতীয়মান বা তাঁহাদের পতিবৃন্দের পতিত্ব যে কেবল বাহ্যতঃ প্রতীয়মান—এরূপ ইঙ্গিত রাসলীলা বিবরণের কোথাও স্পষ্ট দৃষ্ট হয় বলিয়া মনে হয় না। পরকীয়া সম্বন্ধ যদি কেবল মায়াপ্রত্যায়িত ও অবাস্তর হইত তাহা হইলে রাসলীলার আদ্যোপান্ত বিবরণের সঙ্গতি রক্ষা করা কঠিন হইত এবং রাসলীলার উপাদেয়তারও হানি হইত। পরদারাভিমর্ষণ শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীশুকদেব এক কথায় উত্তর দিতে পারিতেন যে, উহা প্রতীতিমাত্র। কিন্তু তাহা না বলিয়া শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীভগবান্ পরমতেজীয়ান্, পরমাত্মা ও সর্ব্বেশ্বর—তিনি কর্ম্মাধীন নহেন এবং বিশেষ করিয়া তিনি নিখিল জীবগণের অন্তর্য্যামী—এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সেই জীবগণের সহিত বিবিধ বৈচিত্রীসহকারে স্বেচ্ছায় নানাবিধ লীলা করিয়া থাকেন। তত্ত্বতঃ তাঁহার কেহ পর নাই—তবুও তিনি স্বেচ্ছায় নানাভাবে লীলা করিয়া থাকেন। অতএব পরদারাভিমর্ষণজনিত দোষসম্ভাবনা তাঁহাতে অসম্ভব ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—ভক্তানাং (ব্রজদেবীনাং ব্রজাঙ্গনানাং সর্ব্বেষাং কালত্রয়সম্বন্ধিনাম্ অন্যেষাং বৈষ্ণবাণাং বা "ভূতানামিতিপাঠে নিজাবতারকারণ-ভক্তসম্বন্ধেন সর্ব্বেষামেব জনানাং বিষয়িনাং মুমুক্ষূণাং মুক্তানাঞ্চ) অনুগ্রহায় (পূর্ব্বরাগাদিভির্ব্রজদেবীনাং জন্মাদিভি ব্রজাঙ্গনানাং তত্তদ্দর্শন শ্রবণাদিভিরন্যেষাঞ্চ) অনুগ্রহীতুং (অনুগ্রহং প্রকাশয়িতুং) তাদৃশীঃ (সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণীঃ) ক্রীড়াঃ (লীলাঃ) ভজতে (প্রীত্যা সম্পাদয়তি) যাঃ (লীলাঃ) শ্রুত্বা মানুষং দেহম্ (মনুষ্যদেহং) আশ্রিতঃ (জীবঃ) তৎপরঃ (ভগবৎকথাপরায়ণো লীলাকথা শ্রবণ-পরায়ণো) ভবেৎ (স্যাৎ) ॥৩৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা।—(ভগবান্) ভক্তানাং (ভজনরতজনানাং) অনুগ্রহায় মানুষং দেহং (নরাকারদেহং) আশ্রিতঃ (প্রকটিতবান্ আস্থিত ইতি পাঠেঽপি তদেবার্থঃ আদরবিষয়ঃ কৃতঃ) (প্রকটয্য) তাদৃশীঃ (সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণীঃ) ক্রীড়াঃ (লীলাঃ) ভজতে (প্রীত্যা সম্পাদয়তি) যাঃ (লীলাঃ) শ্রুত্বা (জনঃ) তৎপরঃ (ভগবৎপরায়ণো বা) ভবেৎ (স্যাৎ)॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সেইরূপ চিত্তাকর্ষিণী লীলাসমূহ সম্পাদন করেন যাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদেহধারী জীব ভগবৎপরায়ণ বা সেই লীলাকথা শ্রবণ-পরায়ণ হইবে॥ ৩৬

অথবা—ভক্তজনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ নরাকার দেহ প্রকটিত করিয়া, যে সকল লীলা কথা শ্রবণ করিয়া জীব ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথাশ্রবণপরায়ণ হইবে সেই সকল চিত্তাকর্ষিণী লীলাসমূহ সম্পাদন করেন॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা—নন্বু এবঞ্চেৎ আপ্তকামস্য নিন্দিতে কুতঃ প্রবৃত্তিরিত্যত আহ অনুগ্রহায়েতি। শৃঙ্গার-রসাকৃষ্টচেতসো বহির্মুখাণ্যপি স্বপরান্ কর্ত্তুমিতি ভাবঃ॥ ৩৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বাপ্তকামস্য কুতঃ ক্রীড়ায়াং প্রবৃত্তিঃ কুতস্তরাং বা বহির্দৃষ্ট্যা লোকাবগীতে তস্মিন্নিত্যত আহ অন্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায় "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়া" ইতি পদ্মপুরাণীয় শ্রীভগবদ্বচনাৎ। মানুষং নরাকারমাশ্রিতঃ ব্রহ্মরূপেণ সর্ব্বাশ্রয়োঽপি স্বয়মাশ্রয়ং কৃতবানিতি তস্য পরব্রহ্মস্বরূপস্য পরমাশ্রয়ং চ দর্শিতম্। এতদুক্তম্। দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহমিতি। তথাচ শ্রীভগবদুপনিষদঃ ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। আস্থিতঃ ইতি পাঠেঽপ্যাদরবিষয়ঃ কৃত ইতি স এবার্থঃ। স্বেচ্ছয়া মানুষং দেহমধুনৈব বিরচর্য্যা-শ্রিত ইতি ব্যাখ্যাতুং ন ঘটতে, পরত্র তত্র লোকেঽধিষ্ঠাতৃত্বেন কৃষ্ণাখ্য নরাকারপরব্রহ্মণঃ শ্রীগোপৈরনুভূতত্বাৎ। এবং ভক্তানুগ্রহার্থং তৎক্রীড়েত্যভিপ্রেতম্। আপ্তকামত্বেপি ভক্তানুগ্রহো যুজ্যতে। বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তথা স্বভাবাৎ। যদ্ভাবভাবিতে চান্যত্র দৃশ্যতেঽসৌ। তথা রহূগণানুগ্রাহকে শ্রীজড়ভরতচরিতে যথা বা ভগবদনুগ্রাহকে ময়ীতি চ। তত্র ভক্তশব্দেন ব্রজদেব্যো ব্রজজনাশ্চ সর্ব্বে কালত্রয়সম্বন্ধিনোঽন্যে চ বৈষ্ণবা গৃহীতাঃ—ব্রজদেবীনাং পূর্ব্বরাগাদিভির্ব্রজজনানাং জন্মাদিভিরন্যেষাঞ্চ তত্তদ্দর্শন-শ্রবণাদিভিরপূর্ব্বত্বস্ফূরণাৎ। অতএব তাদৃশ ভক্ত-প্রসঙ্গেন তাদৃশীঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণীঃ ক্রীড়া ভজতে যাঃ সাধারণীরপি শ্রুত্বা ভক্তেভ্যোঽন্যোঽপি জন স্তৎপরো-ভবেৎ। কিমুত রাসলীলারূপামিমাং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতে চ। বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোরিত্যাদি। যদ্বা মানুষং দেহমাশ্রিতঃ সর্ব্বোঽপি জীবস্তৎপরো ভবেৎ। মর্ত্ত্যলোকে শ্রীভগবদবতারাত্তথা ভজনে মুখ্যত্বাচ্চ মনুষ্যাণামেব সুখেন তচ্ছ্রবণাদিসিদ্ধেঃ। ভূতানামিতি পাঠে নিজাবতারকারণভক্তসম্বন্ধেন সর্ব্বেষামেব জনানাং বিষয়িনাং মুমুক্ষূণাং মুক্তানাঞ্চেত্যর্থঃ। ইতি পরমকারুণ্যমেব কারণমুক্তম্। তথাপি ভজনসম্বন্ধেনৈব সর্ব্বানুগ্রহো জ্ঞেয়ঃ। অন্যথৈঃ। তত্র বহির্মুখনপীতি তৎপর্য্যন্তত্বং বিবক্ষিতম্। পরমপ্রেমপরাকাষ্ঠাময়তয়া শ্রীশুকস্যাপি তদ্বর্ণ-নাতিশয়প্রবৃত্তেঃ। গোপীনামিত্যস্যার্থান্তরে ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ম্। নন্বেবমপি নিত্যবদপ্রকটমেব তথা ক্রীড়তু, কিং প্রাপঞ্চিকেভ্যস্তৎপ্রকটনেন? তত্রাহ ভক্তানাং প্রপঞ্চগতানাম্ অনুগ্রহায় মানুষং দেহং মর্ত্ত্যলোকরূপং বিরাড়-দেহাংশম্ আশ্রিতঃ তত্র প্রকটোঽভূদিত্যর্থঃ। যস্য পৃথিবী শরীরমিত্যাদিশ্রুতৌ। তত্রাপি তচ্ছরীরশব্দপ্রয়োগাৎ। মানুষশব্দেন তল্লোকলক্ষিতত্বাচ্চ। অন্যৎ সমানম্। অথবা তৎপরো ভবেদিত্যত্র ভক্তানাং ভূতানাং বহুত্বান্ন তে কর্ত্তৃত্বেন বিপরিণামাদ্যনুবর্ত্তেরন্। ব্যাখ্যান্তরে চাধ্যাহারাদি কষ্টতাপত্তেৎ। ভগবানিতি তু তত্র তত্র ব্যাখ্যা-নেঽপি প্রকরণাদেব লভ্যতে। তস্মাত্তাদৃশীঃ ক্রীড়া অসৌ ভজতে যাঃ শ্রুত্বাপি স্বয়মপি তৎপরো ভবেৎ যদা যদা শৃণোতি তদা তদাসক্তো ভবতীত্যেবার্থঃ॥ ৩৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবতামৃতবর্ষিণী।—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বান্তর্য্যামী হইয়াও বিবিধ বৈচিত্র্য সহকারে লীলারসাস্বাদন করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত হন। কিন্তু তাঁহার এই লীলা করিবার প্রয়োজন কি? যিনি আপ্তকাম—ইচ্ছামাত্রেই যিনি সকল কামনা বাসনা পরিপূর্ণভাবে নির্বৃত করিতে পারেন—যাঁহার কোন কিছুরই অভাব নাই—তাঁহার লীলা প্রবৃত্তির কিছুই তো প্রয়োজন থাকিতে পারে না। যদি মানিয়া লওয়া যায় যে গোপ-গোপাঙ্গনা ও দেহী জীব মাত্রেরই অন্তর্হৃদয়ে তিনি নিত্য বিরাজমান এবং ক্রীড়াচ্ছলে সেই গোপাঙ্গনাদিগের সহিত পরকীয়া বা স্বকীয়া যে কোন ভাবেই তাঁহার লীলা বিলাস হউক না কেন, তাহাতে তাঁহার দোষ নাই, কারণ সে লীলা তাঁহার আপনার সহিত আপনারই রতিবিলাস। কিন্তু তথাপিও প্রশ্ন নিঃশেষিত হয় না। কারণ এক্ষণে প্রশ্ন ওঠে—যিনি আপ্তকাম শ্রীভগবান্—তাঁহার এরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি হয় কেন? আর যদিই বা ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি হয়—তাহা হইলে বহির্দৃষ্টিতে যে ক্রীড়া-বিলাস লোকনিন্দিত, সেরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি হইবার কারণ কি? এই আশঙ্কা নিরাশ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই জন্যই পূর্ব্বাপর তথ্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সকল প্রশ্নের সমাধানের নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেব এক কথায় উত্তর দিলেন—'অনুগ্রহায় ভক্তানাম্' ভক্তজনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্যই তাঁহার বিবিধ বৈচিত্রময়ী এই লীলার অনুষ্ঠান। পদ্মপুরাণেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রীড়াঃ (পদ্মপুরাণম্)

শ্রীভগবান্ ভক্তপরাধীন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্তই তাঁহাকে লীলাবিগ্রহ ধারণ করিতে হয়। তাঁহার কোন কিছুরই অভাব নাই—অথচ ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি নিত্য লালায়িত - ভক্তাধীন হইয়া আপনাকে দীনরূপে প্রতিপন্ন করিতেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন না। একমাত্র প্রেমে ভগবান্ বশীভূত হন ও তিনি প্রেমের কাঙ্গাল। প্রেমসম্পদের কাছে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ ভিখারীর ন্যায় আত্মবিক্রয় করেন। এমন কি তিনি স্বয়ং রসঘনস্বরূপ হইয়াও ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনে পরম আনন্দ লাভ করেন ও সেই ভক্তপ্রেম তাঁহার নিকট বড়ই লোভনীয়! প্রেম বা প্রীতি ভগবানের স্বরূপগত ধর্ম্ম। অতএব প্রেমের অস্তিত্ব যেখানে আছে তিনি সেখানে অবশ্যই ধরা দিবেন। এমন কি সেই প্রেমপ্রবাহের পরিপুষ্টির নিমিত্তই তাঁহার লীলা-বিস্তার ও লীলা-প্রতিষ্ঠা। সেই মহামূল্য প্রেমপূজার উপচারে শ্রীভগবান্‌কে সেবা করিবার জন্য ভক্ত যেমন লালায়িত, শ্রীভগবানও সেইরূপ সেই প্রেমসেবানন্দ গ্রহণ করিবার জন্য নিত্য উদ্‌গ্রীব। অতএব ভক্তবিনোদনই তাঁহার স্বভাব এবং ভক্তের সেবাসাধ পূরণের অপার করুণায় অনন্তকরুণাসিন্ধু শ্রীভগবান্ ধরাধামে অবতীর্ণ হন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' প্রভৃতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞাবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ চরিতামৃতবচনে প্রচার করিয়াছেন—

আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সেই ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪ পরিচ্ছেদ)

ভক্তের ভজনানুরূপ ফল প্রদান করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ নিরন্তর ব্যগ্র। ভক্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার ভজনানন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হইতে চায়। অতএব যাহাতে ভক্তের বিবিধ সেবাসাধ পরিপূর্ণ হয় তদ্বশতঃ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের সেবাকাঙ্ক্ষানুরূপ লীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হন। এই তত্ত্ব ঘোষণায় কথিত হয়—

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব। আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তিভাব॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৭।৯)

নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত তাঁহাদের নিজ নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমসেবাভাবানুরূপ লীলা করিবার জন্যই তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ লীলায় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—সকল ভক্তজনের প্রতিই তাঁহার অপার করুণা। যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সাধনমার্গে উন্নীত হইয়া পূর্ণতা লাভ করিয়া বর্ত্তমানে সাধনসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া তাঁহাদের ভজন পুষ্টি সাধন করিলেন এবং যাঁহারা উজ্জ্বল প্রেমরসে নিত্যসিদ্ধা—তিনি তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে তাঁহাদের সহিত অবতীর্ণ হইয়া আনন্দসন্দোহময়ী প্রেমসত্তার প্রবাহে প্লাবন জাগাইলেন ও সেই সেই লীলার মধুরতা বিশ্বে প্রকটিত করিয়া ভগবদ্ভজনের মাধুর্য্য বিস্তার করিলেন। আবার যে সকল ভক্ত ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইবেন—তাঁহারাও যাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী প্রেমলীলাকথায় প্রলুব্ধ হন সেই উদ্দেশ্যেও তাঁহার এই প্রকট লীলার অভিব্যক্তি। সর্ব্বপ্রকারে তিনি ভক্তচিত্ত বিনোদনের নিমিত্তই এই লীলাবিলাস করিয়াছেন। সর্ব্বস্বপণ বিশুদ্ধ প্রেমলীলার দৃষ্টান্তে বিশ্ববাসী জীবগণকে ভগবন্মুখী করিবার জন্য তাঁহার আর কৃপার অন্ত নাই! তাই চৈতন্যচরিতামৃত উক্ত হয়—

ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।৩০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে প্রকট হইয়া তাঁহার দাস, সখা, মাতা, পিতা ও কান্তাগণের সহিত বিভিন্ন প্রেমরস পুষ্টির জন্য যে সকল লীলাবিলাস করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণের মধ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে না, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী যে প্রেমসেবা—তাহাই বিদ্যমান থাকে। ইহাতেই অসমোর্দ্ধপ্রভাবান্বিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম বশীভূত হন। প্রেমের এই ভগবদ্বশীকরণী শক্তির কথা শ্রবণ করিয়া ভগবন্মুখী ভক্তগণ স্বর্গাদি সুখবাঞ্ছাও অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া ব্রজপরিকরগণের আনুগত্যে রাগানুগা ভজনমার্গে প্রবৃত্ত হন। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাও সেই শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম সার করেন। ভক্তগণ উহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসুখ বিধান ব্যতীত অন্য কিছু জানেন না। তাই শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষিকে বলিয়াছিলেন—

মদন্যস্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৯।৪।৬৮)

—মদ্ভক্তগণ আমা ব্যতীত অন্য কিছু জানেন না। আমিও তাহাদের ব্যতীত অন্য কিছুই জানি না।

যদিও প্রকটলীলাবিলাস করিয়া ভগবান্ প্রেমরস নির্য্যাস স্বয়ং আস্বাদন করেন, তথাপি নিজ ভক্তপরিকর-বৃন্দের আনন্দচমৎকারিতা পোষণ করিয়া তিনি ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করেন। আত্মারাম শিরোমণি পূর্ণকাম শ্রীভগবানের যে আনন্দরসাস্বাদন বাসনা হয়—ইহার মূল কারণই ভক্তচিত্তবিনোদন। তাই 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন—

অথ কদাচিৎ ভক্তিযোগ-বিধানার্থং * * তেষামানন্দচমৎকার-পোষায়ৈব লোকেঽস্মিংস্তদ্রীতিসহযোগচমৎকৃত-নিজজন্মবাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাত্মক-লৌকিকলীলাঃ প্রকটয়ন্ তদর্থং প্রথমত এবাবতারিতশ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহে তদ্বিধযদুবৃন্দসম্বলিতে স্বয়মেব বালরূপেণ প্রকটীভবতি।

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ১৭৪)

—অনন্তর কখনও ভক্তিযোগ বিধানের নিমিত্ত এবং নিজপরিকরবৃন্দের আনন্দচমৎকারিতা পোষণের নিমিত্তই এই জগতের সেই প্রকার রীতিসহযোগে চমৎকারিত্বপ্রাপ্ত যে নিজের জন্ম এবং বাল্য পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলা—সেই সকল প্রকটিত করিয়া ভক্তানন্দপরিপুষ্টির জন্য প্রথমেই যদুগণ সম্বলিত শ্রীমদানকদুন্দুভির (বসুদেবের) গৃহে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং বালকরূপে প্রকটিত হন।

শ্রীভগবানের লীলা-প্রয়োজনের মূলে যে ভক্তচিত্ত-বিনোদনরূপ পরমানুগ্রহের অভিব্যক্তি রহিয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে আর বলিবার কিছুই নাই। পূর্ব্বে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল যে কেন তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত পরবধূ গোপাঙ্গনাদিগের সহিত রাসরতিবিলাস করিলেন, উহার তাৎপর্য্যই বা কি—তদুত্তরে আমরা পুনঃ পুনঃ ইহাই বলিয়াছি যে পরকীয়ারতির সর্ব্ববিস্মারণী শক্তির অন্তরালে শ্রীকৃষ্ণসুখৈকপ্রীতিবাঞ্ছার যে প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে—কুত্রাপি তাহার তুলনা নাই। সাধনমার্গের দিক্ দিয়াও এই রাসলীলার তত্ত্ব হইতে পরম ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিবার রহিয়াছে। সর্ব্বত্যাগ করিতে না পারিলে কৃষ্ণলাভ হয় না। প্রাকৃত জগতের বিষয় বৈভব, আত্মীয় স্বজন, লোকধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়, কুল, শীল, এমন কি পরলোক স্পৃহা—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যদি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণাগতি করা যায় তবেই ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমরস-শিরোমণি ব্রজললনাগণ যেমন ভাবে শ্রীকৃষ্ণসুখৈক প্রেমপূজার উপচারে তাঁহাকে ভজনা করিয়াছিলেন—যেমন ভাবে কুলশীল, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, মান ভয় এমন কি দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মও জলাঞ্জলি দিয়া একান্তভাবে প্রাণকোটীপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—আর কোথাও তাহা দেখা যায় নাই। অতুলনীয় বলিয়াই তাঁহাদের সেই সর্ব্বস্বপণ অগাধনির্ভর প্রেমসিন্ধুর বিন্দুকণিকা লাভ করিবার জন্য ভক্তগণ কতই না সকাতরে প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের এই পরকীয়া সমর্থারতিই মহাভাবদশার সমুচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়—"ইয়মেব রতি প্রৌঢ়া মহাভাব দানং ব্রজেৎ"—যে মহাভাবের অবিচিন্ত্য চমৎকারাতিশয় পরতস্বতন্ত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়। কৃপাগুণনিধি শ্রীভগবান্ যখন যে ভক্তের প্রেমসেবা গ্রহণ করেন, তখন সেই ভক্তের প্রেমভাব অনুসারে বিভাবিত হইয়াই তিনি আত্মপ্রকটীত করেন। তিনি বাৎসল্য-ময়ী মা যশোদার বাৎসল্যরসপূর্ণ সেবাসাধ পূর্ণ করিবার জন্য বালগোপালরূপে মা যশোমতীর তাড়ন ভর্ৎসন হাসিমুখে বরণ করিয়া লন। অনুপম সখ্যপ্রেমে প্রলুব্ধ হইয়া রাখালের উচ্ছিষ্ট ভোজনে পরম তৃপ্তি লাভ করেন এবং শ্রীদাম ও সুবল প্রভৃতি সখাবৃন্দের নিকটে খেলায় হারিয়া তাঁহাদিগকে নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করেন। তেমনি পরকীয়া প্রেমময়ী ব্রজবণিতাগণের সর্ব্ববিস্মারণ প্রেমসেবাসাধ পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং জগৎপতি হইয়াও ঔপপত্যভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি বিবিধবিচিত্র প্রেমকলা পরি-পাট্যে শান্ত স্নিগ্ধ নবনটবর লীলাবপুঃ অবলম্বনে ব্রজগোপীগণের প্রেমসেবাসাধ পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদের প্রতি প্রেমঘন প্রীতি ব্যবহারে অপার করুণা প্রকাশ করেন। শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি তাঁহার অনন্ত শক্তিবর্গের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি। অপার করুণাসিন্ধু শ্রীভগবানের এই অসমোর্দ্ধ করুণার কথা ঘোষণায় কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার মর্ম্ম॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় ব্রজগোপীগণের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করেন। স্বয়ং-নিত্যতৃপ্ত পূর্ণকাম হইয়াও শ্রীভগবান্ প্রেমপ্রোজ্জ্বলমূর্ত্তি ব্রজগোপীগণের প্রেমরসবৈচিত্রী আস্বাদনে প্রেমানন্দা-স্বাদ গ্রহণ করেন। ব্রজরমণীগণের প্রেমরস ধারায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দপ্রবাহে সত্যই প্লাবন জাগিয়া উঠে। শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীবর্গ তাঁহারই হ্লাদিনীরূপ স্বরূপশক্তি—তাঁহাদের সেই অনাবিল প্রেমধারার অফুরন্ত নিঃষেকে আনন্দঘনস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যই নব নব ভাবে অভিষিক্ত হন ও সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলায় ব্রজবণিতাগণের প্রেমে পরমতম আনন্দাস্বাদন করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন আনন্দঘনমূর্ত্তি তাঁহার শক্তি-রূপা ব্রজগোপীগণও তেমনিই প্রেমঘনমূর্ত্তি! আনন্দ ও প্রেমের এই পরস্পরবিবর্দ্ধিনী লীলামাধুর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া নিখিলাধিপতি বাগীশ্বর স্বয়ং শ্রীভগবান্ও অপূর্ব্ব বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যান। তাই তিনি বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥

'যদ্যপি আমার নানাবিধ মনোহারিণী প্রচুর লীলা বিদ্যমান, তথাপি রাসলীলার কথা স্মরণ করিলে না জানি কি অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেশে আমার মন কিরূপ হইয়া যায়।'

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় যে লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন তাহাতে ব্রজগোপীগণের প্রেমভাব—ধর্ম্মাদি-চতুর্ব্বর্গ অপেক্ষাও সর্ব্বোর্দ্ধে স্থাপিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে এই সর্ব্বোর্দ্ধস্থায়ী গোপীপ্রেমের অনির্ব্বচনীয় বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য হ্লাদিনীরূপা নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীবর্গকে পরকীয় ভাবে ভাবিত করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসলীলাবিলাস করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দুঁহার রূপগুণে দুহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহ করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ১।৪।২৬—৩০)

শ্রীভগবানের লীলা অতীব মনোরম! উহাতে মণিমন্ত্র ঔষধাদির ন্যায় এমন অচিন্ত্য মহাশক্তি আছে যাহাতে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। রাসলীলা সেই সকল লীলার মুকুটমণিস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিবাঞ্ছামূলক সর্ব্বার্থসার প্রেমের এমনতর পরিচয় আর কোথাও নাই। অতএব সেই অনির্ব্বচনীয় লীলা-কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত ভগবদ্ভজনরূপ প্রেমে যে দীক্ষিত হইবে—তাহাতে সন্দেহ করিবার আর কিছুই নাই?

মনুষ্য দেহধারী জীবমাত্রেই এই লীলা শ্রবণে শ্রীভগবৎপরায়ণ হইবে সন্দেহ নাই। এস্থলে "মানুষং দেহমাশ্রিতঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"—এইরূপ পদান্বয় বশতঃ বুঝিতে হইবে যে, সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই লীলানুস্মরণরূপ ভজনে অধিকার আছে এবং মানুষই সম্যক্ প্রকারে উহার আনন্দাস্বাদন করিতে সমর্থ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নরলীলস্বভাব এবং তাঁহার লীলাব্যবস্থা অনেক স্থলেই মানব মনের অনুকূল। অতএব মানবচিত্ত উহাতে যতখানি আনন্দের সন্ধান পাইবে অন্য জীব উহা ধারণা করিতে পারিবে না। মানুষ মাত্রেই এই পরম চিত্তাকর্ষিণী লীলাকথা শুনিয়া লীলানুস্মরণরূপ ভজনে প্রবৃত্ত হইবে। এই লীলাকথা শ্রবণ করিয়া তৎপর হইবার জন্য মনুষ্যমাত্রেরই নির্ব্বিশেষ অধিকার। ইহাতে অধিকারী বিচারের প্রয়োজন নাই। মনুষ্যমাত্রেই উহা শ্রবণ করিয়া তৎপর হইবেন—অর্থাৎ শ্রীভগবৎপরায়ণ হইবেন ও লীলাকথা শ্রবণপরায়ণ হইবেন—এই উভয়ার্থেই এই উপদেশ করা হইয়াছে। 'যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ'—এই বাক্যে 'ভবেৎ' প্রয়োগে বিধিবাক্যরূপে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 'তৎপর' হওয়াই যে মনুষ্যের কর্ত্তব্য—নচেৎ বিধি উল্লঙ্ঘন বশতঃ যে প্রত্যবায় হয়—তাহাই সূচিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়—

ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ্ সেই ইহা কয়। কর্ত্তব্য অবশ্য এই অন্যথা প্রত্যবায়॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ১।৪।৩১)

এখানে 'তৎপর' শব্দের আলোচনায় জানা যায় যে 'তৎ' শব্দের অর্থ ভগবান্ ও ক্রীড়া—এই উভয় অর্থেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরামর্শ হইতে রহিয়াছে। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার লীলাই হইয়াছে যাঁহার পরম গতি—এইরূপ বিশেষত্ব লাভ করিতে হইবে। যিনি সর্ব্বত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীভগবানেই একনিষ্ঠ হইবেন—তাঁহাকে শ্রীভগবৎ-পারায়ণ বলা হয়, এবং যিনি সকল পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীভগবৎলীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন তাঁহাকেও শ্রীভগবল্লীলাপরায়ণ বলা হয়। অবশ্য এখানে 'তৎপর' শব্দে লীলানুষ্ঠানে রত হইবেন—এরূপ কদর্থ করা চলিবে না, যেহেতু শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বরূপ পরিকরগণের সহিত যে লীলা অনুষ্ঠান করেন সে লীলা-নুষ্ঠানে জীবের সামার্থ্য বা স্বরূপযোগ্যতা নাই। বিশেষ করিয়া জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের লীলানুকরণ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রসঙ্গে শ্রীশুদেব ইতঃপূর্ব্বেই সতর্কবাণী ঘোষণা করিয়াছেন—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৩।৩১)

দেহাভিমানী মনুষ্যগণ মনে মনেও ঐরূপ আচরণের সঙ্কল্প করিবে না। যেমন মহাদেব ভিন্ন অন্য কেহ সাগরসম্ভূত গরল পান করিলে বিনষ্ট হইবেই, সেইরূপ মনুষ্য মূঢ়তা বশতঃ ঐরূপ আচরণ করিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদও তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে পরকীয়া রতি বর্ণনা প্রসঙ্গে সতর্ক বাণী ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন—

বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবৎ।
ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

—যাঁহারা কল্যাণ ইচ্ছা করেন তাঁহারা ভক্তের আচরণ অনুকরণ করিবেন—কখনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অনুকরণে যত্নবান হইবেন না, ইহাই ভক্তিশাস্ত্রসমূহের নিশ্চিত তাৎপর্য্য।

'বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভিঃ'—এই শ্লোকের লোচনরোচনী টীকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

আস্তাং তাবদস্য রসস্য বার্ত্তা, রসান্তরেঽপি শ্রীকৃষ্ণভাবো নানুবর্ত্তিতব্য ইত্যর্থঃ।

(শ্রীলোচনরোচনীটীকা)

—অর্থাৎ, শৃঙ্গাররসের কথা দূরে থাকুক, এমন কি অন্যরসেও শ্রীকৃষ্ণের ভাব অনুকরণীয় নহে—ইহাই সিদ্ধান্ত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অনুকরণ জীবের পক্ষে নিষিদ্ধ। ভক্তের আচরণ অনুকরণ শাস্ত্রবিধি সমর্থিত। কিন্তু ভক্ত বলিতে সিদ্ধভক্ত ও সাধকভক্ত উভয়ই নির্দ্দেশিত হয়। তাহা হইলে এই দুই ভক্তের মধ্যে কাহার আচরণ অনুকরণীয়? তদুত্তরে ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত যে সিদ্ধভক্তের আচরণ অনুকরণ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ লীলাবেশে প্রেমবৈবশ্য হেতু সিদ্ধভক্তগণের আচরণও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আচরণেরই তুল্য। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়—নিত্যসিদ্ধা ব্রজগোপীগণ প্রেমতন্ময়তায় রমণলীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধ্যানের পর তাঁহারই আচরণের অনুকরণ করিয়াছেন ও তদ্গতচিত্তা হইয়া তাঁহারই বিবিধ লীলানুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সিদ্ধভক্তবৃন্দের আচরণ অনুকরণে জীবের অধিকার নাই। তাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়া-ছেন—একমাত্র সেই সকল সাধক ভক্তগণের আচরণই অনুকরণ করিবে, যাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রানুমোদিত আচরণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুশীলন করেন। উজ্জ্বলনীলমণির "বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভিঃ" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় বলিয়াছেন—

"নন্থ ভক্তানাং সিদ্ধানাং সাধকানাং বা আচারোঽনুস্মরণীয়ঃ? নাদ্যঃ, সিদ্ধানাং প্রায়ঃ কৃষ্ণতুল্যাচারত্বাৎ যথা হি যৎপাদপঙ্কজপরাগ-ইত্যত্র 'স্বৈরং চরন্তি' ইতি। নাপি দ্বিতীয়ঃ, সাধকেষু মধ্যে দুরাচারা অপি গণিতাঃ 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্' ইত্যাদিভিঃ। মৈবং বর্ত্তিতব্যমিতি তব্যপ্রত্যয়েন ভক্তি-শাস্ত্রোক্তা যে বিষয়াস্তদ্বন্ত এব ভক্তা ভক্তশব্দেন উক্তাঃ। ন তু কৃষ্ণবৎ।"

(বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)

'প্রশ্ন হইতেছে সিদ্ধভক্ত ও সাধকক্ত—এই উভয়বিধ ভক্তের মধ্যে কাহার আচরণ অনুকরণীয়? প্রথম অর্থাৎ সিদ্ধভক্তের আচার অনুকরণীয় নহে—কারণ সিদ্ধভক্তগণের আচার শ্রীকৃষ্ণেরই তুল্য। 'যৎপাদ-পঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তাঃ'—শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩৩।৩৫) এই শ্লোকেও দেখা যায়—'যাঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মপরাগ নিষেবণে পরিতৃপ্ত মুনিগণ স্বৈরাচরণে সমর্থ হন'। দ্বিতীয় যে সাধক ভক্ত—তাঁহাদের আচরণও সর্ব্বত্র অনুকরণীয় নহে। কারণ গীতার (৯।৩০) শ্লোকে উক্ত হয়—'অতিশয় দুরাচার পরায়ণ ব্যক্তিও অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করিলে তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে'। সেরূপ ভক্তের আচরণ অনুকরণীয় নহে। তাহা হইলে কিরূপ ভক্তের আচরণ অনুকরণীয়--এই মীমাংসায় বলিতে হয়—ভক্তিশাস্ত্রে যে সকল বিধি আছে—সেই বিধিসমূহ যাঁহারা মানিয়া চলেন—সেইরূপ ভক্তগণের আচরণ অনুকরণীয়। 'বর্ত্তিতব্য'—এখানে তব্য প্রত্যয়ের প্রয়োগ থাকায় বুঝিতে হইবে সে সকল ভক্তগণেরই আচরণ অনুকরণ করা বিধেয়, কিন্তু কখনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অনুকরণ করা কর্ত্তব্য নহে।'

বর্ত্তমান শ্লোকটীর পক্ষান্তর ব্যাখ্যায়—'মানুষং দেহমাশ্রিতঃ' এই শ্লোকাংশটী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিচায়ক রূপে গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, উহা তাঁহার নরাকৃতি স্বয়ংরূপকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি নরাকৃতি স্বয়ংরূপে আত্মপ্রকটিত করিয়া ভক্তের অনুগ্রহ বিধানের নিমিত্ত নানাবিধ বিচিত্র লীলাবিলাস করিয়া থাকেন এবং উহা শ্রবণ করিয়া লোকে ভগবৎপরায়ণ বা শ্রীভগবানের লীলাকথাপরায়ণ হইবে। নরাকৃতিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব লীলার নিমিত্ত তিনি মনুষ্যদেহ আশ্রয় করেন—এই প্রকার ব্যাখ্যা করিলে তাঁহার নরাকৃতিপরব্রহ্ম স্বরূপের হানি হয়। বরং বলা উচিত যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতিরূপ স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলাবিলাস করেন এবং তাঁহার সেই লীলাই সর্ব্বোত্তম লীলা। তাই বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে—"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ" (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১১।২) শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপুঃ তাঁহার স্বরূপ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ২।২১।৮৩)

অবশ্য, শ্রীভগবান্ যখন তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে কোন নরদেহধারীর দেহে ভাববিশেষে আবিষ্ট হইয়া অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহাকে আবেশাবতার বলে। আবেশাবতারকালে তাঁহার নিত্যপরিকরবৃন্দের সহিত লীলাবিলাস হইতে পারে না। অতএব মনুষ্যদেহ লইয়া অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের কথা বর্ত্তমান যে শ্লোকে উল্লিখিত হইল উহা তাঁহার স্বয়ংরূপ নরাকার পরব্রহ্মস্বরূপের অবতার বুঝিতে হইবে। নরবপুঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার স্বরূপ—এই বাক্যবলে নরদেহধারী জীবমাত্রেই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এইরূপ ধারণা করা যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শাস্ত্রে যেরূপ নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপের বিবরণ আছে তাহার সহিত সাধারণ নরদেহধারী জীবের হস্তপদাদির সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোন অংশে মিল বা সামঞ্জস্য নাই। শুধু রূপ কেন গুণেরও কোন সামঞ্জস্য নাই। বিশেষতঃ জীব অনিত্য, মায়াধীন ও জন্মমরণশীল, কিন্তু নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ, নিত্য, সনাতন ও মায়ার অধীশ্বর। অতএব যে মনুষ্য দেহ অবলম্বনে ভগবান্ লীলা প্রকটিত করেন উহা তাঁহার স্বয়ংরূপ নরবপুঃ।

'অনুগ্রহায় ভক্তানাং' এই স্থলে "অনুগ্রহায় ভূতানাং" এই পাঠ কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ভূতগণের বলিতে সকল জীবের প্রতি অনুগ্রহই বুঝিতে হইবে, কেবল ভক্তগণের প্রতি তিনি যে তাঁহার অনুগ্রহ প্রকাশ করেন তাহা নহে। কামপূরকৃপানিধি ভগবান্ বিষয়ী, মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্ত সকলকেই অনুগৃহীত করিবার নিমিত্ত স্বয়ংরূপ নরবপুঃ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া লীলাবিলাস করেন। যাহারা বিষয়াসক্ত ও সুখ-বাসনার বিষয়বস্তুর প্রতি প্রধাবিত হয়, তাহারাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা বিষয়ক অপূর্ব্ব রসবৈচিত্রীর বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করে। তাহারা যে সুখের আশায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, মায়ামরীচিকার ন্যায় পার্থিব বিষয়বস্তুকে আপন তৃষ্ণা নিবারণের উপায় বলিয়া আকড়িয়া ধরিয়াছে, সেই বিষয়-সুখ যে কত তুচ্ছ উহা তাহারা উপলব্ধি করে। তাই শাশ্বত আনন্দের আস্বাদ লাভ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রতি সেই বিষয়ী জনগণও প্রলুব্ধ হয়।

পক্ষান্তরে যাঁহারা মুক্তিকামী, যাঁহারা সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য প্রভৃতি ক্রমমুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও রসঘনবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া রাগানুগামার্গানুসরণে নন্দগোপ-তনয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা বিধানে অভিলাষী হন। মুক্ত আত্মারাম ব্যক্তিগণ প্রকটলীলার রসবৈচিত্রীতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ লাভের নিমিত্ত ভজনানন্দে নিমগ্ন হন। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আত্মরাম-গণাকর্ষী বলিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত করা হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবররূপে যে বিবিধ লীলাবিলাস করিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্ববিধ ভক্তগণ যে পরমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন তাহাতে বলিবার কি আছে? কি ভজনোন্মুখ ভক্ত, কি সঞ্জাতপ্রেম ভক্ত, কি সাধক ভক্ত, কি নিত্যসিদ্ধ পরিকরভুক্ত ভক্ত—সকলেই তাঁহার লীলারস আস্বাদনে অনুগৃহীত ও কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। এমন কি অপ্রকট গোলোকের যে সকল লীলার প্রচার নাই তাহাও প্রকট লীলায় প্রকটিত করিয়া রসঘনবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তগণকে অপূর্ব্ব-রসবৈচিত্রীসুধা আস্বাদন করাইয়া কৃতার্থ করেন। প্রকটলীলাবশে সাধন সিদ্ধ ভক্তগণ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। কারণ যে সকল প্রেমবান্ ভক্ত যথাবিহিত দেহে সাধনপূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট করাইবার জন্য ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলাচ্ছলে 'আহিরী গোপের ঘরে' তাঁহাদের জন্ম বিভাবিত করেন এবং নিজে নিত্যসিদ্ধ পরিকরবৃন্দসহ লীলায় অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের ভাবানুকূল প্রেমসেবাচরণের সুযোগ দান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন। পক্ষান্তরে সাধক ভক্তগণকে দর্শনানন্দ দান করিয়া কৃতার্থ তো করেনই, আবার সেই সকল লীলা শ্রবণ ও স্মরণ মননের সুযোগ দান করিয়া সাধক ভক্তবৃন্দকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করেন। অতএব কোন না কোন প্রকারে ভক্তচিত্ত বিনোদনের অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত 'ভূতনাম্' এই পাঠ অনুযায়ী সর্ব্বজীবজগতের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই আনন্দঘনতমবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজস্বরূপ নরবপুঃ ধারণে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ বৈচিত্রময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। অতএব যে-লীলা-বিলাসের মুখ্য উদ্দেশ্যই ভক্তের প্রতি তত্তদ্ভক্তিভাবানুরূপ অনুগ্রহ বিধান—সে লীলা বিলাসে তাঁহার তো পরম কারুণ্যই সূচিত হইবে। অতএব উহাতে দোষ স্পর্শ কেমন করিয়া হয়?

ভক্তজনগণের প্রতি শ্রীভগবান্ যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন সেই অনুগ্রহই দেখাইয়া শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—"যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"—যাহা শুনিয়া তৎপরায়ণ হইবে। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে 'অনুগ্রহায় ভক্তানাম্'—এইস্থলে বহুবচনের উল্লেখ আছে এবং শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষে 'তৎপরো ভবেৎ' এই বাক্যে একবচনের প্রয়োগ রহিয়াছে। প্রথমার্দ্ধে আছে 'ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত' কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধের 'তৎপরো ভবেৎ' এই বাক্যে ভক্ত বা অভক্ত কোন কিছুরই নির্দ্দেশ নাই। শ্রীধরস্বামিপাদ 'তৎপরো ভবেৎ' বাক্যের ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"শৃঙ্গাররসাকৃষ্টচেতসোঽন্যোঽপি বহির্মুখান্ স্বপরান্ কর্ত্তুমিতি ভাবঃ",—অর্থাৎ অন্য সকলেই তৎপরায়ণ হইয়া থাকেন, (ভক্তগণ তো হনই)। কিরূপে? না, শৃঙ্গাররসপ্রিয় অন্যান্য বহির্মুখদিগকেও আত্মরত করিবার নিমিত্ত ভগবান্ ঐরূপ লীলা করিয়া থাকেন, যাহা শুনিয়া তাহারাও ভগবৎপরায়ণ হন। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিলেন—

"অতএব তাদৃশভক্তপ্রসঙ্গেন তাদৃশীঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী ক্রীড়া ভজতে যাঃ সাধারণীরপি শ্রুত্বা ভক্তেভ্যোঽন্যোঽপি জনস্তৎপরো ভবেৎ। কিমু রাসলীলারূপামিমাং শ্রুত্বেত্যর্থঃ।

(বৈষ্ণবতোষণী)

'অতএব তাদৃশ অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের সহিত সেইরূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী লীলা করিয়া ভক্ত ব্যতিরিক্ত অন্য জনও তৎপরায়ণ হইয়া থাকেন। অতএব পরম চমৎকারকারী ঈদৃশ রাসলীলার বিবরণ শুনিয়া তাঁহারা যে তৎপরায়ণ হইবেন তাহাতে আর কি বক্তব্য আছে?' এই উভয় টীকাকারের মতে কি ভক্ত কি অভক্ত উভয় শ্রেণীর শ্রোতাই এই অপূর্ব্ব পরম সারবেদ্য লীলাবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া লীলাকথা পরায়ণ ও শ্রীভগবৎ পরায়ণ হইবেন—ইহাই সিদ্ধান্ত।

"অনুগ্রহায় ভক্তানাম্" এই বাক্যের ভক্ত শব্দের যদি এই প্রকার অর্থ করা যায়—'যে ভজন করে সেই ভক্ত'—তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভক্ত এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্য দেবতার ভক্ত সকলেরই প্রতি তিনি যে কৃপা করেন তাহাই ঘোষিত হইতেছে। পূর্ব্বেও 'ভূতনাম্'—এই পাঠান্তর প্রসঙ্গে অনুরূপ ব্যাখ্যার সম্ভাব্যতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু 'ভক্তানাম্' শব্দ হইতেও যে সেরূপ ব্যাখ্যার অনুমান করা যাইতে পারে তাহাই এখানে বলা প্রয়োজন। অন্য দেবতার ভজনপরায়ণ উপাসকবৃন্দও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে ভক্ত, গীতায় সেই তথ্য প্রচার করিয়া কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

'যাহারা অন্য দেবতার উপাসক এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অন্য দেবতার ভজনা করে, তাহারাও—হে কৌন্তেয়! অবিধিপূর্ব্বক আমারই ভজনা করে।'

যিনি যাহাই প্রার্থনা করুন না কেন সকলেরই নির্ব্বিশেষ প্রার্থনার সামগ্রী আনন্দ। যাঁহারা যথার্থ শাশ্বত আনন্দের তত্ত্ব বুঝিয়াছেন তাঁহারা আনন্দের মিথ্যা ছায়া বা মরীচিকার প্রতি প্রধাবিত না হইয়া আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানেই তৎপর হইয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের রসঘন লীলাবিলাস শ্রবণ করিয়া ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধাভরে নিয়ত কীর্ত্তন করিয়া শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দাস্বাদন করেন। তাঁহাদিগের নিকট রাসলীলা কথা পরম পবিত্রতাময়ী আনন্দরসপ্রচুর অপূর্ব্ব ভক্তিপাবনীলীলা। তবে যাহারা ভগবৎ স্বরূপতত্ত্ব বা তাঁহার আনন্দ তত্ত্ব অবগত নহেন এবং শৃঙ্গাররসকেই পরমানন্দের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহারাও শৃঙ্গাররস কথা শ্রবণেচ্ছায় রাসলীলা শ্রবণ করিলে ক্রমে ক্রমে পরমরসের আস্বাদন পাইয়া শ্রীভগবানে তৎপর হইবেন—ইহাও বর্ত্তমান শ্লোক ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ ইঙ্গিত করিয়াছেন। অতএব বহির্মুখ বিষয়ানন্দী জীবগণ, যাঁহারা প্রাকৃত লীলার বিবরণ মনে করিয়াও কৃষ্ণলীলা কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, গুরু কৃপায় তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে পরমতত্ত্বে উপনীত হইয়া অপ্রাকৃত আনন্দামৃত আস্বাদন করেন। তাই স্বামিপাদ বলিয়াছেন—যাঁহাদের চিত্ত শৃঙ্গাররসেই আকৃষ্ট, সেই সকল বহির্মুখজনগণকেও নিজাভিমুখী করিবার জন্য শ্রীভগবান্ ঐরূপ লীলা করিয়াছিলেন।

অতঃপর মহারাজ পরীক্ষিৎ রাসলীলা অর্থাৎ একটী লীলার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীশুকদেব বহুবচনের প্রয়োগে "তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ" শব্দে বহুবিধ লীলার কথাই বলিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামি-পাদ উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'অন্যান্য লীলা শ্রবণ করিলেও লোকে তৎপর হইবে; রাসলীলা শ্রবণের তো কথাই নাই।' বাস্তবিক শ্রীভগবানে তৎপর হইতে হইলে তাঁহার লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবার প্রয়োজন আছে। শ্রীভগবানে তৎপর হওয়া কম কথা নহে। শ্রীভগবানের লীলাকথা নিরন্তর শ্রবণ করিলে তাঁহার রসতত্ত্বের আকর্ষণে ভক্তের হৃদয় শ্রীভগবৎপরায়ণ হয়—এমন কি ভক্তিহীন বহির্মুখ জনের হৃদয়ও তদনুগত হয়। তাই শ্রীধরস্বামী বলিলেন—"শৃঙ্গাররসাকৃষ্টচেতসো বহির্মুখানপি স্বপরান্ কর্ত্তুমিতি ভাবঃ।"

পরমহংসাচার্য্য শ্রীশুকদেব শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। অতএব বুঝিতে হইবে—সদ্‌গুরুর মুখে এই পরম পবিত্র অতি নিগূঢ় লীলাকথা শ্রবণ করিলে অলৌকিক রসসম্ভা-রের সন্ধান মিলে। গুরু মুখে তত্ত্বকথা শ্রবণ করাই প্রথমাধিকারীর প্রথম সাধন। কেবল রাসলীলা নহে—শ্রীভগবানের সমস্ত লীলাকথাই সদ্‌গুরুর নিকট শ্রবণ করিতে হয়—কারণ তিনিই উহার আপাততঃ প্রতীয়মান ছলনাবরণ উন্মোচন করিয়া নিগূঢ় তত্ত্বরসসুধার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন।

আপারকরুণাসিন্ধু শ্রীভগবানের অনুগ্রহ মাহাত্ম্য বর্ণনায় ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব বলিলেন—ভগবান্ তাঁহার নরাকার লীলাব্যপদেশে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অখিলনিয়ন্তা শ্রীভগবান্ বিশ্বসৃষ্টি করিয়া নানা বিধানে ইহার রক্ষণ ও পালন করিতেছেন। যদিও তিনি ভক্ষ্য, ভোজ্য ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী সামগ্রী সমূহ বিশ্বে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে তাঁহার দয়ার পরিচায়ক বলিতে পারি না। লৌকিক ক্রীড়ার ন্যায় তিনি যে বিশ্বসৃষ্টিরূপ লীলা করেন তাহাতে সৃষ্টির উপযোগী ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পেয়বস্তুর সংস্থান করা যে তাঁহার সেই নিজ লীলারই প্রয়োজন। শ্রীভগবানের দয়ার যথার্থ পরিচয় আমরা তখনই পাই, যখন দেখি যে সংসারার্ণব উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি বেদপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রতরণী প্রেরণ করিয়াছেন, এবং সদ্‌গুরু রূপে অবতীর্ণ হইয়া দুরূহ শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝাইয়া জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতেছেন এবং বিশেষ করিয়া স্বয়ং প্রাকৃত গুণের অতীত অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর ভগবান হইয়াও নবনটবর রূপে নরাকারে পরিচ্ছিন্ন হইয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া—পরম মধুর লীলার বিলাসে আত্মস্বরূপের পরিচয় প্রদান করেন। অতএব অপারকরুণাসিন্ধু শ্রীভগবানের অসীম দয়ার পরিচয় যদি আমরা কোথাও পাই তাহা হইলে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে উহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলায়—এবং সর্ব্বোপরি শ্রীরাসলীলায়॥ ৩৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মায়য়া (প্রেমবৈচিত্রীরচনায় বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিকয়া যোগমায়য়া) মোহিতাঃ (সন্তঃ মায়ানির্ম্মিতান্) স্বান্ স্বান্ দারান্ (স্বীয়াঃ স্বীয়াঃ পত্নীঃ) স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ (স্বস্বপার্শ্বমবস্থিতা ইতি গণয়ন্তঃ) ব্রজৌকসঃ (ব্রজগোপাঃ) কৃষ্ণায় খলু (নিশ্চিতং) ন অসূয়ন্ (দোষবুদ্ধ্যা ন দদূষুঃ) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ নিজ নিজ পত্নীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনপ্রকার অসূয়া করেন নাই ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—নন্বন্যেঽপি ভিন্নাচারাঃ স্বচেষ্টিতমেবেতি বদন্তি তত্রাহ নাসূয়ন্নিতি। এবম্ভূতৈশ্বর্য্যাভাবে তথা কুর্ব্বন্তঃ পাপা জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বু ভবতু পরমাত্মত্বেন বা নিত্যমেব তাভিঃ প্রেয়সীভিঃ সহ বিহারিত্বেন বা তাসু তৎপরদারত্বস্য প্রত্যাখ্যানং, তত্র প্রথমঃ পক্ষস্ত্বধ্যাহারাদিনা কথঞ্চিৎ স্থাপিত এব। অথ নিত্যপ্রেয়সীত্বেনোত্তরপক্ষশ্চেত্তর্হি হন্ত কথং তাসাং পরদারত্বং শ্রূয়তে, যেন তাসামন্যত্র বিবাহোঽপি সম্প্রতি লভ্যতে। ততশ্চ তং প্রতি জন্মান্তরে বিবাহপ্রাপ্তত্বেন তাসাং তত্তৎপত্নীত্বমেব স্যাৎ। ততশ্চ তৎপরতাকারণায় ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়া ভজতে ইতি চেত্তর্হি তেষাং দারাকর্ষণেন তং প্রত্যসূয়াসম্ভবাত্তেষু ব্রজবাসিত্বাৎ পরমভক্তেষু কথং বানুগ্রহঃ সিধ্যেৎ, কথং বা তাসু তন্নিত্যপ্রেয়সীষু তাদৃশদুরবস্থায়াস্তেষু পরমভক্তেষু চ তাদৃশতদ্বর্ণনস্য শ্রবণেন পরেষামপি ভক্তানাং তৎপরতা স্যাৎ। তত্র পাঠক্রমাদন্বয়ক্রমো বলীয়ানিতি তৎক্রমেণ সিদ্ধান্তয়তি নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় ইতি। খলু নিশ্চয়ে যস্মাৎ ব্রজৌকসঃ তস্মাৎ কদাচিদপি কৃষ্ণায় নাসূয়ন্নিত্যর্থঃ। যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়েতি তং প্রতি ব্রহ্মবচনাৎ। কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা ইতি রাজানং প্রতি শ্রীশুকবচনাচ্চ। নন্বু তথাপ্যনুগ্রাহ্যাণাং জানতাম্ অজানতাঞ্চ স্বয়ং তথানিষ্টকরণমসমঞ্জসম্। তত্রোচ্যতে। যদি তেষাং বিবাহতোঽপি তা দারাঃ স্যুস্তর্হি তথাত্বমেব। যদি তেষাং ভ্রমমাত্রেণ বূঢ়তয়া প্রতীতাঃ বস্তুবিচারেণ তু তস্যৈব দারাস্তেন তদাকর্ষণং তৈর্ন জ্ঞায়তে চ, তর্হি কো দোষ ইত্যাহ মোহিতাস্তস্য মায়য়া মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারানিতি। অত্র তন্নিত্যপ্রেয়সীত্বং তাসাং শ্রুতমিতি শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যা দশাপবিত্রেণ গৃহং সম্মার্ষ্টীত্যাদিবদাবৃত্ত্যান্বয়ঃ ক্রিয়তে। তত্র চায়মর্থঃ। তস্য মায়য়া প্রেমবৈচিত্রীরচনায় বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিকয়া যোগমায়য়া মোহিতাঃ সন্তস্তে তস্য দারান্ স্বান্ স্বান্ মন্যমানাঃ স্বস্বপার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি। তদেবং তস্যেত্যস্য দ্বিধান্বয়ভেদো দর্শিতঃ। তত্র পূর্ব্বস্যান্বয়বিভেদস্যায়মভিপ্রায়ঃ। যোগমায়াকল্পিতানামন্যাসামেব তৈর্বিবহনং সংপ্রবৃত্তং নতু ভগবন্নিত্যপ্রেয়সীনামিতি, তথা তাসাং তদানীং মায়য়া গোপিতানাং মোহিতানাঞ্চ ন তদ্বৃত্তং জ্ঞাতমাসীদন্যতঃ শ্রুতমপি তদনভীষ্টমেবাসীদিতি, তাসু তেষাং দারত্বস্য মননমাত্রং নতু বাস্তবত্বম্। তথা তেষু তাসাং পতিত্বঞ্চ মনসা ত্যক্তমেব ইত্যেবং তাসাং তৈর্বিবাহসম্বন্ধো ন জাত ইতি। যতো নাসূয়ন্নিত্যনেন গুণেঽপি দোষারোপং নাকুর্ব্বন্নিত্যেব ময়োক্তং নতু নৈর্ষয়ন্নিতি। অথোত্তরস্যান্বয়বিভেদস্যায়মভিপ্রায়ঃ। রাসার্থং তেন তাসাং কর্ষণে যোগমায়াকল্পিতানাং সংজ্ঞাকল্পিতচ্ছায়াবত্তত্তৎপ্রতিরূপাণামন্যাসামনুভাবেন তানেব তে স্বপার্শ্বস্থান্ মেনিরে, ততোঽপি ন দোষপ্রসঙ্গ ইতি। নন্বু শ্রীভগবৎপ্রেয়সীনাং তাসাং কদাচিদপি যদি বলাত্তচ্ছয্যানিষেশঃ স্যাত্তর্হি মহানেব দোষ ইত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়েনৈবান্বয়বিভাগার্থেন সিদ্ধান্তং কৃতবান্ স্বপার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি বিবাহবদেব তত্র মায়য়া বঞ্চিতাস্ত ইতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবঃ। এতদেবাহ। তাঃ প্রতি স্বয়মেব শ্রীভগবান্। নিরবদ্যসংযুজামিতি। এতদেব চ গর্গবাক্যেন কৈমুত্যাল্লভ্যতে। য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরা ইতি। তদেবমেব ব্রহ্মণা। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি প্রোচ্যান্যথাত্বং মায়িকমেবেতি দৃঢ়ীকৃতমিতি। অত্রেদমপি বিচার্য্যতে। তা বার্য্যমাণা ইত্যাদৌ যত্তাসাং পতিস্বন্যাদিভির্নিবারণং শ্রূয়তে তৎ কিমুত শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণমজ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা বা। যদ্যজ্ঞাত্বা তর্হি তত্রাসূয়া ন ঘটত এবেতি ন পূর্ব্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে ততশ্চ তন্নিরাকরণং ব্যর্থমেব স্যাৎ। যদি চ জ্ঞাত্বা তর্হি তাসাং স্বাপার্শ্বস্থতাদর্শনান্নিজনিবারণপ্রতিপালনং মত্বা তাভ্যো নাসূয়েয়ুর্নাম তদাকর্ষণকর্ত্তৃকশ্রীকৃষ্ণায়াসূয়েরন্নেবেতি পূর্ব্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে। তাসাং তত্তৎপার্শ্বস্থিতা তু সিদ্ধান্তায় ন কল্পতে। তস্মাত্তদিদং বক্তব্যম্। তদা শ্রীকৃষ্ণেন তাসামাকর্ষণং বুদ্ধিপূর্ব্বকমিতি তৈর্নাবগতম্। তথাহি বিদ্যাবিশেষময়ত্বাৎ খল্বসৌ বংশীনাদস্তাসামেব কর্ণে প্রবিষ্টো ন পুনরন্যেষাম্। সর্ব্বকর্ণপ্রবেশশ্চেত্তর্হি শয়নাবসরপ্রাপ্তং নিজশয়নগৃহং হিত্বা কথমসৌ নিশি বিদূরনির্জ্জনবনং গত ইতি বিতর্ক্য মাতরঃ পিত্রাদয়ঃ সর্ব্ব এব মহত্যা শঙ্কয়া তত্র গচ্ছেয়ুঃ। তস্মাদৌৎপত্তিকাদেব মাধুর্য্যান্মুহুঃ সর্ব্বমেব কর্ষত্যসাবিতি অনুভূয় তাসামপি তদ্দর্শনার্থং গমনমাশঙ্ক্যেত কিন্ত্বসময়ত্বাত্তৈর্নিবারিতম্। তথাপি যদ্যখণ্ডামপি রাত্রিং তত্রামুঃ স্থিতা ইতি জ্ঞায়েত তদা ব্রজবাসিত্বাত্তেষামসূয়ায়াস্তত্রাসম্ভবেঽপি তদাভাসঃ স্যাদেব যথা সোঽয়মস্মাকং জীবনাদিমূলম্, স চায়মখণ্ডনিশি পরবধূনাং নিজনিকটস্থিতিমনুমোদমান আসীদিতি তস্য লোকধর্ম্মমর্য্যাদামঙ্গলাতিক্রমমনুমায় বিস্মিতানাং তেষাং তন্মঙ্গলচিন্তাময় এবায়ন্তাবঃ কোপময় ইবেতি তদাভাসত্বমেব তত্র লভ্যতে যেন তে বধূভ্যঃ কন্যাভ্যশ্চাসূয়েয়ুঃ। তাসাং স্বপার্শ্বস্থতয়া দর্শনাত্তু সোঽপি নাসীদিতি কুতস্তরামসূয়াবকাশ ইতি। এতদভিপ্রেত্যৈবব যুগান্তরগতাংস্তৎপ্রেয়সীনাং তাসাং গোত্রপ্রবর্ত্তকান্ গোপান্ প্রতি শ্রীবিষ্ণুনা সোঽয়ং বরো দত্তঃ। যথা পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে—যদা নন্দপ্রভৃতয়ো অবতারং ধরাতলে। করিষ্যন্তি তদা চাহং বসিষ্যে তেষু মধ্যতঃ। যুষ্মাকং কন্যকাঃ সর্ব্বা রমিষ্যন্তে ময়া সহ। তত্র দোষো ন ভবিতা ন রোষো ন চ মৎসর॥ ইতি। কিঞ্চ স্বরূপেণৈব যস্য পর্য্যাপ্তির্ন ভবতি তত্রোপাধিস্বীকারানর্থক্যমিতি ব্রজৌকস্ত্বেনৈব শ্রীকৃষ্ণং প্রতি তেষামসূয়ানুৎপত্তির্ব্যাখ্যাতা। মায়ামোহিতত্বং তত্র হেতুবিরুদ্ধ এব। তন্মোহিতা এব তং প্রত্যসূয়াং কুর্ব্বন্তি নতু তদমোহিতা ইতি। তস্মান্মোহিতা ইত্যাদেরন্যভাগেনৈব সঙ্গতিঃ। তত্র প্রয়োজনঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য যদসমঞ্জসত্বং কৈশ্চিত্তর্ক্যেত তথা যস্তেষাং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলচিন্তাময়ভাব এবাসূয়ত্বেন প্রতীয়তে তয়োর্নিরসনমেব। তত্র মায়য়েতি করণং চেত্তর্হি কর্ত্রপেক্ষয়া তস্যেত্যত্র তেনেত্যেব প্রযুজ্যেত। যদি চ হেতুত্বং তর্হি মোহিতা ইতি ন প্রযুজ্যেত। ততঃ কর্ত্তৃরূপৈব সেতি লভ্যতে। তস্যাস্তদ্রূপত্বেন নির্দ্দেশশ্চ। প্রিয়জনপ্রেমময়লীলাবিষ্টস্য তস্য প্রেরণং বিনা সার্ব্বভৌমস্য পরমদক্ষপ্রতিনিধিরিব তামন্তরান্তরলব্ধাং তল্লীলাং পূর্ব্বপূর্ব্বতাদৃশতল্লীলাক্রমমনুক্রমা সমুৎকর্ষবিলসদ্রসতাং সা নয়তীতি বিবক্ষয়া। তদেবমেব চ দর্শিতং যোগমায়ামুপাশ্রিত ইতি। তদেবং তস্যাস্তদীয়ত্বে প্রকরণেন লব্ধে সতি তস্যেতি পদস্য পূর্ব্বত্র নাতিপ্রয়োজকত্বাৎ শ্রুতার্থান্যথানুপপন্নত্বাচ্চ তস্য দারান্ স্বান্ স্বান্ স্বপার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি পরেণাপি যোজয়িত্বা সার্থকতাং সমর্থয়দ্ভিস্তাসু শ্রীকৃষ্ণস্যৌপপত্যং তাসামন্যশয্যানিবেশঃ শ্রীকৃষ্ণায় ব্রজবাসিনামসূয়াভাসস্তস্যামসমঞ্জসত্বঞ্চ পরিহৃতমিতি। তত্র তস্য মায়য়া যে স্বে স্বে দারাস্তান্ স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ ভগবৎপ্রেয়স্যবস্থানানর্হসময়ে তদভেদেনানুভবন্তঃ যতো মোহিতাস্তয়ৈবেতি চ যোজয়ন্তি। যতঃ পতিব্রতানামপি ন পরাৎ পরিভবঃ সম্ভবতি, কিমুত য এতস্মিন্ মহাভাগ ইতি গর্গবচনানুসারেণ শ্রীভগবৎপরাণাং কিমুত তৎপ্রেয়সীনামিতি গম্যম্। অত্র কূর্ম্মপুরাণে উত্তরবিভাগে দ্বাত্রিংশদধ্যায়স্থান্তে তদিদমুপোদ্বলকমস্তি। যথা—পতিব্রতা ধর্ম্মপরা রুদ্রাণ্যেব ন সংশয়ঃ। নাস্যাঃ পরাভবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তুং শক্নোতীহ জনঃ ক্বচিৎ॥ যথা রামস্য সুভগা সীতা ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা। পত্নী দাশরথের্দেবী বিজিগ্যে রাক্ষসেশ্বরম্॥ রামস্য ভার্য্যাং বিমলাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। সীতাং বিশালনয়নাং চকমে কালচোদিতঃ। গৃহীত্বা মায়য়া বেশং চরন্তীং বিজনে বনে। সমাহর্ত্তুং মতিঞ্চক্রে তাপসঃ কিল ভাবিনীম্॥ বিজ্ঞায় সা চ তদ্ভাবং স্মৃত্বা দাশরথিং পতিম্। জগাম শরণং বহ্নিমাবসথ্যং শুচিস্মিতা। উপতস্থে মহাযোগং সর্ব্বদোষ-বিনাশনম্। কৃত্বাঞ্জলিং রামপত্নী সাক্ষাৎ পতিমিবাচ্যুতম্॥ নমস্যামি মহাযোগং কৃতান্তং গহনং পরম্। দাহকং সর্ব্বভূতানামীশানং কালরূপিণমিত্যাদি। ইতি বহ্নিং পূজ্য জপ্ত্বা রামপত্নী যশোস্বিনী। ধ্যায়ন্তী মনসা তস্থৌ রামমুন্মীলিতেক্ষণা॥ অথাবসথ্যাদ্ভগবান্ হব্যবাহো মহেশ্বরঃ। আবিরাসীৎ সুদীপ্তাত্মা তেজসৈব দহন্নিব॥ সৃষ্ট্বা মায়াময়ীং সীতাং স রাবণবধেপ্সয়া॥ সীতামাদায় ধর্ম্মিষ্ঠাং পাবকোঽন্তরধীয়ত। তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং সীতাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ সমাদায় যযৌ লঙ্কাং সাগরান্তরসংস্থিতাম্। কৃত্বা চ রাবণবধং রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ॥ সমাদায়াভবৎ সীতাং শঙ্কাকুলিতমানসঃ। সা প্রত্যয়ায় ভূতানাং সীতা মায়াময়ী পুনঃ। বিবেশ পাবকং দীপ্তং দদাহ জ্বলনোঽপি তাম্। দগ্ধ্বা মায়াময়ীং সীতাং ভগবানুগ্রদীধিতিঃ॥ রামায়াদর্শয়ৎ সীতাং পাবকোঽভূৎ সুরপ্রিয়ঃ। প্রগৃহ্য ভর্ত্তুশ্চরণৌ করাভ্যাং সা সুমধ্যমা॥ চকার প্রণতিং ভূমৌ রামায় জনকাত্মজা। দৃষ্ট্বা হৃষ্টমনা রামো বিস্ময়াকুললোচনঃ॥ ননাম বহ্নিং শিরসা তোষয়ামাস রাঘবঃ। উবাচ বহ্নে ভগবন্ কিমেষা বরবর্ণিনী॥ দগ্ধা ভগবতা পূর্ব্বং দৃষ্টা মৎপার্শ্বমাগতা। তমাহ দেবো লোকানাং দাহকো হব্যবাহনঃ॥ যথাবৃত্তং দাশরথিং ভূতানামেব সন্নিধৌ। ভর্ত্তৃশুশ্রূষণোপেতা সুশীলেয়ং পতিব্রতা॥ ভবানী পার্শ্বমানীতা মায়ারাবণকামিতা। যা নীতা রাক্ষসেশেন সীতা ভগবতা হৃতা॥ ময়া মায়াময়ী সৃষ্টা রাবণস্য বধায় সা। যদর্থং ভবতা দুষ্টো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। ময়াপসংহৃতা চৈব হতো লোকবিনাশনঃ। গৃহাণ বিমলামেতাং জানকীং বচনান্মম॥ পশ্যন্নারায়ণং দেবং স্বাত্মানং প্রভবাপ্যয়ম্। ইত্যুক্ত্বা ভগবাংশ্চণ্ডো বিশ্বার্চ্চির্বিশ্বতোমুখঃ। মানিতো রাঘবেন্দ্রেণ ভূতৈশ্চান্তরধীয়ত॥ ইতি। তস্মাত্তদাবসথ্যাগ্নিবত্তল্লীলায়ামুপাশ্রিতা যোগমায়াপি তত্র সাহায্যং কুর্য্যাদেবেতি গম্যতে। ততঃ প্রস্তুতমেবানুসন্ধীয়তাম্॥ ৩৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণলীলারসতত্ত্বজ্ঞ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক উত্থাপিত পরবধূসঙ্গ-নিমিত্তক দোষসম্ভাবনার সকল প্রশ্নই প্রায় নিরাস করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি প্রসঙ্গপ্রাপ্ত আরও একটি প্রশ্নের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। বিদগ্ধশিরোমণি রাসরসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শারদ পূর্ণিমার রজনীতে বৃন্দাবনকুঞ্জে রাসলীলাবিলাস করিয়াছিলেন। তৎকালে সেই গোপবধূগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ গোপাঙ্গনাদিগকে গৃহে উপস্থিত না দেখিয়া; যিনি গোপাঙ্গনাদিগকে বংশীরবে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করিতেছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কেন ক্রুদ্ধ হইলেন না—এই প্রশ্ন করিবার জন্য শ্রীশুকদেবের নিকট মহারাজ পরীক্ষিৎকে কোনপ্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হয় নাই। যুক্তিতত্ত্বদর্শী শ্রীশুকদেব আপনা হইতেই সেই প্রশ্ন সম্ভাবনায় উত্তর প্রদানচ্ছলে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছেন। লীলারহস্যবিৎ শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—পরমপ্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রাস-রসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসক্রীড়ায় রত ছিলেন তখন ব্রজবাসিগণ কেহই তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই। ইহার কারণ এই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজগোপবৃন্দ সেই সময়ে নিজ নিজ পত্নীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

রাসরসিকেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শারদরজনীতে পূর্ণচন্দ্রোদয় মুহূর্ত্তে রাসস্থলীতে আকর্ষণী বংশীধ্বনি করিয়া ব্রজসুন্দরীগণকে বনমধ্যে তাঁহার নিজ নিকটে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই অকর্ষণী মুরলীরব শ্রবণমাত্র উন্মাদিনীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় কৃষ্ণগৃহীতচিত্তা ব্রজাঙ্গনাগণ ছুটিয়া গৃহের বাহিরে যাইতে উদ্যত হন। তখন তাঁহাদের গতিরোধ করিবার নিমিত্ত সেই গোপাঙ্গনাদিগের পতি, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ তাঁহাদের বাধা প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহারা সে বাধা গ্রাহ্য না করিয়া কৃষ্ণপ্রেমপ্রবাহের প্রবল আকর্ষণে স্রোতমুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেলেন। কিন্তু তৎকালে অবিচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে সেই ব্রজবাসিবৃন্দের দৃষ্টি আচ্ছাদিত হয়। যোগমায়ার মায়া-প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তখন তাঁহারা নিজ নিজ পত্নীগণকে নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। অতএব তাঁহারা মনে করিলেন যে তাঁহাদের নিষেধবচন শ্রবণে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের পত্নীগণ তাঁহাদের নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। মায়ামোহিত হইয়া মায়াকল্পিত গোপীবৃন্দকে নিজ নিজ শয্যাপার্শ্বে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশের আর কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এদিকে অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের যোগ-মায়াশক্তি চিদ্গোপীদিগকে তাঁহাদের নিত্যসম্বন্ধীয় নিত্যবন্ধু সচ্চিদানন্দময় প্রাণগোবিন্দের সহিত মিলন ঘটাইয়া রাগানুগা ভক্তির পরমতম মাধুর্য্য বিশ্বে প্রকটিত করিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার যোগমায়াশক্তির প্রভাবেই এইরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাসলীলার উপক্রমশ্লোকেও দেখিতে পাই—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ (১০।২৯।১)

উপরিধৃত এই শ্লোকে 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ'—এই অংশের সমালোচনা করিলে মনে হয়—ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্বিধ মহাশক্তির নিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়াশক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তিস্বরূপা ব্রজরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই লীলায় শ্রীভগবান্ কেবলমাত্র ভক্তগণকেই মায়ামুগ্ধ করিয়া লীলার সৌষ্ঠব সম্পাদন করেন নাই, এমন কি প্রয়োজন বোধে এই লীলায় তিনি নিজের চিচ্ছক্তিস্বরূপা মায়া দ্বারা নিজেও মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি যে এই লীলায় নিজেও যোগমায়াপ্রভাববিমুগ্ধ সে বিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীভগবান্ যদি গোপীগণকে নিজবধূ বলিয়াই ধারণা করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিভৃত যমুনাপুলিনে গভীর নিশীথে রাসকেলি না করিয়া যে কোনও সময়ে নিজ গৃহাঙ্গনেই রাসলীলা করিতে পারিতেন, কিংবা স্বতন্ত্রেচ্ছাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমে যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে তিনি স্বয়ং ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া যখন তখন যেখানে সেখানে রাসক্রীড়া করিতে পারিতেন—পরন্তু উহা কেহই জানিতে পারিত না। কিন্তু তাহা না করিয়া শ্রীভগবানের যে শক্তিবশে শ্রীভগবানও স্বয়ং মোহিত হইয়া প্রেমমূর্ত্তি গোপীগণের প্রেমোচিত সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং সর্ব্বজগৎপতি হইয়াও উপপতি সাজিয়াছেন—এবং গোপীগণও তাঁহার স্বরূপশক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি হ্লাদিনীশক্তি হইয়াও উপপত্নীভাবে বিভাবিতা—সেই শক্তিই শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তিস্বরূপা যোগমায়া। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্ যোগমায়া শক্তি প্রকাশ করিয়াই এই রাসলীলার অনুষ্ঠান করেন। দিবাকর ভাস্কর যেমন তাঁহার কিরণমালা প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ব গগনে উদিত হন—এবং যেইদিকে তাঁহার গতি সেইদিকেই তাঁহার কিরণমালা ব্যাপ্ত হয়, সেই-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ ষড়ৈশ্বর্য্যনিকেতন শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার যোগমায়াশক্তির পূর্ণবিকাশ করিয়া গোপরমণীগণের সহিত রাসলীলা বিলাস করিতে ইচ্ছা করিলেন বলিয়া এই রাসরমণলীলায় যখন যেভাবে প্রয়োজন সেইভাবেই এই অঘটন-ঘটনপটীয়সী অচিন্ত্য মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে এবং ইহাতেই রাসলীলার মাধুর্য্য ও সামঞ্জস্য যথাযথভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমনোহর নরলীলায় অচিন্ত্যমহাশক্তি যোগমায়ার বৈভবের পরিচয় দিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নববপুঃ তাহার স্বরূপ।
দ্বিভুজ মুরলীধর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ রতন, ভক্তজনের প্রাণধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীভগবান্ তাঁহার পরমমধুর রাসলীলায় অচিন্ত্যমহাশক্তিরূপা যোগমায়ার প্রভাব যেরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়' এই বর্ত্তমান শ্লোকেও তাহার আর একটী পরিচয় পাই। কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ায় মোহিত হইয়াই ব্রজগোপগণ নিজ নিজ পত্নীকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিতা মনে করিয়া রাসলীলাবিহারী পরবধূঅঙ্গী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া বা ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই। শ্রীধরস্বামীও এই শ্লোকের ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া বলিলেন - "এবম্ভূতৈশ্বর্য্যাভাবে তথা কুর্ব্বন্তঃ পাপা স্তেয়াঃ ইতি ভাবঃ।"—অর্থাৎ যাহাদের ঐরূপ ক্ষমতা নাই তাহারা ঐরূপ কার্য্য করিলে পাপভাগী হইবে। যদিও বাহিরের লোক মনে করিতেছে শ্রীকৃষ্ণ পরবধূ লইয়া রতিবিলাস করিতেছেন, কিন্তু গোপীগণ যাঁহাদের পত্নী তাঁহারা বলিতেছেন—'শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পত্নীবৃন্দের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন না—আমাদের পত্নীগণ আমাদের নিকটেই বিদ্যমান আছে'—এরূপ স্থলে যোগমায়ার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যই প্রকাশিত হয় এবং উহাতে পাপের আশঙ্কাই বা কোথায়?

অবশ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাধ্যক্ষ, পরমাত্মা, গোপী ও গোপীবৃন্দের পতিদিগের সকলেরই মধ্যে তিনি বিচরণ করেন—এই পূর্ব্বস্থাপিত তত্ত্ব বিচারে পারমাত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরবধূপ্রসঙ্গজনিত দোষারোপ করা যায় না। কারণ তত্ত্ববিচারে তিনি নিজশক্তিবৃন্দের সহিতই লীলাবিলাস করিয়াছেন—উহাতে দোষের আশাঙ্কা কোথা হইতে উঠিবে?

পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে ব্রজগোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী ও স্বকীয়াকান্তা—তাহা হইলে দোষসম্ভাবনা তো এক কথাতেই উড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত বিচারে তাহাও তো বলা যায় না—কারণ ব্রজগোপীগণ যে পরবধূ—এ বিষয়ে বহু শ্রুতি বা প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। গোপাঙ্গনাগণের পরবধূত্ব সম্বন্ধের বিবরণ যখন বহুশ্রুত, তখন জন্মান্তরে তাঁহারা স্বকীয়া কান্তা হউন বা না হউন, বর্ত্তমান ভাগবত-লীলাপ্রসঙ্গে তাঁহারা যে তত্তৎগোপবৃন্দের বিবাহিতা পত্নী তাহা কিরূপে অস্বীকার করা যায়?

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবতোষণীটীকার মুখবন্ধে এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন—যদি কেহ ইহার উত্তরে বলেন যে ভক্তগণকে তৎপর করিবার নিমিত্ত পরবধূবৃন্দের সহিত তাদৃশ লীলা সর্ব্বস্বপণে প্রেসেবা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধ পূর্ণ করিয়া তিনি ভক্তানুগ্রহ করিয়াছেন—তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই—ব্রজবাসিমাত্রেই ত শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, কিন্তু সেই ব্রজবাসী গোপবৃন্দের প্রতি কিরূপে তাঁহার অনুগ্রহ প্রকাশ পাইল? কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বধূদিগের অভিমর্ষন করিয়া তাঁহাদের নিগ্রহই করিয়াছেন। আবার নিত্যপ্রেয়সী গোপীবৃন্দকে পরবধূরূপে বিভাবিত করিয়া লোকচক্ষুতে তাঁহাদের তাদৃশ দুরবস্থার বিধান করায় এবং ব্রজবাসী গোপবৃন্দের প্রতি ঐরূপ দুর্ণয় ব্যবহার করায় সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে অভক্তের কথা তো দূরে থাক, ভক্তজনই বা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণে বা তাঁহার লীলাকথায় তৎপর হইবে? অতএব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের মতে উপরিধৃত আশঙ্কা সমূহের নিরাস করিবার জন্যই বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা এবং তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যা অনুসারে নিম্নে তাহার বিবরণ দিতেছি।

শ্লোকব্যাখ্যার প্রারম্ভে বৈষ্ণবতোষণীকার বলিলেন "পাঠক্রম অপেক্ষা অন্বয়ক্রম বলবান্"। কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা দুইপ্রকারে হইতে পারে—একটি হইল পাঠক্রম অবলম্বনে, আর একটি হইল অন্বয়ক্রম অবলম্বনে। পাঠক্রমে অন্বয় বা পরস্পর পদের সম্বন্ধ এবং তদর্থের সম্বন্ধ বুঝিবার পক্ষে বাধা হয় এবং এই জন্য অন্বয়ক্রমই প্রধান। বর্ত্তমান শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেও তদ্রূপ অন্বয়ক্রমের সমাদর করা হইয়াছে এবং তদনুসারেই তোষণীকার ব্যাখ্যাবিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

যেহেতু গোপগণ—ব্রজবাসী, অতএব তাঁহারা কদাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন না। শ্লোকোক্ত 'খলু' শব্দে এই নিশ্চয়তার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ব্রজবাসী জনগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কখনও যে অসূয়া করেন না তাহার প্রমাণও শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। ব্রজবাসিমাত্রেই ভক্ত, তাই তাঁহারা এমন ভাগ্যবান যে তাঁহাদের মধ্যে লীলা করিবার নিমিত্ত ভক্তাধীন ভগবান্ নবকিশোর নরবপুঃ ধারণে ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কি কখনও তাঁহাদের সেই প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করিতে পারেন? তাঁহারা সকলেই যে শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ। ব্রহ্মা স্পষ্ট বলিয়াছেন--"যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্ম-তনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে"--(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।১৪।৩৫) —'ইহারা সেই ব্রজবাসী যাহাদের গৃহ, ধন, বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জন, আত্মীয়, তনয়, প্রাণ ও আশ্রয়—সকলই শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত।' ইহাদের আত্মা, সুহৃৎ, ধন কলত্র ও কামনা বাসনা সকলই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত—"কৃষ্ণেঽর্পিতাত্ম সুহৃদর্থকলত্রকামাঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।১৬।১০)। অতএব কৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করিতে পারেন না। তাই বর্ত্তমান শ্লোক ব্যাখ্যায় বলা হইল—"নাসূয়ন খলু কৃষ্ণায়—খলু নিশ্চয়ে, যস্মাৎ ব্রজৌকসঃ তস্মাৎ কদাচিদপি কৃষ্ণায় নাসূয়ন্নিত্যর্থঃ"।

সত্য বটে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আচরণ ন্যায়সঙ্গত নহে। যোগমায়া প্রভাবে তাঁহারা জানুন বা নাই জানুন, তাঁহাদিগের বধূবৃন্দকে রাসরজনীতে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসলীলাবিলাস শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অনুচিতই হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলিতে গেলে প্রথমতঃ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে গোপীকাগণ—গোপগণের পত্নী কিনা? যদি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া ব্রজবাসী গোপবৃন্দের পত্নী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের পত্নীগণকে আকর্ষণ করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অন্যায় ও অসঙ্গত। কিন্তু যদি ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ ভ্রমবশতঃ গোপিকাগণ তত্তৎ গোপপত্নীরূপে প্রতীয়মানা হইয়া থাকেন এবং বস্তুতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই পত্নী—তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদিগকে ব্রজবাসিগণের অজ্ঞাতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসরতিবিলাস করিয়াছেন তাহাতে ব্রজবাসিগণের প্রতি কোন প্রকার অন্যায়াচরণের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অতএব শ্রীশুকদেবোক্ত শ্লোকের 'তস্য' শব্দের উভয় প্রকার অন্বয় মানিয়া লইয়া বলিতে হয়—'তাঁহার' অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মায়া বা যোগমায়া কর্ত্তৃক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ 'তাঁহার' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীবৃন্দকে নিজ নিজ পত্নী ও নিজ নিজ পার্শ্বস্থিতা মনে করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ব্রজগোপীগণ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী সে বিষয়ে শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব শ্রুতিবচন যাহাতে নিরর্থক না হয় তজ্জন্য একই 'তস্য' (তাঁহার)—এই শব্দের দুইবার আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। বৈদিক বিধিবাক্যেরও অর্থ করিবার সময় এইরূপ আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। যেমন—"বস্ত্রখণ্ড ও কুশের দ্বারা সোমপাত্র গ্রহ সম্মার্জ্জনা করিবে"—এই বিধিবাক্য অনুসারে যতগুলি গ্রহপাত্র আছে ততগুলি পাত্রের উদ্দেশ্যে সম্মার্জ্জনের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতে হইবে। সেইরূপ এখানেও আবৃত্তি করা হইয়াছে।

অতএব শ্লোকস্থ 'তস্য' শব্দের দ্বিবিধ অন্বয়ভেদ প্রদর্শিত হইল। প্রথম অন্বয়ভেদের অভিপ্রায় এই যে, যোগমায়াকল্পিত অন্যান্য গোপরমণীর সহিতই ব্রজবাসিগণের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছিল; তাহা না হইলে কেনই বা তাঁহারা তাঁহাদিগকে পত্নী বলিয়া জ্ঞান করিবেন? কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণের সহিত তাঁহাদের বস্তুতঃ কোন বিবাহ হয় নাই। বিশেষতঃ মায়াকর্ত্তৃক সুরক্ষিত ও মোহিত ব্রজরমণীগণের তদানীন্তন সেই বৃত্তান্ত গোপবৃন্দের পরিজ্ঞাত ছিল না। আর অন্যত্র শুনিলেও উহা তাঁহাদের রুচিকর হইত না। কেবল বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিনী যোগমায়া কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণেরই মাধুর্য্য প্রেমবৈচিত্রী খ্যাপনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মোহিত করা হইয়াছিল এবং যোগমায়া প্রভাবে মোহিত ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণকে স্ব স্ব পত্নী ও স্ব স্ব পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া মনে করিতেন! ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণকেই নিজ নিজ পত্নী বলিয়া মনে করিতেন এই মাত্র, বস্তুতঃ কিন্তু তাঁহারা ব্রজবাসিগণের পত্নী ছিলেন না।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীবৃন্দের সহিত ব্রজবাসিগণের যেমন বাস্তব বিবাহ সংঘটিত হয় নাই তদ্রূপ সেই নিত্যপ্রেয়সীগণের হৃদয়ে ব্রজবাসিবৃন্দের প্রতি কোনপ্রকার মানসিক পতিভাবও বিদ্যমান ছিল না। অতএব ব্রজবাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশের কোন কারণই ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ নিজ পত্নীবৃন্দের সহিত লীলাবিলাস করিবেন ইহাতে গুণ ব্যতীত দোষ কি আছে? অতএব ব্রজবাসী বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেই গুণেও দোষারোপ করেন নাই। শ্লোকের অসূয়া শব্দের অর্থ হইতেছে—'গুণে দোষারোপ করা' এবং ইহাও উল্লেখযোগ্য যে "ঈর্ষ্যা করিলেন না"—এইরূপ কোন উক্তি বর্ত্তমান শ্লোকে নাই।

আবার দ্বিতীয় অন্বয়ভেদের তাৎপর্য্য হইতেছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার নিমিত্ত ব্রজগোপীবৃন্দকে আকর্ষণ করিলে যোগমায়াকল্পিত রমণীগণ সেই সেই গোপরমণীবৃন্দের প্রতিনিধিরূপে সেই সেই গোপগণের নিকটে বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ পত্নীভাব অনুক্ষণই বিদ্যমান ছিল। মায়াকল্পিত রমণীগণকে স্বপার্শ্বস্থ ও নিজ পত্নী মনে করায় কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের দোষদৃষ্টি করিবার কোন অবসরই থাকিতে পারে নাই। যদিও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষদৃষ্টি করিবার কারণ ইহাতে নাই, তথাপি ব্রজরমণীগণের প্রতি যদি কখনও পত্নীভাব আচরিত হয় এবং এক শয্যায় পতিসহ তাঁহাদের অবস্থিতি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলেও অন্যবিধ মহদ্দোষ উপস্থিত হয় এবং সেই মহদ্দোষশঙ্কা পরিহার করিবার নিমিত্তই দ্বিতীয় অন্বয়ভেদে বলা হইয়াছে—ব্রজবাসিগণ উহাদিগকে যে স্বপার্শ্বস্থ মনে করিয়াছিলেন এবং উহাদিগকে যে নিজ নিজ বিবাহিত পত্নী মনে করিয়াছিলেন উহা প্রতীতি মাত্র এবং সেইরূপ প্রতীতি করায় যোগমায়া কর্ত্তৃক ব্রজবাসিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতারিতই হইয়াছিলেন।

অতএব রাসরসবিহারীর সহিত নিত্যপ্রেয়সী গোপিকাবৃন্দের যে মিলনবিলাস উহা পরম পবিত্র ও বিশুদ্ধিময়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইতঃপূর্ব্বে দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে গোপরমণীবৃন্দের প্রতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীব্রজরমণীগণের সহিত তাঁহার যে মিলন উহা নির্দ্দোষ, অতএব তত্ত্ববিচারে উহাতে পরদারসম্পর্কাদি দোষ হইতে পারে না। গর্গাচার্য্যের বাক্যেও এই পবিত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির মাহাত্ম্যখ্যাপনে কথিত হইয়াছে—

য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
নারায়োঽভিভবন্ত্যেতান বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৮।১৩)

'যে মানব সকল এই মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন—বিষ্ণুপক্ষাশ্রিত জনকে অসুরগণ যেরূপ অভিভূত করিতে পারে না সেইরূপ শত্রুগণ তাঁহাদিগের অভিভব সাধন করিতে পারে না।'

অতএব ব্রজগোপীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী, কেবল ব্রজবাসী জনগণ ভ্রমবশতঃ তাঁহাদের মায়াকল্পিত ছায়ামূর্ত্তিকে নিজ নিজ পত্নী মনে করিয়াছিলেন মাত্র। ব্রজগোপীগণের পরবধূত্ব যে মায়িক, এবং বস্তুতঃ তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের কান্তা তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার বচন উল্লেখযোগ্য—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্॥
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫৬)

(বৃন্দাবনে) শ্রীকৃষ্ণকান্তা রমণীগণ সকলেই লক্ষ্মী এবং তাঁহাদের দয়িত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তথাকার বৃক্ষসমূহ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, বারি অমৃতরূপ, সহজ কথাই সেখানে সুললিত গীত, এবং সহজ গতিভঙ্গীই সেখানে নৃত্যকলাস্বরূপ, বংশী প্রিয়সখী, সেখানকার চিদানন্দই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্র সূর্য্য এবং এই চিদানন্দ পরম আস্বাদনের সামগ্রী।

উপরিধৃত "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ" প্রভৃতি শ্লোকের ভাব অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়—

পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবনধাম॥
চিন্তামণিময়ভূমি রত্নের ভবন। চিন্তামণিগণদাসী চরণ ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন। পুষ্পফল বিনা কেহো না মাগে অন্য ধন॥
সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্যগীত। সহজ গমন করে নিত্য পরতীত॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান। চিদানন্দজ্যোতিঃ স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান॥
লক্ষ্মী যিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ। কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রেমসখীকাজ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।১৪।২০৭—১৩)

যাহা হউক, রাসরসবিহারী ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শারদপূর্ণিমায় রাসস্থলীতে সমবেত হইয়া রাসরতিবিলাস মানসে অব্যক্তমধুর যে বেণুধ্বনি করিয়াছিলেন, উহা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণ উন্মাদিনীর ন্যায় হতবিবেকা হইয়া পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয় বন্ধুগণের নিষেধ না মানিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহাদের পতিন্মন্য গোপগণ ও মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে যে গৃহের বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—এবং "তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ" এই ১০।২৯।৭ শ্লোকে তাহার যে বিবরণ দৃষ্ট হয়—তৎপ্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে যে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকৃত আকর্ষণের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন কি ছিলেন না। বাস্তবিক যদি শ্রীকৃষ্ণকৃত আকর্ষণ তাঁহারা জানিতে না পারেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে না। সেরূপ স্থলে অসূয়াসম্ভাবনার প্রাপ্তিপ্রসঙ্গ না থাকায় তাহার স্খালনের কোন প্রয়োজন নাই। আবার যদি বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণকৃত আকর্ষণ তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন—তাহা হইলে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমনোদ্যতা পত্নীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিত দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মায়য়া (প্রেমবৈচিত্রীরচনায় বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিকয়া যোগমায়য়া) মোহিতাঃ (সন্তঃ মায়ানির্ম্মিতান্) স্বান্ স্বান্ দারান্ (স্বীয়াঃ স্বীয়াঃ পত্নীঃ) স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ (স্বস্বপার্শ্বমবস্থিতা ইতি গণয়ন্তঃ) ব্রজৌকসঃ (ব্রজগোপাঃ) কৃষ্ণায় খলু (নিশ্চিতং) ন অসূয়ন্ (দোষবুদ্ধ্যা ন দদৃশুঃ) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ নিজ নিজ পত্নীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনপ্রকার অসূয়া করেন নাই ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—নন্বন্যেঽপি ভিন্নাচারাঃ স্বচেষ্টিতমেবেতি বদন্তি তত্রাহ নাসূয়ন্নিতি। এবম্ভূতৈশ্বর্য্যাভাবে তথা কুর্ব্বন্তঃ পাপা স্ত্রেয়া ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বু ভবতু পরমাত্মত্বেন বা নিত্যমেব তাভিঃ প্রেয়সীভিঃ সহ বিহারিত্বেন বা তাসু তৎপরদারত্বস্য প্রত্যাখ্যানং, তত্র প্রথমঃ পক্ষস্তধ্যাহারাদিনা কথঞ্চিৎ স্থাপিত এব। অথ নিত্যপ্রেয়সীত্বেনোত্তরপক্ষশ্চেত্তর্হি হন্ত কথং তাসাং পরদারত্বং শ্রূয়তে, যেন তাসামন্যত্র বিবাহোঽপি সম্প্রতি লভ্যতে। ততশ্চ তং প্রতি জন্মান্তরে বিবাহপ্রাপ্তত্বেন তাসাং তত্তৎপত্নীত্বমেব স্যাৎ। ততশ্চ তৎপরতাকারণায় ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়া ভজতে ইতি চেত্তর্হি তেষাং দারাকর্ষণেন তং প্রত্যসূয়াসম্ভবাত্তেষু ব্রজবাসিত্বাৎ পরমভক্তেষু কথং বানুগ্রহঃ সিধ্যেৎ, কথং বা তাসু তন্নিত্যপ্রেয়সীষু তাদৃশদুরবস্থায়াস্তেষু পরমভক্তেষু চ তাদৃশতদ্বর্ণনস্য শ্রবণেন পরেষামপি ভক্তানাং তৎপরতা স্যাৎ। তত্র পাঠক্রমাদন্বয়ক্রমো বলীয়ানিতি তৎক্রমেণ সিদ্ধান্তয়তি নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় ইতি। খলু নিশ্চয়ে যস্মাৎ ব্রজৌকসঃ তস্মাৎ কদাচিদপি কৃষ্ণায় নাসূয়ন্নিত্যর্থঃ। যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়েতি তং প্রতি ব্রহ্মবচনাৎ। কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা ইতি রাজানং প্রতি শ্রীশুকবচনাচ্চ। নন্বু তথাপ্যনুগ্রাহ্যাণাং জানতাম্ অজানতাঞ্চ স্বয়ং তথানিষ্টকরণমসমঞ্জসম্। তত্রোচ্যতে। যদি তেষাং বিবাহতোঽপি তা দারাঃ স্যুস্তর্হি তথাত্বমেব। যদি তেষাং ভ্রমমাত্রেণ বূঢ়তয়া প্রতীতাঃ বস্তুবিচারেণ তু তস্যৈব দারাস্তেন তদাকর্ষণং তৈর্ন জ্ঞায়তে চ, তর্হি কো দোষ ইত্যাহ মোহিতাস্তস্য মায়য়া মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারানিতি। অত্র তন্নিত্যপ্রেয়সীত্বং তাসাং শ্রুতমিতি শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যা দশাপবিত্রেণ গৃহং সম্মার্ষ্টীত্যাদিবদাবৃত্ত্যান্বয়ঃ ক্রিয়তে। তত্র চায়মর্থঃ। তস্য মায়য়া প্রেমবৈচিত্রীরচনায় বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিকয়া যোগমায়য়া মোহিতাঃ সন্তস্তে তস্য দারান্ স্বান্ স্বান্ মন্যমানাঃ স্বস্বপার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি। তদেবং তস্যেত্যস্য দ্বিধান্বয়ভেদো দর্শিতঃ। তত্র পূর্ব্বস্যান্বয়বিভেদস্যায়মভিপ্রায়ঃ। যোগমায়াকল্পিতানামন্যাসামেব তৈর্বিবহনং সংপ্রবৃত্তং নতু ভগবন্নিত্যপ্রেয়সীনামিতি, তথা তাসাং তদানীং মায়য়া গোপিতানাং মোহিতানাঞ্চ ন তদ্বৃত্তং জ্ঞাতমাসীদন্যতঃ শ্রুতমপি তদনভীষ্টমেবাসীদিতি, তাসু তেষাং দারত্বস্য মননমাত্রং নতু বাস্তবত্বম্। তথা তেষু তাসাং পতিত্বঞ্চ মনসা ত্যক্তমেব ইত্যেবং তাসাং তৈর্বিবাহসম্বন্ধো ন জাত ইতি। যতো নাসূয়ন্নিত্যনেন গুণেঽপি দোষারোপং নাকুর্ব্বন্নিত্যেব ময়োক্তং নতু নৈর্ঘৃণ্যমিতি। অথোত্তরস্যান্বয়বিভেদস্যায়মভিপ্রায়ঃ। রাসাদ্যর্থং তেন তাসাং কর্ষণে যোগমায়াকল্পিতানাং সংস্ত্রাকল্পিতচ্ছায়াবত্তত্তৎপ্রতিরূপাণামন্যাসামনুভাবেন তানেব তে স্বপার্শ্বস্থান্ মেনিরে, ততোঽপি ন দোষপ্রসঙ্গ ইতি। নন্বু শ্রীভগবৎপ্রেয়সীনাং তাসাং কদাচিদপি যদি বলাত্তচ্ছয্যানিবেশঃ স্যাত্তর্হি মহানেব দোষ ইত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়েনৈবান্বয়বিভাগার্থেন সিদ্ধান্তং কৃতবান্ স্বপার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি বিবাহবদেব তত্র মায়য়া বঞ্চিতাস্ত ইতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীব্রজরমণীগণের সহিত তাঁহার যে মিলন উহা নির্দ্দোষ, অতএব তত্ত্ববিচারে উহাতে পরদারসম্পর্কাদি দোষ হইতে পারে না। গর্গাচার্য্যের বাক্যেও এই পবিত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির মাহাত্ম্যখ্যাপনে কথিত হইয়াছে—

য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
নারায়োঽভিভবন্ত্যেতান বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৮।১৩)

'যে মানব সকল এই মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন—বিষ্ণুপক্ষাশ্রিত জনকে অসুরগণ যেরূপ অভিভূত করিতে পারে না সেইরূপ শত্রুগণ তাঁহাদিগের অভিভব সাধন করিতে পারে না।'

অতএব ব্রজগোপীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী, কেবল ব্রজবাসী জনগণ ভ্রমবশতঃ তাঁহাদের মায়াকল্পিত ছায়ামূর্ত্তিকে নিজ নিজ পত্নী মনে করিয়াছিলেন মাত্র। ব্রজগোপীগণের পরবধূত্ব যে মায়িক, এবং বস্তুতঃ তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের কান্তা তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার বচন উল্লেখযোগ্য—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্॥
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫৬)

(বৃন্দাবনে) শ্রীকৃষ্ণকান্তা রমণীগণ সকলেই লক্ষ্মী এবং তাঁহাদের দয়িত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তথাকার বৃক্ষসমূহ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, বারি অমৃতরূপ, সহজ কথাই সেখানে সুললিত গীত, এবং সহজ গতিভঙ্গীই সেখানে নৃত্যকলাস্বরূপ, বংশী প্রিয়সখী, সেখানকার চিদানন্দই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্র সূর্য্য এবং এই চিদানন্দ পরম আস্বাদনের সামগ্রী।

উপরিধৃত "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ" প্রভৃতি শ্লোকের ভাব অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়—

পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবনধাম॥
চিন্তামণিময়ভূমি রত্নের ভবন। চিন্তামণিগণদাসী চরণ ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন। পুষ্পফল বিনা কেহো না মাগে অন্য ধন॥
সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্যগীত। সহজ গমন করে নিত্য পরতীত॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান। চিদানন্দজ্যোতিঃ স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান॥
লক্ষ্মী যিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ। কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রেমসখীকাজ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।১৪।২০৭—১৩)

যাহা হউক, রাসরসবিহারী ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শারদপূর্ণিমায় রাসস্থলীতে সমবেত হইয়া রাসরতিবিলাস মানসে অব্যক্তমধুর যে বেণুধ্বনি করিয়াছিলেন, উহা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণ উন্মাদিনীর ন্যায় হতবিবেকা হইয়া পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয় বন্ধুগণের নিষেধ না মানিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহাদের পতিন্মন্য গোপগণ ও মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে যে গৃহের বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—এবং "তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ" এই ১০।২৯।৭ শ্লোকে তাহার যে বিবরণ দৃষ্ট হয়—তৎপ্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে যে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকৃত আকর্ষণের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন কি ছিলেন না। বাস্তবিক যদি শ্রীকৃষ্ণকৃত আকর্ষণ তাঁহারা জানিতে না পারেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে না। সেরূপ স্থলে অসূয়াসম্ভাবনার প্রাপ্তিপ্রসঙ্গ না থাকায় তাহার স্খালনের কোন প্রয়োজন নাই। আবার যদি বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণকৃত আকর্ষণ তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন—তাহা হইলে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমনোদ্যতা পত্নীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিত দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মায়য়া (প্রেমবৈচিত্রীরচনায় বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিকয়া যোগমায়য়া) মোহিতাঃ (সন্তঃ মায়ানির্ম্মিতান্) স্বান্ স্বান্ দারান্ (স্বীয়াঃ স্বীয়াঃ পত্নীঃ) স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ (স্বস্বপার্শ্বমবস্থিতা ইতি গণয়ন্তঃ) ব্রজৌকসঃ (ব্রজগোপাঃ) কৃষ্ণায় খলু (নিশ্চিতং) ন অসূয়ন্ (দোষবুদ্ধ্যা ন দদূষুঃ) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ নিজ নিজ পত্নীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনপ্রকার অসূয়া করেন নাই ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—নন্বন্যেঽপি ভিন্নাচারাঃ স্বচেষ্টিতমেবেতি বদন্তি তত্রাহ নাসূয়ন্নিতি। এবম্ভূতৈশ্বর্য্যাভাবে তথা কুর্ব্বন্তঃ পাপা জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্থ ভবতু পরমাত্মত্বেন বা নিত্যমেব তাভিঃ প্রেয়সীভিঃ সহ বিহারিত্বেন বা তাসু তৎপরদারত্বস্য প্রত্যাখ্যানং, তত্র প্রথমঃ পক্ষস্ত্বধ্যাহারাদিনা কথঞ্চিৎ স্থাপিত এব। অথ নিত্যপ্রেয়সীত্বেনোত্তরপক্ষশ্চেত্তর্হি হন্ত কথং তাসাং পরদারত্বং শ্রূয়তে, যেন তাসামন্যত্র বিবাহোঽপি সম্প্রতি লভ্যতে। ততশ্চ তং প্রতি জন্মান্তরে বিবাহপ্রাপ্তত্বেন তাসাং তত্তৎপত্নীত্বমেব স্যাৎ। ততশ্চ তৎপরতাকারণায় ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়া ভজতে ইতি চেত্তর্হি তেষাং দারাকর্ষণেন তং প্রত্যসূয়াসম্ভবাত্তেষু ব্রজবাসিত্বাৎ পরমভক্তেষু কথং বানুগ্রহঃ সিধ্যেৎ, কথং বা তাসু তন্নিত্যপ্রেয়সীষু তাদৃশদুরবস্থায়াস্তেষু পরমভক্তেষু চ তাদৃশতদ্বর্ণনস্য শ্রবণেন পরেষামপি ভক্তানাং তৎপরতা স্যাৎ। তত্র পাঠক্রমাদন্বয়ক্রমো বলীয়ানিতি তৎক্রমেণ সিদ্ধান্তয়তি নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় ইতি। খলু নিশ্চয়ে যস্মাৎ ব্রজৌকসঃ তস্মাৎ কদাচিদপি কৃষ্ণায় নাসূয়ন্নিত্যর্থঃ। যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়েতি তং প্রতি ব্রহ্মবচনাৎ। কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা ইতি রাজানং প্রতি শ্রীশুকবচনাচ্চ। নন্থ তথাপ্যনুগ্রাহ্যাণাং জানতাম্ অজানতাঞ্চ স্বয়ং তথানিষ্টকরণমসমঞ্জসম্। তত্রোচ্যতে। যদি তেষাং বিবাহতোঽপি তা দারাঃ স্যুস্তর্হি তথাত্বমেব। যদি তেষাং ভ্রমমাত্রেণ বূঢ়তয়া প্রতীতাঃ বস্তুবিচারেণ তু তস্যৈব দারাস্তেন তদাকর্ষণং তৈর্ন জ্ঞায়তে চ, তর্হি কো দোষ ইত্যাহ মোহিতাস্তস্য মায়য়া মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারানিতি। অত্র তন্নিত্যপ্রেয়সীত্বং তাসাং শ্রুতমিতি শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যা দশাপবিত্রেণ গৃহং সম্মার্ষ্টীত্যাদিবদাবৃত্ত্যান্বয়ঃ ক্রিয়তে। তত্র চায়মর্থঃ। তস্য মায়য়া প্রেমবৈচিত্রীরচনায় বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিকয়া যোগমায়য়া মোহিতাঃ সন্তস্তে তস্য দারান্ স্বান্ স্বান্ মন্যমানাঃ স্বস্বপার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি। তদেবং তস্যেত্যস্য দ্বিধান্বয়ভেদো দর্শিতঃ। তত্র পূর্ব্বস্যান্বয়বিভেদস্যায়মভিপ্রায়ঃ। যোগমায়াকল্পিতানামন্যাসামেব তৈর্বিবহনং সংপ্রবৃত্তং নতু ভগবন্নিত্যপ্রেয়সীনামিতি, তথা তাসাং তদানীং মায়য়া গোপিতানাং মোহিতানাঞ্চ ন তদ্বৃত্তং জ্ঞাতমাসীদন্যতঃ শ্রুতমপি তদনভীষ্টমেবাসীদিতি, তাসু তেষাং দারত্বস্য মননমাত্রং নতু বাস্তবত্বম্। তথা তেষু তাসাং পতিত্বঞ্চ মনসা ত্যক্তমেব ইত্যেবং তাসাং তৈর্বিবাহসম্বন্ধো ন জাত ইতি। যতো নাসূয়ন্নিত্যনেন গুণেঽপি দোষারোপং নাকুর্ব্বন্নিত্যেব ময়োক্তং নতু নৈর্ঘৃণ্যমিতি। অথোত্তরস্যান্বয়বিভেদস্যায়মভিপ্রায়ঃ। রাসাদ্যর্থং তেন তাসাং কর্ষণে যোগমায়াকল্পিতানাং সংজ্ঞাকল্পিতচ্ছায়াবত্তত্তৎপ্রতিরূপাণামন্যাসামনুভাবেন তানেব তে স্বপার্শ্বস্থান্ মেনিরে, ততোঽপি ন দোষপ্রসঙ্গ ইতি। নন্থ শ্রীভগবৎপ্রেয়সীনাং তাসাং কদাচিদপি যদি বলাত্তচ্ছয্যানিবেশঃ স্যাত্তর্হি মহানেব দোষ ইত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়ে-নৈবান্বয়বিভাগার্থেন সিদ্ধান্তং কৃতবান্ স্বপার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি বিবাহবদেব তত্র মায়য়া বঞ্চিতাস্ত ইতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবঃ। এতদেবাহ। তাঃ প্রতি স্বয়মেব শ্রীভগবান্। নিরবদ্যসংযুজামিতি। এতদেব চ গর্গবাক্যেন কৈমুত্যান্নভ্যতে। য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরা ইতি। তদেবমেব ব্রহ্মণা। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি প্রোচ্যান্যথাত্বং মায়িকমেবেতি দৃঢ়ীকৃতমিতি। অত্রেদমপি বিচার্য্যতে। তা রার্য্যমাণা ইত্যৌদৌ যত্তাসাং পতিস্মন্যাদিভির্নিবারণং শ্রূয়তে তৎ কিমুত শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণমজ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা বা। যদ্যজ্ঞাত্বা তর্হি তত্রাসূয়া ন ঘটত এবেতি ন পূর্ব্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে ততশ্চ তন্নিরাকরণং ব্যর্থমেব স্যাৎ। যদি চ জ্ঞাত্বা তর্হি তাসাং স্বপার্শ্বস্থতাদর্শনান্নিজনিবারণপ্রতিপালনং মত্বা তাভ্যো নাসূয়েয়ুর্নাম তদাকর্ষণকর্ত্তৃকশ্রীকৃষ্ণায়াসূয়েরন্নেবেতি পূর্ব্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে। তাসাং তত্তৎপার্শ্বস্থিতা তু সিদ্ধান্তায় ন কল্পতে। তস্মাত্তদিদং বক্তব্যম্। তদা শ্রীকৃষ্ণেন তাসামাকর্ষণং বুদ্ধিপূর্ব্বকমিতি তৈর্নাবগতম্। তথাহি বিদ্যাবিশেষময়ত্বাৎ খল্বসৌ বংশীনাদস্তাসামেব কর্ণে প্রবিষ্টো ন পুনরন্যেষাম্। সর্ব্বকর্ণপ্রবেশশ্চেত্তর্হি শয়নাবসরপ্রাপ্তং নিজশয়নগৃহং হিত্বা কথমসৌ নিশি বিদূরনির্জ্জনবনং গত ইতি বিতর্ক্য মাতরঃ পিত্রাদয়ঃ সর্ব্ব এব মহত্যা শঙ্কয়া তত্র গচ্ছেয়ুঃ। তস্মাদৌৎপত্তিকাদেব মাধুর্য্যান্মুহুঃ সর্ব্বমেব কর্ষত্যসাবিতি অনুভূয় তাসামপি তদ্দর্শনার্থং গমনমাশঙ্ক্যেত কিন্ত্বসময়ত্বাত্তৈর্নিবারিতম্। তথাপি যদ্যখণ্ডামপি রাত্রিং তত্রামুঃ স্থিতা ইতি জ্ঞায়েত তদা ব্রজবাসিত্বাত্তেষামসূয়ায়াস্তত্রাসম্ভবেঽপি তদাভাসঃ স্যাদেব যথা সোঽয়মস্মাকং জীবনাদিমূলম্, স চায়মখণ্ডনিশি পরবধূনাং নিজনিকটস্থিতিমনুমোদমান আসীদিতি তস্য লোকধর্ম্মমর্য্যাদামঙ্গলাতিক্রমমনুমায় বিস্মিতানাং তেষাং তন্মঙ্গলচিন্তাময় এবায়ন্তাবঃ কোপময় ইবেতি তদাভাসত্বমেব তত্র লভ্যতে যেন তে বধূভ্যঃ কন্যাভ্যশ্চাসূয়েয়ুঃ। তাসাং স্বপার্শ্বস্থতয়া দর্শনাত্তু সোঽপি নাসীদিতি কুতস্তরামসূয়াবকাশ ইতি। এতদভিপ্রেত্যৈবব যুগান্তরগতাংস্তৎপ্রেয়সীনাং তাসাং গোত্রপ্রবর্ত্তকান্ গোপান্ প্রতি শ্রীবিষ্ণুনা সোঽয়ং বরো দত্তঃ। যথা পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে—যদা নন্দপ্রভৃতয়ো অবতারং ধরাতলে। করিষ্যন্তি তদা চাহং বসিষ্যে তেষু মধ্যতঃ। যুষ্মাকং কন্যকাঃ সর্ব্বা রমিষ্যন্তে ময়া সহ। তত্র দোষো ন ভবিতা ন রোষো ন চ মৎসর॥ ইতি। কিঞ্চ স্বরূপেণৈব যস্য পর্য্যাপ্তির্ন ভবতি তত্রোপাধিস্বীকারানর্থক্যমিতি ব্রজৌকস্ত্বেনৈব শ্রীকৃষ্ণং প্রতি তেষামসূয়ানুৎপত্তির্ব্যাখ্যাতা। মায়ামোহিতত্বং তত্র হেতুবিরুদ্ধ এব। তন্মোহিতা এব তং প্রত্যসূয়াং কুর্ব্বন্তি নতু তদমোহিতা ইতি। তস্মান্মোহিতা ইত্যাদেরন্যভাগেনৈব সঙ্গতিঃ। তত্র প্রয়োজনঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য যদসমঞ্জসত্বং কৈশ্চিত্তর্ক্যেত তথা যস্তেষাং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলচিন্তাময়ভাব এবাসূয়ত্বেন প্রতীয়তে তয়োর্নিরসনমেব। তত্র মায়য়েতি করণং চেত্তর্হি কত্রপেক্ষয়া তস্যেত্যত্র তেনেত্যেব প্রযুজ্যেত। যদি চ হেতুত্বং তর্হি মোহিতা ইতি ন প্রযুজ্যেত। ততঃ কর্ত্তৃরূপেব সেতি লভ্যতে। তস্যাস্তদ্রূপত্বেন নির্দ্দেশশ্চ। প্রিয়জনপ্রেমময়লীলাবিষ্টস্য তস্য প্রেরণং বিনা সার্ব্বভৌমস্য পরমদক্ষপ্রতিনিধিরিব তামন্তরান্তরলব্ধাং তল্লীলাং পূর্ব্বপূর্ব্বতাদৃশতল্লীলাক্রমমনুক্রমা সমুৎকর্ষবিলসদ্রসতাং সা নয়তীতি বিবক্ষয়া। তদেবমেব চ দর্শিতং যোগমায়ামুপাশ্রিত ইতি। তদেবং তস্যাস্তদীয়ত্বে প্রকরণেন লব্ধে সতি তস্যেতি পদস্য পূর্ব্বত্র নাতিপ্রয়োজকত্বাৎ শ্রুতার্থান্যথানুপপন্নত্বাচ্চ তস্য দারান্ স্বান্ স্বান্ স্বপার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি পরেণাপি যোজয়িত্বা সার্থকতাং সমর্থয়দ্ভিস্তাসু শ্রীকৃষ্ণস্যৌপপত্যং তাসামন্যশয্যানিবেশঃ শ্রীকৃষ্ণায় ব্রজবাসিনামসূয়াভাসস্তস্যামসমঞ্জসত্বঞ্চ পরিহৃতমিতি। তত্র তস্য মায়য়া যে স্বে স্বে দারাস্তান্ স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ ভগবৎপ্রেয়স্যবস্থানানর্হসময়ে তদভেদেনানুভবন্তঃ যতো মোহিতাস্তয়ৈবেতি চ যোজয়ন্তি। যতঃ পতিব্রতানামপি ন পরাৎ পরিভবঃ সম্ভবতি, কিমুত য এতস্মিন্ মহাভাগ ইতি গর্গবচনানুসারেণ শ্রীভগবৎপরাণাং কিমুত তৎপ্রেয়সীনামিতি গম্যম্। অত্র কূর্ম্মপুরাণে উত্তরবিভাগে দ্বাত্রিংশদধ্যায়স্যান্তে তদিদমুপোদ্বলকমস্তি। যথা—পতিব্রতা ধর্ম্মপরা রুদ্রাণ্যেব ন সংশয়ঃ। নাস্যাঃ পরাভবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তুং শক্নোতীহ জনঃ ক্বচিৎ॥ যথা রামস্য সুভগা সীতা ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা। পত্নী দাশরথের্দেবী বিজিগ্যে রাক্ষসেশ্বরম্॥ রামস্য ভার্য্যাং বিমলাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। সীতাং বিশালনয়নাং চকমে কালচোদিতঃ। গৃহীত্বা মায়য়া বেশং চরন্তীং বিজনে বনে। সমাহর্ত্তুং মতিঞ্চক্রে তাপসঃ কিল ভাবিনীম্॥ বিজ্ঞায় সা চ তদ্ভাবং স্মৃত্বা দাশরথিং পতিম্। জগাম শরণং বহ্নিমাবসথ্যং শুচিস্মিতা। উপতস্থে মহাযোগং সর্ব্বদোষ-বিনাশনম্। কৃত্বাঞ্জলিং রামপত্নী সাক্ষাৎ পতিমিবাচ্যুতম্॥ নমস্যামি মহাযোগং কৃতান্তং গহনং পরম্। দাহকং সর্ব্বভূতানামীশানং কালরূপিণমিত্যাদি। ইতি বহ্নিং পূজ্য জপ্ত্বা রামপত্নী যশোস্বিনী। ধ্যায়ন্তী মনসা তস্থৌ রামমুন্মীলিতেক্ষণা॥ অথাবসথ্যাদ্ভগবান্ হব্যবাহো মহেশ্বরঃ। আবিরাসীৎ সুদীপ্তাত্মা তেজসৈব দহন্নিব॥ সৃষ্ট্বা মায়াময়ীং সীতাং স রাবণবধেপ্সয়া॥ সীতামাদায় ধর্ম্মিষ্ঠাং পাবকোঽন্তরধীয়ত। তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং সীতাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ সমাদায় যযৌ লঙ্কাং সাগরান্তরসংস্থিতাম্। কৃত্বা চ রাবণবধং রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ॥ সমাদায়াভবৎ সীতাং শঙ্কাকুলিতমানসঃ। সা প্রত্যয়ায় ভূতানাং সীতা মায়াময়ী পুনঃ। বিবেশ পাবকং দীপ্তং দদাহ জ্বলনোঽপি তাম্। দগ্ধ্বা মায়াময়ীং সীতাং ভগবানুগ্রদীধিতিঃ॥ রামায়াদর্শয়ৎ সীতাং পাবকোঽভূৎ সুরপ্রিয়ঃ। প্রগৃহ্য ভর্ত্তুশ্চরণৌ করাভ্যাং সা সুমধ্যমা॥ চকার প্রণতিং ভূমৌ রামায় জনকাত্মজা। দৃষ্ট্বা হৃষ্টমনা রামো বিস্ময়াকুললোচনঃ॥ ননাম বহ্নিং শিরসা তোষয়ামাস রাঘবঃ। উবাচ বহ্নে ভগবন্ কিমেষা বরবর্ণিনী॥ দগ্ধা ভগবতা পূর্ব্বং দৃষ্টা মৎপার্শ্বমাগতা। তমাহ দেবো লোকানাং দাহকো হব্যবাহনঃ॥ যথাবৃত্তং দাশরথিং ভূতানামেব সন্নিধৌ। ভর্ত্তৃশুশ্রূষণোপেতা সুশীলেয়ং পতিব্রতা॥ ভবানী পার্শ্বমানীতা মায়ারাবণকামিতা। যা নীতা রাক্ষসেশেন সীতা ভগবতা হৃতা॥ ময়া মায়াময়ী সৃষ্টা রাবণস্য বধায় সা। যদর্থং ভবতা দুষ্টো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। ময়াপসংহৃতা চৈব হতো লোকবিনাশনঃ। গৃহাণ বিমলামেতাং জানকীং বচনান্মম॥ পশ্যন্নারায়ণং দেবং স্বাত্মানং প্রভবাপ্যয়ম্। ইত্যুক্ত্বা ভগবাংশ্চণ্ডো বিশ্বার্চ্চির্বিশ্বতোমুখঃ। মানিতো রাঘবেন্দ্রেণ ভূতৈশ্চান্তরধীয়ত॥ ইতি। তস্মাত্তদাবসথ্যাগ্নিবত্তল্লীলায়ামুপাশ্রিতা যোগমায়াপি তত্র সাহায্যং কুর্য্যাদেবেতি গম্যতে। ততঃ প্রস্তুতমেবানুসন্ধীয়তাম্॥ ৩৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণলীলারসতত্ত্বজ্ঞ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক উত্থাপিত পরবধূসঙ্গ-নিমিত্তক দোষসম্ভাবনার সকল প্রশ্নই প্রায় নিরাস করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি প্রসঙ্গপ্রাপ্ত আরও একটি প্রশ্নের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। বিদগ্ধশিরোমণি রাসরসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শারদ পূর্ণিমার রজনীতে বৃন্দাবনকুঞ্জে রাসলীলাবিলাস করিয়াছিলেন। তৎকালে সেই গোপবধূগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ গোপাঙ্গনাদিগকে গৃহে উপস্থিত না দেখিয়া, যিনি গোপাঙ্গনাদিগকে বংশীরবে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করিতেছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কেন ক্রুদ্ধ হইলেন না—এই প্রশ্ন করিবার জন্য শ্রীশুকদেবের নিকট মহারাজ পরীক্ষিৎকে কোনপ্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হয় নাই। যুক্তিতত্ত্বদর্শী শ্রীশুকদেব আপনা হইতেই সেই প্রশ্ন সম্ভাবনায় উত্তর প্রদানচ্ছলে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছেন। লীলারহস্যবিৎ শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—পরমপ্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রাস-রসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসক্রীড়ায় রত ছিলেন তখন ব্রজবাসিগণ কেহই তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই। ইহার কারণ এই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজগোপবৃন্দ সেই সময়ে নিজ নিজ পত্নীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

রাসরসিকেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শারদরজনীতে পূর্ণচন্দ্রোদয় মুহূর্ত্তে রাসস্থলীতে আকর্ষণী বংশীধ্বনি করিয়া ব্রজসুন্দরীগণকে বনমধ্যে তাঁহার নিজ নিকটে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই অকর্ষণী মুরলীরব শ্রবণমাত্র উন্মাদিনীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় কৃষ্ণগৃহীতচিত্তা ব্রজাঙ্গনাগণ ছুটিয়া গৃহের বাহিরে যাইতে উদ্যত হন। তখন তাঁহাদের গতিরোধ করিবার নিমিত্ত সেই গোপাঙ্গনাদিগের পতি, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ তাঁহাদের বাধা প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহারা সে বাধা গ্রাহ্য না করিয়া কৃষ্ণপ্রেমপ্রবাহের প্রবল আকর্ষণে স্রোতমুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেলেন। কিন্তু তৎকালে অবিচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে সেই ব্রজবাসিবৃন্দের দৃষ্টি আচ্ছাদিত হয়। যোগমায়ার মায়া-প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তখন তাঁহারা নিজ নিজ পত্নীগণকে নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। অতএব তাঁহারা মনে করিলেন যে তাঁহাদের নিষেধবচন শ্রবণে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের পত্নীগণ তাঁহাদের নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। মায়ামোহিত হইয়া মায়াকল্পিত গোপীবৃন্দকে নিজ নিজ শয্যাপার্শ্বে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশের আর কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এদিকে অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের যোগ-মায়াশক্তি চিদ্গোপীদিগকে তাঁহাদের নিত্যসম্বন্ধীয় নিত্যবন্ধু সচ্চিদানন্দময় প্রাণগোবিন্দের সহিত মিলন ঘটাইয়া রাগানুগা ভক্তির পরমতম মাধুর্য্য বিশ্বে প্রকটিত করিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার যোগমায়াশক্তির প্রভাবেই এইরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাসলীলার উপক্রমশ্লোকেও দেখিতে পাই—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ (১০।২৯।১)

উপরিধৃত এই শ্লোকে 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ'—এই অংশের সমালোচনা করিলে মনে হয়—ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্বিধ মহাশক্তির নিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়াশক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তিস্বরূপা ব্রজরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই লীলায় শ্রীভগবান্ কেবলমাত্র ভক্তগণকেই মায়ামুগ্ধ করিয়া লীলার সৌষ্ঠব সম্পাদন করেন নাই, এমন কি প্রয়োজন বোধে এই লীলায় তিনি নিজের চিচ্ছক্তিস্বরূপা মায়া দ্বারা নিজেও মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি যে এই লীলায় নিজেও যোগমায়াপ্রভাববিমুগ্ধ সে বিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীভগবান্ যদি গোপীগণকে নিজবধূ বলিয়াই ধারণা করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিভৃত যমুনাপুলিনে গভীর নিশীথে রাসকেলি না করিয়া যে কোনও সময়ে নিজ গৃহাঙ্গনেই রাসলীলা করিতে পারিতেন, কিংবা স্বতন্ত্রেচ্ছাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমে যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে তিনি স্বয়ং ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া যখন তখন যেখানে সেখানে রাসক্রীড়া করিতে পারিতেন—পরন্তু উহা কেহই জানিতে পারিত না। কিন্তু তাহা না করিয়া শ্রীভগবানের যে শক্তিবশে শ্রীভগবানও স্বয়ং মোহিত হইয়া প্রেমমূর্ত্তি গোপীগণের প্রেমোচিত সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং সর্ব্বজগৎপতি হইয়াও উপপতি সাজিয়াছেন—এবং গোপীগণও তাঁহার স্বরূপশক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি হ্লাদিনীশক্তি হইয়াও উপপত্নীভাবে বিভাবিতা—সেই শক্তিই শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তিস্বরূপা যোগমায়া। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্ যোগমায়া শক্তি প্রকাশ করিয়াই এই রাসলীলার অনুষ্ঠান করেন। দিবাকর ভাস্কর যেমন তাঁহার কিরণমালা প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ব গগনে উদিত হন—এবং যেইদিকে তাঁহার গতি সেইদিকেই তাঁহার কিরণমালা ব্যাপ্ত হয়, সেই-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ ষড়ৈশ্বর্য্যনিকেতন শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার যোগমায়াশক্তির পূর্ণবিকাশ করিয়া গোপরমণীগণের সহিত রাসলীলা বিলাস করিতে ইচ্ছা করিলেন বলিয়া এই রাসরমণলীলায় যখন যেভাবে প্রয়োজন সেইভাবেই এই অঘটন-ঘটনপটীয়সী অচিন্ত্য মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে এবং ইহাতেই রাসলীলার মাধুর্য্য ও সামঞ্জস্য যথাযথভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমনোহর নরলীলায় অচিন্ত্যমহাশক্তি যোগমায়ার বৈভবের পরিচয় দিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় বলিয়াছেন —

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নববপুঃ তাহার স্বরূপ।
দ্বিভুজ মুরলীধর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ রতন, ভক্তজনের প্রাণধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীভগবান্ তাঁহার পরমমধুর রাসলীলায় অচিন্ত্যমহাশক্তিরূপা যোগমায়ার প্রভাব যেরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়' এই বর্ত্তমান শ্লোকেও তাহার আর একটী পরিচয় পাই। কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ায় মোহিত হইয়াই ব্রজগোপগণ নিজ নিজ পত্নীকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিতা মনে করিয়া রাসলীলাবিহারী পরবধূঅঙ্গী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া বা ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই। শ্রীধরস্বামীও এই শ্লোকের ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া বলিলেন -"এবম্ভূতৈশ্বর্য্যাভাবে তথা কুর্ব্বন্তঃ পাপা জ্ঞেয়াঃ ইতি ভাবঃ।"—অর্থাৎ যাহাদের ঐরূপ ক্ষমতা নাই তাহারা ঐরূপ কার্য্য করিলে পাপভাগী হইবে। যদিও বাহিরের লোক মনে করিতেছে শ্রীকৃষ্ণ পরবধূ লইয়া রতিবিলাস করিতেছেন, কিন্তু গোপীগণ যাঁহাদের পত্নী তাঁহারা বলিতেছেন—'শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পত্নীবৃন্দের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন না—আমাদের পত্নীগণ আমাদের নিকটেই বিদ্যমান আছে'—এরূপ স্থলে যোগমায়ার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যই প্রকাশিত হয় এবং উহাতে পাপের আশঙ্কাই বা কোথায়?

অবশ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাধ্যক্ষ, পরমাত্মা, গোপী ও গোপীবৃন্দের পতিদিগের সকলেরই মধ্যে তিনি বিচরণ করেন—এই পূর্ব্বস্থাপিত তত্ত্ব বিচারে পারমাত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরবধূপ্রসঙ্গজনিত দোষারোপ করা যায় না। কারণ তত্ত্ববিচারে তিনি নিজশক্তিবৃন্দের সহিতই লীলাবিলাস করিয়াছেন—উহাতে দোষের আশাঙ্কা কোথা হইতে উঠিবে?

পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে ব্রজগোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী ও স্বকীয়াকান্তা—তাহা হইলে দোষসম্ভাবনা তো এক কথাতেই উড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত বিচারে তাহাও তো বলা যায় না—কারণ ব্রজগোপীগণ যে পরবধূ—এ বিষয়ে বহু শ্রুতি বা প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। গোপাঙ্গনাগণের পরবধূত্ব সম্বন্ধের বিবরণ যখন বহুশ্রুত, তখন জন্মান্তরে তাঁহারা স্বকীয়া কান্তা হউন বা না হউন, বর্ত্তমান ভাগবত-লীলাপ্রসঙ্গে তাঁহারা যে তত্তৎগোপবৃন্দের বিবাহিতা পত্নী তাহা কিরূপে অস্বীকার করা যায়?

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবতোষণীটীকার মুখবন্ধে এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন—যদি কেহ ইহার উত্তরে বলেন যে ভক্তগণকে তৎপর করিবার নিমিত্ত পরবধূবৃন্দের সহিত তাদৃশ লীলা সর্ব্বস্বপণে প্রেসেবা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধ পূর্ণ করিয়া তিনি ভক্তানুগ্রহ করিয়াছেন—তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই—ব্রজবাসিমাত্রেই ত শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, কিন্তু সেই ব্রজবাসী গোপবৃন্দের প্রতি কিরূপে তাঁহার অনুগ্রহ প্রকাশ পাইল? কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বধূদিগের অভিমর্ষন করিয়া তাঁহাদের নিগ্রহই করিয়াছেন। আবার নিত্যপ্রেয়সী গোপীবৃন্দকে পরবধূরূপে বিভাবিত করিয়া লোকচক্ষুতে তাঁহাদের তাদৃশ দুরবস্থার বিধান করায় এবং ব্রজবাসী গোপবৃন্দের প্রতি ঐরূপ দুর্ণয় ব্যবহার করায় সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে অভক্তের কথা তো দূরে থাক, ভক্তজনই বা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণে বা তাঁহার লীলাকথায় তৎপর হইবে? অতএব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের মতে উপরিধৃত আশঙ্কা সমূহের নিরাস করিবার জন্যই বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা এবং তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যা অনুসারে নিম্নে তাহার বিবরণ দিতেছি।

শ্লোকব্যাখ্যার প্রারম্ভে বৈষ্ণবতোষণীকার বলিলেন "পাঠক্রম অপেক্ষা অন্বয়ক্রম বলবান্"। কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা দুইপ্রকারে হইতে পারে—একটি হইল পাঠক্রম অবলম্বনে, আর একটি হইল অন্বয়ক্রম অবলম্বনে। পাঠক্রমে অন্বয় বা পরস্পর পদের সম্বন্ধ এবং তদর্থের সম্বন্ধ বুঝিবার পক্ষে বাধা হয় এবং এই জন্য অন্বয়ক্রমই প্রধান। বর্ত্তমান শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেও তদ্রূপ অন্বয়ক্রমের সমাদর করা হইয়াছে এবং তদনুসারেই তোষণীকার ব্যাখ্যাবিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

যেহেতু গোপগণ—ব্রজবাসী, অতএব তাঁহারা কদাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন না। শ্লোকোক্ত 'খলু' শব্দে এই নিশ্চয়তার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ব্রজবাসী জনগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কখনও যে অসূয়া করেন না তাহার প্রমাণও শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। ব্রজবাসিমাত্রেই ভক্ত, তাই তাঁহারা এমন ভাগ্যবান যে তাঁহাদের মধ্যে লীলা করিবার নিমিত্ত ভক্তাধীন ভগবান্ নবকিশোর নরবপুঃ ধারণে ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কি কখনও তাঁহাদের সেই প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করিতে পারেন? তাঁহারা সকলেই যে শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ। ব্রহ্মা স্পষ্ট বলিয়াছেন--"যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্ম-তনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে"--(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।১৪।৩৫) —'ইহারা সেই ব্রজবাসী যাহাদের গৃহ, ধন, বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জন, আত্মীয়, তনয়, প্রাণ ও আশ্রয়—সকলই শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত।' ইহাদের আত্মা, সুহৃৎ, ধন কলত্র ও কামনা বাসনা সকলই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত—"কৃষ্ণেঽর্পিতাত্ম সুহৃদর্থকলত্রকামাঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।১৬।১০)। অতএব কৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করিতে পারেন না। তাই বর্ত্তমান শ্লোক ব্যাখ্যায় বলা হইল—"নাসূয়ন খলু কৃষ্ণায়—খলু নিশ্চয়ে, যস্মাৎ ব্রজৌকসঃ তস্মাৎ কদাচিদপি কৃষ্ণায় নাসূয়ন্নিত্যর্থঃ"।

সত্য বটে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আচরণ ন্যায়সঙ্গত নহে। যোগমায়া প্রভাবে তাঁহারা জানুন বা নাই জানুন, তাঁহাদিগের বধূবৃন্দকে রাসরজনীতে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসলীলাবিলাস শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অনুচিতই হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলিতে গেলে প্রথমতঃ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে গোপীকাগণ—গোপগণের পত্নী কিনা? যদি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া ব্রজবাসী গোপবৃন্দের পত্নী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের পত্নীগণকে আকর্ষণ করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অন্যায় ও অসঙ্গত। কিন্তু যদি ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ ভ্রমবশতঃ গোপিকাগণ তত্তৎ গোপপত্নীরূপে প্রতীয়মানা হইয়া থাকেন এবং বস্তুতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই পত্নী—তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদিগকে ব্রজবাসিগণের অজ্ঞাতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসরতিবিলাস করিয়াছেন তাহাতে ব্রজবাসিগণের প্রতি কোন প্রকার অন্যায়াচরণের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অতএব শ্রীশুকদেবোক্ত শ্লোকের 'তস্য' শব্দের উভয় প্রকার অন্বয় মানিয়া লইয়া বলিতে হয়—'তাঁহার' অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মায়া বা যোগমায়া কর্ত্তৃক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ 'তাঁহার' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীবৃন্দকে নিজ নিজ পত্নী ও নিজ নিজ পার্শ্বস্থিতা মনে করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ব্রজগোপীগণ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী সে বিষয়ে শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব শ্রুতিবচন যাহাতে নিরর্থক না হয় তজ্জন্য একই 'তস্য' (তাঁহার)—এই শব্দের দুইবার আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। বৈদিক বিধিবাক্যেরও অর্থ করিবার সময় এইরূপ আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। যেমন—"বস্ত্রখণ্ড ও কুশের দ্বারা সোমপাত্র গ্রহ সজ্জার্জ্জনা করিবে"—এই বিধিবাক্য অনুসারে যতগুলি গ্রহপাত্র আছে ততগুলি পাত্রের উদ্দেশ্যে সম্মার্জ্জনের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতে হইবে। সেইরূপ এখানেও আবৃত্তি করা হইয়াছে।

অতএব শ্লোকস্থ 'তস্য' শব্দের দ্বিবিধ অন্বয়ভেদ প্রদর্শিত হইল। প্রথম অন্বয়ভেদের অভিপ্রায় এই যে, যোগমায়াকল্পিত অন্যান্য গোপরমণীর সহিতই ব্রজবাসিগণের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছিল; তাহা না হইলে কেনই বা তাঁহারা তাঁহাদিগকে পত্নী বলিয়া জ্ঞান করিবেন? কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণের সহিত তাঁহাদের বস্তুতঃ কোন বিবাহ হয় নাই। বিশেষতঃ মায়াকর্ত্তৃক সুরক্ষিত ও মোহিত ব্রজরমণীগণের তদানীন্তন সেই বৃত্তান্ত গোপবৃন্দের পরিজ্ঞাত ছিল না। আর অন্যত্র শুনিলেও উহা তাঁহাদের রুচিকর হইত না। কেবল বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিনী যোগমায়া কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণেরই মাধুর্য্য প্রেমবৈচিত্রী খ্যাপনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মোহিত করা হইয়াছিল এবং যোগমায়া প্রভাবে মোহিত ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণকে স্ব স্ব পত্নী ও স্ব স্ব পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া মনে করিতেন! ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণকেই নিজ নিজ পত্নী বলিয়া মনে করিতেন এই মাত্র, বস্তুতঃ কিন্তু তাঁহারা ব্রজবাসিগণের পত্নী ছিলেন না।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীবৃন্দের সহিত ব্রজবাসিগণের যেমন বাস্তব বিবাহ সংঘটিত হয় নাই তদ্রূপ সেই নিত্যপ্রেয়সীগণের হৃদয়ে ব্রজবাসিবৃন্দের প্রতি কোনপ্রকার মানসিক পতিভাবও বিদ্যমান ছিল না। অতএব ব্রজবাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশের কোন কারণই ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ নিজ পত্নীবৃন্দের সহিত লীলাবিলাস করিবেন ইহাতে গুণ ব্যতীত দোষ কি আছে? অতএব ব্রজবাসী বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেই গুণেও দোষারোপ করেন নাই। শ্লোকের অসূয়া শব্দের অর্থ হইতেছে—'গুণে দোষারোপ করা' এবং ইহাও উল্লেখযোগ্য যে "ঈর্ষ্যা করিলেন না"—এইরূপ কোন উক্তি বর্ত্তমান শ্লোকে নাই।

আবার দ্বিতীয় অন্বয়ভেদের তাৎপর্য্য হইতেছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার নিমিত্ত ব্রজগোপীবৃন্দকে আকর্ষণ করিলে যোগমায়াকল্পিত রমণীগণ সেই সেই গোপরমণীবৃন্দের প্রতিনিধিরূপে সেই সেই গোপগণের নিকটে বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ পত্নীভাব অনুক্ষণই বিদ্যমান ছিল। মায়াকল্পিত রমণীগণকে স্বপার্শ্বস্থ ও নিজ পত্নী মনে করায় কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের দোষদৃষ্টি করিবার কোন অবসরই থাকিতে পারে নাই। যদিও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষদৃষ্টি করিবার কারণ ইহাতে নাই, তথাপি ব্রজরমণীগণের প্রতি যদি কখনও পত্নীভাব আচরিত হয় এবং এক শয্যায় পতিসহ তাঁহাদের অবস্থিতি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলেও অন্যবিধ মহদ্দোষ উপস্থিত হয় এবং সেই মহদ্দোষশঙ্কা পরিহার করিবার নিমিত্তই দ্বিতীয় অন্বয়ভেদে বলা হইয়াছে—ব্রজবাসিগণ উহাদিগকে যে স্বপার্শ্বস্থ মনে করিয়াছিলেন এবং উহাদিগকে যে নিজ নিজ বিবাহিত পত্নী মনে করিয়াছিলেন উহা প্রতীতি মাত্র এবং সেইরূপ প্রতীতি করায় যোগমায়া কর্ত্তৃক ব্রজবাসিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতারিতই হইয়াছিলেন।

অতএব রাসরসবিহারীর সহিত নিত্যপ্রেয়সী গোপিকাবৃন্দের যে মিলনবিলাস উহা পরম পবিত্র ও বিশুদ্ধিময়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইতঃপূর্ব্বে দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে গোপরমণীবৃন্দের প্রতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীব্রজরমণীগণের সহিত তাঁহার যে মিলন উহা নির্দ্দোষ, অতএব তত্ত্ববিচারে উহাতে পরদারসম্পর্কাদি দোষ হইতে পারে না। গর্গাচার্য্যের বাক্যেও এই পবিত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির মাহাত্ম্যখ্যাপনে কথিত হইয়াছে—

য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
নারায়োঽভিভবন্ত্যেতান বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৮।১৩)

'যে মানব সকল এই মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন—বিষ্ণুপক্ষাশ্রিত জনকে অসুরগণ যেরূপ অভিভূত করিতে পারে না সেইরূপ শত্রুগণ তাঁহাদিগের অভিভব সাধন করিতে পারে না।'

অতএব ব্রজগোপীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী, কেবল ব্রজবাসী জনগণ ভ্রমবশতঃ তাঁহাদের মায়াকল্পিত ছায়ামূর্ত্তিকে নিজ নিজ পত্নী মনে করিয়াছিলেন মাত্র। ব্রজগোপীগণের পরবধূত্ব যে মায়িক, এবং বস্তুতঃ তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের কান্তা তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার বচন উল্লেখযোগ্য—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্॥
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫৬)

(বৃন্দাবনে) শ্রীকৃষ্ণকান্তা রমণীগণ সকলেই লক্ষ্মী এবং তাঁহাদের দয়িত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তথাকার বৃক্ষসমূহ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, বারি অমৃতরূপ, সহজ কথাই সেখানে সুললিত গীত, এবং সহজ গতিভঙ্গীই সেখানে নৃত্যকলাস্বরূপ, বংশী প্রিয়সখী, সেখানকার চিদানন্দই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্র সূর্য্য এবং এই চিদানন্দ পরম আস্বাদনের সামগ্রী।

উপরিধৃত "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ" প্রভৃতি শ্লোকের ভাব অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়—

পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবনধাম॥
চিন্তামণিময়ভূমি রত্নের ভবন। চিন্তামণিগণদাসী চরণ ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন। পুষ্পফল বিনা কেহো না মাগে অন্য ধন॥
সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্যগীত। সহজ গমন করে নিত্য পরতীত॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান। চিদানন্দজ্যোতিঃ স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান॥
লক্ষ্মী যিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ। কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রেমসখীকাজ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।১৪।২০৭—১৩)

যাহা হউক, রাসরসবিহারী ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শারদপূর্ণিমায় রাসস্থলীতে সমবেত হইয়া রাসরতিবিলাস মানসে অব্যক্তমধুর যে বেণুধ্বনি করিয়াছিলেন, উহা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণ উন্মাদিনীর ন্যায় হতবিবেকা হইয়া পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয় বন্ধুগণের নিষেধ না মানিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহাদের পতিন্মন্য গোপগণ ও মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে যে গৃহের বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—এবং "তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ" এই ১০।২৯।৭ শ্লোকে তাহার যে বিবরণ দৃষ্ট হয়—তৎপ্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে যে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকৃত আকর্ষণের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন কি ছিলেন না। বাস্তবিক যদি শ্রীকৃষ্ণকৃত আকর্ষণ তাঁহারা জানিতে না পারেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে না। সেরূপ স্থলে অসূয়াসম্ভাবনার প্রাপ্তিপ্রসঙ্গ না থাকায় তাহার স্খালনের কোন প্রয়োজন নাই। আবার যদি বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণকৃত আকর্ষণ তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন—তাহা হইলে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমনোদ্যতা পত্নীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিত দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের পক্ষে ধারণা করা স্বাভাবিক যে তাঁহাদের পত্নীগণ তাঁহাদের নিষেধ বাক্য প্রতিপালন করিয়াছেন। সেরূপ স্থলে অবশ্য ব্রজবাসিগণ তাঁহাদের পত্নীবৃন্দের প্রতি অসূয়া করিতে পারেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকৃত আকর্ষণের জ্ঞান থাকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের অসূয়া হওয়া খুবই স্বাভাবিক হইত। তবে উহাতে আর একটি দোষ হইত। গোপরমণীগণ তাঁহাদের স্বামীর পার্শ্বেই যে অবস্থিত রহিয়াছেন—এইরূপ সিদ্ধান্তের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিষেধ বচনের আক্ষরিক সঙ্গতি ব্যাহত হইত। অতএব বলিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণ যে বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্রজগোপীগণকে তাঁহার আকর্ষণীবংশীর কলস্বরে আকর্ষণ করিতেছেন—ইহা ব্রজবাসিগণ জানিতেন না। বংশীধ্বনির সেই শ্লোকেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে—"জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্"—সেই অব্যক্তমধুর বেণুগীত বামনয়না ব্রজগোপী-গণের মনোহারী। নিখিলবিদ্যাধর শ্রীকৃষ্ণের সেই বংশীরব বিদ্যাবিশেষের পরিচায়ক। উহার সঙ্গীত কেবল বাম-নয়না গোপীবৃন্দেরই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। যদি রাসরসবিহারীর সেই সঙ্গীত সকল ব্রজবাসিগণের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইত, তাহা হইলে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিকালে শয়নগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সহসা রজনীযোগে বিদূর নির্জ্জন বনে কেন গিয়াছেন—ইহা ভাবিয়া তাঁহার বাৎসল্যময়ী মা যশোদা ও পিতা নন্দ বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইতেন এবং তাঁহারাও পুত্রের অনুসরণে সেই রাসস্থলীতে উপস্থিত হইতেন।

অবশ্য ইহাও সত্য যে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বাভাবিক মাধুর্য্যগুণে সকলকেই পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ব্রজবাসিগণ ইহার বহু প্রমাণই পাইয়াছেন। অতএব যদিও বিদ্যাবিশেষময় বেণুগীতের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকৃত আকর্ষণের বিষয় ব্রজবাসিগণ জানিতে পারেন নাই, তথাপি রাত্রিকালে সহসা গমনোদ্যতা তাঁহাদের বধূগণকে দেখিয়া অনুমান করিতে পারেন যে ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই কার্য্য। কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্যগুণে সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন। অতএব যদি তাঁহারা অনুমান পূর্ব্বক জানিতে পারিতেন যে, তাঁহাদের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণবংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া আজ এই পূর্ণচন্দ্রোদ্ভাসিতা শারদরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের অনবদ্য রূপ দর্শন করিবার জন্য গমনোদ্যতা হইয়াছেন এবং রাত্রিকাল বিধায় অযথা রমণীগণের পক্ষে এইরূপে নিজ নিজ গৃহের বাহির হওয়া অসঙ্গত মনে করিয়াই যখন তাঁহারা গমনোদ্যতা পত্নীগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন—তাহা হইলে নিষেধ বচনের সার্থকতা না হয় মানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু তথাপি নিষেধলঙ্ঘনকারিণী ব্রজগোপীগণ সারারাত্রি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছিলেন, ইহা ভাবিয়া ব্রজবাসী গোপগণের তাঁহাদের পত্নীবৃন্দের প্রতি ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়াভাবের উদয় হইত। ব্রজবাসী জন বলিয়া পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহারা যে অসূয়া করেন না—তাহা মানিয়া লইলেও বলিতে হইত--অসূয়া না হৌক, অন্ততঃ অসূয়াভাস তো হইতই। তাঁহাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিত—আমরা যাঁহাকে ব্রজবাসী বলিয়া এতো ভালবাসি,—আমাদের প্রাণপ্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অবলা বধূদিগকে রাত্রিকালে বংশীনাদে আকর্ষণ করিয়া সমস্ত রাত্রি পরস্ত্রী জানিয়াও তাঁহার নিজ নিকটে অবস্থান অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাতে লোকধর্ম্ম মর্য্যাদার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে শাস্ত্র ও সমাজ নিন্দিত গর্হিত আচরণ করিতে সাহসী হইয়াছেন—ইহা ভাবিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসিগণের ভবিষ্যৎ কল্যাণ চিন্তাই কোপের ভাণে পরিণত হইত, ফলে তাঁহার প্রতি অসূয়াভাস তো হইতই—অধিকন্তু নিজ নিজ বধূগণের প্রতিও স্পষ্ট কোপ বা অসূয়াই হইত। এই জন্যই বর্ত্তমান শ্লোকে বলিলেন যে ঐরূপ সম্ভাবিত অসূয়া বা অসূয়াভাস ব্রজবাসি জনগণের মনে উদিত হয় নাই,—কারণ যোগমায়ায় মোহিত হইয়া গোপীগণকে তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ পার্শ্বেই অবলোকন করিয়াছিলেন,—সুতরাং কোন প্রকার কৃষ্ণকৃত স্বাভাবিক মাধুর্য্যগুণের আকর্ষণ জানিতে পারিলেও তাঁহাদের পত্নীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শ্বে বিদ্যমান দেখিয়া ব্রজবাসী জনগণ—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন প্রকার অসূয়াভাসই করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজগোপীবৃন্দের সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই যে রাসলীলাবিলাস, উহাতে যে কাহারও অসূয়া, মাৎসর্য্য বা রোষ নিপতিত হয় নাই সে বিষয়ে পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডেও প্রমাণ দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বিষ্ণু যুগান্তরগত নিজপ্রেয়সীবৃন্দের জনক গোপবৃন্দের প্রতি বরদান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

যদা নন্দপ্রভৃতয় অবতারং ধরাতলে। করিষ্যন্তি তদা চাহং বসিষ্যে তেষু মধ্যতঃ॥
যুষ্মাকং কন্যকাঃ সর্ব্বা রমিষ্যন্তে ময়া সহ। তত্র দোষো ন ভবিতা ন রোষো ন চ মৎসরঃ॥
(পদ্মপুরাণম্—সৃষ্টিখণ্ডে)

'যে সময়ে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন, আমি সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে বাস করিব। তৎকালে আপনাদের কন্যাগণ আমার সহিত ক্রীড়া করিবে—তাহাতে দোষ, রোষ, মাৎসর্য্য কিছুই থাকিবে না।'

ব্রজবাসিগণ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া বুদ্ধি পোষণ করেন নাই তাহার যে আরও একটা যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে ইহা প্রথমেই বলা হইয়াছে। তাঁহারা যে মায়ামোহিত হইয়া অসূয়া করেন নহে—এই প্রকার সিদ্ধান্ত না করিয়া বরং বলা উচিত যে ব্রজবাসী বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের অসূয়াভাস ছিল না। কারণ স্বরূপতঃই যাহা সিদ্ধ হয় না—উপাধি স্বীকারে সেরূপ সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা স্বীকার অনাবশ্যক। কথাটাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়—ব্রজবাসীমাত্রে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত—ইহাই তাঁহাদের স্বরূপ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের অসূয়াভাবের অভাব সিদ্ধ হয়। স্বরূপবশতঃ যদি উহা সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে মায়ামোহরূপ বাহিরের একটা গুণ বা উপাধি আরোপ করিয়া উহা স্বীকার করা অনাবশ্যক। এই কারণে ব্রজবাসী বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের অসূয়াভাব উদিত হয় নাই—এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অন্যথা মায়ামোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসিগণ অসূয়া করেন নাই—এই কথা বলিলে আর একটী দোষ উপস্থিত হয়। কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকে যে অসূয়া করে তাহারা তো মায়ামোহিত হইয়াই অসূয়া করে। বরং যখন তাহারা মায়ামোহিত হয় না তখনই তাহারা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। অতএব মায়ামোহিত হইলে তো অসূয়া করাই স্বাভাবিক। সেরূপ স্থলে মায়ামোহিত বলিয়াই তাঁহারা অসূয়া করেন নাই,—এইরূপ বলাতে বিরুদ্ধ কথাই বলা হয়। এই কারণেই বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যায় অন্বয়ক্রম অনুসারে 'মোহিত' পদের সঙ্গতি শ্লোকের অন্য অংশের সহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ অন্বয়ক্রমে ইহাই বলা হইয়াছে—'ব্রজবাসিজনগণ কৃষ্ণের প্রতি কোনদিনই নিশ্চিত কোন প্রকার অসূয়া করেন নাই—কারণ তাঁহারা ব্রজবাসী, এবং তাঁহারা তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) পত্নীগণকে নিজ নিজ পত্নী এবং নিজ নিজ পার্শ্বস্থিত বলিয়া মনে করিলেন'।

'মোহিত' পদের সহিত শ্লোকের অন্য অংশের এইরূপ অন্বয়ক্রম স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত বিরোধ পরিহৃত হয় এবং উহাতে প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়। ব্রজবাসিজনগণ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিমান্, কোনদিনই তাঁহারা তাঁহার প্রতি অসূয়া করেন নাই—এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে সকল বিরোধের মীমাংসা হয়। অন্যথায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অসামঞ্জস্য সম্ভাবনায় নানাপ্রকার তর্কজালে বিজড়িত হইতে হয়; যেমন ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকৃত আকর্ষণ জানিতেন কিনা? জানাই বা তাঁহাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব? আবার শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বরূপ-মাধুর্য্য-গুণে সকলকেই আকর্ষণ করেন এইকথা মনে করিয়া গমনোদ্যতা ব্রজগোপীগণকে যদি তাঁহারা নিবারিত করিয়া থাকেন এবং তৎসত্ত্বেও সারারাত্রি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বধূগণকে নিজ সমীপে অবস্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে অনুমোদন করিয়াছিলেন, ইহা বিশেষ অন্যায় মনে করিয়া অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহারা মঙ্গল চিন্তা বশতঃ রোষাভাস বা অসূয়াভাস প্রকাশ করিতে পারেন—এই যে বিবিধ পূর্ব্বোক্ত তর্কজাল রচিত হইয়াছে সে সকলের সমাধান বড়ই কষ্টকল্পিত হইয়া পড়ে। অতএব পূর্ব্বোক্ত মত অপেক্ষা এই সমাধানই যুক্তিসঙ্গত যে ব্রজবাসী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের অসূয়াভাস কোন কালেই উদিত হয় নাই এবং শ্রীকৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহারা গোপীদিগকে নিজ নিজ পার্শ্বস্থিতা বলিয়া এবং নিজ নিজ পত্নী বলিয় মনে করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত মত স্বীকার না করার অনুকূলে ব্যাকরণ গত অসঙ্গতিও প্রণিধান যোগ্য। 'মায়য়া মোহিতাঃ' —অর্থাৎ মায়া কর্ত্তৃক মোহিত—এই বাক্যে 'মায়য়া' পদে কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মত মানিয়া লইলেই ক্রিয়াপদের সহিত 'মায়য়া' (মায়াদ্বারা)—এই পদের করণরূপে তৃতীয়া বিভক্তি এইরূপ অর্থ মানিয়া লইতে হয়—এবং 'মায়য়া' পদে করণ কারক স্বীকার করিলে 'মোহিত'—এই কর্ম্মবাচ্যবোধক পদে কর্ত্তৃকারকের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। তাহা হইলে 'তস্য' এই পদকে 'তেন,—এই কর্ম্মবাচ্যগত কর্ত্তৃকারকরূপে ব্যবহার করা উচিত ছিল। তাহা হইলে বাক্যটি এইরূপ দাঁড়াইত—'তেন' (তৎকর্ত্তৃক) 'মায়য়া' (মায়া দ্বারা) 'মোহিতাঃ' (মোহিত হইয়া) 'ব্রজৌকসঃ (ব্রজবাসিগণ) 'কৃষ্ণায়' (কৃষ্ণের প্রতি) 'নাসূয়ন্' (অসূয়া করেন নাই)। কিন্তু বাক্যটি এইরূপ দৃষ্ট হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে 'মায়য়া' অর্থাৎ মায়াকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া তাঁহারা নিজ নিজ পার্শ্বে পত্নীবৃন্দকে অবস্থিত ও নিজ নিজ পত্নী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া তাঁহারা কোনদিনই করেন না—কারণ তাঁহারা ব্রজবাসী, ইহাই সিদ্ধান্ত। বস্তুতঃ অসূয়া না করার সহিত মায়ামোহিতরূপ হেতুর কোনও যোগ নাই ; বাক্যের পরবর্ত্তী অংশের সহিত উহার যোগ। ইহাই অন্বয়ক্রমে ব্যাখ্যা এবং পাঠক্রম অপেক্ষা অন্বয়ক্রম ব্যাখ্যাই বিশেষ গ্রাহ্য।

তবে এস্থলে বক্তব্য এই—মায়া বা যোগমায়াকে কর্ত্তৃকারকরূপে নির্দ্দেশ করায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা ব্যতিরেকেও সুদক্ষ রাজপ্রতিনিধির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণলীলাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভগবল্লীলা-ক্রম অনুসারে উৎকৃষ্ট বিলাসরসভাবে মণ্ডিত করাইতেন। এই জন্যই যোগমায়ায় কর্ত্তৃত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং রাসলীলার প্রারম্ভ শ্লোকেও বলা হইয়াছে—"যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ"। অবশ্য ইহাতে যোগমায়ার প্রতি প্রাধান্য আরোপ করিলেও মনে রাখিতে হইবে যে যোগমায়া শ্রীভগবানেরই শক্তি। বর্ত্তমান শ্লোকেও তাঁহাকে 'তস্য মায়া' বা শ্রীকৃষ্ণের মায়া বলিয়া নিরূপিত করা হইয়াছে। রাজার পরিচারিকার ন্যায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা। কোনও রাজা রাজকার্য্যে পরিশ্রান্ত হইলে রাজার প্রেরণা বা আদেশ ব্যতিরেকেও সুদক্ষা পরিচারিকা যদি তাঁহার পাদসম্বাহনাদি দ্বারা তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ করিয়া দেন এবং প্রত্যূষে যথাকালে রাজার নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া দেন, তাহা হইলে উক্ত পরিচারিকা (দাসী) রাজাকে নিদ্রিত ও জাগ্রত করিল বলিয়া সে কি রাজা অপেক্ষা বড় বা রাজার নিয়ন্ত্রী হইতে পারে ? এখানেও তদ্রূপ যোগমায়ার প্রতি কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিলেও যোগমায়া লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের অশেষ মাধুর্য্য সম্পাদিকা পরিচারিকা মাত্র।

অবশ্য 'তস্য' শব্দটীকে পক্ষান্তরে 'দারান্' শব্দের সহিত যোগ করা হইয়াছে। মায়া বা যোগমায়ার প্রতি যখন প্রাধান্য আরোপ করা হইয়াছে এবং সুদক্ষ রাজপ্রতিনিধির ন্যায় যখন যোগমায়া আপনা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ব্যতিরেকেই পূর্ব্বপূর্ব্বানুভূত লীলা বৈশিষ্ট্যের ক্রম অনুসারে লীলার সর্ব্বোৎকর্ষ ও পারিপাট্য বিধানে যত্নবতী হইতে পারেন, তখন 'তস্য' শব্দটিকেও মায়ার সহিত যোগ না করিয়া 'দারান্' শব্দের সহিত যোগ করা ও তদনুসারে স্বকীয়াত্ব প্রতিপাদন করার সার্থকতা রহিয়াছে। ব্রজবাসিগণ যোগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়াকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া তাঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণকে ভ্রমক্রমে নিজ পত্নী ও নিজ নিকটস্থ মনে করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে ব্রজগোপীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা মাত্র, মায়ামোহিত হইয়া ব্রজগোপগণ উহাদিগকেই নিজ নিজ পত্নী বলিয়া মনে করিতেন। অতএব 'দারান্'—এই পরবর্ত্তী পদের সহিত 'তস্য' পদের যোজন করিলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের ঔপপত্য, গোপাঙ্গনা-দিগের পরপুরুষসহ রাত্রিকালে বাস, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসিগণের রোষাভাস বা অসূয়াভাস ও অন্যান্য নানাবিধ অসামঞ্জস্য দোষের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণকে মায়া কর্ত্তৃক মোহিত ব্রজবাসিগণ নিজ নিজ পত্নী বলিয়া এবং স্বপার্শ্বস্থ বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ যে সময় তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিতে পারেন নাই অর্থাৎ যখন তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকিতে হইয়াছিল সেই সময়েও ব্রজবাসিগণ মায়াকল্পিত গোপী-প্রতিকৃতির সঙ্গে অভেদভাব অনুভব করিয়াছিলেন—কারণ তাঁহারা যোগমায়া কর্ত্তৃক মোহিত। এইরূপ হইবার কারণ এই যে পতিব্রতা রমণীগণের মাহাত্ম্য কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না। বিশেষ করিয়া ব্রজগোপীগণ জগদীশ্বর শ্রীভগবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন—অতএব তাঁহাদের মর্য্যাদা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্য ব্রজগোপগণ মায়ামোহিত হইয়া ভ্রমক্রমে মায়াকল্পিত গোপীপ্রতিকৃতিকে নিজ পত্নী বলিয়া মনে করিতেন মাত্র।

পাতিব্রত্য মর্য্যাদা রক্ষার্থে যেমন ভগবৎপতিব্রতা ব্রজগোপীগণের মায়াকল্পিত গোপীপ্রতিকৃতি রচিত হইয়াছিল, সেইরূপ পতিব্রতা জনকনন্দিনী সীতার প্রতিকৃতিস্বরূপা মায়াসীতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কূর্ম্ম পুরাণের উত্তরভাগ ৩২ অধ্যায়ের অন্তভাগে কথিত আছে—জনকনন্দিনী সীতা লোকশিক্ষার্থ এবং সতী রমণীর অবশ্য প্রতিপাল্য পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরম কর্ত্তব্য বোধে রাজগৃহের সুখৈশ্বর্য্য উপেক্ষা করিয়া পরম গুরু পতিদেবতার সহিত ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হইয়া শ্বাপদ প্রভৃতি হিংস্রজন্তু-সমাকুল দৈত্যদানবোপদ্রুত গহন পঞ্চবটী বনে রামানুজ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সযত্নরচিত পর্ণপত্রঘেরা কুটীরে নন্দনকানন-সুখ অনুভব করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে দিগ্বিজয়ী দুর্দ্দান্ত রাক্ষসাধিপ রাবণ রাঘবপত্নী সীতা দেবীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া মায়া বিস্তার পূর্ব্বক তেজস্বী অথচ বিমোহন ঋষিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সীতাহরণ অভিপ্রায়ে কুটীরের নিকটে সমাগত হইলেন। সীতাদেবীর নিকটে রাক্ষসের সেই অন্যায্য গূঢ় অভিপ্রায় অপ্রকাশ রহিল না। কুটীরে একাকিনী আসীনা পতিপরায়ণা সীতাদেবী তখন রাক্ষসের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশ্বপাবন ভগবান্ পাবকের আরাধনা করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা স্ত্রী হেলা করিয়াও যাহা উচ্চারণ করেন তাহাও দেবতাগণ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। অতএব পতিব্রতা-শিরোমণি সীতাদেবীর বিপৎকালে তাঁহার আর্ত্ত নিবেদনে বিশ্বপাবন পাবকেও যে অবিলম্বে সাড়া দিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি সীতাদেবীকে আপন অভ্যন্তরে লুক্কায়িত করিয়া বাহিরে সীতাদেবীর মায়াময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করিতে আসিয়া সীতাদেবীর মায়াময়ী প্রতিমূর্ত্তি হরণ করিল, আর সেই মায়াসীতাহরণ করিয়া দিগ্বিজয়ী রাক্ষস রামচন্দ্রের হস্তে সবংশে নিহত হইলেন। পরে অগ্নি পরীক্ষার সময়ে বিশ্বপাবক অগ্নিদেব বাস্তব সীতাদেবীকে পুনরায় ফিরাইয়া দিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার পতিব্রতা শিরোমণি ধর্ম্মপত্নী সীতাদেবী সহকারে এবং অনুজ লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঐ গার্হপত্য অগ্নিদেব যেরূপ পতিপরায়ণা সীতাদেবীকে মায়াবলে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ যোগমায়া কৃষ্ণপত্নীগণকে মায়াবলে ব্রজবাসিগণের নিকটে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাই বৈষ্ণবতোষণীর সিদ্ধান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যায় যে সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইল উহাতে ব্রজগোপীদিগকে স্বকীয়া কান্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তবে যোগমায়া কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া ব্রজগোপগণ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদিগকে শ্রীকৃষ্ণপত্নী বলিয়া জানিতে পারেন নাই—তাঁহারা উহাদিগকে নিজ নিজ পত্নী বলিয়া মনে করিতেন এবং রাসস্থলীতে যখন গোপীগণ বিহার করিতে চলিয়া গেলেন তখন মায়াকল্পিত গোপীগণকে ব্রজগোপগণ নিজ নিজ পার্শ্বে বিদ্যমানা বলিয়া মনে করিলেন। মায়াগোপী নিজ নিজ পতির শয্যায় শয়ান রহিলেন এবং চিদ্‌গোপীগণ রাসমণ্ডলে রাসরসিকেশ্বর চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহের সহিত রাসক্রীড়া করিলেন। অবশ্য বৈষ্ণব-তোষণীকারের মতে স্বকীয়া সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেও পূর্ব্বাপর বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে কষ্ট-কল্পনার হাত এড়ান যায় না। যে ভাবেই হউক, লীলারসের সামঞ্জস্য বিধানে যোগমায়ার বৈভব স্বীকারের যে প্রয়োজন রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের পরম মাধুর্য্যময়ী রাসলীলার প্রেমবিলাস যাহাতে সকল দিক্ দিয়া পরিপূর্ণ হয় এবং কোন দিক্ দিয়া উহার কিছুমাত্র অঙ্গহানি না হয়—অথচ রাগানুগা ভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্বে খ্যাপিত হয়—এই নিমিত্তই শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি যোগমায়া সকল ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করেন। এমন কি, অনেক সময়ে প্রেমমুগ্ধ শ্রীভগবানের অজ্ঞাতসারে প্রেমলীলার পরিপাটি বিধানে যোগমায়া আপনা হইতেই তাঁহার ক্রিয়াশক্তির বিলাস দেখাইয়া থাকেন। এই প্রেমলীলাকে সুসমঞ্জস করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার সকল চেষ্টা, ও শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্য প্রেয়সীবৃন্দের মধ্যে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে যে ঔপপত্যভাব সংঘটিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণ শৃঙ্গার রসাস্বাদনের সুযোগ দিয়াছিল এবং অন্যদিকে কুল শীল ধর্ম্ম ও পাতিব্রত্য ত্যাগেও যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানুরাগের সর্ব্বস্বপণ নিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছিল—উহা যে যোগমায়ার শক্তিপ্রভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীভগবানের উক্তিই প্রমাণ দেয়—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

স্বকীয়া ও পরকীয়া লইয়া ইতঃপূর্ব্বে আমরা যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। অপ্রকটলীলায় পরকীয়া ও স্বকীয়া লইয়া ততখানি মতভেদ না থাকিলেও কিছু না কিছু মতবৈষম্য আছেই। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—প্রকটলীলায় অবতারকালে পরকীয়াত্বের সম্বন্ধ মায়াকল্পিত—উহা মায়িক বা প্রতীতি মাত্র। বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যা হইতেও ইহা জানা যায় যে পরকীয়া সম্বন্ধ প্রতীতিমাত্র—উহা কেবল লীলাপুষ্টির নিমিত্ত যোগমায়ার প্রভাববশে সম্ভাবিত হইয়াছে।

কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নিত্যপরকীয়াত্ব স্থাপিত করিয়াছেন এবং প্রকট-লীলার ঔপপত্যমূলক রতিবিলাসকে অবাস্তব বা মায়াপ্রবঞ্চনা বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত রাসলীলাবৃত্তান্তের আক্ষরিক ও ভাষাগত বিবরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ইহা নিঃসংশয় প্রতিপাদিত হইবে যে প্রেমশিরোমণি ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের প্রণারাম শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি যে সর্ব্বস্বপণ ও সর্ব্ববিস্মারণ প্রেমের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন—উহাতে গৃহধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, পরলোকধর্ম্ম, এমন কি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিতেও তাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রাসলীলার আদি, মধ্য ও অবসানে কোথাও মায়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যায়িত অবাস্তব পরকীয়ার সম্পর্ক নাই। যদি উহা মায়াপ্রত্যায়িতই হইবে তাহা হইলে ব্রজাঙ্গনাগণ যখন পতি ও পিতৃগণের বাধা তুচ্ছ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য এ কথা কেন বলিবেন—'হে ব্রজসুন্দরীগণ! তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ তোমাদিগকে গৃহে না দেখিয়া ব্যাকুল অন্তঃকরণে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছেন—সেই আত্মীয়গণের মনে শঙ্কা উৎপাদন করিও না'—(শ্রীমদ্ভাগতম ১০।২৯।২০)। যদি মায়াগোপীগণ ব্রজগোপবৃন্দের শয্যাতে রহিয়াই গেলেন, আর যথার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী স্বকীয়া কান্তাগণ চিদ্‌গোপীরূপে শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীত হইলেন—তাহা হইলে কেনই বা ভগবান্ পাতিব্রত্যধর্ম্মের উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিবেন? কেনই বা বলিবেন - "জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতম্)। আবার শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা ব্রজললনাগণই বা আকুল ক্রন্দনে কেন বলিবেন—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্‌গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩১।১৫)

'হে অচ্যুত! তোমার সমুচ্চ বংশীগীত শ্রবণে বিমোহিত হইয়া আমাদের পতি, পুত্র, ভ্রাতা, বান্ধব এমন কি কুল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে উপনীত হইয়াছি তাহা তুমি জান। কিন্তু হে শঠ! তুমি ভিন্ন আর এমন করিয়া রাত্রিকালে সমাগতা রমণীগণকে কে এমন ভাবে পরিত্যাগ করে?'

শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা ব্রজাঙ্গনাগণের আকুল ক্রন্দনে ভগবান্ যখন আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না তখন সাক্ষান্মন্মথমন্মথরূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'হে অবলাগণ! তোমরা অবলা হইলেও আমারই জন্য লোকাচার আত্মীয় স্বজন সব জলাঞ্জলি দিয়াছ। আমি কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি? কেবল তোমাদের অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত আমি অদৃশ্যভাবে মাত্র আত্মগোপন করিয়াছিলাম। সত্যই তোমরা আমার পরমপ্রীতির পাত্র (শ্রীমভাগবতম্ ১০।৩২।২২)। শ্রীভগবানের মুখোচ্চারিত এই স্পষ্ট বাণীও ঔপপত্যময় প্রেমেরই অবিসংবাদী প্রমাণ ঘোষণা করে। 'ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাম্'—এই প্রেমঋণ ঘোষণায় ভগবান্ যে ব্রজগোপীগণের জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহাতে ঔপপত্যময় প্রেমপ্রবাহের মাহাত্ম্যেই ব্রজগোপীগণের গৌরব স্বীকৃত হইয়াছে। পরকীয়া সম্বন্ধ যদি অবাস্তব বা মায়াপ্রতীতি মাত্র হইত, তাহা হইলে শ্রীশুকদেব পরদারাভিমর্ষণ শঙ্কা এড়াইবার নিমিত্ত এক কথায় সকল প্রশ্ন উড়াইয়া দিতে পারিতেন,—বলিতে পারিতেন—উহা প্রতীতি মাত্র ও বস্তুতঃ সত্য নহে। কিন্তু তাহা না বলিয়া এতগুলি শ্লোকে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব এত কথার অবতারণা করিয়া দোষসম্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

বর্ত্তমান শ্লোকের ব্যখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তৎকৃত সারার্থদর্শিনী টীকায় পূর্ব্বাপর যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ—

নন্বেবং সর্ব্বাস্বেব নিশাসু গোপস্ত্রীভিঃ সহ বিহরতি ভগবতি তাসাং পতয়শ্চ শ্বশ্রাদয়ঃ স্বস্বগৃহেষু তাঃ স্ববধূরদৃষ্ট্বা ভগবতে তস্মৈ কথং নাকুপ্যংস্তত্রাহ—নেতি। মায়য়া যোগমায়য়ৈব ন তু বহিরঙ্গমায়য়া ভগবৎ পরিবারেষু তস্যা অধিকারাভাবাৎ তন্মোহিতানাঞ্চ ভগবদ্বৈমুখ্যস্যাবশ্যম্ভাবাৎ। তেষাং গোপনাস্ত ভগবদ্বৈমুখ্যমাত্রাদর্শনাৎ। তথা মোহনঞ্চ গোপীষু কৃষ্ণমভিস্তবতীষু তাদৃশীস্তাবতীরেব গোপীঃ সৃষ্ট্বা তান্ দর্শয়িত্বেব। অতঃ স্বান্ স্বান্ দারান্ স্বপার্শ্বস্থানেব মন্যমানাঃ। যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ—'মায়াকল্পিততাদৃক্‌স্ত্রীশীলনেনানু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থয়ভিঃ। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ" ইতি। ততশ্চ যোগমায়য়াশ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিত্বাৎ তৎকার্য্যানামপি নিত্যসত্যৌচিত্যাৎ সর্ব্বমায়িক-প্রপঞ্চনাশেঽপি তেষাং পার্শ্বস্থদারাণাং তেষু স্বস্বভার্য্যাভিমানস্য চ নিত্যসত্যত্বমেব মন্যমানা ইত্যভিমানমাত্রং, ন তু যোগমায়াকল্পিতানামপি তাসাং পতিভিঃ সহ সম্ভোগ ইতি। তদাকারতুল্যাকারাণামন্যসংভুক্তত্বস্যানৌচিত্যাৎ, অতএব স্বপার্শ্বস্থানিতি তু স্বতল্লস্থানিত্যুক্তম্। তচ্চ সমাধানং যোগমায়য়ৈব। তৎপতীনাং তাসু কামভাবানুৎপাদন কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীভগবৎপার্শ্বাৎ স্বস্বগৃহং প্রতি গোপীনামাগমনসময়ে মায়িকগোপীনাং মায়য়ৈবান্তর্দ্ধানমপি জ্ঞেয়ম্।

(শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত-সারার্থদর্শিনী)

—অর্থাৎ গোপবধূগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নির্ব্বাধে রাসক্রীড়া করিলেন, কিন্তু উহাতে যে অনর্থ সম্ভাবনা রহিয়াছে। গোপবধূগণের পতি এবং শ্বশ্রূ প্রভৃতি যথাক্রমে নিজ নিজ পত্নী বা পুত্রবধূগণকে নিজ নিজ পার্শ্বে বা গৃহে দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যাহাতে ক্রোধপরায়ণ না হন এই নিমিত্তই যোগমায়া সেই সেই গোপরমণীর অনুরূপ তত্তৎসংখ্যক গোপী সৃষ্টি করিয়া তত্তৎগোপীস্থানে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের পতি প্রভৃতিকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। শ্লোকোক্ত মায়াশব্দে যোগমায়াকেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু মায়া বলিতে বহিরঙ্গ মায়াকে বুঝাইবে না। কারণ বহিরঙ্গ মায়ার ভগবৎ-পরিবারের প্রতি প্রবেশাধিকার নাই। তদ্ব্যতীত উহা যে বহিরঙ্গ মায়া নহে তাহার আরও প্রমাণ আছে। কারণ বহিরঙ্গ মায়ায় যাহারা মোহিত হয় সেই সকল ব্যক্তিবর্গের ভগবদ্বৈমুখ্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গোপীগণের অণুমাত্রও ভগবদ্বৈমুখ্য দেখা যায় না—বরং তাঁহাদের ন্যায় ভগবন্মুখী আর কে রহিয়াছে? অতএব বুঝিতে হইবে যে ভগবানের চিচ্ছক্তিরূপা শক্তি যোগমায়াই এইরূপে ব্রজবাসিগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার উদ্দেশ্যে অভিসারে বহির্গত হইলেন—তখন যোগমায়া আপনার অবিচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে গোপাঙ্গনাবৃন্দের ছায়ারূপিনী গোপীবৃন্দ সৃষ্টি করিয়া তত্তৎস্থানে রাখিয়া দিয়া তাঁহাদের পতিসমূহকে মায়ামোহিত করিয়া রাখিলেন। অতএব ব্রজবাসিগণ স্ব স্ব পত্নীগণকে স্বপার্শ্বস্থ মনে করিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহারা অসূয়া প্রকাশ করেন নাই। ভক্তিরসশাস্ত্র উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়—

মায়াকল্পিত-তাদৃক্স্ত্রীশীলনেনানুসূয়ুভিঃ। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

—মায়াকল্পিত তাদৃশ স্ত্রীগণ দর্শনে মায়াকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া যে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন নাই—সেই তত্তৎপতিবৃন্দের সহিত সেই মায়াবলেই ব্রজদেবীগণের কদাপি সম্ভোগরূপ মিলন সম্ভব হয় নাই।'

উহা হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে যোগমায়া চিচ্ছক্তিবৃত্তি; সুতরাং তাঁহার কার্য্যকলাপও নিত্য সত্য। উহাকে প্রতীতি বা মনন মাত্র বলা যায় না। অতএব মায়িক প্রপঞ্চ সমূহের বিনাশ হইলেও ব্রজবাসিগণের পার্শ্বস্থ পত্নীগণের প্রতি যে স্ব স্ব ভার্য্যা-জ্ঞান—উহা নিত্য সত্য ও অবিনাশ্য। তবে তাঁহারা মায়াকল্পিত গোপীপ্রতিনিধি মায়াগোপীগণকে যে স্ব স্ব পত্নী মনে করিয়াছিলেন—উহা অভিমান মাত্র। কিন্তু যোগমায়াকল্পিত সেই রমণীগণেরও তত্তৎপতিবৃন্দের সহিত সম্ভোগ হয় নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীবৃন্দের যাঁহারা সর্ব্বাংশে প্রতিকৃতিস্বরূপা—সেই রমণীগণের অন্য সম্ভোগ অন্যায্য। অতএব মায়াকল্পিত রমণীগণ যে স্বপার্শ্বস্থ ছিল বলিয়া ব্রজবাসিগণ মনে করিতেন—উহাতে বুঝিতে হইবে তাঁহারা একশয্যাগত ছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মরাত্রে উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৩৮

এবং যোগমায়াই এই প্রকার বিধান করিয়াছেন। কারণ তিনি তত্তৎপত্নীগণের প্রতি ব্রজবাসিগণের কাম ভাব বিলুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আবার গোপীগণ যখন বিহারান্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিতেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া মায়িক গোপীগণকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিতেন—ইহাও তাৎপর্য্যতঃ বোধ হইতেছে।—ইহাই শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনী ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

ফলকথা—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ উপরের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পরকীয়া তত্ত্বেরই সন্ধান দিয়াছেন। গোপসুন্দরীগণ ব্রজগোপবৃন্দের গৃহবধূ, কিন্তু যখনই তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত রাসরতিবিলাসে মিলিত হইবার জন্য গমন করেন, তখনই যোগমায়াপ্রভাবে মায়াগোপীগণ ব্রজবাসী গোপবৃন্দের শয্যাপার্শ্বে বিদ্যমান থাকেন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগকেই নিজ নিজ পত্নী জ্ঞান করিয়াছিলেন—ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহারা অসূয়া প্রকাশ করেন নাই। শ্রীধরস্বামিপাদও বলিয়াছেন—ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্ এইরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া যে পরবধূসহ রাসলীলাবিলাস করিয়াছেন—তাহাতে পাপের সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছাময়ী রাগানুগা প্রেমভক্তির যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতে স্থাপিত হইল—তাহাতে কি ভক্ত কি অভক্ত সকলেরই প্রতি শ্রীভগবান্ অসীম অনুগ্রহ দেখাইয়া মনুষ্যকুলকে ভগবৎপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিলেন। যাঁহারা সেই চেতনার স্পর্শলাভ করিলেন তাঁহারা সর্ব্বধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে আত্মনিবেদন করিলেন। আর যাহারা মায়ানিদ্রাঘোরে নিদ্রিত রহিলেন তাহারাও একদিন না একদিন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—এই ভগবন্মুখ নির্গলিত বাণীর আহ্বানে জাগরিত হইয়া সর্ব্বপুরুষার্থসার ভক্তিবর লাভে ধন্য হইবেন। পরম পবিত্র রাসলীলাকথার প্রতি ছন্দে ছন্দে এই অভয়বরদ বাণীই অনুক্ষণ অনুরণিত হইতেছে। তাই আজন্মব্রহ্মচারী পরমহংসাচার্য্য শ্রীশুকদেব রাসলীলার উপসংহার শ্লোকে বলিলেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৩।৩৯)

—'যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে ব্রজবধূবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়ারূপ বিশিষ্ট লীলাবিলাস নিরন্তর শ্রবণ বা অনুবর্ণন করেন, তিনি শীঘ্রই শ্রীভগবানের সর্ব্বোত্তম প্রেমভক্তি প্রতিক্ষণ নূতনভাবে লাভ করিয়া তাঁহার হৃদয়-ব্যাধি কামকে বর্জ্জন করেন ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ ।—ব্রহ্মরাত্রে (ব্রহ্মণঃ রাত্রৌ যুগসহস্রপ্রমাণায়াং রজন্যাং সহস্রযুগপরিমিতে যথোক্তলীলানির্ব্বাহকে কালে ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বা) উপাবৃত্তে (উপ আধিক্যেন আবৃত্তে প্রকামবৃত্তিং গতে সতি) বাসুদেবানুমোদিতাঃ (চিত্তাদ্যধিষ্ঠাত্রা তেনৈবানুমোদিতাঃ সন্তঃ প্রেরিতা অপি, কিংবা বসুদেবঃ বসুষু অষ্টসু দীব্যতীতি বসুপ্রবরঃ দ্রোণরূপঃ শ্রীনন্দ এব প্রাগ্‌জন্মনি বসুষু বিরাজিতত্বাৎ ব্রজেশ্বর এব বসুদেব ইতি নাম্না অভিহিতঃ, তৎপুত্র বাসুদেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, তেনানুমোদিতাঃ ব্রজমঙ্গলার্থমনুজ্ঞাতাঃ কিংবা অনু নিরন্তরং মোদিতাঃ হর্ষিতাঃ) ভগবৎ-প্রিয়াঃ (ভগবান্ এব প্রিয়ো যাসাং তাঃ কিংবা ভগবৎপ্রিয়াঃ প্রেয়স্যঃ) গোপ্যঃ (গোপাঙ্গনাঃ) অনিচ্ছন্ত্যঃ (স্বগৃহান্ গন্তুম্ অনিচ্ছন্তঃ অপি) স্বগৃহান্ যযুঃ (নিজগৃহান্ প্রতি জগ্মুঃ) ॥ ৩৮

মূলানুবাদ ।—রাসকেলি করিতে করিতে যখন নিসাবসান ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল, তখন বাসুদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(শ্রীকৃষ্ণ) গোপাঙ্গনাদিগকে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীভগবৎ-প্রেয়সীগণ নিজগৃহে প্রতিগমন করিলেন॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা।—ব্রহ্মরাত্রে ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উপাবৃত্তে প্রাপ্তে॥ ৩৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেতৎ প্রাসঙ্গিকং সমাপ্যোসংহরন্ পরমসুখামৃতসিন্ধুমবগাঢ়ানামপি তাসামতৃপ্তিমাহ অনিচ্ছন্ত্যোঽপি গোপ্যঃ স্বগৃহান্ যযুঃ। তেন সমং বিহারেণৈব ব্রজং নিকটপ্রায়মাগত্য স্বস্বগৃহ-বর্ত্মানি জগৃহুরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ ব্রহ্মেতি তৎকালস্য গৃহগমনায়ৈব যোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। নন্থ তদর্থত্যক্ত-সর্ব্বাণাং তাসাং কথং তদপেক্ষা? তত্রাহ—বাসুদেবোঽত্র প্রাগ্জন্মনি বসুষু বিরাজিতত্বাৎ ব্রজেশ্বর এবার্থ গোকুল-লীলায়াং তদর্থস্তস্যৈব সান্নিধ্যাৎ ততশ্চাপত্যার্থেঽপি তেন তস্যাপত্যতয়াপেক্ষিততদনুস্মরণার্হ-প্রাতঃকালেন অনুমোদিতাঃ পুনরাসু স্বসঙ্গদানাদাঙ্গীকারস্তত্যাদিভিরিত্যর্থঃ। শ্লেষবিশেষেণ তত্তন্নিকটে সর্ব্ব এব সতা ক্রীড়তা চানুমোদিতা ইতি প্রত্যেকমপ্যনুনয়ো দর্শিতঃ। ঐশ্বর্য্যার্থত্বে তু তেনাপ্যনুনয়াৎ তাসাং মাহাত্ম্যং দর্শিতম্। যদ্বা। বসুদেবং তাসাং শুদ্ধমন্তঃকরণম্। সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতমিতি শ্রীশিবোক্তেঃ। প্রেম্না তদধিষ্ঠাত্রেতি তত্র সত্ত্বযুক্তম্। নন্থ তাভির্লব্ধদুর্ল্লভসঙ্গানন্দস্য তস্য ত্যাগতদ্যত্নেনাপ্যনুমোদনং কথমিব ঘটেত প্রেম-বশত্বপক্ষেঽপি তৎসঙ্গ এব প্রেমফলমিতি তদ্ধ্যানাদাবপি কথং তদ্বশত্বং তত্রাহ। ভগবানেব প্রিয়ো যাসাং তাঃ। ভগবতঃ প্রেয়স্যো বা অতঃ স্বদুঃখমপি তাঃ সহন্তে ন তু তৎসঙ্কোচলেশমপীতি ভাবঃ। সৎপুরুষাণাং প্রেয়সী-বশত্বেঽপি লজ্জামর্য্যাদাদাক্ষিণ্যাদিভিস্তদেষু সঙ্গত্যাগস্য দর্শনাদিতি চ ভাবঃ॥ ৩৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—রসঘনমূর্ত্তি গোপীজনবল্লভ শ্রীগোবিন্দের সহিত প্রেমঘনমূর্ত্তি ব্রজগোপীগণের রাসলীলাবৃত্তান্ত শ্রবণে বহির্মুখজনগণের হৃদয়োত্থ সংশয় প্রশ্নের অবতারণা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের সন্দেহ নিরাসের নিমিত্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ যে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন, লীলারহস্যতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব তদুত্তরে রাসলীলার সুগভীর তত্ত্ব ও বিশুদ্ধির বিষয় বর্ণনা করিয়া এক্ষণে বর্ত্তমান শ্লোকে রাসলীলার সমাপ্তি বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণ কুল, শীল, ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, আত্মীয় স্বজন ও পাতিব্রত্য পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়া যাঁহার চরণপ্রান্তে শরণ লইয়াছেন—যাঁহার প্রেমসেবার পরিপাট্যবিধানে তাঁহারা একান্তমনে আত্মনিয়োজিত করিয়াছেন—রাসলীলার অবসানে সেই প্রাণকোটিপ্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দনের পরমমধুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অতএব রাসরজনীর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রাসরতিবিলাস অবসানেও ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণসমীপে থাকিতে বাসনা করিলেন। কিন্তু স্বজন-প্রেম-বিবর্দ্ধন-চতুর রসিকেন্দ্রচূড়ামণি রাসরসিকেশ্বর ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া দেখিলেন "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে"—বিরহ ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্ট হয় না—বিশেষ করিয়া তিনি সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি অন্যান্য বিভিন্ন রসেরও আশ্রয়স্থল—এরূপ অবস্থায় যদি ব্রজসুন্দরীগণ ইতঃপর তাঁহার নিকটেই বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে মাতা, পিতা ও সখাবর্গের সন্তোষ বিধান ও গোপালনাদি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে ব্যাঘাত হয়। প্রেমশিরোমণি ব্রজগোপীগণ যেরূপ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োজিত করিয়াছেন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সেরূপ সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁহাদের ভজনা করিতে পারেন নাই, ইহা তিনি রাসলীলা প্রসঙ্গে ইতঃপূর্ব্বেই স্পষ্ট ঘোষণায় বলিয়াছেন। পরম প্রেমবতী গোপাঙ্গনাবৃন্দের চিরন্তন প্রেম-ঋণ স্বীকার করিয়া সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ নিজ দৈন্য বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন—"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাম্"—ইত্যাদি; 'আমি দেবতার মত সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল লাভ করিলেও তোমাদের প্রেমনিষ্ঠাপূর্ণ সদ্ব্যবহারের প্রতিদান দিতে পারিব না। তোমরা অবিচলকুল কুলবধূ হইয়াও গৃহধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ও লোকধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক প্রেমনিষ্ঠায় মাতা পিতা পতি ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় বান্ধব বর্জ্জন করিয়া একমাত্র আমারই প্রেমসেবা প্রতিবিধানের নিমিত্ত যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাতেই আত্মনিবেদন করিয়াছ, তেমনি করিয়া আমি কিন্তু মাতা, পিতা, আত্মীয় বন্ধু ও স্বজন প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র তোমাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি নাই।' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হইতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ-বচনে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।১৫১—৫২)

ব্রজপরিকরবৃন্দের সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি প্রেমভাবের কোনটীকেই ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভক্তবৃন্দের অনুগ্রহ বিধানের নিমিত্তই তাঁহার অবতার। অতএব যে স্থলে একাধিক ভক্ত তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন ও নানা ভাবপ্রবাহের অমিয়রসনিঃষেকে নিত্য তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতেছেন—সেখানে মাধুর্য্যপ্রেমের প্রোজ্জ্বলঘনমূর্ত্তি ব্রজরামাগণের মিলন-মেলায় তিনি কেমন করিয়া নিত্যলীলাবিলাসে তন্ময় রহিবেন? নিখিল-ভুবনাধীশ শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তবৃন্দের কাহাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিশেষতঃ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকলের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হয়। অতএব সর্ব্বসামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলাবসানে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমময়ী ব্রজসুন্দরীগণকে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত অনুমতি করিলেন।

ব্রহ্মরাত্রে অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রাসলীলার অবসান হইলে ব্রজগোপীগণ বাসুদেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া রাসলীলাবিলাস-রসাস্বাদন করিতে করিতে ব্রজাঙ্গনাগণ শেষ যামার্দ্ধে নিজ নিজ গৃহের অনেকখানি নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ঠিক সেই সময় রাসরসবিহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণকোটি-প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞা প্রতিপালনোদ্দেশে দুঃখিতান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহময় দিবস যাপনের নিমিত্ত তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। প্রেমশিরোমণি গোপীবৃন্দকে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাও উপদেশ দিলেন যে গৃহকর্ম্মে নিরাসক্ত ভাবে নিযুক্ত থাকিয়াও সাধক ভক্ত শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দলাভে বঞ্চিত হন না। তিনি যে ইতঃপর ব্রজসুন্দরীগণের সহিত মাঝে মাঝে মিলিত হইয়া তাঁহার প্রেমবশীভূত স্বভাবের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবেন—তাঁহার এই অনুমোদনে তাহারও ইঙ্গিত রহিয়াছে।

ষড়ৈশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে বহু রাত্রি একত্র সম্মিলিত হয় এবং ব্রজগোপীবৃন্দসহ গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের যে বিবিধ কলাপরিপাট্যময়ী রাসলীলা—উহা অগণিত রাত্রি ব্যাপিয়াই নিষ্পাদিত হয়। রাসলীলার উপক্রম শ্লোকে "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" বলিয়া শ্রীশুকদেব যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতেও রাত্রি শব্দে বহুবচনের প্রয়োগ দেখিতে পাই। কাত্যায়নি ব্রতপরায়ণা গোপীদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন—তাহাতেও উল্লেখ আছে—"যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ"—'হে ব্রজসুন্দরীগণ, তোমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, এক্ষণে ব্রজে ফিরিয়া যাও। আগামী রাত্রিসকল ব্যাপিয়া আমার সহিত তোমরা রমণ বিলাস করিবে।' তাই শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় দৃষ্ট হয়—

ব্রহ্মরাত্রে উপাবৃত্তে মিলিতানামনেকরাত্রীণাং শেষযামার্দ্ধে উপাবৃত্তে ভগবদিচ্ছয়া সম্প্রাপ্তে সতি।

(শ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃত-বৃহৎক্রমসন্দর্ভটীকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণবতোষণী টীকায় ব্রহ্মরাত্র বলিতে রাত্রির ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের কথাই বলা হইয়াছে এবং উহাতে বহুরাত্রি ব্যাপিনী রাসলীলা বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থ-দর্শিনী টীকায় এক অভিনব অথচ সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন—

একস্যামেব রজন্যামেতাবত্যো লীলা কর্ত্তব্যা ইতি ভগবতঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ নৃত্যগীতাদয়ো বিলাসা-যাবন্তো মনস্তভীপ্সিতা আসন্ তাবত্যাং সম্পূর্ত্তৌ যাবন্তঃ সময়াঃ সম্ভবন্তি তাবদ্ভিঃ সমৈর্যুগসহস্রং প্রহর-চতুষ্টয়াত্মকরজনীমধ্য এব রাসস্থল্যাং প্রবিবেশ যথা পঞ্চযোজনাত্মকবৃন্দাবনপ্রদেশৈকদেশ এব পঞ্চাশৎকোটি-যোজনপ্রমাণানি ব্রহ্মাণ্ডানি প্রবিষ্টানি, ব্রহ্মণা দৃষ্টানি যথা চাতিস্তোক এব ভগবত উদরস্যোপরি অপরিমিতানি দামানি, অন্তরে চ ব্রহ্মাণ্ডমেব দৃষ্টমভূদিত্যত্র নাসম্ভাবনা কার্য্যা। যদুক্তং ভাগবতামৃতে (লঘুভাগবতামৃতে)—

এবংপ্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধায়শ্চ সময়স্য চ।
অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটম্॥ ইতি

(শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্—শ্রীকৃষ্ণামৃতম্ ১৭৯)

বাসুদেবানুমোদিতাঃ মম চ ভবতীনাঞ্চ প্রতি তাদৃশক্রীড়াসিদ্ধ্যর্থং প্রচ্ছন্নকামতৈবাভীষ্টেতি কৃষ্ণেন কৃতানুমোদনা ইত্যর্থঃ। যদ্বা চিত্তাধিষ্ঠাত্রা বাসুদেবেনৈব গুরুলজ্জাভয়াদিকমুদ্ভাব্য প্রেরিতাঃ। অতএব প্রিয়-বিরহস্য দুঃসহত্বাদনিচ্ছন্ত্যোঽপি যযুঃ॥

(বিশ্বনাথকৃতা—সারার্থদর্শিনী)

'এক রজনীতেই ইয়ৎপরিমাণ লীলার অনুষ্ঠান করিতে হইবে—শ্রীভগবান্ এইরূপ সঙ্কল্প করেন, এবং তিনি সত্যসঙ্কল্প বলিয়া তাঁহার এই সঙ্কল্পও সত্যে পরিণত হয়—ফলে যে পরিমাণ নৃত্যগীত বিলাসাদি তাঁহার মনে অভিলষিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ করিতে যতখানি সময়ের প্রয়োজন সেই পরিমাণ সময়ে ব্রহ্মার একরাত্রি বা দিব্যসহস্রযুগ। উক্ত সহস্রযুগ প্রহরচতুষ্টয়াত্মক রজনী মধ্যে রাসস্থলীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ পঞ্চযোজনমাত্র ব্যাপ্ত শ্রীবৃন্দাবনের একদেশেই পঞ্চাশৎকোটি যোজন ব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ ব্যাপার অসম্ভব বলা যায় না—কারণ ইহা স্বয়ং ব্রহ্মা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—অতি শৈশবাবস্থাতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কটীদেশবন্ধন করিতে গিয়া তাঁহার উদরের উপরিভাগে অপরিমিত রজ্জু স্থাপিত হয় এবং তাঁহার অভ্যন্তরে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে কথিত হইয়াছে—'এই প্রকার পরম প্রভুত্বময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিবার, ধাম ও সময়ের অচিন্ত্য প্রভাব হেতু তাঁহাতে কিছুই দুর্ঘট নহে।' ভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোকে বসুদেব কর্ত্তৃক অনুমোদিতা গোপীগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—এইরূপ উল্লেখ আছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে তাদৃশ ক্রীড়াবিলাস সিদ্ধির নিমিত্ত প্রচ্ছন্নকামতাই অভীষ্ট এবং এই কারণেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ আদেশ প্রদান করিলেন। ইহার আর একপ্রকার অর্থও করা যাইতে পারে। বাসুদেব অর্থে চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তৎকর্ত্তৃক প্রেরিতা অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক সহসা গুরুজন নিমিত্তক লজ্জা ভয় প্রভৃতি শঙ্কা উদ্ভাবিত হওয়ায় ব্রজাঙ্গনাগণ বাধ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রাণকোটি প্রিয়তম ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের বিরহ দুঃসহ হইলেও অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহারা গৃহে গমন করিলেন।'

শ্রীবৃন্দাবনধামে গোপীজনসহ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসে প্রচ্ছন্নকামতাই পরম অভীষ্ট। এই প্রচ্ছন্নকামতার যাহাতে ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপসুন্দরীগণকে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য অনুমতি করিলেন। প্রচ্ছন্নকামতাই শৃঙ্গার রসের পরম উৎকর্ষ বিধান করে। গৌড়ীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসশাস্ত্র উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে ভরতমুনিবচন উল্লেখে উহাই প্রতিদান করিয়াছেন—

বহু বার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ।
যা চ মিথো দুর্ল্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণি—নায়কভেদপ্রকরণম্ ১৫)

'যে রতিবিলাসে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বহুবারণ বা নিষেধ রহিয়াছে, যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষের কামনা থাকিলেও উহা প্রচ্ছন্ন বা সংগোপিত, এবং যে রতি উভয়েরই দুর্ল্লভ—উহাই কন্দর্প সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট রতি'।

বিবাহিত দম্পতির মধ্যে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মিলনে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ কোন বাধা বা নিষেধ নাই। অতএব উহাতে প্রচ্ছন্নকামতা নাই, কারণ উহাতে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের কামনা লোকের অগোচর নহে। সেরূপ স্থলে উভয়ের সঙ্গও দুর্লভ নহে। কিন্তু যে মিলনবিলাসে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বহু বাধা আছে—সেই প্রচ্ছন্নকাম ও দুর্লভ রতিবিলাসে শৃঙ্গার রসের উৎকর্ষই সূচিত হয়। তাই রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীব্রজ-রাজনন্দন তাঁহার প্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণকে পরবধূভাবে বিভাবিত করিয়া শৃঙ্গাররসের প্রচ্ছন্নকামতাই প্রকটিত করিয়াছেন এবং সেই প্রচ্ছন্নকামতা, যাহাতে রক্ষা পায় তজ্জন্যই তিনি এমন ভাবে রাসলীলাবসানে গোপীবৃন্দকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিলেন।

ব্রহ্মরাত্র শব্দের যে ব্যাখ্যা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ব্রাহ্মমান অনুযায়ী রাত্রির অবসানের কথা বলা হইয়াছে। দিব্যযুগসহস্রে ব্রহ্মার একরাত্রি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগ একত্রে এক দিব্যযুগ বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ এক সহস্র দিব্যযুগে ব্রহ্মার এক দিবস। রাত্রি দিবসেরই তুল্য—অতএব এক হাজার সত্য, এক হাজার ত্রেতা, এক হাজার দ্বাপর ও এক হাজার কলিযুগ একত্র করিলে উহা ব্রহ্মার এক দিবাভাগ বা রাত্রির সমান হয়। বিষ্ণুপুরাণে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাই—

সত্যং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্।
প্রোচ্যতে তৎসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিবসং ক্রমে॥

(বিষ্ণুপুরাণম্ ১।৩।১৪)

অর্থাৎ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগ এবং উহাদের সহস্র চারিযুগের সমষ্টিতে ব্রহ্মার এক দিবস।

অন্য মতে নয়শত চুরানবই চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিবস। চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিবরণ দৃষ্ট হয়—

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য এক যুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৩।৫-৬)

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে যে সময় লাগে তাহাকে এক দিব্যযুগ বলে। সেইরূপ একাত্তর দিব্যযুগে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারিযুগ একাত্তর বার অতিক্রম করিলে তাহাকে এক মন্বন্তর বলা হয়। অতএব এক মন্বন্তরে ৭১টি সত্যযুগ, ৭১টি ত্রেতাযুগ, ৭১টি দ্বাপরযুগ এবং ৭১টি কলিযুগ আছে। এই একাত্তর চতুর্যুগ পর্য্যন্ত সময়ই এক মনুর অধিকার—এবং এই জন্যই এক মনুর কালকে এক মন্বন্তর বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রকার চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং রাত্রিও তুল্য পরিমাণ। ইহা হইতে বুঝা যায় ৭১×১৪=৯৯৪টি সত্যযুগ, ৭১×১৪=৯৯৪টী ত্রেতাযুগ, ৭১×১৪=৯৯৪টী দ্বাপরযুগ, ৭১×১৪=৯৯৪টী কলিযুগের সমষ্টি লইয়াই ব্রহ্মার একদিবস বা একরাত্রি হয়।

মনুষ্যলোকে প্রচলিত বৎসরের মানদণ্ড অনুসারে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর, ত্রেতার পরিমাণ ১২৯৬০০০, দ্বাপরের পরিমাণ ৮৬৪০০০ ও কলির পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর। অতএব এই চারিযুগের বৎসর পরিমাণ সমষ্টি করিলে মোট ৪৩২০০০০ বৎসর হয়। বিষ্ণুপুরাণমতে ঐরূপ একহাজার বার পূর্ণ হইলে যখন ব্রহ্মমান অনুযায়ী দিন অথবা রাত্রি হয়, তাহা হইলে মনুষ্য প্রচলিত মানদণ্ড হিসাবে ব্রহ্মরাত্রির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩২০০০০×১০০০=৪৩২০০০০০০০ অর্থাৎ চারিশত বত্রিশ কোটী বৎসর। অন্য মতে যখন ৯৯৪ বার চতুর্যুগ পূর্ণ হইলে ব্রহ্মদিবস বা ব্রহ্মরাত্র হয় এইরূপ জানা যায়—তখন তদনুসারে ব্রাহ্মরাত্রির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩২০০০০×৯৯৪=৪২৯৪০৮০০০০ অর্থাৎ চারিশত উনত্রিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ আশী হাজার বৎসর। অতএব বুঝিতে হইবে অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের ইচ্ছা প্রভাবে কোটী কোটী বৎসর ব্যাপিয়া এই পরম মধুর রাসলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, ব্রজসুন্দরীগণ ব্রহ্মরাত্রিশেষে বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এই বিবরণের 'বাসুদেব' পদের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ টীকাকারগণ যে দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন উহাতে 'বসুদেবনন্দন'—এই অর্থ প্রকাশ করা হয় নাই। বসুদেব শব্দ অষ্টবসুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণের পরিচায়ক এবং মহারাজ নন্দগোপ পূর্ব্বজন্মে দ্রোণরূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া বসুদেব অর্থে শ্রীনন্দ-গোপ ও বাসুদেব শব্দে তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বাসুদেব শব্দে অন্তর্য্যামী হৃদয়া-ধিষ্ঠাতা দেবের কথাও বলা হইয়াছে, কিন্তু বসুদেবনন্দন বলা হয় নাই। কারণ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে উহা তাঁহার শ্রীনন্দনন্দনরূপের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়াছে। পক্ষন্তরে মথুরায় যে লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে উহা তথায় বসুদেবনন্দনের লীলা বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কারণ ব্রজরাজনন্দন যখন মথুরায় গমন করিতেন তখন ব্রজরাজতনয় রূপ গোপন করিয়া তিনি বসুদেব-পুত্রতা প্রকাশ করিয়া তথায় গমন করিতেন। লঘুভাগবতামৃতে কথিত আছে—

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—কৃষ্ণামৃত ১৬৬)

অর্থাৎ প্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজতনয়রূপ আচ্ছাদন করিয়া স্বীয় বসুদেবপুত্রতা প্রকাশ করিয়া যদুপুরী মথুরায় গমন করেন।

অবশ্য ইহা হইতে বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই দুইজন যে পৃথক্—এইরূপ কোন অনুমান করা যাইতে পারে না। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী লঘুভাগবতামৃতের উক্ত প্রকরণে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে—'পরম ব্যোমাধিপতি মহালক্ষ্মীপতি নারায়ণ যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভূত হইবেন—এই ইচ্ছা করিয়া আনকদুন্দুভি অর্থাৎ বসুদেবের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। (লঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণামৃত ১৬০ দ্রষ্টব্য)। বিষ্ণুপুরাণেও দৃষ্ট হয়—

যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণম্ ৪।১১।২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যে বংশে কৃষ্ণনামধেয় নরাকৃতি পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হন সেই মথুরার যদুবংশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে লোকে পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়'।

অতএব শ্রীনন্দনন্দন এবং শ্রীবসুদেবনন্দন একই স্বরূপ—কেবল ভাব ও আবেশের ভেদে উহার প্রকাশ-দ্বৈবিধ্য মাত্র। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশভেদে নাম বৈভব প্রকাশে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ২।২০।১৪৩)

আরও কথিত হয়—

বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ।
দ্বিভুজ স্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ॥
যে কালে দ্বিভুজ নাম প্রভাব প্রকাশ।
চতুর্ভুজ হইলে নাম বৈভব বিলাস॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২০।৪৬—৪৭)

একই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপুরীতে নন্দনন্দন এবং যদুপুরী মথুরায় বসুদেবনন্দন রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। এই জন্যই টীকাকারগণ বর্ত্তমান শ্লোকের বাসুদেব শব্দের ব্যাখ্যায় বসুদেবনন্দন বলেন নাই। কারণ রাসলীলা ব্রজধামে অনুষ্ঠিত হয়—এবং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ভাবভেদ রহিয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা যায় যে লঘুভাগবতামৃতধৃত যামলবচনে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে স্বরূপগত পার্থক্যের উল্লেখ আছে—উহা আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থ। শ্লোকটী এইরূপ ঃ—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃপরম্।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥

(লঘুভাগবতামৃতধৃত যামলবচনম্ কৃষ্ণামৃতে ১৬১)

উপরোক্ত শ্লোকটির যথাশ্রুত অর্থ এইরূপ ঃ—যদুবংশ সম্ভূত অর্থাৎ বসুদেবের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অন্য। কিন্তু যিনি পূর্ণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মূলতত্ত্ব, সেই শ্রীকৃষ্ণ ইঁহা হইতে ভিন্ন এবং তিনি কখনও বৃন্দাবনভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না।

উপরিধৃত যামলবচনের যথাশ্রুত বা আক্ষরিক অর্থ অনুসারে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপতঃ বিভিন্নতা রহিয়াছে ইহাই প্রতীতি হয়। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করা উচিত। কারণ—অর্থনিরূপণ বিষয়ে মীমাংসা দর্শনে স্পষ্ট দিগ্‌দর্শনী রহিয়াছে—"সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে"—অর্থাৎ পরস্পর শাস্ত্রবাক্যগুলির মধ্যে একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ করা উচিত নয়। অতএব যামলবচনের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে যদুবংশসম্ভূত বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অন্য অর্থাৎ নন্দনন্দনের অন্যবিধ প্রকাশ। আর যিনি পূর্ণ অর্থাৎ নন্দনন্দনরূপে প্রকাশমান শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব—তিনি প্রকাশরূপে বসুদেবনন্দন হইতে অন্য প্রকার। অতএব উভয়ের মধ্যে কেবল মাত্র প্রকাশেরই বিভিন্নতা। গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনভূমি ত্যাগ করিয়া কখনও অন্যত্র যান না—এই যামলবাক্যের প্রাকৃত অর্থপ্রসঙ্গে বলিতে হইবে—অপ্রকট প্রকাশে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই অপ্রকট বৃন্দাবনে তাঁহার পরিকরবৃন্দের সহিত লীলা করেন এবং তৎকালে তাঁহার প্রিয় ধাম বৃন্দাবন ছাড়িয়া তিনি অন্য কোথাও যান না। কিন্তু প্রকটলীলায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়াও অন্যত্র যাতায়াত করেন এবং এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে "তত্র প্রকট-লীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ" (উজ্জ্বলনীলমণি-সংযোগ-বিয়োগ প্রকরণম্)।

'তত্র প্রকটলীলায়াম্'—এই উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকায় বলিয়াছেন—

ব্রজভূমের্যেষু প্রকাশেষু জন্মাদিলীলাঃ প্রাপঞ্চিকলোকৈঃ সর্ব্বথৈব ন দৃশ্যন্তে * * * তেষু মথুরাপ্রস্থান-লীলা নাস্তি। অপ্রকটপ্রকাশেষু সপরিকরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তদুচিতলীলাবিশিষ্টস্য সদৈব বিদ্যমানত্বাৎ।

(শ্রীল বিশ্বনাথকৃতানন্দচন্দ্রিকা টীকা)

'শ্রীকৃষ্ণজন্মাদিলীলা যেখানে প্রাপঞ্চিক লোক সমূহের দৃষ্টির গোচর হয় না ব্রজভূমির সেই অপ্রকট লীলায় মথুরাগমন লীলা নাই। বরং অপ্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিকরবৃন্দের সহিত তদুচিত লীলা বিলাস করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্রজভূমিতে বিদ্যমান থাকেন—ইহাই যুক্তিযুক্ত'।

উক্ত প্রমাণ বচন হইতে জানা গেল যে অপ্রকট ব্রজলীলায় মথুরাগমনাদি নাই। তবে প্রকটলীলায় বৃন্দাবন হইতে মথুরা গমন, মথুরা হইতে দ্বারকায় গমন এবং অবশেষে দন্তবক্র বধের পর দ্বারকা হইতে বৃন্দাবন ভূমিতে পুনরাগমন প্রভৃতির বৃত্তান্ত রহিয়াছে। অতএব যামলবচনে যে উল্লেখ আছে—বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া তিনি কখন অন্যত্র যান না—উহা অপ্রকট লীলা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। এই অর্থ স্বীকারে শাস্ত্রবাক্যের পরস্পর বিরোধ পরিহৃত হয়। যদিও যামলবচনে অপ্রকটলীলা পরিচায়ক কোন শব্দ নাই—তথাপি 'কখন যান না' এই বাক্যাংশে 'কখনই যান না'—এইরূপ নিশ্চয়াত্মক শব্দের যোগ না থাকায় বুঝিতে হইবে যে 'কখন যান না' বলিতে 'অপ্রকটলীলায় কখন যান না'। যদিও শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরা প্রভৃতি স্থানে যান, তথাপি মথুরা গমনকালে তিনি বসুদেবনন্দন। নন্দনন্দন ও বসুদেবনন্দন একই স্বরূপ, তবে উহাদের মধ্যে প্রকাশভেদ মাত্র। প্রকাশ যে কোনরূপ ভেদের পরিচায়ক নহে—তাহার প্রমাণ যথা—"প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্" (লঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণামৃতম্)। অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন—মথুরা ও দ্বারকায় কখন কখন যে চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনা যায় তাহাতে একই বিগ্রহের ভেদহীন প্রকাশ মূর্ত্তি কিরূপে বলিব? ইহার উত্তরে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ লঘুভাগতামৃতে বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ কখন কখন চতুর্ভুজ হইলেও তিনি কৃষ্ণরূপতা ত্যাগ করেন না—অতএব চতুর্ভুজমূর্ত্তিও দ্বিভুজ কৃষ্ণের প্রকাশ বুঝিতে হইবে। প্রমাণ বচনটী এইরূপ :—

ক্বচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্। অতঃ প্রকাশ এবাস্য স্যাত্তস্যাসৌ দ্বিভুজস্য চ॥

(লঘুভাগবতামৃতে—কৃষ্ণামৃতম্ ১৯)

উপরের সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণে এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপগত বা মূর্ত্তিগত কোন ভেদ নাই। তবে বৃন্দাবনধামে ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে পরমমাধুর্য্যসার নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই জানেন। এই জন্যই ভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোকের 'বাসুদেব' শব্দের ব্যাখ্যায় নন্দনন্দন বলা হইয়াছে। বসুদেব অর্থ নন্দনন্দন, কারণ অষ্টবসুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে দ্রোণ—"দ্রোণো বসূনাং প্রবরঃ" (শ্রীভাগবতম্ ১০।৮।২৮)—সেই দ্রোণরূপে শ্রীনন্দ পূর্ব্ব জন্মে বসুদিগের মধ্যে বিরাজ করিতেন বলিয়া ব্রজেশ্বর নন্দকেও 'বসুদেব' বলা হয় এবং তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ—এই অর্থে বাসুদেব শব্দে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই প্রতিপাদিত হইলেন। ব্রজগোপীগণ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিতই রাসলীলাবিলাস করিয়াছিলেন এবং রাসাবসানে সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই যে তাঁহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনুমোদন করিয়াছিলেন—ইহাই শ্লোকস্থ বাসুদেব শব্দের তাৎপর্য্যার্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ রসতত্ত্ব ও লীলাতত্ত্বের সর্ব্বসামঞ্জস্য রক্ষার্থেই 'বাসুদেব' শব্দে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৯

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ানাম
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥*॥ ৩৩ ॥*॥

॥ * ॥ শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী সমাপ্তা ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা 'বসুদেব' শব্দে চিত্তাধিষ্ঠাতা দেব শ্রীকৃষ্ণ—ইহাও বলা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে বলিতে হইবে যে হৃদয়াধিষ্ঠাতা দেবতা কর্ত্তৃক অনুপ্রেরিত হইয়াই ব্রজগোপীগণ রাসাবসানে ব্রাহ্মরাত্রি শেষে বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—যঃ (জনঃ) শ্রদ্ধান্বিতঃ (শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেন অন্বিতঃ) ব্রজবধূভিঃ (ব্রজে যা বধ্বঃ ইব নবযুবতয় তাভিঃ) সহ (সার্দ্ধং) বিষ্ণোঃ (ব্যাপকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) ইদঞ্চ (রাসক্রীড়ালক্ষণং চকারাদন্যদপি) বিক্রীড়িতং (বিশিষ্টং ক্রীড়িতং ক্রীড়াং) অনুশৃণুয়াৎ (অনু নিরন্তরং শৃণুয়াৎ) অথ (অনন্তরং স্বয়ং) বর্ণয়েৎ (শ্রাবয়েৎ উপলক্ষণমেতৎ স্মরেচ্চ সঃ) অচিরেণ (শীঘ্রং) ধীরঃ (অচঞ্চলঃ সর্ব্বার্থতত্ত্ববেত্তা ইত্যর্থঃ সন্) ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) পরাং (শ্রীগোপিকাপ্রেমানুসারিত্বাৎ সর্ব্বোত্তমজাতীয়াং) ভক্তিং (প্রেমলক্ষণাং) প্রতিলভ্য (প্রতিক্ষণং নূতনত্বেন লব্ধ্বা) হৃদ্রোগং (কামং) অপহিনোতি (পরিত্যজতি) ॥ ৩৯

ইতি শ্রীধামপান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীশ্রীসিতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধারমণ-গোস্বামিকৃতে তথা তদাত্মজ-শ্রীকৃষ্ণগোপালগোস্বামি-সম্পাদিতে শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলাবৃত্তান্ত নিরন্তর শ্রবণ করেন এবং শ্রবণানন্তর উহা বর্ণন করেন—তিনি অবিলম্বে ধীরত্ব লাভ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরাভক্তি লাভ পূর্ব্বক হৃদ্রোগরূপ কামাদি দুর্ব্বাসনা শীঘ্রই পরিত্যাগ করেন ॥ ৩৯

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধারমণ-গোস্বামিকৃতে
তথা তদাত্মজ শ্রীকৃষ্ণগোপালগোস্বামি-সম্পাদিতে শ্রীমদ্ভাগবত-
মূলানুবাদে দশমস্কন্ধস্য ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—ভগবতঃ কামবিজয়রূপরাসক্রীড়াশ্রবণফলমাহ বিক্রীড়িতমিতি। অচিরেণ ধীরঃ সন্ হৃদ্রোগং কামম্ আশু অপহিনোতি পরিত্যজতি ॥

সেয়ং শ্রীপরমানন্দসেবিশ্রীধরনির্ম্মিতা।
শ্রীভাগবতভাবার্থদীপিকা দশমাশ্রয়া ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ তাদৃশলীলাশ্রবণাদেরপি প্রাকৃতকামবিরোধিত্বেন শ্রীভগবৎপ্রেমাবহত্বেন চ কৈমুত্যাত্তল্লীলায়াঃ পরমভক্তিফলরূপত্বং দর্শয়িত্বা পূর্ব্বসিদ্ধান্তমেবোৎকর্ষয়ন্ তল্লীলাবর্ণনসমাপ্তৌ সুখাবেশেনোত্তরকালভাবিতং শ্রোতৃবক্তৃজনানাশিষয়ন্নিব চ স্বাভাবিকতৎফলং কথয়তি বিক্রীড়িতমিতি বিশিষ্টাং ক্রীড়াং চকারাদীদৃশমন্যদপি। বিষ্ণোরিতি তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োরিত্যাদ্যুক্তব্যাপকতাভিপ্রায়েণ। শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্বিত ইতি। তদ্বিপরীতাবজ্ঞারূপাপরাধনিবৃত্ত্যর্থং নৈরন্তর্য্যার্থঞ্চ। তচ্চ ফলবৈশিষ্ট্যার্থ অতএব যোঽনু নিরন্তরং শৃণুয়াৎ অথানন্তরং স্বয়ং বর্ণয়েচ্চ উপলক্ষণঞ্চৈতৎ স্মরেচ্চ ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং পরাং শ্রীগোপিকাপ্রেমানুসারিত্বাৎ সর্ব্বোত্তমজাতীয়াং প্রতিক্ষণং নূতনত্বেন লব্ধ্বা হৃদ্রোগরূপং কামমিতি ভগবদ্বিষয়ঃ কামবিশেষো ব্যবচ্ছিন্নঃ। তস্য পরমপ্রেমরূপত্বেন তদ্বৈপরীত্যাৎ। কামমিত্যুপলক্ষণমন্যেষামপি হৃদ্রোগাণাম্। অন্যত্র শ্রূয়তে। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরামিতি। অত্র তু হৃদ্রোগাপহানাৎ পূর্ব্বমেব পরমভক্তিপ্রাপ্তিঃ। তস্মাৎ পরমবলবদেবেদং সাধনমিতি ভাবঃ। ধীরঃ সন্নিতি ধৈর্য্যঞ্চ লভত ইত্যর্থঃ। যদ্বা। কামং যথেষ্টং আশু ভক্তিং প্রতিলভ্য হৃদ্রোগমাধিং শ্রীকৃষ্ণাপ্রাপ্ত্যাদি কৃতমচিরেণাপহিণোতি তৎ প্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানম্। ক্রীড়তা বহিরন্তশ্চ জড়োঽয়ং যেন লভ্যতে। তস্য চৈতন্যরূপস্য প্রীত্যৈ ভগবতোঽস্বিদম্॥ ৩৯

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পন্যাং ত্রয়স্ত্রিংশঃ॥ ৩৩॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—আজন্মব্রহ্মচারী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশুকদেব অগণিত রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি পরিবেষ্টিত গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া আসন্নমৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট পূর্ব্বাপর শ্রীরাসলীলা-বৃত্তান্ত খ্যাপন করিলেন। অতঃপর বর্ত্তমান শ্লোকে তিনি রাসলীলা বিবরণের উপসংহারে রাসলীলা শ্রবণকীর্ত্তনের ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন। সেই সভামাঝে দৃঢ় ঘোষণায় তিনি বলিতেছেন যে প্রেমশিরোমণি ব্রজবধূগণের সহিত রসঘনবিগ্রহ ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বৈচিত্রময়ী এই রাসলীলা কাহিনী যিনি শ্রদ্ধাভরে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে শ্রীভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়া কামনামক উৎকট হৃদয়ার্ত্তি হইতে মুক্তি পান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপবধূগণের রাসলীলা বিলাস প্রাকৃত শৃঙ্গাররসকথার ন্যায় কামকলা পূর্ণ ভাবের উচ্ছ্বাস নহে, পরন্তু উহা এমনই পরমপবিত্র কাহিনী যাহা শ্রবণে বা কীর্ত্তনে জীবের সর্ব্ববিধ কামব্যাধি দূরীভূত হয়—বিষয়বাসনা বা লালসা তিরস্কৃত ও পরিবর্জ্জিত হয়। হৃৎকর্ণরসায়ন পরমপবিত্র সেই রাসলীলাবৃত্তান্ত শ্রবণে হৃদয়ে যে পবিত্রতার সুরধুনী প্রবাহিত হয় তাহার স্পর্শে জীবহৃদয়ের কামবাসনার গ্লানি নিঃশেষে ধৌত হইয়া যায়। শ্রীশুকদেবের এই দৃঢ় ঘোষণা হইতেই জানা যায় যে রাসলীলা প্রাকৃত কামকলার বিবরণ নহে, উহার অন্তরালে লীলা ও রসতত্ত্বের যে নিগূঢ় সম্পদের মণিখনি লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ব্যাস শুক প্রভৃতি ঋষিগণ পর্য্যন্তও নিরন্তর ধ্যান নিরত হন।

রাসলীলা যে অশ্লীল শৃঙ্গার কথা নহে—উহা আমরা রাসলীলার শ্লোকব্যাখ্যায় বহুস্থানে আলোচনা করিয়াছি। ভাষার দিক্ দিয়া, তত্ত্বের দিক্ দিয়া এবং লীলার দিক্ দিয়া—যে দিক্ দিয়াই রাসলীলাবৃত্তান্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন না কেন—শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত এই লীলাবৃত্তান্তকে এক উজ্জ্বল রসমণ্ডিত পরম বিশুদ্ধ অনির্ব্বচনীয় ও অপ্রাকৃত প্রেমকাহিনী বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু পক্ষান্তরে যিনি ইহার শৃঙ্গাররসের বহিরাবরণের রূপকেই ভুল করিয়া প্রাকৃত কামকলার সহিত সমদৃষ্টি করিবেন, তিনি উহার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্তের ভাষাগত বা আক্ষরিক সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিবেন না। বিশেষ করিয়া এই লীলা কাহিনীর গুণাগুণ বিচার করিবার প্রাক্কালেই দেখিতে হইবে—এই রাসলীলার প্রণেতা কে? ইহার বক্তা কে? এবং ইহার শ্রোতা কে? প্রণেতা, বক্তা ও শ্রোতার অভিপ্রায়ই বা কি? তৎপরে দেখিতে হইবে—আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রতিপাদ্য পদার্থ কি এবং কাহাদের সম্বন্ধে সেই আলোচনা করা হইয়াছে।

আমরা জানি অপৌরুষেয় শব্দরাশি বেদের বিভাগকর্ত্তা, মহাভারত ও অষ্টাদশবিধ পুরাণের রচয়িতা, ব্রহ্মজ্ঞানসূত্রের প্রণেতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রাসলীলার রচয়িতা, আজন্মবিরাগী ব্রহ্মানন্দমগ্নহৃদয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তযোগী পরমহংসাচার্য্য বেদব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেব ইহার বক্তা, এবং বিপ্রাভিশপ্ত, অনুতপ্তচিত্ত, আসন্নমৃত্যু, মুক্তিকামনায় গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত মহারাজ পরীক্ষিৎ ইহার শ্রোতা। আবার সেই গঙ্গাতীর সভায় অগণিত রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষিবৃন্দ শ্রীশুকদেব মুখনির্গলিত শ্রীকৃষ্ণলীলাবৃত্তান্ত শ্রবণের পুণ্যফল অর্জ্জন অভিলাষে আকুল আগ্রহে সমবেত। অতএব যে-পরিবেশের মধ্যে এই রাসলীলা কথা বিবৃত হয়, সেই পরিবেশের কথা চিন্তা করিলেই সকল সংশয় প্রশ্ন দূরে সরিয়া যায়, শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া উঠে—শত কর্ণ মেলিয়া সেই অপ্রাকৃত লীলাকথা শ্রবণের সাধ চিত্তে জাগিয়া উঠে। তখনই মনে হয়, লোক-নিস্তারের জন্য অবতীর্ণ নারায়ণাবতার ব্যাসদেব, যিনি জগদ্ধিতের নিমিত্ত বেদরূপ বিরাট্ জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পুরাণরূপী কিরণ-মঞ্জুষায় বিশ্বে ছড়াইয়া দিয়াছেন—তথা আধিব্যাধিদুঃখময় সংসারচক্রের নিষ্পেষণী ও উদ্দামগতিকে প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমোঘ অস্ত্রের সন্ধান দিয়াছেন—জ্ঞান প্রজ্ঞানের প্রদীপ্ত ভাস্কর সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কখনই লোক বিগর্হিত অশ্লীল কাহিনী রচনা করিবেন না। আবার আজন্ম-ব্রহ্মচারী ব্রহ্মানন্দ নিমগ্ন নির্ব্বিঘ্ন-হৃদয় পরমহংসাচার্য্য সর্ব্বলোকহিতৈষী শ্রীশুকদেব অভিশপ্ত, মুক্তিকামনায় রোরুদ্যমান ও শরণাগত পরীক্ষিতকে প্রতারণা পূর্ব্বক কামলোলুপ বিলাসজনোচিত শৃঙ্গাররসের কথা শুনাইবেন না। বিপ্রাভিশাপ জ্বালায় যাঁহার হৃদয় দগ্ধ, যিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিয়া যোগী ভক্ত পরমহংসাচার্য্য শ্রীশুকদেবের নিকটে মুক্তির সন্ধান জানিবার জন্য শরণাগত এবং যাঁহাকে সাত দিনের মধ্যেই অভিশাপ ফলস্বরূপ মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে—তিনি মুক্তিফলদায়িনী তত্ত্বকথা ব্যতীত ভুক্তিবর্দ্ধিনী কামকথায় কেনই বা কর্ণপাত করিবেন? অতএব বুঝিতে হইবে—রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাবৃত্তান্তের আপাতপ্রতীয়মান শৃঙ্গাররসের অভ্যন্তরে পরহিতকর অমানুষিক ও অপ্রাকৃত পরমতত্ত্ব অবশ্যই লুক্কায়িত রহিয়াছে, নচেৎ বেদব্যাসের ন্যায় এমন রচয়িতা ও শ্রীশুকদেবের ন্যায় এমন বক্তা এবং পরীক্ষিতের ন্যায় এমন শ্রোতা ও অন্যান্য ঋষিবৃন্দ এই রাসলীলাবৃত্তান্তের সমাদর করিবেন কেন?

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলার বিবরণের দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ইহাতে হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা গোপীবৃন্দের সহিত আনন্দঘনতমবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসের যে মিলনলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে উহাতে সর্ব্ববিস্মায়ণী শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী ভক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্বে খ্যাপিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার। অতএব সর্ব্ববেদান্তসার মুখ্যভক্তিশাস্ত্রে প্রতিপাদ্য শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার শক্তিবৃন্দের লীলাবৃত্তান্তে যে পরম অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসেরই সন্ধান পাওয়া যাইবে—ইহা মনে করা যাইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। অচিন্ত্যবিভব ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্ এই আনন্দ ও প্রেমের অফুরন্ত লীলাখেলার অধিনায়ক। তাই রাসলীলার উপক্রমশ্লোকে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে—"ভগবানপি তা রাত্রীঃ" ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত লীলাকথা শৃঙ্গারকথা বটে, কিন্তু সেই শৃঙ্গাররসলীলার নায়ক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি জগদ্ধিতের নিমিত্ত স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও ধরাধামে অবতীর্ণ হন—যাঁহাকে আমরা প্রণাম জানাই "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ"—সেই পরম কল্যাণ-নিদান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গারলীলায় অবশ্যই যে বিশ্বকল্যাণের পরম পবিত্র রত্নের সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ইহাতে প্রবৃত্তির আবরণে যে নিবৃত্তির নন্দনকাননের শোভা সমুদ্ভাসিত হইয়াছে, শৃঙ্গারকথাচ্ছলে নিবৃত্তির যে পরমাস্বাদ্য অমৃত প্রস্রবণের ধারা উৎসারিত হইয়াছে, তাহারই ঘোষণায় টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

কিঞ্চ শৃঙ্গারকথোপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ। (শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার রাসবিহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রসঙ্গে ভগবানের যে পরিচয় পাওয়া যায়—তাহাতেও আমরা দেখিয়াছি—তিনি 'সাক্ষান্মন্মথ মন্মথ,' তিনি 'আত্মারাম,' তিনি 'পরমতেজীয়ান্,' তিনি "সর্ব্বজীবের অধীশ্বর' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত। সুতরাং যিনি মন্মথের মন্মথ, যাঁহাকে দেখিয়া স্বয়ং কামও মোহিত হইয়া যায়, তাঁহার পক্ষে কামাসক্ত হইয়া লীলা করা সম্ভব নয়। যিনি 'আত্মারাম,'—তাঁহার আনন্দের নিমিত্ত বাহ্য বিষয়ের অপেক্ষা নাই। অতএব তিনি আপনার রমণ সুখের নিমিত্ত গোপীগণের সহিত রাসরতিবিলাসে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। তাই তাঁহার সেই শৃঙ্গাররসলীলার অন্তরালে যে পরম প্রোজ্জ্বল ভক্তিরসের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে—তাহাতে কামজয় ঘোষণার এবং কামার্দ্দিত জীবের কামব্যাধি নিস্তারের অমৃতনিঃষেকেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশুকদেবও তাই বলিয়াছেন—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

কামগন্ধলেশবিবর্জ্জিত রাসলীলার পরম পবিত্রতা সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আমরা যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে কাম সম্বন্ধ তো নাইই—পক্ষান্তরে দুর্দ্দম কামের বিশ্ববিমোহিনী শক্তির পরাজয়ই ঘোষিত হইয়াছে। যে বিশ্বপ্রমাথী মন্মথের প্রভাবে জগতের জীবগণ নিত্য কামভোগ জ্বালায় জর্জ্জরিত, শ্রীভগবান্ তাঁহার অনুষ্ঠিত শ্রীরাসলীলায় সেই মন্মথেরও মন মথিত করিয়াছেন। শতকোটী গোপরমণীর সহিত বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিহারে রত হইলেও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহিত হন নাই, বরং মদনমোহনরূপে তিনি সক্ষান্মন্মথ-মন্মথ হইয়াই আবির্ভূত হইয়াছেন। বাস্তবিক শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা বিবরণে রাসবিহারীর সেই সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ রূপের কথা মনে করিলেই সকল সন্দেহের অবসান হয়।

এই রাসলীলায় কামসম্পর্ক তো নাইই—বরং এই লীলাকথা যিনি শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহার হৃদয়ের কামবাধি যে দূরীভূত হয়, শ্রীশুকদেব এই ফলশ্রুতিই বর্ত্তমান শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু যাঁহাদের প্রকৃতি চঞ্চল, ধৈর্য্যাশ্রিত হইয়া যাঁহারা রাসলীলাকথা আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে পারেন না, তাঁহারা সেই রাসলীলার বহিরাবরণের রূপ দেখিয়াই উহার প্রতি অশ্লীলতার গ্লানি আরোপ করেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ধীরস্বভাব এবং শাস্ত্র ও ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধাবান, তাঁহারা রাসলীলার অন্তর্নিহিত অমূল্য রত্নসম্পদ লাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। তাই পরমহংসাচার্য্য শ্রীশুকদেব বর্ত্তমান শ্লোকে বলিলেন—"শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃনুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ .... অচিরেণ ধীরঃ"। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে যে অটল বিশ্বাস তাহাকেই শ্রদ্ধা বলে—"শ্রদ্ধা শব্দে কহে শাস্ত্রে সুদৃঢ় নিশ্চয়" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)। অলীক বা মিথ্যা স্বপ্নের ন্যায় শাস্ত্রবাক্যকে যদি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিই—তাহা হইলে শাস্ত্রনিহিত জ্ঞানতত্ত্বের সন্ধান কেমন করিয়া মিলিবে? শ্রদ্ধা ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, কারণ "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। শাস্ত্র-প্রত্যয়রূপ শ্রদ্ধা হারাইয়াই অনাদিবহির্ম্মুখ জীব অবিদ্যার মসীমলিন তমিস্রায় আপনাকে নিমগ্ন রাখিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞানধ্বান্তনাশন মন্ত্রদ্রষ্টা মহামুনিগণ জ্ঞান প্রজ্ঞানের শুভ্র অলোকধারার যে পবিত্র তীর্থ রচনা করিয়াছেন—যাঁহাদের ধ্যাননিমীলিত নয়নসম্মুখে অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টিপ্রভায় 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' সমুজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল—তাঁহাদের সেই শাস্ত্রতীর্থের পবিত্রতায় শ্রদ্ধা হারাইলে জীবের আর কি অবশেষ রহিল? অজ্ঞান অন্ধকারই তখন তাহার সার হয়—আর সেই ঘোর অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া বৃথা পথ খুঁজিয়া মরে। তাই শ্রীশুকদেব বলিলেন—মহামুনিকৃত সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাকথা ধৈর্য্যসহকারে অচঞ্চল চিত্তে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে হৃদয়ের কামাদি দুর্ব্বাসনা দূর হয় এবং হৃৎপাবনী শুদ্ধা শ্রীকৃষ্ণভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞানালোকে অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়।

"শ্রীভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন"—রাসলীলার এই প্রারম্ভ শ্লোক শুনিবামাত্র অশ্রদ্ধাবশতঃ যাহাদের কেবল রমণের কথাই মনে পড়ে—তাহারা কেবলমাত্র রমণই বুঝিবেন, কিন্তু শ্রীভগবানের রমণ সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণাই আসিবে না। তাহারা ভগবান্ ছাড়িয়া রমণই বোঝেন, কাজেই দর্পণ-প্রতিবিম্বিত নিজ মুখ দর্শনের ন্যায় নিজের কুধারণারই প্রতিচ্ছবি তাহারা ইহাতে দেখিতে পান। কিন্তু যাঁহ রা বহুজন্মার্জ্জিত সৌভাগ্যের ফলে কেবলমাত্র রমণ না বুঝিয়া 'শ্রীভগবানের রমণ' বোঝেন—তাঁহাদের সেই শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে প্রাকৃত রমণের চিত্র প্রতিফলিত হয় না। প্রত্যুত তাঁহারা শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রমণের নিগূঢ় তত্ত্ব ও পরম রসামৃত সেবনের সৌভাগ্যলাভে ধন্য হন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা নির্ম্মলিন অন্তঃকরণে এই সত্যই প্রতিভাত হয় যে শ্রীভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তির পূর্ণনিকেতন। অতএব তাঁহার সেই রমণ সাধারণ জীবের রমণ নহে—ইহাতে নিশ্চয়ই ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদির সম্পর্ক আছে এবং নিশ্চয়ই কোনও অপ্রাকৃত পরমোপাদেয় রূপে জগতের জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য এই শ্রীভগবদ্রমণলীলা ধরাধামে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধান্তঃকরণে যাঁহারা রাসপঞ্চাধ্যায়ীর আদ্যন্ত ধীরভাবে সমালোচনা করিবেন—তাঁহারা জানিতে পারিবেন এই লীলায় কিভাবে এবং কোথায় শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তির বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার রমণেচ্ছামাত্র তৎক্ষণাৎ নির্ম্মল শারদাকাশে পূর্ণ শশধর উদিত হইয়া স্নিগ্ধ স্বচ্ছ কিরণমালা বিচ্ছুরিত করিয়াছিল, মৃদু-মন্দ-মলয়-পবন ধীরপ্রবাহে বহিতে লাগিল—সমগ্র বনভূমি ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে পত্র-পুষ্প শোভায় অভিনব মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল। ইহা যে রাসরতিবাঞ্ছাময় শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের পরিচয়—তাহা বলাই বাহুল্য। আবার ব্রজবধূদিগকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অধরচুম্বিত তাঁহার মোহন মুরলীর মধুর রবে চৌরাশীক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিপূরিত হইয়া গেল কিন্তু একমাত্র প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ব্যতীত যেই অব্যক্তমধুর বংশীধ্বনি আর কাহারও শ্রুতিমূলে প্রবেশ করিল না। ইহাতে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তির (বীর্য্যেরই) পরিচয় পাওয়া গেল। গোপরমণীগণের সহিত ভগবানের এই রাসলীলায় ভক্তানুগ্রহ ও প্রেমাধীনতারূপ অনন্যসাধারণ সুনির্ম্মল যশের পরম অভিব্যক্তি হইয়াছে। সেই রমণময়ী বিমল যশঃ কীর্ত্তন করিয়া সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বাধিপতিগণ ধন্য হইয়াছেন—"জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্ যশোঽমলম্" (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৩।৪)। শতকোটী ব্রজসুন্দরীগণের পরিমণ্ডল শোভায় শোভিত হইয়া শ্রীভগবান্ যেরূপ শোভা ও সম্পদ্ প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহা সত্যই অতুলনীয়। ত্রিলোকের সকল সৌন্দর্য্যই গোপরমণীসহ রমমাণ ভগবানের শ্রীবিগ্রহে প্রকাশ পাইয়াছিল। অগণিত হেমমণি বিজড়িত দিব্যাতিদিব্য মরকতমণির ন্যায় শ্রীভগবান্ পরম শোভা ধারণ করিয়াছিলেন—"তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৩।৬)। এই রাসলীলায় শ্রীভগবানের সর্ব্বজ্ঞতা স্বপ্রকাশতা প্রভৃতি জ্ঞানশক্তিরও অনুপম বিকাশ হইয়াছে। প্রেম-সেবাকাঙ্ক্ষিণী গোপীবৃন্দের নিজ নিজ হৃদয়ভাব বুঝিতে পরিয়া সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি ভক্তভাবগ্রাহী শ্রীভগবান্ যত গোপী তত মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সহিত লীলাবিলাস করিলেন। শ্রীভগবানের এই লীলায় প্রকাশিত বৈরাগ্যশক্তির কথা "সিষেবাত্মান্যবরুদ্ধসৌরতঃ" (শ্রীভাগবতম্ ১০।৩৩।২৬) প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্টই বর্ণিত আছে। শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত রমণ বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াও শ্রীভগবান্ সুরত সম্বন্ধীয় হাবভাবাদি প্রকাশ না করিয়াই তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যায়—এই লীলায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে কত বিবিধ বিচিত্রতায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ অবচিন্ত্য মহাশক্তির পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকাশ করিয়াছেন—তাহার আর ইয়ত্তা নাই এবং এ বিষয়ে লীলা ব্যাখ্যার সময় আমরা যথাযথ বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

যাহা হউক, ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাশক্তিনিচয়ের পূর্ণ বিকাশ করিয়া রাসরমণলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল বিষয় ধীরভাবে আলোচনা করিলে বা অচঞ্চল চিত্তে শ্রবণ করিয়া ইহার তত্ত্ব উপলব্ধি করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে শ্রীভগবানের এই রমণলীলা জীবের ন্যায় সাধারণ বা প্রাকৃত কামক্রীড়া নহে। শ্রীভগবান্ আত্মারাম, পূর্ণকাম ও আনন্দঘনমূর্ত্তি;—অতএব তাঁহার রমণ বিলাসে নিশ্চয়ই অনন্যসাধারণ কোনও বিশিষ্ট প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং উহা শ্রীভগবানের পক্ষে আত্মস্বরূপানন্দের আস্বাদন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিভূতা আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সহিত আত্মারামশিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলারূপ অপ্রাকৃত প্রেমলীলায় তাঁহার স্বরূপানন্দই বিশ্বে খ্যাপিত হইয়াছে; তিনি রসস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ।" রসস্বরূপ সেই পরব্রহ্মের স্বরূপানন্দাস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিলে জীবও যথার্থ আনন্দাস্বাদন করিতে পারে—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি"; পরব্রহ্মের স্বরূপানন্দাস্বাদ গ্রহণই জীবের প্রকৃত আনন্দাস্বাদন,—অতএব জীবের প্রতি নিজ স্বরূপানন্দ বিতরণই পরব্রহ্মের আনন্দাস্বাদন। অপূর্ণ জীব নিত্যই রিক্ত ও অভাবগ্রস্ত। অতএব তাহার পক্ষে অভাব পূরণই একমাত্র প্রয়োজন। কিন্তু নিত্যতৃপ্ত স্বতঃপূর্ণ শ্রীভগবানের পক্ষে নিজের কোন প্রকার অভাব পূরণের প্রয়োজন নাই, তবুও শ্রীভগবানের স্বভাবের এমনই বিশেষত্ব আছে যে সেজন্য তিনি নিজে পূর্ণ হইয়াও অপূর্ণ জীবকে সর্ব্বদা নানাভাবে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন এবং অক্ষয় আনন্দসম্পদ বিতরণের জন্যই তিনি বিবিধ সৃষ্টি ও লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীভগবানের আনন্দাস্বাদন এবং ইহাই তাঁহার রমণলীলা। অতএব ধীরচিত্তে শ্রদ্ধার সহিত শ্রীভগবানের সেই রমণলীলাকথা শ্রবণ করিলে শ্রীভগবানের বিতরিত আনন্দরসামৃত আস্বাদন হয় এবং সেই আনন্দামৃত পানে জীবের শীঘ্রই শ্রীভগবানে পরম ভক্তি লাভ করিয়া কামবাসনারূপ হৃদয়ার্ত্তি বিদূরিত হয়।

অতএব রাসলীলার আদ্যন্ত বিবরণ যে ভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, শ্রদ্ধাভরে ধীর বিবেচনার সহিত সে সকল বিষয় আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে রাসলীলার উপসংহার শ্লোকে শ্রীশুকদেব বর্ণিত রাসলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফল-কীর্ত্তন যথার্থই খুবই সঙ্গত। আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের হ্লাদিনীনাম্নী স্বরূপশক্তি অনাদিকাল হইতে একরূপে ও একভাবে শ্রীভগবানের সহিত নিত্যআলিঙ্গিত। কিন্তু তাঁহার সেই স্বরূপশক্তি দ্বারা আনন্দরসের ধারা বিশ্বে প্রবাহিত করিবার জন্য আনন্দসন্দোহময়ী সেই শক্তির বিকাশে স্বরূপানন্দ বিতরণের নিমিত্ত পরমকৃপাসিন্ধু শ্রীভগবান তাঁহার স্বরূপশক্তিভূতা গোপিবর্গকে পৃথক্‌বিগ্রহবতীরূপে প্রকাশ করিয়া নিজে স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। সে অবতারের মুখ্য প্রয়োজন ভক্তপ্রেমের মাহাত্ম্য-খ্যাপন এবং তাঁহার সেই লীলায় বিবিধ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্যরসোচিত বিভিন্ন ভাবের প্রতিষ্ঠাপ্রকাশ। উহাতে ভগবদানন্দের আস্বাদন ব্যতীত কার্য্যান্তর নাই—অপ্রাকৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন গুণাভিব্যঞ্জক রূপান্তর নাই এবং পরমপ্রফুল্লতাময়ী বিশুদ্ধতা ব্যতীত অন্য দোষসম্পর্ক নাই—সুতরাং দুর্দ্দর্শ কন্দর্পের দৌরাত্ম্যও নাই। কেননা ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি,—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছাময়ী তাঁহাদের সেই প্রেমরতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবার নিমিত্ত কি ভাবে তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে শিক্ষা দিয়াছে—"তাসাং শ্রীকৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুত্তমঃ" (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)—তাঁহাদের এই সর্ব্বস্বপণ শ্রীকৃষ্ণসুখবিধান উত্তমে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময়ী কামবাসনার কোন সম্পর্ক নাই। অতএব রাসলীলার দৃষ্টান্তে ইহাই বিশ্বে বিঘোষিত হইল যে সর্ব্বকামবাসনা পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছার উদগ্র উৎকণ্ঠায় যদি কেহ ভক্তপ্রেমাধীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করে—তাহা হইলে সত্যই সে শাশ্বত আনন্দের অগাধ সিন্ধুতে নিমগ্ন হয়। বিশ্বে এই আনন্দরসামৃত বিতরণের জন্যই শ্রীভগবানের রাসরমণলীলা। পরমানন্দের মূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণ—এবং জীব যদি সেই পূর্ণানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করিবার জন্য অভিলাষী হয়, জীবের সেই অভিলাষ কাম নামক ক্ষুদ্র সংজ্ঞা ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দনিষ্ঠ নিত্যনির্ম্মল প্রেমনাম ধারণ করে—"কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম।"

ক্ষুদ্র পার্থিব আনন্দের প্রতি জীবের যে আসক্তি উহাই কামপ্রভাবহত জীবের স্বভাব। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পার্থিব আনন্দে অবজ্ঞা করিয়া—নিজাভিলষিত আনন্দঘনতমবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে যদি জীব নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে কামবাসনার বহু ঊর্দ্ধে বিচরণ করিতে থাকে। হৃৎকর্ণরসায়ন রাসলীলাকথায় উজ্জ্বলরসমূর্ত্তি গোপাঙ্গনাবৃন্দের কৃষ্ণনিষ্ঠিত অগাধ নির্ভর প্রেমের যে অনুপম অনবদ্য অলেখ্য রূপায়িত হইয়াছে—সেই পবিত্র প্রেমের কাহিনী—শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের প্রতি শ্রোতার পবিত্র অনুরাগ জন্মে এবং উহা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে অবশ্যই পরম ভক্তির উদয় হয়, এবং সেই কৃষ্ণভক্তির কিরণমঞ্জুষায় জীবের কামরূপ হৃদয়গ্লানি নিঃশেষে দূর হয়! অতএব শ্রীশুকদেব যথার্থই বলিয়াছেন—ধীর ও অচঞ্চলচিত্তে যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়া—শ্রীভগবানে পরম ভক্তিলাভ করেন, তিনি অচিরে কামরোগ হইতে পরিত্রাণ পান ও উহাই তাঁহার পক্ষে সংসারবন্ধন হইতে প্রকৃত মুক্তিলাভ। কারণ প্রাকৃত সংসার ভুলিয়া অনুরাগভরে আনন্দঘন ভগবানের ভজনানন্দে নিমগ্ন হইতে পারিলে কামের অস্তিত্ব কেমন করিয়া থাকিবে? অতএব শ্রীশুকদেবোক্ত রাসলীলার ফলশ্রুতি যে খুবই সঙ্গত—তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই পরমপবিত্র রাসলীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে অধিকারি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। যিনিই ইহা শ্রবণ করেন বা কীর্ত্তন করেন তিনিই ভক্তিলাভ করিয়া কামরূপ দুর্ব্বাসনার গ্রাস হইতে মুক্তি পান—এই নির্দ্দেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে শ্রীরাসলীলা শ্রবণকীর্ত্তনে অধিকারি-ভেদ নাই। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়ে অধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন—

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিসাধনসম্পৎ মুমুক্ষুত্বঞ্চ (শঙ্করভাষ্য)

—অর্থাৎ যাঁহার নিত্য ও অনিত্য বস্তু বিষয়ে যথার্থ বিবেক উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—স্রক্‌চন্দনাদি ঐহিক এবং স্বর্গাদি পারলৌকিক বিষয়ভোগের প্রতি যাঁহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে এবং শম দম তিতিক্ষা সমাধি ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি সম্পদ যাঁহার অধিগত এবং যাঁহার মুক্তিকামনা রহিয়াছে, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—ভক্তিলাভ বিষয়ে অধিকারী ভেদ নাই, মনুষ্যমাত্রেই ইহার অধিকারী। ধূলিধূসরিতকায় শিশু যখন তাহার অর্দ্ধস্ফুট মা! মা! শব্দে দুই বাহু উত্তোলন করিয়া মাতৃক্রোড় লাভের নিমিত্ত লালায়িত হয়—বাৎসল্যকৃপাময়ী জননী তখন সাদরে তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া কপালে আশিষ্ চুম্বন প্রদান করেন;—সেইরূপ কৃপাময়ী ভক্তিদেবী তদভিলাষী জীবকে নির্ব্বিচারে অঙ্কে স্থান দিয়া তাহার ললাটে আশিষ্ চুম্বন দান করেন। বাৎসল্যময়ী জননী মাতৃক্রোড়প্রার্থী শিশুর উদ্দেশ্যে একথা কখনও বলেন না—'তুমি তোমার অঙ্গের ধূলি ঝাড়িয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া এসো—তবে তোমায় ক্রোড়ে স্থান দিব।' অনন্ত কৃপাময়ী ভক্তিদেবীও একথা বলেন না—হে জীব! তুমি আমার ক্রোড়প্রার্থী হইয়াছ বটে, কিন্তু আমার অঙ্কে স্থান পাইতে হইলে তোমাকে দেহ ও মনের সকল গ্লানি দূর করিয়া শম দম প্রভৃতি সাধনোপায় অর্জ্জন করিয়া ক্রোড়লাভের যোগ্য হইতে হইবে—তবেই আমার আশ্রয় পাইবে। ভক্তিদেবীও যোগ্যাযোগ্য বিচার করেন না—নির্ব্বিশেষে সকলকেই কৃপা করেন। তবে যিনি ভক্তিদেবীর আশ্রয় প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত তদুন্মুখ না হন এবং তাঁহাকে ভুলিয়া যিনি বিষয় লাভের মোহে প্রমত্ত থাকেন, তাঁহার প্রতি ভক্তিদেবী আপনা হইতে কেন কৃপা করিবেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথাপি ভক্তিদেবী বিষয়মত্ত জীবকে কৃপা করিবার জন্য নিরন্তর আহ্বান করিতেছেন, যাঁহার সেই আহ্বান শুনিবার মত কর্ণ আছে তিনি তদুন্মুখ হইয়া তাঁহারই কৃপাপ্রার্থনা করেন। ভক্তির প্রতি এই শ্রদ্ধাবশতঃই বিষয়াসক্ত জীবও কৃপাময়ী ভক্তিদেবীর পরম অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হন। শ্রীশুকদেবোক্ত বর্ত্তমান শ্লোকে অধিকারী নির্ব্বিশেষে ভক্তিদেবীর এই কৃপামাহাত্ম্যও ঘোষিত হইয়াছে। কারণ ইহাতে এই উপদেশই রহিয়াছে—যে-কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে এই রাসলীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করেন তিনিই ভক্তিকৃপা লাভ করিয়া কামরূপ হৃদয়ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পান। নির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রেরই যে ভক্তিলাভের অধিকার রহিয়াছে তাহার প্রমাণ উল্লেখে শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলেন—

শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা।
সর্ব্বাধিকারিতাং মাঘস্নানস্য ব্রুবতা যতঃ॥
দৃষ্টান্তিতা বশিষ্ঠেন হরিভক্তির্নৃপং প্রতি॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—(পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয় লহর্য্যাম্ ৩৩)

'শাস্ত্র বচন হইতে শোনা যায় যে ভক্তি বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেরই সমান অধিকার, বশিষ্ঠদেব হরিভক্তির সেই সর্ব্বাধিকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া মাঘস্নানে সকলের অধিকার সম্বন্ধে মহারাজ দিলীপকে উপদেশ করিয়াছিলেন'।

তাই ভক্তিবিষয়ে নির্ব্বিশেষ অধিকারিতার কথা ঘোষণা করিয়া কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।৪।৬২—৬৩)

অবশ্য শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ব্যতীত কোন বিষয়েই অনুরাগ জন্মে না। এই জন্য 'আদৌ শ্রদ্ধা' এই শ্রদ্ধাপ্রারম্ভিক ভূমিকার উল্লেখ আছে। তাই রাসলীলার এই উপসংহার শ্লোকে খুব সঙ্গত উক্তিই দেখিতে পাই যে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে যে ব্যক্তিই রাসলীলা কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন তিনিই শ্রীভগবানে পরম ভক্তিলাভ করেন এবং ভক্তিলাভ বশতঃ ধীর বা অচঞ্চলচিত্ত হইয়া কামরূপ হৃদয়ার্ত্তির হাত হইতে মুক্তি পান। এই ব্যাখ্যায় শ্লোকের ধীর শব্দকে বিধেয় বিশেষণরূপে অন্বয় করা হইয়াছে! ইতঃপূর্ব্বে আমরা উদ্দেশ্য বিশেষণরূপেও ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে যে পরম ভক্তিলাভ হয় ইহা ভক্তিশাস্ত্রের বহুস্থলে বিহিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে নববিধ ভক্তি লক্ষণপ্রসঙ্গে উল্লেখ আছে—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭।৫।১৮)

শ্রীকৃষ্ণের পরম পবিত্র চরিত কথা বড়ই অদ্ভুত ও মনোরম, তন্মধ্যে গোপবালকরূপে গোপবৃন্দ ও গোপীগণসহ যে বৃন্দাবন লীলাবিলাস তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। তাই লঘুভাগবতামৃতে উল্লেখ আছে—

চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ।
গোপাললীলা তত্রাপি সর্ব্বতোঽতিমনোহরা॥

(লঘুভাগবতামৃতম্ শ্রীকৃষ্ণামৃতে ১৮৩ শ্লোকাঙ্কে ধৃতং পদ্মপুরাণবচনম্)

আবার তন্মধ্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সর্ব্বলীলামুকুটমণি। সেই মুকুটমণির মধ্যভাগে আনন্দঘনবিগ্রহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমঘনমূর্ত্তি শ্রীগোপীজনের সহিত আলিঙ্গিত হইয়া আনন্দ ও প্রেমের সম্মেলনী শোভার অনুপম দ্যুতিচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিতেছেন। রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেমপ্রধানা প্রকৃতির সহিত অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোজ্জ্বলমূর্ত্তি হ্লাদিনী-শক্তিরূপা ব্রজগোপীবৃন্দের সহিত—রাসলীলা মণ্ডপে এই যে অপূর্ব্ব মিলন—আনন্দ ও প্রেমের এই যে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম—তাহারই কল্লোলধ্বনি ভক্তের শ্রবণকুহরে নিত্য অনুরণিত হয় এবং যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে একবার তাঁহার শ্রুতিযুগ মেলিয়া সেই কল্লোলগীতি শুনিতে পান, তিনিই সর্ব্বস্ব পিছনে ফেলিয়া সেই মিলনতীর্থোদকের বিন্দুমাত্র লাভের নিমিত্ত ছুটিয়া আসেন।

প্রাকৃত জীবের সকল প্রকার আনন্দ অপেক্ষা স্ত্রীপুরুষের রমণানন্দই প্রধান। তাই কথিত হয়—'যুবতীনাং যথা যূনি'—যুবতীবৃন্দের যুবকের প্রতি যে চিত্তের অভিনিবেশ। সেই অভিনিবেশ আনন্দঘনবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে স্থাপিত হইলে প্রেমের সূচনা হয় সন্দেহ নাই। জীবনিষ্ঠ যে-ভালবাসা—উহাই শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠ হইলে প্রেম সম্পূর্ণ হয় এবং এই প্রেমের প্রধান লক্ষণ পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে অত্যুৎকট উৎকণ্ঠা। এই নিমিত্ত রাসলীলা প্রসঙ্গে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তিরূপা গোপী-দিগকে প্রিয় বিরহিণী পরনারী সাজাইয়া ভগবদ্দর্শনে ভক্তের অমানুষিকী উৎকণ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খ্যাপিত করিয়াছেন। তাই শৃঙ্গাররসময়ী রাসলীলার বাহ্যাবরণ উন্মোচন করিলেই দেখা যায় যে ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতা, যোগেশ্বরতত্ত্ব, ভক্তবাঞ্ছাপূরণলালসা, এবং গোপীগণের পরপ্রেম, সর্ব্বত্যাগ এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বাঞ্ছাময়ী সেবাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি শত শত কাম নিবৃত্তির কাঞ্চন প্রতিমা সুপ্রতিষ্ঠিত। পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ প্রবৃত্তির সাজে এমনই নিবৃত্তির লীলা করিয়াছেন যে উহাতে মনোনিবেশ করিলে প্রবৃত্তিকোলাহলময় সংসারে আবদ্ধ জীবও ক্রমশঃ নিত্যনিরাময় নিবৃত্তিরাজ্যে উপস্থিত হইতে পারে। ইহাতে শ্রীভগবানের পরমকৃপাই দেখিতে পাই। কারণ যদি কেহ তাঁহার এই পরম মধুর লীলাকথা সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি ইহার আদ্যন্ত বিবরণের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পরা নিবৃত্তির সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিই দেখিতে পাইবেন, এবং সর্ব্বশেষে শ্রীভগবানে পরম ভক্তিলাভ করিয়া চির জীবনের মত প্রবৃত্তির কথা বিস্মৃত হইবেন।

প্রেম বলিতে সাধারণতঃঃ ভালবাসাই মনে হয়, কিন্তু ভালবাসা আর প্রেম এক নহে। কেন না যে ভলবাসা স্ত্রী পুত্র পরিজন বিষয় বৈভবাদিতে নিবদ্ধ, যাহা প্রাকৃতপদার্থনিষ্ঠ—তাহা কৃষ্ণভক্তের প্রেম অপেক্ষা বিভিন্ন। সে ভালবাসাকে প্রেম বলিলে প্রেমশব্দের অবমাননা করা হয়। নিজের সুখাকাঙ্ক্ষাই বহির্মুখজনের ভালবাসার মূল কারণ, কাজেই উহা কাম নামে অভিহিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণভক্তজন আত্ম-সুখাপেক্ষায় কৃষ্ণকে ভালবাসেন না—কৃষ্ণের সুখ বিধানই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং এবং এই নিমিত্তই উহার নাম প্রেম। নারদপঞ্চরাত্র হইতে উদ্ধৃত বচন-প্রামাণ্যে জানিতে পারি—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা (নারদপঞ্চরাত্রবচনম্)

'অন্য কোনও বস্তুতে মমতা না থাকিয়া যদি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই কাহারও মমতা থাকে তাহা হইলে সেই কৃষ্ণনিষ্ঠ মমতাকে প্রেম বলা হয়।'

অতএব গোপীগণ রাসলীলায় অনন্যমমতা ও বিষ্ণুমমতার যেরূপ নিদর্শন দেখাইয়াছেন—বাস্তবিক তাহার তুলনা নাই। তাই শ্রীভগবান্ আদিপুরাণে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি পর্য্যুপাসতে। তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্। জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥
(আদিপুরাণম্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—হে অর্জ্জুন! গোপীগণ তাহাদের নিজ দেহ আমার সেবার উপকরণ বলিয়া মনে করে এবং সেই জন্য তাহারা নিজ দেহকে ভালবাসে ও নানাবিধ বসন ভূষণাদি দ্বারা উহা সজ্জিত করে। অতএব তাহাদের মত আমার প্রেমপাত্র আর ত্রিজগতে নাই। গোপীগণ আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমার মনোগত ভাব প্রভৃতি সমস্তই জানে। তাহারা ব্যতীত ত্রিজগতে আর কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার মাহাত্ম্য প্রভৃতি সেরূপ অবগত নহে।

গোপীপ্রেমের এই অসমোর্দ্ধ বিকাশ রাসলীলায় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণী বংশীর কলস্বরে কৃষ্ণগৃহীতমানসা ব্রজবধূগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাকৃত জগতের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কুল শীল ধর্ম্ম ধৈর্য্য পাতিব্রত্য—সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমনিষ্ঠায় প্রাণকোটিপ্রিয়তম রাসবিহারীর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে গৃহ ধর্ম্মের কথা, সমাজ ধর্ম্মের কথা প্রভৃতি বিষয়ে কতই না উপদেশ দিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত লোকভয় ও প্রাণভয় দেখাইয়া তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ব্রজগোপীগণ কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের ঐকান্তিক অনুরাগের কি পরাকাষ্ঠাই না ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে! যদি কেহ বলেন—কামোন্মত্তা ব্যভিচারিণী কামিনীও তো পর-পুরুষের প্রতি ঐরূপ অনুরাগ দেখাইয়া থাকে;—তদুত্তরে দৃঢ়তার সহিত আমরা বলিতে পারি যে ব্যভিচারিণী কামিনীর আত্মসুখেচ্ছাই তাহার উৎকট অনুরাগের মূল কারণ। কিন্তু প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যাঁহারা সর্ব্ববিধ ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন—"তদর্থ বিনিবর্ত্তিত সর্ব্বকামাঃ" (ভাগবত ১০।২৯।২৭)—সেই সর্ব্বত্যাগিনী গোপীবৃন্দের আপনার বলিতে কিছুই নাই, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া প্রপন্ন জনগণের ন্যায় প্রার্থনা ভরে বলিয়াছেন—

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২৯।২৮)

'হে বিভো! আমাদিগের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নয়। হে স্বচ্ছন্দ পুরুষ! আমরা ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণমূলে আশ্রয় লইয়াছি। অতএব আদিদেব নারায়ণ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে যেরূপ আত্মসাৎ করেন, সেইরূপ আমাদিগকে গ্রহণ কর—পরিত্যাগ করিও না।'

গোপীবৃন্দের এই উক্তি তাঁহাদের অচল অটল কৃষ্ণানুরাগময় প্রেম ব্যতীত আর কিছুরই পরিচয় দেয় না। যে গোপীবৃন্দ "প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা" (১০।২৯।২৯) বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় প্রকাশিত করিলেন, যাঁহাকে তাঁহারা দেহী জীবের পরম প্রিয় চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ও বন্ধু বলিয়া বর্ণনা করিলেন—তাঁহার প্রতি গোপীগণের সর্ব্বস্বপণ প্রেমসেবাসাধ আপেক্ষা আর উচ্চতর ভগবৎ প্রেমের কথা কি হইতে পারে? আরও দেখা যায় শতকোটী গোপরমণী ঐক্যমত্য অবলম্বন করিয়া দল বাঁধিয়া তাঁহাদের প্রাণকোটিপ্রিয়তম আনন্দঘনতম পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের নিকেট সকলেই একই কথা বলিয়া প্রেম নিবেদন করিতেছেন। কিন্তু প্রাকৃত নরনারীর অনুরাগে এরূপ কোথাও সম্ভব নয়। অতএব ইহাকে সমচিত্ত ঐকান্তিক ভক্তবৃন্দের ভগবদাশ্রয় ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। আবার গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাসলীলা আরম্ভ হইবামাত্র যেই দেহাভিনিবেশ বশতঃ গোপীবৃন্দের মনে সহসা আত্মপ্রসাদ ও গর্ব্বভাবের উদয় হইল, তখনই শ্রীভগবান্ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন। প্রাকৃত নায়ক নায়িকার রমণবিলাসে এরূপ সম্ভাবনা কেহ অনুমান করিতে পারেন কি? অনন্তর কৃষ্ণান্তর্ধানজনিত প্রিয়বিরহ দুঃখে রোরুদ্যমানা গোপীগণ ব্যাকুল হৃদয়ে উন্মাদিনীর ন্যায় তরুলতাদিগকে কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া যখন সত্যই তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম-তন্ময়ী হইয়া গেলেন—তখন উহাতে আরূঢ় ভক্তের ভগবদ্ধ্যান-দৃষ্ট ভগবল্লাভ জনিত উন্মত্ততারই পরিচয় পাওয়া যায়। অবশেষে যখন কৃষ্ণবিরহদুঃখে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া শতকোটি গোপীবৃন্দ এক সঙ্গে সম্মিলিত রোদন রোলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন প্রার্থনা করিতেছেন—তখন গোপীবৃন্দের সেই অশেষ কাতরতা দেখিয়া ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি সাক্ষান্মথ মন্মথরূপে তথায় আবির্ভূত হইলেন। সেই সময়ে উভয় পক্ষে ভক্তিতত্ত্ব সূচক যে-সকল বাক্য সংলাপ হয়—তাহা শ্রবণ করিলে মানুষ সত্যই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। অবশেষে রাসলীলার অন্তিম অধ্যায়ে ঐকান্তিক ভক্তের যাহা আকাঙ্ক্ষিত—যাহা লাভ করিলে চিরানন্দ লাভ হয়—গোপীগণ সেই স্থিরানন্দ লাভ করিলেন—প্রেমরূপা গোপাঙ্গনা সর্ব্বত্যাগ করিয়া পরমানন্দ বিগ্রহে সমালিঙ্গিত হইলেন—ইহাই শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা। গোপীবৃন্দের সেই কামবাসনাহীন একনিষ্ঠ অকপট প্রেমের অনুপম দৃষ্টান্তে সংসার-সন্তপ্ত জীব চরম শিক্ষা লাভ করিল। আবার এই সত্যও জগতে স্থাপিত হইল যে শ্রীভগবান্ একনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের মনোরথ পূরণের নিমিত্ত তাঁহাদের প্রেমসেবাসাধ পূরণ উদ্দেশ্যে ভক্তজনোচিত সেবাসাধ অনুযায়ী লীলা বিলাসের উপযোগী করিয়া আপনাকে প্রকটিত করেন। তাই রাসলীলার প্রারম্ভ শ্লোকে লঘুতোষণী টীকায় উক্ত হয়—

সর্ব্বাতিশায়িপ্রেমবতীনাং ব্রজসুন্দরীণাং মনোরথপরিপূরণমেব প্রিয়মাত্রসুখার্থং সর্ব্বং কুর্ব্বতঃ শ্রীভগবতো মুখ্যতরপ্রয়োজনম্ ইতি দর্শয়ন্। তদেব চ তস্য সর্ব্বাতিশায়িসুখমিতি চ প্রকটয়ন * * তদযোগ্যাভিস্তাভিঃ সহ রাসক্রীড়াং পঞ্চেন্দ্রিয়তুল্যৈঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈর্ব্বর্ণয়তি।

(লঘুতোষণীটীকা)

'পরমপ্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণের মনোরথ পূরণই শ্রীভগবানের মুখ্যতর প্রয়োজন। কারণ শ্রীভগবান্ তাঁহার যে কোনও প্রিয়জনের (ভক্তের) আনন্দবর্দ্ধনার্থ সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন'—অতএব ইহাতেই তাঁহার যে সর্ব্বাতিশায়ী আনন্দের আস্বাদন—তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। এই পরমতত্ত্ব প্রকাশের জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চেন্দ্রিয়তুল্য পাঁচটী অধ্যায়ে ক্রীড়াযোগ্যা গোপরমণীবৃন্দের সহিত শ্রীভগবানের রাসক্রীড়া বর্ণিত হইল।

এই রাসলীলার মাহাত্ম্য বর্ণনায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই বলিয়াছেন—

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥

'যদ্যপি আমার মনোহারিণী তত্তৎ বহুবিধ লীলা রহিয়াছে—তথাপি রাসলীলার কথা স্মরণ করিলে আমার মন যে কিরূপ ভাবাবিষ্ট হয় তাহা আমি নিজে বুঝিয়া প্রকাশ করিতে পারি না।'

এইরূপ সুনির্ম্মল অপ্রাকৃত প্রেমলীলাকথা শ্রদ্ধান্বিত অন্তঃকরণে শ্রবণ করিলে ও পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিলে যে হৃদয়ে প্রেমভক্তির উদয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কারণ শ্রীশুকদেব স্পষ্টই বলিতেছেন রাসলীলা কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে উহার ফলস্বরূপ পরম ভক্তি অর্জ্জিত হয় এবং তদ্বশতঃ কামরূপ হৃদয়ব্যাধি দূর হয়। শ্রীশুকদেবের এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস। যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। তিনি গুণ ক্ষোভ নাহি মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়। আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।৫।৪৩—৪৫)

শ্রীশুকদেব কথিত রাসলীলার এই ফলশ্রুতি হইতে জানা যায় যে রাসলীলাকথা প্রেমভক্তির হৃৎকর্ণরসায়ণ পরম পবিত্র কথা। কোন বস্তুর গুণ বিচার করিতে হইলে লোকে বলিয়া থাকে "ফলেন পরিচীয়তে"। সুতরাং যে লীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তির উদয় হয় এবং হৃদয়ের কামগ্লানি নিঃশেষে দূর হয়—সেই লীলাকথা কখনই কলুষতাময়ী কামকাহিনী হইতে পারে না। অতএব শ্রীশুকদেব বর্ণিত ফলশ্রুতি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে রাসলীলাকথা কত পবিত্র, কত মধুর এবং কত হিতকর। যে হৃদয়ার্ত্তি রূপ কামজ্বালায় জীবমাত্রেই নিরন্তর জর্জ্জরিত, সেই কামব্যাধি দূরীকরণের ইহা অমোঘ মহৌষধ। পরমানন্দময়ী রাসলীলা কথা উপলব্ধি না হইলে কৃষ্ণমাধুর্য্যামৃতের রসাস্বাদন হয় না এবং এই কৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন যিনি করিয়াছেন তিনি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন—তিনি আনন্দঘন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সাক্ষাৎকারে ধন্য হইয়াছেন—"ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য"—শ্রীভগবানে পরম ভক্তি লাভে তিনি কৃতকৃতার্থ হইয়া কামকলুষতাময় সংসারবন্ধন হইতে চিরমুক্তি পাইয়াছেন। অতএব এমনতর অনির্ব্বাণ অসীম আনন্দের সন্ধান যাহাতে রহিয়াছে—ভবব্যাধির এমন অমোঘ মহৌষধি যাহার মূলকথা—এবং মনশ্চাঞ্চল্য দূরীকরণের এমনতর মনোহারী সম্পদ্ যাহাতে নিহিত রহিয়াছে—সেই রাসলীলাকথা কখনও কি পরবধূরতিবিলাসময়ী প্রবৃত্তিবর্দ্ধিনী কামক্রীড়ার অশ্লীল বৃত্তান্ত বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে? তাই "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ"—এই উপসংহার শ্লোকে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া শ্রীশুকদেব ঘোষণা করিলেন—কেহ যদি শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে ব্রজবধূগণের সহিত ব্রজরাজনন্দনের পরমমধুর রাসলীলা কথা শ্রবণ কিংবা কীর্ত্তন করেন তাহা হইলে তাঁহার শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দে অচলা ভক্তি লাভ হয়,—তিনি ধীরত্ব লাভ করেন এবং তাঁহার হৃদয়ের নিদারুণ কামব্যাধি বিনষ্ট হয়। শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তিসহ রাসলীলার পরম পবিত্র কথাই যে কামহত জীবের কাম জয়ের সিদ্ধমন্ত্র তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

সুতরাং উপরের বিবরণ হইতে জানা গেল যে—রাসলীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে প্রথমতঃ প্রেমভক্তির উদয় হয় এবং তদ্বশতঃ আপনা হইতে আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ হৃদয়ের কামব্যাধি দূর হয়। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীও বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

হৃদ্রোগাপহানাৎ পূর্ব্বমেব পরমভক্তিপ্রাপ্তিঃ।

(লঘুবৈষ্ণবতোষণী)

কিন্তু আমরা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের বিবরণে দেখিতে পাই যে কাম প্রভৃতি দোষদুষ্ট অন্তঃকরণে প্রেমভক্তির উদয় হয় না; একমাত্র বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির স্বচ্ছ সুনির্ম্মল হৃদয়মুকুরেই ভক্তির আলোক প্রতিফলিত হয়। উক্ত গ্রন্থের উপদেশ বচনগুলি এইরূপ :—

ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্। শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্॥
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্। ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা॥
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রম্যতাম্। কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি॥
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকার কাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—২।১।৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কামবাসনারূপদোষ সমূহ যাঁহাদের দূর হইয়াছে, অতএব যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহারা ভগবৎসম্বন্ধীয় বিষয়েই অনুরক্ত, এবং যাঁহারা রসজ্ঞ ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভে আনন্দানুভব করেন, শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দে ভক্তিরূপ সুখসম্পৎকে যাঁহারা জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন, ও যাঁহারা প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন সমূহের অনুষ্ঠান করেন—সেই সকল ভক্তের হৃদয়ে বিদ্যমানা অন্যনিরপেক্ষা আনন্দরূপা শ্রীকৃষ্ণরতি পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্মের সংস্কার বশতঃ সমুজ্জ্বলতা লাভ করিয়া থাকে এবং উহা অনুভবস্বরূপ পথগত শ্রীকৃষ্ণবিভাবাদির দ্বারা আস্বাদ্যতা লাভ করিয়া প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে।'

ভক্তিরসামৃতের উপরিধৃত বচনে দেখা যায়—বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির হৃদয়েই ভক্তির আবির্ভাব হয়। কিন্তু রাসলীলার বর্ত্তমান শ্লোকে যে তথ্য ঘোষিত হইয়াছে উহা হইতে জানা যায়—যে কোনও ব্যক্তি রাসলীলাকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া পরম ভক্তিসম্পদ্ লাভ করেন এবং অনন্তর তাঁহার অন্তঃকরণের কামকলুষ দূর হয়। অতএব বর্ত্তমান শ্লোক সমালোচনায় জানা গেল যে—প্রেম ভক্তির উদয় হইবার পরই আপনা হইতে কামদোষ বিদূরিত হইয়া যায়। আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" (১৮।৫৪) শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ কৃত সারার্থবর্ষিণী টীকায় উল্লেখ আছে যে জ্ঞানমার্গের সাধকের অন্তঃকরণে জ্ঞানের আনুষঙ্গিক শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানের ফলে বিদ্যা ও অবিদ্যা যুগপৎ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ভক্তির উদয় হয়। টীকায় এইরূপ :—

জ্ঞানে শান্তেঽপি অনশ্বরাং জ্ঞানান্তর্ভূতাং মদভক্তিং শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাং লভতে। তস্যা মৎস্বরূপ-বৃত্তিত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেঽপি অনপগমাৎ॥

(গীতার ১৮।৫৪ শ্লোকর সারার্থবর্ষিণী টীকা)

যাহা হউক, ভক্তিরসামৃতের পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ অনুসারে জানিতে পাই যে বিশুদ্ধ চিত্তে ভক্তির উদয় হয় কিন্তু 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ' প্রভৃতি—রাসলীলার এই অন্তিম শ্লোক হইতে জানিতে পাই—মলিন চিত্তেও পরাভক্তির উদয় হয়। এই দুই পরস্পর বিরোধী মতের সমাধান কল্পে বলিতে হয় যে শ্রবণ কীর্ত্তনের ফলে ভক্তি আবির্ভূত হয় এবং এই আবির্ভূত ভক্তিপ্রভাবে চিত্ত যখন তাহার মলিনতা পরিহার করিয়া বিশুদ্ধি লাভ করে, তখনই ভক্তির সহিত চিত্তের যথার্থভাবে স্পর্শ লাভ হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শুদ্ধান্তঃকরণে ভক্তি লাভের যে বিবরণ রহিয়াছে—উহা ভক্তিস্পর্শের বিবরণ। ভক্তি-প্রভাবে চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং চিত্তবিশুদ্ধি হইলে ভক্তিপ্রভাবে আপনা হইতেই যে চিত্তের দুর্ব্বাসনা দূর হয়—এবং ভক্তিদেবী যে নিজেই আপন আসন প্রস্তুত করিবার জন্য কামকণ্টক প্রভৃতি আবর্জ্জনা দূর করেন—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব দেখা গেল যে এই উভয় উপদেশের মধ্যে কোন প্রকার অসামঞ্জস্য নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮।৫৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—বিদ্যা লাভ হইলে রজস্তমোরূপা অবিদ্যা সম্যকরূপে পরাজিত হইয়া তিরোহিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও ১১।২৫।৩৪ শ্লোকে উল্লেখ আছে—"সত্ত্বঞ্চাভিজয়েদ্যুক্তো নৈরপেক্ষেণ শান্তধীঃ"- শান্তধীসম্পন্ন যোগমুক্ত ব্যক্তি ভক্তি হইতে উপজাত নিরপেক্ষ সত্ত্বগুণ দ্বারা সত্ত্বরূপা বিদ্যাকে দূরীভূত করে। এই প্রকারে বিদ্যা ও অবিদ্যা তিরোহিত হইলে চিত্তভূমি শুদ্ধসত্ত্ব লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করে। অগ্নিস্পর্শে লৌহের ন্যায় শুদ্ধসত্ত্বস্পর্শে চিত্তভূমি শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় এবং উহা প্রেমভক্তি রূপে পরিণত হয়। ফলকথা—ভক্তি-ভাস্করের কিরণ প্রভায় হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত হয় এবং তদনন্তর সেই ভক্তিপ্রভা হৃদয়কন্দর স্পর্শ করিয়া উহাকে প্রভাসমুজ্জ্বল করিয়া তোলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিলেন ভক্তিপ্রভাবে হৃদ্‌রোগ কাম দূর হয়। কামকে হৃদ্‌রোগ বলার বিশেষ উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইয়াছে। রোগে যে প্রকার দেহ মলিন হয় এবং ঐ ব্যাধি রোগীর স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ধীরে ধীরে যেরূপ রোগীকে মৃত্যুর পথে প্রধাবিত করে, সেইরূপ কামরূপ দুর্ব্বাসনা দ্বারা চিত্ত মলিন হয় এবং উহা জীব-স্বরূপগত ভগবদ্‌মুখতা নষ্ট করিয়া সংসার চক্রের নিষ্পেষণে জীবেব মৃত্যুই সাধিত করে। সংসারসন্তপ্ত অনাদি বহির্মুখ জীব বাসনার অশান্ত অগ্নি জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকে। অতএব এই নিদারুণ অশান্তি জ্বালার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণলীলা—বিশেষ করিয়া কামনাশিনী—রাসলীলা শ্রবণকীর্ত্তনরূপ মহৌষধির প্রয়োজন রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা শ্রবণেই যে শ্রীভগবানে তৎপরতা লাভ হয় 'অনুগ্রহায় ভক্তানাম্" শ্লোকে উহার পরিচয় আময়া পাইয়াছি। বর্ত্তমান শ্লোকেও সে কথার সহিত সঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে। তদুদ্দেশ্যেই শ্রীশুকদেব এই শ্লোকে "ইদঞ্চ" বলিয়া একটী 'চ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় 'চ' শব্দের অর্থ 'এবং';—তাহা হইলে "ইদঞ্চ"শব্দে ইহাই বুঝিতে হইবে যে রাসলীলা এবং অন্যান্য লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেও কামরূপ হৃদয় ব্যাধি দূর হয়।

পরমতত্ত্বদর্শী শ্রীশুকদেব "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ"—এই উপসংহার শ্লোকে রাসলীলাকে বিষ্ণুর লীলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাসলীলার প্রারম্ভ শ্লোকে শ্রীভগবানের রমণলীলা বলিয়া যে লীলার উপক্রম বর্ণিত হইয়াছে তাহার উপসংহারেও—ব্রজবধূগণসহ ইহা বিষ্ণুর লীলাবিশেষ বলিয়াই বিবৃত হইল। বহির্মুখ মানব-গণ শ্রীভগবানের এই নরলীলাবিলাস শ্রবণ করিয়া উহাকে যাহাতে মনুষ্যজনোচিত সমাজশ্লীলতার মানদণ্ডে কুৎসিৎ শৃঙ্গাররসময় প্রাকৃত কামবিলাস বলিয়া মনে না করেন—এই জন্য তত্ত্বদর্শী মহর্ষি শুকদেব রাসলীলার আদি মধ্য ও অবসানে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে ইহা ব্রজবধূগণের সহিত ষড়ৈশ্বর্য্যনিকেতন বিভুস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর ক্রীড়াময়ীলীলা। মহামুনি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের প্রথমেই মহারাজ পরীক্ষিতের মুখদ্বারা বলাইলেন—"তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ" 'অর্থাৎ হে মহর্ষে! যদুবংশে অংশের সহিত অবতীর্ণ শ্রীবিষ্ণুর বীর্য্যপরিচায়ক চরিতকথা আমাকে বলুন'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন দুর্য্যোগময়ী রজনীতে বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহন করিলেন সে দিনও দেবকীমুখে ব্যাসদেব বলাইয়াছিলেন--"স ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ" 'সেই শ্রুত্যুক্ত অধ্যাত্ম দীপস্বরূপ সাক্ষাৎ বিষ্ণুই তুমি'; আবার এক্ষণে শুকদেব মুখদ্বারাও বলাইলেন—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ" প্রভৃতি। বিষ্ণুশব্দে বিশ্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম বা বিরাট্‌রূপের কল্পনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঋঙ্‌মন্ত্রের বিষ্ণুসূক্তের বিবরণে দেখিতে পাই—'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্" (ঋগ্বেদ ১।২২।১৭)—সেই বিরাট্‌পুরুষ ত্রিভুবনে পদত্রয় নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইলেন। অতএব বুঝিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ মধ্যমাকার পরিমিত হইয়াও সর্ব্বব্যপক। রাসলীলামণ্ডপে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই গোপীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া অনন্তকোটী গোপীপরিবেশের মধ্যে তাঁহাদের যে অনন্তরূপের প্রকাশ দেখাইয়াছিলেন তাহাতেও এই বিশ্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের সেই বিবরণ—

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাংমধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহিতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৩।৩)

ব্রজগোপীগণ পরমশোভাময় মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইলেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলস্থ দুই দুই গোপীর মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সকলেরই কণ্ঠধারণপূর্ব্বক রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপীবৃন্দের প্রত্যেকেই মনে করিলেন—'কৃষ্ণ আমারই কাছে আছেন, অন্য কাহারও কাছে নাই'।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিশ্বব্যাপক পরব্রহ্ম হইয়াও আনন্দঘনবিগ্রহ নবনটবর বেশ ধারণ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ অনন্ত স্বরূপশক্তিকে প্রেমঘনমূর্ত্তি অসংখ্য ব্রজগোপীরূপে মণ্ডলাকারে সাজাইয়া রাসলীলার অনন্ত মাধুর্য্য দেখাইয়াছেন। এই অনন্তবিস্তারিত রাসলীলামণ্ডলের মধ্য দিয়া যেন অসীম অনন্ত রাসলীলার অভিব্যক্তি হইয়াছে। পরব্রহ্মরূপ পরম দয়াময় শ্রীভগবান্ সংসারসন্তপ্ত জীবকে সেই রাসলীলার অনন্ত মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই যেন অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণরূপে নবনটবর নরবপুঃ অবলম্বনে রাসলীলা করিয়াছেন। তাঁহার এই অপ্রাকৃত লীলা পরমোপাদেয়রূপে জগতের জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্যই প্রকাশিত হইয়াছে। বিভুস্বরূপ শ্রুত্যুক্ত বিষ্ণুরূপী ভগবান্ রসঘন নরলীলা বিগ্রহ ধারণ করিয়া তাঁহার স্বরূপশক্তিভূতা আনন্দচিন্ময়-রসপ্রতিভাবিতা ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রাসলীলারূপ অপ্রাকৃত প্রেমলীলায় তাঁহার স্বরূপানন্দই বিশ্বে প্রকাশিত করিয়াছেন।

যে বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌পুরুষ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তস্থলে ও বহির্ভাগে প্রতিনিয়তই আপন স্বরূপশক্তির সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, তিনিই বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুই উৎকৃষ্ট রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে নিজ কান্তাগণকে পরবধূভাবে বিভাবিত করিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছাময় আত্যন্তিক অকপট প্রেমসেবাসাধ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রাসলীলা বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এই রাসলীলাকথায় আপনপ্রাপ্তির উপায় পরমদয়াময় শ্রীকৃষ্ণ অশেষ কৃপাভরে আপনিই দেখাইয়া দিয়াছেন। চিরানন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম পদে শরণাগতি লাভ করিতে হইলে এবং তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে হইলে সর্ব্ববাসনাহীন একনিষ্ঠ অকপট প্রেমে শ্রীভগবচ্চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। ভগবদ্দর্শনের অত্যুৎকট উৎকণ্ঠায় পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের অদর্শনে সর্ব্বত্যাগিণী বিরহিণী ব্রজগোপীর ন্যায় যে দিন জীব "হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায়"! "হা কৃষ্ণ তুমি কোথায়"! বলিয়া শ্রাবণ ধারার ন্যায় অঝোর ধারে রোদন করিবে, সে দিন ভক্তপ্রেমাধীন ভাবগ্রাহী ভগবান্ আপন ভক্তকে তাঁহার পরম পবিত্র শীতল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া প্রেমালিঙ্গন করিবেন। ভক্ত চিরদিনের জন্য সেই আনন্দময়ের স্পর্শ লাভে পরমানন্দসিন্ধুতে অবগাহন করিবেন—তাঁহার কামনা বাসনা, ভুক্তি, মুক্তি ও স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে লুপ্ত হইবে—কেবল শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখরূপ পরমানন্দের অগাধ অসীম সিন্ধুবক্ষে তিনি বিহার করিবেন ও সত্য সত্যই তিনি ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবেন। কিন্তু যিনি উপেক্ষা ভরে নিত্যানন্দদায়িনী শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা কথায় অভিনিবেশ করিবেন না—শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে উহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবার জন্য লালায়িত হইবেন না—তাঁহার আনন্দ পিপাসা কেমন করিয়া শান্ত হইবে? কারণ—

সিন্ধু নিকটে রাখি কণ্ঠ শুকাওত
কো দূর করব পিপাসা?

(বৈষ্ণবপদাবলী)

অখিলশ্রুতিসার সর্ব্ববেদান্তসর্ব্বস্ব পঞ্চমবেদস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ অষ্টাদশপুরাণগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণলীলাঙ্কিত দশমস্কন্ধই মধ্যমণিস্বরূপ, আর সেই দশমস্কন্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তী আনন্দঘনবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দের বৃন্দাবনলীলাই মাধুর্য্যসম্পৎসার এবং শ্রীবৃন্দাবনলীলার মধ্যেও ব্রজগোপীসহ গোপীজনল্লভ মদনমোহন রাসবিহারীর মাধুর্য্যঘন-নিত্যানন্দদায়িনী শ্রীরাসলীলাই সর্ব্বলীলামুকুটমণি। শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে এই সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীরাসলীলামৃতসিন্ধুর বিন্দুমাত্র পান করিলে সংসারাহত জীবের কামরূপ হৃদয়ব্যাধি চিরতরে দূর হয়। রাসলীলাকথার উৎসমুখে যে ভক্তিসুরধুনী উৎসারিত হইয়া উঠে—তাহারই পুণ্যপূত প্লাবনধারায় জীবচিত্তের কামমলী-মস বিধৌত হয়—কদর্য্যমতাময়ী গ্লানি নিঃশেষে বিদূরিত হয়—সংসারবাসনারূপ কণ্টকবন স্রোতোমুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। তখন ভক্তের সেই পরমবিশুদ্ধ মলনির্ম্মুক্ত শুদ্ধান্তঃকরণে ভক্তিতরঙ্গের যে স্পর্শলাভ হয় তাহারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবাহপথে অসীম আনন্দসিন্ধুর ঢেউ লাগে—যেন মনে হয়, সেই মহাসিন্ধুর রাসলীলাচ্ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী অনন্ত ঊর্ম্মিমালার অপরূপ নৃত্যভঙ্গির মধ্যে অনন্তকোটী গোপীমণ্ডল বেষ্টিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দযুগল অনন্তকাল ধরিয়া রাসনৃত্য করিতেছেন—আর ভক্তও যেন সেই আনন্দমহাসিন্ধুর তরঙ্গমধ্যে নাচিয়া নাচিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া পরমানন্দে হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক সমুচ্চকণ্ঠে শ্রীরাধারাণী ও শ্রীরাধাবল্লভের সম্মিলিত জয়ধ্বনিতে দশদিক্ আনন্দ মুখরিত করিতেছেন ॥ ৩৯

ইতি শ্রীধামশান্তিপুরপুরন্দর-প্রভুবর শ্রীশ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-চণ্ডিপুরবাস্তব্য-
শ্রীরাধারমণগোস্বামিকৃতায়াং তথা তদাত্মজ শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামি-
সম্পাদিতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী সমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং
দশমস্কন্ধস্য ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥
"শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী সমাপ্তা" ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi